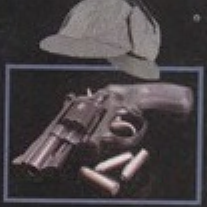

স্যার আর্থার কোন্যান ডায়ালের

শার্লক হোমস

রচনাসমগ্র

স্যার আর্থার কোনান ডায়ালের

শার্লক হোমস রচনাসমগ্র

অখণ্ড

সম্পাদনায়

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম

অনুবাদ

নচিকেতা ঘোষ

সাহিত্যমালা • ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
সাহিত্যমালা
৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
অমর একুশে বইমেলা-২০১২

প্রচ্ছদ
নয়ন গ্রাফিক্স, ঢাকা

বর্ণবিন্যাস
তুষার কম্পিউটার সেন্টার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০

দামঃ ৫০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70339-0101-7

www.pathagar.com

দুটি কথা

শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোন্যান ডায়ালের জন্ম এডিনবরায়, ১৮৫৯ সালে। ১৮৭৬ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়বার সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে ডাঃ জোশেফ বেল-এর। সুদক্ষ শল্যচিকিৎসক এই মানুষটির নির্ভুল ক্ষমতা ছিল রোগ নির্ণয়ের।

কেবল তাই নয়, সামান্য লক্ষণ থেকেই তিনি মানুষের জীবন ও জীবিকার ইতিহাস নির্ণয় করতে পারতেন।

ডাঃ বেল-এর বৈজ্ঞানিক যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিকেই পরবর্তী জীবনে প্রখর ও প্রসারিত করেছেন ডায়াল তাঁর সাহিত্যে শার্লক হোমস চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ডায়ালের এই অসামান্য চরিত্র জীবন-মরণের সীমানা অতিক্রম করে এক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন কিংবদন্তী। সাহিত্যকে ছাড়িয়ে সাহিত্যের চরিত্র বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে। বিস্ময়কর বুদ্ধির অধিকারী গোয়েন্দা শার্লক হোমসের বিপুল জনপ্রিয়তার আড়ালে চাপা পড়ে গেছেন স্রষ্টা স্বয়ং।

হোমস এবং তাঁর সহকারী ওয়াটসন সত্যিকারের রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন এটা প্রামাণ্য সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে হোমসের জীবনের শিক্ষাদীক্ষা, কর্মকৃতিত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে রীতিমত গবেষণা হয়েছে। অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লেখা হয়েছে।

হোমসের চেহারা, স্বভাব, চরিত্রের নির্ভুল খুঁটিনাটি এবং অসামান্য ব্যক্তিত্ব, ব্যর্থতা ও বেদনার চালচিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে এই সকল রচনার মাধ্যমে।

তাঁদের সময়ের লণ্ডন, বেকার স্ট্রিটের বাসস্থান, অ্যাপার্টমেন্ট,আসবাবপত্র, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, এমন কি পোর্টেট পর্যন্ত আঁকা হয়েছে।

পাঠকদের জ্ঞানে বিশ্বাসে ভালবাসায় হোমস এতই জীবন্ত যে এখনো তাঁর নামে, ২২১ বি বেকার স্ট্রীটের ঠিকানায় সপ্তাহে গড়ে চল্লিশখানা করে চিঠি আসে। কাগজে হোমসের নামের আগে প্রয়াত শব্দ ব্যবহৃত হলে ঝুরি ঝুরি প্রতিবাদ আসে।

বস্তুত, হোমস সত্যিকারের চরিত্র না হয়েও পৃথিবীর হোমস-অনুরাগী মানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন জীবন্ত অস্তিত্বের অধিক একটি ভাবমূর্তি।

হোমসকে নিয়ে নানাদেশে গড়ে উঠেছে হোমস চর্চার কেন্দ্র শার্লকিয়ান সোসাইটি। এই সকল কেন্দ্রের গঠনমূলক আলোচনা এবং সক্রিয় অধিবেশন একশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও হোমসকে জীবন্ত করে রেখেছে।

হোমসের কিংবদন্তীতুল্য কাহিনীগুলো যে কেবলমাত্র অনুবাদকর্মের মাধ্যমেই দেশে দেশান্তরে প্রচার লাভ করেছে তা নয়। মঞ্চ-চলচ্চিত্র দূরদর্শন বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে সেগুলির আঙ্গিক রূপান্তর এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শার্লক হোমসের গল্প অবলম্বনে এ পর্যন্ত দুশোরও অধিক চলচ্চিত্র ও টেলিফিল্ম নির্মিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য নাটক হয়েছে প্রায় চল্লিশটি। অতি সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে ডিজনি কার্টুন ফিল্ম বেসিল দি মাউস ডিটেকটিভ নামে।

ডায়ালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার

www.pathagar.com

গোয়েন্দা সংস্থায়। সারা বিশ্বের পুলিশী তদন্ত ধারায় এনেছে পরিবর্তন। চীন মিশরে গোয়েন্দা পাঠক্রমে অবশ্যপাঠ্য এই গল্পগুলি।

এইভাবে শতবর্ষ অতিক্রম করে এসেও রহস্যভেদী শার্লক হোমস আজও হয়ে আছেন জীবন্ত সত্য—সমান জনপ্রিয়।

বাঙালী পাঠক মহলেও শার্লক হোমসের জনপ্রিয়তা অপরিসীম। তাঁদের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই শার্লককে নিয়ে লেখা ডায়ালের সমস্ত রচনা একত্রবদ্ধ করে এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হলো। এ -বিষয়ে প্রকাশকের আন্তরিক আগ্রহ ও সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। সবশেষে, এ লেখা পাঠকদের ভাল লাগলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

—সম্পাদক

www.pathagar.com

স্যার আর্থার কোন্যান ডায়ালের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি শার্লক হোমস চরিত্র। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই শার্লক হোমসের কীর্তি-কাহিনী অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একশো বছর অতিক্রম করে এসেও জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে শার্লক হোমসের গল্প আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বাঙালী পাঠক-সমাজে শার্লক হোমস ও তাঁর অপরাধ-তদন্তের কীর্তিকলাপ যে কতটা সমাদৃত, তার আভাস ইতিপূর্বে ছোটখাট কয়েকটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। বৃহত্তর পাঠকসমাজের চাহিদা বিবেচনা করেই এবারে শার্লক হোমসকে নিয়ে লেখা সমস্ত গল্প একটি অখণ্ড অবয়বে পরিবেশন করবার উদ্যোগ নেওয়া হলো।

আশা করছি, আমাদের এই প্রয়াস-পাঠক সম্প্রদায়ের সমাদর লাভ করবে।

অতি সম্প্রতি ছাপার কাগজ, ছাপা ও আনুষঙ্গিক সকল কিছুর অভাবিত মূল্যবৃদ্ধি পুস্তক ব্যবসাকে খুবই বিব্রত করেছে। প্রতি পদক্ষেপেই পাঠক সমাজের সীমিত ক্রয়-ক্ষমতার কথা চিন্তা করতে হচ্ছে।

বিপুলায়তন এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেতে হয়েছে। তথাপি, আনন্দের সঙ্গেই বলতে পারছি, বিশ্বজয়ী অপরাধ-বিজ্ঞানী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী গোয়েন্দা শার্লক হোমসকে নেবার উদ্দেশ্যে আমাদের এই গ্রন্থের জন্য পাঠকদের সবচেয়ে কম ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

যাঁদের জন্য এই শ্রমসাধ্য কৃচ্ছ্রতার সাধনা, তাঁরা সন্তুষ্ট হলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

—প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচি

দি কেস বুক অব শার্লক হোমস

হীরক রহস্য ১১

রঙের গন্ধ ২৯

এক সৈনিকের গল্প ৫৬

তিন গ্যারিডের রহস্য ৯৯

রহস্যভরা থর ব্রিজ ১০৮

দি অ্যাডভেঞ্চার অব শার্লক হোমস

নীল পদ্মরাগ ১২১

বোহেমিয়ার কেলেঙ্কারি ১৪১

কমলালেবুর পাঁচটা বিচি ১৫৯

রক্তকেশ সংঘ ১৬৪

রত্নমুকুট ১৭৩

ছদ্ম পরিচয় ১৮১

বসকোম উপত্যকার রহস্য ১৯৪

সম্ভ্রান্ত কুমার ২০৩

হিজ লাস্ট বাও

ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যান ২৫২

মুমূর্ষু ডিটেকটিভ ২৭৬

কার্ডবোর্ডের বাক্স ২৮৩

দি মেমোয়ার্স অব শার্লক হোমস

গ্রাম্য জমিদার ৩০৩

নৌ সন্ধি ৩১১

রেসিংটনের কাহিনী ৩৩৭

গ্লোরিয়া স্কট ৩৫৩

www.pathagar.com

দোভাষী ৩৬২
মাসগ্রেভ তন্ত্র ৩৭১
বিকলাঙ্গ ৮১
শেষ মামলা ৪০১

দি রিটার্ন অব শার্লক হোমস

তিন ছাত্রের অভিযান ৪১৩
নরউডের স্থপতির অ্যাডভেঞ্চার ৪২৪
দ্বিতীয় রক্তরেখা ৪৩৭
ব্ল্যাক পিটার ৪৫৫
শূন্য ঘরের রহস্য ৪৬৭
অ্যাবি গ্রেঞ্জ ৪৮০
নাচুনে মানুষ ৪৯৫
হারানো খেলোয়াড় ৫১১
নিঃসঙ্গ সাইকেল আরোহী ৫৩৯
সোনার চশমা ৫৫১
দি হাউন্ড অব দি বাস্কার ভিলস (উপন্যাস) ৫৯৯
দি সাইন অব ফোর (উপন্যাস) ৭০৫
দি ভ্যালি অব ফিয়ার (উপন্যাস) ৭৬৫
এ স্টাডি ইন স্কার্লেট (উপন্যাস) ৮২৫

www.pathagar.com

দি কেস বুক অব শার্লক হোমস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হীরক রহস্য

একটা মামলার মধ্যে আটকে রয়েছেন শার্লক হোমস। তাঁর শরীরের যা অবস্থা ভালো নয়—দিনের পর দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। ড. ওয়াটসন জিজ্ঞেস করেছিলেন, খাবেন কখন? তাতে তিনি বলেছিলেন, পরশু সাড়ে সাতটায়।

বিলি হোলো হোমসের ছোকরা চাকর। খুব চালাক আর চটপটে। হোমসের জীবনের একাকিত্বের ফাঁক অনেকটা ভরাট করেছে সে। বিলি ড. ওয়াটসনকে বলল—কাকে যেন ধরার চেষ্টা করছেন। পরশু বেরিয়েছিলেন জনমজুর সেজে, যেন কাজ খুঁজছেন, আর আজ বেরিয়েছিলেন এক বুড়ির সাজে।

ড. ওয়াটসন বিলিকে বললেন, 'আচ্ছা, মামলাটা কী বলতে পারো?'

বিলি গলার স্বর নিচু করে চটপট উত্তর দিল, 'স্যার, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, তবে দেখবেন আর কেউ যেন জানতে না পারে। এ হল মুকুটের হীরের সেই মামলা।'

আঁতকে উঠলেন ওয়াটসন। বললেন, 'অ্যাঁ বলো কী, সেই কোটি টাকার চুরির মামলা?'

বিলি বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। যেমন করেই হোক আদায় করতেই হবে। এ ব্যাপারে স্যার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীও নিজে এসেছিলেন। ওই সোফাতেই বসেছিলেন দুজনে, সুন্দর করে ওঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন মি. হোম্‌স্। ওঁরা দুজন তাঁর কথায় কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়েছিলেন। মি. হোমস বলেছিলেন, তিনি যতোটা পারবেন করবেন।

ওয়াটসন বললেন, 'আচ্ছা, বিলি, জানলায় ওই পর্দাটা কেন?'

বিলি বলল, 'তিন দিন হল মি. হোমস ওটা ওখানে লাগিয়েছেন। জানেন, একটা খুব মজার জিনিস ওটার পেছনে আছে।' এই বলে বিলি গিয়ে জানলার পর্দাটা একটু সরিয়ে দিল।

অসহ্য বিস্ময়ের একটা শব্দ ড. ওয়াটসনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। তাঁর বন্ধুটির মূর্তি সেখানে, পরনে ড্রেসিং গাউন। মুখটার তিনভাগ জানলার দিকে, আর নিচের দিকে নামানো, কোনো অদৃশ্য বই পড়তে ব্যস্ত, আর শরীরটা ইজিচেয়ারের মধ্যে ডোবানো। মাথাটা খুলে নিয়ে বিলি বলল, 'এটা আমরা মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ফিরিয়ে দিই স্যার, যাতে অস্বাভাবিক মনে না হয়। জানলার পর্দা বন্ধ না থাকলে হাত দিতে সাহস করি না, কারণ জানলার শার্সি খোলা থাকলে রাস্তার ওপার থেকে দেখা যায়।

ওয়াটসন বললেন, 'এমন একটা ব্যাপার আগেও আমরা একবার করেছি।'

বিলি বলল, 'সে তাহলে আমি আসার আগে।' জানলার পর্দা সরিয়ে বিলি মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানেন, ওদিক থেকে আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখা হয়। ওই যে একজনকে দেখা যাচ্ছে, দেখুন না।'

ড. ওয়াটসন এক পা এগিয়েছেন, এমন সময় শোবার ঘরের দরোজাটা খুলে গেল, হোমসের সুদীর্ঘ ছিপছিপে শরীর দেখা দিল সেখানে। মুখটা ফ্যাকাশে আর লম্বা হলেও পদক্ষেপ ও ভাবভঙ্গি সেই আগের মতোই চটপটে দেখা গেল। একলাফে জানালাটার কাছে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শার্সি বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'ওটায় হাত দিও না বিলি। জানো, এই মুহূর্তেই তুমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছিলে, মারা পর্যন্ত যেতে পারতে এবং আপাতত আমার তোমাকে না হলে চলে না। আর ওয়াটসন, বড়ো ভালো লাগছে আবার তোমাকে তোমার পুরোনো ডেরায় দেখতে পেয়ে। কিন্তু বড়ো সংকটজনক মুহূর্তে তুমি এসেছ।'

ওয়াটসন বললেন, 'তাই তো শুনছি।'

www.pathagar.com

হোমস বিলিকে বললেন, 'তুমি যাও। বিলি ছেলেটিকে নিয়ে মহাসমস্যা বুঝলে? এতোটা বিপদের মুখে ওকে ঠেলে দেয়া কি আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত, বলো তো?'

ওয়াটসন বললেন, 'কিন্তু বিপদটা কিসের?'

হোমস গাঢ় স্বরে উত্তর দিলেন, 'আকস্মিক মৃত্যুর। আজই সন্ধ্যায় একটা কিছু ঘটে যাবে বলে মনে হচ্ছে।'

ওয়াটসনের প্রশ্ন, 'কী সেটা?'

হোমস বললেন, 'খুন হয়ে যাওয়া।'

ওয়াটসন বললেন, 'ধেৎ, তুমি ঠাট্টা করছ।'

হোমস বললেন, 'রসিকতার বোধ আমার অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু তাহলেও এর থেকে ভালো রসিকতা আমি করতে পারি। যাইহোক এরইমধ্যে তো একটু আরাম করা যাক, কী বলো? বলো, মদ চলবে? সিগারেট-টিগারেটগুলোও সব যথাস্থানেই পাবে। তোমার অভ্যস্ত আরাম চেয়ারে বসো, আবার দেখি তোমায়। আশা করি আমার পাইপকে আর বাজে তামাককে তুমি ঘৃণা করতে শুরু কর নি। কী জানো, খাদ্যের বদলে আজকাল এই বস্তুই সেবন করছি আমি।'

ওয়াটসন বললেন, 'কেন, খাচ্ছ না কেন?'

হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মানে উপোস করলে বুদ্ধিবৃত্তিগুলো প্রচুর তীক্ষ্ণতা লাভ করে। কেন ওয়াটসন ডাক্তার হিসেবে তুমি নিশ্চয়ই মানবে খাদ্য হজমের ফলে রক্ত সরবরাহে যেটুকু সাশ্রয় হয় ঠিক ততোটাই মগজের লোকসান হয়। আমি মানুষটা আর নিছক মগজ ছাড়া আর কী? আমার বাকিটা বলতে গেলে বাহুল্য। সুতরাং আমার ভাবনা একমাত্র আমার মগজ নিয়ে।

'কিন্তু বিপদের কথা যে কী বলছিলে?' ওয়াটসনের কৌতূহল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' হোম্‌স্ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এবং পরিণতি যদি তাইই হয়, তাই খুনীর নাম আর ঠিকানা তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি। সেটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে জানিয়ে দিও। নামটা হল সিলভিয়া—কাউন্ট নেগ্রেটো সিলভিয়াস। ঠিকানাটা লিখে রাখো—১৩৬, মুরসাইড গার্ডেনস্, এন ডব্লিউ। লিখলে?'

ওয়াটসনের সরল মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি ভালো করেই বুঝতে পারলেন, কী সাঙ্ঘাতিক বিপদের ঝুঁকি হোমস নিয়েছেন। মানে হোমস যা বলেছেন তা আসল ভয়ের থেকে বরং কম করেই বলেছেন, এতোটুকু বাড়িয়ে বলছেন না। করিৎকর্মা মানুষ ওয়াটসন, সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমায় কাজে লাগাতে পারো হোম্‌স্—দু-একটা দিনের জন্যে আপাতত আমার হাত খালি।

হোম্‌স্-এর উত্তর—একজন অতি ব্যস্ত ডাক্তারের চিহ্ন তোমার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট।

ওয়াটসনের চটপট জবাব, 'না, মানে, তেমন জরুরি কাজ কিছু হাতে নেই আর কি। তা, লোকটাকে কি পাকড়াও করতে পারো না?'

'হ্যাঁ, ওয়াটসন পারি। আর সেটাই হচ্ছে মুশকিল—হোমস বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটসনের জবাব, তাই যদি পারো তাহলে করছ না কেন?

হোমস বললেন, 'আমি জানি না হীরেটা কোথায়?'

ও, বিলি বলছিল বটে—সেই মুকুটের হারানো হীরেটা, ওয়াটসনের কৌতূহল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—হোমস। হ্যাঁ, সেই মস্ত ম্যাজারিন হীরেটা। জাল আমি ফেলেছি, মাছকে জালে আটকিয়েছি। কিন্তু হীরেটা পাই নি, তাই তাদের ধরে আর লাভ কী? অবশ্য তাদের ধরলে অনেকের উপকার হবে, কিন্তু আপাতত তো আমার কাজ তা নয়, আমার চাই হীরেটা।'

আর ওই কাউন্ট সিলভিয়াসই বুঝি তোমার সেই মাছ—ওয়াটসনের প্রশ্ন।

হোমস বললেন—আজ সারাটা সকাল আমি তাঁর পায়ে পায়ে ঘুরেছি। বৃদ্ধার সাজে তুমি আমায় আগেও দেখেছো ওয়াটমসন। আজ সকালে আমার ছদ্মবেশ হয়েছিল আরও নিখুঁত।

www.pathagar.com

ছাতাটা ফেলে দিয়েছিলাম, তুলে দিয়েছিলেন পর্যন্ত—'যদি কিছু মনে না করেন, মাদাম, তুলে দিচ্ছি ছাতাটা।' উচ্চারণটা খানিকটা ইতালীয় ধরনের। মিনোরিজ-এর স্ট্রবেন্জির কারখানা পর্যন্ত গিয়েছিলাম তাঁর পিছু নিয়ে। এয়ারগান তৈরি করে ওরা—চমৎকার তাদের কাজ। এবং আমার ধারণা ওটা এখন আমাদের উল্টো দিকের বাড়িটায় আছে। মূর্তিটা দেখেছো নিশ্চয়ই, বিলি দেখিয়ে থাকবে সম্ভবত। মনে রেখো, যে-কোনো মুহূর্তে ওই মূর্তির সুন্দর মাথা ভেদ করে একটা গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ ট্রের ওপর একটা কার্ড নিয়ে বিলি হাজির হল। ভ্রূ কপালে তুলে এমনভাবে হোম্স্ সেটার দিকে তাকালেন, যেন খুব মজা পেয়েছেন। মুখে বললেন, স্বয়ং এসেছেন ভদ্রলোক। এতোটা কিন্তু আমি একেবারেই আশা করতে পারিনি ওয়াটসন। স্নায়ুর ওপর অসাধারণ দখল ভদ্রলোকের। হিংস্র জন্তু শিকারে ওঁর সুনামের কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। এবং তার ওপর আবার যদি আমাকেও তাঁর শিকারের তালিকাভুক্ত করতে পারেন তো শিকারি জীবনের পরিণতি লাভ করবেন ভদ্রলোক।

ও নিজে আসাতে প্রমাণ হচ্ছে যে, আমি যে পিছু নিয়ে খুব কাছাকাছি থাকছি এ তিনি জানতে পেরেছেন।

ওয়াটসন বললেন, 'পুলিশের খবর দাও বন্ধু।'

হোমস গম্ভীরস্বরে বললেন, 'হয়তো দেব, কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। সাবধানে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লক্ষ করো দেখি রাস্তায় কেউ ঘুরঘুর করছে কি না!'

পর্দার একপাশে গিয়ে ওয়াটসন সন্তর্পণে তাকালেন চারিদিকে। ফিসফিস করে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা গুন্ডা ধরনের লোককে দরজার কাছে পায়চারি করতে দেখছি।'

'ওই-ই তাহলে স্যাম মার্টন। ওঁর একান্ত বিশ্বস্ত অল্প বুদ্ধির লোকটা। কোথায় এই ভদ্রলোক বিলি?'

এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন হোম্স্।

বিলি বলল, 'বাইরের ঘরে স্যার।'

হোম্স্ বিলিকে নির্দেশ দিল, 'ঘণ্টা বাজালে তখন ওঁকে নিয়ে আসবে।'

ওয়াটসন দেরি করলেন যতক্ষণ না দরোজাটা বন্ধ হল। তারপর অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বন্ধুর দিকে তাকালেন। বললেন, 'দেখো, হোম্স্, লোকটা বেপরোয়া, কোনো কিছু মানবে না। কে জানে, তোমায় হত্যা করবেই বলেই এসেছে হয়তো। আমি বলছি, আমি এখন তোমার সঙ্গেই থাকব।

হোমস আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'উহুঁ। কক্ষনো না। খুব অসুবিধা হবে তাহলে। তার চেয়ে শোনো', ক'লাইন খচ্‌খচ্ করে লিখে ওয়াটসনের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই চিঠিটা নিয়ে তুমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাও। একটা গাড়িভাড়া করে, সি. আই.ডি'র ইউঘালকে দেবে। একেবারে পুলিশ নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। তারপর... তারপর যাবে কোথায় বাছাধন।

ওয়াটসন চলে গেলেন কর্তব্য পালন করতে।

হোমস এবার নিজের মনে বলতে লাগলেন, এর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই হীরেটা আবিষ্কার করার সময় পাব। এবার ঘণ্টাটায় হাত দিলেন তিনি। নিজে মনে মনে স্থির করে নিলেন, শোবার ঘরের মধ্যে দিয়েই তিনি যাবেন। এই দ্বিতীয় পথটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হোম্স চান, তিনি যেন সিলভিয়াসকে আগে দেখতে পান—সে তাঁকে দেখে ফেলার আগেই।

বিলি একটু পরে কর্নেল সিলভিয়াসকে নিয়ে গিয়ে বসাল। কেউ ছিল না সেখানে। বিখ্যাত শিকারিটি বিশাল দেহ, আলকাতরার মতো কালো গায়ের রঙ, চোখ কালো। সজারুর মতো গোঁফ। বাজপাখির ঠোঁটের মতো লম্বা বাঁকানো নাক। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুসজ্জিত। রঙচঙে নেকটাই আর ঝলমলে নেকটাই-এর পিন, ঝকমকে আংটি দেখে মনে হয় যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। দরোজাটা বন্ধ হতে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সচকিতদৃষ্টিতে এমনভাবে তাকাতে

www.pathagar.com

লাগলেন চারিদিকে যেন প্রতি পদক্ষেপেই কোনো ফাঁদে পা দিতে চলেছেন। হঠাৎ জানলার কাছে চেয়ারের ওপর অভিব্যক্তিহীন মাথাটা আর ড্রেসিং গাউনের উপরটা তাঁর চোখে পড়ল। মুখে একটা ঝিলিক খেলে গেল তার। আরো একবার চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলেন কোনো সাক্ষী আছে কি না, তারপর পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে মোটা একটা বেত তুলে নির্বাক মূর্তিটার দিকে এগোলেন। মূর্তিটায় আঘাত করার জন্যে যেই না বেতটা তুলেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই নিরুত্তাপ শ্লেষ মিশ্রিত একটা কণ্ঠস্বর শোবার ঘরে দরোজা দিয়ে বলে উঠল, ভাঙবেন না কাউন্ট, ভাঙবেন না ওটা। মুহূর্তের জন্যে সিলিভিয়াস থমকে গেলেও, পরমুহূর্তেই কাউন্ট সিলভিয়াস আবার বেতটা উদ্যত করলেন, যেন মূর্তিটাকে ছেড়ে আসল লোকটিকেই আক্রমণ করতে চান। কিন্তু হোমসের ধূসর স্থির দৃষ্টি আর বিদ্রূপের হাসির মধ্যে এমন কিছু ছিল যার ফলে তাঁর হাত নেমে গেল।

হাসতে হাসতেই হোম্‌স্ বললেন, পাশের ঐ টেবিলে হ্যাটটা আর বেতটা রাখুন।

কাউন্ট সিলভিয়াস মন্ত্রচালিতের মতো তাই-ই করল। হোম্‌স্ বললেন, বেশ। বসুন এবার। রিভলভারটাও রেখে দেবেন নাকি?—বেশ, ঠিক আছে, ইচ্ছে করলে ওর ওপরেই বসতে পারেন। হ্যাঁ, ভাল, কথা। আপনি আজ খুব ভালো সময়েই এসেছেন, কারণ, আপনার সঙ্গে আমার কতকগুলি জরুরি কথা আছে।

কাউন্ট সিলভিয়াস আতঙ্কিত চোখে হোমসের দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিচ্ছিল। সেও কর্কশ স্বরে বলল—আমারও কয়েকটা কথা বলবার আছে আর সেই জন্যেই আমি এসেছি। অস্বীকার করব না, আমি আপনাকে তখন মারতেই উদ্যত হয়েছিলাম।

টেবিলের ধারে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে হোম্‌স্ বললেন, আমি তো জানতাম অমন একটা মতলব নিয়েই আপনি এসেছেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণটা কী?

কাউন্ট তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'আপনি আমায় বিরক্ত করছেন নিজের সীমা লঙ্ঘন করে। আপনি আপনার চরকে আমার পেছনে লাগিয়েছেন। ক্ষোভে ফেটে পড়ল সিলভিয়াস!'

হোম্‌স্ অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, আমার চর! না, কখনো না।

কাউন্ট রেগে গিয়ে বলল, 'ন্যাকামো ছাড় ন।'

হোমস সবিনয়ে বললেন, 'একটা কথা আপনাকে বলা দরকার কাউন্ট সিলভিয়াস। আমার চরের ব্যাপারে আপনি যা শুনেছেন তা ঠিক নয়।'

এ কথায় কাউন্ট মসৃণ হাসি হেসে বলল, 'দেখুন, আপনার মতো অন্যদেরও পর্যবেক্ষণ শক্তি থাকতে পারে। কাল এসেছিল একজন শিকারি আর আজ একটা বুড়ি! সারাটা দিন তারা আমায় চোখে চোখে রেখেছে।'

'বলতে কি কাউন্ট, আপনি কিন্তু এককথায় পরোক্ষভাবে আমারই প্রশংসা করলেন। মানে আপনি, আমাকে ছদ্মবেশগুলোরই প্রশংসা করে বসলেন।'

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে হোমস বললেন, 'ওই দেখুন সেই ছাতাটা যেটা আপনি অমন ভদ্রভাবে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তখনও আপনার মনে সন্দেহ জাগে নি।

কাউন্টের দুই চোখ আর ভ্রূ ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কাউন্ট ভগ্নস্বরে বলল, 'আপনি যা বলেছেন তাতে ব্যাপারটা আরও বিশ্রী হল। লোক না লাগিয়ে আপনি নিজেই আমার পিছু নিয়েছেন। আর নিজেই স্বীকার করছেন তা? কেন শুনি?'

হোমস মুচকি হেসে বললেন, কারণ আছে। কারণ আছে কাউন্ট সিলভিয়াস! ওই হলদে হীরেটা আমার চাই যে! আর আপনি ভালো ভাবেই জানেন কেন আমি আপনার পিছু নিয়েছি? আর আপনার আজ এখানে আসার কারণ হল—আপনি জানতে এসেছেন, এ ব্যাপারে আমি কতোটা জেনেছি এবং সেই বুঝে আমাকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তাটা হিসাব করে নেয়া। অবশ্য আপনার এসব কুবই প্রয়োজন। কারণ এ ব্যাপারে সব কিছুই আমার জানা আছে, কেবল একটা ছাড়া এবং এবার আপনি সেটা আমায় নিশ্চয়ই বলছেন।

'বটে, তাই নাকি? তা, শুনি সেই অজানা ব্যাপারটা কী?' কাউন্ট পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

www.pathagar.com

মুকুটের হীরেটা কোথায়? কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন হোম্‌স্।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাউন্ট তাকালেন হোম্‌সের দিকে। বললেন, 'ও, জানতে চান বুঝি সেটা? তা, আমি কী করে বলব শুনি?

হোমস দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, পারবেন বলতে এবং বলবেনও একটু পরেই। আর আপনি আমাকে ধোঁকা দিতে পারবেন না কাউন্ট সিলভিয়াস! আপনার মনের একেবারে ভিতরটা পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কারভাবে।

কাউন্ট এবার ব্যঙ্গস্বরে বলল, 'তবে তো আপনি জানেনই হীরেটা কোথায় আছে!'

একথায় মজা পেয়ে হোম্‌স্ হাততালি দিয়ে উঠলেন। কাউন্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'তবে তো আপনি জানেন, স্বীকারই করলেন।'

না আমি স্বীকার করি নি—কাউন্ট গর্জন করে উঠল।

এবার যে দৃষ্টিতে হোম্‌স্ কাউন্টের দিকে তাকাচ্ছিলেন, তা যেন নিপুণ দাবা খেলোয়াড়ের দৃষ্টি, কোনো মোক্ষম চাল দেবার সময় হোম্‌স্ এরকমভাবে তাকান। হঠাৎ ড্রয়ার খুলে হোম্‌স্ একটা নোটবুক বার করলেন। বললেন, জানেন, এই নোটবুকে কী আছে?

কাউন্ট বোকার মতো বলল—না।

হোম্‌সের সদম্ভ উত্তর—আছেন আপনি! ভাবছেন কি? আজ্ঞে হাঁ, আপনিই। কেবল আপনাকে নিয়েই এটা। আপনার জঘন্য ও বেপরোয়া জীবনের সমস্ত কিছুই এতে আছে। এতে আছে বুড়ি হেরল্ডের মৃত্যু রহস্য—যিনি আপনাকে ব্লাউমার এস্টেট দিয়ে যান—যেটা আপনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জুয়া খেলে উড়িয়ে দেন।

সিলভিয়াস ব্যঙ্গস্বরে বলল, 'স্বপ্ন দেখছেন আপনি।' হোম্‌স বলেই চললেন, 'তাছাড়া আছে মিস্ ওয়ারেন্ডার-এর সম্পূর্ণ জীবনকাহিনী।'

সিলভিয়াস গর্জন করে বললেন, 'একেবারে বাজে বকছেন আপনি। ও ব্যাপারে আপনি কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না।'

হোমস এবার মুচকি হেসে বললেন, '১৮৯২ খ্রি. ১৩ই ফেব্রুয়ারি রিভিয়েরার ডিল্যুক্স ট্রেনে ডাকাতির কথা ভুলে যান নি তো কাউন্ট? আর ঐ বছরেই ক্রেডিট লিয়োনাইয়ের জাল চেক-এর খবরও।

ওখানেই বুল করলেন।

তাহলে তো অন্যগুলো সব ঠিক, কেমন? কাউন্ট, আপনি তো তাস খেলেন। যখন দেখেন প্রতিপক্ষই সমস্ত তুরুপের তাসগুলো পেয়ে গেছে, তখন কি তাসে ফেলে দিয়েই সময় বাঁচান না?

এবার কাউন্টের প্রশ্ন আপনি যে হীরের খোঁজ করছেন তার সঙ্গে এ সবের সম্বন্ধটা কী শুনি?

হোম্‌স চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'ধীরে কাউন্ট ধীরে! কৌতূহলটা একটু দমন করুন। শুধু মনে রাখুন, যা কিছু এখানে আছে সবই আপনার বিরুদ্ধে। আর সব কিছুর ওপরে এই মুকুটের হীরের মামলায় আপনার ঐ লড়িয়ে গুণ্ডাটার বিরুদ্ধে পরিষ্কার প্রমাণ আছে!

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সিলভিয়াস, তাকে বলতে না দিয়ে হোমস বলতে লাগলেন,—যে গাড়িতে করে আপনি হোয়াইট হলে গিয়েছিলেন আর যে গাড়িতে করে সেখান থেকে এসেছিলেন সেই গাড়ির গাড়োয়ানকেই আমি পেয়েছি। উর্দিপরা যে দারোয়ান আপনাকে ঘটনাস্থলের কাছে দেখেছিল তাকেও পেয়েছি। পেয়েছি আইকি স্যান্ডার্সকেও। যে আপনার হয়ে কাজ করতে রাজি হয় নি। এবং আইকি এসব স্বীকারও করেছে। আর আপনার কোনো আশাই নেই কর্ণেল।

কর্ণেল-এর কপালের শিরাগুলো রাগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

বিশাল দুটো হাত চেপে ধরে তিনি ভাবাবেগ ও উত্তেজনা দমন করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কথা বেরুচ্ছিল না তার মুখ থেকে। কোনো কিছু গুছিয়ে বলতে পারছিল না সে। বুদ্ধিটা আর কাজ করছিল না তার।

www.pathagar.com

হোম্‌স্‌ আরো চেপে ধরে বললেন—এই হল আমার হাত, টেবিলের ওপর রেখেছি। একটা তাসেরই কেবল অভাব, রাজার, ডায়মন্ডের অর্থাৎ হীরের, সেটা কোথায় আছে আমার জানা নেই।

সে আপনি কোনোদিনই জানতে পারবেন না, হোম্‌স্‌,—কর্নেল গলা ঝেড়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল।

হোম্‌স্‌ শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বললেন,—পরিস্থিতিটা একটু উপলব্ধি করতেই হচ্ছে এবার কাউন্ট। কুড়ি কুড়িটা বছরের জন্যে আপনি জেল খাটতে চলেছেন, স্যাম মার্টনও। সুতরাং হীরেটাতো আপনার কোনো কাজেই আসবে না। কিন্তু যদি হীরেটা দিয়ে দেন তো এই গুরুতর অপরাধও মিটমাট করে নেওয়া যেতে পারে। আপনাকে বা স্যামকে আমাদের দরকার নেই। আমাদের দরকার হীরেটা। ওটা ভালোয় ভালোয় দিয়ে দিলে আমার তরফ থেকে কোনো উচ্চবাচ্যই হবে না, যতোদিন না আপনি আবার নোতুন করে কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন। কিন্তু এর পরেও যদি আবার আপনার পদস্খলন হয় তাহলেই কিন্তু আপনার খেলা শেষ করে দেবো। তবে আপাতত আমার কাজ হল হীরেটা উদ্ধার করা, আপনাকে গ্রেপ্তার করা নয়।

ঘণ্টা বাজালেন হোম্‌স্‌। ঘণ্টার শব্দ শুনে বিলি এসে হাজির। হোম্‌স্‌ বললেন,—আমার মনে হয় কাউন্ট, আপনার চামচে স্যামও এ আলোচনায় যোগ দিতে পারে, কারণ তার স্বার্থটাও এর সঙ্গে জড়িত। বিলি, বাড়ির দরোজার কাছে দেখ তো একটা খুব লম্বা চওড়া বিশ্রী দেখতে লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভেতরে আসতে বল। ওর সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করবে না। বল গিয়ে কর্নেল সিলভিয়াস ওকে ডাকছেন। নিশ্চয়ই তাহলে আসবে।

অনুসন্ধিৎসু কর্নেল বলল—কী করতে চান আপনি এখন?

হোম্‌স্‌ হাসতে হাসতে বললেন,—আমার বন্ধু ওয়াটসন কিছুক্ষণ আগে আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে বলছিলাম একটা হাঙর আর একটা ছোটো মাছ একসঙ্গে আমার জালে পড়েছে। জাল টানতেই এখন দুটোই একসঙ্গে উঠে আসছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কাউন্ট। পিছন দিয়ে তাঁর হাত চলে গেল। আর হোম্‌সের ড্রেসিং গাউনে একটা বস্তু দেখা গেল অর্ধেকটা বেরিয়ে রয়েছে। কাউন্ট বলল—আপনার বিছানায় শুয়ে হবে না হোমস।

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন, একথাটা আমারও অনেকবার মনে হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কি আসে যায় তাতে? শক্ত ও দীর্ঘ হয়ে উঠলেন হোম্‌স্‌। দাঁতে দাঁত চেপে শান্তস্বরে বললেন,—রিভলভারে আঙুল দিয়ে কোনো লাভ হবে না বন্ধু। ভালো করেই আপনি জানেন, যে, যদি বা আপনাকে সে সুযোগ দিই তাহলেও আপনি ব্যবহার করতে সাহস করবেন না, ভারি নোংরা জিনিস। তার চেয়ে বরং আপনার এয়ারগানই ভালো বুঝলেন? এই যে আপনার সহকর্মীর মৃদু পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মার্টন এসে পৌঁছতেই হোম্‌স্‌ তাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, কেমন মার্টন, ভালো তো? রাস্তার ওখানটা মোটেই আরামের জায়গা নয়, তাই না?

বক্সিং লড়িয়েটা বিপুলকায় এক তরুণ, মুখ দেখে মনে হয় বোকা আর একগুঁয়ে। আড়ষ্টভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল দরোজার কাছে আর হতভম্বের মতো তাকাতে লাগল এদিকে ওদিকে। সে ভেবে পাচ্ছিল না কিভাবে এর মোকাবিলা করবে। সাহায্যের জন্যে সে তাকাল তার বিচক্ষণ সঙ্গীটির দিকে। হেঁড়ে গলায় সে বলল—ব্যাপারটা কী কাউন্ট? কী চায় এই লোকটা?

কাউন্ট কাঁধ ঝাঁকালেন। হোম্‌স্‌ উত্তর দিয়ে বললেন, এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় মার্টন, খেল খতম্‌!

বক্সিং লড়িয়ে মার্টন তবুও তার সঙ্গীকেই প্রশ্ন করল লোকটা কি ঠাট্টা করতে চাইছে কাউন্ট? ঠিক ঠাট্টার মেজাজ আমার এখন নয়।

www.pathagar.com

হোম্‌স্ বললেন, সেটা আমিও মনে করি। এবং আমি তোমাকে জোর দিয়েই বলছি যতো সময় যাবে ঠাট্টার এই ধারণাটা তোমার ততোই কমে আসতে থাকবে। শুনুন কাউন্ট সিলভিয়াস। আমি কাজের লোক। সময় নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই। ঐ শয়নকক্ষে আমি চললাম। আমার অনুপস্থিতিতে সহজভাবে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। বন্ধুটিকে আমার কথার অর্থটা বুঝিয়ে বলতে পারবেন। পাঁচ মিনিটে আপনারা আলোচনা করে নিন। আর আমি নিজে এসে আপনাদের সিদ্ধান্ত জেনে নেবো। আর এই সময়টা আমি শয়নকক্ষে হফম্যান বার্কারোল-এর সুরটা তুলবার চেষ্টা করি, কেমন! ঠিক করুন, আপনাকে নেবো না, হীরেটা নেবো?

হোম্‌স্ বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে ঘরের কোণ থেকে বেহালাটা তুলে নিলেন। দু-এক মিনিট পরেই হোম্‌সের শয়নকক্ষ থেকে সেই পাগল-করা সুরের বিলম্বিত মূর্ছনা বন্ধ দরজা দিয়ে অস্পষ্টভাবে ভেসে আসতে লাগল।

সিলভিয়াস তার দিকে তাকালে মার্টন উদ্বিগ্নভাবে বলে উঠল, ব্যাপারটা কী স্যার, হীরেটার কথা ও কিছু জেনেছে নাকি?

সিলভিয়াস হতাশ স্বরে বলল, আইকি স্যান্ডার্স আমাদের ফাঁসিয়েছে। এখন আমরা কী করবো তাই ঠিক করতে হবে। শোনো এই হীরেটার ব্যাপারে ও আমাদের পাকড়াতে পারে। তবে, যদি বলে দিই হীরেটা কোথায় তাহলে আর আমাদের ধরবে না।

মার্টন আঁতকে উঠে বলল, কী? হীরেটা দিয়ে দেবো? লক্ষ পাউন্ডের ঐ হীরে?

হ্যাঁ ওকে দিয়ে দিতে হবে। সিলভিয়াস ভগ্নস্বরে বলল। হয় দিতে হবে না হয় তো জেল খাটতে হবে।

মার্টন বলল, তাহলে তো ওকে খতম করে দিলেই সব ঝামেলা চুকে যায়।

বোকার মতো কথা বোলো না মার্টন। গুলি করলেও পালানো কঠিন হবে এখান থেকে। তাছাড়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হোম্‌স্ও তৈরি। তাছাড়া যে সব সাক্ষী প্রমাণ ও সংগ্রহ করেছে তা নিশ্চয়ই ও পুলিশকে জানিয়ে রেখেছে।

মার্টন মাথা চুলকে বলল, 'আপনার মগজে বুদ্ধি আছে। নিশ্চয়ই একটা উপায় ভেবে বার করতে পারবেন আপনি। মারধোরা যদি না চলে তো আপনি যা বলবেন আমি তাই পালন করবো।

কাউন্ট নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে বলল ওর চেয়ে আচ্ছা আচ্ছা অনেক লোককেই আমি বোকা বানিয়েছি। তারপর ফিসফিস করে বলল হীরেটা আমার কাছেই আছে, লুকোনো পকেটের মধ্যেই। কোথাও রেখে আসতে ভরসা পাই না। আজই হয়তো এটা ইংল্যান্ড থেকে চলে যাবে, আর রবিবারের মধ্যে আমস্টার্ডামে পৌঁছে চার ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। তবে, ভ্যান সেডার-এর ব্যাপারটা ও এখানে জানে না। শোনো মার্টন, আর এক মুহূর্তও হাতে সময় নেই। হোমসকে আমাদের ঠেকাতে হবেই। হীরেটার সন্ধান পেলেই তো আর আমাদের ধরবে না। তা, হীরেটার একটা ভুল ঠিকানা হোমসকে দিয়ে ধোঁকা দিয়ে আমরা দেশছাড়া হয়ে যাব।

দাঁত বার করে খিক্ খিক্ করে হাসতে হাসতে বলল, মতলবটা বেশ খাসা হয়েছে স্যার।

সিলভিয়াস হঠাৎ বাজনা শুনে বিরক্ত হয়ে বলল, ধেত্তেরি, কী ঘ্যানঘেনে বাজনাটা রে বাবা, ভারী অস্বস্তিকর!—ব্যাটা হোম্‌স্!—হোম্‌স্কে বলবো হীরেটা লিভারপুলে আছে আর লিভারপুলে গিয়ে যখন পাবে না ততোক্ষণে ওটা চার ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা তখন নীল সমুদ্রের বুকে। এসো মার্টন, এসো এখান। চাবির গর্তের লাইটটা ছেড়ে এসে দেখো হীরেটা।

মার্টন ভীতস্বরে বলল,—কী সাহসে আপনি ওটা নিয়ে ঘোরেন ফেরেন ভেবে আশ্চর্য হই।

সিলভিয়াস বলল, 'এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কোথায়? আমরা যদি এটা হোয়াইট হল তেখে নিতে পারি, তাহলে কি আর অন্য কেউ আমার ওখান থেকে নিতে পারে না?

www.pathagar.com

মার্টন কৌতূহলী হয়ে বলল—একটু দেখান না আমাকে।

সিলভিয়াসকে চুপ করে থাকতে দেখে, মার্টন বলল, আপনি কি ভাবছেন আমি ওটা নিয়ে পালাবো? দেখুন স্যার, আপনার এই ব্যবহার আমার ভালো লাগছে না।

সিলভিয়াস মার্টনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আরে আরে রাগ কোরছো কেন? এখন কি আমাদের ঝগড়ার সময়? ভালো করে দেখতে চাও তো এসো এখানে। এইভাবে ধরো আলোর দিকে। এই তো! মার্টন ভালো করে দেখতে লাগল।

ধন্যবাদ কাউন্ট, বলেই হোম্‌স্‌ ঠিক সেই মুহূর্তে মূর্তিটার চেয়ার থেকে এক লাফে এসেই কেড়ে নিলেন হীরেটা। এক হাতে সেটা নিয়ে অন্য হাতে রিভালভারটা কাউন্টের মাথা লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরলেন। অসহ্য বিস্ময়ে দুই শয়তান পেছিয়ে গেল টলতে টলতে। ওরা সামলে ওঠার আগেই হোম্‌স্‌ ইলেক্‌ট্রিক কলিং বেলটা টিপে দিলেন।

কাউন্টের ক্রোধ আর আতঙ্ক ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর হতচকিতভাব। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আপনারই জয় হল হোম্‌স্‌। মূর্তিমান শয়তান আপনি।

মন্থর-বুদ্ধি স্যাম মার্টনের পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে সময় লাগছিল। এখন সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনে সে বলে উঠল—কিন্তু ঐ হতচ্ছাড়া বেহালাটা তাহলে বাজছিল কী করে?

হোম্‌স্‌ মুচকি হেসে বললেন,—ঠিক ঠিকই বলছো, আজকালকার গ্রামোফোন জিনিসটা এক অপূর্ব আবিষ্কার।

ঝড়ের বেগে পুলিশ এসে দুজনের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে অপরাধীদের অপেক্ষমান পুলিশভ্যানে তুলে দিল।

পেছনের পর্দা সরিয়ে ওয়াটসন এই নোতুন জয়মাল্যের জন্যে অভিনন্দন জানালেন হোম্‌স্‌কে।

শার্লক হোম্‌স্‌, তাড়াতাড়ি বিলির হাতের কার্ড দেখে লর্ড ক্যান্টলমিয়ারকে নিয়ে আসতে বললেন।

ডা. ওয়াটসনকে বললেন, এই হল সেই লর্ড। অনেক উঁচু মহলে বিচরণ করেন। ভদ্রলোক বেশ ভালো। তবে বড্ড সেকেলের। ওকে নিয়ে একটু মজা করতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে ডা. ওয়াটসন। ওয়াটসন কিছু বোঝার আগেই লর্ড ক্যান্টলমিয়ার শার্লক হোম্‌সের ঘরে ঢোকেন।

অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির, বৃষস্কন্ধ, ঝোলা-জুলপী, মন্থর গতি, রক্ষণশীল লোকটি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিরক্তের সঙ্গে বললেন, আমি এখানে জানতে এসেছি, যে কাজের দায়িত্বটা আপনি যেচে নিয়েছিলেন সেটার অবস্থা কি?

হোম্‌স্‌ তাঁর সঙ্গে করমর্দন কোরে বললেন, কেমন আছেন লর্ড? এ সময় এরকম ঠাণ্ডা কোনোদিনই পড়ে নি। তবে বাড়ির ভেতরটা বেশ আরামদায়ক। আপনার ওভারকোটটা খুলতে নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করতে পারি লর্ড?

লর্ড ক্যান্টলমিয়ার অসম্মতি জানিয়ে বলেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দিন মি. হোম্‌স্‌।

হোম্‌স্‌ বললেন,—যতোটা সোজা মনে করেছিলাম এখন দেখছি ততোটা সোজা নয়। বড্ড জটিল।

লর্ড বিদ্রূপের হাসি হাসে। বলে, আমি আগেই জানতাম। আপনারা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন।

হোম্‌স্‌ও মজা করে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। তবে কথা হচ্ছে কি চোর যদি চুরি করে তবে তাকে সহজেই গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া যায়। চোর ছাড়া অন্য কেউ হাতালে বড্ড বিপদে পড়তে হয়। এই আর কি?

অপরাধ, অপরাধ। যে অপরাধ করবে তাকেই শাস্তি পেতে হবে। সে যেইই হোন না কেন।

www.pathagar.com

তা হলে প্রথমে আপনাকেই তো গ্রেপ্তার করতে হয় লর্ড?

লর্ড ক্যান্টলমিয়ার শার্লক হোম্‌সের কথায় অপমানিত বোধ করে বলে, রসিকতার সময় এখন নয় হোম্‌স্।

শার্লক হোম্‌স এক ছুটে ঘরের দরজা আগলে দাঁড়ায়। বলে, হীরে সমেত ঘুরে বেড়ানো কিন্তু অনেক, অনেক বেশি অপরাধ, লর্ড!

লর্ড ক্যান্টলমিয়ার অধৈর্য হয়ে পড়ে। বেশ ধমকের সঙ্গে শার্লকে পথ ছাড়তে বলেন।

শার্লক হোম্‌স্ আগের মতো মরিয়া হয়ে বলে, 'আপনার ওভার কোটের ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখুন না লর্ড। তখনই বুঝতে পারবেন, আমি সত্যি বলছি কি না?'

বৃদ্ধ লর্ড ক্যান্টলমিয়ার ডান পকেটে হাত দিয়ে স্তম্ভিত হয়। নিজের পকেট থেকে হীরেটা বের করে বলে, 'আরে, আরে এই তো সেই হীরেটা। এটার জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। তবে আপনার রসিকতা প্রথমে আমি একটুও বুঝতে পারিনি মি. হোম্‌স্। কিন্তু কি করে হীরেটা আমার পকেটে এল, তা তো বুঝতে পারছি না মি. হোম্‌স্?'

'মামলার অর্ধেকটা মাত্র ফয়সালা হয়েছে। পরেরটা না হয় পরেই শুনবেন। তবে আজকের অভিজ্ঞতা লোকের কাছে বলে বেশ আনন্দ পাবেন লর্ড, তাই না?'

ক্যান্টলমিয়ার লজ্জিত হয়ে বললেন, আপনার অত্যাশ্চর্য কর্মকুশলতার প্রতি আমি যে কটাক্ষ করেছিলাম তা ফিরিয়ে নিচ্ছি মশাই। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

শোসকোম ওল্ড প্লেস

চমৎকার পরীক্ষা। ওয়াটসন, তোমার হয়তো মনে আছে সেন্ট প্যানক্রাসের মামলাটায় মৃত পুলিশটির শরীরের পাশে একটা টুপি পাওয়া গিয়েছিল। আসামী অস্বীকার করেছিল সেটা তার বলে। লোকটির পেশা কিন্তু ছবি বাঁধানো, প্রায়ই তাকে আঠা ব্যবহার করতে হয়। হোমসের কথাগুলো বলতে বলতে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ওয়াটসনকে একটা কমজোর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ওপর চোখ রেখে দেখতে বললেন। দেখো, দেখতে পাচ্ছো তো, এটা নিঃসন্দেহে আঠা, ওয়াটসন। মাঠের ওপর এই ছড়ানো জিসিগুলোর দিকে তাকাও একবার। আর ঐ যে লোমগুলো দেখতে পাচ্ছো, ওই লোমগুলো হচ্ছে কোনো টুইড কোটের আঁশ। আর ওই অসমান ধূসর রঙের জিনিসগুলো হচ্ছে ধুলো। আর বাঁদিকের এগুলো আঁশ। এবং মাঝখানের এই যে বাদামী জিনিসগুলো ওগুলো হচ্ছে আঠা।

হাসতে হাসতে ওয়াটসন বললেন, মেনে নিলাম, কিন্তু এ থেকে কি কিছু কাজ হবে?

হোম্‌স্ বললেন, 'না, মানে কি জানো, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মেরিভের আমাকে তার এই মামলাটা একটু দেখতে বলেছিল। জামার হাতল পরীক্ষা করতে দস্তা আর তামার চিহ্ন পেয়ে আমি পয়সার জালিয়াতিটাকে ধরবার পর থেকে ওঁরা অণুবীক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে।

হ্যাঁ, ভালো কথা, কথাটা নোতুন মক্কেল আসবার কথা—এখনো এসে পৌঁছোল না। ...আচ্ছা ওয়াটসন তোমার রেস সম্বন্ধে কিছু জানা আছে?

জানি বৈকি। আমি যে টাকা উপায় করি তার অর্ধেকটাই তো খরচ হয় ওতে—ওয়াটসন উত্তর দিলেন।

তাহলে তো তোমাকে "রেসের মাঠের নির্দেশিকা" হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে—হোমস আত্মবিশ্বাসের স্বরে বললেন। আচ্ছা, রবার্ট নর্বাটন সম্বন্ধে কী জানো? নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে কী?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ওয়াটসন বললেন। উনি তো শোসকোম ওল্ড প্লেস-এ থাকেন। জায়গাটাও আমি ভালো করেই চিনি। কারণ একবার আমাকে গরমকালে ওখানে কাটাতে হয়েছিল। তখন দেখেছিলাম, নিউমার্কেট হিথ-এ তিনি একবার কার্জন স্ট্রিটের বিখ্যাত মশলার ব্যবসায়ী স্যাস

www.pathagar.com

ক্রয়ারকে এমন চাবকেছিলেন যে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন তাঁকে!

হোম্‌স্ বললেন, 'বাঃ বাঃ, বেশ বিপজ্জনক লোক বলে তাঁর নাম আছে বৈকি। ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ারদের একজন, তিনি বক্সিংএ দৌড়ঝাঁপে পারদর্শী। রেসের মাঠ তার নেশা। বহু সুন্দরীর সর্বনাশ করেছেন।

বাঃ বাঃ চমৎকার। সংক্ষেপে তুমি এতো সুন্দর করে গুছিয়ে বললে তাতে যেন লোকটাকে চিনি বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এবার তুমি শোসকোম ওল্ড প্লেস সম্বন্ধে কিছু বলতে পারো?

হ্যাঁ, ওয়াটসন বললেন, 'যতোটুকু জানি বলছি। শুনুন তাহলে। ওটি শোসকোম পার্কের ভিতরে। আর ওখানেই বিখ্যাত শোসকোম ঘোড়ার প্রজনন ও শিক্ষণ ক্ষেত্র। আর আছে শোসকোমের স্প্যানিয়েল কুকুর, প্রত্যেক কুকুর প্রদর্শনীতেই তাদের নাম শোনা যায়। ইংল্যান্ডের এটা একচেটিয়া। এই কুকুর শোসকোম ওল্ড প্লেস-এর মহিলার বিশেষ গর্বের জিনিস।'

মানে, স্যার রবার্ট নবার্টনের স্ত্রীর? হোম্‌স্ এর প্রশ্ন।

ওয়াটসন বললেন, 'স্যার রবার্ট বিয়ে করেন নি। ভালোই করেছেন বিয়ে না করে, তাঁর পরবর্তী জীবনের কথা ভাবলে চমকে উঠবেন স্যার। এখন তিনি বাস করেন তাঁর বিধবা বোন লেডি বিয়াট্রিস ফলডারের সঙ্গে। বাড়িটা ছিল তাঁর পরলোকগত স্বামী স্যার জেম্‌সের। নবার্টনের কোনো দাবি নেই তাতে। শুধু তিনি একটা ভাতা পান। তিনি মরে গেলে সেই ভাতা পাবে স্যার জেমসের ছোটভাই। তবে বাড়ি ভাড়াটা ভদ্রমহিলা প্রতি বছরই নিয়ে থাকেন।

হোম্‌স বললেন, 'আর ভাই রবার্ট বুঝি খরচ করেন সেটা?

ঠিকই ধরেছেন, ওয়াটসন বললেন। হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই বটে। এক নম্বরের শয়তান ঐ ভদ্রলোক। তবে সে বোনের ওপর যতোই অত্যাচার করুক না কেন, শুনেছি বোন কিন্তু ভাইয়ের প্রতি অনুরক্ত! কেন বলোতো, শোসকোম নিয়ে ব্যাপারটা কী?

হোম্‌স্ বললেন, 'আর সেইটেই তো আমি জানতে চাইছি ওই বুঝি এল সেই লাক, যার কাছে খবরটা হয়তো পেয়ে যাব।

দরোজা খুলে দীর্ঘাকৃতি, দাড়ি গোঁফ কামানো লোকটি ঘরে ঢুকলেন। বাইরে থেকে এক ঝলক দেখলে মনে হয় অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির শক্তসমর্থ মানুষ তিনি। নাম জন মেসন।

আমার চিঠি পেয়েছিলেন মি. হোমস—মেসনের প্রশ্ন।

হোম্‌স্ বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনার চিঠি বোঝা গেল না।'

মেসন বলল, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, তাই ঠিক পরিষ্কার করে লিখে বোঝাবার মতো নয়। এবং অত্যন্ত জটিলও বটে। সামনাসামনি বলা দরকার।'

হোম্‌স বললেন, 'বেশ বলুন, তবে শুনি।'

মেসন বলল, 'প্রথমেই জানিয়ে রাখি, আমার মনিব স্যার রবার্ট পাগল হয়ে গেছেন। মানে, ডার্বির রেসই তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে, ঐ ঘোড়ার বাচ্চাটাই বুঝি আপনার তত্ত্বাবধানে আছে?

মেসন উত্তর দিল—মি. হোম্‌স্! ইংল্যান্ডের সেরা জিনিস ওটি, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে ভালো কারও জানবার কথা নয়। খোলাখুলিভাবে আপনাকে বলছি, কারণ আমি জানি আপনারা মানী লোক, যা বলবো কাকপক্ষীও তা টের পাবে না। মেসন, হোম্‌সের আরও কাছে এসে নীচুস্বরে বলল—এটা নিশ্চয়ই জানবেন, রবার্ট নবার্টনকে ডার্বি জিততেই হবে। এইটাই তার শেষ সুযোগ। গলা পর্যন্ত তিনি দেনায় ডুবে আছেন। আপাতত তিনি যা কিছু জোগাড় করতে বা ধার করতে পেরেছেন সমস্তই ঐ ঘোড়ার (প্রিন্স) ওপর বাজী ধরেছেন। প্রিন্সের সৎ-ভাইকে নিয়ে তিনি অনুশীলন করাচ্ছেন মি. হোম্‌স, দু'টির মধ্যে কোনো তফাৎ আপনার চোখে পড়বে না। কিন্তু দৌড়ের ব্যাপারে দুটির মধ্যে পার্থক্য হয় এক ফার্লং-এ দু-ঘোড়ার মতো। ঘোড়া আর রেস—এছাড়া আর কোনো চিন্তাই তাঁর নেই। তাঁর সমস্ত জীবনটাই এই রেসের ওপরে।

www.pathagar.com

রেসের দিনটা দেখিয়ে তিনি সব পাওনাদারদের ঠেকিয়ে রেখেছেন। প্রিন্স যদি জিততে না পারে তাহলেই তিনি সব দিক দিয়ে ডুববেন।

হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন, মরিয়া হয়ে উঠেছেন দেখছি, তা এর মধ্যে পাগলামিটা কোথায়?

মেসন বলল, তাঁর চেহারার দিকে যদি লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন, চোখ দুটো লাল। সারারাত জেগে থাকেন। সমস্তক্ষণ ঘোড়ার আস্তাবলে থাকেন। চোখে বন্য দৃষ্টি আর লেডি বিয়াট্রিসের সঙ্গে সম্প্রতি জঘন্য ব্যবহার। চিরদিনই উভয়ে বন্ধু ছিলেন—তাঁর রুচি এবং লেডির রুচিও এক। তিনিও ঘোড়া ভালোবাসেন। প্রতিদিন ঠিক এই সময়ে ভদ্রমহিলা ঘোড়াদের দেখতে যেতেন। আর, যা তার চেয়েও বেশি, স্যারের প্রিন্সকে ভালোবাসতেন তিনি। লাল সুরকির রাস্তা দিয়ে গাড়ির চাকার আওয়াজ পেলেই প্রিন্স প্রতিদিন মুখ তুলে লেডি বিয়াট্রিসের দিকে তাকাত চিনির লোভে। এখন সে সব ঘুচে গেছে। মানে ঘোড়াদের ওপর ভদ্রমহিলার সব টাইন চলে গেছে। এক সপ্তাহ ধরে লক্ষ করছি লেডি আস্তাবলের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় একটা গুড মর্নিং পর্যন্ত বলেন না!

হোমস এতোক্ষণ চুপ করে সমস্ত ব্যাপারটা মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার মুখ খুললেন, বললেন, 'তাহলে কী মনে হয় ঝগড়া হয়েছে ওদের দুজনের মধ্যে?'

মেসন আবার বলতে শুরু করল, হাঁ, ঝগড়া ছাড়া আর কি, মারাত্মক সে ঝগড়া। নতুবা কেন তিনি তাঁর বড়ো আদরের নিজের ছেলের মতো যাকে করতেন, সেই কুকুরটা বিলিয়ে দিলেন? মেসন কষ্টের স্বরে বললেন, দুর্বল হার্ট আর শোথ রোগ নিয়ে লেডি ভাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো না অথচ ভাই কিন্তু প্রতিদিনই সন্ধ্যেয় দুই ঘণ্টা করে বোনো ঘরে কাটাতেন। খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন ওঁরা। কিন্তু সব এখান চুকেবুকে গেছে। আর তিনি বোনের ধারে কাছেও ঘেঁসেন না। ভদ্রমহিলার জন্য বড়ো কষ্ট হয়। খুব মনমরা হয়ে আছেন। পাক্কা নেশাখোরের মতো মদ খাচ্ছেন।

হোম্‌স্‌, হঠাৎ মেসনকে থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এই মনোমালিন্যের আগেও কি তিনি মদ খেতেন?

মেসন চটপট উত্তর দিল, ওঁর রাঁধুনি স্টিফেনস্‌-এর কাছ থেকে শুনেছি, আগেড় এক-আধ গ্লাস খেতেন কিন্তু আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় দুতিন বোতল করে খাচ্ছেন। সবকিছু পাল্টে গেছে মি. হোম্‌স্‌। আমার মনে হয় একটা কিছু ভারী বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে। তাছাড়া কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, রোজ রাতে পুরোনো গির্জার মাটির নিচের গুপ্ত ঘরে গিয়ে আমার মনিবটি কী করেন বা সেখানে কার সঙ্গেই বা দেখা করেন?

কথাটা লুফে নিয়ে হোম্‌স্‌ বললেন, বলে যান, বলে যান মি. মেসন। তারপর? তারপর কী হল?

মেসন আবার বলতে শুরু করলেন, স্টিফেনস্‌ নিজে তাঁকে যেতে দেখেছেন, রাত বারোটায়, প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও। তাই পরদিন রাতে আমি জেগে বসেছিলাম। দেখলাম সত্যিই মনিব আবার বেরিয়ে পড়েছেন। স্টিফেনস আর আমি গেলাম পিছু পিছু। খুব বিপদের কাজ কিন্তু, মহা মুশকিল হত ধরা পড়ে গেলে। স্যার রবার্ট ক্ষেপে গেলে প্রচণ্ড মারধোর করেন, ঘুসির জোর কী সাংঘাতিক। কাউকে মানবেন না তখন। তাই বেশি কাছে যেতে সাহস হল না, যদিও ঠিক ঠিক লক্ষ রাখলাম। চললেন ভূতে পাওয়া গুপ্ত ঘরটার দিকে। একজন লোক সেখানে তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল। এতো পুরোনো সেই ভাঙা গির্জাটা যে কেউ জানে না সেটা কতোদিনের। আর তার নিচে আছে একটা ঘর যেটাকে আমরা ভয় করি সবাই। দিনের বেলাতেও জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার এবং এমন লোক খুব কমই আছে যে রাত্রে সাহস করে ওর ধারে কাছে যাবে? অথচ আমার মনিবের মনে কোনো ভয়ডর নেই স্যার! আচ্ছা, রাতে তিনি ওখানে কেন যান বলুন তো?

www.pathagar.com

হোম্‌স্‌ মেসনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি বলছেন আর একজন লোক থাকে ওখানে। নিশ্চয়ই সে আপনারই আস্তাবলের, কিংবা বাড়ির কোনো কেউ।

মেসন বলল, 'আমার চেনা কোনো লোক সে নয়।'

হোমস বললেন, 'কী করে জানলেন?'

তাকে আমি দেখেছি মি. হোম্‌স্‌—মেসন উত্তর দিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রে স্যার রবার্ট যখন ফিরে গেলেন স্টিফেনস আর আমার পাশ দিয়ে, তখন আমরা ঝোপের আড়ালে খরগোসের মতো কাঁপছি। আকাশে কাস্তের ফলার মতো চাঁদের আলোয় দেখলাম। স্যার রবার্ট চলে গেলে আমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে পা টিপে টিপে গির্জার ভেতর এমনভাবে পৌঁছে গেলাম তার কাছে, যেন কিছুই জানি না। বললাম, আরে বন্ধু ভালো আছো তো? মনে হল প্রথমটায় চমকে উঠে তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন স্বয়ং শয়তানের দেখা পেয়েছে। তারপরই সে একটা বিকট চিৎকার করে পালিয়ে গেল ঐ অন্ধকারের মধ্যেই। এক মিনিটের মধ্যেই সে আমাদের চক্ষুকর্ণের আড়ালে চলে গেল।

হোমস বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। হলপ করতে বলতে পারি, তার মুখ হলদে, ইতর কুকুরের মতো লোকটা। স্যার রবার্টের মতো মানুষের সঙ্গে তার কী কাজ থাকতে পারে?'

হোমস কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে গিয়ে তারপর বললেন, লেডি বিয়াট্রিস-এর সঙ্গে এখন কে থাকেন?

মেসন উত্তর দিল তার দাসী ক্যারি ইভান্স। আট বছর ধরে সে ওখানেই আছে।

হোমস বললেন, 'নিশ্চয়ই সে তাঁর অনুগত?'

একথায় মেসন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, অনুগত যথেষ্টই, তবে কার ওপর অনুগত বলতে পারি না।'

বুঝতে পারলাম মি. মেসন। হ্যাঁ, এটা বেশ বুঝতে পারছি স্যার রবার্টের আওতায় কোনো মেয়েই নিরাপদ নয়। আচ্ছা, ভাই বোনের ঝগড়া কি এই দাসীকে কেন্দ্র করেই হয়েছে বলে মনে হয়?

মেসন বলল, 'হ্যাঁ, তা এই কেলেঙ্কারীটা অনেকদিন থেকেই স্পষ্ট হয়ে আছে।

হোমস বললেন, 'কিন্তু হয়তো বোন এই ব্যাপারের পরিচয় আগে পান নি। আচ্ছা, এও তো হতে পারে, বোন হঠাৎ জানতে পারেন এ ব্যাপারটি আর স্ত্রীলোকটিকে সরিয়ে দিতে চান তিনি। কিন্তু ভাই তা করতে দেবেন না। অসুস্থ বোনটি তাঁর দুর্বল শরীর নিয়ে জোর খাটাতে পারছেন না। ফলে ঘৃণ্য দাসীটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে। মহিলাটি কথা বলেন না, মনমরা হয়ে সুরায় ডুবে থাকেন। আর স্যার রবার্ট ক্রুদ্ধ হয়ে বোনের আদরের কুকুরটা সরিয়ে দেন তাঁর কাছ থেকে। কেমন, এসব মিলছে তো?

মেসন বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, সব মিলছে এ পর্যন্ত!'

হোমস বললেন, 'এ পর্যন্ত তো সবই ঠিক মিলছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে রাতের পুরোনো গির্জায় গিয়ে দেখা করাটা তো কিছুতেই মেলাতে পারছি না!

মেসন বলল, 'আজ্ঞে ঠিক বলেছেন স্যার! আরো আরো কিছু আছে—তা আমিও মেলাতে পারছি না কিছুতেই। কেন যে স্যার রবার্ট একটা মৃতদেহ খুঁড়ে বার করতে চান?'

হঠাৎ উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেলেন হোম্‌স্‌!

মেসন বলতে লাগল—এটা জানতে পারলাম গতকাল, আপনাকে চিঠিটা দেবার পরে। গতকাল আমার মনিব লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে আমি আর স্টিফেন্স্‌ সেই গুপ্ত ঘরে যাই। গিয়ে দেখি সবই ঠিক আছে। এক কোণে কেবল একটা মানুষের শরীরের খানিকটা পড়েছিল!

হোমস বললেন,—নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?

গম্ভীরভাবে হাসলেন মেসন। বললেন, মনে হয় নি ওদের এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ

www.pathagar.com

আছে। ওটা আর কিছু নয়, কেবল একটা মমির মাথা আর কয়েকটা হাড়। হাজার বছরের পুরোনো হয়তো। স্টিফেন্স আর আমি যাই একথা জোর দিয়েই বলতে পারি। ওটা একটা কোণায় কাঠের তক্তা চাপা দেওয়া অবস্থায় ছিল। অন্য কোণটা আগের দিনের মতো কালও খালি দেখলাম। যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি রেখে এসেছি।

হোম্‌স্ মেসনের প্রশংসা করে বললেন, 'বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। স্যার রবার্ট কাল বাড়ি ফিরেছেন তো রাতে?

মেসন বলল, 'না, তাঁর আজ ফেরবার কথা।'

হোমস বললেন, 'আজ এক সপ্তাহ হল। খুব চেঁচাচ্ছিল কুকুরটা। সেদিন সকালে মনিবের মেজাজটা খিঁচড়ে ছিল। তিনি রেগেমেগে কুকুরটাকে গিয়ে এমন জোরে চেপে ধরলেন, ভাবলাম, মেরেই ফেলবনে বুঝি! তারপর জকি স্যান্ডি বেইনকে দিয়ে গ্রিন ড্রাগনের বুড়ো বার্নস্-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

নীরবে বসে চিন্তা করে চললেন হোম্‌স্। সবচেয়ে পুরোনো আর সবচেয়ে কড়া পাইপ তিনি ধরিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত বললেন, আরও একটু স্পষ্ট খবর চাই।

মেসন পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে সাবধানে সেটার ভাঁজ খুলে হোমস-এর হাতে তুলে দিয়ে বলল, হয়তো এটা থেকে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে আপনার কাছে। চিঠির ভেতর একটা হাড়ের টুকরোর হোমসের নজরে এল।

কৌতূহলের সঙ্গে, হোমস পরীক্ষা করলেন সেটা, তারপর বললেন, 'কোথায় পেলেন এটা?

লেডি বিয়াট্রিসের ঘরের নিচের যে ঘরটা—বাড়িটাকে গরম রাখার কাজ করতো সেখানে। মেসন বলল, 'অনেকদিন ওখানে আগুন জ্বালানো হয় নি, কিন্তু স্যার রবার্ট ঠাণ্ডার দোহাই দিয়ে আবার ওটা জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন। ওটার দেখাশোনা করে আমারই এক ছোকরা, হার্ভে। আজাই সকালে সে এটা নিয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছে দেয়। জিনিসটা ভালো ঠেকে নি ওর চোখে।

আমারও ঠেকছে না—হোমস বললেন। ওয়াটসন পাশেই বসেছিলেন। এতোক্ষণ সব শুনছিলেন। তাঁকে হোমস জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কী মনে হয় ওয়াটসন?

ওয়াটসন ভালো কোরে পরীক্ষা করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, পুড়ে একেবারে কালো হয়ে যাওয়া একটা হাড়ের টুকরো ওটা। কিন্তু চিনতে এতোটুকুও অসুবিধা হচ্ছে না যে ওটা মানুষের উরুর হাড়ের একটা ওপরের অংশ। হোমসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ক'টার সময় এই ছোকরা আগুন জ্বালাবার কাজ করে ঘরে?

মেসন বলল—রোজ সন্ধেয় গিয়ে জ্বেলে দিয়ে চলে আসে।

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে বাইরে থেকে কি যাওয়া যেতে পারে ওখানে?

মেসন বলল—হ্যাঁ, বাইরের দিকে একটা দরোজা আছে বটে। একটা সিঁড়ি দিয়ে সেই পথে যাওয়া যায়, যেখানে লেডি বিয়াট্রিসের ঘর। সেই সিঁড়িতে যাওয়ার আর একটা দরোজাও আছে সেখানে!

হোম্‌স্ ঝম্‌ঝম্ করে বললেন, অত্যন্ত গভীরে পৌঁছে গেছে ব্যাপারটা। নোংরাও বটে। তুমি একটু আগেই বললে না, স্যার রবার্ট কাল রাতে বাড়িতে ছিলেন না?

মেসন বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, সত্যিই ছিলেন না। হোম্‌স্ তীক্ষ্ণস্বরে বলল, তাহলে হাড় পোড়াবে কে?

মেসন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—তাই তো!

হোম্‌সের প্রশ্ন—আচ্ছা সরাইখানার, মানে বার্কাশায়ারের সরাইখানার নামটা যেন কী বললে?

মেসনের ছোট উত্তর—গ্রিন ড্রাগন।

www.pathagar.com

আচ্ছা, বার্কশায়ারের ও অঞ্চলে ভালো মাছ ধরা যায়? হোম্‌সের গম্ভীর স্বর।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মেসন বলল,—শুনেছি মিলের ছোট নদীটায় ট্রাউট আর হল-এর লেক-এ মাছ পাওয়া যায়।

ব্যাস ব্যাস যথেষ্ট। ওয়াটসন আর আমি তো মাছ ধরতে খুব ওস্তাদ, কী বলো ওয়াটসন? এবার থেকে তুমি 'গ্রিন ড্রাগনে' আমাদের দেখতে পাবে। আজ রাত্রে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে না, একটু লিখে জানালেই হবে। তাহলেই দরকার হলে আমিই তোমার সঙ্গে দেখা করে নেব। বোধহয় সূত্র পেয়েছি। এখন তুমি এসো, কেমন।

মে মাসের এক বিকেলে ওয়াটসন ও হোম্‌স্ শোসকোমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন রীতিমতো তৈরি হয়ে। 'গ্রিন ড্রাগনের' মালিক জোশিয়া বার্ন্‌স্-এরও মাছ শিকারে উৎসাহ ছিল। তিনি হোম্‌স্ ও ওয়াটসনের সঙ্গে আশেপাশের মাছ শিকারের আলোচনায় মেতে উঠলেন।

হোম্‌স্ বললেন,—আচ্ছা, হলের লেক-এ পাইক ধরবার ব্যাপারে কী বলেন?

এ কথায় 'গ্রিন ড্রাগন' সরাইখানার মালিক বুড়ো মার্নর্স-এর মুকটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। বললেন, আজ্ঞে সেটি খবরদার করতে যাবেন না, তাহলে দেখবেন পাইক ধরবার বদলে আপনারা নিজেরাই সেই হ্রদের জলে পড়ে গেছেন।

হোম্‌স্ আর একটু খোঁচা দিয়ে বললেন,—সে আবার, কি তা হবে কেন? আমরা তো বহুদিন ধরেই মাছ ধরছি।

বার্নর্স বললেন, আজ্ঞে ব্যাপারটা হলো, স্যার রবার্ট। টাউটদের ব্যাপারে তাঁর প্রচুর হিংসে আজ্ঞে। আপনারা দুজন অচেনা মানুষ তিনি যেখানে ঘোড়াদের অনুশীলন করান তার কাছে গিয়ে পৌঁছোলে তিনি নির্ঘাত ক্ষেপে যাবেন। কারণ, কোনোরকম ঝুঁকিই তিনি নেবেন না। শুনেছি, তাঁর একটা ঘোড়া ডার্বিতে দৌড়াবে—হোম্‌স্ বললেন।

বার্নর্স বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। ঘোড়াটাও চমৎকার আজ্ঞে। আমরা সবাই আমাদের সব টাকা ওর ওপর বাজি রেখেছি। আর স্যার রবার্টও রেখেছেন। এই পর্যন্ত বলে, তিনি চিন্তিতভাবে আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন, তা আপনারাও কিছু রেখেছেন নাকি?

হোমস সঙ্গে সঙ্গে বললেন—না, না, ওসব ঘোড়াটোড়ার মধ্যে আমরা নেই। আমরা স্রেফ্ বার্কশায়ারের ফাঁকা জায়গায় হাওয়া খেয়ে ক্লান্তি দূর করতে এসেছি।

বার্নর্স বললেন, 'তা সেদিক দিয়ে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন আপনারা। হাওয়া এখানে অঢেল। কিন্তু মনে রাখবেন, স্যার রবার্ট সম্বন্ধে যা বললাম—ওঁর স্বভাব হল আগে মেরে বসা। তারপর ব্যাপারটা শোনা। ওঁর পার্ক এড়িয়ে চলবেন। আপনারা নেহাৎ সহজ সরল মানুষ তাই ব্যাপারটা আপনাকে বলে দেওয়াই ভালো বলে মনে করলাম।

ঠিক আছে মি. বার্নর্স, তাই হবে। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আচ্ছা, একটা দারুণ কুকুর দেখছিলাম হলঘরে, ঘেউ ঘেউ করছিল?

বার্নর্স বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ ও হচ্ছে খাঁটি শোসকোমের কুকুর। এর থেকে ভালো কুকুর সারা ইংল্যান্ডে পাবেন না।

হোম্‌স্ বললেন,—আমি নিজে কুকুরের ব্যাপারে আগ্রহী। আচ্ছা, অমন একটা কুকুরের কি রকম দাম হতে পারে?

সে দাম দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই স্যার—বার্নর্স বললেন। স্যার রবার্ট নিজেই এটা আমাকে দিয়েছেন। কুকুরটাকে সবসময় বেঁধে রাখতে হয়। ছেড়ে দিয়ে তক্ষুনি হল-এ চলে যাবে।

লোকটি উঠে গেলে হোম্‌স্ বললেন,—কিছু কিছু ঘুঁটি আমাদের হাতে আসছে ওয়াটসন। আচ্ছা শুনলাম তো, স্যার রবার্ট এখনও লন্ডনে, অতএব প্রহারের ভয় না রেখে তো আমরা আজ রাত্রে তাঁর এলাকায় প্রবেশ করতে পারি।

www.pathagar.com

ওয়াটসন বললেন,—কোনো সূত্র তুমি পেয়েছো না কি হোম্‌স্‌?

হোম্‌স্‌ বললেন,—মনে হচ্ছে সপ্তাহখানেক আগে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে যার প্রভাব গভীরভাবে শোসকোম-এর সংসারের একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। যা যা সূত্র পাওয়া গেছে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রিয় পঙ্গু বোনকে আর ভাই দেখতে যান না। বোনের আদরের কুকুরটা ভাই বিলিয়ে দিয়েছেন। এ থেকে কি কোনো ধারণা তোমার মনে জাগছে?

ওয়াটসন বললেন,—ভাইয়ের প্রতিহিংসা, তাছাড়া আর কিছু নয়। আর ঐ গুপ্ত কক্ষের ব্যাপারটাও চিন্তার বিষয়।

হোমস বললেন,—হ্যাঁ, ওটা আমার মাথায় আছে। দুটো একেবারেই আলাদা জিনিস। গুলিয়ে ফেললে চলবে না। দুটো ধারা। প্রথমটা হচ্ছে লেডি বিয়াট্রিসকে নিয়ে, এবং দ্বিতীয় ধারাটা হচ্ছে স্যার রবার্টের। ডার্বি জেতার জন্যে তিনি একেবারে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারেন। অত্যন্ত দুঃসাহসী, মরিয়া মানুষ তিনি। যা তাঁর উপার্জন সব বোনের কাছ থেকেই, এবং বোনের পরিচারিকাটি তাঁর হাতের পুতুল। এ পর্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু ঐ গুপ্তকক্ষটা? হোম্‌স্‌ বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, গুপ্ত কক্ষটা। আচ্ছা, ওয়াটসন ধরো যদি, মানে তর্কের খাতিরে বলছি, যে স্যার বরার্ট তাঁর বোনকে হত্যা করেছেন। ওয়াটসন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তা কি করে হয়? না. না হোম্‌স্‌ এ একেবারেই অসম্ভব।

হোম্‌স্‌ অন্যমনস্ক হয়ে বললেন,—হয়তো তাই, ওয়াটসন। স্যার রবার্ট সদ্বংশের সন্তান। কিন্তু পাখির ঝাঁকে কি কখনোও কখনোও মড়া খাওয়া কাকের দেখা মেলে না? আচ্ছা, এও তো মনে করা যেতে পারে তিনি দেশ ছেড়ে পালাতে পারছেন না যতোক্ষণ না টাকাটা গুছিয়ে নিতে পারছেন আর সেটা একমাত্র সম্ভব হতে পারে শোসকোম প্রিন্স-এর সাফল্যের ফলেই। অতএব এখনও তাকে থাকেত হচ্ছেই এখানে। এবং সেক্ষেত্রে মৃতদেহটার একটা গতি করা দরকার আর সেজন্য প্রয়োজন এমন একজনের যে বোনের ভূমিকা পালন করবে। গুপ্তগৃহে বড় একটা কেউ যায় না, বোনের শরীরটা গোপনে সেখানে নিয়ে গিয়ে অগ্নিস্থানে পুড়িয়ে ফেললে, কেবল আমরা যা সূত্র পেয়েছি তাছাড়া আর কোনো প্রমাণ তখন থাকবে না। কী বলো ওয়াটসন?'

ওয়াটসন বললেন, 'অবশ্যই এ সম্ভব হতে পারে, যদি তুমি মৌলিক ভয়ঙ্কর প্রশ্নটা মেনে নিতে পারো।'

হোম্‌স বললেন, 'কাল একটা ছোটোখাটো পরীক্ষা করে দেখব ওয়াটসন, যদি তাতে করে কোনো আলোকপাত করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের এই পরিচয়টা বজায় রাখব। অতএব চলো সরাইয়ের মালিকের ওখানে, মদ পান করতে করতে ইল আর ডেস মাছ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করা যাবে। তাহলেই ওঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারব। হয়তো তাতে করে এমন কোনো স্থানীয় কিংবদন্তী শুনতে পাব যা আমাদের কাজে আসতে পারে।'

সকালবেলা হোমস আবিষ্কার করলেন, 'যে আমরা টোপ না নিয়ে মাছ ধতে এসেছি। ফলে সেদিনের মতো মাছ ধরার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেল। বেলা এগারোটা নাগাদ ওয়াটসন ও হোম্‌স্‌ বেড়াতে বেরোলেন। গ্রীন ড্রাগনের মালিকের অনুমতি নিয়ে সেই কুকুরটা তারা সঙ্গে নিলেন।

দুজনে ওরা ঘুরতে ঘুরতে দুটো উঁচু গেটওয়ালা বাড়ির সামনে এসে থামলেন। হোম্‌স্‌ বললেন, 'এই হল জায়গাটা। মি. বার্নসের কাছে শুনেছি দুপুর নাগাদ বৃদ্ধা বেরিয়ে পড়েন গাড়ি করে, আর গেট খোলার সময় গাড়িটা ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। বেরিয়ে আসার পরে এবং গাড়ি পূর্ণ গতি নেবার আগে তুমি দু-একটা প্রশ্ন কোরে গাড়িটা থামাবে।'

হোমস ওয়াটসনকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'দেখো ওয়াটসন, আমার জন্যে ভেবো না, আমি এই ঝোপটার আড়াল থেকে যা পারি লক্ষ করব।'

বেশি ওঁদের অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দশকের মধ্যেই দেখা দিল বড় ধূসর রঙের

www.pathagar.com

ঝকঝকে একজোড়া ঘোড়ায় টানা হলদে গাড়িটা দুদিকে গাছের সারির মধ্যে দিয়ে সরুপথে এগিয়ে আসছে।

তখন হোমস কুকুরটাকে সঙ্গে করে ঝোপটার পেছনে গুঁড়ি মেরে বসেছিলেন। আর ওয়াটসন নির্বিকারে দাঁড়িয়ে হাতের বেতটা দোলাচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন ভিতর থেকে দৌড়ে এসে খুলে দিল গেটটা। এই সময় গাড়িটার গতি একেবারে কমে এসেছে ফলে ভিতরটা ভালো করে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল।

একজন যুবতী সেই গাড়িতে, তার মাথার চুলের রং শণের মতো, মুখে একটা অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের ভাব। যুবতীটি বসেছিল গাড়ির বাঁদিকে, আর তার ডানদিকে বসেছিল এক বয়স্কা স্ত্রীলোক, তাঁর পিঠটা কুঁজো আর একরাশ কম্বল এবং চাদরে তার সারা শরীর ও মুখঢাকা। এর থেকে বেশ বোঝা যায় তিনিই হচ্ছেন অসুস্থ বৃদ্ধাটি। গাড়িটা বড় রাস্তায় এসে পড়লে ওয়াটসন খুব গম্ভীরভাবে হাত বাড়ালেন। কোচোয়ান লাগাম টানলে ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার রবার্ট শোসকোম ওল্ড প্লেস-এ আছেন কি না।'

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হোম্‌স্‌ বেরিয়ে এসে কুকুরটাকে ছেড়ে দিলেন। একটা আনন্দসূচক আওয়াজ করে কুকুরটা তীব্রবেগে গিয়ে গাড়ির পাদানিতে লাফিয়ে উঠল। আর প্রচণ্ড ক্রোধে আরোহীর কালো স্কার্টটাকে কামড়ে ধরতে গেল সে।

একটা কর্কশ গলা শোনা গেল—'চালিয়ে চল্‌, চালিয়ে চল্‌।' কোচোয়ান চাবুক কষাল, ওখানে রয়ে গেলাম আমরা।

কুকুরটাকে চেন আটকাতে আটকাতে হোম্‌স্‌ বললেন, 'একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, ওয়াটসন। কারণ কুকুররা কখনও ভুল করে না। ও ভেবেছিল ওর মনিব, কিন্তু দেখল, যে একে ও চেনে না।'

ওয়াটসন বললেন, 'মনে হচ্ছে ওটা পুরুষের গলা।'

হোম্‌স্‌ ওয়াটসনকে বললেন, 'ঠিকই বলেছো তুমি। তাবে আর একটা তাস আমাদের হাতে এল। এখন কিন্তু খুব সাবধানে খেলতে হবে ওয়াটসন।'

ওদের কথোপকথনের মাঝে, 'সেই লন্ডনের জন মেসন হঠাৎ এসে হাজির হয়ে মি. হোম্‌সকে রিপোর্ট দিল—স্যার রবার্ট ফেরেন নি এখনো, তবে শুনেছি আজ রাতে ফিরবেন।'

হোমস প্রশ্ন করলেন, 'গুপ্ত গৃহটা এখান থেকে কতো দূর?'

মেসন বলল, 'কোয়ার্টার মাইলের মতো। তিনি এসেই সঙ্গেসঙ্গে আমার খোঁজ করবেন, শোসকোম প্রিন্স সম্বন্ধে সর্বশেষ খবরের জন্যে।'

হোম্‌স্‌ বললেন, 'তাহলে আপনাকে বাদ দিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। বেশ, আপনি গুপ্ত ঘরটা শুধু আমাদের দেখিয়ে দিয়ে চলে আসবেন, চলুন।'

অমাবস্যা। ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার। ঘাসে ছাওয়া মাঠ দিয়ে মেসন, হোম্‌স্‌ ও ওয়াটসনকে নিয়ে এগিয়ে চলল। শেষপর্যন্ত একটা অন্ধকারের স্তূপের সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। একটা ভাঙা প্রাচীন গির্জা। গির্জাটির বারান্দার ভাঙা অংশ দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকল। আলগা ইঁটপাথরের মধ্যে দিয়ে টলতে টলতে কোনোমতে চলতে চলতে ভাঙা বাড়িটার একটা কোণ লক্ষ করে এসে একমুহূর্তের জন্যে থামল। সেখান থেকে একটা খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয় গুপ্ত গৃহে। একটা দেশলাই জ্বেলে মেসন গাঢ় অন্ধকার জায়গাটা আলোকিত করলেন। কোথা থেকে যে একটা পচা দুর্গন্ধ ভেসে ভেসে আসছে। পুরোনো দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে।

হোম্‌স্‌ বাতি জ্বালতেই, একটা হলদে আলোর ক্ষীণ সুড়ঙ্গ দেখা দিল। সুড়ঙ্গের সামনে এসে হোম্‌স্‌ মেসনকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'কয়েকটা হাড়ের কথা আপনি আমাদের বলেছিলেন মি. মেসন। যাবার আগে দেখিয়ে দেবেন সেগুলো?'

মেসন বলল, 'ওই যে, ওই কোণে। এই বলে তিনি লম্বা কয়েক পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে

www.pathagar.com

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন। আমাদের বাতির আলোটা গিয়ে পড়ল সেখানে। মেসন আফশোস্ করে বললেন, 'সব চলে গেছে, কোনো চিহ্নই আর নেই!'

মুচকি হেসে হোমস বললেন, 'এই রকমই আন্দাজ করেছিলাম। মনে হয় সেগুলোর ছাই এখনও ওই চুলার মধ্যে পাওয়া যাবে, এবং তার এক অংশ ইতিমধ্যেই পুড়ে গেছে।'

জন মেসন প্রশ্ন করল, 'কিন্তু হাজার বছর আগে যে মারা গেছে, কেন কোনো ব্যক্তি তার হাড় পোড়াতে যাবে?'

হোম্স্ বললেন, 'সেটাই এখন আমাদের জানতে হবে। হয়তো অনেকক্ষণ ধরে খুঁজতে হবে, তাই আর আপনাকে আটকে রাখব না। আশা করছি কাল সকালের আগেই আমরা এই রহস্যের সমাধানে পৌঁছতে পারব।'

জন মেসন চলে গেলে হোমস খুব যত্ন করে কবরগুলো পরীক্ষা করছিলেন। পকেট থেকে একটা ছোটো সিঁধকাঠি বার করে সেটা একটা কবরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিলেন তারপর সেটায় চাড় দিতেই উঠে গেল সামনের দিকটা। একটা কিছু ভেঙে যাওয়ার, ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ উঠল। কিন্তু ডালাটা আবার নেমে আসার আগেই ভিতরের বস্তুটির অংশমাত্র সবে দেখা গেছে, এমন সময় এমন এক জায়গা থেকে বাধা এল যা হোমস একেবারেই আশা করতে পারেন নি।

উপরের গির্জায় কার যেন পায়ের শব্দ। সে শব্দ এমন ক'জনের যে কোনো বিশেষ মতলব নিয়ে এসেছে এবং যেখানে পা ফেলে ফেলে আসছে—সে জায়গাটা তার ভালো করেই চেনা। আলোর ঢল নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে আর মুহূর্তে সেই তোরণের ওপরে লোকটির মূর্তি ফুটে উঠল। ভয়ঙ্কর তাঁর চেহারা, যেমন লম্বা, চওড়া তেমনিই ভয়ঙ্কর। একটা বড় আকারের আস্তাবলের লণ্ঠন তাঁর সামনে ধরা। লণ্ঠনের ঊর্ধমুখী আলোয় এক বলিষ্ঠ, গুম্ফ কণ্ঠকিত মুখ ও ক্রুদ্ধ দুই চোখ দেখা গেল। জ্বলন্ত দুচোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে শেষপর্যন্ত হোমসের ওপর নিবদ্ধ হল।

লোকটি বাঘের গর্জনের মতো আওয়াজ করে চিৎকার করে বলল, কারা তোমরা? শয়তানের দল—কী করছ এখানে আমার এলাকায়? হোমসের তরফ থেকে যখন কোনো উত্তর এল না, লোকটি তখন দুপা এগিয়ে হাতের ভারি লাঠিটা উঁচু করে তুললেন এবং পুনরায় চিৎকার করে বললেন, কালা নাকি? শুনতে পাচ্ছ? তোমরা কারা? কী করছ এখানে? লাঠিটা তাঁর হাতে কাঁপতে লাগল!

হোমস একটুও ভয় না পেয়ে এগিয়ে গেলেন তার দিকে। বললেন, 'আমার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে, স্যার রবার্ট।'

চকিতে হোমস পেছনের একটা কবরের ঢাকনা সরিয়ে ফেললেন। বললেন, 'এই জিনিসটা কী? কী কাজ এটার এখানে?'

লণ্ঠনের আলোয় আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা একটা শরীর চোখে পড়ল। নাক আর চিবুকসর্বস্ব একটা মৃতদেহের জ্বলজ্বলে চোখ দুটো বিবর্ণ মুখমণ্ডল থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

রবার্ট আঁতকে উঠলেন। সুতীব্র চিৎকার করে টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে হোম্সকে বললেন, 'এ খবর আপনি কী করে জানলেন?' তারপর কর্কশস্বরে বললেন, 'এসবের ঝামেলায় আপনি কেন এসেছেন?'

হোম্স্ বললেন, 'আমার নামের সঙ্গে আপনি নিশ্চয়ই পরিচিত। শুনুন তাহলে, আমার নাম শার্লক হোমস। আমার কাজ হল অপরাধীকে খুঁজে বার করা এবং তাকে আইনের হাতে তুলে দেয়া। এখন মনে হচ্ছে আপনাকে অনেক কিছুরই জবাবদিহি করতে হবে।'

মুহূর্তকাল জ্বলন্ত চোখে স্যার রবার্ট তাকিয়ে রইলেন। হোমসের শান্তস্বর আর শীতল ভাবভঙ্গির ফল ফলল। নীরবতা ভঙ্গ করে হোমস গম্ভীরস্বরে বললেন, 'আপনার যা বলবার তা পুলিশের কাছেই বলবেন।'

www.pathagar.com

চওড়া কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন স্যার রবার্ট। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! বাড়ির ভেতরে আসুন তাহলে নিজের চোখেই পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন।'

মিনিট পনেরো হাঁটার পর ওরা একটা ঘরে এসে উপস্থিত হল। হোমস আর ওয়াটসন ভালো করে চারিদিকে নজর রাখছিলেন। কাচের আলমারির ভেতরে সারি সারি বন্দুকের নল। সম্ভবত এটা অস্ত্রাগার।

হঠাৎ স্যার রবার্ট ওদের সেই ঘরে রেখে বেরিয়ে গেলেন। যখন ফিরলেন তার সঙ্গে আরও দুজন লোক। একজন হল সেই তরুণী যাকে আমরা গাড়িতে দেখেছিলাম। আর অপর লোকটি হল একটা ছোটোখাটো ইঁদুরমুখো মানুষ। তার ভাবভঙ্গি বিশ্রী, চোরের মতো। দুজনেই অত্যন্ত হকচকিয়ে গেল হোমস আর ওয়াটসনকে দেখে। হোম্‌স্‌ বুঝলেন, স্যার রবার্ট তাদের কিছুই বলে নি।

স্যার রবার্ট পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এঁরা হলেন মি. মিসেস নর্লেট।

বিয়ের আগে এই মিসেস নর্লেট ছিলেন আমার দিদির পরিচারিকা। ওঁদের এখানে আনার কারণ পরিস্থিতিটা আপনার কাছে সঠিকভাবে উপস্থিত করা।

রবার্ট এবার একটু গলা ঝেড়ে বেশ প্রস্তুত হয়ে বললেন, মি. হোম্‌স্‌ তাহলে ব্যাপারটা খুলেই বলি। নিশ্চয়ই আপনি আমার ব্যাপারে অনেকটা এগিয়েছেন। নতুবা ঐ ভাঙা গির্জায় আপনার দেখা পেতাম না। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই এতোক্ষণে ভালো করেই জেনে ফেলেছেন যে, ডার্বির জন্য এমন একটা ঘোড়া আমি বাজি ধরেছি যেটার সম্ভাবনার কথা বিশেষ কেউ ভাবেনি এবং যার সাফল্যের ওপর আমার সর্বস্ব নির্ভর করছে। জিতলে সব সমাধান হয়ে যাবে। না জিতলে—ভাবতে পারছি না আমার দশা কী হবে!

হোম্‌স্‌ বললেন, হ্যাঁ, আপনার ব্যাপারটা আমি ভালো করেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি।

রবার্ট আবার বলতে লাগলেন, সবকিছুর জন্যেই আমি আমার বোনের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই সম্পত্তিতে তাঁর কেবল জীবন স্বত্ব ছাড়া কিছু নয়। আর আমি একেবারে আমার পাওনাদার ইহুদিদের হাতে এবং ভালো করেই আমি জানি যে বোনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা এক ঝাঁক শকুনের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং সমস্ত কিছুই ক্রোক করবে,—আস্তাবল, ঘোড়া কিছুই বাদ দেবে না। মি. হোম্‌স্‌, সেই বোন, আমার প্রিয় বোন মারা গেছেন, ঠিক এক সপ্তাহ আগে।

হোম্‌স্‌ জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, সে খবর আপনি কাউকে জানান নি কেন?

রবার্টের চটপট উত্তর,—কী করে জানাব? একেবারে ধ্বংসের মুখে তখন আমি। তিন সপ্তাহের মতো যদি আমি খবরটা চেপে রাখতে পারি তাহলে আর কোনো অসুবিধা থাকবে না। আমি ভেবে দেখলাম মিসেস নর্লেটকে দিয়ে যদি আমার ভগ্নীর ভূমিকায় অভিনয় করাতে পারি—মানে আমার বোনের পোশাক পরে তার দিনে একবার গাড়িতে করে যাওয়া আর ফিরে আসা। ব্যাপারটা কেউ বুঝতেই পারবে না। কারণ পরিচারিকা ভিন্ন আর কেউই তাঁর ঘরে প্রবেশ করে না। তাই ব্যবস্থা করেই ফেললাম। হ্যাঁ, ভালো কথা মি. হোম্‌স্‌, আর একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। আমার প্রিয় ও আদরের বোনটি উদরি রোগে মারা গেছেন, অনেকদিন ধরেই তিনি ভুগছিলেন। গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠল স্যার রবার্টের।

ওয়াটসন কৌতুহলে টানটান হয়ে হোম্‌সের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন, তারপর, তারপর কী করলেন?

রবার্ট জড়ানো গলায় বলল, 'মৃতদেহটা তো ঘরের মধ্যে রাখা চলবে না, তাই সেই রাতে আমি আর নর্লেট, মৃতদেহটাকে নিয়ে যাই ওই কবরখানায়। আজকাল আর সেটার ব্যবহার হয় না। কিন্তু, তাঁর কুকুরটা সব সময়েই দরোজার কাছে এসে ঘেউ-ঘেউ করছিল, তাই মনে হল আরও নিরাপদ কোনো জায়গায় কবর দিতে হবে। কুকুরটাকে সরিয়ে নিয়ে তখন মৃদহে নিয়ে গেলাম গির্জার মাটির নিচের ঘরটায়। এতে কোনো অবহেলার ব্যাপার ছিল না। মৃতের

www.pathagar.com

কোনোরকম অসম্মান আমরা করি নি। আমার মতো অবস্থায় পড়লে হয়তো আপনাকেও তাই করতে হত। শেষমুহূর্তে নিজের সব আশা ভরসা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনে এ দেখেও কোনো চেষ্টা করব না, এ হতেই পারে না।'

স্যার রবার্ট দম নিয়ে আবার বলে চললেন, 'মনে হল, যদি তখনকার মতো তাঁকে তাঁর স্বামীর পবিত্র কবরস্থানের কোনো পুরোনো কাফনে রেখে দেয়া যায় তাহলে মৃতের প্রতি কোনোরকম অসম্মান করা হবে না। এইরকম একটা কাফন খুলে তার ভিতরের জিনিসগুলো বার করে নিয়ে আমি ওঁকে শুইয়ে দিলাম তার ভিতরে, যেমনটি আপনি দেখেছেন। কিন্তু কাফনটা খুলে যে-সব পুরোনো হাড়গোড় বেরিয়ে এল সেগুলো তো ওখানে ফেলে রাখা চলে না, তাই নর্লেট আর আমি সরিয়ে ফেললাম, আর ওগুলো নর্লেট রাত্রে পোড়াতে লাগলেন। এই হল আমার কাহিনী, মি.. হোম্স্। কিন্তু কী করে আপনি আমাকে এ কাহিনী শোনাতে বাধ্য করলেন তার কোনো ধারণা আমার নেই।'

হোমস কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনার বিবৃতিতে একটা গলদ আছে স্যার রবার্ট। কারণ, রেসের উপর আপনার যা বাজি, যার ওপর আপনার ভরসা, সে তো পাওনাদাররা সমস্ত কিছু ক্রোক করলেও বাধা পাচ্ছে না!'

রবার্ট মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, 'না, ঘোড়াটাও যে তার মধ্যেই পড়ছে। এমনও পর্যন্ত হতে পারে যে ঘোড়াটাকে ওরা দৌড়ও করাল না। আর, এমনই দুর্ভাগ্য, আমার সবচেয়ে বড় যে পাওনাদার সেইই হল আমার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু। অতি শয়তান এই স্যাম্ ব্রিউয়ার, নিউমার্কেট হির্থ-এ একবার আমি বাধ্য হয়েছিলাম তাকে চাবুকপেটা করতে। আপনি কি মনে করেন, সে আমাকে সুযোগ করে দেবে?

উঠতে উঠতে হোম্স্ বললেন,—যাই হোক স্যার রবার্ট, অবশ্যই এখন খবরটা পুলিশের নজরে আনতে হবে। আমার কাজ ছিল রহস্য উদ্‌ঘাটন করা। এখন আমার কাজ শেষ। আপনার কাজ কতোটা নীতি সম্মত তার কতোটা শোভন তা আমার বিচার্য নয়। প্রায় রাত দুপুর হল ওয়াটসন, চলো এবার ফেরা যাক্।

পরবর্তী ঘটনা খুবই সাদামাটা। শোসকোম প্রিন্স ডার্বি জয় করায় তার মালিক আশি হাজার পাউন্ড বাজি জিতেছিলেন। রবার্টের দেনা শোধ হয়েছিল। তাঁর নিজের জন্যেও অনেক টাকা রইল। পুলিশ মামলাটা অতি সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন, ভদ্রমহিলার মৃত্যুসংবাদ যথাসময়ে প্রকাশ না করার জন্যে তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে ছেড়ে দেয়া হল।

রঙের গন্ধ

টেবিল থেকে একটা ময়লা কার্ড তুলে নিয়ে হোম্স্ বললেন, 'দেখো ওয়াটসন, ইনি হলেন জোশিয়া অ্যাম্বার্লি। ললিত কলার সামগ্রীর ব্যবসায়ী। ব্রিকফল অ্যান্ড অ্যাম্বার্লি কোম্পানির ছোট অংশীদার। রং আর তুলির বাক্সে ওদের নাম দেখতে পাবে। বেশ কিছু টাকা পয়সা হয়েছে ওর। তাই একষট্টি বৎসর বয়সে অবসর নিয়েছেন। আর লিউইস্যামে একটা বাড়ি কিনে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সারাজীবন কঠোর পরিশ্রমের পরে। তাঁর ভবিষ্যৎ মোটামুটি নিশ্চিন্ত।

একটা চিরকুট দেখে হোম্স্ পুনরায় বলে চললেন—অবসর নেন ১৮৯৬ খ্রি.। তারপর ১৮৯৭ খ্রি. তাঁর থেকে কুড়ি বছর কম বয়সী একজনকে বিবাহ করেন। মহিলাটি দেখতে ভালোই। আর্থিক স্বাচ্ছল্য, স্ত্রী অবসর,—জীবনের পথ পরিষ্কার। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু-বছরের মধ্যেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হন। তার মতো দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ।

ওয়াটসন কৌতূহলী হয়ে বললেন,—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

হোম্স্ বললেন—সেই পুরোনো কাহিনী ওয়াটসন। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু আর খামখেয়ালী স্ত্রী। অ্যাম্বার্লির জীবনের একমাত্র আনন্দ, মনে হয়, দাবা খেলা। তাঁর বাড়ির কাছেই এক তরুণ

www.pathagar.com

ডাক্তারের বাস! তাঁরও দাবার নেশা। এই ডাক্তার, আনেষ্ট প্রায়ই তাঁর বাড়ি যেতেন এবং শ্রীমতী অ্যাম্বার্লির সঙ্গে তাঁর স্বভাবতই ঘনিষ্ঠতা জন্মায়, কারণ একথা মানতে হবে যে আমাদের মক্কেলটির ভিতরে যতো গুণই থাকুক প্রত্যক্ষ কোনো আকর্ষণ তাঁর ছিল না। ঐ দু'টিতে গত সপ্তাহে পালিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ব্যাভিচারী স্ত্রীলোকটি ভদ্রলোকের দলিলপত্রও সেই সঙ্গে নিয়ে মহিলাটিকে কি আমরা খুঁজে বার করতে পারবো? বাক্সটা উদ্ধার করতে পারবো?

ওয়াটসন বললেন,—তাহলে কী করা উচিত আমাদের?

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ সমস্যাটা বেশ জটিল। আচ্ছা, তুমি হলে কী করতে? ধরো, তুমি দয়া করে আমার বদলে ওখানে গেলে। জানো তো, সেই দুই কোপিক প্যাস্ট্রিয়ার্ক-এর মামলা নিয়ে আমি এখন ব্যস্ত। আজ সম্ভবত ওই মামলার ফয়সালা হওয়ার কথা। লিউইস্যামে যাওয়ার সময় এই মুহূর্তে আমার নেই, অথচ অকুস্থলে না গেলে তদন্তের কাজে অসুবিধা। বৃদ্ধ জোশিয়া আম্বার্লি আমাকে যাবার জন্যে খুব ধরেছেন। কিন্তু আমার অসুবিধা আমি অনেকভাবে তাকে বুঝিয়ে বলেছি। তবে আমার বদলে আমার পাঠানো লোককে তিনি গ্রহণ করতে রাজি।

ওয়াটসন বললেন, 'নিশ্চয়ই যাব। তবে আমাকে দিয়ে কি কিছু কাজ হবে?

ওয়াটসন, লিউইস্যাম অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

সন্ধেবেলায় যখন—ওয়াটসন হোম্‌সের কাছে কাজের হিসেব দেবেন বলে গেলেন, তখন তিনি, দেখলেন, হোমস চেয়ারে শরীর এলিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর মুখের পাইপ থেকে অত্যন্ত কটুগন্ধ বেরোচ্ছে। চোখের পাতা এমন অলসভাবে নেমে এসেছে যে হয়তো ঘুমিয়ে আছেন বলেই মনে হতো—যদি না ওয়াটসনের বিবৃতির মধ্যে কখনো আটকে গেলে বা আপত্তিকর কিছু থাকলে চোখদুটো আধখোলা হয়ে যেত। আর ধূসর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, তরোয়ালের মতো তীক্ষ্ণ সপ্রশ্ন সন্দানী ভঙ্গিতে ওয়াটসনকে গেঁথে ফেলত।

ওয়াটসন বললেন, জোশিয়া আম্বার্লির বাড়ির নাম 'দি হ্যাভেন'। খবরটায় তুমি কৌতূহল বোধ করবে মনে হচ্ছে। ওঁর অবস্থা এমন এক অভিজাত ঘরের সন্তানের মতো যিনি দারিদ্রের মধ্যে পড়ে তাঁর থেকে নিচের তলায় মানুষের সামিল হয়েছেন। ও এলাকাটা তোমার চেনা। একঘেয়ে ধরনের ইঁটের শহরতলির ক্লান্ত রাজপথ যেরকম হয়ে থাকে। 'দি হ্যাভেন' বাড়িটা আমি চিনতে পারতাম না, পালাম এক অলস ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে ধূমপান করছিল। লোকটির বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। কারণও আছে। লোকটি লম্বা, কালচে, খুব পুরু গোঁফের মালিক। আমার প্রশ্নে সে ঘাড় ঘুরিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। উঁচু, রোদে পোড়া পাঁচিল দেওয়া বাড়ির সামনের গেট দিয়ে প্রবেশ করতেই দেখলাম, মি. অ্যাম্বার্লি গেটের দিকে এগিয়ে আসছেন। সেদিন সকালে যে আপনার বাড়িতে ক্ষণকালের জন্যে তাঁকে দেখেছিলাম এবং এক অদ্ভুত প্রাণী বলে তখন মনে হয়েছিল। আর আজ পুরো আলোয় তাঁকে দেখে আরও অস্বাভাবিক বলে মনে হল।

হোম্‌স্ বললেন, 'সে আমি লক্ষ করেছি। তোমার ঠিক কী ধারণা হয়েছে তা শুধু শুনতে চাই।'

ওয়াটসন পুনরায় বলতে শুরু করলেন, 'মনে হল সত্যি সত্যিই দুর্ভাবনায় নুয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, যেন পিঠে করে প্রচুর ভার বহন করে এসেছেন। কিন্তু তাহলেও প্রথমে দেখে যেমন মনে হয়েছিল আসলে সেরকম দুর্বল চেহারার মানুষ নন তিনি। তাঁর কাঁধ আর বুকের গড়ন রীতিমতো দৈত্যের মতো, কিন্তু পা-দুটো যেন পাকানো পাকানো।

হোম্‌স্, ওয়াটসনের কথার সূত্র ধরে বললেন, 'বাঁ পায়ের জুতোটা কোঁচকানো, ডান পায়েরটা মসৃণ।'

ওয়াটসন বললেন, 'অতোটা আমি লক্ষ করি নি!'

হোম্‌স্ বললেন, 'ঠিক লক্ষ্য করার কথাও নয়, ওঁর ওই নকল অঙ্গটা আমি লক্ষ করেছি। আচ্ছা, বলে যাও তোমার বক্তব্য।'

ওয়াটসন পুনরায় নোতুন উৎসাহে বলতে শুরু করলেন—পুরোনো হ্যাটের নিচে জটপাকানো সাপের মতো চুল আর মুখের তীক্ষ্ণ উৎসুকভাব আর গভীর বলিরেখা লক্ষ না করে

www.pathagar.com

পারলাম না।

বাঃ, বেশ ওয়াটসন, হোমস বললেন, কী বললেন তিনি?

ওয়াটসন বললেন, তিনি তাঁর অভিযোগের কথা বলতে লাগলেন। একসঙ্গে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চললাম, চারিদিকে ভালো করে লক্ষ করতে করতে। এরকম অগোছালো বাড়ি সচরাচর দেখা যায় না। বাগানটা আগাছায় ভর্তি, মনে হল চরম অবহেলার মধ্যে গাছপালাগুলো ইচ্ছেমতো বেড়ে চলেছে, জানি না কোনো রুচিপূর্ণ মহিলা কেমন করে এসব সহ্য করতে পারেন। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরের মাঝখানে একটা পাত্রে সবুজ রং আর ভদ্রলোকের বাঁ হাতে একটা রঙের তুলি! তিনি দরজা জানলায় উৎকট গন্ধের সবুজ রং লাগাতে লাগলেন। তারপর একটা অপরিষ্কার ঘরে আমাকে নিয়ে বসালেন এবং কথাবার্তা শুরু করলেন। প্রতিটি কথার ফাঁকে তুমি না আসার জন্যে হতাশা প্রকাশ করছিলেন। আবার মাঝে মাঝেই বলছিলেন, 'আমি সত্যিই আশা করিনি যে আমার মতো এক গরিবের ডাকে ওঁর মতো এক বিখ্যাত লোক আসবেন, আমার যতো টাকাই খোয়া যাক্...।' ওয়াটসন ওঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, টাকার প্রশ্নটা ঠিক উঠবে না এবং সে কথায় উনি বললেন, তা, বটে, কাজের আনন্দে উনি কাজ করে যান। তবে এখানকার এই ব্যাপারের মধ্যেও হয়তো তিনি কিছু আনন্দ পেতে পারতেন। কী অকৃতজ্ঞতার পরিচয়ই না পেলাম ড. ওয়াটসন! অথচ তার কোন্ অনুরোধটা আমি না রেখেছি? অতো আসকারা আর কোনো স্ত্রীলোক কখনোও পেয়েছে কিনা সন্দেহ! আর ঐ ছোকরাটা—আমার ছেলের বয়সী সে! সবসময় আমার বাড়িতে আড্ডা। আমিই তাস খেলার জন্যে খাল কেটে কুমীর ডেকেছি! সবই আমার দোষ। সবই আমার কপাল! এ জগৎ ভয়ঙ্কর, অতি ভয়ঙ্কর, ড. ওয়াটসন!

একঘণ্টার ওপর ভদ্রলোক বকবক করে এই একই কতারই পুনরাবৃত্তি করে চললেন। ষড়যন্ত্রের আভাস তিনি বিন্দুবিসর্গও পান নি। বাড়িতে কেবল তিনি আর তাঁর স্ত্রী থাকতেন। একজন ঠিক ঝি। সারাদিন ঘরের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যে ছটা নাগাদ চলে যায়। সেদিন সন্ধ্যেবেলা অ্যাম্বার্লি স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে হে-মার্কেট থিয়েটারে দুটো দামি টিকিট কেটে এনেছিলেন, কিন্তু শেষমুহূর্তে তাঁর স্ত্রী মাথা ধরার অজুহাতে না যাওয়ার জন্যে তিনি একাই থিয়েটার দেখতে চলে যান। একথায় সন্দেহের কোন কারণ নেই, কারণ অব্যবহৃত টিকিটটি তিনি দেখালেন ওয়াটসনকে।

হোমস উত্তেজনায় টানটান হয়ে বললেন, উল্লেখযোগ্য, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটা! মামলাটার ওপর ক্রমশই কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে আমার। আচ্ছা তারপর? তারপর কী হল? বলে যাও ওয়াটসন। প্রচুর উৎসাহ পাচ্ছি। টিকিটটা কী তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছিলে? নম্বরটা নাওনি নিশ্চয়?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ নিয়েছি। মানে, নম্বরটি আমার স্কুলের রোল নম্বর একত্রিশ বলেই ঠিক মনে থেকে গেছে।

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ নিয়েছি। মানে, নম্বরটি আমার স্কুলের রোল নম্বর একত্রিশ বলেই ঠিক মনে থেকে গেছে।

হোম্‌স্ বললেন—বাঃ চমৎকার। অন্য টিকিকের নম্বরটা তাহলে হয় ত্রিশ না হয় বত্রিশ।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ ঠিক। আর সারি হল "B"।

হোম্‌স্ বললেন,—খুব ভালো কাজ হয়েছে। আচ্ছা, আর কী উনি বললেন?

ওয়াটসন বলে চললেন—একটা ঘর তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন, তাঁর এই মজবুত ঘর, দামী জিনিস রাখবার জন্যে। তা মজবুত ঘরই বটে, ব্যাঙ্কে যে রকম থাকে সেই রকম অনেকটা—দরজা—জানলাগুলো সব লোহার। তিনি বললেন, ডাকাত এর কিছুই করতে পারবে না। যাইহোক মহিলাটির বোধ হয় আর একটা চাবি ছিল। নগদে আর কোম্পানির

www.pathagar.com

কাগজে সাত হাজার পাউণ্ডের বেশি নিয়ে গেছে।

হোম্‌স্ আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললেন, 'কী বললে? কোম্পানির কাগজ! সেগুলো ওরা কী করে ভাঙাবে?

ওয়াটসন উত্তর দিল, বৃদ্ধ কর্কশস্বরে বললেন,—সেগুলোর নম্বর দিয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে, সুতরাং আশা করা যায় ওরা কোম্পানির কাগজ ভাঙাতে পারবে না। মাঝরাত নাগাদ থিয়েটার থেকে তিনি ফিরে দেখেন টাকাকড়ি সব গেছে, দরোজা জানলা খোলা, আর ওরা পালিয়েছে। কোনো চিঠিপত্র নেই। সেই থেকে কোনো খবরও তিনি পাননি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাপারটা পুলিশে জানিয়েছেন।

হোম্‌স্ কয়েক মিনিটের জন্যে চিন্তায় ডুবে গেলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন,—আচ্ছা, একটু আগেই তুমি বললে না, তিনি রং লাগাচ্ছিলেন? কিসে রং লাগাচ্ছিলেন তিনি? ওয়াটসন বললেন,—দেখলাম ঘরের দরোজা জানলায় আর কাঠের ব্যবহার যেখানে আছে সবগুলিতে বেশি বেশি করে রং দিচ্ছিলেন। আর মাঝে মাঝে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছিলেন।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ওয়াটসন, এ হেন পরিস্থিতিতে কি এটা তোমার কাছে একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না?

ওয়াটসন বললেন,—মনের ব্যথা হালকা করবার জন্যে কিছু তো করা দরকার? জবাবদিহির মতো সুরে তিনি বলে যাচ্ছিলেন। একটু তো অস্বাভাবিক বটেই। কারণ আমার সামনেই প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি তাঁর স্ত্রীর একটা ছবি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। আর তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বললেন, জীবনে আর তার মুখ দর্শন করবো না। হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপারে আমার খট্‌কা লেগেছে। ব্ল্যাকহিথ স্টেশনে গিয়ে আমি ট্রেন ধরেছিলাম। গাড়ি যখন ছাড়ল ঠিক সেই সময়ে লক্ষ করলাম একজন লোক তীরবেগে ঠিক আমার পাশের গাড়িটায় উঠল। জানো তো, মানুষের মুখ আমার মনে থাকে। এ নির্ঘাত সেই লম্বা, কালচে লোকটা, রাস্তায় আমি যার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আরও একবার দেখলাম লন্ডন ব্রিজে, তারপরেই সে হারিয়ে গেল ভীড়ের মধ্যে। কিন্তু সে যে আমার পিছু নিয়েছিল এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

হোম্‌স্ বললেন,—ঠিক, ঠিকই আন্দাজ করেছো। তুমি বলছো লোকটা লম্বা। আচ্ছা, লোকটা লম্বা, কালচে, আর ঘন গোঁফের মালিক, আর তার চোখে ধূসর রঙের গগল্‌স্।

নিশ্চয়ই তুমি ম্যাজিক জানো, হোম্‌স্! তোমায় বলিনি—কিন্তু সত্যিই অমন গগল্‌স্ তার ছিল।

হোম্‌স্ মুচকি হেসে বললেন, আর টাইয়ে ম্যাসনিক পিন? ওয়াটসন চিৎকার করে বললেন,—হোম্‌স্—হোম্‌স!

হোমস বললেন,—এ কিন্তু খুব সোজা, ওয়াটসন। আচ্ছা, এবার যেটা কাজের সেই ব্যাপারটা দেখা যাক্। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, মামলাটা প্রথমে এমন সহজ সরল বলে মনে হয়েছিল যে, ভেবেছিলাম এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু এখন দেখছি ক্রমেই ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে। একথা সত্যি যে, তোমার তদন্তে তুমি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুই ধরতে পারোনি বটে, তবে যেগুলো খুব বড়ো হয়ে তোমার চোখে পড়েছে—সেগুলোও প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ। ওর মধ্যেই রহস্যের প্রধান সূত্র লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, ড. আর্নেস্ট সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছ? তিনি কি এক সাধারণ হৈ হুল্লোড়ের মানুষ, মানে এসব মানুষ ঠিক যেমনটি হয়ে থাকে?

আচ্ছা, যাইহোক ওসব আর ঠিক এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই। তুমি কাল জোশিয়া আম্বার্লির সঙ্গে দেখা করবে। ওর সঙ্গে দেখা করাটা খুবই জরুরি। আমরা এই মামলাটা ছেড়ে দেব কি দেব না সেটা নির্ভর করছে এই সাক্ষাৎকারের ওপরে। বেলা তিনটা নাগাদ বাড়িতে থেকো।

www.pathagar.com

হয়তো তোমার সাহায্যের দরকার হতে পারে।

পরদিন বেশ সকালে উঠেও ওয়ার্টসন দেখলেন, প্রাতঃরাশের টেবিলে কিছু টোস্টের গুঁড়ো আর দুটো ডিমের খোলা। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন বন্ধুবর আরো ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়েছেন।

সারাদিন হোমসের দেখা নেই। তবে নির্দিষ্ট সময়েই তিনি ফিরলেন। অত্যন্ত গম্ভীর। চিন্তায় যেন ডুবে আছেন।

নীরবতা ভঙ্গ করে হোমস ওয়াটসনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আম্বার্লি এসেছিল নাকি?' যখন শুনলেন—না, তখন মুখে একটা শব্দ করে বললেন, 'ও! আশা করছি তিনি আসবেন।'

হতাশ হতে হয় নি হোমসকে। কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন বৃদ্ধটি, অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও হকচকানো ভাব মুখে নিয়ে। বললেন, 'একটা টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এলাম মি. হোম্‌স্। কিন্তু এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।' এই বলে টেলিগ্রামটা হোমসের হাতে দিলেন। হোমস আমাকে শুনিয়ে পড়তে লাগলেন। টেলিগ্রামে লেখা আছে, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে ভুল করবেন না। আপনার সাম্প্রতিক লোকসান সম্বন্ধে খবর পাবেন—এ্যলম্যান, গির্জার প্রধান।

হোমস বললেন, 'এটা পাঠানো হয়েছে বেলা দুটো দশ মিনিটের সময় এসেক্সের লিটল পার্লিংটন থেকে, জায়গাটা বোধহয় ফ্রিনটন থেকে বেশি দূরে হবে না। নিশ্চয়, এক্ষুনি তো বেরিয়ে পড়তে হবে আপনাকে। বোঝাই যাচ্ছে এমন কোনো ব্যক্তি এটা পাঠিয়েছেন যাঁর দায়িত্ববোধ আছে, গির্জার প্রধান ব্যক্তি যখন। ক্রকফোর্ডটা গেল কোথায়? হ্যাঁ, এই যে, পেয়েছি—জে. সি. এলম্যান, এম.এ. বাসস্থান—মসমুর কামে লিটল পার্লিংটন—ট্রেনের সময়টা দেখ তো ওয়াটসন।'

ওয়াটসন ট্রেনের টাইম টেবিল দেখে বললেন, 'লিভারপুল স্ট্রিট থেকে পাঁচটা কুড়িতে একটা ট্রেনে আছে।'

'বাঃ চমৎকার!' হোমস বললেন, 'তুমিও সঙ্গে যাও ওয়াটসন। হয়তো তোমার সাহায্য ওঁর প্রয়োজন হতে পারে।'

বৃদ্ধটির কিন্তু দেখা গেল কিছুমাত্র যাওয়ার উৎসাহ নেই! আম্বার্লি বললেন, 'এ অসম্ভব হোম্‌স্। এ মামলার ব্যাপারে এ লোকটির কী কিছু জানা সম্ভব? শুধু শুধু পয়সা আর সময় নষ্ট।'

হোমস জোর দিয়ে বললেন, 'কিছু খবর না পেলে কখনোই তিনি এমন টেলিগ্রাম করতেন না। এক্ষুনি টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিন যে আপনি যাচ্ছেন।'

তবুও বৃদ্ধটি ঘাড় নেড়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে না যে ওখানে যাওয়ার কোনো অর্থ আছে।'

একথায় হোমস অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলেন। বললেন, 'এমন একটা সূত্র যদি আপনি হাতে পেয়েও না গ্রহণ করেন তো পুলিশের কাছে এবং আমার কাছেও তার অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে জেনে রাখবেন। এই আমরা বুঝব যে আসলে তদন্তের ব্যাপারে আপনার কোনো আগ্রহই নেই।'

এ কথায় অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন মক্কেল মি. আম্বার্লি। বললেন, 'ওভাবে যদি দেখেন তাহলে তো যেতেই হয়। তবে একথা বলব যে পুরোহিতের এ বিষয়ে কিছু জানা একেবারেই সম্ভব নয়। তবে যদি আপনি মনে করেন—

'হ্যাঁ, মনে করি।' বেশ জোরের সঙ্গে হোমস বললেন। বেরিয়ে পড়লেন ওয়াটসনসহ মিঃ আম্বার্লি। যাবার আগে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে ডেকে যা বললেন, তার মানে—ব্যাপারটা তিনি অত্যন্ত গুরুতর বলেই মনে করছেন। সবশেষে বললেন, আর যাই হোক, নজর রেখো যেন উনি শেষে পালিয়ে না যান। সবসময় চোখে চোখ রাখবে। আর যদি পালানই তবে কাছাকাছি কোন টেলিফোন অফিস থেকে আমাকে ফোন করে জানিয়ে দিও, কেমন। যেখানেই থাকি

www.pathagar.com

খবরটা যেন আমার কাছে পৌঁছোয়।'

দুজনে ট্রেনে চেপে বসেছেন, লিটল পার্লিংটনের উদ্দেশ্যে। আম্বার্লি মনমরা। কথা বলতে অনিচ্ছুক। প্রায় নীরবেই পুরো পথটা চললেন, কেবল মাঝে মাঝে নীরস ভঙ্গিতে এই যাত্রার অর্থহীনতা সম্বন্ধে বৃদ্ধাটির মন্তব্য করা ছাড়া। শেষপর্যন্ত ওরা ছোট স্টেশনটায় পৌঁছলেন। সেখান থেকে দুই মাইল গাড়ি চড়ে একেবারে গির্জায়। পড়ার ঘরে আমাদের সঙ্গে দেখা হল পুরোহিতের। ভদ্রলোক বিপুলাকৃতি, অত্যন্ত গম্ভীর এবং একটু জাঁকালো ধরনের।

বললেন, 'বলুন, আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

ওয়াটসন বুঝিয়ে বললেন, 'আমরা এসেছি আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে।'

পুরোহিত অবাক হয়ে বললেন, 'আমি? আমার টেলিগ্রাম? আমি তো কোনো টেলিগ্রাম পাঠাই নি!'

ওয়াটসন বললেন, 'মানে যে টেলিগ্রামটি আপনি জোসিয়ো আম্বার্লিকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীর আর তাঁর টাকার সম্বন্ধে?'

ক্রুদ্ধস্বরে পুরোহিত বললেন, 'দেখুন রসিকতার একটা সীমা আছে। যাঁর নাম করছেন তাঁর কথা আমি কখনো শুনি নি। আর কোনো টেলিগ্রাম আমি পাঠাই নি।'

ওয়াটসন বলেন, তাহলে? তাহলে এখানে কি দুজন আচার্য আছেন? এই যে দেখুন টেলিগ্রামটা। সেই এলম্যানের, আর এই ঠিকানা থেকেই।

পুরোহিত উত্তর দিলেন না। এখানে আচার্য একজনই। বোধহয় ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সেকেলে গ্রাম এটা। টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে দেখা গেল অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। রেলওয়ে আর্মসে একটা টেলিফোন ছিল, সেখান থেকে হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ওয়াটসন। তিনিও শুনে অবাক। বললেন, কী আশ্চর্য! কিন্তু ওয়াটস্‌ন্ আজ রাতে আর বোধহয় ফেরার ট্রেন নেই। তাহলে তোমাকে অসুবিধার মধ্যে গ্রাম্য সরাইখানায় রাত কাটাতে হচ্ছে। যাইহোক মুক্ত পৃথিবী আর জোশিয়া আম্বার্লি দুইই তোমার সঙ্গে থাকছে। ফোনটা ছেড়ে দেবার আগে তাঁর শুকনো মৃদু হাসি ওয়াটসনের কানে এল।

পরদিন সকালে ওয়াটসনের সঙ্গে আম্বার্লিও লণ্ডনে ফিরে এলেন। আম্বার্লি বাড়ি যেতে চাইছিলেন। ওয়াটসন বাধা দিয়ে বললেন, বেকার স্ট্রিটে হোমসের সঙ্গে দেখা করেই আপনি বাড়ি যাবেন। হয়তো হোমস কোনো নতুন নির্দেশ দিতে পারেন।

আম্বার্লি বিরক্তস্বরে বললেন, 'সে নির্দেশ যদি এই নির্দেশের চেয়ে কাজের না হয় তাহলে আর তা নিয়ে কী হবে জানি না।'

ওয়াটসন বললেন, 'আমাদের জন্যে তিনি খবর রেখে গিয়েছিলেন যে, তিনি লিউইস্যামে গেছেন এবং সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন। খবরটা বিস্ময়কর এবং মক্কেলটির ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি একা নন। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে বসে, কালচে রং-এর, চোখে ধূসর রং-এর গগল্‌স, টাইয়ে ম্যাসনিক পিন।'

হোমস বললেন, 'ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু মি. বার্কার, এই মামলায় কাজ করেছেন, মি. জোশিয়া অ্যাম্বার্লি যদিও আমরা পৃথকভাবে কাজ করছি। তবে দুজনেই আপনাকে একই প্রশ্ন করব।'

ধপ করে আম্বার্লি বসে পড়লেন। বিপদের আভাস পেয়েছেন মনে হল, তাঁর হাবভাব লক্ষ করে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কী প্রশ্ন হোম্‌স?'

হোম্‌স তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন, 'মৃতদেহ দুটোকে নিয়ে কী করেছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে আম্বার্লি দাঁড়িয়ে উঠলেন বিকট চিৎকার করে, 'তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেছে, বার করা হাত দিয়ে যেন হাওয়া আঁকড়ে ধরতে চান তিনি। মুহূর্তের জন্যে তাঁকে দেখে মনে হল যেন কোনো ভয়ঙ্কর শিকারি পাখি। জোশিয়া অ্যাম্বার্লির আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। বিকলাঙ্গ এক শয়তান, শরীর যেমন মনও তেমনি। আবার যখন চেয়ারে বসে পড়লেন, ঠোঁটে হাত

www.pathagar.com

দিলেন—কাশি সামলানোর জন্যেই হয়তো। বাঘের মতো লাফিয়ে হোমস তাঁর গলা টিপে ধরলেন। আর মুখটা নিচের দিকে ফেরাতেই দুই ঠোঁটের ভেতর থেকে একটা সাদা বড়ি বেরিয়ে এল।

হোমস উত্তেজনা মিশ্রিত স্বরে বললেন, 'উহুঁ, অতো সহজে পার পাওয়া যাবে না জোশিয়া আম্বার্লি। যা হবে যথাযথভাবেই হবে।—কী করবেন এখন বার্কার?'

দুজনে মিলে তাঁকে থানায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। জোর করে টানতে টানতে তাঁকে গাড়িতে তোলা হল। বিশাল শরীর আম্বার্লির ছিল সিংহের শক্তি। হোমস যাবার সময় ওয়াটসনকে বললেন, তুমি এখানেই থাকো। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরছি।

অশুভ বাড়িটায় আমি রয়ে গেলাম একা। যতো সময় হোমস বলেছিলেন, তারও অনেক আগেই ফিরে এলেন হোমস এক তরুণ চনমনে পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে। এসে বললেন, বার্কারকে রেখে এসেছি যথাকর্তব্যগুলি সারবার জন্যে।

তরুণ ইন্সপেক্টরটি জানতে চাইালেন হোমসের কাছে, কী করে আপনি এই রহস্য সমাধানের সূত্র পেলেন?

'হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি, সব বলব।' হোমস বললেন। প্রথমে বলব হত্যাকাণ্ডটা কীভাবে ঘটল। তারপর তার বিশ্লেষণ করব। আর এই আমার বন্ধু ড. ওয়াটসন আমার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ওয়াটসন আর ইন্সপেক্টর নমস্কার বিনিময় করলেন। হোমস বলে চললেন একটানা—

সবচেয়ে আগে আমি আপনার এই জোশিয়া আম্বার্লির মনের গঠন সম্বন্ধে দুএটা কথা জানিয়ে দিই। ওঁর মন একেবারেই সাধারণ মানুষের মতো নয়। অতএব আমার মনে হয়, ওঁর মৃত্যুদণ্ড হবে না। ওঁকে ব্রডমোরে পাঠানো হবে। ওঁর মনের গঠন মধ্যযুগীয় ইতালীয়দের মতো, এ যুগের ব্রিটিশদের মতো নয়। লোকটি ছিলেন কৃপণের হদ্দ। স্ত্রীর জীবন উনি অসহ্য করে তুলেছিলেন। তাই যে-কোনো উপায়ে ভদ্রমহিলা ওঁর আওতা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটা সুযোগও এসে গেল তার। দাবাড় ডাক্তার, আম্বার্লির সঙ্গে দাবা খেলতে এলেন। অ্যাম্বার্লি ছিলেন দাবা খেলায় পটু, এ থেকে তাঁর মনের জটিলতার খানিকটা পরিচয় মিলবে। কৃপণ মাত্রেরই মতো তিনিও ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণ এবং এই ঈর্ষা শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয় রীতিমত এক বাতিকে। স্থির করলেন প্রতিশোধ নেবেন, এবং সেই প্রতিশোধের যে পরিকল্পনা করলেন তার মধ্যে যে বুদ্ধির পরিচয় দিলেন তা কেবল শয়তানের পক্ষেই সম্ভব। আসুন আমার সঙ্গে।'

সরু একটা পথ দিয়ে এমন নিশ্চিন্তভাবে হোম্‌স্‌, ওয়াটসন ও তরুণ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে চললেন যেন এখানটা তাঁর খুব পরিচিত। মজবুত ঘরটার সামনে এসে থামলেন।

ইন্সপেক্টার বললেন, 'উঃ কী বিশ্রী রঙের গন্ধ!'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন ইন্সপেক্টর', হোম্‌স্‌, বললেন, 'এইটাই হল আমার প্রথম সূত্র। এর জন্যে ড. ওয়াটসনকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এ থেকেই আমার তদন্ত শুরু হয়। সন্দেহ হল, কেন এহেন সময় সারা বাড়ি কড়া গন্ধে ভরে ফেলতে চাইবেন? নিশ্চয়ই অন্য কোনো গন্ধ চাপা দেয়ার জন্যে। এবং যে গন্ধটা তিনি চাপা দিতে চেয়েছেন তার থেকে অপরাধের সন্দেহ জাগাতে পারে।'

আর তা থেকে এই যে ঘরটা দেখছেন এমনই একটা ঘরের কথা মনে হয় যার লোহার দরজা বন্ধ করে দিলে একেবারে নীরন্ধ্র হয়ে যাবে। এই দুটো ঘটনা একসঙ্গে করলে কী আমরা পাই? সেটা জানা সম্ভব বাড়িটা নিজে থেকে পরীক্ষা করে দেখে। আর, হে মার্কেট থিয়েটারের বক্সের টিকিট আমি ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। এর জন্যেও কৃতিত্ব ড. ওয়াটসনের। এবং জানতে পেরেছিলাম যে সে রাত্রে B-30 এবং B-32 দুটোর কোনো সিটই খালি ছিল না। এসব যখন জানতে পেলাম, তখন প্রশ্ন হল কী উপায়ে আমি তাঁর বাড়িটা

www.pathagar.com

পরীক্ষা করতে পারি। সবচেয়ে বেয়াড়া একটা গ্রামে লোক পাঠিয়ে দিলাম, সেখান থেকে সে আম্বার্লিকে টেলিগ্রামটা পাঠায়। যাতে সেদিন আম্বার্লি সেই অজপাড়াগাঁ থেকে ফিরে না আসতে পারে সেজন্যে ড. ওয়াটসনকে পাঠালাম ওঁর সঙ্গে। আচার্যের নামটা আমি সংগ্রহ করি আমার ক্রকফোর্ড থেকে। কেমন ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে তো?

শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে ইন্সপেক্টার বললেন, 'বিলক্ষণ বিলক্ষণ!'

হোম্‌স্‌ বললেন, 'আর বাধার ভয় না থাকায় আমি গেলাম বাড়ির ভেতরে ডাকাতি করতে। লক্ষ করুন কী আমি আবিষ্কার করলাম। এই যা দেখছেন যে গ্যাসের পাইপ, এটা উঠে গেছে দেয়ালের কোণটা পর্যন্ত। আর এই দেখুন একটা কল, জলের কলের মতো। পাইপটা চলে গেছে মজবুত ঘরটা পর্যন্ত আর শেষ হয়েছে ছাদের মাঝখানের প্ল্যাস্টারের সঙ্গে, অলঙ্করণের আড়ালে অদৃশ্য। পাইপের ওই দিকটা একেবারে খোলা। বাইরের কলটা খুলে দিলে বন্দি কোনো মানুষের দু-মিনিটের বেশিক্ষণ জ্ঞান থাকবে না। কোন শয়তানি বুদ্ধিতে সে ওঁদের ওই ঘরে পাঠাল জানি না। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর ওদের আর কিছুই করার ছিল না। একটা বিশ্রী রকমের সাক্ষ্য আপনাকে দেখাচ্ছি। আম্বার্লি নিজেও নিশ্চয়ই লক্ষ করেন নি এটা। একটু কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করুন। ধরুন আপনাকে এই ছোট ঘরটায় আটকে রেখেছে এবং আপনার আয়ু দু-মিনিটের বেশি নয়, আর হয়তো শয়তানটা বাইরে থেকে টিটকিরির হাসি হাসছে। তার ওপর শোধ তুলতে হলে কী করবেন আপনি?'

ইন্সপেক্টার বললেন, 'ব্যাপারটা লিখে রাখব।'

'ঠিক, ঠিক বলেছেন ইন্সপেক্টর।' হোম্‌স্‌ বললেন, 'কীভাবে আনার মৃত্যু হয়েছে তা লোকজনকে জানাবেন। কিন্তু কাগজে লিখে রাখেন তো কারো না কারো চোখ ওখানে পড়বে। এই যে দেখুন লাল পেন্সিল দিয়ে এমনভাবে লেখা যা মোছার নয়, "আমাদের খু—"

'কী বুঝেছন এর থেকে ইন্সপেক্টর?' হোমস বললেন। এই উচ্চতার মেঝে থেকে একফুট মাত্র। মেঝেয় পড়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বেচারা লিখতে যাচ্ছিল—কিন্তু লেখাটা শেষ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'নিশ্চয় লিখতে যাচ্ছিল—আমাদের খুন করা হয়েছে।'

হোমস বললেন, 'আমিও তাই মনে করি। যদি অমন কোনো পেন্সিল মৃতদেহে পাওয়া যায়।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু ওই দলিলপত্রগুলো? নিশ্চয়ই কোনো কিছু চুরি যায় নি, অথবা দলিলগুলো তো ওঁর ছিলই, সেটা আমরা যাচাই করে দেখেছি।'

নিশ্চয়ই সেগুলো কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকোনো আছে—হোম্‌স্‌ বললেন। নারী হরণের ব্যাপারটা যখন পুরোনো হয়ে যাবে, হঠাৎ ওগুলো পেয়ে যাবেন উনি—আর রটিয়ে দেবেন ওরা ফেরত দিয়ে গেছে বা তাঁর চলার পথে রেখে গেছে!

ইন্সপেক্টর বললেন সবই তো বুঝলাম, তবে তিনি পুলিশে খবর দিতে গেলেন কেন?

হোম্‌স্‌ বললেন, 'ভেবেছিলেন তার চালাকি কেউ ধরতে পারবে না আর কোনো সন্দেহপরায়ণ প্রতিবেশীকে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন—দেখুন আমি কতোভাবে না, চেষ্টা করেছি। শুধু পুলিশে নয়, এমনকি শার্লক হোম্‌স্‌কে পর্যন্ত ডেকেছি।

মাননীয় মক্কেল

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর মি. হোম্‌স্‌ এবং ড. ওয়াটসন নর্দাম্বার্ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ের একটা বাড়ির ওপরতলায় একটা ঘরে পাশাপাশি বসেছিলেন। সেদিনই এই কাহিনীর শুরু। ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোনো খবরটবর আছে কি না, এবং তার উত্তরে তিনি গায়ের কাপড়ের ভিতর থেকে লম্ব সরু নার্ভাস একটা হাত বার করে পাশে রাখা কোর্টের ভিতরের

www.pathagar.com

পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। বললেন, হয়তো এ কোনো নির্বোধ লোকের কাজ যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল নিজেকে জাহির করা। কিংবা এর মধ্যে হয়তো সত্যিসত্যিই কোনো জীবনমরণ সমস্যা লুকিয়ে আছে। চিঠিটা ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিয়ে হোমস বললেন, 'চিঠিটা এসেছে কালটন ক্লাব থেকে, তারিখটা আগের দিন সন্ধের। ওয়াটসন চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন, 'স্যার জেম্‌স্ ডেমরি, মি. শার্লক হোম্‌স্‌কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আগামী কাল বিকেল ৪-৩০ মিনিটে তিনি মি. হোম্‌সের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। স্যার জেম্‌স লিখেছেন ব্যাপারটা যেমন গোপনীয় তেমনি গুরুত্বপূর্ণও বটে। তাই তিনি আশা করেন মি. হোম্‌স্ এই সাক্ষাৎকারে রাজি হবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এবং কার্লটন ক্লাবে টেলিফোন করে তাঁর সম্মতি জানিয়ে দেবেন। চিঠিটা পড়ার পরে ফেরত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হোমস বললেন, 'সম্মতি আমি দিয়েছি। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললেন, আচ্ছা, ওয়াটসন, জেম্‌স্ ডেমরি সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?

ওয়াটসন বললেন, শুধু এইটুকু জানি যে, অভিজাত সমাজে এ নামটা সকলের মুখে মুখে ফেরে।

হোম্‌স্ বললেন, আমি তার চেয়ে একটু বেশি জানি। হ্যারারফোর্ড উইলের মামলায় তাঁর স্যার জর্জ লুইয়ের সঙ্গে যোগাযোগের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ছে। সুতরাং নিশ্চয়ই আশা করতে পারি কোনো বাজে ব্যাপার এ নয়, অবশ্যই আমাদের সাহায্য তাঁর প্রয়োজন আছে।

ওয়াটসন বললেন,—কী বললেন? আমাদের সাহায্য? হোম্‌স্ বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্য তুমি যদি রাজি থাকো।

ওয়াটসন তুড়ি মেরে বললেন—রাজী? বলো কি! এতে আমি সম্মানিত বলে মনে করবো।

হোম্‌স্ বললেন,—তাহলে তুমি তো সময়টা জানলে, ৪-৩০ মি.। ব্যস্ আপাতত আমরা আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেয় বিরাট বপু অভিজাত কর্ণেল স্যার জেমস্, বেকার ষ্ট্রীটের হোম্‌স্-এর বাড়িতে এলেন। ওয়াটসন আগে থেকেই হাজির ছিলেন। সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে স্যার জেমস্ বললেন, অবশ্যই ড. ওয়াটসনকেও এখানে পাব বলে আশা করেছিলাম। তাঁর সাহায্যের একান্তই প্রয়োজন হবে। কারণ এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের কারবার করতে হবে যে মারধোর করতে অভ্যস্ত এবং কোনো কিছুতেই যে বাধা মানে না। বলতে কি, অমন সাঙ্ঘাতিক লোক সারা ইওরোপে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ!

ঈষৎ হেসে হোম্‌স্ বললেন,—অমন উচ্ছ্বসিত বিশেষণ আমি আরও কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে শুনেছি। আপনি বুঝি ধূমপান করেন না? কিছু মনে করনে না যদি আমি পাইপ ধরাই। আপনার এই ব্যক্তি যদি স্বর্গত প্রফেসর মরিয়াটির থেকেও বা জীবিত কর্ণেল মোবানের থেকেও ভয়ঙ্কর হয় তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যোগ্য। নামটা কি জানতে পারি?

স্যার জেমস্ বললেন—ব্যারন গ্রুনারের নাম শুনেছেন?

মানে, অষ্ট্রিয়ার সেই খুনীর কথা বলছেন? হোম্‌স্ বললেন। দস্তানা পরা দু-হাত উঁচু করে কর্ণেল ডেমরি হেসে উঠলেন। বললেন, আপনাকে হারিয়ে দেওয়ার কোনো উপায়ই নেই দেখছি মি. হোম্‌স্। বা. বাঃ চমৎকার, ইতিমধ্যেই আপনি তাঁকে খুনী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন?

হোম্‌স্ বললেন, ইওরোপের দেশ-বিদেশের অপরাধের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা যে আমার কাজ। প্রাগ-এ যা ঘটেছে সে খবর যারা রাখে, ভদ্রলোকের এ অপরাধ সম্বন্ধে তাদের মনে কি কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে? বেঁচে গেলেন নিতান্ত একটা খুঁটিনাটি বিষয়ে, আর একটা সাক্ষীর মৃত্যুর ফলে। গিরিবর্ত্মে ঐ তথাকথিত 'দুর্ঘটনাটা যে আসলে হত্যাকাণ্ড এতে আমি এতোই নিঃসন্দেহ, যেন আমি নিজের চোখে তিনি হত্যা করেছেন দেখেছি। এবং এও

www.pathagar.com

জানি যে, ইংল্যান্ডে তিনি এসেছেন এবং তাঁর এই ধারণা জন্মেছে সে আজই হোক বা কালই হোক আমি তাঁর বিপক্ষে যাব। তা, এখন আবার ব্যারন গ্রুনার কী করলেন? এ সেই পুরোনো দুর্ঘটনারই জের নয় তো?

স্যার জেমস বললেন,—না, তার চেয়েও খারাপ। চোখের সামনে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে চলেছে। এবং তার পরিণতি কোন্ দিকে এগোচ্ছে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা, অথচ প্রতিকারের কোনো উপায় নেই—এর চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আর কী হতে পারে?

জেমস বললেন, যাঁর পক্ষ নিয়ে আমি কাজ করছি তাঁর ওপরে আপনার সহানুভূতি আছে তো?

হোম্স্ বললেন,—ও, আমি জানতাম না যে আমি অপর কোনো ব্যক্তির তরফ থেকে কথা কইছেন। কে সেই ব্যক্তি?

ও খবরটার জন্য দয়া করে চাপ দেবেন না এখনই—মি. হোম্স্। আমি গিয়ে যেন বলতে পারি যে তাঁর অত্যন্ত সম্মানিত নামটি প্রকাশ করা হয়নি—এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এখনই তাঁর নামটি প্রকাশ করতে চান না, এ প্রসঙ্গে বলি মানে এটা না বললেও চলত,—আপনার দক্ষিণার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকনে। অতএব মক্কেল ভদ্রলোকের নামটি বোধ হয় আর প্রয়োজন নেই।

হোম্স্ বললেন, আমি দুঃখিত। আমার মামলার একটা দিকই রহস্যে ভরা থাকুক, এই আমি চাই। দুদিকে দুটো রহস্য থাকা ভারী গোলমেলে। মামলাটা আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি, স্যার জেম্স্।

এই কথা শুনে জেম্স্ হতাশাগ্রস্ত হলেন। বললেন, আপনার এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব আপনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারছেন না, মি. হোম্স্। এক মহা ধাঁধাতে আমায় ফেললেন আপনি, কারণ যখন ঘটনাটা শুনবেন নিশ্চয়ই মামলাটা নেবার ব্যাপারে আপনি গর্ববোধ করবেন। কিন্তু তা প্রকাশ না করার ব্যাপারে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যেটুকু আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব শুনবেন কি?

হোম্স্ বললেন, বেশ কিন্তু মামলাটা যে নেবো এমন কথা আমি দিচ্ছি না।

ঠিক আছে, জেম্স্ বললেন, প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, জেনারেল দ্য মার্ভিলের নাম শুনেছেন কি?

খাইবার খ্যাত দ্য মার্ভিলের কথা বলছেন? হোম্সের কৌতূহল। হ্যাঁ, শুনেছি।

জেম্স্ বললেন, তাঁর একটি মেয়ে আছে নাম ভায়োলেট দ্য মার্ভিল। মহিলাটি তরুণী, ধনী, সুন্দরী, খুবই গুণবতী। এই অপূর্ব সুন্দরী নিষ্পাপ মেয়েটিকে এই শয়তানের কবল থেকে উদ্ধার করাই আমাদের কাজ।

হোম্স্ বললেন, ব্যারন গ্রুনারের বুঝি তাঁর ওপর আকর্ষণ আছে?

জেম্স্ বললেন, অত্যন্ত রূপবান এই লোকটির ব্যবহারের মধ্যে যে রহস্য আর রোমাঞ্চের আমেজ আছে—তা যে কোনো মহিলাকে টানার পক্ষে যথেষ্ট। শোনা যায় নারী জাতির ওপর এমনই তাঁর প্রভাব যে তাঁদের নিয়ে তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন এবং এই ক্ষমতার সম্পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করে থাকেন।

হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু মিস্ ভায়োলেট দ্য মার্ভিলের মতো মহিলার সংস্পর্শে তিনি কেমন করে এলেন?

জেম্সের উত্তর-ভূমধ্যসাগরে এক ইয়ট নৌকো প্রতিযোগিতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওঁদের আলাপ। দলটি সুনির্বাচিত হলেও সবাই নিজের নিজের ভাড়া দিয়েছিলেন। মিস্ ভায়োলেট-এর সংস্পর্শে এসে তিনি এমনই প্রভাব বিস্তার করেন যে মহিলার হৃদয় জয় করে ফেলেন একেবারে। ভদ্রমহিলা ভালোবাসয় একেবারে ডুবে গেছেন। ব্যারনকে বাদ দিয়ে তিনি আর পৃথিবীর কাউকেই ভাবতে পারছেন না। তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি শুনতে চাইছেন না। ফলে আগামী মাসেই ওঁদের বিয়ে হচ্ছে। আরও মুস্কিল, তিনি সাবালিকা এবং লৌহকঠিন তাঁর

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত। কিছুতেই তাঁকে বিরত করা যাচ্ছে না।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন—অস্ট্রিয়ার ব্যাপারটা জানেন তিনি?

জেম্‌স্‌ হতাশা মিশ্রিতস্বরে বললেন, অতীত জীবনের সমস্ত কেলেঙ্কারির কথা ধূর্ত শয়তান তাঁকে শুনিয়েছেন, কিন্তু এমনি কৌশলে শুনিয়েছেন যাতে মনে হয় আসলে তিনি নিষ্পাপ বরং আত্মোৎসর্গই করে এসেছেন। এবং তাঁর এই কাহিনী ভদ্রমহিলা সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন। মহিলার বাবা দ্য মার্ভিল ভদ্রলোক ভগ্নস্বাস্থ্য। অমন বলিষ্ঠ সৈনিকটি এই ঘটনার পরে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কঠিন স্নায়ুর পরিচয় দিয়ে এসেছেন, কিন্তু এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন, কাঁপতে থাকেন থেকে থেকে।

অস্ট্রিয়ার অমন বলিষ্ঠ বিচক্ষণ শয়তানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি তাঁর নেই। আমার মক্কেল ভদ্রলোক তাঁর পুরোনো বন্ধু, বহু বছর থেকেই তাদের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব। ফ্রক পরা অবস্থা থেকেই মহিলাটিকে আমার মক্কেল জানেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগটা তাঁর মতলব মতোই। এবং আগেই বলেছি, কোনোমতেই তাঁর নামটি এই মামলার সঙ্গে জড়িত থাকবে না।

হোমস রাজি হলেন মামলাটা নিতে। এবং ভদ্রলোকের ঠিকানা ও ব্যক্তিগত টেলিফোন নম্বর জিজ্ঞাসা করে ডায়েরিতে লিখে রাখলেন। ব্যারনের বর্তমান ঠিকানাটাও জেনে নিলেন। কিংস্টনের নিকটবর্তী ভার্নন লজ-এ তিনি থাকেন। বিরাট বাড়ি। কী একটা ব্যবসায় তাঁর কপাল খুলে যায়—ব্যবসাটা খুব যে পরিষ্কার তা নয়। এবং প্রচুর টাকার মালিক হওয়ায় তিনি শত্রু হিসেবে আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছেন।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন—এতোক্ষণ যা যা বললেন এর বেশি কি আর কোনো খবর আপনি দিতে পারেন?

জেমস বললেন—খুব খরচে মানুষ তিনি। ঘোড়ার ব্যাপারে উৎসাহ আছে। কিছুকাল হার্লিংহ্যামে পোলো খেলেছিলেন, কিন্তু তারপর প্রাগের ব্যাপারটা চাউর হয়ে পড়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। বই আর ছবি সংগ্রহের নেশাও তাঁর আছে। ললিত কলার প্রতি প্রচুর আকর্ষণ তাঁর এবং চীনদেশের মৃৎশিল্প সম্বন্ধে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। ও বিষয়ে তাঁর লেখা একটা বইও আছে।

স্যাব জেম্‌স্‌ চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ওয়াটসনকে হোম্‌স্‌ বললেন, বলো ওয়াটসন, কী মনে হয় তোমার?

ওয়াটসন বললেন,—তোমার ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে দেখা করা উচিত! হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন, ওয়াটসন, তাঁর অসুস্থ পিতা পর্যন্ত যখন তাঁকে বুঝিয়ে কিছু করতে পারেন নি তখন কি আর আমার মতো এক অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব? তবে আমার মনে হয় আমাদের এখন এক সম্পূর্ণ অন্যদিক দিয়ে কাজে নামা উচিত। এ ব্যাপারে মিনওয়েল জনসন বেশ কাজে আসবে।

এ প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখা ভালো এই যে এই শিনওয়েল জনসন প্রথমমে বিখ্যাত হয় এক ভয়ঙ্কর শয়তান হিসেবে এবং দুবার তাকে পার্কহার্স্টে জেল খাটকে হয়। শেষপর্যন্ত তার মধ্যে অনুতাপ আসে, হোমসের সান্নিধ্যে আসে সে। লন্ডনের সুবিশাল অপরাধ জগতে সে হোম্‌সের প্রতিনিধি হয়ে এমন অনেক সংবাদ সংগ্রহ করে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের গোয়েন্দা বলে সে নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতো। দু-দুবার জেল খাটার ফলে যে জৌলুস তার মধ্যে এসেছিল তার বলে যে কোনো জুয়ার আড্ডায় তার স্বচ্ছন্দ গতি ছিল। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সজাগ মগজের জন্যে সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে সে হয়ে উঠেছিল আদর্শস্থানীয়। শার্লক হোম্‌স্‌ তাই ঠিক করলেন তার সাহায্য নেবেন।

যথাসময়ে শিনওয়েল রিপোর্ট নিয়ে এলেন। বিরাট বপু, লালমুখো, স্কার্ভি রোগে ভোগা চেহারার, লোক, উজ্জ্বল কালো দুচোখ ছাড়া চাতুর্যের কোনো পরিচয় তার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় না। তার পাশে যে তরুণীটিকে তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, একহারা চেহারার মেয়েটি

www.pathagar.com

যেন অগ্নিশিখা। তরুণীটির দিকে তাকিয়ে বেশ বোঝা যায়, কয়েক বছরের ভয়ঙ্কর পাপীর জীবন আর দুঃখভোগ তাদের কুৎসিত ছাপ তার ওপর রেখে গেছে! মোটা গদার মতো হাত দিয়ে তাকে নির্দেশ করে শিনওয়েল জনসন বললো, এই হলো মিস্ কিটি উইন্টার। আমি বলার আগে ওর মুখেই ওর কথা শুনুন। আপনার কাছে খবর পাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই ওর সন্ধান পেয়েছি।

তরুণীটি বলল,—আমায় পাওয়া আর কঠিন কী। লন্ডনের নরকে গেলেই আমায় পাওয়া যাবে। পোর্কি শিনওয়েল-এরও লন্ডনের নরকে গেলেই আমায় পাওয়া যাবে। পোর্কি শিনওয়েল—এরও ঐ একই ঠিকানা। তুমি আর আমি তো পুরোনো সাভাৎ, পোর্কি। কিন্তু আরও একটা লোক আছে যার স্থান হওয়া উচিত অধঃপতনের আরও নিচের ধাপে। পৃথিবীতে যদি সুবিচার বলে কোনো বস্তু থাকে, আর—সে হল সেই লোক, যাকে আপনি খুঁজছেন।

মৃদু হেসে হোম্‌স্ বললেন,—মিস্ উইন্টার, আমরা দেখছি আপনার শুভেচ্ছা পেতে চলেছি।

উত্তেজনার আতিশয্যে মেয়েটি ভয়ঙ্কর ভাবে বলে উঠল—ওকে ওর উপযুক্ত জায়গায় পাঠাবার জন্যে আপনি যা বলবেন, তাই করবো হোম্‌স্। সাদা শক্ত মুখে আর জ্বলন্ত দুচোখে যে ঘৃণা ফুটে উঠল তা প্রকাশ করা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে কদাচিৎ সম্ভব হতে পারে। ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে করতে মিস্ উইন্টার বলল—আমার অতীত ঘটনার মধ্যে আপনাকে যেতে হবে না মি. হোম্‌স্। শুধু জানবে আমার এই অবস্থার জন্যে দায়ী অ্যাডেলবার্ট গ্রুনার। কোনো রকমে যদি তাকে টেনে নামাতে পারি! দাঁত চিবিয়ে বলল,—আমার মতো অসংখ্য মেয়েকে যে গর্তে সে নামিয়েছে, যদি তাকে নামাতে পারি সেখানে—

হোমস বললেন, ব্যাপারটা কী আপনি তা শুনেছেন তো?

পোর্কি শিনওয়েল আমায় বলছিল এবার সে আর একটি মেয়ের পিছু নিয়েছে, এবার আবার বিয়ে করতে চায় তাকে। এবং সেই বিয়ে আপনি বন্ধ করতে চান।

হোম্‌স্ বললেন—মেয়েটির বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। প্রেমে সে পাগল। লোকটি সম্বন্ধে সমস্ত কিছুই শুনেছে সে। কিন্তু কোনো কিছুই গ্রাহ্য করে না।

মিস্ উইন্টার বলল—খুনের কথাটা শুনেছে?

হ্যাঁ, হোমস ছোট্ট করে বললেন।

বলেন, কি—সমস্তটাই সে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে? উন্টারের প্রশ্ন—বোকাটার চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পারেন না? হোম্‌স্ আগ্রহ নিয়ে বললেন—এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য পেতে পারি?

মিস্ উইন্টার জ্বলে উঠে বলল—কেন, আমি নিজেই কি একটা প্রমাণ নই? যদি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলি আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার সে করেছে।

হোম্‌স আশান্বিত হয়ে বললেন—করবেন? করবেন তা?

নিশ্চয়ই। মিস্ উইন্টার অতীত ঘটনায় ফিরে গিয়ে নরম স্বরে বলল,—আমি তখন ভালোবাসতাম ওকে। ও যা কিছু করত সব কিছুতেই আমার সায় ছিল, ঠিক যেমন এই বোকা মেয়েটির ব্যাপারে এখন হচ্ছে। সত্যি বলতে কী, কেবল একটা জিনিসে আমার ভারী অস্বস্তি হত। কিন্তু ও বিষাক্ত মিথ্যা কথা দিয়ে অত্যন্ত মোলায়েম করে এমনভাবে বুঝিয়ে দিতো যে তাও বিশ্বাস করেছিলাম আমি, নতুবা সেইদিন রাত্রেই আমি এর সংস্পর্শ ছেড়ে দিতাম। এ হলো ওর একটা নোটবুক। বইটা বাদামী চামড়ায় এমনভাবে বাঁধানো যাতে চাবি বন্ধ করা যায়। সেটার মলাটের ওপর তার দুই বাহু সোনা অক্ষরে আঁকা। সে রাতে হয়তো ও নেশা করে থাকবে, না হলে, নিশ্চয়ই সেটা ও আমাকে দেখাতো না।

হোম্‌সের প্রশ্ন—কী সেটা?

www.pathagar.com

উইন্টার বলল—জানেন, মি. হোম্‌স্‌, লোকটা মেয়ে সংগ্রহ করে, আর সেই সংগ্রহ নিয়ে বড়াই করে বেড়ায়। যেভাবে মানুষ পোকামাকড় আর প্রজাপতি সংগ্রহ করে থাকে, সেইরকম ভাবে ও মেয়ে সংগ্রহ করে।

সেইসব কীর্তির উল্লেখ আছে তার ঐ বইতে—তাদের ফটো, নাম, ধাম, খুঁটিনাটি বিষয়, তাদের সম্বন্ধে সমস্ত কিছু—

হোমস উত্তেজনায় টান টান হয়ে বললেন—কোথায় আছে সেটা? উইন্টার উত্তর কোথায় আছে তা আমি কেমন করে বলবো? এক বছরেরও বেশিদিন হল আমি ওকে ছেড়ে এসেছি। তবে, তখন কোথায় থাকতো, তা আমি জানি। অনেক ব্যাপারেই সে ছিল খুব পরিপাটি আর গোছালো, তাই হয়তো এখনও সেটা ভিতরের পড়বার ঘরের তাকের সেই খোপটার মধ্যেই আছে। চেনেন ওর বাড়ি?

হোম্‌স্‌ বললেন—তার পড়ার ঘরে আমি গিয়েছি।

মিস্‌ উইন্টার তারিফ করে বলল—তাই নাকি? দারুণ চটপট কাজে লেগেছেন দেখছি। মনে হচ্ছে বোধহয় এবার সে তার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ পেয়েছে। বাইরের পড়বার ঘরটায় আছে একটা চিনামাটির পাত্র—দুই জানলার মাঝখানের বড় কাঁচের আলমারির মধ্যে। আর তার ডেস্কের পেছনের দরোজাটা দিয়ে যেতে হয় ভিতরের বসবার ঘরটায়। ছোটঘর সেটা, সেখানেই সে তার কাগজপত্র সব রাখে।

ঠিক আছে। হোম্‌স্‌ মিস্‌ উইন্টারকে বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলা পাঁচটা নাগাদ যদি আপনি এখানে আসেন তো ভালো হয় ইতিমধ্যে আমি ভেবে দেখছি যদি ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যায়। আপনি যে সাহায্য করতে চাইছেন তার জন্যে আপনাকে অসংখ্য আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। বলা বাহুল্য যে, যাঁদের হয়ে আমি কাজ করছি ভালো পয়সাই তাঁরা দেবেন।

না, না মি. হোম্‌স্‌! চেঁচিয়ে উঠল উইন্টার, টাকার জন্য মোটেই আমি আসি নি। লোকটাকে যদি কাদার মধ্যে নামাতে পারি তাহলেই আমার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। সেই কাদামাখা মুখটা আমি জুতো দিয়ে মাড়াব আর সেটাই হবে আমার পুরস্কার। যে কোনোদিন, যে কোনো সময় ওর পিছু লাগতে হলে সব সময়েই আমি প্রস্তুত। আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে এই গোর্কির কাছ থেকেই তা জেনে নেবেন আপনি।

নির্দিষ্ট দিনে মিস্‌ উইন্টারকে নিয়ে হোম্‌স, ওয়াটসনসহ ১০৪নং বার্কেলে স্কোয়ারের সেই প্রাক্তন সৈনিকটির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়।

হলুদ পর্দা লাগানো একটা চওড়া বসবার ঘরে একজন ভৃত্য পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে হোম্‌স্‌দের বসালো। ভদ্রমহিলা সেখানে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। অত্যন্ত গম্ভীর, ফ্যাকাসে ভদ্রমহিলা। স্ব-নির্ভর, পর্বত চূড়ায় তুষারের মতোই অনড় আর সুন্দর বলে তাঁকে মনে হল।

হোম্‌স্‌দের আসার উদ্দেশ্য তিনি অবশ্যই জানতেন—শয়তানটা আমাদের সম্বন্ধে তাঁর মন বিষিয়ে দেবার সুযোগ ছাড়ে নি। তবে, মিস্‌ উইন্টারকে দেখে যেন আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি, কারণ এমন ভঙ্গিতে তিনি আমাদের দুজনকে দুটো চেয়ার দেখিয়েছিলেন, যেন কোনো মঠাধ্যক্ষার সঙ্গে দুজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখারী দেখা করতে এসেছে।

কোনো গিরিগুহার থেকে যেন আওয়াজটা আসছে এইভাবে তিনি বললেন, আপনার নাম তো আমার পরিচিত। আর আপনি এসেছেন আমার ভাবী স্বামী ব্যারন গ্রুণার সম্বন্ধে আমার মন বিষিয়ে দিতে। শুধু বাবার অনুরোধেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করছি। আগে থেকে আপনাকে বলে রাখি, যাই আপনি বলুন আমার ওপর তার কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না।

তবুও ভয়ানক পরিণতির কথা নানাভাবে ওঁকে বললেন হোম্‌স,—পরিস্থিতির লজ্জা, ভয়, যন্ত্রণা, হতাশা—সবকিছু। এতো উত্তাপের কথাগুলো কিন্তু তাঁর গজদন্ত শুভ্র কপোলে তাঁর

www.pathagar.com

অন্যমনস্ক দুচোখে আবেগের রেখামাত্র সহ্য আর করতে পারল না। হোম্‌স্‌ বুঝতে পারল তিনি ভাবাবেগের স্বপ্নে বিভোর, এ পৃথিবীর যেন নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কথার মধ্যে অনিশ্চয়তার কোনো আভাস পাওয়া গেল না।

সব শোনবার পর ভদ্রমহিলা বললেন, ধৈর্যের সঙ্গেই আমি আপনার কথা শুনলাম মি. হোম্‌স্‌। এবং তবুও তার প্রভাব আমার ওপর যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে। জানতাম আমার বাগদত্ত অ্যাডেলবার্টে ব্যারনের প্রবুর ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে জীবন কেটেছে, এবং ফলে সে প্রচুর ঘৃণা কুড়িয়েছে, অন্যায়ভাবে অনেক অপরাধের অভিযোগ তার ওপর পড়েছে। যাঁরা তার নামে মিথ্যা অপবাদ, নিন্দা আমায় শুনিয়েছেন আপনি হলেন তাদের মধ্যে সর্বশেষ। হয়তো আপনি যা যা বললেন তা আমার ভালোর জন্যেই বলেছেন, যদিও আপনি এ জন্যে পয়সা পাচ্ছেন এবং তার জন্যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন। তা যাই হোক্ আমার শেষ কথা হলো আমি তাকে ভালোবাসি আর সেও আমাকে ভালোবাসে। যদি বা তার কখনো মহৎ হৃদয়ের কোনো ব্যাপারে পতন হয়ে থাকে, হয়তো আমি এসেছি বিশেষ করে আবার তাকে তার উপযুক্ত উচ্চপর্যায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। ঠিক বুঝতে পারছি না'—হঠাৎ হোম্‌স্‌-এর সঙ্গের তরুণীটির দিকে ফিরে বললেন—কে এই তরুণী?

হোম্‌স্‌ পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল মিস্ উইন্টারের সঙ্গে। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে ঘূর্ণি বাতাসের মতো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে সক্রোধে গর্জন করে মিস্ উইন্টার বলে উঠল—আমি ওর জীবনের শেষ রমণী। এমনি শতাধিক নারীর একজন আমি যাদের সে লোভ দেখিয়েছে, ভোগ করেছে, আর শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ করে আবর্জনার গাদায় ফেলে দিয়েছে। ঠিক যেমনটি আপনাকেও করবে। সেই আবর্জনা আপনার কাছে কবর হয়ে উঠবে। এবং তা যদি হয় সেটাই আপনার পক্ষে মঙ্গল হবে। বোকা মেয়ে। আমি বলছি, ওকে বিয়ে করলে তখন আর মৃত্যু ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না আপনার। আপনি বাঁচুন মরুন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। বলছি তাকে ঘৃণা করি বলে, সে আমার যা ক্ষতি করেছে তার ওপর প্রতিশোধ নেবো বলে।

মিস দ্য মার্ভিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এসব বিষয় নিয়ে আমি আর কোনো আলোচনা করতে চাই না। আমার শেষ কথা এই, আমার ভাবী স্বামী জীবনে তিনবার মতলববাজ স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে বিপথে গিয়েছিলেন এবং তার জন্যে তিনি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত।

কী? কী বললেন তিনবার? প্রচণ্ড চিৎকার করে তরুণী মিস্ উইন্টার বলে উঠল—নির্বোধ, অত্যন্ত নির্বোধ আপনি!

বরফগলা গলায় এর উত্তরে মিস্ দ্য মার্ভিল বললেন—সাক্ষাৎকারটা এখানেই শেষ হোক্ মি. হোম্‌স্‌। বাবার কথায় আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আপত্তি করি নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই উন্মাদ মহিলাটির প্রলাপ আমায় শুনতে হবে!

একটা শপথ করে মিস্ উইন্টার তীরের বেগে তাঁর দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল এবং যদি ওয়াটসন তার হাত না ধরে ফেলতেন তাহলে নির্ঘাত সে এই অসহ্য মেয়েটির চুল ধরে টানত। টানতে টানতে তাকে ওয়াটসন দরোজার দিকে নিয়ে গেলেন। ফলে কোনো কেলেঙ্কারি হলো না। গাড়িতে তোলা হলো তাকে। কারণ ক্রোধে সে একেবারে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল।

সবাই মিলে তরুণীটিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর তরফ থেকে ওরা যেরকম নিরুত্তাপ উদাসীনতা আর আত্মতুষ্টির পরিচয় পেলেন তা অত্যন্ত বিরক্তিকর। ওরা বিরক্ত হয়ে চলে এলেন।

দু-দিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। ওয়াটসন দেখলেন,—গ্রান্ড হোটেল আর চেয়ারিং ক্রস স্টেশনের মাঝামাঝি একটা জায়গা—হ্যাঁ স্পষ্ট মনে পড়ছে ওয়াটসনের—একজন একপেয়ে মানুষ সেখানে সান্ধ্য কাগজে হলদের ওপর কালো হরফে লেখা সেই ভয়ঙ্কর খবরটা—বড়ো

www.pathagar.com

বড়ো টাইপে ছাপা "শার্লক হোমসের ওপর মারাত্মক আক্রমণ"। কয়েক মুহূর্তের জন্যে হয়তো ওয়াটসন অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর যেন মনে হচ্ছে একটা কাগজ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তিনি আর তারপরেই পয়সা দেয়নি বলে ধমক কেয়েছিলেন কাগজওয়ালার কাছে আর তারপর একটা ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সেই ভয়ঙ্কর খবরটা। সেটা হল—

"অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানা গেছে যে বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ মি. শার্লক হোম্স্‌কে আজ দিনের বেলায় এক মারাত্মক আক্রমণের খোরাক হতে হয় এবং ফলে তার অবস্থা খারাপের দিকে যায়। সঠিক কোনো বিবরণ আমাদের হাতে আসেনি। তব মনে হয়, সেটা সংঘটিত হয়েছিল বেলা বারোটা নাগাদ, রিজেন্ট স্ট্রিটের কাফে রয়্যাল-এর সামনে। আক্রমণটা করে লাঠি হাতে দুইজন লোক। চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তাঁর অনুরোধে তাঁর বেকার স্ট্রিটেই বাড়িতে। আঁততায়ীরা বেশ প্রস্তুত হয়েই এসেছিল—লোকজনদের এড়িয়ে তারা পালিয়ে যায় কাফে রয়্যাল-এর ভিতর দিয়ে পেছনের গ্লাস হাউস স্ট্রিট দিয়ে। নিশ্চয় তারা সেই অপরাধী দলের—শার্লক হোম্‌সের পরে যার রাগ ছিল।

লেখাটা পড়ে নিয়েই ওয়াটসন একটা গাড়ি ধরে চললেন বেকার স্ট্রিটের পথে। বিখ্যাত সার্জন স্যার লেসলি ওকশটকে হলঘরে দেখলেন। তাঁর ব্রুহাম গাড়ি তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে।

তাঁর রিপোর্ট হল, ঠিক এই মুহূর্তে কোনো ভয় নেই। মাথার খুলিতে দুটো গভীর ক্ষত, আর প্রচুর আঘাতের চিহ্ন। অনেকগুলো সেলাইয়ের প্রয়োজন হয়েছে। মর্ফিন দেওয়া হয়েছে, সুতরাং শান্তভাবে থাকা দরকার। তবে কয়েক-মিনিটের জন্যে সাক্ষাৎকারের অনুমতি নিয়ে ওয়াটসন অন্ধকার ঘরটায় প্রবেশ করলেন। রোগী ছিল সম্পূর্ণ সজাগ। ধরা ধরা গলায় ফ্যাস্ ফ্যাসে আওয়াজে ওয়াটসনের নাম উচ্চারিত হতে শোনা গেল। পাশে বসে মাথা নিচু করে রইলেন ওয়াটসন।

তাঁকে দেখে হোমস বিড়বিড় করে দুর্বল গলায় বললেন,—অতো ঘাবড়াবার কিছু নেই। ততোটা সাংঘাতিক কিছু নয় যতোটা ভাবছ, ওয়াটসন বললেন,—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এর জন্যে।

হোম্‌স্ বললেন, তুমি তো জানোই লাঠি নিয়ে লড়াইতে আমি বিশেষজ্ঞ। ওর আঘাত বেশিরভাগই আমি প্রতিহত করেছি। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় লোকটাকে সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ড. ওয়াটসন নিরুপায় হয়ে ভগ্নস্বরে বললেন—এখন আমি কী করি বলোতো? সেই শয়তানটাই ওদের পাঠিয়ে ছিল। তোমার কথা পেলে আমি গিয়ে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নেব হোম্‌স্।

হোম্‌স্ কম্পিতস্বরে বললেন উহুঁ, এখন নয়। কিছুই আমরা এখন করতে পারবো না—যতোদিন পর্যন্ত না পুলিশ কিছু করছে। দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আমাদের প্রথম কাজই এখন হবে আমার আঘাতটাকে খুব মারাত্মক বলে প্রচার করা। খবর নিতে তোমার কাছে আসবে ওরা। খুব বাড়িয়ে বলবে ওয়াটসন, বলবে,—এ সপ্তাহটা আমি টিকে যাব কি না যথেষ্ট সন্দেহ। মগজে প্রচুর আঘাত, ভুল বকছি, যা খুশি বলতে পারো। যতো খুশি বাড়িয়ে বলবে, কোনো অসুবিধা নেই।

ওয়াটসন বললেন, স্যার লেসলি ওকশট কী বলবেন?

হোম্‌স্ উত্তর দিলেন, ও, সে ঠিক আছে, তিনিও যাতে সবচেয়ে খারাপ যা রিপোর্ট সম্ভব তাই যেন দেন—সে রকম ব্যবস্থা করব।

ওয়াটসন বললেন, আর কিছু বলবে?

হ্যাঁ। হোম্‌স্ বললেন, শিনওয়েল জনসনকে বলবে যেন সে মেয়েটিকে আগলে রাখে, কারণ এবার সেইই হবে আক্রমণের লক্ষ। ইতিমধ্যে ওরা নিশ্চয়ই জেনে গেছে যে, এ মামলায়

www.pathagar.com

সেও আমার সঙ্গে আছে। একাজটা অত্যন্ত জরুরি। আজই এটা করবে।

ওয়াটসন বললেন, বেশ এক্ষুনি যাচ্ছি। আর কী করতে হবে বলো।

আমার পাইপটা ওই টেবিলের ওপর রাখো। আর তামাক। ব্যাস ঠিক আছে। রোজ সকালে এসো, লড়াইয়ের পরিকল্পনা স্থির করা যাবে।

ওয়াটসন সেদিনই সন্ধ্যায় জনসনের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করলেন যাতে মিস্ উইন্টারকে শহরতলির কোনো নিভৃত অঞ্চলে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং যতোদিন না বিপদ কেটে যাচ্ছে ততোদিন সে যেন চুপচাপ গা ঢাকা দিয়ে থাকে সেখানে।

পুরো ছয়দিন ধরে জনসাধারণ জানলো যে শার্লক হোমস মৃত্যুর দ্বারদেশে। খবর যা প্রকাশিত হতে লাগলো তা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, তাঁর সম্বন্ধে ভয়ানক দুঃসংবাদ ছাপা হলো কদিন ধরে।

এদিকে ওয়াটসন ঘন ঘন দেখা করে জানলেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য, অদম্য মনের জোরের ফলে তাঁর উন্নতি অতি দ্রুত হতে লাগলো। গোপনীয়তার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। যার ফলে অনেক নাটকীয় ব্যাপার ঘটল যা ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর পক্ষেও আন্দাজ করা সম্ভব হয়নি। এর উদ্দেশ্য ঠিক কী হতে পারে?

সাতদিনের দিন সেলাই কেটে দেয়া হল। যদিও কাগজে প্রকাশ পেল যে তাঁর ইরিসিপেলাস হয়েছে। আর সান্ধ্য পত্রিকায় এটা ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল যেটা অসুস্থতা সত্ত্বেও ওয়াটসন হোম্‌স্‌কে দিতে বাধ্য হলেন, সেটা হল, কুনার্ড বোর্ড রুরিটানিয়া শুক্রবার লিভারপুল থেকে ছাড়ছে। তার যাত্রীদের মধ্যে ব্যারন অ্যাডেলবার্টে গ্রুনার একজন। মিস্ ভায়োলেট দ্য মার্ভিলের সঙ্গে বিয়ের আগে কিছু বিষয় সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করতে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন তিনি। মিস্ মার্ভিল হলেন একমাত্র কন্যা,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় বিচলিত না হয়ে, ফ্যাকাসে, একাগ্র চোখে হোম্‌স্ শুনলেন খবরটা। ওয়াটসন বুঝলেন খবরটায় প্রচুর আঘাত পেয়েছেন হোম্‌স্। ভগ্নস্বরে বললেন, কী বললেন শুক্রবার? তিনটে দিন মাত্র? মনে হয় শয়তানটা বিপদ এড়াবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তা সে পারবে না, পারবে না, ওয়াটসন। এবার তোমাকে আমার হয়ে একটা কাজ করতে হবে।

ওয়াটসন বললেন, রাজি আছি। বলো, কী করতে হবে। হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন,—পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা তুমি চীনদেশের শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীরভাবে পড়াশুনো করে কাটাবে।

এর কোনো উদ্দেশ্যে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে জানালেন না। ওয়াটসনও এর কারণ জিজ্ঞাসা করেনি। বিনা প্রশ্নে ওঁর কথামতো কাজ করা, এ অভ্যাস ওয়াটসনের হয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে। কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে বেকার স্ট্রিট দিয়ে এই চিন্তা করতে করতে ওয়াটসন চলছেন। এহেন অদ্ভুত আদেশ তিনি কেমন করে পালন করবেন। শেষ পর্যন্ত সেন্ট জেম্‌স্ স্কোয়ারের লণ্ডন লাইব্রেরিতে গেলেন। সহ-লাইব্রেরিয়ান বন্ধ লোমাক্সকে ব্যাপারটা খুলে বলে বেশ একটা বড়-সড় বই বগল দাবা করে বাড়ি ফিরে এলেন ওয়াটসন। বাড়ি ফিরে সমস্ত সন্ধ্যে সমস্ত রাতটা, আর বিশ্রামের জন্যে সামান্য সময় বাদে পরদিন সমস্ত সকালটা ওয়াটসন শুধু প্রচুর নাম মুখস্থ করে চললেন। তারপর সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্বন্ধে, কালবৃত্ত, তারিখ রহস্য সম্বন্ধে, হুং-উ-র চিহ্ন আর ইউং লো-র সৌন্দর্য, তাং-ই ইং-এর লেখন আর সুং ও যুয়ান সাম্যাজ্যের আদিম যুগের গৌরব সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করলেন ওয়াটসন।

পরদিন সন্ধ্যায় ইজিচেয়ারে হেলান দেওয়া মাথায় প্রচুর ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় হোম্‌সের কাছে ওয়াটসন পৌঁছোলে হোম্‌স্ হাসতে হাসতে মাস্টারমশাইয়ের মতো বললেন—পড়াশুনা ঠিকভাবে করেছো তো? ওয়াটসনের ঘাড় নাড়া দেখে বললেন, বেশ, বেশ। এ বিষয়ে দিব্যি

www.pathagar.com

বিজ্ঞের মতো কথাবার্তা কইতে পারবে?

ওয়াটসন বললেন, পারব বলেই মনে হচ্ছে।

বেশ, বেশ! হোম্‌স্‌ বললেন—তাহলে ওই কোণার তাকের ওপর থেকে এই ছোট বাক্সটা আমায় দাও দেখি।

ওয়াটসন বাক্সটা এনে দিতে হোম্‌স্‌ বাক্সটার ঢাকনা খুলে প্রাচ্যদেশীয় রেশমে মোড়া একটি ছোট্ট বস্তু খুব যত্ন করে তুলে নিলেন। সেটা খুলতে ঘন নীল রঙের একটা অপূর্ব বস্তু দেখা গেল। তিনি ওয়াটসনকে বললেন, খুব সাবধানে রাখবে, এটি মিং রাজবংশের। আসল ডিমের খোসা দিয়ে এটা তৈরি। ক্রিস্টির হাত দিয়ে যতো জিনিস এসেছে সেগুলোর মধ্যেও এর চেয়ে সুন্দর বস্তু আর নেই। এর একটা পুরো সেটের দাম এক রাজার মুক্তিপণ—এর সমান। বলতে কি, পিকিং-এর রাজপ্রাসাদ ছাড়া আর কোথাও একটা পুরো সেট আছে কি না সন্দেহ। সত্যিকারের যে কোনো সমঝদারকে পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

ওয়াটসন বললেন, তা, এটা নিয়ে আমাকে কি করতে হবে? একটা কার্ড হোম্‌স, ওয়াটসনকে দিলেন। তাতে ছাপার হরফে লেখা—ড. হিল বার্টন ৩৬৯, হাফ মুন স্ট্রিট। বললেন, এটা হলো তোমার নাম। আজকের সন্ধ্যেবেলার জন্যে। ব্যারন গ্রুণারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে তুমি। তাঁর অভ্যাস সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমার আছে। সাড়ে আটটা নাগাদ খুব সম্ভব তাঁর কোনো কাজ থাকবে না। আগে থেকে একটা স্লিপ দিয়ে জানিয়ে দেবে তুমি দেখা করতে চাও। বলবে মি. সাম্রাজ্যের সময়কার চিনামাটির এক অপূর্ব সেটের একটা নমুনা তাঁকে দেখাতে চাও। ডাক্তারের পরিচয় নিয়ে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভালো, কারণ সে ভূমিকা সহজেই পালন করতে পারবে। দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করাই তোমার কাজ, তাই এটা যখন তোমার হাতে এলো, এ বিষয়ে ব্যারনের কৌতূহলের কথা জেনে তাঁকে দেখাতে এসেছো এবং ভালো দাম পেলে তোমার এ বস্তু বিক্রি করতেও আপত্তি নেই।

ওয়াটসন বললেন—দামটা কতো বলব?

হোম্‌স্‌ উৎসাহ নিয়ে বললেন—ভালো কথা জিজ্ঞাসা করলে ওয়াটসন। যে জিনিস বিক্রি করতে চলেছো তার দাম সম্বন্ধে যদি তোমার কোনো ধারণা না থাকে তো খুব অসুবিধেয় পড়বে তুমি। স্যার জেমসের কাছ থেকে আমি এটা পাই, আর তিনি পান তাঁর এক মক্কেলের কাছ থেকে। যদি বলো জগতে এর তুলনা নেই তাহলেও কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না।

বলব কী তাহলে, যে কোনো বিশেষজ্ঞকে দিয়ে এর দাম স্থির করিয়ে নেয়া যেতে পারে? —ওয়াটসন বললেন।

চমৎকার ওয়াটসন, হোমস বললেন—তোমার মাথা আজ দারুণ খুলে গেছে দেখছি। ক্রিস্টি বা সোথবির নামও করতে পারো। বলবে এ ব্যাপারে কোনো দাম বলতে তোমার সংকোচ বোধ হচ্ছে।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু যদি উনি দেখা করতে রাজি না হন?

হোম্‌স্‌ বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রাজি হবেন, সংগ্রহের নেশা ওঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, বিশেষ করে এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলে ওঁর স্বীকৃতি আছে। চলো ওয়াটসন, চিঠিটা কী লিখবে আমি বলে দিচ্ছি। কোনো উত্তরের প্রয়োজন নেই, শুধু জানাবে তুমি দেখা করতে চাও, এবং কী উদ্দেশ্যে।

চিঠিটা হল চমৎকার। সংক্ষিপ্ত, বিনয়নম্র, সমঝদারের কৌতূহল জাগ্রত করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এক পত্রবাহককে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম সেটা। আর সন্ধ্যার দিকে মূল্যবান বস্তুটি সঙ্গে করে ড. হিল বার্টনের কার্ড পকেটে নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন ওয়াটসন।

ব্যারন গ্রুণারের বাড়ি আর তৎসংলগ্ন জমি দেখে স্যার জেম্‌সের কথায় সন্দেহ করা সম্ভব হলো না। তিনি বলেছিলেন অত্যন্ত বিত্তশালী এই ব্যারন। দীর্ঘ বাঁকা পথটার দুদিকে দুষ্প্রাপ্য কতো চারা গাছ। পথটা গিয়ে বিস্তীর্ণ হয়ে একটা কাঁকর বিছানো চত্বরে পড়ল, প্রচুর মূর্তি দিয়ে

www.pathagar.com

অলংকৃত।সোনার ব্যবসা যখন খুব লাভের ছিল, এক দক্ষিণ আফ্রিকার ধনকুবের তৈরী করেন এটা। বাড়িটা দীর্ঘ, কোণায় কোণায় একটা করে বুরুজ। স্থাপত্যের দিক দিয়ে গোলোক ধাঁধাঁর মতো হলেও আকার আর গঠন অত্যন্ত মজবুত ও জমকালো। প্রাচীন ভৃত্যটি ওয়াটসনকে ভিতরে নিয়ে গেল—এমনই তার পোষাক আর হাবভাব যে একদল বিশপের মধ্যেও সে বেমানান হত না। আর এক সুসজ্জিত ভৃত্যের হাতে সঁপে দিতে, সে ওয়াটসনকে নিয়ে গেল ব্যারনের কাছে।

দুই জানলার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা খোলা আলমারি, সেই আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এই আলমারিটায় ছিল তাঁর চীন দেশীয় সংগ্রহের কিছু নমুনা। ওয়াটসন প্রবেশ করতে তিনি ফিরলেন, তাঁর হাতে বাদামি রং-এর ছোটো একটা পাত্র।

ব্যারন বললেন, বসুন ডাক্তার সাহেব। আমি আমার রত্নরাজির ওপর চোখ বোলাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম এর ওপরে আ কিছু সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না। এই যে ছোট তাং যুগেড় নমুনাটি, এটি সপ্তম শতাব্দীর এটি হয়তো আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমি বলতে পারি এর চেয়ে চমৎকার কারুকাজে বা এর চেয়ে ঝলমলে জিনিস আপনি এ পর্যন্ত চোখে দেখেন নি। যে মিং যুগেড়র বস্তুটির কথা লিখেছেন, এনেছেন নাকি সেটা?

ওয়াটসন সযত্নে খুলে সেটা ওঁর হাতে দিলেন। ডেস্কের সামনে বসে তিনি বাড়িয়ে দিলেন বাতিটা, কারণ অন্ধকার হয়ে আসছিল। তারপর পরীক্ষায় বসলেন। বাতিটার হলদে আলো তখন এসে তাঁর মুখে পড়লো, ভালো করে তাঁকে লক্ষ্য করার সময় পেলাম তখন। সত্যিই অত্যন্ত সুপুরুষ তিনি। সারা ইউরোপ ব্যাপী সুপুরুষ বলে তাঁর যে খ্যাতি তা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাপ্য। আকারে তিনি মাঝারি, কিন্তু শরীরের রেখাগুলো সবই অত্যন্ত কমনীয়। মুখের রং ময়লা, প্রায় প্রাচ্য দেশীয়দের মতো, বড়ো বড়ো, কালো চোখে নিস্তেজ আভা। এ চোখের আকর্ষণ উপেক্ষা করা নারীর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর মাথা আর চুল, তাঁর গোঁফ ঘন কালো রঙের। গোঁফজোড়া ছোট সূচালো, সযত্নে মোম মাখানো। মুখাবয়ব সুঠাম, সুন্দর, কেবল মুখের সিধে, সরু দুই ঠোঁটের কথা বাদ দিলে। তা খুনীর ঠোঁট বলতে যাব বোঝায় অবিকল তাই, অত্যন্ত নিষ্ঠুর, চাপা, ভয়ংকর গোঁফজোড়া ওভাবে রাখা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয় নি। কারণ তাতে আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস। গলার আওয়াজ সুন্দর, ব্যবহার সম্পূর্ণ নিখুঁত। বয়স বিয়াল্লিশের কাছাকাছি।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করবার পর ব্যারন বললেন—চমৎকার, সত্যিই ভারি চমৎকার। আপনি বলছেন এইরকম ছয়টা নিয়ে একটা সেট আপনার আছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এমন এক সেট যে সত্যিই ছিল তা আমি জানতাম না। আমি তো জানি এমন একটাই সেট ইংল্যান্ডে আছে, কিন্তু সেটার তো বাজারে আসার কথা নয়। কিন্তু কী মনে করবেন যদি জিজ্ঞাসা করি এটি আপনি কোত্থেকে পেলেন?

ওয়াটসন নির্লিপ্তভাব বজায় রেখে বললেন, তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? জিনিষটা একশোভাগ আসল। আর, দামের কথা যদি বলেন, তো সেটা কোনো বিশেজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিলেই হবে।

সন্দিগ্ধ কালো চোখের চকিত দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে ব্যারন বললেন, ভারি রহস্যজনক ব্যাপার তো। এমন দামি জিনিস কেনার আগে তো সে সম্বন্ধে সবকিছু জানতে চাওয়াই স্বাভাবিক। তবে জিনিষটা যে আসল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাহলেও সবরকম সম্ভাবনার কথা তো ভেবে দেখতে হবে। তাই বলছি, পরবর্তীকালে যদি জানা যায় যে এ জিনিসের বিক্রি করার কোনো অধিকার আপনার ছিল না?

ওয়াটসন বললেন, সে রকম কোনো কথা উঠলে আমিই তো আছি।

হুঁ। তখন তো প্রশ্ন উঠবে, আপনার কথার মূল্য কতোটুকু? ব্যারন বক্রভঙ্গিতে বললেন।

ওয়াটসন, 'আমার ব্যাঙ্করাই জামিন থাকবে।'

www.pathagar.com

ব্যারন বললেন, 'তা বটে। কিন্তু তাহলেও আমার সমস্ত ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকছে। ওয়াটসন নির্লিপ্তভাবে বললেন, কেনা না কেনা আপনার ইচ্ছে। আপনি সমঝদার এই হিসেবে আপনার কাছেই প্রথম এলাম। যাই হোক্ অন্যত্র বিক্রি করতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

ব্যারন বললেন, 'কে আপনাকে বললো আমি সমঝদার? ওয়াটসন বললেন, জানি আমি, আপনার এ বিষয়ে একটা বই আছে। ব্যারন জিজ্ঞাসা করলেন, পড়েছেন সে বই?'

ওয়াটসনের ছোট্ট উত্তর—না।

আরে, ব্যাপারটা যে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে মশাই?

আপনি একজন সমঝদার, এ হেন দামি বস্তু সংগ্রহ করে থাকেন, অথচ এ বিষয়ে একমাত্র যে বই তাও পড়েন নি, যা পড়লে ঐ বস্তুটির প্রকৃত তাৎপর্য আর মূল্য সম্বন্ধে জানতে পারতেন। এর কী উত্তর দেবেন?

ওয়াটসনের উত্তর—আমার সময় অত্যন্ত অল্প, আমি একজন ডাক্তার।

সেটা কোনো উত্তর হলো না। ব্যারন বললেন, মানুষের কোনো হবি থাকলে যতো ব্যস্তই হোক তা চরিতার্থ করবার চেষ্টা সে করবে। চিঠিটায় তো লিখেছিলেন আপনি একজন সমঝদার, তাই না?

ওয়াটসনের দৃঢ় উত্তর—নিশ্চয়ই।

ব্যারন তখন চোখ ঘুমিয়ে বললেন কয়েকটা প্রশ্ন করে আপনাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি? আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি ডাক্তার, সত্যিই যদি আপনি ডাক্তার হন যে ব্যাপারটা ক্রমেই সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। বলুন, সম্রাট শোমু সম্বন্ধে আপনি কী জানেন? আর নারার নিকটবর্তী শোসো-ইন-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? একি, এতেও আপনি ঘাবড়াচ্ছেন? আচ্ছা, উত্তরের ওয়েই রাজবংশ সম্বন্ধে কী জানেন না? আর চিনেমাটীর ইতিহাসে কী তার স্থান বলুন দেখি?

প্রচণ্ড কপট ক্রোধের সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন ওয়াটসন চেয়ার থেকে। বললেন, এ মশাই সহ্য করা যায় না। আপনাকে একটা ভালো জিনিস কেনবার সুযোগ দিতে এসেছি। স্কুলের ছেলের মতো পরীক্ষা দিতে আসিনি। এসব ব্যাপারে আমার জ্ঞান আপনার সমান না হলেও আমার স্থান আপনার ঠিক পরেই। যাই হোক, এরকম আপত্তিকর প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না।

স্থির দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্যারন, সেই নিস্তেজ, নিরুত্তাপ ভাব আর নেই তাঁর চোখে।

হঠাৎ জ্বলে উঠলো চোখদুটো, নিষ্ঠুর দুঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতের সারি ঝলমল করে উঠলো। বললেন, বলুন তো, আসলে কী করতে আপনি এসেছেন? নিশ্চয়ই আপনি শার্লক হোম্‌সের পাঠানো গুপ্তচর। আমার ওপর চালাকি করতে এসেছেন! শুনলাম সে মরতে বসেছে, তাই আমার ওপর নজর রাখার জন্যে যন্ত্রগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে। বিনা অনুমতিতে আপনি এসেছেন। যতো সহজে এসেছেন বেরোনো ঠিক ততোটা সহজ হবে না জানবেন।

একলাফে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, তাই আক্রমণ প্রহিত করবার জন্য প্রস্তুত হলেন ওয়াটসন। কারণ ভদ্রলোক ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। হয়তো গোড়া থেকেই সন্দেহ করে এসেছিলেন, তারপর এতোগুলো প্রশ্নের পর আর কোনো সন্দেহই রইলো না, সত্যিই আমি তাঁকে ঠকাতে পারেনি। পাশের একটা ড্রয়ারে হাত ঢুকিয়ে ব্যস্ত হয়ে প্রাণপণে কি খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় হয়তো কি একটা শব্দ তাঁর কানে এসে থাকবে। কারণ, লক্ষ করলাম তিনি উৎসুকভাবে কান পেতে রয়েছেন।

হঠাৎ ব্যারন চিৎকার করে উঠলেন, হায় হায়! তারপর সবেগে দৌড়ে গেলেন পেছনের ঘরটায়।

www.pathagar.com

দু-পা ফেলেই ওয়াটসন চলে গেলেন খোলা দরোজাটার কাছে। ভিতরের সাংঘাতিক দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন ওয়াটসন। বাগানের দিকের জানালাটা হাট করে খোলা। সেটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শার্লক হোম্‌স্। রক্তামাখা ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথায়, মুখ ফ্যাকাশে, এক ভয়ঙ্কর ভূতের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। পরমুহূর্তেই লরেল ঝোপের একটা ফাঁক দিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করায় খস-খস্ শব্দ ওয়াটসনের কানে এল। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে গৃহকর্তা তাঁকে তাড়া করে গেলেন খোলা জানলাটার কাছে।

তারপরে যে হাড় হিম করা ঘটনা পলকের মধ্যে ওয়াটসনের চোখের সামনে ঘটে গেল তা ভাবলে শিউরে ওঠেন এখনও ওয়াটসন। হঠাৎ গাছপালার ভেতর থেকে এক নারীর বাহু বেরিয়ে এল আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যারন এক ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠলেন। দুহাতে মুখ চেপে ব্যারন ঘরময় ঘুরতে লাগলেন আর সজোরে দেয়ালে মাথা খুঁড়তে শুরু করলেন। তারপর মেঝের কার্পেটের ওপর পড়ে গড়াতে আর দোমড়াতে লাগলেন আর এমন চিৎকার শুরু করলেন যে সারা বাড়িতে তার প্রতিধ্বনি উঠতে লাগলো। ব্যারন চেঁচিয়ে চলেছেন পানি, পানি... ঈশ্বরের দোহাই আমাকে একটু পানি...।

পাশের একটা টেবিলে রাখা জলপাত্রটা নিয়ে ওয়াটস দৌড়ে গেলেন তাকে সাহায্য করতে। আর সেই মুহূর্তেই ভৃত্যের দলও দৌড়ে এল সেখানে। তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে যখন তাঁর ভয়ঙ্কর মুখটা আলোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো একজন ভৃত্য সেই দৃশ্য দেখে তো অজ্ঞানই হয়ে গেল। অ্যাসিডটা সর্বত্র চামড়া কুরে কুরে ভিতরে ঢুকছিল। আর, কান বেয়ে, থুতনি বেয়ে গড়াচ্ছিল। একটা চোখ ইতিমধ্যেই সাদা হয়ে গেছিল। আর অপরটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ওয়াটসন দু-মিনিট আগেও যে মুখের প্রশংসা করেছিলেন এখন যেন তার অবস্থা এমন কোনো সুন্দর ছবির মতো, যা ভিজে নোংরা কাপড় দিয়ে ঘসে দেওয়া হয়েচে ধ্যাবড়া, বিবর্ণ, ভয়ঙ্কর, অমানুষিক।

ওয়াটসন, কয়েকটা কথায় বুঝিয়ে দিলেন, অ্যাসিড দিয়ে আক্রমণের ব্যাপারটা। কেউ জানলা দিয়ে, আর অন্যেরা বেগে দৌড়তে দৌড়তে বনটায় গিয়ে হাজির হয়েছে। কিন্তু ততোক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। তার ওপর শুরু হয়েছে অকাল বর্ষণ। চিৎকার করতে করতে, কখনও বা ক্রোধে পাগল হয়ে তিনি প্রতিশোধকামীর বিরুদ্ধে গালাগালি শুরু করছেন নরকের বেড়াল কিটি উইন্টার শয়তানীটার কাজ। এর জন্যে শাস্তি পেতে হবে শয়তানীটাকে। ঈশ্বর, আর জ্বালা সহ্য করতে পারছি না।

ওয়াটসন তেল দিয়ে মুখটা ধুইয়ে দিলেন। তুলো লাগিয়ে দিলেন, যেখানে যেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো। তারপর ব্যারনকে মর্ফিয়া ইঞ্জেকশান দিলেন। এই দুর্ঘটনার ফলে তার সমস্ত সন্দেহ ওয়াটসনের ওপর থেকে চলে গেল। এমনভাবে ব্যারন ওয়াটসনের হাত আঁকড়ে রইলেন, যেন তাঁরই ঐ মরা চোখও সে বাঁচিয়ে দিতে পারবে। যেভাবে যন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছিলেন তা দেখে গা ঘিন ঘিন করছিল ওয়াটসনের। তাই যখন ওঁর বাড়ির ডাক্তার এবং একটু পরে যখন বিশেষজ্ঞ এসে উপস্থিত হলেন, দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলেন ওয়াটসন। পুলিশের এক ইন্সপেক্টর এসেছিলেন, ওয়াটসন সত্যি পরিচয়ের কার্ডটা দিলেন পুলিশকে। কারণ তা না দেওয়াটা হতো অর্থহীন এবং চরম বোকামি। কারণ ওয়াটসন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে হয়ে উঠেছিলেন পরিচিত, প্রায় হোম্‌সের মতোই। ওয়াটসন সেখান থেকে সোজা বেকার স্ট্রীটে এসে দেখলেন ইজিচেয়ারে বসে আছেন হোম্‌স্। অত্যন্ত ফ্যাকাসে আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। আঘাতের ব্যাপারটা তো আছেই, তার ওপর আবার সন্ধ্যেবেলার এই ব্যাপারে তাঁর স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। ব্যারনের মুখের বিকৃত অবস্থার কথা আতঙ্কের সঙ্গে ওয়াটসনের মুখ থেকে শুনলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, পাপের শাস্তি, ওয়াটসন, পাপের শাস্তি! আগে হোক বা পরেই হোক এ অতি অবশ্যই আসে। আর পাপও মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই বলে একটা

হলদে রং-এর বই তিনি টেবিল থেকে তুলে ধরলেন। বললেন, এই হলো সেই বই, মেয়েটি যেটার কতা বলেছিল। এতেও যদি বিয়েটা ভেঙে না যায় তো কোনো কিছুতেই ভাঙবে না। আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন যে কোনো নারীর পক্ষেই এ সহ্য করা অসম্ভব।

ওয়াটসনের কৌতূহল—ওঁর ভালোবাসার ডায়েরি বুঝি?

হোম্‌স্ বললেন, ওঁর কামার্ত জীবনের ডায়েরি। যখনই এটার কথা শুনেছিলাম, মনে হয়েছিল এটা হাত করতে পারলে তা এক অত্যন্ত বলিষ্ঠ অস্ত্র হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনোভাব তখন মেয়েটিকে জানাইনি। পাছে ও প্রকাশ করে বসে। এ নিয়ে অনেক ভেবে দেখলাম। তারপরই এল আমার ওপর আক্রমণ, আর সেই সুযোগে আমি এমন ব্যবস্থা করলাম যাতে ব্যারন মনে করে আমার এ ব্যাপারে আর কোনোরকম সাবধানতার প্রয়োজন নেই। এ সবই আমার অনুকূলে এল। আরও একটু দেরি করতে পারতাম, কিন্তু ওঁর আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারেই আর তা সম্ভব হল না, কারণ সে ক্ষেত্রে অমন মারাত্মক প্রমাণটা অতি অবশ্যই উনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে, অথচ রাতে গিয়ে চুরি করে আনা একেবারেই অসম্ভব, কারণ প্রচুর সাবধানী উনি। তবে, সন্ধ্যাবেলা একটা সুযোগ হতে পারে যদি ওঁর মনোযোগ অন্য কোনো ব্যাপারে নিবদ্ধ রাখা যায়। আর সেইখানেই দরকার হলো তোমাকে আর ঐ নীল বস্তুটিকে। কিন্তু তাহলেও, বইটা যে ঠিক কোথায় আছে সে বিষয়ে আমার নিশ্চয় হওয়া এবং সময়ও মাত্র কয়েক মিনিটের বেশি নয় কারণ চিনেমাটি সম্বন্ধে তোমার সীমিত জ্ঞান নিয়ে তুমি আর কতোক্ষণ ওঁকে আটকে রাখতে পারবে? শেষ পর্যন্ত তাই আমি মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ওখানে। কিন্তু কী করে আমি বুঝব যে পোশাকের মধ্যে সযত্নে নিয়ে যাওয়া বস্তুটি কী? আমার ধারণা ছিল উইন্টার নিছক আমার কাজে সাহায্য করতে এসেছে। তারও যে একটা মতলব ছিল সেটা আমি এখন বুঝতে পারছি।

ওয়াটসন বললেন, ব্যারন কিন্তু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে তুমিই আমায় পাঠিয়েছিলে। হোম্‌স্ বললেন, সে দুর্ভাবনা আমারও ছিল। কিন্তু তাহলেও তুমি ওঁকে যতোক্ষণ আটকে রেখেছিলে বইটা নিয়ে নেবার পক্ষে তা যথেষ্ট হলেও পালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হয় নি।

ততোক্ষণে স্যার জেম্‌স্ এসে পৌঁছোলেন। হোম্‌স্ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললেন,—আপনি আসায় ভারি খুশি হয়েছি।

বিশিষ্ট বন্ধুটি এসেছেন আগে থেকে সময় ঠিক করে। অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তিনি হোম্‌সের বিবৃতি শুনলেন। শুনে বলে উঠলেন, অদ্ভুত, অদ্ভুত কাজ করেছেন মশাই। আর ড. ওয়াটসন যেমন বলছেন সত্যিই যদি ওঁর আঘাত সেরকম মারাত্মক হয়ে থাকে তো বিয়ে বন্ধ করার পক্ষে সেইটিই হবে যথেষ্ট। এই নোংরা বইটার ব্যবহার না করলেও চলবে।

একথায় মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন হোম্‌স্। বললেন, উঁহু, দ্য মার্ভিলের মতো মহিলারা ঠিক ওভাবে চলেন না। দুর্ভাগ্যের বলি বলেই তিনি আরও নিবিড়ভাবে ওঁকে ভালোবাসতেন। সুতরাং ওভাবে নয়, আঘাতটা হবে নৈতিক দিক দিয়ে, শরীরের দিক দিয়ে নয়। এই বইটাই ভদ্রমহিলাকে ফিরিয়ে আনবে কঠিন বাস্তবে। এবং সে কাজ আর অন্য কিছুতেই হতে পারে না। ব্যারনের নিজের হাতে এ বই লেখা, এটাকে উড়িয়ে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না মহিলার।

বইটা আর বহুমূল্য বস্তুটা নিয়ে চলে গেলেন জেম্‌স। একটা ব্রুহাম গাড়ি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। একলাফে গাড়িটায় উঠে তিনি তাড়াতাড়ি কোচম্যানকে কী নির্দেশ দিলেন। গাড়িটা সবেগে চলে গেল। ওভারকোটটার অর্ধেকটা তিনি গাড়ির জানলার ওপর রাখলেন। কুলমর্যাদাসূচক চিহ্নটা ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে। তবুও তা ওয়াটসনের দৃষ্টি এড়ালো না। আলো পড়ে ঝলমল করে উঠলো। প্রচণ্ড বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন ওয়াটসন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে হোমসের কাছে এসে বললেন, খবরটা বলবার জন্য যেন আমি ফেটে যাচ্ছিলাম—উনি

www.pathagar.com

হলেন—

বাধা দিয়ে হোমস বললেন—উনি এক অকৃত্রিম বন্ধু, এক পরোপকারী ভদ্রলোক—এইটুকুই আপাতত আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হোক, ওয়াটসন।

তিনদিন পরে মর্নিং পোস্ট বড়ো বড়ো হেড লাইন দিয়ে সংবাদ করলো ব্যারন অ্যাডেলবাঁট গ্রুনারের সঙ্গে মিস্ ভালোরেট দ্য মার্ভিলের বিয়ে ভেঙে গেছে। আর মিস কিটি উইন্টারের বিরুদ্ধে অ্যাসিড নিক্ষেপের গুরুতর অভিযোগের মামলা শুরু হয়েছে।

ঘোমটার রহস্য

১৮৯৬ সালের শেষদিকের কথা। একদিন সকালবেলা হোম্‌সের দ্রুত হাতে লেখা একটা চিঠি পেলেন ওয়াটসন। তাতে লেখা আছে—সে যেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সঙ্গে দেখা করে।

ওয়াটসন যথাসময়ে গিয়ে দেখলেন হোম্‌স্ পাইপের ধোঁয়ায় অন্ধকার ঘরে বসে আছেন আর তাঁর সামনে একজন বয়স্কা, মা-মা চেহারার মোটাসোটা বাড়িওয়ালী টাইপের মহিলা বসে।

হোম্‌স্ তার সঙ্গে ওয়াটসনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি দক্ষিণ ব্রিক্সটনের মিসেস মেরিলো। হাতের একটি ভঙ্গি করে হোমস বললেন, আমার এই নোংরা ধূমপানের অভ্যাসে মিসেস্ মেরিলোর কোনো আপত্তি নেই, ওয়াইসন। মিসেস মেরিলোর একটি আশ্চর্য কাহিনী শোনবার আছে, তাই আমি ভাবলাম তোমাকে দরকার হতে পারে।

হোম্‌স্ এবার মিসেস মেরিলোকে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিসেস মিরলো, যে আমি যদি মিসেস রন্ডারের কাছে যাই তবে আমি একজন সাক্ষী নেয়া পছন্দ করব। আমরা ওখানে পৌঁছোবার আগেই আপনি কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন।

মিসেস মেরিলো বললেন, 'ঈশ্বর আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন মি. হোম্‌স্। আমাদের অতিথি বললেন, উনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে এতোই উদগ্রীব যে আপনি সঙ্গে করো পুরো শহরটা নিয়ে গেলেও উনি আপত্তি করতেন না।

হোম্‌স্ বললেন, তাহলে বিকেলের আগেই আমরা যাব। কাজ শুরু করার আগে এখন দেখে নেওয়া যাক্ সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার কিনা। ড. ওয়াটসনেরও পরিস্থিতিটা বুঝতে সুবিধা হবে। আপনি বললেন, মিসেস রণ্ডার সাত বৎসর যাবৎ আপনার ভাড়াটে এবং এর মধ্যে মাত্র একবার আপনি তাঁর মুখ দেখেছেন। মিসেস্ মেরিলো বললেন—এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আর যেন দেখতেও না হয়।

হোম্‌স বললেন, ওঁর মুখ কি ক্ষতবিক্ষত?

মিসেস্ মেরিলো বললেন, মি. হোম্‌স্, আপনি আদৌ ও জিনিসটাকে মুখ বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ! আমাদের গোয়ালাটি একবার তাঁকে আচমকা দেখে ফেলে, আর তার হাত থেকে দুধের বালতি পড়ে সারা বাগানের দুধ গড়িয়ে যায়। অতএব কী ধরনের মুখশ্রী সেটি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। ওনার এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি একদিন ওঁনার মুখটা দেখে ফেলি। উনি সঙ্গে সঙ্গেড় মুখ ঢাকা দিয়ে বলেছিলেন, যাক এতোদিনে তাহলে বুঝলেন কেন আমি মুখের ওড়না সরাই না।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, ওনার ইতিহাস কিছু জানেন? এবং যখন তিনি বাড়িওয়ালার মুখ থেকে জানতে পারলেন, উনি যখন আসেন তখন কোনো পরিচয় দেন নি। নগদ টাকা তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম টেবিলের ওপর রেখেছিলেন। বাড়িওয়ালার শর্ত সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নও করেন নি।

হোমস পুনরায় মিসেস মেরিলোকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার বাড়িটাই উনি ভাড়া চেয়েছিলেন কেন?

বাড়িওয়ালা বললেন—বড় রাস্তা থেকে বেশ অনেকটা দূরে আমার বাড়িটা এবং অন্য

www.pathagar.com

অনেক বাড়ির চয়ে আমার বাড়ির গোপনীয়টা অনেক বেশি। এছাড়া আমার ভাড়াটেও হবে এই একটিই, আমার নিজের কোনো পরিবারও নেই। আমার মনে হয় উনি অন্য অনেক বাড়ি দেখে তবে আমার বাড়িটা পছন্দ করেন। আসল কথা উনি গোপনীয়তা খুঁজছিলেন, এবং তার জন্যে যে কোনো ভাড়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

হোম্‌স্‌ বাড়িওয়ালা মেরিলোকে বললেন, আপনি বলছেন প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তিনি কোনোদিনই আপনাকে তাঁর মুখ দেখান নি। মাত্র একবার এক দুর্ঘটনা ছাড়া। ঘটনাটা খুবই অদ্ভুত। আর আপনি যে এখন ব্যাপারটা তদন্ত চান তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বাড়িওয়ালা ভদ্রমহিলা ঘাবড়ে গেলেন, বললেন, আমি কোনো তদন্ত চাই না, মি. হোম্‌স্‌। যতোদিন আমি ভাড়া পেয়ে যাচ্ছি আমি খুশি। ওঁর চেয়ে নিরীহ এবং নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটে পাওয়া আজকাল মুস্কিল।

হোম্‌স্‌ বললেন, তাহলে গণ্ডগোলটা কী?

ভদ্রমহিলা বললেন, ওঁর স্বাস্থ্য, মি. হোম্‌স্‌। মনে হয় কোনো একটা ব্যাপারে তিনি ঘাবড়ে গেছেন, মনে মনে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে তিনি খুন... খুন... বলে চিৎকার করে ওঠেন। একদিন সে চিৎকার করে বলছিল, তুমি একটা নিষ্ঠুর জানোয়ার! তুমি রাক্ষস! আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন রাতের বেলায় এরকম বিভৎস চিৎকার—সমস্ত বাড়িটা থমথম করে উঠল, আমি শিউরে উঠেছিলাম সেদিন। তাই পরদিন সকালে উঠেই আমি ওঁনার কাছে গিয়ে বললাম, মিসেস রন্ডার, আপনি যদি কোনো মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে থাকেন তাহলে কোনো পাদ্রির কাছে যেতে পারেন অথবা পুলিশকে সব কিছু জানাতে পারেন।

মিসেস রন্ডার আঁতকে উঠলেন, ঈশ্বরের দোহাই পুলিশের কথা বলবেন না। আর আমার অতীতের কৃতকর্ম কোনো পাদ্রি শোধরাতে পারবেন না। আমি মরবার আগে তবু যদি কাউকে সত্যি কথাটা বলে যেতে পারতাম, তবে একটু শান্তি পেতাম বোধহয়!

বেশতো, আমি বললাম, যদি ওসব পছন্দ না হয় তবে কে একজন বেসরকারি গোয়েন্দার কথা আজকাল খুব শুনি, তাঁকে ডাকুন না। কিছু মনে করবেন না। মি. হোমস, এই প্রস্তাবে তিনি যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ মানুষটিকেই চাই—মিসেস রণ্ডার বললেন। কী আশ্চর্য এতোদিন ওঁনার কথা আমার মনে হলো না কেন? ওঁনাকে এখানে ডেকে আনুন মিসেস মেরিলো। উনি যদি আসতে না চান তাহলে তাঁকে বলবেন আমি সার্কাসওয়ালা রণ্ডারের স্ত্রী। এই কথাটুকু তাঁকে বলবেন। আর বলবেন একটি নাম,—আব্বাস পারভা।

হোম্‌স্‌ বললেন,—বেশ, মিসেস মেরিলো। ড. ওয়াটসনের সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। কথা বলতে বলতে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে যাবে। বেলা তিনটে নাগাদ আপনি ব্রিক্সটনে আপনার বাড়িতে আমাদের দুজনকে আশা করতে পারেন।

মিসেস মেরিলো হাঁসের মতো ভঙ্গিতে হেলে দুলে দরোজার আড়ালে হয়েছেন কি হননি, অমনি শার্লক হোমস খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘরের কোণে রাখা পুরোনো বইপত্রের গাদায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। পরের কয়েক মিনিট ধরে শুধু পাতা ওল্টানোর শব্দ পাওয়া যেতে লাগল। তারপর ওনার মুখ উনি যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন। এতোই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি যে উঠে এসে চেয়ারে বসতে ভুলে গেলেন। বুদ্ধদেবের মতো করে পদ্মাসনে মাটিতে বসে রইলেন। তাঁর চারপাশে বইয়ের স্তূপ, তার মধ্যে একটি বই কোলের ওপর খোলা।

একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে হোম্‌স্‌ বললেন, ওয়াটসন এই মামলা৷ একসময় আমায় ভাবিয়েছিল। এই তো বইয়ের মার্জিনে সেই মন্তব্যই লেখা রয়েছে দেখছি। আমি স্বীকার করছি মামলাটির আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, তদন্তকারী অফিসার ভুল করেছেন। আচ্ছা, ওয়াটসন তোমার কি আব্বাস পারভার বিয়োগান্ত কাহিনী সম্বন্ধে কিছু

www.pathagar.com

মনে পড়ছে না?

ড. ওয়াটসন যখন কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না, তখন হোম্‌স্ বললেন, বেশ আমিই বলছি, তুমি শুনে যাও। শুনতে শুনতে হয়তো তোমার মনে পড়ে যেতে পারে। সেই সময়কার বিখ্যাত সার্কাসপার্টি ওম্বওয়েল এবং স্যাঙ্গারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রন্ডার নামে লোকটি। প্রমাণ আছে যে লোকটি মাতাল ছিল এবং এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সময় লোকটি তার সাকার্স পার্টিতে ভাঙন ধরিয়েছিল। সেবার তার সার্কাস দলটি পথে এক রাতের জন্যে আব্বাস পারভায় তাঁবু ফেলে। দলটি উইম্বলডনের দিকে এগোচ্ছিল, পথে বিশ্রামের জন্যে এখানে তাঁবু ফেলে। ছোট্ট গ্রাম আব্বাস পারভায় খেলা দেখানোর ইচ্ছা তাদের ছিল না। এখানেই সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আরো শোনো ওয়াটসন। হোম্‌স্ বলে চললেন,—তাদের প্রদর্শনীর মধ্যে ছিল একটি সুন্দর উত্তর আফ্রিকার সিংহ। সিংহটির নাম ছিল, সাহারার রাজা। রন্ডার এবং তার স্ত্রী দুজনে এই সিংহটির খাঁচায় ঢুকে খেলা দেখাত। তাঁদের প্রদর্শনীর একটি ফটো—এই দেখো, এখানে আছে। দেখলেই বুঝতে পারবে, রণ্ডারের চেহারাটি ছিল একটি বৃহৎ শুয়োরের মতো এবং তার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। তদন্তের সময় জানা গেছিল যে, সিংহটির মেজাজ ইদানীং বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যা হয় আর কি, এ বিষয়ে আর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। রাতে রন্ডার কিংবা তার স্ত্রী সিংহটিকে খেতে দিতে যেত। কখনো ওদের যে কেউ একজন যেতো, কখনো দুজনেই একসঙ্গে যেতো, কিন্তু কখনোই দ্বিতীয় কাউকে তারা এই কাজটি করতে দিতো না, কেননা তাদের ধারণা, তারা নিজেদের হাতে সিংহটিকে খাওয়ালে সিংহটি তাদের উপকারী বন্ধু হিসেবে চিনে রাখবে এবং কোনোদিন তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। তা, সাত বছর আগে সেই বিশেষ রাতে তারা দুজনেই খাবার নিয়ে গেছিল, এবং তারপর ভয়ঙ্কর এক ঘটনা ঘটে, যার পুরো বিবরণ কোনোদিনই জানা যায়নি। সমস্ত তাঁবুর লোক সেই রাত্রে জেগে ওঠে সিংহের গর্জনে এবং সেই মহিলার আর্ত চিৎকারে। সার্কাসের সকল কর্মচারী হাতে লণ্ঠন নিয়ে ছুটে এলো এবং তাদের লণ্ঠনের আলোয় এক বীভৎস দৃশ্য জেগে উঠলো। সিংহের খাঁচাটি খোলা এবং খাঁচা থেকে মাত্র দশ গজ দূরে রন্ডার পড়ে আছে, তাঁর মাথার খুলির পেছনটা বসে গেছে। সেখানে সিংহের থাবার গভীর ক্ষতচিহ্ন। খোলা খাঁচার কাছে মিসেস রণ্ডার চিৎ হয়ে পড়ে আছে আর তার ওপরে এমন ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়েছিল যে কেউ ভাবতেই পারে নি সে আবার বেঁচে উঠবে। সার্কাসের কয়েকজন লোক পালোয়ান লিওনার্ডো এবং জোকার গ্রিগসের পিছু পিছু গিয়ে বাঁশ দিয়ে সিংহটিকে খোঁচাতে সেটি লাফিয়ে খাঁচায় ঢুকে পড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গেড় খাঁচার দরোজাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সিংহটি কিভাবে খাঁচার দরোজা খুলে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলো ঠিক তকন সিংহটি দরোজা খোলা দেখে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে আর কোনো গণ্ডগোলের আভাস পাওয়া যায়নি শুধু একমাত্র একটা ঘটনা ছাড়া। মহিলাটিকে যখন উদ্ধার করে তাদের ভ্যানগাড়িটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো সে ভুল বকছিল—কাপুরুষ! কাপুরুষ! ছ'মাস পরে মহিলাটি সাক্ষ্য দেওয়ার মতো সুস্থ হয়। এবং তারপর তদন্তও শুরু হয়। কিন্তু অবশেষে রায় প্রকাশিত হয়—ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা মাত্র।

ওয়াটসন বলে উঠলেন, এছাড়া আর কী হতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন, বটেই তো! তবু বার্কশায়ার পুলিশের তরুণ কর্মচারী এডমণ্ডকে দুএকটা ঘটনা একটু খোঁচা মেরেছিল। আর ওকে যখন নিউজার্সিতে পাঠিয়ে দেয়া হল বড় বেশি করিৎকর্মা ভেবে তখন আমাকে ঘটনাটা নিয়ে বেশ মাথা ঘামাতে হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি। ওয়াটসন, যদি তুমি সিংহটির দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটা দেখো—মানে ব্যাপারটা পরপর সাজালে এইরকম হয়। ধরো, সিংহটি খাঁচার দরোজা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এবার সে লাফ দিয়ে রন্ডারের কাছে পৌঁছে গেল। রণ্ডার পিছু ফিরে পালানোর চেষ্টা করল—থাবার চিহ্ন তার মাথার পেছন দিকে ছিল। সিংহটি তাকে মাটিতে ফেলেছিল তারপর

সিংহটি ছুটে না পালিয়ে মহিলাটিকে মাটিতে ফেলে তার মুখে দাঁত বসালো। তারপর মহিলাটির ওই ভুল বকা, কি তার স্বামীর উদ্দেশ্যে? কিন্তু স্বামী বেচারার তখন তাকে সাহায্য করা সম্ভব ছিল কি? খচ্‌খচানিটা বুঝতে পারছো কি? তারপর এখন নোতুন করে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যাচ্ছে যে, ঠিক যখন সিংহটির গর্জন এবং মহিলাটির আর্তরব শুরু হয় তখনই একটি পুরুষেরও আতঙ্কিত চিৎকার শোনা যায়।

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—নিঃসন্দেহে পুরুষটি মি. রন্ডার?

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—হুঁ! কিন্তু যার মাথা চুরমার হয়ে গেছ সে চিৎকার করবে কিভাবে? অন্ততঃপক্ষে দুজন সাক্ষী জোর দিয়ে বলেছে মেয়েটির চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেড় তারা পুরুষের চিৎকারও শুনেছে।

ওয়াটসন বললেন, আমার তো মনে হয় ততোক্ষণে সমস্ত তাঁবুর লোকেরাই ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল।

বেশ, হোম্‌স্ বললেন—আমার তো মনে হয় ততোক্ষণে সমস্ত তাঁবুর লোকেরাই ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল।

বেশ, হোমস বললেন—তোমার মত গ্রহণ করতে পারলে খুশি হব।

ওয়াটসন বললেন—এতো সোজা হিসেব। ধরো, স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে যাচ্ছিলো। খাঁচা থেকে তারা যখন দশ গজ দূরে তখন সিংহটি খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসে। লোকটি পালাতে যায় কিন্তু সিংহটি তাকে মেরে ফেলে। মহিলাটি ভাবে, সে খাঁচার ভিতর ঢুকে পড়ে খাঁচার দরোজা বন্ধ করে দেবে। এটাই তার একমাত্র বাঁচার পথ ছিল! এবং সে তাই-ই করতে যাচ্ছিলো। কিন্তু খাঁচার দরোজা অবধি পৌঁছোনো মাত্র সিংহটি লাফ দিয়ে ফিরে এসে তাকে আক্রমণ করে বসে। মি. রণ্ডার পালানোর চেষ্টা করেই সিংহটাকে উত্তেজিত করেছে, এতে মেয়েটি তার স্বামীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়। তারা যদি খোলা সিংহটির মুখোমুখি হতে পারত তবে হয়তো সেটিকে শান্ত করতে পারত। সেই জন্যেই মিসেস রন্ডারের ভুল বকা কাপুরুষ! কাপুরুষ!

অপূর্ব ওয়াটসন! তবে হীরেটায় শুধু খুঁত রয়ে গেল ওয়াটসন—হোমস্ বললেন।

ওয়াটসনের প্রশ্ন, 'কি খুঁত হোমস?'

তারা যদি খাঁচার দশ পা দূরেই ছিল তবে সিংহটি খাঁচা থেকে ছাড়া পেলে কী করে? হোম্‌স্ প্রশ্নটা ওয়াটসনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

ওয়াটসন বললেন—হয়তো তাদের কোনো শত্রু খাঁচার দরোজাটা খুলে রেখে দিয়েছিল।

হোম্‌স্ আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—সিংহটির তো তাদের সঙ্গে খেলা দেখানোর অভ্যাস ছিল, খাঁচার ভিতরে ঢুকে তারা নানা কসরত দেখাত, তাহলে সিংহটি তাদের ওইরকম নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করলো কেন?

ওয়াটসন বললেন—মনে হয়, আগে থেকে কেউ সিংহটিকে উত্তেজিত করে রেখেছিল।

হোম্‌স্ চিন্তায় ডুবে গেলেন। হুঁ! ওয়াটসন তোমার সমাধানের পক্ষে কিছু যুক্তি দেখানো যায়। রণ্ডারের শত্রুর অভাব ছিল না। এডমন্ডের মুখে শুনেছি তার জগতে সে ছিল ভয়ঙ্কর রকমের লোক। অত্যন্ত হিংস্র স্বভাবের ছিল সে। যাকে সামনে পেতো তাকেই গালাগালি করত। আমাদের অতিথিটির ভাড়াটে যে মাঝরাতে 'রন্ডার' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল সেটি মনে হয় তার প্রিয়তমের শেষ রাতটির ভয়ঙ্কর স্মৃতি স্বপ্নে ফিরে আসা। যাইহোক আমাদের সমস্ত আলোচনাই অর্থহীন যতোক্ষণ না পুরো খবরটা পাচ্ছি।

হোমস ও ওয়াটসন মিসেস মেরিলোর বাড়িতে যথাসময়ে এলেন। বাড়ির ভেতরে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার আগে মিসেস মেরিলো আমাদের কাছে কথা চাইলেন, আমরা যেন এমন কিছু না করি যাতে তার ভালো নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটিয়াটিকে হারাতে না হয়। তাঁকে হোমসরা আশ্বস্ত করার পর বাড়িওয়ালা মহিলাটি তাদের বাজে কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে রহস্যময় ভাড়াটেটির

www.pathagar.com

ঘরে নিয়ে গেলেন।

ঘরটা চাপা, ভ্যাপসা, বাতাস চলাচল করে না বলতে গেলে। ঘরের এক অন্ধকার কোণে মহিলাটি একটি ভাঙা ইজিচেয়ারে বসেছিল। তাঁকে দেখলে মনে হয় এককালে সে সুন্দরী ছিল। একটি মোট কালো কাপড়ে তার মুখ ঢাকা। শুধু নাকের নিচ থেকে কাপড়টি কাটা, তার ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে এক জোড়া ঠোঁট।

অত্যন্ত সুন্দর এবং মিষ্টি স্বরে মিসেস রণ্ডার হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বলল—আমার নাম আপনার কাছে অপরিচিত নয়, তাই ভাবলাম আমার নাম করলে আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। এরপরেই একেবারে ভেঙে পড়লেন ভদ্রমহিলাটি। বললেন—আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না। কিন্তু আমি শান্তিতে মরতে চাই। আমি একজন সহানুভূতিশীল মানুষকেই এতোদিন ধরে খুঁজছি। যিনি আমার কথা মন দিয়ে শুনবেন। যাঁর কাছে আমার ভয়ঙ্কর কাহিনী বলে যেতে পারি, যাতে মৃত্যুর পর সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

হোম্‌স্ বললেন,—আপনি নিশ্চিন্তে বলুন। পুলিশ কোনোমতেই জানবে না।

তা আমি জানি মি. হোমস। মিসেস রন্ডার বললেন, আমি আপনাকে চিনি গত ক-বছর যাবৎ আপনার প্রতিটি মামলা আমি পড়েছি। ভাগ্য আমার সবই কেড়ে নিয়েছে। তাই পত্রপত্রিকা পড়াই এখন আমার একমাত্র আনন্দ। পৃথিবীর সব খবরই বোধহয় আমার জানা হয় পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। কিন্তু তবু আমি একটা সুযোগ নেব। পরে আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন। আপনাকে সব কিছু বলে আমি হাল্‌কা হতে চাই।

হোম্‌স্ বললেন, বেশ বলুন। আমি এবং আমার বন্ধু মনোযোগের সঙ্গে সব শুনবো।

মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে একটি মানুষের ছবি নিয়ে এল। দেখেই বোঝা যায়, লোকটি সার্কাসের লোক। অপূর্ব তাঁর শারীরিক গঠন। ছবির লোকটি বুকের কাছে হাত জড়ো করে আছে। নাকের নিচে বড়ো গোঁফ। গোঁফের আড়ালে আত্মপ্রসাদের হাসি ঝরে পড়ছে।

মিসেস রন্ডার বলল, এই হল লিওনার্ডো।

হোম্‌স্ বললেন,—পালোয়ান লিওনার্ডো? যে সাক্ষী দিয়েছিল?

মহিলাটি বলল—হ্যাঁ, এবং এই ছবিটা—এ হল আমার স্বামী।

হোমসরা দেখলেন—ভয়ঙ্কর মুখ—মানুষের মুখ নয়, যেন শুয়োরের মুখ—মদ্দা শুয়োরের। পশুর মতোই সেই মুখ ভয়ঙ্কর। এই ছবিটির দিকে তাকালেই যেন মানসচক্ষে দেখা যায়, লোকটি ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করছে, তার কষে ছ্যাতলা পড়েছে, কুতকুতে ছোট্ট চোখ জোড়ায় যেন শয়তানি ঝরে পড়ছে। বর্বর, অত্যাচারী, পশু—এই কথা কয়টি বুঝি লেখা রয়েছে ওই মুখটির বিকট চোয়ালে।

কাহিনীটা বুঝতে এই দু'টি ছবি আপনাদের সাহায্য করবে। মিসেস রণ্ডার এক নিঃশ্বাসে বললেন,—তারপর একটানা হড়হড় করে গোড়া থেকে নিজের জীবনকাহিনী বলে চললেন—আমি ছিলাম অত্যন্ত গরিব, রাস্তায় মানুষ হয়েছি বলতে পারেন। দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি রিং ঝাঁপের খেলা দেখাতাম। আমি যখন যুবতী হলাম, এই মানুষটি আমাকে ভালোবাসলো। একটু বলে রাখি ওর ভালোবাসা মানে আমাকে নিংড়ে ভোগ করা। তারপর এক অশুভ মুহূর্তে আমি একদিন ওঁর স্ত্রী হয়ে গেলাম। সেইদিন থেকে আমি নরকে পড়লাম। আর শয়তানটা আমার ওপর অত্যাচার চালাতে লাগল। ওর ঐ ব্যবহারের কথা দলের সবাই জানত। সে অন্যদের সঙ্গে আমায় মিশতে দিতো না। প্রতিবাদ করলে আমায় বেঁধে মাটিতে ফেলে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পেটাত। আমার অবস্থার জন্যে সবাই আমাকে দয়া করত আর ওকে করতো ঘৃণা। এছাড়া তাদের আর কি-বা করার ছিল—সবাই তাকে ভয় করত।

সব সময় তার মেজাজ ভয়ঙ্কর হয়ে থাকতো আর মদ খাবার পর সে একটা আস্ত খুনী হয়ে উঠত। প্রায়ই মানুষদের ওপর আক্রমণ আর জানোয়ারদের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্যে প্রায়ই পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যেতো। আদালতে জরিমানা দেওয়াটা তার কাছে ছেলেখেলা মনে

www.pathagar.com

হতো। দলের ভালো ভালো লোকেরা দল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ায় সার্কাসের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যেতে লাগল। আমি, লিওনার্ডো আর বেঁটে জোকার গ্রিগ্স্ কোনোমতে দলটাকে খাড়া করে রেখেছিলাম। আর লিওনার্ডো দিন দিন আমার জীবনে জড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার তখন ওকে আমার স্বামীর তুলনায় দেবদূত গাবিয়েল মনে হত। ও আমাকে সান্ত্বনা দিতো, নানাভাবে সাহায্য করত। ক্রমে আমাদের ঘনিষ্ঠতা প্রেমে পরিণত হল। গভীর ঘনিষ্ঠ আবেগ-মথিত প্রেম—যে প্রেমের আমি এতোদিন শুধু স্বপ্নই দেখাতম—তার স্বাদ যে কোনোদিন আমি পেতে পারি—তা আমি পেলাম। আমার স্বামী সন্দেহ করতো কিন্তু মনে মনে ভয় পেত লিওনার্ডোকে—তাই মুখে কিছু বলতে পারতো না। শুধু আমার ওপরেই অত্যাচার চালাতো। একদিন এইরকম এক অত্যাচারের রাত্রে আমার কান্না লিওনার্ডোকে আমাদের ভ্যান গাড়ির দরোজায় নিয়ে এল। সেদিনই একটা বড়রকম দুর্ঘটনা ঘটে যেতো হয়তো। কিন্তু আমি আর লিওনার্ডো একটা জিনিস বুঝতে পালাম, এই দুর্ঘটনা বেশিদিন এড়িয়ে থাকা যাবে না। আমার স্বামীর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আমরা ঠিক করলাম ওকে কৌশলে মারতে হবে। লিওনার্ডো ছিল ধূর্ত এবং চতুর। পরিকল্পনাটা ওর মাথা দিয়েই এল। সমস্ত দোষটা ওর ঘাড়ে চাপাবার জন্য একথা বলছি না। তখন ওর প্রতিটি কাজে আমার পূর্ণ সম্মতি ছিল। আমরা একটা গদা বানালাম। কাজটা আসলে লিওনার্ডোই করলো—গদাটার মুখে পাঁচটা স্টিলের পেরেক পুঁতল—ছুঁচলো মুখগুলি থাকল উপরের দিকে। পেরেকগুলি সাজানো হলো ঠিক সিংহের থাবার নখগুলি যেমনভাবে বসানো থাকে ঠিক তেমনভাবে। এটা দিয়ে আমার স্বামীকে পেছন থেকে আঘাত করা হবে, তারপর সিংহের খাঁচার দরোজাটা খুলে রটিয়ে দেয়া হবে, সিংহের হাতে আমার স্বামী মারা গেছে।

সেদিন ছিল ঘন অমাবস্যার রাত। রোজকার মতো আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সিংহের খাবার নিয়ে যাচ্ছিলাম। দস্তার বালতিতে কাঁচা মাংস ছিল। লিওনার্ডো একটা বড় ভ্যানগাড়ির আড়ালে অপেক্ষা করছিল। সিংহের খাঁচায় পৌঁছতে হলে আমাদের এই ভ্যানগাড়িটা পেরিয়ে যেতে হতো। লিওনার্ডোর দেরি হয়ে গেল। আমরা গাড়িটা পেরিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ চলবার পর বুঝলাম লিওনার্ডো নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করছে। তারপর মুহূর্তে একটা ভারী শব্দ, গদাটা আমার স্বামীর মাথা চূর্ণ করে দিল। ওই শব্দে আমার হৃদয় মন মুক্তির আনন্দে নেচে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে সিংহের দরোজার খিলটা খুলে দিলাম। আর তারপরেই সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা ঘটে গেল। মানুষকে হত্যার গন্ধ সিংহ টের পেয়ে আচম্‌কা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লিওনার্ডো আমাকে বাঁচাতে পারতো। ও যদি ছুটে এসে গদা দিয়ে সিংহটাকে মারত তবে সিংহটা ঠাণ্ডা হত নিশ্চয়ই। কিন্তু ও সাহস হারিয়ে ফেলল। আমি শুনলাম ভয়ে ও চিৎকার করে উঠলো। তারপর দেখলাম ও ছুটে পালিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে সিংহের দাঁত আমার গালে বসে গেল। সিংহটার চরম বোট্‌কা নিঃশ্বাসের গন্ধে আমি জ্ঞান হারালাম। তাই সিংহের দাঁতের দংশন কেমন টের পেলাম না। তার আগে দুহাত দিয়ে আমি সিংহটির বিরাট রক্তমাখা চোয়ালটা আমার মুখ থেকে সরাবার চেষ্টা করতে করতে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিলাম। আমি টের পাচ্ছিলাম দলের লোকদের চেঁচামেঁচি, তারপর আর কিছুই আমার মনে নেই।

তারপর কয়েকটা মাস ধীরে ধীরে জীবনমৃত্যুর সঙ্গে লড়াই কোরো যখন সুস্থ হলাম এবং যখন আয়নায় মুখ দেখলাম চমকে উঠলাম। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ঈশ্বরকে বললাম সিংহটি আমায় মেরে ফেলল না কেন? আমার তখন আর একটাই সাধ বাকি ছিল মি. হোম্‌স্। আমার যে কোনো সাধ পূর্ণ করার জন্য তখন আমার হাতে অগাধ টাকা। সেই সাধটা হল, আর যে কটা দিন বাঁচব মুখে ঢাকা দিয়ে থাকবো, কেউ যেন আমার মুখ আর দেখতে না পায়। এবং এমন একটা জায়গায় বাসা নেব যেখানে আমার পূর্ব-পরিচিত কেউ আমাকে কোনোদিন খুঁজে পাবে না। এছাড়া আমার জীবনে আর কিছুই করার ছিল না।

মিসেস রণ্ডার রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,—এই অন্ধকার ঘরে বসে ইউজেনিয়া রণ্ডার এখন প্রতি মুহূর্ত মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে। ঠিক যেমন আহত পশু মৃত্যুর প্রতীক্ষায় গুঁড়ি মেরে বসে

www.pathagar.com

থাকে গুহায়।

আহা হতভাগ্য মিসেস রন্ডার, হোম্‌স্‌ বিড়বিড় করে বললেন। সত্যিই মানুষের নিয়তি বোঝা দুঃসাধ্য। তবুও প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা শেষপর্যন্ত লিওনার্ডোর কী হল?

মিসেস রন্ডার বললেন, 'তারপর থেকে ওর আর দেখা পাই নি। ও আসলে কাপুরুষ আর চপলমতি পুরুষ। আমার প্রতি ওর ভালোবাসার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। কিন্তু মেয়েদের ভালোবাসা এতো সহজে নষ্ট হবার নয়। ও আমাকে সিংহের থাবার নিচে ফেলে পালিয়েছিল—তবুও আমি ওকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারি নি। তবে, গত মাসে আমি খবরের কাগজে পড়লাম মারগেটের কাছে স্নান করবার সময় সে জলে ভেসে গেছে! হোমসের আরো একটু জানার ছিল। কৌতূহল দমন করতে না পেরে, হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সেই গদাটার কী হল? সমস্ত কাহিনীর মধ্যে এই গদাটাই এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মিসেস্‌ রণ্ডার উত্তর দিল—আমি জানি না। তবে মনে হয়, আমাদের তাঁবুর পাশে যে একটা খড়ির টিপি ছিল, ওই টিপির নীচে ছিল একটা পুকুর। ওই পুকুরের মধ্যেই—

হোম্‌স্‌ এবার চলে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গে ওয়াটসনও হোম্‌স্‌কে অনুসরণ করলেন।

এক সৈনিকের গল্প

১৯০৩ খ্রি. মার্চ মাসে যুদ্ধের ঠিক পরে মি. জেম্‌স্‌ এম, ডড হোমসের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ভদ্রলোক বিশালাকায়, প্রাণবন্ত, তাঁর গায়ের রং—রোদে পোড়া, বিশিষ্ট ব্রিটিশ।

বাড়িতে তখন হোম্‌স্‌ একা ছিলেন, হোম্‌স্‌ বললেন, বলুন মি. ডড শুনি, ট্যাক্সবেরি ওল্ডপার্কে কী ব্যাপারটা ঘটেছিল?

মি. ডড্‌ শুরু করলেন,—১৯০১ খ্রি. জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ ঠিক দুবছর আগে যখন কাজে যোগ দিই আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু তরুণ গডফ্রেডও তখন সেই একই বাহিনীতে যোগ দেয়। বাবা কর্নেল এমস্‌ওয়ার্থের একমাত্র পুত্র সে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে কর্নেল ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ করেন। সুতরাং যুদ্ধ ছিল তার রক্তে। সে যে স্বেচ্ছায় আসবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। আমাদের বাহিনীর সেরা ছিল সে। আমার সঙ্গী ছিল সে, সৈন্যবাহিনীতে এর তাৎপর্য প্রচুর। একবছরের কঠোর যুদ্ধে আমরা জয়পরাজয় উভয়েরই পরিচয় পেয়েছি। তারপর ভিক্টোরিয়ার বাইরে ডায়মন্ড হিলের যুদ্ধে গুলিতে আহত হয় সে। দুটো চিঠি আমি পাই। একটা কেপটাউন আর একটা সাদামটন হাসপাতাল থেকে। কিন্তু তার পরে আর তার কোনো খবর নেই। সুদীর্ঘ ছয়মাস তার আর কোনো খবরই আমি পাইনি মি. হোম্‌স্‌, অথচ সে-ই-ই ছিল আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। যুদ্ধ শেষ হলে যখন ফিরে গেলাম সবাই, তার বাবাকে চিঠি লিখে তার খবর জানতে চাইলাম। কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। কিছুদিন অপেক্ষা করে আবার লিখলাম তাঁকে। এবার উত্তর এলো বটে, কিন্তু তা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমিন রুক্ষ '—গডফ্রে পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়েছে, একবছরের মধ্যে তার ফেরবার সম্ভাবনা নেই।' ব্যাস্‌, এর বেশি কিছু নয়। এতে আমি খুশি হতে পারলাম না মি. হোম্‌স্‌। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। গডফ্রে অতো ভালো ছেলে, নিশ্চয়ই সে ওভাবে আকাকে বর্জন করতে পারে না। তাছাড়া জানতাম সে প্রচুর সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হয়েছে আর বাবার সঙ্গে তার খুব একটু বনিবনাও হচ্ছে না। কৃপণ বৃদ্ধ মাঝে মাঝে ক্ষেপে উন্মাদ হয়ে যেতেন ছেলের ওপর। স্বাধীনচেতা গডফ্রে ওসব সহ্য করতে পারতো না। তাই গডফ্রের বাবার কথায় আমি আস্থা রাখতে পারলাম না—নিজেই একেবারে মূল পর্যন্ত খোঁজ করে দেখব এইরকম সিদ্ধান্ত নিলাম।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে অনুসন্ধান শুরু করলেন? মি. ডড বললেন,—আমার এখন প্রথম কাজই হলো তাঁর বাড়ি যাওয়া—বেডফোর্ডের কাছাকাছি ট্যাক্সবেরি ওল্ড পার্ক-এ,

www.pathagar.com

আর নিজে থেকে দেখা ব্যাপারটা আসলে কী! তাই আমি তখন গডফ্রের মাকে চিঠি লিখলাম। তারপর সোমবার দিন গডফ্রের বাড়িতে রওনা হলাম। ট্যাক্সবেরি ওল্ড হল দুর্গম। যে কোনো স্টেশন থেকেই পাঁচ মাইলের কম দূরে নয়। স্টেশনে কোনো গাড়ি ছিল না। তাই ডড সুটকেস হাতে হেঁটে চললেন। পৌঁছবার আগেই প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। বিস্তীর্ণ একটা পার্কের মাঝখানে খুব বড় সড় একটা বাড়ি। বাড়ি ঘিরে কেবল ছায়া ছায়া রহস্য। প্রধান ভৃত্য বুড়ো র‍্যালফ বোধহয় বাড়িটার সমসাময়িক। আর তার স্ত্রীর বয়সে বোধহয় তার চেয়ে বেশি। গডফ্রের ধাইমা ছিল সে। গডফ্রেকে বলতে শুনেছি মা-র পরেই সে এই ধাইমার স্নেহ পেয়েছে। তাই বেঢপ চেহারা সত্ত্বেও আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম। গডফ্রের মাকেও আমার ভালো লাগল। ছোটোখাটো ফর্সা মানুষটি। শুধু কর্নেলকে সহ্য করা কঠিন হচ্ছিল। কর্নেল এমস্‌ওয়ার্থ চাইছিলেন, আমি যেন ফিরে যাই। গডফ্রের মায়ের কথায় সোজা আমাকে নিয়ে যাওয়া হল পড়ার ঘরে। কর্কশ কণ্ঠে তিনি বললেন, দেখা করার আসল উদ্দেশ্যটা কী শুনি?

মি. ডড্ বললেন, যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ইতিপূর্বে সব জানিয়েছেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি লিখেছ আফ্রিকায় থাকতে গডফ্রেকে তুমি চিনতে—কর্নেল বিরক্তির স্বরে বললেন। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ দেখাতে পারবে?

ডড উত্তর দিলেন—তার লেখা কিছু চিঠি আমার সঙ্গে আছে। দুটো চিঠি ডড্ কর্নেলের হাতে দিতে, কর্নেল সেদিকে তাকিয়ে ছুড়ে ফেরত দিলেন চিঠি দুটো। বললেন, বেশ, তারপর?

মি. ডড বললেন—আজ্ঞে আপনার ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার বহু স্মৃতি আমার মনে আছে। সেই বন্ধু যদি হঠাৎ একেবারে চুপচাপ্ হয়ে যায় তাতে আমার মনে কৌতূহল জাগতেই পারে। তাই তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর দেয়া খুবই স্বাভাবিক।

কর্নেল জোর দিয়ে বললেন,—গডফ্রে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছে। আফ্রিকা থেকে ফেরবার পর তার শমরীর খারাপ হয়। তখন তার মা ও আমি যুক্তি করে বিশ্রাম আর বায়ু পরিবর্তনের জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দিই। ওর ব্যাপারে আর কোনো বন্ধু যদি কৌতূহলী হয় তাদের এই কথা বোলো।

মি. ডড্ বললেন, নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু দয়া করে বলুন কোন কোম্পানির কোন স্টিমারে সে গেছে। নিশ্চয়ই তাহলে আমি তার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করতে পারব।

কর্নেল, ডডের এরকম অনুরোধে যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন আর বিরক্তিও প্রকাশ পেল। তার ভ্রূজোড়া নেমে এল, অস্থিরভাবে টেবিলে আঙুল ঠুকতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত ডডের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন দাবার খেলায় প্রতিপক্ষ কোনো দারুণ চাল চেলেছে। ইতিমধ্যে ঠিক করে নিয়েছেন কী উত্তর করবেন। তারপর ভ্রূ-কুঁচকে বললেন, দেখো বাপু তোমার এই একগুঁয়েমিতে আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমি তোমায় অনেক আস্কারা দিয়ে ফেলেছি। এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও। একথা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, প্রত্যেক পরিবারেই গোপনীয় কিছু ব্যাপার থাকে যা বাইরের কারুর কাছে বলা চলে না। বুঝতে পারছি তোমার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই। তাই বলছিলাম তুমি আর কিছু জানতে চেও না। গডফ্রের অতীত জীবন সম্বন্ধে আমার স্ত্রী কিছু জানবার জন্যে ব্যস্ত, তাঁকে তাই শোনাও। কিন্তু বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা এখন থাক।

মি. ডড্ বুঝলেন,—এরপর আর অগ্রসর হওয়া চলে না। কর্নেল-এর কথায় র‍্যাজি হয়েছেন এরকম একটা ভান করলেন তিনি। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যতোক্ষণ না বন্ধুটির সঠিক খবর সংগ্রহ করতে পারছেন,—কিছুতেই হাল ছাড়বেন না তিনি। সন্ধেটা বিষণ্নভাবে কাটল। রঙ-মরা পুরোনো ঘরে নিরানন্দভাবে তাই চুপচাপ রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। গডফ্রের মা, উৎসুকভাবে তাঁর পুত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করে চললেন, আর কর্নেল মনমরা হয়ে বসে রইলেন। সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিরক্তিকর হয়ে উঠলো যে আমি ঘুম পাবার অজুহাতে পাশে শোবার ঘরে চলে গেলাম। অনেকরকম চিন্তায় মাথাটা জ্যাম হয়ে গেল। তাই গন্‌গনে

www.pathagar.com

আগুনের সামনে টেবিলে বসে লণ্ঠনের আলোয় একটা নভেল উল্টে চললাম—অন্যমনস্ক হবার জন্যে। হঠাৎ ভৃত্য র‍্যালফ আসায় আমার পাঠে ছেদ পড়ল। আরও কিছু কয়লা নিয়ে এসেছে সে। বলল—স্যার বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে আজ, আর ঘরটা বেজায় কনকনে। তাই আরও কিছু কয়লা নিয়ে এলাম। চলে যাবার সময় সেই ইতস্তত করতে লাগল একটু। তারপর বলেই ফেলল, মাফ করবেন হুজুর, খাবার সময় গডফ্রে সাহেব সম্বন্ধে আপনি যা বলছিলেন তা না শুনে পারিনি। জানতে তো, আমার স্ত্রীই তাঁকে লালন পালন করেছিল, সুতরাং সেদিক দিয়ে আমি পালক পিতা বৈকি, তাই একটু জানতে ইচ্ছে করছে। তিনি তো ওখানে ভালোই ছিলেন আপনি বলছেন।

মি. ডড্ বললেন, আমাদের বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ছিল সে। এমনকি একবার সে আমায় বুয়রদের বন্দুকের মুখ থেকে পর্যন্ত রক্ষা করেছিল, তা না হলে আর আজ আমায় বেঁচে থাকতে হতো না।

চর্মসার হাত দুটো কচলাতে কচ্‌লাতে বৃদ্ধ র‍্যালফ্ বলল, খুব পরোপকারী ছিলেন স্যার। খুব সাহসও তার ছিল।

ওর এরকম কথায় লাফিয়ে উঠলেন ডড্। বললাম, কী বললে? ছিলেন? মানে তুমি যে রকমভাবে বললে, তাতে তো মনে হয় ও মারা গেছে! আচ্ছা, সত্যি করে বলোতো, কী হয়েছে গডফ্রের?

বৃদ্ধ র‍্যালফ একটু কুঁকড়ে সরে গেল। বলল, আজ্ঞে, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। মনিবকেই জিজ্ঞাসা করুন—তিনি সবকিছু বলতে পারবেন।

বৃদ্ধ র‍্যালফ ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু হাত দরে ডড তাকে আটকে দিয়ে বলল—দেখো, একটা কথার উত্তর না দিলে আমি তোমায় ছাড়ছি না,—যদি দরকার হয় সারারাত আটকে রাখব। সত্যি করে বলো—গডফ্রে কি মারা গেছে?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল র‍্যালফ্, তারপর ডডের চাপের মুখে পড়ে বলল—আজ্ঞে ঈশ্বরের দোহাই, এর চেয়ে মারা গেলেই ছিল ভাল। এই বলে সে কাঁদতে কাঁদতে ডডের হাত ছাড়িয়ে চলে গেল।

মি. ডড থামতেই হোমস বললেন,—থামলেন কেন? বলে যান। আপনার কাহিনী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে।

মি. ডড্ পুনরায় শুরু করলেন—সেদিন রাত্রে দেখলাম, জানলার বাইরে সে দাঁড়িয়ে ছিল মি. হোম্‌স্, কাচের ওপর মুখটা চেপে। বলেছি, আমি রাত্রের অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলাম, পর্দাটা তখন সরিয়ে দিয়েছিলাম একটু। তাঁকে একটা ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো দেখাচ্ছিল। জানলাটা ছিল মাটি পর্যন্ত, তাই তাঁর সারা শরীরটাই ডডের চোখে ধরা পড়েছিল। ডডের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তার মুখের ওপর। মড়ার মতো ফ্যাকাশে সে মুখ। মানুষের মুখ অমন সাদা হতে পারে ডড তা কখনো দেখে নি তার জীবনে। তার চোখ ছিল ডডের চোখের ওপর, সে চোখ জীবন্ত। ও যখন দেখল ডড্ তাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছে, সঙ্গে সঙ্গে সে একলাফে পিছিয়ে পড়ে ছুটে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।

গডফ্রে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তার পিছন পিছন দৌড়তে শুরু করলো ডড্। আলো অস্পষ্ট। পথ ছিল দীর্ঘ। ছুটতে ছুটতে পথের শেষে গিয়ে যখন পৌঁছোলো ডড্ তখন হঠাৎ দেখতে পেলে গডফ্রে ছুটে সামনের একটা বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল মি. ডড, এমন সময় হোমস উত্তেজনায় টান টান হয়ে বললেন,—তারপর? তারপর কী হলো?

মি. ডড বললেন,—এমন সময় একটা দরোজা বন্ধ হবার শব্দ স্পষ্ট আমার কানে এল। পেছন দিকে নয়, সামনের—সামনের দিকেরই কোনো ঘরের দরোজা সেটা।

তখন আমার আর সন্দেহ রইলো না, মি. হোমস, যে, যা আমি দেখেছি ঠিকই দেখেছি।

www.pathagar.com

সত্যিই যে গডফ্রে আমার কাছ থেকে পালিয়ে এসে এই দরোজাটা বন্ধ করে দিয়েছে এতে আমার সন্দেহমাত্র নেই। তখন আর আমার কিছুই করবার ছিল না। এইসব ব্যাপারের আর সমাধানের চিন্তায় রাতটা কাটলো অস্বস্তির মধ্যে। পরদিন কর্নেলকে আর ঠিক অতোটা মারমুখো বলে মনে হল না।

গডফ্রের মা বললেন, কিছু কিছু দ্রষ্টব্যবস্তু ও অঞ্চলে আছে। সেই সুযোগে আমি তাকে বললাম আর একটা রাত থাকলে তাদের কি খুব অসুবিধা হবে? খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বৃদ্ধও যখন নিমরাজি হলেন তখন আমি খোঁজখবর নেয়ার জন্যে আরো পুরো একটা দিন পেয়ে গেলাম। আমি মোটামুটি নিশ্চিত হলাম যে গডফ্রে কাছেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। এসব সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে? বাড়িটার কাছে গিয়ে সব যেন গুলিয়ে যেতে লাগলো। বাড়িটা এতো বড়ো আর এলোমেলো যে, যদি একটা পুরো বাহিনী এখানে লুকিয়ে থাকে তাহলেও বাইরে থেকে তা জানা যাবে না। তাই এখান থেকে কোনো গোপন তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হবে। ওদিকের বাগানটা ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে। কারণ বৃদ্ধবৃদ্ধা এখন নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার পক্ষে এখন স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরায় কোনো বাধা নেই। লক্ষ করলাম বাগানের শেষ প্রান্তে যে বাড়ি ছিল সেটা একটু বড়সড়, মালীর বাসের উপযুক্ত। তাহলে কি দরোজা বন্ধ করার শব্দটা ওখান থেকেই এসেছিল? এগিয়ে চললাম ঘরটার দিকে, এমনভাবে, যেন, এমনিই যেন অন্যমনস্ক হয়ে অলসভাবে ঘোরাফেরা করছি। এমন সময় একজন লোক বেরিয়ে এলো ওখান থেকে। তার মাথায় বোলার হ্যাট্, মুখের দাড়ি আর পরণের কালো কোট দেখে আদৌ মালী বলে মনে হলো না। বিস্মিত হয়ে দেখলাম ভদ্রলোক দরোজাটায় চাবি লাগিয়ে চাবিটা পকেটে রাখলেন। তারপর খানিকটা বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখা করতে এসেছেন বুঝি?

আমার কাছ থেকে যখন শুনলেন, আমি গডফ্রের বন্ধু তকন কেমন যেন পাকা অভিনেতার মতো দুঃখ করে বললেন, আহা, চুক্ চুক্ চুক্—সে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে গেছে। তারপর কেমন যেন একটা অপরাধের ভঙ্গিতে বললেন, পরে একসময় আসবেন দয়া করে নিশ্চয়ই দেখা হবে। এই বলেই তিনি চলে গেলেন। লক্ষ করলাম, বাগানের দূর প্রান্ত থেকে তিনি লক্ষ করছেন আমাকে—লরেলের ঝোপের পেছনে অর্ধেকটা শরীর লুকিয়ে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভালো করে দেখে নিলাম বাড়িটা, জানলায় পুরু পরদা। যতোদূর মনে হল, হলঘরে কোনো লোক নেই। আর বেশ বুঝতে পারছিলাম তখনও আমার ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। তাই তখনকার মতো ঘরে ফিরে গেলাম। ঠিক করলাম, অন্ধকার হলে আবার খোঁজ করতে বের হব।

গভীর রাতে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লাম জানালা দিয়ে। তারপর পা টিপে টিপে খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম রহস্যময় বাড়িটার দিকে। দেখলাম পুরু পর্দা দেয়া জানালাগুলোর শার্সিগুলোও নামানো। তা সত্ত্বেও একটা জানলা দিয়ে খানিকটা সরু পেন্সিলের রেখার মতো চুঁইয়ে চুঁইয়ে আলো আসছিল। কপাল ভালো, পর্দাটা একটু ফাঁক ছিল। আর শার্সিটাও খুব ভালো করে আঁটা না থাকায় সেই সামান্য ফাঁক দিয়ে ভিতরটা দিব্যি দেখা যাচ্ছিলো। ঘরটা ছিমছাম, জোরালো আলো জ্বলছে, অগ্নিস্থানে গনগনে আগুন। আমার সামনে বসে সেই ভদ্রলোকটি, যাঁকে সকালবেলায় দেখেছিলাম। পাইপ থেকে ধূমপান করতে করতে তিনি একটা পত্রিকা পড়ছিলেন।

মি. হোমস কৌতূহলী হয়ে বললেন, কী,—সে পত্রিকাটার নাম বলতে পারেন?

মি. ডড বললেন,—তা আমি খয়াল করিনি।

আচ্ছা, আপনি লক্ষ করেছেন কি, সেটা বড় সাইজের কোনো পত্রিকা, না ছোট সাইজের ম্যাগাজিনের মতো?—হোমস জিজ্ঞেস করলেন।

মি. ডড একটু চিন্তা করে বললো—আপনি বলাতে এখন মনে হচ্ছে বড় সাইজের নয়।

www.pathagar.com

হয়তো স্পেকটেটর হতে পারে। এসব খুঁটিনাটি কথা তখন আমার ভাববার সময়ও ছিল না কারণ আমার দিকে পেছন ফিরে অপর যে লোকটি বসেছিল, শপথ করে বলতে পারি সে নিশ্চিত আমার বন্ধুবর গডফ্রে! তার মুখ দেখতে না পেলেও তার কাঁধের আকৃতি লক্ষ করে আর আমার সন্দেহমাত্র রইল না। অত্যন্ত বিমর্ষভাবে যে টেবিলে কনুই রেখে বসেছিল। তার শরীরটা ছিল আগুনের দিকে ফেরানো। কী করব ভাবছি, আর ইতস্তত করছি। এমন সময় আমার পেছন থেকে কে যেন আমার কাঁধে একটা বলিষ্ঠ হাত বসিয়ে দিল। চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখলাম, আমার পাশেই দাঁড়িয়ে কর্নেল এম্‌সওয়ার্থ!

আস্তে আস্তে বললেন, চলো ওদিকে। নিঃশব্দে তিনি আমাকে নিয়ে বাড়ির দিকে চললেন। আমার শোবার ঘরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে একটা ট্রেনের টাইম টেবিলের পাতা খুলে বললেন, ভোর সাড়ে চারটায় একটা লন্ডনের ট্রেন আছে। চারটায় একটা গাড়ি দরোজায় এসে দাঁড়াবে। তুমি আর কোনো কথাটি না বলে সোজা চলে যাবে। আমি কিছু বলতে পারলাম না। রাগে তার মুখটা সাদা হয়ে গেছিল। ক্রোধে ফেটে পড়ে বললেন, আমাদের পরিবারের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়ে তুমি অত্যন্ত অন্যায় করেছো। এসেছিলে অতিথি হিসেবে, অথচ ব্যবহার করেছো ঠিক গুপ্তচরের মতো। শুধু এইটুকুই আমি তোমায় বলতে চাই যে, আর এক মুহূর্তও আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।

এরপর আমার আর সেখানে থাকার কোনো উপায় ছিল না। নির্দিষ্ট ট্রেনটিতে করে পরদিন সকালে ওখান থেকে চলে এলাম। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলাম, যে করেই হোক গডফ্রের রহস্য আমি ভেদ করবোই। তাই ঠিক করলাম আপনার কাছে এসে আপনার পরামর্শ ও সাহায্য নেবো।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন, কতোজন ভৃত্য বাড়িতে ছিল?

মনে হয় কেবল বৃদ্ধ র‍্যালফ্ আর তার স্ত্রী—মি. ডড বললেন।

হোমসের প্রশ্ন—তাহলে ওই আলাদা করা বাড়িটায় আর কোনো ভৃত্য ছিল না? তাহলে গডফ্রের কাছে খাবার নিয়ে যায় কে?

আপনি বলতে মনে হচ্ছে, বুড়ো র‍্যালফ একবার ঝুড়ি নিয়ে বাগানের পথ ধরে ওই বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো। ওতে যে খাবার থাকতে পারে এ ধারণা তখন আমার মাথায় আসে নি!

ওখানে আশে পাশে কোনো খোঁজখবর করেছিলেন?

মি. ডড সপ্রতিভভাবে উত্তর দিলেন,—করেছিলাম। স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে এবং গ্রামের সরাইখানার মালিকের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। শুধু তাদের একটি প্রশ্ন করেছিলাম—আমার পুরোনো বন্ধু গডফ্রে সম্বন্ধে তাঁদের কিছু জানা আছে কি না?

দুজনেই একই কথা বলেছিলেন, গডফ্রে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছে। বাড়ি ফিরেছিল, কিন্তু প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই আবার বেরিয়ে পড়ে। অর্থাৎ এই গল্পটা দিব্যি চাউর হয়ে গেছে।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সন্দেহের কথা কিছু প্রকাশ করেছিলেন কি?

না, একেবারেই না—মি. ডড উত্তর দিলেন।

খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন—হোমস, মি. ডডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। বললেন, আজই আমি আপনার সঙ্গে ট্যাক্সবেরি ওল্ডপার্কে যাব।

কর্নেল ঘরে ছিলেন না। র‍্যালফের কাছে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি এলেন। তাঁর পায়ের ভারি শব্দ বারান্দা থেকেই শোনা যাচ্ছিল। সজোরে দরোজা ঠেলে ঢুকলেন তিনি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর পাকানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্যে তাঁকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিলো। হোমসদের কার্ড হাতে ছিল তার—তা তিনি ছিঁড়ে ফেলে নাড়াতে লাগলেন।

খেঁকিয়ে উঠলেন কর্নেল—ডডকে লক্ষ করে বললেন, বলি নি তোমায়, আমাদের ব্যাপারে নাক না গলিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে? আর কখনো এখানে আসবে না বলে দিচ্ছি, এলে জবরদস্ত বার করে দেবো, মনে রাখবে। তারপর হোমসকে লক্ষ করে বলল, আর আপনি

www.pathagar.com

মশাই, আপনাকেও ঐ একই কথা। আপনার নোংরা বৃত্তির কথা আমি জানি, আপনার এসব ব্যাপার অন্য জায়গায় কাজে লাগাবেন, এখানে চলবে না, বুঝলেন?

এবার কঠিন স্বরে মি. ডড বললেন—এখান থেকে যাব না যতোক্ষণ না আমার বন্ধু গডফ্রের নিজের মুখ থেকে শুনছি যে তাকে জোর করে আটকে রাখা হচ্ছে না।

কর্নেল ঘণ্টা বাজালেন। বৃদ্ধ র‍্যালফ্ আসতেই বললেন, র‍্যালফ, পুলিশ ইন্সপেক্টরকে ফোন করে দাও তো যেন দুটো পুলিশ পাঠিয়ে দেয়, বাড়িতে চোর এসেছে।

হোমস বললেন, মোটেই না। পুলিশ এলে যে বিপদ এড়াবার জন্যে আপনি পুলিশে খবর দিচ্ছেন, সেই বিপদকেই ডেকে আনা হবে। এই বলে হোমস, নোটবুক থেকে একটা আলগা কাগজ নিয়ে তাতে একটা কথা লিখে কাগজটা কর্নেলের হাতে দিলেন। এবং বললেন, আমাদের আসার কারণ এই।

কর্নেল এক দৃষ্টে লেখাটার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর সারা চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। দম আটকানো ভঙ্গিতে তিনি বললেন, কী করে জানলেন আপনি।

হোমস মুখে হাসি টেনে বললেন, হুঁ হুঁ! আমার কাজই তো এই। এটাই আমার পেশা।

কর্নেল কিছুক্ষণ নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন, বেশ, গডফ্রের সঙ্গে দেখা করতে চান তো করবেন। তবে আমি এটা বাধ্য হয়েই রাজি হচ্ছি। তারপর বৃদ্ধ ভৃত্যটিকে ডেকে বললেন, র‍্যালফ্, গডফ্রেকে আর মি. কেন্টকে খবর দাও তো যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

একটা বড়, সাধারণভাবে সাজানো ঘরে হোম্‌স্‌দের নিয়ে যাওয়া হল। আগুনের দিকে পেছন করে এক ব্যক্তি বসেছিলেন, তাঁকে দেখেই মি. ডড দুহাত বাড়িয়ে দৌড়ে গেলেন সেখানে। বলে উঠলেন গডফ্রে—গডফ্রে! বাঃ চমৎকার।

ছুঁয়ো না। ছুঁয়ো না, জিমি—তফাতে থাকো। গডফ্রে আঁতকে উঠে ছিটকে দূরে সরে গেল।

সত্যিই অদ্ভুত দেখাচ্ছিল ওকে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, আফ্রিকার রোদে পোড়া মুখাবয়বের ছাঁদে সত্যই তিনি সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু সব জায়গা বেশি কালো, সেখানে সাদা সাদা দাগ।

গডফ্রে বললেন, এই জন্যেই আমি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকি। তোমার আসায় আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার এই বন্ধুটি না এলেও পারতেন।

মি. ডড জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু ব্যাপারটা কী? কেন এমনটা হল? গডফ্রে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সুখটান দিয়ে বললেন—প্রিটোরিয়ার উপকণ্ঠে বাফেলস্ প্রুইটের সেদিন সকাল বেলাকার লড়াইটার কথা মনে পড়ে? সেই ঈস্টার্ণ রেলওয়ের ওখানে? শুনেছিলে তো যে আমার গুলি লেগেছিল! আমরা তিনজন আর সকলের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিলাম। মনে আছে নিশ্চয়ই এলাকাটা ছিল বড়ো এবড়ো খেবড়ো, আর তিনজন হলো-সিম্পসন—মানে টেকো সিম্পসন, অ্যান্ডারসন আর আমি। ওরা দুজন মারা পড়ে। একটা গুলি আমার কাঁধ ভেদ করে বেরিয়ে যায়, তবুও আমি ঘোড়া আঁকড়ে রয়েছিলাম। আর কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে থেকে পড়ে গেছিলাম। আর কখন যে জ্ঞান যখন ফিরল, তখন চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কোনোমতে টেনে তুললাম নিজেকে। অত্যন্ত দুর্বল আর অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আমার পাশেই একটা বাড়ি, অনেকগড় লো জানলা তাতে। ঠাণ্ডায় ওখানে পড়ে। আমার হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডায় জমে যেতে লাগলো। তখন একমাত্র আশা যদি কোনোরকমে ওই বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছতে পারি। অনেক কষ্টে শরীরটাকে টানতে টানতে, (নিজেই যেন টের পাচ্ছি না কী করতে চলেছি) টল্‌তে টল্‌তে শেষ পর্যন্ত একটা খোলা দরোজা দিয়ে একটা বাড় ঘরে গিয়ে পৌঁছোলাম। অনেকগুলো বিছানা সেখানে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটা খালি খাটে এলিয়ে দিলাম শরীর। শীতে কাঁপতে কাঁপতে যা পেলাম তাই দিয়েই শরীরটা ঢেকে ফেললাম।

www.pathagar.com

মুহূর্তকালের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। একটা অদ্ভুত বুকচাপা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমার ঘুম ভাঙল। পর্দা না দেওয়া বড় বড় জানলা দিয়ে আফ্রিকার সূর্যের আলো এসে সাদা রঙ করা আসবাবহীন বিরাট ঘরটার সমস্ত অংশ আলোকিত করেছে। প্রকাণ্ড মাথাওয়ালা এক খর্বকায় ব্যক্তি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ওলন্দাজি ভাষায় বাদামি স্পঞ্জের মতো ভয়ঙ্কর দু-হাত নেড়ে কি সব বকবক করে চলেছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে যারা তার কথায় খুব মজা পাচ্ছে। তাদের দিকে তাকাতে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন আমার ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজনও সাধারণ মানুষ নয়। কোনো না কোনোরকমভাবে তাদের সকলেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি ঘটেছে। তাদের এই হাসি তাই আমার মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো। বুঝতে পারলাম আমার কথা ওরা কেউ বুঝতে পারছে না। ইংরাজী ওরা বোঝে না। যার মস্ত বড় মাথা, ক্রমেই সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল। বন্য প্রাণীর মতো চীৎকার করে সে তার বিকলাঙ্গ হাত দিয়ে ধরে আমাকে টানতে টানতে যখন নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমার কাঁধ থেকে পুনরায় রক্ত বেরোতে শুরু করলো। ষাঁড়ের মতো তার গায়ে জোর। জানি না সে আমাকে নিয়ে কী করত। গডফ্রে আতঙ্কমিশ্রিত স্বরে বলে চলছিল—হঠাৎ যদি না গণ্ডগোল আকৃষ্ট হয়ে এক বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করতেন। বোঝা গেল ভদ্রলোক উচ্চপদস্থ। ওলন্দাজি ভাষায় তিনি কয়েকটা কঠিন কথা বলতেই বড় মাথাওয়ালা বামনটা কুঁকড়ে সরে গেল। তারপর তিনি আমার দিকে ফিরলেন। দেখলাম অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন তিনি। তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, একি, আপনি এখানে এলেন কেমন করে? দাঁড়ান, দাঁড়ান, দেখছি আপনি খুবই ক্লান্ত। আপনার কাঁধ থেকে রক্ত পড়ছে। আমি ডাক্তার, আসুন ক্ষতস্থান বেঁধে দিই। কিন্তু হায় ঈশ্বর, যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও যে এখানে বেশি বিপদ আপনার! এ যে কুষ্ঠরোগের হাসপাতাল। যে বিছানায় আপনি শুয়েছিলেন তা যে কুষ্ঠরোগীর বিছানা!

গডফ্রে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এরপর কি আর কিছু বলার দরকার আছে জিমি? এই হলো আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। হতাশার মধ্যেও আশায় বুক বেঁধেছিলাম এবং বাড়ি পৌঁছবার আগে পর্যন্ত এইসব ভয়ঙ্কর চিহ্ন আমার মুখে ফুটে ওঠে নি। বুঝলাম আমি রেহাই পাইনি। কী করা যায় এখন? এই নির্জন বাড়িতে আমি বাস করছি, দুজন ভৃত্য আছে যাদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায় এবং আলাদা বাস করার মতো একটা বাড়িও এখানে আছে। সার্জন মি. কেন্ট রাজি হলেন আমার সঙ্গে থাকতে। এসব ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হয়নি। তবে এর বিকল্প ব্যবস্থা যা হলো তা মর্মান্তিক—সারা জীবনের জন্যে অচেনাদের সঙ্গে সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করা—মুক্তির কোনো আশা না রেখেই। আর এর জন্যে দরকার ছিল চরম গোপনীয়তার—তা না হলে, এই জনবিরল গ্রামাঞ্চলেও এ নিয়ে সাড়া উঠত আর মর্মান্তিক অবস্থায় পড়তে হত তখন। এমনকি তোমার কাছেও ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম—কিন্তু কেন যে বাবা রাজি হলেন, বুঝতে পারছি না।

এই কথায় গডফ্রের বাবা কর্নেল এমস্‌ওয়ার্থ হোমসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই ভদ্রলোকের জবরদস্তির ফলেই আমি রাজী হয়েছি। যে কাগজটায় হোমস 'কুষ্ঠ' কথাটা লিখেছিলেন, ভাঁজ খুলে সেটা দেখালেন তিনি। কর্নেল তখন স্বগত স্বরে বললেন, এতোটাই যখন জানতে পেরেছেন তখন পুরো ব্যাপারটা খুলে বলাই ভালো। হোমস বললেন, তাহলে স্যার জেম্‌সকে আসতে বলি। তিনি বাইরে গাড়ির মধ্যেই বসে আছেন। আর কর্নেল চলুন আমরা আপনার পড়বার ঘরে গিয়ে বসি, কেমন।'

কর্নেলের পড়বার ঘরে গডফ্রের মাও উপস্থিত ছিলেন। এবার হোমস পুরো ঘটনাটির একের পর এক বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ শুরু করলেন। "যখন মামলাটা আমার হাতে আসে তখন সব শুনে আমার ধারণা হয়, মি. গডফ্রেকে আলাদা করে লুকিয়ে রাখবার জন্যে তিনটি সম্ভাবনা আছে। হয় কোনো অপরাধ করে গা ঢাকা দেওয়া, কিংবা মাথা খারাপ হয়ে যাবার জন্যে পাছে কোনো পাগলা গারদে পাঠাতে হয়, আর না হয় তো এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়া

www.pathagar.com

সেজন্যে আলাদা থাকার প্রয়োজন। তখন আমার কাজ হলো সম্ভাবনাগুলোকে বিশ্লেষণ করা। অপরাধ করে গা ঢাকা দেওয়াটা ধোঁপে টেকেনি। কারণ অপরাধী ব্যক্তিকে কেউ ঘরে লুকিয়ে রাখে না—তা হলে ওর আত্মীয়, স্বজনরা নিশ্চয়ই ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতো। আর, তাছাড়া ও অঞ্চলে এমন কোনো অপরাধ ঘটেনি যার সমাধান না হয়েছে। তার চেয়ে বরং পাগল হয়ে যাওয়াটাই সম্ভব—নির্জন বাড়িটায় এক দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বও সেই দিকেই নির্দেশ করে। তার ওপর যখন সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরোজায় চাবি দিয়েছিলেন সেই ধারণা তখন আমার আরও বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু অপর পক্ষে খুব যে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে এমন নয়, তাহলে অমনভাবে বেরিয়ে এসে বন্ধুকে দেখাটা সম্ভব ছিল না।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে মি. ডড্, আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—যে কাগজটা মি. কেন্ট পড়ছিলেন সেটা কী রকমের? যেমন সেটা যদি "ল্যানসেট" বা "ব্রিটিশ' মেডিকেল জার্নাল" হত তাহলে তদন্তে সুবিধা হতো। অবশ্য কোনো উন্মাদকে বাড়িতে রাখা বে-আইনি নয়, যদি কোনো কাজ জানা লোক সাহায্য করার জন্যে থাকে এবং কর্তা ব্যক্তিকে খবরটা যদি যথারীতি দেয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কেন গোপনীয়তার ব্যাপারে এতো কড়াকড়ি? এক্ষেত্রেও বেশ বোঝা যাচ্ছে, ধারণাটা ঘটনাবলির সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। তাহলে এখন রইলো তৃতীয় সম্ভাবনাটা। এবং যতোই বিরল আর যতোই অসম্ভাব্য হোক দেখা যাচ্ছে সব কিছুর সঙ্গে এটা দিব্যি খাপ খেয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কুষ্ঠ রোগ খুবই স্বাভাবিক। কোনও বিশেষ কারণে হয়তো এর রোগ হয়েছে। অতএব গডফ্রের আপনজন ও আত্মীয়স্বজনেরা বিশ্রী অবস্থায় পড়তে পারেন, কারণ নিশ্চয়ই তারা চেষ্টা করবেন যাতে রুগীকে নিয়ে গিয়ে কোথাও আলাদা করে রাখা না হয়, গুজব যাতে না ছড়ায়, যার ফলে তাকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ কড়া ব্যবস্থা করতে হবে তখন। কোনো অনুগত ডাক্তার ভালো পয়সা পেলে নিশ্চয়ই রাজি হবেন মি. গডফ্রের ভার গ্রহণ করতে। এবং অন্ধকার হবার পর তাঁকে বেরুতে দেওয়াতেও কোনো আপত্তি থাকবে না। এ রোগের একটা সাধারণ লক্ষণ হলো চামড়া সাদা হয়ে যাওয়া। আমার ধারণাটা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠল। এতোই জোরালো হয়ে উঠতে লাগলো যে শেষপর্যন্ত ঠিক করলাম এটাই ঠিক—এটা ধরে নিয়েই অগ্রসর হব। তারপর যখন এখানে পৌঁছোলাম, লক্ষ্য করলাম র‍্যাফল্ খাবার বয়ে আনার সময় যে দস্তানা পরেছিল সে দুটো বীজানু-প্রতিষেধক দিয়ে শোধন করা, যেটুকু সন্দেহ তখন ছিল তারও নিরসন হলো। তখন আমি কথাটা মুখে না বলে জানিয়ে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে আমাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

হোম্স্ যখন বিশ্লেষণের শেষপর্যায়ে তখন হঠাৎ দরোজা খুলে গেল। গম্ভীর প্রকৃতির স্যার জেমস সন্ডার্সকে সসম্মানে আনা হল সেখানে। কিন্তু পলকের জন্যে যেন তাঁর কঠিন মুখ খানিকটা কোমল হল। চোখের দৃষ্টিতে মানবিকতা ফুটে উঠলো। কর্নেলের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি। বললেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমায় দুঃসংবাদ দিতে হয়। সুসংবাদ কদাচিৎ—এ হল সুসংবাদ।

সকলে উল্লাসে আর কৌতূহলে টানটান হয়ে বললেন, কী? কী বললেন?

জেম্স্ বললেন, একে বলা যেতে পারে সিউডো লেপ্রসি বা ইচ্‌থায়োসিস্। এর ফলে চামড়ায় আঁশ আঁশ দাগ দেখা যায়। কুশ্রীভাব সহজে সারতে চায় না। কিন্তু ক্রমশ সেরে যাওয়াও সম্ভব এবং অতি অবশ্যই এ রোগ ছোঁয়াচে নয়। হ্যাঁ মি. হোমস সাদৃশ্যটা লক্ষ্যণীয় বটে। যাই হোক্ বিশেষজ্ঞের দাবি নিয়ে আমি একথা বলছি। কিন্তু দেখুন গডফ্রের মা কেমন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন! মি. কেন্ট, একটু ওর পরিচর্যা করুন—সুখবরটা ঠিক উনি সহ্য করতে পারেন নি!

www.pathagar.com

থ্রি গেবলস

দরোজাটা সবলে খুলে বিরাটকায় এক নিগ্রো যেন ছিটকে এসে ঘরে ঢুকল। চেহারার ভয়াবহতা না থাকলে তাকে দেখে হাসির উদ্রেক হত। কারণ তার পরনে খুব ডগড়মগে দাবার বোর্ডের মতো চৌকো ঘরকাটা ধূসর রঙের স্যুট, স্যামন মাছের রঙের টাই গলায় দুলছে। তার মস্ত বড় মুখ আর থ্যাবড়া নাকটা সামনের দিকে ঝোঁকানো। মুখ গোমড়া, ধূসর কালচে দুচোয়াল হিংসায় জ্বলজ্বল করছে। সেই চোখে সে একের পর এক—হোমস ও ড: ওয়াটসনের দিকে তাকাল।

বলা বাহুল্য যে হোম্‌স ও ড. ওয়াটসন সেদিন সকালে অগ্নিস্থানের পাশে আরামচেয়ারে বসে দিব্যি খোস গল্প করার মেজাজে ছিলেন। এমন সময় আগন্তুকটি দরোজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে সে কর্কশস্বরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—আপনাদের মধ্যে কে মি. হোমস?

পাইপটা উঁচু করে অবসাদের হাসি হাসলেন হোম্‌স্। ও আপনি? পা টিপে টিপে সে এগিয়ে এলো টেবিলের কাছে এবং দৃঢ়স্বরে বলল, দেখুন মি. হোম্‌স্ পরের ব্যাপারে নাক গলানো বন্ধ করুন, যাদের ব্যাপার তারাই বুঝবে বুঝেছেন?

হোম্‌স মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে বললেন, বাঃ খাসা! বলে যাও, বলে যাও! বর্বরটা চিৎকার করে উঠল—ইয়ার্কি থামান! একটু কড়কে দিলেই বুঝবেন কেমন খাসা লাগে! আপনার মতো লোকের সঙ্গে আমার অনেক মোলাকাত হয়েছে। আমি হাত তোলার পর আর তারা বিশেষ সুবিধা বোধ কর নি বুঝলেন? এই বলে সে হাত মুঠো করে একেবারে হোম্‌সের নাকের ডগায় ধরল। প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গেড় হোমস হাতটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। বললেন, একি তোমার জন্মগত, না কি, একটু একটু করে এই বজ্র মুষ্টি তৈরি হয়েছে?

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আগন্তুকটি হোম্‌স্‌কে আরও একবার সাবধান করে দিয়ে বললেন, মি. হ্যারোর ব্যাপারে আমার এক বন্ধুর কিছু স্বার্থ আছে—বুঝেছেন নিশ্চয়ই আমি কী বলতে চাইছি—সে চায় না তার ব্যাপারে আপনি মাথা গলান, বুঝলেন? আপনি তো আইন আদালত নন, আমিও নয়। তবে আপনি নাক গলালে আমাকেও কাজে লাগতে হবে, ভুলবেন না যেন।

হোম্‌স্ বললেন, কিছুকাল থেকেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। তোমায় বসতে বলতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। কারণ তোমার গায়ের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। তুমি তো পেশাদার বক্সিং লড়িয়ে স্টিভ ডিক্সি, তাই না?

হ্যাঁ, আমিই সেই। বেশি কথা বললে এক্কেবারে মেরে ঠাণ্ডা করে দেবো, বুঝলেন?

আগন্তুকের কদাকার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হোমস বললেন—তার বোধ হয় দরকার হবে না। আচ্ছা, হোবার্ন-এর মদের দোকানের বাইরে তরুণ পার্কিনসকে খুনের ব্যাপারটা—একি চললে নাকি?

হোম্‌সের এই কথায় নিগ্রোটা এক লাফে পেছিয়ে পড়েছিল, তার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল এসব কথা আমি শুনতে চাই না মশাই! পার্কিনস্-এর ব্যাপারে আমি কী জানি মি. হোম্‌স্? তখন তো আমি বার্মিংহামে 'বুল রিং'-এর প্রাকটিস করছিলাম।

হোমস গম্ভীরস্বরে বললেন, সে তুমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝিয়ো স্টিভ। তোমার এবং বার্নি স্টক ডেলের ওপর আমার লক্ষ্য আছে জেনে রেখো।

কী সর্বনাশ! কি হোমস—স্টিভ ধরা গলায় বললো।

ব্যাস্, আর একটিও কথা নয়। বেরিয়ে যাও এখন। যখনই দরকার হবে তোমায় তুলে নেব, হোমস তীক্ষ্ণস্বরে বললেন।

www.pathagar.com

চলে যাবার সময় হোমসকে তোশামোদ করে স্টিভ বলল, আশা করি এইরকম ব্যবহারের জন্যে আপনি আমার ওপর রাগ করেন নি।

হোমস বললেন,—রাগ হবে, যদি না বলো, কে তোমায় পাঠিয়েছে?

এ আর গোপন কথা কী মি. হোম্স্—এইমাত্র আপনি যার নাম করলেন, সেইই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

হোমস বললেন, আর তাকে কে লাগিয়েছে?

বিশ্বাস করুন আমি ওসব জানি না মি. হোম্স্! ও শুধু বলল যাও গিয়ে মি. হোম্স্কে বলো এসো "যদি বেঁচে থাকতে চান যেন হ্যারোর ব্যাপারে নাক না গলান।" সব সত্যি করে আমি বলছি—ভগ্নস্বরে স্টিভ একদমে বলে গেল।

পাছে আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সেই ভয়ে সে তেমনি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যেমনটি এসেছিল। মুচকি হেসে হোমস তাঁর পাইপের ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন। বললেন, ওর পশমের মতো চুলে ভর্তি মাথা তুমি ভেঙে ফেল নি এতে আমি খুশি, ওয়াটসন। ও একটা বোকা। পেশীবহুল হলে কী হবে? ওকে কাবু করা খুবই সহজ—দেখলেই তো! স্পেন্সার জন-এর দলের ও সম্প্রতি কিছু নোংরা কাজে হাত দিয়েছে। একটু সময় পেলেই আমি ওকে শায়েস্তা করে দেবো। তবে, ওর সাক্ষাৎ ওপরওয়ালা বার্নি বেশ চতুর। ওদের বৈশিষ্ট্য হল গুণ্ডামী আর ভয় দেখানো। আমার যা জানা দরকার সে হলো, এই বিশেষ ব্যাপারটায় কে ওকে লাগিয়েছে?

ওয়াটসন বললেন, কিন্তু তোমাকে ভয় দেকাবার কারণ কি? হোম্স্ বললেন, হ্যারোর উইল মামলাটার জন্যে। এই ব্যাপারের পরে এখন আমি ঠিক করলাম মামলাটা আমি হাতে নেবো। ব্যাপারটা নিয়ে যখন ওরা এতোটা মাথা ঘামাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে!

ওয়াটসন বললেন, তোমার কী মনে হয়?

সেই কথাই তো তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম, মাঝখানে স্টিভ এসে পড়ায়—যাই হোক্ হোম্স্ পাশের ড্রয়ারে রাখা একটা ফাইল থেকে একটা কাগজ বার করে ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই যে, এই দেখো, মিসেস মেবার্লির চিঠি। যদি সঙ্গে যেতে চাও তো চলো, ওঁকে টেলিগ্রাম করে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।

ওয়াটসন চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন—

প্রিয় হোম্স্,

এই বাড়ির ব্যাপারে পর পর কয়েকটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে। আপনার উপদেশের ওপর আমার প্রচুর আস্থা আছে। কাল সারাদিন আমি বাড়ি আছি। উইল্ড স্টেশন থেকে সামান্য দূরে বাড়িটা। যতোদূর মনে হয় আমার স্বর্গত স্বামী মর্টিমার মেবার্লি আপনার এক প্রাক্তন মক্কেল ছিলেন। ইতি আপনার বিশ্বস্ত মেরি মেবার্লি।

ঠিকানাটা হলো—থ্রি গেবলস্, হ্যারো, উইল্ড্।

অতএব যথাসময়ে হোম্স্ এবং ওয়াটসন আসতেই বয়স্ক ভদ্রমহিলা ওদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এলেন। হোমস বললেন, আপনার স্বামীর কথা আমার ভালো করেই মনে আছে। তাও তো অনেকদিনই হলো। একটা সামান্য ব্যাপার আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম।

মেরি মেবার্লি বললেন,—আমার ছেলে ডগলাসের সঙ্গে আপনার আরও বেশি আলাপ ছিল।

প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গে হোম্স্ বললেন, তাই নাকি, ডগলাস মেবার্লির মা আপনি! হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার বিলক্ষণ আলাপ ছিল। ওরকম প্রাণ চঞ্চল সুপুরুষ আমি কমই দেখেছি। কোথায় এখন সে?

www.pathagar.com

মেবার্লি রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, মারা গেছে মি. হোম্‌স্‌, মারা গেছে। রোমের সহযোগী রাষ্ট্রদূত ছিল সে, গতমাসে নিউমোনিয়ায় মারা যায়।

হোম্‌স্‌ মর্মাহত হলেন শুনে। তারপর বললেন, আচ্ছা ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো—

মেবার্লি বললেন, আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। আপনার মনে আছে তো কেমন তাকে হাসিখুশি দেখেছিলেন। যেমন সুন্দর তেমনই ভদ্র। কিন্তু তার পরিণতি মর্মান্তিক। যেমন মনমরা তেমনি খেয়ালী হয়ে উঠেছিল সে। বুক ভেঙে গিয়েছিল তার। মাত্র একটি মাস তারই মধ্যে আমার অমন ছেলে সম্পূর্ণ নিরুদ্যম মনুষ্যবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল।

হোমস প্রশ্ন করলেন—কোনো প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে কি? কোনো নারী?

নারী না বলে শয়তানের নামান্তর বলা যেতে পারে তাকে—মেবার্লি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, যাই হোক্ আমার ছেলের কথা শোনাবার জন্যে আজ আপনাকে ডেকে আনিনি মি. হোম্‌স্‌।

হোম্‌স্‌ বললেন, বলুন আমি আর ড. ওয়াটসন শোনবার জন্যে প্রস্তুত। মেবার্লি শুরু করলেন—কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা পর পর ঘটেছে এখানে। এক বছরেরও বেশি হল আমি এই বাড়িটায় আছি। এবং একা একা থাকতে চাই বলে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই খবর রাখি নি। তিন দিন আগে একজন লোক আমার কাছে আসে, লোকটি বাড়ির দালালি করে। বলে এক খরিদ্দার ঠিক এই ধরনের একটা বাড়িই কিনতে চায়; যে কোনো দাম সে দিতে রাজি। অত্যন্ত বিস্মিত হলাম আমি কারণ এ ধরনের অনেক বাড়িই তো বাজারে পাওয়া যায়, তাই স্বভাবতই আমার কৌতূহল জাগলো। এমন একটা দাম আমি চাইলাম যা আমার কেনা দামের চেয়ে পাঁচশো পাউন্ড বেশি। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজি হয়ে গেল এবং পরক্ষণেই বললো তার খদ্দের সেইসঙ্গে আসবাবপত্রও সব কিনতে চায়, জিজ্ঞেস করল তার জন্যে আমি কী দাম চাইব। এ বাড়ির কিছু আসবাবপত্র আমি আমার পুরোনো বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম। দেখছেনই তো বড় ভালো সেগুলো তাই খুব বেশি করে একটা দাম চাইলাম। এতেও সে এককতায় রাজি হয়ে গেল। দেশভ্রমণের বড়ো ইচ্ছে আমার। তাই দামটা পেলে বাকি জীবনটা আমি ইচ্ছেমতো কাটাতে পারবো। এদিকে গতকাল, হ্যাঁ গতকালই তো, লোকটি দলিল টলিল সব তৈরি করে নিয়ে এলো। আমার উকিল মি. সুট্রোকে দেখাতেই, তিনি দলিলে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে আঁতকে উঠে বললেন, এতো ভারী অদ্ভুত দলিল, জানেন কি, এতে সই করলে আর আপনি এ বাড়ি থেকে কোনো কিছু নিয়ে যেতে পারবেন না। এমনকি আপনার ব্যক্তিগত জিনিসও এখানে দলিলের শর্তানুযায়ী রেখে যেতে হবে।

লোকটি বিকেল বেলায় আসতেই এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে বলল, তা আপনার ব্যক্তিগত জিনিসগুলো—যেমন ধরুন, গয়না, পোশাক পরিচ্ছদ—এসব ব্যাপারে না-হয় কিছুটা শিথিল হওয়া যেতে পারে তবে কোনো কিছুই আমাদের না দেখিয়ে এ বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। আমার পার্টি ব্যক্তিটি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে একটু খামখেয়ালী। হয় সমস্ত কিছুই নেবেন, না হয় কিছুই নয়

মেবার্লি তখন সরাসরি দালাল লোকটিকে জানিয়ে দিলেন, তাহলে আমি কিছুই বিক্রি করছি না। ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়েছিল সেদিন, কিন্তু একটা খটকা আমার মনে লেগেই ছিল। ঠিক এই সময় আশ্চর্যজনকভাবে একটা বাধা এল। হোমস হাত তুলে ইঙ্গিতে চুপ করতে বললেন, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে গিয়ে, সজোরে দরোজাটা খুলে ফেলেই এক বিপুলবপু স্ত্রীলোককে ঘাড় ধরে নিয়ে এলেন। খুব ধস্তাধস্তি করতে করতে সে ঘরে ঢুকলো। তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো—ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন বলছি! কেন অমন করছেন!

মেবার্লি জিজ্ঞাসা করলেন, কী সুসান, ব্যাপারটা কী বলো তো? সুসান বলল—দেখুন না, আমি আসছিলাম এঁদের জন্যে লাঞ্চের ব্যবস্থা করবো কিনা জিজ্ঞাসা করতে, আর ইনি একেবারে আমার পেছনে লেগেছেন।

www.pathagar.com

হোম্‌স্ বললেন, পাঁচমিনিট ধরে আমি ওর নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনার চিত্তাকর্ষক কাহিনীতে বাধা দিতে চাইনি। নিঃশ্বাস ফেলতে একটু বেশি শব্দ ফেলেছো তাই না? তা কানপাতার ব্যাপারে অমন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলা চলে না, বুঝলে?

গোড়মা মুখে অবাক হয়ে সুসান তাকালো হোম্‌সের দিকে। বলে উঠল, কে আপনি, কোন্ অধিকারে আমায় অমন করছেন?

হোম্‌স্ বললেন, তোমার সামনেই একটা প্রশ্ন করব—আচ্ছা মিসেস মেবার্লি, আপনি যে পরামর্শের জন্যে আমায় চিঠি দিয়েছেন একথা কি আপনি কাউকে বলেছেন?

মেবার্লির সংক্ষিপ্ততম উত্তর—কই, না তো।

তবে কে আপনার চিঠি ডাকে দিয়েছিল? হোমসের প্রশ্ন। এবার ছোট্ট করে মেবার্লি বললেন—সুসান।

এবার হোম্‌স্ সুসানকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে তুমি লিখেছ বা খবর পাঠিয়েছ যে উনি আমার উপদেশ চেয়ে চিঠি লিখেছেন?

মিথ্যা কথা। কোনো খবরই আমি দিইনি—সুসানের সুতীব্র প্রতিবাদ।

হোমস এবার ঠাণ্ডা গলায় বললেন, জানো তো সুসান, যাদের অমনভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে হয় বেশিদিন বাঁচে না তারা। মিথ্যা কথা বলা খুব খারাপ। তারপর ধমকের স্বরে হোম্‌স্ বললেন, বলো, সত্যি করে বলো কাকে জানিয়েছিলে?

মেবার্লি তখন বলে উঠলেন, সুসান, তুমি দেখছি অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক। এখন আমার বেশ মনে পড়ছে সেদিন বেড়ার ওপর দিয়ে কার সঙ্গে কি সব কথা যেন বলছিলে!

হোম্‌স্ মেবার্লির কথার সূত্র ধরে বললেন, যদি বলি তুমি বার্নি স্টকডেলের সঙ্গে কথা বলছিলে?

সুসান ক্ষোভের স্বরে বলে উঠল—তা জানেনই যদি তবে ন্যাকামো করে আবার আমায় জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

হোম্‌স্ মৃদু হেসে বললেন—আমি নিশ্চিত ছিলাম না তাই তোমার মুখ থেকে জেনে নিশ্চিত হলাম। আচ্ছা সুসান তোমাকে আমি দশ পাউন্ড দেব, যদি বলে দাও এ ব্যাপারে বার্নির পেছনে আর কে আছে?

সুসান তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল—লোভ দেখাবেন দশ পাউন্ড দিতে পারবেন ততোগুলো হাজার পাউণ্ড তিনি হাসতে হাসতে দিতে পারবেন জানবেন।

হোম্‌স্ তখন নিজের মনে বললেন, হুঁ কোনো ধনী লোক নিশ্চয় না,—তুমি হাসলে, মহিলাই হবে তাহলে! তা এতোটা যখন জানতে পেরেছি তখন না হয় নামটা বলে দিয়ে নিলেই বা দশ দশটা পাউন্ড।

সুসান খুব রেগে গেল। সে তার মালকিনকে বললো—চলো যাচ্ছি আমি কাজ ছেড়ে—ঢের হয়েছে। কাল আমার জামাকাপড়ের বাক্সটার জন্যে লোক পাঠাবো, দিয়ে দেবেন।

ক্রুদ্ধ সুসান দরোজা বন্ধ করে চলে যেতে হোম্‌স্ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, দলটা কাজ বোঝে। দেখলেন তো, কতো কাছে কাছে থেকে ওরা খবর নিচ্ছে। আপনার চিঠিতে ডাকঘরের ছাপ পড়েছে রাত দশটায়। অথচ এরই মধ্যে সুসান খবরটা বার্নিকে পৌঁছে দিয়েছে আর বার্নিও তার মনিবের কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে, অতঃপর কী করবে তার নির্দেশ নেবার জন্যে। আর সে—পুরুষ বা নারী—যে ভাবে সুসান হেসে উঠেছিল আমি ভুল করেছিলাম ভেবে তাতে নারী বলেই আমার মনে হয়—তখন একটা মতলব করে ব্ল্যাক স্টিভকে ডেকে পাঠায়, আর পরদিন সকালে সে আসে আমায় শাসিয়ে যেতে। বেশ দ্রুতই এগিয়ে চলেছে ওরা।

মেবার্লি জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কী চায় ওরা?

www.pathagar.com

হোমস বললেন, সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আচ্ছা, আগে এ বাড়িটা কার ছিল? মিসেস মেবার্লি ঝট্‌পট্ উত্তর দিলেন, কেন? এ বাড়িটা ছিল ফার্গুসন নামে নৌবাহিনীর এক ক্যাপ্টেনের।

হোম্‌সের প্রশ্ন—তাঁর মধ্যে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি?

না, তেমন তো কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু দেখি নি। হোম্‌স্ বললেন—ভাবছিলাম তিনি কিছু মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলেন হয়তো। অবশ্য আজকাল কেউ টাকা গোপন করতে হলে পোস্ট অফিসের ব্যাঙ্কেই রাখে, কিন্তু পাগলের তো অভাব নেই, তারা না থাকলে পৃথিবী অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে উঠতো। প্রথমটা ভেবেছিলাম হয়তো কোনো মূল্যবান বস্তু মাটির নিচে পোঁতা আছে, কিন্তু তাই যদি তাহলে আসবাবপত্রগুলো কেন নিতে চাইবেন? এমন কী হতে পারে যে র‍্যাফেলের কোনো ছবি বা সেক্‌সপিয়রের কোনো বইয়ের প্রথম সংস্করণ আপনার অজান্তে আপনার কাছে রয়ে গেছে?

না, কেবল ক্রাউন ডার্বির চায়ের সেট ছাড়া দুষ্প্রাপ্য আর কিছুই আমার কাছে নেই।

উঁহু, এতোটা রহস্য তার মধ্যে থাকতে পারে না। তাছাড়া, কী চায় কেন তা স্পষ্ট করে বলছে না? চায়ের সেটাই যদি চাইবে তাহলে সেটার জন্যেই একটা দাম দিতে পারে। ভিটেমাটি শুদ্ধ কেন কিন্‌তে যাবে? আমার মনে হচ্ছে এমন কিছু আপনার আছে যা আপনি জানেন না, এবং জানলে বিক্রি করতে রাজি হবেন না—হোম্‌স্ বললেন।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ,—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

হোমস মন্তব্য করলেন,—ড. ওয়াটসনও যখন আমার সঙ্গে একমত তখন আমার কোনো সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে হোম্‌স্ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, মিসেস মেবার্লি, সম্প্রতি কি কোনো বস্তু আপনার বাড়িতে এসেছে?

না তো, নোতুন করে কিছুই আমি কিনি নি—মেবার্লি বললেন। হোম্‌স্ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, আপনার কী সুন্দরী সুসান ছাড়া আরো এক দাসী আছে, না কি, সেই-ই শুধু, আর যে এক্ষুনি আপনার সদর দরোজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

মেবার্লি ছোট্ট করে বললেন—একটা ছোট মেয়ে আছে। হোম্‌স্ বললেন, চেষ্টা করুন যাতে আপনার উকিল মি. সুট্রো দুএকটা রাত আপনার এখানে এসে কাটান। হয়তো আপনার নিরাপত্তার জন্যে দরকার হবে।

কিসের নিরাপত্তা? মেবার্লির প্রশ্ন।

এখনও সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। হোমস ঠোঁটে দাঁত চেপে বললেন, ওরা যে কী চায় তা যখন জানতে পারছি না তখন ব্যাপারটা উল্টো দিক থেকে দেখা যাক, যদি তাতে করে আসল ব্যাপারটায় পৌঁছে যেতে পারি। দালালটা কি কোনো ঠিকানা আপনাকে দিয়ে গেছে?

মিসেস মেবার্লি বললেন,—শুধু তার একটা কার্ড দিয়ে গেছে—তাতে লেখা আছে হেইনস্ জনসন, নিলামকারক মূল্যায়ক।

হোম্‌স্ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, মনে তো হয় না দালালদের নির্দেশক গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। সাধু ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের স্থান গোপন করে না। যাই হোক, নোতুন কিছু ঘটলেই আমায় জানাবেন। আপনার মামলার রহস্যভেদ আমি করবোই। আপনি নিচিন্ত থাকবেন। হোম্‌সের চোখে তো কিছুই এড়ায় না, হলঘর দিয়ে যেতে যেতে এক কোণে জড়ো করা অনেকগুলো বাক্স পেটরা তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। লেবেলগুলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ওগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হোম্‌স্ মিসেস্ মেবার্লিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, ওগুলো ডগলাসের জিনিস। এবং তাঁর কাছে জানতে চাইলেন এগুলি খোলেন নি কেন? আর কতোদিন হলো ওগুলো এসেছে? মিসেস মেবার্লি যখন বললেন, গত সপ্তাহে এগুলি এসেছে তখন হোম্‌স্ বললেন, তা, এগুলোর মধ্যেই বোধহয় রহস্য সমাধানের চাবি লুকিয়ে আছে।

www.pathagar.com

মেবার্লি একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন,—তা কী করে থাকবে মি. হোম্‌স্! ডগলাস তো শুধু মাইনেই পেত, আর বছরের শেষে সামান্য কিছু টাকা। তার আর অমন দামি জিনিস কী থাকতে পারে?

কিছুক্ষণ হোম্‌স্ চিন্তায় ডুবে গিয়ে তারপর হঠাৎ সচকিত করে বললেন, আর দেরি করবেন না মিসেস মেবার্লি। এসব এক্ষুনি উপরে আপনার শোবার ঘরে নিয়ে যান। আর যতো তাড়াতাড়ি পারেন এগুলো পরীক্ষা করে দেখুন। কাল এসে আপনি কী পেলেন শুনবো।

হোম্‌স্ ও ওয়াটসন বেশ বুঝতে পারলেন, বাড়িটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। কারণ গলির মোড়ের ধারে গাছের উঁচু বেড়ার কাছে পৌঁছুতে বক্সিং লড়িয়ে স্টিভকে ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। আচমকা তার মুখোমুখি হয়ে পড়লেন হোম্‌স্‌রা। নির্জন জায়গাটায় সে যেন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। পকেটে হাত দিলেন হোমস।

পিস্তল খুঁজছেন বুঝি মি. হোম্‌স্, স্টিভের কথার উত্তরে হোম্‌স্ বললেন, না স্টিভ সেন্টের শিশিটা খুঁজছি!

ভারী মজার কথা বলেন তো আপনি মি. হোম্‌স্। খুব মজা কিন্তু পাবে না—হোম্‌স্ ব্যঙ্গস্বরে বললেন, স্টিভ আমি যদি তোমার পিছু নিই, আজই সকালে তোমায় সাবধান করে দিয়েছি। আর ভয় পেয়ে স্টিভ বলল—মি. হোম্‌স্ আপনি যা বলেছেন তা ভেবে দেখেছি। মি. পার্কিনসের ব্যাপারে আর কোনো কথা বলব না। পারি তো বরং আপনাকে সাহায্য করবো মি. হোম্‌স্।

হোম্‌স্ এবার দৃঢ়স্বরে বললেন,—বলো তাহলে কে এই ব্যাপারের পেছনে আছে?

স্টিভ বলল, বিশ্বাস করুন মি. হোম্‌স্, সত্যি কথাই আপনাকে বলছি, সত্যিই আমি জানি না। আমার মনিব বার্নির আদেশমতো আমি চলি।

হোমস বললেন, তাহলে মনে রাখবে, এই বাড়ির মহিলাটি, এবং এ বাড়ির সমস্ত কিছুই আমার তত্ত্বাবধানে আছে—কক্ষনো ভুলবে না।

স্টিভ্ আমতা আমতা করে বললেন—আচ্ছা, মি. হোম্‌স্ ভুলবো না।

স্টিভ্ চলে যেতেই হোম্‌স্ আর ড. ওয়াটসন এই মামলাটার ব্যাপারে আলোচনা করতে করতে এবং পরদিনের প্রোগাম ঠিক করে যে যার জায়গায় বিশ্রাম করতে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ওয়াটসন যখন হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে এলেন, তখন শুনলাম টেলিগ্রাম করে মিসেস মেবার্লির উঁকিল মি. সুট্রো জানিয়েছেন যে, গতরাতে তার মক্কেলের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। পুলিশের দখলে এখন বাড়িটা।

শিস দিয়ে উঠে মি. হোমস বললেন,—নাটক চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই সুট্রো অবশ্য ওঁর উকিল, কিন্তু আমি ভুল করেছি তোমায় কালকের রাতটা ওবাড়ির প্রহরায় কাটাতে না বলে। ভদ্রলোক অকম্মার ঢেঁকি। যাই হোক এক্ষুনি চলো—আমরা হ্যারো উইল্ডে যাই।

হোমসরা বাড়িটা গতকাল যেমন সুশৃঙ্খল দেখে এসেচিলেন আজ একেবারে ঠিক তার উল্টো দেখলেন। চারিদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা। কয়েকজন হুজুগে ঝুঁকে পড়া লোক বাগানের গেটের কাছে জমায়েত হয়েছে আর দু-জন কনস্টেবল জানলাগুলো আর ফুলের বাগানগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। ভিতরে যেতে এক ধূসর বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো। উকিল বলে পরিচয় দিলেন তিনি। একজন লালমুখো ইন্সপেক্টার তাঁর কাছে ছিলেন। পুরোনো বন্ধু বলে হোমসকে স্বাগত জানালেন তিনি। তারপর ইন্সপেক্টরটি মুচকি হেসে বললেন, মি. হোমস এ মামলায় আপনি কোনো সুযোগই পাবেন না। এ এক অতি সাধারণ ডাকাতি ছাড়া কিছু নয়, পুলিশই এ তদন্তের ব্যাপারে যথেষ্ট—বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে না।

হোমস শ্লেষমিশ্রিত স্বরে বললেন, হুঁ, মামলাটা যোগ্য হাতেই পড়েছে। আপনি ঠিকই ধরছেন, এটা একটা অতি সাধারণ ডাকাতি, বেশ বেশ!

ইতিমধ্যে অসুস্থ মিসেস মেবার্লি একজন দাসীর কাঁধে ভর দিয়ে সেখানে এসে অতি কষ্টে

www.pathagar.com

বললেন, আপনি আমায় সদুপদেশ দিয়েছিলেন মি. হোম্‌স্‌, কিন্তু হায়, সে উপদেশ আমি নিই নি, মি. সুট্রোকে আর বিরক্ত করতে চাই নি। তার ফলে আমি সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়েছিলাম।

উকিল ভদ্রলোক বললেন, মাত্র আজ সকালে আমি ব্যাপারটা শুনলাম।

হোম্‌স্‌ বললেন, মিসেস্‌ মেবার্লি আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে না সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবার মতো শক্তি আপনার আছে।

একটা মোটা নোটবুক দেখিয়ে ইনসপেক্টর বললেন, সবই লিখে নিয়েছি এখানে।

মেবার্লি বললেন, আমি নিজে মি. হোম্‌স্‌কে সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলতে চাই—শয়তান সুসান ওদের ও বাড়িতে ঢোকবার ব্যবস্থা করে দেয়—বাড়িটার প্রতিটি আনাচ কানাচ পর্যন্ত ওদের জানা ছিল। পলকের জন্যে টের পেয়েছিলাম ক্লোরোফর্ম-লাগানো একটা কাপড় আমার মুখে চেপে দেওয়া হচ্ছে। তবে এখন ঠিক মনে করতে পারছি না কতোক্ষণ আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। জ্ঞান যখন ফিরল দেখলাম, একটা লোক আমার বিছানার পাশে, আর একটা লোক আমার মালপত্র থেকে এক বান্ডিল কাগজ হাতে করে উঠে দাঁড়াচ্ছে, তার খানিকটা খোলা আর একটা অংশ মেঝেতে পড়ে আছে। সে পালাবার আগেই আমি গিয়ে ধরে ফেললাম তাকে।

ইন্সপেক্টর বললেন, সাংঘতিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন আপনি। মিসেস মেবার্লি দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, যখন তাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, তখন সে আমায় ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দেয়, আর তার সঙ্গী বোধহয় আঘাত করে আমাকে। তারপর আর কিছু ঠিক মনে পড়ছে না। গোলমাল শুনে দাসী মেরি মুখ বাড়িয়ে কুব চেঁচামেচি শুরু করে। আর তাই শুনে পুলিশ আসে। কিন্তু পুলিস আসার আগেই শয়তানগুলো পালিয়ে যায়।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন,—কী কী জিনিস ওরা নিয়েছে? মেবার্লি সহজ গলায় বললেন, আমার ছেলের বাক্সে দামী জিনিস তো কিছুই ছিল না। কী আর নেবে? তবে একটা কাগজ পেয়েছি, ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় হয়তো সেটা ছিঁড়ে গিয়ে থাকবে। কুঁকড়ে পড়েছিল মেঝের ওপর। লেখাটা আমার ছেলের হাতের।

ইন্সপেক্টারের থেকে কাগজটা চেয়ে নিয়ে হোম্‌স্‌ পরীক্ষা করবার পর তাকে প্রশ্ন করলেন—এতে আপনি কি বুঝেছেন?

ইন্সপেক্টরটি দরাজ গলায় বলল—কোনো অদ্ভুত উপন্যাসের শেষ অংশ বলে মনে হচ্ছে!

হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন,—এক অদ্ভুত মামলার শেষাংশ বলেও প্রমাণিত হতে পারে। পৃষ্ঠার উপরের সংখ্যাটা আপনি লক্ষ করে থাকবেন—২৪৫। বাকি ২৪৪ পৃষ্ঠা কোথায়? এরকম কাগজ চুরি করবার জন্যে এভাবে বাড়িতে ঢোকা আশ্চর্য—আচ্ছা, এ থেকে আপনার কী মনে হয় ইন্সপেক্টর?

ইন্সপেক্টার ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি না করতে পেরে মন্তব্য করল—এ আর এমন কি—শয়তানগুলো তাড়াহুড়োয় হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে যা পেয়েছে তাইই নিয়ে গেছে।

মিসেস মেবার্লি বললেন, কী কারণে ওরা আমার ছেলের জিনিসে হাত দিল।

হোম্‌স্‌ এবার জানলার কাছে এসে ওয়াটসনকে কাগজটা পড়ে দেখতে বললেন। লেখাটা একটা বাক্যের মাঝখান থেকে শুরু—

"মুখের ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছে, কিন্তু তার হৃদয় থেকে যে রক্ত ঝরছে তা কিছুই নয় সে তুলনায়, সে মুখের জন্যে সে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল সেই মুখ তার যন্ত্রণা আর অবমাননা লক্ষ করে হাসছিল, এমন হৃদয়হীন শয়তান সে। সেই মুহূর্তেই হল প্রেমের মৃত্যু ও যন্ত্রণার সঞ্চার। কিছু অবলম্বন করেই মানুষ বেঁচে থাকে, কিন্তু সে বস্তু তোমার আলিঙ্গন নয়, সে হচ্ছে সম্পূর্ণ বিকল করে দিয়ে আমার নির্মম প্রতিশোধ।" কী অদ্ভুত ব্যাকরণ! কাগজটা

www.pathagar.com

ইন্সপেক্টারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হেসে হোম্‌স বললেন,—লক্ষ্য করলে "যে" কীভাবে হঠাৎ "আমি" হয়ে গেল? কাহিনীর সঙ্গে লেখক এমনই একাত্ম হয়ে গেছে যে চরম মুহূর্তে নিজেকেই কাহিনীর নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করে বসেছে।

নিতান্ত ফালতু লোক বলে লোকটাকে মনে হচ্ছে, কাগজটা পকেটে পুরতে পুরতে ইন্সপেক্টার বললেন—একি, চললেন নাকি মি. হোম্‌স্?

আপনার মতো লোকের হাতে যখন পড়েছে তখন আর আমার কী করবার আছে? আচ্ছা মিসেস মেবার্লি, আপনার দেশভ্রমণের ইচ্ছের কথা বলছিলেন না?

আমার সারা জীবনের স্বপ্ন হলো তাই মি. হোম্‌স্, মেবার্লি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, টাকা থাকলে আমি সারা পৃথিবী ঘুরে দেখতাম।

ইন্সপেক্টর আর নিজের কেরামতি দেখাবার সুযোগ পাচ্ছেন না দেখে একটা অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়লেন।

হোম্‌স্ বললেন, ওয়াটসন আমরা মামলার শেষ পর্বে এসে উপস্থিত হয়েছি। তাহলে মামলাটা শেষ করেই ফেলা যাক্। তুমি সঙ্গে তাকলে ভালো হয়, কারণ ইসাডোরা ক্লিন-এর মতো মহিলার সঙ্গে কারবারের সময় কোনো সাক্ষী থাকা ভালো ওয়াটসন। একটু অবাক হতেই হোম্‌স্, বললেন—তোমার ইসাডোরা ক্লিন নামটা মনে পড়ছে না? অপূর্ব সুন্দরী হিসেবেই তো তিনি বিখ্যাত। সৌন্দর্যে তাঁর ধারে কাছে কেউ ছিল না! খাঁটি স্পেনীয়, ছলনাময়ী কনকুইস্টাডোর্সের সরাসরি উত্তরাধিকারি। বয়স্ক জার্মান, চিনির ব্যবসায়ের সম্রাট ক্লীনকে বিয়ে করেন তিনি এবং কিছুকালের মধ্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও সবসেরা সুন্দরী বিধবা হিসেবে স্বীকৃতিও পান। অনেক প্রণয়ী ছিল তাঁর। মিসেস মেবার্লির ছেলে ডগলাস মেবার্লি ছিল তখন লণ্ডনের এক সেরা তরুণ—সেও তাঁর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। মহিলাটির খেয়াল আর নিষ্ঠুরতার চরিত্র ডগলাস বুঝতে পারেনি।

ড. ওয়াটসন ভ্রু কুঁচকে বললেন,—ওটা তাহলে ডগলাস মেবার্লির নিজের কাহিনী?

হোম্‌স্ উল্লাসে টান টান হয়ে বললেন,—এই তো তুমি সূত্রগুলোর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারছো। শুনেছি তিনি লোমন্ড-এর ডিউককে বিয়ে করতে চান—যিনি বয়সে তাঁর পুত্রতুল্য। বয়সের তারতম্যটা হয়তো ডিউকের মা উপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে এতো বড়ো একটা কেলেঙ্কারি, এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

ওয়েস্ট এন্ড-এর একটা সেরা মোড়ের বাড়ি সেটা। এক ভৃত্য যন্ত্রের মতো আমাদের কার্ড নিয়ে ভিতরে গেল। কিন্তু ফিরে এল এই খবর নিয়ে যে তিনি বাড়ি নেই।

আনন্দের সঙ্গে হোম্‌স্ বললেন, তাহলে অপেক্ষা করছ যতোক্ষণ না ফিরচেন!

ভৃত্যটি রেগেমেগে বলল, বাড়ি নেই বলতে, মানে তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন না।

হোম্‌স্ বললেন, বেশ, তাহলে আর অপেক্ষা করতে হলো না। এই লেখাটা নিয়ে দেখাও তাঁকে। নোটবুকের একটা কাগজ নিয়ে দু-তিনটে কথা তাতে লিখে, কাগজটা মুড়ে তার হাতে দিলেন।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কী লিখলে হোম্‌স্?

লিখে দিলাম 'তাহলে কি মামলাটা পুলিশের হাতে যাবে?' হোম্‌স্ বললেন, বোধ হয় এবার ঠিক কাজ হবে।

হ্যাঁ, ঠিক মন্ত্রের মতোই কাজ হলো। মিনিটখানেক পরেই যে বসবার ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, সে যেন আরব্যরজনীর কোনো ঘর! যেমন চওড়া তেমনি অপূর্ব চমৎকার। প্রায় অন্ধকার সে ঘর। সেই ঘরের এখানে ওখানে গোলাপি বৈদ্যুতিক বাতির আভা। তিনি অবশেষে এলেন। দীর্ঘ, নিখুঁত, সম্রাজ্ঞীসুলভ চেহারা, সুন্দর মুখখানা যেন মুখোস একটা। অপূর্ব দুই

www.pathagar.com

চোখের স্পেনীয় সুলভ দৃষ্টিতে হোম্‌স্‌দের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে জিঘাংসা।

কেন এই অনধিকার চর্চা? এই অপমানকর চিঠিটা কেন দিয়েছেন? কাগজটা তুলে ধরে ইসাডোরা ক্লিন কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

হোম্‌স পাইপ টানতে টানতে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলেন—আপনার বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার যা বিশ্বাস তাতে তো মনে হয় না, আপনাকে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে? তবে একটু ভুল করে ফেলেছেন।

কি বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন—ক্লিন-এর রূঢ় প্রশ্ন।

হোম্‌স্‌ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে তীক্ষ্নস্বরে বললেন,—মিসেস ক্লিন ভণ্ডামী করার একটা সীমা আছে। আপনি ভেবেচিলেন আপনার গুণ্ডারা ভয় দেখিয়ে আমায় কর্তব্য থেকে চ্যুত করবেন। আপনিই আমায় বাধ্য করেছেন তরুণ ডগলাস মেবার্লির এই মামলাটা হাতে নিতে। বলেই হোম্‌স্‌ এবং ওয়াটসন উঠে পড়লেন—বিদায়, খুব শিগগির আবার দেখা হবে।

মিসেস ক্লিন আঁৎকে উঠলেন। ব্যাপারটা সামলাবার জন্যে হঠাৎ তাঁর ভেলভেটের মতো নরম হাত দিয়ে হোম্‌সের হাত চেপে ধরে বললেন, বসুন, বসুন, মি. হোম্‌স্‌। ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে। মানে, বন্ধু বলেই আপনাকে বিশ্বাস করছি। হোম্‌স্‌ মনে মনে হাসলেন। ক্লিন বললেন, আমি স্বীকার করছি আপনার মতো সাহসী লোককে ভয় দেখানোর চেষ্টা করাটা বোকামি হয়েছে।

হোমস বললেন—না—না, কিন্তু সত্যি যা বোকামি হয়েছে তা হল, এমন এক শয়তানের দলের আওতার মধ্যে আপনি পড়েছেন যারা আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে বা ফাঁস করে দিতে পারে!

ইসাডোরা ক্লিন-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বুক ফুলিয়ে বলল, না-না, অতোটা বোকা আমি নই। বলেইছি তো স্পষ্ট কথা বলবো, তাই বলছি—বার্নি স্টকডেল আর তার স্ত্রী সুসান ছাড়া আর কেউ জানে না কে তাদের কাজে লাগিয়েছে। আর তারাও,—মানে এই প্রথম নয়—এই পর্যন্ত বলে মাথা নেড়ে অর্থপূর্ণভাবে সুন্দর ভঙ্গীতে লোভনীয় হাসি হেসে উঠলেন।

হোম্‌স্‌ ঘাড় নেড়ে বললেন,—বুঝলাম। আগেও তাদের বিশ্বাস করে দেখেছেন, ঠকেন নি।

মিসেস ক্লিন বললেন, শিকারি কুকুর হিসেবে তারা ভালো নীরবে কাজ করে।

হোমস পরিষ্কার করে বললেন, এইসব ককুররা কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে সেই হাতকেই কামড়াতে চায় যে হাত তাদের খাইয়েছে। এই ডাকাতির দায়ে ধরা পড়বে তারা, ইতিমধ্যে পুলিশ তাদের পিছু নিয়েছে।

ওদের ভাগ্যে যা আছে তা ওরা নিজেরাই গ্রহণ করবে। এই শর্তেই ওদের টাকা দেওয়া হয়েছে। আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি না—ক্লীন সাফাই গেয়ে বললেন।

হোমস মুচকি হেসে বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু আমি যদি আপনাকে জড়াই?

না-না, আপনি নিশ্চয়ই তা করবেন না। আপনি ভদ্রলোক। এ হলো এক নারীর গোপন কথা।

তবে আমার প্রথম শর্ত আপনাকে মানতেই হবে, মানে, গল্পের পাণ্ডুলিপিটা আমাকে ফেরৎ দিন—হোম্‌স্‌-এর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন।

ঢেউ খেলানো হাসিতে ফেটে পড়লেন মিসেস ক্লিন। এগিয়ে গেলেন অগ্নিস্থানের দিকে। একরাশ পোড়া জিনিস সেখানে ছিল, শিক ঠুকে ঠুকে গুঁড়িয়ে ফেললেন ওগুলো। বললেন, ফেরত দেব এগুলো? এমন এক শয়তানি আর অপূর্ব রূপ তখন তাঁর মধ্যে ফুটে উঠল, আর এমন একটা বেপরোয়া হাসি, যে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

হোমস ঠাণ্ডা গলায় বললেন,—আপনার ভাগ্য তাহলে ওখানেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কাজ সারার ব্যাপারে আপনি অত্যন্ত তৎপর সন্দেহ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আর অপরাধটা আপনার এক তা গোড়া থেকেই।

www.pathagar.com

মিসেস ক্লিন স্বীকার করলেন, তা বটে। চমৎকার ছেলে এই ডগলাস, কিন্তু দেখা গেল আমার মতলবের সঙ্গে সে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। সে চায় আমাকে বিয়ে করতে। মি. হোম্‌স্—এক কপর্দকহীন সাধারণ লোককে কি করে বিয়ে করি আমি? কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। বিয়ে না করে তার তৃপ্তি নেই। একবার দেহটা দিয়েছিলাম তার অনুনয় বিনয় রক্ষা করতে। কিন্তু ওর নেশা পেয়ে বসেছিল। একবার দিয়েছি বলে সে ভেবেছিল চিরকালই দেব; এবং দেব কেবল তাকেই। এ সহ্য করা সম্ভব হল না, তাই শেষ পর্যন্ত তা বোঝাতে বাধ্য হলাম তাকে।

হ্যাঁ, ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে, আপনারই বাড়ির নিচে—হোমস তির্যক ভঙ্গিতে বললেন।

মিসেস ক্লিন একবার কেঁপে উঠলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আপনি তো তাহলে সবই জানেন। বার্নি আর তার দলবল ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আমি স্বীকার করছি, একটু রুক্ষভাবেই তা করেছিল। কিন্তু ও তখন কী করল সেটা দেখুন। কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে কখনও ওরকম করা সম্ভব? একটা বইয়ে ও ওর জীবনের কাহিনী লিখল আমাকে জড়িয়ে। অবশ্য নামধাম সব পাল্টে দিয়েছিল। কিন্তু লণ্ডনে এমন কে আছে যে বুঝবে না? আপনার কী মনে হয় মি. হোমস। বইটার একটি অবিকল নকল কপি আমার কাছে পাঠিয়ে লিখেছিল যাতে আগে থেকেই আমায় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। লিখেছিল লেখাটার আর একটা নকল আছে, সেটা প্রকাশ করার জন্যে। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তবে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে, কোনো প্রকাশকই ওই গল্পটি ছাপতে চায় নি। কিন্তু তারপরেই হয় ডগলাসের আকস্মিক মৃত্যু। কিন্তু যতোদিন না পাণ্ডুলিপিটার সেই নকলটা ধ্বংস হচ্ছে ততোদিন আমার নিরাপত্তা নেই। সেটা তার অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যেই থাকবে এবং সেগুলো তার মার কাছে আসবে জানতাম। তখন আমি দলটাকে কাজে লাগালাম। তাদের একজন ভৃত্য হয়ে বাড়িতে চাকরি নিল। কাজটা আমি সৎভাবেই হাসিল করতে চেষ্টা করেছিলাম। বাড়িটা আমি প্রথমে সমস্ত মালপত্র-সহ কিনতে চেয়েছিলাম, যে কোনো দামে। কিন্তু, আপনি তো জানেন আমার সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। তখন আমি এই উপায় নিতে বাধ্য হলাম। স্বীকার করছি, মি. হোমস ডগলালের ওপর আমি বড় নিষ্ঠুর হয়েছি এবং ঈশ্বর জানেন আমি তার জন্যে দুঃখিত। আমি আমার ভবিষ্যৎ তো আর নষ্ট করতে পারি না! কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন শার্লক হোমস, তারপর বললেন, হুঁ এবারও দেখছি আমায় একটা অপরাধের সঙ্গে আপোস করতে হচ্ছে। আচ্ছা, খুব আরামে পৃথিবী ভ্রমণ করতে কীরকম খরচ পড়তে পারে?

অবাক বিস্ময়ে ভদ্রমহিলা হোম্‌সের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন।

হোম্‌স্ বললেন, হাজার দশেক পাউন্ড বোধ হয়, তাই না? মিসেস ক্লিন বললেন আসছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে এসে একটি দশ হাজার পাউন্ডের চেক লিখে হোম্‌সের হাতে দিয়ে বললেন, মি. হোমস এটি ডগলাসের মায়ের হাতে দিয়ে দেবেন। আমি তাঁর পৃথিবী ভ্রমণের দায়িত্ব নিলাম। আরও যদি কিছু লাগে তাহলেও দেব।

হোম্‌স্ মিসেস্ ক্লিনকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ,—আপনার বুদ্ধির পরিচয় আবার পেলাম। তবে হ্যাঁ, সাবধান, মনে রাখবেন ধারালো অস্ত্র নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে গেলে নিজের কমনীয় হাতটাই কোনোদিন কেটে ফেলবেন কিন্তু। এবার থেকে একটু সমঝে চলবেন। আচ্ছা চলি। মি. হোমস এবং ড. ওয়াটসন বিদায় জানিয়ে উঠে পড়লেন এবং সেখান থেকে সোজা মিসেস মেরি মেবার্লির বাড়িতে।

সিংহের কেশর

ফিটসরয় ম্যাকফারসন হলেন বিজ্ঞানের শিক্ষক। সুন্দর এই তরুণটি, কিন্তু তাঁর জীবনে উন্নতির পথ বাত-জ্বরের পরেই হৃৎপিণ্ডের রোগের ফলে রুদ্ধ হয়ে গেছে। খেলায় ধুলোয় একটা স্বাভাবিক নৈপুণ্য তাঁর আছে। এবং যেসব খেলা খুব বেশি শ্রমসাপেক্ষ নয় সেগুলোয় অত্যন্ত পারদর্শী তিনি। শীত, গ্রীষ্ম নির্বিশেষে তিনি সাঁতরাতে যেতেন এবং যেহেতু হোমস নিজেও

www.pathagar.com

একজন পাক্কা সাঁতারু, তাই প্রায়ই একসঙ্গে সাঁতার কাটতেন ওয়াটসনও।

এমন সময় ভদ্রলোককে দেখা গেল। ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের ধারে যেখানে পথ শেষ হয়েছে, সেখানে তাঁর মাথাটা ওয়াটসনের চোখে পড়ল। তারপর সমস্ত শরীরটাই তার উপরে উঠে এল। মাতাল মানুষের মতো টলমল করছেন তিনি। পরমুহূর্তেই তিনি দু-হাত মাথার ওপর তুলে, ভয়ঙ্কর চিৎকার করে পড়ে গেলেন মুখ থুবড়ে। স্ট্যাকহার্স্ট আর হোমস দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে চিত করে শুইয়ে দিলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল তিনি আর বাঁচবেন না। কোটরাগত চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি আর ভয়াল বিবর্ণ গাল লক্ষ্য করে বোঝা গেল তার জীবনের পরিচয়। তারপর সাবধানতাসূচক দু-একটা কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। জড়ানো, অস্পষ্ট সে কথা, কিন্তু তাহলেও শেষ যে কথাটা প্রায় চিৎকারের মতো তার বিকৃত মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেটা হোমসরা শুনলেন—'সিংহের কেশর।' কথাটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, দুর্বোধ্য এবং অবোধ্যও বলা চলে। হোমস অনেক চেষ্টা করেও কথাটার অর্থ খুঁজে পেলেন না। তারপর ম্যাকফারসন তার অর্ধেকটা শরীর মাটি থেকে তুলে, মুহূর্তের মধ্যে দু-হাত আকাশে ছুড়লেন, তারপর পড়ে গেলেন কাৎ হয়ে। মৃত্যু হল তাঁর।

ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আকস্মিকতায় হোম্‌সের সঙ্গী স্ট্যাকহার্স্ট হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু হোমসের সমগ্র অনুভূতিই হয়ে উঠল অত্যন্ত সজাগ। এবং তিনি বুঝতে পাররেন যে এক অসাধারণ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি।

মৃত ম্যাকফারসনের পরণে ছিল বারবেরি ওভারকোট আর প্যান্ট, পায়ে ফিতে না দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতো। ওভারকোটটা কেবলমাত্র তাঁর কাঁধে লাগানো থাকায় পড়ে যাওয়ার সময় তা খসে গিয়ে তাঁর খোলা পিঠটা দেখা যাচ্ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন হোমস—পিঠে যেন কোনো পাতলা চাবুকের দাগ আর তা থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। বীভৎস ক্ষতগুলো তার কাঁধ আর পাঁজর ঘিরে দেখা যাচ্ছে। থুতনি বেয়ে রক্ত পড়ছে। কারণ যন্ত্রণার চোটে তাঁর নিচের ঠোঁট কামড়ে ফেলেছিলেন তিনি।

হোম্‌স মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন, আর স্ট্যাকহার্স্ট দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ ঐ প্রতিষ্ঠানের অঙ্কের মাস্টারমশাই আয়ান মার্ডাক সেখানে হাজির হলেন। ভদ্রলোক লম্বা, কালচে, রোগা এবং এতোই স্বল্পভাষী আর অমিশুকে যে তার কোনো বন্ধু ছিল না। তিনি সবসময় নিজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। ছাত্রেরা তাঁকে একটু অদ্ভুত বলে মনে করত। মাঝে মাঝে রেগে গেলে তার কয়লাকালো চোখের দৃষ্টিতে তাঁর কালো মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। একবার ম্যাকফারসনের ছোট কুকুরটার পর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কুকুরটাকে তুলে কাচের জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে খুবই পারদর্শী ছিলেন বলে তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। এই অদ্ভুত জটিল চরিত্রের মানুষটি তখন হোম্‌সদের পাশে দাঁড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলল—আহা, বেচারা। কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি। এদৃশ্যে তাকে বড়ই বিচলিত বলে মনে হল। বলা বাহুল্য সেই কুকুরের ঘটনার পর থেকে এদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল না।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি ছিলেন ওর সঙ্গে? বলতে পারেন কী হয়েছিল?

না না, আজ সকালে আমার দেরী হয়ে গেছিল। আদৌ নদীর তীরে আসিনি। সোজা 'গেবলস্' থেকে আসছি। কী করতে পারি এখন? আয়ান মার্ডাক বলল।

হোম্‌স্ বললেন, তাড়াতাড়ি ফুলওয়ার্থে চলে গিয়ে পুলিশে খবর দিন।

একটাও কথা না বলে দৌড়ে তিনি চলে গেলেন। স্ট্যাকহার্স্টের ঘোর তখনও কাটে নি, তিনি মৃতের কাছেই রইলেন। আর হোমস রাস্তার ওপরে উঠে একদৃষ্টিতে সমস্ত অঞ্চলটা দেখে নিলেন। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। শুধু অনেক দূরে দু-একটা কালো মূর্তি ফুলওয়ার্থ গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল।

www.pathagar.com

মামলাটার গভীরে প্রবেশ করেছেন হোম্স্। এরকম আশ্চর্য মামলা তার মুখ কমই এসেছে। বড়জোর পনেরো মিনিট, তার বেশিক্ষণ ম্যাকফারসন সমুদ্রতীরে থাকেন কি। স্ট্যাকহার্স্ট, গেবলস থেকে তাঁর পিছু পিছু আসছিলেন, অতএব এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি স্নান করতে গিয়েছিলেন, পোশাক ছেড়েছিলেন, খালি পায়ের ছাপই তার প্রমাণ। তারপর হঠাৎ তাড়াতাড়িতে কোনরকমে পোশাক পরে নেন। পোশাকগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেল ওগুলো সব কোঁকড়ানো, মোচড়ানো এবং বোতাম না লাগানো। আর ফিরে এসেছেন স্নান না করেই আর যদি বা স্নান করে থাকেন, গা না মুছে। এই মতলব পাল্টাবার কারণ হলো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অমানুষিক কোনো আতঙ্ক। সেই আতঙ্কের বিভীষিকায় নিজের ঠোঁট কামড়ে ফেলেছিলেন। এবং যেটুকু ক্ষমতা তখনও অবশিষ্ট ছিল তাতে করে গুঁড়ি মেরে এগোতে গিয়ে মারা পড়েছেন। কার এই বর্বরোচিত কাজ? অবশ্য পাহাড়ের নিচে কয়েকটা গুহা আছে, কিন্তু সূর্য তখনো নিচে, সূর্যের আলোয় গুহাগুলোর ভেতরটাও বেশ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সেখানে কারও লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। সমুদ্রে গোটা দুই তনি মাছ ধরার নৌকো, খুব বেশি দূরে নয় সেগুলো। নৌকোর যাত্রীদের পরীক্ষা করা যেতে পারে।

শেষপর্যন্ত মৃতদেহের কাছে যখন ফিরে এলেন, দেখলেন বেড়াতে আসা মানুষের একটা ছোটখাটো দল সেখানে ভীড় জমিয়েছে। আয়ান মার্ডাক গ্রামের পুলিশ অ্যান্ডারসনকে নিয়ে ঠিক সেই সময়েই ফিরে এসেছেন। লোকটি বলিষ্ঠ, গুম্ফবিশিষ্ট, সাসেক্সের মানুষের মতো একটু মন্থর। কম কথা বলেন, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। সবকিছু সে শুনল এবং নোট করল। তারপর সে মি. হোমসকে একান্তে নিয়ে গিয়ে বলল—আপনার উপদেশ পেলে উপকৃত হব মি. হোম্স্। এতো বড়ো একটা ব্যাপারের কিনারা করা আমার পক্ষে কঠিন, এবং না পারলে আমাকে লিউইসের কাছে কথা শুনতে হবে।

হোম্স্ তাকে একজন তার ওপরওয়ালা আর একজন ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। আর নির্দেশ দিলেন, কোনো কিছুই যেন নড়াচড়া করা না হয় এবং যেন নতুন পায়ের ছাপ বেশি না পড়ে যতোক্ষণ না তাঁরা আসছেন। ইতিমধ্যে হোম্স্ মৃতদেহের পকেট খুঁজে রুমাল, একটা ছোট আর একটা মস্ত বড় ছুড়ি, ভাজ করা কার্ডের বাক্স পেলেন। কার্ডের বাক্স থেকে একটুকরো কাগজ বেরিয়ে ছিল। হোমস তা নিয়ে পুলিশটির হাতে দিলেন। আঁকাবাঁকা মেয়েলি হাতে তাতে লেখা : 'অতি অবশ্যই আমি ওখানে থাকব—মডি'। প্রেমের ব্যাপার বলেই মনে হল, কোথায় এবং কখন, তা জানা গেল না। কার্ডের বাক্সে পুনরায় সেটা রেখে দিয়ে, তারপর অন্যসব জিনিসের সঙ্গে সেটাও মৃতের পকেটে রেখে দেয়া হল। হোমস প্রাতরাশের জন্যে বাড়ি ফিরে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, যাতে গুহাগুলো ভালো করে খোঁজ করে দেখা হয়।

দুই তিনঘণ্টা বাদে বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে স্ট্যাকহার্স্ট এসে খবর দিলেন মৃতদেহ গেবলসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে করোনারের বিচার হবে। গুহাগুলোতে কিছু পাওয়া যায় নি। তবে ম্যাকফারসনের ডেস্কের কাগজগুলো পরীক্ষা করে জানা গেছে, ফুলওয়ার্থের মিস্ মড বেলামির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। চিঠিগুলো পুলিশের কাছে আছে।

হোম্স্ অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, তাহলে তো এখন মেয়েটির খোঁজ করে দেখতে হবে। চেনেন তাঁকে?

স্ট্যাক্হার্স্ট সানন্দে বললেন, সকলেই তাঁকে চেনে। ও অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দরী সে। সত্যিকারের সুন্দরী। অনেক লোকের ভিড়ে তাঁকেই প্রথমে চোখে পড়ে। জানতাম ম্যাকফারসন তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু জানতাম না, তা এতো দূর গড়িয়েছে?

হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু কে সেই মহিলা?

স্ট্যাক্হার্স্ট উত্তর দিলেন—সে হল বুড়ো মি. টম বেলামির কন্যা। ফুলওয়ার্থের যাবতীয় নৌকার মালিক তিনি। জীবন শুরু করেছিলেন জেলে হিসেবে। এখন মোটা টাকা করেছেন।

www.pathagar.com

ওর ছেলের চিনির কল আছে। চলুন আমিই নিয়ে যাব আপনাকে।

মি. বেলামিকে মনে হল মধ্যবয়সী। তাঁর মাথার চুল জ্বলজ্বলে লাল। অত্যন্ত খারাপ মেজাজে ছিলেন তিনি। মুখের রঙও মাথার চুলের মতো হয়ে উঠেছে। বলে উঠলেন, তনা মশাই, কোনো খুঁটিনাটি বিষয় আমি জানাতে চাই না। আমার এই ছেলেও—এই বলে, এক স্বাস্থ্যবান গোমড়ামুখো প্রকাণ্ড মাথার এক তরুণ বসবার ঘরের এক কোণে ছিল—তাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে একমত যে, মি. ম্যাকফারসন যেভাবে মড্-এর সঙ্গে ব্যবসার করতেন তা রীতিমতো অপমানকর। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে করবেন একথা তিনি একবারও বলেন নি, অথচ তবুও চিঠি লিখতেন, ওর সঙ্গে দেখা করতেন। তাছাড়াও এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে আমরা তার অভিভাবক হিসেবে কিছুতেই মানতে পারছি না। ওর মা নেই, আমরা ঠিক করেছি—

ঠিক এমন সময় মেয়েটি স্বয়ং এসে তার বাবার কথাটা কেড়ে নিয়ে স্ট্যাকহার্স্টের সামনে দাঁড়াল।

হোমস তাঁর সৌন্দর্যে প্রথমটায় একটু অভিভূত হলেও মস্তিষ্কের দ্বারা তিনি হৃদয়াবেগকে সংবরণ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, মি. ম্যাকফারসন মারা গেছেন। অতএব সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বলতে ইতস্তত করবেন না।

মি. বেলামির ছেলে উইলিয়াম গাঁক্, গাঁক্ করে বলল—আমার বোন্‌কে কেন এ ব্যাপারে জড়ানো হচ্ছে?

তীক্ষ্ণ, কঠিন দৃষ্টিতে মেয়েটি তাকাল ভাইয়ের দিকে। সেটা আমি বুঝবো, উইলিয়াম। তুমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলালে খুশি হবো। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, একটা অপরাধ ঘটে গেছে। যদি অপরাধীকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারি তো মৃতের পক্ষে কিছু কাজ করা হবে বলে আমি মনে করি।

স্ট্যাকহার্স্টের মুখে মিস্‌ট মড সব শুনল সংক্ষেপে। এমন সংযত হয়ে মনোযোগ সহকারে শুনল যে আমার মনে হল যে, কেবল অপরূপ রূপই নয়, প্রচুর চরিত্র বলও তার আছে। মড বেলমিকে দেখে মনে হলো হোমসকে সে চিনেছে। কারণ শেষ পর্যন্ত সে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর ভগ্নস্বরে বলল, ওদের বিচারের ব্যবস্থা করুন মি. হোমস। এ ব্যাপারে আমার সহানুভূতি, আমার সাহায্য আপনি পাবেন। মনে হল কথাটা যেন বলবার সময় সে অবজ্ঞার চোখে বাবার আর ভাইয়ের দিকে তাকাল।

হোমস বললেন, ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপনি বললেন, 'ওদের'? মানে আপনি কি তাহলে মনে করেন এ ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তির হাত আছে?

মেয়েটি বলল—মি. ম্যাকফারসনকে আমি ভালো করেই জানতাম। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে তাঁকে অমন আঘাত করা অসম্ভব।

হোম্‌স্ বললেন—আপনার সঙ্গে আড়ালে একটু কথা বলতে পারি?

ঠিক তখনই মেয়েটির বাবা ধমক দিয়ে তাকে বলল—খবরদার এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বি না।

অসহায়ভাবে মিস মড হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী করব তাহলে?

হোম্‌স্ বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, ক-দিনের মধ্যেই তো পৃথিবীসুদ্ধ লোক সব কিছু জানতে পারবে। সকলের সামনে আলোচনা করলেও কিছু যায় আসে না। অবশ্য আলোচনাটা গোপনে হলেই ভালো হত। কিন্তু আপনার বাবা যখন আপত্তি করছেন, তখন তিনিও শুনুন। হোমস মৃতের পকেটে পাওয়া চিঠিটার কথা উল্লেখ করে বললেন—এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য জানতে চাই প্রথমে।

মড বলল—রহস্যের তো কোনো কারণ দেখি না। আমাদের বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেছিল, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করি নি কারণ ম্যাকফারসনের কাকা খুব বুড়ো হয়েছেন। বোধ হয়

www.pathagar.com

আর বেশিদিন বাঁচবেন না। হয়তো তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করলে তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। এ ছাড়া আর কোনো কারণ ছিল না।

সেকথা তো বলতে পারতিস আমাদের—গর্জে উঠলেন বাবা। মেয়েটি বলল—তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের অহেতুক খারাপ ধারণার জন্যেই আমি বলিনি। আর, ওই দেখা করার কথা যেটা বলেছেন, সেটা হচ্ছে, এই বলে সে তার জামার মধ্যে হাত চালিয়ে একটা দোমড়ানো কাগজ বার করল। বলল—সেটা হচ্ছে এই চিঠিটার উত্তর। চিঠিটা হল—প্রিয়তমে, মঙ্গলবার ঠিক সূর্যাস্তের পরে, সমুদ্রতীরের সেই পুরোনো জায়গাটায়। একমাত্র ওই সময়েই আমি দেখা করতে পারব। এফ. এম.। আজই হচ্ছে মঙ্গলবার, আজ সন্ধ্যায়, আমি দেখা করতে যাব ঠিক করেছিলাম।

হোম্‌স্ চিঠিটা পরীক্ষা করে বললেন, এটাতো ডাকে আসে নি, কী করে এটা পেলেন?

মেয়েটি সোজাসুজি বলল—এ কথার আমি উত্তার দেব না। আপনার তদন্তের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে ওই মৃত্যুর ব্যাপারে সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন যে-কোনো প্রশ্নের আমি মন খুলে উত্তর দেব।

কথাটা সে রেখেছিল। কিন্তু এমন কিছু জানা গেল না যাতে তদন্তের ব্যাপারে কোনো সুবিধা হতে পারে। এমন কিছু তার মনে পড়ে না যা থেকে মনে হতে পারে মি. ম্যাকফারসনের কোনো গুপ্ত শত্রু আছে। তবে একথা স্বীকার করল যে তার নিজের অনেক স্তাবক ছিল।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, মি. মার্ডক কি তাদের মধ্যে পড়ে? সেও কি তার স্তাবক ছিল?

এ কথায় মেয়েটি লজ্জার হাসি হাসল। মনে হল কী বলবে ঠিক করতে পারছে না। তারপর বলল, একসময় মনে হতো তাই। কিন্তু যখন তিনি আমাদের আসল সম্বন্ধটা বুঝলেন, তারপর থেকে তাঁর মনে সে ভাব আর জেগে ওঠে নি।

মি. মার্ডক-এর ওপরে যে ছায়া ছায়া ভাব হোম্‌সের মনে ছিল তা যেন ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। হোম্‌স্ ভাবলেন তাঁর অতীতটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তাঁর ঘরগুলোও। এ ব্যাপারে স্ট্যাকহার্স্টের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্য পাব, কারণ তার মনেও সন্দেহ দানা বাঁধছিল মার্ডক-এর উপর। হোম্‌স্‌রা ফিরে এলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। করোনারের তদন্তে কোনো আলোকপাত না হওয়ায় মুলতুবি রইল, ভবিষ্যতে আরও সাক্ষ্যের আশায়। স্ট্যাকহার্স্ট খুব সাবধানে তাঁর এই কর্মচারীটি সম্বন্ধে খোঁজখবর করলেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। হোম্‌স্ একা সমস্ত জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখলেন সশরীরে এবং মনে মনে কিন্তু নোতুন কোনো সমাধানে পৌছতে পারলেন না। আর কোনো মামলাতেই হোমসকে তার ক্ষমতার শেষ সীমায় গিয়ে পৌছতে হয় নি। এমনকি মনে মনেও কোনো সমাধান করতে পারলেন না। আর তারপরেই এল কুকুরের ব্যাপারটা।

হোমসের এক বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী খবর দিলে, মি. ম্যাকফারসনের কুকুরটা মারা গেছে।

এ ধরনের কথা শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না হোমস। প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছিল কুকুরটার?

মনিবের শোকে মারা গেছে—বৃদ্ধটি বলল। আর আশ্চর্যের কথা কুকুরটি এতোই প্রভুভক্ত ছিল যে, সমুদ্রতীরে ঠিক যে জায়গাটায় তার মনিব মারা গেছিল, ঠিক সেই জায়গায় কুকুরটিকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে—সবাই এই কথাই বলছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে হোমস বেরিয়ে পড়লেন। পড়ার ঘরে ছিলেন স্ট্যাকহার্স্ট। হোমসের অনুরোধে তিনি মাডবেরি আর ব্লাউন্টকে ডেকে পাঠালেন, এই দুই ছাত্রই মরা কুকুরটাকে দেখতে পেয়েছিল। ওদের একজন বলল, জলাশয়ের ঠিক ধারটায় পড়েছিল ওটা। হোমস প্রভুভক্ত ছোট্ট প্রাণীটিকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। হলঘরের মাদুরের ওপরে কুকুরটা শোয়ানো ছিল। শরীরটা একেবারে শক্ত হয়ে গেছে। চোখদুটো যেন বেরিয়ে আসছে কোটর

www.pathagar.com

থেকে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দোমড়ানো, মোচড়ানো, সমস্ত শরীর দিয়ে যন্ত্রণা ফুটে বেরোচ্ছে।

গেবলস থেকে হাঁটতে হাঁটতে হোমস জলাশয়টার কাছে এলেন। সূর্য অস্ত গেছে, পাহাড়ের ক্ষওয়া ডালের ওপর কালো হয়ে পড়েছে। কোথাও জনমানব নেই, জীবনের কোনো সাড়া নেই কেবল দুটো সামুদ্রিক পাখি ছাড়া। মাথার ওপরে তারা ঘুরে ঘুরে চিৎকার করছে। কমে আসা আলোয় অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল বালিল ওপর কুকুরটার পায়ের ছাপ, যে পাথরটার ওপর তার প্রভুর তোয়ালেটি পড়েছিল সেটা ঘিরে এই পায়ের ছাপগুলো। অনেকক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন। ক্রমেই ছায়া আরো নিবিড় হয়ে হোম্‌স্‌কে ঘিরে ফেলতে লাগল। শেষপর্যন্ত বাড়ির পথ ধরলেন হোমস। রাস্তাটার ঠিক মোড়ের কাছটায় এসে হোমসের মাথায় বিদ্যুৎচমকানোর মতো একটা ব্যাপার মনে এল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে ছাদে একটা চিলকোঠার বইভর্তি ঘরে চলে এসে ঘন্টাখানেক ধরে খানা তল্লাসের পর চকোলেট আর রুপালি মলাটের একটা বই নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এই বইটার একটা বিশেষ অধ্যায় বারবার পড়তে লাগলেন হোম্‌স্‌। ব্যগ্রভাবে খুঁজতে লাগলেন সেটা। অবশেষে মুখে হাসি ফুটে উঠল তার। অনেক রাতে শুতে গেলেন পরের দিনের জন্য মনে প্রচুর ঔৎসুক্য নিয়ে।

পরদিন সকালে চা-পর্ব সেরে সমুদ্রতীরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন হোম্‌স্‌ এলেন দেখা করতে। ভদ্রলোক ধীর স্থির, শক্ত সমর্থ, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে গভীর চিন্তা। বললেন, আপনার প্রচুর অভিজ্ঞতা স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, মানে অভয় যদি দেন একান্ত ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা তাহলে বলি।

হোম্‌স্‌ আশ্বাস দিলেন, মি. বার্ডল বললেন, স্যার, আমি ম্যাকফারসনের মামলায় অনেকখানি এগিয়েছি, এখন বুঝে উঠতে পারছি না গ্রেপ্তার করবো কিনা অপরাধীকে?

মানে, আয়ান মার্ডককে?—হোম্‌সের প্রশ্ন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিশ অফিসার বললেন, ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝবেন অন্য কারো পক্ষে এ সম্ভভ হতে পারে না। হোমস বললেন, আমি যে পথে তদন্ত করছিলাম আপনিও সেই একইপথে চলেছেন দেখছি। মি. মার্ডকের চরিত্রের মধ্যে যে রহস্য আছে তার কথা ভাবলে তাকে অপরাধী মনে করা স্বাভাবিক। ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফেটে পড়েন তিনি, যেমনটি দেখা গেছে কুকুরটার ব্যাপারে। অতীতে ম্যাকফারসনের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথা আর মিস মড বেলামির প্রতি ম্যাকফারসনের আকর্ষণের ফলে হয়তো তাঁর আপত্তি, এসবও সেই দিকেই নির্দেশ করে সন্দেহ নেই। আর সন্দেহের চূড়ান্তের কারণ হল, সে মার্ডক খুব সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে সবরকম বন্দোবস্ত করছেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর বার্ডল উত্তেজিত হয়ে বললেন—এরকম একটা প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও যদি ওঁর পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে না পারি তো আমাদের খুবই মুশকিলে পড়তে হবে। হোম্‌স্‌ শ্লেষ মিশ্রিতস্বরে বললেন, ভেবে দেখুন তাহলে, আপনার মামলায় কতো ফাঁক রয়ে গেছে। অপরাধের দিন সকালবেলা যে উনি অন্যত্র ছিলেন এ প্রমাণ করা তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হবে না। শেষমুহূর্তেও তিনি তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে ছিলেন, এবং ম্যাকফারসনকে যখন শেষ দেখা গিয়েছিল তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি পেছন দিক থেকে আমাদের কাছে আসেন। আরো ভেবে দেখুন, তাঁর মতো বলিষ্ঠ এক ব্যক্তিকে কারো সাহায্য না নিয়ে অমন আঘাত করা কি একেবারেই অসম্ভব নয়? আর, যে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল সেটার কথা ভেবে দেখুন।

তা কোনও রকমের চাবুক ছাড়া আর কী-ই বা হবে? বার্ডল বললেন। হোমস জিজ্ঞাসা করলেন, পরীক্ষা করে দেখেছেন আঘাতগুলো? বার্ডল উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তারও পরীক্ষা করে দেখেছেন। হোম্‌স গভীর স্বরে বললেন,—আমি আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, ওই দাগগুলো খুবই অস্বাভাবিক। তাক থেকে একটা বড়ো করে ছাপানো ফটো নিয়ে এসে বার্ডলকে দেখিয়ে বললেন, এসব ব্যাপারে আমি এইভাবেই কাজ করে থাকি। এবার

www.pathagar.com

দেখুন এই ক্ষতচিহ্নটার কথা ধরা যাক। এটা ওঁর ডান কাঁধ ঘিরে দেখা গেছে। কিছু বুঝতে পারছেন?

পুলিশ ইন্সপেক্টর মাথা নেড়ে বললেন—না তো। হোম্‌স্‌ বলতে লাগলেন, এইকথা জায়গায় রক্ত উপছে পড়েছে, এই আবার আর এক জায়গায় অনেকটা এই ধরনের চিহ্ন এই ক্ষতচিহ্নটাতেও। এর কী অর্থ বলতে পারেন? বার্ডলের কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে হোম্‌স্‌ কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে গিয়ে বললেন, খুব শিগগিরি এসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবো। যখনই জানতে পারবো কী থেকে ঐ ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তখনই আমরা অপরাধীর অনেকটা কাছাকাছি হয়ে পড়ব।

পুলিশটি বললেন, আমার এই মুহূর্তে একটা ধারণা মনে জাগছে, হয়তো অসম্ভব। সেটা ধরুন যদি গনগনে গরম কোনো তারের জাল ওঁর পিঠে লাগানো হয় তাহলে এই যে কোনো কোনো জায়গায় বেশি করে রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর কারণ হয়তো এই যে, সেইসব জায়গাতেই তারগুলো পরস্পর মিলিত হয়েছে।

হোমস সোল্লাসে চিৎকার করে বললেন, চমৎকার! চমৎকার! আপনি সমস্যার কাছাকাছি আসতে সমর্থ হয়েছেন।

এমন আলোচনা যখন চলছিল, হঠাৎ বাইরের দরোজাটা সশব্দে খুলে গেল। গলিপথে অসমান পথের আওয়াজ। টলতে টলতে প্রবেশ করলেন আয়ান মার্ডাক—মুখে রক্ত নেই, চুল উস্কোখুস্কো, পোশাক অসংবৃত। হাড়সার হাতে চেয়ার ধরে সিধে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। খাবি খেতে খেতে বলে উঠলেন, ব্র্যান্ডি! ব্র্যান্ডি! তারপরেই আর্ত আওয়াজ তুলে সোফার ওপর পড়ে গেলেন। পেছন পেছন স্ট্যাকহার্স্ট ঘরে ঢুকলেন। মাথায় টুপি নেই, ভীষণ হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছেন। তিনিও বলে উঠলেন হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্র্যান্ডি! প্রায় শেষ অবস্থা ওঁর। কোনো রকমে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি, দু-দু'বার পথে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন—স্ট্যাকহার্স্ট বললেন।

নির্জলা ব্র্যান্ডি আধ গেলাস মতো খাওয়ানোর ফলে এক আশ্চর্য পরিবর্তন তাঁর মধ্যে এল। এক হাতে ভর দিয়ে উঠে কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কাঁধ থেকে। চিৎকার করে উঠলেন—ঈশ্বরের দোহাই—তেল, আফিম, মর্ফিন—যা আছে দিন। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না।

দৃশ্যটা দেখে চিৎকার করে উঠলেন মি. হোমস এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর। ভদ্রলোকের খালি পিঠের ওপর সেই একই ধরনের লাল, জ্বলন্ত রেখার কাটাকাটি যার ফলে মি. ফিটসরয় ম্যাকফারসনের মৃত্যু হয়।

যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশি হচ্ছিল, এবং কেবলমাত্র ক্ষতস্থানেই সীমিত ছিল না, কারণ মাঝে মাঝেই তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। যতোবার মুখে ব্র্যান্ডি ঢেলে দেওয়া হলো প্রত্যেকবারই তাঁর মধ্যে জীবনের আভাস সঞ্চার হতে লাগল। তুলোয় ভিজিয়ে স্যালাড তেল ক্ষতস্থানগুলিতে লাগাবার পর মনে হলো যন্ত্রণার কিছু উপশম হল। শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথাটা ভারী হয়ে সোফায় ঢলে পড়ল। জীবনী শক্তির শেষবিন্দু পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেল—আধো ঘুম আর আধো অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে থেকে অন্তর যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেলেন তিনি।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় পেলেন ওঁকে? স্ট্যাকহার্স্ট বললেন, সমুদ্রের তীরে ঠিক যে জায়গাটায় বেচারা ম্যাকফরসন মারা পড়েন। এঁর হৃৎপিণ্ডটা যদি মি. ম্যাকফরসনের মতো দুর্বল হত এঁকেও আর তাহলে রক্ষা পেতে হত না। নিয়ে আসতে আসতে একাধিকবার আমার মনে হয়েছে আর বুঝি বাঁচানো যাবে না। ওখান থেকে অনেক দূর বলে গেবল্‌স্‌-এ না গিয়ে এখানে নিয়ে এলাম। একটু দম নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, পাহাড়টার ওপর বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ওঁর চিৎকার শুনতে পাই। জলের ধারে উনি মাতালের মতো গড়াচ্ছিলেন। দৌড়ে কাছে গিয়ে কিছু পোশাক ওঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমি নিয়ে এলাম ওঁকে। ঈশ্বরের

www.pathagar.com

দোহাই মি. হোম্‌স্ আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করুন আমাদের এ অঞ্চলকে। জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সারা জগৎ জুড়ে আপনার সুনাম, আর আপনি আমাদের জন্যে এটুকু করতে পারবেন না?

হোমস আশ্বাস দিয়ে বললেন, মনে হয় পারব, মি. স্ট্যাকহার্স্ট। আসুন আমার সঙ্গে, আর আপনিও আসুন ইন্সপেক্টর, দেখা যাক এই খুনেকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি কি না।

অচেতন মার্ডাককে গৃহকর্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রেখে ওরা তিনজন সেই খুনে জলাশয়ের কাছে এলেন। নুড়িপাথরের ওপর এক জায়গায় কিছু পোশাক আর তোয়ালে মার্ডাক জড়ো করে রেখেছিলেন। হোমসের সঙ্গীরা তাঁর পেছেন পেছন ঘুরছিলেন। জলাশয়ের বেশিরভাগ জায়গাতেই জল খুব কম, কিন্তু পাহাড়টার নিচে যে যে জায়গাটা গর্ত মতো, যেখানকার গভীরতা হবে চার কি পাঁচ ফুট। যে কোনো সাঁতারুই এখানটায় যাবে, কারণ এখানকার জল টলটলে, সবুজ স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। এর উপরে পাহাড়টার নিচে একসার পাথর। এগিয়ে চললেন হোমস সেই বরাবর, নিচের গভীরতার দিকে তাকেতে তাকাতে। সবচেয়ে গভীর আর শান্ত জলের ওপর আসতে সেই বস্তু হোম্‌সের চোখে পড়তেই তিনি চিৎকার করে বললেন, সায়ানিয়া, সায়ানিয়া! দেখুন দেখুন, সিংহের কেশর দেখুন।

হোমস যে আশ্চর্য বস্তুটির দিকে নির্দেশ করলেন সত্যিই যেন সেটা কোনো সিংহের কেশর থেকে কেটে নেওয়া, জট পাকিয়ে গেছে। জলের ফুট তিনেক নিচে একটা পাথুরে তাক মতো, সেখানে ছিল সেটা। রোমশ একটা প্রাণী। অদ্ভুতভাবে দুলছে। আর থরথর করে কাঁপছে। হলদে কেশরগুলোর মধ্যে সাদা সাদা রেখা। ধীরে ধীরে কখনও ফুলে উঠছে, কখনও বা কুঁকড়ে যাচ্ছে।

হোম্‌স্ বলে উঠলেন, অনেক অনিষ্ট ও করেছে, ওর দিন শেষ! আসুন তো মি. স্ট্যাকহার্স্ট, সাহায্য করুন দেখি, খুনেটাকে একেবারে খতম করে দিই—বলে একটা প্রকাণ্ড পাথর ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দিলেন। প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করে পাথরটা সেই তাকের ওপর গিয়ে পড়ল। হলদে ঝিল্লির এক প্রান্তের ঝাপটানি দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে প্রাণীটি এই পাথরের নিচে চাপা পড়েছে। একটা পুরু তৈলাক্ত বস্তু পাথরটার তলা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়াতে ছড়াতে ওপর দিকে উঠতে লাগল।

ইন্সপেক্টর বললেন—এ তো কিছুই বুঝছি না। কী মি. হোমস? আমার জন্ম-কর্ম তো সবই এই অঞ্চলে, কিন্তু তবুও এমনটি তো কখনোই দেখিনি। সাসেক্সের জিনিস এ নয়।

হোমস বললেন—সাসেক্সের সৌভাগ্য এটা। মনে হয় দক্ষিণ পশ্চিমের ঝড়ের তোড়ে হয়তো এসে পড়ে থাকবে। আসুন আপনারা আমার বাড়ি। এমন একজনের মারাত্মক অভিজ্ঞতার কথা শোনাবো, সমুদ্রের এই ভয়াল প্রাণীর সঙ্গে যাঁর মোলাকাত কোনোদিন তিনি ভুলতে পারেন নি।

সবাই যখন হোম্‌সের পড়বার ঘরে পৌঁছলেন তখন মার্ডাক অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, উঠে বসেছেন। তাঁর হতবুদ্ধিভাব তখনও কাটে নি। থেকে থেকে কেঁপে উঠছেন। ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন কী তার হয়েছিল কিছুই মনে করতে পারছেন না। শুধু মনে আছে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছিল, তাঁর সমস্ত শক্তি আর ধৈর্য প্রয়োগ করে তবে তিনি তীরে আসতে পেরেছেন।

হোম্‌স্ একটা ছোট্ট বই তুলে নিয়ে বললেন, বিখ্যাত পর্যবেক্ষক মি. জে. জে. উড-এর লেখা এ বইয়ের নাম "ঘরের বাইরে"। এই কুৎসিত প্রাণীর কবলে পড়ে মি উড প্রায় মরতে বসেছিলেন, তাই এই বিষয়ে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে তিনি বইটা লিখেছেন। এই প্রাণীটার পুরোনাম হচ্ছে সায়ানিয়া ক্যাপিলেট। এ আক্রমণ কেউটের ছোবলের মতোই মারাত্মক। একটু পড়ে শোনাই আপনাদের—"স্নান করতে করতে যদি কখনও এমন কোনো বস্তুর দেখা পান যার রঙ সিংহের কেশরের মতো আর তাতে সাদা সাদা রেখা, খুব সাবধান! এ হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণী, সায়ানিয়া ক্যাপিলেটা, অত্যন্ত মারাত্মক তারজালের মতো তার হুল... আঘাতের

www.pathagar.com

জায়গায় যে যন্ত্রণা, সেই মারাত্মক যন্ত্রণার সামাগ্রিকতার কাছে কিছুই নয় তা। সে যন্ত্রণা এমনভাবে বুক ভেদ করে যায় ছিটা গুলির মতো যে হৃৎপিণ্ড ছয় সাতবার এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো, যেন বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। পুরো একবোতল ব্র্যান্ডি খেয়ে তবে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। বইটা আপনাকে দিচ্ছি ইন্সপেক্টর—এই বই পড়ে আপনি ম্যাকফারসনের দুর্ভাগ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ পেয়ে যাবেন।

এবার মি. মার্ডাক বাঁকা হাসি হেসে বললেন, যাই হোক তাহলে আমার ওপর থেকে আপনাদের সন্দেহটা গেল। ইন্সপেক্টর, আপনাকে বা মি. হোমসকে দোষ দিচ্ছি না, কারণ এহেন ক্ষেত্রে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

হোমস বললেন, না মি. মার্ডাক তার আগেই আমি পথ খুঁজে পেয়েছিলাম। এবং যদি যতোটা ভোরে বেরোতে চেয়েছিলাম তা পারতাম নিশ্চয়ই তাহলে আপনাকে ওই বীভৎস অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়তে হত না।

সাসেক্স ভ্যামপায়ার

একটা চিঠির ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন হোম্‌স্। অনেকক্ষণ পর পড়া শেষ হলে কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন হোম্‌স্। শেষ পর্যন্ত ভাবাবেশ কাটিয়ে চম্‌কে উঠলেন তিনি। ড. ওয়াটিসনকে সামনে দেখে বললেন, আচ্ছা! চিঠিতে লেখা আছে চিজম্যান্‌স, ল্যাম্বার্লি। ল্যাম্বার্লি কোথায় ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—সাসেক্সে, হর্সহ্যাসের দক্ষিণে। হোম্‌সের প্রশ্ন খুব বেশি দূরে তাহলে নয়, তাই না? আর চিজম্যানস? ও অঞ্চলটা আমার জানা হোমস—ওয়াটসনের সংক্ষিপ্ত উত্তর—অনেক পুরোনো বাড়ি ও অঞ্চলে, শত শত বছর আগে যারা তৈরি করেছিল তাদের নাম বহন করে আসছে। দেখবে—অডলি, হার্ভে আর ক্যারিটন্‌স্। লোকগুলোকে ভুলে গেলেও তাদের নামগুলো এখনও বাড়ির সঙ্গে রয়ে গেছে।

ঠিক বলেছো ওয়াটসন, নিরুত্তাপ গলায় হোম্‌স্ বললেন, যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ল্যাম্বার্লির চিজম্যানস সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য জানা যাবো। আর যা ভেবেছিলাম, চিঠিটা রবার্ট ফার্গুসনেরই বটে। ভালো কথা, উনি তোমার পরিচিত বলে দাবি করছেন হে।

ওয়াটসন বললেন, আমার পরিচিত!

পড়েই দেখোনো—বলে হোম্‌স, ওয়াটসনের হাতি চিঠিটা দিলেন। চিঠিটা পড়তে লাগলেন হোম্‌স্—'প্রিয় মি. হোম্‌স্ আমার উকিলরা এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা এমনই গোপনীয় যে এ নিয়ে আলোচনা করাই কঠিন। ব্যাপারটা আমা রএক বন্ধুর, তাঁর হয়েই আজি কাজ করছি। বছর পাঁচেক আগে তিনি এক পেরুদেশীয় মহিলাকে বিয়ে করেন। অপূর্ব সুন্দরী মহিলাটি, কিন্তু বিদেশী বলে এবং অন্য ধর্মাবলম্বী বলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে স্বার্থ নিয়ে প্রায়ই গরমিল হত এবং ফলে কিছুকাল পরে হয়তো মহিলাটির প্রতি তাঁর ভালোবাসায় ঘাটতি পড়ে, মনে হয় বিয়েটা ভুল হয়েছে। তিনি অনুভব করতেন তাঁর স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যা তিনি কোনোদিন বুঝতে পারবেন না। ব্যাপার অত্যন্ত দুঃখের, কারণ তাঁর মন স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল, স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত বলে তাঁকে মনে হত।

আসলে এ চিঠির উদ্দেশ্য হল, আপনাকে পিরিস্থিতিটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করানো এবং এ বিষয়ে আপনার কোনো কৌতূহল জাগছে কিনা সেটা জানা। মহিলাটির মধ্যে অত্যন্ত অদ্ভুত কিছু লক্ষ্মণ দেখা দিতে লাগল, যেমনটি তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ, কারণ এমনিতে অত্যন্ত শান্ত আর মিষ্টি স্বভাবের তিনি। ভদ্রলোকের দুটো বিয়ে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একটি পনেরো বছরের ছেলে আছে। তবে ছেলেবোয় এক দুর্ঘটনার ফলে বেচারা পঙ্গু। দু-একবার দেখা গেছে তাঁর স্ত্রী

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ বিনা কারণে ছেলেটিকে মেরেছেন। একবার লাঠি দিয়ে মারের চোটে ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে গেছিল। মহিলাটির নিজেরও একটি ছেলে হয়েছিল। চমৎকার শিশুটি, বয়স তাঁর এক বছরের কাছাকাছি। মাস খানেক আগের ঘটনা। তার নার্স কয়েক মিনিটের জন্যে ছেলেটির কাছে ছিল না, হঠাৎ তার যন্ত্রণাসূচক চিৎকার শুনে সে দৌড়ে যায় সেখানে। ঘরে গিয়ে দেখে ভদ্রমহিলা ছেলেটির ওপর ঝুঁকে পড়েছেন এবং স্পষ্টতই শিশুটির রক্তপান করে চলেছেন। ঘাড়ে একটা ছোট ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, রক্তের ধারা সেখান থেকে গড়াচ্ছে। দেখে নার্স এমন ঘাবড়ে যায় যে সে কভর দিতে যায় তার মনিবকে। কিন্তু ভদ্রমহিলার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বিরত হয়। ভদ্রমহিলা তাকে পাঁচটি টাকাও দেন ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে। তখনকার মতো ব্যাপারটার ওখানেই সমাপ্তি ঘটে। এর ফলে কিন্তু নার্সের মনে একটা আতঙ্কের ছাপ পড়ে এবং সেই থেকে সে ভালো করে ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করতে থাকে আর শিশুটকে চোখে চোখে রাখে—শিশুটাকে অত্যন্ত ভালোবাসে সে। তার মনে হয় সে যেমন ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করছে, ভদ্রমহিলাও তেমনি লক্ষ করছেন তাকে এবং যখনই সে কোনো কারণে শিশুটিকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, দেখেছে তার মা শিশুটির কাছে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন। দিন নেই রাত নেই নার্স আগলে রাখে শিশুটিকে এবং দিন নেই রাত নেই মা-ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। কোনো নেকড়ে যেন ভেড়ার ছানার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে। ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে নিতান্ত অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি দয়া করে ব্যাপারটা হাল্কা করে দেখবেন না, কারণ একটি শিশুর জীবন ও একটি পুরুষের মতি স্থিরতা এর ওপর নির্ভর করে আছে।

তারপর এমন একটা ভয়ঙ্কর দিন এল যখন আর ভদ্রলোকটির কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখা সম্ভব হলো না। নার্ভের স্নায়ুতন্ত্রী একেবারে অচল হয়ে এসেছিল নার্সটির। এ উত্তেজনা আর তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। সবকিছু সে একদিন তার মনিবকে সেদিন খুলে বললে। স্ত্রীকে পত্নী হিসেবে ও মা হিসেবে তিনি স্নেহময়ী হিসেবেই জানতেন। কেবল সৎ ছেলেকে সেই আঘাতের কথা বাদ দিলে। সুতরাং কেন তিনি তার নিজের অমন চমৎকার শিশুটিকে আঘাত করবেন? নার্সকে ভদ্রলোক বললেন, এরকম সন্দেহ নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়, বললেন, মনিবের প্রতি এহেন আপমানকর উক্তি তিনি সহ্য করবেন না। এইসব কথাবার্তা হচ্ছে—এমন সময় হঠাৎ যন্ত্রণাসূচক চিৎকার শোনা গেল, নার্স আর মনিব ছুটে গেল শিশুটার ঘরে। কল্পনা করুন মি. হোম্‌স্ মনিবের মনের ভাব—যখন দেখলেন তার স্ত্রী হাঁটু গেড়ে ছেলেটির ওপর ঝুঁকে ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন সেই অবস্থা থেকে। আর ছেলেটির ঘাড়ে আর বিছানার চাদরে রক্ত রেগে রয়েছে। আর্ত চিৎকার করে তিনি তখন তার স্ত্রীর মুখের ওপর আলো ধরলেন। দেখা গেল তাঁর ঠোঁট ঘিরে রক্ত লেগে রয়েছে। আর কোনো সন্দেহই রইলো না, ভদ্রমহিলাই শিশুটির রক্ত পান করছিলেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনো জবাবদিহি করতে রাজি হলেন না। ভদ্রলোকটির প্রায় উন্মাদ অবস্থা এখন।

ভ্যাম্পায়ার তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বা আমি কিছুই জানি না। নামটা শুনেছি এই পর্যন্ত। অনেক আলোচনা করার ইচ্ছা আছে এ ব্যাপার। এ বিপদ থেকে ভদ্রলোককে উদ্ধার করতেই হবে আপনাকে। আমি কাল সকালবেলায় সাক্ষাতে আরো সব সবিস্তারে বলবো। আপনি এ কেসটা নিতে রাজি হলে টেলিগ্রাম পাঠাবেন—ফার্গুসেন চিজম্যানস্ ল্যাম্বার্লি, তাহলেই আমি কাল বেলা দশটা নাগাদ আপনার বেকার স্ট্রিটের ঠিকানায় চলে আসব।

চিন্তাগ্রস্তভাবে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে হোম্‌স্ মাথা নাড়লেন। বললেন, তোমার পূর্ণ পরিচয় আমি কোনোদিনই পেলাম না ওয়াটসন, প্রচুর সম্ভাবনা তোমার মধ্যে রয়ে গেছে যার ঠিকমতো চর্চা করা হয়নি। যাও তো লক্ষ্মী ছেলের মতো, টেলিগ্রামটা করে এসো—লিখে দাও আনন্দের সঙ্গেই আপনার মামলা গ্রহণ করলাম।

www.pathagar.com

পরদিন দশটার সময় ফার্গুসন লম্বা লম্বা পা ফেলে হাজির হলেন, ওঁর গলার আওয়াজ অবশ্য এখনও গম্ভীর ও আন্তরিকতায় ভরা। বললেন, 'মি. হোম্‌স্‌, আপনার টেলিগ্রাম থেকে বুঝেছি, ব্যাপারটা আর পরের বলে চালানো যাবে না।

হ্যাঁ, সোজাসুজি আলোচনা করাই সুবিধে—হোমস বললেন।

ঠিক বলেছেন—ফার্গুসন বললেন, কিন্তু বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা কতো কঠিন হয়ে ওঠে, যখন সেই একমাত্র নারী সম্বন্ধে কথা কইতে হয় যাকে রক্ষা আর সাহায্য করার দায়িত্ব আমারই। কী করব বলুন? এমন একটা কাহিনী নিয়ে পুলিশেও খবর দিতে পারছি না। অথচ বাচ্চাদুটোকে তো বাঁচাতে হবে। একেবারে পাগলামি মি. হোম্‌স্‌—একি রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা কিছু? এমন ঘটনা কি আপনার অভিজ্ঞতায় আর ঘটেছে? ঈশ্বরের দোহাই, কিছু উপদেশ আমায় দিন, আমিএর কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না।

হোমস আশ্বাস দিয়ে বললেন, আচ্ছা, এবার বসে নিজেকে সামলে নিন একটু, তারপর আমার কয়েকটি প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দেবেন। ঘাবড়াবেন না। কূলকিনারা হারাবার মতো কিছুই হয়নি। সমাধান একটা নিশ্চয়ই করতে পারবো। প্রথমে বলুন আপনি কী ব্যবস্থা করছেন? ছেলেরা কি এখনও আপনার স্ত্রীর কাছে আছে? ফার্গুসন বললেন, সে এক অতি বিশ্রী কাণ্ড মি. হোম্‌স্‌। আমার স্ত্রী অত্যন্ত প্রেমপরায়ণা, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তিনি আমায় ভালোবাসেন। তাই তাঁর এই ভয়ঙ্কর রহস্য আমার কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছেন না। আমার ধমকের উত্তরে একটা কথাও তিনি বললেন না। এক বন্য, হতাশা মাখা দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন শুধু। তারপর রেগে চলে গেলেন। নিজের ঘরে, ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিলেন। সেই থেকে একবারও তিনি আমায় তার সঙ্গে দেখা করতে দেন নি। এক দাসী ছিল তার যে বিয়ের সময় তার সঙ্গে এসেছিল—মেয়েটির নাম ডোলোরাস। দাসী না বলে বান্ধবীই বলা চলে, সেই-ই তার খাবার দাবার নিয়ে যায়।

হোম্‌স্‌ বললেন, তাহলে তো আপাতত. ছেলেদের কোনো ভয় নেই? ফার্গুসন বললেন—না, আপাতত নেই। নার্স মিসেস মেসন বলেছে দিনে রাত্রে কোনো সময়েই সে বাচ্চাটার কাছছাড়া হবে না। আমি তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু বেচারা জ্যাকের জন্যে দুশ্চিন্তায় আছে। আপনাকে তো লিখেইছি, দুবার তিনি জ্যাককে প্রচণ্ডভাবে মেরেছেন।

গতদিনের চিঠিটা তুলে নিয়ে বার বার পড়লেন হোমস। এ ছাড়া আর কতোজন লোক আপনার বাড়িতে আছে মি. ফার্গুসন?

দুটি চাকর, বেশি পুরোনো নয় এরা—ফার্গুসন বললেন। আস্তাবলের কাজে সাহায্য করে একজন তার নাম মাইকেল্‌, সে আমাদের বাড়িতেই শোয়, আমার স্ত্রী, আমি, আমার ছেলে জ্যাক, শিশুটি, ডোলোরাস আর মিসেস মেসন—ব্যাস আর কেউ নয়।

হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন—তাহলে দেখছি বিয়ের আগে আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালো করে চিনতেন না, আচ্ছা, এই ডোলোরাস নামে দাসীটি তার কাছে কতোদিন ছিল?

ফার্গুসনের সংক্ষিপ্ত উত্তর—সাত বছর।

হোম্‌স্‌ বললেন, তাহলে তো আপনার স্ত্রীকে আপনার চেয়ে আরো বেশি জানে ডোলোরাস। বলেই কী একটা নোট করে নিলেন তিনি। তারপর বললেন, মনে হচ্ছে এখানে না থেকে ল্যাম্বার্লিতে গেলে আমার কাজের সুবিধা হবে। ভদ্রমহিলা যখন ঘরের মধ্যেই থাকতেন তখন আমাদের উপস্থিতি তার বিরক্তির উদ্রেক বা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অবশ্য আমরা কোনো সরাইখানায় গিয়েই উঠব।

মি. ফার্গুসন খুবই খুশি হয়ে বললেন—আমিও এই কথাই ভাবছিলাম। বেলা দুটোয় ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে একটা চমৎকার ট্রেন পেয়ে যাবেন।

www.pathagar.com

কুয়াশা ছাওয়া এক নিরানন্দ নভেম্বরের দিনে ল্যাম্বার্লির চেকার্সে মালপত্র রেখে সাসেক্সের কাদামাটি ভরা এক দীর্ঘ সর্পিল গলিপথ ধরে শেষ পর্যন্ত ফার্গুসনের নির্জন প্রাচীরঘেরা গোলাবাড়িতে হোম্‌স্‌ আর ওয়াটসন পৌঁছুলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, আশেপাশে বাড়ি ঘর নেই। বাড়ির মাঝখানটা একটা মস্ত বড় ঘরে ফার্গুসন হোম্‌সদের নিয়ে গেলেন। কাঠের আগুন চমৎকার জ্বলছিল সেখানে।

ঘরটার চারদিকে তাকাতে বিভিন্ন তারিখের আর বিভিন্ন জায়গার এক অদ্ভুত সমাবেশ চোখে পড়ল। কিন্তু নীচের অংশটার আধুনিক ধরনের সুনির্বাচতি জলরঙে ছবি আঁকা। কিছু দক্ষিণ আফ্রিকার চমৎকার বাসনপত্র আর অস্ত্রশস্ত্র—নিশ্চয়ই উপরের ঘরের পেরু দেশীয় ভদ্রমহিলাটি সঙ্গে করে এনেছিলেন। হোম্‌স্‌ বেশ যত্নের সঙ্গে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলেন। ফিরে এলেন দুচোখে চিন্তা নিয়ে।

হঠাৎ বলে উঠলেন, আরে, আরে! এক কোণে একটা ঝুড়ির মধ্যে একটা কুকুর শুয়েছিল। আস্তে আস্তে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে তার মনিবের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। দেখা গেল হাঁটতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। পেছনের পা দুটো ঠিক নিয়মিত মাটিতে পড়ছে না, ল্যাজ মাটিতে লুটাচ্ছে। এসে ফার্গুসনের হাত চাটতে লাগল কুকুরটা। হোম্‌স্‌ বললেন, কী হয়েছে কুকুরটার?

ভেটেরিনারি ডাক্তার ঠিক ধরতে পারছেন না, ফার্গুসন বললেন—এক ধরনের পক্ষাঘাত হবে হয়তো, মেরুদণ্ডে রক্তক্ষরণ সন্দেহ করছেন। তবে, সেরে যাচ্ছে ক্রমশ, শিগগিরই ভালো হয়ে যাবে।

হোম্‌স্‌ প্রশ্ন করলেন এবার—অসুখটা কি ওর হঠাৎই হয়েছিল?

হ্যাঁ মাত্র মাস চারেক আগে,—এক রাতের মধ্যে—ফার্গুসন বললেন।

হোস বললেন, উল্লেখযোগ্য, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

ফার্গুসন অবাক হয়ে বললেন,—এর মধ্যে আপনি উল্লেখযোগ্য কী দেখলেন মি. হোম্‌স?

যা আমি আগে থেকেই ধারণা করেছিলাম তারই সমর্থন—হোম্‌স্‌ নিরুত্তাপ স্বরে বললেন।

ফার্গুসন অধৈর্যের সঙ্গে বললেন—দোহাই আপনার মি. হোম্‌স্‌, বলুন কী আপনার ধারণা! আপনার কাছে হয়তো ব্যাপারটা একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্যা মাত্র, কিন্তু আমার জীবন মরণ নির্ভয় করছে এর ওপর—স্ত্রী একটি খুনে হয়ে উঠেছেন, ছেলে সকল সময় বিপদের সম্মুখীন। এ অবস্থায় আমাকে নিয়ে খেলা করবেন না মি. হোম্‌স্‌। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা।

বিরাট আকৃতি প্রাক্তন রাগবি খেলোয়াড় থ্রি-কোয়ার্টার ভদ্রলোকের সারা শরীর কাঁপছে। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে হোমস তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, সমাধান যাই হোক আপনার পক্ষে তা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হবে মি. ফার্গুসন। তাই সে যন্ত্রণা থেকে যথাসম্ভব আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবো। এর বেশি কিছু আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তবে, এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে হয়তো নিশ্চিত করে কিছু জানাতে পারব।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা—তাই যেন হয়, ফার্গুসন বললেন—যদি অনুমতি দেন তো ওপরে আমার ঘরে একটু যাচ্ছি, নোতুন কিছু ঘটেছে কি না জেনে আসি।

কয়েক মিনিট হয়েছে তিনি চলে গেছেন—হোম্‌স আবার দেয়ালের কৌতূহলোদ্দীপক বস্তুগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। ফার্গুসন যখন ফিরে এলেন তাঁর বিমর্ষ ভাব দেখে মনে হল না যে কোনো উন্নতি তিনি লক্ষ করেছেন। একটি লম্বা, একহারা তামাটে রঙের মেয়ে তাঁর সঙ্গে এসেছে।

ঘৃণার দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি ভাঙা ইংরেজিতে বলল, তিনি খুব অসুস্থ। কিছুই খেতে চাইছেন না। ডাক্তার ডাকা দরকার, না হলে একা আমি ওঁর কাছে থাকতে ভরসা করছি না।

www.pathagar.com

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফার্গুসন হোমসের দিকে তাকালেন। হোমস বললেন, আমার সঙ্গী ড. ওয়াটসনকে দেখতে দেবেন তিনি? মেয়েটি বলল—ওঁর মত নেবার দরকার নেই, ডাক্তার সাহেবকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, ডাক্তার দেখানো খুব জরুরি।

মেয়েটির পেছন পেছন ওয়াটসন গেলেন সেই ঘরে। বিছানায় যে মহিলাটি শুয়ে ছিলেন দেখেই বোঝা গেল প্রচুর জ্বর তার, অর্ধচেতন অবস্থা। তবুও ডা. ওয়াটসন প্রবেশ করতেই তিনি ভীত অথচ সুন্দর চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ওয়াটসনের দিকে তাকাল। তারপর ওয়াটসনকে অপরিচিত লক্ষ করে স্বস্তি পেলেন, আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। তাকে এমন কতোগুলো কথায় আশ্বাস দিতে লাগলেন ওয়াটসন যাতে সে আশ্বস্ত হয়। স্থির হয়ে শুয়ে রইলেন তিনি। ওয়াটসন তার নাড়ী পরীক্ষা করলেন, জ্বর নিলেন। নাড়ী চঞ্চল, জ্বরও বেশি বটে, কিন্তু তাহলেও ওয়াটসনের মনে হলো, তাঁর এ অবস্থার কারণ শারীরিক ততোটা নয়—যতোটা মানসিক বা স্নায়বিক কারণ।

মেয়েটি বললো—দুই তিন দিন হল ওঁর এই অবস্থা। ভয় হচ্ছে আর হয়তো বাঁচানো যাবে না তাকে।

রক্তিম, সুন্দর মুখে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমার স্বামী কোথায়?

ওয়াটসন বললেন—নিচে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। ভদ্রমহিলা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, দেখা করবো না—কিছুতেই দেখা করবো না। তারপরই তিনি জ্বরের ঘোরে ভুল বকা শুরু করলেন—শয়তান, মূর্তিমান শয়তান একটা হায় হায়, এই শয়তানের সঙ্গে আমি কী করে পেরে উঠব?

ওয়াটসন আশ্বাস দিয়ে বললেন, দেখুন আমি কি আপনার কোনো কাজে আসতে পারি?

ভদ্রমহিলা দৃঢ়স্বরে বললেন, না, আমায় কোনরকম সাহায্য করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। সব শেষ, সব নষ্ট হয়ে গেছে। আর এখন কিছুই করার নেই।

ওয়াটসন বললেন, দেখুন আপনার স্বামী আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, এসব ব্যাপারে তিনিও খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

ভদ্রমহিলা অপূর্ব চোখ তুলে ওয়াটসনের দিকে এবার তাকালেন। রুদ্ধস্বরে বললেন, জানি সে আমায় ভালোবাসে। কিন্তু আমি কি তাকে ভালোবাসি না? ভালোবাসি বলেই তো পাছে তাঁর বুক ভেঙে যায় তাই নিজের শতকষ্ট হলেও তাকে কিছু বলি নি। অথচ তা সত্ত্বেও সে আমার সম্বন্ধে অমন ধারণা পোষণ করে, অমন করে আমার সঙ্গে কথা কইতে পারে!

ওয়াটসন পুনরায় আশ্বাস দিয়ে বললেন—এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন, ঠিক বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা।

ভদ্রমহিলা অভিমান মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, ঠিক বুঝতে পারছেন না। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করা তো উচিত ছিল তার!

ওয়াটসন বললেন—ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করুন, দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভদ্রমহিলা ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললেন, না, না! সেই ভয়ঙ্কর কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, ভুলতে পারি না যে দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমার কোনো উপকার করাই আপনার পক্ষে সম্ভভ নয়, যান আপনি। শুধু একটা কথাই আমার স্বামীকে বলবেন, আমার ছেলেকে আমি চাই, তার ওপর সম্পূর্ণ অধিকার আমার। কেবল এইটুকু খবরই আমি আমার স্বামীকে পাঠাতে পারি। এই বলে তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরালেন, আর ওয়াটসনের সঙ্গে একটা কথাও বললেন না।

ওয়াটসন নিচের ঘরে ফিরে এলেন, যেখানে হোম্‌স্ এবং ফার্গুসন তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বিষণ্ণভাবে ফার্গুসন ওয়াটসনের মুখ থেকে সব শুনলেন, তারপর বললেন, কী করে আমি বাচ্চাটাকে ওঁর কাছে পাঠাই বলুন? কেমন করে জানব কী উদ্ভট খেয়াল কখন ওঁর মাথায়

www.pathagar.com

আসবে? বাচ্চাটার শরীরের উপর থেকে যখন উঠে আসেন, ওঁর ঠোঁটে তখন বাচ্চাটার রক্ত যে আমি নিজে চোখে দেখেছি—তা কি আমি জীবনে ভুলতে পারব? শিউরে উঠলেন কথাটা মনে পড়তে—মিসেস মেসনের কাছে নিরাপদে আছে সে, সেখানেই থাকবে।

একটা খুব স্মার্ট দাসী, বলতে গেলে সেইই হলো এ বাড়ির একমাত্র প্রাণী যাকে এ যুগের বলে মনে হয়—আমাদের জন্যে চা নিয়ে এসেছিল। সে চা পরিবেশন করছে, এমন সময় এক কিশোর সেই ঘরে প্রবেশ করলো।

লক্ষ্য করে দেখবার মতো ছেলেটিকে। তার মুখ ফ্যাকাশে, সুন্দর মাথার চুল। হালকা নীল চোখ তার পিতার ওপর পড়তে ভাবাবেগে আর আনন্দের আতিশয্যে একেবারে জ্বলজ্বল করে উঠল। দৌড়ে দিয়ে সে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল। নরম হাতে ফার্গুসন কিছুটা অপ্রতিভভাবে নিজেকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে আদর করে তার রেশমি চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, এসো আমার দুই বন্ধু মি. হোম্‌স্ আর ড. ওয়াটসনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

ছেলেটি হোম্‌সের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। হোমস বললেন, আপনার অন্য ছেলেটির কী ব্যাপার মি. ফার্গুসন? তার সঙ্গে একটু আলাপ করা যায় না?

ফার্গুসন জ্যাক্‌কে বললেন, যা তো, মিসেস মেসনকে গিয়ে বলো তো খোকাকে নিয়ে আসতে। টলতে টলতে অদ্ভুত ভঙ্গিতে যেভাবে ছেলেটি চলে গেল, ডাক্তারের চোখে ওয়াটসনের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ছেলেটির মেরুদণ্ড দুর্বল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরেএল আর তার পেছন পেছন এক রোগা লম্বা স্ত্রীলোক প্রবেশ করলো, তার কোলে অপূর্ব সুন্দর এক শিশু। শিশুটির চোখ কালো, চুল সোনালি—স্যাক্সন আর ল্যাটিন দু-জগতের আশ্চর্য সমন্বয় তার মধ্যে। বুঝতে অসুবিধা হয় না সে ফার্গসনের অত্যন্ত প্রিয়, কোলে নিয়ে খুব তাকে আদর করতে লাগলেন। বিড়বিড় করে বলেন, ভাবুন তো, এমন ছেলেকেও কি কখনও আঘাত করা সম্ভব? তার ছোট্ট দেবশিশুর মতো লাল ভাঁজ খাওয়া গলার ওপর তাকালেন তিনি।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ ওয়াটসনের দৃষ্টি হোম্‌সের দিকে পড়ল। দেখলাম এক অদ্ভুত ঔৎসুক্য তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। হাতির দাঁতে কোঁদা মূর্তির মতো হয়ে উঠেছেন, আর তাঁর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে ফার্গুসনের আর শিশুটির ওপর থেকে সরে এখন ব্যগ্র কৌতূহলের সঙ্গে ঘরের অন্য কোণে নিবদ্ধ হলো। সে দৃষ্টি অনুসরণ করে ওয়াটসনের শুধু এইটুকুই মনে হল, হয়তো তিনি জানলা দিয়ে বাইরের বিষণ্ন ভিজে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। একটা শার্সি অবশ্য বাইরের থেকে অর্ধেকটা বন্ধ থাকায় দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছিল, কিন্তু তাহলেও হোম্‌স্ যে অনন্য মনে সেখানে তাকিয়ে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তারপর একটু মুচকি হাসলেন তিনি। আবার তাঁর দৃষ্টি শিশুটির ওপর ফিরে এলো। তার পুষ্ট গলায় একটু কোঁচকানো দাগ দেখা যাচ্ছে। তারপর, তার টোল খাওয়া মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো সামনের দিকে বাড়ানো ছিল তাতে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, বিদায়, অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে তুমি জীবন শুরু করলে। নার্স তোমার সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে চাই।

একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে নার্সকে হোম্‌স্ আন্তরিকতার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বললেন। তা থেকে শুধু শেষের কয়েকটা কথা ওয়াটসনের কানে এলো। আশা করি তোমার দুর্ভাবনা কিছুক্ষণের মধ্যেই কেটে যাবে। বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে গেল সে।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লোক এই মিসেস মেসন? ফার্গুসন বললেন, এমনি দেখলে ওকে বিশেষ স্নেহশীলা বলে মনে হবে না, ওর মনটা কিন্তু একেবারে সোনার এবং শিশুটির ওপর অত্যন্ত অনুরক্ত।

হঠাৎ ছেলেটির দিকে ফিরে হোম্‌স্ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মিসেস মেসনকে তোমার ভালো লাগে জ্যাক?

পুত্রস্নেহে অন্ধ ফার্গুসন দুহাতে জ্যাককে জড়িয়ে ধরে বললেন—জ্যাকের আবার প্রচুর

www.pathagar.com

পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার আছে। আমার সৌভাগ্য আমি ওর পছন্দের মধে পড়ি।

অস্ফুট আওয়াজ করে ছেলেটি তার বাবার বুকে মাথা রাখল। ধীরে ধীরে ফার্গুসন সরিয়ে দিলেন তাকে।

জলদগম্ভীর স্বরে হোম্‌স্ এবার মুখ খুললেন—সমাধানের দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছি। অবশ্য বলতে বাধা নেই যে, সেই সমাধানে পৌঁছে গেছিলাম বেকার স্ট্রিটে থাকতেই। পরবর্তী ঘটনাগুলো কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের আর সমাধানের সহায়ক হয়েছে।

বলিরেখাঙ্কিত কপালে হাত রেখে ফার্গুসন ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, যদি রহস্য ভেদ করে থাকেন তো আর আমাকে এই উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখবেন না। বলুন আপনি ব্যাপারটা কী,—আর কীভাবে তা জানলেন সেটা না হয় নাই বা বললেন।

হোমস বললেন, অবশ্যই আমি আপনার কাছে ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করব। কিন্তু আমার নিজস্ব উপায়ে ফয়সালার ভার দিচ্ছেন তো? ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওয়াটসন, ভদ্রমহিলার সঙ্গে কি কথা বলার অবস্থা আছে?

ওয়াটসন বললেন, উনি অসুস্থ ঠিকই, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি বৃত্তি ঠিক আছে।

বেশ, একমাত্র তাঁর উপস্থিতিতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব, হোম্‌স্ বললেন—চলুন আমরা সকলে তাঁর ঘরে যাই।

ফার্গুসন বললেন, কিন্তু উনি তো আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। হোমস দৃঢ়স্বরে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলবাৎ দেখা করবেন। একটা কাগজে কয়েক লাইন লিখে বললেন, ওয়াটসন, অন্তত তুমি তো প্রবেশের অধিকার পেয়েছো। তুমিই এই চিঠি ভদ্রমহিলাকে দিয়ে আসবে।

অগত্যা ওয়াটসন উপরে গিয়ে ডোলোরাসের হাতে হোমসের পাঠানো চিঠিটা দিলেন। সন্তর্পণে দরোজা খুলে সে ভিতরে প্রবেশ করল। কয়েক মিনিট পরেই ভিতর থেকে এক উচ্চ চিৎকার ওয়াটসনের কানে এল। সে চিৎকারে আনন্দ আর বিস্ময়ের মিশ্রণ। ভিতর থেকে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে ডোলোরাস বলল, উনি বললেন ওঁদের সঙ্গে দেখা করবেন, ওঁদের কথা শুনবেন।

ওয়াটসন নিচে গিয়ে ফার্গুসন এবং হোম্‌সকে উপরে নিয়ে এলেন। ঘরে প্রবেশের পর ফার্গুসন দু-এক পা বেশি তার স্ত্রীর দিকে এগোলেন। এতক্ষণে তিনি বিছানায় একটু উঁচু হয়ে বসেছেন। ইঙ্গিতে বাধা দিলেন তিনি ওয়াটসনকে কাছে আসতে। একটা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন ফার্গুসন। মহিলাটিকে সম্মান জানিয়ে হোম্‌স্ বসলেন তাঁর পাশে। বিস্ময়ে ভরা বড় বড় চোখ মেলে তিনি হোমসের দিকে তাকালেন।

হোম্‌স্ বললেন, ডোলোরাসকে তো আমরা ছেড়ে দিতে পারি—আচ্ছা, মিসেস ফার্গুসন, আপনি যদি চান তো না হয় ও থাকুক, আপত্তি করব না। মি. ফার্গুসন আমি খুবই ব্যস্ত। প্রচুর কাজ আমার হাতে। তা আমার এমন পদ্ধতিতে কাজ করতে হয়, যাতে কাজ সংক্ষেপে হয় এবং সরাসরি বিষয়বস্তুর ওপর নিবদ্ধ থাকে। যাই হোক এবার কাজের কথায় আসি। প্রথমেই একটা কথা বলে আপনার মন হালকা করে দিই—আপনার স্ত্রী অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত প্রেমময়ী এবং তার ওপর অত্যন্ত বেশি অন্যায় করা হয়েছে।

আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠলেন ফার্গুসন। বললেন এ কথা প্রমাণ করুন, মি. হোম্‌স্, চিরকালের মতো আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।

হোম্‌স্ বললেন, প্রমাণ করছি, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে আর এক দিক দিয়ে গভীরভাবে আঘাত করা হবে।

মি. ফার্গুসন বললেন, তাতে কিছু যাবে আসবে না, যদি তাতে করে আপনি আমার স্ত্রীকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে পারেন। আর সমস্ত কিছুই তার কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে জানবেন।

www.pathagar.com

হোমস এবার বিশ্লেষণ শুরু করলেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে শিশুটির খাটের পাশ থেকে উঠে আসতে দেখেছিলেন, এবং তাঁর ঠোঁটে রক্ত লেগেছিল।

মি. ফার্গুসন বললেন, হ্যাঁ দেখেছিলাম।

কিন্তু এ কথা কি আপনার মনে হয়নি যে অন্য কোনো কারণেও কোনো ক্ষত থেকে রক্ত শুষে নওয়া হতে পারে? এমন এক রানী কি ইংল্যান্ডে ছিলেন না, যিনি এক ঘা থেকে বিষ শোষণ করে নিয়েছিলেন—হোম্‌স্ নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে চলছিলেন।

ফার্গুসন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—বিষ! কী বলছেন মি. হোম্‌স্।

হোমস এবার পাইপে অগ্নি সংযোগ করে একটু থেমে বললেন, ধীরে মি. ফার্গুসন। ধীরে। সব বলছি। দেখবেন কেমন যেন সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। আপনার ঘরে যখন ছোট পাখি মারার ধনুকের পাশে ঐ খালি তূণটা আমার চোখে পড়ল বুঝলাম এ হলো ঠিক যে জিনিষটি আমি আন্দাজ করেছিলাম। ঐ একটা তীর "কুরারে"-তে (দক্ষিণ আমেরিকার গাছগাছড়া থেকে তৈরি একরমের বিষ) বা ওই ধরনের কোনো ভয়ঙ্কর বিষে ডুবিয়ে কোনো শিশুর শরীরে গেঁথে দিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত, যদি না বিষটা শুষে বার করে দেয়া হয়। আর কুকুরটা? এমন একটা বিষ ব্যবহার করার আগে কি আর প্রয়োগকর্তা পরীক্ষা করে দেখবে না যে বিষটার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে কি না! কুকুরটার অস্তিত্ব অবশ্য আমি আন্দাজ করতে পারি নি, কিন্তু এতে করে আমার ধারণার সমর্থন মেলে। এখন বুঝতে পারলেন? আপনার স্ত্রীই এমনি একটা ব্যাপার আন্দাজ করেছিলেন। তাই বিষপ্রয়োগ লক্ষ করে শুষে শিশুটির প্রাণ দুবার বাঁচিয়েছেন। অথচ তিনি এ ব্যাপারটা কিছুতেই আপনাকে জানাতে পারেন নি কারণ তিনি জানেন, বড় ছেলেটিকে আপনি আপনার প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন। কথাটা শুনলে আপনার বুক ফেটে চুরমার হয়ে যাবে।

মি. ফার্গুসন আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ জ্যাকি!

হোম্‌স্ বললেন—এইমাত্র আপনি যখন শিশুটিকে আদর করছিলেন, আমি লক্ষ করছিলাম তাকে, পেছনে খড়খড়ি দেওয়া জানলার কাচে তার পরিষ্কার ছায়া পড়েছিল। এমন ভয়ঙ্কর ঈর্ষা, এমন নিষ্ঠুর ঘৃণা, সে মুখে ফুটেছিল, মানুষের মুখে যা আমি খুব কমই দেখেছি।

ফার্গুসনের চোখে জল, দাঁতে ঠোঁট চেপে অস্ফুট স্বরে বললেন—আমার জ্যাকি!

হোমস এবার ভদ্রমহিলাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ঠিক বলেছি তো মাদাম?

মিসেস ফার্গুসন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন, বালিশে মুখ ঢেকে। তখন তিনি তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন। বললেন, একথা আমি কেমন করে তোমায় বলব বলো, আমি তো জানি কী সাংঘাতিক আঘাত তুমি পাবে? তার চেয়ে বরং অন্য কেউ এসে সেটা প্রকাশ করলেই ভালো। এই ভদ্রলোক বোধহয় ম্যাজিক জানেন। তাই তিনি যখন লিখে জানালেন, "সব জানেন"—খুশি হলাম আমি। ওঁদের আসতে বললাম।

হোম্‌স্ এবার ওয়াটসনকে বললেন—আমাদের কাজ শেষ, এবার চলো উঠে পড়ি।

অথ-অধ্যাপক-রহস্য

১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকের কথা। এক রবিবারের সন্ধ্যাবেলায় হোমসের কাছ থেকে খুব সংক্ষিপ্ত একটা চিরকূট পেলেন ড. ওয়াটসন। তাতে লেখা 'সুবিধা হলে এক্ষুনি চলে এসো, এবং সুবিধা না হলেও এসো।'

বেকার স্ট্রিটে যথাসময়ে এসে উপস্থিত হলেন ড. ওয়াটসন। হোমসকে দেখলেন, আরাম চেয়ারের ওপর হাঁটু ভেঙে গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছেন, মুখে পাইপ, ভ্রুকুটি কপালে। তাঁকে দেখেই ওয়াটসন বুঝলেন, তিনি কোনো রহস্যের ধাঁধায় কণ্টকিত হয়ে আছেন। হাত নাড়িয়ে

www.pathagar.com

তিনি ওয়াটসনকে পুরোনো চেয়ারটি দেখিয়ে দিলেন, এছাড়া আধঘন্টার মধ্যে মনেই হল না আর কেউ এসে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, আমার অন্য মানসিকতা ক্ষমা করো ওয়াটসন—গত চব্বিশ ঘন্টায় আমার কাছে কিছু কৌতূহলজনক ঘটনা পেশ করা হয়েছে, যা ক্রমেই মানব চরিত্র সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে তুলেছে। আমি সত্যিই ভাবছি গোয়েন্দাগিরির কাজে কুকুরের ভূমিকা নিয়ে এবার একটা নিবন্ধ লিখবো। মনে রেখো ওয়াটসন, একটা কুকুর তার পরিবারের চরিত্র প্রকাশ করে। আচ্ছা তোমার মনে পড়ে সেই 'কপার বিচেস' মামলা? যাতে তুমিও জড়িয়ে পড়েছিলে? সেখানে আমি একটি শিশুর চরিত্র বিশ্লেষণ করে তার বাবার অপরাধী চরিত্র খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

ওয়াটসন বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালোই মনে আছে। হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন, তাই, আমি প্রথমে তোমাকে কুকুরের সম্পর্কে বললাম। আমি লক্ষ করেছি বিষণ্ন পরিবারে কখনোই একটি প্রফুল্ল কুকুর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেখবে, খিটখিটে লোকেদের কুকুরও খিটখিটে হয়, বিপদজনক লোকদের কুকুরও বিপদজনক। এবং এইভাবেই মানুষের চরিত্র তার কুকুরের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

ওয়াটসন মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বললেন—হোম্‌স্, ব্যাপারটা মধ্যে অনুমানটা একটু বেশিমাত্রায় হয়ে যাচ্ছে না কি?

হোমস আমার মন্তব্যে কান না দিয়ে, গম্ভীরস্বরে বললেন, আমি যা বললাম, তা বাস্তবে পরীক্ষা করার সুযোগ আছে, এই মুহূর্তে আমি যে মামলাটার তদন্ত করছি এতে। একটা জট পাকানো সুতোর গুলি হাতে এসেছে বুঝলে ওয়াটসন, এখন সুতোর আলগা মুখটার সন্ধান করছি। সুতোর একটা আলগা মুখ নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে এই প্রশ্নটার মধ্যে—"অধ্যাপক প্রেসবেরির কুকুর, রয়, তাকে কামড়াতে গেছিল কেন?"

ওয়াটসন হতাশ হয়ে চেয়ারে গা ডোবালেন। এ তুচ্ছ প্রশ্নের জন্যেই কি আমাকে কাজ থেকে ডেকে আনা হয়েছে? হোমস আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন।

হোমস বললেন, তোমাকে তো কতোবার বলেছি যে, জঘন্যতম ঘটনার সূত্রপাত তুচ্ছতম বিষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। তুমি কিছুতেই তা শিখতে চাও না। একটু থেমে বললেন, ব্যাপারটি কি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক নয়, একজন অত্যন্ত সজ্জন, বয়স্ক দার্শনিক—তুমি নিশ্চয় ক্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার বিখ্যাত অধ্যাপক প্রেসবেরির নাম শুনেছ—এইরকম একজন মানুষের কুকুর, যে কুকুরটি কিনা আবার তাঁর একান্ত অনুগত এবং একমাত্র বন্ধুও বলতে পারো, সেই কি না পরপর দু-বার অধ্যাপককে আক্রমণ করল! এর থেকে তুমি কী বুঝলে?

ওয়াটসন বললেন, কুকুরটি অসুস্থ।

হোমস বললেন,—হুঁ সেটি ভেবে দেখার মতো। কিন্তু সে অন্য কাউকে কামড়াতে যাচ্ছে না, এবং অন্য কোনো সময়েও সে অধ্যাপকের সঙ্গে খারাপ বা অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে না—শুধু দুটি বিশেষ মুহূর্ত ছাড়া। রহস্য, ওয়াটসন, গভীর রহস্য! হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। হোম্‌স্ সচকিত হয়ে বললেন,—কিন্তু এই ঘন্টাধ্বনি যদি তরুণ মি. বেনেটের হয়ে থাকে তবে তিনি সময়ের কিছু আগেই এসে পড়েছেন দেখছি। ভেবেছিলাম উনি আসার আগেই তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলে নিতে পারবো।

সিঁড়িতে দ্রুত পদধ্বনি, দরোজায় তীব্র টোকা এবং মুহূর্ত পরেই ঘরে ঢুকলেন একজন নতুন মক্কেল। বেশ লম্বা, কান্তিমান এবং বছর তিরিশের একজন ভদ্রলোক, ধোপ দুরস্ত অভিজাত পোষাক পরনে, কিন্তু একজন আত্মসচেতন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে কোথায় যেন চাত্র সুলভ এক সংকোচ তাঁর মধ্যে রয়ে গেছে। হোম্‌সের সঙ্গে করমর্দন করলেন উনি,

www.pathagar.com

তারপর একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ড. ওয়াটসনের দিকে তাকালেন।

হোম্‌স্‌ ওয়াটসনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি শুনে খুশি হবে ওয়াটসন, আমাদের এই ভদ্রলোক মি. ট্রেভর বেনেট মহান বিজ্ঞানীটির সহকারী। তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেন এবং অধ্যাপকের একমাত্র মেয়ে তাঁর বাকদত্তা। অতএব বুঝতেই পারছো, ইনি প্রফেসারের খুবই বিশ্বাসভাজন এবং অনুগামী হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী। আর সেইজন্যেই কিছু রহস্যময় ঘটনা পরিষ্কার করার ব্যাপারে উনি আমাদের সাহায্য চান।

মি. বেনেট বললেন,—আমিও তাই মনে করি, মি. হোম্‌স্‌। এটি আমার কর্তব্য। ড. ওয়াটসন কী সমস্ত ঘটনা জানেন?

না বলার সময় পাই নি।

মি. বেনেট বললেন, তাহলে নতুন যে ঘটনা ঘটেছে সেটা বলার আগে আবার প্রথম থেকে একবার ঘটনাটা বলে নিই।

হোম্‌স্‌ তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আমিই বলছি—আপনি শুধু দেখে নিন ঘটনাগুলো আমি পর পর অনুধাবন করতে পেরেছি কি না। শোনো, ওয়াটসন,—আমাদের অধ্যাপক প্রেসবেরির পরিচয় মহান। তিনি ইউরোপ মহাদেশে বিখ্যাত। সমস্ত জীবন উনি পড়াশুনো নিয়ে কাটিয়েছেন। কোনোরকম কেলেঙ্কারি কখনো ঘটেনি। উনি বিপত্নীক, এডিথ তাঁর একমাত্র কন্যা। শুনেছি অধ্যাপকটি অত্যন্ত মেধাবী, এবং দারুণ একরোখা। অন্তত গত কয়েক মাস আগে পর্যন্ত তাই বলা যেতে পারত। কিন্তু তারপরই তাঁর জীবনের ছন্দ ভেঙে যায়। তাঁর বয়স এখন একষট্টি, সম্প্রতি তিনি তাঁরই সহকর্মী তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার অধ্যাপক এলিস মরফির কন্যাকে বাগ্‌দান করেছেন। শুনেছি তাঁর এ প্রেমপর্ব নাকি একজন বয়স্ক মানুষের মতো শান্ত সংযত প্রণয় নয়, বরং তরুণের বলগাহীন উন্মত্ত প্রেম। অধ্যাপক কন্যা এলিস মরফি শরীর এবং মনের দিক থেকে একজন প্রকৃত অর্থে নারী। অতএব অধ্যাপকের এই উন্মত্ততাকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু অধ্যাপকের পরিবার কিছুতেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না।

মি. বেনেট বললেন—আমরা মনে করছি ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

মি. হোমস বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, শুধু বাড়াবাড়ি নয়, কিছুটা বন্যতা এবং অস্বাভাবিকও বটে। অধ্যাপক প্রেসবেরি ধনী এবং পাত্রীটির বাবার তরফ থেকেও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কন্যাটির মত একটু অন্যরকম। তাঁর আরো কয়েকটি পাণিপ্রার্থী জুটেছে। তাঁরা অধ্যাপকের মতো সর্বগুণসম্পন্ন না হোক, বয়সে তাঁরা সকলেই তরুণ। অধ্যাপকের পাগলামি সত্ত্বেও মেয়েটি তাঁকে পছন্দ করে। ঠিক এইসময় রহস্যের একটা কালো মেঘ হঠাৎ অধ্যাপকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ওপর নেমে এল। উনি এমন একটা কাজ করলেন, যা কোনোদিন করেন নি। তিনি বাড়িতে না বলে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। দিন পনেরো পর আবার ফিরলেন। শরীরে দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি। এমনিকে তিনি খুব খোলামেলা লোক, কিন্তু এবার তিনি কাউকে বললেন না, তিনি এই পনেরো দিন কোথায় এবং কিভাবে ছিলেন। মি. বেনেট, অধ্যাপকের প্রাক্তন ছাত্রের চিঠি থেকে তাঁর বাড়ির লোকেরা জেনেছিলেন, অধ্যাপককে প্রাগে দেখা গেছে। হোমস পাইপে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় গুছিয়ে বলতে শুরু করলেন—এবার তাহলে আসল ব্যাপারটায় আসছি। ...ঠিক এই ঘটনার পর থেকে অধ্যাপকের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। তাঁর মধ্যে কেমন চেপে যাওয়া এড়িয়ে চলার ভাবটা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠল। তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকদের মনে হতে লাগলো, অধ্যাপক যেন আর সেই আগের মানুষটি নেই, একটা ছায়া যেন অধ্যাপকের উন্নত চরিত্রের ওপর চেপে বসেছে। অবশ্য তাঁর পণ্ডিত্য নষ্ট হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মক্ষেত্রে, তাঁর ভাষণ আগের মতোই দীপ্ত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ হচ্ছিল। কিন্তু কোথায় যেন একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। অধ্যাপক কন্যা, সে তার বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে, বারবার চেষ্টা করছিল

www.pathagar.com

বাবার সঙ্গে সেই পুরোনো সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে, বাবার এই নোতুন মুখোশটাকে সরিয়ে দিতে এবং আপনিও, মানে আমার ধারণা—নিশ্চয়ই সেই চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। মি. বেনেট এরপর কী ঘটেছে আপনি এবার নিজের মুখে বলুন।

মি. বেনেট এবার শুরু করলেন হোম্‌সের আদেশমতো—আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, আমার কাছে অধ্যাপকের কোনো গোপনীয়তা নেই। আমি তাঁর পুত্র কিংবা ছোট ভাই হলেও বোধহয় তাঁর এতোটা বিশ্বাস অর্জন করতে পারতাম না। তাঁর একান্ত সচিব হিসেবে তাঁর কাছে আসা সমস্ত কাগজপত্রই আমি দেখতাম এবং চিঠি খুলে পড়ে দেখে বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে রাখতাম। কিন্তু তাঁর ফিরে আসার অল্প কয়দিনের মধ্যেই সব বদলে গেল। তিনি বললেন, লন্ডন থেকে কয়েকটা বিশেষ চিঠি আসবে যেগুলির ডাকটিকিটের নিচ কাটা চিহ্ন দেয়া থাকবে—এই চিঠিগুলি যেন না খুলে সরাসরি তাঁর হাতে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এই ধরনের স্ট্যাম্পের নিচে কাটা চিহ্ন যুক্ত চিঠি প্রায়ই আসতে লাগলো। আর আমিও সেগুলি অধ্যাপককে দিয়ে দিতাম। চিঠিগুলি লন্ডনের ই.সি. পোস্ট অফিসের ছাপ এবং ঠিকানা লেখার ধরণ দেখে মনে হয় কোনো অশিক্ষিত লোকের লেখা। অধ্যাপক ঐ চিঠিগুলির কোনো উত্তর দিয়ে থাকেন কিনা তা আমার জানা নেই। কেননা, আমার হাতে তিনি অমন কোনো চিঠি আজ পর্যন্ত দেন নি কিংবা আমাদের চিঠির বাক্সেও তেমন কোনো চিঠি উনি রাখেন নি, যে বাক্সে সাধারণত ডাকে দেবার চিঠিগুলি জমা রাখা হয়।

হোম্‌স্ মি. বেনেটকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা, সেই বাক্সটি?

ওহোঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বাক্সটি। বেনেট বললেন—উনি তাঁর ফেরার সময় সঙ্গে করে কাঠের একটা ছোট্ট বাক্স এনেছিলেন। বাক্সটি দেখলেই বোঝা যায় উনি ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন, কেননা, ঐরকম সুন্দর অলংকৃত বাক্স একমাত্র জার্মানিতেই তৈরি হয়। এটি উনি যন্ত্রপাতি রাখার দেরাজের ওপর রেখেছিলেন। একদিন একটি ল্যাবোরেটারির যন্ত্রের খোঁজ করতে গিয়ে আমি বাক্সটিতে হাত দিয়েছিলাম। উনি তাতে রেগে গিয়ে বিশ্রীভাবে আমায় গালাগালি করতে লাগলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই প্রথম এমন একটা ঘটনা ঘটল।

আমার মন কারাপ হয়ে গেল। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে বাক্সটিতে হাত দেবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনামাত্র। কিন্তু সেদিন সারা সন্ধে উনি এমন রেগে টং হয়ে রইলেন যে, আমি বুঝলাম, ওনার রাগ তখনও পড়েনি। এই বলে মি. বেনেট পকেট থেকে একটা ছোট্ট ডায়েরি বের করে বললেন, দিনটা হলো ২ জুলাই।

হোমস উত্তেজনায় টানটান হয়ে বললেন, আপনি একজন বুদ্ধিমান সাক্ষী। এই তারিখগুলি আমার দরকার হতে পারে।

মি. বেনেট আবার বলতে শুরু করলেন—আরো অনেক জিনিসের মতো এটিও আমি আমার এই মহান শিক্ষকটির কাছ থেকেই শিখেছিলাম। যেদিন থেকে আমি তাঁর ব্যবহার অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করছি তখনই আমার মনে হয়েছিল এই ঘটনাগুলি লিখে রাখা আমার কর্তব্য। তাই আমি এটা দেখে বলতে পারছি, সেইদিনই অর্থাৎ ২ জুলাই অধ্যাপকের কুকুর 'রয়' ওনাকে আক্রমণ করেছিল। উনি তখন পড়ার ঘর থেকে হলঘরে ফিরছিলেন এবং এরপর ঠিক একই ঘটনা ঘটল ১১ই জুলাই তারপর আবার দেখতে পাচ্ছি ২০ তারিখেও ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হল। অতএব বাধ্য হয়ে আমাদের সকলের মন কাড়া কুকুরকে আস্তাবলে নির্বাসিত করতে হল।

হোম্‌স্ বললেন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ! অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ! উনি বিড়বিড় করলেন। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণটা আমার কাছে নোতুন, মি. বেনেট। আমার মনে হয় পুরোনো ঘটনা এবার আমরা সব জেনে ফেলেছি তাই না? আপনি বলছিলেন নোতুন আবার কী ঘটেছে।

www.pathagar.com

মি. বেনেটের সুন্দর মুখশ্রীতে হঠাৎ যেন মেঘ ঘনিয়ে এলো, ঘটনার স্মৃতি যেন তাঁর মুখে কালিমা লেপে দিল। যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি সেটি গত পরশু রাত্রে ঘটেছে। রুদ্ধ কণ্ঠে মি. বেনেট পুনরায় শুরু করলেন—সেদিন রাত দুটো নাগাদ আমি শুয়ে জেগে ছিলাম। হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শুনতে পেলাম। আমি দরোজা খুলে বাইরে উঁকি দিলাম। এখানে একটু বলে নেওয়া ভালো এই যে, বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটা অধ্যাপকের শোবার ঘর।

তারিখটা?—হোমসের জিজ্ঞাসা।

মি. বেনেট বললেন, বললাম তো মশাই, ব্যাপারটা গত পরশু রাত্রের—অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বরের।

হোম্‌স্ ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, তারপর? বলে যান, বলে যান।

মি. বেনেট আবার গালটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন—উনি বারান্দার শেষ মাথার ঘরটাতে শোন এবং সিঁড়িতে যেতে হলে আমার ঘরটা পেরিয়ে যেতে হয়। এটা সত্যিই এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা মি. হোমস। আমার ধারণা ছিল, আমার স্নায়ু খুবই শক্ত, কিন্তু সেদিন যা দেখলাম তাতে আমি শিউরে উঠলাম। বারান্দা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা, শুধু মাঝামাঝি একটা কোলা জানলা থেকে আলোর একটা রেখা এসে পড়ছিল খানিকটা অংশে। আমি বুঝতে পারছিলাম কালো মতো কিছু একটা যেন বারান্দা ধরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। তারপর হঠাৎ সেটি আলোর মধ্যে এসে পড়ায় আমি দেখলাম স্বয়ং উনি! উনি হামাগুড়ি দিচ্ছেন মি. হোম্‌স্, স্রেফ হামাগুড়ি! হাতে এবং হাঁটুতে নয়, হাতে এবং পায়ে ভর দিয়ে। এবং ওঁনার মাথা মাটিছোঁয়া দুটো হাতের মাঝখানে ঝুলছে। তবু মনে হলো, উনি যেন খুব স্বচ্ছন্দেই চলতে পারছেন। এই দৃশ্যের সামনাসামনি হয়ে আমি এতোই অসাড় হয়ে গেছিলাম যে উনি আমার দরোজার কাছে আসার পরই তবে আমি এগিয়ে ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম, আমি কিছু সাহায্য করতে পারি কি না। উনি অস্বাভাবিক উত্তর দিলেন। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন। আমি প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলাম। কিন্তু উনি ফিরলেন না। মনে হয় সকালের আগেই উনি আবার ঘরে ফিরে আসেন।

কি হে ওয়াটসন, তুমি কী বলবে শুনি? হোমসের কণ্ঠে অনুসন্ধিৎসা, মনে হচ্ছে, লাম্বাগো (এক ধরনের কোমরের বাত) এই রোগে খুব বেশি আক্রান্ত হলে মানুষ ঐভাবে হাঁটে আর তার মেজাজও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

ধন্য ওয়াটসন! তুমি সব সময় আমাদের কঠিন বাস্তবে এনে দাঁড় করিয়ে দাও। কিন্তু লাম্বাগো বলে মানতে পারছি না হে, উনি যে এক মুহূর্তেই আবার নিজের পায়ে খাড়া হয়ে গেছিলেন।

অধ্যাপকের স্বাস্থ্য কোনোদিনই খুব ভালো ছিল না, মি. বেনেট আবার শুরু করলেন—বরং আগের তুলনায় ইদানীং যেন বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এমন বিশ্রী ঘটনা ঘটছে মি. হোমস, এমন একটা লজ্জাকর ব্যাপার আমরা পুলিশেও যেতে পারছি না অথচ বুঝতে পারছি খুব একটা ভয়ঙ্কর কিছু এগিয়ে আসছে। এডিথ ও আমি দুজনেই একমত যে, আর আমাদের নির্বাক দর্শক হয়ে বসে থাকার সময় নেই।

হোম্‌স্ বললেন—হুঁ ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময় এবং কৌতূহলোদ্দীপক। তুমি কী বলো ওয়াটসন?

ওয়াটসন কিছু বলার আগেই দরজা খুলে জড়ের বেগে একজন তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। তরুণীটি ঘরে ঢোকা মাত্র মি. বেনেট শঙ্কিত হয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর

www.pathagar.com

নিজের হাত দুটি বাড়িয়ে তরুণীটির হাত ধরার জন্যে ছুটে গেলেন।

এডিথ তুমি! আর নোতুন কোনো বিপদ ঘটেনি তো? মি. হোমস, এই ভদ্রমহিলাটির কথা আপনাদের বলেছি, ইনিই আমার বাগ্‌দত্তা।

উজ্জ্বল, সুন্দরী এবং চেহারায় খাঁটি ইংরেজ মহিলাটি, মি. বেনেটের পাশে বসতে বসতে শার্লত হোম্‌সের দিকে চেয়ে হাসলেন এবং বললেন—মি. বেনেটকে হোটেলে না পেয়ে ভাবলাম এখানে নিশ্চয় পাব। ও আমাকে বলেছিল যে ও আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসবে। কিন্তু মি. হোম্‌স আপনি কি আমার হতভাগ্য বাবার জন্যে কিছুই করতে পারেন না?

হোমস বললেন, আশা তো করি, মিস প্রেসবেরি, কিন্তু সমস্ত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্ভবত আপনার যা বলার আছে তাতে হয়তো কোনো আলোর সন্ধান পেতে পারি।

গত রাতের ঘটনা বলতে চাই মি. হোম্‌স্। রাতে কুকুরের বীভৎস চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বেচারি 'রয়'! তাকে এখন আস্তাবলে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। রাতে আমি দরোজা বন্ধ করে শুই। আমার ঘরটা তিনতলায়। জানলার খড়খড়িগুলি তোলা ছিল। বাইরে উজ্জ্বল চাঁদের আলো ছিল। জানলার উজ্জ্বল আলোর ওপর আমার চোখ আটকে ছিল, শুয়ে শুয়ে আমি কুকুরটার পাগলের মতো চিৎকার শুনছিলাম, এখন অবাক হয়ে দেখি বাবার মুখ জানলার ওপর আটকে আছে, উনি আমার দিকে চেয়ে আছেন, মি. হোমস ভয়ে এবং আতঙ্কে আমি প্রায় মৃতপ্রায় হয়েছিলাম। জানলাম কাচে মুখটা প্রায় সেঁটে ছিল এবং অন্য হাতে বাবা জানলাটা খোলার জন্যে আঁচড়াচ্ছিলেন। যদি সেই জানলাটা খুলে যেতো, আমার মনে হয় আমি পাগল হয়ে যেতাম। চোখের ভুল নয়, মি. হোম্‌স্ বোধ হয় আমি নিশ্চল, অসাড় আর বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর ওটা সরে গেল—কিন্তু আমার মধ্যে আর একটুও শক্তি অবশিষ্ট ছিল না যাতে করে উঠে গিয়ে দেখি তারপর কী হলো। মনে হয় যেন বরফের মধ্যে আমি শুয়েছিলাম, এবং সকাল হওয়া অবধি শুয়ে শুয়ে কেঁপেছি। সকালে প্রাতঃরাশের টেবিলে তাঁকে দেখলাম অত্যন্ত ছটফটে এবং রুক্ষ মেজাজের। গতকালের ঘটনার কথা উনি উল্লেখ করলেন না, আমিও তুললাম না। কিন্তু ওনার অনুমতি না নিয়েই শহরে চলে এলাম—আর এই আমাকে দেখছেন।

মিস্ প্রেসবেরির বর্ণনায় হোম্‌স্ দারুণ বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে হল।

আপনি বললেন আপনার ঘরটি তিনতলায়। বাগানে কোনো লম্বা সিঁড়ি আছে কি?—হোমসের প্রশ্ন।

না মি. হোমস, আর সেটাই আশ্চর্য। জানলায় পৌঁছবার মতো কোনো সম্ভবপর উপায় নেই, অথচ উনি ঠিক জানলায় এলেন।

হোম্‌স্ চিন্তিতস্বরে বললেন, তারিখটা বললেন ৫ সেপ্টেম্বর। মামলাটা আরো জটিল হয়ে উঠল। একবার অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করা দরকার। আপনাদের একটা কথাই আমাকে ভাবিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে, যে উনি কিছু সময়ের জন্যে এমন হয়ে যান যে, তিনি কী করছেন তা নিজেই জানেন না। আমাকে ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে।

কড়া নাড়তেই একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ দরোজা খুলে দাঁড়ালেন, বোঝা গেল তিনি তাঁর বাঁকানো চশমার ভিতর দিয়ে তাঁর ঝুড়ো ভ্রু-র আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই আমাদের অধ্যাপকের পড়ার ঘরে এনে হাজির করা হলো। হোম্‌স্‌দের সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই রহস্যময় অধ্যাপক। প্রথম দর্শনে তাঁর চেহারায় কোনো রকম বৈকল্য আছে কিনা বোঝা যায় না। বরং দৃঢ় ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারায় এমন এক আভিজার্ত্য পাণ্ডিত্যের ছোঁয়া আছে যা একজন সফল অধ্যাপকের পক্ষে খুবই জরুরি। তাঁর বিশ্লেষণী চোখ জোড়ায় কুটিল ধূর্ত ছায়া এসে ঝিলিক মেরে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

উনি হোমসদের কার্ডটিতে চোখ বুলিয়ে বললেন, জনাবদের বসতে আজ্ঞা হোক্। আপনাদের জন্যে কী করতে পারি বলুন?

হোম্‌স্ বিনীতভাবে হাসলেন, ঠিক এ প্রশ্নটাই তো আপনাকে করবো ভাবছিলাম স্যার!

আমাকে?

বোধহয় কোথাও একটা ভুল থেকে যাচ্ছে। আমি একজন দ্বিতীয় লোকের মারফৎ খবর পেলাম, অধ্যাপক প্রেসবেরি আমাকে স্মরণ করেছেন।

ওঃ তাই নাকি! আমার মনে হল তাঁর ওই ধূর্ত চোখজোড়ায় মুহূর্তের জন্যে একটা হিংস্রতা ঝিলিক মেরে গেল! বটে, আপনারা খবর পেয়ে এসেছেন? তা, তার নামটা একটু বলুন?

ক্ষমা করবেন অধ্যাপক, ব্যাপারটা গোপনীয়। যদি ভুল সংবাদ পেয়ে এসে পড়ে থাকি, তবে কোনো ক্ষতি নেই, আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

না, কখনো নয়! আমি এ ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত জানতে চাই। আপনার কাছে সেই সংবাদদাতার কোনো চিঠি বা টেলিগ্রাম আছে কী, যার দ্বারা আপনি আপনার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন?

অধ্যাপক যখন শুনলেন, হোমসের কাছে ওর প্রমাণপত্র নেই তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন অধ্যাপক। উনি ঘরের অন্যপ্রান্তে হেঁটে গিয়ে ঘণ্টা বাজালেন। ঘণ্টার উত্তরে লন্ডনের বন্ধুটি মি. বেনেট ঘরের প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন।

ভিতরে এসো বেনেট। এই দুই ভদ্রলোক লণ্ডন থেকে এসেছেন, এনাদের ধারণা এনাদের ডেকে আনা হয়েছে। তুমি তো আমার সমস্ত চিঠিপত্র দেখাশোনা করো। মি. হোমস নামে কোনো ভদ্রলোককে কি কোনো চিঠি দেয়া হয়েছে?

না স্যার। বেনেট জড়িত গলায় উত্তর করলেন। ব্যস মিটে গেল। অধ্যাপক ক্রুদ্ধভাবে হোম্‌সের দিকে চেয়ে বললেন—আপনাদের ভূমিকা কিন্তু আমার কাছে অত্যন্ত সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে।

উত্তরে হোম্‌স্, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, আমি আবার বলছি, ভুল ক্রমে এসে পড়ার জন্যে আমরা দুঃখিত।

এইসব শুক্‌নো ভদ্রতা দেখাবেন না মি. হোম্‌স্! তাঁর চোখে মুখে অস্বাভাবিক ক্রোধ। উনি কথা বলতে বলতে আমাদের এবং দরোজার মাঝে এসে দাঁড়ালেন, তারপর ক্ষিপ্তভাবে হাত নেড়ে বললেন, এতো সহজে এখান থেকে নিষ্কৃতি পাবি ভেবেছিস্! উন্মত্ত ক্রোধে এবং উত্তেজনায় তাঁর মুখে রক্ত ফেটে পড়ছিল। মি. বেনেট ব্যাপারটা সামলে না নিলে আমার নিশ্চিত ধারণা ওখান থেকে বেরুতে হলে কিছুটা হাতাহাতি করে ফেলতে হতো।

হোম্‌স্‌রা চলে যেতে কিছুক্ষণ পরে মি. বেনেট ছুটতে ছুটতে পথের একটা বাঁকের আড়ালে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, আমি দুঃখিত, মি. হোম্‌স্। আমি ভাবলাম আমার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত।

মি. হোম্‌স্ হাসতে হাসতে বললেন—আরে মশাই, এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের পেশায় এরকম অভিজ্ঞতা হয়েই থাকে।

বেনেট অনুযোগের স্বরে বললেন—আমি প্রফেসারের এরকম ভয়ঙ্কর মেজাজ আর কখনো দেখিনি। উনি দিন দিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ওঁনার কন্যা এবং আমি কেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। অথচ ওনার স্মৃতিশক্তি তো দেখলেন কেমন পরিষ্কার আছে এখনও।

হোম্‌স্ উত্তর করলেন, অত্যন্ত পরিষ্কার। ওখানেই আমার হিসাবের ভুল হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও প্রফেসারের স্মৃতিশক্তি অনেক, অনেক বেশি। যাওয়ার আগে হোম্‌স্‌রা শ্রীমতী প্রেসবেরির ঘরের জানলা বাড়ির পেছন থেকে দেখে নিলেন।

www.pathagar.com

মন্তব্য করলেন, ওখানে ওঠা তো একরকম অসম্ভব। অবশ্য নিচের দিকে একটা লতানো গাছ আছে আর জলের পাইপ ধরে কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মানুষের পক্ষে ওভাবে ওঠা সম্ভব নয়।

মি. বেনেট আরও একটা সুখবর দিয়ে বললেন—মি. হোম্‌স্ লন্ডনের যে লোকটির কাছে উনি চিঠি লেখেন তার ঠিকানা জোগাড় করতে পেরেছি।

হোমস ঠিকানাটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কাগজটা পকেটে রেখে দিলেন।

'ডোরাক'—নামটা অদ্ভুত! স্লাভদেশীয় মনে হয়। এই ঘটনার সঙ্গে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র আছে। আমরা ফিরছি—হোম্‌স্ বললেন। একটু ধৈর্য ধরুন মি. বেনেট। শীঘ্রই সুযোগ আসবে। যদি আমি ভুল না করে থাকি তবে আগামী মঙ্গলবারই সেই চরম দিন আসছে। আর, হ্যাঁ, শ্রীমতী প্রেসবেরী যেন বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত বাইরে থাকেন। ...আর, অধ্যাপককে তাঁর ইচ্ছেমতো চলতে দিন, বাধা দেবেন না। যতোক্ষণ ওনার মেজাজ ভালো আছে ততোক্ষণ সব দিক দিয়েই মঙ্গল।

ফেরবার পথে হোমস পোস্ট অফিসে দাঁড়িয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন।

সন্ধ্যেবেলাতেই টেলিগ্রামের উত্তর পাওয়া গেল। হোম্‌স্ ওয়াটসনকে টেলিগ্রামটা পড়তে বললেন—

"কমার্শিয়াল রোডে গেছিলাম এবং ডোরাককে দেখলাম। অত্যন্ত ভদ্রলোক। বোহেমিয়ার লোক, বয়স্ক। একটি বড় জেনারেল স্টোর্সের মালিক।"—মার্সার

'মার্সারকে চেনো বোধ হয়'—ওয়াটসনকে হোম্‌স্ বললেন—আমার সাধারণ খোঁজখবরের কাজগুলি আমি ওকে দিয়েই করিয়ে নিই। আমাদের অধ্যাপকটি কাকে অতো গোপনে চিঠি দেন সেটি জানা দরকার ছিল। ভদ্রলোক সে-দেশীয় লোক। এবং অধ্যাপকের প্রাগ ভ্রমণের মধ্যে একটা যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

ওয়াটসন এবার ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—হোম্‌স্ শুরু করলেন—শোনো, আগে তারিখগুলো বিশ্লেষণ করা যাক্। মি. বেনেট-এর ডায়েরি থেকে দেখা যাচ্ছে ২ জুলাই প্রথম গণ্ডগোল দেখা যায়। এবং তারপর থেকে প্রতি নয়দিন বিরতির পর পর গণ্ডগোল হতে থাকে, শুধু আমার যতোদূর মনে পড়ছে একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। শেষ গণ্ডগোল উনি করেছেন এই শুক্রবারে অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর, সেটাও কিন্তু ঐ ন-দিন বিরতির নিয়ম মেনে ঘটেছে। কেন না এর আগের ঘটনা ঘটেছে ২৬ আগস্ট। ব্যাপারটা কখনোই কাকতলীয় হতে পারে না।

ওয়াটসনকে যুক্তিটা মেনে নিতেই হলো। হোম্‌স্ পুনরায় একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন—আপাতত ধরে নেওয়া যেতে পারে অধ্যাপক প্রতি নয়দিন অন্তর কোনো কড়া নেশার ওষুধ খেয়ে থাকেন। সেই ওষুধের বিষক্রিয়া সাময়িক হলেও অত্যন্ত তীব্র। অধ্যাপক এমনিতেই একটু খিটখিটে স্বভাবের, ওষুধের ক্রিয়ার সেই স্বভাব আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। উনি যখন প্রাগে গেছিলেন, সেখানেই এই নেশাটা করতে শেখেন। এবং বর্তমানে বোহেমিয়ার কোনো লোকের মাধ্যমে (সে নিশ্চয়ই লন্ডনে থাকে) ওষুধটা তিনি নিয়মিত পেয়ে আসছেন। এই সমস্তগুলিই একসূত্রে গাঁথা আছে, ওয়াটসন।

ওয়াটসন বললেন, কিন্তু কুকুরের ব্যাপার, জানলায় মুখ আর বারান্দায় মানুষের হামাগুড়ি দেয়া?

হোম্‌স্ ওয়াটসনকে আশ্বস্ত করে বললেন—ধীরে বৎস ধীরে! দাঁড়াও, সব প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে পাবে—মঙ্গলবারে।

সোমবার ওয়াটসন আর হোম্‌স্ ক্যামফোর্ডে অধ্যাপকের বাড়ির কিছুদূর চেকার্স হোটেলে এসে ওঠার পর সন্ধ্যাবেলা মি. বেনেটার মুখে শুনলেন, লন্ডনের ডাকে আজ আবার উনি একটা চিঠি এবং একটা ছোট্ট প্যাকেট পেয়েছেন, দুটির টিকিটের নিচেই কাটা চিহ্ন দেয়া।

www.pathagar.com

ওয়াটসনের দিকে চেয়ে হোম্‌স্ গম্ভীর মুখে বললেন,—আমার এটাই সন্দেহের যথেষ্ট প্রমাণ বুঝতে পারলে?

মি. বেনেট-এর দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—আজ রাতেই আমরা হয়তো কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারব। আমার বিশ্লেষণ যদি সত্য হয় তবে আজই এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে অধ্যাপককে পর্যবেক্ষণে রাখা দরকার। তাই আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আজ জেগে থাকবেন এবং চারিদিকে নজর রাখবেন। আপনাদের ঘরের পাশ দিয়ে ওনার যাওয়ার সাড়া পেলেও বাধা দেবেন না, বরং অত্যন্ত সাবধানে তাঁকে অনুসরণ করবেন। আমি এবং ড. ওয়াটসন কাছাকাছিই থাকবো। ও হ্যাঁ, সেই ছোট্ট বাক্সটি যার কথা আপনি বলেছিলেন, তার চাবিটি কোথায়?

ওনার ঘড়ির চেনে—বেনেট বললে।

হোমস ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আমার ধারণা আমাদের বিশ্লেষণের কিছুটা অংশ ওই বাক্সে লুকোনো আছে। তালাটা ভাঙা খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার হবে না মনে হয়। আর শোনো বাড়িতে আজ কোনো শক্ত সামর্থ লোক পাওয়া যাবে? আচ্ছা তোমাদের ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান ম্যাকফেল তো বেশ গাট্টা! শোনো, ওকে জানিয়ে রেখো। আজ আমাদের ওকে দরকার হতে পারে। আপাতত আমাদের আর কিছুই করার নেই।

শুভরাত্রি। আশা করছি সকালের আগেই আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

হোমস ঘরে যেতে যেতে নিজের মনে মনে বলতে লাগলেন, যদি আমার নয় দিনের অনুমান সত্যি হয়ে থাকে তবে আজই আমরা অধ্যাপককে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থায় পাব। হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন, ওনার 'প্রাগ' ভ্রমণের পর থেকে এই উপসর্গ, লন্ডনের এক বোহেমীয় দোকানদারের সঙ্গে ওনার গোপন চিঠিপত্র চালাচালি—খুব সম্ভব ব্যবসায়ীটি প্রাগের কোনো ব্যক্তির দালাল এবং উনি আজই ঐ ব্যবসায়ীটির কাছ থেকে একটি প্যাকেট পেয়েছেন। সমস্ত ঘটনা কিন্তু একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। উনি কী চান এবং কেন চান সেটা যদিও আমরা এখনো জানি না কিন্তু এটা স্পষ্ট যে ব্যাপারটার শুরু প্রাগ থেকে। উনি কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ মেনে এটা করে চলেছেন এবং সেটাই এই ন-দিনের নিয়মটা রক্ষা করে যাচ্ছে। এটা একটা প্রাথমিক ব্যাপার যা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু ওনার লক্ষণগুলি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ওনার আঙুলের জোড় লক্ষ করেছো?

ওয়াটসন স্বীকার করলেন—করেন নি।

মোটা এবং শিং এর মতো এমন বেঁকানো যা আমার অভিজ্ঞতায় একেবারে নোতুন। হোম্‌স বললেন, সবসময় হাতের দিকে লক্ষ করবে, ওয়াটসন। তারপর কব্জি, প্যান্টের হাঁটু এবং জুতো। অত্যন্ত অদ্ভুত আঙুলের গাঁট—এই গাঁট দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় ক্রমবিকাশের সূত্র,—বলেই হোম্‌স্ চুপ্ করে গেলেন এবং হঠাৎ দু-হাত জড়ো করে কপালে আঘাত করলেন। ও. ওয়াটসন, ওয়াটসন, আমি কি বোকা! মনে হবে এটা অসম্ভব, তবু এটাকেই সত্যি হতে হবে। সমস্ত সূত্র এইদিকে নির্দেশ করছে। এই সূত্রের পরস্পর সম্পর্ক কী করে আমি এড়িয়ি গেলাম? ওই গাঁটগুলি—গাঁটগুলি আমি এড়িয়ে গেলাম কি করে? আর কুকুরটা? জানলার পাশের লতা গাছটা? আমি মাঝে মাঝে যেমন স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে যাই, এই সময়েও নিশ্চয়ই তাই হয়েছিল। ওয়াটসন দেখো দেখো! ওই, ওই যে উঁনি! এবার আমরা নিজেরাই সব কিছু দেখতে পারবো।

হলঘরের দরোজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। ঘরের বাতির আলোয় আমরা দোরগোড়ায় অধ্যাপকের দীর্ঘ মূর্তি দেখতে পেলাম। পরনে ড্রেসিং গাউন। শেষবার তাঁকে যখন দেখেছিলাম সেইভাবেই তিনি কিছুটা সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন, দুপাশে হাত দুটো ঝুলছে। ...দরোজা পেরিয়ে অধ্যাপক এবার বাইরে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন

www.pathagar.com

দেখা দিল। তিনি হাত দুটি মাটিতে রেখে হামাগুড়ি দেওয়ার অবস্থায় এলেন, তারপর চার হাতে পায়ে চলা শুরু করলেন। মাঝে মাঝে লাফাতে লাড়লেন। মনে হল অফুরন্ত শক্তি আর উৎসাহে তিনি টগবগ করছেন। ওইভাবেই তিনি বাড়ির সামনের মুখ ধরে চলতে লাগলেন, তারপর বাড়ির পাশের দিকে চলে গেলেন। উনি অদৃশ্য হয়ে যেতে হলঘর থেকে বেনেট বেরিয়ে এলেন এবং মৃদু সতর্ক পায়ে অধ্যাপককে অনুসরণ করলেন।

হোম্‌স্‌ ফিসফিস করে বলে উঠলেন এসো, ওয়াটসন, পা টিপে টিপে এসো। তারপর হোম্‌স্‌রা সকলে মিলে অত্যন্ত সতর্কভাবে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে দিয়ে বাড়ির পাশের দিকে এগোতে থাকলো। চাঁদের আলোয় অধ্যাপককে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো। আইভ ছাওয়া বাড়ির দেওয়ালটির নীচে হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন অধ্যাপক। হঠাৎ দেখা গেল অবিশ্বাস্য পটুতায় তিনি ওই আইভি বেয়ে দেওয়ালে উঠতে শুরু করলেন, হাত এবং পায়ের আশ্চর্য নৈপুণ্যে তিনি ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে দেওয়ালে বেয়ে চললেন। তাঁর ড্রেসিং গাউন দুদিকে ঝুলছে আর সেইজন্যে তাঁকে এক বিশাল বাদুড়ের মতো দেখাচ্ছে। চন্দ্রালোকিত দেওয়ালের এক বিশাল বর্গাকার অংম কালো করে তিনি ঝুলছিলেন, তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়তেই, ডাল থেকে ঝুলে তিনি মাটিতে নেমে পড়লেন এবং আবার তেমনি হামাগুড়ি দিয়ে এবার আস্তাবলের দিকে এগোতে লাগলেন। এবার কুকুরটি তার প্রভুকে দেখে প্রচণ্ডভাবে চিৎকার শুরু করল। রাগে আর হিংসায় অধীর হয়ে চেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। অধ্যাপক কুকুরটির ঠিক আওতার বাইরে উবুড় হয়ে বসে পড়ে তাকে যথেচ্ছভাবে উত্তেজিত করতে শুরু করলেন। রাস্তা থেকে কতকগুলি নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে কুকুরটার গায়ে ছুঁড়তে লাগলেন। একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে ওটাকে খোঁচাতে লাগলেন। কুকুরের ক্রুদ্ধ দংশনোদ্যত দাঁতের ইঞ্চি-খানেক দূরে তিনি তাঁর হাত নাচাতে লাগলেন। এবং সমস্তরকমভাবে ব্লাডহাউণ্ডটিকে এমন উত্তেজিত করতে শুরু করলেন যে কুকুরটির প্রায় পাগল হয়ে যাবার যোগাড়। একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ মাটিতে ব্যাঙের মতো বসে লাঠির খোঁচা মেরে মেরে একটা ব্লাডহাউণ্ডকে উত্তেজিত করে তুলেছে এবং শয়তানি এবং পরিকল্পিত নিষ্ঠুরতার আক্রমণে কুকুরটি তকন দাঁড়িয়ে উঠে থাবা বাড়িয়ে অধ্যাপকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। এবং হঠাৎ চকিতে অঘটন ঘটে গেল। চেন ছিঁড়েনি গলার কলার পিচলে খুলে গেল, কেননা ওই কলার আসলে আরো মোটা গলার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের জন্যে তৈরি। ফলে মুহূর্তের জন্যে মাটিতে চেনের আছড়ে পড়ার ধাতব শব্দ পেলাম, তারপরই কুকুর এবং মানুষের মাটিতে জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি, কুকুরের ক্রুদ্ধ উন্মত্ত গর্জন, আর অধ্যাপকের ভীত আর্ত, প্রাণপণ চিৎকার। উন্মত্ত পশুটা তাঁর ঠিক টুঁটিটাই দখল করেছিল, বাঁকানো দাঁতগুলি অত্যন্ত গভীর হয়ে ঢুকে পড়েছিল। হোমসরা ছুটে গিয়ে দুটোকে টেনে আলাদা করে দেওয়ার আগেই অধ্যাপক অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা আরও বিপদজনক হয়ে দাঁড়াত, কিন্তু বেনেটের উপস্থিতি এবং কণ্ঠস্বর পশুটাকে মুহূর্তে ঠাণ্ডা করে ফেলল। এই চিৎকার আর চেঁচামিচিতে কোচোয়ানটি নিদ্রাজড়িত চোখে হতবাক হয়ে আস্তাবলের দোতলায় তার ঘর থেকে নেবে এসে বলল—আমি একটুও অবাক হই নি, কারণ আমি ওনাকে আগেও এরকম করতে দেখেছি। আর আমি জানতাম কুকুরটা একদিন না একদিন ঠিক ওনাকে ধরবেই।

কুকুরটাকে পুনরায় চেন দিয়ে বাঁধা হল। সবাই মিলে অধ্যাপককে ধরাধরি করে তাঁর ঘরে নিয়ে আসা হলো। সেখানে তাঁর ক্ষত ধুয়ে মুছে ঔষুধ লাগিয়ে বেঁধে দিলেন ড. ওয়াটসন। অবশ্য প্রতিটি ব্যাপারে বেনেট-এর হাত প্রসারিত ছিল। ধারালো দাঁতগুলি অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ক্যারোটিভ ধমনীর কাছ দিয়ে চলে গেছে এবং খুব বেশিমাত্রায় রক্তপাত হচ্ছিল। আধঘন্টার মধ্যে বিপদ কেটে গেল, একটা মরফিয়া ইনজেকশন দিয়ে ড. ওয়াটসন রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

হোমস এবার গম্ভীর স্বরে বললেন, ঘড়ির চেন থেকে এবার চাবিটা বার করুন মি. বেনেট। ম্যাকফেলকে বলুন রোগীর কাছে থাকতে এবং যদি তেমন বোঝে তা যেন আমাদের খবর দেয়। এখন দেখা যাক অধ্যাপকের রহস্যময় বাক্সটির মধ্যে থেকে কী পাওয়া যায়?

বাক্সটি খোলা হলো। দেখা গেল—একটা খালি শিশি আর প্রায় পূর্ণ একটি ইনজেকশনের সিরিঞ্জ আর কয়েকটি বিশ্রী হাতের লেখা চিঠি। প্রত্যেকটি চিঠির ডাকটিকিটের নিচে কাটা চিহ্ন দেয়া এবং প্রত্যকটিতে কমার্শিয়াল রোডের ডাকঘরের ছাপ এবং এ. ডোরাকের সই করা। এগুলির বেশীর ভাগই চালান, যাতে অধ্যাপককে জানানো হয়েছে নোতুন এক শিশি পাঠানো হলো আর পাওয়া গেল কিছু অর্থপ্রাপ্তির রশিদ। এছাড়া একটি খামও পাওয়া গেল, তার ওপর ঠিকানাটা মনে হলো কোনো শিক্ষিত লোকের লেখা, খামে অস্ট্রিয়ার ডাকটিকিট এবং প্রাগ ডাকঘরের ছাপ মারা। এই যে, আমাদের আসল বস্তুটি পেয়েছি। হোম্‌স্‌ খাম খুলে চিঠিটা বার করতে করতে পড়লেন—

জনাব,

আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, যদিও আপনার ক্ষেত্রে চিকিৎসা করানোর অনেক বিশেষ কারণ আছে তবুও আমি আপনাকে সতর্ক করছি, এই ওষুধের কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। খুব সম্ভব মানুষ্যজাতীয় বনমানুষের বীজ ওক্ষেত্রে ভালো ফল দেখাতে পারে। এখানে আমি মুখপোড়া লঙ্গুর ব্যবহার করেছি। কেননা এই জাতীয় প্রাণীটি পাওয়া গিয়েছিল। লঙ্গুরা অবশ্য হামাগুড়ি দেয় এবংয় গাছে চড়ে, আর বনমানুষ সোজা হয়ে দু-পায়ে হাঁটে, এছাড়া আর সব ব্যাপারে ওরা মানুষের কাছাকাছি। আমি প্রার্থনা করছি, সবরকমে চেষ্টা করবেন যাতে এই চিকিৎসার কথা যথাসময়ের আগেই না জানাজান হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডে আমার আর একজন মক্কেল আছে এবং ডোরাক আমার দালাল, সে আপনাদের দুজনের সঙ্গেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে।

প্রতি সপ্তাহে ফলাফলের খবর পেলে বাধিত হব।

ইতি
আশ্রব
এইচ, লোয়েনস্টাইন

হোম্‌সের মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে গেল—লোয়েনস্টাইন! কতকগুলো খবরের কাগজের কাটিং-এর কথা ওয়াটসনের মনে পড়ে গেল। একজন অখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, যিনি এক অজানা উপায়ে পুনর্যৌবন এবং দীর্ঘায়ু লাভের এক সালসা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন।

হোম্‌স্‌ বললেন—লোয়েনস্টাইন প্রাগের লোক—লোয়েনস্টাইনের শক্তিদায়িনী অদ্ভুত ওষুধ, কিন্তু ওষুধের নির্মাণ প্রণালী প্রকাশ করতে অসম্মত হওয়ায় সরকার থেকে তার ওই ওষুধ বাজারে বিক্রি করা নিষেধ হয়।

মি. বেনেট তাক থেকে প্রাণীবিদ্যার একটি পরিচয় পুস্তক পেড়ে আনলেন। 'লঙ্গুর' তিনি বই খুলে পড়া শুরু করলেন। বিরাট চেহারার মুখপোড়া বানর, হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে পাওয়া যায়। গাছে চড়া বানর শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশীরকম মানুষের মতো এবং সবচয়ে বড় আকৃতির। আরো অনেক বিশদ তথ্য দেওয়া আছে। ধন্যবাদ মি. হোম্‌স্‌। সমস্ত রহস্য মূলসহ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে।

হোম্‌স্‌ বললেন—প্রকৃত মূল রহস্য হলো, অসময়ে প্রেম পর্বের মধ্যে অধ্যাপক ভেবেছিলেন আবার একবার যুবক হতে পারলে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।

ওয়াটসন বললেন, কুকুরটি অধ্যাপককে তার প্রিয় প্রভুকে কামড়াল কেন?

হোম্‌স্‌ বললেন—'রয়'—অধ্যাপককে নয়, একটি বাঁদরকেই আক্রমণ করেছিল মাত্র। এবার ওঠো, ভোরের দিকে একটা ট্রেন আছে, চা-টা খেয়ে ঐ ট্রেনেই ফিরে যাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

তিন গ্যারিডেব রহস্য

বেশ কয়েকটি দিন হাতে কাজ না থাকায় মি. হোম্‌স্ শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিন সকালবেলা তিনি একটা লম্বা কাগজ হাতে, ধূসর গম্ভীর চোখে কৌতুকের ঝিলিক তুলে ওয়াটসনকে বললেন, বন্ধু হে, কিছু টাকা রোজগারের একটা সুযোগ এসেছে। 'গ্যারিডেব' বলে কোনো নাম শুনেছো কখনো?

ওয়াটসন স্বীকার করলেন—কই না তো, শুনিনিতো। হোম্‌স্ বললেন, এবার আমাদের গ্যারিডেবের সন্ধান করতে হবে। আর শোনো ওয়াটসন, লোকটি এক্ষুনি এখানে আসবে, আমি জেরা করব, আর তুমি তকনই ঘটনাটা শুনে নিও। আপাতত আমাদের যা দরকার তা হলো ঐ নামটা।

ওয়াটসনের পাশেই টেবিলের ওপর টেলিফোন ডাইরেক্টরি ছিল। সেটা তুলে নিয়ে কোনোরকম আশা না করেই ওয়াটসন খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে অমন একটা নাম সত্যিই ওখানে আছে। বিজয়সূচক ভঙ্গিতে ওয়াটসন চিৎকার করে উঠে হোম্‌স্‌কে বললেন, এই তো, পেয়েছি! এই তো এখানে! ডাইরেক্টরি বইটা ওয়াটসনের হাত থেকে হোম্‌স্ নিয়ে পড়তে লাগলেন—গ্যারিডেব এন্-১৩৬ লিটল রাইডার স্ট্রিট, ডব্লিউ, তারপর মন্তব্য করলেন, তোমায় হতাশ করছি বলে দুঃখিত ওয়াটসন। কারণ এ হলো সেই লোকটিই, চিঠিটার ওপরে এই ঠিকানাটাই রয়েছে। ঐ নামের আর একজন লোক দরকার।

এমন সময় মিসেস হাডসন ট্রেতে করে একটা কার্ড নিয়ে এলো। ওয়াটসন কার্ডটা তুলে নিয়ে তাকালেন সেটার দিকে—আরে এই তো, আর একটা! বিস্ময়ের সঙ্গে ওয়াটসন বলে উঠলেন—এ নামটা আলাদা, জন গ্যারিডেব, ব্যারিস্টার, মুরভিল, ক্যান্‌সাস, যুক্তরাষ্ট্র।

হোম্‌স্ কাগজটার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। উঁহু, এটা ছাড়াও আরও একটা গ্যারিডেব তোমায় খুঁজে বার করতে হবে। কারণ এ ভদ্রলোকও ইতিপূর্বেই এই মামলার সঙ্গে জড়িত। তবে, আজই সকালে যে ইনি দেখা করবেন এ আমি আশা করিনি। যাই হোক একে চাপ দিয়ে এর পেট থেকে কিছু কথা বার করতে হবে।

ঠিক পরের মুহূর্তেই ঘরে প্রবেশ করলেন ব্যারিস্টার মি. জন গ্যারিডেব। লোকটা ছোটোখাটো, বলিষ্ঠ গড়নের, মুখটি গোলগাল, তাজা, দাড়ি-গোঁফ কামানো। আমেরিকার ব্যাবসায়ীরা যেমনটি হয়ে থাকে আর কি! প্রথম দর্শনে হৃষ্টপুষ্ট মানুষটিকে খানিকটা ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। মুখে মৃদু হাসি লেগেই আছে। কথায় মার্কিন টান, চোখ দুটিও আকর্ষণজনক।

একে একে হোম্‌স্ এবং ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন,—মি. হোমস? হ্যাঁ হ্যাঁ, কাগজের ছবির সঙ্গে দিব্যি মিল পাওয়া যাচ্ছে। মি. নাথান গ্যারিডেবের কাছ থেকে তো একটা চিঠি পেয়েছেন তাই না?

হোম্‌স্ পাইপটা নামিয়ে বললেন—বসুন বসুন। অনেক ব্যাপারে আলোচনা করার আছে, আপনার সঙ্গে। তারপর টেবিলে রাখা সামনের কাগজগুলো তুলে নিয়ে বললেন, এই দলিলে যে মি. জন গ্যারিডেবের উল্লেক আছে আপনিই নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি! কিন্তু আপনি তো বেশ কিছুদিন ধরে এই লণ্ডনেই আছেন।

একথা কেন বলছেন হোমস? তাঁর স্বচ্ছ দুচোখে যেন হঠাৎ সন্দেহ আর আতঙ্ক দেখা দিল।

হোমস শান্তস্বরে বললেন, আপনার পোষাক সমস্তই ইংল্যান্ডের। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে ভদ্রলোক বললেন—আপনার কৌশলের কথা আমি পড়েছি, কিন্তু আমি নিজেই যে বলির পাঁঠা হবো এটা ভাবিনি। কিন্তু কী থেকে বুঝলেন মি. হোম্‌স্?

হোমস মুচকি হেসে বললেন, আপনার কোটের কাঁধটা আপনার বুটের ডগা দেখে কি আর এ বিষয়ে সন্দেহের কিছু থাকতে পারে?

www.pathagar.com

তাই তো—মি. জন গ্যারিডেব বললেন—আমায় দেখে যে এতোটা ইংরেজ-ইংরেজ মনে হয় এ আমি জানতাম না। মানে কাজের খাতিরে আমায় ক'দিন আগেই এখানে আসতে হয়েছে আর কি। যাই হোক, আপনি খুবই ব্যস্ত মানুষ এবং আমার পোষাক নিয়ে আলোচনার জন্যেও আমি আসিনি। আপনার ঐ দলিলের কথা এবার বলুন শুনি।

ধৈর্য ধরুন মি. গ্যারিডেব ধৈর্য ধরুন। ক্রমশ সব প্রকাশ পাবে। তারপর একটু থেমে বললেন, আচ্ছা, মি. নাথান, গ্যারিডেব আপনার সঙ্গে এলেন না কেন?

আচ্ছা, আপনাকে কেন তিনি এর মধ্যে টেনে আনলেন বলুন তো? হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কী? দুই ভদ্রলোকের মধ্যে ব্যবসায়িক কথাবার্তা হচ্ছে, তার মধ্যে কি একজনের কোনো গোয়েন্দাকে টেনে আনার কোনো মানে হয়? আজ সকালে দেখা করতে তিনি আমাকে এই বোকামির কথাটা বললেন, যে জন্যে আমার এখানে আসা। কিন্তু সে যাই হোক আমার কিন্তু ভারি খরাপ লাগছে।

এর মধ্যে তো আপনার প্রতি কোনো বিরুদ্ধ ব্যাপার কিছু নেই মি. গ্যারিডেব। তিনি একটু উৎসাহের বশে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কারণ তিনি জানেন, খবর সংগ্রহের ব্যাপারে আমার একটু নাম-টাম বাজারে আছে।

ভদ্রলোকের মুখে যে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিয়েছিল একটু একটু করে তা মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন, অবশ্য তাহলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে। তাই আজ সকালবেলা যখন তাঁর কাছে শুনলাম, আপনার ঠিকানা নিয়ে সোজা চলে এলাম এখানে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে পুলিশ নাক গলায় না আমি চাই না, তবে আপনি যদি শুধু আমাদের প্রয়োজন মতো লোকটিকে খুঁজে দিয়েই ক্ষান্ত হন তাহলে আর ক্ষতি কী।

হোম্‌স্ বললেন,—যাই হোক, আপনি যখন এসেই গেছেন, তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলুন দেখি। এই আমার বন্ধু ড. ওয়াটসন, এ মামলার খুঁটিনাটি কিছু জানেন না, তাই পরিষ্কার করে ব্যাপারটা বলুন—যাতে উনিও বুঝতে পারেন।

মি. গ্যারিডেব যেমনভাবে ওয়াটসনের দিকে তাকালেন তাকে মোটেই বন্ধুসুলভ বলা চলে না। বললেন—ওঁর জানা কি একান্তই দরকার?

হোম্‌স্ বললেন—নিশ্চয়ই, কারণ আমরা যে একসঙ্গেই কাজ করি।

মি. গ্যারিডেব এবার সহজভাবে বলতে শুরু করলেন,—না, না গোপনতার কোনো কারণ নেই। ক্যানসাসে যিনিই গেছেন, সে-ইই অ্যালেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন গ্যারিডেবকে জানে। প্রথমে জমি জমার কারবার করে বেশ টাকা করেন, তারপর শিকাগোয় গমের ব্যবসা। জমি কিনতে কিনতে তার এতো জমি হয়েছিল যে তার সব জমি মিলিয়ে একটা জেলা হবে। আর সেই জমি থেকে নানাভাবে তাঁর প্রচুর আয় হতো। কোনো আত্মীয় স্বজন তাঁর ছিল না, অন্ততঃ ছিল বলে আমি জানি না। তবে, তাঁর অদ্ভুত নামটার ব্যাপারে তাঁর কিছু গর্ব ছিল এবং সেই ব্যাপারেই আমি তাঁর সংস্পর্শে আছি। তখন আমি টোপেকায় ওকালতি করছি, একটু থেমে নিয়ে পুনরায় গ্যারিডেব বলে চললেন—এমন সময় একদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে দেখা করেন আমার সঙ্গে। তিনি ছাড়াও যে গ্যারিডেব আছে, এ খবর পেয়ে তিনি আহ্লাদে আটখানা। বললেন, আরও একটি গ্যারিডেবের খোঁজে আমি কাজকর্ম ছেড়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে পারবো না। কিন্তু তিনি বললেন, 'ওসব শুনবো না, যা বলছি তাই করতে হবে, আমার মতলব সফল হলে টাকা পয়সা সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা থাকবে না।' ভেবেছিলাম বুঝি ঠাট্টা করছেন, কিন্তু পরেই বুঝেছিলাম, কথাগুলোর মধ্যেই প্রচুর সত্য নিহিত আছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এই কথাবার্তার এক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। একটা উইল রেখে যান তিনি। এমন অদ্ভুত উইল ক্যানসাস আর কেউ কখনো দেখে নি। উইলে তিনি তাঁর সকল সম্পত্তি ভাগ করেন তিন ভাগে, যার এক ভাগ তিনি আমাকে দেন এই শর্তে যে আমাকে আরো দুজন গ্যারিডেবকে খুঁজে

www.pathagar.com

বার করতে হবে। প্রত্যেকের ভাগে পড়বে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার করে। কিন্তু আরও দু-জন গ্যারিডেবকে না পেলে কিছুই হবে না। টাকার অঙ্কটা এতোই বেশী যে আমি আইন ব্যবসা ছেড়ে গ্যারিডেবের সন্ধান পেলাম না। অবশেষে লন্ডন টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পেয়েও গেলাম একটা নাম। দুদিন আগে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। বুঝিয়ে বললাম সব কিছু। কিন্তু আমার মতো তিনিও একা মানুষ, কেবল কজন আত্মীয়া তাঁর আছে। কিন্তু এ সম্পত্তি কোনো স্ত্রীলোককে বর্তাবে না, কারণ উইলে আছে, তিনিজন প্রাপ্তবয়স্ক বা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হওয়া চাই। যদি আপনি একজন গ্যারিডেবের সন্ধান দিতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে তাহলে আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব।

হঠাৎ হোম্‌স্ হাসতে হাসতে ওয়াটসনকে বললেন, শুনলে তো ওয়াটসন? তোমাকে আগেই বলেছিলাম না—ব্যাপারটা খানিকটা খামখেয়ালি! ভদ্রলোককে বললেন, তা আমার তো মনে হয় আপনার কাজ হবে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া।

মি. গ্যারিডেব বললেন,—তা আমি করেছি মি. হোম্‌স্, কিন্তু কোনো উত্তরই পাইনি!

তাহলেই তো মুস্কিল। তা, মামলাটা যে অদ্ভুত তাতে আর সন্দেহ কী, হোম্‌স্ বললেন—আচ্ছা, মি. গ্যারিডেব অবসর সময়ে আপনার মামলাটা নিয়ে চিন্তা করবোখন। আপনি এখন আসুন।

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন—ভাবছি ভদ্রলোক কী কারণে বক্‌বক্ করে এতোগুলো মিথ্যে কথা বলে গেলেন।

কথাটা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চেপে গেলাম। ও মনে করুক আমায় বোকা বানিয়েছে! লোকটার কনুইয়ের কাছটায় জখম চিহ্ন আর প্যান্টের হাঁটুর যা অবস্থা তাতে মনে হয় অন্তত বছর খানেক ব্যবহার করেছে একবারও ধোয়নি। অথচ ওর কাগজপত্রে আর কথায় ও বলতে চায় ও মার্কিনি, সম্প্রতি লণ্ডনে এসেছে। ও কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—কিন্তু এমন কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় নি জানোই তো, ওসব বিজ্ঞাপন কখনও আমার দৃষ্টি এড়ায় না। সবটাই ডাহা মিথ্যা। মনে হয় লোকটা মার্কিনী। বেশ কয়েকবছর লণ্ডনে থাকার ফলে মুখের ভাব মোলায়েম হয়ে এসেছে। কী চায় ও, এই গ্যারিডেব খোঁজার মিথ্যা কথার আড়ালে কোন্ উদ্দেশ্য সে সাধন করতে চায়? লোকটা শয়তান একথা ধরে নিয়ে এগোতে হবে সাবধানে। দেখতে হবে অপর গ্যারিডেবটিও ভণ্ড কি না?

দেখ তো একটা ফোন করে তাকে—ওয়াটসন।

ফোন করতে একটা সরু, কাঁপা গলার আওয়াজ ওয়াটসনের কানে এলো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি নাথান গ্যারিডেব। মি. হোম্‌স্ আছেন কি? তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

ফোনটা নিলেন হোম্‌স্। ফোনের কথা ওয়াটসনও শুনতে পাচ্ছিলেন।

অ্যা-হ্যাঁ, এসেছিলেন। আপনি তো তাঁকে চেনেন না, তাই না?

হ্যাঁ, কতোদিন?...মাত্র দু'দিন। তা তো বটেই, অত্যন্ত লোভনীয়। সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে থাকবেন কি? ও ভদ্রলোক হয়তো তখন থাকবেন না...বেশ যাচ্ছি তাহলে। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ড. ওয়াটসনও সঙ্গে যাবেন।...আপনার চিঠি থেকে জানলাম আপনি বিশেষ একটা বাড়ির বাইরে বেরোন না। ছ'টা নাগাদ যাচ্ছি। মার্কিনি উকিলটিকে একথা জানাবার দরকার নেই... আচ্ছা, হ্যাঁ? বেশ, ছাড়ছি তাহলে।

বসন্তের এক মনোরম সন্ধ্যায় হাজির হলেন হোম্‌স্, ড. ওয়াটসনকে সঙ্গে নিয়ে। ভদ্রলোক নিজেই দরোজা খুলে দিলেন, ভিতরে ঢুকে হোম্‌স্‌রা বসবার পর বললেন, পরিচারিকাটি

www.pathagar.com

চারটের সময় চলে গেছে। ভদ্রলোক অত্যন্ত দীর্ঘকায়, তাঁর শরীরের গঠনে শৈথিল্য। তাঁর পিঠটা গোল, শুক্‌নো, মাথায় টাক, বয়স ষাটের কাছাকাছি। মুখটা কুৎসিত, বড় বড় গোঁফ, চশমা আর ছাগল দাড়ির মতো দাড়ি দেখে আর যেভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকেন তা লক্ষ করে মনে হয় তাঁর মধ্যে কৌতূহল আছে। সব মিলিয়ে, যাই হোক, তাঁকে বিনয়ী বলেই মনে হয়, তবে একটু অদ্ভুত বলেও মনে হয় বটে। ঘরটিও ঘরের মালিকটির মতোই অদ্ভুত—একটা ছোটখাটো যাদুঘর বলে মনে হতে পারে। বেশ লম্বা চওড়া, চারদিকের আসবাবপত্র আর তাক ভূতাত্ত্বিক আর শারীর বিদ্যার নমুনায় ঠাসা। তাকে মৌমাছি আর পোকামাকড় রাখা। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল, প্রচুর আবর্জনা তার ওপর জড়ো করা। আর সেখানে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের লম্বা তামার নলটা দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোকের বহুমুখী রুচির তারিফ করলেন মনে মনে হোম্‌স্‌। কোথাও প্রাচীন মুদ্রার সংগ্রহ, কোথাও পুরাতন প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র। মাঝখানের টেবিলের পেছনে একটা বাক্সে শিলীভূত হাড়ের রাশি। ওপরে একটা সিমেন্টের তৈরী তাকে মাথার খুলির সারি। কোনোটির নিচে লেখা 'নীন্ডারথল', কোনোটার 'হাইডেলবার্গ' বা 'ক্রো ম্যাগনন'। বোঝা গেল ভদ্রলোক অনেক কিছুতেই উৎসাহী। হোম্‌সদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি একটি শ্যাময় চামড়া হাতে করে, যা দিয়ে একটা মুদ্রা পালিশ করছিলেন। মুদ্রাটা তুলে ধরে বললেন, সিরাকিউস যখন উন্নতির শিখরে তখনকার এটা। শেষের দিকে অধঃপতন হয় তাদের। আরো সব জিনিস দেখাতে লাগলেন।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে হোমস চারদিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, আপনি কি একেবারেই বাড়ি থেকে বেরোন না?

ভদ্রলোক বললেন—মাঝে মাঝে যাই সোথবি ক্রিষ্টির ওখানে। তাছাড়া আমি পারতপক্ষে ঘর থেকে বেরোই না। বিশেষ শক্ত সমর্থ আমি নই, আর আমার গবেষণায় আমি সব সময়ই ডুবে রয়েছি। তাই আপনি বুঝবেন মি. হোম্‌স্‌, কী সাংঘাতিক একটা আঘাত—সুসংবাদ হলেও আঘাত তো বটে—পেলাম যখন এই মহাসৌভাগ্যের খবর এলো। গ্যারিডেব নামের আর একজন লোক হলেই হলো, এবং পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। আমার এক ভাই ছিল, কিন্তু সে মারা গেছে, এবং স্ত্রীলোক হলে চলবে না। তাহলেও সারা পৃথিবী খুঁজলে কি আর একজন গ্যারিডেবের সন্ধান পাওয়া যাবে না? আপনি অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারের ফয়সালা করেন বলেই আপনার সাহায্য নিচ্ছি। অবশ্য মার্কিন ভদ্রলোকটিও ঠিকই বলেছেন, তার আগে তাঁর সঙ্গেই কথা বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহলেও আমি যা করেছি ভালোর জন্যেই করেছি।

হোম্‌স্‌ বললেন, নিশ্চয়ই, খুব ভালো করেছেন। কিন্তু আমেরিকায় কোনো সম্পত্তির জন্যে কি আপনি খুব লালায়িত?

আজ্ঞে না,—একটুও না। এখানকার এইসব ছেড়ে আমি কোনোমতেই কোথাও যেতে চাই না। তবে, কী জানেন, যখনই আমরা ঐ সম্পত্তির অধিকারী হবো ওই ভদ্রলোক আমার অংশটা কিনে নেবেন। সম্পত্তিটা নাকি পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের। আমার এ সংগ্রহে স্থান পাওয়ার মতো প্রায় বারোটার মতো জিনিস বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ মাত্র কয়েকশো পাউন্ডের অভাবে আমি ওগুলো কিনতে পারছি না। তাই ভেবে দেখুন পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পেলে আমি কতো কী করতে পারি। আমার সংগ্রহের মধ্যে জাতীয় সংগ্রহশালার উপাদান আছে, এ যুগের হান্স স্লোন বলে আমার তখন নামডাক হবে। বড় বড় চশমার অন্তরালে তাঁর দু-চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বোঝা গেল নিশ্চয়ই তিনি আর একজন গ্যারিডেবকে খুঁজে বার করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

হোমস বললেন, আমি এসেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে—আপনার কোনো কাজে আমি বাধা দেবো না। মক্কেলদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলাই আমার অভ্যাস। আপনার বিবৃতি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং মার্কিন ভদ্রলোকটির বিবৃতিতে যা কিছু ফাঁক ছিল তাও ভরে

www.pathagar.com

গেল। তাই বিশেষ প্রশ্ন আপনাকে কিছু করার নেই। আচ্ছা, এ সপ্তাহের আগে তো আপনি ওই ভদ্রলোককে চিনতেন না, তাই না?

হ্যাঁ গত মঙ্গলবারেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। হোম্‌স্ বললেন, তাঁর সঙ্গে যে আমার কথা হয়েছে একথা তিনি আপনাকে বলেছেন? ভদ্রলোক বললেন,—হ্যাঁ, আপনার ওখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসেন তিনি। খুব রেগে গেছেন ভদ্রলোক। বোধ হয় আঁতে ঘা লেগেছে।

হোম্‌স্ বললেন, এই যে আমরা টেলিফোন করে এলাম, সকথা কি উনি জানেন?

ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন—হ্যাঁ!

চিন্তায় ডুবে রইলেন কিছুক্ষণ হোম্‌স্, তারপর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, কোনো বিশেষ দামি জিনিস কি আপনার কাছে আছে?

না, আমি বড়লোক নই। তবে আমার সংগ্রহে অনেক ভালো জিনিস আছে—তবে সেগুলো খুব মূল্যবান নয়।

হোম্‌স্ বললেন চুরি ডাকাতির ভয় নেই আপনার?

না—একেবারেই না—ভদ্রলোক বললেন।

কতোদিন হলো আপনি এখানে আছেন? হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর—ভদ্রলোকের ছোট্ট উত্তর।

এমন সময় হোম্‌সের জেরার মাঝখানে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই মি. নাথান গ্যারিডেব দরোজা খুলতেই মি. জন গ্যারিডেব অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন। একটা কাগজ হাতে দুলিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—এই তো, ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম যে তাড়াতাড়ি গেলে আপনার দেখা পাব। অভিনন্দন জানাই মি. নাথান গ্যারিডেব, ধনী আপনি! কাজ সুসম্পন্ন হলো, সব ঠিক আছে। আর মি. হোম্‌স্ আপনাকে শুধু এইটুকুই বলদে পারি যে, আপনাকে শুধু শুধুই কষ্ট দেওয়া হলো, এ জন্যে দুঃখিত।

কাগজটা তিনি মক্কেল ভদ্রলোককে দিলেন। সেখানকার লাল কালিতে দাগ দেওয়া একটা বিজ্ঞাপনের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন অবাক বিস্ময়ে।

তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে হোম্‌স্ আর আমি উঁকি মেরে তাকালাম। বিজ্ঞাপনটা এইরকম .

হাওয়ার্ড গ্যারিডেব

চাষের যন্ত্রপাথি প্রস্তুতকারক

লাঙ্গল, ড্রিল, ঠেলাগাড়ি ইত্যাদির প্রস্তুতকারক

মূল্য নিরূপক

লিখুন—গ্রাসভেনর বিল্ডিংস, অ্যাস্টন

ওঃ অপূর্ব, অপূর্ব! হাঁপাতে হাঁপাতে গৃহকর্তা বলে উঠলেন এই তো তিনজন পূর্ণ হলো।

মার্কিনী ভদ্রলোক মি. জন গ্যারিডেব বললেন, বার্মিংহামে খোঁজ করছিলাম। আমার ওখানকার দালালটিই এই স্থানীয় পত্রিকা থেকে এটা পাঠায় আমাকে। এক্ষুনি গিয়ে সব ব্যবস্থা করতে হবে। দালালকে লিখেছি আপনি কাল বিকেল চারটের সময় তার অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন।

আমি? সেকি তা কি করে সম্ভব?

নিশ্চয়ই! আপনি কী বলেন মি. হোম্‌স্? সেইটাই ভালো হবে, তাই না? আপনি হচ্ছেন বিট্রেনের লোক, আপনার প্রতিপত্তি আছে, আপনার কথা তিনি অতি অবশ্যই মানবেন। আপনি হয়তো চাইবেন আমিও আপনার সঙ্গে যাই, এবং আমারও সেই ইচ্ছে, কোনো অসুবিধা হলে সাহায্য করতে পারতাম, কিন্তু কাল আমার অনেক কাজ, একেবারেই সময় পাবো না।

মি. নাথান গ্যারিডেব বললেন, ক'বছর হলো আমি অতো দূরে কোথাও যাইনি।

www.pathagar.com

জন গ্যারিডেব বলল—ও কিছু না মি. গ্যারিডেব, কিছু না। কীভাবে যাবেন জেনে এসেছি। বারোটায় বেরোলে দুটোর একটু পরেই পৌঁছে যাবেন এবং সেই রাতেই ফিরে আসতে পারবেন। আপনার কাজ হবে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা, আর তিনিই যে সেই ব্যক্তি এই মর্মে শপথ-পত্রে সই করিয়ে নেয়া। তারপর একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, ভেবে দেখুন তো কোন্ মধ্য আমেরিকা থেকে আমি এসেছি, আর আপনি এই ব্যাপারের জন্যে মাত্র একশো মাইল পথ যেতে পারছেন না?

হোম্‌স্ বললেন—ঠিকই তো। আমার তো মনে হয় ইনি কিছু অন্যায় বলছেন না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অশান্তভাবে নাথান গ্যারিডেব বললেন—তা, নিতান্তই যদি চান তো যেতেই হবে। আপনাকে বিমুখ করা আমার পক্ষে কঠিন, প্রচুর আশার আলো আপনি আমার জীবনে এনেছেন।

হোম্‌স্ বললেন, তাহলে সেই কথাই রইলো। আশা করি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমায় খবর দেবেন।

আচ্ছা, বলে মার্কিনী ভদ্রলোক একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে মি. নাথান গ্যারিডেবকে বললেন, এবার আমায় যেতে হচ্ছে। কাল এসে আপনাকে বার্মিংহামের গাড়িতে তুলে দেবো, কেমন। আমার পথে যাবেন নাকি মি. হোম্‌স্? যখন শুনলেন না—তখন ভদ্রলোক ঝটপট বললেন, চলি তাহলে, বিদায়।

ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন, মার্কিনী ভদ্রলোক চলে যাবার পর হোম্‌সের মুখে যে মেঘ জমছিল তা কেটে গেছে। হোম্‌স বললেন—আপনার সংগ্রহটা একটু দেখতে চাই, মি. গ্যারিডেব। আমার যা জীবিকা তাতে যে কোনো বিষয় সম্বন্ধেই কিছু খবর কানে আসে, এবং আপনার ঘরটা তো তার ভাণ্ডারই বলা চলে।

খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠলেন মি. নাথান গ্যারিডেব, বললেন আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেই চিরদিন শুনে এসেছি, মি. হোম্‌স্, আপনার যদি সময় থাকে তো আসুন না, ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখবেন।

দুঃখের বিষয় সময় সত্যিই নেই মি. গ্যারিডেব, হোম্‌স্ বললেন—তবে নমুনাগুলো এতোই সুন্দরভাবে সাজানো আর লেবেল লাগানো যে, আপনার আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। কাল যদি দেখতে আসতে পারি তো নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না?

একটুও না। আপনাকে স্বাগত জানাই সব সময়। অবশ্য বাড়িটা বন্ধ থাকবে, তবে মিসেস সণ্ডাস বেলা চারটে পর্যন্ত নীচের ঘরে থাকবে, আপনাকে চাবি খুলে দেবে।

হোম্‌স্ বললেন কাল বিকেল বেলায় আমার বিশেষ কাজ নেই। মিসেস সণ্ডাসকে যদি একটু বলে রাখেন ভালো হয়। আচ্ছা—কার মারফৎ আপনি এই বাড়ি ভাড়া নেন?

হাসতে হাসতে হোম্‌স্ বললেন, মানে আমিও একজন খানিকটা আপনার মতো কিনা—তাই পুরোনো বাড়ির ব্যাপারে কিছুটা কৌতূহল আমার থাকাই স্বাভাবিক! এটা কী রানী অ্যান-এর না জর্জিয়ান?

ভদ্রলোকের সংক্ষিপ্ত উত্তর—জর্জিয়ান, নিঃসন্দেহে।

হোম্‌স্ বললেন—তা ঠিকই। তবে আরো একটু পুরোনোই মনে করা উচিত ছিল। যাই হোক এতো সহজেই যাচাই করা যেতে পারে। আচ্ছা, বিদায় গ্যারিডেব। আশা করি আপনার এই বার্মিংহাম সফর সাফল্যমণ্ডিত হবে।

বাড়ির দালানের ঠিকানা কাছেই। "হলওয়ে অ্যাণ্ড স্টীল"—বন্ধ দেখে হোম্‌স্‌রা বেকার স্ট্রীটে ফিরে এলেন।

ডিনারের পর হোম্‌স্ বললেন, আমাদের মামলা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে—ওয়াটসনকে ইঙ্গিত করে বললেন, নিশ্চয় তুমি মনে মনে এর সমাধানটা আন্দাজ করতে পেরেছো?

www.pathagar.com

ওয়াটসন সহজভাবে উত্তর দিলেন, না—আমি এ মামলার ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝতে পারিনি।

হোম্‌স্ সকৌতুকে বললেন—কেন? মুড়োটা তো দিব্যি পরিষ্কার আর ল্যাজাটা তো কালই দেখা যাবে। আচ্ছা বিজ্ঞাপনটার ব্যাপারে কিছু অদ্ভুত লক্ষ্য করেছো? ওয়াটসন বললেন লাঙল কথাটা ভুল বানানে লেখা হয়েছে।

হোম্‌স্ সোল্লাসে বললেন, বাঃ লক্ষ্য করেছো তাহলে। দিব্যি উন্নতি হচ্ছে তোমার। হ্যাঁ, বানানটা ইংরাজি মতে ভুল সন্দেহ নেই। কিন্তু আমেরিকান মতে ভুল নয়। ছাপাখানা যেমনটি বানান পেয়েছে, হুবহু তাই ছেপে দিয়েছে। এইরকম আরও আছে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনটা পুরোদস্তুর মার্কিনী, অথচ কোনো ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর দেওয়া বলেই চালানো হচ্ছে। এ থেকে কী বুঝতে হবে?

ওয়াটসন বললেন, সম্ভবত মার্কিনী ওই ভদ্রলোক মি. জন গ্যারিডেব নিজেই ওটি ছাপিয়েছেন। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তা আন্দাজ করতে পারছি না।

হোম্‌স্ বললেন, এই শিলীভূত মানুষটিকে মানে মি. নাথান গ্যারিডেবকে বার্মিংহামে পাঠানোর জন্যে যে তিনি খুব ব্যস্ত এটা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট। ওঁকে বলে দিতে পারতাম যে বৃথাই উনি এই সফর করছেন, কিন্তু ভেবে দেখলাম তাঁকে যেতে দিয়ে মার্কিনী ভদ্রলোকের অনুকূলে নিয়ে যাওয়াই ভালো। ওয়াটসন... আগামী কালই... আচ্ছা, আগামীকালের কথা আগামীকালই হবে।

সকালবেলা উঠে হোম্‌স্ বেরিয়ে পড়েছিলেন। লাঞ্চের সময় যখন ফিরলেন, ওয়াটসন দেখলেন তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে। মুখ খুললেন হোম্‌স্। বললেন, জানো, ওয়াটসন যতোটা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। তোমাকে বলাটা জরুরি! জেনে রাখ সামনে আমাদের সমূহ বিপদ, খুব সাবধান।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু, এই তো প্রথম নয় হোম্‌স্, আগেও আমরা একত্রে বিপদের মুখোমুখি হয়েছি। এবারের বিপদটা ঠিক কী ধরনের?

এ একটা খুব শক্ত মামলা—হোম্‌স্ বললেন। ব্যারিস্টার মি. জন গ্যারিডেবকে আমি সনাক্ত করেছি—স্বয়ং "কিলার" ইভান্স সে, প্রচুর বদনাম আর কুকর্মের জন্যে বিখ্যাত। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গেছিলাম বন্ধু লেসট্রেডের সঙ্গে দেখা করতে। ওদের মধ্যে কল্পনা প্রয়োগের অভাব যতোই থাকুক, পরিপাটি, সুশৃঙ্খল খবর পরিবেশনের ব্যাপারে পৃথিবীতে জুড়ি নেই ওদের। আমার মনে হয়েছিল মার্কিনী ভদ্রলোক জন গ্যারিডেবের সন্ধান ওখানে মিলবেই। শয়তানদের ফোটো গ্যালারি দেকতে দেখতে চোখ পড়ল ওর ফুলো ফুলো গাল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠা। জেমস্ ওয়াল্টার, ওরফে মোরক্রফট্, ওরফে কিলার ইভান্স—এই কথাগুলো ছবিটার নিচে লেখা। তারপর পকেট থেকে একটা খাম বার করে বললেন, তার সম্বন্ধে কিছু খচর লিখে এনেছি। বয়স চুয়াল্লিশ, শিকাগোর বাসিন্দা, যুক্তরাষ্ট্রে তিন ব্যক্তিকে গুলি করেছে। সংশোধনের জন্যে তার বিশেষ কয়েদের ব্যবস্থা হয়েছিল, রাজনৈতিক প্রভাবে সে মুক্তি পায়। ১৮৯৩ সালে লন্ডনে আসে। ১৮৯৫-এর জানুয়ারিতে ওয়াটার্লু রোডের এক নৈশ ক্লাবে তাস খেলা সময় এক ব্যক্তিকে গুলি করে। লোকটি মারা যায়। কিন্তু হয় যে সে-জালিয়াত রোজার প্রেসকট হিসেবে। কিলার ইভান্স ছাড়া পায় ১৯০১ খ্রি.। সেই থেকে পুলিশের নজরে আছে। কিন্তু যতোদূর জানা গেছে এতোদিন সৎভাবেই জীবন যাপন করে এসেছে। অতি সাঙ্ঘাতিক মানুষ, সর্বদাই মারণযন্ত্র নিয়ে ফেরে এবং তা ব্যবহার করতেও ইতস্তত করে না। এ হেন ব্যক্তিটি হলো, আমাদের পাখি,—দিব্যি খেলুড়ে পাখি, নিশ্চয়ই স্বীকার করবে তুমি।

ওয়াটসন বললেন, ওর উদ্দেশ্যটা কী?

www.pathagar.com

হোম্‌স্ সহজভাবে বললেন, সেটাও আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে আসছে। দেখা করেছিলাম বাড়ির দালালদের সঙ্গে। শুনলাম মক্কেলটি পাঁচ বছর হলো সেখানে ভাড়াটিয়া হিসেবে বাস করছেন এবং তার আগে বাড়িটা বছরখানেক খালি পড়ে ছিল। তার আগে থাকতেন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাঁর নাম ওয়ালড্রন। তাঁর চেহারা ওদের অফিসের অনেকেরই মনে আছে। হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। তারপরে আর তার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। ভদ্রলোক লম্বা, দাড়িওয়ালা, আর বেশ কালো। আর প্রেসকট লোকটি যাকে কিলার ইভান্স খুন করেছে, সেও লম্বা, দাড়িওয়ালা আর বেশ কালো। অতএব কাজের সুবিধার জন্যে আমরা ধরে নিতে পারি যে মার্কিনী অপরাধী প্রেসকট ছিল সেই ঘরটাতেই, আমাদের নিরীহ বন্ধুটি যে ঘরটাকে তাঁর যাদুঘরে পরিণত করেছেন। সুতরাং বুঝতেই পারছ যে শেষপর্যন্ত একটা কার্যকারণ গোছের সম্পর্ক তৈরি করা গেল।

ওয়াটসন বললেন, কিন্তু পরবর্তী সূত্র সব কোথায়?

হোম্‌স্ ড্রয়ার থেকে একটা রিভালভার বার করে ওয়াটসনের হাতে দিয়ে বললেন, আমাদের তৈরী থাকতে হবে। মি. জন গ্যারিডেব যদি তার পুরোনো অপকীর্তির পরিচয় দিয়ে তার নাম সার্থক করার চেষ্টা করে তো তার জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে বৈকি। ঘণ্টাখানেক সময় দিচ্ছি, একটু ঝিমিয়ে নাও ওয়াটসন, তখন রাইভার ষ্ট্রীট্ অভিযানে বেরোবার সময় হবে।

মি. নাথান গ্যারিডেবের অদ্ভুত বাড়িতে হোম্‌স্‌রা যখন পৌঁছুলেন, মিসেস সণ্ডার্স তখন চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। কোনোরকম দ্বিধা না করে হোম্‌সদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। হোম্‌স্ কথা দিয়েছিলেন সণ্ডার্সকে যে, যাবার আগে নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে সব ঠিকঠাক আছে। কিছুক্ষণ পরেই বাইরের দরোজাটা বন্ধ হল, জানলা দিয়ে তার মাথার টুপিটা হোম্‌সদের চোখে পড়ল। বোঝা গেল তারা ছাড়া এ বাড়ির নীচের তলায় আর কোনো লোক নেই। হোম্‌স্ তাড়াতাড়ি ঘরগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। এক অন্ধকার কোণে একটা তাক, দেয়াল থেকে খানিকটা তফাতে। শেষ পর্যন্ত হোমস্‌রা সেটার পেছনে গুঁড়ি মেরে রইলেন। হোম্‌স্ তাঁর মতলবটা জানালেন। বললেন, ভদ্রলোকটিকে এওখান থেকে ও সরাতে চাইছে, এটা দিব্যি পরিষ্কার। অথচ ভদ্রলোক কিছুতেই বেরোবে না। তাই সেই উদ্দেশ্যে তার এই মতলব, এই গ্যারিডেবের ব্যাপারটা উদ্ভাবনার কারণ, এ ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে একটা শয়তানি মতলব খেলা করছে ওয়াটসন, যদিও ভদ্রলোকটির এই অদ্ভুত নামটা এক আশাতীত সুযোগড় ওর সামনে এনে দিয়েছে। অনেক বুদ্ধি খরচ করে ও মতলবটা ফেঁদেছে।

কিন্তু উদ্দেশ্যটি কী ওর—ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন। সেইটাই এখন আমাদের জানতে হবে। তবে, যতদূর বুঝেছি তার সঙ্গে আমাদের মক্কেল মি. নাথান গ্যারিডেবের কোনোরকম সম্বন্ধ নেই। সম্বন্ধ আছে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যাকে ও হত্যা করেছে। হয়তো সে ওর অপরাধ জগতের কোনো সহকর্মী ছিল। অপরাধমূলক কোনো গুপ্ত রহস্য আছে এই ঘরটায় বলে আমার ধারণা। প্রথমটায় ভেবেছিলাম হয়তো এমন কিছু ওখানে ঐ ভদ্রলোকের অজ্ঞাতসারে আছে যা কোনো বড়দরের অপরাধীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কুখ্যাত রোজার প্রেসকট এখানে ছিল—এই খবরটা পাওয়ার পর মনে হচ্ছে কারণটা আরও গভীর। এখন কেবল ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করা কখন সময় আসবে।

সময়টা খুব তাড়াতাড়িই এসে গেল। বাইরের দরজার খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দে হোম্‌সরা ছায়ার মধ্যে আরও ঘন হয়ে গেল। তারপর একটা চাবি ঘোরাবার ধাতব শব্দ, এবং পরমুহূর্তেই মার্কিন ভদ্রলোকটি গরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলো। তারপর ওভারকোট খুলে চটপট এগিয়ে গেল ঘরের মাঝখানে রাখা সেই টেবিলটার দিকে। যেভাবে গেল তাতে বুঝতে অসুবিধা হলো না কী

করতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে তার মনে একটুও অনিশ্চয়তা নেই। টেবিলটা সরিয়ে দিল একপাশে। নিচে যে চৌকো কার্পেটটা ছিল সেটা জোরে টেনে তুলে সবটাই পাকিয়ে রেখে দিল। তারপর ভিতরের পকেট থেকে সিঁদকাঠি বার করে হাঁটু গেড়ে বসে যাওয়ার শব্দ কানে এল, আর তারপরেই মেঝের তক্তায় একটা চৌকো তারপরে হঠাৎ যেন কোন্‌দিকে চলে গেল।

ওয়াটসনের কব্জি ছুঁয়ে হোম্‌স্ সংকেত দিলেন। চোরের মতো নি.শব্দে দুজনে খোলা গুপ্ত গহ্বর-এর দিকে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। সাবধানে গেলেও পুরোনো শানের মেঝেয় হয়তো শব্দ হয়ে থাকবে, কারণ হঠাৎ মার্কিন ভদ্রলোক কিলার ইভান্স, মাথাটা উঁচু করে চারিদিকে তাকাতে লাগলো। হোম্‌স্‌দের দেখে ফেলল। পরাজয়ের আর ক্রোধের ভাব তার মুখে ফুটে উঠল। এবং সেই মুখের ভাব ক্রমে কোমল হতে হতে শেষ পর্যন্ত পরিণত হলো সলজ্জ হাসিতে যখন সে দেখল দুটো রিভলভার তার মাথা লক্ষ করে উদ্ধত।

ঠেলেঠুলে ওপরে উঠে ঠাণ্ডা গলায় সে বলল—দলে একটু ভারি দেখছি মি. হোম্‌স্। প্রথম থেকেই আমার মতলবটা ধরে ফেলেছেন, তাহলে? খেলাচ্ছিলেন তাহলে এতোক্ষণ! আত্মসমর্পণ করছি, হেরে গেছি আপনার কাছে—এই বলেই সে পলকের মধ্যে একটা রিভলবার বার করে দুটো গুলি ছুঁড়ে দিল। ওয়াটসনের পা ঘেঁসে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হোম্‌স্ পিস্তল দিয়ে ইভান্সের মাথায় আঘাত করলেন। ইভান্স লুটিয়ে পড়লো। তার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছিলো আর হোম্‌স্ তার সারা শরীরে খুঁজে রিভলভার ছুরি, আর অন্যান্য অস্ত্র গুলো বার করে নিলেন সেই অবসরে। তারপর দু-হাতে ধরে ওয়াটসনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, বিশেষ লাগে নি তো ওয়াটসন—বলো, বলো লাগে নি।

ও কিছু নয় হোম্‌স্, একটু ছড়ে গেছে মাত্র—ওয়াটসন বললেন। তারপর হতবুদ্ধি কয়েদিটির দিকে হোম্‌স্ পাথর-কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন,—ওয়াটসনকে খুন করে আপনি এ ঘর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতেন না জেনে রাখবেন। বলুন, শুনি, কী আপনার বলার আছে।

কিছুই বলবার ছিল না তার। তেমনি পড়ে থেকে সে ভ্রূকুটি করতে লাগল। হোম্‌সের হাতে ভর করে ওয়াটসন উঠে গুপ্ত দরোজাটা সরে যেতে যে ছোটো গহ্বরটা দেখা দিল, তাকালেন সেটার দিকে। যে বাতিটা ইভান্স ভিতরে নিয়ে গেছিল তখনও জ্বলছে সেটা। মরচে পড়া কি একটা যন্ত্রের ওপর আমাদের চোখ পড়ল। কাগজের রিলের পর রীল। কিছু বোতল, আর একটা ছোট টেবিলের ওপরে রাখা প্রচুর ছোট ছোট বান্ডিল।

হোম্‌স্ বললেন, এ একটা ছাপাখানা, জাল নোট ছাপার সরঞ্জাম এ সব।

ইভান্স বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, উঠে টলতে টলতে একটু এগিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে সে বললো, ওর মতো জালিয়াত আর কখনো লণ্ডনে দেখা যায়নি। প্রেসকটের প্রেস হলো ওটা, আর টেবিলের ওপরের ওই বান্ডিল, ওগুলো হচ্ছে প্রেসকটের দু-হাজার নোটের, এক একটা প্রায় একশো পাউন্ডের। কেউ জাল বলে ধরতে পারবে না। আচ্ছা নিন দেখি, বলুন আপনাদের কী দাবি মিটিয়ে ফেলা যাক।

হেসে উঠলেন হোম্‌স্। বললেন, ওসব আমরা করি না মি. ইভান্স। আপনার রক্ষা নেই। আপনিই তো এই প্রেসকটকে গুলি করেছিলেন, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আর সে জন্যে আমায় পাঁচ বছর জেল হয়েছিল—কিলার ইভান্স বলতে লাগলো—অথচ ঠিক সেই কাজের জন্যেই আমায় এতো বড়ো একটা মেডেল দেওয়া উচিত ছিল। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের নোট থেকে প্রেসকটের নোটকে আলাদা করে চিনতে পারা অসম্ভব। তাই যদি তাকে না সরিয়ে ফেলতাম তাহলে আজ তার নোটে সারা লন্ডন ভরে যেত। আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানে না কোথায় সে এই নোট ছাপত। তাই, আমি যে, এখানে আসবার চেষ্টা করবো, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? এবং যখন দেখলাম, এই

www.pathagar.com

আধপাগলা পোকা শিকারি অদ্ভুত নামের লোকটা ঠিক ওটারই ওপর বসে রয়েছে আর কিছুতেই ওখান থেকে নড়বার নাম করছে না, তখন যদি ওকে সরাবার চেষ্টা করে থাকি তাহলে কি খুব আশ্চর্য হবার কিছু আছে? হয়তো ওকে খতম করে ফেললেই বুদ্ধিমানের কাজ হতো এবং কাজটাও মোটেই কঠিন ছিল না, কিন্তু আমার মনটা এমন নরম যে, নিরস্ত্রকে গুলি করতে হাত ওঠে না। কিন্তু বলুন মি. হোম্‌স্ কী অপরাধ আমি করেছি? না নোট ছেপেছি, না এই লোকটাকে মেরেছি। কী অপরাধে আমায় ধরতে পারেন আপনি?

হোম্‌স্ বললেন, এই আমার বন্ধুটিকে হত্যার চেষ্টা করেছেন, এই একটা অপরাধ তো দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক সেটা আমাদের কাজ নয়, সেটা পুলিশ বুঝবে। আপাতত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে একটা খবর দাও তো ওয়াটসন খবরটা পেলে ওরা খুশি হবে।

রহস্যভরা থর ব্রিজ

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠিটা হোম্‌স্ ওয়াটসনের হাতে দিয়ে। বললেন, পড়ো তো শুনি—

ওয়াটসন পড়তে লাগলেন।

প্রিয় মি. শার্লক হোম্‌স্,

ঈশ্বরের গড়া সর্বশ্রেষ্ঠ নারীর মৃত্যু হল অথচ আমি তাকে বাঁচানোর জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে পারলাম না। এ আমি সহ্য করতে পারছি না একেবারে। বোঝাতে পারছি না তার মৃত্যু কীভাবে হলো। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে জানি যে মিস্ ডানবার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ঘটনাটা আপনি জানেন। কে আর না জানে—সারা দেশের মানুষের গুজবের বিষয়বস্তু এটা। অথচ কেউই তার স্বপক্ষে একটা কথাও বললো না। এই অবিচারটাই আমাকে পাগল করে তুলেছে। ওর যা মন তাতে একটা মাছি পর্যন্ত মারা ওর পক্ষে অসম্ভব। যাই হোক্ কাল বেলা এগারোটায় আমি আপনার কাছে যাচ্ছি। যদি এই অন্ধকারের মধ্যে আলোর কোনো রেখা আপনি দেখাতে পারেন। এমন হতেই পারে যে, কোনো সূত্র আমি নিজের অজান্তে পেয়ে গেছি। আমার যা কিছু আছে বা আমার দ্বারা যা কিছু সম্ভব সব কিছু আমি আপনার ব্যবহারের জন্যে দিচ্ছি, শুধুমাত্র যদি আপনি তাকে রক্ষা করতে পারেন। জীবনে যদি কখনোও আপনার ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ এসে থাকে তো জানবেন তা এই ক্ষেত্রে।

ইতি

আপনার বিশ্বস্ত নীল গিবসন

এই হলো ব্যাপারটা। বুঝলে ওয়াটসন। প্রাতরাশ সেরে যে পাইপটা ধরিয়েছিলেন তার ছাই ঝেড়ে ফেলে আর ধীরে ধীরে তাতে মশলা ভরতে ভরতে হোমস বললেন, সেই ভদ্রলোকের জন্যে অপেক্ষা করছি। মনে রেখো, আর্থিক ক্ষমতায় এ ব্যক্তি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং যতোদূর জানি, তিনি অত্যন্ত রুক্ষ ও দৃঢ় চরিত্রের লোক। যে মহিলাটিকে তিনি বিয়ে করেছিলেন তাঁরই মৃত্যু নিয়ে এই মামলা! তাঁর সম্পর্কে শুধুমাত্র এইটুকুই জানি, তিনি যে যৌবনের উদ্দামতা অতিক্রম করেছেন, তা অত্যন্ত দুঃখের, কারণ এক অপূর্ব মহিলা তাঁর বাড়িতে দুই ছেলেমেয়ের ভার নিয়ে গভর্নেসের কাজ করতেন। এই তিন ব্যক্তিকে নিয়েই মামলা।

এবার দুর্ঘটনার বিবরণ শোনো। স্ত্রীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, বাড়ি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে, অনেক রাতে। তাঁর পরনে তখন ডিনারের পোষাক ছিল। কাঁধে একটা শালও ছিল। একটা রিভলভারের গুলি তাঁর মাথার ঘিলু ভেদ করে চলে যায়। কোনো অস্ত্রই মৃতদেহের চারপাশে পাওয়া যায়নি। হত্যাকারী কোনো রকম সূত্র রেখে যায় নি। অপরাধটা সংঘটিত হয়

www.pathagar.com

বোধ হয় রাতের দিকে। মৃতদেহ আবিষ্কার করে এক রক্ষী, রাত এগারোটা নাগাদ। পুলিশ আর এক ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে, তারপর সেটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। বুঝতে পারছ ওয়াটসন? নাকি আরও সবিস্তারে বলব।

ওয়াটসন বললেন, হ্যাঁ, পরিষ্কার বুঝতে পারছি, কিন্তু গভর্নসকে সন্দেহ করা হচ্ছে কেন?

হোমস বললেন, কতোকগুলি সোজাসুজি সাক্ষীকে কেন্দ্র করেই এই সন্দেহ। একটা রিভলভার গভর্নেসের পোষাকের আলমারির নিচের তাকে জামা কাপড়ের নিচে পাওয়া যায় যায় থেকে একটা মাত্র গুলি ছোঁড়া হয়েছে। এবং যেটার সঙ্গে গুলিটা অবিকল এক মাপের। দুই, মামলার জুরিরাই একই মত প্রকাশ করেছেন। তারপর মৃত স্ত্রীলোকটির হাতে একটা চিঠির টুকরো ছিল গভর্নেসের হাতে লেখা, তাতে ঠিক ওই জায়গাতেই দেখা করার কথা ছিল। এর তুমি কী বলবে? আর শেষ পর্যন্ত দেখো উদ্দেশ্যটা। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মানুষ সেনেটর গিবসন। স্ত্রী মারা গেলে কে তখন তাঁর স্থান নেবেন? এই তরুণীই নিশ্চয়, কারণ ইতিমধ্যেই তিনি তার মনিবের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। প্রেম, বৈভব, ক্ষমতা—সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে এক মধ্য বয়সীর জীবনের ওপরে। নোংরা ব্যাপার, ভারি নোংরা ব্যাপার, ওয়াটসন।

সত্যিই তাই হোম্‌স্—ওয়াটসন বললেন।

থর ব্রিজ হচ্ছে একটা খুব বড় পাথরের, তার ধারে ধারে কাজ করা গম্বুজ, সেখানে দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে জল যেখানে সবচেয়ে সরু সেই জায়গাটার ওপর দিয়ে। এটি লম্বা, গভীর, আগাছা-ছাওয়া, এর নাম থর মেয়ার। পোলটার মুখে পড়েছিলেন মৃত স্ত্রীলোকটি। এইগুলোই হলো এ মামলার প্রধান ঘটনাবলি। ওই বুঝি আমাদের মক্কেল এলেন, যদি আমার ভুল না হয়।

বিলি দরজা খুলে দিতেই যে ব্যক্তি প্রবেশ করল সে আকাঙ্ক্ষিত গিবসন নয়। সে নিজেই নিজের পরিচয় দিল—গিবসনের ব্যবসার ম্যানেজার, নাম মি. মার্লো বেটস্। বেশ নার্ভাস মানুষটিকে দেখে হোম্‌স্ বললেন, আপনি উত্তেজিত, মি. বেটস্। আসুন আসুন, বসুন। কিন্তু বিশেষ সময় আমি আপনাকে দিতে পারবো না, কারণ এগারোটার সময়ে আমার কাছে একজনের আসার কথা আছে।

সে আমি জানি। খাবি খেতে খেতে আগন্তুক বলে উঠলেন। ছোট ছোট কথায় দম হারানো মানুষের মতো তিনি বলে উঠলেন। আসছেন মি. গিবসন, আমার মনিব। শয়তান মি. হোমস—নরকের শয়তান তিনি।

ওয়াটসন বললেন,—অত্যন্ত কড়া ভাষায় কথা বলছেন, মি. বেটস্!

বেটস বলল—বক্তব্যটা জোরের সঙ্গেই আমায় বলতে হবে মি. হোমস। কারণ সময় অত্যন্ত অল্প এবং আমি চাই না যে কোনোমতেই ছিলাম যে এর থেকে আগে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। মাত্র আজ সকালে তাঁর সেক্রেটারির কাছে শুনলাম তিনি আপনার কাছে আসছেন। ওঁকে নোটিশ দিয়েছি আমি, আর মাত্র দুই সপ্তাহ, তারপরেই এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাব। অত্যন্ত রুক্ষ লোক তিনি। সকলের প্রতি ব্যবহারেই তাই, মি. হোম্‌স্। ওঁর দান-ধ্যানের কথা যা শুনেছেন এ সবই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্যায় আচরণ আড়ালে রাখার জন্যে জানবেন। তাঁর হাতে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছনা পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী। স্ত্রীর সঙ্গে মি. গিবসনের ব্যবহার ছিল পাশবিক, অত্যন্ত পাশবিক মি. হোমস। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হলো আমি জানি না, তবে এটুকু জানি যে, মি. গিবসন তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। জানেন নিশ্চয়, ভদ্রমহিলা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ, ব্রেজিলে তাঁর জন্ম। সূর্যের অফুরন্ত আলোর প্রাচুর্যের মধ্যে প্রচুর আবেগ নিয়ে তিনি লালিত। যেবাবে তিনি ভালোবাসতেন, একমাত্র তাঁর পক্ষেই তেমন ভালোবাসা সম্ভব। একসময় তিনি দৈহিক আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন—মি. গিবসনকে লুব্ধ করার মতো কিছুই তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। গিবসন লোকটি মুখমিষ্টি, অত্যন্ত চতুর মি. হোম্‌স্। ব্যাস্, এইটুকুই আমার আপাকে বলবার ছিল। ওঁর কথা সব বিশ্বাস করবেন না, অনেক কিছুই

www.pathagar.com

তিনি গোপন রাখবেন আপনার কাছে। এবার আমি যাই।

মি. বেটস্ চলে যেতেই, কিছুক্ষণ চুপ্ করে থাকবার পর হোম্স্ বলে উঠলেন—ভদ্রলোকের এই সতর্ক বাণী কাজে লাগবে মনে হচ্ছে। এখন আমরা শুধু মি. গিবসনের জন্যে অপেক্ষা করবো।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই বিখ্যাত স্বর্ণব্যবসায়ী ক্রোড়পতিটিকে হোমসদের ঘরে নিয়ে এল বিলি। তাঁর মুখ যেন গ্র্যানিটি পাথরে কোঁদা—কঠিন, রুক্ষ, নির্মম! গভীর বলিরেখা সে মুখে। খোঁচা খোঁচা ভ্রূর নীচে ঠাণ্ডা ধূসর চোখের কূটিল দৃষ্টি দিয়ে তিনি একে একে আমাদের দিকে দায়সারা গোছের অভিবাদন জানালেন।

হোম্স্ তার সঙ্গে ওয়াটসনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মি. গিবসন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে হোম্সের কাছে বসলেন, এবং শুরু করলেন তাঁর কথা—প্রথমেই বলি মি. হোম্স্, এ মামলায় টাকাটা কোনো ব্যাপারই নয়। যদি টাকা খরচ করলে সত্যের ওপর আলোকপাত হয় তো তাতেই আমি রাজী। এই স্ত্রীলোকটি নির্দোষ, একে মুক্ত করতেই হবে আপনাকে। বলুন কতো চান আপনি?

হোমস ঠাণ্ডা গলায় বললেন—আমার 'ফি'-র একটা নির্দিষ্ট হিসাব আছে। তাতে কোনো কম বা বেশি হয় না। আপনি ঘটনাটা বলুন।

মি. গিবসন বলতে শুরু করলেন—প্রধান ঘটনাগুলি আপনি খবরের কাগজ মারফত পেয়ে থাকবেন—মনে হয় না, তার ওপর নোতুন কিছু যোগ করতে পারব। তবে, যদি বিশেষ কোনো ব্যাপারের ওপর আপনি আলোকপাত চান তো বলুন, আপনাকে জানাচ্ছি।

হোম্স্ বললেন, একটি কথাই আমার সর্বাগ্রে জানতে ইচ্ছে করছে গভর্নেস—মিস ডানবারের সঙ্গে আপনার সঠিক সম্পর্কটা কী?

ভয়ঙ্করভাবে চম্‌কে উঠলেন গিবসন, প্রায় উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। তারপর অদ্ভুতভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—এ কথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার হয়তো আপনার আছে এবং শুধুমাত্র কর্তব্যের খাতিরেই আপনি এ প্রশ্ন করছেন। তাই বলছি, আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা হলো মনিব আর তার অধীন এমন এক তরুণীর, যাকে সে ছেলেমেয়েদের সান্নিধ্য ছাড়া কখনো দেখে নি পর্যন্ত।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন হোম্স্। বললেন, আমি কাজের লোক মি. গিবসন। বাজে কথায় সময় নষ্ট করা আমার পোষাবে না। আপনি আসতে পারেন।

গিবসনও উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিরাট শরীর, রোমশ ভ্রূর নিচে দুচোখে ক্রোধের দীপ্তি, বসে যাওয়া গালেও রক্তের আভাস দেখা গেল। বলে উঠলন, গোল্লায় যান আপনি। কী বলতে চান মশাই? আমার মামলা নেবেন না?

হোমস শান্তস্বরে বলেন—আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি মি. গিবসন। কেন, আমার তো ধারণা, আমি বেশ পরিষ্কার ভাষাতেই তা বলেছি।

গিবসন বললেন—হ্যাঁ, পরিষ্কার বটে, কিন্তু আসল কথাটা কী? দাম বাড়াতে চান, না, মামলাটা নিতে ভয় পাচ্ছেন, না কী? সরাসরি বললে ভালো হয়।

গম্ভীর স্বরে হোম্স্ বললেন—আপনার মামলাটা জটিল সন্দেহ নেই, আর মিথ্যে খবর দিয়ে আর তার জটিলতা বাড়াবার কোনো মানে হয় না।

তার মানে আপনি বলতে চান আমি মিথ্যা বলছি—গিবসন জিজ্ঞাসা করলেন। ক্রোড়পতির মুখ চোখ শয়তানের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।

আলতোভাবে হেসে উঠলেন হোম্স্। পাইপটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালেন। বললেন, হৈ চৈ করবার চেষ্টা করবেন না মি. গিবসন। লক্ষ করেছি, প্রাতরাশের পর খুব সামান্য বিতর্কও অনেক সময়ে মানসিক ভারসম্যা নষ্ট করে ফেলে।

www.pathagar.com

চেষ্টা করে সোনার ব্যবসায়ীকে ক্রোধ সংবরণ করতে হলো। প্রচণ্ড চেষ্টায় আত্মসংবরণ করে যেভাবে তিনি ক্রোধের দীপ্তানল থেকে শীতল নির্লিপ্তি অবস্থায় পৌঁছে গেলেন, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। বললেন, অবশ্য আপনি যা বলবেন। এ আপনার ব্যাপার, করবেন কি, করবেন না আপনিই বুঝবেন, ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো আপনাকে মামলাটা নিতে বলতে পারি না। তবে আজ সকালের এই ব্যাপারে আপনার কিছুই উপকার হলো না মি. হোম্‌স। আপনার থেকে অনেক শক্ত মানুষ আমার সামনে ভেঙে পড়েছে। যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদের কারুরই আখেরে ভালো হয় নি জানবেন।

হোম্‌স্ হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, অমন কথা অনেকের মুখেই শুনেছি, তবু দেখুন দিব্যি এখনো বহাল তবিয়তে আছি। বিদায় মি. গিবসন। এখনও আপনার অনেক কিছু শেখার আছে জানবেন।

প্রচুর আওয়াজ করে গিবসন বেরিয়ে গেলেন। হোম্‌স্ কিন্তু নির্বিকার চিত্তে পাইপ টেনে চলেছেন ছাদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

কিছু মন্তব্য করবে ওয়াটসন? অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখো হোমস স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এ হলো এমনই এক ব্যক্তি যে, পথের যে কোনো বাধা অবলীলাক্রমে দলে মাড়িয়ে এগিয়ে যাবে। তাই যখন ভাবি যে হয়তো তাঁর স্ত্রী তাঁর পথের বাধা হয়েছিলেন ও তাঁর বিতৃষ্ণার উদ্রেক করেছিলেন, ওই বেটস লোকটা স্পষ্টই যা বলে গেলেন, তখন মনে হয়—

ঠিক বলেছ, আমারও তাই মনে হয়—হোমস বললেন।

ওয়াটসন বললেন, হয়তো আবার তাকে আসতে হবে। হোমস বললেন,—আলবাত আসতে হবে তাকে। এরকম অবস্থায় ফেলে রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। ওই তো, ঐ ঘণ্টা বাজল, না? হ্যাঁ, ওই তো তার পায়ের শব্দ। এই যে মি. গিবসন, এইমাত্র আমি আমার ডাক্তার বন্ধুটিকে বলছিলাম যে আপনার ফিরে আসার সময় পেরিয়ে যেতে চলেছে।

যে রকম মেজাজ নিয়ে সোনার রাজামশাই গটমট করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি সংযত হয়ে ফিরেছেন। চোখের দৃষ্টিতে ক্ষোভের পরিচয় অবশ্য এখনও আছে, যা থেকে বোঝা গেল তাঁর অহং-এ আঘাত লেগেছে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝেছেন, যে কাজ আদায় করতে হলে তাকে হোম্‌সের কথায় রাজী হতেই হবে। বললেন, ভেবে দেখলাম, মি. হোম্‌স্ তাড়াহুড়োয় আমি আপনাকে ভুল বুঝেছি। সমস্ত ঘটনা শোনার অধিকার নিশ্চয়ই আপনার আছে এবং এ জন্যে আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা আরও ভালো হলো। তবে নিশ্চিত জানবেন, মিস ডানবারের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তার সঙ্গে এ মামলার কোনো সম্বন্ধ নেই।

তবে ডাক্তারের কাছে যেমন সবটা খুলে বলতে হয় সেরকম সমস্যা সমাধানের জন্যে আপনাকে সবটা খুলে বলা দরকার। তবে আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন মি. হোমস কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা অমন সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ মানুষই ঘাবড়ে যাবে, সত্যিই যদি তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব কিছু থেকে থাকে। প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে কিছু ব্যক্তিগত গোপনীয়তা থাকে যেখানে তারা বাইরের লোকের নাক গলানো পছন্দ করে না। এবং ঠিক সেই ব্যাপারটাই আপনি করেছেন। তবে, উদ্দেশ্যের প্রয়োজনেই আপনার প্রশ্নের বৈধতা এবং সে উদ্দেশ্য তাকে রক্ষা করা। যাই হোক বাধা সরে গেছে, ইচ্ছামতো এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। বলুন, কী জানতে চান?

হোম্‌স্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারণ করে বললেন, সত্যি যা ঘটেছে, গোপন না করে সবটা খুলে বলুন।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মি. গিবসন গম্ভীর হয়ে বলতে শুরু করলেন—আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ হয় ব্রাজিলে যখন সোনার সন্ধানে গেছিলাম। মানাওস-এর এক সরকারি চাকুরের কন্যা মারিয়া পিন্টো ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। আমি তখন তরুণ, ভাবাবেগে পূর্ণ। কিন্তু

আজও আমি নিরাসক্তভাবে এবং সমালোচনার দৃষ্টিতেও বলতে পারি, অত্যন্ত দুর্লভ ছিল তাঁর রূপ। তাঁর স্বভাবে ছিল গভীরতা, ছিল ভাবাবেগ ও আন্তরিকতার পরিচয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের যা বৈশিষ্ট্য—ছিল সমতার অভাব। যেসব আমেরিকান নারীদের আমি জানতাম তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন তিনি। যাই হোক সংক্ষেপে বলছি। ভালোবাসলাম তাঁকে, নিববাহ করলাম। র‍্যোমান্সের প্রথম পর্ব একটি বছর কেটে গেল। আমি যখন প্রথম জানতে পারলাম যে আমাদের মধ্যে কোনো বিষয়েই কোনোরকম মিল নেই। আর তখন থেকেই আমার ভালোবাসায় ভাঁটা পড়তে লাগল। এবং সেই সঙ্গে যদি তাঁরও ভালোবাসায় ভাঁটা পড়ত তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মন কেমন আশ্চর্য হয় তা তো জানেন। আমি যাইই করি না কেন, কিছুতেই তিনি আমাকে ছাড়বেন না। তার সঙ্গে হয়তো রুক্ষ ব্যবহার করেছি এবং অনেকের মতে তা পাশবিক, এই আশায় যে, তার ফলে যদি তার ভালোবাসা চলে গিয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয়—দুজনেরই ভালো হবে তাতে। কিন্তু কোনো কিছুতেই তাঁর মধ্যে কোনোরকম পরিবতৃন এলো না। আগে অ্যামাজন নদীর তীরে যেমন, এই বিশ বছর পরে ইংল্যাণ্ডের এই বনাঞ্চলেও তেমনি, তিনি যেন পূজোই করতেন আমাকে।

যেমন ব্যবহারই করি না কেন, কোনো পরিবর্তন তার মধ্যে দেখা যেত না। এমন সময় এল মিস্ গ্রেস ডানবার বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে, আমাদের দুই সন্তানের গভর্নেস হয়ে। অপূর্ব সুন্দরী সে। এহন নারীর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেও এবং সদাবর্সদা তার সংস্পর্শে এসেও তার প্রতি কোনোরকম আকর্ষণ অনুভব না করাটা পুরুষত্বহীনতার লক্ষণ। আপনি কি বলছেন এতে আমি কোনো অন্যায় করেছি? তারপর একটু আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বললেন—সারা জীবন ধরে আমি যখনই যেদিকে হাত বাড়িয়েছি তাই পেয়েছি, এবং এই স্ত্রীলোকটিকে পেতে, তার ভালোবাসা লাভ করতে আমি যতোটা চেয়েছি আর কোনোকিছুই আমি অতোটা প্রবলভাবে চাই নি। এবং একথা আমি তাকে বলেওছি। বলেছিলাম, সম্ভব হলে, আমি তোমায় বিবাহ করতাম, কিন্তু তার আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বলেছিলাম, টাকাটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়, এবং তাকে খুশি করবার জন্যে যা কিছু করার সব করতাম।

হোম্‌স্ বললেন, বাঃ বাঃ, অত্যন্ত উদার, সন্দেহ কী। হোম্‌স্-এর গলায় শ্লেষ।

গিবসন মনে মনে একটু রেগে গেলেও মুখে প্রকাশ করলেন না। মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, দেখুন মিঃ হোম্‌স, আমার বক্তব্য আপনাকে শোনাবার জন্যে আমি এসেছি, নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করতে নয়, আপনার সমালোচনা শুনতে আমি এখানে আসি নি।

কড়া গলায় হোম্‌স্ বললেন, আপনার মামলা আমি নিচ্ছিলাম নিছক মেয়েটার কথা ভেবে। আপনি স্বীকার করছেন, যে আশ্রয় নিয়েছিল আপনার বাড়িতে। যে অপরাধে সে অভিযুক্ত হয়েছে তা আপনার এই অপরাধের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিনা জানি না আমি। আপনাদের মতো কিছু ধনী ব্যক্তিকে শিখতে হবে যে, সমস্ত পৃথিবীকে ঘুষ দিয়ে অন্যায় কাজ করে পার পাওয়া যায় না।

ধমকটা আশ্চর্যজনক ভাবে হজম করে মি. গিবসন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আমার মতলব মতো যে সমস্ত কিছু ঘটেনি সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার প্রস্তাবে সে কিছুতেই রাজি নয়, বললো তক্ষুনি চাকরি ছেড়ে চলে যাবে। যখন বললাম, আর কখনও তার ওপর অত্যাচার করব না তখন সে থাকতে রাজি হল। কিন্তু এছাড়া আরো একটা কারণ ছিল। সে জানত আমার ওপর তার কতোটা প্রভাব পড়েছে। এবং জানত পৃথিবীর অন্যান্য যে-কোনো লোকের প্রভাবের থেকেও তা বেশি, তাই সে তখন তা কাজে লাগাবে ঠিক করল।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে?

গিবসন আবার বলতে শুরু করলেন, মানে আমার ব্যাপারে সব কিছু জানা ছিল মি. হোম্‌স্। তার ধারণা হয়েছিল, বিপুল সম্পত্তির ওপরেও এমন কিছু আছে যার স্থায়িত্ব আরও

www.pathagar.com

বেশি। মনে করতো আমি ওর কথা শুনছি এবং এও মনে করত যে আমার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে সে পৃথিবীর মানুষের উপকার করতে চলেছে। তাই রয়ে গেল সে। তারপর এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

হোম্‌স্ উত্তেজনায় টান টান হয়ে বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কিছু আলোকপাত করুন।

স্বর্ণরাজ দুমিনিট মাথা দুহাতে রেখে চিন্তায় ডুবে গেলেন। তারপরে বললেন, ব্যাপারটা তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বর হয়ে উঠেছে, এ আমি অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু নারীর মনের মধ্যে যে এক গোপন জীবন থাকে যা পুরুষের বুদ্ধির বাইরে। প্রথমটায় আমি একটু হকচকিয়ে গেলেও, পরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে বুঝতে পারলাম—আমার স্ত্রীর মধ্যে ঈর্ষা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। এক ধরনের আত্মিক ঈর্ষা আছে যা দৈহিক ঈর্ষার মতোই প্রবল। আমার স্ত্রীর দৈহিক ঈর্ষার কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু তিনি এও জানতেন যে এই মেয়েটি আমার মনে আমার কাজে-কর্মে এমন একটা প্রভাব বিস্তার করছে যা তিনি পারেন নি। এবং যদিও এই প্রভাব ভালোর জন্যেই, তবুও তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। ঘৃণায় তিনি কাগজের মতো হয়ে উঠেছিলেন—আমাজন অঞ্চলের উত্তাপ ছিল তাঁর রক্তে। হয়তো তিনি ওকে হত্যা করবেন ঠিক করেছিলেন, কিংবা ধরুন রিভালভার দেখিয়ে চলে যেতে বাধ্য করবেন ভেবেছিলেন। হয়তো তখন একটা ধস্তাধস্তি হয়েছিল এবং রিভলভারটা হঠাৎ ছুটে গিয়ে যার হাতে ছিল তাকেই হত্যা করে।

হোম্‌স্ বললেন, এ সম্ভাবনাটা আমার মনে এসেছিল। বলতে কি, নিছক হত্যাকাণ্ড যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই এটিরই সম্ভাবনা বেশি।

হোমস হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, তরুণীটির সঙ্গে আমার একবার কথা বলা দরকার। আর তার সঙ্গে কথা বলার পরই বলব আমি আপনার সাহায্যে আসতে পারব কি পারব না। অবশ্য সিদ্ধান্ত যদি আপনার মনোমত না হয় তাহলেও মেনে নিতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় হোম্‌স্‌রা হ্যাম্পশায়ার গেলেন। উইঞ্চেস্টারে মিস ডানবারের ওখানে পরে যাবেন ঠিক করলেন। হ্যাম্পশায়ারে মি. নীল গিবসনের সম্পত্তি থর প্লেস-এ। মি. গিবসন হোম্‌স্‌দের সঙ্গে গেলেন না, তবে স্থানীয় পুলিশের সার্জেন্ট কভেন্ট্রির ঠিকানা দিলেন এবং বললেন এই সার্জেন্ট সর্বপ্রথম তদন্ত করেছিল। লোকটি লম্বা এবং চাপা স্বভাবের। দেখলেই মনে হয় যেন যা বলছে তার থেকে অনেক বেশি জানে। কিন্তু বলতে কিছুতেই সাহসে কুলোচ্ছে না।

তবে ভদ্রলোককে সৎ ও ভদ্র বলে মনে হয়।

হঠাৎ ফিসফিস করে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কভেন্ট্রি হোম্‌স্‌কে বললো, কথাটা আমি কাউকেই বলিনি, মানে, আপনার কি মনে হয় না মামলাটা মিঃ নীল গিবসনের বিরুদ্ধে যেতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন, সেটা আমি ভেবে দেখছি।

পুলিশ সার্জেন্ট বলল—মিস্ ডানবারকে আপনি দেখেননি, অতি চমৎকার মহিলা তিনি। ওঁর স্ত্রী পথ থেকে সরে যাবেন, এমন ইচ্ছা তো মি. গিবসনের হতেই পারে। আর এই আমেরিকানরা যে পিস্তলের ব্যবহার আমাদের থেকে বেশি তৎপর এতে নিঃসন্দেহ। জানেন, পিস্তলটা তাঁরই।

হোমস বললেন, সেটা কি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ তাঁরই একজোড়া পিস্তলের একটা হলো এটা।

কী বললেন, একজোড়ার একটা? অন্যটা তাহলে কোথায়? হোম্‌সের প্রশ্ন।

সবগুলোই রাখা আছে, ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন।

হয়তো দেখব পরে একসময়ে। আগে গিয়ে ঘটনাস্থলটা দেখে আসতে চাই।

www.pathagar.com

যথাসময়ে ওঁরা একটি জলাশয়ের পাশে থর প্লেসের ব্রিজের কাছে পৌঁছলেন।

পুলিশ সার্জেন্ট একটি জায়গায় এসে থামল। তারপর বলল, এই জায়গাটায় মিসেস গিবসনের মৃতদেহ পড়ে ছিল। একটা পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছি।

হোম্‌স্ বললেন—আপনি তো মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়ার আগেই ওখানে গিয়েছিলেন—তাই তো?

হ্যাঁ, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা আমাকে খবর দিয়ে আনেন।

হোম্‌সের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন—কারা?

কভেন্ট্রি উত্তর দিল—মি. গিবসন নিজেই। যখনই খবরটার প্রচার হয় সঙ্গেসঙ্গে তিনি সবেগে বেরিয়ে আসেন সকলের সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন কোনো কিছুই যেন সরানো না হয় পুলিশ আসবার আগে।

হোম্‌স্ বললেন, ঠিকই বলেছিলেন, কাগজ পড়লাম যে গুলিটা খুব কাছ থেকে ডান কপালে করা হয়েছিল। ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন ছিল না। কোনো অস্ত্রের দাগও ছিল না। বাঁহাতে চেপে ধরা ছিল মিস্ ডানবারের লেখা চিরকুটটা।

পুলিশ সার্জেন্ট অবাক হয়ে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, মুঠোটা খোলাই কঠিন হয়ে পড়েছিল।

হোমস মন্তব্য করলেন, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, পুলিশকে বা তদন্তকে ভুল পথে চালাবার উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুর পরে ওটার হাতে গুঁজে দেয়া হয়নি। লেখাটা ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—"নটার সময় থর ব্রিজের কাছে থাকবো—জি. ডানবার।" তাই না? আচ্ছা, মিস্ ডানবার কী চিঠিটা লিখেছেন বলে স্বীকার করেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ—পুলিশ সার্জেন্ট বলল।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—এর কী সবাবদিহি তিনি করেছেন?

কভেন্ট্রি বলল—তাঁর বক্তব্য তিনি রেখে দিয়েছেন অ্যাসাইজেসের জন্যে। এখন কিছুই বলতে চান না। হোমস মন্তব্য করলেন—বড়ই আকর্ষণীয় এই মামলা। চিঠির ব্যাপারটা একটু দুর্বোধ্য, তাই না?

কভেন্ট্রি বলল, স্যার, আমার মনে হয়, যদি কিছু মনে না করেন, সমস্ত মামলাটায় ঐ চিঠিটাই বরং একমাত্র জিনিস যা পরিষ্কার।

হোম্‌স্ একটু মুচকি হাসলেন। তারপর হঠাৎ তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দেখা গেল তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তিনি দৌড়ে চলে গেলেন পোলটার অপর পারে। তারপর তাড়াতাড়ি পকেট থেকে আতস কাঁচটা বার করে পরীক্ষা করতে লাগলেন পাথরটা। অস্ফুট স্বরে বললেন, আরে, এ তো অদ্ভুত! পাথরটা ধূসর রঙের কিন্তু এই ছোট্ট জায়গাটায় সেটা সাদা একটা পয়সার আকৃতির। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেল চাকলা উঠে গেছে, কোনো ভারী বস্তুর ঘা খেয়েই হয়তো। হোম্‌স্ লাঠি দিয়ে অনেক বার সেই জায়গাটায় আঘাত করলেন, কিন্তু কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। মন্তব্য করলেন, হুঁ, খুব জোরেই আঘাতটা করা হয়েছিল, আর জায়গাটাও অদ্ভুত। আঘাতটা করা হয়েছিল নিচে থেকে, কিছুতেই ওপরা থেকে নয়, কারণ, লক্ষ করুন আঘাতটা লেগেছে নিচের দিকটায়।

পুলিশ সার্জেন্ট বলল,—কিন্তু দেহটা যেখানে ছিল তা থেকে এটা তো অন্তত পনেরো ফুট তফাতে।

হ্যাঁ, পনেরো ফুট। হয়তো এর সঙ্গে মামলাটার কোনো সম্বন্ধ নেই কিন্তু তাহলেও এটা উল্লেখযোগ্য তো বটেই, হোম্‌স্ বললেন—এখানে আর কিছু দেখবার নেই, আচ্ছা, কোনো পায়ের ছাপ পেয়েছেন কি?

কভেন্ট্রি বলল,—এখানের মাটি লোহার মতো শক্ত তাই কোনো ছাপই পড়ে নি।

www.pathagar.com

হোম্‌স্ বললেন,—এবার বাড়ির ভেতরে চলুন। যে অস্ত্রগুলোর কথা বলছিলেন সেগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এখানের কাজ সেরে তারপর ইউঞ্চেস্টারে মিস ডানিবারের সঙ্গে দেখা করব।

বাড়িতে, নাভার্স মি. বেটস্, খানিকটা বিকৃত তৃপ্তির সঙ্গে, বিভিন্ন আকৃতির অনেকগুলো মারণাস্ত্র হোমসদের দেখালেন। মি. নীল গিবসন বাড়িতে ছিলেন না। তাই খোলাখুলি অনেক বিষয়ে আলোচনা হলো।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—কখনও কি আপনি মহিলাটির ওপর দৈহিক অত্যাচার লক্ষ্য করেছেন?

পুলিশ সার্জেন্ট বলল—না, মানে সেরকম কিছু নয়। তবে, এমন কথা তাঁকে বলতে শুনেছি যা তেমনই ভয়ঙ্কর সব কথা, ঘৃণার কথা চাকর-বাকরদের সামনে প্রায়ই তিনি বলতেন।

হোম্‌স্ কোনো মন্তব্য না করে, শুধু বললেন—হুঁ! তারপর বললেন চলুন এবার উইঞ্চেস্টারে যাওয়া যাক।

রাতটা হোম্‌স্‌রা বাধ্য হলেন উইঞ্চেস্টারে কাটাতে। কারণ আইনগত ব্যাপারগুলো তকনও পরিষ্কার করা হয়নি। পরদিন সকালে গেলেন মিস ডানবারের ভারপ্রাপ্ত উদীয়মান ব্যারিস্টার মি. জয়েস কামিংস-এর সঙ্গে দেখা করতে। অপূর্ব সুন্দর, দীর্ঘাকৃতি ও তাঁর কালো চোখে অনুনয় ও অসহায়তার অভিব্যক্তি—চারদিকে দিয়ে যেন তাকে ঘেরা হয়েছে—মুক্তির কোনো উপায় নেই। কিন্তু হোম্‌সের সাহায্য পাবে জেনে তাঁর বিবর্ণ কপোলে রক্তের আভাস ফুটেছে, চোখে আশার আলো ফুটে উঠেছে।

নীচুস্বরে তিনি বললেন, মি. নীল গিবসনের কাছে হয়তো ব্যাপারটা কিছু শুনেছেন?

হোম্‌স্ বললেন, হ্যাঁ, কাহিনীর সে অংশটা বলতে বলে আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি মিঃ গিবসনের কথা মানতে রাজি, মানতে রাজি আপনার প্রভাব কতোটা তাঁর ওপর পড়েছিল, এবং তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু কেন তাহলে সমস্ত ঘটনা আদালতে বলা হয় নি?

মিস ডানবার বললেন, এমন একটা অভিযোগ যে টিকতে পারে এ আমার প্রথমটায় বিশ্বাসই হয়নি। মনে হয়েছিল, একটু সময় দিলেই ব্যাপারটা আপনা-আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু এখন যা বুঝছি,

পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দূরে থাক, বরং ব্যাপারটা আরও গুরুতর হয়ে ঘাড়ে চেপে বসেছে।

আন্তরিকতার সঙ্গে হোমস বললেন, দেখুন, এ বিষয়ে কোনোরকম চিন্তা মনে পুষে রাখবেন না। মি. কামিংস-এর কাছে শুনেছে যে, যা কিছু তথ্যপ্রমাণ সবই আপাতত আমাদের বিপক্ষে এবং এই জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে যথাসম্ভব চেষ্টাটা করে যেতে হবে। কাজেই, যথাসাধ্য সাহায্য আমাকে করুন যাতে সঠিক ঘটনাটা জানতে পারি।

মিস ডানবার বললেন, বেশ আমি কিছুই গোপন করব না আপনার কাছে। সব ঘটনা ঠিক যেমন, তেমনভাবেই আমি বলছি। মিস ডানবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করলেন—মিসেস গিবসন আমাকে ঘৃণা করতেন। তাঁর স্বামীর আর আমার মধ্যে সম্পর্ক, হয়তো তিনি সেটা ভুল বুঝতেন। তাঁর প্রতি পক্ষপাত না করেই বলছি, দৈহিক দিক দিয়ে এতোই তিনি ভালোবাসতেন যে, তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার যে আঙ্গিক বা মানসিক সম্পর্ক—তা বুঝতেই পারতেন না, ভাবতেই পারতেন না যে আমার একমাত্র চেষ্টা ছিল তাঁর ক্ষমতাকে কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করা এবং একমাত্রা সেই কারণেই আমি এখনও তাঁর কাছে রয়ে গেছি। এখন দেখছি ভুল করেছি। যেখানে আমারই জন্যে অশান্তি সেখানে কোনো যুক্তিতেই আমার থেকে যাওয়া উচিত হয়নি। যদিও অবশ্য একথাও ঠিক যে আমি চলে গেলেও অশান্তি থেকে যেত।

www.pathagar.com

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বলুন তো, সেদিন ঠিক কি ঘটেছিল থর ব্রিজে?

মিস্ ডানবার বললেন,—যেটুকু আমি জানি সেইটুকুই বলতে পারি মি. হোম্‌স্। কিন্তু প্রমাণ আমি কিছুই করতে পারবো না। ...সকালে আমি মিসেস গিবসনের কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। স্কুলঘরের টেবিলের ওপরে ছিল সেটা, হয়তো তিনি নিজেই এসে রেখে গিয়েছিলেন। তাতে অনুরোধ ছিল যেন আমি ডিনারের পরে সেখানে গিয়ে দেখা করি তাঁর সঙ্গে, একটা জরুরি কথা আছে, এবং আমি যেন আমার উত্তরটা লিখে বাগানের সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে আসি—এর কারণ, তিনি চান না এই গোপন ব্যাপারের কথা আর কেউ জানতে পারে। এরকম গোপনতার কারণ কি, আমি খুঁজে পেলাম না। কিন্তু আমি রাজি হলাম। মিসেস গিবসন লিখেছিলেন চিঠিটা নষ্ট করে ফেলতে, তাই সেটা আমি স্কুল ঘরের অগ্নিস্থানে পুড়িয়ে ফেলি। স্বামীকে তিনি খুবই ভয় করতেন, রুক্ষভাবে স্বামী, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেন, সেজন্যে আমি নিজে অনেকবার মিঃ নীল গিবসনকে ভর্ৎসনা করেছি। আমার মনে হলো, এই গোপনতার কারণ, মিসেস গিবসন চাইতেন না যে স্বামী এই ব্যাপারটা জানতে পারেন।

হোম্‌স্ উত্তেজনায় টান টান হয়ে বললেন—অথচ তবুও আপনার উত্তরটা তিনি খুব যত্ন করে রেখেছিলেন, তাই না? আর সেই চিঠিটাই তো মৃত মিসেস গিবসনের হাতের মুঠোয় ধরা ছিল? হোম্‌স্ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে অবশেষে মন্তব্য করলেন, হুঁ! তারপর বললেন, আচ্ছা, তারপর কী হলো বলুন?

মিস ডানবার আবার বলতে শুরু করলেন একটু দম নিয়ে—কথামতো গেলাম আমি। যখন পৌঁছোলাম, আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। তখনও পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি নি, আমার প্রতি কী তীব্র ঘৃণা বেচারার ছিল। একেবারে পাগলের মতো ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। পাগল-মানুষের মধ্যে যে সব লক্ষণ দেখা যায় তা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। কী তিনি আমাকে বললেন, তা আমি বলব না, শুধু বলব, তাঁর সমস্ত আক্রোশ, সমস্ত বন্যক্রোধ, জ্বলন্ত, ভয়ঙ্কর ভাষায় প্রকাশ করলেন তিনি। কিন্তু একটা উত্তর পর্যন্ত আমি করলাম না, করা সম্ভব ও ছিল না। অত্যন্ত ভীষণ চেহারা তখন তাঁর। দু-হাতে কান চেপে আমি দৌড়ে পালিয়ে এলাম। তখন তিনি তেমনি দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে গালাগালি করে চলেছেন, পোলটার মুখে দাঁড়িয়ে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—এরপরে কোথায় পাওয়া যায় তাঁকে? আর যদি ধরে নেয়া যায় যে এই ঘটনার একটু পরেই তাঁর মৃত্যু হয়, কোনো গুলির আওয়াজ আপনি পান নি?

মিস ডানবার বলল,—না পাইনি। মি. হোম্‌স্, আমি এতোই ভয় পেয়ে গেছিলাম যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে চলে এসেছিলাম, অন্য কোনো দিকে আমার তখন মন ছিল না।

হোমস প্রশ্ন করলেন—আপনি বলছেন, আপনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। পরদিন সকালের আগে কি আপনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, বেরিয়েছিলাম। যখন খবর পাই যে বেচারার মৃত্যু হয়েছে, আর সকলের সঙ্গে আমিও দৌড়ে গিয়েছিলাম সেখানে।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—মি. গিবসনকে দেখেছিলেন কি?

মিস্ ডানবার বলল—হ্যাঁ, তাঁকে যখন দেখি সবে তখন তিনি ব্রিজটা থেকে ফিরে আসছেন। ডাক্তারকে আর পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন তিনি।

হোম্‌স জানতে চাইলেন—তাঁকে দেখে কি তখন বিশেষ বিচলিত বলে মনে হয়েছিল?

মিস্ ডানবার বলল—মি. হোম্‌স্, আমার মনে হয়েছে, মি. নীল গিবসন চাপা স্বভাবের, অত্যন্ত বলিষ্ঠ মানুষ—ভাবাবেগ প্রকাশ করার লোক তিনি নন। কিন্তু আমি তো ভালো করেই জানি, বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আচ্ছা, এবার আসছি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টায়, যে পিস্তলটা আপনার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল—হোম্‌স্ দৃঢ়স্বরে বললেন—আগে সে পিস্তলটা কখনও দেখেছিলেন?

মিস্ ডানবার-এর সংক্ষিপ্ত উত্তর—ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—না, কোনো দিন ঐ পিস্তলটা দেখিনি। আগের দিন আমি আলমীর পরিষ্কার করেছি তখন ওটা ওখানে ছিল না।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—হুঁ! তাহলে...

এবার হোম্‌স্ একটু দুলকি চালে মিস্ ডানবারকে বললেন, ব্রিজটার পাথরের ওপর আঘাতের চিহ্ন আছে—ঠিক যেখানে মৃতদেহটা পড়েছিল, তার বিপরীত দিকে পাথরের খানিকটা চাকলা ওঠা, একেবারে টাটকা। এর কোনো কারণ আপনার মনে হয় কী?

মিস্ ডানবার বললো—এটা নিশ্চয়ই নিতান্ত কাকতলীয় ব্যাপার।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—আশ্চর্য মিস্ ডানবার, অত্যন্ত আশ্চর্য! কেন সেটা ঠিক দুর্ঘটনার সময়েই এবং ঠিক সেই জায়গাটাতেই হবে?

হোম্‌সের মুখে আলো আঁধারের খেলা চলতে লাগলো। মহা আলোড়ন চলছিল তার মনে। কিছুক্ষণ এভাবে কাটবার পর হঠাৎ তিনি লাফিয়ে উঠে পাশে বসে থাকা ড. ওয়াটসনকে টানতে টানতে থর ব্রিজের কাছে নিয়ে এলেন। কানে কানে বললেন এখন একটাই মাত্র পরীক্ষা আমার সামনে। যদি সফল হই তাহলে আর কোনো বাধাই থাকবে না। এবং সে পরীক্ষা নির্ভর করবে এই একটা ছোটো অস্ত্রের ওপর। রিভলভার থেকে একটা গুলি বার করে নেওয়া হলো, এবার বাকি পাঁচটা গুলি ভরে নিয়ে সেফটি ক্যাচটা লাগিয়ে দেবো। এই ব্যস। এবার ওজনটা বাড়ল, আরও কাজের হল এটা।

ওয়াটসন বললেন, ব্যাপারটা কী? আমি তো কিছুই হদিস পাচ্ছি না।

মিঃ হোম্‌স্ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে পুলিশ সার্জেন্টের বাড়ির দিকে চললেন ওয়াটসনকে নিয়ে।

মিঃ কভেন্ট্রি জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো সূত্র পেয়েছেন কী মি. হোম্‌স্? কী সে সূত্র?

হোম্‌স্ বললেন, সেটা নির্ভর করছে বন্ধু ওয়াটসনের রিভলভারের ব্যবহারের ওপর। এই যে, এইটা। আচ্ছা, দশ গজ মতো সুতো দিতে পারেন?

গ্রামের দোকান থেকে টোয়াইন সুতোর একটা গুলি পাওয়া গেল। হোম্‌স্ বললেন, ব্যস্ আর কিছুর দরকার নেই। এবার, আমরা যে কাজে যাচ্ছি, এই মামলায় আমাদের শেষ কাজ এটা। চলতে চলতে হোমস সুতোটার একটা দিক রিভলভারের হাতলে বাঁধলেন। ঠিক যেখানে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে বেশ বড়সড় একটা পাথর তাঁর চোখে পড়ল। তারপর সুতোটার অন্যপ্রান্তটা বাঁধলেন সেই পাথরের সঙ্গে, তারপর সেটা নিয়ে গিয়ে পোলের ওপর এমনভাবে ঝুঁকিয়ে দিলেন যাতে জল না ছোঁয়। তারপর ব্রিজ থেকে খানিকটা তফাতে ঠিক সেই জায়গাটার ওপর গেলেন, রিভালভারটা হাতে করে—রিভলভারটার সুতো ওদিকে পাথরটার সঙ্গে বাঁধা। তারপর বলে উঠলেন, আচ্ছা, এইবার! এইবার হচ্ছে আসল কাজ।

এই বলে তিনি রিভলভারটা মাথার ওপর তুললেন, তারপর ছেড়ে দিলেন হাতটা। সঙ্গে সঙ্গে রিভালভারটা ছিট্‌কে গেল পাথরটার ভারে, তারপর খুব জোরে পাথরটার ওপর ধাক্কা খেয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়। তখনও ছিটকে গিয়েছে কি যায় নি, সঙ্গে সঙ্গে হোম্‌স্ হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন পাথরটার সামনে, আর এমন একটা খুশির চিৎকার করে উঠলেন, বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তাঁর ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বলে উঠলেন—কোনো পরীক্ষার ফল বোধ হয় আর ককনও এমন নির্ভুল হয় নি। দেখলে ওয়াটসন, রিভালভারটা কেমন সমস্যার সমাধান করে দিল! বলতে বলতে তিনি ঠিক আগেরটার মতোই একটা পাথরের চলটা দেখালেন।

www.pathagar.com

হোমস সার্জেন্টকে বললেন, এবার একটা আঁকশির সাহায্যে নিশ্চয়ই আপনি আমার রিভালভারটা উদ্ধার করতে পারবেন আর দেখবেন, ঠিক আরও একটা রিভালভার তার পাশেই রয়েছে। যে রিভালভারটা দিয়ে মিসেস গিবসন আত্মহত্যা করেছেন। আর পূর্ব পরিকল্পনা মতো এমন ভাবে আত্মহত্যা করেছেন যে—প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী নিজের অপরাধ ঢেকে তাঁর মনগড়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন।

এবার হোম্‌স্‌ সকলের সামনে—ঘটনাগুলি পর পর বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। খুব চালাকি করে মিসেস গিবসন মিস ডানবারকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। যা থেকে মনে হতে পারে মিস্‌ ডানবারই ষড়যন্ত্র করে মিসেস গিবসনকে থর ব্রিজে নিয়ে এসেছিলেন। আর পাছে চিঠিটা চোখ এড়িয়ে যায় তাই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন, শেষপর্যন্ত সেটা নিজের হাতে আঁকড়ে রেখে। শুধু এই ব্যাপারটাই অনেক আগে আমার সন্দেহের উদ্রেক করতে পারত।

তারপর তিনি তাঁর স্বামীর একটা রিভলভার তুলে নিয়েছিলেন। আর ঠিক সেইরকম আর একটা রিভলভার তিনি তার আগে লুকিয়ে রেখেছিলেন মিস্‌ ডানবার-এর ঘরে আলমারির তাকে জামাকাপড়ের নিচে। সেই রিভলভারটার থেকে একটা গুলি বার করে রেখেছিলেন তিনি আগে থেকে। তারপর ব্রিজের কাছে গেলেন—রিভালভারটা উধাও করার এই চমৎকার পরিকল্পনাটা মাথায় নিয়ে। তারপর মিস্‌ ডানবার এলে তিনি তার প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করে চললেন যতোক্ষণ পর্যন্ত না মিস্‌ ডানবার গালাগালি সহ্য করতে না পেরে ছুটে পালায়। তারপর যখন মিস ডানবার অনেক দূরে চলে গেলেন—মানে এতোটা দূরে গেছেন যেখানে থেকে গুলির আওয়াজ শোনা যাবে না, তখনই তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর মতলবটা কাজে পরিণত করলেন।

পুলিশ সার্জেন্টি বিস্ময়ের সঙ্গে হোম্‌সের কথাগুলো হাঁ করে গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

দি অ্যাডভেঞ্চার অব শার্লক হোমস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নীল পদ্মরাগ

খবরের কাগজের স্তূপটা ওলোট-পালোট করে তারিখ দেখে খুঁজতে খুঁজতে শেষে একটা কাগজ বার করে পড়তে লাগলেন হোম্‌স্।

মোরকারের কাউন্টেসের গয়নার বাক্স থেকে, "নীল পদ্মরাগ" নামে একটি মূল্যবান পাথর চুরি করার জন্য জন হর্নার নামে ছাব্বিশ বছর বয়সী এক চিমনি মিস্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। হোটেল কস্‌মোপলিটিনের ওপরতলার পরিচালক জেমস্ রাইডার এই মর্মে এজাহার দিয়েছে যে, চুরির দিন সে হর্নারকে মোরকারের কাউন্টেসের ড্রেসিংরুম দেখিয়ে দিয়েছিল যাতে চুল্লির দু-নম্বর শিকটা সে আঁট করে বসাতে পারে—শিকটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেছিল, কিন্তু পরে অন্যখানে ডাক পড়ায় তাকে চলে যেতে হয়। ফিরে এসে সে দেখে যে হর্নার অদৃশ্য হয়ে গেছে, দেরাজের পাল্লা ভাঙা ও খোলা, আর ছোট একটা মরক্কো গয়নার বাক্স ড্রেসিং-টেবিলে খোলা পড়ে আছে। পরে জানা যায় যে ওই বাক্সটাতেই কাউন্টেস তাঁর মুণিমুক্তো রাখতেন। রাইডার তৎক্ষণাৎ ভয় পেয়ে বিপদের সংকেত করে আর সেইদিনই সন্ধেবেলায় হর্নারকে পুলিশ ধরে। কিন্তু পাথরটা তার কাছে পাওয়া যায় নি। কাউন্টেসের দাসী ক্যাথারিন কুশাক এই মর্মে সাক্ষী দিয়েছে যে, রাইডার এমন ভীতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে যে সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ঐ ঘরে ঢোকে—ঘরের জিনিসপত্র তখন কি অবস্থায় ছিল এ সম্বন্ধে সে যে বর্ণনা দেয় তা রাইডারের এজাহারের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। বি-বিভাগের ইন্সপেক্টার ব্র্যাডস্ট্রিট হর্নারকে গ্রেফতার করা সম্বন্ধে যে প্রতিবেদন দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে হর্নার নাকি গ্রেফতারের সময় প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করেছিল ও উচ্চকণ্ঠে নিজের নির্দোষিতা ঘোষণা করেছিল। চুরির অভিযোগে আগে একবার হর্নার জেল খেটেছিল। এটা জেনে ম্যাজিস্ট্রেট এ সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাকে বিচারের জন্যে আদালতে সোপর্দ করেছেন। বিচারের সময় হর্নারের চোখে-মুখে তীব্র মনস্তাপ ফুটে ওঠে। শেষটায় সে অজ্ঞান হয়ে যায় বলে তাকে আদালত থেকে বহন করে নিয়ে যেতে হয়।

হুম! তাহলে এই হলো পুলিশ কোর্টের ব্যাপার। কাগজটাকে একপাশে সরিয়ে চিন্তান্বিতভাবে হোম্‌স্ বললেন, এখন আমাদের কাজ হলো, কোন্ ঘটনা পারম্পর্যে একটা ভাঙা গয়নার বাক্স থেকে এটা হাঁসের পেটে গেল, তা আবিষ্কার করা।

ডা. ওয়াটসন চমকে উঠে বললেন, হাঁস! হাঁস এলো কোথা থেকে? আর নীল পদ্মরাগ—হাঁসের পেট ব্যাপারটা একটু খুলে বলো হোম্‌স্?

হোম্‌স বললেন—পিটারসনকে চেনো তুমি? সেই যে, সেই উর্দিপরা দারোয়ানটা।

হোম্‌স বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব চিনি!'

হোম্‌স্ একটা ছেঁড়াফাটা হতশ্রী তোবড়ানো শক্ত শোলার টুটি ওয়াটসনকে দেখিয়ে বললেন, এটি তারই সম্পত্তি।

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি বুঝি তারই টুপি?'

'না না', হোম্‌স্ বললেন, 'ও এটা আবিষ্কর্তামাত্র। মালিক এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি। এটাকে তুমি নিছকই একটা তোবড়ানো গোল টুপি বলে দেখো না,—গোল তোবড়ানো টুপির রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে আমাদের। প্রথমে বলি এটা কেমন করে এখানে এল। এটা এসেছে বড়দিনের সকালবেলায়, খাসা এক নাদুস নুদুস রাজহংসীর সঙ্গে—সেটা এখন পিটারসনের উনুনের আঁচে ঝলসানো হচ্ছে। শোনো তাহলে, খুলেই বলি ব্যাপারটা। বড়দিনের দিন ভোরবেলায় চারটে নাগাদ পিটারসন, একটু-আধটু স্ফূর্তি করে ফিরছিল। টটেনহ্যাম কোর্ট রোড ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সে, গ্যাসবাতির আলোয় হঠা সে দেখে সামনে একটু টলতে টলতে একজন চলেছে। তার কাঁধ থেকে ঝুলছে এক ধবধবে রাজহংসী। লোকটা যেই গুজ স্ট্রিটের মোড়ে এসেছে অমনি একদল সণ্ডামার্কা লোকের সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া লেগে গেল।

www.pathagar.com

গুণ্ডাদের একজন ঘুঁসি মেরে তার মাথা থেকে টুপিটা উড়িয়ে দিতেই সে লাঠি তুলে নিজেকে বাঁচাতে গেল। লাঠিটা মাথার ওপর তুলে যেই ঘুরিয়েছে, অমনি পিছনের এক দোকানের জানলার কাচ চুরমার। এদিকে পিটারসন তখন তাকে গুণ্ডাদের কবল থেকে বাঁচার জন্যে ছুটে এসেছিল, কিন্তু সেই লোকটা একে তো জানলার কাচ ভেঙে ফেলে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, তার ওপর যেই না দেখল যে পুলিশের মতো উর্দিপরা কে একজন তার দিকে ছুটে আসছে অমনি রাজহংসীটা ফেলে দিয়ে সে সোজা চম্পট দির। টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের পিছন দিকে যে গলি-ঘুঁজির গোলক ধাঁধা আছে পরক্ষণেই সে তারমধ্যে উধাও হয়ে গেল। আর ওদিকে গুণ্ডার দলটাও পিটারসনকে দেখে চম্পট দিয়েছে, কাজেই সে গিয়ে দেখে রণক্ষেত্রে কেবল সেই-ই একা বিরাজ করছে, আর এই বিজয় অভিযানের প্রাপ্তিযোগ হলো ঐ তোবড়ানো টুপি আর বড়দিনের ঐ অপূর্ব রাজহংসী।

ওয়াটসন বললেন—মালিকটিকে সব ফিরিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই?

হোম্‌স্ বললেন, বন্ধু হে, সমস্যা তো সেখানেই। মজার ব্যাপার হলো এই রাজহংসীর বাঁ-পায়ে একটা ছোট কার্ড ছিল, আর তাতে লেখা ছিল—মিসেস হেনরি বেকারের জন্যে এবং এটাও সত্যি যে ওই টুপির ওপরের আবরণে এখনও এইচ. বি. আদ্যক্ষর দুটি পড়া যায়। কিন্তু যেহেতু বেকার নামধারী প্রায় কয়েক সহস্র ব্যক্তি এই মর্ত্যধামে আছেন এবং আমাদের এই শহরে অন্ততঃ কয়েকশো হেনরি বেকার দিব্যি বহাল তবিয়তে ঘোরা ফেরা করছে তখন তাদের মধ্যে কাকে এ সম্পত্তিটি ফিরিয়ে দেবে?

ওয়াটসন তখন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল—পিটারসন তখন কী করল?

হোমস বললেন, বড়দিনের সকালবেলায় সে এই টুপি আর রাজহংসী আমার কাছে এনে হাজির, কারণ সে জানে যে অত্যন্ত সামান্য সমস্যাতেও আমার আকর্ষণ আছে। আজ এতোটা বেলা অবধিও রাজহংসীটিকে আমরা রেখেছিলাম। কিন্তু তার আবিষ্কর্তা শেষপর্যন্ত খাবার জন্যেই নিয়ে গেছেন। আমি অবশ্য অজ্ঞাতকুলশীল ভদ্রলোকটির টুপিটা রেখে দিয়েছি। আহা, বেচারার বড়দিনের ভোজটাই মাঠে মারা গেল।

এবার একটা আতস কাচ ওয়াটসনের হাতে দিয়ে হোমস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাজের পদ্ধতি তো জানো। এই টুপিটা যে লোক মাথায় দিয়েছে, তার সম্বন্ধে দেখি তুমি কতোটুকু অনুসন্ধান করে জানতে পারো?

ছিন্ন-ভিন্ন বস্তুটা হাতে নিয়ে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গেই ওয়াটসন দেখলেন। অত্যন্ত সাধারণ একটা কালো টুপি, সচরাচর যেমন দেখা যায় তেমনি, গোলাকার, বেশ শক্ত, ফলে মাথায় দেয়ার পক্ষে বেশ কষ্টের। টুপির ওপরের আচ্ছাদন লাল রেশমের, কিন্তু এখন একেবারেই রঙচটা টুপি নির্মাতার কোনো হদিস নেই। হোমস ঠিকই বলেছিলেন, এইচ. বি. আদ্যক্ষর দুটি একপাশে লেখা রয়েছে। আর টুপিটা যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে পাতলা একটা আবরণ পরানো, কিন্তু আংটায় ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে তা, কোথাও কোথাও ফুটে হয়ে গেছে। স্থিতিস্থাপকতাও হারিয়েছে তাছাড়া জরাজীর্ণ টুপিটা ধূলিমলিন, কয়েক জায়গায় দাগ লাগা, যদিও দেখা গেল যে কালির পোঁচ বুলিয়ে ও দাগগুলি লুকোবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ওয়াটসন বলল, কিছুই তো চোখে পড়ল না—টুপিটা হোম্‌সের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

হোমস বললেন, ঠিক তার উল্টো, ওয়াটসন, সবকিছুই তোমার চোখে পড়েছে। শুধু, দেখেও তা থেকে যুক্তি সাজাতে পারছো না। যুক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত অলস তুমি, কিছুতেই মাথা খাটাবে না। হোমস টুপিটা তুলে নিলেন, তারপর টুপিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে নিজের মধ্যে ডুব দিলেন। তারপর একসময় অস্ফুটস্বরে বললেন, লোকটির যে প্রখর বুদ্ধি তা তো একনজরেই বোঝা যায়, বর্তমানে তার একটু অভাব চলছে কিন্তু বছর তিনেক আগেও যে তাঁর অবস্থা ভালো ছিল তাও সহজেই বোঝা যায়। দূরদর্শী ছিলেন, যদিও এখন আর নন, আর সেটা একটা নৈতিক দিগভ্রান্তির দিকে ইঙ্গিত করে। আর সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার কথাটা যদি এই প্রসঙ্গে মনে রাখি তাহলে বুঝতে পারি যে এ অধঃপতনের কারণ

www.pathagar.com

হিসেবে কোনো অশুভ প্রভাব—সম্ভবত পানাসক্তি, মানে মদের নেশা, তার ওপর কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর স্ত্রী যে তাঁকে আগের মতো ভালোবাসে না, এটাই সম্ভবত তার কারণ। মানুষটি অলস, ঘরেই থাকেন সারাদিন, বাইরে কম বেরোন, রাতের কাজের অভিজ্ঞতা মোটেই রাখেন না, মধ্য বয়সী, চুলের রং ধূসর, দিনকয়েক আগে চুল ছেঁটেছেন, মাথায় নেবুর তেল মাখেন। এসব অবশ্য অধিকতর প্রত্যক্ষ তথ্য, টুপিটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায়। আর একটা কথা বলি—সম্ভবত তার বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা নেই।

ওয়াটসন বুঝতে না পেরে বললেন, কী করে এ তথ্যগুলি তুমি সংগ্রহ করলে?

হোমস একটু মুচকি হেসে বললেন—এই সহজ ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢুকল না? শোনো তাহলে—হোমস টুপিটা নিজের মাথায় চড়ালেন, অমনি কপাল ঢেকে নাকের গোড়া অবধি টুপিটা নেমে এল। এটা অবশ্য ঘনফলের মাপের কথা। হোমস বললেন, এই যে টুপিটা দেখছ—ভালো করে দেখো—এই টুপিটা তিন বছর আগেকার, চারপাশটা লক্ষ করো—কানার দিকটা কেমন কোঁকড়ানো? বছর তিনেক আগে এই ফ্যাশানটা চালু হয়। তাছাড়া টুপিটা সেরা জাতের। রেশমি ফিতেটা কিরকম একবার দ্যাখো, আর আস্তরটাই বা কী চমৎকার! অর্থাৎ বছর তিনেক আগেও এই টুপির মালিকের এমন চড়া দামের টুপি কেনার ক্ষমতা ছিল—তারপর আর টুপি কেনেন নি। এ থেকে তুমি সহজেই অনমুান করে নিতে পারো, যে তাঁর অবস্থা বেশ পড়ে গেছে। আর লোকটির দূরদর্শিতা সম্বন্ধে জানতে চাইলে, এ টুপি থেকে তুমি জানতে পারবে। যেমন ধরো টুপি বাঁচাবার জন্যে যে আবরণ পরানো হয়েছিল, তার ঝালর, ছোট্ট চাক্তিটা আর ফাঁসের ওপর আঙুল রেখে হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—টুপির গায়ে তো এসব জড়িয়ে বিক্রি হয় না। ভদ্রলোক যদি এ জিনিস একটি কিনেই থাকেন, তাতেই তো বোঝা যায় যে তাঁর কথঞ্চিৎ দূরদৃষ্টি ছিল, কারণ হাওয়ার হাত থেকে টুপিটাকে বাঁচবার জন্যে তাঁকে যথেষ্ট উদ্যোগী হতে হয়েছে। কিন্তু টুপির স্থিতিস্থাপকতা ছিন্ন হবার পরেও আবার যেহেতু সেটা তিনি বদলাবার কোনো চেষ্টাই করেন নি, তাতেই মনে হয় এখন তাঁর দূরদৃষ্টি আগের চেয়ে অনেক কম। তাঁর স্বভাব যে ক্রমেই দৃঢ়তা হারাচ্ছে এটা তারই নজির। আবার টুপিটার অন্যদিকে লক্ষ্য করে দেখো, এই দাগগুলো ঢাকবার জন্যে ভদ্রলোক কালি ছিটিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, আত্মসম্মানবোধটিকে তিনি যে এখনো সম্পূর্ণ বিসর্জন দেন নি তারই নিদর্শন এটা। আর বাকি বিশেষত্বগুলি যেমন—তিনি যে সদ্য চুল ছেঁটেছেন আর তিনি যে নেবুতেল মাখেন—এসব তো আস্তরের তলার দিকটা খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। প্রচুর চুলের টুকরো লেগে আছে আস্তরে, আতসকাচ দিয়ে দেখা যায়। স্পষ্টই নাপিতের কাঁচিতে ছাঁটা। আঠার মতো লেপ্টে আছে চুলগুলি, তাছাড়া নেবুতেলের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার। আর এই ধুলো লক্ষ্য করে দেখ, এই ধুলো রাস্তার ধুলোর মতো ধূসর আর কালিভরা নয়। বরং বাড়ির মধ্যেকার ময়লা নরম আঁশের মতো বাদামি গুঁড়ো—তাতে এটাই দেখা যায় যে ভিতরের এই আর্দ্রতার চিহ্ন নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে যে, টুপিটা যিনি মাথায় দিতেন তিনি অল্পেতেই ঘেমে যেতেন। সেইজন্যেই মনে হয় তাতে কলমে কাজ করার, অভ্যাস তাঁর নেই তেমন। অনেকদিন বুরুশ করা হয় নি টুপিটা। তাই বলি, ওহে ওয়াটস, কখনো যদি তোমার টুপিতে আদ্যিকালের ধুলোকালি দেখি আর তোমার স্ত্রী তোমাকে ঐ অবস্থায় বেরোতে দেন তখনই আমার আশঙ্কা হবে যে তোমার বুঝি পত্নীপ্রেম হারাবার দুর্ভাগ্য হল।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তিনিতো ব্যাচিলারও হতে পারেন?

হোম্‌স্ বললেন—উঁহু! স্ত্রীর সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছিলেন রাজহংসীটা পক্ষিনীর বাঁপায়ের ঐ চিরকুটটার কথা ভুলে যেও না।

ওয়াটসন পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন—সব প্রশ্নের উত্তরই যেন তোমার মুখের আগায়। কিন্তু তাঁর বাড়িতে যে গ্যাস বসানো নেই এটা তুমি কোত্থেকে অনুমান করলে?

হোম্‌স্ বললেন, ভদ্রলোক যে প্রায়ই জ্বলন্ত মোমবাতির সংস্পর্শে আসেন, তা বুঝতে পারি টুপীর ওপর কতোকগুলো মোমের দাগ থেকে। মোমের দাগ যে গ্যাসের বাতি থেকে লাগেনি,

www.pathagar.com

এবং টুপির ওপর মোমের দাগ পড়েছে—ভদ্রলোককে এক হাতে টুপি আর অন্য হাতে ফোঁটা ফোঁটা মোম ঝরা বাতি নিয়ে ওপর তলায় উঠতে হয়—এবার খুশি হয়েছো তো ওয়াটসন?

টুপি সম্বন্ধে এইসব আলোচনা যখন হচ্ছিলো, তখন ঝড়ের বেগে হঠাৎ পিটারসন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে হাঁফাতে লাগলো। হাঁফাতে হাঁফাতে বললো মি. হোম্‌স্! ঐ রাজহংসীটা!—

হোম্‌স্ বললেন, তা আবার কী হলো? হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠে পাখা ঝাপটে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উড়ে গেছে নাকি?

পিটারসনের উত্তেজিত মুখ-চোখ যাতে ভালো করে চোখে পড়ে সেজন্যে হোম্‌স্ সোফার ওপর একটু কাত হয়ে নিলেন।

পিটারসন উত্তেজিত স্বরে বললেন, এই যে স্যার এই দেখুন! হাঁসটার গলার থলির মধ্যে আমার স্ত্রী কী পেয়েছে! পিটারসন হাত বাড়িয়ে দিতেই তার হাতের চেটোর মধ্যে দীপ্ত একটি নীল পাথর ঝলমল করে উঠল। আকারে একটা কড়াইশুঁটির চেয়েও হয়তো ছোট হবে, কিন্তু এমন স্বচ্ছ আর ঝকঝকে যে, তার হাতের মধ্যে সেটা অন্ধকারে বিজলী আলোর মতো ঝলসে উঠল।

শিস্ দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন হোম্‌স্, আরে ব্বাস্, এ যে মহা দামি পাথর!

দেখলে তো ওয়াটসন, আমাদের এই ছোটোখাটো অনুমানগুলো এবার কতো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে? এখন আর এ ব্যাপারটা তেমন নিরীহ বলে মনে হচ্ছে কি? এই হলো পাথরটা, হোমস আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন,—পাথরটা পাওয়া গেছে হাঁসের পেটে, হাঁসটা আবার মিস্টার হেনরি বেকারের যিনি মাথায় দেন একটা বিশ্রী টুপি, তাছাড়া তার অন্য কতোকগুলি বৈশিষ্ট্য তোমাকে তো এইমাত্র খুলে বললুম। কাজেই এবার আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এ ভদ্রলোককে খুঁজে বার করতে হবে। এ ছোট্ট রহস্যটিতে তাঁর ভূমিকা কতোটুকু, সেটা জানাই আমাদের প্রথম কাজ। আর তার জন্যে সব আগে সবচেয়ে সরল উপায় অবলম্বন করতে হবে আমাদের। সে উপায় হলো যাবতীয় সান্ধ্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া। এটায় যদি ব্যর্থ হই তাহলে অন্য অবস্থা করবো।

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করল—তুমি কী বলবে বিজ্ঞাপনে?

হোমস একটা পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে খচখচ করে লিখলেন—বিজ্ঞাপনের ক্যাপশান হবে মোটা ও বড় হরফে—"পাওয়া গেছে—গুজ স্ট্রিটের মোড়ে একটা রাজহংসী ও কালো শোলার টুপি। মিস্টার হেনরি বেকার আজ সন্ধ্যে সাড়ে ৬টায় ২২১-বি, বেকার স্ট্রিটে আবেদন করলে জিনিসগুলো পেতে পারেন।" পিটারসন, এই নাও সান্ধ্য কাগজগুলিতে ছাপার জন্যে একটা বিজ্ঞাপনের এজেন্সিতে দিয়ে এসো এটা। আর হ্যাঁ পাথরটা আমিই রেখে দিচ্ছি, আর শোনো পিটারসন ফেরার পথে একটা হাঁসী কিনে নিয়ে আমার এখানে পৌঁছে দিও—এই নিয়ে যাও টাকা। তোমার বাড়িতে হাঁসের মাংসের রান্না হচ্ছে তার বদলে আর একটা হাঁস তো চাই, ওই ভদ্রলোককে তো দিতে হবে।

পিটারসন চলে যেতেই হোম্‌স্ পাথরটা তুলে আলোর মধ্যে ধরলেন। ভারি সুন্দর পাথরটা। হোম্‌স্ বললেন, কেমন ঝকঝক করছে! এই পাথরটার বয়স এখনো কুড়ি হয়নি। এটাকে প্রথম পাওয়া যায় দক্ষিণ চীনের হ্যানয় নদীর তীরে। এটার অসাধারণত্ব এই যে, পদ্মরাগের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এটার রং চুনির মতো লাল না হয়ে নীলাভ। চল্লিশ রতি ওজনের এই স্বচ্ছ পাথরটার জন্যে এর মধ্যেই খুন হয়েছে দু'টো, অ্যাসিড ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে একবার, আত্মহত্যা করেছে একজন, অনেকবার চুরি গেছে। এক্ষুনি এটাকে আমার সিন্দুকে তালাবন্ধ করে রাখবো। এটা যে আমাদের কাছে আছে এই মর্মে কাউন্টেসকে টেলিগ্রাম পাঠাবো।

আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর—ওয়াটসন বললেন, এখন চেম্বার যাই। আমি এবার আমার রোগীদের দেখে আসি। মনে রেখো সন্ধেবেলায় আমি আবার আসব। যে সময়ের কথা

www.pathagar.com

তুমি বিজ্ঞপনে লিখেছ তখনই আসব।

রোগী দেখতে গিয়ে এক জায়গায় আটকে পড়লেন ওয়াটসন। ফলে যখন বেকার স্ট্রিটে হোমসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন তখন সন্ধে সাড়ে ছটা অনেকক্ষণ আগেই বেজে গেছে। ওয়াটসন দেখলেন, বাড়ির দরোজায় গলা অবধি বোতাম আঁটা কোট গায়ে, ঢ্যাঙামতো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াটসন পৌঁছাবার কিছুক্ষণ পরে অমনি দরোজা খুলে গেল। একসঙ্গেই ওয়াটসন ও সেই ভদ্রলোক হোম্‌সের ঘরে হাজির হলেন।

আরাম কেদারা থেকে উঠতে উঠতে হোম্‌স্ বললেন, মিস্টার হেনরি বেকার নমস্কার, বসুন বসুন, এই চুল্লির কাছের চেয়ারটায় বসুন, মিস্টার বেকার। রাতটা আজ বেজায়। ঠাণ্ডা, আপনি যে পোশাক পরে বেরিয়েছেন—তা যে গ্রীষ্মকালের পোশাক। আর ওয়াটসন, তুমি একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছো। তারপর একটু থেমে আগন্তুকের মুখের দিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন, মিস্টার বেকার, এই টুপিটা কি আপনার?

আগন্তুকের সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ, ওটা আমার।

হোমস বললেন, জিনিসগুলো কয়েকদিন ধরেই আমার কাছে আছে। কারণ আমরা ভেবেছিলাম বুঝি আপনিই নাম ধাম দিয়ে কোনো বিজ্ঞাপন দেবেন। কেন যে দেন নি তা আমাকে বড় ধাঁধায় ফেলেছে।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন—একসময় আমার কাছে যে রকম অজস্র পয়সা থাকত এখন আর তেমন নেই। আমি তো নিঃসন্দেহে ভেবেছিলুম, যে গুণ্ডার দল আমাকে আক্রমণ করেছিল তারাই আমার টুপি আর রাজহংসীটা নিয়ে পালিয়েছে। ওগুলো আর ফিরে পাবো বলে আশা করে তাই অনর্থক অর্থের অপচয় করিনি।

হ্যাঁ ভালো কথা—হোমস বললেন, ওটা আমরা খেয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছি।

খেয়ে ফেলেছেন? আগন্তুক ভদ্রলোকটি আঁতকে উঠে বললেন—খেয়ে ফেলেছেন তাহলে?

হোমস শান্তস্বরে বললেন, হ্যাঁ, তা যদি না করতুম তাহলে ওটা কারোরই কোনো কাজে লাগতো না। তবে আর একটা রাজহংসী এনে ওই আলমারিটায় রেখে দিয়েছি—ওটার ওজন আগেরটার মতোই উপরন্তু একেবারে টাটকা এখনও।

ও নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই! স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন মি. বেকার। অবশ্য আপনার রাজহংসীটার পালক, ঠ্যাং, গলার থলি ইত্যাদি এখনও আমাদের কাছে। যদি চান তো—

হো হো করে হেসে উঠলেন মি. বেকার। বললেন, আমার অভিযানের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে হয়তো ওগুলো লাগতে পারে, তাছাড়া ওগুলো আমার কোন্ কাজে লাগবে? আজ্ঞে আপনার আলমারিটায় যে রাজহাঁসটি দেখা যাচ্ছে আপনার অনুমোদন পেলে আমি সন্তুষ্ট।

একটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস ওয়াটসনের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিয়ে মি. বেকারকে বললেন, তাহলে, এই নিন আপনার টুপি আর এই নিন রাজহাঁস। হ্যাঁ ভালো কথা,—হোম্‌স্ তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—ওই পাখিটা আপনি কোত্থেকে কিনেছিলেন? ওরকম ভালোজাতের সুপুষ্ট রাজহাঁস আমি খুবই কমই দেখেছি।

মি. বেকার বলল—মিউজিয়ামের কাছে যে আলফাইন আছে, আমরা মাঝে মাঝে সেখানে যাই—দিনের বেলায় অধিকাংশ সময়েই আমায় অবশ্য ওই মিউজিয়ামেই পাওয়া যাবে। আমাদের সরাইওলাটি ভারী চমৎকার মানুষ, উইন্ডগেট তার নাম। সে আবার কিছুদিন আগে এক রাজহংসী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে। সপ্তাহে কয়েক পেনি করে চাঁদা দিলে বড়দিনে আস্ত একটি হাঁস পাওয়া যায়। যথাসময়ে আমি চাঁদা দিয়েছিলাম, তারপর কী হয়েছে তা তো আপনি নিজেই জানেন। আপনার কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই, কারণ যতোই বলুন, আমার বয়স বা গাম্ভীর্যের পক্ষে এসব সূক্ষ্ম টুপি মোটেই মানায় না। এমন সাড়ম্বরে ও গভীরভাবে তিনি আমাদের দুজনকে অভিবাদন করলেন যে সেটা খুব মজার দেখাল। অতঃপর লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি প্রস্থান করলেন।

হেনরি বেকারের ব্যাপার তো চুকে গেল। বেকার চলে যাবার পর দরোজা বন্ধ করতে

www.pathagar.com

করতে হোম্‌স্ বললেন, আসল বিষয়টা সম্বন্ধে তিনি যে কিছুই জানেন না তা তো বোঝা গেল। তোমার কি খিদে পেয়েছে ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন, না, না, তেমন নয়?

হোমস বললেন—তাহলে চলো, রাতের খাবার একেবারেই খেয়ে নিই। তারপর খেয়ে দেয়ে খবরটা গরম থাকতে থাকতে ব্যাপারটার একটু অনুসন্ধান করা যাক।

ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল সে রাতে। গায়ে অলেস্টার চাপিয়ে হোমসরা গলাবন্ধ জড়িয়েছিলেন। বাইরে নির্মেঘ আকাশে ঠাণ্ডা তারার দল ঝিকমিক করছে। বিদ্যপল্লী, উইম্পোল স্ট্রিট্, হার্লে স্ট্রিট্, মাড়িয়ে উইগমোর স্ট্রিমের মধ্যে দিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে গিয়ে পড়লেন হোম্‌স্‌রা। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ব্লুমসবেরিতে আল্‌ফা-ইনের কাছে এসে হাজির হলেন। হোলবোর্ণের মধ্যে যে গলিগুলো ঢুকে পড়েছে তারই একটার মোড়ে এই ছোট্ট পানশালাটা, হোম্‌স্ ও ওয়াটসন দরোজা ঠেলে পানশালার ভিতরে ঢুকে সাদা আলখাল্লা পরা লালমুখো সরাইওয়ালাকে দু-গেলাস বিয়ার দেবার হুকুম করলেন।

হোম্‌স্ বললেন,—তোমার হাঁসগুলো যেমন ভালো, বিয়ারও যদি তেমন হয় তাহলে চমৎকার বলতে হবে।

রীতিমতো অবাক দেখালো সরাইওয়ালাকে—আমার হাঁস?

হ্যাঁ, হোম্‌স্ বললেন—এই তো আধঘন্টাও হয়নি মিস্টার হেনরি বেকারের সঙ্গে আমার কথা হলো। তোমারই রাজহংসী সংঘের একজন সদস্য তিনি।

ও, হ্যাঁ, সরাইওয়ালা বললো—এতোক্ষণে বুঝলুম, আজ্ঞে সে তো আমাদের হাঁস নয়।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—তাই নাকি? তবে কার তাহলে?

সরাইওয়ালা বললো—কভেন্ট গার্ডেনের এক দোকানির কাছ থেকে দু-ডজন হাঁস এনেছিলাম আমি।

তাই নাকি, হোম্‌স্ বললেন—তা তাদের কয়েকজনকে আমি চিনি। এ লোকটা কে?

সরাইওয়ালা বলল—এর নাম ব্রেকিন্‌রিজ।

হোম্‌স্ বিয়ারের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন—না, তাকে অবিশ্যি চিনি না—আচ্ছা চলি শুভ রাত্রি।

বাইরের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে অলেস্টারের বোতাম আঁটতে আঁটতে হোম্‌স্ বললেন,—এবার দেখা যাক মিস্টার ব্রেকিন্‌রিজ কী বলেন। একটা কতা মনে রেখো ওয়াটসন, এই শৃঙ্খলের একদিকে যদিও সামান্য একটা হাঁস রয়েছে, অন্যদিকে কিন্তু, রয়েছে এক বেচারা, যার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে না পারলে তাকে সাত সাত বছর জেলে পচতে হবে। এমনও হতে পারে যে আমাদের অনুসন্ধানের ফলে তার অপরাধই হয়তো আরো জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু তাহলেও ভাগ্যক্রমে যখন পুলিশের হাত ফস্‌কে তদন্তের একটা সূত্র এসে পড়েছে, তখন একেবারে শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়ছি না। এবার তাহলে চলো দক্ষিণ দিকেই যাই। একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও।

হোলবোর্ণের মধ্যে দিয়ে এণ্ডেল স্ট্রিটের কাছ ঘেঁষে বস্তিগুলোর বাঁকাচোরা গলি দিয়ে কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটে হাজির হলেন হোম্‌স্‌রা। বাজারের মস্ত বড় বড় দোকানগুলোর একটার গায়ে নাম লেখা ব্রেকিনরিজ। মালিককে দেখতে ঘোড়েলের মতো। মুখ-চোখ ধারালো, দুগালে ছিম্‌ছাম্ ছুঁচলো জুলপি। দোকানের খড়খড়ি লাগাচ্ছে এক ছোক্‌রা আর সে তাকে ঐ কাজে সাহায্য করছে।

শুভ সন্ধ্যা। বড্ড ঠাণ্ডা রাত। হোম্‌স্ বললেন। মাথা নেড়ে দোকানদার হোম্‌সের দিকে তাকালো।

হোম্‌স বললেন, আল্‌ফাইন্-এর সরাইওয়ালা তোমার কাছে আমায় হাঁসের জন্যে পাঠালেন।

ও, হ্যাঁ, তাকে কয়েকডজন হাঁস পাঠিয়েছিলাম বটে।

www.pathagar.com

হোম্‌স্ বললেন, বড় ভালো ছিল হাঁসগুলি, তা ওগুলো তুমি কোথা থেকে পেলে?

দোকানদার একথায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললো—আচ্ছা মশাই আপনার মতলবটা কী খুলে বলুন তো?

হোম্‌স্ দৃঢ় স্বরে বললেন—সোজাসুজি জানতে চাইছি আলফায় যে হাঁসগুলি পাঠিয়েছিলে সেগুলি তুমি কোথা থেকে পেয়েছো? তুমি বলতে না চাইলে বোলো না, ব্যাস্ চুকে গেল। কিন্তু এসব হাঁস-ফাঁসের ব্যাপারে আমি যা বলি তা সাধারণত মিলিয়ে দেখতে চাই। যেটা খেলাম আসলে সেটা পাড়াগেঁয়ে হাঁস, এই বলে আমি পাঁচ পাউন্ড বাজি ধরেছি একজনের সঙ্গে।

তাহলে মশাই, ও পাঁচ পাউন্ড আপনি হেরেছেন, দোকানদার বলল—ওটা শহুরে রাজহাঁস!

মোটেই না—হোম্‌স্ বললেন।

দোকানদার জোর দিয়ে বললেন—আমি বলছি ওটা শহুরে হাঁস।

হোম্‌স্‌ও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বললেন, তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

দোকানদার রূঢ়স্বরে বলল—ভেবেছেন হাঁস-মুরগি সম্বন্ধে আমার চেয়ে আপনি বেশি জানেন? আমি মশাই আঁতুড় ঘর থেকে ওসব নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। আবারও বলছি আপনাকে—আলফা ইন-এ যতোগুলো হাঁস পাঠানো হয়েছিল সবগুলি শহুরে হাঁস।

হোমস বললেন—তাহলে বাজি ধরুন।

হোমস বললেন,—তাহলে তো খামোকা তোমার ট্যাক থেকে টাকা খসানো হবে, কারণ আমি যে ঠিক বলেছি তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে, একগুঁয়েমি করে যে কোনো লাভ নেই এটা তোমাকে বোঝাবার জন্যেই না হয় দশ পাউন্ড বাজি রাখছি আমি।

বিকটভাবে খুক খুক করে হেসে উঠল দোকানি। হাঁক্ দিলো—বিল, হিসেবের খাতাগুলো নিয়ে এসো তো।

ছোট্ট একটা চটি খাতা আর আস্ত একটা তেলচিটে খতিয়ান এনে ঝোলানো বাতিটার তলায় রেখে গেল ছেলেটি। দেখুন তাহলে সবজান্তা মশাই। দোকানদার বলল—ভেবেছিলুম হাঁসগুলো সব বুঝি বিক্রি হয়ে গেছে, কিন্তু ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলার আগেই দেখতে পাবেন এখনও একটা হাঁস রয়ে গেছে এখানে। এই ছোট খাতাটা দেখেছেন তো?

হোম্‌স্ খুঁচিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তো কী?

দোকানদার বলল—যাদের কাছ থেকে হাঁস-মুরগি কিনি, এটা তাদেরই নামের তালিকা। দেখতে পাচ্ছেন তো? আচ্ছা এই দেখুন—এই পাতাটা হলো পাড়াগাঁয়ের লোকেদের নামের লিষ্টি, আর তাদের নামের পাশে এই যে নম্বর দেখতে পাচ্ছেন তা হলো, ওই বড় খতিয়ান বইটায় তাদের হিসেব কোন্ পাতায় বসেছে তার পাতার নম্বর। এবার দেখুন। লাল কালিতে লেখা অন্য পাতাটা চোখে পড়ছে তো? শহর থেকে যারা হাঁস মুরগী চালান দেয় এটা তাদেরই নামের তালিকা। এবার তিন নম্বর নামটা কী দেখুন তো? এখানে কী লেখা নিজেই না হয় পড়ে শোনান।

হোম্‌স্ পড়লেন—মিসেস ওকশট, ১১৭, ব্রিক্সটন রোড-২৪৯।

ঠিক তাই, দোকানদার বলল—আচ্ছা আবার ঐ খতিয়ানের ২৪৯ পাতাটা উল্টে দেখুন।

হোম্‌স্ পাতাটা উল্টে দেখলেন—এই যে,—মিসেস ওকশট, ১১৭, ব্রিক্সটন রোড—হাঁস মুরগির ও ডিমের চালানির ব্যবসায়ী।

দোকানদার এবার প্রমাণ দেবার ভঙ্গিতে বললো—দেখুন এবার, শেষ লেখাটা কবেকার?

হোম্‌স্ পড়লেন—ডিসেম্বর ২২। চব্বিশটা রাজহাঁস, দাম সাড়ে সাত শিলিং।

ঠিক তাই, দোকানদার বললো—দেখলেন তো কী দাঁড়ালো শেষটায়। আর তলায় কী লেখা?

হোম্‌স্ পুনরায় শুনিয়ে পড়লেন—আলফার মি. উইণ্ডিগেটের কাছে বারো শিলিং-এ বিক্রি করা হলো।

www.pathagar.com

দোকানদার বললো—এবারে আপনার কী বলার আছে?

হোম্‌সকে যুগপৎ অত্যন্ত বিরক্ত ও নিরাশ দেখালো। পকেট থেকে দশ পাউণ্ড বের করে মার্বেল পাথরের চ্যাপ্টা। খোপগুলোয় ছুঁড়ে ফেললেন তিনি, তারপর রাগে বিরক্তিতে এমন ভঙ্গী করে দাঁড়ালেন যে মনে হলো কথা বলারও কোনো প্রবৃত্তি যেন তাঁর নেই। কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে একটা ল্যাম্প পোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে তাঁর সেই অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন নিঃশব্দে।

হঠাৎ একটা চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে হোম্‌স পিছন ফিরে দেখলেন, এইমাত্র যে দোকানটা থেকে বেরিয়ে এলেন সেখানেই হঠাৎ চেঁচামেঁচি শুরু হয়েছে। দেখা গেল একটা বেঁটে খাটো ইঁদুরমুখো লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর ব্রেকিনরিজ চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে ভীষণভাবে তোষামুদে লোকটাকে লক্ষ্য করে চেঁচাচ্ছে আর বলছে—যথেষ্ট হয়েছে তোমাকে আর তোমার ওই হাঁসকে নিয়ে। চিৎকার করে উঠলো ব্রেকিনরিজ,—গোল্লায় যাও তুমি, শয়তানের পাল্লায় পড়। মিসেস ওকশটকে নিয়ে এসো এখানে, যা জবাব দেবার সে আমি তাঁকেই দেবো। কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে এসো না—তা হলে কুকুর লেলিয়ে দেবো। হাঁসগুলো তো আমি তোমার কাছ থেকে কিনিনি?

লোকটি বললো—না। কিন্তু তাহলে ওকশটকেই ওটার কথা জিজ্ঞেস করো।

লোকটি বললো—সেইই তো তোমার কাছে আসতে বলেছিল।

দোকানদার বললো—তা তুমি প্রুশিয়ার রাজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করগে, আমার তাতে কি! এ নিয়ে আমি যথেষ্ট ভুগেছি, এখন মানে মানে কেটে পড় দেখি! ভয়ঙ্কর ভাবে তেড়ে গেল সে, আর অমনি লোকটি অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

হোম্‌স্ এবার ফিস্‌ফিস করে ওয়াটসনকে বললেন, এসো তো আমার সঙ্গে দেখি এই লোকটার কাছ থেকে কী জানা যায়। আলো জ্বলা দোকানগুলির আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা এলোমেলো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হোম্‌স এগিয়ে গেলেন, বেঁটে ইঁদুরমুখো লোকটিকে তিনি একটুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেললেন। আস্তে তার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। অমনি লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো। ওয়াটসন গ্যাসের আলোয় লক্ষ্য করলেন লোকটার মুখ থেকে মুহূর্তে সব রঙ চলে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

আপনি কে? কী চান আপনি? লোকটার গলা ভয়ে কেঁপে উঠল।

হোম্‌স্ বললেন, মাফ করবেন,—এই বোকাটাকে আপনি এইমাত্র যে কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন—তা আমি শুনেই বলছি আমার বিশ্বাস আমি আপনার কোনো কাজে লেগে যেতে পারি।

লোকটি তখন বিস্ময়ের স্বরে বলল—আপনি! আপনি কে? এ ব্যাপারে আপনি কী জানেন?

আমার নাম শার্লক হোম্‌স্। লোকে যেসব কথা জানে না, তা জানাই আমার পেশা।

লোকটি বলল—এ ব্যাপারের কথা আপনি জানবেন কি করে?

মাফ্ করবেন, হোম্‌স্ বললেন—এ ব্যাপারের আগাগোড়া সবই জানি আমি। ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকশট ব্রেকিন্‌রিজ নামে এক দোকানদারের কাছে কতোগুলো হাঁস বেচেছিলেন, আপনি যে হাঁসটার হদিস জানবার চেষ্টা করেছিলেন, ব্রেকিনরিজ আবার সেগুলো বেচেছে আলিফা-র মালিক মি. উইণ্ডিগেটকে, তিনি আবার বেচেছেন তাঁর রাজহাঁস সঙ্ঘের লোকদের কাছে। যার একজন সভ্য হলেন মি. হেনরি বেকার।

ওঃ! আপনার সঙ্গেই আমি সেই থেকে দেখা করতে চাইছিলাম। দু-হাত বাড়িয়ে ছোট্ট মানুষটা চেঁচিয়ে উঠলো। তার আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে—এ ব্যাপারটায় আমি যে কতোখানি কৌতূহলী তা আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।

একটা চার চাকার গাড়ি যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। হাত নেড়ে সেটাকে থামালেন শার্লক হোম্‌স্। বললেন, বাজারের এই কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় না দাঁড়িয়ে বরং একটা গরম ঘরে বসে আলোচনা করলেই আমরা ভালো করবো। কিন্তু আর কোনো কথা হবার আগে দয়া করে বলুন,

www.pathagar.com

কাকে সাহায্য করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি আমি?

লোকটা একটু ইতস্তত করে বলল—আমার আসল না জেম্‌স্ রাইডার। জন রবিনসন হিসেবে অনেকেই জানে।

হোম্‌স্ বললেন, ঠিক তাই। হোটেল কস্‌মোপলিটনের প্রধান পরিচরক। দয়া করে গাড়িতে উঠুন। যেতে যেতে সব বলছি।

এক চোখে ভয় আর অন্য চোখে আশা নিয়ে বেঁটেখাটো মানুষটি আমাদের দু-জনের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে যেন বুঝতে পারছিল না কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এখন—সর্বনাশের মুখোমুখি, না, অভাবনীয় লাভের সামনে। গাড়িতে উঠে বসলো সে, তার্‌পরে আধঘন্টার মধ্যেই তারা বেকার স্ট্রীটের বৈঠকখানায় ফিরে এলো।

আসুন, আসুন, ভেতরে এসে আরাম করে বসুন—হোম্‌স্ বললেন—ঠাণ্ডায় জমে গেছেন দেখছি, মিস্টার রাইডার, আসুন চুল্লির ধার ঘেঁষে বসুন, অরাম পাবেন। হ্যাঁ, এবার বলুন—চটিতে পা গলিয়ে নিয়ে হোম্‌স্ বললে—ওই হাঁসগুলোর কী হলো জানতে চাচ্ছেন তো আপনি?

লোকটি সবিনয়ে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হোম্‌স্ বললেন—আমার ধারণা আপনি ওই রাজহংসীটার কথা বিশেষভাবে জানতে চান যেটা ধবধবে সাদা, যার ল্যাজের কাছটায় কালো ডোরা কাটা—তাই না?

জেম্‌স্ রাইডার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠল—আপনি জানেন? হাঁসটার কি হলো? কোথায় এখন হাঁসটা?

হোম্‌স্ শান্তস্বরে বললো—হাঁসটা এখানে এসেছিল। হ্যাঁ, হাঁসটা একটু অসাধারণ বটে। মানে এরকম হাঁস আমিও আগে দেখিনি তবে আপনার যে সেটার সম্বন্ধে কৌতূহল এতোখানি হবে তাতে আমি মোটেও অবাক হইনি। মরার আগে হাঁসটা একটা ডিম পেড়েছিল—ছোট্ট একটা নীল ডিম, আস্ত, নিরেট, আর কী ঝক্‌ঝকে! আমার বিচিত্র সংগ্রহের মধ্যে আমি সেটা রেখে দিয়েছি।

জেমস্ রাইডারের পা যেন টলে গেল। ডান হাত দিয়ে অগ্নি স্থানের তাকটা আঁকড়ে ধরে সে নিজেকে সামলালো। হোম্‌স্ তাঁর লোহার সিন্দুক খুলে নীল পদ্মরাগটি তাঁকে দেখালেন। তারার মতো ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো পাথরটা। সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো রাইডার, তার মুখ যেন সবলে টেনে ধরেছে পাথরটা। কিন্তু সেটা সে চাইবে কিনা তা বুঝে উঠতে পারছিল না।

হোম্‌স্ শান্তস্বরে বললেন—খেলা ফুরোলো, রাইডার! সাবধানে দাঁড়াও, না হলে এক্ষুণি তুমি চুল্লিতে পড়ে যাবে। ওয়াটসন, তুমি ওকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দাও তো! কু-কর্মের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার মতো হিম্মত ওর বুকে নেই। কয়েকফোঁটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দাও তো বরং। ব্র্যাণ্ডি খাবার পর তার মুখের রং ফিরে এল। হ্যাঁ, এবার ওকে একটু মানুষের মতো দেখাচ্ছে।

হোম্‌স্ শান্তস্বরে বললেন—আমার হাতে সবগুলো সূত্রই আছে, প্রমাণও সব হাতে আছে আমার। কাজেই আমাকে তোমার বেশী কিছু বলতে হবে না, কেবল মামলাটাকে সম্পূর্ণ করার জন্যে একটু আধটু যা বলতে হবে। মোরকারের কাউন্টেসের এই নীল পাথরটার কথা তুমি জানতে?

ফ্যাসফেঁসে গলায় সে বলল—ক্যাথারিন কুশাক আমাকে এটার কথা বলেছিল।

হোম্‌স্ বললেন, বুঝলাম, কাউন্টেসের দাসী তাই না? হুঁ, অত্যন্ত সহজে হঠাৎ ধনপ্রাপ্তির এই লোভ সামলানো তোমার পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে পড়েছিল। তোমার চেয়ে ঢের ভালো লোকেরাও এই লোভ সামলাতে পারেনি। কিন্তু যে-উপায়ে তুমি পাথরটা হস্তগত করেছিলে তার জন্যে খুব একটা বিবেকের দংশন অনুভব করেছো বলে তো মনে হয় না। তুমি জানতে যে চিমনি সরাই হবার মধ্যে শয়তান হয়ে ওঠার সুন্দর উপাদান রয়েছে। তুমি জানতে যে

www.pathagar.com

চিম্‌নি সারাই হবা আগে এমনি একটা ব্যাপার জড়িয়ে পড়েছিল বলে হর্ণারের ওপরেই চট্ করে লোকের সব সন্দেহ পড়বে। তাই তুমি কী করলে, কাউন্টেসের ঘরের চিমনিটা খানিকটা নষ্ট করে দিলে—তুমি আর তোমার শাকরেদ কুশাক—আর সারাবার জন্যে যাতে হর্ণারের ডাক পড়ে সেদিকে নজর রাখলে। তারপর যেই সে চলে গেল অমনি তুমি গয়নার বাক্স ভেঙে পাথরটা সরিয়ে ফেলে বিপদের সংকেত দিলে, আর বেচারি হর্ণার যাতে গ্রেপ্তার হয় সে ব্যবস্থা করলে। তারপর তুমি—

রাইডার হঠাৎ কার্পেটের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে হোম্‌সের পা জড়িয়ে ধরল—দোহাই, আমাকে দয়া করুন। আমার কথা ভাবুন আপনি! আ—মা—র—এর আগে আমি কখনো কোনো কু-কাজ করিনি—আর কোনোদিন করবও না, প্রতিজ্ঞা করছি নাক খৎ দিচ্ছি! বাইবেল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আমি! ওঃ, দয়া করে আদালতে জানাবেন না এ-খবরটা! যীশুর দোহাই—দয়া করুন!

চেয়ারে গিয়ে বসো! কঠোর স্বরে হোম্‌স্ বললেন। এখন পায়ে হামাগুড়ি দিতে খুব ভালো লাগছে—কিন্তু বেচারা হর্নার যখন বিনা দোষে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তার কথা তুমি কতোটুকু ভেবেছিলে?

আমি পালিয়ে যাবো মিস্টার হোম্‌স! এ দেশ ছেড়ে আম্মি চলে যাবো। তাহলেই তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ কেটে যাবে।

হুম। সে বিষয়ে আমরা পরে বিবেচনা করবো। এবার শুনি তারপরে কী হয়েছিল। ওই রাজহংসীর পেটে ওটা গেল কী করে? আর হাঁসটাই বা খোলা বাজারে এল কেমন করে? সত্যি কথা বলো, কারণ তার ওপরেই তোমার মরা-বাঁচা নির্ভর করবে।

শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিল রাইডার—ঠিক যা হয়েছিল তাই আপনাকে আমি খুলে বলছি। সে বলল—হর্নার গ্রেফতার হতেই আমার মনে হল, এক্ষুনি যদি পাথরটা কোথাও পাচার করতে পারি তাহলেই সবচেয়ে ভালো হবে, কারণ জানি না পুলিশ কখন আমাকে বা আমার ঘর তল্লাশ করে দেখতে চাইবে। হোটেলের কোনো জায়গা মোটেই নিরাপদ নয়। কেউ যেন আমাকে কোনো কাজে পাঠাচ্ছে এই ভাব করে আমি বেরিয়ে পড়ে সোজা গিয়ে উঠলাম আমার বোনের বাড়ি। ওকশট নামে সে একজনকে বিয়ে করেছিল। তারা ব্রিক্সটন রোডে থাকে, আর হাঁস-মুরগি পোষে আমার বোন বাজারে বেচার জন্যে। রাস্তার প্রত্যেকটি লোককেই আমার পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা বলে মনে হচ্ছিল তখন। খুব ঠাণ্ডা ছিল সে রাতটা। তা সত্ত্বেও আমি ব্রিক্সটন রোডে পৌঁছবার আগেই আমি যেন ঘেমে নেয়ে উঠলাম। বোন যখন জিজ্ঞেস করলো ব্যাপার কী অমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন, আমি বললুম যে, হোটেলে যে পাথরটা চুরি হয়েছে তাতেই আমি বড্ড বিপদে পড়েছি।

তারপর খেয়ে দেয়ে রাতে বারান্দায় পায়চারী করতে করতে দেখলাম পায়ের কাছে হাঁসগুলি হেলেদুলে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। জগতের সবচেয়ে ধুরন্ধর গোয়েন্দাকেও তাতে পরাস্ত করা যাবে।

কয়েক সপ্তাহ আগে বোন বলছিল যে বড়দিনের উপহার হিসেবে তার সেরা হাঁসটা আমি নিতে পারি। তার যে কখনো কথার খেলাপ হবে না তা আমি জানতুম। এক্ষুনি তাহলে আমার হাঁসটা তো নিয়ে নিলেই হয়! আর তারপর হাঁসটাকে নিয়ে কেটে পড়ব। উঠোনের এক কোণায় একটা ছোট্ট চালা মতো ছিল, তার পিছনে আমি একটা হাঁসকে ধরলাম। চমৎকার একটা নাদুস-নুদুস রাজহংসী—ধব্‌ধবে সাদা, কেবল ল্যাজের কাছটায় একটা কালো ডোরা। হাঁসটাকে জোর করে ধরে, তার ঠোঁট ফাঁক করে পাথরটা আমি আঙুল দিয়ে তার গলায় ঢুকিয়ে দিলাম। হাঁসটা ঢোক গিলতেই দেখতে পেলুম গলা দিয়ে পাথরটা তার গলার থলিতে চলে গেল। কিন্তু হতচ্ছাড়া হাঁসটা ডানা ঝাপটে রীতিমতো কুস্তি করতে লাগলো যেন। আওয়াজ পেয়ে আমার বোন এসে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে রে! হাঁসগুলো ঝট্‌পট্ করছে কেন? যেই আমি তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ফিরেছি অমনি হাঁসটা আমার হাত ছাড়িয়ে বাকি হাঁসের সঙ্গে

www.pathagar.com

মিশে গেল। আমি বোনকে বললাম, তুই যে বলেছিলি বড়দিনের সময় আমাকে একটা হাঁস দিবি, সেইজন্যে আমি দেখছিলুম কোনটা সবচেয়ে মোটাসোটা।

বোন বললো, তোর জন্যে একটা হাস আলাদা করে রেখেছি। ওই যে মস্ত সাদা হাঁসটা দেখছিস, ওটাই তোর। সবশুদ্ধ ছাব্বিশটা হাঁস আছে, একটা তোর আর একটা আমাদের জন্যে, আর বাকি দু-ডজন বাজারে বেচা হবে।

আমি বললুম—কিন্তু তোদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে যে হাঁসটা আমি এইমাত্র ধরেছিলাম, সেটাই আমি নেব।

কী আশ্চর্য, বোন বলল—ঐ হাঁসটা তো তিন পাউন্ডের বেশি হবে না, তোর জন্যেই তো ওটাকে আমরা খাইয়ে দাইয়ে এতো মোটা করলাম।

আমি বললাম, তা নিয়ে তুই আর মাথা ঘামাস্ না। ওটাই নেবো এবং এক্ষুনি নেব।

একটু চটে গিয়ে বোন বলল—মরগে যা। কোনটা চাস তুই?

ওই সাদাটা, যার লেজের কাছে কালো ডোরা কাটা—আমি বললাম—ওই যে, যেটা পালের মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেশ, তাই হোক। ওটাকে মেরে নিয়ে যা তাহলে—বোন বললো।

হাঁসটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। তারপর সেটা নিয়ে বন্ধুর বাড়ি পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা হেঁটে গেলাম। গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে ছুরি এনে হাঁসটা চিরে দেখলাম আমরা। কিন্তু পাথরটার কোনো হদিস্ই পাওয়া গেল না। আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল বুঝলাম যে মস্ত একটা ভুল কোথাও হয়েছে। রাজহাঁস ফেলে তক্ষুনি আবার বোনের বাড়ি ছুটে গেলাম—কোনো কথা না বলে সোজা একেবারে পিছনের উঠোনো। গিয়ে দেখি সেখানে হাঁসের চিহ্নই নেই।

চিৎকার করে বললাম—ওগুলো কোথায় গেল বোন?

কেন বল তো—বাজারে, দোকানদারের কাছে।

কোন্ দোকানে?

কোভেন্ট গার্ডেনের ব্রেকিন্‌রিজের ওখানে—বোন বলল।

ল্যাজে ডোরা-কাটা হাঁস কি আরেকটা ছিল? আমি জিগ্যেস করলাম, আমি সেটা নিয়েছি ঠিক তার মতো?

বোন বললো—হ্যাঁ, জেম, দুটো হাঁস ছিল ল্যাজে ডোরা কাটা—আমি নিজেই তাদের মধ্যে তফাৎ করতে পারতাম না। এবার আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রাণপণে আমি দৌড়ে গেলাম এই ব্রেকিন্‌রিজের কাছে—পায়ে যতো জোর আছে ততো জোরে। কিন্তু ততোক্ষণে সে সবগুলো হাঁস বেচে দিয়েছে। কার কাছে বেচেছে সে কিছুতেই বললো না। আজ তো আপনারা নিজেরাই শুনলেন কেমন চোটপাট করে উঠলো সে। ঠিক ঐভাবেই আমাকে বার বার তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমার বোন ভাবল যে আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। কখনো কখনো আমার নিজেরই তাই মনে হয়। কঁকিয়ে কেঁদে উঠল জেম্‌স্ রাইডার, বলল—ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বাঁচান, আমাকে রক্ষা করুন, দুইহাতে মুখ ঢেকে সে ফুলে ফুলে কাঁদছিল।

হোম্‌স্ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দরোজা খুলে বললেন—বেরিয়ে যাও এক্ষুনি!

রাইডার বলল—কী বলছেন? ওঃ ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। দুম দুম করে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জেম্‌স চলে যেতেই, ওয়াটসনকে হোম্‌স্ বললেন, লোকটা আর কখনোও হর্ণারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে না এবং মামলা তখনই নষ্ট হয়ে যাবে। হর্ণারও মুক্তি পাবে। পুলিশের যাবতীয় ত্রুটি সংশোধনের জন্যে আমাকে কেউ মাইনে দিয়ে রাখেনি। অবশ্য হর্ণারের যদি বিপদের সম্ভাবনা থাকতো তাহলে অন্য কথা ভাবতাম। তবে এ লোকটা খুব ভয় পেয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আর কোনোদিন সে কু-কাজ করতে সাহস পাবে না। আর ওকে যদি এখনই জেলে পুরে দাও দেখবে—জেল খেটে বেরোবার পর সে একটা পুরো মাত্রায় ক্রিমিনাল হয়ে উঠেছে। আর ক্ষমা তো মহৎ-এর ধর্ম। তাই জেম্‌স্ রাইডারকে একটা সুযোগ দিলাম।

বুড়ো আঙুল

ডা. ওয়াটসন, প্রতিদিনকার মতো সেদিন রোগী দেখার ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন একটু আগে এক গার্ড সাহেব যে রোগীটার কথা বলছিলেন সে বসে আছে টেবিলের কাছে। তাঁর টুপিটা টেবিলে একটা বইয়ের ওপর রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর পোশাকে সুরুচির পরিচয়। তাঁর এক হাতে একটা রুমাল জড়ানো, রক্তে টকটকে লাল হয়ে গেছে। ভদ্রলোক স্বাস্থ্যবান, পুরুষালি চেহারার, বয়স পঁচিশের বেশি হবে না, কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। তার মধ্যে তুমুল মানসিক আলোড়ন চলেছে, সেই মানসিক উত্তেজনা দমন করবার জন্যে তাঁকে যে তাঁর সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে, তা বুঝতে ওয়াটসনের বেশি দেরি হল না।

এই সাতসকালে এসে আপনাকে বিরক্ত করতে হল বলে দুঃখিত ডাক্তারবাবু, ভদ্রলোক বলল—কাল রাতে আমার একটা সাংঘাতিক ফাঁড়া গেছে। আমি আজ সকালের গাড়িতে এখানে এসেছি। প্যাডিংটনে এসে একজন ডাক্তারের খোঁজ করায় এক সাদশয় ভদ্রলোক আমাকে অনুগ্রহ করে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি আপনার ভৃত্যকে আমার কার্ড দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখছি ও কার্ডটা পাশের টেবিলের ওপর ফেলে রেখে গেছে।

ওয়াটসন কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে—

ভিক্টর হ্যাথালি
হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার
১৬এ, ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট (চারতলা)

ওয়াটসন একটা চেয়ার বসতে বসতে বললেন—আপনাকে এতোক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত। আপনি এইমাত্র ট্রেনে থেকে নেমেছেন বলে মনে হচ্ছে। রাত্রিরের ট্রেনগুলো—

ওয়াটসনের কথা শেষ হবার আগেই হো-হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, কিন্তু আমার রাত্রি ভ্রমণটাকে একঘেয়ে বলা চলে না। চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক।

ওয়াটসনের ডাক্তারি মন এই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠলো। টেবিলের ওপর যে জলের বোতলটা ছিল তা থেকে কিছু জল নিয়ে ভদ্রলোকের নাকে-মুখে ছিটিয়ে দিতে দিতে ওয়াটসন বললেন,—থামুন থামুন, শান্ত হোন্।

প্রকৃতিস্থ হতে বেশ খানিকটা সময় নিলেন ভদ্রলোক। যখন কোনো ভীষণসংকট অতিক্রান্ত হয়, উত্তেজনার যে অভিব্যক্তি তখন মানুষের চোখে মুখে দেখা দেয়, তাঁর মধ্যেও তেমনি প্রবল উত্তেজনার অভিব্যক্তি দেখা গেল। একটু বাদে ভদ্রলোক যখন শান্ত হলেন, তখন তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে লজ্জিত স্বরে ভদ্রলোক বললেন,—আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নি—খ্যাপার মতো ব্যবহার করেছি।

ওয়াটসন পানির সঙ্গে একটু ব্র্যান্ডি মিশিয়ে ভদ্রলোককে দিয়ে বললেন, এখন এটা গলায় ঢেলে দিন তো! ভদ্রলোক ওটুকু গ্রহণ করলেন চট্‌পট। তার রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে রক্ত ফিরে এল।

ভদ্রলোক বললেন, এখন একটু ভালো বোধ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। এইবার, ডাক্তার, আপনি অনুগ্রহ করে আমার বুড়ো আঙুলটা—অর্থাৎ হাতের যেখানে চোট ছিল সে জায়গাটা একটু দেখুন তো!

হাতে জড়ানো রুমালটা আস্তে আস্তে খুলে ফেললে, ভিক্টর হ্যাথার্লি, তারপর তার

www.pathagar.com

হাতখানি বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে। সেখানে তাকিয়েই ওয়াটসনের শক্ত স্নায়ু আর উপশিরাগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ভদ্রলোকের হাতে চারটি আঙুল—বুড়ো আঙুলের জায়গাটা রক্তে লাল। মনে হলো, ক্ষুরধার কোনো তরোয়াল দিয়ে কেউ যেন বুড়ো আঙুলটাকে গোড়া থেকে কেটে নিয়েছে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কী সাংঘাতিক! নিশ্চয়ই খুব রক্তস্রাব হয়েছে?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, রক্ত নেহাৎ কম পড়েনি। আঙুলটা দুখানা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমি কতোক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলাম, তা এখন আর আমার মনে নেই। জ্ঞান আসার পর দেখলাম, তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তখন আমি নিজে পকেট থেকে রুমাল বার করে জায়গাটা বেঁধে নিলাম।

ওয়াটসন ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন। বললাম খুব ভারি আর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। খুন করবার জন্যে আপনাকে আক্রমণ করেচিল নাকি কেউ?

ভদ্রলোক বললেন—ঠিক ধরেছেন।

ওয়াটসন ক্ষতটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। তারপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তারপর তাকে শুইয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন লাগছে?

ভদ্রলোক বললেন, খুব ভালো। আপনার ব্র্যাণ্ডি আর ব্যাণ্ডেজের কল্যাণে আমি যেন নোতুন জীবন পেলাম। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বিশ্রাম পাই নি।

ওয়াটসন বললেন, কতা বলবেন না—আপনার নার্ভের ওপর বড় বেশি চাপ পড়ছে।

ভদ্রলোক বললেন, পুলিশের কাছে গিয়ে আমাকে সব কিছু খুলে বলতে হবে। কিন্তু কী জানেন, বুড়ো আঙুলটা যদি গোড়া থেকে কাটা না যেতো তবে লোকে আমার কথা একবারেই বিশ্বাস করতো না—ঘটনাটা এমনই অসাধারণ, আর আমার তরফে প্রমাণ দেওয়ার মতোও কিছু নেই। লোকে যদি আমার কথা বিশ্বাসও করে, তবে তাদের অস্পষ্ট কয়েকটা সূত্রই শুধু দিতে পারব। তাতে ঘটনাটা ঠিকমতো বলা হবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ওয়াটসন বললেন, তা ব্যাপারটা যদি রহস্যময় কিছু হয় তবে আপনি সরাসরি পুলিশের কাছে যাবার আগে আমার বন্ধু মিস্টার শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, ওঁর কথা অনেকের মুখে শুনেছি, যদি উনি আমার কাজে হাত দেন তাহলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। অবশ্য তারপরে আমাকে পুলিশে খবর দিতেই হবে। আপনি কি মি. হোমসের কাছে একটা চিঠি লিখে দেবেন?

ওয়াটসন বললেন, তার দরকার নেই, আমি নিজেই আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। চলুন, এখন গেলে প্রাতরাশটাও ওঁর সঙ্গে সেরে নেওয়া যাবে। আপনি যেতে পারবেন তো এখন?

ভদ্রলোকটি বললেন—পারব। ঘটনাটা খুলে না বলা পর্যন্ত আমি শান্ত হতে পারব না।

শার্লক হোমস বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, পরনে ড্রেসিংগাউন। চোখ হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের কলমের ওপর। ঠোঁটের ভাঁজে পাইপ। ঘরে তামাকের ধোঁয়া। দেখেই বুঝতে পারা গেল, এখন প্রাতরাশ হয়নি। সাদরে প্রশান্ত ভঙ্গিতে ওয়াটসনদের সবাগত জানালেন হোমস। তারপর তাজা শূকর মাংস আর ডিমের ব্যবস্থা করলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে হ্যাথার্লিকে একটি সোফায় বসতে অনুরোধ করলেন তিনি। ভিক্টর হ্যাথার্লির হেলান দেয়া মাথার নিচে একটা নরম কুশন দেয়া হল। একটি টিপয়ে হ্যাথার্লির হাতের কাছেই এক গেলাস জল আর ব্র্যান্ডি রাখা হলো।

হোম্‌স্ বললেন, মি. হ্যাথার্লি, আপনি সোফায় শুয়ে পড়তে পারেন স্বচ্ছন্দে। কোনোরকম সঙ্কোচ করবেন না। যতোটুকু পারেন বলুন—কিন্তু যখনই ক্লান্তি বোধ করবেন, থেমে পড়বেন। ব্র্যাণ্ডির গেলাস চুমুক দিয়ে শক্তি বজায় রাখুন।

হ্যাথার্লি বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। ড. ওয়াটসন এমন দক্ষ হাতে আমার ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন যে একটুও অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না। তার ওপর আপনার এখানে প্রাতরাশের পর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি। আপনার মূল্যবান সময় যাতে বেশী নষ্ট

www.pathagar.com

না হয় সেদিকে আমি নজর রাখবো। আমার এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাটা না বলা পর্যন্ত আমি একটু শান্তি পাচ্ছি না।

বড় ইজি চেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিলেন হোম্‌স্‌। চক্ষু পল্লবের ক্লান্তি ও তন্দ্রালুতা তাঁর স্বভাবের তীক্ষ্নতা ও কৌতূহলকে আড়াল করে রেখেছে।

ভিক্টর হ্যাথার্লি শুরু করলেন। প্রথমেই বললেন যে, বলে রাখা ভালো—আমি একজন অনাথ ও অবিবাহিত। লণ্ডনে ফ্লাট ভাড়া করে একলাই বাস করি। আমি একজন হাইড্রলিক (তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান) ইঞ্জিনিয়ার। গ্রিনিচের বিখ্যাত ফার্ম ডেনার অ্যাণ্ড ম্যাতিসন-এ সাতবছর শিক্ষানবিশের কাজ করেছিলাম। দু-বছর আগে আমার কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। এমন সময় আমার বাবাও মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুতে কিছু টাকা এলো হাতে। আমি ঠিক করলুম এবার আমি স্বাধীন ব্যবসা করবো। সেইজন্যে ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে কয়েকটা ঘরও ভাড়া নিয়েছিলাম। ব্যবসা করতে গিয়ে প্রথম দিকে অনেকেরই মতো কিছু কষ্ট হয়েছিল আমার। দু-বছরের মধ্যে মাত্র তিনবার 'কল' পেয়েছিলাম, ছোটোখাটো পরামর্শ দেওয়ার জন্যে, আর একবার মাত্র একটা ছোটো কাজ হাতে এসেছিল। সব মিলিয়ে এইসব কাজে আমি পেয়েছিলুম মাত্র সাড়ে সাতাশ পাউণ্ড। প্রত্যেক দিন সকাল নটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বসে বসে মক্কেলের জন্যে অপেক্ষা করতাম। কিন্তু শেষটায় আমার মন খারাপ হয়ে গেল। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করা যে আমার ভাগ্যে নেই শেষপর্যন্ত এই ধারণাই মনে জেগে উঠতে লাগল। কাল যখন আমি অফিস বন্ধ করে বেরোবার মতলব আঁটছি, আমার সহকারী এসে খবর দিল যে এক ভদ্রলোক ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার সাক্ষাৎ চান। সে একটি কার্ড দিল আমার হাতে—তাতে লেখা কর্নেল লাউসাভার স্টার্ক। একটু পরেই কর্নেল আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। এরকম চিমসে চেহারার লোক আমার চোখে খুব কমই পড়েছে। গালের চামড়া টান টান হয়ে হাড়ের ওপর চাপা দেওয়া আছে যেন। কিন্তু তার চোখের উজ্জ্বলতার জ্বলজ্বল করছিল, পদক্ষেপ ছিল ক্ষিপ্র আর চালচলনেও আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় ছাপ। সাদাসিধে পোশাক পরনে, বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বলে মনে হল।

এই চিম্‌সে ভদ্রলোকের রকম সকম দেখে কেন জানি না আমার মনে একসঙ্গে বিতৃষ্ণা আর আশঙ্কার ভাব জেগে উঠল। মক্কেল হারাবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি আমার অস্থিরতা গোপন করতে পারলাম না। বললাম, আপনার উদ্দেশ্যটা খুলে বললে বাধিত হব। আমার সময়ের কিঞ্চিৎ মূল্য আছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, এক রাত্রির জন্যে পঞ্চাশ গিনিতে আপনার পোশাবে? শুধু এক রাত্রির কাজ। আসলে তাও নয়। ঘন্টা খানেকের কাজ বললেই ঠিক হবে। আমি শুধু হাইড্রলিক মেশিন সম্পর্কে আপনার পরামর্শ চাইছি। মেশিনটা হঠাৎ অচল হয়ে গেছে। যদি কোন জায়গাটায় খারাপ হয়েছে তা দেখিয়ে দেন তাহলে আমরা নিজেরাই এটা ঠিক করে নিতে পারব।

আমি বললাম, কাজটা সহজ। এবং সে তুলনায় পারিশ্রমিকটা বেশ মোটারকম বলে মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে ওই কথাই রইল। আমরা চাই আপনি আজ রাত্রের শেষ গাড়িতেই বার্কশায়ারের আইফোর্ডে আসুন। আইফোর্ড শায়ারের লাগোয়া একটা ছোট্ট জায়গা। রিডিং স্টেশন থেকে সাত মাইল মাত্র। প্যাডিংটন থেকে একটা গাড়ি আছে—সে গাড়িতে গেলে সোয়া এগারোটার মধ্যেই আপনি পৌঁছুতে পারবেন। আমি একটা ঘোড়ার গাড়িব্যবস্থা করে অপেক্ষা করব।

আমি বললাম—ঘোড়ার গাড়ি কেন?

ভদ্রলোক বললেন, জায়গাটা একটা পাড়াগাঁর মধ্যে আর আইফোর্ড স্টেশান থেকে পুরো সাত মাইল।

আমি বললাম—তাহলে মাঝরাত্রির আগে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারব না। আর সম্ভবত ফিরে আসার গাড়িও পাওয়া যাবে না। রাতটা কি আমায় তাহলে ওখানেই কাটাতে হবে?

www.pathagar.com

ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন—হ্যাঁ। তবে কাজ চালানো গোছের একটা বিছানার অবিশ্যি আমরা ব্যবস্থা করব।

আমি বললাম, দিনের বেলায় বা অন্য যে-কোনো সময় গেলে হয় না?

ভদ্রলোক বললেন, আমরা ভালো করেই ভেবে দেখেছি যে বেশি রাতে আসাই আপনার পক্ষে ভালো। অসুবিধার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই আপনার মতো অজানা লোককে এতো টাকা দিচ্ছি, ঐ টাকায় যে কোনো নিপুণ হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার আমরা নিশ্চয়ই পেতাম। তবে, আপনার যদি পছন্দ না হয়, আপনি কাজটা ছেড়ে দিতে পারেন।

আমার পঞ্চাশ গিনির কথা মনে পড়ে গেল। লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। তাই রাজি হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক বললেন—তাহলে ওই কথাই রইল। তীব্র জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে শেষবারের মতো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা মনে রাখবেন, এ সম্পর্কে একটি কথাও কাউকে বললেন না কিন্তু!

যাই হোক্ আইফোর্ডে যাওয়ার সর্বশেষ গাড়ি ধরবার উপযুক্ত সময়ে স্টেশানে এসে হাজির হলাম আমি। এগারোটার পরের ক্ষীণ, অস্বচ্ছ আলোয় কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছিল স্টেশানটি। সেখানে আমিই একমাত্র যাত্রী ট্রেন থেকে নামলা। প্ল্যাটফর্মে লণ্ঠন হাতে ঘুম জড়ানো চোখ একটি কুলি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু যখন আমি স্টেশানের ফটক পেরিয়ে এলাম, দেখলাম সেই ভদ্রলোক স্টেশনের ডান দিকে এক কোণায় অন্ধকারে অপেক্ষা করছেন। একটিও কথা না বলে সেই ভদ্রলোক আমার হাতে চেপে ধরলেন, তাড়াতাড়ি আমাকে গাড়িতে নিয়ে ওঠালেন। গাড়িটার দরোজা খোলা ছিল, ভদ্রলোক দুদিকের জানালা টেনে দিলেন। তারপর গাড়ির মধ্যে পা দিয়ে একটি মৃদু শব্দ করলেন ভদ্রলোক। ঘোড়াটা যেন প্রাণপণে গাড়িটা টেনে নিয়ে ছুটল।

হঠাৎ হোমস জিজ্ঞেস করলেন, একটা ঘোড়া? হ্যাথার্লি বললেন, হ্যাঁ মাত্র একটাই ঘোড়া ছিল। হোম্‌স্ আবার প্রশ্ন করলেন—কী রঙের ঘোড়া ছিল লক্ষ করেছেন কি? তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, ঘোড়াটাকে কী খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল?

হ্যাথার্লি উত্তর দিলেন, রাস্তার আলোয় দেখেছিলাম ঘোড়ারটার রং ছিল উজ্জ্বল বাদামি। আর, ঘোড়াটা ছিল একেবারে তাজা আর ঝকঝকে।

ধন্যবাদ, হোম্‌স্ বললেন,—আপনাকে কথার মাঝখানে বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত। বলুন আপনার গল্প—

হ্যাথার্লি পুনরায় দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন—তারপর আমরা চলতে লাগলাম—প্রায় ঘন্টা খানেক হবে। কর্নেল লাইসান্ডার স্টার্ক বলেছিলেন সাত মাইল পথ গাড়িতে যেতে হবে, আমার কিন্তু মনে হয়, যে বেগে ঘোড়া ছুটছিল ও যতোটুকু সময় আমাদের লেগেছিল তাতে নিশ্চয়ই বারো মাইলের মতো পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল আমাদের।

আমার পাশে চুপচাপ বসেছিলেন কর্নেল। একাধিকবার আমি তাঁর দিকে তাকিয়েছিলুম এবং প্রতিবারেই দেখেছিলাম তীক্ষ্ণ চোখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রাস্তা বড় এবড়ো খেবড়ো ছিল। ফলে খুব ঝাঁকুনি লাগছিল আমাদের। কোনো কোনো সময় তো গাড়ি প্রায় কাত হয়ে পড়ছিল। যাই হোক আর কিছুক্ষণ বাদেই গাড়ি থামল। কর্নেল লাফ দিয়ে নামলেন আর আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। তখন তিনি সামনের খোলা দরোজা দিয়ে দ্রুত হাতে আমাকে টেনে নিলেন ভিতরে—আমরা যেন সরাসরি গাড়ি থেকে হলঘরে ঢুকলাম আর এক্ষুনি ঘরের দরোজা সশব্দে আমাদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। তারপরেই এলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ, বুঝতে পারলাম, ঘোড়ার গাড়িটা চলে যাচ্ছে। ঘরের ভিতরটার ঘাঢ় অন্ধকারে কর্নেল বিড়বিড় করতে করতে দেশলাইয়ের জন্যে হাতড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ এমন সময় প্রবেশপথের অন্যদিকের একটা দরোজা খুলে গেল। তারপর একটা লম্বা সোনালি হলদে আলো

এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ক্রমশ আলোটা চওড়া হতে লাগলো। দেখলাম, এক ভদ্রমহিলা বাতিটা মাথার ওপর তুলে ধরলেন। সুন্দরী ভদ্রমহিলাটি উঁকি মেরে আমাদের দেখছিলেন। কর্নেল তার কাছে গিয়ে তার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললেন, তারপর ভদ্রমহিলা যে ঘর থেকে এসেছিলেন সেই দিকে তাকে ঠেলে দিলেন। ভদ্রমহিলা প্রস্থান করতেই কর্নেল বাতি হাতে আবার আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর পাশের আরেকটা দরোজা খুলে কর্নেল বললেন, দয়া করে কয়েকমিনিট এ ঘরে অপেক্ষা করুন। ঘরটি ছোট আর নিস্তব্ধ। কর্নেল দরোজার কাছে একটি পিয়ানোর ওপর বাতিটি রাখলেন, তারপর এক্ষুনি আসছি বলে তিনি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আশ্চর্য রকম নিঃশব্দ ঘর। ইতস্তত পায়চারি করতে লাগলাম আমি। হঠাৎ সেই অসহ্য নীরবতার মধ্যে দরোজাটা একটু একটু করে খুলে গেল। দেখলাম ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রমহিলা। তার পেছনে হলঘরের অন্ধকার। তার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলা এক অজ্ঞাত ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি আমাকে তর্জনী তুলে চুপ করে থাকবার ইঙ্গিত করলেন। তার আঙুল কাঁপছিল। ফিসফিস করে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে তাড়াতাড়ি কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করলেন ভদ্রমহিলা। কথা বলার সময় তার ভয় পাওয়া ঘোড়ার মতো চোখ দুটো বার বার পেছনের অন্ধকারের দিকে তাকাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, আপনার জায়গায় আমি হলে পালিয়ে যেতাম। এখানে মেরামত করবার কিছু নেই আপনার। আপনি এই পাশের দরোজা দিয়ে চলে যান, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। আমাকে মৃদু হেসে মাথা নাড়তে দেখে হঠাৎ তিনি এক পা এগিয়ে এসে কানে কানে বললেন, ঈশ্বরের দোহাই, সময় থাকতে এখনো এখান থেকে চলে যান।

আমার স্বভাবটাই একগুঁয়ে বরাবর। যেসব কাজে বাধা বিপত্তি আছে, সেইসব কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে কেমন যেন একটা প্রবণতা বরাবরই আমার রক্তে ছিল। তাছাড়া পঞ্চাশ গিনি পারিশ্রমিক, ক্লান্তিকর পথ পর্যটন এবং অবশিষ্ট রাত্রির কথা ভাবলাম আমি। যে কাজের ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে তা শেষ না করে, প্রাপ্য পারিশ্রমিক না নিয়ে কেন আমি চোরের মতো পালিয়ে যাবো? কে জান ভদ্রমহিলা বাতিকগ্রস্ত কিনা? এই ভদ্রমহিলার কথা শুনে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেও বাইরের হাবভাবের কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে আমি মাথা নড়লাম, এবং যেখানে ছিলাম সেখানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ভদ্রমহিলা আবার তার অনুরোধ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক এমন সময় উপর তলায় একটা দরোজায় জোরে শব্দ হলো এবং সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। একমুহূর্তে ভদ্রমহিলা সেই শব্দ শুনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ওরা এসে পড়লেন আমার ঘরে। আগন্তুকদের মধ্যে একজন হলেন কর্নেল লাইসান্ডার, আরেকজনের চিবুকের নিচের মাংস ভাঁজ বেঁটে খাটো, মোটাসোটা, ফার্গুসন নামে এই ভদ্রলোক আমার কাছে পরিচিত হলেন। কর্নেল বললেন, ইনি আমার সেক্রেটারি ও ম্যানেজার। আমার ধারণা ছিল আমি দরোজাটা বন্ধ করে গিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই আপনার ঠাণ্ডা লেগে গেছে!

আমি বললাম—না, না। ঘরের চাপা আবহাওয়ার জন্যে আমি নিজেই দরোজাটা খুলেছি।

সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালেন কর্নেল। তারপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাহলে বরং আমাদের আসল কাজে মন দেয়া উচিত; মি. ফার্গুসন এবং আমি আপনাকে মেশিনটা দেখাবার জন্যে নিয়ে যাব।

সবাই মিলে আমরা উপরতলার দিকে রওনা হলাম, কর্নেল বাতি হাতে আগে আগে চললেন, আমি আর মোটা ম্যানেজার তাঁর অনুসরণ করলাম। এলোমেলো পাক খাওয়া সিঁড়ি—অনেকগুলো বারান্দা, প্যাসেজ, সংকীর্ণ সিঁড়িপথ—এইসব মিলিয়ে গোলক ধাঁধার মতো বাড়িটা। দরোজাগুলো ছোট আর নিচু। এই দরোজাগুলোর নিচের চৌকাঠ বছরের পর বছর অসংখ্য লোকের যাতায়াতে গর্তগর্ত হয়ে গেছে। নিচুতলার ওপরে গালিচা বা আসবাবপত্রের

www.pathagar.com

কোনো চিহ্ন নেই, দেয়ালেরও পলেস্তরা উঠে যেতে চলেছে। স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাওলা আর অসংখ্য অস্বাস্থ্যকর দাগে ভরা দেওয়াল। আমি যতদূর সম্ভব নিরুদ্বেগ ও নির্বিকার ভাব দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মহিলাটির সতর্কবাণী অবহেলা করলেও তা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিই নি। এবং সেই কারণেই সঙ্গী দুজনের ওপর প্রখর দৃষ্টি রেখে চলছিলাম। ...অবশেষে কর্নেল একটা নিচু দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দরোজা খুলতেই দেখতে পেলাম একটা চার চৌকো ঘর। ফার্গুসন বাইরেই রইলেন, আর কর্নেল আমাকে ভিতরে নিয়ে ঢুকলেন। বললেন, আমরা এখন আসলে হাইড্রলিক মেশিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ যদি এখন মেশিনটা চালিয়ে দেয় তাহলে আমাদের অবস্থা দারুণ শোচনীয় হয়ে উঠবে। এই ছোট ঘরটার ছাদ আসলে এই নিম্নগামী চাপদণ্ডের প্রান্তভাগ। বহু টন শক্তি নিয়ে এই চাপ নেমে আসে ধাতব মেঝের ওপর। বাইরের দিকে ছোট ছোট জলের পাইপ আছে। এইগুলো শক্তি গ্রহণ করে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়, আর এর চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আপনি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ সুতরাং আপনাকে আর বিশেষ কী বলব। মেশিনটা সহজেই চালু হয়, কিন্তু গতিতে একটুখানি আড়ষ্ট ভাব আছে—আর এই শক্তির কিছু অপচয় ঘটেছে। আশা করি আপনি দয়া করে মেশিনটা পরীক্ষা করবেন, আর আমরা কী করে একে মেরামত করতে পারব তা দেখিয়ে দেবেন।

তার কাছ থেকে বাতিটা নিয়ে মেশিনটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করলাম। বাস্তবিক পক্ষে মেশিনটা খুব বড়, আর তার চাপ দেওয়ার ক্ষমতা সেই অনুপাতে প্রচুর। যে লিভার দুটো একে নিয়ন্ত্রিত করতো বাইরে গিয়ে সেগুলোর ওপর চাপ দিলাম। একটা সোঁ সোঁ করে আওয়াজ হতে লাগল। সেই আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম, সেগুলোতে কোথাও একটু ফুটো আছে, যার জন্যে পাশের সিলিন্ডার দিয়ে জল বাইরে আসে। পরীক্ষায় জানা গেল রবারের বন্ধনীগুলোর মধ্যে একটি—সেটি চালাবার রডের সঙ্গে সামনের দিকে জড়ানো। ওটি সংকুচিত হয়ে গেছে। আর যে গর্তটার ভিতর দিয়ে এটি কাজ করে, তার পক্ষে এটি ছোট হয়ে গেছে। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে শক্তির অপচয়ের এইটিই কারণ। সঙ্গীদের সেকথা বুঝিয়ে দিলাম আমি। তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার মন্তব্য শুনলেন এবং কী করে সেগুলো মেরামত করবেন, সেই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জেনে নিলেন। সব কথা তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার পর আমি মেশিনটার প্রধান অংশ যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেখানে ফিরে গেলাম আর কৌতুহল নিবারণের জন্যে ভালো করে আগাপাশতলা দেখতে লাগলাম। একবার দেখেই বুঝতে পালাম যে সাজিমাটির গল্প একেবারে মিথ্যা, কারণ একথা অবিশ্বাস্য যে এতো ছোটো কাজের জন্যে এতো বিরাট একটা মেশিন বসানো হয়েছে। দেয়ালগুলো কাঠের, আর মেঝেটা আসলে লোহার একটা বড় পাত। পরীক্ষা করবার সময় তার সর্বত্র ধাতব দ্রব্যের একটা স্তর দেখতে পেলাম। ঘসে ঘসে পরীক্ষা করছিলাম আমি। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম কর্নেল বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে মার্জান ভাষায় বিড়বিড় করে বকছেন। চোখাচোখি হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কী করছেন আপনি এখানে?

একটা মিথ্যা গল্প বলে আমাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্যে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম আমি। তার কথার জবাবে বললাম—আপনার সাজিমাটির তারিফ করছিলাম! যদি জানতাম আপনার মেশিন যথার্থ কোন উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়, তবে যন্ত্র সম্পর্কে আপনাকে ভালো করে উপদেশ দিতে পারতাম। কথাগুলো বলে ফেলেই কিন্তু নিজের এই হঠকারিতার জন্যে অনুতপ্ত হলাম আমি। দেখলাম, কর্নেলের মুখ কঠিন হয়ে গেছে। তার ধূসর চোখে হিংসার আগুন।

কর্নেল বললেন, বেশ, এক্ষুনিই আপনি মেশিনটা সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারবেন। এক-পা পেছনে সরে গিয়ে জোরে ছোট দরোজাটা বন্ধ করে চাবি ঘোরালেন কর্নেল। তক্ষুনি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে দরোজার কাছে ছুটে গেলাম আমি, সজোর হাতল ধরে টানলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দরোজা, আমার লাথি আর সজোরে ধাক্কা সত্ত্বেও একটুও নড়ল না। চিৎকার করে উঠলাম—হ্যালো! হ্যালো, কর্নেল! আমাকে বাইরে যেতে দিন!

www.pathagar.com

তারপর হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের শব্দ শুনে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। শব্দটা লিভারের শেকল নাড়ার আর ফুটোওয়ালা সিলিণ্ডারের শোঁ শোঁ আওয়াজ। কর্নেল মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছেন। লৌহাধারটিকে পরীক্ষা করার সময় বাতিটাকে মেঝের ওপরে যে অবস্থায় রেখেছিলাম, তা তখনো তেমনি অবস্থাতেই ছিল। তার আলোয় দেখা গেল যে কালো ছাদটা ধীরে ধীরে ঝাঁকুনি দিয়ে নেমে আসছে আমার ওপরে। যে ভয়ঙ্কর বেগে নামছে তাতে মুহূর্তের মধ্যে আমার দেহ একেবারে মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে।

চিৎকার করে দরোজার ওপর পড়ে তালাটা সজোরে নাড়াতে লাগলুম, বাইরে যেতে দেয়ার জন্যে অনুনয় করতে লাগলাম কর্নেলের কাছে, কিন্তু লিভার চলার নির্দয় শব্দ আমার চিৎকারের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল। ছাদটা তখন আমার মাথার ফুট দু-এক উপরে। হাত উঠিয়ে ছাদের শক্ত ও অমসৃণ স্তর অনুভব করলাম। আমার মৃত্যুযন্ত্রণার পরিমাণ নির্ভর করবে আমার যে অবস্থায় মৃত্যু হবে তার ওপর। যদি উপুড় হয়ে শুই, তবে মেশিনের সমস্ত চাপ এসে পড়বে মেরুদণ্ডের ওপর। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা ভেবেই শিউরে উঠলাম আমি। চিৎ হয়ে শুলে যন্ত্রণা হয়তো কম হত, কিন্তু তবু সেভাবে শুয়ে থেকে সেই সাংঘাতিক কালো ছায়া আমার ওপর নেমে আসছে—সে দৃশ্য দেখার মতো সচল মন আমার ছিল না। এতোক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঠিক এমন সময় আমার চোখ এমন একটা জিনিসের ওপর পড়ল, যা দেখে আমার মনে চকিতে আশা জেগে উঠল। যখন চতুর্দিকে শেষবারের জন্যে দ্রুত চোখে তাকালাম তখন দুটি তক্তার মাঝখানে হলদে আলোর একটা ক্ষীণ রেখা চোখে পড়ল। একটা ছোট খোপ পেছন দিকে সরে যেতে যেতে তা ক্রমশ চওড়া হতে লাগল। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, যে সত্যিই সেখানে একটা দরোজা আছে, যা আমাদের মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে। পরমুহূর্তেই আমি এর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আধা চৈতন্য অবস্থায় অন্য পাশে পৌঁছালাম। আমার পেছনের খোপটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বাতিটা চূর্ণ হওয়ার শব্দ আর তার কিছুক্ষণ পরে দুটি ধাতব পাতের সংঘর্ষের তুমুল শব্দ জানিয়ে দিল কতো অল্পের জন্যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছে। কব্জি ধরে ভীষণ টানাটানির অনুভূতিতে আমার জ্ঞান ফিরল। একটা সরু বারান্দায় পাথরের মেঝের ওপর পড়ে আছি দেখতে পেলাম। এক ভদ্রমহিলা তখন আমার ওপর নত হয়ে তাঁর বাঁ হাত দিয়ে আমাকে টানাটানি করছিলেন। তার ডান হাতে একটা মোমবাতি। বলা বাহুল্য ইনিই সেই সহৃদয়া বান্ধবী যার সতর্কবাণী আমি নির্বোধের মতো অগ্রাহ্য করেছিলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন, আসুন! আসুন! ওরা এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে—এক্ষুনি দেখতে পাবে যে, আপনি সেখানে নেই! আঃ মূল্যবান সময় নষ্ট না করে চলে আসুন! এবার আর আমি তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য করি নি। টলতে টলতে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালাম। তাঁর সঙ্গে ছুটে ছুটে বারান্দা আর আঁকা বাঁকা সিঁড়ি পেরিয়ে নীচে গেলাম। আর সেখানে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ধাবমান পদক্ষেপের শব্দ আর দু'টি কণ্ঠস্বরের চিৎকার শুনলাম। ভদ্রমহিলা হতভম্বের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন। তারপর তিনি একটা দরোজা খুলে দিলেন। এর ভিতর দিয়ে শোবার ঘরের দিকে একটা পথ চলে গেছে। সেই ঘরের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছিল উজ্জ্বল চাঁদের আলো। ভদ্রমহিলা বললেন, এই আপনার একমাত্র সুযোগ। উঁচু হলেও এখানে আপনি লাফ দিয়ে উঠতে পারবেন।

হঠাৎ সেই পথটার অপর প্রান্তে একটা আলো দেখা গেল। দেখা গেল কর্নেল এক হাতে লণ্ঠন আর অন্য হাতে কশাই-এর দা-এর মতো একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে দৌড়ে আসছিলেন। শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে জানালাটা তাড়াতাড়ি খুললাম। তারপর মুহূর্তে জানলার চৌকাঠের ওপরে উঠে বাগানের দিকে ঝুলে পড়েছি। শুধু জানলার চৌকাঠ ধরে আছে হাত দুটি এমন সময় একটা তীব্র আঘাত পড়ল আমার হাতের ওপর। অসাড় ব্যাথায় শিথিল হয়ে এলো হাত—নিচের বাগানে পড়ে গেলাম আমি। এমনভাবে পড়ে যাওয়ায় ঝাঁকুনি খেয়েছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যবশত আহত হই নি। তাই উঠে দাঁড়িয়ে যতো দ্রুত সম্ভব দৌড়ে ঝোপের ভিতরে গেলাম আমি। বিপদ যে তখনো শেষ হয়নি, তা বুঝতে আমার বাকি ছিল না। দৌড়বার সময়

www.pathagar.com

সাংঘাতিকভাবে ঘুরে উঠল মাথা, যে হাত ব্যাথায় টনটন করছিল সেদিকে তাকিয়ে এই প্রথম দেখতে পেলাম যে আমার বুড়ো আঙুলটা নিশ্চিহ্ন—সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে অঝোরে। রুমাল দিয়ে তা বাঁধতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তখন আমার কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। পরমুহূর্তেই আমি গোলাপের ঝোপের ভিতর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। কতোক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলাম, এখন আমার আর তা মনে নেই। জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। আমার সারা শরীর শিশিরে ভেজা। আহত বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত পড়ে পড়ে কোটের হাতা ভিজে গেছে। সাংঘাতিক যন্ত্রণা আমাকে মুহূর্তের মধ্যে এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সব কথা মনে করিয়ে দিল। কর্ণেলের কাছ থেকে এখনো নিরাপদ নই এই ধারণা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বড় রাস্তার পাশে একটা ঝোপের কোণে আমি পড়ে ছিলাম। তার একটু নীচের দিকে একটা লম্বা দালান। কাছে গিয়ে দেখলাম, গত রাতে যে স্টেশনে গাড়ি থেকে নেমেছিলাম, ওটা তা-ই-ই। হাতের ঐ বীভৎস ক্ষত না থাকলে ঐ ভয়াবহ ঘটনাবলিকে একটা দুঃস্বপ্ন গাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। ঘন্টাখানেকের ভিতরেই রিডিং-এর গাড়ি আছে জানা গেল। গত রাতে গাড়ি থেকে নামবার সময় যে মুটেকে দেখেছিলাম তাকেও এখন দেখা গেল। সে কখনো কর্নেল লাইসান্ডার-এর নাম শুনেছে কি না জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, ও নাম সে কোনোদিনই শোনেনি। গতরাতে প্ল্যাটফর্মের বাইরে আমার জন্যে কোনো ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করতে সে দেখেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে ঘাড় নেড়ে নেতিবাচক জবাব দিল।

আমি তখন ভয়ানক অসুস্থ ও দুর্বল। সেই অবস্থায় আমার পক্ষে অতোদূর যাওয়া সম্ভব ছিল না। শহরে পৌঁছে তারপর আমার কথা পুলিশে জানাবো বলে ঠিক করলাম। ছ'টা বাজবার অল্প একটু পরেই আমি এখানে এসে পৌঁছালাম। আমার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ডা. ওয়াটসন ব্যান্ডেজ কে দিলেন। তারপর তিনিই দয়া করে আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। মি. হোম্‌স্‌ মামলাটা আমি আপনার হাতেই দিতে চাই। আপনি যে রকম উপদেশ দেবেন, আমি সেই মতো কাজ করবো।

এই অদ্ভুত কাহিনী শুনে হোমস আর ওয়াটসন দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শার্লক হোমস তাক থেকে একটা মোটা বই বার করলেন। এই বইটায় খবরের কাগজের কাটিং আর সরকারি নোট টুকে রাখতেন হোম্‌স্‌।

হোম্‌স্‌ বললেন, এখানে একটা বিজ্ঞাপন রয়েছে, আপনাদের মন আকৃষ্ট করতে পারে হয়তো। প্রায় বছরখানেক আগে সবগুলো কাগজেই এই বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হয়েছিল।

এ মাসের নয় তারিখে জেরেমিয়া হেইলিং নামে ছাব্বিশ বছর বয়সের একজন হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার হঠাৎ নিখোঁজ! রাত্রি দশটার পর তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এবং তারপরে তার সম্বন্ধে আর কোনো খবর জানা যায় নি। তার পরনে পোশাক ছিল... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর হোম্‌স্‌ ধীর গলায় বললেন হুঁ! আমার ধারণা যে এ হলো গতবার যখন কর্ণেল তার মেশিন মেরামত করতে চেয়েছিল তখনকার ব্যাপার।

বিস্ময়ে ও আতঙ্কে হ্যাথার্লি চিৎকার করে বললেন, আহা! তাহলে ভদ্রমহিলা যা বলেছিলেন, এইটেই তার আসল মানে!

হোমস বললেন, নিঃসন্দেহে। একথা স্পষ্ট যে কর্নেল একজন ঠাণ্ডা মাথার ভয়ানক লোক। তিনি সম্পূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যাতে কেউই তার অভীষ্ট কাজে বাধা জন্মাতে না পারে। যেসব বাঘা বোম্বেটেরা জাহাজের কাউকেই জীবন্ত রাখে না, তার আচরণও তাদের মতো। আচ্ছা, মি. হ্যাথার্লি, যদি আপনার অসুবিধা না থাকে, মানে যদি আপনি সক্ষম হন, তাহলে আইফোর্ড রওনা হওয়ার আগে আমাদের একবার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যেতে হবে।

প্রায় তিন ঘন্টা পর শার্লক হোম্‌স্‌, ভিক্টর হ্যাথার্লি, ড. ওয়াটসন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর মি. ব্র্যাডস্ট্রিট-এর কাছে পৌঁছুলেন। সব ঘটনা শোনার পর মি. ব্র্যাডস্ট্রিট সামরিক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ঐ এলাকার একটি ম্যাপ আসনের ওপর স্থাপন করে আইফোর্ডকে

www.pathagar.com

কেন্দ্র করে কম্পাস দিয়ে একটি বৃত্ত আঁকার পর বললেন, এই দেখুন, এই বৃত্তটা এই গ্রাম থেকে দশ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকা হয়েছে। আমরা যে জায়গাটা খুঁজছি তা এই রেখার কাছাকাছি কোথাও হবে। মিস্টার হ্যাথ্যার্লি, আপনি বোধ হয় দশ মাইল বলেছিলেন। আর আপনি যখন সংজ্ঞাহীন ছিলেন, তখন তারা আপনাকে সারা পথ বয়ে নিয়ে এসেছিল বলেই তো আপনার ধারণা?

হ্যাথার্লি বললেন, তারা বোধ হয় তাই করেছিল। আমাকে যেন তুলে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এই অবস্থাটা আমার আবছা আবছা মনে পড়ছে।

ড. ওয়াটসন বললেন, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। যখন তারা আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাগানে পড়ে থাকতে দেখল, তখন কেন আপনাকে মেরে ফেলেনি? ভদ্রমহিলার কথাতেই কি ঐ শয়তানটার মন নরম হয়েছিল?

হোমস শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় বললেন,—আমার মনে হয় যে, আমি আমার তর্জনী নির্দেশে ম্যাপে জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারি।

ইন্সপেক্টার বললেন, বেশ, বেশ, বলুন তাহলে, তবে আমার মনে হয়—

হোম্‌স্‌ থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি এই বিন্দুটিকে আঙুল রাখলাম—এই বলে বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আঙুল রাখলেন হোম্‌স্‌। বললেন, এইখানেই আমরা তাদের দেখতে পাব।

হ্যাথার্লি আঁতকে উঠলেন—কিন্তু গাড়িতে সেই বারো মাইল পথ?

হোম্‌স্‌ বললেন, ছয় মাইল দূরে গিয়ে ফের ছ-মাইল পিছিয়ে আসা। এর চেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে না। আপনি নিজেই বলেছেন যে, যখন আপনি গাড়িতে ওঠেন তখন ঘোড়াটা তাজা আর ঝকঝকে ছিল। যদি এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে বারো মাইল ঘোড়াটিকে আসতে হত—তবে তা কী করে সম্ভব?

ইন্সপেক্টর চিন্তিত স্বরে বললেন—সত্যি, এমন চালাকি খুবই সম্ভব। এ যে কিসের দল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

হোমস বললেন, তা বটে। প্রচুর পরিমাণে জাল টাকা তৈরি করে এরা। পারদ মেশানো যে সব ধাতু রূপোর জায়গা নিয়েছে, তা তৈরি করতেই ওরা মেশিনটা ব্যবহার করছে।

ইন্সপেক্টর বললেন—আমরা বেশ কিছুদিন ধরে খবর পাচ্ছি, হাজার হাজার হাফ ক্রাউন তৈরি হয়ে বাজারে চলে আসছে। আমরা এই দলটিকে রিডিং পর্যন্ত অনুসরণ করেছি, কিন্তু আর এগোতে পারিনি।—কারণ অপরাধীরা তাদের অপরাধের চিহ্নগুলো এমনভাবেই ঢেকেছে যে তারা খুব যে পুরোনো পাপী তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন, এই শুভ যোগাযোগের দরুণ, আমার মনে হয় সত্যি-সত্যিই এবার তাদের ধরতে পেরেছি।

কিন্তু ইন্সপেক্টর ভুল করেছিলেন, কারণ ঐ অপরাধীদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার বরাত ছিল না। হেলে দুলে যখন আমাদের ট্রেন আইফোর্ড স্টেশনে ঢুকল দেখা গেল কাছের গাছপালার আড়াল থেকে ধোঁয়ার মতো একটা অতি প্রকাণ্ড স্তম্ভ আকাশে উঠে অতিকায় এক উটপাখির পালকের মতো মাটির ওপর ঝুলছে।

ট্রেন থেকে নেমে স্টেশান মাস্টারের কাছে জানা গেল যে, সামনের একটা চুনকাম করা বিরাট দালান বাড়িতে আগুন ধরেছিল। ওই বাড়িতে ডক্টর বেচারা থাকেন, আর তার সঙ্গে থাকেন এক ভিনদেশী। তবে তাকে রুগী বলে মনে হয় না। বার্কশায়ারের বুড়ো গোরুর মাংস পর্যন্ত অনায়াসে খেয়ে হজম করে দিতে পারেন।

ওরা সবাই চুনকাম করা দালান বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলেন,—বাড়িটার প্রত্যেকটি জানলা ও ছোট ছোট ফাঁক দিয়ে আগুনের লকলকে শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনটে দমকল আগুন নেভাবার চেষ্টা করছিল।

হ্যাথার্লি অসহ্য উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠে বললেন,—এই তো সেই ছোট ছোট পাথরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালানোর রাস্তা। ঐ তো সেই গোলাপের ঝোপ, যেখানে আমি ছিলাম! ঐ যে দ্বিতীয় জানলাটা, ওটা থেকেই আমি লাফ দিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

হোম্‌স্ বললেন, বেশ অন্ততঃ আপনি তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছেন। এতে আর সন্দেহ নেই যে আপনার বাতি মেশিনের মধ্যে পিষে গিয়ে কাঠের দেওয়ালগুলোতে আগুন লাগিয়েছিল। এবং এও নিশ্চিত যে তারা আপনার পিছু ধাওয়া করতে এতো উত্তেজিত হয়েছিল যে তখন তা তারা খেয়ালই করেনি। আপনার গত রাতের বন্ধুদের চেনবার জন্যে এখন এই জনতার ওপর সর্তক চোখ রাখুন। তারপর হোম্‌স্ সন্দেহ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, বোধ হয় আমার মনে হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যেই তারা বেশ কয়েকশো মাইল দূরে চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত হোম্‌সের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছিল। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ঐ ভদ্রমহিলা, ওই জার্মান আর ওই বিষণ্ন ইংরেজ কারও সম্বন্ধে কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। গ্রামের লোকেদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল সেদিনই খুব ভোরবেলায় এক চাষী একটি গরুর গাড়ি দেখতে পেয়েছিল। সে গরুর গাড়িতে কয়েকজন লোক আর কয়েকটি ভারী বাক্স ছিল। রিডিং-এর দিকে দ্রুত যাচ্ছিলো গাড়িটা। কিন্তু সেখানে থেকেই পলাতকদের সমস্ত চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে যায়। হোম্‌সের রহস্যভেদী সত্যসন্ধানী শক্তি পর্যন্ত তাদের বাসস্থান সম্পর্কে ক্ষীণতম সূত্রও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি।

দমকলের লোকেরা ভিতরে যে বন্দোবস্ত দেখতে পেয়েছিল তাতে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তিনতলার জানলার চৌকাঠে তারা একটা টাটকা কাটা বুড়ো আঙুল পেয়ে আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেছিল।

হ্যাথার্লি যেখানে ফেল জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন, এবং কীভাবে বাগান থেকে তাকে স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছিল তা একটা রহস্যের আড়ালেই থেকে যেত, যদি সেখানকার নরম মাটি বিশদভাবে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে না দিত। স্পষ্টই বোঝা গেল যে দুটি লোক তাঁকে বয়ে নিয়ে এসেছিল তাদের একজনের পা খুব ছোট আর অন্যজনের পা অস্বাভাবিক রকমের বড়। হোম্‌স্ সিদ্ধান্ত করলেন যে, সেই নীরব ইংরেজটি ছিল তার সঙ্গীর চেয়ে কম দুঃসাহসী ও কম নির্দয়। সংজ্ঞাহীন মানুষটিকে বিপদের মুখ থেকে সরিয়ে নিতে সে ঐ ভদ্রমহিলাটিকে সাহায্য করেছিলেন।

বোহেমিয়ার কেলেঙ্কারি

বিয়ে করার পর থেকে ড. ওয়াটসন হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে খুব কমই আসেন। সেদিন হাতে কাজ কম থাকায় চেম্বার থেকে ফিরে ওয়াটসন হোম্‌সের কাছে এসে দেখলেন, হোম্‌স গভীর মনোযোগ সহকারে একটা পুরু গোলাপী রঙের কাগজে লেখা চিঠি পড়ছেন। ওয়াটসনের উপস্থিতি দেখে, তিনি খুশি হয়ে চিঠিখানা ওয়াটসনের হাতে দিলেন। বললেন, এ চিঠিটা শেষ ডাকে এসেছে,—চেঁচিয়ে পড়ো।

চিঠিতে তারিখ ছিল না। কারোর স্বাক্ষর অথবা ঠিকানাও ছিল না। শুধু লেখা ছিল—'আজ রাত্রি আটটা বাজতে পনেরো মিনিটের সময়ে একজন ভদ্রলোক আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। তিনি এক অত্যন্ত জটিল বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে ইচ্ছুক। সম্প্রতি আপনি ইওরোপের কোনো একটি রাজ পরিবারের যে বিষয়ের মীমাংসা করেছেন তার গুত্ব অতিরঞ্জনের অপেক্ষা রাখে না। এবং তেমন কাজ দিয়েও আপনার ওপর নিশ্চিন্তে বিশ্বাস রাখা যায়। সর্বত্রই আপনার সম্পর্কে ঐ রকম আস্থা পোষণ করা হয়। অতএব ঐ সময় গৃহে অপেক্ষা করবেন। এবং সাক্ষাৎ প্রার্থী যদি মুখোস পরে যান তাহলে বিচলিত হবেন না।

ওয়াটসন বললেন, ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক। এ বিষয়ে তোমার কী মনে হয়?

হোম্‌স্ বললেন, আপাতত কিছু নয়। কোনো তথ্য পাবার আগে সিদ্ধান্ত করা মস্ত ভুল। তথ্যের সাহায্যে কল্পনাশক্তিকে চালিত না করে কল্পনার দ্বারা তথ্যকে বিকৃত করা মানুষের স্বভাব। এখন চিঠিটা দেখে তোমার কী মনে হয়?

ওয়াটসন তার বন্ধুর পদ্ধতি অনুকরণের চেষ্টা করে বললেন, পত্রলেখক বিত্তবান। আধ ক্রাউনের কমে এরকম চিঠির কাগজ পাওয়া যায় না। কাগজটা অসাধারণ শক্ত আর মজবুত।

www.pathagar.com

হোম্‌স্‌ বললেন, ঠিক, তুমি ঠিকই ধরেছো ওয়াটসন। এরকম কাগজ ইংল্যান্ডে পাওয়া যায় না। আলোর সামনে ধর।

ওয়াটসন আলোর সামনে কাগজটাকে ধরলেন। দেখলেন একটা বড় হাতের E একটা ছোট হাতে g-এর সঙ্গে রয়েছে। একটা p-ও আছে। তাছাড়া ছোট একটা t-র সঙ্গে বড় হাতের Gও রয়েছে। সবটাই কাগজে নক্সা করা।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন, কী মনে হয়?

কারিগরের নাম কিংবা তার মনোগ্রাম হওয়াই সম্ভব—ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্‌ মুচ্‌কি হেসে বললেন, হোলো না, হোলো না! বড় Gএর সঙ্গে ছোট t-এর অর্থ গেসেলশাফ্‌ট। জার্মান ভাষায় ওর মানে—কোম্পানি। p-অবশ্য পেপার। এখন দেখতে হবে Eg মানে কী। একবার কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ারখানা দেখা যাক।

হোম্‌স্‌ তাকের ওপর থেকে বাদামি রঙের প্রকাণ্ড একখানা বই নামিয়ে আনলেন।

ইগ্লোন, ইগ্লোর্নিৎস, এই যে ইগ্রিয়া। কার্লস্‌বাডের কাছে বোহেমিয়া। এ দেশের ভাষা জার্মান। জায়গাটা ওয়ালেনস্টাইনের মৃত্যুর স্থান। তাছাড়া অনেক কাঁচের কারখানা এবং কাগজের মিলের জন্যে প্রসিদ্ধ। হাঃ হাঃ হাঃ, এ থেকে কী বুঝবো ওয়াটসন! কৌতুকদীপ্ত চোখে হোম্‌স্‌ একঝলক নীল ধোঁয়া ছাড়লেন।

ওয়াটসন বললেন, কাগজটা বোহেমিয়ার তৈরি।

হোম্‌স্‌ বললেন, মোটামুটি তাই। পত্রলেখকও একজন জার্মান। বাক্যবিন্যাসের কায়দাটা কেমন অদ্ভুত দেখেছ? কোনো ফরাসি বা রাশিয়ান এভাবে এখনোই লিখতো না। জার্মানরাই শুধু বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ বসায়। তাহলে এখন জানবার বাকি রইলো, এই বোহেমিয়ান কাগজে চিঠি লিখেছে যে জার্মান তার উদ্দেশ্য কী? এবং আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, সব সন্দেহ দূর করবার জন্যে—ওই যে তিনি আসছেন। হোম্‌সের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল এবং সেই সঙ্গে গাড়ির চাকার শব্দ ভেসে এল। হোম্‌স্‌ ফিস্‌ফিস্‌ করে ওয়াটসনকে বললেন, শব্দ শুনে মনে হল জুড়ি গাড়ি।

হোম্‌স্‌ এবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, তারপর বললেন, ঠিক। চমৎকার একটি ছোট ব্রুহাম গাড়ি আর একজোড়া সুন্দর ঘোড়া, এক একটার দাম অন্ততপক্ষে দেড়শো গিনি হবে। ওয়াটসন, আর কিছু থাক বা না থাক, এ মামলাটায় টাকা আছে।

ওয়াটসন বললেন, আমি তাহলে কেটে পড়ছি।

উঁহু, সেটি হবে না ডাক্তার। সঙ্গীরূপে একজন জীবনীকার না থাকলে যে সবটাই নষ্ট হবে। তাছাড়া মামলাটা চিত্তাকর্ষক, ফস্‌কালে আফশোষ করতে হবে তোমাকে।

ওয়াটসন বললেন, কিন্তু তোমার মক্কেল—

হোম্‌স্‌ বললেন, সেজন্যে তুমি ভেবো না। আমার পক্ষে তোমার সহায়তা প্রয়োজন। তারও হয়তো প্রয়োজন হতে পারে তোমাকে। ঐ যে তিনি এসে গেছেন। খুব মন দিয়ে মামলাটা শুনবে।

দরোজায় সজোরে টোকার আওয়াজ শুনে হোম্‌স্‌ বললেন, ভেতরে আসুন—

ঘরের ভিতরে ঢুকলেন সাড়ে ছ-ফুট উচ্চতার শক্ত সামর্থ্য এক মানুষ। তার পোশাক অত্যন্ত দামী হলেও এতো বেশী চটক্‌দার যে ইংল্যান্ডে তা কুরুচিকর বলেই গণ্য হবে। তার ডবল-ব্রেস্ট কোটের হাতায় এবং সামনের কলারে পুরু চওড়া অস্ট্রাথালের পটি দেওয়া, কাঁধের ওপরে ঘোর নীল রং-এর ক্লোক, লাইনিংগুলি আগুন রঙের সিল্কের। কাঁধে একটি ব্রোচ সেগুলিকে আটকে রেখেছে। ব্রোচটিতে দামি ফিরোজা পাথর ঝক্‌মক্‌ করছে। পায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত বুট, তার ডগা বাদামি রঙের ফারে মোড়া। মোটকথা সব মিলিয়ে ঐশ্বর্যের একটা বন্য শোভা প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁর হাতে চওড়া পাড়ওয়ালা একটা হ্যাট এবং আধখানা মুখ ঢেকে আছে একটা কালো মুখোস। মনে হল, প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে তিনি মুখোসটি লাগিয়েছেন। মুখের অনাবৃত নিম্নভাগ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। পুরু দুই ঠোঁট, লম্বা সোজা

www.pathagar.com

চিবুকে দৃঢ়তা ও একগুঁয়েমির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

কর্কশ স্বরে জার্মান উচ্চারণে তিনি বললেন, আমার চিঠি পেয়েছিলেন, আমি যে লিখেছিলাম দেখা করতে আসব? ভদ্রলোক হোম্‌স্‌ ও ওয়াটসনের উভয়ের দিকে পর্যায়ক্রমে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন, সম্ভবত কাকে লক্ষ্য করে কথা বলবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না।

হোমস বললেন, হ্যাঁ, আপনার চিঠি আমি পেয়েছি—অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন। ইনি আমার বন্ধু ও সহকর্মী ডাক্তার ওয়াটসন। বহু ব্যাপারে ইনি আমায় সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমার কার সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য হচ্ছে?

ভদ্রলোক বললেন, আমায় কাউন্ট ফন ক্র্যাম বলে ডাকতে পারেন। আমি বোহেমিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আশাকরি আপনার এই বন্ধুটিকে কোনো নিতান্ত গুরুতর বিষয়েও বিশ্বাস করা চলে? ইনি নিশ্চয়ই একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি?

ওয়াটসন চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু হোম্‌স্‌ ওয়াটসনের কব্জি ধরে টেনে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, যা আমাকে বলা চলে তা এঁর সামনেও বলতে পারেন। হয় দুজনেই শুনব, নয়তো কেউই নয়।

কাউন্টঁার চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, তাহলে আপনারা কথা দিন যে অন্তত দুবছরের জন্যে কথাটা গোপন রাখবেন। তারপরে অবশ্য এর আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে এর গুরুত্ব এতো বেশি যে, সমস্ত ইওরোপের ইতিহাসের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

হোম্‌স্‌ কথা দেবার পর কাউন্ট শুরু করলেন,—এবং প্রথমেই বললেন, এই মুখোসের জন্যে কিছু মনে করবেন না। যে সম্মানিত ব্যক্তিটি আমাকে দূতরূপে পাঠিয়েছেন তিনি চান না যে আমার পরিচয় প্রকাশ পাক। স্বীকার করা ভালো যে, আপনাদের কাছে আমার সঠিক পরিচয় দিইনি।

হোম্‌স্‌ নীরস স্বরে বললেন—আমি তা জানি।

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন—ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। যাতে কেলেঙ্কারীটা আদৌ প্রকাশ না পায় এবং একটি রাজপরিবারকে দুর্নামের ভাগী না করে, সেজন্যে সব দিক দিয়ে সতর্ক হতে হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিষয়টা বোহেমিয়ার বংশানুক্রমিক রাজবংশ অর্মস্টাইন পরিবারের সঙ্গে জড়িত।

হোম্‌স্‌ চেয়ারে গা এলিয়ে নিমীলিত চোখে বললেন, তাও বুঝতে পেরেছি। তারপর ধীরে ধীরে চোখ খুলে একবার বিপুলাকার আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন,—যদি মহারাজ, দয়া করে মামলাটার বিবরণ খুলে বলেন তাহলে পরামর্শ দিতে সুবিধা হয়।

এ কথায় আগন্তুক দারুণ উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে কিছুক্ষণ দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর হতাশভাবে মুখোশটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে উচ্চস্বরে বললেন, ঠিক বলেছেন, আমিই হচ্ছি রাজা। হ্যাঁ, সে কথা গোপন করবার চেষ্টা করবো কেন?

হোম্‌স্‌ মৃদুস্বরে বললেন, সত্যিই তো, কেন করবেন? মহারাজ, কোনো কথা বলার আগেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমি ভিল্‌এল্‌ম্‌ গট্‌সরাইখ সিজিসমণ্ড ফন অর্মস্টাইন, ক্যাসল্‌-ফল্‌-স্টাইনের গ্র্যাণ্ড ডিউক এবং বোহেমিয়ার রাজার সঙ্গে কথা বলছি।

মহারাজ শুভ্র প্রশস্ত কপালে হাত বুলিয়ে আবার বসলেন। বললেন, বুঝতে পারছেন তো, আমি স্বয়ং এসব কাজে বিশেষ অভ্যস্ত নই। তবুও ব্যাপারটা এতোই গোপনীয় যে কোনো প্রতিনিদিকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, কারণ তাহলে আমাকে তার খপ্পরে পড়তে হতো। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে আমি তাই ছদ্মবেশ ধারণ করে আসছি।

হোম্‌স্‌ আবার চোখ বন্ধ করে বললেন, তাহলে অনুগ্রহ করে পরামর্শ শুরু করুন।

মহারাজ বললেন, প্রায় পাঁচ বছর আগে আমি দীর্ঘকাল ভাসাই নগরীতে ছিলাম। তখন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী আইরিন অ্যাড্‌লারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। নামটা নিশ্চয়ই আপনার

www.pathagar.com

অপরিচিত নয়?

হোম্‌স্ চোখ না খুলেই বললেন, ওহে ডাক্তার, নামের তালিকাটা বার করো দেখি।

হোম্‌সের একটা অভ্যাস ছিল উল্লেখযোগ্য মানুষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে রাখা। ফলে কোনো মানুষ অথবা বস্তুর নাম করে তাঁকে অসুবিধেয় ফেলা কঠিন ছিল। ওয়াটসন একজন ইহুদি অধ্যাপকের ও সামরিক অফিসারের নামের মাঝখানে আইরিন অ্যাডলারের নাম আবিষ্কার করলেন।

হোম্‌স্ বললেন, দেখি। হুম্! ১৮৫৮ সালে নিউ জার্সিতে জন্ম। কন্ট্রেলটো—হুম্! লা স্কালা। ইম্পিরিয়াল ভাসাই রঙ্গমঞ্চের প্রধান গায়িকা—অ্যাঁ। থিয়েটার থেকে অবসর নিয়েছেন—আচ্ছা। লণ্ডনে বাস করছেন—হয়েছে। মহারাজ, আমার মনে হয় আপনি এই ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন—তাঁকে বোধহয় এমন সব পত্র লিখেছিলেন যা এখন ফেরত চান।

মহারাজ বললেন—মোটামুটি তাই। কিন্তু কেমনভাবে তা ফেরত—

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, গোপন বিবাহ? আইনসঙ্গত কোনো দলিল বা সার্টিফিকেট—

মহারাজ বললেন ওসব কিচ্ছু না।

হোম্‌স্ বললেন, তাহলে—আচ্ছা মহারাজ, যদি এই যুবতীটা কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অথবা অর্থলোভে চিঠিগুলি উপস্থিত করেন, তবে সেগুলো যে খাঁটি তা কী করে প্রমাণিত হবে?

মহারাজ বললেন,—আমার হাতের লেখা আছে। আমার প্যাডের কাগজ আছে। আমার সীলমোহর এসব তো অস্বীকার করা যাবে না?

হোম্‌স্ বললেন—জাল হাতের লেখা। চোরাই প্যাডের কাগজ আর নকল সীলমোহর।

মহারাজ বললেন—আমার ফটো?

হোম্‌স্ বললেন, ওসব কিন্‌তে পাওয়া যায়।

মহারাজ ভগ্নস্বরে বললেন,—ছবিতে যে আমরা একসঙ্গে দুজনেই আছি।

হোম্‌স্ বললেন—কী মুশকিল, খুব খারাপ কথা। মহারাজ একেবারেই বিবেচনার পরিচয় দেননি।

মহারাজ মাথা নীচু করে বললেন—তখন আমি আত্মহারা—কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন,—খুব সাংঘাতিক ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন দেখছি।

আমি তখন যুবরাজ। বয়সেও তরুণ। এখন আমার বয়স তিরিশ।

হোম্‌স্ বললেন, ছবিটা উদ্ধার করতে হবে।

মহারাজ বললেন, আমরা চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।

হোম্‌স্ বললেন—আপনার কিছু টাকা খরচ হবে। ছবিটা কিনতে হবে।

মহারাজ বললেন—ও বিক্রি করবে না।

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে চুরি করা ছাড়া উপায় নেই।

মহারাজ বললেন—পাঁচ পাঁচবার সে চেষ্টা করা হয়েছে। দু-দু-বার দাগী চোর তার বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। একবার দেশভ্রমণের সময় তার মালপত্র সরিয়েছিলাম। দু-বার রাস্তায় ওঁৎ পেতে চেষ্টা করেছি—কিন্তু কোনোবারেই সফল হইনি।

হোম্‌স্ হেসে ফেললেন,—বেশ মজার ব্যাপার বলতে হবে।

মহারাজ অসন্তোষের ভঙ্গিতে বললেন,—কিন্তু আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর।

হোম্‌স্ বললেন, সত্যিই তাই। ছবিটা দিয়ে মহিলাটি কী করতে চান?

মহারাজ বললেন,—আমার সর্বনাশ!

হোম্‌স্ বললেন—কেমন করে?

মহারাজ বললেন—খুব শীঘ্রই আমার বিয়ে। স্ক্যানডিনেভিয়ার রাজার মেজ মেয়ে ক্লটিলডি

www.pathagar.com

লথ্‌ম্যান ফন্ সাক্সি মেনিঞ্জেনের সঙ্গে আমি বাক্‌দত্ত। বোধ হয় তাঁদের বংশের গোঁড়ামীর কথা শুনে থাকবেন। মেয়েটি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের। আমার চরিত্র সম্বন্ধে সামান্য ছায়াও বিয়ের ব্যাপারটা ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আইরিন অ্যাডলার কী চান?

মহারাজ ক্রোধের সঙ্গে বললেন,—এ আমায় শাসাচ্ছে ছবিটা তাদের কাছে দেবে। আমি জানি ওর পক্ষে সেটা খুবই সম্ভব। আপনি জানেন না, ওর হৃদয় লোহার মতো কঠিন। ওর মুখ অসাধারণ রূপবতী যুবতীর মতো। আমি আরেকজনকে বিয়ে করছি দেখে ও করতে পারে না এমন কাজ নেই।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ঠিক জানেন যে তিনি এখনো ছবি পাঠান নি?

মহারাজ বললেন—এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সে বলেছে, বাক্‌দান প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হবার দিন সে ছবি পাঠাবে। এবং সেদিনটা হলো আগামী সোমবার।

আচ্ছা। তারপর বললেন, যাক্ ভালোই হলো। আমার হাতে এখন দরকারি দুটো মামলা আছে। আচ্ছা, মহারাজ, আপনি তো এখন লণ্ডনেই থাকবেন?

মহারাজ বললেন—হ্যাঁ, আমাকে ল্যাংহামে কাউন্ট ফন ক্র্যাম নামে পাবেন।

তাহলে আমাদের কাজের অগ্রগতি সব যথাসময়ে আপনাকে গিয়ে জানাব। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর্থিক ব্যাপারটা একটু বলুন?

মহারাজ বললেন—আপনার যা ইচ্ছে। আমি ওই ফটোর বিনিময়ে রাজ্যের একটি জেলা দিতে প্রস্তুত।

হোমস বললেন—এখনকার খরচ খরচা?

মহারাজ তাঁর পোশাকের ভেতর থেকে স্যাময় চামড়ায় ভারী ব্যাগ বার করে টেবিলে রাখলেন। তারপর বললেন—এর মধ্যে মোট তিনশো পাউন্ডের স্বর্ণমুদ্রা আর সাতশো পাউন্ডের নোট আছে।

হোম্‌স্ নোট বইয়ের পাতা ছিঁড়ে একটি রসিদ লিখে দিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, শ্রীমতীর ঠিকানা জানেন?

মহারাজ বললেন, ব্রায়োনি লজ, সার্পেন্টাইন অ্যাভেনিউ, সেন্ট জন্‌স্ উড।

হোম্‌স্ ঠিকানাটা টুকে নিলেন। তারপর বললেন, আরেকটা কথা জানবার আছে। ফটোটা ক্যাবিনেট সাইজের তো? মহারাজের থেকে নিশ্চিত হয়ে বললেন, তাহলে শুভরাত্রি মহারাজ। আশা করি শীঘ্রই আপনাকে কোনো সুসংবাদ জানাতে পারব না।

পরদিন বেলা ঠিক তিনটার সময় ওয়াটসন হোম্‌সের বাড়িতে এসে অপেক্ষা করছিলেন। হোমস তখনও ফেরেন নি। ঘড়িতে যখন প্রায় চারটে বাজে, হঠাৎ ঘরের দরোজা খুলে গেল। একজন ময়লা পোশাক পরা কুৎসিত চেহারার সহিস প্রবেশ করল। তার মুখ দাড়ি গোঁফে ভরা, টকটকে রাঙা, অনেকটা মাতালের মতো ভাবভঙ্গি। আমার বন্ধুর ছদ্মবেশ ধারণের আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে পরিচয় থাকলেও প্রায় তিনবার তাকাবার পর বুঝতে পারলাম যে তিনিই স্বয়ং। মাথা নত করে আমায় অভিবাদন জানিয়ে তিনি শয়নকক্ষে অদৃশ্য হলেন। পাঁচ মিনিট পর যখন বার হয়ে এলেন তখন আগেকার মতো টুইড স্যুটপরা ভদ্রলোক। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আগুনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে তাঁর দমবন্ধ হবার জোগাড় হলো। শেষপর্যন্ত চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর নিজেকে সংযত করে বলতে শুরু করলেন,—আজ সকাল আটটার একটু পরে সহিসের সাজ পরে বাড়ি থেকে বার হয়েছি। সহিস আর গাড়োয়ানদের পরস্পরের আশ্চর্য টান আর সহানুভূতি যে কতোখানি তা তুমি ওদের সঙ্গে না মিশলে কিছুতেই জানতে পারবে না। ব্রায়োনি লজ চট্‌পট্ খুঁজে পেয়ে গেলাম। ছোটবাড়ি, পেছনে বাগান আছে।

কিন্তু একেবারে রাস্তার ওপর পর্যন্ত দোতলা। দরোজায় তালা ঝুলছে। ডানদিকে সুসজ্জিত

www.pathagar.com

বৈঠকখানা। বাড়িটার পেছনে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, শুধু দালানের জানলাটার আস্তাবলের ওপর থেকে চলে যাওয়া। আমি চারদিক থেকে বাড়িটা দেখছি, মনোযোগের সঙ্গে কিছু পরীক্ষা করেছি, কিন্তু চিত্তাকর্ষক কিছু পাইনি। তারপর ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম আমার অনুমান মতো একটা অপরিসর রাস্তা গলির ভেতরে থেকে বাগানের পাঁচিল ঘেঁষে চলে গেছে। সহিসরা সব ঘোড়াদের দলাই-মালাই করতে ব্যস্ত ছিল, আমিও তাদের সঙ্গে হাত লাগালাম। তার বিনিময়ে ওরা আমাকে নগদ দু-পেনি, আধ বোতল মদ, দু-বারের মতো তামাক এবং মিস্ অ্যাডলার সম্বন্ধে দরকারি সব সংবাদ সরবরাহ করলো।

ওয়াটসন কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—আইরিন অ্যাডলার সম্বন্ধে কী সংগ্রহ করলে?

হোম্স্ বললেন—ও, তিনি স্থায়ী অধিবাসীদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতো চিত্তহারিনী রমণী ব্রহ্মাণ্ডে নেই। সাপেটাইন মিউজের সবাই এ বিষয়ে একমত। নির্বিবাদে থাকেন, কনসার্টে গান করেন, নিয়ম করে পাঁচটায় বেরিয়ে যান আর ঠিক সাতটায় ডিনারের সময় ফেরেন। তাঁর একটিমাত্র পুরুষ-বন্ধু আছেন, তিনি অবশ্য নিয়মিত যাতায়াত করেন। পুরুষ বন্ধুটি একজন উকিল, নাম গডফ্রেনর্টন। এখন বুঝতে পারছো তো ওয়াটসন, সহিসের বন্ধুত্বের দাম কতো! সহিসভায়াদের কাছ থেকে যা যা জানবার সব কথা জেনে নিয়ে আমি ব্রায়োনি লজের আশেপাশেই রইলাম, এবং মনে মনে ফন্দি আঁটতে লাগলাম মনে হলো গডফ্রে নর্টনের এই ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি একজন আইনজ্ঞ! মিস্ অ্যাড্লারের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? তিনি ঘন গন আসা যাওয়া করছেন কেন? ভদ্রমহিলা তার মক্কেল না বান্ধবী; না প্রেমিকা? প্রথমটা হলে ফটোগ্রাফটা তার হেফাজতে রয়েছে। শেষের হলে অবশ্য তেমন সম্ভাবনা নেই। এই ব্যাপারটার মধ্যেই নির্ভর করছে, তাঁর অফিসে হানা দেব—না ব্রায়োনি লজেই অনুসন্ধান চালাব। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। একখানা গাড়ি এসে থামল। একজন ভদ্রলোক লাফ দিয়ে নামলেন। তাঁর চেহারা দেখলে অসাধারণ রূপবান মনে হয়। চিৎকার করে গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করতে বলে, যে পরিচারিকা দরোজা খুলে দিল তার গা ঘেঁষে অন্দরে ঢুকলেন, যেন এখানে আসা যাওয়ায় খুবই অভ্যস্ত সে।

ভদ্রলোক আধঘন্টার মতো ভিতরে ছিলেন, বৈঠকখানার জানলা দিয়ে হোম্স্ তাকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি পায়চারি করতে করতে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছিলেন আর হাত নাড়ছিলেন। মেয়েটিকে একেবারেই দেখা যাচ্ছিল না। ভদ্রলোক দ্রুততার সঙ্গে গাড়ির কাছে গিয়ে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে একটা সোনার ঘড়ি বার করে সময় দেখলেন, তারপর চেঁচিয়ে বললেন, জোরসে চালাও। আগে রিজেন্ট স্ট্রিটে গ্রস অ্যান্ড হ্যাঙ্কির ওখানে, তারপর এজওয়ার রোডে সেন্ট মণিকা গির্জায় যাবে। যদি কুড়ি মিনিটে কাজ সারতে পারো তাহলে আধ গিনি বকশিস্ পাবে।

গাড়িটা চলে যাবার পর হোম্স্ ভাবছিলেন অনুসরণ করা ঠিক হবে কিনা। এমন সময় ঝকঝকে একটি ল্যান্ডে সেখানে থামল। কোচ্ম্যানের কোর্তার বোতাম আধখানা লাগানো, গলাবন্ধনী কানের নিচে ঝুলছে, ঘোড়ার সাজের ডগাগুলো বক্‌লস্ থেকে বেরিয়ে এসেছে। গাড়িটা পুরো তামবার আগেই শ্রমতী হলঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলেন। তাঁর মুখের খানিকটা নজরে এলো। এমন একখানা সুন্দর মুখের জন্যে লোক প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

তিনি চিৎকার করে বললেন—সেন্ট মণিকার গির্জায় চলো জন! যদি বিশ মিনিটে যেতে আরো তাহলে আধ পাউন্ড পাবে।

হোম্স্ বললেন—ওয়াটসন! এমন চমৎকার সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। আমি যখন ইতস্তত করছি গাড়িটার পেছনে দৌড় লাগাবো না, ওঁরই গাড়ির পেছনে চড়ে বসবো, এমন সময় একটা গাড়ি রাস্তায় এসে থামলো গাড়োয়ানটা ছেঁড়া কাপড় পরা আরোহীটার দিকে বার দুই তাকিয়ে দেখল, কিন্তু সে আপত্তি করবার আগেই আমি লাফ দিয়ে চড়ে বসলাম। তারপর বললাম, সেন্ট মণিকার গীর্জা বিশ মিনিটে যেতে পারলে আধ পাউণ্ড উপরি পাবে। তখন বারোটা বাজতে

www.pathagar.com

পঁচিশ মিনিট বাকী, সুতরাং ব্যাপারটা যে কী তা পরিষ্কার বোঝা গেল।

ক্যোচম্যান খুব জোরে গাড়ি চালাতে লাগলো। আমি এর চেয়ে তাড়াতাড়ি কখনো চলেছি বলে মনে হয় না, কিন্তু ওরা আরও আগে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি দেখলাম ল্যাণ্ডো আর ক্যাবটা দাঁড়িয়ে, ঘোড়াগুলোর গা দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছে।

কোচম্যানের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত গীর্জার ভেতরে প্রবেশ করলাম। যাঁদের অনুসরণ করে এসেছি তাঁরা, আর পাদ্রি ছাড়া সেখানে তখন জনপ্রাণী নেই, পাদ্রির কথায় অভিযোগের ভাব। বেদীর সামনে ত্রিভুজের ভঙ্গীতে তিনজন দাঁড়িয়ে আছেন। হোম্‌স্ বলতে লাগলেন—আমি একজন সাধারণ অলস লোকের মতো পায়চারি করতে লাগলাম। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে হঠাৎ তিনজনে একসঙ্গে আমার দিকে মুখ ফেরালেন। এবং গডফ্রে নর্টন আমার দিকে দৌড়ে এলেন। চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, জয় ঈশ্বর! তোমাকেই দরকার হে! এসো, এসো!

আমি জানতে চাইলাম, কী ব্যাপার—হোম্‌স্ বললেন।

নর্টন বললেন—এসো, হে এসো! হাতে মাত্র তিন মিনিট সময় আছে। নইলে ব্যাপারটা নিয়মমাফিক হবে না। তিনি আমাকে টানতে টানতে বেদীর কাছে নিয়ে গেলেন, এবং ব্যাপরটা ভালো করে বোধগম্য হবার আগেই দেখলাম আমার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে মন্ত্র বলা হচ্ছে আর আমিও চিবিয়ে চিবিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করছি। এমন সব ব্যাপারে আমি সাক্ষী থাকছি যে বিষয় আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অর্থাৎ আমি অবিবাহিত গডফ্রে নর্টেনের সঙ্গে অনূঢ়া আইরিন অ্যাডলারের বিবাহে সহায়তা করছি। মুহূর্তের মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। পাদ্রী সাহেবও আমার ওপর খুশি হলেন। এমন বেকায়দায় জীবনে আর কখনো পড়িনি, সেই কথা ভেবেই হাসছিলাম। সম্ভবত ওদের বিয়ের লাইসেন্সে কোনো আইনগত ত্রুটি ছিল যার জন্যে পাদ্রিসাহেব সাক্ষী ছাড়া বিয়ে দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু আমার শুভ উপস্থিতি বোধহয় রাস্তায় গিয়ে লোক খোঁজার হাত থেকে গডফ্রেকে বাঁচিয়ে দিল। পাদ্রী আমাকে এক পাউণ্ড পুরস্কার দিয়েছেন, এই ঘটনার স্মৃতি হিসেবে ওটাকে যেন আমি ঘড়ির চেনে বাঁধিয়ে রাখি।

ওয়াটসনের কৌতূহল—তারপর? তারপর কী হলো?

হোম্‌স্ বললেন, আমার ফন্দি-ফিকির সব বানচাল হবার উপক্রম। বুঝতে পারলাম যে নব দম্পতি অবিলম্বে বেটে পড়বে, সুতরাং আমাকে চটপট কাজ হাসিল করতে হবে। যাই হোক, গীর্জার দরোজায় তারা আলাদা হয়ে গেলেন। বর নিজের অফিসে চলে গেলেন আর কনে—নিজের বাড়িতে। যাবার আগে বললেন, রোজকার মতো আজ বিকেলেও আমি গাড়ি করে পার্কে যাব।

এবার ডাক্তার, এবার তোমার সাহায্য চাই।

ওয়াটসন বললেন, আনন্দের সঙ্গে রাজি আছি। আমায় কি করতে হবে বলো?

হোমস বললেন, দুই ঘন্টার মধ্যেই কার্যক্ষেত্রে হাজির হতে হবে।

শ্রীমতী আইরিন, অবশ্য এখন ম্যাডাম বলাই ঠিক—সাতটার মধ্যেই হাওয়া খেয়ে ফিরবেন। যা ঘটবে তার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি। শুধু একটা বিষয়ে আমি জোর খাটাবো। তুমি বুঝতে পারছো তো? সম্ভবত ওখানে আপত্তিকর কিছু ঘটতে পারে। তার মধ্যে যোগ দিও না। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েই তোমার কাজ শেষ হবে। চার-পাঁচ মিনিট পরে বৈঠকখানার জানলা খুলে যাবে। সেই খোলা জানলার খুব কাছেই তোমায় থাকতে হবে। আমার দিকে লক্ষ্য রাখবে, আমি তোমার নজরের মধ্যেই থাকব, কেমন। যখন আমি এইরকম করে হাত তুলব, তখন এই যে জিনিসটা তোমায় দিয়ে রাখছি সেটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আগুন আগুন বলে চেঁচিয়ে উঠবে। বুঝতে পেরেছো?

ওয়াটসন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন, হ্যাঁ, সব বুঝতে পেরেছেন।

হোম্‌স্ তখন পকেট থেকে চুরুটের মতো লম্বা ধরনের জড়ানো একটা জিনিস বার করে

www.pathagar.com

বললেন—মারাত্মক কিছু নয়। এটা সাধারণ প্লাম্বারদের ধোঁয়া-ভরা হাউই, দু-দিকে ক্যাপ লাগানো আছে, আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। মাত্র এইটুকুই তোমার দায়িত্ব। তুমি আগুন বলে চিৎকার করলেই অনেক লোক জড়ো হয়ে যাবে। দশ মিনিটের মধ্যে আমিও গিয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দেবো। আশা করি ব্যাপারটা তোমায় বোঝাতে পেরেছি।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিকমতোই করবো। তুমি আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

হোম্‌স্ শয়নকক্ষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁকে একজন সরল প্রকৃতির অমায়িক, সাধাসিধে পাদ্রী সাহেবের মতো দেখাচ্ছিল। তাঁর চওড়া কালো টুপী, ঢিলে প্যান্ট, সাদা গলাবন্ধনী, সহানুভূতিপূর্ণ চোখের দৃষ্টি ও বন্ধুভাবাপন্ন কৌতূহলী হাসি এমন চমৎকার খাপ খেয়ে গেছিল যা একমাত্র জন হেয়ারের পক্ষেই সমান ভাবে ফোটানো সম্ভব। হোম্‌স্ যে শুধু বেশ পরিবর্তন করেছিলেন তা নয়। তাঁর অভিব্যক্তি, চলাফেরা, এমন কি অন্তঃকরণও যেন ছদ্মবেশের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

হোম্‌স্‌রা বেকার স্ট্রিটের বাড়ি যখন ছাড়লেন তকন সন্ধ্যা সওয়া ছয়টা। সার্পেন্টাইন এ্যাভিনিউতে যখন ওঁরা পৌঁছুলেন তখন সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ব্রায়োনি লজের সামনে গৃহস্বামিনীর ফেরার অপেক্ষায় ওরা পায়চারি করছিলেন ততোক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। এবং রাস্তার ল্যাম্প পোষ্টের আলো জ্বলে উঠেছে। বাড়ির সামনে আর একটু অগ্রসর হয়ে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন, দেখো, এই বিয়ের ফলে বিষয়টা সহজ হয়ে উঠেছে। ফোটোগ্রাফটা এখন দোফলা ছুরির মতো দু-দিকে কাটবে। ওটা যাতে মিস্টার গডফ্রে নর্টনের নজরে না পড়ে সেদিকে যেমন তিনি লক্ষ্য রাখবেন, তেমনই আমাদের মক্কেল চাইবেন না রাজকুমারীর কাছে ওটা আসে। প্রশ্ন ছবিটা কোথায় লুকানো আছে?

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

হোম্‌স্ বললেন,—ওটা নিশ্চয়ই তিনি সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছে না। মেয়েদের পোশাকের ভেতরে ক্যাবিনেট সাইজের ছবি লুকানো শক্ত। তাছাড়া তিনি জানেন যে, রাজা তাঁকে বন্দি করে দেহ তল্লাম করতে পারেন। এরকম চেষ্টা আগে বার দুই হয়েওছে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি তিনি ওটা বয়ে বেড়াচ্ছেন না। ওটা ব্যাঙ্কার কিংবা উকিল দু-জনের কাছেই থাকতে পারে। কিন্তু আমি ও দুটোর কোনোটাই ভাবছি না। মেয়েরা স্বভাবত একটু গোপন প্রিয় হয়, আর গোপন করবার ভারটা নিজেরাই গ্রহণ করে। তিনি অন্য কাউকে ছবিটা রাখতে দেবেন কেন? নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর তিনি বিশ্বাস রাখেন, তাছাড়া যার সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ আছে এমন কোনো পেশাদার লোককে তিনি কিছু বলতে পারেন না। মনে রেখো, ছবিটা তিনি কয়েকদিনের মধ্যে কাজে লাগাবেন বলে স্থির করছেন। যেখানে ছবিটা থাকলে সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায়, সেখানেই ছবিটা রয়েছে। সেটা তাঁর বাড়ি ছাড়া আর কোথাও নয়।

ওয়াটসন বললেন, কী করে ছবিটা খুঁজবে তুমি?

হোম্‌স্ উত্তর দিলেন, যাতে উনি ছবিটা দেখাতে বাধ্য হন সেই ব্যবস্থাই করবো। চুপ্, চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে! শ্রীমতী আসছেন। এবার অক্ষরে অক্ষরে আমার নির্দেশ পালন করার জন্যে প্রস্তুত হও।

হোম্‌সের কথা শেষ হতেই রাস্তার বাঁকে এক ঝলক আলো দেখা গেল। ব্রায়োনি লজের সামনে ল্যাণ্ডো এসে দাঁড়ালো। গাড়িটা থামবার সঙ্গে সঙ্গে জটলা থেকে নিম্নশ্রেণীর একজন লোক দৌড়ে এলো দরোজা খুলে কিছু রোজগারের আশায়। কিন্তু সেই একই অভিপ্রায়ে আসা আরেকজন লোক তাকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে সরিয়ে দিল। বেধে গেল ভীষণ ঝগড়া। ঘুঁসো ঘুঁসি চললো। ভদ্রমহিলা গাড়ি থেকে নামতেই উত্তেজিত একদল লোক তাকে ঘিরে ধরলো, তারপর লাঠি আর ঘুসির হিংস্র যুদ্ধ।

তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হল। ভদ্র মহিলাকে রক্ষা করবার জন্যে হোম্‌স্ বিদ্যুৎবেগে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু কাছাকাছি এসেই তিনি কাতর আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন, তার

www.pathagar.com

মুখ বেয়ে রক্তের ধারা ঝরতে লাগলো। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী দু-জন একদিকে সরে পড়লো। শ্রীমতী এই ফাঁকে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছিলেন। তিনি ওপরে উঠে আবার নিচের দিকে একবার তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—বেচারার কি বেশি চোট লেগেছে?

এর উত্তরে অনেকে সমস্বরে বললেন, খতম হয়ে গেছেন। অসৎ একজন চেঁচিয়ে বললেন, এখনও প্রাণ আছে বটে, তবে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই শেষ হয়ে যাবে।

শ্রীমতীর একজন পরিচারিকা বলে উঠলেন, খুব সাহসী ভদ্রলোক। ইনি না থাকলে এতোক্ষণে দিদির ব্যাগ আর ঘড়ি হাওয়া হয়ে যেতো।

শ্রীমতী হুকুম দিলেন ওকে বৈঠকখানায় নিয়ে এসো। ভিতরে একটা নরম সোফা আছে। একে রাস্তায় রাখা চলে না।

ধীরে ধীরে হোমসকে ব্রায়োনি লজের ঘরটায় নিয়ে যাওয়া হলো। বড় জানলার বাইরে থেকে ওয়াটসন সব লক্ষ্য করছিলেন। ঘরে আলো জ্বললো। কিন্তু জানলার পর্দাটা টেনে দেওয়া হলো না; ফলে শুয়ে থাকা হোম্‌স্‌কে দেখতে কোনো অসুবিধা হলো না। রূপবতী তরুণী অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে হোম্‌সের সেবা করতে লাগলেন।

ওয়াটসন অলেস্টারের পকেট থেকে ধোঁয়ার হাউইটা বার করলেন।

এদিকে হোম্‌স্‌ সোফার ওপর উঠে বসেছেন। মনে হল হাওয়ার অভাবে তার কষ্ট হচ্ছে। একটি পরিচারিকা তাড়াতাড়ি গিয়ে জানলাটা খুলে দিল। সেই মুহূর্তে দেখলাম যে হোম্‌স্‌ হাত উঁচু করে তুলেছেন। সংকেত পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে হাউইটা ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে দিয়ে 'আগুন' 'আগুন' বলে চিৎকার করে উঠলেন ওয়াটসন। ওয়াটসনের মুখ থেকে চিৎকার শোনা যেতেই পথের ইতর, ভদ্র, সহিস, পরিচারিকা একযোগে 'আগুন' 'আগুন' বলে চিৎকার করতে লাগল। ঘরের মেঝে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী জানলা দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে আসতে লাগলো। দেখা গেল কয়েকজন পালাচ্ছে। তারপর হোম্‌সের আশ্বাসবাণী শোনা গেল যে অনর্থক ভয় দেখানো ছাড়া ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। মানুষের ভীড় এড়িয়ে একটা নির্দিষ্ট কোণে ওয়াটসন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দশ মিনিটের মধ্যেই হোম্‌স্‌ এসে ওয়াটসনের হাত ধরে বললেন, চলো আর একমুহূর্ত এখানে নয়। হোম্‌স্‌ জোরে পা চালিয়ে দিলেন। ওয়াটসনও তার অনুসরণ করে এজওয়ার রোডে এসে পৌঁছুলেন।

হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন, চমৎকার হয়েছে ডাক্তার, তুমি সব ঠিক ঠিক করেছো!

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি ফটোগ্রাফটা পেয়েছ?

হোম্‌স্‌ বললেন,—না তবে কোথায় আছে সেটা জানতে পেরেছি।

হোম্‌স বললেন, আগুনের চিৎকারটা তোমার দারুন হয়েছিল, ওইরকম আওয়াজ আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী লৌহকঠিন স্নায়ুকেও কাঁপিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভদ্রমহিলার ওপরে এর প্রতিক্রিয়া খুব ভালোই হলো। ঘন্টার দড়ির ঠিক ওপরে একটা আলগা তক্তার পেছনের একটা ছোটো খাঁজে ছিল ফটোগ্রাফটা, তিনি গিয়ে আধখানা ফ্রেম টেনে সেটা বার করলেন। আমি একনজরে সেটা দেখতে পেলাম। যখন আমি বললাম যে ওটা মিথ্যা চিৎকার, উনি সেটা রেখে দিলেন, তারপর হাউইটার দিকে চেয়ে দ্রুতপদে সেই যে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন, আর আমি তাঁকে দেখিনি। এরপর আমি নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়লাম। একটু ধন্ধের মধ্যে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম তখনই ছবিটা হাত সাফাই করবো কিনা। কিন্তু কোচম্যানটা ভিতরে ঢুকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল যে অপেক্ষা করাটাই নিরাপদ মনে করলাম। বেশী ব্যস্ততা দেখালে সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর?

হোম্‌স্‌ বললেন,—আমাদের অনুসন্ধান পর্ব শেষ হয়েছে। আগামী কাল মহারাজকে নিয়ে আসবো। ইচ্ছে করলে তুমিই আসতে পারো। সম্ভবতঃ আমাদের বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করতে হবে। শ্রীমতী এসে দেখবেন আমরা নেই, ফটোগ্রাফটাও নেই। নিজের হাতে ছবিটা উদ্ধার করতে পারলে মহারাজ নিশ্চয়ই পুলকিত হবেন।

www.pathagar.com

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন কখন আসবো তাহলে?

হোম্‌স্ বললেন,—সকাল আটটার সময়। শ্রীমতী অতো ভোরে নিশ্চয়ই শয্যা ত্যাগ করবেন না, বিনা বাধায় কাজ হাসিল করবার সুযোগ মিলবে। অবশ্য কুব চট্‌পট্ কাজ সারতে হবে। বিবাহের পর শ্রীমতীর অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটতে পারে। আমি আর দেরী না করে রাজাকে লিখে জানাচ্ছি।

বেকার স্ট্রীটের বাড়ির দরোজার সামনে এসে দাঁড়াতেই হোম্‌স্ চাবি বার করে জন্যে পকেটে হাত দিলেন। হঠাৎ পাশ থেকে শোনা গেল—শুভরাত্রি মিস্টার শার্লক হোম্‌স। সে সময়ে ফুটপাথ লোকজনে ভর্তি ছিল। কিন্তু মনে হলো অলেষ্টারধারী একজন রোগা ছোকরার কাছ থেকেই এই অভিবাদন এলো। অত্যন্ত দ্রুতপদে সে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। অল্প আলোকিত রাজপথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—পরিচিত কণ্ঠস্বর! কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি যে লোকটা কে হতে পারে?

সে রাতটা ওয়াটসন হোম্‌সের বাড়িতে বেকার স্ট্রীটে কাটালেন। পরদিন ভোরবেলায় যখন টোস্ট আর কফি নিয়ে বসেছেন হোম্‌স্‌রা, এমন সময়ে বোহেমিয়ার রাজা বেগে প্রবেশ করলেন। বললেন, ওটা পাওয়া গেছে?

এখনো পাইনি, তবে পাবার আশা আছে—হোম্‌স্ বললেন। চলুন বেরিয়ে পড়ি। গাড়ি ব্রায়োনি লজের দিকে রওনা হলো। যেতে যেতে হোম্‌স্ বললেন—আইরিন অ্যাডলারের বিয়ে হয়ে গেছে।

মহারাজ যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন,—বিয়ে? কবে?

হোম্‌সের সংক্ষিপ্ত উত্তর—গতকাল।

পাত্রটি কে? মহারাজের কৌতুহল!

হোম্‌স্ বললেন,—তার নাম নর্টন—ব্রিটিশ আদালতের উকিল।

মহারাজ দৃঢ়স্বরে বললেন—কিন্তু আইরিন তো তাকে ভালোবাসতে পারে না।

হোম্‌স বললেন—আশা করি তিনি ভালোবাসেন।

মহারাজ বললেন—এমন আশা করার কারণ?

কারণ এই যে, হোম্‌সের যুক্তির—মহারাজ, এর ফলে আপনি অনেক আশঙ্কার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। আইরিনের পক্ষে স্বামীকে ভালোবাসার অর্থ হলো মহারাজাকে ভালো না বাসা। আর যাঁকে তিনি ভালোবাসেন না, তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবার আগ্রহও নিশ্চয়ই তাঁর আর থাকবে না।

মহারাজ মন্তব্য করলেন, সত্যি, আপনি ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু তবু, আহা! যদি তার আমার সমান বংশমর্যাদা থাকতো তাহলে রানী হিসেবে কী চমৎকারই না তাকে মানাতো।

সার্পেন্টাইন এ্যাবিনিউতে গাড়ি থামার আগে পর্যন্ত মহারাজ আর একটি কথাও বললেন না। মনে হলো এক বিষণ্ন মৌন আবেগ তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে।

ব্রায়োনি লজের খোলা দরোজার সামনে এক বৃদ্ধা দাসী দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখে তার মুখে অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি বোধ হয় মি. শার্লক হোম্‌স্?

হোম্‌স্ চমকে উঠে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, আমিই মি. হোম্‌স্।

বৃদ্ধা দাসীটি বলল—গিন্নিমা বলছিলেন, যে আপনি আজ সকালে আসবেন। আজ ভোর সওয়া পাঁচটায় সময় চেয়ারিং ক্রস স্টেশন থেকে তিনি ইওরোপের দিকে রওনা হয়েছেন। সঙ্গে তাঁর স্বামী আছেন।

বিস্ময় ও নিরাশার ধাক্কায় হোম্‌স্ ফ্যাকাশে হয়ে পেছনে হেলে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বলতে চাও যে তিনিই ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে গেছেন?

বৃদ্ধাটি বললো—এবং আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না।

www.pathagar.com

মহারাজ ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলেন, আর কাগজপত্রগুলো? হায়, হায় সব খোয়া গিয়েছে!

হোম্‌স্ সেই বৃদ্ধা পরিচারিকাকে ধাক্কা দিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন। ওয়াটসন আর মহারাজ হোম্‌স্‌কে অনুসরণ করলেন। ঘরের আসবাবপত্র এলোমেলো, সমস্ত তাক ফাঁকা। দেরাজগুলো। খোলা পড়ে রয়েছে। মনে হল ভদ্রমহিলা চম্পট দেবার আগে সব তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছিলেন। ঘন্টার দড়ির কাছে গিয়ে হোম্‌স্ একটা আল্‌গা তক্তা ভেঙে ফেললেন। তারপর সেখানে হাত গলিয়ে একটা ফটোগ্রাফ এবং একটি পত্র বার করে আনলেন। ফোটোগ্রাফটি সান্ধ্য বেশভূষায় সজ্জিতা আইরিন অ্যাডলারের নিজের। আর পত্রের শিরোনামায় লেখা—

শ্রীযুক্ত শার্লক হোম্‌স্ সমীপেষু, তিনি না আসা পর্যন্ত রেখে দেওয়া হবে।

শার্লক হোম্‌স্ খামখানা ছিঁড়ে ফেললেন, তিনজনেই একসঙ্গে চিঠিটা পড়া শুরু করলেন। চিঠিতে সময়—গত রাত্রি বারোটা।—

প্রিয় মি. মার্লক হোম্‌স্,

আপনার কার্যপদ্ধতি সত্যিই চমৎকার। আমাকে আপনি সম্পূর্ণ প্রতারিত করেছিলেন। আগেই শুনেছিলাম, রাজা হয়ত আপনার সহায়তা নিতে পারে। তাই আগুনের ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারলাম তখন আমি আমার গাড়ির গাড়োয়ানকে আপনার ওপরে নজর রাখতে বলে আমি বাড়ির ভেতরে গিয়েছিলাম। পরে পুরুষের ছদ্মবেশে আপনাদের অনুসরণ করি। আপনার বাড়ির সামনে গিয়ে আমার সন্দেহ দূর হয়। আমার উপস্থিতি জানার জন্যে আপনাকে শুভসন্ধ্যা জানাই। তারপর আমি আমার স্বামীর সঙ্গে দখা করার জন্যে টেম্পলে রওনা হই।

আমরা দু'জনে অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্থির করি যে এখানে থেকে আপনার সঙ্গে পাঞ্জা কষা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই ইওরোপের পথে পাড়ি দিচ্ছি। আপনার মক্কেলকে বলবেন, তিনি যেন অযথা দুশ্চিন্তা না করেন। কেননা, তার জীবনের কাঁটা হ'বার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। তবে আমাদের যৌথ ফটোটা আমার কাছে রাখলাম কেবলমাত্র নিজের নিরাপত্তার জন্যে। তা না হলে, রাজার তরফ থেকে আমার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকতে ারে। তবে অবশ্য রাজা যদি ইচ্ছে করেন, তবে আমার রেখে যাওয়া ফটোটা তিনি নিজের কাছে রাখতে পারেন।

চিঠি পড়া শেষ হলে মহারাজ আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন। বললেন, প্রথমেই বলেছিলাম না, মেয়ে হিসেবে সে অতুলনীয়া। রানী হবার যোগ্যা! বংশ মর্যাদা না থাকায় আজকে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে হলো।

শার্লক হোম্‌স্ রাজার মতো আনন্দিত হতে পারেন নি। তিনি বললেন, মামলাটার পরিণতি আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল।

মহারাজ শার্লক হোম্‌স্‌কে থামিয়ে দেন। বলেন, আইরিন এ্যাডলারকে আমি চিনি। ওর কথা কোনো নড়চড় হয় না। ও যে কথা দিয়েছে তা শেষ জীবন পর্যন্ত রক্ষা করবে।

কপার বিচেস

বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে হোম্‌স্ ও ওয়াটসন এক বসন্তের সকালে আড্ডা দিচ্ছিলেন। জীবনের কতো অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই না হোম্‌সের আর তা লিপিবদ্ধ করছেন ড. ওয়াটসন। এইসব নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। আজকে ভায়েলেট হান্টার নামে এক তরুণীর চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে লেখা চিঠি নিয়ে হোম্‌স্ ওয়াটস্‌নকে বলছিলেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই দরোজা খুলে এক অল্পবয়সী তরুণী ঘরে ঢুকলো। সাদাসিধে, পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন। বুদ্ধিদীপ্ত সজীব চোখে মুখে তৎপরতার ছাপ। তিতিরের ডিমের মতো মেচেতায় মুখ চিত্রিত। চট্‌পট চলার ধরনে মনে হয় জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই ঈশ্বর একে সৃষ্টি করেছেন।

তরুণীটিকে অভ্যর্থনা করার জন্যে হোম্‌স্ উঠে দাঁড়ালেন। তরুণীটি বলল, আপনাকে কষ্ট

www.pathagar.com

দেয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু কী জানেন, আমি সম্প্রতি এক খুব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার মা-বাপ নেই, এমন কোনো আত্মীয় নেই যার কাছে এ বিপদে পরামর্শ পেতে পারি। ভাবলাম আপনি হয়তো দয়া করে আমায় সৎ উপদেশ দিতে পারবেন।

হোম্‌স্‌ বললেন, আগে বোসো তো, তোমাকে সাহায্য করব, তুমি নিশ্চিন্ত হও। বলো তোমার সমস্যা?

হোমস চোখ বুঁজিয়ে আরাম করে বসে চুরুট টানতে টানতে তরুণীটির কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তরুণীটি বলতে শুরু করল—গত পাঁচ বছর ধরে আমি কর্নেল স্পেনস মনরোর বাড়িতে গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজ করে আসছি। মাত্র মাস দুই আগে তিনি নোভাস্কোশিয়া হ্যালিফ্যাক্স-এ কাজ নিয়েছেন। ছেলে-মেয়েদেরকেও তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় নিয়ে গেছেন। ফলে আমারও চাকরি খতম। নিরুপায় হয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলাম আর নানা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ছাড়তে লাগলাম। কিন্তু ফল বিশেষ হল না। অবশেষে আমার সঞ্চিত অর্থও ফুরিয়ে এল। কী করব না করব বেবে বড় মুস্কিলে পড়লাম।

ওয়েস্টএণ্ড-এ ওয়েস্টাওয়েজ নামে এক নামকরা শিক্ষয়িত্রীর সংগ্রাহক সংস্থা আছে। আমার পছন্দ মতো কোনো কাজ জোটাতে পারি কি না, এই খোঁজ নেবার জন্যে আমি সপ্তাহে একদিন করে সেখানে যেতাম। গত সপ্তায় ওই সংস্থায় ম্যানেজার মিস্‌ স্টোপারের ঘরে ঢুকতেই, বসে থাকা এক দৈত্যকায় ভদ্রলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মিস্‌ স্টোপারের দিকে তাকিয়ে বললেন,—খাসা! চমৎকার! একে দিয়েই হবে। এর চেয়ে ভালো আর কিছু আশা করি না। তিনি উৎসাহের চোটে ডগমগ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তো চাকরি খুঁজছো, কী বলো? কীরকম মাইনে আশা করো। আমি বললাম, কর্ণেল স্পেনস্‌ মনরোর কাছে মাসে চার পাউণ্ড করে পেতাম।

ভদ্রলোক যেন আঁৎকে উঠলেন। বললেন ছিঃ ছিঃ এতো কম মাইনে কেউ দেয়। শোনো এই নাও অগ্রিম টাকা। আমি তোমাকে একশো পাউণ্ড দেবো। তোমাকে আমার হ্যাম্পশায়ারের বাড়িতে আমার একমাত্র ছেলে, মানে দুরন্ত ছ-বছরের ছেলেকে পড়াশুনা শেখাতে হবে। আর হ্যাঁ, উইঞ্চেস্টার থেকে মাইল পাঁচেক ওধারে চমৎকার গ্রাম্য পরিবেশে আমার বাড়ি। বাড়ির নাম 'কপার বীচেস'। মনে রেখো ছ-বছরের ছেলে হলে কি হবে, খুব দুরন্ত—চটি দিয়ে চটাপট আরশোলা মারে! আমি বললাম, আমার একমাত্র কাজ হলো ঐ বাচ্চাটাকে সামলানো? তিনি বলে উঠলেন, না, না, এটাই কেবল নয়। বুঝতেই তো পারছো, আমার স্ত্রী যদি কোনো ফাইফরমাস করেন, আত্মসম্মান বজায় রেখে সেগুলো করতে হবে। অবশ্য এতে তো কোনো আপত্তি নেই তোমার? কী বলো?

আমি বললাম, আপনারা যাতে খুশি হন সব সময়েই তা করতে হবে বৈকি!

ভদ্রলোক বললেন—তা তো বটেই। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার চুলগুলো ছোটো করে ছেঁটে ফেলতে হবে। এটা আমার স্ত্রীর আবদার। আর আমরা যে পোশাক দেবো তাইই তোমাকে পরতে হবে।

আমি বললাম, পোশাকের ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই, তবে চুল আমি ছাঁটতে পারবো না।

ভদ্রলোক তখন মিস স্টোপারকে বললেন, তাহলে কিছু করার নেই আমার। দুঃখের কথা আমাকে অন্য কাউকে ভাবতে হচ্ছে। মিস্‌ স্টোপার, আপনি অন্য কাউকে ডাকুন তো দেখি!

মিস্‌ স্টোপার-এর চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমন সুযোগটা হারালে? তোমার নাম আর আমাদের খাতাপত্রে থাকার কি প্রয়োজন? এরপরও কী তুমি আশা করো যে আমরা তোমার জন্যে চেষ্টা চরিত্র করে একটা ভালো কাজ খুঁজবো। ঘন্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছোকরা এসে আমায় বাইরে বার করে দিল।

তারপর মি. হোম্‌স্‌ আমি বাসায় ফিরে দেখলাম, ভাঁড়ার প্রায় খালি, আর টেবিলের ওপর

www.pathagar.com

দু-তিনখানা বিলও জমে আছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবছিলাম, বড় বোকামি করলাম কাজটা ছেড়ে দিয়ে! ভদ্রলোক অদ্ভুত ধরনের খেয়ালী বটে! আমি হয়তো ভুলই করেছি। আমি প্রায় মনস্থ করলাম যে মানের গোড়ায় ছাইচাপা দিয়ে আবার গিয়ে খোঁজ নেবো মিস্ স্টোপারের আড্ডায়। এমন সময় সেই ভদ্রলোকের চিঠি পেলাম। চিঠিটা সঙ্গেড়ই আছে, পড়ি, শুনুন।

প্রিয় মিস্ হান্টার,

মিস্ স্টোপারের দয়ায় তোমার ঠিকানা পেয়েছি। তুমি তোমার সিদ্ধান্তটা আর একবার ভেবে দেখেছো কিনা জানতে চাই। আমার মুখে তোমার কথা শুনে আমার স্ত্রীর তোমাকে খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি চান যে তুমি এখানে আসো। আমাদের খেয়ালের খেসারত হিসেবে বছরে তোমাকে একশো কুড়ি পাউণ্ড দিতে রাজি আছি। আর, আমাদের খেয়ালীপনার দৌরাত্ম খুব অন্যায় কিছু নয়। একটা হাল্‌কা ধরনের নীল রং আমার স্ত্রীর খুব পছন্দ। তাঁর ইচ্ছা ঐ রং-এর পোশাক—তোমার কিছু খরচ করতে হবে না, কেননা, আমাদের আদুরে অ্যালিস তো, এখন ফিলাডেলফিয়ায়, তার একটা ঐ রং-এর জামা আছে। আর, আমার মনে হয় সেটা তোমাকে মানাবেও চমৎকার। তোমার চুলের সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যে আমি মুগ্ধ, কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, ওগুলো তোমায় ছেঁটে ফেলতেই হবে। তা না করে উপায়ই নেই। কিন্তু আশা করি তোমার বর্ধিত পারিশ্রমিক এই ক্ষতি আংশিক পূরণ করবে। ছেলে সম্বন্ধে তোমার করণীয় সামান্যই। আসতে অবশ্যই চেষ্টা করো, উইঞ্চেস্টারে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে থাকবো। কোন্ ট্রেনে আসছো জানিও।

ইতি
তোমার বিশ্বস্ত
জেফ্রো রুক্যাসল্

মিস্ হান্টার বললেন,—মি. হোম্‌স্, এই চিঠিটা আমি এইমাত্র পেলাম। আর মনে মনে ঠিক করেছি যে চাকরিটা নিয়েই ফেলবো। যাই হোক্, তবুও চূড়ান্তভাবে কোনো কিছু করার আছে আপনাকে জানিয়ে রাখা ভালো বলে মনে করলাম।

মৃদু হেসে হোম্‌স্ বললেন, মিস্ হান্টার, মন যদি ঠিকই করে থাকো তাহলে তো ব্যাপারটা চুকেই গেল।

হান্টার বললো—তাহলে কি আপনি চান আমি চাকরিটা ছেড়ে দিই?

হোম্‌স্ বললেন, আমার বোন এ কাজের জন্যে চেষ্টা করলে আমি না বলতাম।

মিস্ হান্টার বললো—কিন্তু ব্যাপারটা কী, মি. হোম্‌স্?

হোম্‌স্ বললেন,—আগে তোমার ধারণাটা শুনি?

আমার মনে হয়, ওঁর স্ত্রী উন্মাদ নন তো? আর ওঁর পাগলামি বৃদ্ধির ভয়ে ইনি তার খেয়ালগুলো মিটিয়ে চলেছেন? হান্টার একটু দম নিয়ে পুনরায় বললো—মি. হোম্‌স্, টাকার অঙ্কটা তো ভেবে দেখবেন।

হোম্‌স্ বললেন,—হ্যাঁ, মাইনেটা তোমাকে খুব বেশী দিচ্ছে বলবো। আর সেই জন্যেই অস্বস্তি বোধ করছি। চল্লিশ পাউণ্ডে যখন ভালো গৃহশিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় তখন একশো কুড়ি পাউণ্ড খরচ করছে কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তোমার সমস্যাটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। এ সমস্যায় কতোকগুলো ব্যাপার খুবই অভিনব। বিপদটা ঠিক কোথায় তা এখনই আমি বুঝতে পারছি না। তবে মনে রেখো, দিনে রাতে যে কোনো সময়েই হোক তোমার টেলিগ্রাম পেলেই আমি তোমার পাশে দাঁড়াবো।

মিস্ হান্টার বললো—তাহলে আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে হ্যাম্পশায়ারে যেতে পারবো? আপনি আমায় দুশ্চিন্তামুক্ত করলেন। এক্ষুনি আমি মি. রুক্যাস্‌লকে চিঠি লিখে সম্মতি জানাচ্ছি। তারপর রাতে চুলগুলো ছেঁটে ফেলবো, আর কালকেই উইঞ্চেস্টার রওনা হবো। এই বলে মিস্ হান্টার অল্প দু-চার কথায় হোম্‌স্‌কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আমাদের নমস্কার করে ব্যস্ত সমস্তভাবে

www.pathagar.com

চলে গেল।

হোম্‌স্‌ খুব গম্ভীরভাবে ওয়াটসনকে বললেন,—দেখবে খুব শীগ্‌গিরই ওর কাছ থেকে খবর আসবে, কোনো ভুল নেই তাতে।

হোম্‌সের কতাই ঠিক হলো। দিনকুড়ি বাদে একদিন গভীর রাতে এল প্রত্যাশিত টেলিগ্রাম। হোম্‌স্‌ হলদে খামটা খুলে খবরটা দেখে নিয়েই ওয়াটসনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,—ব্রাড-শ'তে দেখো তো ক'টায় ট্রেন! টেলিগ্রামটায় লেখা ছিল—অনুগ্রহ করে কাল দুপুরের দিকে উইঞ্চেস্টার ব্ল্যাক সোয়ান হোটেলে অবশ্যই আসবেন। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি।

হোম্‌স্‌ ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিও যাবে নাকি?

ওয়াটসনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এবং ব্রাডশ খুলে বললেন—সাড়ে নটায় একটা গাড়ি আছে। সেটা সাড়ে এগারোটায় উইঞ্চেস্টার পৌঁছবে।

যথাসময়ে হোম্‌স্‌রা ব্ল্যাক সোয়ান' নামক হোটেলে হাজির হলেন। মিস্‌ হান্টার হোম্‌স্‌দের জন্যে ব্যবস্থা করে খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

আপনারা কষ্ট করে যে এসেছেন, তাতে আমার প্রাণে জল এল। কিন্তু আমি যে কী করবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার উপদেশ এক্ষেত্রে অপরিহার্য।

হোম্‌স্‌ বললেন—সব ঘটনা খুলে বলো।

মি. হান্টার তাড়াতাড়ি হড়বড় করে বলতে শুরু করলো কারণ সে মি. রুক্যাস্‌লকে কথা দিয়ে এসেছে যে তিনটের মধ্যে ফিরবে।

হোম্‌স্‌ তাঁর লম্বা লম্বা রোগা পা দুটো আগুনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শোনবার জন্যে অস্থির হয়ে বললেন—যেমন যেমন ঘটেছে তা সব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলবে।

মিস্‌ হান্টার বলতে শুরু করলো—মি. রুক্যাসলকে নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি আসার পর তিনি সন্ধ্যের সময় তাঁর স্ত্রী আর বাচ্চার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মিসেস রুক্যাসল পাগল নন। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। শান্ত, চুপচাপ, মুখের চেহারা একটু ফ্যাকাশে ধরনের। তাঁদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, বিপত্নীকে ভদ্রলোক মাত্র বছর সাতেক হলো আবার বিয়ে করেছেন। প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান, একটি কন্যা। সে ফিলাডেলফিয়ায় চলে গেছে। এবং বিমাতার ওপর বিরূপতার জন্যেই উনিশ বছরের মেয়েটিকে বাবা বাইরে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। মিসেস রুক্যাসলকে দেহে প্রাণে নিষ্প্রাণ বলেই মনে হলো। স্বামী পুত্রকে যে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়। আর মি. রুক্যাস্‌ল রূঢ় কর্কশ স্বভাবের হলেও তার স্ত্রীর প্রতি সদয় ছিলেন। মোটের ওপর এক নজরে তাদেরকে সুখী দম্পতি বলে মনে হয়। তবু মনে হয় ভদ্রমহিলার মনে কোথাও যেন কোনো দুঃখ ছিল। প্রায়ই তিনি গালে হাত দিয়ে বসে আকাশ পাতাল ভাবতেন। একাধিকবার আমি তাঁকে কাঁদতে দেখেছি গোপনে। কখনও কখনও মনে হয়েছে তাঁর বাচ্চার জন্যেই বোধ হয় দুশ্চিন্তা! এমন আদুরে বাঁদর ছেলে আমি আর দু'টি দেখিনি। বয়সের তুলনায় বেঁটে আর মাথাটা অসঙ্গত রকমের বড়। তার জীবনে যেন পালা করে দু'টো জিনিস করার আছে—হয় দুর্দান্ত নৃশংসতা, আর নয়তো মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকা। মনে হয় কোনো দুর্বল প্রাণীকে কষ্ট দেওয়াই বুঝি তার কাছে একমাত্র মজার ব্যাপার। আর ইঁদুর, ছোটো খাটো পাখি বা পোকামাকড় ধরার অভিনব ফন্দি আবিষ্কার করতে সে ওস্তাদ। যাইহোক বাচ্চাটার সম্বন্ধে বলে সময় নষ্ট না করে বলি—বাড়ির ঝি-চাকরের হাবভাব আর চালচলন প্রথম থেকেই আমার অস্বস্তিকর বলে মনে হয়েছিল। 'কপার বীচেস'-এ এসে দিন দুই বেশ শান্তিতে ছিলাম। তিন দিনের দিন প্রাতরাশ খাবার পর মিসেস রুক্যাস্‌ল এসে তাঁর স্বামীর কাছে কি যেন বললেন।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ও হ্যাঁ, মিস্‌ হান্টার তুমি যে আমাদের খেয়ালমতো চুল ছেঁটে ফেলেছো, এরজন্যে আমরা কৃতার্থ। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এর জন্যে তোমার সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র হানি হয়নি। এখন সেই হালকা নীল রং-এর পোষাকটায় তোমাকে কেমন মানায় দেখতে হবে। তোমার বিছানায় ওপরেই পোশাকটা রাখা আছে। সেটা

www.pathagar.com

যদি পরে আসো, আমরা অত্যন্ত বাধিত হবো।

আমি ঘরে গিয়ে এক অদ্ভুত নীল রং-এর পোশাক দেখতে পেলাম। চমৎকার দামী কাপড়ে তৈরী। তবে, আগে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। গায়ে পরে দেখলাম আমার মাপ নিয়ে তৈরী করলেও বোধ হয় এতো মানানসই হতো না। ওঁরা স্বামী স্ত্রী দু-জনেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বাড়ির সামনের অংশের সমস্তটা জুড়ে ওঁদের বসবার ঘর। তার একেবারে মেঝে পর্যন্ত নেমেছে। তিন তিনটে বড় বড় জানলা। সেই ঘরে তারা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মাঝখানের জানলার দিকে পেছন করে একটা চেয়ার পাতা। আমাকে এই চেয়ারটায় বসতে বলা হলো, আর মি. রুক্যাসল্ ঘরের অন্য দিকটায় পায়চারি করতে করতে মজার মজার গল্প বলতে লাগলেন। এমন সব মজার গল্প জীবনে কখনো শুনিনি। হাসতে হাসতে আমার পেটের নাড়ি ভুঁড়ি ছিঁড়ে যাবার জোগাড় হলো। মিসেস্ রুক্যাসল্ কিন্তু একবারও হাসলেন না। হাত কোলে করে চুপটি করে বসে রইলেন, চোখে মুখে তাঁর উদ্বেগের ছায়া। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে মি. রুক্যাসল্ আমায় পোশাক বদলে শিশু-সদনে গিয়ে এডওয়ার্ডের দেখাশোনা করতে বললেন।

দুই দিন পরে ওই পোশাক ওরকমভাবে আমাকে চেয়ারে বসতে হল। আর মি. রুক্যাসল্ আগের দিনের মতোই হাসির গল্প বলতে লাগলেন। মি. হোমস আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন যে এই অদ্ভুত আচরণের মানে কী হতে পারে তা বোঝবার জন্যেই আমি খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আমি লক্ষ করেছিলাম যে আমার মুখ যাতে জানলার দিকে ফেরানো না থাকে এ বিষয়ে তাঁরা সব সময়েই সচেতন ছিলেন। কাজে কাজেই আমার পেছন দিকে কী ঘটছে তা জানবার আগ্রহ আমার প্রবল হয়ে উঠল। প্রথম কাজটা অসম্ভবই বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু শিগগিরই একটা উপায় বার করে ফেললাম। আমার ছোট্ট হাত আয়নাটা ভেঙে ফেলেছিলাম।

তাই তারই একটা টুকরো রুমালের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। পরের বার হাসির মাঝখানেই আমি রুমালটা চোখের কাছে ধরলাম, আর একটু কায়দা করে ধরতেই পিছনে কী ঘটছে পরিষ্কার দেখতে পেলাম। স্বীকার করছি যে আমায় নিরাশ হতে হলো। প্রথমে তো মনে হলো, কিছুই কোথাও নেই। যাই হোক দ্বিতীয়বার নজর করতেই দেখলাম, সাদাম্পটন রোডে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ছাই রং-এর পোশাক পরা ছোট্ট মানুষটি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে মনে হল। রাস্তাটা জনবহুল, সব সময়েই একজন না একজন থাকত ও রাস্তায়। লোকটি কিন্তু আমাদের জমির ওধারের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আগ্রহভাবে এদিকে তাকিয়ে ছিল। আমি রুমাল নামিয়ে মিসেস রুক্যাসলের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তিনি তীক্ষ্ণ, সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে এক নজরে চেয়ে আছেন। তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু আমার স্থির মনে হলো, আমার হাতে যে আয়না আছে, আর আমার পেছনে যা ঘটছে তা যে আমি দেখে ফেলেছি এটা তিনি বুঝতে পেরে গেছেন। কারণ তখন তিনি উঠে পড়লেন হঠাৎ।

তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন,—জেফ্রো, দেখোতো, রাস্তার ধারে একজন ভদ্রলোক, মিস্ হান্টারের হাঁ করে তাকিয়ে আছেন।

মি. রুক্যাসল বললেন—মিস্ হান্টার, উনি তোমার কোনো বন্ধু নন তো?

আমি বললাম, আজ্ঞে না, এ অঞ্চলের আমি কাউকে চিনি না।

তাইতো! কতোখানি ধৃষ্টতা! মি. রুক্যাসল্ বললেন, ওকে ইসারা করে চলে যেতে বলো তো!

আমি বললাম—কিন্তু এটাতে ধর্তব্যের মধ্যে না আনাই ভালো।

রুক্যাসল বললেন, সেকি! না—না, তাহলে অনবরতই এদিকে ঘুরঘুর করে বেড়াবে। তুমি ওকে ইশারা করে চলে যেতে বলো।

আমি কথামতো তাই করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ রুক্যাসল্ জানলার পর্দা টেনে দিলেন।

www.pathagar.com

এটা হলো এক হপ্তা আগের ব্যাপার। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, তারপর থেকে সে নীল পোশাকে আমাকে জানলাতেও বসতে বলা হয়নি, আর সেই লোকটিকেও আর রাস্তায় দেখা যায়নি।

হোম্‌স্‌ বললেন, বলে যাও; কাহিনীটি খুবই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে। আমার ভাবনা হচ্ছে আপনি হয়তো এটা অসংবদ্ধ বলে মনে করবেন। যেমন যেমন ঘটনা ঘটেছে তাদের মধ্যে যোগসূত্র হয়তো সামান্যই। প্রথম যেদিন কপার বীচেস-এ গেছিলাম, মি. রুক্যাসল্‌ আমাকে বার-বাড়িতে রান্নাঘরের পাশের এক ছোট্ট ঘরের কাছে নিয়ে গেলেন। সেদিকে যেতে যেতে শিকলের ঝন্‌ঝনানি কানে এলো। কোনো একটা বড় জন্তু যেন চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে বলে মনে হলো। দেখলাম, দু-টুকরো তক্তার মাঝখানে একটা ফাঁক আছে। তাকে চোখ রেখে মি. রুক্যাসল্‌ বললেন,—দেখো দেখি, কী চমৎকার, না?

সেই ফাঁক দিয়ে আমি দুটো জ্বলন্ত চোখ দেখতে পেলাম। আমি চম্‌কে উঠেছিলাম। আমার মনিব হেসে বললেন, ভয় পেয়ো না, ওটা আমার ডালকুত্তা, কার্লো। ওকে একবেলা অল্প করেই খেতে দেওয়া হয়, ফলে ও সব সময়ই ক্ষুধার্ত থাকে। রাতের বেলায় ওকে ছেড়ে দেওয়া হয় আর তখন যদি ওর সামনে অপরিচিত কেউ পড়ে, ঈশ্বর জানেন তার কী হবে! কক্ষনো রাতের বেলায় দরোজার বাইরে বেরিয়ো না।

আমার এর পরবর্তী অভিজ্ঞতা আরও আশ্চর্য। আপনাকে বলেছি যে লণ্ডনে থাকতেই আমি আমার চুল ছেঁটে ফেলি। সেটাকে জড়িয়ে বাণ্ডিল করে আমার তোরঙের একেবারে তলায় রেখে দিয়েছিলাম একদিন সন্ধ্যেবেলা বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি ঘরের কোণায় একটা দেরাজ আলমারিতে জামাকাপড়গুলো গোছানোয় মন দিলাম। আলমারিটার ওপরের দুটো দেরাজ ছিল খালি আর খোলা। কিন্তু নিচের দেরাজটায় চাবি লাগানো ছিল। ওপরের দুটো আমার জামাকাপড়ে ভর্তি হয়ে যাওয়ায়, আরও কিছু জামাকাপড় আর টুকিটাকি কিছু বাইরে রয়ে গেল। তাই আমি আমার চাবির গোছা নিয়ে একটার পর একটা চাবি ঘুরিয়ে অবশেষে দেরাজটা খুললাম। চমকে উঠলাম। দেরাজটার ভেতরে আমারই কাটা চুলের বাণ্ডিল! অবিকল এক! চুলের রঙ এবং গুছির মাপ একই। আমি তাড়াতাড়ি কম্পিত হস্তে আমা টিনের বাক্স খুলে জিনিসপত্র টেনে ফেলে দিয়ে তলা থেকে আমার চুলের বাণ্ডিলটা বার করলাম। দুটো বেণী পাশাপাশি রেখে দেখলাম, বিশ্বাস করুন মি. হোম্‌স্‌ হুবহু এক! আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। সেই নোতুন চুলের বাণ্ডিলটা যথাস্থানে রেখে দিলাম।

কৌতূহল মনে মনে চেপে রাখলাম। পরদিন বাচ্চাকে নিয়ে বেড়াবার সময় ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির ওপাশে এমন একটা জায়গায় গেলাম যেখান থেকে ঐ দিকের জানলাগুলো দেখা যায়। সারি সারি চারটে জানলা, তবে তিনটে ধুলো বালিতে একেবারে ভর্তি অন্যটার কেবল খড়খড়ি তোলা। সব ঘরগুলিই খালি এবং রহস্যজনক বলে মনে হলো। পরদিন এব্যাপারে মি. রুক্যাসল্‌কে বলতেই তিনি বিস্মিত হলেন। চম্‌কে উঠলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, ছবি তোলাটাও আমার শখ। ওদিকটায় ডার্করুম করেছি।

তারপর মি. হোম্‌স্‌, যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম যে, ঐ ঘরগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমার জানবার কথা নয়। তখন থেকেই আমার মনে অদম্য ইচ্ছে জাগলো ঘরগুলো দেকার। মন আমার বলতে লাগল যে আমার অনুসন্ধানে একটা কিছু সুফল ফলবেই। গতকাল একটা সুযোগ এলো। আপনাকে বলা দরকার মি. হোম্‌স্‌, মি. রুক্যাসল্‌ ছাড়াও ওই শূন্য ঘরগুলোতে, বাড়ির চাকক টলার আর তার স্ত্রীরও যাতায়াত আছে। টলারকে একবার মস্ত বড় একটা কালো কাপড়ের থলি নিয়ে নিচের ওই দরোজা পার হতে দেখেছি। সম্প্রতি কদিন সে খুব বেশিরকম মদ খাচ্ছে। কাল তো একেবারে নেশায় চুর হয়েছিল। দোতলায় এসে দেখলাম দরোজায় চাবি ঝুলছে, ওটা নিঃসন্দেহে টলার ফেলে গেছে। মি. এবং মিসেস রুক্যাসল্‌ তখন নিচে, বাচ্চাটাও তাঁদের কাছে। এ সুবর্ণ সুযোগে আমি আস্তে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভিতরে

ঢুকলাম। দেখলাম মাঝখানেরটা আর দুটো ঘরেই ধূলোভরা অন্ধকার। হুড়কো লাগানো দরোজাটা বাইরের দিকের খড়খড়ি খোলা জানালার একেবারে সরাসরি, তবু দরোজার তালা দিয়ে যেটুকু আলো দেখা যাচ্ছিলো, তাতে মনে হলো, ঘরটা অন্ধকার নয়। সম্ভবত স্ক্যাই লাইট দিয়ে আলো ভিতরে আসছে। গলিপথে সেই অলুক্ষুণে দরোজাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, কী রহস্যই না লুকোনো আছে এই ঘরে! হঠাৎ ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। দরোজার তলা দিয়ে যে সামান্য একফালি আলো আসছিল তাতে দেখলাম, একজন লোকের চলাচলের ছায়া পড়েছে। চরম উত্তেজনার মাঝে হঠাৎ যেন আমার সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে গেল। গলিপথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে দরোজা পার হয়ে একেবারে বাইরে এসে মি. রুক্যাসল-এর কোলের মধ্যে ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

তিনি হেসে বললেন, ঠিক আন্দাজ করেছি। দরোজা খোলা দেখেই ভেবেছিলাম—তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। তারপর দাঁত কিড়মিড় করে বললেন—ফের যদি কখনো ও চৌকাঠ মাড়াও, তাহলে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো। পৈশাচিক দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

শিগ্‌গিরই মন ঠিক করে ফেললাম। বাড়ি থেকে আধমাইল দূরে গিয়ে টেলিগ্রাম করলাম আপনাকে।

সব শোনবার পর হোম্‌স্ নিবিষ্টচিত্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাহিনী শোনবার পর পকেটে হাত ঢুকিয়ে গম্ভীর মুখে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারী করতে লাগলেন। তারপর বললেন—

মিস্ হান্টার, বরাবরই লক্ষ্য করছি, তুমি অত্যন্ত সাহস আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এসেছো। আর একটা কঠিন কাজ করতে পারবে কি? মন দিয়ে শোনো, আমরা দুজনে মানে আমি আর আমার বন্ধু ওয়াটসন সাতটার সময় 'কপার' বীচেস'-এ উপস্থিত হবো। আর তোমার কাছ থেকে যখন জানলাম রুক্যাসল্‌রা থাকবেন না, আর মনে হয় টলারও তখন মদে চুর হয়ে থাকবে। শুধু তোমাকে টলারের স্ত্রীকে যে কোনো আছিলায় মদের ভাঁড়ারে পাঠিয়ে চাবি বন্ধ করতে পারলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে। এটা তুমি নিশ্চয়ই পারবে। তখন আমরা সমস্ত ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করে দেখবো। মনে হচ্ছে, তোমাকে এখানে কারো ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যেই আনা হয়েছে। আসল লোক ঐ ঘরে বন্দী। আর ঐ বন্দিনী যে ওঁর সেই মেয়ে অ্যালিস রুক্যাসল, এ বিষয়েও আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। এখন আমার কাছে নিঃসন্দেহ যে, আরো প্রকারে এমন কি চুলের রঙে পর্যন্ত তার সঙ্গে মিল থাকাতেই তোমায় নির্বাচন করা হয়। তার চুল কেটে ফেলা হয়েছে, ফলে তোমাকেও চুল বিসর্জন দিতে হলো। রাস্তার সেই লোকটি নিঃসন্দেহে তার কোনো বন্ধু। বাক্‌দত্তাও হতে পারে। তোমাকে দেখতে অ্যালিসের মতো, তোমার গায়েও তার পোশাক। তোমায় দেখে, তোমায় হাসতে দেখে এবং পরে তোমার ইশারা পেয়ে লোকটির মনে হয়েছে যে, অ্যালিস সুখেই আছে এবং ওর দিক থেকে খোঁজ খবর নেবার বিশেষ দরকার নেই। রাতের বেলা যাতে কোনোরকম যোগাযোগড় ঘটাতে না পারে সেইজন্যে কুকুরটাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। তবে আমাদের প্রতিপক্ষ খুব ধূর্ত। তবে রহস্যভেদ করতে আর বেশি দেরি হবে না। চলি,—সাতটার সময় দেখা হবে।

হোম্‌স্‌রা যথাসময়ে ঘোড়ার গাড়িটাকে পথের ধারে এক সরাইখানায় রেখে 'কপার-বিচেস'-এ হাজির হলেন। নিচের দিকে একটা দুমদাম আওয়াজ হতেই মিস্ হান্টার বলল—ও কিছু না টলারের বৌ ও ঘরে বন্দি। আর ওর স্বামীটা রান্নাঘরে কম্বলের ওপর পড়ে মদে চুর হয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

সবাই সিঁড়ি ভেঙে উঠে হান্টারের হাত থেকে চাবি নিয়ে হোম্‌স্ দরোজার তালা খুললেন। তারপর গলিপথ দিয়ে তার পেছন পেছন গিয়ে অবশেষে হান্টার বর্ণিত অবরুদ্ধ দরজার সামনে হাজির হলেন, হোম্‌স্ দড়িটা কেটে সরালেন। তারপর বিভিন্ন চাবি লাগিয়েও তালা খুলতে পারলেন না। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে হোম্‌সের মুখ অন্ধকার হয়ে এল।

www.pathagar.com

হোম্স্ বললেন, আমার বিশ্বাস আমাদের খুব দেরি হয় নি। মনে হয়, মিস্ হান্টার, তোমাকে ছেড়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এসো ওয়াটসন, দুজনে মিলে কাঁধ লাগিয়ে দেখি ঢুকে পড়তে পারা যায় কিনা। দরোজাটা ছিল জরাজীর্ণ আমাদের সম্মিলিত চাপে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ল। কিন্তু ঘর জনশূন্য। ছোট একটা খড়ের গদিওয়ালা খাটে ভেঙে পড়ল। কিন্তু ঘর জনশূন্য। ছোট একটা খড়ের গদিওয়ালা খাটে একটা ছোট্ট টেবিল, আর একবাক্স জামাকাপড় ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই। স্কাইলাইটটা খোলা। বন্দিনী উধাও।

হোম্স্ বললেন, একটা কিছু ঘটে গেছে। মিস্ হান্টারের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেই বোধহয় বন্দিনীকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

আমি বললাম, কিন্তু পালাল কেমন করে?

হোম্স্ বললেন,—ঐ স্কাইলাইট দিয়ে। কিভাবে কী করল তা এখনই বোঝা যাবে। বলেই তিনি এক ঝোঁকে ছাদে গিয়ে উঠলেন। এই দেখ একটা দড়ির হালকা সিঁড়ি ঝুলছে। এরই সাহায্যে পালিয়েছে। সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি—হোম্স্ কান খাড়া করে শুনে বললেন,—শব্দটা সম্ভবত রুক্যাসেলের পায়ের—আমার মনে হয়, ওয়াটসন, পিস্তলটা বাগিয়ে রাখাই ভালো হবে।

হোম্সের কথা শেষ হতে না হতেই দোরগোড়ায় এক মোটাসোটা, লম্বা চওড়া পুরুষকে দেখা গেল। তার হাতে একটা ভারী লাঠি। তাকে দেখতে পেয়েই মিস্ হান্টার চিৎকার করে দেওয়ালের গায়ে গিয়ে লেপটে দাঁড়াল। হোম্স্ কিন্তু একলাফে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, শয়তান, বল্ তোর মেয়ে কোথায়?

রুক্যাসল্ একবার চারিদিক দেখে নিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, ওরে চোর, গোয়েন্দার দল! আমি তোদের ধরে ফেলেছি! তোরা এখন সম্পূর্ণ আমার মুঠোর মধ্যে! দাঁড়া তোদের মজা দেখাচ্ছি! বলে সে হৈ হৈ করে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে গেল।

মিস্ হান্টার বললো—নিশ্চয় ও কুকুর আনতে এলো।

ওয়াটসন বললেন, ভয় নেই আমার হাতেও রিভলভার আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে হলঘরে পৌঁছুতেই ডালকুত্তার গর্জন কানে এলো। আর পরক্ষণেই উদ্বেগজনক আওয়াজ মেশানো এক ভয়াবহ আর্ত চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

হোম্স্ আর ওয়াটসন বাড়িটার মোড় ঘুরে দৌড়ে গিয়ে দেখলেন,—মি. রুক্যাসল্ মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে আর মোচড় খাচ্ছে। আর ক্ষুধার্ত পশুটা তার গলা কামড়ে ধরেছে। ওয়াসটন দৌড়ে গিয়ে গুলি মেরে কুকুরটার মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিলেন। বহু কষ্টে জন্তুটার কামড় ছাড়িয়ে রুক্যাসলকে টেনে বার করে ভিতরে আনা হলো। গলাটা তার ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

এমন সময় টলারের স্ত্রী ছাড়া পেয়ে সেখানে এসে বললো, সব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছাড়া থাকলে অনেক আগেই সব বলতে পারতাম। পুলিশ হাঙ্গামা হলে জেনে রাখবেন আমি আপনাদের বন্ধুর পক্ষেই আছি, আর মিস্ অ্যালিসেরও বন্ধু ছিলাম আমি। কিন্তু সে এতো ধীর স্থির আর শান্ত যে, কক্ষনো কিছু মুখে বলতো না। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় সে মনে মনে খুব আঘাত পেয়েছিল।

মি. রুক্যাসল্ জানতেন, অ্যালিসের দিক থেকে আর সম্পত্তি ব্যাপারে ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু যখন তার স্বামী হবার সম্ভাবনা দেখা দিল, সুতরাং যে কোনো সময়েই সে আইন অনুযায়ী সব কিছুই দাবী করতে পারে। তখনই তার বাবা এ ব্যাপারে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। তিনি ওকে দিয়ে একটা কাগজ সই করিয়ে নিতে চাইলেন যার ফলে ও বিয়ে করুক আর নাই করুক তিনি ইচ্ছেমতো ওর টাকাকড়ি খরচ করবার অধিকার পেতে পারতেন। ও কিছুতেই রাজি হলো না। উনি কিন্তু ওকে এতো জ্বালাতন করতে লাগলেন যে অ্যালিসের খুবই মাথার যন্ত্রণা হতে থাকলো। জ্বরী হলো। দেড় মাস দরে যমের মানুষে টানাটানি। ক্রমে সে সুস্থ হয়ে উঠল বটে কিন্তু একেবারে অস্থিকঙ্কালসার হয়ে গেল। ওর চমৎকার চুলের গোছাও

www.pathagar.com

কেটে ফেলতে হলো।

হোম্‌স্ বললেন, বাকিটা আমি বলে দিচ্ছি। এর পরেই মি. রুক্যাসল্ এমনিভাবে তাকে বন্দী করলেন?

টলারের স্ত্রী বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর নাছোড়বান্দা মি. ফাউলারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে মিস্ হান্টারকে আমদানী করা হলো। কিন্তু মি. ফাউলার হাল ছাড়লেন না। আমার স্বামীর মদের জন্যে ঢালাও পয়সা দিতেন। আর আমিই অ্যালিসকে দড়ি মই জুগিয়ে পালাতে সাহায্য করেছি।

হোম্‌স্ বললেন—মিসেস্ টলার তোমার কথায় সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তোমাকে ধন্যবাদ।

চলো ওয়াটসন, মিস্ হান্টারকে নিয়ে আমরা উইঞ্চেস্টারে ফিরে যাই।

কমলালেবুর পাঁচটা বিচি

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিক। প্রাকৃতিক তাণ্ডবলীলা দিনরাত্রি অবিরামভাবে চলেছে। জনজীবন বিপর্যস্ত। যতো সন্ধ্যা এগিয়ে এল, ঝড় আরো জোরে গর্জন করে এল।

চুল্লির একধারে বসেছিলেন শার্লক হোম্‌স্। মেজাজটা তার খিচড়ে রয়েছে। ওয়াটসনের স্ত্রী তার মায়ের কাছে বেড়াতে যাওয়ায়, ওয়াটসন কয়েকদিন দরেই বেকার স্ট্রিটে হোম্‌সের কাছে থাকছেন।

হঠাৎ শার্লক হোম্‌সের ফ্ল্যাটের দরোজায় কলিং বেলের শব্দ—ওয়াটসন ও শার্লক হোম্‌স্ দুজনেই অবাক। এই দুর্যোগের রাতে কে আবার এল।

একটু পরেই বছর বাইশ বয়েসের এক যুবক। শার্লক হোম্‌সের বসবার ঘরে ঢুকল। দেহের বর্ষাতি ও হাতের ছাতা জলে ভিজে জল ঝরছে। তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে। সাংঘাতিক বিপদগ্রস্ত না হলে এই বিপদ নিয়ে কেউ বাড়ির বাইরে বার হয় না।

যুবকটি সসঙ্কোচে বলে—অসময়ে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি। হোম্‌স্ সে কথায় কর্ণপাত না করে, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং যুবকটির ভিজে ছাতা ও বর্ষাতি ঘরের হ্যাঙারে টাঙ্গিয়ে দেয়। শুধু হোম্‌স্, যুবকটিকে একটিই প্রশ্ন করেন—আপনি নিশ্চয়ই দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আসছেন?

যুবকটি সসঙ্কোচে জবাব দেয়, আজ্ঞে হ্যাঁ, হর্সহ্যাম থেকে আসছি। হোম্‌স্ বললেন আপনার জুতোর ডগায় যেভাবে খড়ি ও মাটি মিশে আছে তাতে আপনার আগমনের জায়গা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবার বলুন—আচ্ছা, একটু আগুনের দিকে এগিয়ে বসুন—হ্যাঁ, এবার বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

যুবকটি নিজের নাম জন ওপেন-শ বলে পরিচয় দেয়। তার এখানে আসার কারণ জানাবার আগে নিজেদের পরিবারের পরিচয় দিতে শুরু করলো—জন ওপনে-শ-এর ঠাকুদার দুই ছেলে ছিল। জোসেফ হলো জন ওপেন-শ-এর বাবা। এলিয়াস হলো তার কাকা। ঠাকুর্দার কভেনট্রিতে একটা কারখান ছিল। সে কারখানা বাবার হাতে পড়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তাতে বিস্তর লাভ হ'তে থাকে।

এ অবস্থায় মোটা টাকায় কারখানাটা বিক্রি করে বাবা ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করে।

আমার কাকা এলিয়াসম অল্প বয়সে আমেরিকার ফ্লোরিডার চলে গেছিলেন। সেখানে কৃষিকাজ করে বেশ পয়সা করেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি জ্যাকসনের বাহিনীতে যোগদান করেন। পরে হুড়ের অধীনেও লড়াই করেন এবং শেষ পর্যন্ত কর্নেল-এর পদ পেয়েছিলেন। ১৮৬৯ কি ৭০ সালে তিনি যুদ্ধের পর ফিরে হর্সহ্যামের কাছে সাসেক্সে ছোটোখাটো বেশ কিছু জমি কেনেন। চাষবাস করে ভালো পয়সা উপার্জন করেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই অদ্ভুত প্রকৃতির। যেমন ছিলেন হিংস্র, তেমনি ছিলেন রগচটা। একবার রেগে গেলে যাকে তাকে যা খুশি বলে দিতেন। তিনি অসামাজিকও ছিলেন। কারও সাথে মিশতেন না। এমনকি,

www.pathagar.com

শহরে পর্যন্ত যেতেন না। একটা বিরাট বাগানের মধ্যে তার বাড়ি ছিল। বাগানের চারিদিকে ছিল ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠে তিনি বেড়াতেন আর ব্যায়াম করতেন প্রচুর পরিমাণে ব্রাণ্ডি ও ধূমপান করতেন। লোকজন, এমনকি নিজের দাদা বা আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গেও দেখা করতো না।

আমার ভাগ্য ভালো, তাই তিনি আমাকে বেশ পছন্দ করতেন এবং আমাকে তার কাছে রেখেছিলেন। ষোল বছর বয়সেই সংসারের দায়িত্ব আর ব্যবসা পত্তরের দায়িত্ব আমাকে দিয়ে কাকা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তার শান্তি ব্যাঘাত না করে আমার যেখানে খুশি যাবার অধিকার ছিল। ছিল না শুধু ছাদের ওপর একটা চিলে কোঠায় যাবার। সে ঘরটা সবসময় তালা দেওয়া থাকতো। কারও সেখানে ঢোকার অধিকার ছিল না।

১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের হঠাৎ একদিন একটা এনভেলাপ্ কাকার নামে আসে। ডাকঘরের ছাপ দেখে দেখি, চিঠিটা ভারতবর্ষের পণ্ডিচেরী থেকে এসেছে। কাকা তো কারও সঙ্গে মেশেন না। যার যা পাওনা গণ্ডা তা নগদ টাকায় শোধ করে দেন। তাকে এতোদূর থেকে কেইই বা চিঠি লিখতে পারে!

নানারকম কৌতূহল মনে চেপে রেখে এানভেলাপটা কাকাকে দিই। কাকা চিঠিটা পেয়ে যে খুশি হয়নি তা তার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম। চিঠিটায় ডাকঘরের ছাপ দেখে কাকার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। এনভেলাপটা ছিঁড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এন্ভেলাপটার ভেতর থেকে পাঁচটা কমলালেবুর বিচি টেবিলের ওপর সশব্দে পড়ে। এনভেলাপের ভেতরে কোনো চিঠি নেই। শুধুমাত্র যেখানে আঠা লাগাবার জায়গা সেখানের কিছু নিচে লাল কালি দিয়ে তিন বার লেখা—K.K.K। অস্ফুট স্বরে তার গলা থেকে শোনা গেল হায় ঈশ্বর! এবার আমার সমস্ত দুষ্কর্ম আমাকে গ্রাস করতে আসছে!

কিছু বুঝতে না পেরে, ব্যাপারটা জানার জন্যে কাকাকে প্রশ্ন করলে কাকা বললেন—বিপদ তার বাড়ির দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে। কথা বলতে বলতে কাকা টলতে টলতে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েন। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমনসময় দেখি কাকা একটা মরচে ধরা পুরোনো তালার চাবি ও একটা ছোট পেতলের বাক্স নিয়ে চিলে কোঠা থেকে নেমে আসছেন।

আমাকে সামনে দেখে কাকা আপন মনে বলে ওঠেন, ওরা যা খুশি করুক, আমি বাজিমাৎ করবোই। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কাকা বললো,—মেরিকে বলো, আজকে আমার ঘরে আগুন জ্বালাতে হবে। আর হর্সহ্যামের উকিল ফোর্ড হ্যামের কাছে লোক পাঠাও। তার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।

কাকার সব আদেশই আমি পালন করি। তাই এ আদেশও পালন করলাম। যথাসময়েই উকিলবাবু এলেন। কাকা আমাকে ডাকলেন সে সময়। ঘরে গিয়ে দেখি, ঘরে ফায়ার প্লেসের আগুনে কিছু কাগজ পোড়ানো হয়েছে। ফায়ার প্লেসের পাশে কাকার হাতে দেখা সেই পেতলের ছোট বাক্সটা পড়ে আছে দেখলাম।

আমাকে দেখে কাকা আমাকে তার কাছে নিয়ে বসে বলে—আমি চাই আমার সমস্ত বয়স সম্পত্তি তোমার বাবার নামে উইল করে দিতে। অবশ্য তোমার বাবার অবর্তমানে সেই সম্পত্তি তুমিই পাবে। তবে এখন তোমার কাজ হলো, তুমি এই উইলের সাক্ষী হবে।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই যে, এ সম্পত্তি ভোগ দখল করাকালীন যদি কোনো ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হও, সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার যদি কোনো পথ না থাকে, তাহলে নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে বিষয়-আশয় শত্রুদের দিয়ে দিও। অযথা জীবনের ঝুঁকি নিও না। অবশ্য ও জাতীয় সম্পত্তির অংশীদার করতে আমারও খারাপ লাগছে। তবে আমি নিরুপায়। আর শোনো উকিলবাবুর করা উইলে যেখানে যেখানে সই করার প্রয়োজন আছে, সেখানে সেখানে উকিলবাবুর কথামতো তুমি সই করে দাও।

এরপর নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন মি. হোম্স্ যে আমার মনের অবস্থাটা কিরকম?

www.pathagar.com

অনেক চিন্তা ভাবনা করেও কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এই বিপদ থেকে কাকাকে কিভাবে মুক্ত করবো? সেদিনের পর থেকে কাকা আরও বেশি করে মানুষজনের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখেন। অধিকাংশ সময় নিজের ঘরের ভেতরে তালা চাবি লাগিয়ে শুয়ে বসে থাকেন মাত্রা ছাড়া মদে চুর হয়ে।

এক একদিন দেখেছি, নেশা কিংবা মানসিক যন্ত্রণার বশে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে, হাতে খোলা রিভালভার নিয়ে বাগানে ছুটে বেড়াতে। বিড়বিড় করে বলতে, আমি কাউকে কেয়ার করি না। কেউ যদি ভেবে থাকে আমি ভয় পেয়েছি, তাহলে সে ভুল করবে। আমি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকার মানুষ নই। স্বয়ং শয়তানও আমাকে কায়দা করতে পারবে না। উত্তেজনা প্রশমিত হলে, সে আগের মতো ছুটে নিজের ঘরে ঢুকত। ভেতর থেকে ঘরের দরোজা বন্ধ করতো। কোনো সাড়াশব্দ ঘরের ভেতর থেকে বেরুত না।

এরপরের ঘটনা অতিসংক্ষেপ। একদিন রাতে কাকা মত্ত অবস্থায় উত্তেজনা বশে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ছুট্‌তে বাগানের দিকে যায়। আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাড়ির চাকর-বাকরদের নিয়ে কাকাকে খুঁজতে বাগানে যাই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাত্র দু-ফুট গভীর একটা ছোটো ডোবার মধ্যে কাকাকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখি। দেহে কোনো আঘাত বা ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন ছিল না। বিচারে যদিও বিচারপতি কাকার অদ্ভুত আচরণের ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলে রায় দিলেন, তবু আমি মনে-প্রাণে ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলে রায় দিলেন, তবু আমি মনে-প্রাণে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলাম না।

উইলের বয়ান অনুযায়ী আমার বাবা বিষয় সম্পত্তি পায়। এবার মি. হোম্‌স্ একটু নড়ে চড়ে বসলেন, বললেন—আচ্ছা মি. শ' কতোদিনের পর আপনার কাকা মারা যান?

শ' বললো, চিঠিটা এসেছিল ১৮৮৩ সালের ১০ই মার্চ। আর ঠিক সাত সপ্তাহ পরে ২রা মে রাতে ঘটনা ঘটে।

বেশ, তারপর কী হল? হোম্‌স্ বেশ মনোযোগ দিয়ে প্রশ্ন করেন।

শ' আবার শুরু করলো। তারপরের ঘটনা হলো, বাবা সম্পত্তির মালিক হবার পর আমারই অনুরোধে কাকার সেই চিলেকোঠার দরোজা খোলা হল। ঘরে সেই আগের পেতলের বাক্সটা পাওয়া গেল। কিন্তু তার ভেতরে কোনো কাগজপত্তর পাওয়া যায়নি। বাক্সটার ডালায় শুধু তিনবার 'K' লেখা আছে। আমার মনে হয় কাকা জীবিত অবস্থায় বাক্সের কাগজগুলো নিশ্চয়ই ফায়ার প্লেসে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। পেতেলের বাক্স ছাড়া আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি চিলেকোঠায়। আর যা পাওয়া গেছে, তা হলো, কাকার যুদ্ধে থাকাকালীন ডায়েরি ও ছেঁড়া কাগজপত্র।

১৮৮৫ সালের 8 জানুয়ারির পর একদিন বাবার হাতে আগের মতো একটা এনভেলাপ আসে তার ভেতরে আগের মতোই পাঁচটা কমলালেবুর বিচি খাম খুলতেই মেঝেয় ছিট্‌কে পড়ে। এনভেলাপের আঠা লাগানো জায়গায় নিচে তিনবার K.K.K. শব্দ লাল কালি দিয়ে লেখা। কাকার ঘটনাটা বাবা বিশ্বাস করে। কাজেই ব্যাপারটা বুজরুকি ও নেহাৎ ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি।

এনভেলাপের মধ্যে লাল কালি দিয়ে লেখা তিনবার K দেখে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। K লেখার নিচেই দেখতে পাই, লেখা আছে, কাগজপত্র সূর্য ঘড়ির ওপর রেখে দিও।

সূর্য ঘড়ি ও কাকার পুড়িয়ে ফেলা কাগজপত্রের কথা সবিস্তারে বাবাকে বলি। বাবা এবার মনে মনে সাহস পায়। বাবা ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলো না।

আমি কিন্তু বাবার মতো ব্যাপারটাকে লঘু করে দেখতে পারি না। পুলিশের সাহায্যের কথা বলি। বাবা রাজি হয় না।

চিঠি পাবার দিন তিনেক পরে বাবা তার বন্ধু মেজর ফ্রিবডির সঙ্গে পোর্টডাউন হিলের দুর্গে দেখা করতে রওনা হয়। আমি মনে মনে শান্তি পাই, কারণ এরকম পরিস্থিতিতে বাবা

www.pathagar.com

যতোই এখান থেকে দূরে থাকে ততোই মঙ্গল।

আমার অনুমান কিন্তু ঠিক হল না। বাবা পোর্টডাউন হিলের দুর্গে রওনা হবার দ্বিতীয় দিন পরেই মেজর ফ্রিবডি আমাকে টেলিগ্রাম পাঠায়। টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র আমি যেন পোর্টডাউন হিলের দুর্গে পৌঁছোই! সেখানে পৌঁছে জানতে পারি যে, পোর্টডাউন হিলের এলোমেলো কোনো একটা পাথরের ফাঁদে পড়ে বাবার মাথাটা থেঁৎলে গেছে। এখনও তার শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে, কখন কী হয় বলা যায়না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না এইসব ঘটনার প্রবৃত তথ্য। বাবা মারা গেলেন। ফলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'লাম আমি।

বাবার মৃত্যুর পর দু-বছর কেটে গেছে। সেরকম কোনো বিপদের আভাস আর পাই নি। ভাবলাম, আমাদের বংশের দুজনের প্রাণ নিয়ে বোধ হয় আমাদের বংশের কালিমা ঘুচে গেছে। আর কোনো বিপদ আসার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু গতকাল আমার নামে ঠিক সেরকমই একটা এনভেলাপ এসেছে।

ওপেন-শ' পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে এবং এনভেলাপের ভেতর থেকে কমলালেবুর পাঁচটা বিচি হোম্‌স্-এর টেবিলের ওপর রাখে।

খামের ভেতরে তিনবার K লেখাটার নিচে লেখা 'কাগজগুলো সূর্যঘড়ির ওপর রেখে দিও'। শ' লেখাটা হোম্‌স্‌কে দেখিয়ে বলে, কাকা ও বাবার মতো আমার জীবনও শেষ হয়ে এসেছে। কি যে করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ভীষণ অসহায় বোধ করছি। পুলিশের কাছে গেছিলাম। পুলিশ ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিল। পুলিশ মন্তব্য করলো কাকা ও বাবার মৃত্যু আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই মৃত্যুর সঙ্গে এ জাতীয় হাস্যকর চিঠির কোনো সম্বন্ধ নেই।

পুলিশের মন্তব্য শুনে শার্লক হোম্‌স্ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলেন—পুলিশের কাছেই যখন গেছেন, তখন আমার কাছে কেন? এতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। অনেক আগেই আমাদের কাজ শুরু করা উচিত ছিল। আচ্ছা, মি. শ', এমন কোনো সামান্য খুঁটিনাটি প্রমাণ আছে যার সূত্রে আমরা এগোতে পারি?

জন ওপেন-শ নিজে পকেট হাতড়ে একটা নীল রং-এর কাগজ বের করে হোমসের টেবিলে রেখে বলে, কাকা যেসব কাগজ পুড়িয়ে ছিল, সেগুলোর ভেতর থেকে প্রায় অক্ষত অবস্থায় এ কাগজটা আমি পেয়েছিলাম। অবশ্য কাগজের লেখাটা আমার কাকার বলে আমার ধারণা।

জন ওপেন-শ'র হাত থেকে নীল কাগজটা হোম্‌স্ নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন। তাতে লেখা আছে, ৪ মার্চ হাডসন এসেছিল। সেই একই মত। ৭ ম্যাকাউলি, প্যারামোর আর সেন্ট আগাস্টিনের সোয়েন বিচি পাঠানো হলো। ৯ই ম্যাকাউলি সরে গেছে। ১০ জুন সোয়েন সরে গেছে। ১২ই প্যারামোরকে দেখতে গেছিলাম, সব ঠিক আছে।

ধন্যবাদ। হোমস কাগজটা ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, কিছুতেই আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করব না। আপনি আমাকে যা যা করলেন, তা আলোচনা করার সময়টুকুও পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই। এক্ষুনি আপনাকে বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজে লাগতে হবে। বাড়িতে ফিরে সেই পেতলের বাক্সটার ভেতরে এই কাগজটা রাখতে হবে। সঙ্গে একটা চিঠি লিখবেন যে, এ কাগজটা ছাড়া বাকি কাগজ আপনার কাকা পুড়িয়ে ফেলেছে। অবশ্য কথাগুলো এমন কায়দা করে লিখবেন যে, যাকে লিখছেন তিনি যেন বিশ্বাস করনে। তারপর পেতলের বাক্সটা সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে আসতে হবে।

জন ওপেন শ' হোম্‌সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রচণ্ড জলঝড়ের মধ্যে রাস্তায় নেমে পড়ে।

আর শার্লক হোম্‌স্ বইয়ের তাক থেকে 'K' শব্দ বিশিষ্ট বইটি নিয়ে আপন মনে বলতে থাকে, প্রথম চিঠি এসেছিল ভারতের পণ্ডিচেরী থেকে। দ্বিতীয় চিঠি ডাণ্ডি থেকে। তৃতীয় চিঠি এল, পূর্ব লণ্ডন থেকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে। তারাই বিভিন্ন জায়গায় দলের পরিকল্পনা মতো

www.pathagar.com

কাজ করে বেড়াচ্ছে।

কথা বলতে বলতে হোম্‌স্ হঠাৎ চুপ্ হয়ে গেলেন। বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করে কিছুক্ষণ বাদে, ওয়াটসনকে বললেন—আচ্ছা ওয়াটসন, তুমি কি কখনও 'কু-ক্লু-ক্স-ক্ল্যান্'-এর নাম শোনোনি?

ওয়াটসন বললেন, কই না তো!

শার্লক হোম্‌স্ বইয়ের পাতায় দৃষ্টি স্থির রেখে বলে, বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই সংস্থার নাম রাখা হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গৃহযুদ্ধের পর। এর মধ্যে অধিকাংশ সদস্যই হলো প্রাক্তন সৈনিক। ক্রমে এদের শাখা টেনেসি, লুই সিয়ানা, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনা, জর্জিয়া ও ফ্লোরিডা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক মতাবলম্বী মানুষদের আশা চরিতার্থ করা। এদের মতের বিরুদ্ধে যারা যেতো তাদের একমাত্র শাস্তি হতো মৃত্যু। অবশ্য কঠিন শাস্তি দেবার আগে এরা অদ্ভুতভাবে চিহ্নিত ব্যক্তিকে সজাগ করে দিতো। কখনও তারা পাঁচটি কমলালেবু পাঠাতো, কখনো বা ওক গাছের পাতা পাঠাতো। তা না হলে গোটা কয়েক তরমুজের বিচি পাঠাতো।

এদের দ্বারা চিহ্নিত ব্যক্তি যদি চতুর হতো, তাহলে সে দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও আত্মগোপন করে জীবন বাঁচাতো। যারা গোঁয়ার প্রকৃতির, তারা কিছুতেই এদের হাত থেকে রেহাই পেতো না। অবশ্য ১৮৬৯ সালে হঠাৎ এ দলটা ভেঙে যায়। এবার লক্ষ্য করার বিষয় হলো, যে সময় জন ওপেন শ'এর কাকা আমেরিকা ছেড়ে আসে, ঠিক সে সময়েই এই দলটা ভেঙে যায়। আর কিছু সংস্থার মূল্যবান কাগজপত্র জন ওপেন শ-এর কাকার পক্ষে সরিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। সে কারণেই এদের বংশের ওপরে কালো ছায়া নেমে এসেছে।

পরের দিন সকালে ওয়াটসনের আগেই হোম্‌স্ প্রাতঃরাশ সারতে সারতে বললেন—আজ সারাদিন জন ওপেন শ-এর কেসটা নিয়ে দৌড় ঝাঁপ করতে হবে, কাজেই একটু বেশী এর খেয়েই নিচ্ছি। শার্লক হোম্‌স্ যখন কফিতে শেষ চুমুক দিচ্ছিলেন তখন ওয়াটসন খবরের কাগজটা হোম্‌সের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন,—জন ওপেন-শ' আর ইহজগতে নেই। হোম্‌স্ একটানে কাগজটা নিয়ে বেশ জোরে জোরে পড়তে থাকে—'গতকাল রাত ৯টা থেকে দশটার মধ্যে এইচ ডিভিশনের পুলিশ কনস্টেবল কুক ওয়াটারলু ব্রিজের কাছে পাহারা থাকাকালীন হঠাৎ একটা আর্তনাদ ও জলে কিছু পড়ার শব্দ শুনতে পায়। প্রচণ্ড ঝোড়া আবহাওয়া ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের জন্যে প্রথমে সঠিকভাবে কিছু বুঝতে পারে না পুলিশটি। তবে রাস্তার জনা কয়েক পথচারীকে নিয়ে জলে পড়ে যাওয়া বিপদসূচক ঘন্টা বাজায়। পরে জলপুলিশ নদী থেকে একটি যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। তার পকেট থেকে একটা কার্ডে তার নাম জন ওপেন শ' বলে জানা যায়। নদীর পাড় দিয়ে তাড়াহুড়ো করে ট্রেন ধরতে যাবার সময় হয়তো সে পা হড়কে জলে পড়ে যায়। ফলে, তার মৃত্যু হয়।

কাগজের সংবাদটুকু পড়া শেষ করে হোম্‌স্ অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। অস্থিরভাবে পায়চারী করে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, একটি অসহায় যুবককে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার বদলা আমি নেবই। কিছুতেই ওরা আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে হোম্‌স্ নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে প্রায় ছুটে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায়।

ওয়াটসন সারাদিন ডাক্তারি করা শেষ করে সন্ধ্যেবেলা হোম্‌সের বেকার স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে আসেন। তখনও পর্যন্ত হোম্‌স্ ফেরেনি। তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ওয়াটসন।

রাত প্রায় দশটা নাগাদ বিবর্ণ ও বিধ্বস্ত অবস্থায় সে ফিরে আসে। কোনো কথা না বলে প্রথমে আলমারি খুলে একটা রুটি ভালো করে জলে ভিজিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দেয়। গোগ্রাসে গিলতে থাকে।

ওয়াটসনের কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে হোম্‌সের খেয়াল হয়, তিনি বলেন, সকালে খাবার পর

www.pathagar.com

সারাদিন আর পেটে কিছু পড়েনি। সমস্ত দিন পায়ে চাকা বেঁধে ঘুরতে হয়েছে।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন,—কতোটা এগোল?

হোম্‌স্ বললেন—শয়তানগুলো প্রায় সকলেই হাতের মুঠোয় এসেছে, এবার আস্তে আস্তে অসহায় জন ওপেন শ-এর হত্যার প্রতিশোধ নেবো। কথা বলতে বলতো হোম্‌স্ আলমারি থেকে একটা গোটা কমলালেবু বার করে। সেই কমলালেবুটা ছাড়িয়ে তার ভেতর থেকে বিচিগুলো বার করে ফেলে। আর ঐ বিচিগুলোর মধ্যে থেকে হৃষ্টপুষ্ট পাঁচটা বিচি একটা খামে রাখে। খামের ভেতরের ভাঁজে "তে, কা-কে, শা, হো" শব্দকয়টি লিখে আঠা দিয়ে খামটা বন্ধ করে দেয়। খামের ওপরে ঠিকানা হিসেবে লেখে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ কালহাউন, লোনস্টার জাহাজ, স্যাভানা, জর্জিয়া।

খামটা ঠিকঠাক করে হোম্‌স্ একটু মুচকি হেসে বলেন এ চিঠিটা নাটের গুরুর হাতে পড়লে জন ওপেন শ'র মতো তারও রাতের ঘুম ছুটে যাবে। তারপর ও আসবে হাতের মুঠোয়। আর তারপরের লোকগুলোকে হাত করতে সময় লাগবে না।

এরপর শার্লক হোম্‌স্ জাহাজ ঘাটায় খবর নিতে ব্যস্ত থাকেন। অ্যালবার্ট ডাক থেকে খবর আসে সকালে জোয়ারের সময় "লোন স্টার" জাহাজ স্যাভানায় চলে গেছে। গ্রেভসেন্ড থেকে খবর আসে যে, অল্প সময় আগে "লোন স্টার" জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেছে... তারপরই 'লোন স্টারে'র আর কোনো খবর বন্দর থেকে পাওয়া যায় না। কারণ নিরক্ষরেখার ওপরে এমন ঝড়ের প্রকোপ বাড়ে যে অনেক জাহাজই হারিয়ে যায়। বেশ কিছুদিন পরে অতলান্তিক মহাসাগরের কিছু দূরে একটা ভাঙাচোরা জাহাজের হালের কাঠামো জলের ওপরে ভাসতে দেখা যায়। সেই হালের কাঠের ওপরে 'এল এস' অর্থাৎ 'লোন স্টার' নাম খোদাই করা ছিল।

এর চেয়ে বেশি আর কোনো সংবাদ শার্লক হোমস শেষপর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেন নি।

রক্তকেশ সঙ্ঘ

ওয়াটসন ঘরে ঢুকতেই, হোম্‌স্ যে ভদ্রলোকের কথা এতোক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন, তা থামিয়ে দিযে রক্তকেশী ভদ্রলোককে অনুরোধ করলেন—মি. জাবেজ উইলসন, দয়া করে আপনার কাহিনী আবার প্রথম থেকে বলা শুরু করুন। আমার বন্ধু ড. ওয়াটসন গোড়ার দিকটা শোনেননি বলেই যে একথা বলছি তা নয়, কাহিনীটা এতোই আশ্চর্য যে আপনার কাছ থেকে এর প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত শোনার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে পড়েছি। আর আমার বন্ধু ড. ওয়াটসন-এর সাহায্য ও সহযোগিতায় আমি অনেক মামলায় যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেছি। আপনার এই ব্যাপারেও নিশ্চয়ই ইনি আমায় প্রচুর সাহায্য করতে পারবেন।

মি. উইলসন তখন কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা নোংরা কোঁকড়ানো খবরের কাগজ বার করলেন। কাগজটা হাঁটুর ওপর সমান করে ফেলে মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি বিজ্ঞাপনের স্তম্ভগুলো দেখতে লাগলেন, আর এই সুযোগে ওয়াটসন ভদ্রলোককে লক্ষ্য করলেন এবং বন্ধুর ধরনে তাঁর পোশাক ও আকৃতি থেকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিলেন।

হোম্‌সের চঞ্চল দৃষ্টিও ওয়াটসনের মতো বিশ্লেষণের ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠল। ওয়াটসনের সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করে একটু হেসে তিনি মাথা নেড়ে বললেন,—ভদ্রলোক কিছুকাল জনমজুরের কাজ করেছেন, নস্যি নেন, রাজমিস্ত্রির কাজ করেছেন, চীনে ছিলেন, এবং বর্তমানে প্রচুর লেখালেখির কাজ করছেন।

চমকে উঠলেন, মি. উইলসন। তর্জনী কাগজটায়, কিন্তু তাঁর চোক তখন হোম্‌সের ওপর নিবদ্ধ। বললেন, কী করে আপনি এতো সব কথা জানতে পারলেন হোম্‌স্?

হোম্‌স্ মৃদু হেসে বললেন, আপনার হাতই সব বলে দিচ্ছে। আপনার ডানহাতটা বাঁহাতের চেয়ে এক সাইজের বড়। এ হাতে আপনি বেশী কাজ করেছেন বলেই এ হাতের মাংসপেশীগুলো বেশী পুষ্ট। আপনার নস্যি নেওয়া বা রাজমিস্ত্রির কাজের কথা বলে আপনাকে

www.pathagar.com

লজ্জা দিতে চাই না। বিশেষ এই কারণে যে, আপনার সমিতির কড়া নিষেধ সত্ত্বেও আপনি ঐ ধরনের ব্রেস্ট-পিন ব্যবহার করে থাকেন।

মি. উইলসন বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম বটে, আচ্ছা, আ লেখালেখির ব্যাপারটা?

হোম্‌স্ বললেন,—আপনার জামার ডান হাতাটার নীচের দিকের পাঁচ ইঞ্চি অতো চকচকে আর বাঁ হাতটার কনুইয়ের কাছটা যেটা ডেস্কের ওপর ভর করে থাকে সেখানকার ঐ কালো দাগ!

মি. উইলসন আশ্চর্য হয়ে বললেন,—আর চীন দেশ?

মি. হোমস্ বললেন, আপনার ডান কব্জির ঠিক ওপরে যে মাছের টাট্টু আঁকা একমাত্র চীন দেশেই তা সম্ভব। মাছের আঁশে ঐ নরম গোলাপী রঙের কাজ চীনের বৈশিষ্ট্য। তার ওপরে আপনার ঘড়ির চেনের ঐ চীনে মুদ্রাটা ব্যাপারটা আরও সহজ করে দিয়েছে।

হো হো করে জোরে হেসে উঠলেন মি. জাবেজ উইলসন। বললেন, ওঃ এমনটি কখনো ভাবতেই পারিনি।

মি. উইলসন? হোমস্ বললেন,—বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পাচ্ছেন না। হ্যাঁ, পেলাম, বলে তিনি তার মোটা লাল আঙুল দিয়ে স্তম্ভটার মাঝামাঝি একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন—এই নিন। এই থেকেই সমস্ত ব্যাপারটার সূত্রপাত। আপনি নিজেই পড়ুন ড. ওয়াটসন। ওয়াটসন কাগজটা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন—

রক্তকেশ—সঙ্ঘের প্রতি,

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার লেবানন নিবাসী এজেকিয়া হপকিন্সের উইল অনুযায়ী এখন আর একটা পদ খালি হলো। এর ফলে উক্ত সঙ্ঘের এক সদস্যকে নামমাত্র কাজের জন্যে সপ্তাহে চার পাউণ্ড বেতনে বহাল করা হবে। একুশ বৎসরের অধিক সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী যে কোনো রক্তকেশ ব্যক্তি এজন্যে আবেদন জানাতে পারেন। ৭নং পোপ্‌স্ কোর্ট, ফ্লীট স্ট্রীট্—এই ঠিকানায় লীগের অফিসে সোমবার বেলা এগারোটার সময় ডানকান রসের সঙ্গে স-শরীরে সাক্ষাৎ করুন।

মুচকি হেসে হোম্‌স চেয়ারের মধ্যে দুলে দুলে উঠলেন—বললেন, ব্যাপারটাকে নিতান্ত গতানুগতিক বলা চলে কি? মি. উইলসন। এবার একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করুন। আপনার কথা, আপনার পরিবারের কথা বলুন, আর বলুন এই বিজ্ঞাপনের ফলে আপনার আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা। ওয়াটসন, তুমি, কাগজটার নাম আর তারিখটা আগে নোট করে নাও তো?

ওয়াটসন লিখে নিলেন—২৭ এপ্রিল, ১৮৯০ তারিখের মর্নিং ক্রনিক্‌ল। ঠিক দু-মাস আগের তারিখের।

হোম্‌স্ বললেন—বেশ, তারপর কি হলো মি. উইলসন?

উইলসন পুনরায় শুরু করলেন—ঐ তো যা বলছিলাম আরকি—শহরের কাছাকাছি আমার একটা বন্ধকী তেজারতি দোকান আছে। বড়সড় ব্যাপার নয় কিছু এবং আজকাল এ থেকে খরচ কুলিয়ে কিছুই বাঁচাতে পারি না। আগে দুজন কর্মচারী রাখতাম। কিন্তু এখন একজনের বেশী আর রাখতে পারি না। আর সেই একজনকে রাখাও আমার পক্ষে কঠিন হতো যদি এ লোকটা কাজ শেখার জন্যে অর্ধেক মাইনেতে রাজী না হতো। ছেলেটির নাম ভিনসেট স্পলডিং, আর খুব যে অল্প বয়স্ক তাও নয়। ছেলেটি খুব চালাক চতুর না হওয়ায় আমার পক্ষে ভালোই হয়েছে, কারণ আমি জানি আমি ওকে যা দিই তার দ্বিগুণ মাইনের কাজ ও জোগাড় করতে পারে। কিন্তু ও যখন সন্তুষ্ট, আর আপত্তি যখন করছে না, তখন শুধু শুধু কেন খুঁচিয়ে ঘা করবো? আর হ্যাঁ, ওর ফটো তোলার নেশা আছে। আর মাটির নীচের অন্ধকার ঘরে সেই ছবি ডেভালপ করে। এছাড়া কোনো বদ নেশা নেই। সে আর বছর চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে নিয়ে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান আমি শান্তিতেই দিন কাটাই। মেয়েটি রান্না বান্না করে ঝাড়পোঁছের কাজ

www.pathagar.com

করে। মোটামুটি সম্মানের সঙ্গেই কাটাচ্ছিলাম আমি। আজ থেকে ঠিক দু-মাস আগের সমস্যা শুরু হলো ঐ বিজ্ঞাপনটা থেকে। এই যে কাগজটা এটা নিয়ে স্পলডিং অফিসে এলো। বললো, মি. উইলসন, আহা আমার চুলটা যদি লাল হতো? এইতো দেখুন না বিজ্ঞাপনটা, রীতিমতো লাভের চাকরি, আর আমার ধারণা, যতো লোখ ওদের দরকার ততো দরখাস্ত ওরা পাচ্ছে না। চুলের রং যদি পাল্টাতে পারতাম তাহলে দিব্যি চাকরিটা বাগাতে পারতাম।

আমি অবাক হতেই, সে বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—শোনেন নি কখনো রক্তকেশ সঙ্ঘের কথা?

আমি বললাম,—কই না তো!

কী আশ্চর্য স্পলডিং বললো,—আপনি নিজেই যে এক কাজের একজন উপযুক্ত প্রার্থী। বছরে দুশো পাউণ্ডের মতো দেবে। কিন্তু আজ অতি সামান্য, আর এতে করে অন্য কাজেরও অসুবিধা হবে না। যতদূর শুনেছি, এজেকিয়া হপকিন্স। তিনি ছিলেন নিজে লালচুলের আর লালচুলের মানুষের প্রতি তার দারুণ সহানুভূতি। নির্দেশ দিয়ে গেছিলেন, ঐ সম্পত্তির সুদ থেকে লালচুলো মানুষদের যেন সাহায্য করা হয়। শুনেছি মাইনে যেমন চমৎকার আর কাজও তেমনই যৎ সামান্য।

মি. উইলসন বলেছিলেন, কোটি কোটি লালচুলো মানুষরা তো দরখাস্ত করবে?

স্পলডিং বললো—আপনি যতো ভাবছেন, আসলে কিন্তু ততো দরখাস্ত আসছে না। কারণ দরখাস্ত যে করবে তাকে হতে হবে বয়স্ক আর লণ্ডনবাসী। লন্ডনেই তিনি ব্যবসা করে টাকা করেছিলেন বলেই তাঁর এই লণ্ডনবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আরও শুনেছি,—চুল হালকা লাল, ঘোর লাল বা অন্য কোনো রং-এর হলে চলবে না। একেবারে জ্বলজ্বলে আগুনের মতো রং-এর হওয়া চাই। আপনি যদি দরখাস্ত করেন তাহলে অবশ্যই চাকরিটা পেয়ে যাবেন। মি. উইলসন বললেন, মি. হোম্‌স্ দেখছেনই তো, আমার মাথার চুল খুব উজ্জ্বল লাল বর্ণের। তাই স্পলডিংকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম শহরের সব অঞ্চল থেকে যতো মানুষের মাথার চুলে লালের আভাস আছে সবাই বিজ্ঞাপন দেখে এসেছে। সমস্ত ফ্লীট স্ট্রীট লালচুলো মানুষে টাসা। সারা পোপ্‌স্ কোর্ট মনে হচ্ছে যেন একটা কমলালেবুর দোকান! স্পলডিং আমাকে ঠেলে ঠুলে ভিড়ের অফিস ঘরে নিয়ে এলো। গোড়া দুই কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিল, এ ছাড়া আর কিছুই সে অফিসে নেই। সেই টেবিলের পেছনে রক্তকেশ ছোটোখাটো একটি মানুষ বসে বসে সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল। আমার পালা আসতেই আর আমাকে দেখেই মনে হলো আমাকে যেন তার একটু বেশী পছন্দ হয়েছে।

স্পলডিং আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো—উনি হলেন, মি. জাবেজ উইলসন, ইনি লীগের কাজ নিতে রাজি আছেন।

ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, হ্যাঁ, যা চাইছিলাম তা ঠিক ঠিক ওঁর মধ্যেই রয়েছে। তিনি চেয়ার থেকে উঠে একপা পিছিয়ে গিয়ে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে এমনভাবে আমার চুলের দিকে তাকালেন যে আমার বেশ লজ্জা হচ্ছিল তখন। তারপর হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়লেন, সজোরে আমরা হাত চেপে ধরে আমার সফলতার জন্যে আমায় অভিনন্দন জানালেন। তারপর আমার চুল টেনে আর রগড়ে পটচুল বা রং করা চুল কিনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নীচে চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন, আমাদের লোক নেওয়া হয়ে গেছে! নীচ থেকে কতোগুলি হতাশার স্বর শোনা গেল। সবাই যে যার মতা চলে গেল।

ভদ্রলোক তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললো—আমার নাম ডানকান্ রস্। মহান হিতৈষী মার্কিন ভদ্রলোকের পেনশনভুকদের একজন। আপনি কি বিবাহিত মি. উইলসন? মানে সংসার আছে আপনার?

আমি বললাম—না।

কথাটা বলতেই মি. রস্ যেন একটু দমে গেলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, তাহলে তো মুস্কিল

www.pathagar.com

হলো দেখছি। গচ্ছিত টাকাটা শুধু লালচুলো মানুষের সাহায্য ও উন্নতির জন্যে নয়, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যেও বটে! অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আপনি অবিবাহিত!

এই কথায় মি. হোম্‌স্‌, আমার মুখটা ঝুলে পড়লো মনে হলো, আমার চাকরীটা তাহলে হলো না। কিন্তু কয়েক মিনিট চিন্তার পর তিনি জানালেন, যে আমাকে দিয়ে চলবে। অন্য কারুর বেলায় এটা মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়াতো, কিন্তু আপনার মাথার চুলের যা রং তাতে আমাদের এ ব্যাপারটা নিয়ে অতো কড়াকাড়ি না করলেনও চলবে। কবে থেকে আপনি এই নোতুন কাজে যোগ দিতে পারবেন? ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, চাকরীর প্রধান শর্ত হলো দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত অফিসে থাকতে হবে। উইলের শর্ত অনুযায়ী—তা না যদি পারেন, আপনার চাকরি থাকবে না। দিনে তো মাত্র চার ঘন্টার চাকরী। আর আপনার তেজারতির ব্যবসা তো সন্ধ্যেবেলায়। তাই বোধহয় আপনার কাজ হলো এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নকল করা। ওর প্রথম খণ্ডটা ঐ ছাপাখানায় ছাপা হচ্ছে। কালি, কলম, ব্লটিং পেপার সব আপনি আনবেন, আমরা শুধু দেব এই টেবিল আর এই চেয়ারটা। পারবেন কাল থেকে আসতে?

আমি ছোট করে বকললাম—পারব। নমস্কার করে ঘর থেকে আমি আর আমার কর্মচারী স্পলডিং বেরিয়ে এলাম।

পরদিন এক পেনির একবোতল কালি, একটা পালকের কলম আর সাত দিস্তা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে পোপস্‌ কোর্টে হাজির হলাম। মি. ডাকান রস্‌ আমাকে 'A' অক্ষর থেকে কাজে লাগিয়ে চলে গেলেন, আর কিছুক্ষণ পর পরই ফিরে এসে আমার কাজ দেখতে লাগলেন। দুটো বাজতে তিনি আমায় বিদায় দিলেন, এবং যেটুকু কাজ করেছি তার প্রশংসা করলেন। আমি বেরিয়ে যেতে অফিস ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। আমি বেরিয়ে যেতে অফিস ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। মি. হোম্‌স্‌ দিনের পর দিন এরকম ভাবেই চললো। আর শনিবার চার পাউণ্ড করে পেতে লাগলাম। আট সপ্তাহ এভাবেই কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমার লেখা এগিয়েছে Archery, Armour আর Attica পর্যন্ত। এবং আমার মনে হয় খেটে গেলে অচিরেই 'A' শেষ করে B-তে পড়তে পারবো খুব শীঘ্রই। প্রায় একটা শেল্‌ফ আমার লেখায় ভরে উঠেছে।

হঠাৎ আজ কাজ করতে গিয়ে দেখি অফিসের সামনের দরোজাটা বন্ধ আর তালা লাগানো। আর দরোজার মাঝখানে এই চৌকো পিস্‌বোর্ডটা লাগানো। এই যে সেটা, নিজেই দেখুন পড়ে।

রক্তকেশ সঙ্ঘ
উঠিয়ে দেওয়া হলো
৯ অক্টোবর ১৮৯০

সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটা পড়তে পড়তে আর তার পেছনের দুঃখিত মানুষটিকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে হোম্‌স্‌ আর ওয়াটসন হো হো করে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লেন।

মি. উইলসন করুণ কণ্ঠে বললেন, ব্যাপারটা মজার কিনা—না আমাকে নিয়ে মজা করা ছাড়া আর যদি কিছু আপনাদের করার না থাকে তো চললাম অন্য কোথাও।

না—না, তা নয়, এই বলে হোম্‌স্‌ ভদ্রলোককে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার এ মামলা আমি নিলাম। একটা নোতুন ধরনের মামলা এটা। আর কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে বলি, খানিকটা হাসির খোরাক আছেই এর মধ্যে। আচ্ছা, পীসবোর্ডটা পেয়ে তখন কি করলেন আপনি?

আমি তো ভয়ানক চমকে গেলাম। তখন আমি বাড়িওয়ালা, আশেপাশের অফিসগুলোয়, এবং কয়েকজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, রক্তকেশ সঙ্ঘ সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, নামও শোনেনি—আর ডানকান রস্‌ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে সকলে একই কথা বললেন,—ও নামও তারা এই প্রথম শুনছেন! আর ঐ চার নম্বরের ভদ্রলোকটি, মানে অলিসিটর উইলিয়ম মরিস—এরও কোনো পাত্তা পেলাম না। যিনি নিজের ঘর যতোদিন গুছোনো না হয়

www.pathagar.com

ততোদিনের জন্যে তিনি আমার ঘরটা ব্যবহার করছিলেন। কাল থেকে তারও দেখা নেই। তার নোতুন অফিসের যে ঠিকানা তিনি দিয়েছিলেন, ১৭নং কিং এডওয়ার্ড স্ট্রীট—সেখানে গিয়ে দেখলাম সেটা একটা কৃত্রিম নী-ক্যাপের কারখানা। উইলিয়ম মরিস বা ডানকান্ রস্ বলে নাম সেখানের কেউ শোনেনি। তখন নিরুপায় হয়ে বাড়ি ফিরে এসে আমার কর্মচারী স্পলডিংকে সব কথা বললাম। সে কিছু বলতে পারল না, শুধু বললো, অপেক্ষা করলে হয়তো ডাক মারফৎ কিছু জানতে পারি। কিন্তু তাতে আর কি লাভ হবে বলুন? তাই কোনো কিছু বুঝে না পেলে যখন শুনলাম, গরিব মানুষদের আপনি বিপদে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করে থাকেন, তাই সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।

হোম্‌স্ বললেন—খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। আপনার এ মামলা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং খুমি মনেই আমি তা গ্রহণ করছি। আচ্ছা, প্রথমে বলুন তো, স্পলডিং আপনার ওখানে কতোদিন কাজ করেছে? ওর সম্বন্ধে যা জানেন বলুন তো।

মি. উইলসন বললেন—বিজ্ঞাপন দেখে—প্রায় একমাস হলো ও আমার কাছে আছে। অনেকেই চাকরির জন্যে এসেছিল। কাজের লোক বলে মনে হওয়ায় ওকেই দশ বারোজনের মধ্যে বেছে নিয়েছিলাম, তাছাড়া অমন শস্তায় মানে প্রায় অর্ধেক বেতনে লোক পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। আর ও খুব চটপটে। বেঁটে, মজবুত গড়নের। মুখে দাড়ি গোঁফ কিছুই নেই, যদিও তার বয়স হবে অন্ততঃ ত্রিশ। কপালে অ্যাসিডে পোড়া সাদা দাগ।

উত্তেজিত হয়ে হোম্‌স্ চেয়ারের ওপর উঠে বসলেন। বললেন, সেইরকমই আন্দাজ করছিলাম! আচ্ছা, তার কান কী দুল পরবার জন্যে বেঁধানো লক্ষ্য করেছেন?

উইলসন বললো—হ্যাঁ, ও বলে, সে যেন ছেলেমানুষ, একজন বেদে তার কান বিঁধিয়ে দিয়েছিল।

হুম্! গভীর চিন্তায় ডুবে চেয়ারে বসে পড়ে হোম্‌স্ বললেন—এখনো সে আপনার ওখানে কাজ করছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো তাকে রেখে আসছি।

হোম্‌স বললেন—আজ শনিবার, সোমবারের মধ্যেই আশা করি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারবো। আগন্তুক চলে যেতে হোম্‌স্ বললেন, কী বুঝলে ওয়াটসন? ওয়াটসন বললেন, কিছু না, অত্যন্ত রহস্যগণ ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে!

হঠাৎ হোম্‌স্ কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে যাবার পর লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। মনে হলো তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন। বললেন, আজ বিকেলে সারাসেট—এর বাজনা আছে—সেন্ট জেমস্ হলে। যাবে আমার সঙ্গে? ওয়াটসন বললেন, আজ আমার বিশেষ কাজ নেই।

হোম্‌স্ বললেন,—তাহলে এসো, টুপি পরো, বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে একটু শহরে যাবো। পথে লাঞ্চ সেরে নেওয়া যাবে কেমন।

পাতাল রেলে চড়ে হোম্‌স্‌রা অলডার্সগেট পর্যন্ত গেলেন। সেখান থেকে খানিকটা হেঁটে পৌঁছলেন এই অদ্ভুত ঘটনার কেন্দ্র স্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ারে। কিছুক্ষণ হেঁটে একটা কোণের বাড়িতে গিল্টি করা বল আর একটা তামাকে বোর্ডে সাদা অক্ষরে লেখা 'জাবেজ—উইলসন' কথাটা থেকে চিনলাম রক্তকেশ মক্কেলটির ব্যবসায়ের জায়গাটা। সেটার সামনে হোম্‌স্ মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে খুব ভালো করে দেখলেন। তাঁর দুইচোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এলেন খানিকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়িগুলো লক্ষ্য করতে করতে। তারপর পুনরায় ফিরে এসে থামলেন। তারপর বাঁধানো রাস্তার ওপর বার দুই-তিন খুব জোরে লাঠি ঠুকে তিনি দরোজার কাছে গিয়ে শব্দ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেড় দাড়ি গোঁফ কামানো এক অল্পবয়স্ক মানুষ এসে দরোজা খুলে দিল। চেহারায় বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট! বললো সে—ভিতরে আসুন!

ধন্যবাদ! হোম্‌স্ বললেন,—আমি শুধু জানতে চাইছিলাম এখানে থেকে স্ট্রাণ্ডে কিভাবে যাওয়া যায়?

ছেলেটি চট্‌পট্ উত্তর দিল—ডানদিকে তিনটি মোড়, বাঁদিকে চার। হোম্‌স্ ওয়াটসনকে

www.pathagar.com

বললেন, ওর প্যান্টের হাঁটুতে যা দেখবো আশা করেছিলাম ঠিক তাইই দেখলাম। চলো এবার পেছন দিকের রাস্তাগুলো একটু ঘুরে ফিরে দেখি। স্যাক্স-কোবার্গ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে মোড় ফিরতেই রাস্তার বাড়ি ঘরের দিকে তাকিয়ে হোম্‌স্ এই রাস্তার বাড়িগুলো কোনটার পর কোনটার তার একটা হিসেব নিলেন। মনে মনে বললেন, ঐ হলো মর্টিমারের তামাকের দোকান, ঐ ছোট্ট খবর কাগজের দোকান, ঐ সিটি অ্যাণ্ড সাবার্বান ব্যাঙ্কের কোবার্গ শাখা, ঐ হলো নিরামিষ খাওয়ার হোটেল, আর ঐ হলো ম্যাকফারলেনের গাড়ি তৈরী ডিপো। তারপরেই আমরা পরে ব্লকটায় গিয়ে পড়েছি। আমাদের কাজ শেষ, হোম্‌স্ বললেন, এবার চলো সেন্ট জেম্‌স হলে বাজনা শুনতে।

সেই অপরাহ্নে তাঁকে সেন্ট জেম্‌স্ হলে সঙ্গীতের মধ্যে ওভাবে ডুবে থাকতে দেখে ওয়াটসনের মনে হলো তাঁর বন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর হয়তো কোনো অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে। কারণ এরকমটা তাঁকে বহুবার যখন দেখা দেছে পরক্ষণেই তিনি শত্রু শিকারে মেতে উঠেছেন।

সেন্ট জেম্‌স হল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তিনি বললেন, ডাক্তার, তুমি তো এখন বাড়ি যাবে তাই না?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, গেলে মন্দ হয় না।

হোম্‌স্ বললেন—আমার এখন একটা কাজ আছে, কয়েক ঘন্টা সময় তাতে লাগবে। জানো, কোবার্গ স্কোয়ারের এ ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক মস্ত অপরাধের ষড়যন্ত্র চলেছে, এবং আমার ধারণা সময় থাকতে আমরা তাকে বাধা দিতে পারবো। কিন্তু আজ শনিবার হয়েই ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হয়ে উঠলো। আজ রাতে তোমার সাহায্য চাই।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, ক'টার সময়?

হোম্‌স্ বললেন, তুমি অবশ্যই রাত দশটার মধ্যে বেকার স্ট্রীটে চলে আসবে। আর শোনো, এ কাজে হয়তো বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাই সঙ্গে তোমার মিলিটারি রিভালভারটাও এনো।

প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ ওয়াটসন বেকার স্ট্রীটের হোম্‌সের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন বন্ধুবর দু'জন লোকের সঙ্গে সোৎসাহে কথা বলছেন। তাদের একজন ওয়াটসনের চেনা—পিটার জোন্স—পুলিশের কর্মচারী। অপর ব্যক্তিটির মুখ লম্বা, সরু, বিষাদ মাখা,—খুব ঝকঝকে মাথার টুপি, আর বেজায় আভিজাত্য মাখা ফ্রক-কোট।

বাঃ, এই তো দল পুরো হলো'—পী জ্যাকেটটায় বোতাম লাগাতে লাগাতে আর ভারী শিকারের চাবুকটা তাক থেকে তুলে নিতে নিতে হোম্‌স্ বললেন, ওয়াটসন, স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের জোন্সকে নিশ্চয় তুমি চেন। মি. মেরিওয়েদারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, আজ রাতের অভিযানে তিনিও আমাদের সঙ্গী হচ্ছেন।

রাত দশটা বেজে গেল। এবার আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার। প্রথম গাড়িটায় মি. জোন্স ও মি. মেরিওয়েদার উঠুন। ২য় গাড়িটায় ওয়াটসন ও হোম্‌স্ উঠলেন। এই লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ার সময় শার্লক হোম্‌স্ বিশেষ কথাবার্তা বললেন না। হেলান দিয়ে বসে বিকেলে শোনা বাজনার সুরে গুন্ গুন্ করে চললেন। গ্যাসের আলো জ্বালা অসংখ্য আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে হোম্‌স্‌দের গাড়ি চললো, শেষ পর্যন্ত ফ্যারিংটন স্ট্রীটে গিয়ে সকলে পৌঁছালেন। এসে পড়েছি বললেন হোম্‌স্—এই মেরিওয়েদার ভদ্রলোক হলেন এক ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর, এ ব্যাপারে ওঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। আর ভেবে দেখলাম জোন্সকেও সঙ্গে নেওয়া ভালো, কাজের বেলায় একেবারে অপদার্থ হলেও লোক হিসেবে খারাপ নয়। আর একটা মস্ত গুণ ওর, সেটা হলো এই যে, বুলডগের মতোই ওর সাহস, আর একবার কাউকে নাগালের মধ্যে পেলে ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকবে। এই যে এসে পড়লাম, ওঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

সকালবেলায় যে ভীড়ের জায়গায় ওয়াটসন ও হোম্‌স্ এসেছিলেন—সেখানেই এখন হাজির সকলে। গাড়ি দুটো ছেড়ে দেওয়া হলো। মি. মেরিওয়েদারের নেতৃত্বে একটা সংকীর্ণ

www.pathagar.com

পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে পাশের একটা দরোজা দিয়ে সকলে প্রবেশ করলেন। দরোজাটা খুলেছিলেন মি. মেরিওয়েদার। ভিতরে একটা ছোট করিডোর। সেই করিডোরের শেষে খুব ভারি একটা লোহার গেট। এই দরোজাটা খোলা হলে দেখা গেল, একসারি পাথরের সিঁড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে নিচে নেমে গেছে। এই সিঁড়ির শেষে একটা মজবুত গেট। মি. মেরিওয়েদার থেমে দাঁড়িয়ে একটা লণ্ঠন জ্বালালেন, তারপর তাঁর সঙ্গে একটা অন্ধকার সোঁদা-গন্ধ পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আবার একটা দরোজা। তার ভেতর দিয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছোনো গেল, সেটা একটা প্রকাণ্ড ভল্ট বা মাটির নীচের ঘর। সেই ঘরভর্তি কেবল বিরাট বিরাট বাক্স আর ক্রেট।

উপর দিক থেকে এখানে আপনাদের বিশেষ ভয় নেই—লণ্ঠনটা তুলে ধরে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে হোম্‌স্ বললেন। আর মি. মেরিওয়েদারকে একটু চুপ্ করে শান্ত হয়ে বসতে বললেন। তারপর মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে লণ্ঠন আর আতস কাঁচ দিয়ে পাথরের জোগগুলো খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উঠলেন তিনি, আতস কাঁচটা পকেটে রেখে দিলেন। বললেন, অন্ততঃ এক ঘন্টা সময় এখনো আমাদের আছে, কারণ মি. উইলসন ভালোভাবে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা কিছু করতে পারবে না। তারপর কিন্তু আর ওরা একটুও সময় নষ্ট করবে না, কারণ যতো তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারবে ততো বেশী পালাবার সময় পাওয়া যাবে। ডাক্তার, তুমি নিশ্চয়ই এতোক্ষণে আন্দাজ করতে পেরেছো যে আমরা এখন লণ্ডনের এক প্রধান ব্যাঙ্কের ভল্টের মধ্যে। মি. মেরিওয়েদার হচ্ছেন এই ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টারদের সভাপতি। তিনি বলতে পারবেন কেন লণ্ডনের সবচেয়ে দুঃসাহসী অপরাধীরা এই ভল্টের ব্যাপারে এতো উৎসাহ প্রকাশ করছে।

ডাইরেক্টার ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, এ হলো ফরাসী সোনা—এর ওপর হামলা হতে পারে। অনেক বার আমাদের এ বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, কয়েক মাস আগে আমাদের আর্থিক অবস্থা মজবুত করার প্রয়োজন হওয়ায় আমরা ৩০,০০০ নেপোলিয়ান ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স থেকে ধার নিই। পরে একথা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে সে, টাকার বাণ্ডিল আমাদের খোলবার প্রয়োজন হয়নি। এবং এখনও তা আমাদের ভল্টেই রয়ে গেছে। যে ক্রেটটার ওপর আমি বসে, তার ভিতরে শিসের পাতে খাঁজে খাঁজে ২,০০০ নেপোলিয়ান বাণ্ডিল করা আছে। কোনো ব্যাঙ্কের একটি শাখায় যতো সোনা মজুত রাখা রেওয়াজ, আমাদের এখানে আছে তার অনেক বেশী। তাই এ বিষয়ে খানিকটা দুর্ভাবনা আছে।

হোম্‌স্ বললেন,—এ দুর্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। বেশ, এবার আমাদের ব্যবস্থাটা করতে হয়। আমরা মনে হচ্ছে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কিছু একটা ঘরে যাবে। মি. মেরিওয়েদার, ইতিমধ্যে আমরা ঐ কালচে লণ্ঠনটার ওপর স্লাইড চাপা দেবো। আমরা অন্ধকারে বসে থাকবো। এক প্যাকেট তাস আমি পকেটে করে এনেছি, কারণ আমি ভেবেছিলাম যে আমরা তো চারজন আছি, হয়তো আপনার একহাত তাস খেলার সুযোগ জুটে যেতেও পারে। কিন্তু শত্রুর প্রস্তুতির যেরকম অগ্রগতি হয়েছে দেখছি তাতে আর আলো জ্বালাতে সাহস হচ্ছে না। প্রথমে ঠিক করে নিই আমরা সে কোথায় থাকব। অত্যন্ত দুঃসাহসী ওরা এবং যদিও এক্ষেত্রে আমাদের খানিকটা সুবিধা আছে, তাহলেও সাবধান না হলে হয়তো ওরা কিছু অনিষ্ট করে বসেত পারে। আমি এই ক্রেটের পেছনে দাঁড়াচ্ছি। আপনারা সকলে যে যার ক্রেটের পেছনে লুকিয়ে পড় ন। যখনই ওগুলোর ওপর আলো ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে সবাই কাছে চলে আসবেন। ওরা যদি গুলি ছোঁড়ে, তুমিও গুলি ছুঁড়তে ইতস্তত কোরো না ওয়াটসন।

রিভালভারটা বাগিয়ে ধরে ওয়াটসন কাঠের বাক্সটার পেছনে গুঁড়ি মেরে রইলেন। হোম্‌স্ লণ্ঠনের সামনে স্লাইডটা লাগিয়ে দিতেই চারদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। হোম্‌স্ ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন—পালাবার পথ ওদের একটাই, স্যাক্স—কোবার্গ স্কোয়ারের সেই বাড়িটা দিয়ে। যা বলেছি তা করেছো তো জোন্স?

জোন্স বললো—সামনে দরোজায় একজন ইন্সপেক্টার আর দু'জন সশস্ত্র পুলিশ তাদের অপেক্ষায় রয়েছে।

www.pathagar.com

হোম্‌স্ ফিস্ ফিস্ করে বললেন, তাহ্‌লে দুটো পথই বন্ধ হল। এবার আমাদের চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে।

প্রায় সওয়া একঘন্টা কেটে গেল। হঠাৎ একটা পড়ল। মেঝের ওপর প্রথমে শুধু একটা ফ্যাকাশে আভা দেখা গেল। ক্রমে সেটা লম্বা হতে হতে একটা হলদে আলোর রেখার মতো হয়ে উঠল আর তারপরেই কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে বা শব্দ তুলে একটা গর্ত যেন ফুটে উঠল, আর একটা হাত দেখা দিল। সাদা একটি হাত, কতোকটা মেয়েদের হাতের মতো। এক মিনিটের কিছু বেশি সময় ধরে হাতটা মেঝের ওপর উঁচু হয়ে রইল, আঙ্গুলগুলো নড়তে থাকলো। তারপর যেমন আচমকা দেখা দিয়েছিল তেমনি আবার হাতটা সরে গেল। আবার সব তেমনি অন্ধকার—ফাটলের ভিতর দিয়ে যেটুকু আলোর রেখা দেখা দিচ্ছিল সেটুকু ছাড়া। হঠাৎ প্রচুর শব্দ করে একটা বড় সাদা পাথর উল্টে গেল, একটা চৌকো গর্ত দেখা দিল। একটা লণ্ঠনের আলো সেখান দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। তারপর ঐ গর্তের একধারে একটা পরিষ্কার, ছেলেমানুষের মতো মুখ উঁকি দিল, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো। তারপর গর্তের দুদিকে দুহাতের ভর দিয়ে কাঁধ থেকে—কোমর পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত সে একটা হাঁটুও গর্তের ওপর রাখল। এবং পরমুহূর্তেই সে গর্তের ওপরে উঠে দাঁড়ালো আর তার মতো আরেকজন হালকা মানুষকে টেনে তুললো। লোকটার মুখ ফ্যাকাশে, মাথায় খুব লাল রং-এর চুল।

ফিস্ ফিস্ করে সে বলল—বেলটা আর থলিগুলো এনেছো তো... কী সর্বনাশ। লাফাও আর্চি, পালাও, পালাও! আমি ঠিক ব্যবস্থা করবো। ততোক্ষণে একলাফে এগিয়ে এসে শার্লক হোম্‌স্ লোকটার জামার কলার চেপে ধরেছিলেন। দ্বিতীয় লোকটা গর্তটা দিয়ে ডুব মারল। জোন্স লোকটার জামা ধরে টানতে জামা ছেঁড়ার শব্দ কানে এলো। একটা রিভলভারের নলের ওপর আলোটা ঝলসে উঠতেই— হোম্‌সের চাবুকের এক ঘা তার কব্জিতে পড়তেই রিভালভারটা সশব্দে পাথরের মেঝের ওপর পড়ে গেল।

বৃথা চেষ্টা জন ক্লে—শান্ত স্বরে হোম্‌স্ বললেন—আর তোমার কোনো আশাই নেই।

তাই দেখছি। অদ্ভুত ধীরভাবে সে বললো—তবে, আমার সঙ্গী নিশ্চয় ঠিক আছে, যদিও দেখছি তার পোশাকের খানিকটা অংশ তোমার হাতে রয়েছে।

তিনজন লোক তার জন্যে দরোজা বাইরে অপেক্ষা করছে হোম্‌স্ শান্ত স্বরে বললেন।

তাই নাকি? ক্লে বললো—কাজটা তাহলে বেশ নিখুঁত ভাবেই করেছো বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে অভিনন্দন জানানো উচিত!

আমরাও তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। লালচুলের ভাবনাটা যেমন অভিনব তেমনি কার্যকরী হয়েছিল।

জোন্স বললেন, শিগ্‌গির তোমার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হবে। গর্ত দিয়ে নেমে যাবার ব্যাপারে দেখছি সে তোমার চেয়ে বেশি চটপটে!

ক্লে বলল—তোমার ওই নোংরা হাতে তুমি আমায় স্পর্শ কোরো না। হাতকড়াটা তার হাতে ঝন্ ঝন্ করে উঠতে বন্দি বলে উঠল, তুমি হয়তো জানো না, আমার শিরায় রাজরক্ত প্রবাহিত। আর, আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে সব সময়েই 'হুজুর' 'আজ্ঞে' বলে কথা বলতে হয়।

আচ্ছা, তাই হবে। ওর দিকে থাকিয়ে চাপার হাসি হাসলেন জোন্স! বললেন, হুজুর কি দয়া করে এখন ওপরে উঠবেন—যাতে আমরা হুজুরকে দয়া করে থানায় নিয়ে যেতে পারি?

হ্যাঁ, এই ঠিক। খুব গম্ভীর ভাবে বললো জন ক্লে। তিনজনকে এক সঙ্গে বন্দী করে সে হোম্‌সের তত্ত্বাবধানে চললো চুপচাপ।

ওদের পিছু পিছু ভল্ট থকে বেরিয়ে আসতে আসতে মি. মেরিওয়েদার বললেন,—সত্যি মি. হোম্‌স্, ব্যাঙ্ক যে আপনাকে কী ধন্যবাদ দেবে বা পুরস্কার দেবে বলতে পারি না। আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যতো ব্যাঙ্ক লুটের চেষ্টা হয়েছে তারমধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে সুপরিকল্পিত

www.pathagar.com

এটা। আপনি সঠিক আন্দাজ করেছিলেন, এবং ওদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে বানচাল করে দিয়েছেন!

হোম্‌স্ বললেন,—জন ক্লে-র ওপর আমার নিজেরও দু-একটা ছোটখাটো ব্যাপারে প্রতিশোধ নেওয়ার ছিল। এ ব্যাপারে আমার সামান্য যা খরচ হয়েছে আশা করি সেটা আমি ব্যাঙ্কের তরফ থেকে পাবো, আর তার ওপর যা পাওয়ার তার পক্ষে এই অসাধারণ মামলা, আর তাই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাহিনীই যথেষ্ট।

সকাল বেলা বেকার স্ট্রিটের ঘরে এক গ্লাস হুইস্কি আর সোডা নিয়ে বসে হোম্‌স্ ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করা শুরু করলেন—

দেখো ওয়াটসন, গোড়া থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো যে লীগের এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন আর এনসাইক্লো—পিডিয়া ব্রিটানিকা নকল করার ব্যাপারটার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই বোকা-বোকা বন্ধকী কারবারীকে দিনের মধ্যে কয়েক ঘন্টা করে দূরে রাখা। যে পন্থা ওরা অবলম্বন করলো তা অদ্ভুত সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চেয়ে ভালো আর কী উপায়ই বা ছিল? আর সহকর্মীর মাথার চুলের রং দেখেই কুশলী ক্লে-র মাথায় এই মতলবটা এসেছিল। চার পাউণ্ডের টোপটা উইলসনকে লুব্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ওরা যারা হাজার পাউণ্ডের ব্যাপারে নেমেছে, এ টাকাটা তাদের কাছে তুচ্ছ! বিজ্ঞাপনটা কাগজে দিল। একটা শয়তান ক'দিনের জন্যে অফিস খুলে বসল, আর অপর জন তাকে চাকরি নেবার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলো। এভাবে দু-জনে মিলে প্রতিদিন কিছুক্ষণ করে উইলসনকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করলো। যখনই শুনলাম সে অর্ধেক-মাইনের কাজে এসেছে, তখনই আমার আন্দাজ করতে অসুবিধা হলো না যে, চাকরি পাবার ব্যাপারে তার কোনো উদ্দেশ্য আছে। স্পলডিং-এর ফটোগ্রাফার নেশার কথা আর থেকে থেকে মাটির নিচের ঘরে অদৃশ্য হয়ে যাবার ব্যাপারটা শোনাবার পর মনে হলো—মাটির নিচের ঘরে একটা কিছু ব্যাপার চলছে! এমন কিছু চলছে যাতে মাসের পর মাস দিনে বেশ কয়েক ঘন্টা করে সময় লাগে। নিশ্চয়ই অন্য কোনো বাড়ির সঙ্গে সুড়ঙ্গ পথ খুঁড়ছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছোবার আগে পর্যন্ত আমি ঐ অবধি অগ্রসর হয়েছিলাম। বাঁধানো মেঝেতে আমাকে লাঠি ঠুকতে দেখে তুমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলে, তাই না ওয়াটসন! আমার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা করে দেখা,—সুড়ঙ্গটা পেছন দিক দিয়ে গেছে,—না, সামনের দিক দিয়ে গেছে। দেখলাম, সামেনর দিক দিয়ে নয়। তখন আমি ঘন্টা বাজালাম। আর, যেমনটি আশা করেছিলাম, কর্মচারীটি এসে দরোজা খুলল। আমাদের মধ্যে আগেও দু-এক হাত হয়ে গিয়েছিল, বটে, কিন্তু তাহলেও কেউ কাউকে চাক্ষুষ দেখিনি। ওর মুখের দিকে বিশেষ তাকাই নি আমি, আমার লক্ষ্য ছিল ওর হাঁটু। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে কতো লট-খাওয়া আর পুরোনো হয়ে যাওয়া আর নোংরা ওর প্যান্টের হাঁটু! ঘন্টার পর ঘন্টা মাটি খোঁড়ার উদ্দেশ্য কি? মোড় পর্যন্ত ঘুরে গিয়ে যখন দেখলাম সিটি অ্যাণ্ড সাবার্বান ব্যাঙ্ক এই বাড়ির লাগোয়া তখন আর আমার কোনো সমস্যাই রইল না। বাজনা শুনে তুমি বাড়ি গেলে, আমি গেলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আর ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে। তারপরের ব্যাপারতো তুমি নিজে চোখেই দেখলে।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—তুমি কী করে জানলে যে আজই ওরা হানা দেবে?

হোম্‌স্ বললেন—যখন ওরা লিগের অফিস বন্ধ করেছে তখনই বুঝতে হবে যে, মি. জাবেজ উইলসনের উপস্থিতির ব্যাপারে আর ওদের মাথা ব্যথা নেই, অর্থাৎ ওদের সুড়ঙ্গ তৈরী শেষ হয়েছে। এদিকে কাজটাও তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। কারণ, না হলে জানাজানি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সোনাটাও সরিয়ে ফেলতে পারে। আর শনিবারই যে কোনো দিনের চেয়ে সুবিধা। কারণ পালাবার জন্যে সময় পাওয়া যাবে পুরো—দু-দিন। এইসব ভেবেই আমি আজ রাত্রে ওদের আশা করেছিলাম।

ওয়াটসন বললেন,—চমৎকার যুক্তি হে তোমার! প্রাণখোলা প্রশংসায় উচ্ছ্বাসের সঙ্গে

www.pathagar.com

ওয়াটসন বললেন,—অনেকেগুলো ঘটনা নিয়েই এই শৃঙ্খল কিন্তু শৃঙ্খলের প্রতিটি টুকরোই সত্য প্রমাণিত হলো।

রত্নমুকুট

'আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে পাগল ভাবছেন তাই না?'

হোম্‌স্ শান্তস্বরে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন—না, আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি একটা খুব বড় বিপদে পড়েছেন।

আগন্তুক বললো—ঈশ্বর জানেন কী ঘোরতর বিপদেই না আমি পড়েছি। কী করে যে এখনও আমার মাথা ঠিক আছে, তাই ভাবছি এখন। আমার চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু আজ আমার সবার সামনে হেয় হবার দিন এসেছে। এতো গেল বাইরের কথা। মানসিক যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না আমি! এ যে শুধু আমার একার বিপদ তাই নয়, যদি এর কোনো বিহিত না করা যায় তাহলে আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকেও বিশেষ সমস্যায় পড়তে হবে।

হোম্‌স্ বললেন—দয়া করে স্থির হোন; তারপর আপনার পরিচয় দিন এবং ঘটনাটা খুলে বলুন।

আগন্তুকটি বললো—আমার নামের সঙ্গে আপনারা হয়তো পরিচিত। আমি থ্রেডনীডল স্ট্রিটের হোল্ডার স্টিভেনসন নামক ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। ভদ্রলোক নিজেকে সংযত কোরে, দম নিয়ে তার কাহিনী শুরু করলেন—আমি জানি এক্ষেত্রে দেরি করা চলে না। তাই পুলিশ ইন্সপেক্টর আপনার নাম করা মাত্রই আমি আর দেরি না করে আপনাদের এখানে আসার জন্যে রওনা হয়ে গেলাম। পাতাল রেলে করে বেকার স্ট্রিটে এসে সোজা সেখান থেকে হেঁটে আসছি। হেঁটে আসার কারণ আমি জানি যে, তুষারের ওপর দিয়ে গাড়ি অত্যন্ত আস্তে চলে। যাই হোক শুনুন—আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় লাভজনক শর্তে লগ্নি করা যেমন দরকার তেমনি দরকার আমানতকারীদের সংখ্যা বাড়ানো। টাকা খাটানোর একটা বিশেষ লাভজনক উপায় হলো খুব নিরাপদে জামানত রেখে টাকা ধার দেওয়া। গত কয়েক বছর এ ধরনের ব্যবসা আমরা অনেক করেছি এবং দামী ছবি ও লাইব্রেরী গচ্ছিত রেখে অনেক বড় বড় ঘরের লোক আমাদের কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা ধার নিয়েছেন। কাল সকালে আমি যখন আমার অফিসে বসে আছিস, এমন সময় একজন কেরানি একটা কার্ড এনে আমায় দিল। কার্ডে লেখা নামটা দেখেই আমি চমকে উঠলাম। নামটা—জেনে রাখুন যে এই পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষ পরিচিত এবং সেটি ইংল্যাণ্ডের উচ্চতম ও মহত্তম নামগুলির একটি। আমার অফিসে তার আগমনের সংবাদে আমি অভিভূত হয়ে উঠলাম। এবং যখন তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সেই কথাই তাঁকে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি তা কানে না তুলে সরাসরি কাজের কথাটাই পাড়লেন—মিস্টার হোল্ডার এই মুহূর্তে আমার পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বিশেষ দরকার। হ্যাঁ, শুনেছি ভালো জিনিস গচ্ছিত রাখলে আপনারা টাকাকড়ি ধার দিয়ে থাকেন। তাই চলে এলাম।

হোল্ডার বললেন,—কতোদিনের জন্যে আপনার টাকাটা দরকার?

ভদ্রলোক বললেন,—আসছে সোমবার সুদ সহ আপনাকে টাকাটা ফেরৎ দেবো। টাকাটা কিন্তু আমার এখনই চাই।

হোল্ডার বললো—আমার ব্যক্তিগত তহবিলে যদি ঐ পরিমাণ টাকা থাকতো তাহলে তা আপনাকে দিতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু আমার সে সাধ্য নেই। আর আমাকে যদি এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তা দিতে হয় তাহলে আমার অংশীদারদের কথা বিবেচনা করে, সাধারণতঃ আমরা যে সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে থাকি, আপনার ক্ষেত্রেও তাই করা হবে।

www.pathagar.com

ভদ্রলোক বললো—আমিও তাই চাই। চেয়ারের পাশে রাখা তাঁর কালো মরক্কো চামড়ার ব্যাগটা তুলে নিয়ে তিনি বললেন—আপনি নিশ্চয়ই বেরিল-খচিত মুকুটটার নাম শুনেছেন? বাক্সটা খুললে তার ভিতরে লাল রঙের মখমলের ওপর সেই মূল্যবান বস্তুটি দেখা গেল। তিনি বললেন—এতে উনচল্লিশটি বিরাট বিরাট বেরিল আছে। আর এই সোনাটার দাম তো হিসেব করা দুষ্কর। খুব কম করে ধরলে এই মুকুটটার যা দাম হয় তার অর্ধেক টাকাই আমি আপনার কাছে চেয়েছি। জামানত হিসেবে এটি আমি আপনার কাছে রাখতে চাই।

মিস্টার হোল্ডার, আমি আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে আপনার ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস জন্মেছে। আপনি এটাকে এমন সাবধানে রাখবেন যাতে এটি নিয়ে বাইরে কোনোরকম গুজব না রটে, উপরন্তু এটির কোনোরকম ক্ষতিও না হয়। বলা বাহুল্য, এ হল জাতীয় সম্পত্তি, এটির গায়ে একটু আঁচড় লাগলেও তা নিয়ে একটা বিরাট কেলেঙ্কারি রটবে। এর একটি বেরিল খোয়া যাওয়া মানে পুরো মুকুটটি খোয়া যাওয়া, কেননা সমস্ত পৃথিবী খুঁজলেও এই বেরিলগুলির জোড়া মিলবে না। অবশ্য আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি এটি আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি এটি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। সোমবার সকালে আমি নিজে এসে সুদ সমেত টাকা শোধ করে এটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো।

আমি আর কিছু না ভেবে ক্যাশিয়ারকে ডেকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড তাকে দিয়ে দেবার আদেশ দিলাম। ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমার যেন কিরকম ভয় ভয় করতে লাগলো। এ জাতীয় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হলে তা নিয়ে মহা হুলস্থুল বেধে যাবে।

এটিকে আমার কাছে রাখতে দেবার সম্মতি দিয়ে আমি নিতান্ত ভুল করেছি বলে আমার মনে হতে লাগলো। সে যাই হোক্ তখন আর এসব কথা ভাববার সময় নেই, তাই সেটাকে আমার নিজের সেফের মধ্যে রেখে দিয়ে আমি আবার আমার কাজে মন দিলাম। সন্ধে হতে আমার মনে হলো, এই মূল্যবান বস্তুটিকে অফিসে রাখা নিরাপদ নয়। ব্যাঙ্কের সেফ ভেঙে তো প্রায়ই চুরি হয়। তাই মহার্ঘ বস্তুটিকে বাড়িতে এনে নিজের দেরাজে তালাবন্ধ করার পর আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এবার একটু নিজের কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বলে বোধ করছি। আমার তিনজন ঝি বেশ কয়েক বছর ধরে আমার বাড়িতে কাজকর্ম করছে। তবে লুসি পার বলে আর একজন সুন্দর পরিচারিকা আমার কাছে মাত্র কয়েক মাস হলো কাজ করছে। ওর জন্যে বোধহয় কটা লোক বাড়ির আশে পাশে ঘুরঘুর করে। আমি বিপত্নীক। আমার একমাত্র ছেলে আর্থার। ছেলেটি উচ্ছন্নে গেছে। প্রথম থেকেই প্রশ্রয় দিয়ে আমি যে কি ভুলই না করেছি তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। আমি চেয়েছিলাম আর্থার আমার ব্যবসায় যোগ দিক। ছেলেটি একটু ছন্নছাড়া আর একগুঁয়ে প্রকৃতির। অল্প বয়সেই সে একটা নামজাদা ক্লাবের সদস্য হয়েছিল আর সেখানে বেশ পয়সাওয়ালা লোকদের সঙ্গে মিশে শিখেছিল কিভাবে টাকা ওড়াতে হয়। আস্তে আস্তে ওকে জুয়া আর রেসের নেশায় ধরল। এইসব বদ খেয়ালে টাকা উড়িয়ে বার বার ও আমার কাছে এসে ওর হাত খরচের টাকা আগাম চাইতে থাকে। একাধিকবার ও এইসব সঙ্গীদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, কিন্তু স্যার জর্জ বার্নওয়েল নামে ওর এক বন্ধুর প্রভাবে প্রতিবারেই ওকে আবার সেই চক্রে ফিরে যেতে হয়। স্যার, বার্নওয়েল আমার বাড়িতে অনেকবার এসেছেন। ভদ্রলোক আর্থার চেয়ে বয়সে বড় এবং অত্যন্ত ঝানু লোক। তাঁর চেহারায় যেমন চটক তেমনি তিনি লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতেও অত্যন্ত ওস্তাদ। আমি জানতাম যে এই মহা ধুরন্ধর লোকটিকে মোটেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। এ বিষয়ে মেরিও ছিল আমার সঙ্গে একমত। আর হ্যাঁ, মেরির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। মেরি হলো সম্পর্কে আমার ভাইঝি, কিন্তু পাঁচ বছর আগে আমার সে ভাই মারা যাবার পর থেকে আমি তাকে নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করে এসেছি। মিষ্টি স্বভাবের, মেয়েটি আমার ঘর সংসারের দেখাশুনো, পরিচালনার সব ভার তার ওপরে। মেরি আমার ডান হাত। ও না থাকলে আমি যে কি করতাম তা ভেবে পাই না। শুধু একটিমাত্র বিষয়ে সে আমার অবাধ্য হয়েছে। আমার ছেলে তাকে মনে প্রাণে ভালোবাসে এবং দু-দুবার তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব

www.pathagar.com

করেছিল, কিন্তু দু-বারই মেরি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার মনে হয় যে, আর্থারকে যদি কেউ সর্বনাশের পথ থেকে ফেরাতে পারতো তাহলে সে মেরি,—মেরির সঙ্গে বিয়ে হলে আর্থারের জীবনে আমূল পরিবর্তন হতো বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এখন আর কিছুই করবার নেই।

মি. হোম্‌স্ আমার পরিবারের লোকজনদের পরিচয় আপনি পেলেন। এবার আবার আমার কাহিনীতে আসছি—সেদিন রাতের খাবারের পর বৈঠকখানায় কফি খেতে খেতে আমি আর্থার মেরীকে সেদিনের সমস্ত ঘটনা ও আমাদের বাড়িতে যে একটা মূল্যবান রত্ন এসেছে তা জানালাম। শুধু আমার মক্কেলটির নাম তাদের কাছে গোপন করেছিলাম। লুসি পার আমাদের জন্যে কফি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আমি কথা আরম্ভ করবার আগেই সে ঘর ছেড়ে চলে গেছিল। তবে দরোজাটা বন্ধ ছিল কিনা তা আমি হলফ করে বলতে পারি না। ব্যাপারটা শুনে মেরি ও আর্থার দু'জনেই উৎসাহিত বোধ করলো এবং তক্ষুনি সেই রত্নখচিত বিখ্যাত মুকুটটি দেখতে চাইল, আমি বললাম সে পরে হবেখন। আমার দেরাজে ওটা আছে। আর্থার বললো—ঈশ্বর করুন আমাদের বাড়িতে যেন চোর ডাকাত হানা না দেয়। যে কোনো পুরোনো চাবি দিয়ে আমি ছোট বেলায় অনেকবার তোমার দেরাজ খুলে টাকা নিয়েছি। রাতে সে খুব গম্ভীর ও চিন্তান্বিত মুখে আমার পিছু পিছু আমার ঘরে এসে দুশো পাউণ্ড চেয়ে বললো—টাকাটা না পেলে আমি কাল আর ক্লাবে মুখ দেখাতে পারবো না। আমি চিৎকার করে বললাম—ভালোই হবে, আমি তোমাকে আর প্রশ্রয় দেবো না।

আর্থার আমায় শাসালো—যে করেই হোক আমাকে অন্য পথে টাকাটা জোগাড় করতেই হবে।

আমি বললাম, একমাসের মধ্যে তুমি তিন তিনবার টাকা নিয়েছো, একটা পয়সাও তুমি আর পাবে না আমার কাছ থেকে। আর্থার আর একটি কথাও না বলে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেল।

ও চলে যাবার পর আমি দেরাজ খুলে মুকুটটি সেখানে আছে কিনা দেখে নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে দরোজা জানলা সব বন্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখলাম। সিঁড়ি দিয়ে হলঘরে এসে আমি দেখলাম মেরী জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমার আসার সঙ্গে সঙ্গে মেরি জানলাটা এঁটে বন্ধ করে দিয়ে চিন্তিত মুখে বললো—আচ্ছা, লুসিকে কি আজ রাতে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন?

আমি বললাম, কই না তো?

মেরী বললো—সে এক্ষুনি পিছনের দরোজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। নিশ্চয়ই সে আমার পাশের দরোজা দিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। আমার মনে হয় এরকমভাবে তার বাইরে যাওয়াটা সন্দেহজনক।

তুমি কাল সকালে এই নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বোলো, আর তুমি যদি চাও আমিও ওকে বলতে পারি। দরোজা জানলা সব বন্ধ হয়েছে তো? মেরী সংক্ষেপে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

ওকে শুভরাত্রি জানিয়ে শোবার ঘরে চলে এলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

মি. হোম্‌স্, আমি আপনাকে সবিস্তারে সব ঘটনা বলবার চেষ্টা করছি যাতে আপনার কাজের সুবিধা হয়। যদি কোনো বিষয় আপনার বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন।

হোম্‌স্ বললেন—না, না সব জলের মতোই আপনার বিবৃতি শুনে বুঝতে পারছি।

মি. হোল্ডার পুনরায় শুরু করলেন—আমার ঘু এমনিতেই খুব পাতলা। তার ওপর সে রাতে মনটা খুব উদ্বিগ্ন থাকায় ঘুম হচ্ছিলো না। রাত দুটো নাগাদ বাড়ির ভেতরে কি একটা আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি উঠে বসবার আগেই আওয়াজটা গেল থেমে। অস্পষ্টভাবে আমার মনে হলো যেন কোথায় একটা জানলা বন্ধ হলো। কানখাড়া করে রইলাম আমি। হঠাৎ আমার পাশের গরের মধ্যে খুব ধীর অথচ স্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেলাম। মনে

www.pathagar.com

হলো কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভয়ে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠলো। আস্তে আস্তে আমি বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে এগিয়ে ড্রেসিং রুমে উঁকি মেরে দেখলাম, আর্থার দেরাজ খুলে মুকুটটায় হাত দিয়েছে। চিৎকার করে উঠলাম আমি, শয়তান, চোর কোথাকার! আর্থার জোর দিয়ে মুকুটটা ভাঙবার চেষ্টা করছিল। আমার চিৎকার তার হাত থেকে মুকুটটা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা মড়ার মত সাদা হয়ে গেল। মুকুটটা খপ্ করে তুলে নিলাম আমি। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম যে তিনটে রত্নসমেত সোনার মুকুটটার একটা কোণ নেই।

আমি পাগলের মতো চিৎকার করে বললাম, হতভাগা চোর কোথাকার! মুকুটের কোণ থেকে তিনটে রত্ন খুলে নিয়ে পকেটে ভরেছিস্? চিরকালের জন্যে তুই আমার সম্মান ধূলোয় মিশিয়ে দিলি? বার কর, বার কর বলছি!

আর্থার বললো—আপনি আমাকে অযথা গালাগালি করছেন। আর আমি সহ্য করবো না, কালই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। এবার থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াব।

যাবি কোথায়? আমি বললাম, আমি তোকে পুলিশে দেব!

যাবার সময় বলে গেল—পুলিশ আমার একগাছা চুলও ছিঁড়তে পারবে না।

ইতিমধ্যে চিৎকার চেঁচামেচিতে বাড়ির ঘুম ভেঙে গেছিল। প্রথমে মেরি আমার ঘরে ছুটে এলো। মুকুটটা ও আর্থারের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সে ব্যাপারটা কী বুঝতে পারলো এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি দাসীকে ডেকে পুলিশে খবর দিতে পাঠালাম। আর্থার এতোক্ষণ কালো মুখে, হাত মুড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন একজন কনস্টেবল সহ একজন ইন্সপেক্টর ঘরে প্রবেশ করলে সে আমায় জিজ্ঞাসা করল—সত্যি সত্যি চুরির দায়ে আমি তাকে পুলিশের হাতে দিতে চাই কিনা। আমি উত্তর দিলাম ব্যাপারটা এখন আর তার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, মুকুটটা জাতীয় সম্পত্তি। আদালতের বিচার আমি মাথা পেতে নেবো।

আর্থার বলল—আমি শুধু কৃপা করে বলছি এই মুহূর্তে আপনি আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবেন না, মিনিট পাঁচেকের জন্যে যদি এখন আমি বাড়ির বাইরে যেতে পারি তো তাতে আপনার আমার উভয়েরই উপকার হবে।

আমি বললাম—আমাকে তুমি বোকা ভেবেছো। এই সুযোগে তুমি পালিয়ে যাও আর চোরাই মালটা পাচার করে দাও আর কি? তুমি হাতে নাতে ধরা পড়েছো, এখন একমাত্র তুমি যদি অকপটে সব অপরাধ স্বীকার করে ওই রত্নগুলোর সন্ধান বাতলে দাও তাহলে সব চুকে যাবে, তোমাকেও ক্ষামা করে হবে—এ নিয়ে আর কথাই উঠবে না।

আর্থার সে পথে না গিয়ে মুখের ওপর বলল—যে আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছে তাকে আপনি ক্ষমা করুন গিয়ে। বিদ্রূপের স্বরে বলে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আমি তখন তাকে ইন্সপেক্টরের হাতে সঁপে দিলাম। তার দেহ, তার ঘর, ও বাড়ির সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রত্নগুলি উদ্ধার করা গেল না। আমাদের শত অনুরোধ ও ভীতি প্রদর্শনের পরেও সে একটি বারের জন্যেও মুখ খুললো না। আজ সকালে তাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর আমিও সব ঝামেলা চুকিয়ে আপনার কাছে ছুটতে ছুটতে আসছি। পুলিশ সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এই ব্যাপারের কোনো সমাধান করতে পারবে না। ইতিমধ্যেই আমি এক হাজার পাউণ্ড ঘোষণা করেছি। যদি আপনি আপনার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে আমার ব্যাপারটা সমাধান করে দেন তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। হায় ঈশ্বর! এক রাতের মধ্যে আমি সম্মান, আমার ছেলে আর ঐ রত্নগুলিকে হারালাম।

হোম্‌স্ বললেন,—তাহলে মি. হোল্ডার, আমি ও আমার বন্ধু ওয়াটসন একবার ঘটনাস্থলটা দেখে আসি। আর্থার মনে হয় নির্দোষ। চম্‌কে উঠলেন মি. হোল্ডার! কি বললেন!

হ্যাঁ, সব পরে পরে বুঝতে পারবেন। এখন বলুন আপনার বাড়িতে। হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন।

www.pathagar.com

বাড়িটা সাদা পাথরের তৈরী এবং একটু পেছনের দিকে। বাড়ির সামনের উঠোনটা বরফে ঢাকা। উঠোনের দুদিকে দু'টো লোহার গেট। ডান দিকে একটা ঝোপের পাশ দিয়ে একটা গলি ভেতরে চলে গেছে। ফিরিওয়ালারা এই পথ দিয়েই যাওয়া আসা করে। বাঁদিকে একটা সরু গলি আস্তাবলের দিকে গেছে। আমাদের দরোজার কাছে দাঁড় করিয়ে হোম্‌স্ আস্তে আস্তে বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখতে লাগলেন। সামনের দিকটা দেখে ডানদিকের গলি দিয়ে ও পেছনের বাগানটা ঘুরে দেখতে এতো দেরি করতে লাগলেন যে ওয়াটসন আর মি. হোল্ডার খাবার ঘরের ভিতরে আগুনের পাশে বসে অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এমন সময় দরজা খুলে একজন দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী যুবতী সেখানে প্রবেশ করলো। কোনো স্ত্রীলোকের এমন বিষণ্ন মুখচ্ছবি—না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হবে না। মেয়েটি ঘরে ঢোকবার পর ওয়াটসনের মনে হলো; যে মি. হোল্ডার তাঁর দুঃখ শোকের যে বিবরণ দিয়েছিলেন তার চেয়েও সে বেশী মুহ্যমান। ওয়াটসনের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর কাকার কাছে গেলেন এবং পরম যত্নে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আপনি আর্থারকে মুক্তি দেবার আদেশ দিয়েছেন তো বাবা!

হোল্ডার বললেন,—না, নারে—আগে সমস্ত ব্যাপারটার তদন্ত হোক। মেরী, মেয়েটি বললো—আমি জানি সে নির্দোষ। ঠিক জানি সে আপনার কোনো ক্ষতি করেনি। তার প্রতি অমন নির্দয় ব্যবহারের জন্যে পরে আপনাকে অনেক অনুতাপ করতে হবে, দেখবেন।

হোল্ডার বললেন—ও যদি নির্দোষই হবে, তাহলে ও চুপ করে আছে কেন?

মেরি বললো, হয়তো ওকে সন্দেহ করেছেন বলে ওর অভিমান হয়েছে।

হোল্ডার বললেন—ওকে কি আমি এমনি এমনি সন্দেহ করেছি? মুকুটটা যে আমি নিজের চোখে ওর হাতে দেখেছি!

হোম্‌স্ প্রবেশ করতেই বিষণ্ন মুখে মেরি তাঁকে বললো—আপনি প্রমাণ করে দিন, আমার ভাই আর্থার নির্দোষ।

হোম্‌স্ বললেন—আমারও মন তাই বলছে। আর আমার বিশ্বাস যে আমরা তা প্রমাণ করতে পারবো। হ্যাঁ, আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, ঠিক ঠিক জবাব দেবেন। আচ্ছা, কাল রাতে আপনাদের সুন্দরী পরিচারিকা লুসি পারকে কোথা দিয়ে ফিরতে দেখেন? মিস্ পার রান্না ঘরের দরোজা দিয়েই কী?

হ্যাঁ দরোজাটা লাগানো হয়েছে কিনা তা দেখবার জন্যে গিয়ে দেখি যে সে চুপিসারে ভিতরে ঢুকছে। অন্ধকারে আমি লোকটিকেও দেখতে পেয়েছিলাম—মেরি বললো—মনে হলো সে আমাদের তরকারীওয়ালা ফ্রান্সিস প্রসপার।

সেকি দরোজার বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে ছিল? হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—দরোজার কাছে আসবার জন্যে রাস্তা থেকে যতোটা এগিয়ে থাকা দরকার তার চেয়ে একটু বেশীই এগিয়ে ছিল?

মেরি বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ওইভাবেই দাঁড়িয়েছিল।

আর লোকটার এক পা বোধ হয় কাঠের, তাই না?—হোম্‌স্ বললেন।

এই কথা শুনেই হঠাৎ যেন মেরির মুখে ভয়ের ছায়া দুলে উঠল—আরে, সে খবর আপনি জানেন নাকি? বিস্ময়ের সঙ্গে সে বলে উঠল,—সে খবর আপনি জানলেন কী করে? মেরি একটু হাসলেন! কিন্তু হোম্‌সের রোগা মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল।

হোম্‌স্ এবার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে একটার পর একটা জানলা পরীক্ষা করতে লাগলেন। হলঘরের বড় জানলাটা যেটা থেকে আস্তাবলের গলিটা দেখা যায়, একটু বেশীক্ষণ ধরে দেখলেন সেই জানলাটা খুলে, তারপর শক্তিশালী আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। কাজ শেষ করে হোম্‌স্ বললেন—এবার আমরা ওপরে যাবো। ওপরে গিয়ে মি. হোল্ডারের ড্রেসিং রুমে ঢুকে প্রথমে টেবিলের কাছে গিয়ে দেরাজের তালাটাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন,—কোন্ চাবিটা দিয়ে এটা খোলা হয়েছিল?

হোল্ডারের হাতে থেকে গুদাম ঘরের তাকে রাখা চাবিটা নিয়ে হোম্‌স্ দেরাজটি খুলে

www.pathagar.com

ফেললেন। মন্তব্য করলেন—এ তালাটায় কোনো আওয়াজ হয় না, তাই এটা খোলবার সময় আপনার ঘুম ভাঙেনি! একটা কোণাভাঙা মুকুট বার করলেন হোম্‌স্। তারপর তিনি বললেন,—মি. হোল্ডার, মুকুটটার যে কোণটা আস্ত আছে আপনি সেদিকটা ভাঙতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন দয়া করে!

মি. হোল্ডার আঁৎকে উঠে বললেন—এমন একটা সর্ব্বনেশে ব্যাপার আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না!

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখি। বলে হোম্‌স্ তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে মুকুটটাকে বাঁকাতে চেষ্টা করলেন। বললেন, আমার আঙুলে প্রচুর জোর। কিন্তু এটা ভাঙতে আমারও বেশ সময় লাগবে। সাধারণ লোকের পক্ষে এটা ভাঙা সম্ভবই নয়। এটা ভাঙলে পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ার মতো একটা আওয়াজ হবে। মি. হোল্ডার, আপনি কি বলতে চান, যে আপনার কয়েক গজ দূরে এইরকম সব কাণ্ড ঘটে গেল অথচ আপনি কিছুই বুঝতে পারেন নি?...আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবেন। মিস্ হোল্ডার আপনি কি বলেন? আচ্ছা মি. হোল্ডার, আপনি যখন আর্থারকে দেখেন তখন তার পায়ে জুতো বা চটি কিছু কি ছিল?

হোল্ডার বললেন—না, পাজামা আর জামা ছাড়া তার পরণে আর কিছুই ছিল না।

ধন্যবাদ! ভাগ্যদেবী আমাদের উপর খুবই প্রসন্ন। এবং এরপরও যদি আমরা অপরাধীকে ধরতে না পারি তাহলে সেটা আমাদেরই অক্ষমতা বুঝতে হবে। এখন মি. হোল্ডার, আপনার অনুমতি নিয়ে আর একবার আমি বাগানটা ঘুরে দেখতে চাই।

প্রায় একঘন্টা পরে বরফভর্তি পা নিয়ে তিনি বাগান থেকে ফিরে এসে বললেন, আমার সব দেখা হয়ে গেছে, এবার বাড়ি চলি।

হোল্ডার বললেন—কিন্তু মি. হোম্‌স্ আমার হারানো রত্ন তিনটি? সেগুলি কোথায়? আর আমি সেগুলো কি ফিরে পাবো না? হায় হায় করে উঠলেন মি. হোল্ডার। আর আমার ছেলে? আপনি যে আমায় আশা দিয়েছিলেন?

হোম্‌স্ বললেন— আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আপনার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ এ ব্যাপারে।

হোল্ডার কঁকিয়ে উঠে বললেন—ভগবানের দোহাই, তাহলে কাল রাতে আমার বাড়িতে কে এই কেলেঙ্কারী করলো, সব খুলে বলুন।

হোম্‌স্ বললেন—কাল সকালে নটা থেকে দশটার মধ্যে আপনি যদি বেকার স্ট্রিটে আসেন তাহলে মনে হয় আপনাকে সব খবর জানাতে পারবো। আর আমার পারিশ্রমিকটা বেশ দরাজ হাতে দেবেন বলেই আশা করছি।

হোল্ডার বললেন—হারানো রত্নগুলি ফিরে পাওয়ার জন্যে আমি আমার সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

অতি উত্তম—হোম্‌স্ বললেন, সন্ধ্যের আগে হয়তো আর একবার এখানে আসতে হতে পারে।

বাড়ি ফিরতে তিনটে বেজে গেল। ঘরে ঢুকে হোম্‌স্ সোজা উপরে তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে একটা লোফারের ছদ্মবেশে আবার নীচে নেমে এলেন। ছেঁড়া জুতো-মোজা, চকচকে কোটের কলারটা দেওয়ার দরুণ তাঁকে ঠিক একজন রাস্তার বেকার লোকের মতো দেখাচ্ছিল। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে তিনি বললেন, মনে হয় এতেই হবে। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আমার খুবই ইচ্ছে করছে ওয়াটসন, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তাতে কাজটা পণ্ড না হয়ে যায়। আমি ঠিক পথেই এগোচ্ছি, না এটা নিছকই আলেয়ার পেছনে ছুটে মরা হচ্ছে, খুব শিগ্‌গিরই আমি তা জানতে পারবো। ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি। অনেক রাত পর্যন্ত হোম্‌সের দেখা পাওয়া গেল। পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের টেবিলে হোম্‌সের সঙ্গে ওয়াটসনের দেখা হলো।

www.pathagar.com

পরদিন সকালে যথাসময়ে মি. হোল্ডার এলেন। এক রাত্রে তাঁর চেহারার পরিবর্তন দেখে চমকে উঠতে হয়। তাঁর অমন চওড়া বিরাট মুখ এক রাত্রে যেন শুকিয়ে এত্তোটুকু হয়ে এসেছে, মাথার চুল আরও সাদা হয়ে গেছে। আগের দিন তিনি ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিলেন, কিন্তু আজ যেন কোনোরকমে শরীরটাকে টানতে টানতে তিনি ঘরে এসে ঢুকলেন। ওয়াটসন তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন, তিনি তাতে ধপ্ করে বসে পড়লেন। তিনি প্রথমেই অতি কষ্টে বললেন,—আমার ভাইঝি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। যাবার সময় একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। চিঠিতে লেখা চিল, "প্রিয় কাকা, আমার মনে হয়, এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী আমি। আমি আপনার কথামতো কাজ করলে বোধ হয় এই কেলেঙ্কারিটা ঘটতো না। এই অবস্থায় আমার পক্ষে আর আপনার বাড়িতে থাকা চলে না। আমার জন্যে চিন্তা করে কষ্ট পাবা কোনো দরকার নেই, কেননা আমার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। আর, আমার খোঁজখবরেরও চেষ্টা করবেন না। সেটা হবে পণ্ডশ্রম, আর তাতে করে অনিষ্টও হবার সম্ভাবনা।' হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি মি. হোম্‌স্। কাল রাত্রে খুব দুঃখের সঙ্গে আমি মেরিকে বলেছিলাম যে আমার কথামতো সে যদি আর্থারকে বিয়ে করতো তাহলে এই কাণ্ডটা ঘটতো না। এখন বুঝতে পারছি ওকথা আমার বলা উচিত হয়নি। এই চিঠি পড়ে আপনার কী মনে হয় মি. হোম্‌স্? মেরি কি আত্মহত্যা করতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন,—না, না, সেরকম কিছু হবে না। আমার মনে হয় এ বেশ ভালোই হয়েছে, এবং আমার ধারণা অবিলম্বেই আপনার দুঃখ কষ্টের অবসান হবে।

হোল্ডার তখন প্রসঙ্গটা পাল্টে বললেন, রত্নগুলোর খোঁজ পেয়েছেন?

হোম্‌স্ বললেন,—প্রতিটি রত্নের জন্যে এক হাজার পাউণ্ড করে দিতে আপনি নিশ্চয় রাজি আছেন?

মি. হোল্ডার বললেন, আমি দশ হাজার দেবো!

হোম্‌স্ বললেন—না-না, তার দরকার নেই। পুরো তিন হাজার দিলেই হয়ে যাবে। আর নিশ্চয় সামান্য একটু পুরস্কারও আপনি দেবেন আশা করি। আপনার চেক বই সঙ্গে আছে? এই নিন কলম। ঐ চার হাজার পাউণ্ডই লিখুন।

বোকার মতো মুখ করে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি চেকটা লিখে দিলেন। হোম্‌স্ উঠে টেবিলের দেরাজ থেকে তিনটে রত্ন বসানো একটা তিনকোণা সোনার টুকরো বার করে মি. হোল্ডারের সামনে ছুঁড়ে দিলেন।

মি. হোল্ডার লাফিয়ে উঠে সেটি তুলে নিলেন মহানন্দে। বেঁচে গেছি, আমি বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।

হোম্‌স্ বললেন, একজনের প্রতি এখনও আপনার কিছু ঋণ আছে মি. হোল্ডার—বেশ একটু কঠোরভাবেই বললেন শার্লক হোম্‌স।

ঋণ! তিনি কলমটা তুলে নিলেন—বলুন কতো টাকার?

না, ঋণটা টাকার নয়, হোম্‌স্ বললেন—আর্থারের কাছে এখনও আপনার ক্ষমা চাওয়া বাকী আছে।

হোল্ডার বললেন—তাহলে আর্থার ওটা নেয়নি? কিন্তু আমি যে নিজে চোখে দেখেছি!

হোম্‌স্ বললেন—এই রহস্যের জটগুলি খোলবার জন্যে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি যখন নিজে বলতে অস্বীকার করলেন, তখন আমি তাকে একটা গল্প শোনালাম। তখন তিনি স্বীকার করলেন যে হ্যাঁ, আমি যা বলেছি তা ঠিক। এরপর দু-একটা খুঁটিনাটি বিষয় তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে ফিরে এলাম।

হোল্ডার বললেন,—ভগবানের দোহাই, আসল ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন।

হোম্‌স্ বললেন,—হ্যাঁ, সব বলবো। তার আগে আপনাকে বলি, এটা বলা যেমন আমার পক্ষে খুব কষ্টকর তেমনি এটা শুনলে আপনিও চরম আঘাত পাবেন। আপনি শুনে অবাক হবেন, যে স্যর জর্জ বার্নওয়েলের সঙ্গে আপনার ভাইঝি মেরির ভালোবাসা ছিল, তারা দুজনে

www.pathagar.com

একসঙ্গে পালিয়েছে! জর্জ বার্নওয়েলকে আপনি বা আপনার ছেলে কেউই ঠিক চিনতে পারেন নি। তিনি ইংল্যাণ্ডের সাংঘাতিক লোকজনদের একজন। জুয়া কেলে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, এবং তার বিবেক পাষাণ হয়ে গেছে। আর এই ধরনের লোকদের সম্বন্ধে আপনার ভাইঝির কোনো ধারণা ছিল না। অনেক মেয়েকে সর্বনাশ করেছেন তিনি। আপনার ভাইঝির মতো সরল প্রকৃতির মেয়েকে ঠকাতে তাঁকে মোটেই বেগ পেতে হয় নি।

মি. হোল্ডারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—এ আমি বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস করতে পারি না।

হোম্‌স্ বললেন,—তাহলে শুনুন আমার বিশ্লেষণ—সেদিন রাতে কি কি ঘটেছিল—'আপনার ভাইঝি, আপনি ঘরে চলে গেছেন মনে করে, জানলা দিয়ে তার প্রেমিক-এর সঙ্গে কথা বলছিল। যে জানলাটা আস্তাবলের গলির কাছে, তার প্রেমিকি সেখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো, আর তাই বরফের ওপর তার পায়ের ছাপ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া গেছে। মেরি তাকে ঐ জানলা দিয়েই মুকুটটার কথা জানায়। সঙ্গে সঙ্গে বার্নওয়েলের লোভ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং তিনি মেরিকে তার অভিলাষ জানান। এইসব কথাবার্তা যখন তাদের মধ্যে হচ্ছিলো, ঠিক তখন আপনি সেই ঘরে নেমে আসেন জানলা-দরজা সব বন্ধ আছে কিনা আপনি সেই ঘরে নেমে আসেন জানলা-দরজা সব বন্ধ আছে কিনা দেখতে। আপনাকে দেখে মেরি সঙ্গে সঙ্গে জানলা বন্ধ করে দিয়ে আপনাকে সুন্দরী লুসি পারের বাইরে যাওয়ার গল্প বলেন। আর আপনার ছেলে আর্থার আপনার সঙ্গে দেখা করবার পরে শুতে গেলো; কিন্তু ক্লাবে দেনা থাকার দরুন তার ঘুম আসছিল না। মাঝরাতে হঠাৎ কার পায়ে শব্দে সে উঠে বসে এবং দরোজা খুলে অবাক হয়ে দেখে যে তার বোন সন্তর্পণে তার ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে আপনার ড্রেসিং-রুমের মধ্যে ঢুকে গেল। আর্থার কৌতূহলী হয়ে একটা জামা গায়ে পরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরেই মেরি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বারান্দার আলোয় আপনার ছেলে দেখলো তার হাতে রয়েছে সেই মুকুটটা। মেরি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলেন আর আপনার ছেলে ছুটে আপনার ঘরের কাছে একটা দরোজার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে সব দেখতে লাগল। ওইখান থেকে নিচের হলঘরটাও দেখা যায়। আপনার ভাইঝি খুব সাবধানে জানলাটি খুলে হাত বাড়িয়ে মুকুটটা কাকে যেন দিয়ে দিল। তারপর জানলাটা বন্ধ করে আবার তার নিজের ঘরে ফিরে গেল।

যতোক্ষণ মেরি ওখানে ছিলো ততোক্ষণ আর্থারের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। কারণ তাহলেই তাঁর প্রিয় পাত্রী ধরা পড়ে যাবে।

তাই মেরী চলে যেতেই আর্থার সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে জানলা খুলে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে স্যর জর্জ বার্নওয়েলকে চিনতে পারলো। জর্জ পালাতে চেষ্টা করতেই, আর্থার তাকে জাপটে ধরলো। মুকুটটা নিয়ে দু-জনের মধ্যে টানাটানি চলতে লাগল। তারপরেই আপনার ছেলের ঘুসিতে জর্জের চোখের ওপরটা ফেটে যায়। তারপরেই আর্থারের হাতে মুকুটটা চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে জানলাটা বন্ধ করে সে আপনার ঘরে এসে পৌঁছে যখন দোমড়ানো মুকুটটা সোজা করবার চেষ্টা করছিল আর ঠিক সেই সময় আপনার ঘুম ভেঙে যেতে আপনি তাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পান। আপনার গালাগালিতে তার অভিমান হয়। সে আপনার কাছে প্রশংসার পরিবর্তে যে তিরস্কার পেয়েছিল তাতে পুলিশের কাছে আর কিছুই প্রকাশ করেনি। পরিবর্তে নির্দোষ হয়েও জেল খাটছে। আর মেরির প্রতি ভালোবাসার জন্যেও সে পুলিশের কাছে তার নাম প্রকাশ না করে পুরুষের কাজই সে করেছে।

আমি সোজা জর্জ বার্নওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রথমে তিনি সব অস্বীকার করে তর্জন-গর্জন করলেন খুব। উনি কিছু করবার আগেই আমি ঝট্ করে পকেট থেকে পিস্তল বার করে ওঁর মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরলাম। তখন তিনি পথে এলেন। তখন আমি তাকে বললাম যে রত্নগুলো তার কাছ থেকে পেলে তার জন্যে আমরা কিছু দাম—প্রতিটির জন্যে

www.pathagar.com

হাজার পাউণ্ড করে দিতে প্রস্তুত আছি। একথা শুনে তিনি যেমন অবাক হলেন তেমনি তাঁর দুঃখও হলো খুব, কারণ বেচারা ঐ তিনটে পাথর বিক্রি করে মাত্র ছশো পাউণ্ড পেয়েছিলো। তার কাছে ছুটলাম এবং অনেক দর কষাকষির পর প্রতিটির জন্যে হাজার পাউণ্ড করে গুণে দিয়ে রত্ন তিনটি উদ্ধার করলাম। এরপর গেলাম মি. আর্থারের কাছে এবং তাকে বললাম যে ঝামেলা চুকে গেছে। সারাটা দিন এই রকম প্রচুর পরিশ্রমের পর যখন শুতে গেলাম তখন রাত দুটো।

মি. হোল্ডার বললেন—এই রকম অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন বলেই ইংল্যাণ্ডকে এক ভীষণ কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আপনার বুদ্ধি সম্বন্ধে আমি যতোখানি শুনেছিলাম দেখলাম আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি। এবার আমি আমার প্রাণাধিক পুত্রের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করার জন্যে ছুটি মি. হোম্‌স্। আর মেরির সম্বন্ধে খুব ভাবনা হচ্ছে।

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ আসুন! আর মেরি সম্বন্ধে কিচ্ছু ভাববেন না, ও স্যার জর্জ বার্নওয়েলের সঙ্গেই আছে। ঈশ্বর তার অপরাধের উপযুক্ত বিধানই দিয়েছেন।

ছদ্ম পরিচয়

বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে একদিন হোম্‌স্ আর ড. ওয়াটসন হোম্‌সের নানা অভিজ্ঞতার আর অ্যাডভেঞ্চারের বিষয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন। হঠাৎ ড. ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—হাতে কোনো মামলা টামলা আছে?

হোম্‌স্ বললেন, গোটা দশ বারো আছে বটে, কিন্তু কোনোটাই আগ্রহ জাগাবার মতো নয়। তবে কৌতূহলের কিছু না থাকলেও সেগুলো জরুরি। বারবারই দেখেছি যে ছোটখাটো মামলাগুলোই পর্যবেক্ষণ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র। যে মামলা যতো বড় হয়ে দেখা যায় তা সেই অনুপাতে সহজ, কারণ উদ্দেশ্যটা সেখানে সহজেই চোখে পড়ে। এখনকার মামলাগুলোর মধ্যে মার্সাইয়ের মামলাটাই যা একটু জটিল, তাছাড়া আর সবই মামুলি। তবে, মনে হচ্ছে এবারে ভালো কিছু হাতে আসবে। হয়তো কয়েক মিনিটের ভেতরেই একজন মক্কেলের আবির্ভাব হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরোজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। ছোকরা চাকর সংবাদ দিল যে মিস্ সাদারল্যাণ্ড সাক্ষাৎপ্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষুদে কালো শরীরের পেছনে ভদ্রমহিলাকে দেখা গেল—ছোট নৌকার পেছনে যেন একটি বৃহৎ বাণিজ্যতরী। হোম্‌স্ তার স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচারের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। মহিলাটি একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করার পর তিনি দরোজা বন্ধ করে দিয়ে কুশলী ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ভদ্রমহিলার আপাদমস্তক দেখে নিলেন।

হোম্‌স্ বললেন এতো খারাপ চোখ নিয়ে টাইপের কাজ করতে আপনার অসুবিধা হয় না?

ভদ্রমহিলা মানে মিস্ সাদারল্যাণ্ড জবাব দিলেন, আগে হতো। এখন আন্দাজেই বুঝতে পারি কোন হরফটা কোথায় আছে। তারপর হঠাৎ হোমসের কথার পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পেরে তিনি অত্যন্ত চমকে উঠলেন, তার কমনীয় মুখে বিস্ময় ও আশঙ্কার ভাব ফুটে উঠলো। বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে বললেন,—আপনি তাহলে আগেই আমার কথা শুনেছেন মি. হোম্‌স্। না হলে তো আপনার এসব জানবার কথা নয়?

হোম্‌স্ হাসতে হাসতে বললেন, ঘাবড়াবেন না। আমার পেশা হচ্ছে অন্যের খবর জানা। সাধারণ লোকের চোখে যেসব জিনিস এড়িয়ে যায় সে সব লক্ষ্য করাই আমার অভ্যাস। নইলে আপনি আমার পরামর্শ নিতে আসবেন কেন?

মিসেস এথারীজের কাছে আপনার প্রসংসা শুনে এসেছি আমি, মিস্ সাদারল্যাণ্ড বললেন—তাঁর স্বামীকে যখন পুলিশ মৃত বলে সাব্যস্ত করেছিল, তখন আপনি অনায়াসেই তাকে খুঁজে বার করেছিলেন। আমিও আপনার কাছে সেইরকমই সাহায্য চাইতে এসেছি। আমি বড়লোক না হলেও বছরে একশো পাউণ্ড পাই। তাছাড়া টাইপের কাজ থেকে যা রোজগার করি সবই দিতে রাজি আছি যদি জানতে পারি মি. হসমার এঞ্জেলের কী হয়েছে। শার্লক হোম্‌স্ আঙুলের ডগা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে বললেন—এতো হন্তদন্ত হয়ে ছুঠে এসেছেন

www.pathagar.com

শুধুই কি পরামর্শ করার জন্যে?

মিস সাদারল্যাণ্ডের মুখে চকিত বিস্ময় দেখা দিল। তিনি বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। খুব হন্তদন্ত হয়ে আমি ছুটে এসেছি বটে, আসলে হয়েছে কি আমার বাবা উইণ্ডিব্যাঙ্ক ব্যাপারটার কোনো আমল দিতে চান না বলে আমার খুব রাগ হয়েছিল। তিনি পুলিশের কাছেও যাবেন না, আপনার কাছেও আসবেন না। তাঁর মতে আমার কোনো ক্ষতি হয় নি। যখন তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না, তখন আমি পাগলের মতো হয়ে উঠলাম। কোনো মতে সামান্য সাজ করেই চলে এলাম। আমার সৎ বাবা। আমি তাকে বাবা সম্বোধন করি এটা খুব মজার শোনায়, কারণ তিনি আমার চেয়ে মাত্র পাঁচ বছর দু-মাসের বড়। আমার নিজের বাবার মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই যখন তিনি বয়সে পনেরো বছরের ছোট একজনকে বিয়ে করলেন তখন আমি খুব একটা খুশি হতে পারিনি। টটেনহ্যাস কোর্ট রোডে বাবার প্লাম্বিং-এর দোকান ছিল। মৃত্যুর আগে বেশ গোছানো একটা ব্যবসা তিনি রেখে গিয়েছিলেন। আমার মা ফোরম্যান মি. হার্ডির সহায়তায় কাজ চালাচ্ছিলেন, এমন সময়ে মি. উইণ্ডি ব্যাঙ্কের আবির্ভাব হলো। তিনি ঘুরে ঘুরে মদের ব্যবসা চালাতেন, কাজেই সে একজন উঁচু দরের মানুষ। তিনি মাকে বাধ্য করলেন কারবারটা বেচে ফেলতে। তখন সুদে আর আসলে চার হাজার সাতশো পাউণ্ড পান, বাবা বেঁচে থাকলে যা উপার্জন হতো, এ তার কাছাকাছিও নয়।

হোম্‌স্‌ এই অসংলগ্ন এলোমেলো কাহিনী বেশ ধৈর্যের সঙ্গে শুনতে লাগলেন। প্রশ্ন করলেন, আপনার নিজের যে স্বল্প আয় তা কি এই ব্যবসা থেকে আসে?

মিস্‌ সাদারল্যাণ্ড বললো—আজ্ঞে না। আমার রোজগার একেবারে অন্য জায়গা থেকে হয়। অক্‌ল্যাণ্ডের আমার কাকা নেড্‌ মারা যাবার আগে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন নিউজিল্যাণ্ড স্টক, তা থেকে শতকরা সাড়ে চারভাগ সুদ পাওয়া যায়। মোট টাকা হলো আড়াই হাজার পাউন্ড, আমি শুধু সুদটা পাই।

হোম্‌স্‌ বললেন—আপনি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে তুলছেন। বছরে একশো পাউণ্ড বেশ মোটা অঙ্ক, তাছাড়া আপনার নিজস্ব উপার্জনও আছে। দুটো মিলিয়ে আপনি নিশ্চয়ই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান আর জীবনটা উপভোগ করেন। আমার ধারণা কোনো মহিলা বার্ষিক ষাট পাউণ্ড রোজগারেই দিব্যি আরামে জীবন কাটাতে পারেন।

মি. হোম্‌স্‌, এর চেয়ে অনেক কমেও আমার চলে যেতো, মিস্‌ সাদারল্যাণ্ড বললেন—কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, যতোদিন বাড়িতে আছি ততোদিন তাঁদের বোঝা হতে চাইছি না। অবশ্য এটা খুবই সাময়িক ব্যাপার। তিন মাস অন্তর মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক আমার সুদ এনে মাকে দিয়ে দেন। টাইপের কাজে-কর্মে যা পাই তাতে আমার ভালোভাবেই চলে যায়।

হোম্‌স্‌ বললেন,—এখন অনুগ্রহ করে হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কেমন বলবেন কী? ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, না-না লজ্জা পাবার কিছু নেই। ইনি আমার বন্ধু। ওর সামনেই আপনি সব কথা খুলে বলতে পারেন।

মিস্‌ সাদারল্যাণ্ডের ফর্সা মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। একটু সঙ্কুচিত হয়ে জ্যাকেটের ঝালর আঙুল দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে তিনি বললেন, গ্যাসফিটারদের নাচের আসরে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। বাবাকে ওরা টিকিট পাঠাতো। মিস্টার উইণ্ডিব্যাঙ্ক আমাদের ওখানে যাওয়া পছন্দ করতেন না। আমাদের তিনি কোথাও যেতে দিতে চাইতেন না। বাবা যখন ব্যবসার কাজে ফ্রান্সে চলে গেলেন, আমি আর মা আমাদের ফোরম্যান মি. হার্ডির সঙ্গে নাচের আসরে গেলাম। সেখানেই মি. হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। বাবা কিন্তু ফিরে এসে ব্যাপারটা সহজভাবেই নিয়েছিলেন। কারণ আমি ভেবেছিলাম বাবা খুব বকাবকি করবেন। হসমার পরের দিন সকালে খোঁজ নিতে এসেছিল আমরা নিরাপদে সেদিন বাড়ি ফিরেছি কি না! তারপরেও তার সঙ্গে দু-বার বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার বাবা ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার পর সে আর বাড়িতে আসেনি। কারণ বাবা পারতপক্ষে কোনো অতিথিকে

www.pathagar.com

আসতে দিতে চান না। বাবার পুনরায় যখন ব্যবসার কাজে ফ্রান্সে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন হসমার আর আমার মধ্যে বাগদান হয়ে যায়। হসমার লেডেনহল স্ট্রীটের এক অফিসের ক্যাশিয়ার—রাতে অফিসেই ঘুমতো। তবে কোন্ অফিস তা আমি কখনো তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। ও অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। দিনের বেলায় চেয়ে সন্ধ্যার পরেই সে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া পছন্দ করতো। সে যেমন নির্জনতা প্রিয়, তেমনিই ভদ্র। তার কণ্ঠস্বরও মৃদু।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন, খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাপার। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোই খুব বেশি কাজে আসে। মিস্টার হসমার এঞ্জেল সম্বন্ধে এমনি আরও ছোটোখাটো বিষয় আপনার কিছু মনে পড়ছে?

মিস্ সাদারল্যাণ্ড বললো—ও আমায় একদিন বলেছিল যে, একবার ঠাণ্ডা লেগে তার গ্ল্যাণ্ড ফুলেছিল। তারপর থেকেই সে ধীরে ধীরে এবং ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে। সাজ পোশাকের ব্যাপারে সে খুব সৌখীন। সব সময় ধোপ-দুরস্ত, ফিটফাট। তবে, আমার মতো তারও চোখ খারাপ বলে সে রঙিন চশমা ব্যবহার করতো। আমার সৎ বাবা মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক ফ্রান্সে যাবার পর হসমার এঞ্জেল পুনরায় আমাদের বাড়িতে যাতায়াত সুরু করলো। এবার সে প্রস্তাব করলো যে বাবা ফিরে আসবার আগেই আমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া ভালো। একদিন আমাকে বাইবেলে হাত ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে ভবিষ্যতে যাই ঘটুক, আমি তার কাছে চিরদিন খাঁটি থাকবো। আমার মাকে যখন এ ব্যাপারটা খুলে বললাম, তিনি বলেছিলেন, ভালোই হয়েছে। কারণ এটা তার আমার প্রতি ভালোবাসার প্রগাঢ় নিদর্শন। মা কিন্তু প্রথম থেকেই তার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। আমার মনে হত তাকে যেন আমার চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। মা বিয়েতে মত দিলেন। কিন্তু আমার মনটা সৎ বাবার একটা অনুমতি পাওয়া দরকার বারবার বলছিল। বাবাকে আমি চিঠি লিখলাম, কিন্তু বিয়ের দিন সকালে সে চিঠি আমার কাছে ফিরে এলো, কারণ বাবা এই চিঠি পাওয়ার আগেই ইংল্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়েছিলেন। খুব অনাড়ম্বর ভাবেই কিংস ক্রসের কাছে সেন্ট জেভিয়ার চার্চে আমাদের বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। মি. হোম্‌স্ গত শুক্রবার বিয়ের দিন চার্চে ঢোকবার সময় তাকে সেই শেষ দেখেছি।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কি স্থির ধারণা হয়েছে যে, তার কোনো বিপদ ঘটেছে?

মিস্ সাদারল্যাণ্ড বললো—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ধারণা সে কোনো বিপদেরই ইঙ্গিড়ত পেয়েছিলো হয়তো।

হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন—আপনার বাবা ফিরে আসার পর তাকে সব কথা খুলে বলেছিলেন?

বলেছিলাম। মিস্ সাদারল্যাণ্ড বললো—তিনি বললেন, আমাকে গীর্জা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে তার কী লাভ হতে পারে? বিশেষত, হসমার আমার কাছ থেকে টাকা ধারও করেনি অথবা আমাকে বিয়ে করে সম্পত্তি বাগাবার মতলবও তার ছিল না, তাহলেও হয়তো ব্যাপারটা বোঝা যেতো। টাকা-কড়ির বিষয়ে হসমার অত্যন্ত স্বাধীন, আমার একটি শিলিং-এর ওপরেও তার লোভ ছিল না। তবে তার কী হতে পারে? বাবা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই তার কিছু একটা হয়েছে। এবং আমি আবার হসমারের খবর পাবো। ওঃ আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি! রাতে আমার একটুও ঘুম হয় না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাদারল্যাণ্ড।

হোম্‌স্ চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললেন,—আপনার সমস্যা আমি ভেবে দেখব। মনে হয় একটা কোনো সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই পৌঁছানো যাবে। এখন এ ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন, এ নিয়ে আর দুর্ভাবনা করবেন না। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে, হসমার এঞ্জেলকে সেইভাবে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করুন, যেভাবে তিনি আপনার জীবন থেকে মুছে যেতে চেয়েছেন।

যাবার আগে সাদারল্যাণ্ড হোম্‌সের কথামতো 'ক্রনিকল' কাগজের বিজ্ঞাপনের টুকরো আর চারখানি চিঠি দিলেন। নিজের ঠিকানা—৩১ নম্বর লায়নপ্লেস, ক্যাম্বারওয়েল লিখে দিলেন। আর হোম্‌সের কৌতুহল মেটাতে সৎ বাবার কারবারের ঠিকানা—ফেনচার্চ স্ট্রীটের

www.pathagar.com

বিখ্যাত ক্লারেট কোম্পানি ওয়েষ্ট হাউস অ্যাণ্ড মারব্যাঙ্কের ঠিকানাটাও লিখে দিলেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে মিস্ সাদারল্যাণ্ড চলে এলেন।

মার্লক হোম্স্ কয়েক মিনিট নীরবে বসে রইলেন। তখনও তার আঙুলগুলো পরস্পর সংবদ্ধ, পা দু'টি সামনে প্রসারিত এবং স্থির দৃষ্টি ছাদের দিকে নিবদ্ধ। তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে পাইপটা নিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওয়াটসনকে লক্ষ্য করে বললেন, ডাক্তার, ভদ্রমহিলার কাছে অনেক কিছু শেখবার আছে। তারপর থেমে কি একটা ভেবে নিয়ে হোম্স বললেন, ওয়াটসন, বিজ্ঞাপন থেকে হসমার এঞ্জেলের বর্ণনাটা একবার পড়ে শোনাও তো!

ওয়াটসন কাগজের কাটিংটা আলোর সামনে ধরে পড়তে লাগলেন—নিরুদ্দেশ হসমার এঞ্জেল নামে একজন ভদ্রলোক গত চোদ্দ তারিখ থেকে নিখোঁজ। প্রায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি দীর্ঘ, সুগঠিত দেহ, ফ্যাকাসে রং, মাথার মাঝখানে সামান্য টাকের আভাস, কালো চুল। ঘন কালো জুলপি আর গোঁফও আছে। চোখে রঙিন চশমা, কণ্ঠস্বর একটু দুর্বল। নিরুদ্দিষ্ট হবার আগে তার পরনে ছিল সিল্কের লাইনিং দেওয়া কালো ফ্রক-কোট। কালো ওয়েষ্টকোট, সোনার অ্যালবার্ট চেন ও হ্যারিসের দোকানের ধূসর রঙের ট্রাউজার। ইলাস্টিক বুটজুতোর ওপরে বাদামী গেটার লাগানো। লেডেনহল স্ট্রীটের কোন একটি অফিসের কর্মচারী রূপে পরিচিত। যদি কোনো ব্যক্তি ইত্যাদি—

হোম্স বললেন, ঠিক আছে। আর দরকার নেই। চারখানি চিঠিতে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে মন্তব্য করলেন, এগুলো অত্যন্ত সাধারণ চিঠি। এর মধ্যে থেকে হসমার এঞ্জেলের চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যায় না। শুধু এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো প্রত্যেকটি চিঠিই টাইপ করা। চিঠিতে খুব ছোট হরফে হসমার এঞ্জেল লেখা থাকলেও কোথাও তারিখ বা ঠিকানার গন্ধ নেই। নাম স্বাক্ষরটা খুবই অস্পষ্ট ও বিকৃত। ওয়াটসন্, তুমি কি বুঝতে পারছো—সমস্ত মামলাটার সঙ্গে এর কতোটা গভীর সম্পর্ক আছে?

ওয়াসটন বললেন—ঠিক ধরতে পারছি না তবে মনে হচ্ছে, চুক্তি ভঙ্গের নালিশ হলে নিজের সই অস্বীকার করবার মতলবও থাকতে পারাটা অসম্ভব নয়।

হোম্স বললেন,—মোটেই তা নয়। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করবার জন্যে দুটো চিঠি লিকতে হবে। লণ্ডনের একটি কোম্পানীকে একটা লিখব আর ভদ্রমহিলার সৎ পিতাকে মানে মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ককে আগামী কাল সন্ধ্যা ছ-টার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে একটা চিঠি লিখবো। তাহলে ডাক্তার ঐ চিঠিদুটোর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত এখন আমাদের আর কিছু করণীয় নেই, তখন সমস্যাটা আলোচনা আপাততঃ বন্ধ রাখাই ভালো।

পরদিন সন্ধ্যায় সব রুগীপত্তর দেখা শেষ করে ওয়াটসন বেকার স্ট্রীটে এসে দেখেন, হোম্স্ গভীর চিন্তায় মগ্ন। ওয়াটসন সাদারল্যাণ্ডের ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। আর হোম্স্ কিছু বলবার আগেই সাদারল্যাণ্ডের সৎপিতা মিস্টার জেমস্ উইন্ডিব্যাঙ্ক হোমস্কে দেওয়া চিঠির কথামতো ছটায় এলেন।

হোম্স্ বললেন, শুভ সন্ধ্যা মি. জেমস্ উইণ্ডিব্যাঙ্ক।

মি. উইন্ডিব্যাঙ্ক বললেন—খুব দুঃখের বিষয় যে, আমার মেয়ে মিস্ সাদারল্যাণ্ড আপনার মতো এতো বড় বিখ্যাত আর ব্যস্ত মানুষকে এরকম তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে বিব্রত করেছে। আমি ঘরের কলঙ্ক বাইরে প্রকাশ করার পক্ষপাতী নই। বোধহয় আপনি লক্ষ করেছেন, যে, মেয়েটি অত্যন্ত আবেগ প্রবণ। কোনো বিষয়ে বায়না ধরলে ওকে থামানো সহজ নয়। কিন্তু অমনভাবে পারিবারিক দুর্ভাগ্যকে বাইরে টেনে আনা আমার ভালো লাগছে না। তাছাড়া অনর্থক কিছুতেই সম্ভব নয়।

হোম্স্ ধীর সুরে বললেন—ঠিক উল্টো। হসমার এঞ্জেলকে আবিষ্কার বোধহয় প্রায় করে ফেলেছি।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। তার হাত থেকে দস্তানা খসে পড়ল।

www.pathagar.com

তারপর তিনি বললেন,—একথা শুনে দারুণ আনন্দিত হলাম।

হোম্‌স্ মুচ্‌কি হেসে বললেন,—হাতের লেখার মতো টাইপরাইটারেরও যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এটা আশ্চর্য মনে হলেও সত্য। একেবারে আনকোরা না হলে দুটো মেশিনের টাইপ অবিকল একরকম হতেই পারে না। কোনো কোনো হরফ অন্যগুলোর চেয়ে বেশী ক্ষয়ে যায়, কোনো-কোনোটার আবার একপাশে ক্ষয় হয়। আপনার এই চিঠিটা দেখুন। এর মধ্যে E-র ছাপ ভালো করে পড়েনি, R-টারও তলার দিকে গলদ রয়েছে। এছাড়া আরও পনেরোটা বিশেষত্ব আছে। সেগুলো ততো স্পষ্ট নয়।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক, তাঁর ছোট ছোট চোখের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি হোম্‌সের দিকে মেলে ধরে বললেন, আমাদের অফিসের সব কাজই এই যন্ত্রটা দিয়ে হয়, সেজন্য এটার কোনো কোনো অক্ষর হয়ত ক্ষয়ে গেছে।

হোম্‌স্ বললেন,—এবার এমন একটা জিনিস আপনাকে দেখাবো মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক, যা দেখলে আপনি চম্‌কে উঠবেন। ভাবছিলাম, অপরাধ প্রবণতা ও টাইপ মেশিনের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখবো—ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই যে চারখানা চিঠি নিরুদ্দিষ্ট লোকটির কাছ থেকে এসেছে, সবগুলিই টাইপ্ করা, এগুলোতেও E-র ছাপ ভালোভাবে পড়েনি, R-র তলার দিকটাও নেই। তাছাড়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখেছি আরও প্রায় পনেরোটা বিশেষত্ব সে সবও রয়েছে।

উইণ্ডিব্যাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে টুপিটা তুলে নিয়ে তিনি বললেন, এসব আবোল তাবোল নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। যদি লোকটাকে ধরতে পারেন, তাহলে ধরুন। ধরবার পর আমাকে জানাবেন।

হোম্‌স্ কয়েক পা অগ্রসর হয়ে দরোজায় চাবি লাগালেন। তারপর বললেন, অবশ্যই জানাবো। তাহলে জানাচ্ছি, যে লোকটাকে আমি ধরেছি।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক চিৎকার করে উঠলেন এবং মুহূর্তে তার ঠোঁট রক্তশূন্য হয়ে উঠল। তার চোখমুখের ভঙ্গী দেখে ফাঁদে আটকানো ইঁদুরের কথা মনে পড়ল।

হোম্‌স মোলায়েমভাবে বললেন, উঁহু, এতে কোনো কাজ হবে না মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক, আর রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই আপনার। ব্যাপারটা খুবই সোজা।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক বিবর্ণ মুখে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। তার কপালে গাম ফুটে উঠলো। তোতলাতে তোতলাতে তিনি বললেন, কিন্তু এ নিয়ে কোনো মামলা চলে না। তবে তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

হোম্‌স্ বললেন, এবার তাহলে আমি ধারাবাহিকভাবে ঘটনাগুলো বলে যাই—আর ভুল হলে শুধরে দেবেন!

মিষ্টি মধুর স্বভাবের আপনার মেয়ে কিন্তু একটু বেশিমাত্রায় আবেগ-প্রবণ হওয়ার এবং তার নিজস্ব উপার্জন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত থাকায়, সে যে বেশিদিন অবিবাহিত থাকবে না তা স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু তার বিয়ে হওয়ার মানে বছরে একশো পাউণ্ড হারানো। তখন তার সৎ পিতা তাকে বাড়ির ভিতরে আটকে রাখলেন এবং সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেশা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারলেন যে এভাবে চিরদিন চলবে না। মেয়েটি যতাসময়ে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল, এবং কোনো এক নাচের আসরে যাবার জন্যে দৃঢ় অভিপ্রায় জানালো।

এবার তার চতুর সৎ পিতা এমন এক অভিনব মতলব করলেন, যা তাঁর অন্তরের পক্ষে না হলেও মগজের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসনীয়। স্ত্রীর গোপন উৎসাহে ও সহায়তায় ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। রঙিন কাঁচের চশমায় চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে আড়াল করলেন। নকল গোঁফ আর একজোড়া পুরু জুলপি লাগিয়ে মুখের চেহারা বদল করে ফেললেন। তার স্পষ্ট গলার স্বরও মৃদু ফিস্‌ফিসনিতে পরিণত করলেন। ফেললেন। তার অস্পষ্ট গলার স্বরও মৃদু ফিস্‌ফিসনিতে

www.pathagar.com

পরিণত করলেন। তাছাড়া মেয়েটির চোখ খারাপ বলেও তিনি নিরাপদ ছিলেন। এইভাবে হসমার এঞ্জেল রূপে তার আবির্ভাব হলো। তিনি নিজে প্রেম নিবেদন করার ফলে অন্য প্রেমিকের পথ বন্ধ হলো।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক স্বীকার করে অত্যন্ত কাতর স্বরে বললেন,—ব্যাপারটা প্রথমে তামাসা করবার উদ্দেশ্যে করেছিলাম। ও যে অতোটা অভিভূত হয়ে পড়বে তা ভাবিনি।

হোম্‌স্ বললেন—হয়তো আপনি তা ভাবেননি। কিন্তু মিস্ সাদারল্যাণ্ড যথেষ্ট পরিমাণেই অভিভূত হয়েছিল। তাছাড়া তার সৎ বাবা সে সময়ে ফ্রান্সে চলে যাওয়ার দরুণ এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করতে পারেনি যে তার সঙ্গে এমন ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা চলেছে। হসমার এঞ্জেলের মিষ্টি কথায় সে খুশি হয়ে উঠছিল, তারপর মায়ের উচ্চ প্রশংসার ফলে তার অনুরাগ আরও বর্ধিত হলো। মি. এঞ্জেল ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলেন কারণ আকস্মিক ফল লাভ করতে গেলে ব্যাপারটাকে আরও গভীরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। দেখা সাক্ষাৎ চললো। এমনকি বাগদানও হয়ে গেল। কিন্তু এ ধরনের প্রতারণা চিরদিন চলবে না, তাছাড়া ফ্রান্সে যাবার ভান করা একটু অসুবিধাজনকও বটে। তখন ঠিক হলো, সমস্ত ব্যাপারটা এমন নাটকীয়ভাবে শেষ করতে হবে যাতে মেয়েটির মনে স্থায়ী দাগ কেটে যায় এবং বেশ কিছুদিনের জন্যে অন্য কোনো প্রেমিকের প্রতি যেন তার মন না যায়। এরপর তিনি মেয়েটিকে বাইবেল স্পর্শ করিয়ে চিরকাল বিশ্বস্ত থাকবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন। জেম্‌স্ উইণ্ডিব্যাঙ্কের মতলব ছিল মিস্ সাদারল্যাণ্ডকে হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে পাকাপাকি জড়িয়ে ফেলবার। তার কী ঘটেছে সে সম্বন্ধে কারো কথায় কর্ণপাত করবে না অন্ততঃ বছর দশেক। তাকে গীর্জার দরোজা পর্যন্ত নিয়ে আসবার পর হসমার এঞ্জেল রূপ উইণ্ডিব্যাঙ্ক চালাকি করে এক দরোজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরোজা দিয়ে সরে পড়ার নীতি গ্রহণ করলেন, কারণ এর বেশী অগ্রসর হওয়া যায় না। কেমন, নীতি গ্রহণ করলেন, কারণ এর বেশী অগ্রসর হওয়া যায় না। কেমন, মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক, আমি বোধ হয় ঘটনাগুলো ঠিক ঠিক বিবৃত করতে পেরেছি।

মি. জেম্‌স্ উইণ্ডিব্যাঙ্ক হুড়মুড় করে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। হোম্‌স্ হাসতে হাসতে চেয়ারে বসে বললেন, লোকটা ফন্দিবাজ পাপের মাত্রা বাড়িয়ে বাড়িয়ে একদিন নিশ্চয়ই ফাঁকিকাঠে ঝুলবে। আইন অনুযায়ী সাদারল্যান্ডে মামলায় তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা গেল না বটে! তুমি, ওয়াটসন, দেখবে ভদ্রলোক খুব শীগ্‌গিরিই আরও কয়েকটা অপরাধ করে ফেলেছে। কারণ অপরাধের রক্ত তার শরীরে আছে—এ আমার স্থির বিশ্বাস।

ডোরাকাটা ফিতে

ওয়াটসন তখন বেশ কিছুদিন ধরে বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে থাকতেন। একদিন সাতসকালে শার্লক হোমস ওয়াটসনকে ঘুম থেকে প্রায় টেনে তুলে বললেন, খুব ভোরে একজন মহিলা বিপদগ্রস্ত হয়ে এসেছে। চট্‌পট্ তৈরী হয়ে নাও, কেসটা মনে হচ্ছে দারুণ।

ওয়াটসন কেসের কথা শুনে তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে শার্লক হোম্‌সের সঙ্গে বৈঠকখানায় গেলেন। শার্লক হোম্‌স্ এবং ওয়াটসনকে দেখে মহিলাটি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানায়। হোম্‌স্ ওয়াটসনকে মহিলাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, আমার ডাক্তার বন্ধুর সামনে আপনি মন খুলে সবই বলতে পারেন।

মহিলাটি ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। বললো, আমার জীবনে এমন একটা চাপ অন্ধকার চেপে বসেছে যে, তার তা থেকে রেহাই পাবার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

হোম্‌স্ তাকে অভয় দিয়ে বলেন, আপনি চিন্তা করবেন না, ভয় পাবেন না—সব ঘটনা বলুন, তারপর মনে হয় আপনাকে আমি বিপদমুক্ত করতে পারবো।

কথা বলতে বলতে হোম্‌স্ বললেন, আপনি বোধ হয় সকালের ট্রেনে এসেছেন?

হোমসের কথায় মহিলাটি অবাক হয়ে বলল—আপনি কি আমাকে চেনেন?

www.pathagar.com

হোমস মাথা নেড়ে নিলেন,—না, না, এখানে আসার আগে আপনাকে চিনতাম না। আপনার বাঁ হাতের দস্তানায় ফেরার টিকিটের অর্ধেক অংশ দেখেই অনুমান করলাম। আরও মনে হচ্ছে যে স্টেশনে আসার সময় আপনি ডগকার্টের পথ পার হয়ে এসেছেন আর তা বুঝতে পারলাম আপনার বাঁ হাতে সাত জায়গায় কাদার ছোপ দেখে।

মহিলাটির বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। সে হোম্‌সের বুদ্ধির তারিফ করে বলে, মি. হোম্‌স্, আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন! শার্লক হোম্‌স্ বলেন, আপনি নিঃসঙ্কোচে সব খুলে বলুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

মহিলাটি নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, আমার নাম হেলেন স্টৌনার। আমি সৎ বাবার সঙ্গে থাকি। আমার নিজের বাবা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের খুবই পুরাতন স্যাকসন পরিবারের শেষ বংশধর। আমার সৎপিতা আমাদের একজন আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ডাক্তারি পাশ করে ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোলকাতায় চলে আসে। সেখানে বেশ ভালোভাবেই ডাক্তারি করে পসার লাভ করে। একবার আমার সৎবাবার বাড়িতে ডাকাতি হয়। এই ডাকাতির পেছনে বাড়ির ভারতীয় বাটলারের হাত আছে অনুমান করে তাকে ভীষণভাবে প্রহার করে। ফলে সে মারা যায়। ফলে আমার সৎপিতা অতি কষ্টে ফাঁসির হাত থেকে রেহাই পেলেও বেশ কিছুদিন জেল খাটে।

ভারতবর্ষের কোলকাতায় থাকাকালীন আমার সৎপিতা—বেঙ্গল আর্টিলারির মেজর স্টৌনার এক যুবতী বিধবাকে বিয়ে করে। তিনি আমার আসল মা। জুলিয়া ও আমি যমজ বোন। আমার মা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তখন আমাদের বয়স ছিল মাত্র দুই বছর। আমার মায়ের অনেক জমানো টাকা ছিল। তা থেকে প্রতি বছর একশো পাউণ্ডেরও কিছু বেশী আয় হতো। বিয়ের পর মা সব টাকা পয়সা বাবার নামে করে দেয়। তবে একটা শর্ত ছিল যে, আমাদের দিতে হবে। আমরা সপরিবারে লণ্ডনে আসার পর ট্রেন দুর্ঘটনায় আমার মা মারা যায়। তখন আমার সৎ বাবা লণ্ডনে পয়সা জমাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করে, আমাদের নিয়ে স্টৌক মোরানে পৈতৃক বাসভবনে চলে এলেন। আমার মা যা টাকা রেখে গিয়েছিল, তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবার কথা ছিল না।

স্টৌক মোরানে আসার পর আমার সৎ বাবার হঠাৎ মানসিক পরিবর্তন হয়। সে কারও সাথে মেলামেশা করতো না। সব সময় নিজের ঘরে একলা কাটাতো। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করলে সে ভীষণ রেগে যেত—তার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া জুড়ে দিতো। এরকম তো এক স্থানীয় কামারকে প্রাচীরের ওপর থেকে নদীর জলে ছুড়ে ফেলেছিল। অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে সেই কেলেঙ্কারী চাপা দিই।

ফলে পাড়ার সকলে তাকে ভীষণ ভয় পেত। অবশ্য আমার সৎ বাবার চেহারাটাও অসুরের মতো ছিল। গায়ে শক্তিও ছিল খুব। আমাদের জমি-জমা বলতে আমার সৎ বাবার কিছুটা অনুর্বর কাঁকর মেশানো জমি ছিল। সেখানে একদল বেদেকে তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করতে অনুমতি দিয়েছিল আমার সৎবাবা। এর বিনিময়ে কখনো কখনো তিনি তাদের তাঁবুতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। মাঝে মাঝে এক সপ্তাহ তিনি তাদের তাঁবুতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। মাঝে মাঝে একসপ্তাহ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। আর ভারতীয় জন্তু জানোয়ারদের ওপর তার চিরকালই বেশ একটু টান থাকায় ভারতবর্ষ থেকে একজন লোক তাঁকে মাঝে মাঝেই ভারতীয় জন্তু জানোয়ার পাঠাতো। বর্তমানে তাঁর একটা চিতা এবং একটা বেবুন আছে। তাঁর বাগানে খোলা অবস্থায় সে দুটো চরে বেড়ায়, গ্রামবাসীরাও তাদের ভয় করে। আমাদের বাড়িতে কোনো ঝি-চাকর টিকতে পারত না। ফলে বাড়ির সব কাজই আমাদের করতে হত। আমাদের জীবনে একফোঁটা শান্তি ছিল না। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে আমার বোনের মাথার চুল পেকে গেছিল। সেই বয়সেই সে মারা যায়। এই মৃত্যু সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই মি. হোম্‌স্। আমাদের আত্মীয় বলতে এক অবিবাহিত মাসি আছে। মাঝে মাঝে মাসীর অনুরোধে আমরা সেখান যেতাম। কয়েকদিন থাকতাম। গত দু-বছর আগে এক

www.pathagar.com

বড়দিনে জুলিয়া, মাসীর বাড়িতে গিয়েছিলাম সেখানে নৌ-বাহিনীর অর্ধবেতনভোগী মেজরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। পরস্পর বিয়ের অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। জুলিয়া খালার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর আমার সৎবাবা ব্যাপারটা জানতে পারে। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করে না। কিন্তু বিয়ের মাত্র পনেরোদিন আগে জুলিয়ার হঠাৎ অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

এবার শার্লক হোম্‌স্ একটু নড়ে চড়ে বসে। বলে, মৃত্যুর ব্যাপারটাকে একটু খুলে বলবেন মিস স্টোনা?

হ্যাঁ বলছি, মহিলাটি বলতে লাগলেন—একটু গোড়া থেকেই বলি কেমন, তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে। পুরোনো জমিদারবাড়ির একতলায় তিনটে ঘর বসবাসের উপযোগী করা হয়। প্রথম ঘরে আমার সৎ বাবা, দ্বিতীয় ঘরে বসবার তথা জুলিয়ার থাকার ঘর। শেষের ঘরটা আমার। তবে প্রত্যেকটি ঘরের ভেতর দিয়ে অন্য ঘরে যাবার দরোজা ছিল। প্রত্যেকটি ঘরে লনের দিকে জানালা ছিল। যেদিন জুলিয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়, সেদিন আমার সৎ বাবা তাড়াতাড়ি রাত্রির খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে। তবে সে যে ঘুমোয়নি তা আমরা বুঝতে পারি তার ভারতীয় চুরুটের ধোঁয়ার। জুলিয়া চুরুটের গন্ধ পছন্দ করতো না। কাজেই, সে আমার ঘরে চলে আসে এবং আসন্ন বিয়ের বিষয়ে গল্পগুজব করে। রাত এগারোটা পর্যন্ত আমরা গল্পগুজব করি। তারপর সে চলে যেতে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, রাতে কোনো শিস্ দেবার শব্দ শুনতে পাস হেলেন?

আমি অস্বীকার করি। সেরকম কোনো শব্দ শুনেছি বলে তো আমার মনে পড়ে না!

জুলিয়া বলল—আমি কিন্তু গত কয়েকটা রাত ঠিক তিনটের সময় শিস্ দেবার শব্দ শুনি। আমার পাতলা ঘুম বলে ঘুম ভেঙে যায়। কোথা থেকে যে শিস্টা আসে তা বুঝতে পারি না। হয়তো শিসটা পাশের ঘর থেকে আসতে পারে। আবার লন থেকে আসা অসম্ভব নয়।

জুলিয়াকে আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, হতভাগা বেদেগুলো বোধহয় শিস দিয়ে থাকে। ও ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব না দেয়াই উচিত। জুলিয়া আমার কথা মেনে নেয়। সে আমার ঘরের দরোজা ভেজিয়ে রেখে চলে যায়। আমি কিছু পরে ওর ঘরের দরোজায় তালা লাগাবার শব্দ পাই।

হোমস প্রশ্ন করলেন—আপনারা কি সকলেই নিজের নিজের দরোজায় তালা লাগান?

মিস্ হেলেন স্টোনার বলল—হ্যাঁ, আমরা সকলেই নিজের নিজের ঘরে তালা লাগাই। কেননা, আগেই আপনাদের বলেছি যে, আমাদের বাড়িতে একটা চিতাবাঘ ও বেবুন ছাড়া থাকে। অতএব, তালা বন্ধ না করলে আমরা নিরাপত্তা খুঁজে পাই না। স্বভাবতই সেদিন রাতে আমার ঘুম আসে না। কোনো এক অজানা আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করতে আসে বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি চলছে। হঠাৎ তারই মধ্যে জুলিয়ারের গগনভেদী আর্তনাদ শুনে, আমিও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গায়ে কোনোমতে একটা কাপড় জড়িয়ে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে পড়ি। জুলিয়ারের ঘরের দিকে এগোতেই, জুলিয়ারের বর্ণনার মতো একটা শিসের শব্দ হয়। আমি ভয়ে ভয়ে সেদিকে তাকাই। কেননা, আমার মনে হয়েছিল জুলিয়ার-এর ঘর থেকে ভয় পাবার মতো কিছু হয়তো বেরিয়ে আসবে। কিন্তু না, তার বদলে জুলিয়ার মাতালের মতো দৈহিক যন্ত্রণায় টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। নিজের দুই হাত সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে কি যেন ধরার জন্যে চেষ্টা করে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়ারকে জড়িয়ে ধরি। কী হয়েছে জানতে চাই। আমাকে পেয়ে জুলিয়ার হয়তো আরও কিছু বলত। সে জন্যেই হয়তো সে আমার সৎ বাবার বন্ধ ঘরের দিকে আঙুল তুলেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছু বলতে পারে না। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই সময় আমি সৎ বাবার সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে উঠি। আমার সৎ বাবা তখন রাতের পোশাক পরেই ঘর থেকে বের হয়। জুলিয়ার পাশে দাঁড়ায়। তার মুখে কিছুটা ব্রাণ্ডি ঢেলে দেয়। ডাক্তারও ডাকে। কিন্তু সবটাই প্রহসন বলে আমার মনে হয়।

এবার হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন—জুলিয়ার-এর মৃত্যু সম্বন্ধে করোনারের বক্তব্য কী?

www.pathagar.com

তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে—মিস্ স্টোনার বলল, কিন্তু সেরকম সন্দেহজনক কিছু পায়নি। মৃত্যুর সময় জুলিয়ার-এ দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তার ঘরের দরোজা বন্ধ ছিল। বাইরে থেকে তার অনুমতি ছাড়া আর কারও তার ঘরে প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। তবে ডোরাকাটা ফিতের ব্যাপারে বলা যেতে পারে,—আমাদের জমিতে যে বেদেরা থাকতো তারা তাদের মাথায় ডোরাকাটা ফিতে বাঁধতো। বিকারের সময় জুলিয়ার হয়তো সেই ডোরাকাটা ফিতের কথা বলে থাকবে।

শার্লক হোম্স্ পুনরায় শান্ত হয়ে নিজের আসনে বসে বললেন, পররে ঘটনাগুলো বলে যান, মিস্ স্টোনার।

দেখতে দেখতে ঘটনার পর দুর্বিষহ দু'টি বছর কেটে গেল।

মিস্ স্টোনার বলে যেতে লাগলেন একটু দম নেবার পর—একদিন হঠাৎ আমার বহুদিন আগেকার পুরুষবন্ধু আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আমার সৎ বাবা তাতে আপত্তি করে না। সকলের মত অনুযায়ী আমার বিয়ের দিন ঠিক হয় বসন্তকালে। এদিকে আমাদের বাড়িতে মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। ফলে আমাকে আমার ঘর ছেড়ে জুলিয়ার-এর ঘরে শুতে হচ্ছে। স্বাভাবিকই আপনি বুঝতে পারছেন মি. হোম্স্ আমার মানসিক অবস্থা। তবুও আমি প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করি। গতকাল রাতে জুলিয়ার-এর কথা চিন্তা করতে করতে ঘুম আসছিল না আমার চোখে। একসময় জুলিয়ারের কথামতো শিসের শব্দ শুনতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠি। ঘরের আলো জ্বালি। কিন্তু ঘরের ভেতরে কিছুই দেখতে পাই না। সমস্ত রাত আর ঘুমুতে পারি না। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরে বেরিয়ে পড়ি এবং আপনার সাহায্যের জন্যে এখানে আসি।

হেলেন স্টোনার চুপ করলে শার্লক হোম্স্ হেলেন স্টোনারের দিকে ঝুঁকে বললেন, আপনি কিন্তু সব কথা আমাকে বলেননি মিস স্টোনার।

হোমসের কথায় স্টোনার বিস্মিত হয়। আমতা আমতা করে বলে, আমি কিন্তু সব কথাই আপনাকে বলেছি মি. হোমস।

হোমস হেলেন স্টোনারের পায়ের দিকে ইশারা করে বলে, আপনার সৎবাবা যে আপনার ওপর দৈহিক অত্যাচার করে সে কথা গোপন করেছন মিস স্টোনার!

মিস হেলেন স্টোনার পায়ের কালসিটের দাগ আড়াল করতে চেষ্টা করে বলে, আপনার অনুমান সত্যি মি. হোম্স্।

কিছুক্ষণ ভাববার পর হঠাৎ হোমস বললেন—আচ্ছা, মিস্ স্টোনার, আজকে যদি আমরা আপনাদের স্টোক মোরানে যাই, তাহলে আপনি আপনার সৎ বাবাকে আড়াল করে আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিতে পারবেন?

মিস স্টোনার বলো—আশা করি পারব। কেননা, শুনেছি আমার সৎবাবা আজ শহরে কিছু কেনাকাটা করার জন্যে আসবে। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। তাছাড়া, আমাদের বাড়ি ঘর যে মহিলাটি দেখাশোনা করে সে বোবা ও খুবই বৃদ্ধা। তাকে আমি ম্যানেজ করে নেবো। তাহলে আমি চলি, শহরে কয়েকটা দরকারি কাজ শেষ করে বেলা বারোটার সময় বাড়ি ফিরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।

হেলেন স্টোনার চলে যেতেই হোম্স্ ওয়াটসনকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ হে ডাক্তার, ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটি সম্বন্ধে ওয়াটসনের সঙ্গে আরও সব খুঁটিনাটি আলোচনা হচ্ছিল। এইসময় হঠাৎ হোম্সের ফ্ল্যাটের দরোজা সশব্দে খুলে যায়। একজন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক দরোজায় দাঁড়ায়। পোষাকে ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীর সংমিশ্রণ—হাতে একটা শিকারি চাবুক। বয়সের রেখা লোকটার সারা মুখে। রোদে রং হল্দে হয়ে গেছে, সমস্ত মুখমণ্ডলে পাপের স্পষ্ট ছাপ। লোকটা হোম্স্দের দুজনকে শকুনী দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। পরে জিজ্ঞাসা করে আপনাদের মধ্যে কে শার্লক হোম্স্? শার্লক হোম্স্ সবিনয়ে বলেন, আমি আপনার পরিচয় পেলে বাধিত হবো।

www.pathagar.com

ভদ্রলোক বললেন, আমি স্টোক মোরালের ডা. গ্রাইন্‌সবি রয়লট। আমি জানতে পেরেছি যে আমার সৎ মেয়ে এসেছিল। আমি জানতে চাই যে, সে আপনাদের কি বলেছে?

হোম্‌স শান্তভাবে বললেন, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন ডাক্তার। ডা. রয়লট বললেন, বসবার জন্যে আমি আসিনি—আমি শুধু জানতে এসেছে, আমার সৎ মেয়ে আপনাকে কি বলেছে?

শার্লক হোম্‌স্ আগের মতো শান্তভাবে বললেন, শুনেছি, এবার খুব ক্রকাশ্ ফুল ফুটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ডা. রয়লাট আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। হাতের চাবুক নাড়ান।

এক পা শার্লক হোম্‌সের দিকে এগিয়ে বলেন—আমাকে অবজ্ঞা করছ বুড়ো ভাম! আমি তোমাকে চিনি। পরের নোংরা জিনিস নিয়ে হৈ চৈ করতে ভালোবাসো। ফোকর দালাল কোথাকার! স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ধড়িবাজ শেয়াল!

ডাঃ রয়লটের কথায় হোম্‌স্ মন খুলে হাসেন। এবং বলেন, আপনার সুমিষ্ট ভাষণে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হচ্ছে। আপনি যাবার আগে দয়া করে ঘরের দরোজা ভালো করে বন্ধ করে যাবেন, কারণ আজ বড্ড কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছে!

হোম্‌সের কথায় ডাঃ রয়লট হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। সে প্রায় চিৎকার করে বলে, আমার ব্যাপারে নাক গলালে পরিণাম কিন্তু শোচনীয় হয়ে উঠবে। আমার কথার প্রকৃত প্রমাণ তোমার এখানেই দিয়ে যাচ্ছি।

কথা বলতে বলতে ডাঃ রয়লট ক্ষেপা কুকুরের মতো ফায়ার প্লেসের কাছে এসে, আগুন খোঁচাবার লোহার রডটা তুলে নিয়ে চড় চড় করে রডটা বাঁকিয়ে ফেলে হোম্‌সের দিকে গর্বের সঙ্গে তাকায়। বলে, এবার নিশ্চয়ই আমার আওতার বাইরে থাকতে চেষ্টা করবে শয়তান? এই কথা বলে বাঁকানো লোহার রডটা ফায়ার প্লেসের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, হিংস্র জন্তুর মতো বড় বড় পা ফেলে স্থান ত্যাগ করে।

হোম্‌স্ হো হো করে হেসে উঠে বলে, সত্যিই ডাঃ রয়লট খুবই অমায়িক। ডাক্তারের মতো অতো ষণ্ডা না হলেও আমারও যে শক্তি খুব একটা কম নয়, তা একটু অপেক্ষা করলেই ডাক্তার বুঝতে পারতো। কথা বলতে বলতে শার্লক হোম্‌স বাঁকানো লোহার রডটা হাতে তুলে নিয়ে, এক হ্যাঁচ্‌কায় রড্‌টা সোজা করে দেয়।

প্রাতরাশ শেষ করে হোম্‌স্ বেরিয়ে পড়ে। ফিরতে ফিরতে দুপুর একটা হয়ে যায়। তার হাতে এক তাড়া নীল কাগজে কি সব নোট করা দেখে ওয়াটসন জিগ্যেস করলেন—কী ব্যাপার ওগুলো কী?

হোম্‌স্ কাগজের তাড়া টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—ডা. রয়লটের মৃতা স্ত্রীর উইল দেখে এলাম। ডাক্তারের স্ত্রীর মৃত্যুর সময় যা থেকে অর্থাগম হতো তার মূল্য ছিল প্রায় এগারোশো পাউন্ড। বর্তমানে কৃষি সংক্রান্ত সামগ্রীর দাম কমে যাওয়ায় তা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাতশো পাউণ্ড। কাজে কাজেই, মেয়েদের বিয়ে হলে যে অর্থ ডা. রয়রট হাতে পাবে, সে আয়ের ওপর নির্ভর করে নিজের জীবন চালানো দুর্বিষহ হবে।

কাজে কাজেই ডা. রয়লট যখন জানতে পেরেছে যে, আমরা ওর মেয়ের ব্যাপারে চিন্তা করছি, তখন মিস্ হেলেন স্টোনার-এর কোনো ক্ষতি হবার আগেই আমাদের স্টোক মোরানে পৌঁছোনো উচিত। অবশ্য একটা রিভালভার আমাদের সঙ্গে রাখা উচিত। কেননা, ডা. রয়লট যে রকম বিনয়ী লোক, তাতে ওটা হয়তো ওকে শান্ত করতে লাগতে পারে।

শার্লক হোম্‌স্ ওয়াটসনকে নিয়ে ডা. রয়লটের বাড়িতে পৌঁছুলেন। তখন মিস হেলেন স্টোনা বাড়ির উঠোনে পায়চারী করছে।

হোম্‌স্‌দের দেখতে পেয়ে মিস্ স্টোনার প্রায় ছুটে এসে মি. হোম্‌স ও ডা. ওয়াটসনকে অভ্যর্থনা জানায়। বলে, সৎ বাবা শহরে গেছে। ফিরতে সন্ধ্যে হবে। ডা. রয়লাটের সঙ্গে হোম্‌স্‌দের আলাপ ও তার ব্যবহারের কথা মিস্ স্টোনারকে হোম্‌স্ বললেন, তারপর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার সৎ বাবা বেশী বাড়াবাড়ি করলে আপনাকে আমরা আপনার

www.pathagar.com

মাসীর বাড়িতে রাখবার ব্যবস্থা করবো। এখন আর সময় নষ্ট না করে, চলুন আপনাদের ঘরগুলো পরীক্ষা করে দেখি।

বাড়িতে দর্শনীয় কিছু নেই। প্রাচীন জমিদার বাড়ির যা অবস্থা এখানেও তাই। চারিদিক ভাঙাচোরা। তারই মধ্যে বাড়ির ডানদিকে কিছুটা জায়গা মেরামত করে বসবাসের উপযোগী করা হয়েছে।

মিস হেলেন স্টোনার শার্লক হোম্‌স্‌কে নিয়ে তাদের শোবার ঘর, বসবার ঘর ইত্যাদি দেখায়। হোম্‌স্ ঘরের খোলা জানলা পরীক্ষা করে। লেন্স দিয়ে দরোজা জানালার কবজা পরীক্ষা করে ঘরের ভেতর থেকে হুড়কো দেয়া থাকলে বাইরে থেকে তা খোলা যায় কিনা তাও দেখে। তারপর হোম্‌স্ জুলিয়ার-এর ঘর মানে এখন যেখানে বাড়ি মেরামতের জন্যে মিস্ স্টোনার থাকেন সে ঘরে যান। ঘরের প্রত্যেকটি আসবাবপত্র পরীক্ষা করে, পুরোনো ও ভেঙে পড়া আসবাবপত্রের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে তিনি একটা চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে ঘরের ওপর থেকে নীচু পর্যন্ত চোখ বোলায়। একসময় ছাদ থেকে ঝোলানো একটা ঘন্টার দড়ি শোবার খাটের ওপর পর্যন্ত ঝোলানো দেখে হোম্‌স্ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জানে যে, এই দড়িটা ঝিকে ডাকার জন্যে বছর দুয়েক আগে টাঙানো হয়েছে। তবে আমার বোন কোনোদিনই এই দড়িটা ব্যবহার করতো না। কারণ, আমরা আমাদের কাজ নিজেরাই করে নিতাম।

এবার শার্লক হোম্‌স্ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, হাতের লেন্স নিয়ে ঘরের আনাচে কানাচে ভালো করে পরীক্ষা করেন। একসময় ঘন্টার দড়িটা ধরে এক টান দিয়ে বলেন, এটা শুধু শুধু টাঙ্গানো আছে। ওপরের বায়ু পথের ফুটোর ঠিক ওপরটায় একটা হুকের সঙ্গে বাঁধা আছে। তাছাড়া, হাওয়া চলাচলের জায়গা দিয়ে হাওয়া ঢোকে না। এরপর হোম্‌স্ ডা. রয়লটের ঘর পরীক্ষা করতে যান। ডা. রয়লটের ঘর জুলিয়ারের ঘর থেকে একটু বড়। ঘরের আসবাবপত্র পুরোনো দিনের একটা ক্যাম্পখাট, একটা আরাম চেয়ার, একটা বইয়ের আলমারী, একটা কাঠের চেয়ার, একটা গোল টেবিল ও একটা লোহার সিন্দুক।

হোম্‌স সিন্দুকে মৃদু শব্দ। প্রশ্ন করে, সিন্দুকের ভেতরে কি আছে?

মিস্ হেলেন স্টোনা বলেন—ব্যবসার কাগজপত্র।

হোম্‌স্ কাঠের চেয়ারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পকেট থেকে লেন্স বের করে কি যেন পরীক্ষা করেন। তারপর ডা. রয়লটের কুকুর মারার চাবুকটাকে হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন—মন্তব্য করেন চাবুকটার ডগাটা যেভাবে গোল করা আছে তাতে মনে হচ্ছে হুইপ কার্ডের ফাঁস। সবকিছু তদন্তের পর মিস্ হেলেন স্টোনারকে কাছে ডেকে বলেন ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। কাজেই আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে আর এই মুহূর্ত থেকেই আপনাকে আমার নির্দেশ মতো চলতে হবে। তা না হলে আপনাকে আপনার সৎ বাবার হাত থেকে রক্ষা করা অসম্ভব।

মিস্ হেলেন স্টোনার বলেন, আপনি যা বলবেন সব মেনে চলবো। আপনার সব কথা শুনে চলবো।

হোম্‌স্ কোনো দ্বিধা না করে বলেন, আজকের রাতটা আমরা আপনার ঘরে কাটাবো।

হোম্‌সের কথায় ওয়াটসন ও মিস্ স্টোনার একটু অপ্রস্তুত হলেন। দুজনেই বিব্রতভাবে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

হোম্‌স্ তখন গম্ভীরভাবে বললেন, তাহলে এবার আসল ব্যাপার ও উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলছি। আমরা মানে আমি ও ওয়াটসন সামনের সরাইখানায় থাকবো। ওখান থেকে নিশ্চয়ই আপনার বর্তমান শোবার ঘরের জানলা দেখা যাবে?

হ্যাঁ, তা যাবে,—মিস হেলেন স্টোনার উত্তর দেয়।

হোম্‌স্ বললেন,—আপনার সৎ বাবা শহর থেকে ফিরে এলে আপনি মাথা ধরার অজুহাতে আপনার এখানকার শোবার ঘরে শুয়ে পড়বেন। আপনার সৎ বাবা রাতে যখন সত্যিই শোবার জন্যে নিজের ঘরে ঢুকবেন, তখন আপনি আপনার বর্তমান শোবার ঘরের

www.pathagar.com

জানালা খুলে দেবেন। আমাদের জানানোর জন্যে ঘরের হ্যারিকেন জানালা পটির ওপরে রাখবেন। আর আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আপনার আসল ঘরে চলে যাবেন। আশা করি, একটা রাতের জন্যে নিশ্চয়ই আপনার অসমাপ্ত মেরামত ঘরে থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না।

মিস্ হেলেন স্টোনার মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

শার্লক হোম্স্ ও ওয়াটসন মিস্ স্টোনার-এর কাছ থেকে বিদায় নেয় তাড়াতাড়ি, কেননা ডা. রয়লটের মানে সৎ বাবার বাড়ি ফেরার আগেই তাদের এ বাড়ি ত্যাগ করা দরকার।

মিস্ হেলেন স্টোনারের বাড়ির কাছেই ক্রাউন হোটেলে হোম্স্ বন্ধু ডা. ওয়াটসনকে নিয়ে দোতলায় এমন একটা ঘর বেছে নেন যাতে করে মিস্ হেলেন স্টোনারদের বাড়ির প্রবেশপথ ও বাড়ির যে অংশে ওরা থাকে তা স্পষ্ট দেখা যায়।

সন্ধ্যের মুখে ডা. রয়লট শহর থেকে ফেরে। ডা. রয়লটের বাড়ির বসবার ঘরে আলো জ্বলে ওঠে।

হোম্স্ ডা. রয়লটের বাড়ির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। তারপর ওয়াটসনকে বলেন, আচ্ছা ওয়াটসন, তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছো যে, যে ঘরে মিস্ জুলিয়া মারা যায় অর্থাৎ যে ঘরে মিস্ হেলেন স্টোনার-এর শোবার ব্যবস্থা হয় সে ঘরের খাটটা মেঝেতে এমনভাবে আংটার সঙ্গে লাগানো ছিল যে, খাটটাকে কোনোমতেই আগুপিছু করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, বায়ুপথ ও ঘন্টার দড়ি ঠিক ও খাটটার ওপরেই ছিল।

ডা. ওয়াটসন হোম্সের বক্তব্যকে সমর্থন জানায়।

রাত ঠিক নটার সময় ডা. রয়লটের বাড়ির আলো নিভে যায়। সমস্ত বাড়িটা যেন অন্ধকারে ডুবে যায়।

হোম্স্—এর তীক্ষ্ণ চোখ ডা. রয়লটের বাড়ির ওপরে থাকে। শ্রাবণ শক্তিও তিনি সেরকম সজাগ রাখতে চেষ্টা করেন।

রাত ঠিক এগারোটার সময় ডা. রয়লটের বাড়িতে উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। হোম্স্ আনন্দে নেচে উঠে বলে, ঐ আমাদের আলোর সংকেত। আলোটা ঠিক বসবার সময় মাঝখানের ঘর থেকে আসছে। হোটেল থেকে বেরোবার সময় হোটেলের ম্যানেজারকে বলা হলো, আমরা আমাদের একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, হয়তো রাতটা আমরা ওখানেই কাটাতে পারি। হোটেলের ম্যানেজারের বিশ্বাস হলো হোম্সের কথা।

মার্লক হোম্স্ ও ওয়াটসন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে হলদে একটা অনুজ্জ্বল আলো নিয়ে হোম্স্রা ডা. রয়লাটের বাগানে প্রবেশ করলেন একটা ভাঙা পাঁচিলের ফোকর দিয়ে। তারপর খুব সাবধানে বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করলেন। এ পর্যন্ত তারা কোনো বাধারই সম্মুখীন হন নি। কিন্তু মিস্ হেলেন স্টোনার ঘরের জানলা টপকে ঢুকতে যাবার সময় হঠাৎ বাগানের ঝোপের ভেতর থেকে একটা বিকলাঙ্গ শিশু ছুটে এসে লনের ঘাসের ওপরে লুটোপুটি খেয়ে শরীরটায় মোচড় দিতে শুরু করে। আবার মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়। ব্যাপারটা দেখে ওয়াটসন বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। হোম্স তখন ওয়াটসনের হাতটা বেশ শক্ত করে চেপে ধরেছিল। পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হোম্স্ ফিস্ফিস্ করে বললেন, ওটা হলো বেবুন, ভয় পাবার কিছু নেই।

এরপরেই ডা. রয়লটের প্রিয় চিতাবাঘের চিন্তা ওয়াটসনের মাথায় ঘুরঘুর করতে শুরু করে। কেননা, রাতের অন্ধকারে যে কোনো সময় সেও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

হোম্সের নির্দেশে দুজনে জুতো খুলে মিস্ হেলেন স্টোনারের বর্তমান শোবার ঘরের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। হোম্স্ কোনো শব্দ না করে জানালার পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে লণ্ঠনটা জানালার আলসে থেকে টেবিলের ওপরে রাখে। ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে হোম্স সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলেন না।

হোম্স্ ওয়াটসনের কানের কাছে মুখ এনে খুবই চাপাস্বরে বললেন, কোনোরকম শব্দ

www.pathagar.com

কিংবা সন্দেহের কারণ হলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কাজেই, আমাদের সব সময় সর্তক থাকতে হবে। এবং ওয়াটসনকে চেয়ারে বসতে বলে, সঙ্গে আনা রিভালভার ঠিক জায়গায় রাখতে পরামর্শ দেন। সাবধান করে দিলেন, কোনোমতেই ঘুমিয়ে পড়া চলবে না।

হোম্‌স্ মিস্ হেলেন স্টোনার-এর বিছানার ধারে বসে সঙ্গে আনা একটা বেত বিছানার ওপরে রাখেন। তাছাড়া দেশলাই ও মোমবাতিও হাতের কাছে রাখেন।

সব কাজ পরিকল্পনা মতো হবার 'পর হোম্‌স্ ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন। গাঢ় অন্ধকার সমস্ত ঘরটাকে গ্রাস করে। নিশাচর পাখিদের আনাগোনা স্পষ্ট হয়। এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ। একসময় বন্ধ জানালার ওপারে বেড়ালের মতো গর্গর চাপা গর্জন শোনা যায়। হোম্‌স্ ফিস্‌ফিস্ করে ওয়াটসনকে বললেন, মি. রয়লটের প্রিয় চিতাবাঘটা রাত জেগে বাড়ির, চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে। দূরের কোনো গির্জা থেকে রাত বারোটার ঘন্টা বাজানো হয়। দেখতে দেখতে পর পর রাত একটা, দুটো ও তিনটে বাজলো। কিন্তু কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা তাদের চোখে পড়লো না।

হঠাৎ বায়ুপথে সামান্য আলোর রশ্মি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে তা নিভেও যায়। তারপরেই গরম ধাতু ও পোড়া তেলের দুর্গন্ধ নাকে আসে। মি. রয়লটের ঘরে মৃদু পায়ের শব্দ শোনা যায়। ওখানে কে যেন চোরালণ্ঠন জ্বালিয়েছে বলে মনে হয়। দেখতে দেখতে আধঘন্টা কেটে গেল।

হঠাৎ হোমস শুনতে পেলেন কেটলির ভেতর থেকে যেমন বাষ্প বেরোবার সময় শোঁ শোঁ ফোঁস ফোঁস আওয়াজ হয় ঠিক তেমন একটা শব্দ যেন খুব কাছ থেকেই আসছে।

হোম্‌স্ একলাফে খাটের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দেশলাই জ্বেলে প্রচণ্ড গতিতে ঘন্টার দড়ির ওপরে বেতের চাবুক মারতে শুরু করলেন এবং মুখে বলতে লাগলেন, দেখতে পাচ্ছো ওয়াটসন, কিছু দেখতে পাচ্ছ? প্রকৃতপক্ষে ওয়াটসন তখন কিছুই দেখতে পান নি। হোম্‌স্ যখন দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছিলেন তখন তিনি একটা শুধু শিসের শব্দ শুনেছিলেন। হোম্‌স্ যখন বেত মারা বন্ধ করে বায়ুপথের দিকে তাকায়, ঠিক সে সময় ডা. রয়লটের ঘর থেকে গগন বিদারক আর্তনাদ ওঠে। এই আর্তনাদ এতো বেশি তীব্র ছিল যে, বহুদূর পর্যন্ত ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠেছে। ভয়ে বুকের রক্ত জল হবার উপক্রম হয়।

ওয়াটসন ব্যাপারটা জানার জন্যে শার্লকের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ে। হোমস ওয়াটসনকে রিভলভার নিয়ে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন। এবার তাদের ডা. রয়লটের মুখোমুখি হতে হবে।

হোম্‌সের কথামতো ওয়াটসন রিভালভার উঁচিয়ে তার পেছন পেছন ডা. রয়লটের ঘরের সামনে যান। হোম্‌স্ ডা. রয়লটের ঘরের দরোজায় শব্দ করে। কয়েকবার শব্দ করার পরেও ডা. রয়লটকে দরোজা খুলতে না দেখে শার্লক হোম্‌স্ দরোজার হাতল ঘুরিয়ে দরোজা খোলেন। ডা. রয়লটের ঘরের ভেতরে ঢোকেন। ঘরে ঢুকে হোম্‌স্‌রা যে দৃশ্য দেখলেন তা দেখে গায়ে কাঁটা দেয়। থম্‌কে দাঁড়ালেন হোম্‌স্। ডা. রয়লটের টেবিলের ওপরে কাঁচ খোলা একটা চোরা লণ্ঠন, আর সেই লণ্ঠনের উজ্জ্বল রশ্মি খোলা লোহার সিন্দুকের ওপরে পড়েছে। ডা. রয়লট একটা টেবিলের সামনে একটা কাঠের চেয়ারের ওপরে বসে আছেন। কোলের ওপর তার সেই প্রিয় কুকুর মারা চাবুক। দৃষ্টি তার ঘরের ছাদের দিকে। স্থির দৃষ্টি ঘরের ছাদের দিকে আবদ্ধ। কপালে ভ্রুর ঠিক ওপরে জড়িয়ে আছে একটা হলদে ফিতে। ফিতেটার ওপরে বাদামী ডোরা। ফিতেটা খুবই শক্ত করে ডা. রয়লটের কপালে বাঁধা আছে।

হোম্‌স্‌রা ডা. রয়লটের ঘরে প্রবেশ করলেও তিনি হোমস্‌দের দিকে একটিবারের জন্যেও তাকালেন না। নড়াচড়াও করলেন না।

ওয়াটসন ডা. রয়লটের দিকে রিভালভার উঁচিয়ে সামান্য এগোতেই ডোরাকাটা ফিতে নড়েচড়ে ওঠে। ডা. রয়লটের অবিন্যস্ত চুলের ভেতর থেকে একটা রুইতন মুখি সাপ মাথা বরে করে। তার মোটা গলা হোম্‌স্‌রা দেখতে পেলেন।

www.pathagar.com

শার্লক হোম্‌স্ প্রায় চিৎকার করে বললেন, এটা হলো ভারতবর্ষের বিষাক্ত সাপ। কাউকে কামড়ালে দশ মিনিটের মধ্যে নির্ঘাত সে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ে। চক্রান্তকারী ডা. রয়লট এবার নিজের চক্রান্তে নিজে জড়িয়ে পড়েছে। এবার সাপটাকে নিজের জায়গায় রেখে দেওয়া দরকার।

শার্লক হোম্‌স্ ডা. রয়লটের কুকুর মারা চাবুক নিয়ে চাবুকের ফাঁস সাপটার গলায় পরায়। এবং প্রায় জোর করে সাপটাকে ডা. রয়লটের কপাল থেকে ছাড়িয়ে খোলা সিন্দুকের মধ্যে সাপটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে।

এরপর মিস হেলেন স্টৌনারকে তার মাসীর মাছে পাঠিয়ে দেন হোম্‌স্। ডা. রয়লটের মৃত্যুর ব্যাপারটা সরকারী বিভাগের ওপর অর্পণ করা হয়।

ব্যাপারটা সঙ্গে থেকেও ভালো করে বুঝতে পারেননি ডা. ওয়াটসন। তারপর একদিন এ ব্যাপারে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতেই ওয়াটসন জানতে পারলেন—বেদেদের কথা আর ডোরাকাটা ফিতের কথা শুনে প্রথম দিকে আমার একটু গুলিয়ে গেছিল। তবে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ঘরের জানালা ও দরোজা দিয়ে বিপদ ঘরে ঢোকেনি। আবার ঘন্টার দড়ি ও খাট মেঝের সঙ্গে আটকানো দেখে—হোম্‌স্ বললেন, আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল। তখনই আমি ভেবেছিলাম, এই ঘন্টার দড়ি দিয়ে ঘরের ভেতরে কিছু প্রবেশ করানো হয়ে থাকে। এই প্রবেশর কথা মনে হতে সাপের কথা মনে হলো। কেননা, ডা. রয়লট অনেকদিন ভারতবর্ষে ছিল। ভারতবর্ষ থেকে জন্তু জানোয়ার আনানোর কথা আগেই জেনেছিলাম। কাজেই, নিজের কাজ উদ্ধার করার জন্যে এমন বিষ প্রয়োগ করার চিন্তা করেন ডা. রয়লট, যা রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়ার সম্ভবনা কম। তবে এ বিষ প্রয়োগে সাপের দুটো দাঁতের ছোট ছোট কালো ফুটো সৃষ্টি হয়। করোনার যদি খুবই সর্তকতার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির দেহ পরীক্ষা না করে তবে তা সাধারণতঃ চোখে পড়ার কথা নয়।

যে সাপটার দ্বারা মিস্ জুলিয়ার ও ডা. রয়লট প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হলো, সেই সাপটাকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া ছিল যে, রাত্রে তাকে ঘরের বায়ুপথ দিয়ে মিস জুলিয়ার-এর ঘরে প্রবেশ করানো হতো। ভোরের দিকে শিস দিয়ে তাকে আবার কাছে ডেকে নিতেন ডা. রয়লট!

ওয়াটসনের ধারণা বেশ কিছুদিন ধরেই সাপটাকে মিস জুলিয়ার ঘরে নাবিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু ঘটনার আগের দিন পর্যন্ত সাপটা মিস্ জুলিয়ারকে কামড়ায়নি। শেষের দিন ডা. রয়লট সাপটাকে মিস্ জুলিয়ার-এর ঘরে ঢুকিয়ে ছিল কিন্তু হোম্‌সের বেতের ঘায়ে সে ভীষণ রেগে ডা. রয়লটের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে বাগে পেয়ে তার কালেই কামড় দেয়। ডা. রয়লট মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নিজেকে রক্ষা করার আগেই।

বসকোম উপত্যকার রহস্য

এবারও হোম্‌সের অনুরোধে 'বসকোম উপত্যকার রহস্য' সন্ধানে হোম্‌সের সঙ্গী হয়েছেন ডা. ওয়াটসন। গাড়িতে যেতে যেতে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন—ব্যাপারটা খবরের কাগজ পড়ে যা বুঝেছি বা জেনেছি তা সংক্ষেপে তোমাকে বলে রাখি। তবে নিজে থেকে না দেখে সব ব্যাপারটা মানতে পারছি না। আর সেই জন্যেই তো এই অভিযান। তোমাকেও সঙ্গে নিয়েছি। শোনো তাহলে—বসকোম উপত্যকা হলো গ্রামাঞ্চলের এক জেলা, হিয়ারফোর্ডশায়ারের রস্-এর কিছু দূরে। ও অঞ্চলে সবচেয়ে বড় ভূস্বামী হলেন জন টার্নার নামে এক ভদ্রলোক। অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে ভদ্রলোক টাকা করেন, ক-বছর হলো তিনি আর একজন অস্ট্রেলিয়া-ফেরত ভদ্রলোককে ভাড়া দেন, তাঁর হেথার্লির গোলাবাড়িটা। তিনিও নিজের কিছু জমিজমা দেখাশোনা করেন ও চাষবাসও দেখাশোনা করেন। অস্ট্রেলিয়ায় থাকতেই ওদের এমনই গাঢ় বন্ধুত্ব হয় যে দেশে ফিরে ওঁরা যথাসম্ভব কাছাকাছিই বসবাস বরবেন ঠিক করেন। টার্নার ভূস্বামী আর ম্যাকার্থি সেই থেকে ভাড়াটে হয়েই রইলেন। যদিও সেজন্যে ওদের আচরণে কোনই তারতম্য

www.pathagar.com

ছিল না এবং প্রায়ই তারা একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতেন। দু-জনেই ছিলেন বিপত্নীক—ম্যাকার্থির এক ছেলে আর টার্নারের এক মেয়ে—দুজনেরই বয়স আঠারো বছর। প্রতিবেশী ইংরেজদের সঙ্গে এঁরা বিশেষ মেলামেশা করতেন না। ম্যাকার্থির একটি চাকর আর একটি ঝিল ছিল, আর টার্নারের দাসদাসীর সংখ্যা ছিল অনেক, অন্তত ছয়টা। দুটি পরিবার সম্বন্ধে এই পর্যন্তই আমি জানতে পেরেছি। এইবার ঘটনাটা শোনো।

৩ জুন তারিখে, অর্থাৎ গত সোমবার ম্যাকার্থি বিকেল তিনটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বসকোম হ্রদ পর্যন্ত হেঁটে যান। বসকোম হ্রদ হল একটা ছোট হ্রদ, বসকোম উপত্যকার ওপর দিয়ে যে নদী বয়ে যায় তারই জলে এ হ্রদের সৃষ্টি। সকালবেলা তিনি চাকরকে নিয়ে রস্-এ যান। তাকে বলেন যে তাঁকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কারণ তিনটের সময় তাঁর একজনের সঙ্গে দেখা করবার জরুরি দরকার। সেই যে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন আর ফেরেন নি।

হেথার্লির গোলাবাড়ি থেকে বসকোম হ্রদের দূরত্ব সিকি মাইলের মতো। সেখানে যাবার পথে দুজন লোক তাঁকে দেখেছিল। একজন হলো এক বৃদ্ধা—তার নাম জানাতে অনিচ্ছুক, অপর জন হলো উইলিয়াম ক্রাউডার, মি. টার্নারের মালী। দুজনেই সাক্ষী দেবার সময় বলেছে মি. ম্যাকার্থির সঙ্গে কেউ ছিলো না। ক্রাউডার আরো বলে যে, ম্যাকার্থিকে দেখবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর পুত্র জেম্‌স ম্যাকার্থিকেও সেদিকে যেতে দেখে, তার বগলে একটা বন্দুক ছিল। মালীর যতদূর মনে হয়, পিতা তখন, তাঁর পুত্রের দৃষ্টিগোচর ছিলেন, পুত্র তাঁর পিছু পিছু চলছিল এ নিয়ে আর কোনো চিন্তা তার মনে আসেনি যতোক্ষণ না সে সন্ধ্যেবেলায় দুর্ঘটনার কথাটা না শোনে।

বসকোম উপত্যকার দেখাশোনার ভার যে মালীর ওপর ছিল তার মেয়ে পেশেন্স মোরান তখন বনের মধ্যে ফুল তুলছিল, সে বলে, বনের ধারে হ্রদের কাছে সে পিতা ও পুত্রকে দেখতে পায়, তার মনে হয় তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হচ্ছে। সে শুনতে পেলো, মি. ম্যাকার্থি তাঁর পুত্রকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় ধমকাচ্ছেন—দেখলো পুত্রও হাত তুলল—তাঁকে মারবে বলেই যেন। ভয় পেয়ে মেয়েটি ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে বলে যে বোধহয় ওদের মধ্যে একটা মারামারি হতে চলেছে। কথাটা সে শেষ করেছে কি না করেছে এমন সময় পুত্র দৌড়াতে দৌড়াতে তাদের বাড়ির সামনে এসে বললো, সে তার বাবাকে বনের মধ্যে মৃদ অবস্থায় দেখতে পেয়েছে, সাহায্য চায়। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সে এসেছিল। তার ডান হাতে টাটকা রক্তের দাগ ছিল। তার পেছন পেছন গিয়ে তারা দেখলো, মৃতের দেহ হ্রদের ধারে এলিয়ে পড়ে আছে—কোনো ভোঁতা ভারী অস্ত্রের আঘাতের পর আঘাত মাথাটা তুবড়ে গেছে। আঘাতটা দেখে ছেলের বন্দুকের কুঁদোর আঘাত বলে মনে করা খুবই স্বাভাবিক। মৃতদেহের মাত্র কয়েক পা দূরে সেটা ঘাসের ওপর পড়ে ছিল। এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মঙ্গলবার তদন্তে তার বিরুদ্ধে "স্বেচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড" এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে বুধবার তাকে রস্-এ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা মামলাটা আগামী তারিখের জন্যে মুলতুবি রাখেন। পুলিশ কোর্টে তার করোনারের কাছে ব্যাপারটা যা দাঁড়ায় তা হলো এই—

ওয়াটসন বললেন, কিন্তু ব্যাপার যা শুনলাম তাতে তা এতোই পরিষ্কার যে, এ মামলায় তোমার কোনো বাহাদুরিই থাকবে না।

হোম্‌স্ বললেন, কিন্তু পরিষ্কার ঘটনার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা যত, এমন আর কিছুতে নয়। হাসতে হাসতে বললেন, তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে যে অন্য কোনো অমন পরিষ্কার ব্যাপারেও এহেন কিছুর সন্ধান পেয়ে গেলাম যা হয়তো লেসট্রেডের কাছে অতোটা পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয়নি। বর্তমান মামলায় দু-একটা ছোটখাটো ব্যাপারে তদন্তে জানা গিয়েছিল, সেগুলো ভেবে দেখার মতো।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কী সেগুলো?

হোম্‌স্ বললেন—ওকে সঙ্গে সঙ্গে ধরা হয়নি। ধরা হয়েছিল ও হেথার্লির গোলাবাড়িতে

www.pathagar.com

ফেরবার পরে। পুলিশ ইন্সপেক্টর ওর হাজত হওয়ার খবর দিতে ও বলে এতে ও বিস্মিত হয়নি এবং এ তার প্রাপ্যই বটে। করোনারের জুরিদের মধ্যে যদি বা সন্দেহের লেশমাত্র ছিল তাও স্বাভাবিকই ওর এই মন্তব্যে দূর হয়ে গেছে।

ওয়াটসন বললেন—এ তো পরিষ্কার স্বীকারোক্তি!

হোম্‌স্ বললেন—না, কারণ তারপরেই সে বলেছে যে সে নির্দোষ। দেখো ওয়াটসন, মেঘের ঘনঘটার মধ্যে এইটেই সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোর আভাস যা এ পর্যন্ত পেয়েছি। আর, উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো তাকে ধরার ব্যাপারে যদি সে বিস্ময় বা ক্রোধ প্রকাশ করতো তাহলে আমার সন্দেহ গভীর ভাবে তার ওপর পড়তো, কারণ এ অবস্থায় এভাবে বিস্ময় বা ক্রোধ প্রকাশ করা স্বাভাবিক হতো না। এবং তা কোনো মতলববাজের চালাকি বলে মনে হতো। পরিস্থিতিটা সে যেরকম খোলাখুলি ভাবে গ্রহণ করেছিল তাতে বুঝতে হবে যে হয় সে নির্দোষ, কিংবা প্রচুর দৃঢ়তা ও মনোবলের অধিকারী। আর, প্রাপ্যসম্বন্ধে সে যা বলেচে তাও যে স্বাভাবিক তা বুঝবে, যদি ভেবে দেখ যে সে ছিল তার মৃত পিতার সামনে দাঁড়িয়ে এবং সেইদিনই সে তার সন্তানের কর্তব্যবিস্মৃত হয়ে তাঁর সঙ্গেড় কথা কাটাকাটি করেছিল, এমনকি—ছোটো মেয়েটির কথায়—যার সাক্ষী খুবই গুরুত্বপূর্ণ—মারবে বলে হাত পর্যন্ত তুলেছিল। যে আত্মবিলাপ ও মনোবেদনা তার মন্তব্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল তা বরং সুস্থ মনেরই পরিচায়ক, অপরাধী মনের নয়।

ওয়াটসন মাথা দুলিয়ে বললেন, কিন্তু এর চেয়ে অনেক ছোটো খাটো অন্যায়ভাবেও ফাঁসি হয়ে গেছে।

হোম্‌স্ বললেন—তা হয়েছে বটে! তবে এও ঠিক যে অনেক মানুষের অন্যায়ভাবেও ফাঁসি হয়েছে। হ্যাঁ শোনো, ছেলেটির বক্তব্যটা পড়ো তো দেখি—খবরের কাগজের বান্ডিল থেকে বার করে বেচারা জেম্‌স্ ম্যাকার্থির বক্তব্যটা ওয়াটসনকে দেখিয়ে দিলেন হোম্‌স্।

ওয়াটসন খুব যত্ন করে পড়তে লাগলেন—মৃতের একমাত্র পুত্র জেম্‌স্ ম্যাকার্থি সাক্ষ্য দিতে এসে বলেন,—তিন দিনের জন্যে আমি বাড়ি ছেড়ে ব্রিস্টলে গিয়েছিলাম। গত সোমবার ৩রা তারিখে আমি ফিরেছি। আমি যখন বাড়িতে এসে পৌঁছোই বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। দাসীর কাছে শুনলাম তিনি চাকর জন কব্‌-এর সঙ্গে রস্‌-এ গেছেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর গাড়ির চাকার শব্দ উঠোন থেকে কানে এলো। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম তিনি গাড়ি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কোন্ দিকে গেলেন তা বুঝতে পারলাম না।

তখন আমি আমার বন্দুক নিয়ে বসকোম হ্রদের ওপর যেখানে যেখানে খরগোসের আড্ডা আছে সেখানে যাবো বলে বেরোলাম। পথে আমার মালী উইলিয়ম ক্রাউডারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একথা সে তার সাক্ষীকে বলেছে, কিন্তু সে যে ভেবেছিল আমি বাবার পিছু পিছু চলেছি একথা ঠিক নয়। আমি জানতাম না যে বাবা আগে আগে চলেছেন। হ্রদ থেকে একশো গজের মধ্যে এসে পৌঁছোতে একটা 'কু-ই' ডাক আমার কানে এলো। সচরাচর এভাবেই বাবা আমি পরস্পরকে সম্বোধন করে থাকি। তখন আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম তিনি হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল বাবা আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছেন। খানিকটা রুষ্ট ভাবেই বললেন, আমি ওখানে কী করছি। এরপর যে কথাবার্তা শুরু হলো তাতে অনেক কড়া কথা হলো, এমনকি প্রায় মারামারির উপক্রম পর্যন্ত হলো, কারণ বাবার মেজাজ ছিল অত্যন্ত রুক্ষ। যখন দেখলাম ক্রমেই তাঁর রাগ বেড়ে চলেছে, কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছেন না, আমি তখন হেথার্লির দিকে ফিরলাম। দেড়শো গজ পর্যন্ত এগিয়েছি, এমন সময় বীভৎস চিৎকার আমার পেছন থেকে শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে সেদিকে ফিরে গেলাম। দেখলাম বাবা মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন, তাঁর মাথা ভীষণভাবে জখম হয়েছে। বন্দুক ফেলে দিয়ে দুহাতে তাঁকে ধরলাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হল। কয়েক মিনিট তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রইলাম। তারপর মি. টার্নারের বাড়িতে সাহায্যের জন্যে গেলাম—তাঁর বাড়িটাই ওখান থেকে সবচেয়ে কাছে। ফিরে যখন এলাম তখন বাবার কাছে

www.pathagar.com

কাউকে দেখতে পেলাম না। তাই বুঝলাম না কিভাবে তিনি আহত হলেন। বাবা বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না, তাঁর ব্যবহারে আন্তরিকতার অভাব ছিল। মানুষের সঙ্গও পছন্দ করতেন না। তবে, যতদূর জানি, তেমন কোনোও শত্রু ছিল না তাঁর।

করোনার : মারা যাওয়ার আগে আপনার বাবা কোনো কথা বলেছিলেন?

সাক্ষী : চিড়বিড় করে কি কয়েকটা কথা তিনি বলেছিলেন শুনতে পাইনি।

করোনার : কী বুঝেছিলেন তা থেকে?

সাক্ষী : মনে করেছিলাম উনি বিড় বিড় করে প্রলাপ বকছেন।

করোনার : কী নিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটি হয়?

সাক্ষী : এই ব্যক্তিগত ব্যাপারটা আমি সকলের সামনে বলতে চাই না। তবে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোন সম্বন্ধই নেই।

করোনার : সেটা আদালতের ওপর আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। একথার উত্তর না দিলে মোকদ্দমার সময় আপনার এজন্যে ক্ষতি হবে।

সাক্ষী : আমাকে দয়া করুন। আমি তা বলতে পারবো না।

করোনার : 'কু-ই' শব্দ করেই সাধারণত আপনি আপনার বাবাকে সম্বোধন করতেন আর আপনার বাবাও কী আপনাকে 'কু-ই' সম্বোধন করে ডাকতেন?

সাক্ষী : হ্যাঁ।

করোনার : কী করে তাহলে তিনি আপনাকে না দেখেই ওভাবে ডেকে উঠলেন, বিশেষ করে যখন তিনি জানতেন যে আপনি ব্রিস্টল থেকে ফেরেননি?

সাক্ষী : তা বলতে পারি না।

জুরির একজন : চিৎকার শুনে ফিরে এসে যখন দেখলেন আপনার বাবা অমন আহত হয়ে ছটফট করছেন, তখন কি আপনার এমন কিছু চোখে পড়েছিল যা সন্দেহের উদ্রেক করেছিল?

সাক্ষী : তেমন বিশেষ কিছু নয়।

সাক্ষী : আমি তখন এতোই বিচলিত এবং উত্তেজিত হয়ে দৌড়ে গেছিলাম যে, বাবার কথা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই আমার মাথায় আসেনি, তবু অস্পষ্টভাবে মনে হলো, যখন আমি বাবার কাছে ছুটে যাচ্ছি, কি যেন একটা আমার বাঁদিকে পড়ে রয়েছে। ধূসর রঙের কী যেন একটা—ক্লোকই মনে হল। বাবার কাছ থেকে উঠে যখন চারিদিকে তাকালাম তখন আর সেটার দেখা পেলাম না।

করোনার : তার মানে?

করোনার : আপনি বলতে চান যে আপনি সাহায্যের জন্যে যাবার আগেই আর সেটা দেখতে পান নি?

সাক্ষী : হ্যাঁ, আর সেটা দেখতে পেলাম না। সেটাকে মনে হলো কী যেন কাপড়ের মতো একটা। ওটা সম্ভবত মৃতদেহ থেকে গজ বারো দূরে ছিল।

লেখাটা শেষপর্যন্ত পড়ে, ওয়াটসন বললেন, করোনার দেখছি শেষের মন্তব্যের সময় বেচারার ওপর একটু কঠোর হয়ে উঠেছিলেন। তার বাবা তাকে দেখার আগেই তাকে সম্বোধন করেছেন—এই অসামঞ্জস্যের ওপর এবং বাবার সঙ্গে তার কথাবার্তার খুঁটিনাটিগুলো প্রকাশ করতে না চাওয়া আর তাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি সম্বন্ধে তার বিবৃতির ওপর তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই তা করেন। এ সমস্তই, যেমন তিনি বলেছেন, ছেলেটির বিরুদ্ধেই যাবে বেশ খানিকটা।

মৃদু হেসে হোমস কুশনের চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি আর করোনার দুজনেই যে ব্যাপারগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছো, সেগুলোই আসলে ওর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি। একটু ভালো করে লক্ষ করলেই তুমি বুঝতে পারবে—ওর কল্পনাশক্তি অত্যন্ত অল্প—অল্প এইজন্যে যে এমন একটা ঝগড়ার কথা সে বানিয়ে বলতে পারলো না, যাতে করে সে জুরির সহানুভূতি পেতে পারে—আর অত্যন্ত প্রখর এইজন্যে যে মৃত্যুকালীন

www.pathagar.com

উক্তি হিসেবে অন্তরের সত্ত্বা থেকে ইঁদুরের মতো, বা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কাপড়টার মতো এমন ব্যাপারের কল্পনা করাও তাঁর পক্ষেও সম্ভব হলো। উঁহু! ছেলেটি যা বলেছে তা সত্যি ধরে নিয়েই আমি এ মামলায় অগ্রসর হবো, দেখবো কোথায় গিয়ে পৌঁছোই।

সুন্দর স্ট্রাউড উপত্যকার ভিতর দিয়ে, চওড়া ঝলমলে সেভার্ন নদীর ওপর দিয়ে হোমসরা গ্রাম্য শহর রস-এ এসে পৌঁছোলেন। প্ল্যাটফর্মে তাঁদের জন্যে একজন লোক অপেক্ষা করছিলেন,—লোকটা রোগা চোখে তার ধূর্ত চোরা দৃষ্টি। গ্রাম্য পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাভরে যে পোশাক তিনি পরেছিলেন তা সত্ত্বেও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেডকে চিনতে অসুবিধা হবার কথা নয়। একটা গাড়ি করে হোম্‌স্‌রা তাঁর সঙ্গে হিয়ারফোর্ড আর্মসে গেলেন।

চা খেতে বসে লেসট্রেড হোম্‌স্‌কে বললেন, একটা গাড়ির খবর দেওয়া হয়েছে, কারণ আপনি যতোক্ষণ না ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছোচ্ছেন ততোক্ষণ আপনি খুশি হবেন না—এটা তো আমাদের জানা আছে। তিতিক্ষার হাসি হেসে লেসট্রেড পুনরায় বললেন, নিশ্চয়ই কাগজ পড়েই আপনি আপনার সিদ্ধান্ত স্থি করে ফেলেছেন। এ একেবারে জলের মতোই সহজ, যতোই খুঁটিয়ে দেখা যায় ততোই আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। কিন্তু তাহলেও মেয়েটিকে তো ফিরিয়ে দেয়া যায় না—বিশেষ যখন তার ধারণা এতো সুনিশ্চিত। আপনার নাম সে শুনেছে, তাই আপনার মত সে শুনতে চায়—যদিও আমি বারবার বলেছি যে, আমি যা করেছি এর চেয়ে বেশিকিছুই আপনার নাম সে শুনেছে, তাই আপনার মত সে শুনতে চায়—যদিও আমি বারবার বলেছি যে, আমি যা করেছি এর চেয়ে বেশী কিছুই আপনার করবার নেই। এই যে তাঁর গাড়ি। তাঁর চোখে বেগুনি রং-এর উজ্জ্বলতার দীপ্তি। তার দুঠোঁট প্ল্যাক করা, গালে গোলাপি আভা। দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার চাপে তার স্বাভাবিক আত্মসংযম হারিয়ে সে বলল—মি. শার্লক হোম্‌স্‌; আপনি আমায় খুব খুশি করেছেন, একথা জানাতেই আমি গাড়ি নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এলাম। আমি জানি জেম্‌স্‌-এর কাজ এ নয়। আমি তা জানি, এবং আমার ইচ্ছে আপনিও এই বিশ্বাসের ওপ নির্ভর করে তদন্তের কাজ চালান। এ ব্যাপারে এতোটুকু সন্দেহ পোষণ করবেন না। ছোটবেলা থেকেই আমি জেম্‌স্‌কে জানি। ওর দোষ ত্রুটির খবর আমার চেয়ে বেশি কেউ রাখে না। ওর মন অত্যন্ত নরম—একটা মাছিকে পর্যন্ত মারা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে যে চেয়ে তার কাছে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

শার্লক হোম্‌স টার্নারকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা হয়তো ওকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারবো। চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না আমাদের। মিস টার্নার বললো—করোনারের কাছে, বাবার সঙ্গে তার তর্কাতর্কির বিষয় জেমস বলতে পারেনি কারণ, তাতে আমি জড়িত ছিলাম। আপনার কাছে, মি. হোমস কোনো কথা লুকোব না,—আমাকে নিয়ে জেমস আর তার বাবার সঙ্গে অনেকবার কথা কাটাকাটি হয়েছে। মি. ম্যাকার্থির খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের বিয়ে হোক। কিন্তু জেমস আর আমি ম্যাকার্থির খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের বিয়ে হোক। কিন্তু জেমস আর আমি চিরকাল ভাইবোনের মতো পরস্পরকে ভালোবেসে এসেছি। তাছাড়া ওর বয়স অল্প, জীবনের কতোটুকুই বা ও দেখেছে! এই সব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হত। এ ঝগড়াটাও তেমনি একটা ঝগড়া ছাড়া কিছু নয়।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—আর তোমার বাবা? তার কি এই মিলনে মত ছিল?

মিস টার্নার বলল—না, তাঁরও এতে আপত্তি ছিল। মি. ম্যাকার্থি ছাড়া আর কারুরই এতে মত ছিল না—হোমসের তীক্ষ্ণ, প্রসন্ন, দৃষ্টি তার টাটকা মুখের উপর পড়ায় সে মুখে আরক্ত হয়ে উঠলো। মেয়েটি আরও বললো, গত কয়েকবছর ধরেই বাবার শরীর দুর্বল। কিন্তু এই ব্যাপারে সে শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে, শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। ডাক্তার উইলোজ বলেছেন তাঁর শরীর একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। মি. ম্যাকার্থিই চিলেন একমাত্র মানুষ যিনি বাবাকে সেই অতীতে ভিক্টোরিয়ায় সোনার খনির কাজের সময় থেকেই জানেন। সেইখানেই তাঁর অনেক টাকা পয়সা হয়। কাল যদি কোনো খবর পান তাহলে আমায় বলবেন। নিশ্চয়ই আপনি জেমসের সঙ্গে দেখা করতে জেলখানায় যাবেন? যদি যান, মি. হোমস দয়া করে বলবেন তাকে যে আমি জানি সে নির্দোষ।

www.pathagar.com

হোমস বললেন—মিস টার্নার, বলবো।

মেয়েটি চলে যেতেই লেসট্রেড বললেন—কেন মিছিমিছি ওর মনে আশা জাগিয়ে তুললেন, আপনি ভালো করেই জানেন যখন, যে ওকে আপনি হতাশ করতে বাধ্য? আমি ভালো করেই জানেন যখন, যে ওকে আপনি হতাশ করতে বাধ্য? আমি বলছি না যে আমার মন খুব নরম, কিন্তু এ আপনার চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা!

হোমস বললেন,—জেম্‌স্ ম্যাকার্থিকে মুক্তি দেবার উপায় মনে হয় আবি বার করতে পারব। জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আছে তো?

লেসট্রেড বললেন—আছে, কিন্তু তা কেবল আপনার আর আমার।

আসামীর সঙ্গে দেখা করে হোম্‌স্ বুঝতে পারলেন, অপরাধীকে সে জানে, কিন্তু তাকে (পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেইই হোক) আড়াল করে চলেছে। কিন্তু এখন নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে, আর সকলের মতো সেও এ ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে গেছে। খুব চালাক-চতুর না হলেও ছেলেটি দেখতে খাসা, আর তার মনটাও ভালো।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—ও যদি সত্যিই নির্দোষ হয়, তাহলে দোষী কে?

হোমস স্বগতোক্তি করে বললেন, সত্যিই তো কে? দুটো ব্যাপারের ওপর বিশেষ করে আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক—নিহত ব্যক্তির হ্রদের ধারে কারো সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, এবং সে ব্যক্তি তাঁর পুত্র নয়। কারণ পুত্র তখন শহরে ছিল না। এবং কখন সে ফিরবে তাও তিনি জানতেন না। আর দুই—নিহত ব্যক্তিকে 'কু-ই' ডাক ডাকতে শোনা গিয়েছিল। এবং তা তিনি ডেকেছিলেন, ছেলে যে ফিরে এসেছে সে কথা না জেনে। এ সবই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যার ওপর এই মামলা নির্ভার করছে। সেদিনের মতো আলোচনা মুলতুবি রইলো।

পরদিন সকাল নটার সময় লেসট্রেড গাড়ি নিয়ে হাজির হলো। হেথার্লি ফার্ম আর বসকোম হ্রদ লক্ষ্য করে সবাই চললেন।

যথাসময়ে মৃত ম্যাকার্থির দরোজায় সাড়া দিয়ে দাসী হোমসের অনুরোধে, তার মনিব মৃত্যুকালে যে বুটজোড়া পরেচিলেন সেটা দেখালো, আর তাঁর ছেলেরও একজোড়া বুট দেখালো, যদিও এইটিই যে সে সেদিন পরেছিল তা নয়। হোম্‌স্ সাত আট রকম ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে খুব যত্ন করে বুটগুলোর মাপ নিলেন, তারপর উঠোনটায় গিয়ে আবার ফিরে এসে আঁকাবাঁকা পথে পরীক্ষা করতে করতে হোমস বসকোম হ্রদের দিকে এগোলেন। সকলেই তাঁর অনুসরণ করল।

এরকম কোনো অনুসন্ধানের সময় শার্লক হোম্‌সের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এসে থাকে। বেকার স্ট্রিটের শান্ত, চিন্তাশীল ব্যক্তির ও তাঁর যুক্তি প্রয়োগের সঙ্গেই যাদের পরিচয়, এ চেহারায় হয়তো তারা চিনতেই পারবেন না তাঁকে। তাঁর মুখ কখনো উজ্বল হয়ে উঠেছে, ভ্রূযুগল কালো রেখার মতো উঠেছে, তার নীচে দুচোখে ইস্পাত শীতল দৃষ্টি। মাথা সামনের দিকে ঝোঁকানো, দুকাঁধ ঝুলে পড়েছে. দুঠোঁট চাপা, পেশল কাঁধে শিরাগুলি চাবুকের ফিতের মতো ঠেলে ওঠা। শিকারের পেছনে এক জান্তব প্রবৃত্তিতে তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফীত, মন এমন তন্ময় যে আমাদের কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য, হয় তার কর্ণগোচরই হলো না কিংবা হয়তো উত্তরে বিরক্তি ব্যঞ্জক একটা ধমক—মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে গেলেন। একেবারে বসকোম হ্রদের জঙ্গল পর্যন্ত। স্যাঁতসেঁতে জলাভূমি সমস্ত অঞ্চলটাই তাই, জলের ওপরে, দুদিকের ছোটো ছোটো ঘাসের ওপর অসংখ্য পায়ের দাগ। হোমস, কখনো তাড়াতাড়ি চললেন, কখনো বা নিশ্চল থেমে দাঁড়ালেন। আবার একবার মাঠটায় ঘুরে এলেন একটু। লেসট্রেড আর ওয়াটসন চলেছিলেন প্রচুর কৌতূহল নিয়ে। বসকোম হ্রদ হল পঞ্চাশ গজ চওড়া এক ছোটোখাটো জলাশয়। তাকে ঘিরে আগাছার ভীড়।হ্রদের ধারের আগাছা আর এই গাছের সারির মাঝখানে কুড়ি পায়ের মতো ভিজে ঘাসজমি রয়েছে। মৃতদেহ যেখানে পাওয়া যায় ঠিক সেই জায়গাটা লেসট্রেড দেখিয়ে দিলেন হোম্‌স্‌কে। এখানকার জমি এতোই স্যাঁতসেঁতে যে, মানুষটি আঘাত

পেয়ে পড়ে যেতে যে দাগের সৃষ্টি হয়েছিল তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হোমসের মুখের উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হোম্‌সের মুখের উৎসাহের চিহ্ন আর তীক্ষ্ণ চোখ থেকে বুঝতে পারছি যে এই মাড়ানো ঘাসের মধ্যে শুধু এটুকু ছাড়া আরো অনেক কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছেন। কুকুর যেমন গন্ধের আভাস পেয়ে দৌড়ায় তেমনি তিনি দৌড়োদৌড়ি শুরু করলেন। তারপর বিশেষ একজোড়া পায়ের তিনটে আলাদা আলাদা ছাপ থেকে হোম্‌স্ একটা লেন্স বার করে বর্ষাতির ওপর শুয়ে পড়লেন, যাতে তিনি ভালো করে দেখতে পারেন, আর নিজের মনে কথা বলেই চললেন, 'এই হলো ছেলেটির পায়ের দাগ। দু-বার হেঁটেছে আর একবার দৌড়েছে, দৌড়াবার সময় জুতোর চেটোর দিকটার দাগ পড়েছে বেশি আর গোড়ালির দাগ প্রায় অদৃশ্য। এতে করে জেমসের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। দৌড়েছিল, যখন ওর বাবা পড়ে গিয়েছিলেন। এই হলো ম্যাকার্থির পায়চারি করার চিহ্ন। এটা তাহলে কী? এ হলো বন্দুকের কুঁদোর দা, ছেলে যখন বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, আর এটা? হা হা! এটা কী দেখছি? আরে, আরে, এ যে আঙুলে ভর করে হাঁটার চিহ্ন! চৌকো দাগ, এমেন বুট সচরাচর দেখা যায় না। এল—চলে গেল—আবার এল—শেষবার ফেলে যাওয়া ক্লোকটা নিয়ে যাবার জন্যে। আচ্ছা, কোথা থেকে এসেছে? দৌড়াতে শুরু করলেন হোমস—কখনো দাগের সন্ধান হারিয়ে, কখনো বা আবার খুঁজে পেয়ে। শেষ পর্যন্ত হোম্‌স্ জঙ্গলের প্রান্তে, সবচেয়ে বড় বীচ গাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়ালেন। তারপর সেখান থেকে, পাতা আর শুকনো ডাল সরিয়ে, ধূলোর মতো কি খানিকটা তুলে নিয়ে একটা খামে পুরলেন। তারপর লেন্স নিয়ে শুধু জমিটা নয়, গাছটা পর্যন্ত যতোদূর নাগাদ পেলেন পরীক্ষা করে দেখলেন। শ্যাওলার মধ্যে একটা বাঁকাচোরা পাথর পড়েছিল, সেটাও খুব যত্ন করে পরীক্ষা করলেন। তারপর একটা পথ ধরে জঙ্গল থেকে চলে গেলেন পড় রাস্তা পর্যন্ত। এখানে এসে তার কোনো চিহ্নই তাঁর চোখে পড়ল না। এ মামলায় কৌতূহলের খোরাক প্রচুর—স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন, ডানদিকের এই ধূসর রং—এর বাড়িটাই নিশ্চয়ই মি. টার্নারের। তোমরা গাড়ির দিকে এগোও, যাই একটু আমি, মি. টার্নারের সঙ্গে কথা বলে আসি। তার দেখা না পেলে একটা চিঠি লিখে আসব।

মিনিট দশেকের মধ্যেই হোমস ফিরে এলে দেখা গেল তাঁর হাতে সেই কুড়িয়ে পাওয়া পাথরটা। ওটা দেখিয়ে হোমস বললেন—শুনলে বিস্মিত হবে যে, এই পাথরটা দিয়েই পেছন থেকে মেরে মি. ম্যাকার্থিকে খুন করা হয়েছিল।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে খুনীটা কে?

হোমস বর্ণনা করলেন—একজন লম্বা মানুষ। লোকটা, ডানপায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, মোটা সোলের শিকারের জুতো পায়ে, ধূসর রঙের ক্লোক-পরনে, ভারতীয় চুরুট খায় পাইপে লাগিয়ে, পকেটে ভোঁতা। পেন্সিলকাটা ছুরি। তার আরও অনেক নিদর্শনই রয়েছে তবে, আমাদের খুঁজে পাওয়ার পক্ষে এইই যথেষ্ট।

সেদিন লেসট্রেডকে যাবার আগে তার ডেরায় নামিয়ে দিয়ে হোম্‌স ওয়াটসনকে নিয়ে হোটেল ফিরলেন। লাঞ্চ টেবিলে হোম্‌স্ নীরব রইলেন চিন্তায় মগ্ন হয়ে, একটা বেদনার ভাব ফুটে উঠল—কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষের মুখে যেমন ভাব ফুটে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়ার পর হোম্‌স্ বললেন, শোনো ওয়াটসন, মন দিয়ে শোনো এই চেয়ারটায় বসে আমার বিশ্লেষণ আর অনুসন্ধান—এই কাহিনী বিচার করবার সময় ছেলেটির জবানবন্দির দুটি কথা একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—যদিও আমার মনে হয়েছিল সেগুলো তার স্বপক্ষে আর তোমার মনে হয়েছিল তার বিপক্ষে। একটা হলো, ছেলের দেখা পাবার আগেই মি. ম্যাকার্থির 'কু-ই' ডাক ডাকা, আর দ্বিতীয়টা হলো ইঁদুর সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত মন্তব্য। বিড়বিড় করে আরো কী সব তিনি বলেছিলেন, কিন্তু ছেলে শুধু ঐটুকুই শুনতে পায়। এই দুটো ব্যাপার নিয়েই আমার গবেষণা শুরু হয়েছিলো।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে 'কু-ই' টা?

এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, সেটা তিনি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেননি, কারণ তিনি

www.pathagar.com

তখন জানতেন ছেলে তার ব্রিস্টলে। সে যে, এ ডাক শুনতে পেয়েছিল তা, নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই। এ ডাক তিনি ডেকেছিলেন যার সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিল তারই উদ্দেশে। এখন, 'কু-ই' ডাকটা হলো বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার—একজন অস্ট্রেলিয়ানের আর একজনকে ডাকবার ডাক। সুরাতং এ খুবই সম্ভব যে মি. ম্যাকার্থি যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে তাঁর অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে আলাপ হয়েছিল।

ওয়াটসন বললেন, আর ইঁদুরের ব্যাপারটা?

হোমস তখন, একটা ভাঁজ করা কাগজ পকেট থেকে বার করে টেবিলের ওপর সমানভাবে মেলে ধরে বললেন, এটা হলো ভিক্টোরিয়া কলোনীর মানচিত্র, কাল আমি এটার জন্যে ব্রিস্টলে চিঠি লিখেছিলাম। এই বলে হোম্‌স্ মানচিত্রের একটা অংশের ওপর হাত রেখে চাপা দিয়ে বললেন, পড়োতো কী লেখা আছে?

ওয়াটসন বললেন—Arat.

এবার হাতটা একটু আলগা করে হোম্‌স্ বললেন,—এবার?

ওয়াটসন উত্তর দিলেন—Ball Arat.

ঠিক তাই, হোম্‌স্ বললেন—এই কথাটাই মুমূর্ষু বলেছিলেন, ছেলে শুধু তার শেষ কথাটাই শুনতে পায়। আততায়ীর নামটা তিনি যা উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেটা হলো, ব্যালারট। আর, তিন নম্বর হলো, ধূসর রঙের পোশাকটা, ছেলের কথা মেনে নিলে যেটাকে সত্য বলে ধরা যাচ্ছে। ধোঁয়াটে অস্পষ্টতা থেকে এখন আমরা এক বিশেষ অস্ট্রেলিয়ানের ব্যাপারে এসে পড়েছি—এই অস্ট্রেলিয়ানেরে নাম হলো ব্যালারাট, ধূসর রং-এর তার ক্লোক। এবার ধরো, আজকের অভিযানের ব্যাপারটা। জমিটা পরীক্ষা করে, কয়েকটা খুঁটিনাটি বিষয় থেকে—কে খুনী যে সম্বন্ধে লেসট্রেডের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলাম।

ওয়াটসন কথায় ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—খুনি যে ল্যাটা তা জানলে কী করে?

হোম্‌স্ বললেন, তদন্তের সময় সার্জেনের যে মন্তব্য থেকে আঘাতের স্বরূপের পরিচয় পেয়ে তুমি নিজেও আশ্চর্য হয়ে গেছিলে! আঘাতটা এসেছিল ঠিক পেছন থেকে, অথচ লেগেছিল বাঁদিকটায়। সুতরাং সে ল্যাটা না হলে কী করে তা সম্ভব? পিতা-পুত্রের কথাবার্তার সময় সে লুকিয়েছিল ঐ গাছটার পেছনে। সেখান থেকে সে ধূমপানও করেছিল। সে চুরুটের ছাই আমি পেয়েছি। তামাক সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান থেকে বলছি, ১৪০ রকমের বিভিন্ন পাইপ, চুরুট আর সিগারেটের ছাই নিয়ে একটা ছোটখাটো প্রবন্ধও লিখেছিলাম এক সময়। ছাইটা আবিষ্কার করার পর চারিদিকে তাকাতে কাতাকে আগাছার মধ্যে চুরুটের ফেলে দেওয়া অংশটা পেলাম। ভারতীয় চুরুট সেটা।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, আর চুরুটের পাইপটা? হোমস কী একটা বলতে যেতেই হোটেলের ভৃত্য এক ভদ্রলোককে নিয়ে ঘরে ঢুকল। অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাঁর আকৃতি। তার মন্থর পায়ের খুঁড়িয়ে চলা আর ঝুলে পড়া কাঁধে বার্ধক্যের চাপ স্পষ্ট, যদিও তার সুদৃঢ়, বলিবহুল রুক্ষ মুখাবয়বে আর দীর্ঘ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দেহ ও মনের অসাধারণ শক্তির পরিচয়। তার জটাপাকানো দাড়ি আর এলোমেলো চুল আর ঝুঁকে পড়া ভ্রূ—সব মিলে আভিজাত্য ও প্রচুর শক্তির পরিচয় মেলে। কিন্তু মুখ তার ফ্যাকাশে, দুটি ঠোঁট আর নাসারন্ধ্রের কোণে নীলের আভাস। এক পলকেই বোঝা যায় যে তিনি কোনো অতি পুরাতন রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন।

শান্তস্বরে হোম্‌স বললেন,—ওই সোফাটায় বসুন। আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, চিঠিতে বলেছিলেন, মি. টার্নার কেলেঙ্কারী এড়াতে হলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। এবং হোম্‌সের মুখে তিনি যখন শুনলেন, মি. ম্যাকার্থির মৃত্যুর ব্যাপারে সব কিছু তিনি জেনেছেন—তখন দু'হাতে মুখ ঢাকলেন বৃদ্ধ। বললেন হায় ঈশ্বর! তবে, ছেলেটির যাতে কোনো অনিষ্ট না হয় সেদিকে অবশ্য আমার বরাবরই লক্ষ্য ছিল। বিশ্বাস করুন, যদি দেখতাম

www.pathagar.com

মোকদ্দমার সময়ে মামলাটা তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, অবশ্যই তখন আমি সব খুলে বলতাম।

আপনার এ কথায় খুশি হলাম—গম্ভীরভাবে হোম্‌স্ বললেন।

মি. টার্নার বললেন—আমার মৃত্যুর আর বেশি দিন দেরী নেই। বহুবছর ধরে আমি ডাইবেটিক রোগে ভুগছি। ডাক্তাররা আশা চেড়ে দিয়েছেন।

হোমস কলম আর এক বান্ডিল কাগজ নিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে বসে বললেন—যা যা হয়েছিল ঠিক ঠিক বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি। আপনি সই করে দেবেন আর ডাক্তার ওয়াটসন সাক্ষী থাকবে। কথা দিচ্ছি, এ স্বীকারোক্তি আমি প্রকাশ করবো তখনই যখন জেম্‌সকে বাঁচাবার এছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবে না। শুনুন তাহলে, এই মৃত ম্যাকার্থিকে চিনতেন না আপনারা। মূর্তিমান শয়তান ছিল সে। ঈশ্বর যেন আমাদের অমন মানুষের আওতা থেকে রক্ষা করেন। কুড়ি বছর ধরে সে আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। আমার জীবন বিষময় করে তুলেছে। কিভাবে আমি ওর খপ্পরে পড়েছিলাম তা প্রথমে বলে নিই,—তখন ষাটের দশক-এর প্রথম দিক। আমার তখন বয়স অল্প। শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে, সম্পূর্ণ বেপরোয়া, যে কোনো কাজের জন্যে প্রস্তুত। অসৎ সঙ্গে মিশতে শুরু করলাম, মদ ধরলাম। ঝোপে জঙ্গলে গিয়ে গুন্ডামি শুরু করলাম। আমরা ছিলাম ছ-জন। কখনো স্টেশন লুট, কখনো বা রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে লুঠতরাজ করছি। ব্যালারাটের শয়তান জ্যাক—এই নামেই সবাই আমায় ডাকতো, আমাদের দল কলোনীতে আজও ব্যালারাটের দল হিসেবে কুখ্যাত।

একটা সোনাভরা গাড়ি একদিন প্রহরী-পাহারায় ব্যালারাট থেকে মেলবোর্নের পথে চলেছে, তার জন্যে আমরা আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। তারপর সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমরা ছ'জন আর ওরাও ছিল ছ-জন। জোর লড়াই হলো। প্রথম চোটেই আমরা ওদের চারজনকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলাম। মালটা দখল করার আগে আমাদের তিনজনকে হারাতে হয়েছিল। গাড়ির চালকের মাথার ওপর আমি পিস্তল লাগালাম। সেই চালকই হলো ম্যাকার্থি। কী ভালোই না হতো যদি ওকে গুলি করে মারতাম। কিন্তু তা না করে আমি ছেড়ে দিলাম তাকে—যদিও দেখলাম ক্রুর দৃষ্টিতে সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যাতে আমার চেহারার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত সঠিক মনে রাখতে পারে। সোনাটা পাওয়ায় আমাদের অনেকটা টাকা হলো, সন্দেহ এড়িয়ে চলে এলাম ইংল্যাণ্ডে, ঠিক করলাম, এবার নিরিবিলিতে ভদ্রভাবে জীবনটা কাটাবো। এই বিপুল সম্পত্তি খরচ করবো। বিয়ে করলাম, ছোট্ট মেয়ে অ্যালিসকে আমার হাতে দিয়ে আমার স্ত্রী অল্পবয়সে মারা গেলেন। যখন সে নিতান্ত শিশু তখন থেকে ছোট ছোট হাত দিয়ে যেভাবে সে আমাকে সৎপথে চালিত করেছে আর কিছুতেই তা, করতে পারেনি। এক কথায়, আমি তখন অতীতের পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছিলাম। সমস্তই সব ঠিকঠাক চলছিল। এমন সময় এলো ম্যাকার্থি, তাকে থাকবার জায়গা আর চাষের জমি না দিলে পুলিশকে সব বলে দেবে বলে। আমাকে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে আমার সবচেয়ে সেরা জমির মালিক হয়ে গেল। এক পয়সাও ভাড়া দেয় না। আর অ্যালিস্ বড় হলে তার অত্যাচার আরও বেড়ে গেল কারণ সে দেখল যে, পুলিশের ভয়ের চেয়েও আমার বেমী ভয়, পাছে অ্যালিস্ আমার অতীত জেনে ফেলে। যা সে চায় তাই দিতে হয় তাকে—জায়গা জমি, টাকা পয়সা, বাড়ি ঘর সব। শেষ পর্যন্ত সে এমন একটা জিনিস চেয়ে বসল যা দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। অ্যালিসকে চাইলো সে। ও প্রস্তাব দিল ওর ছেলের সঙ্গে অ্যালিসের বিয়ে দিতে হবে। মতলববাজ ঠিকই মতলব করেছিল, কারণ তাহলেই আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার তার ছেলে পাবে। কিন্তু এবার আমি ওর কথায় নরম হলাম না। ওর কলুষিত রক্তে আমার কোন বিরূপ মনোভাব ছিল তা নয়, কিন্তু ওরই তো রক্ত তা দেহে, তাই আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। ম্যাকার্থি ভয় দেখালো, আমি ওকে অগ্রাহ্য করলাম। ঠিক হলো এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে একদিন আমরা এক জায়গায় বসে আলোচনা করবো। সেদিন যখন সেখানে গেলাম, দেখি সে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। তাই একটা চুরুট ধরিয়ে আমি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, যতোক্ষণ পর্যন্ত না ছেলেটা চলে

www.pathagar.com

যায়। ওর কথা শুনতে শুনতেই কিন্তু যা কিছু নোংরা যা কিছু তিক্ত সব আবার আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে সে তার ছেলেকে উস্কানি দিতে লাগল। এমনভাবে—বাজারের মেয়ে যেন সে! পাগলের মতো হয়ে উঠলাম এই মনে করে যে, আমার জীবনে যে সবচেয়ে প্রিয়, এমন একটা মানুষের আওতার মধ্যে সে পড়বে! এর একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়! আমি তো মারা যেতেই বসেছি তাই মরিয়া হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, আমার অতীতের স্মৃতি আর আমার কন্যার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা—দুইয়ের হাত থেকেই আমি রক্ষা পেতে পারি, যদি এই শয়তানের মুখকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিই। মি. হোম্‌স্ এহেন পরিস্থিতিতে আবার আমি এরকম কাজ করলাম। মারলাম আমি তাকে,—বিবেকের কিছুমাত্র দংশন অনুভব করলাম না। তার চিৎকারে তার ছেলে ফিলে এল! সেইসময় আমি আবার গাছের আড়ালে আর ছেলে বাবাকে নিয়ে অভিভূত হবার সময় আমি ফেলে আসা ক্লোকটার জন্যে আবার গেলাম। মি. হোম্‌স্ এই হলো পুরো ঘটনা।

হোমসের লেখা বিবরণীতে বৃদ্ধ স্বাক্ষর করে দেওয়ার পর হোমস বললেন, আপনার শরীরের যা অবস্থা তাতে কিছুই করবো না। আপসার এ স্বীকারোক্তি আমার কাছে রইল, যদি জেম্‌স্ ম্যাকার্থির দণ্ড হয় তখন আমাকে বাধ্য হয়েই এটা প্রকাশ করতে হবে। আর সে প্রয়োজন না হলে এটা কেউ জানতে পারবে না।

মি. টার্নার টলতে টলতে চলে গেলেন। এই ঘটনার পর তিনি আর সাত মাস মাত্র বেঁচে ছিলেন। আর হোমস অনেকগুলো আপত্তিসূচক প্রমাণ উকিলের হাতে দিয়ে, তার জোরে তিনি জেমস ম্যাকার্থিকে মুক্ত করলেন।

সম্ভ্রান্তকুমার

"হ্যানোভার স্কোয়ার সেন্ট জর্জ চার্চে অত্যন্ত শান্ত নির্জন পরিবেশে বিবাহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কনের বাবা মি. অল্যালয়সিয়াস ডোরান, ব্যালমোরালের ডাচেস, লর্ড ব্যাকওয়াটার, লর্ড ইউস্টেস ও লেডি ক্লারা সেন্ট সাইমন (বরের ছোটভাই ও বোন) এবং লেডি অ্যালিসিয়া হুইটিংটন ছাড়া আর কেউ এই উৎসবে উপস্থিতি ছিলেন না। পরে সমস্ত দলটি ল্যাঙ্কাস্টার গেটে মি. অ্যালয়সিয়াস ডোরানের বাড়ির দিকে যায়। সেখানে প্রাতরাশের বন্দোবস্ত হয়েছিল। শোনা গেছে যে একজন মহিলা (যাঁর নাম এখনো জানা যায়নি) কিছু গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দাবি এই যে বিয়ের বর লর্ড সেন্ট সাইমনের ওপর তার নাকি বিশেষ অধিকার আছে। কতোগুলি বেদনাদায়ক ও নাটকীয় দৃশ্যের পর বাটলার ও বাড়ির লোকেরা জোর করে তাকে সরিয়ে দেয়। এই অপ্রীতিকর বাধাদানের আগেই বিয়ের কনে ঘরে ঢোকেন এবং সকলের সঙ্গে জলখাবার খেতে বসেন। হঠাৎ তিনি আকস্মিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে নিজের ঘরে বিশ্রাম করতে যান। অনেকক্ষণ পাত্রীর অনুপস্থিতিতে সকলেই পাত্রীর খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। পাত্রীর পিতা পাত্রীর পরিচারিকার কাছে জানতে পারেন যে অল্পক্ষণের জন্যে পাত্রী নিজের ঘরে ঢুকেছিলেন। তারপর চটপট একটা গরম কোট আর টুপি নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে বারান্দার দিকে নেমে যান। বাড়ির চাকরদের একজন জোর দিয়ে বললো, যে, সে ঐরকম পোষাক পরা এক ভদ্রমহিলাকে বাড়ি থেকে বার করে দেখেখছে—ঐ ভদ্রমহিলাটিকে সে মনিব কন্যা বলে মানতে সম্মত হলো না। কনে যে অবশ্যই পালিয়ে গেছে এ বিষয়ে বরের সঙ্গে একমত হওয়ায় তাঁর পিতা মি. অ্যালয়সিয়াস ডোরান তৎক্ষণাৎ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তদন্ত শুরু হয়। চারিদিকে গুজব রটে গেছে, যে, এই ব্যাপারের মূলে একটা জঘন্য চক্রান্ত আছে। আরও জানা গেছে, যে মহিলাটি ঘটনার শুরুতে গণ্ডগোল করেছিলেন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিশ্বাস যে, ঈর্ষা বা অন্য কোনো কারণের বশবর্তী হয়ে মহিলাটি পাত্রীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন।"

খবরের কাগজের কাটিংটা হোমসের অনুরোধে ডা. ওয়াটসন, মি. শার্লক হোম্‌সকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

www.pathagar.com

হোম্স্ অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন। বললেন,—আর একটা সামান্য খবর অন্য আরেকটা কাগজে বার হয়েছে। সেটা কিন্তু খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। খবরটা হচ্ছে, মিস ফ্লোরা মিলার নামে যে মহিলাটি ঘটনার সূত্রপাতে গোলমাল বাধিয়ে ছিল, এবং যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, শোনা যায় যে, আগে তিনি আলেগ্রোতে নর্তকী ছিলেন এবং গত কয়েকমাস যাবৎ পাত্রকে চিনতেন।

হোমস তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গিতে পাইপে সুখটান দিতে দিতে মন্তব্য করলেন—ব্যাপারটা এখন খুব কৌতূহলজনক বলে মনে হচ্ছে! সমস্ত কিছুর বিনিময়েও আমি এই মামলা হাতছাড়া করতে রাজি নই! কিন্তু ওয়াটসন, কলিং বেলের শব্দ হচ্ছে। ঘড়িতে যখন চারটে বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে, তখন কোনো সন্দেহ নেই যে, ইনিই আমাদের অভিজাত মক্কেল। বাইরে যাবার কথা স্বপ্নেও ভেবো না ওয়াটসন। আমার স্মরণশক্তির ওপরে নজর রাখার জন্যে না হলেও আমি একজন সাক্ষী রাখা পছন্দ করি। সশব্দে দরোজা খুলে ছোকরা চাকরটি ঘোষণা করল—লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমন নামে এক ভদ্রলোক আসছেন।

একজন অভিজাত মুখের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে ঢেউ খেলানো টুপিটা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল যে তাঁর চুল রগের ধারে ধারে পাকতে শুরু করেছে। এবং মাথার মাঝখানটা পাতলা হয়ে এসেছে। খুব যত্নের সজ্জিত সৌখিন লোকের মতো তাঁর বেশভূষা। উঁচু কলার, কালো ফ্রক-কোট, সাদা ওয়েস্টকোট, হলদে পেটেন্ট লেদারের জুতো আর ফিকে রং-এর মোজা পরেছেন। মাথাটা বাঁদিকের থেকে ডানদিকে ঘুরিয়ে, সোনার চশমার ডাঁটাটি ডানদিকে দুলিয়ে, ধীর পদক্ষেপে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন।

হোমস উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে বললেন, সুপ্রভাত, লর্ড সেন্ট সাইমন, অনুগ্রহ করে ঐ বেতের চেয়ারে বসুন। ইনি আমার বন্ধু ও সহকর্মী ডাক্তার ওয়াটসন। আগুনের ধারে একটু এগিয়ে আসুন। আমরা আপনার ব্যাপারটাই আলোচনা করছিলাম। আপনার চিঠি পাবার পর থেকেই ব্যাপারটা আমাদের কাছে বেশ রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়ে যা জেনেছি তাতে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রহস্যভেদের কোনো সূত্র পাইনি। আচ্ছা, আমার মনে হয় আপনাকে সরাসরি প্রশ্ন করে করে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হওয়া যেতে পারে।

সাইমন বললেন, বেশ, প্রশ্ন করুন।

হোমস সাইমনকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে, তিনি প্রথম কুমারী হ্যাটি ডোরানকে দেখেন এক বছর আগে, সানফ্রানসিসকোতে, যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দেশে দেশে ঘুরছিলেন,। সেসময় অবশ্য তিনি মিস ডোরানের সঙ্গে বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন নি, স্রেফ তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আনন্দ হতো তার।

মি. হোমস প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এই তরুণীটির চরিত্র আমার সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা? এখানে চরিত্র মানে তার আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষার কথা বলছি।

সেন্ট সাইমন বললেন, দেখুন মি. হোম্স্ আমার শ্বশুর যখন সোনার খনির ব্যবহায় প্রচুর টাকার মালিক হয়েছিলেন, তখন মিস্ ডোরানের তথা বর্তমানে আমার স্ত্রীর বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে। ওই সময়ের ভিতরে খনির তাঁবুতে সে যথেষ্ট ঘুরেছে, নানা অরণ্য ও পর্বতে বেড়িয়েছে। সুতরাং সে প্রচলিত স্কুল কলেজের শিক্ষার চেয়ে প্রকৃতির কাছ থেকেই বেশি শিখেছে। তার প্রকৃতি তাই নির্ভীক, বন্য ও উদ্দাম, যে কোনো সংস্কারের বেড়া থেকে মুক্ত। আমি বলতে চাইছিলাম যে সে অধৈর্য—আগ্নেয়গিরির মতো। সে খুব চট করে মনস্থির করতে পারে এবং নির্ভয়ে সেই সংকল্প কাজে পরিণত করতেও পারে। নাহলে কখনোই আমি আমার মর্যাদাপূর্ণ পদবি তাকে ব্যবহার করতে দিতাম না। আমি বিশ্বাস করি যে সে বীরের মতো আত্মবিসর্জনে সমর্থ এবং আত্ম অবমাননাকর সব কিছুই তার ঘৃণার পাত্র।

হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে তার কোনো ছবি টবি আছে? আর শুনেছি বিয়েতে বেশ ভালোই যৌতুক পেয়েছেন?

www.pathagar.com

সাইমন তরুণীটির মুখের একটা গজমূর্তি একটা লকেটের ভেতর থেকে বার করে হোম্‌সের হাতে দিলেন। তারপর যৌতুক প্রসঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, ভালো, তবে, আমাদের পরিবারের ব্যাপারে যা স্বাভাবিক তার বেশি নয়।

এবার হোমস প্রশ্ন করলেন—বিয়ের আগের দিন মিস ডোরানকে আপনি দেখেছিলেন?

হ্যাঁ, তিনি বেশ প্রফুল্ল ছিলেন। অতো খুশি তাকে আমি আর কখনো দেখি নি। আমাদের ভবিষ্যতদাম্পত্য জীবন কেমন হবে, সারাক্ষণ তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল—সাইমন একটানা একদমে বললেন।

হোমস বললেন,—বিয়ের উৎসব শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনি কি তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন?

দেখুন, সত্যি বলতে কি, সাইমন যেন একটা গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন—জীবনে সেই প্রথম তার মেজাজের মধ্যে একটু গুছিয়ে বলবার চেষ্টা কলেন—জীবনে সেই প্রথম তার মেজাজের মধ্যে একটু ছটফটে ভাব দেখেছিলাম। অবশ্য বর্ণনা দেবার পক্ষে ঘটনাটা খুবই তুচ্ছ। সম্ভবত এই মামলায় সে ব্যাপারের কোনো ছাপ পড়বে না।

হোমস বললেন,—তা হলেও পুরো ব্যাপারটা আমাদের জানতে দিন।

সাইমন তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, ছেলেমানুষি কাণ্ড। আমরা বেদীর দিকে এগিয়ে যেতেই তার হাত থেকে ফুলের স্তবকটা পড়ে গেল। তখন সে সিঁড়ির সামনের ধাপ পার হচ্ছিল। স্তবকটা ধাপের ওপর পড়ল। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোক ফুলের তোড়াটা তুলে তার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন,—ভদ্রলোকটি আপনার স্ত্রীর কোনো বন্ধু নন তো?

সাইমন সহজভাবেই বললেন, 'না, না, আমি নিছক সৌজন্যের খাতিরে তাকে ভদ্রলোক বলছি, আসলে সে একজন খুব সাধারণ চেহারার একজন অতি সাধারণ লোক। আমি তার হাবভাব, গতিবিধি প্রায় লক্ষই করিনি। ওর কথা ভাববার এবং ওকে পাত্তা দেয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করি নি।'

হোম্‌স্‌ বললেন, তাহলে দেখতে পাচ্ছি, আপনার মিসেস যেরকম আনন্দিতবাবে বিবাহ-সভায় এরসেছিলেন, তার চেয়ে বেশ খানিকটা নিরানন্দভাবেই সেখানে থেকে ফিরেছিলেন। আচ্ছা, ফের বাপের বাড়ি এসে তিনি কী করেছিলেন?

সাইমন বললেন,—সে তার পরিচারিকা আমেরিকান মেয়ে অ্যালিসের সঙ্গে কথা বলছিলো।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন—ঝি-টি, কি বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিল তাঁর?

সাইমন বললেন,—হ্যাঁ, খুব বেশিরকম। আমার ধারণা সে প্রভুকন্যার কাছ থেকে অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে। বোধহয় অ্যালিসের সঙ্গে বেশ কয়েক মিনিট কথা বলেছিল ঝি-টা। আমার তখন ওসব ঘটনাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বলে আদৌ মনে হয় নি এখন আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন তখন মনে হচ্ছে কোনো কারণ না থাকলে তো আপনি এভাবে জিজ্ঞাসা করতেন না? যাইহোক এখন মনে পড়ছে ভাসা ভাসা যতোদূর শুনেছিলাম—একটা গুরুতর কোনো দাবি সম্বন্ধে অ্যালিস গ্রাম্য ভাষায় কী যেন বলছিল। এ ধরনের গ্রাম্য ভাষা ব্যবহারে সে অভ্যস্ত ছিল। তবে, সে কী বোঝাতে চাইছিল তা আমি বলতে পারব না।

হোমস মন্তব্য করলেন,—আমেরিকান গ্রাম্য ভাষার কখনো কখনো খুব গভীর অর্থ থাকে। পরিচারিকার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর আপনার স্ত্রী কী করলেন?

সাইমন বললেন, অ্যালিস একলাই প্রাতরাশের টেবিলে গিয়ে বসল। প্রায় মিনিট দশেক সেখানে থেকে হঠাৎ সে উঠে পড়ে আমার কাছে এসে বিড়বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনাসূচক কী যেন বলে ঘরে থেকে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। তারপর সে আর ফিরে আসে নি।

হোম্‌স বললেন, কিন্তু আমরা খবরের কাগজে পড়েছি অ্যালিস এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছে যে, সে তার গরে কনের পোশাকের ওপর লম্বা গরম কোট ও টুপি পরিয়ে দিয়ে চলে এসেছে।

www.pathagar.com

আচ্ছা মি. সাইমন, নর্তকী ফ্লোরা নামে যে মেয়েটি আপনাদের বিয়েতে গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করেছিলো আর যাকে পুলিশ সেখানে থেকে হঠিয়ে দিয়েছিল, আপনার স্ত্রী কি এই ফ্লোরার গণ্ডগোলের কারণ সম্বন্ধে আপনার কাছে বা অন্য কারো কাছে কিছু শুনিয়েছিলেন?

সাইমন সগর্বে বললেন, আরে না না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সে এসব সম্বন্ধে কিছুই শোনে নি, কারণ সে তখন ভেতরে ছিল। তবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. লেসট্রেড-এর ধারণা যে, ফ্লোরা আমার স্ত্রীকে ফুসলিয়ে বার করে নিয়ে, কোনো সাংঘাতিক ফাঁপরে ফেলেছে। হোমস মৃদুহাস্য করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, আচ্ছা, লর্ড সাইমন, আমার মনে হয়, আমি প্রায় সব তথ্যই পেয়ে গেছি। তবে আরেকটা কথা, আপনি কি এমনভাবে বসেছিলেন যাতে আপনি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে পারেন?

সাইমন বললেন,—আমি রাস্তার অন্য ধারটা আমার আঠটা দেখতে পাচ্ছিলাম।

ঠিক তাই, হোম্‌স্ বললেন—তাহলে আপনাকে আর দেরি করিয়ে দিচ্ছি না, আমি পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

সাইমন বললেন, আপনার পক্ষে কী এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে? সাইমন দাঁড়িয়ে উঠে দরোজার দিকে এগোতে লাগলেন।

হোমস বললেন, সমাধান হয়ে গিয়েছে। আমি রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি!

অ্যাঁ, কী বললেন? সাইমন বললেন—তাহলে আমার স্ত্রী কোথায়?

হোমস মৃদু হেসে বললেন—ক্রমশ প্রকাশ্য। সব আপনাকে শীঘ্রই জানাচ্ছি।

লর্ড সেন্ট সাইমন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মন্তব্য করলেন—এ ব্যাপারটার সমাধানে আপনার আমার চেয়েও বিজ্ঞ মস্তিষ্কের প্রয়োজন হবে। সেকেলে ঢঙে মর্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গিতে অভিবাদন জানিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সাইমন চলে যাবার পর, হোম্‌স্, ওয়াটসনকে বললেন, এতো তাড়াতাড়ি আমার কোনো মামলাই নিষ্পত্তি হয় নি। ভালো করে পরীক্ষা করাতে আমার অনুমানটাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াল। কীভাবে তিনি সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছিলেন তা তিনি হোমসের সঙ্গে আলোচনা ও যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছিলেন।

হঠাৎ সেখানে সরকারি গোয়েন্দা মি. লেসট্রেড-এর আবির্ভাব হল।

হোমস কটাক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো? তোমাকে যে এতো অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে?

লেসট্রেড বললেন, সেন্ট সাইমনের অলুক্ষুনে বিয়ের ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বার করতে পারছি না। এরকম গোলমেলে ব্যাপার বাপের জন্মেও শুনি নি? সব সূত্রগুলোই যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন আমি এটা নিয়ে খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেছি।

মি. লেস্‌ট্রেডের পি-জ্যাকেটের হাতাটি হাত দিয়ে দেখে হোম্‌স্ বললেন, আর এই তদন্তটা তোমাকে ভিজিয়েছেও বেশ, দেখছি।

লেসট্রেড বললেন, হ্যাঁ আমি যে সার্পেন্টাইনে জাল ফেলেছিলাম লেডি সেন্ট সাইমনের মৃতদেহ পাবার জন্যে।

শার্লক হোম্‌স্ তাঁর চেয়ারে হেলান দিয়ে মহানন্দে হাসতে হাসতে বললেন—শোনো হে, লেসট্রেড, ঘটনার বিবরণ শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এ ব্যাপারের সঙ্গে সার্পেন্টাইনে জাল ফেলার কোনো সম্পর্ক নেই। অসম্ভব!

লেসট্রেডও তখন খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—তাহলে অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে দেবেন কি, এগুলো আমি সেখানে কী করে পেলাম? বলতে বলতে লেসট্রেড তাঁর ব্যাগ খুলে মেঝের ওপর একটা ভিজে সিল্কের বিয়ের পোশাক, একজোড়া সাটিনের জুতো, একটা কনের গলায় দেবার মালা এবং একটা ওড়না ঢেলে ফেললেন। সেগুলো সব ভিজে চুপসে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেই ভিজে পোষাকের স্তূপের ওপর একটা

www.pathagar.com

নোতুন বিয়ের আঙটি রেখে তিনি বললেন, নিন মি. হোম্‌স্‌। এই ছোট্ট হেঁয়ালির সমাধান করুন।

হোম্‌স্‌ চুরুটের নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন—ও, তাই নাকি? তুমি সার্পেন্টাইন থেকে এগুলো ছেঁকে তুলেছো?

লেসট্রেড এরকম বোকার মতো হাসাটা আপনার কাছ থেকে আশা করি নি। আপনি দুই মিনিটে দুটি সাংঘাতিক ভুল করেছেন। এই পোশাকটার একটা পকেটে একটা কার্ড রাখবার বাক্সে এই চিরকুটটা ছিল। লেসট্রেড চিরকুটটা হোম্‌সের সামনে টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলে বললেন,—শুনুন—

"সব ঠিক হয়ে গেলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, সঙ্গে সঙ্গে এসো।" —এফ এইচ. এম্‌।

আমার বরাবরই ধারণা হয়েছিল যে ফ্লোরা মিলার লেডি সেন্ট সাইমনকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। এবং নিঃসন্দেহে দলের লোকদের সাহায্যে তাকে গুম করেছে। ফ্লোরা মিলারের নামের আদ্যক্ষর যুক্ত এই চিরকুটটা গির্জার প্রবেশপথে ওই মহিলার হাতে চুপি চুপি দেয়া হয়েছে এবং তিনি সহজেই তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন।

হোমস ব্যঙ্গস্বরে বললেন,—চমৎকার লেসট্রেড, আবার বলি চমৎকার! দেখি ওটা! এই বলে হোম্‌স্‌ নিতান্তই অবহেলা ভরে কাগজের টুকরোটা তুলে নিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর কৌতূহল জেগে উঠল, তৃপ্তির সঙ্গে তিনি দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করলেন, সত্যিই লেসট্রেড, এটা একটা দরকারি জিনিসই বটে।

লেসট্রেড মনে মনে খুশি হয়ে গদগদ হয়ে বললেন, দেখলেন তো আমার অনুসন্ধান কতোখানি সঠিক?

হোম্‌স্‌ মুচকি হেসে বললেন, সে আর বলতে! তোমাকে বুকভরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিজয়গর্ব লেসট্রেড উঠে দাঁড়িয়ে, নিচু হয়ে দেখতে গিয়েই তিনি আঁতকে উঠে বললেন—একি, আপনি যে উল্টোদিকটা দেখছেন।

হোমস বললেন—এসব বাজে ব্যাপার বাদ দিন্‌ তো। ওটা আমি আগেই দেখেছি, ওতে কিছু নেই—৪ঠা আগস্ট ঘরভাড়া ৮ শিলিং, প্রাতরাশ ২ শিঃ ৬ পে, কাটলেট ১ শিলিং, মধ্যাহ্ন ভোজন ২ শিলিং ৬ পেন্স, এক গ্লাস পেরি ৮ পেন্স—এসব ব্যাপারের মধ্যে কিছুই নেই, এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনার মতো বিখ্যাত মানুষ মাথা ঘামাতে দেখলে লোকে কী বলবে! আমি তো এতে কিছুই পেলাম না!

না পাবারই কথা। তবু এটা খুবই জরুরি। চিঠিটাও দরকারি অন্তত নামের আদ্যক্ষরগুলির জন্যে তো বটেই! কাজে কাজেই আমি তোমাকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

লেসট্রেড উঠে পড়ে বললেন,—আমি যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি। আমি নিজে কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী, আগুনের ধারে আরামে বসে সূক্ষ্ম চিন্তার সূত্র বোনায় নয়। বিদায় মিস্টার শার্লক হোম্‌স্‌, দেখা যাবে কে আগে ব্যাপারটার তল খুঁজে পায়। পোষাকগুলো তুলে, সেগুলো ব্যাগে ভরে তিনি দরোজার দিকে এগোলেন।

লেসট্রেড চলে যেতেই, হোম্‌স্‌ তাড়াতাড়ি উঠে ওভারকোটটা পরলেন। ওয়াটসন আমি একটু বের হচ্ছি—ফিরতে দেরি হবে। তুমি কিন্তু আমার জন্যে অপেক্ষা কোনো না—খেয়ে নিও।

পাঁচটার পর হোম্‌স বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরলেন ঠিক নয়টার আগে। তাঁর মুখ গম্ভীর। কিন্তু তাঁর চোখে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য, যা দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁকে নিরাশ হতে হয় নি।

হোম্‌স্‌ বললেন, কিছু লোক একটু পরেই আসছেন এখানে, আর লর্ড সেন্ট সাইমন এখনো আসেন নি?

বলতে বলতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে হোম্‌স্‌ বললেন,—ঐ, হয়তো লর্ড সাইমন আসছেন।

www.pathagar.com

সাইমন ঘরে প্রবেশ করতেই হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আমার লোক তাহলে খবর নিয়ে আপনার কাছে ঠিকই পৌঁছেছিল?

হ্যাঁ, সাইমনের গলায় রুদ্ধস্বর। তিনি বললেন, আমি স্বীকার করছি যে চিঠির বিষয়বস্তু আমাকে ভীষণভাবে চমকে দিয়েছে। আপনি যা বলেছেন সেটা ভালোভাবে জেনে বলেছেন তো?

হোমস বললেন,—এর বেশি আর জানার প্রয়োজন নেই আমার। এবার হোম্‌স্ সাইমনকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, দেখুন সবই কপাল। দোষ দেয়ার মতো কাউকে আমি দেখছি না।

মহিলাটির যে এছাড়া অন্য কিছু করবার ছিল তাও আমি মনে করি না। তবে, যেভাবে হঠাৎ তিনি এটা করেছেন তা নিশ্চয়ই দুঃখজনক। তাঁর মা নেই, কাজেই সংকট মুহূর্তে তাঁকে পরামর্শ দেবার কেউ ছিল না।

লর্ড সাইমন টেবিলের ওপর আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বললেন এটা একটা অপমান মশাই! লোক সমক্ষে সরাসরি আমাকে অপমান করা হয়েছে।

হোম্‌স্ গলার স্বর নরম করে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—বেচারি মেয়েটির দিকটাও একটু দেখুন—কেমন একটা অদ্ভুত অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন। বলতে বলতে কলিং বেল বেজে উঠলো। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরোজা খুলে একজন ভদ্রলোক, একজন ভদ্রমহিলাকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলেন। ওরা ঢুকতেই ওদেরকে স্বাগত জানিয়ে হোম্‌স্ বসতে বলার পর, লর্ড সেন্ট সাইমনকে হোমস বললেন—আপনার সঙ্গে মিস্টার আর মিসেস্ ফ্রাঙ্ক হে মুলটনকে পরিচিত করিয়ে দিতে অনুমতি দিন। অবশ্য মহিলাটিকে আপনি আগেই জানেন।

ওদের দেখে সাইমন যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চোখ নামিয়ে ফ্রক-কোটের বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে একেবারে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—যেন আহত আত্মমর্যাদার প্রতীক তিনি। মহিলাটি দ্রুত সাইমনের দিকে এগিয়ে করমর্দনের প্রতীক তিনি। মহিলাটি দ্রুত সাইমনের দিকে এগিয়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন, বললেন,—রাগড় কোরোনা রবার্ট। আমি তোমার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছি। যাবার আগে তোমাকে কিছু বলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি ঘাবড়ে গেছিলাম। যখনই আমি ফ্রাঙ্ককে দেখলাম তারপর আমি কী করেছি বা কী বলেছি সে সম্বন্ধে আমার কোনো হুঁশ ছিল না।

হোমস বললেন,—মিসেস মুলটন, আপনি যতোক্ষণ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছেন ততোক্ষণ আমি আর আমার ডাক্তার বন্ধু একটু বাইরে গেলেই বোধ হয় আপনার ভালো হয়।

আগন্তুক ভদ্রলোক অর্থাৎ মি. মুলটন বললেন,—যদি আমার মত ব্যক্ত করতে হয় তাহলে আমি একথাই বলবো যে, আমরা গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে একটু বেশিরকম গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছি। আমার নিজের দিক থেকে আমি এখন ইওরোপ এবং আমেরিকার প্রত্যেককেই এই ব্যাপারের আসল ঘটনাটা জানাতে চাই।

মিসেস মুলটন বললেন,—তার আগে আমি গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনাটা বলে নিই হোম্‌স্ আপনি যাবেন না আর ডাক্তার বাবুকেও বসতে বলুন। এবার তাহলে আমি বলি—"বাবা তখন রকি পর্বতের ধারে একটা নোতুন খনির কাজ করছিলেন, সেই ম্যাকোয়ারের শিবিরে ১৮৮১ সালে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ফ্রাঙ্ক আর আমি পরস্পরের বাগদত্ত হয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন বাবা নোতুন খনির সন্ধান পেয়ে বিপুল ঐশ্বর্য পেলেন, আর বেচারা ফ্রাঙ্কের খনিতে কিছুই পাওয়া গেল না। অতএব বাবা যতোই ধনী হতে লাগলেন, তোতই ফ্রাঙ্ক গরিব হতে লাগল। অবশেষে বাবা আমাদের বাগ্‌দানের কথা আর রাখতে চাইলেন না, আমাকে নিয়ে ফ্রিস্কোর চলে গেলেন। ফ্রাঙ্ক আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করে জানাল—ফিরে গিয়ে সেও ঐশ্বর্য অর্জন করবে এবং যতোদিন না আমি তোমার বাবার সমান টাকা করতে পারি ততোদিন ফিরে

www.pathagar.com

এসে তোমাকে চাইব না। আমিও তখন প্রতিজ্ঞা করলাম, যে তার জন্যে দরকার হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করব এবং সে বেঁচে থাকতে আর কাউকে বিয়ে করব না। ও তখন বলল, তাহলে এখনই আমাদের বিয়ে হোক না কেন, তাহলে আমি তোমার দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজেকে তোমার স্বামী বলে দাবি করব না। ও সবকিছু সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছিল, এমনকি একজন পুরোহিত পর্যন্ত জোগাড় হয়ে গেল। তখন সেখানে আমাদের বিয়েটা হয়ে গেল। তারপর ফ্রাঙ্ক গেল তার ভাগ্য অন্বেষণে আর আমি ফিরে গেলাম বাবার কাছে। মাঝে মাঝে ফ্রাঙ্কের ভাসা ভাসা খবর পেতাম। কখনো শুনতাম সে মন্টেনায় আছে, কখনো অ্যারিজোনায় গিয়ে ব্যবসায় খুব লাভ করেছে, তারপর শুনলাম সে নিউ মেক্সিকোতে ব্যবসা করছে। এরও কিছু দিন পরে খবরের কাগজে এক মস্ত খবর বেরোলো, কেমনভাবে এক খননকারীদের তাঁবু রেড ইন্ডিয়ান গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। নিহতদের তালিকায় আমি ফ্রাঙ্কের নাম দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। এরপর বহুমাস ধরে আমি অসুস্থ ছিলাম। বাবা ভাবলেন, আমার মরীর খুব খারাপ হয়েছে, তাই ফিস্কোর অর্ধেক ডাক্তার ডেকে বিশেষ যত্নে আমাকে দেখালেন। এক বছরেরও বেশি ফ্রাঙ্কের তরফ থেকে কোনো খবর এলো না। তখন ফ্রাঙ্ক যে সত্যি মারা গেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হলাম। তারপর লর্ড সেন্ট সাইমন ফিস্কোতে গেলেন, আমরা লন্ডনে চলে এলাম। আমাদের সব সময় মনে হতে লাগলো যে এই পৃথিবীতে কেউই আমার হৃদয়ে বেচারা ফ্রাঙ্কের স্থান গ্রহণ করতে পারবে না।

এক্ষেত্রে লর্ড সাইমনকে বিয়ে করলে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি আমার কর্তব্য করা হবে। সাধ্যমতো ভালো স্ত্রী হবার ইচ্ছা নিয়ে আমি লর্ড সাইমনের সঙ্গে বেদীর ধারে গেলাম। কিন্তু আমার মনের অবস্থা কল্পনা করুন, যখন আমি বেদীর রেলিঙের কাছে এসে পেছন ফিরে দেখলাম যে ধাপের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ফ্রাঙ্ক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথমটায় আমি ভাবলাম, এটা নিশ্চয়ই তার প্রেতাত্মা। কিন্তু আবার তাকিয়ে দেখলাম, যে সে তখনো দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি, যেন সে জানতে চাইছে, যে, তার দেখা পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি—না দুঃখিত হয়েছি। বেদীর পাশে দাঁড়ানো পুরোহিতের মন্ত্র আমার কানে ঢুকছিল না। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, কী করবো? আমি ওঁর দিকে আবার তাকালাম। মনে হলো, ও আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছে; কেননা ও ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করল। তারপর আমি দেখলাম ও একটুকরো কাগজে কী যেন লিখছে! বুঝলাম নিশ্চয়ই আমাকে চিঠি লিখছে! গির্জা থেকে যাবার সময় আমি আমার ফুলের তোড়াটা ফেলে দিলাম আর ফুলগুলো তুলে দেবার সময় সে চুপিচুপি চিরকুটটা আমার হাতে গুঁজে দিলো। তাতে শুধু একটি লাইন লেখা ছিল, যে ইঙ্গিত পেলেই আমি যেন তার কাছে চলে যাই। মুহূর্তের মধ্যেই স্থির করে ফেললাম আমার প্রথম কর্তব্য এখন তারই প্রতি এবং সে যা আদেশ করবে তা পালন করতেই আমি কৃতসংকল্প হলাম।

বাড়ি গিয়ে আমি আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে সব খুলে বললাম। সে ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকতে ফ্রাঙ্ককে চিনত এবং তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। আমি তাকে একথা কাউকে বলতে বারণ করলাম, আর বললাম, আমার কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে ওভারকোটটা ঠিক করে রাখতে। জানতাম, আমার লর্ড সাইমনকে বলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার মা, আর অন্য সব সম্ভ্রান্ত লোকদের সামনে এটা বলা সহজ ছিল না। আমি মনস্থির করলাম যে আগে চলে যাই, তারপর সব জানাব। দশ মিনিটও টেবিলে বসেছিলাম কি না সন্দেহ, এমন সময় রাস্তার ওধারে ফ্র্যাঙ্ককে দেখতে পেলাম। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে সে হাঁটতে গিয়ে পার্কে প্রবেশ করল। আর আমি জামা কাপড় পরে নিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে তার পিছু পিছু গেলাম, একটি স্ত্রীলোক এসে আমাকে লর্ড সেন্ট সাইমন সম্বন্ধে কী যেন বলল, যেটুকু শুনতে পেলাম তা থেকে মনে হল বিয়ের ব্যাপারে তারও কিছু গোপনীয়তা আছে। কিন্তু যাই হোক আমি কোনরকমে এড়িয়ে এলাম তাকে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্র্যাঙ্ককে ধরে ফেললাম। তখন দুজনে একটা গাড়িতে উঠলাম। গর্ডন স্কোয়ারে সে ঘর ভাড়া করে রেখেছিল,

www.pathagar.com

গাড়ি করে গেলাম সেখানে। বছরের পর বছর প্রতীক্ষার পর সেইটিই হলো আমাদের সত্যিকারের বিয়ে। ফ্র্যাঙ্ক অ্যাপাচিদের হাতে বন্দি হয়েছিল, সেখান থেকে পালিয়ে সে চলে আসে স্যান্‌ফ্র্যানসিস্কোয়। সেখানে খবর পায় যে আমি তাকে মৃত বলে জেনে চলে এসেছি ইংল্যান্ডে। তখন সেও আসে ইংল্যান্ডে এবং আমার কাছে এসে পৌঁছায় ঠিক আমার বিয়ের পরের দিন সকালবেলা। মি. হোম্‌স্‌ আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের কাছে গিয়ে খুব সদয়ভাবে পরিষ্কার করে যদি না বুঝিয়ে দিতেন যে, আমি ভুল করেছি, এতো গোপনীয়তা অবলম্বন করার কোনো দরকার ছিল না। তিনি লর্ড সেন্ট সাইমনের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সুযোগ আমাদের করে দিতে চাইলেন, এবং তাঁর কথাতেই আমরা তখনই সোজা তাঁর এই বাড়িতে চলে এসেছি। এখন রবার্ট তুমি তো সব শুনলে, যদি তোমাকে ব্যাথা দিয়ে থাকি তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত, আর আমি আশা করি যে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

মিসেস মুল্যারের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও লর্ড সকলের সঙ্গে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করলেন না। যাবার সময় বলে গেলেন, এই সমস্ত সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি হয়তো আমাকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হবে; কিন্তু তা বলে তা নিয়ে আনন্দ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে লর্ড বিদায় নিলেন।

ওয়াটসন নৈশ ভোজ চুকে গেলে সকলে বিদায় নেবার পর হোম্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, কী আশ্চর্য উপায়ে তুমি ওদের খুঁজে পেলে?

হোম্‌স্‌ বললেন,—বন্ধু লেসট্রেড যে খবরটি আমার হাতে পৌঁছে দিয়েছিল তার মূল্যায়ন সে করতে পারেনি, আমি সেই সুয়োগটা নিলাম। সেই হোটেলের বিলের ওপর লেখা নামের আদ্যক্ষরগুলি অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হোটেলের বিলটা পেয়ে বুঝতে পারলাম (চিরকূট থেকে) লন্ডনের বাছা বাছা হোটেলের একটিতে খানাপিনা করেছেন। আর সেই হোটেলটি বার করলাম চিরকুটের কাগজের পিছনে লেখা অসাধারণ দাম থেকে। বিছানার জন্যে আট শিলিং আর এক গ্লাস শেরির দাম আট পেন্স দেখে বোঝা গেছিল যে একটা খুব দামী হোটেল। নর্দাম্বারল্যান্ড অ্যাভিনিউতে দ্বিতীয় যে হোটেলটায় গেলাম সেখানে খাতাপত্র সন্ধান করে দেখলাম যে ফ্র্যান্সিস্‌ এইট মূলটন নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোক আগের হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর নামে খরচের পাতায় দেখলাম, সেই বিলে যা-যা দেখেছিলাম সে সমস্তই লেখা আছে। তাঁর নামে চিঠিপত্র ২২৬ নং গর্ডন স্কোয়ারে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কাজেই সেখানে আমি হাজির হয়ে প্রেমিক যুগলকে পেয়ে গেলাম। আমি তাদেরকে কিছু গুরুজনোচিত উপদেশ দিয়ে ফেললাম। এবং বললাম যে তাঁরা যদি সকলের কাছে এবং বিশেষভাবে লর্ড সেন্ট সাইমনের কাছে তাঁদের ব্যাপারটা খুলে বলেন, তাহলে সেটা সব দিক দিয়েই ভালো হবে। এরপর সবই তো তুমি নিজের চোখে দেখলে ওয়াটসন।

যাক্‌গে এ ব্যাপারটা তো চুকে গেল। এখন তুমি চেয়ারটা এদিকে টেনে এনে বোসো আর ওই শেলফ থেকে বেহালাটা পেড়ে দাও তো! অনেকদিন বেহালা বাজাই নি। আজ একটু বাজিয়ে শোনাই তোমাকে।

অন্তর্ধান

স্যোয়ানড্যাম লেন। লন্ডন ব্রিজের পাশেই সরু অন্ধকার গলি। একটা সস্তা দর্জির দোকান আর একটা মদের দোকানে মাঝে গাঁজাখোর ও গুলিখোর ইসা হুইটনিকে দেখতে পেলেন ওয়াটসন। একটা লম্বা ঘর, ছাদ খুব নিচু, তার ওপর বাদামি রঙের আফিমের ধোঁয়াতে সারা ঘর অন্ধকার। আর সেই মৃদু আলোর মধ্যে দিয়ে সারিসারি লোকের অস্পষ্ট চেহারা দেখা যাচ্ছে। কেউ কাৎ হয়ে, কেউ চিত হয়ে, দুমড়ে মুচড়ে নানারকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে কতোগুলো জীবদেহ পড়ে আছে, তাদের প্রাণহীন ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি ছাদের দিকে স্থিরনিবদ্ধ,—দেখে তাদের মানুষ বলে চেনা যায় না। এর মধ্যে মাঝে-মাঝে অর্ধজড়িত স্বরে নানারকম বিচিত্র ভাষায় অর্থহীন স্বগতোক্তি শোনা যাচ্ছে—কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে আর কোনোরকম প্রাণের চিহ্ন নেই। এই

www.pathagar.com

বীভৎস আড্ডাঘরের একপ্রান্তে একটা পাত্রে কিছু কাঠ কয়লা জ্বলছে আর তার সামনে একটা টুলে একজন দীর্ঘ, শীর্ণ, বয়স্ক লোক হাঁটুর ওপর হাত রেখে চুপ করে বসে আছে। এই সময় ডানদিকে একটা গোঙানির আওয়াজ শুনে ফিরে তাকাতেই ডানদিকে একটা আঁধারির মধ্যে হুইটনিকে দেখতে পেলেন, ওয়াটসন।

আসলে ওয়াটসন এসেছিলেন এই নরকে, ইসা হুইটনিকে খুঁজতে, তার স্ত্রী কেট হুইটনির অনুরোধ। কারণ কয়েকদিন হলো সে বাড়িতে ফেরেনি। তার স্ত্রী কেঁদে কেটে একাকার।

ওয়াটসন ইসাকে ধরে ধরে বাইরে বের করে আনছিলেন নিজের গাড়িতে তুলে নেবার জন্যে। সেই বীভৎস তীব্র ধূম্রকুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে ভিড় কাটিয়ে কাঠকয়লার আগুনের পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ লোকটির পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ কে যেন ওয়াটসনের জামা টেনে ধরে নিচু গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলল,—আরো কিছুটা এগিয়ে যাও, তারপর আমার দিকে তাকিও। কথার তরঙ্গ লক্ষ করে ওয়াটসন ঘুরে তাকাতেই সেই বৃদ্ধ লোকটিকে দেখতে পেলেন। অতি বৃদ্ধ, শীর্ণ জরাগ্রস্ত লোক, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। একটা আফিমের পাইপ দুই হাঁটুর মধ্যে আটকে রয়েছে, যেন অবশ আঙুল থেকে খসে পড়ে ঝুলছে। কিছু বুঝতে না পেরে ওয়াটসন তার গন্তব্যস্থলের দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠে আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠছিলেন ওয়াটসন। অন্য সকলের দৃষ্টি আড়াল করবার জন্যে তাদের দিকে পেছন ফিরে দেখি, স্বয়ং শার্লক হোম্‌স্ দাঁড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার সেই জরাগ্রস্ত ভাব মিলিয়ে গেল! মুখের সব বলিরেখা মিলিয়ে গেছে—চোখের সেই নিষ্প্রভতার জায়গায় আবার সেই সুপরিচিত উত্তেজনার দীপ্তি ফিরে এসেছে। ওয়াটসনের সচকিত ভাব দেখে তিনি আগুনের পাশে বসে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। খুব মৃদু সংকেতে তিনি ওয়াটসনকে এগিয়ে আসতে বলে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন, আর অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে ওয়াটসন দেখলেন যে ক্ষণেকের মধ্যে আবার তার মুখে সেই আগের দীপ্তিহীন ভাব ফিরে এসেছে। ওয়াটসন, হোম্‌স্‌কে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন, যে তিনি এখানে ছদ্মবেশে এসেছেন এক শত্রুর খোঁজে।

হ্যাঁ, সে—একজন শত্রুই বটে, তবে শত্রু না বলে তাকে আমার শিকার বলাই উচিত।

বলা বাহুল্য ইতমধ্যে ওয়াটসন হুইটনিকে নিজের গাড়িতে তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে বলে দিয়েছেন তাকে যেন ভালোভাবে নিয়ে যাওয়া হয় আর তার মারফত বলে পাঠালেন, সে হোম্‌সের সঙ্গে আছে—ফিরতে দেরি হবে।

মি. শার্লক হোম্‌স্ পুনরায় বলতে শুরু করলেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কম কথায় বলি, মন দিয়ে শোনো। বর্তমানে আমি একটা অদ্ভুত রহস্যজালে জড়িত। আশা ছিল এসব লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করলে অন্যান্য বারের মতো এবারেও কোনো সূত্র পেয়ে যাবো। যদি আমি ওখানে ধরা পড়ে যেতাম তাহলে আমার প্রাণ বাঁচানো শক্ত হয়ে যেতো, কেননা আগেও একবার একটা অনুসন্ধান চালানোর সময় ঐ হতভাগ্য ওখানে ঢুকে প্রাণ হারিয়েছে। ওটা একটা গুম ঘর। আমার ভয় হচ্ছে যে, নেভিল সেন্ট ক্লোয়ারও তাদের মতোই ওর মধ্যে ঢুকে প্রাণ হারিয়েছে। আচমকা হোম্‌স মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে একটা তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠলেন। উত্তরে কিছুদূর থেকে একই রকম শিসের আওয়াজে তার জবাব শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ এবং পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়ার নালের শব্দ ভেসে এল। অন্ধকারের মাঝখান থেকে হঠাৎ একটা বিরাট ঘোড়ার গাড়ির দু-পাশে ঝোলানো লণ্ঠন থেকে সুদীর্ঘ আলোকরশ্মি ফেলে এসে দাঁড়াল।

ওয়াটসন হোমসে সঙ্গে সিডারস্-এ মি. সেন্ট ক্লেয়ারের বাড়িতে চললেন।

ওয়াটসন হোম্‌সের সঙ্গে সিডারস্-এ মি. সেন্ট ক্লেয়ারের বাড়িতে চললেন।

গাড়িতে উঠার পর হোম্‌স্ কোচওয়ানকে বললেন, আচ্ছা জন এখন আর তোমাকে দরকার নেই। এই নাও তোমার বক্‌শিস্। কাল এগারোটার সময় আবার তোমাকে প্রয়োজন হবে। খেয়াল রেখো,—এই বলে তিনি চাবুকটা দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন। অতঃপর হোম্‌স্‌দের গাড়ি সবেগে রওনা হলো। আঁকা বাঁকা, জনহীন, সুদীর্ঘ সব অন্ধকার গলিপথের

www.pathagar.com

মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ ছোটার পর অবশেষে ওয়াটসনরা বড় রাস্তায় এসে পড়লেন। তারপরেই গাড়ি এসে উঠলো একটা ব্রিজের ওপরে, অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়ল, অনেক নিচে ঘোলাজলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে দু-একটা তারা দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে হোমস গাড়ি চালিয়ে চলেছেন, নির্বাক, নিশ্চল, গভীর চিন্তায় তাঁর মাথাটা বুকের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। আর আত্মমগ্নতার প্রতিচ্ছবি হোমসের পাশে আমি উৎসুক হয়ে বসে রয়েছি, কিন্তু তাঁর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারছি না। এইভাবে কয়েকমাইল চলার পর যখন ওয়াটসনরা প্রায় শহরের প্রান্তে চলে এলেন তখন হঠাৎ হোম্‌স্ নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে পাইপ ধরালেন। তাঁকে দেখে মনে মনে খুঁজে পেয়েছেন।

হোম্‌স্ বললেন, ওয়াটসন তোমাকে অল্প কথায় ব্যাপারটা বলছি। আমার কাছে সবই অন্ধকার মনে হচ্ছে। দেখো, যদি তুমি কোনও রকম আলোকপাত করতে পারো।

ওয়াটসন বললেন, বেশ তাহলে বলো শুনি। বেশ কিছুদিন আগে, ১৮৮৪ সালে নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার নামে এক ভদ্রলোক লি-তে এসে বসবাস শুরু করেন। একটা বেশ বড় বাড়ি কিনে বাগান-টাগান বানিয়ে এমনভাবে থাকতে শুরু করলেন যে মনে হবে তিনি বেশ বড়লোক। ক্রমে আশেপাশের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং বন্ধুত্ব হল। ১৮৮৭ সালে তিনি স্থানীয় এক ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়েও করলেন, তাঁদের এখন দু'টি ছেলেমেয়েও হয়েছে। তিনি কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রোজ সকালে লন্ডনে যেতেন এবং নিয়মিত সন্ধ্যা পাঁচটা চোদ্দর গাড়িতে ফিরতেন। সোজা কথায়, নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, বয়স সাঁইত্রিশ, স্বভাব চরিত্র ভালো, পিতা এবং প্রতিবেশী হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে বলার মতো কিছুই নেই, যদিও বাজারে তার সাড়ে আটাশি পাউন্ডের মতো ধার আছে, কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিজ ব্যাঙ্কে তাঁর নামে দেখা গেছে দুশো কুড়ি পাউন্ড জমা আছে। সুতরাং অর্থ চিন্তাও বর্তমানে তাঁর ছিল না—এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

গত সোমবার সেন্ট ক্লেয়ার দরকারি কাজ আছে এই কথা বাড়িতে বলে একটু সকাল-সকালই বেরিয়ে যান এবং বলে যান যে, ফেরার সময় ছেলের জন্যে কাঠের খেলনা নিয়ে আসবেন। ঘটনাক্রমে সেন্ট ক্লেয়ার বেরিয়ে যাবার একটু পরেই টেলিগ্রামে খবর এলো, অনেকদিন থেকেই যে একটা মূল্যবান পার্সেল এসে পৌঁছোবার কথা ছিল সেটা এসেছে। ওটা অ্যাবার্ডিন শিপিং কোম্পানির অফিস থেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এখন ভেবে দেখো যে, ওই অ্যাবার্ডিন শিপিং কোম্পানির অফিস হচ্ছে ফ্রেসনো স্ট্রিটে এবং ফ্রেসনো স্ট্রিট্ বেরিয়েছে আপার সোয়ানড্যাম রোড থেকে, যেখানে আজ আমার সঙ্গে; তোমার দেখা হলো। সেন্ট ক্লেয়ারের স্ত্রী তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে লন্ডনে এসে কিছু কেনাকাটা করে পার্সেলটা ছাড়িয়ে নিয়ে যখন জাহাজ কোম্পানির অফিস থেকে বেরিয়ে ঐ আপার সোয়ালনড্যাম রোডে এসে পড়লেন, তখন ঠিক বিকেল চারটে পঁয়ত্রিশ। এ পর্যন্ত যা বললাম সব বুঝেছো তো?

ওয়াটসন মাথা নাড়তে হোম্‌স্ আবার শুরু করলেন, সেদিন খুব গরম পড়েছিল, আর ঐ পাড়াটা মিসেস্ সেন্ট ক্লেয়ারের ভালো না লাগায় তিনি একটা গাড়ির খোঁজে এদিকওদিক তাকাতে তাকাতে পথ চলছিলেন। এমন সময় একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনে চমকে তাকাতেই ওঁর চোখে পড়ল, একটা বাড়ির দোতলা থেকে তাঁর স্বামী যেন তাঁকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করছেন। খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে তাঁর সেই ভীষণ উত্তেজিত ও সন্ত্রস্ত মুখভাব দেখে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার অত্যন্ত ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। কিন্তু একটা জিনিস এর মধ্যে তাঁর নজর এড়ায় নি যে, তাঁর স্বামীর গায়ে কোট ইত্যাদি থাকলেও টাই কিংবা কলার কোনোটাই নেই। কিন্তু একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে বুঝে তিনি ছুটে ঐ বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে যেই উঠতে যাবেন, ঐ বদমাইস লস্কর এবং তার একজন দিনেমার সহযোগী তাকে ধরে বাড়ি থেকে জোর করে বার করে দিল। এখন, ওয়াটসন তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছো, যে, ওই বাড়িটাই সেই বাড়ি, যেখানে মি. ক্লেয়ারকে শেষবারের মতো দেখা যায়। ইঙ্গিতপূর্ণ এই ঘটনার পর মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার উদভ্রান্তের মতো পথ চলতে থাকেন এবং

www.pathagar.com

ভাগ্যক্রমে ফ্রেসনো স্ট্রিটে কয়েকজন কনস্টেবল এবং একজন ইন্সপেক্টরের দেখা পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের নিয়ে ঘটনাস্থলে ফিরে আসেন এবং লস্করের বাধা দান সত্ত্বেও দোতলার ওই ঘরে ঢোকেন। কিন্তু সেখানে এবং লস্করের বাধা দান সত্ত্বেও দোতলার ওই ঘরে ঢোকেন। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বামীর কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। সারা দোতলায় কেবলমাত্র একটি বীভৎসদদর্শন পঙ্গু লোক ছাড়া আর কেউ থাকে না শোনা গেল। আর সেই পঙ্গু লোকটি এবং পূর্বকথিত লস্করটি জোর গলায় বলল, যে দুপুরে সামনের ঘরে কেউ আসে নি। তাদের দৃঢ়তা দেখে ইন্সপেক্টরটি একটু হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তার মনে হলো, ভদ্রমহিলা ভুল দেখেনি তো! এমন সময় অস্ফুট একটা চিৎকার করে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার টেবিলের ওপর রাখ একটা কার্ড বোর্ডের বাক্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তারপর একটানে তার ডালা খুলে ফেলতেই বাচ্চাদের খেলবার কতগুলো কাঠের ব্লক বেরিয়ে পড়ল। এই খেলনাগুলোই তাঁর স্বামী ফেরবার সময় কিনে আনবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ এই আবিষ্কার এবং তার ফলে পঙ্গু লোকটার হতচকিত ভাব দেখে ইন্সপেক্টরের মনে ঘোর সন্দেহের উদয় হলো। ঘরগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে আরও যা পাওয়া গেল তা থেকে বোঝা গেল যে একটা চরম নৃশংস ঘটনা সেখানে ঘটে গেছে।

শোবার ঘরের জানলাগুলি বিরাট বিরাট। অনুসন্ধানের ফলে সেই জানলার ফ্রেমের গায়ে এবং কাঠের মেঝেতে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ পাওয়া গেল, কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও মেঝেতে মি. সেন্ট ক্লেয়ারের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তাঁর জুতো, মোজা, টুপি আর ঘড়ি সেখানে পাওয়া গেল। যে ঘলটা সাধারণ বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং ঠিক তার পেছনের ঘরটা এবং বাড়ি ও জেটির মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জায়গাটি যদিও ভাঁটার সময় জলের ওপরেই জেগে থাকে কিন্তু জোয়ারের সময় সেখানে সাড়ে চার ফুট গভীর জল হয়ে যায়। ঘর থেকে বেরোবার পথ বলতে গেলে ওই জানলা, কারণ আর কোনো পথ দেখা গেল না। কিন্তু ঘরে রক্তের দাগ দেখে মনে হয় যে যদি তিনি জানলা পথেই বেরিয়ে যাবেন, তবে তাঁর সাঁতার দেবার ক্ষমতা ছিল কি না, কেননা উক্ত দুর্ঘটনার সময় নদীতে ছিল পুরো জোয়ার।

এবার, ওয়াটসন তোমাকে, এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত শয়তানগুলোর কথা বলছি। লস্করটার পূর্ব ইতিহাস অত্যন্ত সন্দেহজনক—কিন্তু মহিলাটির নিজের উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, ঐ ঘটনার কয়েকমুহূর্তেই মধ্যেই তিনি তাকে একতলায় সিঁড়ির মুখে দেখেছেন—সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডে বড়জোর সহযোগিতার চাইতে কোনও গুরুতর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা চলে না। সে নিজে বললো যে এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না, তার ভাড়াটে হিউ বুন ক্লেয়ারের জামাকাপড়ই বা ওখানে কি করে এলো গেছিলেন। তাকে রেখে কোনো সুবিধা হবে না ভেবে একজন পুলিশ গাড়ি করে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ইন্সপেক্টর বার্টন অনুসন্ধান করে কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারলেন না। একটা ভুল হলো হিউ বুনকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার না করা, কারণ যে কয় মিনিট সময় সে পেয়েছিল তার মধ্যে হয়তো তার লস্করের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে থাকবে। যাই হোক পরে বুনকে গ্রেপ্তার করা হলো। তার জামার ডান হাতায় রক্তের দাগ পাওয়া গেল, কিন্তু তার ডানহাতের আঙুলের একটা কাটা দাগ দেখিয়ে সে বললো যে ও রক্ত ঐ কাটা হাতের রক্ত। জানলার রক্তও নাকি একই রক্ত। কেননা সে কিছুক্ষণ আগে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার যে তাঁর স্বামীকে তার ঘরে দেখেছেন সে বিষয়ে তার কিছু বলার নেই—ভদ্রমহিলা হয় পাগল না হয়, ভুল দেখেছেন। যাইহোক ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও তাকে জোর করে থানায় চালান দিয়ে দেয়া হল। আর জোয়ারের জল নেমে গেলে নদীর কাদায় কিছু দেখা যায় কিনা লক্ষ্য করবার জন্য বার্টন ঐ বাড়িতেই রয়ে গেলেন। অবশ্য তিনি কিছু কিছু সূত্র নদীর ধারে পেলেন, কিন্তু যা দেখবেন আশঙ্কা করেছিলেন তা দেখতে পেলেন না। সেন্ট ক্লেয়ারের মৃতদেহের পরিবর্তে তাঁর কোটটাকে কাদামাখা অবস্থায় পাওয়া গেল। আচ্ছা, বলোতো ওয়াটসন কী ছিল সেই কোটের

www.pathagar.com

পকেটে?

ওয়াটসন বললেন—জানি না।

হোম্‌স্ গম্ভীরস্বরে বললেন, পকেটগুলো খুচরো পয়সায় বোঝাই। পরিষ্কার বোঝা যায় যে সেই কারণেই কোটটা ভেসে না গিয়ে রয়ে গেছে। কিন্তু একটা মানুষের মৃতদেহ পড়লে তীব্র জলের যে টানে নির্ঘাত ভেসে যেতো। ব্যাপারটা বর্তমানে এমন অবস্থায় রয়েছে যে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তরই অজ্ঞাত রয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরো মি. সেন্ট ক্রেয়ার ওই আফিসখানাতে কেনই বা এলেন, তারপর তাঁর কী হলো, কোথায়ই বা গেলেন, বুনের সঙ্গে তাঁর অদৃশ্য হওয়ার ঘটনার কী যোগাযোগ রয়েছে, এসবই এখনও রহস্যময়। এমন আপাতদৃষ্টিতে সহজবোধ্য কিন্তু এমন প্যাঁচালো ব্যাপার কোনো দিন আমার অভিজ্ঞতায় আসেনি।

ঘোড়ার গাড়িতে এমনই সব কথা বলতে বলতে গন্তব্যস্থল সিভারসে মিসেস সেন্ট ক্রেয়ারের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন ওঁরা। একজন বাচ্চা সহিস ছুটে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরতেই ওয়াটসন আর হোম্‌স্ নেমে পড়লেন।

ভদ্রমহিলা নেমে এসে দুজনকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কোনো ভালো খবর আছে কি না! হোম্‌স্ জানালেন কোনো ভালো বা মন্দ কোনো খবরই এখন তিনি জানাতে পারছেন না। মিসেস্ সেন্ট ক্রেয়ার মন্দের ভালো মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, যাক্ তবু ভালো কোনো খারাপ খবর নেই। আসুন, আপনারা ঘরে আসুন।

হোম্‌স্ ওয়াটসনের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎ মিসেস সেন্ট ক্রেয়ার হোমসকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, মি. হোমস সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে নেভিল বেঁচে আছে? না না, আমার ফিটের ব্যামো নেই, আপনি অপ্রিয় হলেও সত্যি কথাটা বলুন।

হোমস নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন—আমার বিশ্বাস সে মারা গেছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, তাহলে মি. হোমস আজকে আমি কীভাবে তার এই চিঠিখানা পেলাম বলতে পারেন কি?

কথা শুনে হোম্‌স্ তড়িতাহতের মতো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠলেন, কী বললেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিকই বলেছি, ভদ্রমহিলা বললেন—এই দেখুন চিঠিটা দেখুন!

হোম্‌স্ ব্যগ্রভাবে তার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর পেতে আলোর কাছে নিয়ে খুব পরীক্ষা করতে লাগলেন। ওয়াটসনও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পেছন থেকে সেটা লক্ষ্য করতে লাগলেন। একটা সস্তা পুরু খাম, গ্রেভ্‌স্ এন্ড পোস্ট অফিসের ছাপ, কিন্তু তারিখটা সত্যিই আজকের।

হোম্‌স্ বললেন—এ কদাকার হাতের লেখা নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর নয়?

ভদ্রমহিলা বললেন—না, কিন্তু ভেতরের চিঠিটা তারই লেখা।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন,—এটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে যে ঠিকানাটা যে লিখেছে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে লিখতে হয়েছিল—অর্থাৎ ঠিকানাটা সে জানতো না। কারণ নামটা লক্ষ্য করুন—কালিটা গাঢ় কালো, নিজে থেকেই সেটা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু ঠিকানার বাকি অংশটার কালির অনেকটা হালকা রং—অর্থাৎ সেটা ব্লটিং পেপার দিয়ে শুকানো হয়েছে। যদি সবটাই একসঙ্গে লেখা হতো তাহলে কালির গাঢ়তায় রকমফের হতো না। এর থেকেই বোঝা যায়, যে খামের ওপর ঠিকানাটা লিখেছে সে ঠিকানাটা জানতো না, ঠিকানাটা জানবার জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যদিও এটা খুবই সামান্য ব্যাপার, কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার—গুলোই গুরুত্বপূর্ণ। এবার চিঠিটা দেখা যাক। আরে! এর মধ্যে আরো কিছু একটা ছিল বলে মনে হচ্ছে!

ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ, ওর মধ্যে একটা তাঁর হাতের আংটি ছিল। হোমস প্রশ্ন

www.pathagar.com

করলেন,—আচ্ছা এই হাতের লেখাটা যে আপনার স্বামীর সে বিষয়ে আপনার সন্দেহ নেই তো?

মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার বললেন—না, তা অবশ্য নেই, তবে, আমার স্বামীর হাতের লেখা একাধিক রকমের, এটা তার মধ্যে একটা। এটা তার তাড়াতাড়ি লেখা চিঠি। স্বাভাবিক লেখার সঙ্গে এ লেখার কোনো মিল নেই। কিন্তু এ লেখা আমি চিনি। সংক্ষিপ্ততম চিঠিখানিতে লেখা ছিল, প্রিয়তমাসু, তোমার চিন্তিত হবার কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা খুব বড় ভুল হয়ে গেছে এবং সেটা ঠিক করাও সময়সাপেক্ষ, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো,—ইতি নেভিল।

অক্টোভো সাইজের বইয়ের পুস্তানির ওপর পেন্সিল দিয়ে লেখা, কাগজে জলছাপ নেই। আজকেই গ্রেভস এন্ড-এ পোস্ট করা হয়েছে। যে পোস্ট করেছে তার বুড়ো আঙুলটা নোংরা ছিল। হোমস বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে বললেন—আচ্ছা বেশ, এই চিঠি যে আটকেছে, দেখা যাচ্ছে যে তার তামাক চিবানোর অভ্যেস আছে। আপনি এখনো বলছেন যে এ লেখা আপনার স্বামীরই?

মিসেস ক্লেয়ার বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

হোমস বললেন, এ চিঠিটা আজকেই পোস্ট করা হয়েছে। আমি যেন একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পাচ্ছি। তবে বিপদ যে একেবারে কেটে গেছে এমন ভরসা আমি দিতে পারব না।

কিন্তু মি. হোমস ও যে বেঁচে আছে এ কথাটা তো বোঝা গেল।

হোম্‌স্ বললেন, তা জোর দিয়ে বলা যায় না, কেননা, লেখা জাল করে কেউ আমাদের ভুল পথে চালিত করতে চেষ্টা করতে পারে, আর আংটির কথা যদি ধরেন তবে বলবো, ওটা দেখে আশ্বস্ত হবার কোনোও কারণ নেই—হাত থেকে আংটি খুলে নেওয়া খুবই সহজ।

ভদ্রমহিলা বললেন—আমার কেবলই মনে হচ্ছে যে সে ভালোই আছে। তার যদি কোনো বিপদ আপদ ঘটত, নিশ্চয়ই তাহলে আমি টের পেতাম। যেদিন তাকে শেষবার দেখি সেদিনকার ঘটনাটা তাহলে একটু শুনুন। ও শেষবার ঘরে কি যেন একটা কাজ করতে করতে হঠাৎ হাত কেটে ফেলল,—আর কাবার ঘরে বসে আমার মনে হলো, যে, নিশ্চয়ই তার কিছু হয়েছে—গিয়ে দেখি ঠিক তাই। এক্ষেত্রে যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তবে আমি কিছুই টের পাবো না এমন কি হতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন, একথা অবশ্য ঠিক, কেননা আমি আগেও এরকম ব্যাপার দেখেছি। আমার বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের এই চেতনা অনেক যুক্তিবাদী মনের সিদ্ধান্তের চাইতেও নির্ভরযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এই চিঠি পাবার পর আপনার বিশ্বাস দৃঢ়তর হবারই কথা। কিন্তু তিনি যদি বেঁচেই থাকবেন তাহলে দূর থেকে চিঠি লিখবেন কেন? কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে হোমস পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, ভালো করে ভেবে দেখুন তো, সোমবার বেরোবার আগে তিনি হঠাৎ কোনো অসংলগ্ন মন্তব্য করেছিলেন বলে আপনার মনে পড়ে কি?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার মাথা নেড়ে বললেন কই, তেমন কিছু তো আমার মনে পড়ছে না।

হোমস বললেন—আচ্ছা, সোয়ানড্যাম লেনে আপনি তাঁকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছিলেন তাই না! আচ্ছা, যে জানলাটা দিয়ে আপনি তাকে দেখেন সেখান থেকে আপনার স্বামী তো ইচ্ছে করলে আপনাকে ডাকতেও পারতেন। আপনি বলছেন যে তিনি কেবল একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিলেন। আপনার কি মনে হয়েছিল যে তিনি আপনার সাহায্য চাইছেন?

মিসেস ক্লেয়ার বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর হাত নাড়া দেখে আমার তাই-ই মনে হয়েছিল।

হোমস বললেন, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আপনাকে দেখতে পেয়ে নিজের অজ্ঞতাসারেই হাত তুলে ফেলেছিলেন? তারপর এমনও হতে পারে যে কেউ তাঁকে হঠাৎ পেছন থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল।

মিসেস ক্লেয়ার বললেন—ও আচমকা জানলা থেকে সরে যাওয়ায় আমার তাই মনে হয়েছিল।

www.pathagar.com

হোমস এবার বললেন—আচ্ছা, স্যোয়ানড্যাম লেনের কথা কিংবা এই অফিসের আড্ডায় তাঁর যাতায়াতের কথা কি আপনি কোনও দিন তাঁর মুখে শুনেছেন?

মিসেস ক্লেয়ারের কাছ থেকে 'না' শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে হোমস বললেন, মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার, আমাদের খাওয়া দাওয়া তো হয়ে গেল—এখন আমরা একটু ঘুমোব! কারণ কাল ভোর থেকে আমাদের অনেক কাজ।

ভোরের দিকে হঠাৎ ডাক শুনে ওয়াটসনের ঘুম ভাঙল। ওয়াটসন ধড়মড় করে উঠে বসে দেখলেন, হোম্‌সের বিছানার ওপর কুশনের স্তূপ। ঘরে গভীর ধূম্রজাল। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন, শার্লক হোম্‌স্ তার চিরকালের অভ্যাসমতো, এ-জাতীয় কোনো একটা রহস্যের সম্মুখীন হলে তিনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত এরকম ধূম্রজাল বিস্তার করে চিন্তা করেন। অর্থাৎ সারারাত হোমস ঘুমোন নি।

হোমস বললেন, চলো তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। জামাকাপড় পরার সময় ওয়াটসন ঘড়িতে দেখলেন চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট। কেউ তখনো ঘুম থেকে ওঠে নি।

ঘোড়ার গাড়িতে যেতে যেহে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন, আমি একটা ধারণা খাড়া করেছি, সেটি একবার যাচাই করে দেখতে হবে। মনে হয় চাবিকাঠির খোঁজ পাওয়া যাবে।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে হোমস বললেন—একদিক থেকে দেখতে গেলে এ-কথা বলতে হবে যে মামলাটা অদ্ভুত। প্রথমে আমি কিছুই বুঝি নি, যাই হোক, এখন যে বুঝেছি তবু ভালো। শোনো ওয়াটসন বেরোবার আগে বাথরুমে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি—বোধ হয় সেই সূত্র ধরে চললেই বোধহয় সমস্যার সমাধান হবে। আমার গ্রাডস্টোন ব্যাগে সেই চাবিকাঠিটি আছে!

ওয়াটারলু ব্রিজ রোড ধরে গিয়ে নদী পার হয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রিট হয়ে হোম্‌স্‌রা বো স্ট্রিটে গিয়ে থামলেন। পুলিশের লোক সকলেই হোম্‌স্‌কে চেনে, কাজেই কেউ তাদের বাধা দিল না।

হোমস একজন কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কে ডিউটিতে আছে?

সে জবাব দিল ইন্সপেক্টর ব্রাডস্ট্রিট। এরই মধ্যে হঠাৎ একজন লম্বা চওড়া জমকালো পোশাক পরা পুলিশ অফিসারের আবির্ভাব ঘটল।

আরে এই তো ব্রাডস্ট্রিট্, হোম্‌স্ বললেন—কেমন আছো? চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মি. ব্রাডস্ট্রিট্ হোম্‌স্‌দের তাঁর অফিসে নিয়ে এলেন। তারপর বলুন কী ব্যাপার?

হোম্‌স্ জানতে চাইলেন, মি. নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে বুন নামে যে লোকটাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আর সম্বন্ধেই কথা বলতে চাই। সে কি এখানেই আছে?

মি. ব্রাডস্ট্রিট বললেন—হ্যাঁ, এখানকার হাজতেই আছে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো গণ্ডগোল করেছে নাকি?

না, সেদিক থেকে বেশ শান্তশিষ্ট, কিন্তু লোকটা জঘন্য ধরনের নোংরা! সারা মুখে কালিঝুলি মাখা অবস্থায় পড়ে থাকে, শত চেষ্টা করেও আমরা তার হাতটুকু ধোয়ানো ছাড়া আর কিছু করাতে পারিনি। বিচার হয়ে সাজার আদেশ হলে তবে তাকে আমরা জোর করে স্নান করাতে পারব, তার আগে নয়। ব্রাডস্ট্রিট সহজ করে বললেন।

হোমস বললেন, তাকে একবার দেখতে পারলে ভালো হত।

ব্রাডস্ট্রিট বললেন, তাই নাকি? তা চলুন না, আসুন—ব্যাগটা রেখেই আসুন।

হোম্‌স্ বললেন, না, ঠিক আছে। ওটা আমার সঙ্গেই থাকুক।

বেশ, আসুন। ব্রাডস্ট্রিট সরু সরু গলি পেরিয়ে হোম্‌স্‌দের নিয়ে একটা ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে উঠে অবশেষে হোমসরা যেখানে হাজির হলেন তার দু-দিকে বন্ধ দরোজার সারি। তার মাঝখান দিয়ে একটা বারান্দার মতো চলে গেছে। এরই মধ্যের একটা দরোজার পাল্লা খুলে দিয়ে ব্রাডস্ট্রিট বললেন—এখানে আসুন। ও ঘুমোচ্ছে বটে, কিন্তু আপনি ওকে দেখতে পাবেন। হোম্‌স্ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবার পর মন্তব্য করলেন, নাঃ লোকটার সত্যিই হাতমুখ ধোয়া

www.pathagar.com

প্রয়োজন। এইরকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়েই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে এনেছিলাম। এই বলে হোম্‌স্ তাঁর ব্যাগ খুলে একটা স্পঞ্জ, যা আমরা সাধারণত স্নানের সময় ব্যবহার করি, বার করলেন। ইন্সপেক্টর হো হো করে হাসতে লাগলেন। বললেন—আচ্ছা মজার লোক তো আপনি?

হোম্‌স্ ঘরের কোণে রাখা জলপাত্র থেকে জল নিয়ে স্পঞ্জটা দিয়ে হঠাৎ আসামীর মুখটা খুব জোরে জোরে কয়েকবার ঘসে পরিষ্কার করে চিৎকার করে উঠলেন—আসুন, আসুন আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করে দিই। ইনিই হচ্ছেন আপনাদের হারানো সেই নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার। চমকের পর চমক। চোখের সামলে ফলের খোসা ছাড়ানোর মতো হোমস একে একে লাল মাথার পরচুলা, মুখের কাটা দাগের মেকাপ খুলে দিলে দেখা গেল, বিছানার ওপর অত্যন্ত ভদ্র চেহারার একটি লোক নতশিরে বসে আছে। তারপর হঠাৎ, সে যে ধরা পড়ে গেছে একথা মনে হতেই সে আর্তনাদ করে বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ল। ইন্সপেক্টর হতভম্ব হয়ে বললেন, আরে—এ চেহারাই তো আমি ছবিতে দেখেছি!

হোমস তাঁর পাশে বসে পিঠ চাপড়ে বললেন, আপনি যদি ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াতে দেন তবে কেলেঙ্কারী, হবেই, জানাজানিও হবে। কিন্তু পুলিশকে যদি আপনি সত্য ঘটনাটা বোঝাতে পারেন তবে মনে হয় ব্রাডস্ট্রিটের সহযোগিতায় ছাড়া পেয়ে যাবেন। আদালতে যাবার দরকার হবে না।

আবেশ ও উত্তেজনা মিশ্রিত কণ্ঠে মি. সেন্ট ক্লেয়ার বলে উঠলেন, হায় ঈশ্বর! এ খবর ছেলেমেয়েদের কানে যাবার চাইতে জেল হওয়া, এমনকি প্রাণদণ্ড হওয়াও ভালো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হোমসের অনুরোধে বলতে শুরু করলেন—চেষ্টার ফিল্ডে আমার বাবা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমি সেখানেই ভালোভাবে পড়াশুনা শেষ করি। তারপর ভ্রমণের সখের জন্যে আমি দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

কিছুদিন অভিনয়, কিছুদিন কাগজের রিপোর্টারের কাজও করলাম। সে সময় একদিন কাগজের সম্পাদক আমায় ডেকে বললেন, লন্ডনের ভিখারীদের সম্বন্ধে তিনি কতোকগুলো প্রবন্ধ ছাপতে চান। আর সে দায়িত্ব তিনি আমাকেই দিলেন। ভিখারীদের খবর ভালো করে জানবার জন্যে আমার মনে হল ভিখারী সেজে কিছুদিন ভিক্ষা করা প্রয়োজন। অভিনয় করার সময় আমার ছদ্মবেশ ধারণে বেশ নাম হয়েছিল। সুতরাং রং-চং মেখে, একটা লাল পরচুলা পরে, মাংসের রঙের একটুকরো প্লাস্টার দিয়ে কাটা দাগ তৈরি করে এই বীভৎস চেহারা দাঁড় করাতে আমার কোনো অসুবিধা হল না। তারপর একদিন শহরের এক কর্মব্যস্ত অঞ্চলে দেশরাই-এর নিয়ে ভিক্ষা করতে বসলাম। সাত ঘন্টা ওভাবে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন একদিনের উপার্জন হিসেব করে দেখে বিস্ময়ে অতিভূত হয়ে গেলাম—ছাব্বিশ শিলিং চার পেন্স! এরপর একদিন হঠাৎ একটা পঁচিশ পাউন্ডের দেনার দায় এসে উপস্থিত হল। টাকার চিন্তায় তখন আমার রাতের ঘুম ঘুচে গেছে। হটাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। টাকা শোধ করতে আরো কয়েকদিন সময় চেয়ে নিয়ে আমি আবার ভিক্ষায় বসে গেলাম। দশদিনে টাকাটা শোধ হয়ে গেল। এরপর থেকেই আমার সাংবাদিকতার চাকরিতে বিতৃষ্ণা এসে গেল। কারণ সারা সপ্তাহে সেখানে যা রোজগার করতাম, মুখে একটু কালি মেখে একানে একদিনেই তা করা সম্ভব। এইখানে আসার আত্মসম্মানবোধ ও অর্থপিপাসার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল—কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্মসম্মান বোধ পরাজিত হল। সুতরাং সাংবাদিকতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি নিয়মিত ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করে দিলাম। এ খবর জানত শুধু একজন—ওই আফিমখানার লস্করটা কারণ সকালে তার ঐ দোতলার ঘরে ঢুকে ছদ্মবেশ পরে আমি বেরিয়ে আসতাম এবং বিকেলে আবার সেটা খুলে রেখে ভদ্রলোকের সাজপোশাকে বাড়ি ফিরতাম। লস্করটাকে আমি ভালোই টাকা পয়সা দিতাম, তাই তার দিক দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কোনও ভয় আমি করিনি। একদিন

www.pathagar.com

হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম যে আমার অনেক টাকা জমে গেছে। এবং যতো দিন যেতে লাগল ততোই আমার আয়ও বেড়ে চলল।

তারপর একসময় আমি একটা বাড়ি কিনলাম, বিয়েও করলাম, কিন্তু এতো কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও জানত না। আমার স্ত্রী জানতেন শহরে আমার বিরাট ব্যবসা আছে।

গত সোমবার যখন বিকেলে ফিরে ছদ্মবেশ পাল্টে ভদ্রলোক সেজে ফেরবার উদ্যোগ করছি এমন সময় জানলা দিয়ে রাস্তায় আমার স্ত্রীকে দেখতে পাই, মুখ তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। আতঙ্কে, বিস্ময়ে আমি চিৎকার করে উঠি। তারপর হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে সরে এসে লস্করটাকে অনুরোধ করি সে যেন কাউকে আমার কাছে আসতে না দেয়। নিচ থেকে আমার স্ত্রীর গলার আওয়াজ আমার কানে এল। কিন্তু আশ্বস্ত হলাম জেনে যে তিনি উপরে আসতে পারেন নি। তারপর মুহূর্তের মধ্যে পোষাক ছেড়ে ভিখারীর পোষাক পরে নিলাম। এই ছদ্মবেশে আমার স্ত্রীও আমাকে চিনতে পারবে না জানতাম। কিন্তু যদি পুলিশের অনুসন্ধান চলে তাহলে ছদ্মবেশের পোশাক আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করে আমি আমার ভিক্ষালব্ধ অর্থ কোটের পকেটে বোঝাই করে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম। দেখলাম কোটটা তলিয়ে গেল। অন্যান্য জামাকাপড়ও ওই পথেই অদৃশ্য হত যদি না ইতিমধ্যে পুলিশের আবির্ভাব ঘটতো। তারপর আশ্চর্য হলাম যখন পুলিশ আমাকে নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের হত্যাকারী ভেবে গ্রেপ্তার করল! আর কিছু বাকি রয়ে গেল কি না জানি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি এই ছদ্মবেশই চালিয়ে যেতাম, আর সেইজন্যেই মুখে কালি মেখে থাকা। আমার স্ত্রী ভীষণ উদ্বিগ্ন হবেন বুঝে আমি সেইদিনই পুলিশের আড়ালে লস্করটাকে একটা চিঠি লিখে দিই, আর সেই সঙ্গে আংটিটা দিয়ে দিই।

হোম্‌স্ বললেন—আপনার সেই চিঠি আর আংটি আপনার স্ত্রী গতকাল পেয়েছেন।

ইন্সপেক্টর ব্রাডস্ট্রিট বললেন,—এবার এইসব ব্যাপার শেষ করুন। পুলিশকে যদি এ ব্যাপারটা চেপেই যেতে হয় তবে হিউ বুনের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে হবে। আচ্ছা মি. হোমস এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু কী করে এটা সম্ভব হলো জানতে পারলে খুশি হতাম।

হাসিমুখে হোমস বললেন, এ রহস্যের সমাধান আমি কী করে করেছি জানো? একগাদা বালিশে ভর দিয়ে বসে এক আউন্স তামাক পুড়িয়ে। চল হে ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি গেলে এখনো হয়তো বেকার স্ট্রিটে সকালের খাবারটা পাওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

হিজ লাস্ট বাও

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লাল বৃত্ত

শার্লক হোম্‌স্ গৃহকর্ত্রীকে বললেন, দেখুন মামলা যদি দিতেই হয় তাহলে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় আমায় জানতে হবে। ভালো করে ভেবে দেখুন। সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় যে ঘটনাটাকে মনে হচ্ছে হয়তো দেখা যাবে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি বলছেন—ভদ্রলোক দিন দশেক আগে আপনার ভাড়াটিয়া হিসেবে আসেন, এবং আপনাকে পনেরো দিনের খরচ আগাম দেন, তাই তো?

গৃহকর্ত্রী মিসেস ওয়ারেন বললেন,—তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কতো দিতে হবে? আমি বলেছিলাম, সপ্তাহে পঞ্চাশ শিলিং। ওপর তলায় একটা ছোট্ট বসবার ঘর আর একটা শোবার ঘর, সমস্ত ব্যবস্থা সমেত।

ভদ্রলোকটি বললেন,—সপ্তাহে পাঁচ পাউন্ড করে দেবো যদি আমার ইচ্ছেমতো ব্যবস্থা হয়। গরীব আমি, আর আমার স্বামীর আয়ও এমন কিছু নয়। তাই এ টাকাটা আমাদের কাছে অনেকখানি। তক্ষুনি একটা দশ পাউন্ডের নোট বার করে আমার সামনে ধরলেন তিনি। বললেন, যদি আমার শর্তে রাজি হন তাহলে এ টাকা প্রতি পনেরো দিন অন্তর পেয়ে যাবেন, বেশ কিছুদিনের জন্যে। আর আপনি যদি রাজি না হন তাহলে চললাম।

গৃহকর্ত্রী মিসেস ওয়ারেন বললেন,—শর্তটা কী জানতে পারি?

ভদ্রলোক বললেন,—বাড়ির একটা চাবি তাঁর কাছে রাখতে হবে। আর, তাঁকে নিজের মতো থাকতে দিতে হবে, বিরক্ত করা চলবে না।

হোম্‌স্ সব শুনে মন্তব্য করলেন—তা সেটাই বা এমন আশ্চর্য কী?

মিসেস ওয়ারেন হোম্‌স্‌কে বললেন, যুক্তি দিয়ে দেখলে নয় বটে! কিন্তু এটার মধ্যে কিছুমাত্র যুক্তি নেই। দশ দিন হলো তিনি এসেছেন, কিন্তু না মি. ওয়ারেন, না মেয়েটি, না আমি—কেউ কখনো একবারের জন্যেও তাঁর দেখা পাই নি। পায়চারি করার আওয়াজ শুনতে পাই রাতে, সকালে বাইরে বের হন নি।

হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন,—ও তাহলে সেই প্রথম দিন রাত্রে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আর ফিরেছিলেন অনেক রাতে—ভদ্রমহিলা বললেন, আমরা তখন সবাই শুয়ে পড়েছি। আগে অবশ্য তিনি বলে গিয়েছিলেন, এমনটি প্রায়ই হবে, তাই আমায় বারণ করেছিলেন দরোজায় খিল দিতে। মাঝরাতের পরে আমি তাঁর সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পায়ের শব্দ পেয়েছিলাম।

কিন্তু তার খাবারের কী হত?—হোম্‌স্ জানতে চাইলেন। তার বিশেষ নির্দেশ ছিল ঘণ্টা বাজালে খাবার নিয়ে গিয়ে দরোজার বাইরে একটা চেয়ারে রেখে আসতে হবে। তারপর খাওয়া হয়ে গেলে আবার ঘণ্টা বাজাতেন। তখন গিয়ে সে টেবিলের ওপর থেকে বাসনপত্র নিয়ে আসতাম। আর, কোনো কিছুর দরকার হলে তা এক টুকরো কাগজে ছাপার হরফে লিখে সেখানে রেখে দিতেন। শুধু যা চাই সেই কথাটা, আর কিছু নয়। এই একটা নিয়ে এসেছি আপনাকে দেখাবো বলে,—"SOAP" এই আর একটা—MATCH প্রথম দিন সকালে লেখা ছিল "DAILY GAZZETT" সেই থেকে আমি রোজ সকালে তার প্রাতরাশের সঙ্গে পত্রিকাটাও রেখে আসি।

ড. ওয়াটসন এতোক্ষণ দুই জনের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন।

এবার প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গে চিরকূটগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হোম্‌স্ বললেন,—এটা অবশ্যই একটু অস্বাভাবিক বৈকি! নিজেকে আড়াল করে রাখা আমি বুঝি, কিন্তু ছাপার অক্ষরে লেখা কেন? সে তো জবড়জং ব্যাপার, সাধারণভাবে লিখলে কী হয়? তুমি কী মনে করো ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—আগন্তুক হয়তো নিজের হাতের লেখা গোপন করতে চান।

www.pathagar.com

হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন, কিন্তু কেন? কী ক্ষতি হতে পারে যদি বাড়িওয়ালী তাঁর হাতের লেখার পরিচয় পান? তারপর ধরো, এরকম সংক্ষিপ্ত খবর কেন? ওয়াটসন, তুমি একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে অক্ষরগুলো লেখা সাধারণ গোলাপী মোটা শিসের পেন্সিল দিয়ে। আর দেখো দেখো, কাগজটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে লেখার পরে, যেজন্য "SOAP"—এর 'S' অক্ষরটা একটুখানি ছিঁড়ে গেছে। এর একটা অর্থ আছে, কী সেটা বলোতো ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—সেটা মনে হয় সাবধানতা অবলম্বন।

হোম্‌স্, সহাস্যে বললেন—ঠিক তাই। নিশ্চয়ই কোন চিহ্ন, আঙুলের ছাপ হয়তো, বা এমন কিছু, যা থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া সম্ভব। আচ্ছা, মিসেস ওয়ারেন, তুমি বলছো লোকটি লম্বায় মাঝামাঝি, কালচে, আর দাড়িওয়ালা। বয়স কতো হতে পারে?

অল্পই মনে হয়, তবে ত্রিশের ওপর হবে না—মিসেস ওয়ারেন বললেন আর তিনি ইংরাজি বেশ ভালোই বলেন বটে, তবে উচ্চারণ শুনে মনে হয় বিদেশী। পোষাক পরিচ্ছদ খুব সুন্দর, আর অত্যন্ত ভদ্র। কালচে রং-এর পোষাক পরতে ভালোবাসেন বোধ হয়।

হোম্‌স্ জিজ্ঞেস করলেন,—কি নাম বলেছেন?

না, কোনো নামই বলেন নি, মিসেস ওয়ারেন বললেন,—তার নামে কোনো চিঠিপত্রও আসে নি আর কেউ কখনো তার সঙ্গে দেখা করতেও আসেন নি! আর বাদামী রং-এর একটা বড় ব্যাগ ছাড়া আর কোনো জিনিসপত্র তার ঘরে নেই। আমাকে বা আমার মেয়েকে তার ঘরে কাজ কর্ম করতে হয় না—তিনি নিজেই তাঁর সমস্ত কাজ করেন।

ব্যাগ থেকে একটা খাম বার করে গৃহকর্ত্রী সেটা টেবিলের ওপর ঝাড়ল। বেরিয়ে পড়ল দুটো পোড়া দেশলাই কাঠি আর একটা সিগারেটের দগ্ধাবশেষ। বললেন, আজ সকালে এগুলো তাঁর ট্রের ওপর ছিল। নিয়ে এলাম, কারণ আমি শুনেছি ছোটখাটো জিনিস থেকেও আপনি অনেক গুরুতর সব বিষয় জানতে পারেন।

কাঁধ ঝাঁকালেন হোম্‌স—এ থেকে কিস্‌স্যু পাওয়া যাবে না। অবশ্য বলা যায় দেশলাই কাঠিগুলোর ব্যবহার হয়েছে সিগারেট ধরাবার জন্যে নতুবা এতো কম করে পুড়তো না। পাইপ বা চুরুট ধরাতে হলে দেশলাই কাঠির অর্ধেকটাই পুড়ে যায়। কিন্তু এই সিগারেটের পোড়া টুকরোটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ভদ্রলোকের তো দাড়ি গোঁফ আছে আপনি বলছিলেন, তাই না? বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার তো ধারণা, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো লোকের পক্ষেই এমনভাবে সিগারেট খাওয়া সম্ভব। ওয়াটসন, তোমার ঐ ছোট গোঁফ পর্যন্ত এভাবে সিগেরেট খেলে ঝলসে যাবে।

ওয়াটসন বললেন—তবে কি সিগেরেট হোল্ডারে লাগিয়ে খাওয়া হয়েছে?

হোম্‌স্ বললেন—আরে না না, দেখছো না, এটা কিরকম? আচ্ছা, মিসেস ওয়ারেন, দুই জন লোক নেই তো ওখানে?

আজ্ঞে না, মিসেস ওয়ারেন বললেন,—উনি এতোই কম খান যে কী করে বেঁচে আছেন তাই ভাবি।

হোম্‌স্ বললেন—দেখা যাচ্ছে আরো কিছু খবরের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। যাই হোক আপনার অভিযোগ করার মতো কিছুই হয় নি। ভাড়া পেয়েছেন, আর ভাড়াটে হিসেবেও উনি কোনো ঝামেলা করেন না। যদিও অবশ্য ব্যাপারটা খানিকটা অস্বাভাবিক বৈকি! পয়সা তো ভালোই পাচ্ছেন। এবং যদি তিনি আত্মগোপন করতে চান তাতে আপনার কী? যতোদিন না মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোনো অপরাধের ব্যাপার আছে ততোদিন ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই। মামলাটা আমি নিলাম, লক্ষ্য রাখবো। নতুন কিছু ঘটলে জানাবেন এবং নিশ্চিন্ত থাকুক, দরকার হলে আমার সাহায্য আপনি অবশ্যই পাবেন।

www.pathagar.com

মিসেস ওয়ারেন চলে যেতেই হোম্‌স্‌ বললেন,—মামলাটায় সত্যিই কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে ওয়াটসন। হয়তো সামান্যই, তবে প্রথমেই আমার মনে হচ্ছে ভাড়া যিনি নিয়েছেন তিনি নন, অন্য কোনো লোক এখানে বাস করছেন। একটু ভাবলেই তুমি বুঝতে পারবে, সিগারেটের দগ্ধাবশেষটার কথা বাদ দিলেও এটা কি অর্থপূর্ণ নয় যে ভাড়া নেবার ঠিক পরেই ভাড়াটে বেরিয়ে গেছে? এবং তিনি—কিংবা অন্য কেউ ফিরেছেন এমন সময়ে যখন কোনো সাক্ষীই ছিল না। এবং যিনি বেরিয়ে গেছেন তিনিই যে ফিরে এসেছেন এমন কোনো প্রমাণ আমাদের নেই। তারপর ধরো ভাড়া যিনি নিয়েছেন তিনি ইংরাজি বলেন ভালো, কিন্তু ঘরের এই লোকটি ছাপার হরফে লেখেন "MATCH" কিন্তু লেখা উচিত ছিল "MATCHES"। অবশ্য এমন হতে পারে যে কথাটা কোনো অভিধান থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে কেবলমাত্র একবচনটাই দেওয়া হয়েছে। বহুবচনটা নয়। ছাপার অক্ষরে লেখার উদ্দেশ্য হয়তো ইংরাজি জ্ঞানের অভাবটা গোপন করা।

যাই হোক পরদিন সকালে প্রচুর উত্তেজনার সঙ্গে মক্কেলটি ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বললো, মি. হোম্‌স্‌, পুলিশের মামলা এটা! আর আমি সহ্য করবো না, মালপত্র নিয়ে ওঁকে চলে যেতে হবে! সোজা গিয়েই ওঁকে বলতাম সেকথা, কিন্তু মনে হলো তার আগে আপনার মত নেওয়া উচিত, তাই এলাম। ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। আর তার ওপর যখন আমার বুড়ো কর্তাকে মারধোর—

অ্যাঁ, মি. ওয়ারেনকে মারধোর করেছে?—হোম্‌স্‌ বললেন।

মিসেস ওয়ারেন বললেন—আজ আজ সকালের ঘটনা স্যার। টটেনহ্যাম, কোর্ট রোডের মর্টন অ্যান্ড ওয়েলাইট কোম্পানির ঘড়ির তদারক করেন তিনি, সাতটার আগে বাড়ি থেকে বেরুতে হয়। সকাল বেলায় দুই জন লোক পেছন থেকে এসেই তাঁর মাথায় একটা কোট ফেলে দেয়, তারপর জোর করে একটা গাড়িতে তুলে নেয় তাঁকে। ঘণ্টাখানেক চলতে থাকে গাড়িটা, তারপর ওরা দরোজা খুলে বার করে দেয় তাঁকে। সামলে যখন উঠলেন, দেখলেন, তিনি হ্যাম্পস্টেড হীথ-এ। সেখান থেকে বাসে করে বাড়ি ফেরেন তিনি। সোফায় শুয়ে আছেন, আর আমি সোজা আপনার কাছে এসেছি খবরটা দেবো বলে।

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ব্যাপার তো! হোম্‌স্‌ বললেন,—তা তিনি কি তাদের লক্ষ্য করেছিলেন বা কথাবার্তা কিছু শুনেছিলেন?

মিসেস ওয়ারেন বললেন—না, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছিলেন তিনি। শুধু এইটুকু বলতে পারেন যে তাঁকে ম্যাজিক করে গাড়িতে তোলা হয়েছিল আর গাড়ি থেকে নামানো হয়েছিল। ওরা ছিল অন্ততঃ দুই জন, তিনজনও হতে পারে। দেখুন মি. হোম্‌স্‌ আজ পনেরো বছর হলো আমরা ওখানে বাস করছি, কখনো এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। ঢের হয়েছে, টাকাই সব নয়! আজই আমি ওঁকে বাড়ি ছাড়া করবো।

হোম্‌স্‌ শান্ত স্বরে বললেন—থামুন, মিসেস ওয়ারেন। হঠাৎ কোনো কিছু করে বসবেন না। এখন মনে হচ্ছে, যতোটা সহজ ভেবেছিলাম তেমন নয় ব্যাপারটা, অনেক গুরুতর তার চেয়ে। পরিষ্কার বুঝেছি আপনার ভাড়াটে কোনো বিপদের সম্মুখীন, এবং এটাও বোঝা যাচ্ছে যে সেই শত্রুরা বাড়ির বাইরে তাঁর জন্যে ওৎ পেতে ছিল। আর সকালের কুয়াশায় ভুল করে তাঁর বদলে আপনার স্বামীকে পাকড়াও করে। আর ভুলটা যখন ধরা পড়ে, ছেড়ে দেয় তখন। হোম্‌স্‌ বললেন—আমার খুব ইচ্ছা আপনার এই ভাড়াটেকে দেখি। কয়টার সময় লাঞ্চ খান তিনি?

আজ্ঞে বেলা একটা নাগাদ।

বেশ, তাহলে ড. ওয়াটসন আর আমি যথাসময়ে হাজির হবো। খাবারের ট্রেরেটা ভেতরে নেবার সময় দরোজার আড়াল থেকে সব দেখবো।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে হাজির হয়ে হোম্‌স্‌ বললেন—লুকোবার চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে। আয়নাটা এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে

www.pathagar.com

অন্ধকারে বসেই সামনের দরোজাটা স্পষ্ট দেখতে পাই। বলতে না বলতেই মিসেস্ ওয়ারেন চলে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে একটা ঘণ্টার শব্দ হোম্‌স্‌রা শুনতে পেলেন, বোঝা গেল রহস্যময় ব্যক্তিটিই ঘণ্টা বাজিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রে নিয়ে এলেন মিসেস্ ওয়ারেন, তারপর বন্ধ দরোজার পাশের চেয়ারের ওপর সেটা রেখে চলে গেলেন। দরোজার কোণে গুঁড়ি মেরে হোম্‌স্‌রা আয়নার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলেন। গৃহকর্ত্রীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই দরোজায় চাবি ঘোরানোর আর হ্যাতল ঘোরানোর শব্দ। তারপরেই সরু সরু দুটো হাত বেরিয়ে এসে ট্রেটা তুলে নিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার রেখে দিল সেটা। চকিতের মধ্যে একটা ময়লাটে সুন্দর মুখ এক পলক দেখা দিল ঘরের দরোজার সামান্য ফাঁক দিয়ে। তারপরেই বন্ধ হলো দরোজাটা, চাবিটা আবার ঘুরলো। তারপরেই সব চুপচাপ। হোম্‌স্, ওয়াটসনের শার্টের হাতায় হেঁচকা টান দিলেন, চোরের মতো দুই জনে নেমে আসলেন সিঁড়ি বেয়ে।

উৎসুক গৃহকর্ত্রীকে হোম্‌স্ বললেন,—বিকেলে আবার আসবো। এ নিয়ে বাড়ি ফিরে আলোচনা করাই ভালো।

বেকার স্ট্রিটে এসে, ইজিচেয়ারে এলিয়ে বসে হোম্‌স্ বললেন, দেখলে তো, আমার আন্দাজই ঠিক, বাসিন্দার বদল হয়েছে। যেটা আমি আন্দাজ করতে পারি নি তা হলো, এখানে একজন স্ত্রীলোকের দেখা পাবো এবং...

ওয়াটসন বললেন,—উনি কিন্তু আমাদের দেখতে পেয়েছেন।

হোম্‌স্ বললেন,—হুঁ, অন্তত ভয় পাওয়ার মতো যে কিছু দেখেছেন তাতে সন্দেহ নেই। মোটামুটি এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার আমার কাছে। কোনো ভয়ঙ্কর আসন্ন বিপদ থেকে এক দম্পতি আশ্রয়প্রার্থী। বিদপটা কতো ভয়ঙ্কর তা আন্দাজ করা যেতে পারে সাবধানতার বহর থেকে। কোনো জরুরি কাজ পুরুষটির আছে, এবং যতোদিন না তার সমাধান হচ্ছে তিনি স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিরাপদ কোনো জায়গায় রাখতে চান। আর মি. ওয়ারেনের ওপর আক্রমণ থেকে বুঝতে হবে, শত্রু এই বাসিন্দা পরিবর্তনের ব্যাপারটা জানে না। ভারি জটিল ব্যাপার, চিত্তাকর্ষকও বটে। এ মামলায় অনেক কিছু শেখবার আছে।

মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে যখন হোম্‌স্‌রা পৌঁছোলেন তখন লন্ডনের শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশা খুব জাঁকিয়ে বসেছে। অন্ধকার হয়ে আসা ভাড়াটে বাড়ির বসবার ঘর থেকে উঁকি মেরে তাকাতে একটা মিটমিটে আলো সেই অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠলো। আলো দিয়ে যেন সঙ্কেত দেখানো হচ্ছে। ফিস্ ফিস্ করে হোম্‌স্ বললেন,—জানলার কাঁচের কাছে উৎসুক মুখ বাড়িয়ে ঘরে কে যেন নড়াচাড়া করছে। হ্যাঁ, তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি। ঐ, ঐ যে আবার। তার হাতে একটা মোমবাতি। এবার সে উঁকি দিচ্ছে এদিকে। অর্থাৎ যিনি সঙ্কেত দেখাচ্ছেন, তিনি নিশ্চিত হতে চান যে ভদ্রমহিলাটি লক্ষ্য করেছেন। আবার আলো ফেলা শুরু হলো। তুমিও আলোকপাত, 'A'। 'A'- থেকে বুঝতে হবে কোনো মহিলাকে সম্বোধন করা হচ্ছে—সাবধান, সাবধান, সাবধান। কেমন তাই না? দেখো, ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে, অত্যন্ত জরুরি এ খবর—এবং তা বোঝাবার জন্যে তিন-তিনবার সঙ্কেত করা হলো, কিন্তু সাবধান হতে হবে কী থেকে? দাঁড়াও, ঐ আবার জানলার কাছে আসছে। একজন ঝুঁকে-পড়া মানুষের ছায়া আর আলোর একটা শিখা জানলার কাছে দেখা গেল, অর্থাৎ আবার সঙ্কেত শুরু হচ্ছে। এবার হচ্ছে আগের থেকে অনেক দ্রুত—এতো দ্রুত, যে হিসেব রাখাই কঠিন হয়ে উঠেছে।

"PERICOLO"! সে কী, ওয়াটসন, "বিপদ", তাই না? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, বিপদের সঙ্কেতই তো! ঐ, ঐ, আবার—PERI—একি, একি—

হঠাৎ নিভে গেল আলো, জানলাটা আবার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। প্রকাণ্ড আলোকোজ্জ্বল বাড়িটার চারতলাটা যেন একটা অন্ধকার বেষ্টনীর মতো দেখাচ্ছে। সাবধানতা সূচক শেষ সঙ্কেতটা হঠাৎ থেমে গেল। কী করে হলো, কে থামালো? এই একই চিন্তা একসঙ্গে ওয়াটসনদের দুই জনের মাথায় এলো। জানলার কাছে ওৎ পেতে ছিলেন হোম্‌স্, একলাফে উঠে পড়লেন সেখান থেকে। বললেন ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিল। নিশ্চয় কোনো

www.pathagar.com

শয়তানি এর মধ্যে আছে। সংকেতটা কী কারণে এভাবে থেমে যেতে পারে?

হে স্ট্রিট ধরে দ্রুত এগোতে এগোতে পেছন ফিরে ছেড়ে আসা বাড়িটার দিকে তাকালেন ওয়াটসন। ওপরের জানলায় অস্পষ্ট এক মানুষের ছায়া। কোনো স্ত্রীলোকের ছায়া সেটা—শক্ত হয়ে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে রাতের অন্ধকারের দিকে আর দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে, কখন আবার সেই বিচ্ছিন্ন সঙ্কেত দেখা যাবে। হে স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের দরোজার কাছে লম্বা কোটে শরীর ঢেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে রেলিং-এ হেলান দিয়ে। হলের আলোটা হোম্‌স্‌দের মুখে পড়তে সে চমকে উঠলো। চেঁচিয়ে উঠলো, একি মি. হোম্‌স্‌!

আরে গ্রেগসন যে! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাটির সঙ্গে করমর্দন করতে করতে হোম্‌স্‌ বললেন—তা, এখানে কী ব্যাপার? গ্রেগসন বললেন—আপনারা যে কারণে, আমিও সেই একই কারণে। কিন্তু আপনি কী করে এই মামলায় জড়িয়ে পড়লেন?

হোম্‌স্‌ বললেন,—সূত্র আলাদা হলেও জট সেই একই, দেখা যাচ্ছে। আমি সংকেতগুলো গ্রহণ করছিলাম। সঙ্কেতটা ঐ জানলা দিয়ে আসছিল, হঠাৎ মাঝপথে ছিন্ন হয়ে গেল—তাই দেখতে যাচ্ছিলাম কী হলো? যাইহোক মামলাটা যখন তোমার নির্ভরযোগ্য হাতে পড়েছে তখন আর আমার দরকার কী?

ব্যগ্র হয়ে গ্রেগসন বললেন,—দাঁড়ান একটু। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এ পর্যন্ত এমন কোনো মামলা আমার হাতে আসে নি যাতে আপনার সাহায্য পেয়ে আমি মনে জোর পাই নি। এই ফ্ল্যাটগুলো থেকে এটাই একমাত্র বেরোবার পথ, অতএব আর ওর পালাবার উপায় নেই।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন,—কে সে?

মি. গ্রেগসন বললেন—তাহলে তো মি. হোম্‌স্‌ আপনি স্বীকার করতে বাধ্য আমি আপনার ওপর টেক্কা দিতে পেরেছি! এই বলে তিনি তাঁর লাঠিটা সজোরে মাটিতে ঠুকলেন। একটা চার চাকার গাড়ি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিল, একটা জোয়ান চাবুক হাতে নেমে এলো সেখান থেকে। লোকটা অলসভাবে ঘুরছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে গ্রেগসন বললেন—শার্লক হোম্‌সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। আর ইনি বলেন, পিঙ্কারটনের আমেরিকান এজেন্সির মি. লিভারটন।

হোম্‌স্‌ বললেন,—ও, লং আইল্যান্ডের গুহা-রহস্যের বীর? খুশি হলাম আপনার পরিচিত হয়ে।

আমেরিকান তরুণ ভদ্রলোকটি প্রশংসা শুনে লজ্জা পেলেন। তারপর বললেন, মি. হোম্‌স্‌ আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলা এটা। যদি জর্জিয়ানোকে ধরতে পারি—

হোম্‌স্‌ চমকে উঠলেন—কী বললেন, জর্জিয়ানো—মানে রেড সার্কেলের জর্জিয়ানো?

মি. পিঙ্কারটন বললেন,—গোটা পঞ্চাশেক খুনের দায়ে অভিযুক্ত জর্জিয়ানোর পেছনে, সেই নিউইয়র্ক থেকে লেগে আছি। আর একটা সপ্তাহ হলো লন্ডনে আমি তার কাছাকাছি, এই আশায়—যখন কোন্‌ সুযোগে তার কলার চেপে ধরবো। তাকে তাড়া করে এই ভাড়া বাড়িটার নিচের তলা পর্যন্ত আমি আর মি. গ্রেগসন এসেছি, এবং এ বাড়ি থেকে বেরোবার এটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সুতরাং পালাবার কোনো প্রশ্নই উঠছে না। ও ভিতরে যাওয়ার পর যে তিনজন লোক বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছে, হলপ করে বলতে পারি তাদের কেউ জর্জিয়ানো নয়। সঙ্কত প্রসঙ্গে তিনি বললেন—বোধহয় কোনো স্যাঙাৎকে সঙ্কেত করছে—মানে হলো, সে হয়তো জানালা দিয়ে আমাদের দেখতে পেয়েছে বা অন্য কোনো উপায়ে বুঝতে পেরেছে যে বিপদ আসন্ন এবং বাঁচতে হলে এক্ষুনি কিছু করা দরকার। আপনি কী বলেন মি. হোম্‌স্‌?

হোম্‌স্‌ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন—চলুন এক্ষুনি গিয়ে নিজেদের চোখে ব্যাপারটা দেখে আসি!

তিনতলার বাঁ ফ্ল্যাটের দরোজাটা ঈষৎ ফাঁক হয়েছিল, গ্রেগসন্‌ সেটা ঠেলে খুলে ফেললেন। ভিতরে কোনো আওয়াজের আভাস মাত্র নেই, আলোরও লেশমাত্র নেই কোথাও।

www.pathagar.com

ওয়াটসন দেশলাই জ্বেলে গোয়েন্দাটির লণ্ঠনটা জ্বালালেন। শিখাটা কাঁপতে কাঁপতে যখন স্থির হলো, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন সবাই। কার্পেটহীন মেঝের উপর রক্তের একটা তাজা চিহ্ন! রক্তাক্ত পায়ের ছাপগুলো দরোজার সামনের দিকে ফেরানো। ভিতরের একটা ঘর থেকে এসেছে সেগুলো। ভেতরের ঘরের গ্রেগসন, আর সবাই পেছন থেকে তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারলেন।

ঘরটা খালি, সেই ঘরের মাঝখানে এক বিরাট আকৃতির এক ব্যক্তির দেহ দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। তার দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, আর ওভাবে পড়ে থাকার ফলে তার মাথা ঘিরে কাঠের সাদা মেঝেয় প্রচুর রক্ত। দু-হাঁটু বুকের কাছে টানা, দু-হাত যন্ত্রণাসূচক ভঙ্গীতে প্রসারিত। উপরের দিকে ফেরানো বাদামী রং-এর সুপুষ্ট গলায় একটা ছুরি আমূল বিদ্ধ, সাদা বাঁটটা ওপরে রয়েছে। দৈত্যকার হলো কী হয়, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই কুড় লে ষাঁড়ের মতো একেবারে লুটিয়ে পড়েছে। তার ডান হাতের পাশে শিঙের হাতল দেওয়া একটা দুই মুখো ছোরা, আর নিকটেই একটা ছাগলের চামড়ার দস্তানা পড়ে রয়েছে।

আমেরিকান গোয়েন্দা মি. লিভারটন হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বললেন—একি, এ যে ব্ল্যাক জর্জিয়ান স্বয়ং!

গ্রেগসন বললেন, মি. হোম্‌স্‌, এই জানলার মোমবাতিটা—একি, কী করেছেন আপনি মোমবাতি দিয়ে?

ইতিমধ্যে হোম্‌স্‌ এগিয়ে গিয়ে বাতিটা জ্বেলে নিয়ে তিনি সেটাকে জানলার কাঁচের সামনে দোলাতে লাগলেন এদিক ওদিক। তারপর একবার অন্ধকারে উঁকি মারলেন। তারপর মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে ফেলে দিলেন মেঝের ওপর। বললেন, মনে হয় এতে কাজ হবে। এই বলে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন গম্ভীরভাবে। আর দুই সরকারি গোয়েন্দা মৃতদেহ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, অবশেষে হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন,—আচ্ছা যে তিনজন লোককে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একজনের বয়স বছর ত্রিশের এবং তার গালে কালো দাড়ি, রঙ কালচে, আর মাঝারি ধরনের গড়ন! সেইই বোধ হয় আসল কালপিট। তার বর্ণনা আমি হুবহু করতে পারি, আর তার পায়ের ছাপ তো চমৎকার দেখা যাচ্ছে। ওকে ধরবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

হোম্‌স্‌ বললেন—আমাদের এই মহিলাটির সাহায্য নিতে হবে। একথায় সবাই তাকালেন পেছন ফিরে। দেখা গেল দরোজায় ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন এক দীর্ঘদেহী সুন্দরী মহিলা, ব্লুমস্‌বেরির রহস্যময় বাসিন্দা যিনি। মহিলাটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। তার ফ্যাকাশে মুখে আশঙ্কার ছাপ। তারপর হঠাৎ থেমে তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেঝের ওপর কালচে দেহটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ভদ্রমহিলা লাফিয়ে উঠলেন খুশিতে, আর হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করলেন সমস্ত ঘরটা ঘুরে ঘুরে। আর তখন তার মুখ দিয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসছিল। ইতালীয় ভাষায় উচ্ছ্বাস। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম এমিলিয়া লুক্কা, আমার স্বামীর নাম জেনারো লুক্কা। নিউইয়র্ক থেকে এসেছি আমরা। জেনারো কোথায়? এই তো মুহূর্তখানেক আগেও সে আমায় এই জানলা দিয়ে ডাকল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়তে দৌড়তে এলাম।

হোম্‌স্‌ বললেন—আমি ডেকেছি আপনাকে মোমবাতির সংকেতে। আপনার সঙ্কেতটা তো বিশেষ কঠিন নয়, এবং আপনার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। এবং আমি জানতাম যে VIENI এই অক্ষর-কটা সঙ্কেতে জানালেই আপনি এসে পড়বেন।

আতঙ্কগ্রস্ত চোখে ভদ্রমহিলা মানে এমিলিয়া লুক্কা হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বললেন,—জানি না, আপনি কেমন করে এসব জানলেন! গিউসেপ্পি জর্জিয়ানো, কী করে সে—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়লেন, তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—ও বুঝেছি, বুঝেছি, এবার বুঝতে পেরেছি—জেনারো, আমার জেনারো, অতুলনীয় জেনারোই এ কাজ করেছে, সমস্ত বিপদ আপদ থেকে আমায় আড়ালে রেখে বলিষ্ঠ হাতে দানবটাকে বধ করেছে!

www.pathagar.com

মি. গ্রেগসন, মিসেস লুক্কাকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছিলেন, হোম্‌স্ বাধা দিয়ে বললেন,—এক মিনিট গ্রেগসন। আমার মনে হচ্ছে সমস্ত ঘটনাটা জানবার জন্যে আমরা যেমন উৎসুক, তেমনি উৎসুক ইনিও জানাবার জন্যে। হোম্‌স্ মিসেস লুক্কাকে বললেন—সমস্ত ঘটনা খুলে বললেই আপনার স্বামীর পরম উপকার করা হবে। আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর মঙ্গল চান, আর নিশ্চয়ই বলতে চান, যে উনি যা করেছেন তাতে হত্যার মনোবৃত্তি ছিল না—

ভদ্রমহিলা বললেন—ঠিক আছে বলছি,—জর্জিয়ানো যখন মারা গেছে তখন আর আমার কোনো ভয় নেই। আর পৃথিবীতে এমন কোনো বিচার বা আইন থাকতে পারে না যে তাকে হত্যার জন্যে আমার স্বামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারে। কিছুক্ষণ চুপ্ করে থেকে মহিলাটি বলতে শুরু করলেন,—নেপল্‌সের নিকটবর্তী পোসিলিপ্পোয় আমার জন্ম। আমার বাবা অগাস্টো বেরিলি ছিলেন ওখানকার প্রধান উকিল এবং একসময়ে তিনি ছিলেন ও অঞ্চলের ডেপুটি। জেনারো বাবার অধীনে কাজ করতো, ক্রমে আমি তার প্রেমে পড়ি। জেনারোর না ছিল অর্থ বা প্রতিপত্তি, কিছুই ছিল না, কেবল রূপ আর শক্তি আর কর্মকুশলতা ছাড়া। সেজন্যে বাবা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তখন আমরা বারিতে পালিয়ে বিয়ে করি আর আমার গয়নাগাটি বিক্রি করে আমেরিকায় যাওয়ার পথ খরচ সংগ্রহ করি। এটা হলো চারবছর আগের ঘটনা। সেই থেকে আমরা নিউইয়র্কে রয়ে যাই। সেখানে টিটো ক্যাস্টালট নামে এক শক্তিশালী ব্যক্তি জেনারো তার বন্ধু হিসেবে পায়। তাঁকে একবার আমার স্বামী গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচায়। সেই থেকেই আমাদের বন্ধু হয়। ভদ্রলোক ফলের ব্যবসায়ী, নিউইয়র্কের প্রধান আমদানিকারক সংস্থা ক্যাস্টলাট ও জাম্বার প্রধান শরিক ছিলেন তিনি। তিনশোর বেশি লোক সে ব্যবসায় কাজ করতো। সিনর জাম্বা অশক্ত ছিলেন, তাই ক্যাস্টালটের হাতে ছিল ব্যবসার সমস্ত ক্ষমতা। আমার স্বামীকে ক্যাস্টলাট চাকরি দিয়েছিলেন একটা শাখা-প্রধানের পদে। ক্যাস্টালট ছিলেন আজীবন কুমার। তিনি আমার স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন আপন সন্তান তিনি। আর আমরাও স্বামী-স্ত্রীতে তাঁকে পিতার মতো ভালোবাসতাম। ব্রুকলীনে আমরা একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম, বেশ সুখেই ছিলাম। এমন সময় আমাদের বাগ্যাকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। একদিন রাতে যখন জেনারো বাড়ি ফিরল, তার সঙ্গে এল তারই দেশের একজন লোক, তার নাম জর্জিয়ানো। তারপর থেকে বারে বারে যখন তখন সে আসতে লাগল। জেনারোও তাকে দেখে অখুশি হতো। বেচারা ফ্যাকাশে মুখে বসে থাকতো অন্যমনস্ক হয়ে। প্রথমটায় ভাবতাম আমার স্বামী শুধু ওঁকে অপছন্দই করে, পরে বুঝলাম শুধু অপছন্দ নয়, তাকে সাংঘাতিক ভয় পায় আমার স্বামী—ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সে।

একদিন আমার স্বামীকে ব্যাপারটা খুলে বলবার জন্যে জেদ ধরে বসলাম—তার ফলে আমার স্বামী যা বললেন তা শুনে আমার বুকের রক্ত পর্যন্ত হিম হয়ে গেল। উদ্দাম যৌবনে যখন আমার স্বামীর মনে হয়েছিল সমস্ত পৃথিবী যেন বিরুদ্ধাচরণ করছে আর জীবনের অবিচারে যখন সে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল, 'রেড-সার্কল' নামে এক নেয়াপোলিটিন সঙ্ঘে সে যোগ দিয়েছিল। এই সঙ্ঘের সভ্য হতে গেলে তাদের যেসব গোপন তথ্য জানানো হয় অতি ভয়ঙ্কর সে সব, এবং একবার তার আওতায় পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই। আমেরিকায় পালিয়ে আসার পর জেনারোর মনে হয়েছিল হয়তো জন্মে মতো তার কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে। তাই যখন একদিন রাস্তায় আবার সেই ব্যক্তির দেখা পেল যে তাকে দীক্ষা দিয়েছিল, কী আতঙ্কই না আমাদের হয়েছিল। এ হলো সেই দৈত্যাকৃতি জর্জিয়ানো, দক্ষিণ ইতালিতে যার নামই হয়েছিল "মৃত্যু", কারণ হাতের কনুই পর্যন্ত তার ছিল রক্তকলঙ্কিত। ইতালির পুলিশকে এড়ানোর জন্যে

www.pathagar.com

সে নিউইয়র্কে আসে। এবং সেখানেও তার বাড়িতে এই ভয়ঙ্কর সঙ্ঘের এক শাখা প্রতিষ্ঠা করে। এই সব কথা জেনারো আমায় বলেছে, আর একটা সমন দেখায় যেটা সেদিনই তার কাছে আসে, তার ওপর একটা লালবৃত্ত আঁকা। তাতে লেখা—এক বিশেষ দিনে একটা সভা বসবে, সেখানে তার উপস্থিতির নির্দেশ দেওয়া আছে। এমনিতেই অতি বিশ্রী ব্যাপারটা, কিন্তু এর পরে যা হলো কিছুই নয় তার তুলনায়। কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম প্রায়ই জর্জিয়ানো আমাদের বাড়িতে এসে আমার সঙ্গেই বেশি কথা বলতে চাইতো। এবং যখন আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বোলতো তখনো তার বন্য জন্তু সুলভ দুই চোখ থাকতো সর্বদাই আমার ওপর নিবদ্ধ। একদিন রাতে সে বলেই ফেললো যে সে আমাকে ভালোবাসে। জেনারো ফেরে নি বাড়িতে তখনো। জোর করে ঘরে ঢুকে আমাকে বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে পশুর মতো চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরে ফেলল আর অনুরোধ করলো তার সঙ্গে চলে যেতে। আমি তখন মুক্তির জন্য ছটফট করছি এমন সময় জেনারো এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে আক্রমণ করলো। জর্জিয়ানো তার বিশাল দেহ ঘুরিয়ে জেনারোকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। তারপর আর সে ফেরে নি। এক মারাত্মক শত্রু তৈরি হল সেদিন। কয়দিন পরে বসল সেই সভা। জেনারো যখন ফিরলো তার মুখ দেখে আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটে গেছে। সঙ্ঘের টাকাটা উঠতো ধনী ইতালীয়দের ব্ল্যাকমেল করে এবং না দিলে প্রহারের ভয় দেখিয়ে। মনে হয় আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু ক্যাস্টালটের কাছেও টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করেন নি এবং নোটিসগুলোর ওপর তিনি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় ঠিক হয় এমনই ভয়ঙ্কর শাস্তি তাঁকে দেওয়া হবে যা হবে উদাহরণ স্বরূপ, ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ অমন সাহস না করে। ঠিক হয় বাড়ি শুদ্ধ তাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। পরদিন দুপুরে লন্ডনে চলে আসার আগে ক্যাস্টালটের বিপদ সম্বন্ধে তাকে অবহিত করা হলো। কিন্তু আমাদের ধারণা মতো শত্রুরা একেবারে ছায়ার মতো আমাদের পেছনে লেগে রইলো। তারপরের সব ঘটনা তো আপনারা সবই জানেন। আগে চলে আসার ফলে যে কয়দিনের সুযোগ আমাদের মিলেছিল, আমার প্রিয়তম জেনারো, আমার জন্যে এমন একটা ব্যবস্থায় সেটা লাগালো যাতে কোনোরকম বিপদ আপদই আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। আমার নিজের জন্যে এমন ব্যবস্থা করলো যাতে বিনা বাধায় আমেরিকা আর ইতালির পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। আমি নিজেও জানতাম না সে কোথায় থাকে এবং কীভাবে থাকে। খবর পেতাম কাগজের বিজ্ঞাপন মারফৎ। একদিন জানলা দিয়ে তাকাতে দেখলাম দুই জন ইতালীয় আমার বাড়িটা লক্ষ্য করছে। বুঝতে বাকি রইলো না যেমন করে হোক জর্জিয়ানো আমার ডেরা আবিষ্কার করেছে। শেষপর্যন্ত জেনারো আমায় বিজ্ঞাপন মারফৎ জানায় কোনো একটা বাড়ির জানলা থেকে আমায় সঙ্কেত করবে। কিন্তু সঙ্কেতগুলো যখন আসতে থাকলো দেখলাম সেগুলো কেবলমাত্র সাবধান-বাণী ছাড়া আর কিছু নয়। এবং সেগুলোও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্চয় ও খুব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে জর্জিয়ানো খুব কাছাকাছিই এসে পড়েছে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জর্জিয়ানোর জন্যে সে তৈরি হয়েই ছিল। এখন ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, যা ঘটেছে এজন্যে কি আমাদের আইনের হাতে কোনো ভয় আছে—কোনো বিচারপতি, আইন কি আমার জেনারোকে এই অপরাধের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে?

মুখোমুখি বসা আমেরিকান ডিটেকটিভ বললেন, আপনাদের ব্রিটিশ আইন, কী বলবে জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় এ মহিলার স্বামী নিউইয়র্ক পুলিশের কাছে প্রচুর ধন্যবাদ পাবেন।

www.pathagar.com

শয়তানের পা

কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। শার্লক হোম্‌স বায়ু পরিবর্তনের জন্যে কর্ণওয়াল উপদ্বীপের একেবারে শেষপ্রান্তে পলধু উপসাগরের কাছে একটা ছোট্ট কুটিরে ডাক্তারের নির্দেশে বাস করছিলেন। সঙ্গে তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ও সহকারী ড. ওয়াটসনও রয়েছেন। কিছুদিনের জন্যে অন্তত: লন্ডনের মামলাগুলো থেকে মুক্তি পেয়েছেন ওঁরা। কিন্তু না। আচম্বিতে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে, ওঁরা সে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন।

কর্নওয়ালের এই অংশটাতে গ্রামগুলো চেনা যায়, এলোমেলোভাবে এখানে ওখানে তৈরি গির্জার চূড়োগুলো দিয়ে। সবচেয়ে কাছের গ্রামটার নাম ছিল ট্রেডানিক ওল্লাস। সেখানে প্রায় শত দুই লোক একটা বহু পুরোনো শ্যাওলা ধরা গির্জাকে ঘিরে কুটির তৈরি করে বাস করছিল। ওই প্যারিস-এর (ধর্মীয় এলাকা) যাজক মি. রাউন্ডহে ছিলেন প্রত্নতত্ত্বে বেশি আগ্রহী, আর সেইজন্যেই হোম্‌সের সঙ্গে তাঁর আলাপ জমে ছিল। ভদ্রলোক মাঝবয়সী, স্থূলকায় ও অমায়িক। স্থানীয় উপকথার ভাণ্ডার ছিল তাঁর। চায়ের নিমন্ত্রণে তার বাড়িতে গিয়ে আলাপ হয় মি. মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের সঙ্গে। ভদ্রলোক বেকার, তবে তার অবস্থা ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল। যাজকের ছড়ানো বড় বাড়িটারই দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে ট্রেগেন্নিস বাস করছিলেন, উদ্দেশ্য বোধকরি যাজকের সীমিত আয়ের অঙ্কটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া। যাজক অবিবাহিত, সুতরাং এই ব্যবস্থায় খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও বলতে হয় যে ভাড়াটের সঙ্গে তার কোনো বিষয়েই মিল ছিল না। ভাড়াটে ট্রেগেন্নিস ছিলেন রোগা, কালো, চোখে চশমা আর হাঁটতেন কুঁজো হয়ে যে মনে হতো হয়তো তিনি প্রতিবন্ধী। অল্পক্ষণের আলাপেই বোঝা গিয়েছিল, যাজকটি বেশি বক্‌বক্‌ করেন আর তার ভাড়াটে নিতান্তই স্বল্পভাষী, বিষণ্ন, চিন্তামগ্ন, অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে যেন নিজের চিন্তাতেই বিভোর।

ষোলই মার্চের—একদিন। সেদিনটা সম্ভবত মঙ্গলবার ছিল। হঠাৎ ঐ দুই জন ভদ্রলোকই হোম্‌স্‌দের ঘরে এলেন সাত সকালে। হোম্‌স্‌ আর ওয়াটসন তখন প্রাতরাশ সেরে প্রাত্যহিক ভ্রমণে বেরোবার আগে 'ধূমপান করছিলেন। যাজকটি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, মি. হোম্‌স্‌ কাল রাতে একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটে গেছে! আপনি এখানে আছেন ভগবানের অশেষ দয়া বলতে হবে।

যাজকটি বললেন,—প্রথমে আমার কয়েকটা কথাই বরং শুনুন, পরে দরকার হলে খুঁটিনাটি তথ্য ট্রেগেন্নিসের কাছেই জেনে নেবেন বা সরাসরি রহস্যের স্থলেই গিয়ে হাজির হবেন। শুনুন তাহলে বলি,—আমার এই বন্ধুটি গত সন্ধ্যাটা কাটিয়েছেন ওদের দুই ভাই ওয়েন আর জর্জ এবং বোন ব্রেন্ডার-এর সঙ্গে। ওঁদের বাড়ি ট্রেডানিক ওয়ার্থাতে। বাড়িটা এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে পাথরের একটা ক্রুসের কাছে। ইনি দশটার কিছু পরে ফিরে আসেন। তার আগে ওঁরা সকলে বহাল তবিয়তে আনন্দ করে খাবার টেবিলে বসে তাস খেলছিলেন। আজ সকালে উনি খুব ভোরেই ওঠেন—প্রাতঃরাশের আগে ঐদিকেই বেড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে ডা. রিচার্ডস গাড়িতে করে চলেছেন দেখতে পান, ওঁর কাছেই জানতে পারেন "ট্রেডানিক ওয়ার্থা" থেকে জরুরি ডাক পেয়েই তিনি যাচ্ছেন। মর্টিমার ট্রেগেন্নিস ডাক্তারের সঙ্গেই তার গাড়িতে যান। ওখানে পৌঁছে দেখেন অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। দুইভাই এক বোন তখনো টেবিল ঘিরে বসে, যেমনটা গতরাত্রিতে দেখে গিয়েছিলেন। তাসগুলো সামনে সাজানো, মোমবাতিগুলো বাতিদানে পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। বোন চেয়ারে পেছন হেলে বসে আছেন, তবে সম্পূর্ণ মৃত। আর ওপাশে দু-ভাই পুরোপুরি পাগল—হাসছেন, চেঁচাচ্ছেন আর গান করছেন। সকলের মুখেই ভয়ঙ্কর ছাপ। বাড়িতে রাঁধুনি মিসেস পোর্টার ছাড়া আর কারো দেখা পাওয়া যায় নি। জানা গেল উনি রাতে ভালোই ঘুমিয়েছেন, আর কোনো সাড়াশব্দও পান নি। কিছু খোয়াও যায় নি এবং কোনো কিছু এলোমেলোও হয় নি। কিসের ভয়ে একজন স্ত্রীলোক মারা গেলেন আর দুজন শক্তসমর্থ লোক পাগল হয়ে গেলেন তাহারো কোনো হদিস্‌ মেলে নি। যাজকটি অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারটার সমাধানে সাহায্য করলে কৃতজ্ঞ থাকবো মি.

www.pathagar.com

হোম্‌স্।

শার্লক হোম্‌স্ বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন এড়িয়ে যাবেন ব্যাপারটা কিন্তু যাজকের তীব্র মুখচ্ছবি আর চিন্তাকুটিল ভ্রু দুটি দেখেই বোঝা গেল সে আশা দুরাশা। অল্পকাল চুপচাপ বসে রইলেন হোম্‌স্, তারপর শেষে বললেন,—আচ্ছা, দেখবোখন, ব্যাপারটা। ওপর ওপর যতোটা বুঝেছি, ঘটনাটা খুব সাধারণ নয়। আপনি কি ওখানে গেছেন মি. রাউন্ডহে!

না, মি. হোম্‌স্, মি. ট্রেগেন্নিস ফিরে আমাকে জানাতেই আমি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

হোম্‌স্ বললেন,—আচ্ছা, যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা এখান থেকে কতো দূর?

যাজক বললেন—বেশি না, মাইল খানেক হবে হয়তো।

তাহলে চলুন হেঁটেই যাই, হোম্‌স্ বললেন,—তবে, মি. টেগ্রেন্নিস তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। ভদ্রলোক উদগ্রীব ভাবে কম্পিত কণ্ঠে বললেন,—মি. হোম্‌স্ আপনি যা জানতে চান জিজ্ঞাসা করুন, অপ্রিয় হলেও আমি সত্যি কথা বলবো। হোম্‌স জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাকে খাওয়া দাওয়ার পরে চলে আসার সময় কে দরোজা খুলে দিয়েছিল?

মি. ট্রেগেন্নিস, বললেন,—মিসেস পোর্টার শুয়ে পড়েছিলেন, তা আমি নিজেই দরোজা খুলে বেরিয়ে যাই, আর ঘরে বেরিয়ে যাবার সময় দরোজাটা টেনে দিয়ে যাই। আর এও বলে রাখি রাতের খাবার খাওয়ার পর দাদা জর্জ হুয়িস্ট খেলার প্রস্তাব করায় রাত নটা নাগাদ আমরা খেলা শুরু করি, সোয়া দশটায় আমি খেলা ছেড়ে উঠে পড়ি। আমি যখন চলে আসি তখনো অন্যেরা টেবিলের ধারে বসেছিলেন খুশি মনেই। আজ সকালে যখন গেলাম জানলা দরোজা সেই অবস্থায়—আছে দেখলাম। অপরিচিত কোনো লোক যে বাড়িতে এসেছিলেন তারও কোনো চিহ্ন নেই। অথচ ওরা দেখলাম বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে ভয় পেয়ে আর ব্রেন্ডার বেচারী তো মরেই গেছে, আর মাথাটা চেয়ারের হাতলের ওপর ঝুলছিল। আমার মনে হয় একাজ নিশ্চয়ই কোনো শয়তানের কাজ।

এবার হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, মি. ট্রেগেন্নিস, কোনো কারণে আপনি পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন মনে হয়, কারণ আপনি ওদের ছেড়ে আলাদা ঘর ভাড়া করেছিলেন।

সেটা সত্যি, মি. হোম্‌স্ যদিও সেটা একটা পুরোনো ঘটনা, কিন্তু তাতো অনেকদিন আগেই মিটে গেছে ট্রেগেন্নিস বললেন—আসলে রেডরুথে আমাদের একটা টিনের খনির পারিবারিক ব্যবসা ছিল। পরে আমরা সেটা বেচে দিই একটা কোম্পানিকে এবং সকলে অবসর নিই। যথেষ্ট টাকা পয়সা পেয়েছিলাম আমরা। তবে অস্বীকার করবো না, টাকা পয়সার ভাগাভাগি নিয়ে কিছু উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, মনোমালিন্যও ঘটেছিল সে কারণে, শেষে অবশ্য আমরা সবকিছু মন থেকে মুছে ফেলি আর আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সখ্যতা ফিরে আসে।

হোম্‌স্ তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, সেদিন সন্ধ্যাবেলার ঘটনাগুলো আর একবার ভেবে দেখুন তো, এমন কিছু মনে পড়ে কিনা যা থেকে এই শোচনীয় ঘটনার সমাধান করা যায়। ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন তো কোনো সূত্র পান কি না, যাতে আমার অনুসন্ধানের কিছু সুবিধা হয়। আচ্ছা, গতকাল রাতে আপনার ভাইবোনের মেজাজে ভালো ছিলো তো? আর কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসছে এরকম আশঙ্কা কি তাদের চোখে মুখে ছিল?

মর্টিমার ট্রেগেন্নিস এক মুহূর্ত স্থির থেকে সরব হয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, একটা জিনিস বেশ মনে পড়ছে। আমি টেবিলে বসেছিলাম জানালার দিকে পেছন করে আর দাদা জর্জ, তাস খেলায় আমার অংশীদার, জানলার দিকে মুখ করে বিসেছিলেন। একবার দাদাকে দেখলাম, আমার কাঁধের ওপর দিয়ে দূর দৃষ্টিতে কিছু একটা দেখছেন, তাই মুখ ফিরিয়ে আমিও তাকালাম সেদিকে। জানালাটা বন্ধ, কিন্তু খড়খড়ি ওঠানো ছিল। বাইরে মাঠের ঝোপঝাড়গুলো আবছা চোখে পড়ল, আর একবার যেন মনে হলো কিছু একটা সেগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

www.pathagar.com

কি দেখছেন, জিজ্ঞাসা করাতে দাদাও ওই কথাই বললেন, এছাড়া আর কিছু তো মনে পড়ছে না। এ ব্যাপারটাকে তখন কোনো গুরুত্বই দিই নি।

হোমস বললেন—এতো ভোরে আপনি খবরটা পেলেন কি করে? মি. ট্রেগেন্নিস বললেন—আমি বরাবরই খুব ভোরে উঠি। আর প্রাতঃরাশের আগে একবার একপাক ঘুরে আসাটাই চিরকালের অভ্যাস। আজও সকালে বেরিয়েছি, আর বেরোতে না বেরোতেই দেখি ডাক্তার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কাছেই খবর পেলাম আমাদের রাঁধুনি মিসেস পোর্টার একটা ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে। শুনে আমিও লাফিয়ে ডাক্তারের গাড়িতে উঠে পড়লাম। সেখানে পৌঁছে সেই ভয়ানক ঘরটাতে ঢুকে পড়লাম। মোমবাতিগুলোর ঘরে যাওয়ার অনেক আগেই নিভে গেছে। ওরা অন্ধকারে বসেছিল ভোর না হওয়া পর্যন্ত। ডাক্তারবাবু দেখে বললেন, ব্রেন্ডার অন্তত দুই ঘন্টা আগে মারা গেছে। বলপ্রয়োগের কোনও চিহ্ন ছিল না। ও শুধু চেয়ারের হাতলের ওপর এলিয়ে পড়েছিল, মুখে তার আতঙ্কের ছাপ। জর্জ আর ওয়েন গানের কলি গাইছিল চিৎকার করে আর মর্কটের মতো এলোমেলো বকছিল। দেখে এমন গা গুলিয়ে উঠছিল যে আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। ডাক্তারের চেহারাও ছিল কিম্ভূতকিমাকার,—উনিও এ দৃশ্য দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়ে ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন। ডাক্তার হয়ে রুগী দেখতে এসে তিনিই রুগী হয়ে গেলেন।

হোম্‌স্ টুপি হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মনে হচ্ছে আর দেরি না করে ট্রেডানিক ওয়ার্থাতেই আমাদের এখনই যাওয়া উচিত। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এমন একটা মামলা খুব কমই হাতে এসেছে প্রথম থেকেই যা অসাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে দেখা গেল মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের দুই ভাইকে পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাড়িতে ঢুকে হোম্‌স্‌রা দেখলেন, বসবার ঘরের সেই জানলাটা বাগানের দিকেই মুখ করা। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের ধারণা এই বাগান থেকেই অশুভ জিনিসটা ভিতরে ঢুকে এ কাণ্ড করেছে, বিভীষিকা মুহূর্তের মধ্যে এদের মনের শক্তি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

হোম্‌স্ ধীরগতিতে, চিন্তিত মুখে, কখনো ফুলের টবগুলোর আশে পাশে আবার কখনো পথ ধরে হেঁটে চললেন। ওয়াটসনরা একসময় বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। হোমস এতো অন্যমনস্ক ছিলেন যে গাছে জল দেবার ঝারিটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেটা উল্টে দিলেন। ফলে ওয়াটসন ও হোম্‌সের পা ভিজে জবজবে হয়ে গেল, আর বাগানের পথটাও কাদা কাদা হয়ে গেল। বাড়ির ভেতরে বয়স্কা কর্নিশ মহিলা মিসেস পোর্টার হোম্‌স্‌সের সঙ্গে দেখা করলেন। এবং সরল ভাবেই হোম্‌সের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। রাতে তিনি কোনোরকম আওয়াজ শুনতে পান নি জানালেন। মালিকরা সবাই রাতে খুবই আনন্দেই ছিলেন। এতোটা স্বাচ্ছন্দ্য আর খোশমেজাজ বরং আগেই কখনো নজরে আসে নি, জানালেন। সকালবেলা ঘরে ঢুকে ওঁদের ওই শোচনীয় অবস্থা দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন প্রায়। পরে একটু সামলে নিয়ে জানলা খুলে দিয়েছিলেন, যাতে সকালের হাওয়া ঘরে ঢোকে। তারপর তিনি গলি ধরে ছুটে একটা রাখাল বালককে পাঠিয়ে দেন ডাক্তারের কাছে। বোনটিকে মানে ব্রেন্ডারকে দোতলায় ওর বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। ভাই দুটিকে পাগলা গারদের গাড়িতে তুলতে চারজন ষণ্ডামার্কা লোকও হিমসিম খেয়েছে। উনি আর একদিনও এ বাড়িতে থাকতে রাজি নন। ঐ দিন বিকালেই সেন্ট উভ্‌সে আত্মীয়স্বজনদের কাছে চলে যাবেন বলে জানালেন।

হোম্‌স্‌রা সিঁড়ি দিয়ে উঠে মহিলার মৃতদেহ দেখছিলেন। মিস্ ব্রেন্ডার ট্রেগেন্নিস প্রায় মাঝবয়সী হলেও দেখতে সুন্দরী ছিলেন। রং চাপা, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। এই প্রাণহীন অবস্থাতেও ভয়ের একটা যেন রেশ তখনও তার মুখে লেগে রয়েছে। হোম্‌স্ হাল্কা দ্রুত পায়ে নীচের ঘরটায় পায়চারী করতে লাগলেন—যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল। লোহার ঝাঁঝরিতে গতরাতের পোড়া কাঠগুলো রয়েছে। টেবিলের ওপর দেখা গেল চারটে পুড়ে যাওয়া মোমবাতির ফোঁটা ফোঁটা মোম গলে গলে আগুনে ও টেবিলের ওপরে উঁচু হয়ে জমা আছে। তাসগুলো টেবিলের ওপর ছড়ানো। হোম্‌স্ বিভিন্ন চেয়ারে একবার করে বসে আবার উঠে

www.pathagar.com

পড়ছিলেন। আবারও বসছিলেন। আবার চেয়ারগুলোকে টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে গতকালের মতো করে সাজিয়ে দিলেন। পরীক্ষা করে দেখলেন ওখান থেকে বাগানের কতোটা দেখা যায়। ঘরের মেঝে, ভিতরকার ছাদ, অগ্নিস্থান সবই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আগুন জ্বালা হলো কেন বলতে পারেন? বসন্তকালের সন্ধ্যায় এরকম একটা ছোট ঘরেও কি ওঁরা বরাবর আগুন জ্বালাতেন?

মর্টিমার ট্রেগেন্নিস বুঝিয়ে দিলেন—গতরাতে ঘরটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ছিল বলে তিনি আসবার পর আগুন জ্বালানো হয়। তাহলে এবার কী করবেন মি. হোম্‌স্‌? উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

হোম্‌স্‌ হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ওয়াটসনের বাহুতে ঠেস দিয়ে বললেন। এখন উ ধূম্রপান করা যাক। তারপর বললেন, এবার আমরা বাড়ি ফিরে যাই। যা দেখার দেখে নিয়েছি। আর, মি. ট্রেগেন্নিস আপনার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করছি, কেমন। বিদায়!

পলধু কটেজে ফিরে এসে অনেকক্ষণ হোম্‌সের আর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তিনি একটা চেয়ারে গুটিসুঁটি মেরে চিন্তায় ডুবে রইলেন, শেষ পর্যন্ত মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে একলাফে উঠে দাঁড়ালেন।

হেসে বললেন, এভাবে হবে না ওয়াটসন, বরং সমুদ্রের ধারে পাহাড় গুলোয় চলো বেড়াতে যাই আর পাথরের তৈরি তীরের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখি। এই সমস্যার সূত্রগুলোর চেয়ে ওগুলোই সহজলভ্য হবে বোধ হয়। দরকারি তথ্য না পাওয়া গেলে মাথা ঘামানো অনেকটা শুধু শুধু ইঞ্জিন চালানোর মতো।

পাহাড়ে চক্কর দিতে দিতে হোম্‌স্‌ বলে চললেন, ওয়াটসন এখন ব্যাপারটাকে নানাদিক থেকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে! সামান্য যা কিছু জানতে পারা গেছে সেটা নখদর্পণে রাখা দরকার, যাতে নোতুন তথ্য পেলে, সেটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। প্রথমেই পরিষ্কার করে আমাদের মনে রাখতে হবে, মানুষের ব্যাপারে শয়তানের অনুপ্রবেশ আমরা মেনে নিতে রাজি নই, সুতরাং সেরকম কোনো ধারণা কিছুতেই যেন মনে স্থান না পায়। কেমন, ঠিক তো? তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, তিনজন লোক অসম্ভব রকম নির্যাতিত হয়েছেন, জানা বা অজানা মানুষের দ্বারাই। এটাই নির্মম সত্য। আর এটা ঘটল কখন? মর্টিমারের কথা সত্যি বলে মেনে নিলে বোঝা যায়, ব্যাপারটা ঘটেছে তিনি ঘর থেকে চলে যাবার পরে—এটা আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল রাতে মর্টিমার বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তাসগুলো তখনো টেবিলে ছড়ানো। ওদের ঘুমোতে যাবার সময় পার হয়ে গেছিল, অথচ ওরা চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি বা চেয়ার পেছনে হঠিয়ে দেয় নি। আবার বলি, তাহলে ঘটনাটা ঘটেছিল মর্টিমার চলে যাবার অব্যবহিত পরে—এবং রাত এগারোটার পরে কিছুতেই নয়।

আমাদের এখন প্রাথমিক কাজ হলো যতোটা পারা যায় মর্টিমারের গতিবিধ অর্থাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে উনি কোথায় গেছিলেন, কী করেছিলেন, এসব পরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখা। জলের ঝারি উল্টে নোংরামি করে কী কায়দায় ভিজে বালির ওপর তাঁর পায়ের ছাপ ভালোভাবে জোগাড় করেছি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো তুমি? কাল রাতেও বৃষ্টি হয়েছিল, তাই ভালো একটা নমুনা পাওয়াতে অন্যান্য ছাপের মধ্যে ওঁর ছাপটা চিনে নিয়ে অনুসরণ করতে বেগ পেতে হয়নি। দেখে মনে হলো তিনি তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে গিয়েছিলেন বাড়ির দিকে। তাহলে মর্টিমার দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পর বাইরের কেউ খেলোয়াড়দের ভীষণ বিপদে ফেলে। কিন্তু সেই লোকটি কে? বা কিভাবে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তা ধরা যাচ্ছে না। মিসেস পোর্টারকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। বোঝাই যায় ওঁর দ্বারা কোনও ক্ষতি হয়নি। হোমস হঠাৎ নির্লিপ্ত হলেন এ প্রসঙ্গ থেকে। তারপর যাইহোক হোম্‌স্‌ পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে দু ঘণ্টা ধরে কেল্টিক জাতি ও সভ্যতা, পাথরের তীরের ফলা, পুরোনো খোলামকুচি, প্রভৃতি নিয়ে হালকা চালে এমনসব আলোচনা করলেন যে মনেই হবে না কোনও অশুভ সমস্যা সমাধানের

www.pathagar.com

অপেক্ষায় রয়েছেন। বিকেল বেলায় কুটিরে ফিরে একজন আগন্তুককে হোম্‌স্‌দের জন্যে বসে থাকতে দেখবার আগে পর্যন্ত এ মামলার কথা তাদের মনে পড়েনি। আগন্তুকের পরিচয়ের কোনো দরকার ছিল না। সেই বিশাল দেহ, এবড়ো খেবড়ো খাঁজপড়া মুখ, দৃপ্ত চোখ, বাজপাখির মতো নাক, কাঁচাপাকা চুল, যা আমাদের কুটিরের ছাদ ছুঁই ছুঁই, আর দাড়ি যার নিচের দিকটা সোনালি আর ওপরের দিকটা—ঠোঁটের কাছটা সাদা, কিছুটা আবার সব সময় চুরুট খাবার জন্যে নিকোটিনের দাগ ধরা। এ চেহারা লন্ডন ও আফ্রিকাতে সুপরিচিত। ইনি হলেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বপূর্ণ ডা. লিও স্টার্নডেল, বিখ্যাত সিংহ শিকারী আর আবিষ্কারক। তিনি হোমসকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য উদ্‌ঘাটনে কোনো অগ্রগতি হয়েছে কি না, কাউন্টি পুলিশ কোনও কাজের নয়, বললেন তিনি—তবে আপনার ব্যাপক অভিজ্ঞতা হয়ত সহায়ক হবে সম্ভাব্য ব্যাখ্যায় পৌঁছোতে। আমি আপনার গোপন কথার অংশীদার হতে চাইছি এই কারণে যে, এখানে অনেককাল থাকার সুবাদে এই ট্রেগেন্নিস পরিবারকে ভালোভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছি। এদের এই দুর্ঘটনাও সংকটে স্বভাবতই বড় আঘাত হয়েই আমায় বেজেছে। তাহলে বলেই ফেলি, আমি আফ্রিকার পথে প্লিমাথ পর্যন্ত গেছিলাম। আজ সকালে খবর পেয়ে সোজা ফিরে এসেছি, অনুসন্ধানে সাহায্য করতে।

হোম্‌স্‌ বললেন,—তাহলে তো সে জাহাজে আপনার আর যাওয়া হলো না।

ডা. স্টার্নডেল বললেন,—পরেরটায় যাবো। ওরা আমার আত্মীয়ও ছিল, ওদের এ অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া কি শোভন?

হোম্‌স্‌ বললেন—প্লিমাথে, সকালবেলার খবরের কাগজে নিশ্চয়ই আপনি এই খবরটা পাননি?

আজ্ঞে না, আমি টেলিগ্রাম খবর পেয়েছিলাম। যাজক মি. রাউন্ড হে টেলিগ্রামটা করেছিলেন আমাকে।

ডা. স্টার্নডেল এবার জানতে চাইলেন,—মি. হোম্‌স্‌ যদি কিছু আপনি মনে না করেন তাহলে বলি, আপনার সন্দেহ কোনও বিশেষ দিকে মোড় নিয়েছে কিনা সেটা জানাতে আশা করি আপনার বাধা নেই।

হোম্‌স্‌ বললেন,—এই মামলায় বিষয়টা আমার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবোই আশা করছি। এর চেয়ে আর কিছুতো এখনই বলতে পারছি না।

এতোক্ষণ বৃথাই সময় নষ্ট করেছি। এখানে বসে থেকে লাব নেই বলে বিখ্যাত ব্যক্তিটি বেশ একটু উষ্মার সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হোম্‌স্‌ও তাকে অনুসরণ করলেন। সন্ধ্যের আগে হোম্‌সের দেখা পাওয়া গেল না। যখন মন্থর পায়ে হোম্‌স্‌ শুকনো মুখে ফিরে এলেন তখন ওয়াটসন বেশ বুঝতে পারলেন, অনুসন্ধানের কাজ বিশেষ এগোয় নি। একটা টেলিগ্রাম এসে পড়েছিল, সেটায় একবার হোম্‌স্‌ চোখ বুলিয়ে নিয়ে অগ্নিস্থানের ঝাঁঝরিতে ফেলে দিলেন। বললেন, প্লিমাথ হোটেল থেকে তারটা এসেছে ওয়াটসন, যাজকের কাছ থেকে নামটা জেনে নিয়ে ওদের টেলিগ্রাম করেছিলাম ডা. লিও স্টার্নডেলের কথা সত্যি কিনা পরখ করতে। মনে হচ্ছে উনি রাতটা হোটেলেই কাটিয়েছেন, কিছু মালপত্র জাহাজে চলে গেছে, আর উনি ফিরে এসেছেন তদন্তে উপস্থিত থাকতে। এ ব্যাপারটা শুনে তোমার কী মনে হচ্ছে বলো তো ওয়াটসন?

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—উনি খুব বেশি মাত্রায় আগ্রহী।

ঠিক বলেছো, হোম্‌স্‌ বললেন—বেশি রকমই আগ্রহী। এখানে একটা সম্ভাবনাময় সূত্র রয়েছে যেটা ধরে এগোলে জটটা ছেড়ে যেতে পারে বলে মনে হয়। ভাবনা নেই ওয়াটসন। এটা সত্যি যে দরকারি সব কিছু আমরা এখানো জানতে পারিনি, সেগুলো হাতে এসে গেলেই আমাদের মুস্কিল আসান হবে।

www.pathagar.com

হোম্‌সের কথা ঠিকই ফলে গেল। ওয়াটসন সকালবেলায় জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে এলো, দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাড়ি পূর্ণবেগে ছুটে আসছে। হোম্‌স্‌দের দরোজাতেই এসে গাড়িটা থামল। যাজকমশাই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে বাগানের পথ দরে ছুটে থামল। যাজকমশাই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে বাগানের পথ ধরে ছুটে এলেন। হোম্‌সের কাপড় পরা আগেই হয়ে গেছিল।

যাজকটি উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলেন না। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—আমাদের শয়তানে পেয়েছে মি. হোম্‌স্‌। আমার এলাকার সবখানেই শয়তান ভর করেছে! শয়তান যা খুশি করে বেড়াচ্ছে! আমরা বেচারার তার খপ্পরে পড়ে গেছি! মি. মর্টিমার ট্রেগেনিস গত রাতে মারা গেছেন!

হোমস উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, আপনার ওই গাড়িটায় আমাদের দুজন ধরবে? ওয়াটসন, চলো। প্রাতঃরাশ থাক। এক্ষুনি চলো। মি. রাউন্ড হে, চলুন আমরা তৈরি, জলদি করো, সব এলোমেলো হয়ে যাবার আগেই পৌঁছোতে হবে। ডাক্তার পুলিশ আসবার আগেই হোমসরা গিয়ে হাজির হলেন। ঘরের ভেতরটা ভীষণ গুমোট। ভাগ্যিস চাকরটা ঢুকে জানলাটা খুলে দিয়েছিল, তা না হলে আরো অসহ্য মনে হত। একটা কারণ হয়তো এই যে মাঝের টেবিলটায় একটা বাতি কেঁপে কেঁপে জ্বলছিল, আর ধোঁয়াও বের হচ্ছিল সেটা থেকে। তার পাশেই চেয়ারে হেলান দিয়ে মৃত মর্টিযার বসেছিলেন। পাতলা দাড়ি সামনের দিকে উঁচু হয়ে আছে, চশমাটা কপালের ওপর তোলা, রোগা কালো মুখটা জানলার দিকে ফেরানো আর মুখে সেই ভয়ার্ত কোঁচকানো ভাব যা তাঁর বোনো মুখে দেখা গিয়েছিল। ভীষণ ভয়ে যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আঙুল ও পায়ের পাতা কুঁকড়ে যাচ্ছিল। জামাকাপড় পরা ছিল, তবে তাড়াতাড়ি করে সেগুলো গায়ে চাপিয়ে ছিলেন বোঝা যাচ্ছিল। রাতে বিছানায় শুয়েছিলেন, সে চিহ্নও স্পষ্ট। করুণ ঘটনাটা ঘটেছে ভোরবেলাতেই। ঘটনাস্থলে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই আচমকা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল হোমসের মধ্যে, তাতেই বোঝা গেল কী প্রচণ্ড কর্মশক্তি লুকিয়ে থাকে ওঁর আপাত উদাসীন বহিঃপ্রকৃতির নিচে। দেখা গেল তিনি উত্তেজনায় টান টান, সর্তক, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, দৃঢ়বদ্ধ মুখ আর হাত পা উন্মুখ কর্মপ্রেরণায় শিহরিত। দ্রুত পায়ে বাইরে মাঠে চলে গেলেন, ঢুকলেন জানলা দিয়ে, ঘরটা চক্কর দিয়ে নিলেন, তারপর শোবার ঘরটায় ঢুকলেন—যেন শিকারি কুকুর শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে। শোবার ঘরটার এদিক ওদিক তড়িঘড়ি দেখে নিলেন। শেষ পর্যন্ত জানালাটা খুলে দিলেন। জানলায় উৎসাহজনক নোতুন কিছু দেখতে পেলেন মনে হল, কারণ ঝুঁকে পড়ে কী একটা লক্ষ্য করে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কী যেন বলে উঠলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে জানলা দিয়ে বাইরে গেলেন। কি কারণে জানি না মাঠের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন, লাফিয়ে উঠে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, শিকারি যেন শিকারের নাগাল পেয়ে গেছে সেইরকম উৎসাহব্যঞ্জক হাবভাব হোম্‌সের তখন। বাতিটা নিতান্ত সাধারণ গোছের হলেও সেটা খুব খুঁটিয়ে দেখলেন। তেলের আঁধারটার মাপজোক নিলেন। চিমনির উপরের ঢাকনাটা আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করলেন, উপরে জমে থাকা চাই কিছুটা বেঁছে নিয়ে খামে পুরে পকেট বইয়ের ভিতরে রাখলেন। ডাক্তার, পুলিশ এসে গেল ইশারায় যাজককে ডেকে নিয়ে মাঠে চললেন। ওয়াটসন হোম্‌স্‌কে অনুসরণ করে মাঠে এলেন।

এতোক্ষণে হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন। খুশিমনে বললেন,—তাঁর অনুসন্ধান একেবারে ব্যর্থ হয় নি। পুলিশের সঙ্গে আলোচনার জন্যে থাকতে পারছি না মি. রাউন্ড হে। আমার নাম করে ইন্সপেক্টরকে বলবেন শোবার ঘরের জানলা আর বসবার ঘরের বাতিটার ওপর বেশি নজর দিতে। প্রত্যেকটা থেকে কিছু কিছু নিশানা পাওয়া যাবে। আর দুটো মিলিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যাবে। পুলিশের আর কিছু যদি জানার থাকে তাহলে তাদের কেউ যেন আমার বাংলোয় গিয়ে দেখা করে। তাহলে ওয়াটসন এবার চলো।

www.pathagar.com

বাড়ি ফিরে পুরো তিনটে দিন ধরে হোম্‌স্‌ নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। মারা যাবার দিন মার্টিমার ট্রেগেন্নিসের ঘরে যেরকম বাতি ছিল ঠেক সেইরকম একটা বাতি কিনে এনে সেটায় ট্রেগিন্নিসের বাতিতে যে তেল ছিল সে তেল ভরলেন। এ তেল কতোক্ষণ জ্বলে সেটা পরখ করলেন। তারপর একটু বেয়াড়া রকমের একটা পরীক্ষা করলেন। এ পরীক্ষার মধ্যে ঝুঁকি ছিল জীবনে। ওয়াটসনও এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন—তা ভুলতে পারেন নি এখনো।

হোমস বললেন, আমার সিদ্ধান্ত এই যে, দুই দুইবার অদ্ভুত রকম বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই আগুন জ্বলেছে। প্রথমবার আগুনে জ্বলা হয়েছিল শীত নিবারণের জন্যে, আর দ্বিতীয়বার ঘরে বাতি জ্বলছিল। অর্থাৎ বাতি জালাবার সঙ্গেড় বিষক্রিয়া শুরু বা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির সম্পর্ক আছে। অন্তত ধরে নেয়া যেতে পারে—আগুন এমন কিছু পোড়ানো হয়েছিল, যাতে দু-দুবারই অদ্ভুত বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে। কেমন, ঠিক তো? প্রথমবার অর্থাৎ ট্রেগেন্নিসের আপনজনদের বেলায়, জিনিসটা আগুনে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। জানলা বন্ধ থাকলেও ফায়ার প্লেসের চিমনি দিয়ে কিছু ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়াতে ক্ষতি দ্বিতীয় ঘটনার তুলনায় কম হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ প্রায় ছিলই না। তাই ফলটাও হয়েছিল মারাত্মক। প্রথম ঘটনায় শুধু মিস ব্রেন্ডার মারা গেছেন, বেশি স্পর্শকাতর বলেই হয়তো। আর অন্যেরা পাগল হয়ে গেছেন, সাময়িকভাবে না চিরতরে তা ঠিক জানি না। তবে সেটাই ভেষজটির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয়বার ওষুধটি পুরোমাত্রায় কাজ করেছিল। তাহলে, ওয়াটসন তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে, দু'টো ঘটনাতেই প্রমাণিত হলো, যেটা প্রয়োগ করা হয়েছিল সেটা কার্যকরী হয়ে ওঠে দহনক্রিয়ার মাধ্যমেই। এ ব্যাপারে আমি জানতে পারলাম মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের বাড়িতে ঢুকে চিমনির ওপরের ঢাকনিটার ওপর পরতে পরতে জমে থাকা কিছু কিছু ছাই আর কানার কাছাকাছি বাদামি রঙের কিছু গুঁড়ো দেখে, যেটা পুড়ে যায়নি। তুমি তখন নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, সে গুঁড়োর কিছুটা আমি খামে ভরে নিয়েছিলাম।

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলেন—অর্ধেকটা কেন?

হোমস বললেন—দেখো ওয়াটসন, সরকারি পুলিশের কাজে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয় বলে মনে করি। তাই সাক্ষ্য প্রমাণ যা পাই, সেটা রেখেছি ওদের জন্যেও। বিষের কিছুটা তাই ঢাকনির ওপরেই রাখা ছিল যাতে সাধ্যমতো সেটা ওরা কাজে লাগাতে পারে। এবার আমাদের বাতিটা জ্বালা আছে দেখে নাও। আমাদের পরীক্ষায় জানালাটা খোলা রাখতে হবে। তুমি হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে খোলা জানলাটার কাছে বসবে—আর যদি অকালে আমরা মারা না যাই তাহলে আমরা পরীক্ষাটার ফল বুঝতে পারব। আর আমার এই চেহারাটা তোমার বিপরীত দিকে মুখোমুখি থাকবে তাহলে বিষ থেকে দূরত্ব দুজনের সমান হবে। এই ব্যবস্থায় আমরা দুজনেই একে অন্যের ওপর লক্ষ রাখতে পারব, আর যদি ভাবগতিক খারাপ ঠেকে তো পরীক্ষায় ছেদও টানতে পারা যাবে। বুঝলে তো ব্যাপারটা? তাহলে এখন, পাউডার যতোটা আছে খাম থেকে বের করে ঢাকনিটার ওপর ঢেলে ফেলা যাক। তারপর এসো আমরা বসে পড়ে দেখি কী হয়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বসতেই একটা গাঢ় কস্তুরীর মতো গন্ধ নাকে এলো। গন্ধটায় কি রকম যেন বমি বমি আসে। গন্ধটার প্রথম ঝাপটাতেই মস্তিষ্ক আর কল্পনার ওপর কর্তৃত্ব চলে গেল। গন্ধটার প্রথম ঝাপটাতেই মস্তিষ্ক আর কল্পনার ওপর কর্তৃত্ব চলে গেল। একটা একটা ঘন কালো মেঘ চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো। ঐ মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কোনো অজানা বিভীষিকা, বিশাল বীভৎস অমঙ্গলময় কিছু লাফিয়ে পড়ে অবশ ইন্দ্রিয়গুলোকে আয়ত্ত করে ফেলছে। কালো মেঘরাশির মধ্যে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিরা ভেসে বেড়াচ্ছিল, প্রত্যেকটিই ভয়ের উদ্রেক করে এবং আরও ভীষণ কিছুর আভাস বয়ে আনছিল, যার ছায়ামাত্র দেখলেও আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়! একটা ভয় ওয়াটসনকে পেয়ে বসেছিল।

www.pathagar.com

আতঙ্কে তিনি যেন জমে যাচ্ছিলেন—চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল, মুখটা হাঁ হয়ে যাচ্ছিলো তার আর জিভ শুকিয়ে কাঠ। মাথার মধ্যে এমন একটা আলোড়ন হচ্ছিল যেন, শিরা-টিরা কিছু একটা ছিঁড়ে যাবেই। ওয়াটসন জোরে চিৎকার করতে চাইলেন কিন্তু বেরিয়ে এলো ভাঙা কর্কশ একটা আওয়াজ। ওয়াটসন মরিয়া হয়ে মুক্তিলাভের চেষ্টায় জোর করে নৈরাশ্যের মেঘটা ছিঁড়ে ফেলে হোম্‌সের দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন, হোম্‌সের মুখটা ফ্যাকাশে আড়ষ্ট, ভয়-বিকৃত—ঠিক যেমনটি দেখা গেছিল মৃত লোকগুলির মুখে। এই দেখে মুহূর্তে ওয়াটসন কাণ্ডজ্ঞান আর শক্তি ফিরে পেলেন। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে হোম্‌স্‌কে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দুজনে টলতে টলতে দরোজা দিয়ে বেরিয়েই ঘাসের উপর ধড়াস্‌ করে পড়ে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ ওরা পাশাপাশি শুয়ে রইলেন। ওদের মনের গভীর থেকে ভয়টা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে কুয়াশার মতো। আরও কিছু পরে ওরা একেবারে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

দেখতে দেখতে হোমস আবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আধা রসিক আধা নিস্পৃহ ব্যক্তিত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। বললেন,—আমাদের আর নোতুন করে পাগল হবার কী দরকার বলো। যখনই আমরা এ পরীক্ষা ঠিক করেছিলাম, তখনই তো পাগলামির ভূত আমাদের চেপেছিল ধরে নেওয়া যায়। তবুও স্বীকার করছি, পরীক্ষার ফলটা এতো দ্রুত ও সাঙ্ঘাতিক হবে বুঝতে পারিনি। তারপর দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে জ্বলন্ত বাতিটা লম্বা হাতে ধরে কাটা গাছের ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলেন—ঘরটায় একটু হাওয়া খেলতে দেওয়া যাক। শোচনীয় ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটেছে, আশা করি সে সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—আমি নিঃসন্দেহ।

উদ্দেশ্যটা কিন্তু আগে মতো ধোঁয়াটে রয়ে গেল। এসো এই ছায়াঘেরা জায়গাটায় বসে বিষয়টা আলোচনা করা যাক। হোম্‌স্‌ বললেন—প্রথম ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে মর্টিমার ট্রেগেন্নিস লোকটাকেই দোষী ধরে নেওয়া যায়, যদিও আবার দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনায় তিনিই হলেন বলি। মনে রাখতে হবে, প্রথমত পারিবারিক একটা কলহের কথা শোনা গেছে, পরে নাকি সেটা মিটমাটও হয়ে যায়। ঝগড়াটা কতোটা তীব্র ছিল বা মিটমাটটা কতোটা আন্তরিক ছিল বলতে পারছি না। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের কথায় মনে পড়ে, তার ধূর্ত শিয়ারের মতো মুখখানা আর চশমার আড়ালে চমচকে কুঁতকুঁতে চোখদুটো দেখে তাকে খুব একটা ক্ষমাশীল চরিত্রের লোক বলে আমার মনে হয় নি। তারপর ধরো, বাগানে কেউ চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল এই ধারণাটাও তারই সৃষ্টি আর এটার জন্যে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও আমাদের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। এভাবে আমাদের বিপথে চালিত করবার পেছনে তার মতলব কাজ করছিল। আর ছেড়ে চলে যাবার আগে গুঁড়ো জিনিসটা যদি সেই-ই আগুনে ছড়িয়ে না দিয়ে থাকে তবে আর কার পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব? সে চলে যাবার পরেই ব্যাপারটা ঘটে। অন্য কেউ এসে থাকলে পরিবারের লোকেরা টেবিল ছেড়ে অন্তত উঠে দাঁড়াত, এবং কর্নওয়ালের মতো নির্জন জায়গায় রাত দশটার পরে অতিথি অভ্যাগত আসে না। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, সাক্ষ্য প্রমাণ মর্টিমার ট্রেগেন্নিসকেই অপরাধী বলে চিহ্নিত করছে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে তার নিজের মৃত্যুটা কি আত্মহত্যা?

হোমস বললেন,—সেটা একেবারে অসম্ভব বলেও মনে হয় না ওয়াটসন। নিজের পরিবারের লোকজনকে এই বিপদে ফেলার জন্যে অপরাধ বোধ জেগে উঠলে অনুশোচনার তাড়নায় আত্মহত্যা করাও সম্ভব। কিন্তু এরকম সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কতোকগুলো অকাট্য যুক্তি রয়েছে সৌভাগ্যের কথা, ইংল্যান্ডে এমন একজন আছেন যিনি এ ব্যাপারের সব কিছুই জানেন। তাঁর নিজের মুখ থেকে কথাগুলো যাতে আজ বিকেলে শুনতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করেছি।

www.pathagar.com

ওহো, উনি দেখছি একটু আগেই এসে গেছেন। দয়া করে এদিকটায় আসবেন ডা. লিও স্টার্নডেল। একটা রাসায়নিক পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম বলে ঘরের ভিতরটায় আপনার মতো বিশিষ্ট অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানাবার মতো অবস্থায় নেই।

আগেই বাগানের গেটটা খোলার শব্দ পেয়েছিলাম, এখন দেখলাম পথ ধরে এগিয়ে আসছেন জাঁদরেল চেহারার বিখ্যাত আফ্রিকার সেই অভিযাত্রী। ওয়াটসনরা যেখানে বসেছিলেন সেই গাছগাছালি ঘেরা জায়গাটার দিকে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি অগ্রসর হলেন।

আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন মি. হোম্‌স্? ডা. স্টার্নডেল বললেন—ঘন্টাখানেক আগে আপনার চিঠিটা পেয়েই আসছি, যদিও জানি না, আপনার এই পরোয়ানা মেনে নিলাম কেন?

হোমস বললেন—আপনি চলে যাবার আগেই আশা করছি সে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবুও আপনি যে দয়া করে এসেছেন সেজন্যে আমি কৃতার্থ। আসলে আমরা যা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেগুলো বেশ ঘনিষ্ঠভাবে আপনার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে জড়িত, তাই আমরা আলোচনার জায়গাটা এমন বেছেছি যাতে বাইরের কোনো লোক আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনতে না পায়।

ড. স্টার্নডেল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি এমন কি কথা বললেন যা ব্যক্তিগত ভাবে এবং নিবিড়ভাবে আমাকে বিচলিত করতে পারে।

মর্টিমার ট্রেগেনিসকে হত্যার ব্যাপারটা—হোম্‌স্ বললেন।

ড. স্টার্নডেলের ভয়াল মুখ রাগে কালো হয়ে উঠলো। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা আর কপালের শিরাগুলোর উত্তেজনায় ফুলে উঠে যেন জট পাকিয়ে গেল। ঘুসি বাগিয়ে তিনি হোম্‌সের দিকে তেড়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলেন, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে নিরুত্তাপ ঋজু শান্ত ভাব অবলম্বন করলেন, কিন্তু এটা যেন আগেকার মেজাজী বিস্ফোরণের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। বললেন, আমি বর্বরদের মধ্যে, আইনের আওতার বাইরে এতো দীর্ঘদিন কাটিয়েছি যে আমার একটা ধারণা হয়ে গেছে, আমি যা করি তাই-ই আইন। কথাটা মনে রাখলে ভালো করবেন মি. হোমস কারণ আপনার অনিষ্ট করার ইচ্ছে আমার নেই।

হোম্‌স্ বললেন,—আপনারও অনিষ্ট করার মতলব আমার নেই ডা. স্টার্নডেল, আর তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো এই যে, অনেক কিছু জেনও আমি আপনাকেই ডেকে পাঠিয়েছি—পুলিশকে নয়!

স্টার্নডেল আঁতকে উঠলেন। তাঁর দুঃসাহসিক জীবনে বোধ হয় এই প্রথম একটু ভয় পেলেন। হোম্‌সের ব্যবহারে এমন শান্ত শক্তি প্রকাশ ছিল যা অমান্য করা শক্ত। আগন্তুক কিছুক্ষণ যেন তোতলা হয়ে গেলেন। উত্তেজনায় বিশাল হাত দুটো খুলছিলেন আর বন্ধ করছিলেন। শেষপর্যন্ত বললেন, কী বলতে চাইছেন আপনি? এটা যদি ভাঁওতা হয় মি. হোমস তাহলে জেনে রাখবেন আপনার লোক নির্বাচন খুব খারাপ হয়েছে। ঠারে ঠোরে না বলে সোজাসুজি বলুন তো ঠিক কী বলতে চাইছেন?

হোমস বললেন, মি. ট্রেগেনিসকে হত্যা করার ব্যাপারে কীভাবে আপনি আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন?

ডা. স্টার্নডেল রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে বললেন—বাঃ বাঃ, বলিহারি আপনাকে! এরকম বিরাট ধাপ্পাবাজি দিয়েই এতোদিন সাফল্য অর্জন করেছেন বুঝি?

হোম্‌স্ কঠোরভাবে বললেন, ধাপ্পা তো আমি দিইনি, দিচ্ছেন আপনি! প্রমাণ হিসেবে কতোকগুলো ঘটনার কথা আপনাকে বলছি যার ওপর নির্ভর করেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আপনি প্লিমাথ থেকে ফিরে এলেন, বেশিরভাগ মালপত্তর আফ্রিকার জাহাজে তুলে দিয়ে। সে সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, তবে তা থেকেই আমি ধরে নিয়েছিলাম এই নাটক ফের জমাতে হলে আপনার কথা ভালোভাবেই মনে রাখতে হবে। আর আপনি এখানে এসে জানতে চেয়েছিলেন কাকে আমি সন্দেহ করি। আমি সে প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করি। আপনি তারপর চলে

www.pathagar.com

যান যাজকের বাড়িতে, সেখানে বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষপর্যন্ত নিজের ঘর ফিরে যান।

ডা. স্টার্নডেল বললেন—কী করে জানলেন আপনি? আমি আপনাকে অনুসরণ করেছিলাম, বললেন, হোমস—আর সে রাতটা আপনার অস্থিরতার মধ্যে কেটেছিল, মনে মনে একটা কার্যক্রম ঠিক করে ফেলে পরের দি বেশ ভোরেই সেটা কার্যকর করতে বেরিয়ে পড়েন। দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দরোজা খুলে বের হন আর আপনার গেটের কাছে জমা করে রাখা লাল রঙের কিছু খোয়া পকেটে ভরে নেন।

স্টার্নডেল এ কথায় চমকে উঠে অবাক হয়ে হোম্‌সের দিকে চেয়ে রইলেন। হোমস পুনরায় বলতে শুরু করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিয়ে নিচে বসবার ঘরে নেমে এলেন। আপনি ভিতরে ঢুকলেন। জানলা দিয়ে তারপর চললো আপনাদের সাক্ষাৎকার, অল্পক্ষণের জন্যে। সে সময়টা আপনি ঘরের একদিন থেকে অপর দিক পর্যন্ত পায়চারি করছিলেন। তারপর আপনি বেরিয়ে যান জানলাটা বন্ধ করে, আর বাইরের মাঠে দাঁড়িয়ে একটা চুরুট টানতে টানতে লক্ষ্য করতে থাকেন ভিতরে কী ঘটছে। শেসে ট্রেগেন্নিস মারা গেলে যেমন এসেছিলেন তেমনি চুপিসারে চলে যান। তাহলে বলুন, ডা. স্টার্নডেল, আপনি এ কাজ কেন এবং কী উদ্দেশ্যে করেছেন? যদি ঠিক না বলেন বা আমার কথা উড়িয়ে দিতে চান তাহলে জেনে রাখুন, জিনিসটা চিরতরে আমার হাতের বাইরে চলে যাবে।

অভিযোগ শুনে ডা. স্টার্নডেলের মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ তিনি চিন্তা করে নিলেন। তারপর হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বুকপকেট থেকে একটা ফোটো বের করে ছুড়ে দিলেন হোমসের দিকে। এই এর জন্যে আমি একাজ করেছি।

ছবিটায় দেখা গেল সুন্দরী মিস্ ব্রেন্ডার ছবি!

ডা. স্টার্নডেল বললেন—হ্যাঁ, এটি মিস্ ব্রেন্ডার ট্রেগেন্নিসের ছবি। অনেক বছর ধরেই আমি ওকে ভালোবেসেছি। ওর জন্যেই আমি কর্নওয়ালে এসে নির্জন বাস করেছি, কারণটা অজ্ঞাত ছিল বলে অনেকেই এতে বিস্মিত হয়েছে। আমার স্ত্রী বর্তমান থাকায় আমি ওকে বিয়ে করতে পারি নি। অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও ইংল্যান্ডের হতচ্ছাড়া আইনের জন্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায়নি। অনেক, অনেকদিন ব্রেন্ডার আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিল এবং আমিও করেছিলাম—কিন্তু হায়, সে প্রতীক্ষার এই কিনা ফল! তাঁর বিশাল শরীরটা রুদ্ধ কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তিনি সাদা-বাদামি দাড়ির নিচে নিজের গলাটা চেপে ধরলেন। তারপর অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে বলে চললেন,—যাজক জানতেন আমদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কের কথা, সেইজন্যেই যাজক মি. রাউন্ড হে আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। যখন জানতে পারলাম আমার প্রেমাস্পদের এই নিষ্ঠুর নিয়তির কথা তখন মালপত্র, আফ্রিকা সব তুচ্ছ হয়ে গেল আমার কাছে। মি. হোমস এ হলো আমার গোপন কথা।

হোম্‌স্ বললেন,—বলে যান ডা. স্টার্নডেল—আরও ঘটনা বাকি আছে—

ডা. স্টার্নডেল পুনরায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কেট থেকে কাগজের একটা প্যাকেট বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। প্যাকেটটার ওপর লেখা ছিল ল্যাটিন ভাষায় "র‍্যাডিক্স পেডিস ডায়াবোলি" আর নিচে লাল লেবেলে লেখা ছিল—জিনিসটা বিষ। উনি ওটা ওয়াটসনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, মশায় তো যতোদূর জানি একজন ডাক্তার, তা আপনি কি এ জিনিসটার নাম শুনেছেন?

ওয়াটসনের মুখ থেকে যখন 'না' শুনলেন তখন ডা. স্টার্নডেল বললেন, এই 'না' শোনাটা আপনার পেশাগত জ্ঞানের ওপর কোনও কটাক্ষ নয়। এই শেকড়টার নাম 'শয়তানের পা'। বুডা-র পরীক্ষাগার ছাড়া ইওরোপে আর কোথাও এর নমুনা নেই। তাছাড়া ভেষজ বিজ্ঞানে বা বিষতত্ত্বের আলোচনায় এটা এখনও স্থান করে নিতে পারে নি। শেকড়টা দেখতে কিছুটা মানুষের পা আবার কিছুটা ছাগলের পায়ের মতো। তাই কোনও উদ্ভিদবিজ্ঞানী ধর্মপ্রচারক এই

www.pathagar.com

নামকরণ করেছেন। পশ্চিম আফ্রিকার কোনও কোনও জায়গার ওঝারা, অপরাধীদের এই বিষ দিয়ে দোষী কিনা পরীক্ষা করে থাকেন আর বিষটা সম্বন্ধে বেশ গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেন। এই নমুনাটা ওবাঙ্গীদের এলাকায় এক অতি অদ্ভুত ঘটনাচক্রে আমার হাতে আসে। বলতে বলতে তিনি মোড়কটা খুলে বসলেন। দেখা গেল লালচে বাদামি রঙের নস্যির মতো বেশ খানিকটা গুঁড়ো।

হোমস এবার কঠোরভাবেই প্রশ্ন করলেন—তারপর?

হ্যাঁ, মি. হোমস, আমি বলছি ঠিক যা যা ঘটেছিল। আপনি এতোটাই যখন জানেন, যে আমার নিজের স্বার্থের পুরোটা আপনার জানা দরকার। ট্রেগেন্নিস পরিবারের সঙ্গে আমার যে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তা আগেই বলেছি। বোনের খাতিরেই ভাইয়েদের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব ছিল। পয়সাকড়ির ব্যাপারে পরিবারে একটা বিবাদ দেখা যায় যার ফলে এই মর্টিমার লোকটার সঙ্গে অন্যান্যদের মন কষাকষি হয়। পরে একটা মিটমাট হয়ে গেছিল বোধ করি। তাই অন্যান্যদের মতো এরও সঙ্গে মেলা মেশা করতাম। লোকটা ধূর্ত ছিল, সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন আর কুচুটেও ছিল। সপ্তাহ দুই আগে ও আমার বাড়িতে আসে। সে সময় আফ্রিকার অনেক মজার জিনিস ওকে দেখাই। তারমধ্যে এই গুঁড়োটাও দেখাই আর গুণাগুণের কথা বলি। বলি, কেমন করে এটা প্রয়োগ করলে মস্তিষ্কের ভয়জাগানো কেন্দ্রটা উদ্দীপিত হয়ে। আর যে হতভাগ্যকে আফ্রিকার ওঝারা এটা দিয়ে পরীক্ষা করেন সে পাগল হয়ে যায় বা মৃত্যুবরণ করে। আমি একথাও জানিয়েছিলাম ইওরোপীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে এর বিষক্রিয়া ধরা যায় না। কি করে ও এটা হস্তগত করে তা বলতে পারবো না, আমার মনে হয় যখন আমি আলমারি খুলছিলাম বা নীচু হয়ে বাক্সগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখনি ও কিছু পরিমাণ গুঁড়ো বিষ হাতিয়ে নেয়। আমার বেশ মনে পড়ছে, কী পরিমাণ দিতে বা কতোক্ষণে এটা কাজ করে খুঁটিয়ে আমার কাছে জেনে নিয়েছিল, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি ঐসব প্রশ্নের পেছনে কোনোও ব্যক্তিগত দূরভিসন্ধি রয়েছে।

প্লিমাথে যাজকের টেলিগ্রাম পাওয়ার আগে পর্যন্ত আর এসব কথা মনে হয় নি। বদমাসটা ভেবেছিল খবর পাওয়ার আগেই আমার সমুদ্র যাত্রা শুরু হয়ে যাবে। আর বছরের পর বছর আমি আফ্রিকায় বেপাত্তা হয়ে থাকবো। যাজকের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলাম। ঘটনার খুঁটিনাটি শুনেই ঠিক বুঝতে পারলাম যে, এ বিষটাই ব্যবহার করা হয়েছে। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম এই ভেবে, যদি ঘটনার অন্য কোনো ব্যাখ্যা আপনার মাথায় এসে থাকে। কিন্তু সেরকম কোনো হদিস পেলাম না। আমার স্থির বিশ্বাস হলো মর্টিমার ট্রেগেন্নিসই হত্যাকারী। টাকার জন্যে—পরিবারের অন্য লোকেরা পাগল প্রমাণিত হলে এজমালি সম্পত্তির মালিক সে হবে এই ভেবেও হয়তো শয়তানটা শেকড় চূর্ণ প্রয়োগ করেছিল। ফলে ভাই দুজন পাগল হয়ে গেল আর বোন তো মারাই পড়ল। আমি হারালাম, আমার একমাত্র ভালোবাসার ধনকে। এই হল ওর অপরাধ। কিন্তু কী শাস্তি হবে এই অপরাধের, আমি কী আইনের আশ্রয় নেব? কিন্তু প্রমাণ করব কী করে? আমি না হয় জানি তথ্যগুলি সত্য কিন্তু আমাদের দেশের জুরিকে কি এই অদ্ভুত ঘটনা বিশ্বাস করানো যাবে? হয়তো যাবে, কিংবা যাবে না, কিন্তু বিফল হলে তো চলবে না? আমার প্রাণ চাইছে প্রতিশোধ, বদলা। তাই আমি নিজের হাতেই আইন তুলে নিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের হাতেই ওকে শাস্তি দেবো। এই হল আমার কাহিনী মি. হোমস। কোনও স্ত্রীলোককে ভালোবেসে থাকলে এ অবস্থায় আপনিও এরকমটা করতেন। যাহোক আমি নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি যা করতে চান করতে পারেন। আমি আগেই বলেছি, এমন কেউ বোধহয় নেই যার প্রাণের ভয় আমার চেয়ে কম।

হোমস চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী করবেন ঠিক করেছিলেন?

www.pathagar.com

আমার ইচ্ছা ছিল মধ্য-আফ্রিকায় গিয়ে ডুব মারা। সেখানকার কাজ এখনো অর্ধেক বাকি।

হোমস বললেন—ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। আপনাকে মুক্তি দিলাম। যান আফ্রিকায় গিয়ে বাকি কাজটা শেষ করুন।

উইস্টেরিয়া লেজ

মাপা পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল। পরমুহূর্তেই লম্বা, গাট্টাগোট্টা, গম্ভীর প্রকৃতির এক বিশিষ্ঠ ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন শার্লক হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের ঘরটিতে। ড. ওয়াটসন আর মি. হোম্‌স্ এতোক্ষণ এই ভদ্রলোকটির বিষয়েই আলোচনা করছিলেন। ভদ্রলোক এসে বসতে না বসতেই সরাসরি তিনি কাজের কথা তুললেন। বললেন মি. হোম্‌স্ এক অত্যন্ত আশ্চর্য ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। জীবনে কখনো আমি এরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়িনি। অত্যন্ত অপমানকর—সম্পূর্ণ অর্থহীন এই পরিস্থিতির সমাধান চাই। দারুণ ক্রোধে তিনি ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন, মি. হোম্‌স্ তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ভদ্রলোক বললেন, ব্যাপারটা এমন নয় যে পুলিশের সাহায্য নেওয়া যায়, অথচ শুনলে আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, যে ব্যাপারটাকে ঠিক ওখানেই ছেড়ে দেওয়া চলে না।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন কেন আপনি সঙ্গে সঙ্গে আসেন নি? এখন পৌনে দুটো, অথচ টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিলেন আপনি ঠিক বেলা একটায়। কিন্তু আপনার সাজসজ্জার দিকে একবার মাত্র তাকালেই আর সন্দেহ থাকে না যে ঘটনাটা ঘটেছে যখন আপনি ঘুম থেকে উঠেছেন তখনই।

মক্কেল ভদ্রলোক এ কথায় একবার এলোমেলো চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন মি. হোম্‌স্, ওদিকে দৃষ্টি দেবার কথা একবারো মনে হয় নি। আপনার কাছে আসবার আগে একটু খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম। বাড়ির দালালদের কাছে গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলাম মি. গার্সিয়ার ভাড়া ঠিকমত দেওয়া আছে গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলাম মি. গার্সিয়ার ভাড়া ঠিকমত দেওয়া আছে। এবং উইস্টেরিয়া লজ-এ সব কিছু ঠিক ভাবেই চলছে। যাই হোক আপনি ব্যাপারটা দয়া করে শুনুন, তারপর নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এভাবে বেরিয়ে পড়াটা হয়তো একেবারে ক্ষমার অযোগ্য নয়।

হঠাৎ বাইরে একটা তাড়াহুড়োর শব্দ শোনা গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস হাডসন দুই জন পুলিশ কর্মচারীকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকলেন। একজন হোম্‌স্‌দের অতিপরিচিত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্‌স্পেক্টর গ্রেগসন, অত্যন্ত উৎসাহী, সাহসী ও সীমিতভাবে করিৎকর্মাই বলা যেতে পারে। সঙ্গী ইন্সপেক্টর মি. বেইনস্-এর সঙ্গে হোম্‌স্-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আমরা একসঙ্গে শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছি মি. হোম্‌স্ এবং খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌঁছেছি। তারপর বুলডগের দৃষ্টিতে হোম্‌সের মক্কেলটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো লী-র পপহ্যাম হাউসের মি. জন স্কট একলেস্!

মক্কেল ভদ্রলোকটি বললেন, হ্যাঁ।

গ্রেগসন বললেন—সারাটা সকাল আমরা আপনার পিছু পিছু ঘুরছি।

হোম্‌স্ বললেন, টেলিগ্রামটা থেকেই নিশ্চয়ই আপনারা ওঁর পাত্তা পেয়েছেন?

গ্রেগসন বললেন, হ্যাঁ মি. হোম্‌স্ আপনি ঠিকই ধরেছেন, চেয়ারিং ক্রস পোস্ট অফিসে আমরা সূত্র পাই, তাই ধরেই এখানে এসে পৌঁছেছি।

মক্কেল ভদ্রলোকটি বললেন—কিন্তু আপনারা কেন আমার পিছু নিয়েছেন তা জানতে পারি কী?

মি. গ্রেগসন বললেন, গতরাতে এশার-এর কাছাকাছি উইস্টেরিয়া লজ-এর মি. অ্যালসিয়াস গার্সিয়ার মৃত্যু কী কী ঘটনা পরম্পরায় ঘটেছে সে বিষয়ে আপনার বিবৃতি আশা করছি।

www.pathagar.com

বিস্ফারিত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক—বিস্ময় বিমূঢ় মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল। বললেন, কী বললেন, মারা গেছেন—মারা গেছেন তিনি?

ইন্সপেক্টর মি. বেইনস্ বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকে খুন করা হয়েছে। মৃতের পকেটে আপনার লেখা একটা চিঠি পাওয়া গেছে—যা থেকে আমরা জানতে পারি যে গত রাতটা আপনি ওঁর ওখানেই কাটাবেন স্থির করেছিলেন।

মি. জন স্কট এক্লেস বললেন—হ্যাঁ, তা করেছিলাম বটে। তাই নাকি? এই বলে গ্রেগসন তাঁর পুলিশি নোটবুকটা বার করলেন।

শার্লক হোম্স্ বললেন, দাঁড়াও, গ্রেগসন, তুমি তো একটা সোজাসুজি বিবৃতি চাও, তাই না?

হ্যাঁ, এবং আমার কর্তব্য হলো মি. স্কট এক্লেসকে সাবধান করে দেওয়া যে, তাঁর এই বিবৃতি তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করা না যেতে পারে।

হোম্স্ বললেন, মি. একলেস্ তেমনই একটা বিবৃতি দিতে যাচ্ছিলেন যখন তোমরা এলে। একটু ব্র্যান্ডি আর সোডা খেলে বোধহয় ওঁর ভালোই হবে এখন। আচ্ছা, মি. একলেস্ আপনি নিশ্চিন্তে বলুন, যেমনটি এঁরা না থাকলে যেভাবে বলতেন। নিন্ একটু ব্র্যান্ডি খান দেখবেন ভালো লাগব।

মক্কেল ভদ্রলোক মানে মি. একলেস্ ব্র্যান্ডি খেয়ে নিয়ে চাঙ্গা হয়ে বলতে শুরু করলেন—প্রথমেই বললেন, আমি চিরকুমার এবং মিশুকে বলে আমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অনেক। একটু থেমে গিয়ে বললেন, আমার অনেক বন্ধুর মধ্যে মি. মেলভিল নামে এক অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোকও আছেন। সে মদের ব্যবসা করে। থাকেন কেনসিংটনের অ্যাডমিরাল ম্যানশনে। তারই বাড়িতে কয়েক সপ্তাহ আগে গার্সিয়া নামে এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়। ক্রমশঃ এই তরুণটির সঙ্গে আমার রীতিমত একটা বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিল। প্রথম থেকেই যেন ওঁর আমাকে ভালো লেগে যায়। এবং আলাপের দুই দিনের মধ্যেই তিনি লী-তে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এইভাবে ঘনিষ্ঠ হতে হতে শেষ পর্যন্ত তিনি আমায় নিমন্ত্রণ করেন তাঁর বাড়ি উইস্টেরিয়া লজ-এ। এটি হলো এশার আর অক্সকাটের মাঝামাঝি। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্যেই কাল সন্ধ্যেয় আমি সেখানে গেছিলাম।

প্রথমদিনেই তিনি তাঁর হাঁড়ির খবর বলেছিলেন। তাঁরই দেশের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে বাস করতেন তিনি। সমস্ত কাজই সে করত। লোকটি ইংরাজি বলতে পারত, আর ছিল একজন ভালো রাঁধুনি, লোকটি দো-আঁশলা, দেশ ভ্রমণের সময় তিন তাকে পেয়েছিলেন। চমৎকার ডিনারের ব্যবস্থা করতে পারত সে। মনে পড়ে উনি বলেছিলেন, ওঁর গৃহস্থালি অতি অদ্ভুত, যদিও অবশ্য আসলে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যতোটা বলেছিলেন তার থেকে অনেক বেশি অদ্ভুত তা।

এশার থেকে মাইল দুই দক্ষিণে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে গেলাম তার বাড়ি। বাড়িটা যেমন পুরোনো তেমনি জীর্ণ। দাগ ধরা দরোজার কাছে ঘাস-গজানো রাস্তায় এসে যখন গাড়িটা দাঁড়াল মনে হলো, যাকে এতো অল্প চিনি তার কাছে এভাবে না এলেই বোধহয় ভালো ছিল।

যাত্রা হোক। তিনি নিজেই দরোজা খুলে আমাকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। এক গোমড়ামুখো কালচে রঙের ভৃত্যের জিম্মায় আমাকে দিয়ে দিলেন, আর সে আমার ব্যাগটা হাতে নিয়ে পথ দেখিয়ে আমাকে শয়নকক্ষে নিয়ে গেল। সর্বত্র যেন একটা বিষাদের ভাব। ডিনারের সময় বেশ কথাবার্তা হলো বটে, কিন্তু গৃহস্বামী মনোরম আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করলেও মনে হলো যেন তাঁর সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কথাবার্তাও তাঁর কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হলো। তিনি ক্রমাগত টেবিলে আঙুল ঠুকছেন আর নখ খুঁটছেন একটা নার্ভাস আর অস্থিরতার ভাব ফুটে উঠেছিল তার সারা শরীরে। ডিনারের রান্না বা পরিবেশন কোনোটাই ভালো হলো না, এবং গোমড়া মুখো ভৃত্যটির উপস্থিতি যেন আরও অস্বাচ্ছন্দের সৃষ্টি করল। বলতে কী, সেদিন সন্ধ্যায় অনেকবার আমার ইচ্ছে হয়েছিল কোনো একটা ছুতো করে লিতে

www.pathagar.com

ফিরে যাই।

একটা কথা আমার মনে পড়ছে যা আপনাদের তদন্তে সাহায্য করতে পারে, যদিও সেটা তখন আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। ডিনার যখন শেষ হয়ে এসেছে, ভৃত্যটি এসে একটা চিরকুট গৃহস্বামীর হাতে দিল। লক্ষ্য করলাম, সেটা পড়ে ভদ্রলোক আরো অস্থির হয়ে উঠলেন, কথাবার্তা চালানোর আর কোনো চেষ্টাই করলেন না। নিজের চিন্তায় ডুবে কেবল সিগারেটের পর সিগেরেট টেনে চললেন, কিন্তু তবুও তিনি চিঠিটার কোনো উল্লেখই করলেন না। রাত এগারোটা নাগাদ আমি যখন শুয়ে পড়েছিলাম, কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার দরোজা দিয়ে উঁকি মারলেন, জিজ্ঞাসা করলেন আমি ঘণ্টা বাজিয়েছিলাম কিনা। আমি বললাম, কই নাতো! তখন তিনি বললেন, রাত প্রায় একটা, আর মাফ্ চাইলেন, এতো রাতে আমাকে বিরক্ত করার জন্যে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সূর্যের আলো জানলা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছে। হাতঘড়িতে দেখলাম, বেলা প্রায় ন-টা লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে ভৃত্যের জন্যে ঘণ্টা বাজালাম। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। তাছাড়া আমি তাকে কাল রাতে বিশেষ কের বলে দিয়েছিলাম, যেন আটটার সময় আমাকে ডেকে দেওয়া হয়। তাই অমন একটা ভুলের জন্যে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। আবার ঘণ্টা বাজালাম তবুও কোনো সাড়া পেলাম না। মনে হলো, নিশ্চয়ই ঘণ্টাটা খারাপ। তখন আমি জামাকাপড়গুলো কোনো রকমে তুলে নিয়ে অত্যন্ত বদ মেজাজে নিচে নেমে এলাম একটু গরম জলের জন্যে। কোথাও কাউকে দেখতে না পোয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। হল-এ গিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম, তাতেও কোনো উত্তর নেই। তখন আমি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। গতরাতে গৃহস্বামী তাঁর শয়নকক্ষটা আমাকে দেখিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে দরোজারয় শব্দ করলাম। ঘরে কেউ নেই, এবং বিছানায় শয়নেরও কোনো চিহ্ন নেই। মনে হলো সকলের সঙ্গে তিনিও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। বিদেশী গৃহস্বামী বিদেশী ভৃত্য, বিদেশী রাঁধুনি সব উধাও! উইস্টেরিয়া লজ-এ আমার কাহিনীর এইখানেই শেষ।

হাতে হাত ঘস্তে ঘস্তে মুচ্‌কি হেসে হোম্‌স্ বললেন—যা দেখছি, তাতে আপনার এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অসাধারণ বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তারপর? তারপর কী করলেন আপনি?

ভদ্রলোক পুনরায় বলতে শুরু করলেন—আমি তো সাংঘাতিক রেগে গেলাম। প্রথমটায় মনে হয়েছিল একটা একটা ইতর রসিকতা। জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে আমি দড়াম্ করে দরোজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম অ্যালান ব্রাদার্সের ওখানে গ্রামের বাড়ির দালাল হিসেবে যাঁরা প্রধান, এবং শুনলাম যে বাড়িটা তাঁদের কাছ থেকেই ভাড়া নেওয়া হয়েছে। তখন আমার মনে হলো, তাহলে এতোটা কাণ্ড কেবলমাত্র আমায় বোকা বানাবার জন্যেই নয়, নিশ্চয়ই ভাড়াটা ফাঁকি দেওয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু সে ধারণাটাও টিকল না। কারণ কথাটা তুললে ওঁরা আমাকে জানালেন যে ভাড়াটা অগ্রিমই দেওয়া আছে। তখন শহরে গিয়ে স্পেনীয় দূতাবাসে গিয়ে খোঁজ করলাম। কিন্তু সেখানে দেখলাম কেউই তাঁকে চেনে না। সেখান থেকে গেলাম মেলভিলের ওখানে, যাঁর বাড়িতে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কিন্তু দেখা গেল তিনি তাঁকে আমার চেয়েও কম চেনেন। আর শেষ পর্যন্ত মি. হোম্‌স্ টেলিগ্রামের উত্তর পেয়ে আমি আপনার কাছে আসি। কারণ শুনেছিলাম মানুষ অসুবিধায় পড়লে আপনি তাদের সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু ইন্সপেক্টর, আপনি বলছেন সে আমার এই বিবৃতি নথিভুক্ত হতে পারে এবং এও শুনলাম যে এক অত্যন্ত বিয়োগান্তক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। নিশ্চিত জানবেন যে আমি যা বললাম এ সবই নিছক সত্য, এবং এই ভদ্রলোকের পরিণতি সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এবং এ বিষয়ে আমি আদালতে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

অত্যন্ত বিনীতভাবে গ্রেগসন বললেন, আমার আর কোনো সন্দেহই নেই। আমি স্বীকার করছি যে আমরা যেটুকু জেনেছি তার সঙ্গে আপনার এই বিবৃতির প্রচুর মিল আছে। যেমন ধরুন, ডিনারের সময়ে যে চিঠিটা এসেছিল, সেটার কী হয়েছিল লক্ষ্য করেছেন কী? হ্যাঁ

www.pathagar.com

গার্সিয়া সেটা পাকিয়ে আগুনে ফেলে দিয়েছিলেন—মি. এক্লেস বললেন।

আপনি কি বলেন, মি. বেইনস্?

গ্রাম্য গোয়েন্দা ভদ্রলোকটি লালমুখো মোটাসোটা, শক্ত সমর্থ এবং নির্বোধই মনে হতে পারত যদি গালের ভাঁজ আর ভ্রুর আড়ালে লুকিয়ে থাকা অত্যন্ত উজ্জ্বল দু'টি চোখ না থাকত। হঠাৎ হেসে তিনি একটা ভাঁজ করা রঙ চটা কাগজ পকেট থেকে বার করলেন। বললেন, মি. হোম্‌স্, এটা ছোঁড়বার সময় একটু বেশি জোরে ছোঁড়া হয়েছিল। আগুনের পেছন থেকে আমি এটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

সপ্রশংস ভঙ্গিতে হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন, এমন একটা টুকরো কাগজও যখন কুড়িয়েছেন তখন বুঝতে হবে বাড়িটা ভালো করেই আপনি খুঁজেছেন।

মি. বেইনস্ বললেন,—হ্যাঁ তা ঠিক, আমার অভ্যাসই তাই। গ্রেগসন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন, বললেন—সাধারণ ক্রীম লেড কাগজে লেখা—কাগজে জলের ছাপ নেই। ছোট কাঁচি দিয়ে দু-বার কেটে নেওয়া, তিনবার ভাঁজ করা, ও লাল গালা দিয়ে উপবৃত্তাকার কোনো ধ্যাবড়া বস্তুর সাহায্যে তাড়াহুড়া করে সীলমোহর করা। ঠিকানাটায় উইস্টেরিয়া লজ-এর মি. গ্যার্সিয়ার নাম—চিঠিতে লেখা আছে—'আমাদের নিজেদের রঙ, সবুজ আর সাদা, সবুজে খোলা, সাদায় বন্ধ। প্রধান সিঁড়ি, প্রধান বারান্দা, ডানদিকে সপ্তম, সবুজ ঢাকনা। খুব তাড়াতাড়ি—'ডি'। সরু নিব দিয়ে কোনো স্ত্রীলোকের হাতে লেখা, কিন্তু ঠিকানাটা লেখা অন্য কলমে, বা অন্য কারও হাতে লেখা। ওর থেকে বেশি মোটা আর স্পষ্ট—এই যে দেখুন।

লেখাটার দিকে তাকিয়ে হোম্‌স্ বললেন, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, সন্দেহ নেই। এটা পরীক্ষা করার সময় যেভাবে খুঁটিনাটিগুলো লক্ষ্য করেছেন সেজন্য আপনার তারিফ না করে পারছি না মি. বেইন্‌স্। অবশ্য আরও কয়েকটি খুঁটিনাট বিষয় হয়তো ঐসঙ্গে যোগ করা যেতে পারে, যেমন—উপবৃত্তাকার সীলমোহরটি নিশ্চয়ই কোনোও সাধারণ জামার হাতার বোতাম। আর কাঁচিটা হলো নখ কাটার বাঁকানো কাঁচি চিঠিটার দুই ধারে একটুখানি করে কাটা হয়েছে বটে, কিন্তু তাহলেও দুটোতেই ঈষৎ বাঁকা ভাবটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মি. বেইনস্ হেসে উঠলেন। ঠোঁট চেপে বললেন, ভেবেছিলাম যা কিছু দেখবার সব একেবারে নিংড়ে নিয়েছি, কিন্তু এখন আপনার কথায় মনে হচ্ছে, কিছু বাকি ছিল। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা নারী ঘটিত।

গ্রেগসন বললেন, গার্সিয়ার মৃতদেহ তাঁর বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে অক্সশট কমন-এ পাওয়া গেছে। বালির বস্তা বা ঐ ধরনের কোনো গুরুভার বস্তুর আঘাতে মাথাটা একেবারে গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রথমে তাঁকে পেছন থেকে আঘাত করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার অনেক পরেও আততায়ী তাঁকে আঘাত করে চলেছিল। আঘাত করেছিল প্রচণ্ড ক্রোধের বশে। কোনো পায়ের ছাপ বা অন্য কোনো চিহ্ন আততায়ী রেখে যায় নি।

মি. স্কট এক্লেস বললেন আমার ব্যাপারে ঘটনাটা যেমন দুঃখের তেমনি ভয়ঙ্করও বটে। গৃহকর্তার এইভাবে নৈশ অভিযানে বেরোনো এবং তার ফলে এমন মর্মান্তিক ভাবে মারা পড়ার ব্যাপারে আর কীই বা করার আছে। আচ্ছা, এ ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত হচ্ছি কীভাবে?

ইন্সপেক্টর বেইনস বললেন, আপনার চিঠি মৃতের পকেটে পাওয়া গেছে আর সেটাতে লেখা আছে সেই রাতটা আপনি ওঁর ওখানেই কাটাবেন চিঠিটার নাম থেকেই আমরা মৃতের নাম ঠিকানা পাই। আর আজ বেলা নয়টার পর তাঁর বাড়িতে আপনাকে বা অন্য কাউকে দেখতে না পেয়ে তখন লন্ডনে মি. গ্রেগসনকে টেলিগ্রাম করি আপনাকে পাকড়াও করার জন্যে আর সেই অবসরে উইস্টেরিয়া লজখানা তল্লাস করি।

উঠে দাঁড়ালেন গ্রেগসন। বললেন—ব্যাপারটা, অফিসের নিয়ম অনুযায়ী এগোনোই ভালো। মি. এক্লেস চলুন আমাদের সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে চলুন, আপনার বক্তব্য লিখে জানাবেন।

www.pathagar.com

মি. হোম্‌স্‌, আপনাকে ছাড়ছি না, মি. এক্‌লেস বললেন—সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে দরকার হলে কোনোরকম কষ্ট বা খরচ করতে ইতস্ততঃ করবেন না।

হোম্‌স্‌ গ্রাম্য গোয়েন্দাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করলে আপত্তি নেই তো?

মি. বেইনস্‌ বললেন, আজ্ঞে না, বরং বিশেষ সম্মানিত বোধ করব।

হোম্‌স্‌ বললেন, লক্ষ্য করেছি, আপনি প্রচুর তৎপরতার সঙ্গে কাজে লেগেছেন। এমন কোনো সূত্র কি পেয়েছেন যাতে করে মৃত্যুর সঠিক সময়টা নির্ণয় করা যেতে পারে?

মি. বেইনস্‌ বললেন, রাত একটা থেকে আমরা সেখানে ছিলাম। আর তার মধ্যেই বৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং ধরা যেতে পারে বৃষ্টি শুরু হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকবে।

মি. এক্‌লেস বললেন, অসম্ভব, তাঁর গলার আওয়াজ তো ভুল হবার নয়! আমি শপথ করে বলতে পারি যে ঠিক ঐ সময়েই তিনি আমার শয়ন কক্ষে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

হাসতে হাসতে হোম্‌স বললেন, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য খবর এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে যে অসম্ভব তা মোটেই নয়।

গ্রেগসন জিজ্ঞাসা করলেন, মি. হোম্‌স্‌ আপনি কোনো সূত্র পেয়েছেন না কি?

হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন, আপাত দৃষ্টিতে তো মামলাটাকে খুব জটিল বলে মনে হচ্ছে না, যদিও খানিকটা নোতুনত্ব কিছু কৌতূহলের খোরাক এতে আছে বটে। আরো কিছু খবর না পেলে কোনো সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে না। ভালো কথা মি. বেইন্‌স, বাড়িটাতে খানা তল্লাসি করে এই চিঠিটা ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু পেয়েছেন?

মি. বেইন্‌স একাগ্র দৃষ্টিতে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, দুই একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছে, থানার কাজটা সেরে আসি, তখন আপনাকে সব বলছি, আর আপনার মতামতও শোনা যাবে তখন।

ঘন্টাটা বাজিয়ে হোম্‌স্‌ বললেন, এঁরা চলে যাবেন, এঁদের নিয়ে যাও, আর ভৃত্যটিকে দিয়ে টেলিগ্রাম্‌ করতে পাঠাও। উত্তরের জন্যে পাঁচ শিলিং দিয়ে দেবে।

অতিথিরা চলে গেলে সবাই চুপচাপ। হোম্‌স্‌ একের পর এক পাইপ টানতে লাগলেন, তাঁর ভ্রু দু'টি উৎসুক চোখের কাছে নেমে এসেছে, মাথা অভ্যাস মত সামনে ঝোঁকানো। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন বুঝছ বল, ওয়াটসন?

স্কট্‌ এক্‌লেসের এই রহস্যের মাথামুণ্ড কিছুই বুঝলাম না—ওয়াটসন মন্তব্য করলেন। আর এ খুনটার ব্যাপারে মনে হচ্ছে, তাঁর সঙ্গদের নিরুদ্দেশ হওয়াটা চিন্তা করলে বুঝতে হবে যে তারাও কোনো না কোনো ভাবে এই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত এবং ধরা পড়ার ভয়েই পালিয়েছে।

হোম্‌স্‌ বললেন, সেটা হয়তো সম্ভব। কিন্তু তাহলে ধরে নিতে হবে যে তাঁর দুই ভৃত্য ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং ঠিক সেই রাত্রেই তাঁকে হত্যা করল যেদিন বাড়িতে অতিথি রয়েছে। অথচ সেই সপ্তাহের অন্য যে কোনোদিন দিনই তারা ইচ্ছা করলেই তাঁকে হত্যা করতে পারত।

ওয়াটসন বললেন, তাহলে তারা পালাল কেন?

ঠিক, হোমস বললেন, কেন? এই একটা সমস্যা। আর বড় সমস্যা হল, আমাদের মক্কেল মি. স্কট একলেসের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কিন্তু ওয়াটসন, এই দুটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা কি মানুষের পক্ষে অসম্ভব? এবং সেই সঙ্গে সেই রহসময় চিরকুটটার যদি কোনো সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই সেটাকে অন্য প্রকল্প হিসেবে ধরে এগোনো যেতে পারে। এবং যদি পরবর্তী ঘটনাগুলোও এর সঙ্গে মিলে যায় তাহলে হয়তো দেখা যাবে এই প্রকল্পই শেষ পর্যন্ত প্রমাণে পর্যবসিত হয়েছে। প্রথমেই ধরো, স্পেনীয় তরুণটির সঙ্গে মি. স্কট একলেসের ঘনিষ্ঠতা। এ যেমন আশ্চর্য তেমনি আকস্মিক। এ-বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন তরুণটিই। প্রথম দর্শনের পরের দিনই তিনি লন্ডনের অপর প্রান্তে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেন এবং সেই

www.pathagar.com

থেকেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকেন যতোদিন না এশার-এ আসছেন। আচ্ছা, এক্লেস-এর সঙ্গে তাঁর কী দরকার থাকতে পারে? । কী দেখে গার্সিয়া অতো লোকের মধ্যে তাঁকেই বেছে নিলেন? ভদ্রলোকের মধ্যে তো আকর্ষণ শক্তি কিছুই দেখলাম না। তবে কি কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী তিনি? আমি বলব হ্যাঁ, অভিজাত ব্রিটন বলতে যা বোঝায় তিনি হলেন ঠিক তাই। সাক্ষী হিসেবে বিশ্বাস উৎপাদনে বিশেষ উপযোগী। দেখলে তো, যতো অসাধারণই হোক, এই ইনস্পেক্টরের কেউই তাঁর বিবৃতিতে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করল না। দ্বিতীয়ত যদি ধরে নেয়া যায় উইস্টেরিয়া লজের বাসিন্দারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আর যদি ধরে নেওয়া যায়, আক্রমণটা, সেটা যাইহোক, হবার কথা, ধর—রাত একটার আগে। ঘড়িতে কায়দা করে স্কট এক্লেস্‌কে জানান রাত একটা, আসলে তখন রাত বারোটার বেশি নয়। অর্থাৎ যদি গার্সিয়া কোনো কাজ সেরে, যে সময়টার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ফিরে আসেন তাহলে খাসা জবাব দিহি তৈরি হয়ে রইল। এই সন্দেহাতীত ইংরেজ ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় যে কোনো আদালতে গিয়ে শপথ করে সাক্ষ্য দিতেন যে গার্সিয়া সেই সময় পর্যন্ত বাড়িতেই ছিলেন। যে কোনো মহাবিপদই এভাবে এড়ানো সম্ভব হতে পারত।

ওয়াটসন বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হতো। সমস্ত তথ্য আমি এখনো পাই নি, তবে, মনে হয় না, সেজন্যে খুব একটা অসুবিধা হবে। কিন্তু তাহলেও ঘটনাগুলো সংগ্রহ করার আগে তা নিয়ে আলোচনা করা ভুল, কারণ দেখবে, সে ক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞাতসারেই তুমি তোমার আন্দাজের সঙ্গে মেলাবার জন্যে ঘটনাগুলো ঘোরাতে থাকছ। আর চিরকুটটা লক্ষ করেছ তো, 'আমাদের রং সবুজ আর সাদা।' মনে হয় রেস সংক্রান্ত কিছু। আবার 'সবুজ খোলা, সাদায় বন্ধ'। বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা সঙ্কেত।। প্রধান সিঁড়ি, প্রথম বারান্দা, ডানদিকের সপ্তমটা, সবুজ ঢাকা—এ হল একটা কাজের ভার দেওয়া। হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে স্ত্রীর ওপর কোনো স্বামীর ঈর্ষাই এসবের পেছনে আছে। কাজটায় নিশ্চয়ই বিপদের সম্ভাবনা ছিল, নতুবা তাড়াতাড়ি করতে বলত না। আর 'ডি' হল কোনো নির্দেশিকা।

লোকটি যখন স্পেনদেশীয়, তখন মনে হচ্ছে 'ডি' হয়তো 'ডোলোসের' কথাটার আদ্যক্ষর—স্পেনীয় স্ত্রীলোকদের সাধারণ নাম একটা—ওয়াটসন একদমে বলে গেলেন।

বাঃ, ওয়াটসন, বেশ, হোম্‌স্ বললেন,—কিন্তু এ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো স্পেনীয় ব্যক্তি কোনো স্পেনীয়কে লিখলে স্পেনীয় ভাষাতেই লিখে থাকে। এর লেখক অবশ্যই ইংল্যান্ডের লোক। যাই হোক, যতক্ষণ না এই চমৎকার ইনস্পেক্টরটি ফিরে আসছেন ততোক্ষণ ধৈর্য না ধরে উপায় নেই।

মি. বেইনস ফিরে আসার আগেই হোম্‌সের টেলিগ্রামের উত্তর এসে গেল। হোম্‌স্ সেটা পড়ে পকেটে রেখে দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চকিতের জন্যে আমার উৎসুক মুখ তাঁর চোখে পড়ল, হাসতে হাসতে তিনি সেটা ওয়াটসনের দিকে ছুড়ে দিলেন।

টেলিগ্রামটায় লেখা ছিল—কয়েকটা নাম আর ঠিকানা। ডিঙ্গল-এর লর্ড হ্যারিংবি, অক্সশট টাওয়ারের স্যার জর্জ ফোলিয়ট, জে. পি. পার্ডি প্লেস-এর মি. হাইনস্ হাইনস্, ফর্টন ওল্ড হল-এর মি. জেম্‌স বেকার উইলিয়ামস্, হাই গেবলের মি. বেনিস্ বেশ গোছাল মানুষ, নিশ্চয় সুপরিকল্পিত কোনো পরিকল্পনা মতো এগোচ্ছেন।

ওয়াটসন বললেন, ঠিক বুঝলাম না।

হোমস বললেন, আচ্ছা, গার্সিয়া ডিনারে বসে যে চিরকুটটা পান সেটা যে কোনো জায়গায় কোনো কাজের নির্দেশ, এ সিদ্ধান্তে আমরা পৌছেছি কেমন? আচ্ছা, এর নির্দেশ যদি ঠিক হয়, এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী যদি তাকে প্রধান সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দার সাত নম্বর দরোজায় যেতে হয় তাহলে বাড়িটা যে মস্ত বড় এটা মানতে হবে। এবং এটাও পরিষ্কার যে, বাড়িটা অক্সশট থেকে দু-এক মাইলের বেশি দূরে নয়, কারণ আমার হিসেব মতো, গার্সিয়া এই হিসেব করেই সেদিকে চলেছিলেন যে অ্যালবাই-এর সুযোগ নেবার জন্যে রাত একটার আগেই ফিরতে পারবেন। এখন অক্সশটের কাছাকাছি অমন বড় বাড়ি নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে না। তাই

www.pathagar.com

আমি স্থানীয় এজেন্টদের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালাম, সেইরকম সব বাড়ির একটা তালিকা পাঠাতে।

সারের ছিমছাম গ্রাম অক্সশটে প্রায় ছয়টা নাগাদ হোমসরা পৌছোলেন। সঙ্গে ছিলেন, মি. বেইনস্। এবং যথাসময়ে মি. বেইনসের সঙ্গে উইস্টেরিয়া লজে হোম্‌স্‌রা এসে পৌছোলেন। সেখানে একজন কনস্টেবলকে পাহারায় রেখে দিয়েছিলেন বেইনস। জানলার কাচে শব্দ করতেই কনস্টেবল ওয়ালর্টাস হাঁস হাঁস করতে করতে দরোজাটা খুলে দিল। তার মুখে ভয়ের ছায়া।

মি. বেইনস্ জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হল?

আজ্ঞে শয়তান, ওয়াল্টার্স বলল—মূর্তিমান শয়তান হুজুর! জানলার ঠিক ঐখানেই ছিল। ঘরে আলো কমে আসছিল। চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিলাম। কেন জানি না হঠাৎ মুখ তুলে তাকাতেই একটা মুখ নিচের খড়খড়ি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। উ, কী ভয়ঙ্কর সে মুখ!

মি. বেইন্‌স বললেন, ছিঃ ছিঃ ওয়াল্টার্স এই কি পুলিশ কনস্টেবলের মতো কথা?

আজ্ঞে স্যার তা তো জানি, কিন্তু বলব কী স্যার, ভীষণ ঘাবড়ে গেছিলাম। অস্বীকার করে লাভ নেই। না কালো, না সাদা, না আমার জানা কোনো রং-এর—ভূতুড়ে মেটে রঙের ওপর দুধ ছেটানো। আর কী প্রকাণ্ড, আর জন্তুর মতো সাদা-সাদা দু-সারি দাঁত, গোল গোল বড় বড় চোখ। বলব কী স্যার, যতোক্ষণ ছিল একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারিনি। শেষপর্যন্ত যখন চলে গেল, দৌড়ে গেলাম ঝোপটা পার হয়ে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আর তার দেখা পাই নি।

দেখো ওয়াল্টার্স, তোমায় যদি ভালো লোক বলে না জানতাম তাহলে এ জন্যে তোমার নামে কালির আঁচড় পড়ত। আর, সত্যিই যদি ও মূর্তিমান শয়তান হয়ে থাকে তো ওকে পাকড়াও করতে না পারার জন্যে কোনো কর্তব্যরত কনস্টেবলের •কখনোই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়া সাজে না—মি. বেইনস্ রূঢ় স্বরে বললেন।

হোম্‌স্ মুচকি হেসে বললেন, এর সমাধান তো খুবই সহজ। ছোট পকেট লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে ঘাসটা একটু পরীক্ষা করে হোম্‌স্ বললেন, হুঁ, বারো নম্বর জুতো। তার শরীরটা যদি ঐ অনুপাতে হয় তাহলে সে নিশ্চয় দৈত্যাকার হবে বৈকি!

গম্ভীর মুখে চিন্তাগ্রস্তভাবে ইনস্পেক্টর বললেন—মি. হোম্‌স্ চলুন আপনাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাই।

মোমবাতি হাতে ঘর থেকে ঘুরতে ঘুরতে বেইনস্ বললেন, এগুলোয় কিছু নেই। শুধু কয়েকটা ছোট খাটো জিনিস—পাইপ কয়েকটা, খানকতক নভেল,—তার দু'টি স্পেনীয় ভাষায়, একটা রিভালভার আর একটা গীটার,—এই হলো ওদের নিজস্ব সম্পত্তি।

মোমবাতি হাতে ঘর থেকে ঘুরতে ঘুরতে মি. বেইন্‌স বললেন, মি. হোমস চলুন এবার রান্নাঘরে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

একটা অদ্ভুত জিনিসের ওপর তিনি মোমবাতির আলো ফেললেন। সেটা এমন কোঁকড়ানো আর শুকিয়ে যাওয়া যে, কী যে ছিল তা বলা কঠিন। শুধু বলা যায়, কালো, আর চামড়া সর্বস্ব—কোনো বামনাকৃতি মানুষের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। প্রথম পরীক্ষায় মনে হল কোনো নিগ্রোশিশুর মমি, তারপর মনে হল হয়তো খুব প্রাচীন এক জাতের বানর। দুম্‌ড়ে পাকিয়ে এই অবস্থায় এসেছে। শেষ পর্যন্ত আমার মনে সন্দেহ রয়ে গেল আদৌ একটা কোনো জন্তু বা মানুষ কি না এই নিয়ে। এক জোড়া সাদা ঝিনুক এর মাঝখানে লাগানো।

হোমস উল্লাসে চিৎকার করে উঠে বললেন,—চিত্তাকর্ষক, চিত্তাকর্ষক! ভূতুড়ে নিদর্শনটার দিকে উঁকি দিয়ে হোম্‌স্ বললেন, আচ্ছা, আর কিছু?

নীরবে মি. বেইন্‌স, বেসিনটার কাছে গিয়ে মোমবাতিটা ধরলেন। একটা প্রকাণ্ড সাদা রঙের পাখির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে টুকরো টুকরো করে ছড়ানো—পালকগুলো লেগে আছে তখনো। বিচ্ছিন্ন মুণ্ডুটায় লাগানো কঞ্চিটার দিকে হোম্‌স্ ইঙ্গিত করলেন। বললেন, সাদা

www.pathagar.com

মোরগ। ভারি চিত্তাকর্ষক, সত্যিই ভারি অদ্ভুত।

সবচেয়ে অদ্ভুত বস্তুটি বেইন্‌স রেখে দিয়েছিলেন সবশেষে দেখাবেন বলে। বেসিনটার তলা থেকে একটা দস্তার পাত্র বেরিয়ে এলো। খানিকটা রক্ত ছিল পাত্রটায়। টেবিলের ওপর একটা বারকোষের মতো পাত্রে কয়েকটা ভাঙা ভাঙা হাড়ের টুকরো ছিল, সেই পাত্রটা তুলে নিয়ে বললেন, একটা প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে এবং একটা প্রাণীকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এ সবই আমরা আগুন থেকে উদ্ধার করেছি। আজ সকালে একজন ডাক্তারকে ডেকে এনে দেখিয়েছিলাম। তিনি বললেন, এগুলো মানুষের নয়।

হোম্‌স্ হাসলেন, হাতে হাত ঘসতে ঘসতে বললেন, এমন একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মামলার জন্যে আপনাকে বাহবা দিচ্ছি ইন্সপেক্টর। কিছু না মনে করলে বলি, যেটুকু সীমিত সুযোগ তার থেকে আপনার ক্ষমতা বেশি।

বেইন্‌সের চোখদুটো ঝলমল করে উঠল। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন, মি. হোম্‌স্। মফঃস্বলে পড়ে থেকে আমরা মার খাচ্ছি। এরকম একটা মামলায় খানিকটা যে সুযোগ পাওয়া গেছে আশা করছি সে সুযোগ আমি গ্রহণ করতে পারব এগুলো কিসের হাড় বলে আপনার মনে হয়?

হোম্‌স্ বললেন, 'কোনো ভেড়া বা ছাগলের বাচ্চার।'

বেইনস্ বললেন, আর সাদা মোরগটা সম্বন্ধে আপানার ধারণা কী?

হোমস মন্তব্য করলেন, আশ্চর্য মি. বেইনস্ অতি আশ্চর্য! এমন অদ্ভুত ব্যাপার অতি অল্পই দেখা যায়।

আজ্ঞে যা বলেছেন—বেইনস্ গদগদ স্বরে বললেন—আমার মতো করে আমি কাজ করছি, একাই করব। এর কৃতিত্ব আমি একাই নিতে চাই মি. হোম্‌স্। আপনার তো অনেক নাম হয়ে গেছে। আমার এখনো বাকি। খুব খুশি হব, যদি শেষ পর্যন্ত দাবি করতে পারি যে আপনার বিনা সাহায্যেই আমি এ সমস্যার সমাধান করতে পারি।

হোম্‌স্ খুশির হাসি হেসে বললেন, বেশ তো ইন্সপেক্টার, তাই হোক। আপনি আপনার পথে চলুন, আর আমি আমার পথে চলি। তবে, আমি কতোটা জানতে পেরেছি তা আপনি যখনই জিজ্ঞাসা করবেন জানতে পারবেন।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। হোম্‌স্ রহস্যভেদের জন্যে নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। কখনো নিজের মধ্যে নিজে ডুবে রইলেন। এই ঘোরা ফেরার মধ্যে তাঁর কখনো সখনো ইন্সপেক্টর বেইনসের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। তবে মামলাটা সম্বন্ধে কোনো কথা হয় নি। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের দশদিনের মাথায় খবরের কাগজ খুলে বড় বড় হেডলাইনে একটা খবর পড়ে শার্লক হোমস চমকে উঠলেন—

অক্সশট রহস্যের একটি সমাধান
আসামী সন্দেহে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

যেন ছোবল খেয়েছেন হোমস। ওয়াটসনকে বলে উঠলেন, কী সব্বনাশ, বল কী, বেইনস্ পাকড়েছে তাকে?

ওয়াটসন বললেন, তাই তো মনে হচ্ছে। এই বলে ওয়াটসন নিম্নলিখিত কাগজের খবরটা সম্বন্ধে মি. বেইন্‌স-এর সঙ্গে দেখা করলে, বেইনস্ বললেন, আমার পদ্ধতি আলাদা, —আপনার পদ্ধতি আপনার, আমারটা আমার।

হোম্‌স্ তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, সাবধান আপনার বিপদ আসন্ন।

বেইনস্ বললেন, তবে, আমি যেসব খবর পাবো সেগুলো আপনি সর্বদাই জানতে পারবেন। লোকটা একেবারে বর্বর, তার যেমন আসুরিক শক্তি তেমনি শয়তানি বুদ্ধি। ধরা দেবার আগে আমাদের কনস্টেবল ডাউনিং-এর বুড়ো আঙুলটা কামড়ে প্রায় আলাদা করে ফেলেছে। আর, এক বর্ণও ইংরেজি বলতে পারে না, ফলে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ ছাড়া আর কিছুই

www.pathagar.com

তার থেকে পাওয়া যায় নি।

হোম্‌স্ বললেন—কিন্তু সেই-ই যে তার ভূতপূর্ব মনিবকে হত্যা করেছে এমন প্রমাণ আপনি পেয়েছেন?

বেইনস্ বললেন—তা তো আমি বলি নি মি. হোম্‌স্। আমাদের পদ্ধতি আলাদা, আপনি আপনার মতো এগোন আমি আমার মতো এগোব—সেই কথাই তো হয়েছে।

শার্লক হোম্‌স্ আর ওয়াটসন চলে এলেন। ঘরে ফিরে এসে বললেন, বসো ওয়াটসন, ঐ চেয়ারটায় এ পর্যন্ত কতোটা কী জানতে পেরেছি তোমায় বলি—কারণ তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। ঘটনাটা যেভাবে এগিয়েছে তা গোড়া থেকে শোনো। মূল বিষয়গুলো সহজ সরল হলেও ধর-পাকড়ের ব্যাপারে আশ্চর্য রকমের অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। গার্সিয়ার মৃত্যুর দিন সন্ধ্যেবেলা যে চিরকুটটা তার কাছে এসেছিল শুরু করা যাক সেই ঘটনা থেকে। বেইনস্ যে মনে করেছে গার্সিয়ার ভৃত্য এ-ব্যাপারে সঙ্গে জড়িত সেটা উপেক্ষা করেই আমরা এগোবো। ওর প্রমাণ হল,একলেসকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন গার্সিয়াই এবং এই নিমন্ত্রণের একমাত্র উদ্দেশ্য যা হতে পারে তা হল, একটা অ্যালিবাই তৈরি করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গার্সিয়াই আপাতদৃষ্টিতে কোনো কু-মতলব—বলছি এই জন্যে যে, তা না হলে কেউ অমন অ্যালিবাই তৈরির জন্যে ব্যস্ত হতেন না। সেক্ষেত্রে কার পক্ষে তাঁকে হত্যা করা সম্ভব? সেই ব্যক্তির পক্ষেই নিশ্চয়ই যার বিরুদ্ধে তিনি অ্যালিবাই তৈরির চেষ্টায় ছিলেন। এখন আমরা গার্সিয়ার বাড়ির লোকজনদের অন্তর্ধানের একটা কারণ দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই তারাও তাঁর সঙ্গে একযোগে আমাদের অজানা সেই একই অপরাধে অপরাধী। ঘটনাটা যদি গার্সিয়ার ফিরে আসবার পরে ঘটে থাকে তাহলে যে কোনো সন্দেহই ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকের সাক্ষ্যিতে বানচাল হয়ে যাবে। আর তাহলে আর কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু প্রচুর বিপদের ঝুঁকি এর মধ্যে এবং যদি একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে গার্সিয়া না ফেরেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁকে বলি হতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর দুই সঙ্গীর পক্ষে কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট গোপন আস্তানায় গিয়ে তদন্তের হাত এড়ানো এবং পরবর্তীকালে আবার নোতুন করে চেষ্টা করা সম্ভব হবে। ঘটনাগুলোর দিব্যি খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

জটিল বিষয়গুলো এবার ওয়াটসনের মনে হলো এই সহজ ব্যাপারটা কেন এতোক্ষণ বুঝতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ভৃত্যটির ফিরে আসবার কারণ কী হতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন, মনে হয় তাড়াহুড়োতে কোনো মূল্যবান জিনিস ফেলে গেছিল। যাইহোক, এবার আসা যাক্ ডিনারের সময় গার্সিয়াকে লেখা চিঠির কথা। এ থেকে অপরদিকের এক সহকারীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথমে এসে যখন গাছপালার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতাম তার মধ্যে এখানকার বড় বড় বাড়িগুরে খোঁজ নিয়েছিলাম এবং সেইসঙ্গে সেইসব বাড়ির বাসিন্দাদের সম্বন্ধেও খবর নিয়েছিলাম আমি। কেবল একটা বাড়িই বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেটা হল হাই গেব্‌ল-এর সুবিখ্যাত রাজা চার্লসের আমলের প্রকাণ্ড বাড়িটা। বাড়িটা হল অক্সশটের ওপারে মাইলখানেক আর ঘটনাস্থল থেকে আধমাইলের কম দূরে। কিন্তু হাই গেবলসের মি. হেন্ডারসন সব দিক দিয়ে আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে। তার পক্ষে সব রকম অ্যাডভেঞ্চার সম্ভব। তাই আমি বাড়ির লোকজনদের ওপর লক্ষ্য রেখেছিলাম। অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওঁরা এবং স্বয়ং কর্তাটি আবার তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট। একটা কাজ-চালানো গোছের ছুতোয় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু তাঁর গবীর চিন্তাকূল চোখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে আমার উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পেরেছেন। পঞ্চাশ বছরের শক্ত সমর্থ মানুষ তিনি। কাগজের মতো সাদা মুখের আড়ালে রক্তোচ্ছলতা স্পষ্ট। শরীর একেবারে চাবুকের মতো। লিউকাস, হলেন তাঁর সেক্রেটারি ও বন্ধুও বটে। নিঃসন্দেহে তিনি বিদেশী। গায়ের রঙ ঘোর বাদামি। লোকটি ধূর্ত এবং কথায় বার্তায় মোলায়েম হলেও তাতে বিষ আছে। দেখো ওয়াটসন, ইতোমধ্যেই আমরা দু-শ্রেণীর বিদেশীর সংস্পর্শে এসেছি—একটা হল উইস্টেরিয়া লজ-এ আর একটা হাই গেবলস্-এ। দেখছ তো ফাঁকগুলো

www.pathagar.com

কেমন ভরাট হয়ে আসছে। এই দুই ব্যক্তি পরস্পরের বিশ্বাসভাজন, এঁরাই হলেন এই গৃহস্থালীর কেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু এঁরা ছাড়াও আরও একজন আছেন যাঁর গুরুত্ব আমাদের কাছে আপাতত অনেক বেশি। হোন্ডারসনের দুই মেয়ে—বয়স এগারো আর তেরো। তাদের অভিভাবিকার নাম মিস বার্নেট। ভদ্রমহিলা ইংরেজ, বয়স চল্লিশের মতো। আর আছে ওদের এক বিশ্বাসভাজন ভৃত্য। এসব খবর আমি পাই খানিকটা গ্রামের গুজব থেকে আর খানিক পর্যবেক্ষণ এবং হাই গেবলের কর্মচ্যুত মালী জন ওয়ার্নারের কাছ থেকে।

বদমেজাজি মি. হেন্ডারসন এক বছর বাদে বাড়ি ফিরে তাকে ছাড়িয়ে দেয়। অদ্ভুত লোক ওরা ওয়াটসন। বাড়িটার দুটো ডানা—একটা ডানায় থাকে ভৃত্যেরা আর অন্যটায় পরিবারের সকলে। দুটোর মধ্যে যোগসূত্র নেই, কেবলমাত্র হোন্ডারসনের নিজস্ব ভৃত্য ছাড়া। একটা দরোজা হলো, এই দুটো ডানার সংযোগস্থল। জিনিসপত্র সব সেই পর্যন্ত আসে, তার এদিকে নয়। অভিভাবিকা আর দুই মেয়ে বড়জোর বাগান পর্যন্ত। তার বেশি বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না। ভৃত্যমহলে গুজব, কোনো একটা বিষয়ে তাদের মনিবের ভয়ঙ্কর ভয়। কখনো একা বেরোন না। সেক্রেটারি সঙ্গে থাকে ছায়ার মতো। দুবার হেন্ডারসন লোকজনকে চাবুক মেরেছেন এবং শেষপর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে বহু টাকা খেসারত দিয়ে তবে আইনের কবল থেকে বেঁচেছেন। এবার ওয়াটসন এসো, এই নোতুন খবরের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করি। ধরে নিতে পারি যে চিরকুটটা এই অদ্ভুত বাড়িটা থেকে এসেছিল, এবং তাতে করে গার্সিয়াকে কোনো সুনির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। চিরকুটটা লিখেছিল কে? শহরের কোনো মানুষ এব স্ত্রীলোকও বটে। অতএব অভিভাবিকা শ্রীমতী গার্নেট ছাড়া আর কে? সমস্ত যুক্তিই যেন ঐ একই দিকে নির্দেশ দিচ্ছে। যাই হোক একটা ঠিক্ ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখা যেতে পারে কোথায় পৌছানো যায়। এবং শ্রীমতী বার্নেটের যা বয়স এবং যেরকম চরিত্র তাতে একথা নিশ্চিত যে, প্রথমটায় যা ভেবেছিলাম এর মধ্যে প্রেমের ব্যাপার আছেঝ সে ধারণা একেবারেই বর্জনীয়। চিঠিটা তাঁর লেখা হয়ে থাকলে ধরা যেতে পারে যে তিনি গার্সিংয়ার বন্ধু ও সহকর্মী। সেক্ষেত্রে গার্সিয়ার মৃত্যুসংবাদ শোনবার পর তিনি কি করবেন? যদি কোনো অপকর্মের ফলে তার মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে তিনি মুখ খুলবেন না। সেক্ষেত্রেও যারা তাঁকে হত্যা করেছে তাদের ওপর তাঁর তিক্ততা ও বিদ্বেষভাব থেকে যাবে এবং ধরা যেতে পারে তিনি প্রতিশোধের ব্যাপারে সাধ্যমত সাহায্য করবেন। তঁরে সঙ্গে দেখা করলে কোনো সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কি? আমার প্রথম চিন্তা হলো এই কিন্তু এখন আবার আর একটা অত্যন্ত অশুভ সংবাদ—সেই খুনের রাতের পর থেকে আর শ্রীমতী বার্নেটকে দেখা যায় নি। একেবারে যেন উধাও হয়ে গেছেন। তিনি কি জীবিত? নাকি, যে বন্ধুকে তিনি ডেকেছিলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজেরও মৃত্যু হয়েছে? না কি, সেই থেকে তিনি বন্দী? এরকম পরিস্থিতি বেশিদিন থাকতে দেওয়া যা য়না। আইনের সাহায্য পাওয়া যাবে না কারণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ব্যাপারটা আজগুবি বলে মনে হবে। তার চেয়ে আমি যখন জানি তার ঘর কোন্‌টা অতএব চল, তুমি আর আমি আজ রাতে গিয়ে দেখি যদি রহস্যের ভিতরে পৌছতে পারি অবশ্য বেশ তৈরি হয়েই আমাদের যেতে হবে।

ওয়াটসন এই লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হলেন।

বেলা পাঁচটা। মার্চ মাসের ছায়া নামতে শুরু করেছে। এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে ওয়াটসনদের ঘরে প্রবেশ করল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—ওরা চলে গেছে মি. হোম্‌স্ শেষ ট্রেন চলে গেছে। তবে ভদ্রমহিলাটি পালিয়ে এসেছেন, নিচে আছেন। একটা গাড়ি করে আমি তাঁকে নিয়ে এসেছি।

সোৎসাহে হোমস বললেন, চমৎকার, চমৎকার ওর্য়াভার বলে তিনি এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন, ওয়াটসন, ফাঁকগুলো ক্রমশ ভরাট হয়ে আসছে।

গাড়ির কাছে গিয়ে দেখা গেল এক মহিলা অত্যধিক পরিশ্রমে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

www.pathagar.com

শুকনো মুখে চোখে কোনো বিয়োগান্ত নাটকের চিহ্ন। মাথাটা অবশ হয়ে বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছিল, মাথা তুলে নিষ্প্রভ চোখে আমার দিকে তাকাতে দেখলাম, চোখের মণিদুটো বাদামি, দু-চোখের মাঝখানে যেন দুটি বিন্দু বোঝা গেল তাঁকে আফিম খাওয়ানো হয়েছিল।

হোম্‌সের দূত কর্মচ্যুত মালিটি বলল—মি. হোমস, যেমন বলেছিলেন, সেইভাবেই গেটটার ওপর নজর রেখেছিলাম। গাড়িটা বেরিয়ে গেলে সেটার পেছন পেছন গিয়ে আমি স্টেশনে পৌঁছুই। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ঘুমের ঘোরে চলেছেন। কিন্তু যখন তারা তাঁকে ট্রেনে তুলতে যাবে ততোক্ষণে তাঁর মধ্যে চেতনা ফিরে এসেছে, বাধা দিতে লাগলেন। জোর করে ওরা তাঁকে কামরায় তুলল। আবার তিনি পেছিয়ে এলেন। তখন আমি এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে নামিয়ে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে এলাম এখানে। যে মুখটা তখন আমি সেই কামরায় দেখেছিলাম। সে আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না। সে যদি আমার শত্রু হয় তাহলে নির্ঘাত আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

দু-কাপ খুব কড়া কফি খাওয়াবার পর ভদ্রমহিলার আফিমের নেশা কেটে গেল। মি. বেইনস্‌কে ডেকে এনে মি. হোমস সব ঘটনরা জানালেন।

মি. বেইনস্ বললেন, আমি ইচ্ছে করেই হেন্ডারসনকে গ্রেপ্তার করলাম যাতে আসল অপরাধী বুঝতে পারে তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরে গেছে। ঠিক এই ঘটনাটাই আমি চাইছিলাম আমিও গোড়া থেকে এই সূত্র ধরে এগোচ্ছিলাম। আপনি যখন গেবলস্-এর ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিলেন আমি তখন ওখানকার একটা গাছের ওপরে,—সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম আপনাকে। প্রশ্নটা তখন শুধু এই দাঁড়িয়েছিল প্রমাণটা কে আগে সংগ্রহ করতে পারবে। তারপর একটু থেমে বেইনস বললেন, আমি জানতাম সেই সুযোগেও ও পালাবার চেষ্টা করবে এবং মিসেস গার্নেটকে উদ্ধার করার সুযোগ দেব।

ইন্সপেক্টরের কাঁধে হাত রাখলেন হোম্‌স্। বললেন, আপনার কাজে আপনি প্রচুর উন্নতি করতে পারবেন মি. বেইনস। আপনার মধ্যে আছে ইনটুইশন অর্থাৎ স্বজ্ঞা।

খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে বেইনস বললেন, সারা সপ্তাহটাই একজন পুলিশ সাধারণ নাগরিকের বেশে স্টেশনে পাহারা দিচ্ছিল, তার কাজ ছিল হাই গেবল-এর লোকদের চাখে চোখে রাখা। কিন্তু যখন মিসেস গার্নেট পালিয়ে এলেন নিশ্চয় সে খুব হতভম্ব হয়ে গেছিল। যাই হোক আপনার লোক যখণ তাঁকে উদ্ধার করল তখন আর কী, সব ভালো যার শেষ ভালো। তাঁ সাক্ষ্য না পেলে ওদের হাজতে পুরতে পারছি না, এটা তো ঠিক, সুতরাং যতো তাড়াতাড়ি সে সাক্ষ্য পেত ততোই ভালো।

ইন্সপেক্টর বললেন, হেন্ডারসন হল ডন মুরিল, একসময় যাকে বলা হত সান পেড্রোর বাঘ।

হোমসের এক ঝলকে তার সমস্ত কীর্তি মনে পড়ে গেল। সভ্য বলে দাবি করে এমন যে কোনো দেশের অত্যাচারী শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে রক্তপিপাসু হিসেবে সে কুখ্যাত। সে ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ, একান্ত নির্ভীক এবং প্রচুর উৎসাহী এমন অনেক কিছু তার মধ্যে ছিল যার বলে সে দীর্ঘ দশ বারো বছর সমস্ত প্রজাদের ওপর তার কুৎসিত অপরাধের বোঝা চাপিয়ে রেখেছিল। মধ্য-আমেরিকার সর্বত্রই তার নামে রীতিমত আতঙ্কের সঞ্চার হত।

বেইনস্ বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, সান পেড্রোর বাঘ। খোঁজ করলে জানতে পারবেন সান পেড্রোর জাতীয় পতাকার রঙ হল সবুজ আর সাদা,—চিঠিতে যেমনটি উল্লেখ ছিল। পরিচয় দিচ্ছিলেন, হেন্ডারসন বলে বটে, কিন্তু প্যারিস, রোম, ম্যাড্রেড থেকে বার্সিলোনা—১৮৮৬ খ্রি. যেখানে যেখানে তার জাহাজ গেছিল সব জায়গায় খোঁজ করে আমি তাঁর পরিচয় সংগ্রহ করেছি। তখন থেকেই তারা প্রতিশোধের জন্যে তার ইতিমধ্যে শ্রীমতী বার্নেট উঠে বসেছিলেন, খুব মন দিয়ে এই কথাবার্তা শুনছিলেন তিনি। বললেন, ওকে তারা খুঁজে বার করেছে বছরখানেক হল। এবং ইতিমধ্যেই একবার ওকে হতার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আবার

www.pathagar.com

মহাপ্রাণ গার্সিয়াকে প্রাণ দিতে হল, অথচ বদমাসটা রয়ে গেল অক্ষত। তার শীর্ণ দুটি হাত ছটফট করতে, ঘৃণার আতিশয্যে তাঁর ক্লিষ্ট মুখলগুলে কুঞ্চান দেখা দিল।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু মিসেস বার্নেট, কেমন করে আপনি এমন একটা খুন খারাপির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন, ইংরেজ মহিলা হয়ে?

মহিলাটি বললেন,—এ ছাড়া প্রতিশোধের আর কোনো উপায় ছিল না। বহু বছর আগে সান পেড্রোতে যে রক্তের নদী বয়ে গেছিল বা জাহাজ ভর্তি যতো ধনরত্ন এই লোকটা চুরি করেছিল, তা নিয়ে ইংল্যান্ডের আইনের কিসের মাথাব্যথা? এসব তো আপনাদের কাছে, গুহান্তরের অপরাধ ছাড়া কিছু নয়! কিন্তু জানি আমরা, এ সত্য আমরা জেনেছি অনেক দুঃখ পেয়ে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে।

হোম্‌স্ বললেন, আপনি যা বলছেন নিঃসন্দেহে তা সত্য। তার অত্যাচারের কথা আমি শুনেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আপনি কীভাবে তার কু-নজরে পড়লেন?

সব বলছি, মহিলাটা বললেন—যাকেই ওর ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে বলে মনে হয়েছে, তাকেই সে যে কোনো অছিলায় হত্যা করেছে। আমার স্বামী—হ্যাঁ তাঁর আসল নাম সিনোরা ভিক্টর ডুরোন্ডো—ছিলেন সান পেড্রোর লন্ডনস্থ মন্ত্রী। সেখানেই আমাদের দেখা ও বিবাহ হয়। দুঃখের বিষয় মুরিলো তার মহৎ গুণের কথা শোনে, আর কোনো অছিলায় তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করায়। ভাগ্যলিপির পূর্বাভাস পেয়েই তিনি সেদিন আমায় সঙ্গে নেননি। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। কেবল একটা মাসোহারা আর ভগ্ন হৃদয় মাত্র সম্বল এখন। পতন হল অত্যাচারীর। যে ভাবে বললেন, ঠিক সেইভাবেই সে পালাল। কিন্তু যাদের সর্বনাশ সে করেছে, যাদের প্রিয়জন তার হাতে অত্যাচারিত ও নিহত হয়েছে, এখানেই তারা তাকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। একত্র হয়ে তারা এক সম্প্রদায় গঠন করে। এই সম্প্রদায়ের কাজ শেস হবে না যতদিন না প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে।

এই ছদ্মপরিচয়ের হেন্ডারসনকে সেই বিতাড়িত অত্যাচারী বলে সনাক্ত করার পর আমার কাজ হয়েছিল তার সংসারে অভিভাবিকা হয়ে প্রবেশ করা। তার ধারণাহি ছিল না যে, এই যে স্ত্রীলোকটিকে সে রোজ দু-বেলা খাওয়ার সময় দেখতে পাচ্ছে, তারই স্বামীকে সে মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে মহাকালে মিশিয়ে দিয়েছিল। ওর সঙ্গে হেসে কথা বলেছি। ওর সন্তানদের প্রতি আমার কর্তব্য করেছি, আর সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি। প্যারিসে একবার ওকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয় নি। অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে অনেক আঁকা-বাঁকা পথে অত্যন্ত তড়িঘড়ি সে আমাদের নিয়ে ইউরোপের ওপর দিয়ে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে এসে সর্বপ্রথম এই বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তার বিচারের ভার যারা নিয়েছে, এখানেও তারা ছিল প্রতীক্ষায়। গার্সিয়া ছিল সান পেড্রোর প্রাক্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান-দুই, অত্যন্ত বিশ্বস্ত দরিদ্রম ব্যক্তির সঙ্গে সে ছিল শয়তানটার প্রতীক্ষায়। দিনের বেলায় কিছু করা যাবে না, কারণে মুরিলো যথাসম্ভব সাবধানে থাকত এবং তার উপগ্রহ লিউকাসকে (যখন ক্ষমতায় তার নাম তখন ছিল লোপেজ) সঙ্গে না করে সে বেরোত না। কিন্তু রাতে সে একা থাকত। প্রতিশোধের সুযোগ তখনই। এ ব্যাপারটা পূর্বনির্দিষ্ট সন্ধ্যায় আমিআমার বন্ধুটিকে জানিয়ে দিই—আর লোকটা সর্বদাই সাবধানে থাকত আর ঘন গন ঘর পাল্টাত। আমার কাজ ছিল লক্ষ্য রাখা যেন দরোজাটা খোলা থাকে, আর রাস্তার দিকের একটা জানলায় সবুজ আর সাদা আলোর সঙ্কেত করে জানিয়ে দেয়া—পথ পরিষ্কার না থাকলে, সেদিনের মতো কাজটা স্থগিত থাকবে।

কিন্তু সব ব্যবস্থাই ব্যর্থ হল। কি করে যেন ওর সেক্রেটারি লোপেজর আমার ওপর সন্দেহ হয়। চিঠিটা লেখা শেষ করতেই সে আমার ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে। সে আর তার মনিব তখন আমায় টানতে টানতে আমায় ঘরে নিয়ে আসে। আর প্রতারক হিসেবে আমার বিচার করে। তক্ষুনি ওরা আমার ওপর ছুরি বসিয়ে দিত যদি ধরা পড়ার ভয় না থাকত। অনেক তর্ক-

www.pathagar.com

বিতর্কের পর তারা সিদ্ধান্তে এল যে সে কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে। কিন্তু ঠিক করল এবার গার্সিয়াকে একেবারে পথ থেকে সরিয়ে ফেলবে। ওরা আমার মুখে ঠুলি পুরে দিল যাতে কথা বলতে না পারি, তারপর মুরিলো আমার হাত ভয়ঙ্করভাবে মোচড়াতে লাগল, যতক্ষণ না আমি গার্সিয়ার ঠিকানাটা দিলাম। তখন যদি জানতাম এর ফলে গার্সিয়ার কী পরিণতি হবে, শপথ করে বলছি, আমার হাতটা মোচড়াতে মোচড়াতে একেবারে খসিয়ে নিলেও ঠিকানাটা আমি দিতাম না। আমার লেখা চিরকুটটায় লোপেজ ঠিকানাটা লিখল, তার শার্টের হাতার বোতাম দিয়ে শীলমোহর করল, তারপর জোস নামে ভৃত্যের হাতে পাঠিয়ে দিল। কীভাবে ওরা তাঁকে হত্যা করল জানি না, তবে আমি জানি হত্যা করেছে মুরিলো, কারণ লোপেজ তখন আমার পাহারায় ছিল। মনে হয় যে ঝোপটার পাশ দিয়ে রাস্তা সেটার পেছনে সে অপেক্ষা করছিল, তারপর যেতে দেখে আঘাত করেছে। প্রথমটায় ওরা ঠিক করেছিল তাকে ভিতরে আসতে দেবে, তারপর ডাকাত বলে হত্যা করবে। কিন্তু তারপর তাদের মনে হল সে ক্ষেত্রে তদন্ত হলে, হয়তো তাদের আসল পরিচয় সকলের সামনে ফাঁস হয়ে যাবে। অথচ গার্সিয়ার মৃত্যু করে রাখা হল, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভয় দেখানো হল, অত্যন্ত নির্মম অত্যাচার করা হল আমার মনোবল নষ্ট করার উদ্দেশ্যে—এই ক্ষতিচিহ্ন দেখুন আমার কাঁধে, আর কত আঘাতের চিহ্ন দুই হাতে। আর যে মুহূর্তে জানলা দিয়ে চেঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, আমার মুখে ঠুলি গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। এই নিষ্ঠুরতা চলল পাঁচ দিন ধরে। খাবার যা পেতাম তাতে কোনোরকমে জীবন ধারণ সম্ভব। আজ একটু ভালো লাঞ্চ দিয়েছিল, কিন্তু খাওয়া মাত্র বুঝতে পারলাম যে আমায় ওষুধ খাইয়েছে। কতকটা স্বপ্নের ঘোরেই যেন মনে হল আমাকে খানিকটা হাতে ধরে খানিকটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হচ্ছে। ট্রেনে যখন তুলছে তখনো আমার সেই একই অবস্থা। তারপর যখন চাকাগুলো চলতে শুরু করেছে কেবলমাত্র তখনই আমার খেয়াল হল যে আমার স্বাধীনতা এখন আমারই হাতে। তাই লাফিয়ে পড়লাম আমি। ওরা চেষ্টা করল আমাকে আবার টেনে তুলে নিতে এবং এই ভালো লোকটি যদি না আমাকে নিয়ে এসে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে এখানে নিয়ে না আসত তাহলে নির্ঘাত ওরা জরবদস্ত আমাকে নিয়ে যেত।

একমনে সকলেই এই ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনছিলেন। হোম্‌স্ নীরবতা ভেঙে বললেন, কিন্তু আমাদের অসিবধা এখনো কাটে নি। পুলিশের কাজ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু এবার আইনের কাজ শুরু। পেড্রোর বাঘ তার প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছিলেন। তবে তক্ষুনি নয়, এই ঘটনার কিছুকাল পরে। মাস-ছয়েক পওের মন্টালভার মার্কইস তাঁর সেক্রেটারি দুজনেই স্যাড্রিডের হোটেল এস্ কিউরিয়্যাল-এ নিহত হন, অপরাধটা আরোপিত হয় সন্ত্রাসবাদদের ওপর। হত্যাকারীরা ধরা পড়ে নি। ইন্সপেক্টর বেইনস্ এসে বেকার স্ট্রিটে হোম্‌স্‌দের সঙ্গে দেখা করে, সেই সেক্রেটারির কালো চেহারার আর তার মনিবের প্রভুত্ব ব্যঞ্জক আকৃতির সম্মোহক দৃষ্টির ও রোমশ ভ্রুর এক ছাপানো বৃত্তান্ত দেখান। সুতরাং বিচার যে হয়েছে তাতে আর সন্দেহ রইল না, যদিও বিলম্বে হল।

ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যান

টেলিগ্রামের খামটা ছিঁড়ে লেখাটা পড়েই হোম্‌স্ হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর হাসি থামিয়ে ওয়াটনসকে বললেন, কী আশ্চর্য! আমার দাদা মাইক্রফট আসছেন!

ওয়াটসন বললেন,—কেন, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? হোমস বললেন,—বল কী, মাইক্রফটের আছে একটা নির্দিষ্ট রেল লাইন, সেই লাইন ধরে নির্দিষ্ট পথে তিনি চলেন। পল-মল-এ তাঁর বাড়ি থেকে ডায়োজিনিস ক্লাব, আর সেখান থেকে হোয়াইট হল—এই হল তাঁর দৌড়। মাত্র একবার তিনি আমার এখানে এসেছিলেন। কোন বিপর্যয়ের ফলে আবার লাইনচ্যুত হয়ে এখানে আসছেন কে জানে?

www.pathagar.com

ভাইয়ের টেলিগ্রামটা হোমস ওয়াটসনের হাতে দিলেন। তাতে লেখা আছে ক্যাডোগান ওয়েস্ট-এর ব্যাপারে দেখা করতে যাচ্ছি এক্ষুনি, ব্যাপারটা খুবই জরুরি।

হোম্‌স্ বললেন,—মাইক্রফট ব্রিটিশ গভর্মেন্টে কাজ করেন। বছরে পান চারশো পঞ্চাশ পাউন্ড। এবং এখনো তিনি সহকারীই রয়ে গেছেন। কোনো রকম উচ্চাশাই তার মনে নেই—না সম্মানের, না উপাধির, অথচ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিহার্য তিনি।

ওয়াটসন বললেন, 'কিন্তু তা কী করে হয়?'

হোমস বললেন অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান তাঁর। এ তাঁর নিজেরই কৃতিত্ব। তাঁর কাজ যেমন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, তেমনি তাঁর বহুবিধ ঘটনা ধরে রাখবার অমন ক্ষমতা আর কারো আছে কিনা সন্দেহ। যে বিশেষ ক্ষশতা আমি অপরাধ তত্ত্বে প্রয়োগ করেছি, তিনি তা প্রয়োগ করেছেন এই বিশেষ কাজে। যে কোনো বিভাগের যে কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—অর্থাৎ তিনি যেন কোনো ক্লিয়ারিং হাউস—তিনি সায় দিলে তবে তা গৃহীত হবে। অন্য সবাই যে যার কাজে বিশেষজ্ঞ, কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য হল যে কোনো বিষয়ে। ধরো কোনো মন্ত্রীর কোনো খবর দরকার হল নৌবাহিনী বা ভারত বা কানাডা বা দ্বি-ধাতুমান নিয়ে। পৃথক পৃথক বিভাগ থেকে তিনি এসব খবর পেতে পারতেন বটে, কিন্তু এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধেই আলোকপাত করা একমাত্র মাইক্রফটের পক্ষেই সম্ভব। কোনো কাগজ পত্র না দেখেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারেন কীভাবে এসব পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ। প্রথম প্রথম সময় সংক্ষেপের জন্যে তাঁকে ব্যবহার করা হত। কিন্তু ইদানীং উনি নিজেকে একেবারে অপরিহার্য করে তুলেছেন। তাঁর বিরাট মগজে সমস্ত কিছুই যেন খোপ খোপ করে সাজানো—প্রয়োজনমতো মুহূর্তের মধ্যে বার করতে পারেন।

ওয়াটসন মুচকি হেসে বললেন—হয়েছে, হয়েছে। তারপর সোফার ওপর ছড়ানো কাগজগুলো হাতড়াতে লাগলেন। হ্যাঁ, এই তো! রবিবার সকালে যে তরুণটিকে ভূগর্ভস্থ রেল লাইন থেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় সেইই তো ক্যাডোগান ওয়েস্ট! আর তদন্ত একটা হয়েছিল, তাতে অনেক নোতুন নোতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ভালো করে লক্ষ্য করলে মনে হবে এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা খানিকটা আছে।

হোমস আরাম-চেয়ারে ভালো করে বসে বললেন, আচ্ছা ওয়াটসন, সমস্ত ঘটনাটা শুনি এবার।

ওয়াটসন বললেন, লোকটির বয়স সাতাশ, অবিবাহিত, নাম ক্যাডোগান ওয়েস্ট। উলউইচ আর্সেন্যালের এক কেরানি ছিল সে। মানে গভর্নমেন্টের চাকুরে। সোমবার রাতে সে হঠাৎ উলউইচ থেকে চলে যায়, তাকে সবশেষে দেখে তার বাগদত্তা মিস্ ভায়োলেট ওয়েস্ট বেরি। সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ওয়েস্ট, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তাকে ছেড়ে কুয়াশার মধ্যে চলে যায়। কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয় নি। তার এরকম ব্যবহারের কোনো কারণই মেয়েটি আন্দাজ করএত পারে নি। এরপর তার সম্বন্ধে যা জানা যায় সে হল, লন্ডনের ভূগর্ভস্থ রেলের আল্ডগেট স্টেশনের ঠিক বাইরে রেললাইন তত্ত্বাবধায়ক মেসনের কাছ থেকে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময়ে—পশ্চিমমুখো যেতে বাঁ রেলপথের থেকে তফাতে স্টেশনের কাছাকাছি—ভূগর্ভ থেকে যে জায়গায় গাড়ি বেরিয়ে আসে তার কাছে। মাথাটায় প্রচুর জখম ছিল—অমন আঘাত গাড়ি থেকে পড়ে গেলে সম্ভব। এসব খবর আমার খবরের কাগজে পড়া।

হোম্‌স্ বললেন,—ও, মামলাটা তাহলে বেশ পরিষ্কার বলেই মনে হচ্ছে। লোকটি ট্রেন থেকে পড়ে গেছে বা তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে—জীবিত বা মৃত অবস্থায়। এ পর্যন্ত কোনো গোলমাল নেই। তারপর?

ওয়াটসন বললেন, 'পুবমুখো ট্রেনগুলো যে লাইন দিয়ে যায় তার ধারে পাওয়া যায় মৃতদেহটা। তরুণটি যখন মারা যায় তখন অনেক রাত। এ লাইনের কোনো ট্রেনেই সে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন্ স্টেশনে সে ট্রেনে উঠেছিল তা আন্দাজ করা অসম্ভব।

হোম্‌স্ বললেন, 'কেন, টিকিট দেখলেই তো বোঝা যাবে। এবং যখন ওয়াটসনের মুখে

www.pathagar.com

শুনলেন, যে, কোনো টিকিটই তার পকেটে ছিল না, তখন বললেন, অস্বাভাবিক ব্যাপার তো! ওয়াটসন, আমার অভিজ্ঞতায় বলে, টিকিট না দেখিয়ে এসব স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকা যায় না। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে একটা টিকিট তার ঠিকই ছিল, তবে সেটা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, পাছে জানা যায় কোনো স্টেশন থেকে সে আসছে? সেটা অবশ্য সম্ভব। না কি, টিকিটটা সে গাড়িতে ফেলে দিয়েছে? তাও অসম্ভব নয়। কিন্তু যাই হোক ব্যাপারটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ডাকাতির কোনো নির্দশন নিশ্চয়ই ছিল না?

ওয়াটসন বললেন, 'আপাতদৃষ্টিতে তো ছিল না বলেই মনে হয়। তার সঙ্গে যা যা ছিল তার একটা তালিকা এখানে আছে। তার মানি ব্যাগ, তাতে ছিল দু-পাউন্ড পনের শিলিং। আর একটা চেক বইও ছিল—ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিজ ব্যাঙ্কের উলউইচ শাখার। এইটি দিয়েই তাকে সনাক্ত করা হয়েছিল। দুটি টিকিটও ছিল উলউইচ থিয়েটারের ড্রেস সার্কেল-এর। আর ছিল কারিগরি কাগজপত্রের একটা প্যাকেট।

তৃপ্তিব্যাঞ্জক একটা শব্দ করে হোম্‌স্ বললেন—এতক্ষণে বোঝা গেল ওয়াটসন, ব্রিটিশ গভর্মেন্ট—উলউইচ-আর্সেন্যাল—কারিগিরি কাগজপত্র—মাইক্রফট।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিচারিকা দীর্ঘদেহ জমকালো পোশাকে সজ্জিত মাইক্রফট হোম্‌স্‌কে নিয়ে এল। ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। তাঁর পেছন পেছন এলেন গম্ভীর প্রকৃতির স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেড। কোনো কথা না বলে লেসট্রেড হোম্‌সের সঙ্গে করমর্দন করলেন। আর মাইক্রফট অনেক ধস্তাধস্তির পর ওভারকোটটা খুলে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, জানো শার্লক, একটা বিশ্রী ব্যাপারে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। শ্যামদেশের এখন যা পরিস্থিতি তাতে অফিস থেকে বেরোনো আমার পক্ষে বেজায় অস্বস্তিকর। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই অত্যন্ত সঙ্কটজনক—প্রধানমন্ত্রীকে কখনো এত বিচলিত হতে দেখি নি। আর নৌ সচিবসভার যেন ঢিল-খাওয়া মৌচাকের মতো অবস্থা। মামলাটা তুমি পড়েছ?

শার্লক হোম্‌স্ বললেন—এইমাত্র ওয়াটসন আমাকে পড়ে শোনোল। কারিগরি কাগজগুলো কী?

মাইক্রফট বললেন, 'সেইটাই তো সমস্যা। ভাগ্যি সেটা এখনো প্রকাশ পায় নি তাই, না হলে ভীষণ ক্ষেপে যেত খবরের কাগজগুলো। বেচারার পকেটে যে কাগজগুলো ছিল সেগুলো হল ব্রুস পার্টিংটন ডুবোজাহাজের নক্সা। এমন ভঙ্গি করে মাইক্রফট কথাটা বললেন যে, ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না। শার্লক আর ওয়াটসন চুপ করে রইলেন আরো শুনবেন বলে।

মাইক্রফট আবার বলতে শুরু করলেন—গভর্মেন্টের যাবতীয় গোপন তথ্যের মধ্যে এইটিই সবচেয়ে সঙ্গোপনে রাখা হত। জেনে রাখো, এই ব্রুস পার্টিংটনের পরিধির মধ্যে জলযুদ্ধ একেবারে অসম্ভব। এই উদ্ভাবনার একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্যে দুই বছর আগে এস্টিমেট থেকে প্রচুর টাকা গোপনে পাচার হয়েছিল—এর গোপনীয়তা বজায় রাখবার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা হয়েছে। অত্যন্ত জটিল এই নক্সা। যে গোটা তিরিশেক আলাদা আলাদা পেটেন্ট এর জন্যে নেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটাই নক্সাটাকে কার্যকরী করে তোলবার পক্ষে অপরিহার্য। এগুলো রাখা হত বারুদঘর সংলগ্ন কোনো গুপ্ত দপ্তরের এমন এক সিন্দুকের মধ্যে যার মধ্যে জটিলতার শেষ নেই। সেখানকার দরোজা জানলা সব এমনভাবে তৈরি যাতে চুরি বা ডাকাতি একেবারেই অসম্ভব। কোনো পরিস্থিতিতেই এই নক্সা ওখান থেকে সরানোর কথা নয়। নৌবাহিনীর প্রধানের পর্যন্ত প্রয়োজন হলে ওখানে গিয়ে দেখে আসতে হবে। অথচ দেখো, সেগুলো পাওয়া গেল দপ্তরের এক মৃত নিম্নতন কর্মচারীর পকেট থেকে। অফিসের পক্ষে এ এক সাংঘাতিক ঘটনা। আর বিপদ হচ্ছে যে, চুরি গেছিল দশটা কাগজ অথচ ওর কাছে পাওয়া গেছে সাতটা। যে তিনটি পাওয়া যাচ্ছে না সেগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ। এ এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রশ্ন। এর সমাধান তোয় করতেই হবে। কেন ক্যাডোগান ওয়েসটট কাগজগুলো নিয়েছিল, 'তার মৃতদেহ ওখানে কী করে গেল—হারানো

www.pathagar.com

কাগজগুলো কোথায় গেল—এসব সমস্যার তোমাকে সমাধান করতে হবে। তাহলে দেশের উপকার করা হবে তোমার।

শার্লক বললেন—মামলাটা সত্যিই কৌতূহলদ্দীপক। মামলাটা আমি নিলাম। এবার ভাই, আরো কিছু তথ্য আমায় দাও দেখি।

মাইক্রফট বললেন, 'এই কাগজটায় আমি সেইসব ঘটনা লিখে রেখেছি যেগুলো আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আর কয়েকটা ঠিকানাও এখানে লিখেছি যেখানে তুমি সাহায্য পেতে পারো। কাগজগুলোর প্রকৃত অভিভাবক হচ্ছেন সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞ স্যার জেমস ওয়াল্টার। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। এমনই এক মানুষ তিনি, যাঁর দেশপ্রেম সম্পূর্ণ সন্দেহের অতীত। যে দুজনের জিম্বায় সেই সিন্দুকের চাবি থাকে তাদের একজন হলেন তিনি। সোমবার যতক্ষণ অফিস খোলা ছিল ততক্ষণ যে কাগজগুলো যথাস্থানে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বেলা তিনটে নাগাদ স্যার জেমস্ চাবি নিয়ে বেরিয়ে যান লন্ডনে যাবেন বলে। বার্কলে স্কোয়ারের অ্যাড্মিরাল সিনক্লেয়ারের বাড়িতে তিনি সমস্ত সন্ধ্যেটা কাটান। এবং সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটে।

শার্লক জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনাটা যাচাই করা হয়েছে তো? মাইক্রফট বললেন—হ্যাঁ, তাঁর ভাই কর্নেল ভ্যালেন্টাইন ওয়াল্টার তাঁর উলউইচ ত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন। এবং অ্যাডমিরাল সিনক্লেয়ার সাক্ষিতে তাঁর লন্ডনে পৌঁছানোর কথা বলেছেন। অতএব মনে হচ্ছে স্যর জন্য প্রত্যক্ষভাবে এ সমস্যার সঙ্গে জড়িত নন।

আর বাকি চাবিটা যার কাছে ছিল সে কে?—শার্লক জিজ্ঞেস করলেন।

মাইক্রফট বললেন, 'সিনিয়র কেরানি আর নক্সাকার সিডনি জনসন। বয়স চল্লিশ একটু বিষণ্ণ লোকটি। কিন্তু সরকারি মহলে প্রচুর সুনামের অধিকারী। সহকর্মীদের মধ্যে তিনি খুবই অপ্রিয়। প্রচুর পরিশ্রমী। তাঁর বিবৃতি হল (এর সমর্থন করেছেন শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী), সোমবার অফিস থেকে ফিরে তিনি আর বাড়ি থেকে বেরোন নি। এবং তার চাবিও সব সময়েই ছিল ঘড়ির চেন যেখানে রাখা হত সেখানে।'

শার্লক এবার মাইক্রফটের কাছে ক্যাডোগান ওয়েস্ট সম্বন্ধে জানতে চাইলে, মাইক্রফট বললেন, 'দশবছর হল সে ওখানে কাজ করছিল এবং কাজ ভালো করত সে। স্বভাবটা তার ভালোই ছিল তবে একটু রগচটা বলে বদনামও ছিল। সাদাসিধে, সৎ, ক্যাডোগানের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। সে ছিল অফিসে সিডনি জনসনের ঠিক নিচে। তার যা কাজ তাতে রোজই তাকে এই নক্সাগুলো নাড়াচাড়া করতে হত। সে ছাড়া আর কেউ ওখানে হাত দিত না।'

সেদিন রাতে কে নক্সাগুলো চাবিবন্ধ করেছিল? হোম্স্ প্রশ্ন করলেন। মাইক্রফট বললেন—সিনিয়র ক্লার্ক সিডনি জনসন।

শার্লক গম্ভীরভাবে বললেন—তাহলে দেখা যাচ্ছে নক্সাগুলো কে নিয়েছে সে বিষয় আর কোনো সন্দেহই নেই। সেগুলো এই জুনিয়ার কেরানির কাছে পাওয়া গেছে এই তো?

হ্যাঁ, মাইক্রফট বললেন—কিন্তু শার্লক, কেন সে ওগুলো নেবে? তবে তুমি বলতে পারো ওগুলোর বিনিময়ে খুব সহজেই কয়েক হাজার পাউন্ড পাওয়া যেতে পারত।

শার্লক বললেন—বিক্রি করা ছাড়া ওগুলো লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার আর কোনো কারণ থাকতে পারে বলে তুমি মনে করো কি? যদি তা না করো তাহলে আপাতত কাজ চালানোর জন্যে সেটা ধরেই এগোনো যাক। ওয়েস্ট এর পক্ষে কাগজগুলো নেওয়া সম্ভব কেবলমাত্র কোনো নকল চাবির সাহায্যে। অনেকগুলো নকল চাবিই তার কাছে ছিল। গোপন তথ্য বিক্রি করবার জন্যে সে লন্ডনে যায়। এবং নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য ছিল পরদিন সকালে খোঁজ পড়ার আগে যথাস্থানে রেখে দেওয়া। আর সেই উদ্দেশ্যে লন্ডনে যায় এবং মারা পড়ে। আর ধরে নেওয়া যেতে পারে মৃত্যুটা তার হয়েছিল—সে উলউইচে যখন ফিরে আসছিল, তখন তাকে হত্যা করে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

মাইক্রফট বললেন—কিন্তু লন্ডন ব্রিজে যেতে হয় আলডগেট স্টেশন থেকে, আর যেখানে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে সে জায়গা। অনেক কারণ থাকতে পারে যে জন্যে সে লন্ডন ব্রিজের উপর দিয়ে গেছিল। যেমন ধরো, সেই কামরায় এমন এক ব্যক্তি ছিল যার সঙ্গে সে কথাবার্তায় একেবারে মশগুল হয়ে গিয়েছিল।

এবং সেই কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যার ফলে তাকে প্রাণ দিতে হয়। হয়তো সে কামরা থেকে চলে আসতে চাইছিল এবং তাতে পড়ে গিয়ে মারা যায় এবং তার সঙ্গী দরোজাটা বন্ধ করে দেয় তখন। ঘন কুয়াশা থাকায় ব্যাপারটা কারো চোখে পড়ে নি।

শার্লক বললেন, 'এটা সম্ভবও হতে পারে।'

মাইক্রফট পুনরায় বলতে লাগলেন—এ-পর্যন্ত যা যা তথ্য আমরা পেয়েছি তাতে এর চেয়ে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত আর কী হতে পারে? কিন্তু তাহলেও ভেবে দেখো শার্লক, কত কিছুই এখনো অজানা রয়ে গেছে। তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যেতে পা ক্যাডোগান ওয়েস্ট কাগজগুলো নিয়ে যাচ্ছিল। নিশ্চয়ই তাহলে বিদেশীয় ব্যক্তি বিশেষটির সঙ্গে দেকা করবার জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট কলেচিল, সুতরাং সেদিন বিকেলের জন্যে অন্য কোনো কাজ সে রাখত না। অথচ সেদিনই সন্ধ্যায় থিয়েটারে যাবে বলে দুটো টিকিট কেটেছে, বাগ্‌দত্তাকে সঙ্গে করে বেরিয়েছে, অর্ধেক পথ পর্যন্ত এগিয়েছে, আর তার পরেই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

লেসট্রেড বললেন, 'লোকের চোখে ধূলো দেবার জন্যেই নিশ্চয়ই।'

মাইক্রফট বললেন, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আচ্ছা প্রথম হল এই। দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে—ধরো সে লন্ডনে পৌছে বিদেশী ব্যক্তিটির সঙ্গে দেখা করল। সকালে অফিস খোলার আগেই তাকে কাগজগুলো যথাস্থানে রেখে দিতে হবে, নতুবা জানাজানি হয়ে যাবে। দশটা কাগজ নিয়ে সে বেরিয়েছিল, অথচ তার পকেটে পাওয়া যায় মাত্র সাতটা। তাহলে বাকি তিনটের কী হল? নিশ্চয়ই সেগুলো স্বেচ্ছায় ফেলে আসে নি? তারপর ধরো, এই বিশ্বাসঘাতকতা করে যে টাকাটা সে পেল সেটাই বা কোথায়? প্রচুর টাকা তো তার পকেটে থাকার কথা।

লেসট্রেড বললেন—ব্যাপারটা আমি বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি এবং এতে আমার সন্দেহমাত্র নেই। কাগজগুলো সে নিয়েছিল বিক্রি করার জন্যে। নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়। কিন্তু দরদামে পোষায় না। তকন সে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই বিশেষ ব্যক্তিটিও ট্রেনে উঠে পড়ে। ট্রেনে উঠে লোকটি খুন করে তাকে। তারপর দরকারি কাগজগুলো হাত করে মৃতদেহটা ফেলে দেয় কামরা থেকে। আর পাছে টিকিটটা থেকে জানা যায় লোকটির বাড়ির নিকটবর্তী স্টেশন কোন্‌টি তাই নিহতের পকেট থেকে টিকিটটাও নিয়েছিল।

শার্লক হোম্‌স্ বললেন, 'বাঃ লেসট্রেড, বেশ, তোমার যুক্তি এ পর্যন্ত ধোপে টিকছে বটে। এবং সেইটিই যদি সত্য হয় তাহলে এ মামলার এখানেই সমাপ্তি। একদিকে দেখা যাচ্ছে প্রতারকের দণ্ড হয়েছে, আর অন্য দিকে, ব্রুস পার্টিংটন ডুবোজাহাজের নক্সা ইতিমধ্যেই দেশছাড়া হয়েছে। এখন তাহলে আমাদের কর্তব্য কী?'

কাজ—কাজ—কাজে নামতে হবে শার্লক—লাফিয়ে উঠে বললেন, 'মাইক্রফট হোম্‌স্—আমার মন কিছুতেই এ যুক্তি মানতে পারছে না। তোমার ক্ষমতা কাজে লাগাও—যাও ঘটনাস্থলে যাও। যাদের সন্দেহ হয় দেখা করো তাদের সঙ্গে। কোথাও কোনো ফাঁক রেখো না। দেশকে সেবার এত ভালো সুযোগ আর তুমি পাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে শার্লক তোম্‌স্ বললেন, 'এসো, ওয়াটসন। আর লেসট্রেড, দুই একটা ঘণ্টা কি তোমায় আমাদের সঙ্গে পেতে পারি? আমাদের অনুসন্ধান শুরু হবে আল্ডাগেট স্টেশন থেকে। বিদায় মাইক্রফট, সন্ধ্যের আগেই তোমায় একটা রিপোর্ট দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লেসট্রেড, হোম্‌স্ আর ওয়াটসন আল্ডগেট স্টেশনের কাছে পৌছে গেলেন, ভূগর্ভ রেল যেখানে ওপরে উঠে এসেছে সেখানে রেলের প্রতিনিধি ভদ্রলোকটি

www.pathagar.com

লালমুখো বিনয়ের সঙ্গে তিনি দেখালেন, রেললাইন থেকে ফুট তিনেক তফাতে—এই জায়গায় পড়েছিল মৃতদেহটা। ওপর থেকে পড়া সম্ভব নয়, কারণ দেখছেনই তো, দেয়ালগুলো কেমন ফাঁকা। সুতরাং কেবলমাত্র কোনো ট্রেন থেকেই ওখানে পড়া সম্ভব এবং এমন কোনো ট্রেন থেকে যেটা সোমবার মাঝরাত নাগাদ ওখান দিয়ে গেছে।

শার্লক জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, গাড়ির কামরাগুলো পরীক্ষা করে কোনো ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন পাওয়া যায় নি। কোনো টিকিটও পাওয়া যায় নি। আর ট্রেনের কোনো দরোজাও খোলা ছিল না।

লেসট্রেড বললেন, 'একটা নতুন তথ্য আজ সকালে পেয়েছি। একটা সাধারণ গাড়ির এক যাত্রী বলেছেন, সোমবার রাত ১১.৪০ মি. নাগাদ গাড়িটা ঐ স্টেশনে পৌঁছতে যাবে, এমন সময় একটা ভারি বস্তুর পতনের শব্দ পান। কিন্তু কুয়াশা ঘন তাকায় কিছুই দেখতে পান নি। সেই সময় তিনি কোনো রিপোর্ট করেন নি। ওকি" কি. হোম্‌সের কী হল?

হোমস তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন, যেখানে রেললাইন বাঁক নিয়ে ওপরে উঠে গেছে—তাঁর মুখে ব্যগ্রতার চিহ্ন স্পষ্ট। আল্ডগেট হল এক জংশন স্টেশন, অনেক রেললাইন সেখানে। তাঁর কাঁপা দু-ঠোঁট আর তীক্ষ্ণ সতর্ক মুখ, নাসারন্ধ্রের কম্পন আর রোমবহুল দুই ভ্রুর একাগ্রতা লক্ষ করা গেল। বিড়বিড় করে বলছিলেন, পয়েন্টগুলো—এই পয়েন্টগুলো। আচ্ছা, এ ধরনের রেললাইনে তো খুব বেশি পয়েন্ট থাকে না, 'তাই না?' আর একটা বাঁক। কয়েকটা পয়েন্ট, আর একটা বাঁক। হা ঈশ্বর, সত্যিই যদি তা হত!

লেসট্রেড বললেন, 'এসব কী বলছেন মি. হোমস! আপনি কি কোনো সূত্র পেয়েছেন?'

শার্লক হোমস বললেন, 'উঁহু, একটা ধারণা মাত্র। একটা নির্দেশ, তাছাড়া কিছু নয়। তবে, মামলাটা আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে বৈকি। আশ্চর্য অতি আশ্চর্য! কিন্তু তা-ই বা কেন? লাইনে রক্তের কোনো চিহ্ন দেখছি না তো! খানিকটা রক্ত অন্তত থাকার কথা! যে যাত্রী বলেছিলেন ভারী বস্তু পতনের আওয়াজ পেয়েছেন, তার কামরাটা কি পরীক্ষা করা যেতে পারে?'

লেসট্রেড বললেন, 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে প্রত্যেকটি কামরা খুব যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছে। আমার চোখের সামনেই হয়েছে।'

হোম্‌স্ বললেন, 'এখানকার কাজ শেষ, এবার চলো ওয়াটসন আর লেসট্রেড, আর তোমায় আটকে রাখছি না। আমাদের তদন্তের পটভূমি এবার হবে উলউইচ। লন্ডন ব্রিজে পৌঁছে শার্লক মাইক্রফটের জন্যে একটা টেলিগ্রাম লিখে ওয়াটসনের হাতে একবার দিলেন পাঠাবার আগে। তাতে লেখা ছিল, 'কিঞ্চিৎ আলোর সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু হয়তো তা নিভে যেতে পারে। ইংল্যান্ডে যতো বিদেশী গুপ্তচর আছে তাদের সকলকার নাম আর পুরো ঠিকানা নিয়ে কেউ যেন বেকার স্ট্রিটে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করে। ওয়াটসনকে বললেন, এটা কাজে লাগবে ওয়াটসন, উলউইচের ট্রেনে বসে শার্লক হোম্‌স্ মন্তব্যে করলেন, এমন একটা অসাধারণ মামলার জন্যে নিশ্চয়ই আমরা মাইক্রফটের কাছে ঋণী। শোনো, আমার একটা ধারণা হয়েছে। যেটা হয়তো আমায় অনেকটা এগিয়ে দেবে। দেখো, লোকটির মৃত্যু হয়েছে অন্য কোনো জায়গায়, এবং তার মৃদদেহটা রাখা হয়েছিল কোনো রেল কামরার ছাদের ওপরে। কিন্তু ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখলে বেশ বোঝা যায় এটা কি নিতান্তই কাকতলীয় যে, মৃতদেহটি পাওয়া গেল ঠিক সেখানে গাড়িটা যেখানে মোড় ফিরল? গাড়ির ছাদে যদি কোনো বস্তু থেকে থাকে তাহলে ঠিক এই জায়গাটাতেই পড়ে যাওয়ার কথা নয়? কিন্তু গাড়ির ভেতরকার কোনো বস্তুই অমন কাৎ হলে পড়ে যাবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হয় মৃতদেহটা গাড়ির ছাদ থেকে ড়ে গেছে, নতুবা এক অত্যন্ত আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটেছে। আচ্ছা, এবার রক্তের কথাটা যদি ধরা যায়, রক্তপাতটা যদি অন্যত্র হয়ে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে রেললাইনে কোনো রক্ত থাকবে না। প্রতিটি ঘটনা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। এবং প্রত্যেকটি একত্র হয়ে রীতিমত জোরদার হয়ে উঠেছে। আর টিকিট না থাকার কোনো কারণই যে আমরা

www.pathagar.com

এতক্ষণ আবিষ্কার করতে পারি নি—তা ক্রমশঃ এ ঘটনার সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে যাচ্ছে তবে মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারে আমরা এখনো একটুও অগ্রসর হতে পারি নি। রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এইটুকু বলে মি. হোম্‌স্ চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেলেন। এই অবস্থা চলল, যতক্ষণ না মন্থরগতি গাড়িটা অবশেষে উলউইচ স্টেশনে ঢুকল। সেখানে নেমে একটা গাড়ি ডেকে শার্লক হোম্‌স্ মাইক্রফটের কাগজপত্রগুলো বার করলেন। তারপর বললেন, আজ বিকেলে আমাদের বেশ কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। তার মধ্যে স্যার জেম্‌স্ ওয়াল্টারের সঙ্গেই সবচেয়ে আগে দরকার। চলো ওখানেই যাওয়া যাক্।

ঘণ্টা বাজাতেই একজন পরিচারক এসে শুক্‌নো মুখে ভলল, স্যার জেম্‌স্? আজ সকালে তিনি মারা গেছেন।

অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে শার্লক হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছিল তার?

অনুগ্রহ করে ভিতরে আসুন স্যার, তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

একটা স্বল্লালোকিত ঘরে হোম্‌স্ ও ওয়াটসনকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে পরমুহূর্তেই বছর পঞ্চাশেকের একজন সুদীর্ঘ সুপুরুষ প্রবেশ করলেন। মৃত বিজ্ঞানীর ছোট ভাই। চোখের বন্য দৃষ্টিতে, গালের দাগে আর এলোমেলো চুলে শোকের চিহ্ন স্পষ্ট। ফ্যাঁস্ ফেঁসে গলায় বললেন, কেলেঙ্কারির একশেষ! আমার ভাই স্যার জেমস্ ছিলেন আত্মসম্ভ্রমের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতার। তাই এই ঘটনার আঘাত সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি, তাঁর বুক ভেঙে গেছিল। দপ্তরের কর্ম কুশলতা নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না, তাই এ আঘাত একেবারে তাঁর মর্মে বিদ্ধ হয়েছে। তিনি যা জানতেন সবই পুলিশের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। ক্যাডোগান ওয়েস্ট যে অপরাধী এ বিষয়ে স্বভাবতই তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এটুকু ছাড়া আর কোনো কিছু সম্বন্ধেই তাঁর কিছুমাত্র ধারণা ছিল না।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ব্যাপারে আপনি যা জানেন বলুন?'

ভদ্রলোক বললেন, কাগজে যা পড়েছি আর শুনেছি তার বাইরে আমি কিছুই জানি না। অশিষ্টতার জন্যে মাফ্ করবেন মি. হোম্‌স্। কিন্তু বুঝছেন তো, আমাদের যা মনের অবস্থা তাতে আপনাকে অনুরোধ করব জিজ্ঞাসাবাদটা একটু সংক্ষেপে সারতে।

কথাবার্তা শেষে গাড়িতে ফিরে হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন, 'সত্যিই এ এক অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। জানি না এ মৃত্যু স্বাভাবিক, না কি বেচারা আত্মহত্যা করেছেন। যদি আত্মহত্যাই হয়, সে কি তবে কৃতকর্মের অনুশোচনায়? কর্তব্যে অবহেলার গ্লানিতে? সে প্রশ্ন এখন থাক? আপাততঃ চলো, ক্যাডোগান ওয়েস্ট-এর বাড়িতে চলো।

শহর শেষের ছোটোখাটো ছিমছাম বাড়িটায় শোকার্তা ক্যাডোগানের মায়ের সঙ্গে দেখা হল। তিনি এত শোকে অভিভূতা ছিলেন, যে কিছুই তাঁর কাছ থেকে জানা সম্ভব হল না। তবে, তাঁর পাশেই এক তরুণী, তার মুখটা সাদা—মিস্ ভায়োলেট। ওয়েস্টবেরি বলে সে নিজের পরিচয় দিল, সে ছিল মৃতের বাগ্‌দত্তা। মৃত্যুর দিন রাতে তারই সঙ্গে ওয়েস্ট-এর শেষ দেখা হয়।

তরুণীটি বলল—এর কোনো আগামাথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মি. হোম্‌স্—দুর্ঘটনার খবর পাওয়া থেকে আমি একটুও ঘুমোতে পারি নি। শুধু ভাবছি, ভাবছি আর ভাবছি। সারা দিন আর সারা রাত—কী এর অর্থ হতে পারে। আর্থারের মতো অমন একাগ্র, সাহসী আর দেশপ্রেমী আর একজনও পৃথিবীতে নেই। এমনকি সে নিজের ডান হাত পর্যন্ত কেটে ফেলবে তবু রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোনো গোপন তথ্য বিক্রি করবে না। যে তাকে চেনে সেই-ই বলবে এমন কাজ তার পক্ষে অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব।

হোম্‌স্ বললেন, 'কিন্তু মিস্ ওয়েস্টবেরি, আমরা এসেছি তথ্য সংগ্রহ করতে।'

ওয়েস্টবেরি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো বটেই। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে এর কিছুই আমি বলতে পারব না।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তার কি টাকার অভাব ছিল?'

www.pathagar.com

না। মিস্ ওয়েস্টবেরি বললেন, সে বেশ মোটা টাকা মাইনে পেত। কয়েকশো পাউন্ড সে জমিয়েছিল, ঠিক হয়েছিল নববর্ষের দিনে আমাদের বিয়ে হবে।

আচ্ছা, কোনোরকম মানসিক উত্তেজনা কি ওঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন? বলুন মিস্ ওয়েস্টবেরি, সম্পূর্ণ মন খুলে কথা বলুন—হোম্‌স্ বললেন।

তরুণীর আচরণে কিছু পরিবর্তন হোম্‌সের নজরে পড়ল। আরক্ত মুখে তরুণীটি বলল, হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছিল যেন কি একটা যেন তার মনের মধ্যে রয়েছে। দিন সাতেক আমি এইরকম চঞ্চলতা তার মধ্যে দেখেছিলাম। এ নিয়ে তাকে আমি একদিন চাপ দিতেই ও স্বীকার করল, 'অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে তার মাথায় একটা দুঃশ্চিন্তা চেপে বসেছে। ব্যাপারটা এতই গুরুত্বর যে তোমার কাছে তা খুলে বলতে পারছি না।

হোম্‌সের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলে যান, মিস ওয়েস্টবেরি। কোনো ভয় নেই।

তরুণীটি বলল আর একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি চাপ দিতেই সে গোপনীয় ব্যাপারটা কথা তুলেছিল। মনে হচ্ছে ও যেন বলেছিল, যে, বিদেশী গুপ্তচরেরা এই গোপন তথ্যের জন্যে প্রচুর টাকা দিতে প্রস্তুত।

হোম্‌সের মুখ আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, আর কিছু মনে পড়ে?

তরুণীটি বলল, 'হ্যাঁ বলেছিল এসব ব্যাপারে আমাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ যে কোনো প্রতারকের পক্ষেই নক্সাগুলো হাত করা সম্ভব।'

হোম্‌স্ এবার বললেন, 'আচ্ছা এবার সেই শেষ রাতের কথা বলুন তো? তরুণীটি বলল—সেদিন আমাদের থিয়েটারে যাবার কথা ছিল। এমন ঘন ঘুয়াশা ছিল যে গাড়ি নেবার প্রশ্নই ছিল না। তাই আমরা হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলাম। পথে ওর অফিস পড়ল। হঠাৎ ও কুয়াশার মধ্যে দৌড় দিল।'

হোম্‌স্ প্রশ্ন রাখলেন, 'কোনো কিছু না বলেই কেবল একটা বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণ করেই ও দৌড়তে লাগল।'

তরুণীটি বলল, 'আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু আর সে ফিরল না। তখন আমি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরলাম। পরদিন সকালে অফিস খুলতে ওরা আমার কাছে এল খোঁজ করতে। ভয়ঙ্কর খবরটা পেলাম বেলা বারোটা নাগাদ। মি. হোম্‌স্, স্যার, আপনি যদি তার সম্মানটা রক্ষা করতে পারেন! কারণ আত্মসম্মানের মূল্য তার কাছে ছিল অনেক বেশি। তরুণীর চোখে জল!

বিষণ্নভাবে মাথা নাড়লেন হোম্‌স্। তারপর বললেন, চলো ওয়াটসন, এবার আমাদের অন্যত্র যেতে হবে। এখন চলো, যে অফিস থেকে কাগজগুলো খোয়া গেছে।

গাড়িতে যেতে যেতে হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—ছেলেটিকে ঘিরে আগেই মেঘ ঘনিয়েছিল, তদন্তের ফলে সেই মেঘ আরো ঘন হয়ে উঠল। ওর আসন্ন বিবাহই এই অপরাধের একটা উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াবে। কারণ বিয়েয়েত স্বাভাবিকভাবেই অনেক টাকার দরকার হয়ে থাকে।

অফিসে যেতেই উর্ধ্বতন কেরানি সিডনি জনসন হোম্‌সদের সঙ্গে দেখা করলেন। শার্লক হোম্‌সের কার্ড পেয়ে আর সকলের মতো তিনিও প্রচুর সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তার দুটি হাত স্নায়বিক উত্তেজনায় কাঁপছিল। বললেন, 'বিশ্রী ব্যাপার, অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার মি. হোমস—শুনেছেন তো কর্তা মারা গেছেন?'

হোমস বললেন, 'হ্যাঁ তাঁর ওখান থেকেই আসছি। কেরানী ভদ্রলোকটি বলতে লাগলেন, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। কর্তা মারা গেলেন। ক্যাডোড়ান ওয়েস্ট মারা গেছেন। কাগজগুলো উধাও। অথচ সোমবার সন্ধ্যাবেলা যখন ফিস বন্ধ হয় তখন পর্যন্ত আমাদের অফিসই ছিল সমস্ত সরকারি অফিসের মধ্যে সবচেয়ে কর্মতৎপর। কী সাংঘাতিক, ভাবতেও ভয় হয়। আর এত লোক থাকতে শেষে কিনা ক্যাডোগান এমন একটা কাজ করল? হোমস জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো প্রতিদিন সবশেষে অফিস থেকে বেরোন, তাই না, আচ্ছা, বলতে পারেন, কোথায় ছিল প্ল্যানগুলো?

www.pathagar.com

ভদ্রলোক বললেন, 'ওই সিন্দুকটার মধ্যে। আমি নিজেই ওখানে রেখেছিলাম।'

আচ্ছা মনে করুন, অফিস বন্ধ হওয়ার পর ক্যাডোগান ওয়েস্ট অফিসে ঢুকতে চেয়েছিল। কাগজগুলো হাতাতে হলে তাহলে তার সঙ্গে তিনটে চাবি থাকবে?

কেরানি ভদ্রলোক বললেন, 'এবং সেই রিংটা নিয়েই তিনি লন্ডনে যান? আর আপনি আপনার চাবিটা কখনো কাছছাড়া করেন নি তো? কেরানিটির মুখে স্রেফ্ না শুনে হোম্‌স্ পুনরায় বললেন, তা ক্যাডোগানই যদি অপরাধী হয় তো নিশ্চয়ই তার কাছে ওই রকম আরো তিনটে চাবি ছিল। আর একটা কথা, যদি এ অফিসের কোনো কেরানির ওগুলো বিক্রি করতে হয় তাহলে কি আসলগুলো না নিয়ে সেগুলো নকল করাই তার পক্ষে সহজ হতো না?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওগুলো ঠিকমতো নকল করতে হলেও বিষয়ের খুঁটিনাটি ব্যাপারে প্রচুর জ্ঞান থাকা দরকার।'

কিন্তু স্যার জেমসের, বা আপনার বা ওয়েস্ট-এর নিশ্চয়ই সেটুকু জ্ঞানের অভাব ছিল না?—হোম্‌সের মন্তব্য।

কেরানিটি বললেন—তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু মি. হোম্‌স্, দয়া করে আমায় এ ব্যাপারে জড়াবেন না। এসব আন্দাজের পার কী দরকার বলুন, যখন মূল কাগজগুলোই ওয়েস্ট-এর কাছ থেকে পাওয়া গেছে?

আশ্চর্য লাগছে ভেবে, কেন সে মূল কাগজগুলি চুরি করতে যাবে, যেখন সে সহজেই নকল করে নিতে পারত এবং সেই নকল দিয়েই দিব্যি কাজ চলত? যাই হোক্, আপনি কি মনে করেন যে তিনটি কাগজ খোয়া গেছে, তা পেয়ে, বাকি সাতটা কাগজ না পেলেও কোনো লোকএকটা ব্রুস্ পার্টিংটন ডুবোজাহাজ তৈরি করতে পারে?

কেরানিটি বললেন, 'নৌ সচিব সভায় আমি সেকথা বলেছি বটে, কিন্তু, আজ আবার নতুন করে নক্সাগুলো দেখে আর সে-কথা অমন জোর করে বলতে পারছি না। ফেরৎ পাওয়া কাগজগুলোর একটায় আছে স্বয়ংক্রিয় স্লট-এর নক্সার ডবল ভালভ। বিদেশীরা যদি সেটা আবিষ্কার করতে না পারে তাহলে ডুবোজাহাজ তৈরি করতে পারবে না। অবশ্য সে অসুবিধাও ওরা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে কাটিয়ে উঠতে পারে। তবে ঐ হারানো তিনটে নক্সাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

হোম্‌স্ বললেন, 'এবার আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বাড়িটা একটু ঘুরে দেখব।

হোম্‌স্ ক্রমে ক্রমে সিন্দুকের তালা, ঘরের দরোজা, এবং শেষপর্যন্ত জানলায় লোহার শার্সিগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু তাঁর কৌতূহল বিশেষভাবে জেগে উঠতে দেখা গেল যখন ওয়াটসনরা বাইরের মাঠে এসে পৌছোলেন। জানালার বাইরে একটা লরেলের ঝোপ ছিল, সেখানকার কয়েকটা ডালে দোমড়ানো মোচড়ানো চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। লেন্স নিয়ে হোম্‌স্ সেগুলো পরীক্ষা করলেন, তারপর নিচের মাটিতে কয়েকটা অস্পষ্ট চিহ্ন ছিল সেগুলোও ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর কেরানীটিকে বললেন, 'লোহার খড়খড়িগুলো বন্ধ করতে।' দেখা গেল সেগুলো ঠিক মিলছে না, 'ফাঁক যা থেকে যাচ্ছে সেখানে ওয়াটসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হোম্‌স্ বললেন, 'ভিতরে কী হচ্ছে তা বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব। এই তিনদিনের দেরিতে চিহ্নগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। ওয়াটসন উলউইচ আর আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। সামান্য খবরই আমরা এখানে সংগ্রহ করতে পেরেছি। এবার চল লন্ডনে, লন্ডনে গিয়ে কিছু সুবিধা করতে পারি কি না?

তবে উলউইচ স্টেশন ছাড়বার আগে আরো একটা খবর পাওয়া গেল। স্টেশনে যিনি টিকিট বিক্রি করেন, নিশ্চয়ই করে তিনি বললেন, ক্যাডোগান ওয়েস্টকে তিনি সোমবার রাতে দেখেছেন—তাঁর সঙ্গে মুখ চেনা ছিল—৮-১৫ মিনিটের গাড়িতে তিনি লন্ডন ব্রীজ স্টেশনে গেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কেউ ছিল না, থার্ড ক্লাসের একটা টিকিট তিনি কেটেছিলেন। ওয়েস্ট-এর নার্ভাস আর অত্যন্ত উত্তেজিত ব্যবহার লক্ষ্য করে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। এমনই নার্ভাস

www.pathagar.com

হয়েছিলেন যে, টিকিট কেটে ফিরতি পয়সা পর্যন্ত নিতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল। তাকে সাহায্য করেছিলেন তিনি।

টাইম টেবিল বোঝা গেল যে সাড়ে সাতটা নাগাদা মহিলাটির সঙ্গ ছেড়ে এলে এই ৮-১৫-র আগের কোনো ট্রেন ধরা যাত্রীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রায় আধ ঘণ্টা নীরবে কাটল। তারপর হোম্‌স্‌ বললেন, 'ওয়াটসন, এসো আমার ঘটনাগুলো গুছিয়ে নিই। শোনো—উলউইচের তদন্তের ফল বলতে গেলে ক্যাডোগান ওয়েস্ট-এর বিরুদ্ধেই গেছে। তবে, জানলার কাছে অনুসন্ধানের ফলে সেই বিরূপ ধারণার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। ধরা যাক্ কোনো বিদেশীয় প্রতিনিধি—ধরো, তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে, ব্যাপারটা কোনোমতেই প্রকাশ করা চলবে না। অথচ পরবর্তীকালে তার বাগদত্তার কাছে যে যা মন্তব্য করেছিল তা থেকে আন্দাজ করা যায় তার মনোভাব কোন্‌দিকে মোড় নিচ্ছিল। বেশ। এবার ধরা যাক্ সে বাগদত্তার সঙ্গে থিয়েটারে চলেছে। এমন সময় কুয়াশার মধ্যেই পলকের জন্যে সেই ব্যক্তির দেখা পেল—সে চলেছে তাদের অফিসের দিকে। ক্যাডোগান ছিল আবেগপ্রবণ মুহূর্তে সব কিছুর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসত। কর্তব্যের খাতিরে সব কিছুই তার কাছ তুচ্ছ হয়ে গেল। লোকটিকে অনুসরণ করে সে পৌঁছোলো জানলা পর্যন্ত। দেখল তাকে কাগজগুলো বের করতে। চোরের পিছু নিল সে। দেখো, নকল করা যখন সম্ভব তখন কেন চুরি করতে যাবে সে—এ আপত্তি আর টিকল না। এই বাইরের লোকটির দরকার ছিল মূলটাই। এ পর্যন্ত বেশ মিলে যাচ্ছে। এবর আর একটা মুস্কিল হল যে, মনে হতে পারে ক্যাডোগান-এর উচিত ছিল শয়তানটাকে পাকড়াও করে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করা। কেন সে তা করে নি? তবে কি চোর অফিসের কোনো উর্ধ্বতন কর্মচারী? সেক্ষেত্রে ক্যাডোগানের এইরকম আচরণের সমর্থন মেলে। কিংবা হয়তো এও হতে পারে যে সেই উর্ধতন কর্মচারী কুয়াশার অন্ধকারে পালিয়ে গেছে এবং ওয়েস্ট সঙ্গে সেঙ্গ লন্ডন অভিমুখে চলেছিল যাতে তাঁর আগে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোতে পারে—অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে সে তার বাড়ি চেনে। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা এতই জরুরি ছিল যে মেয়েটিকে কোনো খবর না দিয়েই সে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই পর্যন্ত এসে আমাদের সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে এবং দুটো ধারণা সৃষ্টির সময় থেকে, 'সাতটা কাগজ পকেটে একটা ট্রেনের ছাদে ওয়েস্ট-এর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়া—এর মধ্যে মস্ত একটা ফাঁক রয়ে গেছে। আমা রসহজ প্রবৃত্তি এখন চাইছে পেছন দিক থেকে তো, ব্যক্তি বিশেষকে বেছে নিয়ে আমরা একটার জায়গায় দুটো ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে পারি।

বেকার স্ট্রিটে এসে পৌঁছতেই একটা চিঠি পেলেন হোম্‌স্‌। গর্ভমেন্টের এক কর্মচারী খুব তাড়াহুড়ো করে চিঠিটা নিয়ে এসেছে। সেটায় চোখ বুলিয়ে হোম্‌স্‌ সেটা ওয়াটসনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল—

'ছোটোখাটো অনেকগুলো নামই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এরকম একটা বড় ব্যাপারে হাত দেবার উপযুক্ত অল্পই আছে। তাঁরা হলেন ওয়েস্টমিনেস্টারের ১৩ নং গ্রেট জর্জ স্ট্রিটের অ্যাডলভ্ মেয়ার, নটিংহিল-এর ক্যাম্পডেন ম্যানসনের লুই লা রেথিয়ের আর কেনসিংটনের ১৩ নং কলফীল্ড গার্ডেনস্-এর হিউগো ওবেরস্টাইন। শেষের ব্যক্তিটি সোমবার শহরে ছিলেন; কিন্তু এখন খবর হল, বাইরে গেছেন। শুনে কিছু খুশি হলাম যে, কিঞ্চিৎ আলোর আভাস পেয়েছ। মন্ত্রিসভা বিশেষ উদ্বেগের সঙ্গে তোমার শেষ রিপোর্টের প্রতীক্ষায় রয়েছে। অত্যন্ত উচ্চ পদ থেকে জরুরি তাগাদা এসেছে। দরকার হলে সমস্ত সরকারি বাহিনী তোমায় সাহায্য করবে। হাসতে হাসতে হোম্‌স্‌ মনে মনে বললেন, না—না রাজার সৈন্যবাহিনী, সে অশ্বারোহীই হোক্ বা পদাতিকই হোক—কোনো সাহায্যই করতে পারবে না আমাকে। তারপর তিনি লন্ডনের বড় মানচিত্রটা বিছিয়ে খুব আগ্রহ সহকারে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। পরক্ষণেই মুখে একটা তৃপ্তিব্যঞ্জক চুক্ চুক্ আওয়াজ করে বললেন। শেষ পর্যন্ত দেখছি পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে মোড় নিয়েছে। মনে হচ্ছে, খুব শীঘ্রই রহস্যের জাল ছিঁড়তে

www.pathagar.com

পারব। তারপর ওয়াটসনকে বললেন, আমি একটু বেরোচ্ছি—শুধুই বেড়িয়ে বেড়াব একটু—হুঁ, বিশ্বস্ত বিন্ধু এবং জীবনীকারটিকে পাশে না দিয়ে আমি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুই করব না। এখানেই তুমি থাক, ঘন্টা দুইয়েকের মধ্যে আমি ফিরে আসছি।

রাত ন'টা নাগাদ একজন দূত তাঁর একটা চিঠি নিয়ে এল—গোলর্ডিনির রেস্তোরাঁয় নৈশাহারে যাচ্ছি। রেস্তোরাঁটি হল কেনসিংটনের গ্লাস্টার রোডে। তাড়াতাড়ি চলে এসো। সঙ্গে নিয়ে এসো একটা সিঁধকাঠি, একটা কালো লণ্ঠন, একটা বাটালি আর একটা রিভলভার।

সাবধানে জিনিসগুলো নিয়ে ওভারকোটের মধ্যে লুকিয়ে ওয়াটসন নির্দিষ্ট ঠিকানায় যথাসময়ে পৌঁছোলেন। ডগডগে রং-এর ইতালীয় রেস্তোরাঁটির দরোজার কাছে একটা ছোট টেবিল নিয়ে বন্ধুবর বসেছিলেন। বললেন, কিছু খেয়েছ? বেশ, তবে এসো দুজনে কফি আর কিছু খাবার খাওয়া যাক।

হোম্‌স্‌ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, '১৩নং কোলফিল্ডের হিউগো ওভারস্টাইনকে বেছে নিয়েছিলাম আমার লোক হিসেবে। শুরু করলাম গ্লাস্টার রোড স্টেশন থেকে। স্টেশনের এক কর্মচারীর সাহায্য মিলল—রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম যথাস্থানে। নিঃসন্দেহ হলাম যে কোলফীল্ড গার্ডেনস্‌-এর পেছন দিকের সিঁড়ির খোলা জানলাগুলো ঠিক রেললাইনের ওপরেই এবং যোগাযোগের ফলে ভূগর্ভস্থ ট্রেনগুলো প্রায়ই ঠিক এই জায়গাতে কয়েক মিনিট থেমে দাঁড়ায়।'

ওয়াটসন বললেন, 'চমৎকার হোম্‌স্‌! তুমি ঠিকই ধরেছ।'

হ্যাঁ, এই পর্যন্ত আমি এগোতে পেরেছি। হোম্‌স্‌ বললেন—কিন্তু গন্তব্যস্থল এখনো অনেক দূর।—আচ্ছা, কোলফিল্ড গার্ডেনের পেছন দিকটা লক্ষ্য করার পর আমি সামনের দিকটা দেখে বুঝলাম পাশি পালিয়েছে। বিরাট বাড়িটা ওপরের ঘরগুলোয় আসবাবপত্র কিছু আছে বলে মনে হল না। একটি মাত্র বিশ্বস্ত চাকরের সঙ্গে ওবেরস্টাইন বাস করতেন। হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে যে ওবেরস্টাইন বিদেশে গেছেন বটে, কিন্তু চোরাই মাল বিক্রি করতে, পালাবার মতলবে নয়। কারণ ওয়ারেন্টের ভয় তাঁর নেই এবং কোনো সৌখিন গোয়েন্দা যে তাঁর বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান করবে একথা তাঁর মনে হয় নি। অথচ ঠিক তাইই আমরা করতে চলেছি। ওয়াটসন বললেন, 'ওখানে আমরা কী পেতে পারি বলে মনে কর?'

হোম্‌স্‌ বললেন, 'তা কোনো চিঠিপত্র পেয়ে যেতে পারি বৈকি! তোমার কাজ হবে শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখা। অপরাধ যা তা আমিই করব। ভেবে দেখো, মাইক্রফটের চিঠির কথা, অ্যাডমিরালটির কথা—মন্ত্রিসভার কথা, সেই অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিটির কথা যিনি খবরের জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছেন। যেতেই হবে আমাওেদর। চলো, মাত্র আধমাইল যেতে হবে আমাদের। তাড়াহুড়ো নেই। হেঁটেই যাই চলো। দেখো, মালপত্রগুলো যেন ফেলে দিও না কিন্তু। সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে যদি ধরা পড়ো তো মহা মুস্কিল হবে।

কোলফিল্ড গার্ডেনস্‌-এ পৌঁছোতেই পাশের পাড়িটার থেকে শিশু কণ্ঠের কলতানি শোনা গেল। কুয়াশা তখনো বন্ধুর মতো হোম্‌স্‌দের আড়াল করে রেখেছিল। লণ্ঠনটা জ্বেলে হোম্‌স্‌ বিরাট দরোজাটার ওপর আলো ফেললেন। দেখা গেল দরোজাটায় শুধু খিল দেওয়া নয়, চাবি দেওয়াও বটে। তার চেয়ে ভালো হবে ভিতর থেকে চেষ্টা করলে। একটা খিলান আছে ওখানে। কোনো কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ বাধা দিলে দিব্যি গা ঢাকা দেওয়া যাবে। একটু সাহায্য করো ওয়াটসন, আমিও তোমায় সাহায্য করব।

মিনিট খানেকের মধ্যেই হোম্‌স্‌রা যথাস্থানে পৌঁছে গেলেন। অন্ধকার ছায়ায় গিয়ে পড়তেই কুয়াশার মধ্যে থেকে পুলিশের পদচারণার ছন্দোময় শব্দ শোনা গেল। শব্দটা মিলিয়ে গেল হোম্‌স্‌ নিচের একটা দরোজার ওপর কাজ শুরু করলেন। ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখে নিয়ে চাপ দিতেই, তীক্ষ্ণ শব্দ করে সেটা খুলে গেল। একলাফে অন্ধকার গলিটা পার হয়েই বন্ধ করে দিলেন দরোজাটা। কার্পেট না পাতা বাঁকা সিঁড়ি বেয়ে হোম্‌স্‌রা উঠতে লাগলেন। একটা নিচের জানলার ওপর তাঁর বাতির হলদে আলোটা এসে পড়ল। এই যে, এই

www.pathagar.com

জানলাটাই হবে। এই বলে হোম্‌স্ জানলাটা খুলে ফেললেন। একটা ট্রেনের এগিয়ে আসার শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। শব্দটা উঁচু হতে হতে শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড গর্জন করে ওয়াটসনদের পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। জানলা দিয়ে আলো ফেললেন হোমস। ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঝুলে ভর্তি হলেও দেখা গেল, কোথাও কোথাও সেই ঝুল মুছে গেছে।

হোম্‌স্ বললেন, 'দেখেছ তো ওয়াটসন কোন্ জায়গায় মৃতদেহটা রাখা হয়েছিল? আরে আরে এই তো রক্তের দাগ। আর সিঁড়ির পাথরটার ওপরেও ও জানলার ফ্রেমেও রক্তের দাগ। ব্যস্ তদন্ত শেষ। এবার একটু অপেক্ষা করা যাক্, যতক্ষণ না, কোনো ট্রেন এখানে এসে থামছে!'

একটু অপেক্ষার পর গাড়িটাও গর্জনের সঙ্গে সুড়ঙ্গ পথ ধরে এগিয়ে এসে একটু একটু করে গতিবেগ কমিয়ে আনল। আর, তার পরেই ব্রেক কষার শব্দ। জানলা থেকে ট্রেনটার ছাদের দূরত্ব চারফুটের মতো। জানলাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলেন হোম্‌স্, তারপর স্বগতস্বরে বললেন, 'এ পর্যন্ত দেকা যাচ্ছে আমরা ভুল করি নি—কী বল?'

এরপর রান্না ঘরের সিঁড়ি দিয়ে হোম্‌স্‌রা দোতলায় পৌঁছোলেন। সেখানে খাবার ঘর পেরিয়ে শয়ন কক্ষে, শয়নকক্ষ পেরিয়ে পাশের একটা ঘর, যে ঘরে বআপিত্র ঠাসা মানে সেটা ছিল পড়বার ঘর, সেখানে হোম্‌স্ বার কয়েক পায়চারী করে নিয়ে ড্রয়ারের পর ড্রয়ার, তাকে পর তাক পরীক্ষা করতে লাগলেন। এক ঘন্টা কেটে গেল। কিন্তু কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। হোম্‌স্ আরক্ত মুখে বললেন, 'ধূর্ত শয়তানটা দেখা যাচ্ছে কোনো সূত্রই রেখে যায় নি! যেসব চিঠিপত্র থেকে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যেত, সেসব সে সমস্তই হয় সরিয়েছে না হয় নষ্ট করে ফেলেছে। হঠাৎ হোম্‌সের দৃষ্টি লেখবার ডেস্কের ওপর একটা ছোটো ক্যাশ বাক্সের ওপর পড়ল। হোম্‌স্ সেটা বাটালি দিয়ে খুলে ফেললেন। অনেকগুলো কাগজ তারমধ্যে ছিল পাকানো অবস্থায়।—কি সব সংখ্যা তাতে লেখা। কিন্তু সেগুলো যে কী বিষয়ে বোঝা যাচ্ছিল না। জলের চাপ আর বর্গ ইঞ্চির ওপর চাপ—এই কথাগুলো বার বার চোখে পড়ছে, যা থেকে মনে হয় ডুবোজাহাজের সঙ্গে রেকনো সম্বন্ধ আছে। অধৈর্য হোম্‌স্ সবগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। রইল কেভল একটা খাম, কয়েকটা খবরের কাগজের কাটা টুকরো তারমধ্যে। খামটা টেবিলের ওপর ঝাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যগ্রতার ভাব হোম্‌সের মুখে ফুটে উঠল তাতে বোঝা গেল তাঁর আশা সফল হয়েছে। হোম্‌স্ বলে উঠলেন, 'আরে, আরে,এ আবার কি ওয়াটসন, এ যে দেখছি একটা পত্রিকার পরপর কতোকগুলো খবর, বিজ্ঞাপন মারফৎ। ছাপা আর কাগজ দেখে তো মনে হচ্ছে ডেইলি টেলিগ্রাফের হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ থেকে কেটে রাখা হয়েছে। একটা পৃষ্ঠার ডানদিকের সবচেয়ে ওপরের কোন থেকে কাটা হয়েছে। কোনো তারিখ নেই বটে তবে, সহজেই সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এই যে এইটা মনে হয় প্রথমটা।

'আরো আগে উত্তর আশা করেছিলাম। শর্তে রাজি। কার্ডে দেওয়া ঠিকানায় সবিস্তারে লিখুন'—পিয়েরো।

তারপরের টা—

'ব্যাপারটা জরুরি। শর্তপূরণ না হলে কথা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হব। চিঠিতে সময় ঠিক করুন, বিজ্ঞাপন দিয়ে সমর্থন করব' —পিয়েরো।

আর সব শেষে—

'সোমবার রাত নটার পরে। দু-বার করাঘাত। আমরা ছাড়া কেউ থাকবে না, অতো সন্দেহের কিছু নেই। মাল ডেলিভারির সময় নগদ দাম'—পিয়েরো।

বলতে গেলে পুরো ঘটনাটাই জানা গেল ওয়াটসন। এখন শুধু ওপারের লোকটিকে ধরতে পারলেই—

অনেকক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন হোম্‌স্। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললেন, 'যাই হোক সেটা তেমন কঠিন হবে না। চলো, একবার ডেইলি টেলিগ্রাফের অফিসটা হয়ে আসি।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের পর মাইক্রফট্, আর লেসট্রেড এলে শার্লক হোম্‌স্ আগের

www.pathagar.com

দিনের সব ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে মাইক্রফট্ বললেন, 'চমৎকার, শার্লক! খুব তারিফ করবার মতো। কিন্তু এসব কাজে লাগবে কি করে? টেবিলের ওপর রাখা ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজটা তুলে নিয়ে শার্লক হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'পিয়েরোর আজকের বিজ্ঞাপনটা দেখেছ?' এই দেখো ওয়াটসন—'আজ রাতে। একই সময়ে একি জায়গায়। দরোজায় দুটো শব্দ। অত্যন্ত জরুরি। আপনার নিরাপত্তা বিপন্ন'—পিয়েরো।

লেসট্রেড বলে উঠলেন, 'এই বিজ্ঞাপনের উত্তর দিলেই তো ওকে ধরে ফেলব!'

প্রথমটায় ঐ মতলবটা আমারো মাথায় এসেছিল, হোম্স্ বললেন, 'তোমরা দু-জনে যদি আটটার সময় আমাদের সঙ্গে কোলফীল্ড গার্ডেনস্-এ যেতে পারো হয়তো তাহলে সমাধানের আরো একটু কাছাকাছি পৌঁছাতে পারি।'

হালকা ডিনারের পর, মাইক্রফট, হোম্স্, লেসট্রেড ও ওয়াটসন বেরিয়ে পড়লেন। ওবেরস্টাইনের বাড়ির ঘেট আগের রাত থেকেই খুলে রাখা ছিল। এবং মাইক্রফট রেলিং ধরে উঠতে নারাজ হওয়ায় ওয়াটসন গিয়ে হলঘরের দরজাটা খুলে দিলেন। যখন সবাই পাঠককে গিয়ে পৌঁছোলেন তখন রাত দশটা।

একটা ঘন্টা কেটে গেল। তারপর আরো এক ঘন্টা! বারোটার সময় গির্জার বিরাট ঘড়িটায় ঢং ঢং শব্দ নিস্তব্দতা ভেঙে খান্ খান্ করে বেজে উঠল। লেসট্রেড আর মাইক্রফট বসে বসে ছটফট করছিলেন, আর মিনিটে দু বার করে ঘড়ি দেখছিলেন। শার্লক হোম্স্ কিন্তু বসেছিলেন নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে, তাঁর দুচোখ আধবোজা কিন্তু প্রতিটি স্নায়ু অত্যন্ত সতর্ক। হঠাৎ একটা ঝাঁকি দিয়ে তিনি মাথা তুললেন। বললেন, —ঐ আসছে।

সন্তর্পণ পদক্ষেপটা দরোজা পার হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, এবার সেটা ফিরে এল। বাইরে একটা খস্ খস্ শব্দ, তারপরেই দরোজায় দু-বার আঘাত। সকলকে সরে যার যার জায়গায় বসে থাকতে ইঙ্গিত করে শার্লক উঠলেন। গ্যাসের আলোটা হলগরে একটা বিন্দুর মতো সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। বাইরের দরোজাটা খুলে গেল, আর এক অন্ধকার মূর্তি পাশ কাটিয়ে পিছনে ঢুকে পড়তেই হোম্স্ দিলেন দরোজাটা বন্ধ করে। বলে উঠলেন, এই যে, এই দিকে। এবং পরমুহূর্তেই দেখা গেল, যার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ—সে হোম্স্দের সামনে দাঁড়িয়ে। হোমস তার খুব কাছেই ছিলেন। আর যেই না সে একটা ভয় ও বিস্ময়সূচক শব্দ করে উঠল, কলার চেপে ধরে হোমস তাকে গরের ভিতরে ছিটকে ফেলে দিলেন। বন্দি করে সেখানে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। জ্বলন্ত চোখে লোকটা তাকাল চারিদিকে। তারপর টলতে টলতে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। প্রকাশ পেল কর্নেল ভ্যালেন্টাইনের হালকা লম্বা দাড়িবিশিষ্ট ক্ষীণ কমনীয় আকৃতি।

অদ্ভুত ভঙ্গীতে শিস দিয়ে উঠলেন শার্লক হোম্স্। বললেন, ওয়াটসন এবার তুমি আমায় গর্বভ বলে অভিহিত করতে পার। একে তো আমি প্রত্যাশা করি নি। এ হচ্ছে স্যার জেমস্ ওয়াল্টারের ছোট ভাই। ডুবোজাহাজ বিভাগের প্রধান ব্যক্তি।

লম্বমান দেহটা সকলে মিলে ধরাধরি করে সোফার ওপর শুইয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর উঠে বসল সে। আতঙ্কগ্রস্ত দৃষ্টিতে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল—এসব কী ব্যাপার? আমি তো ওবেরস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

হোমস বললেন,—সব ফাঁস হয়ে গেছে কর্ণেল ওয়াল্টার। আপনার সব চিঠিপত্র আর ওবেরস্টাইনের সঙ্গে যোগাযোগ-এর ব্যাপারটা সবই আমাদের জানা। সেই সঙ্গে ক্যাডোগান ওয়েস্টের মৃত্যুর ব্যাপারটা জেনে ফেলেছি। এখন অন্তত অনুতাপ করে আর অপরাধ স্বীকার করে তবু খানিকটা অপরাধের ভার হালকা করার চেষ্টা করুন। আমরা জানি আপনার টাকার টান পড়েছিল, আপনি আপনার ভাইয়ের চাবির ছাপ নিয়েছিলেন, ওবেরস্টাইনের সঙ্গে আপনার চিঠি লেখালেখি হয়েছিল এবং সেইসব চিঠির সে উত্তর দিত ডেলি টেলিগ্রাফের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। সোমবার রাতে কুয়াশার মধ্যে আপনি অফিসে যাচ্ছিলেন দেখে ওয়েস্ট আপনার পিছু নেয়—হয়তো তার কোনো কারণে সন্দেহ হয়েছিল। আপনার চুরি সে দেখে ফেলে, কিন্তু

www.pathagar.com

কোনো চিৎকার করে নি, এই ভেসে যে, হয়তো আপনি কাগজগুলো লন্ডনে আপনার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যেতে চান। ব্যক্তিগত কর্তব্য তুচ্ছ করে সে সুনাগরিকের মতোই কুয়াশার মধ্যে আপনার পিছু নেয় আপনার এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত। তকন বাধা দেয় সে, এবং তখনই আপনি রাজদ্রোহিতার ওপর আরো মারাত্মক এক অপরাধ করে বসেন। আপনি ক্যাডোগানকে হত্যা করেন।

বন্দি ওয়াল্টার বলল—না-না আমি না, আমি না। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি না।

হোমস এবার ধমকের স্বরে বললেন, 'তাহলে বলুন, ট্রেনের ছাদে মৃতদেহটা রেখে দেবার আগে কি কি ঘটেছিল। আর কীভাবে ওয়েস্ট-এর মৃত্যু হয়?'

বলছি, বলছি, ওয়াল্টার কাঁপতে কাঁপতে বলল—শপথ করে বলছি, আমি সব বলব। স্টক এক্সচেঞ্জে আমার একটা দেনা ছিল। যেটা শোধ না করলেই নয়। তাই টাকার খুবই দরকার ছিল। ওবেরস্টাইন বলেছিল পাঁচ হাজার পাউন্ড দেবে। কিন্তু খুনের কথা যদি বলেন, তাহলে শপথ করে বলছি আমি নির্দোষ। শুনুন তাহলে, ওয়েস্ট-এর আগে থেকেই সন্দেহ হয়েছিল—যেভাবে বললেন, সেভাবেই আমার পিছু নিয়েছিল। একটা আমি তখন টের পেয়েছিলাম, যখন দরোজা পর্যন্ত পৌছোই। কুয়াশা ছিল অত্যন্ত ঘন, মাত্র তিন গজও দৃষ্টি চলছিল না। দু বার শব্দ করতেই ওবেরস্টাইন এসে দরোজা খোলে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট দৌড়ে এসে জানতে চায়, আমরা কাগজগুলো নিয়ে কী করতে যাচ্ছি। ওবেরস্টাইনের কাছে কটা ছোট ডান্ডা ছিল। ওয়েস্ট যখন জোর তার মাথায় আচমকা আঘাত করে জোরে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে মারা যায়। হলঘরে সে পড়ে রইল—আমরা ভেবে পেলাম না লাশটা নিয়ে কি করব। তখনই ওবেরস্টাইনের মাথায় এ মতলবটা আসে—পেছনের জানলার নিচে ট্রেন থামার এই ব্যাপারটা। কিন্তু প্রথমে সে আমার নিয়ে আসা কাগজগুলা পরীক্ষা করে দেখল। বলল এর মধ্যে তিনটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপর্ণ এগুলো সে রাখবে। আমি বললাম তা হতে পারে না। তাহলে উলউইচে তুলকালাম কাণ্ড হবে। কিন্তু সে রাজি হল না, বলল, ওগুলো সে অতি অবশ্যই নেবে, কারণ ওগুলোর মধ্যে এতই খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে যে, এত অল্প সময়ে নকল করা অসম্ভব। আমি বললাম তাহলে উপায় নেই, তাহলে সবগুলোই একসঙ্গে রাতে ফেরৎ নিতে বাধ্য হব। একথায় সে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তারপর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, ঠিক আছে। এই তিনটে কাগজ আমি রাখছি, বাকিগুলো সব ভরে দিচ্ছি লাশটার প্যান্টের পকেটে। যখন ওকে পাওয়া যাবে চুরির জন্যে ওকেই দায়ী করা হবে। সেই মতোই কাজ হল। আধঘণ্টা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাববার পর একটা গাড়ি এসে থামল। কুয়াশা এত ঘন ছিল যে, প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাই ওয়েস্ট-এর মৃতদেহটা ট্রেনের ছাদের ওপর নামিয়ে রাখতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি। আমার দিক দিয়ে ব্যাপারে এখানেই শেষ।

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর স্তব্ধতা ভেঙে মাইক্রফট হোমস বললেন, এখনো তো এর কিছু করতে পারা যায়, তাই না? আপনারও বিবেক খানিকটা পরিষ্কার হয়, শাস্তিরও খানিকটা লাঘব হতে পারে।

কর্ণেল-এর কাছ থেকে যখন জানা গেল প্যারিসের হোটেল। দু লুভর-এর ঠিকানায় চিঠি দিলে তা শেষ পর্যন্ত তার কাছে পৌছোবে। তখন শার্লক হোম্‌স্ বললেন, 'এই নিন্ কাগজ আর কলম। ডেস্কে বসে লিখুন যেমনটি বলে যাচ্ছি। ঠিকানাটি লিখুন। বেশ, এবার লিখুন—

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের লেনদেনের ব্যাপারে নিশ্চয় আপনি লক্ষ্য করেছেন যে একটা জরুরি কাগজ ওগুলোর মধ্যে নেই। সেটার একটা নকল ট্রেস করে রেখেছি, সেটা হলেই কাজটা সম্পূর্ণ হবে। এর মধ্যে আমাকে বেশ খানিকটা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে, যে জন্যে আমি আরো পাঁচ হাজার পাউন্ড দাবি করছি। ডাকে দেবার ঝুঁকি নেব না। এবং নোট বা স্বর্ণমুদ্রা ছাড়াও কিছু নেব না। আমি নিজেই আপনার কাছে যেতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে দেশ ছাড়লে সন্দেহ জাগবে।

www.pathagar.com

তাই শনিবার বেলা বারোটায় চেয়ারিং ক্রস হোটেলের ধূমপান কক্ষে আপনার আশায় থাকব। মনে রাখবেন, কেবলমাত্র ইংল্যান্ডের নোট আর স্বর্ণমুদ্রাই গৃহীত হবে।

শার্লক বললেন, 'এতেই দিব্যি কাজ হবে। খুব আশ্চর্য হব যদি এতেও সে আমাদের হাতে এসে না পড়ে।'

আর হয়েছিলও তাই। দেশের গোপন ইতিহাস প্রকাশ্য ইতিহাসের চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক। জীবনের সবচেয়ে বড় মওকার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করতে ব্যগ্র হয়ে ওবেরস্টাইন ফাঁদে পা দিল আর ইংল্যান্ডের এক জেলে পনের বছরের মেয়াদে আটকা পড়ল। সে ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যানের অত্যন্ত মূল্যবান কাগজগুলো নিয়ে সে ইউরোপের সমস্ত নৌ-কেন্দ্রে গিয়ে নিলামে ওঠাবে ভেবেছিল—সেগুলোও পাওয়া গেছিল তার বাক্স থেকে।

লেডি ফ্রান্সেস-এর অন্তর্ধান

ওয়াটসন আর শার্লক হোম্‌স্‌ স্রেফ আড্ডার মেজাজে ছিলেন। হঠাৎ নোটবইটা দেখে নিয়ে হোম্‌স্‌ বললেন, 'রাফটনের স্বর্গত আর্ল-এ সরাসরি উত্তরাধিকারী তিনি, বংশের একমাত্র এবং শেষ পুরুষ। হয়তো তোমার মনে আছে, সম্পত্তিটা পুত্রসন্তান ধরে নেমে আসে। ফলে তাঁর সম্পত্তি সীমিত।'

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন কার কথা বলছ শার্লক?

হোম্‌স্‌ বললেন, 'লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স হয়তো কোনো বিপদে পড়েছেন! দুঃখ হয়, অমন সুন্দরী, মধ্যবয়স সবে ছুঁয়েছেন, অথচ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় মাত্র কুড়ি বছর আগে যে নৌবহর স্বচ্ছন্দে একত্রে চলতে পারত তা থেকে তিনি ছিটকে পড়া শেষ জলযানে পরিণত জানো সবচেয়ে বিপদ সেইসব মহিলাদের যারা নির্বান্ধব, এক জায়গায় কোথাও থাকে না, ভেসে বেড়ানোই যাদের ভাগ্যলিপি। এরা কখনো কারো ক্ষতি করে না এভং অনেক সময়েই দেখা গেছে ওদের দিয়ে প্রচুর উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা যায়, তাদের জন্যেই অপরের মধ্যে অপরাধ বৃত্তি জাগ্রত হয়। সহায়হীন সে, যাযাবরের বৃত্তি এখন তার। এবং অর্থ যা আছে তা দেশ থেকে দেশান্তরে, এক হোটেল থেকে অন্য হোটেলে কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট। পেনশনের আর হোটেলের জটিল জালেই সচরাচর জড়িয়ে থাকতে হয় তাকে। পৃথিবীর খেয়ালের রাজ্যে সে যেন দলভ্রষ্ট এক মুরগি! এবং তাকে গ্রাস করলে কেউই তার অভাব বোধ করবে না।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে তাঁর" সত্যি কী হয়েছে লেডি ফ্রান্সেস্‌-এর? বেঁচে আছেন কী? হোম্‌স্‌ বললেন—এইটিই আমাদের জানতে হবে। অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত তাঁর স্বভাব এবং গত চার বছর ধরে অত্যন্ত নিয়মিত ভাবে তাঁর প্রাক্তন শিক্ষিকা মিস্‌আব্‌নিকে মাসে দু বার করে চিঠি লিখে আসছেন তিনি। অসবর প্রাপ্ত মিস ডব্‌নিই আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন কারণ পাঁচ সপ্তাহ হল তিনি কোনো চিঠি পান নি। শেষ চিঠিটা পান লসান-এর হোটেল ন্যাশানাল থেকে। মনে হয় তিনি কোনো ঠিকানা না দিয়েই হোটেলটা ছেড়ে দেন।

আত্মীয়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন, এবং যেহেতু তারা প্রচুর টাকা-পয়সার মালিক, তাই তারা যে কোনো অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত।

ওয়াটসন বললেন, 'মিস ডব্‌নি ছাড়া আর কারুর সঙ্গে তাঁর চিঠির আদান-প্রদান হত না—এ তুমি বিশ্বাস করো?

হোম্‌স্‌ বললেন, 'দেখা যাচ্ছে সব নিঃসঙ্গ মহিলাদের মতোই তিনিও তাঁর ব্যাংক-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এইসব মহিলাদের পাসবুকই তাদের সংক্ষিপ্ত ডায়েরি বলা যেতে পারে। লেডি ফ্রান্সেস-এর ব্যাংক হল সিলভেস্টার। তাঁর টাকাকড়ির অবস্থা আমি দেখেছি। শেষের আগের চেকটায় তিনি লসান-এর বিল মিটিয়েছেন, কিন্তু সে এক মস্ত বিল, হয়তো হাতে কিছু টাকা তিনি রেখে থাকবেন। তারপরে আর মাত্র একটা চেক কাপা হয়েছে।

কোথাকার কোন্‌ ব্যক্তিকে সে চেক দেওয়া হয়েছে? ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, মিস

www.pathagar.com

মেরি ডিভাইনকে। হোমস বললেন, চেকটা কোথা থেকে কাটা হয়েছে তা জানবার কোনো উপায় নেই। চেকটা ভাঙানো হয়েছে মন্টপেরিয়ের-এর 'ক্রেডিট লায়োনেইজ'—এর এখনো তিন সপ্তাহ হয় নি। টাকার অঙ্ক পঞ্চাশ পাউন্ড। আর এই মিস্ মেরি ডিভাইন হল, লেডি ফ্রান্সেস-এর পরিচারিকা। কেন তাকে এ চেকটা দেওয়া হয়েছে তা এখনো জানা যায় নি। তবে সন্দেহ নেই যে, তোমার তদন্তের ফলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ওয়াটসন অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, আমার তদন্ত!

আরে, সেইজন্যেই তো হাওয়া বদলের জন্যে লসান যাওয়া। জনোই তো, বেচারা আব্রাহাম্‌স্‌কে এরকম মারাত্মক আতঙ্কের মধ্যে রেখে এখন আমার পক্ষে লন্ডন ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি না থাকলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অস্বস্তি বোধ করে আর অপরাধীরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তুমি যাও। তোমার তার পেলেই আমি ঠিক সময় হাজির হব।

অগত্যা দু দিন পরে ওয়াটসন লসানের ন্যাশানাল হোটেলে পৌছে গেলেন। সুবিখ্যাত ম্যানেজার এম. মোসার প্রচুর খাতির করলেন আমায়। বললেন, লেডি ফ্রান্সেস বেশ কয়েক সপ্তাহ ছিলেন সেখানে। সবাই পছন্দ করত তাঁকে। তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। যৌবনে তিনি যে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তার চিহ্ন এখনো সুস্পষ্ট। তাঁর ভারি বাক্সটায় সব সময়েই খুব যত্ন করে তালা দেওয়া থাকত। তাঁর পরিচারিকা মেরি ডিভাইনও ছিল তাঁরই মতো জনপ্রিয়। এই হোটেলেরই এক পরিচারকের সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক, তাই ঠিকানাটা পাওয়া গেছে—১১নং রু দ্য ট্রাজা, মন্টপেলিয়ের। এগুলো ওয়াটসন তার নোটবইয়ে টুকে নিলেন। কেবলমাত্র পরিচারিকাটির প্রণয়ী জুল ভাইবার একটা ইঙ্গিত দিতে সমর্থ হলেন লেডি ফ্রান্সেসের হঠাৎ এই অন্তর্ধান সম্পর্কে। দু এক দিন আগে সেই হোটেলে এক লম্বা কালচে দাড়িওয়ালা লোক আসে যার সম্বন্ধে জুল বলে, বর্বর, রীতিমত বর্বর। শহরেই কোথাও সে উঠেছিল লেকের ধারে একদিন তাকে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছিল। তারপর সে পুনরায় দেখা করতে আসে কিন্তু লেডি দেখা করতে অসম্মত হন। লোকটা ইংরেজ, যদিও তার নামের কোনো উল্লেখ নেই। এই ঘটনার ঠিক পরেই মহিলা হোটেল ছেড়ে চলে যান। জুল ভাইবার, আর তার প্রমিকার ধারণা, এই দুটো ঘটনার মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কেবলমাত্র একটা বিষয়েই জুল নীরব রইল, কেন মেরি ভদ্রমহিলার চাকরি ছেড়ে দিল। এ সম্বন্ধে সে কিছু বলবে না, বা জানে না। জানতে হলে মন্টপেলিয়েরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

তদন্তের প্রথম পর্বের এখানেই শেষ। দ্বিতীয় পর্বের কাজ হল জানা। এ হোটেল থেকে লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স হারিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে লেডির গোপনতা যা ছিল তা থেকে বোঝা গেল যে তিনি চান না কোনো ব্যক্তি তাঁর পিছু নেই। নতুবা কেন তাঁর মালপত্রে স্পষ্টভাবে ব্যাডেন-এর উল্লেখ থাকবে না? কোনো এক ঘুরপথে তিনি রেনিশ-এর একন খনিজ জলের এলাকায় পৌছন, আর তাঁর মালপত্রও সেই সঙ্গে পৌছয় সেখানে। কুক-এর হেড অফিসের ম্যানেজারের কাছ থেকে এ খবরটুকুই ওয়াটসন পেলেন। ওয়াটসন তখন ব্যাডনে গেলেন। তার আগে হোম্‌স্‌কে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখলেন।

ব্যাডনে পৌছে ওয়াটসন শুনলেন, লেডি ফ্রান্সেস দিন পনেরো মতো ছিলেন ইংলিশচের হফ্-এ। সেখানে ড. শ্লেসিনজার আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এঁরা হলেন ধর্মযাজক এসেছেন, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। নিঃসঙ্গ মহিলারা সাধারণত ধর্ম আলোচনায় শান্তি পান সময় কাটাবার সুযোগ পান? লেডি ফ্রান্সেসও তাই। ড. শ্লেসিনজারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রাণঢালা ভক্তি তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে, তার ওপরে তিনি প্রচারের কাজে লিপ্ত থেকে একটা অসুখে পড়েছিলেন, সেরে উঠেছিলেন তিনি। ম্যানেজার বললেন, সাধুটি বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। দুই, মহিলা দুদিক থেকে সেবা করতেন। পবিত্র দেশের একটা (জেরুজালেমের) একটা মানচিত্র তিনি তৈরি করেছিলেন, মিডিয়ানাইটদের রাজ্যের ওপর বিশেষ করে দৃষ্টি রেখে। একটা প্রবন্ধ লিখলেন এ নিয়ে। শেষ পর্যন্ত শরীরটা অনেকটা

www.pathagar.com

সেরে উঠতে তিনি সস্ত্রীক লন্ডনে ফিরে যান। লেডি ফ্রান্সেসও যান তাঁদের সঙ্গে। হল, তিনি সপ্তাহ আগের ঘটনা। তারপর থেকে ম্যানেজার তাঁর সম্বন্ধে তার কিছুই শোনে নি। আর তাঁর পরিচারিকা মেরি তাঁর ক-দিন আগে চোখের জলের বাণ ডাকিয়ে চলে গেছিল। অন্যান্য পরিচারিকারা বলে, চিরদিনের জন্যে সে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। চলে যাবার আগে ড. শ্লেসিনজার সকলেরই খরচ মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

শেষ করবার আগে ম্যানেজার বললেন, ভালো, কথা আপনিই লেডি ফ্রান্সেসের একমাত্র বন্ধু নন, সপ্তাহখানেক আগে আরো একজন এসে তাঁর খোঁজ করেছিলেন।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো নাম কি সে বলেছিল?

না, তবে, সে ইংরেজ এবং একটু অস্বাভাবিক ধরনের। তবে, লোকটাকে ঠিক বর্বর বলা যাবে না। লোকটা মোটাসোটা দাড়িওয়ালা, রোদে পোড়া চেহারায়-যেন কোনো কেতাদুরস্ত হোটেলের বদলে কোনো চাষীদের সবাইখানাতেই তাকে মানাত ভালো। কঠোর, ভয়ঙ্কর স্বভাবের মানুষ বলেই তাকে মনে হল—সে এমন এক ব্যক্তি, যাকে ওয়াটসন পারতপক্ষে ঘাঁটাবে না ঠিক করলেন।

প্রতিদিনের মতো হোম্‌স্‌কে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখে পাঠালেন ওয়াটসন। টেলিগ্যামে উত্তর এল, হোম্‌স্‌ জানতে চেয়েছেন ড. শ্লেসিনজারের বাঁ কানটা কি রকম। হোম্‌স্‌-এর রসিকতা বোধ অনেক সময় অদ্ভুত। তাই অসময়ের এই রসিকতা নিয়ে আমি মাথা ঘামালাম না বলতে কি তার আগেই ওয়াটসন পরিচারিকাটির সন্ধানে মন্টপেলিয়েরে পৌঁছেলেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন, মনিবকে সে ছেড়ে এসেছে নিঃসন্দেহে এবং সে ভালো লোকের হাতেই পড়েছে। তাছাড়া বিয়ের পরইতো তাকে ছেড়ে যেতে হতোই। আর ব্যাডনে থাকতে মনিরব তাকে যেন একটু তার সততা সম্বন্ধে সন্দেহই করত এবং শেষ কয়েকবার রুক্ষ ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে। ফলে বিদায় নেওয়াটা অনেক সহজ হয়েছে তার পক্ষে। বিয়ের যৌতুক হিসেবে লেডি ফ্রান্সেস তাকে পঞ্চাশ পাউন্ড দেন। এই যে আগন্তুকটি লসান থেকে তাঁর পিছু নিয়ে চলেছে, ওয়াটসনের মতো মেরির মনেও তার সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। নিজের চোখে মেরি দেখেছে হ্রদের সামনের বেড়াবার জায়গায় সে প্রকাশ্যে লোকালয়ে প্রচণ্ড জোরে লেডির হাত চেপে ধরেছিল। যেমন হিংস্র তেমনি ভয়ঙ্কর সে মেরির ধারণা এই লোকটির ভয়েই তিনি শ্লেসিনজারদের সঙ্গে লন্ডনে যেতে রাজি হল। মেরির ধারণা হয়েছে যে সব সময়েই তিনি ভয়ে ভয়ে থাকতেন। এতে তাঁর স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ত।

এই পর্যন্ত মেরি বলেছে, হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে, বিস্ময় আর আতঙ্কের ছাপ তার মুখে দেখা গেল। বলে উঠল, দেখুন, দেখুন, শয়তানটা এখনো তাঁর পিছু ছাড়ে নি। এই লোকটার কথাই বলছিলাম আপনাকে?

বসবার ঘরের খোলা জানলা দিয়ে ওয়াটসন তাকিয়ে দেখলেন, এক বিশালবপু কালচে মানুষ, তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আস্তে আস্তে রাস্তার মাঝখান দিয়ে উদ্বিগ্নভাবে বাড়ির নম্বরগুলো লক্ষ্য করতে করতে চলেছে। পরিষ্কার বোঝা গেল ওয়াটসনের মতো সেও পরিচারিকাঠির সন্ধানে এসেছে। ঝোঁকের মাথায় ওয়াটসন দৌড়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে বললেন—আপনি তো ইংরেজ তাই না?

সে বলল, যদি হই তাতে আপনার কী?

নাম ধান কিছুই বলল না সে ওয়াটসনকে।

ওয়াটসন এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন-লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স কোথায়? কী করেছেন তাঁর? কেনই বা তাঁর পিছু নিয়েছেন?

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে লোকটা আচমকা বাঘেরর মতো ওয়াটসনের ওপর লাফিয়ে পড়ল। লোকটা সাক্ষাৎ শয়তানের মতোই ভয়ঙ্কর। তার হাত দুটো যেন লোহা দিয়ে তৈরি। প্রাণপনে সে ওয়াটসনের গলা চেপে ধরল। জ্ঞান হারাতে বসেছিল ওয়াটসন, এমন সময় দাড়ি না কামানো একজন জনমজুর সামনের ক্যাবারে থেকে একটা লাঠি নিয়ে এসে তার

www.pathagar.com

হাতে জোরে মারতেই বাধ্য হয়ে সে ওয়াটসনকে ছেড়ে দিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আর ভেবে ঠিক করতে পারছিল না আবার একবার ওয়াটসনকে আক্রমণ করবে কিনা। তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে দাঁত খিঁচিয়ে চলে গেল যে ঘর থেকে আমি এসেছিলাম সেখানে। ধন্যবাদ দেবে বলে ওয়াটসন তখন রক্ষাকর্তার দিকে তাকালেন। ওয়াটসনের দিকেই তাকিয়ে ছিল সে।

লোকটা বলল, 'ছি, ওয়াটসন কী কাণ্ডটাই না করে বসেছিলে? আমার এখন মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে রাতের এক্সপ্রেস ট্রেনে তোমার লন্ডনে ফিরে যাওয়াই ভালো।

এর একঘণ্টা পরে শার্লক হোম্‌স্‌ নিজের পোশাক পরে ওয়াটসনের ঘরে বসে আছেন। এভাবে হঠাৎ তাঁর উপস্থিতির কারণ অত্যন্ত সহজ। যখন দেখলেন, লন্ডন ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে, তখন ঠিক করলেন ওয়াটসনের এই সময়ে যেখানে থাকার কথা, তার আগেই চলে যাবেন সেখানে। এক দিন মজুরের সাজে তিনি ক্যাবারেতে ওয়াটসনের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

হোম্‌স বললেন, তদন্তের কাজটা যে ভাবে চালিয়ে গেছে। ওয়াটসন—ফলে সব জায়গাতেই সকলকে সতর্ক করে দিয়েছ, অথচ খবর কিছুই জোগাড় করতে পারি নি।

ওয়াটসন বললেন—তা তুমি হলে অনেক ভালো কাজ করতে পারতে।

এর মধ্যে 'হয়তো' বলে কিছু নেই ওয়াটসন। করতে পারতাম কেন, ইতিমধ্যেই করেছি—ক্ষোভের স্বরে হোম্‌স্‌ বললেন—এই যে মহামান্য ফিলিপ গ্রিন, এই হোটেলে তোমার সহবাসিন্দা একজন। ওকে ধরে এগিয় হয়তো আমরা খানিকটা সফল হতে পারব।

এই কথা বলতে বলতেই রেকাবে করে একটা কার্ড এল, আর পেছন পেছনই এল এই দাড়িওয়ালা বদমাসটা, রাস্তার ওপর যে আমায় আক্রমণ করেছিল। আমায় দেখে চমকে উঠল সে। বলল—ব্যাপার কী মি. হোমস? আপনার চিঠি পেয়ে আমি এলাম কিন্তু এ লোকটার সঙ্গে সম্বন্ধ কী?

হোম্‌স্‌ বললেন, 'ইনি আমার পুরোনো বন্ধু আর সহকর্মী ড. ওয়াটসন। এই মামলায় সাহায্য করছেন আমাকে।'

রোদে পোড়া প্রকাণ্ড হাত ওয়াটসনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কী যেন বলল। তারপর বলল, আশা করি আপনার বিশেষ লাগে নি। সত্যি বলতে কি, আজকাল আমি যা করে বসে সেজন্যে আমায় দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। আমার স্নায়ুগুলো যেন সব বিদ্যুৎবাহী তারের মতো হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝছি না। এ আমার নাগালের বাইরে। প্রথমেই আমি জানিতে চাই মি. হোম্‌স্‌, কী করে আপনি আমার কথা জানতে পারলেন?

হোম্‌স্‌ বললেন, 'লেডি ফ্রান্সেস-এর পরিচারিকা মিস্‌ ডব্‌নির সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আর তারও আপনাকে মনে আছে। সে হল সেই সময়ের আগেকার কথা, যখন আপনি ভেবে দেখলেন আপনার দক্ষিণ আফ্রিকাতেই চলে যাওয়া ভালো।

ফিলিপ গ্রীণ বলল, 'ও, আমার সমস্ত খবরই জানেন দেখছি।' বেশ, আপনার কাছে আর কিছুই গোপন করব না। দিব্যি খেয়ে বলছি মি, হোম্‌স্‌, আমি ফ্রান্সেসকে যেমন ভালো বেসেছিলাম কোনো পুরুষ কোনো নারীকে কখনো তেমন ভালোবাসে নি। আমার তখন বয়স কম, স্বভাব রীতিমত বন্য। কিন্তু সে ছিল তুষারের মতো পবিত্র, রুক্ষতার ছায়ামাত্রও তার সহ্য হতো না। তাই যখন সে শুনল, আমি কি সব করেছি, ঠিক করল আর আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু তবুও সে আমায় ভালোবাসে, এইটিই হল সবচেয়ে আশ্চর্য, এমন সে ভালোবাসা যে, শুধু আমারই জন্যে সারা জীবন বিয়ে করল না। সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন করতে লাগল। তারপর কয়েক বছর কেটে গেল, বাবার্টনে গিয়ে আমি টাকা করলাম। মনে হল হয়তো তাকে খুঁজে পেলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটু নরম করতে পারব। শুনেছিলাম সে তখনো বিয়ে করে নি। লসান-এ তার দেখা পেলাম। যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম তাকে বোঝাতে। মনে হল যেন সে একটু নরম হয়েছে। কিন্তু তা হলেও তার মনের জোর ছিল প্রচুর। তারপর যখন

www.pathagar.com

আবার দেখা করতে যাই, শুনি যে সে শহর ছেড়ে চলে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম সে ব্যাডেনে আছে। আর কিছুদিন বাদে শুনলাম তাঁর পরিচারিকা আছে সেখানে। আমি লোকটা রুক্ষ প্রকৃতির, রুক্ষভাবেই সারাটা জীবন কাটিয়ে এসেছি, তাই যখন ড. ওয়াটসন ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন, মুহূর্তের জন্যে আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। ঈশ্বরের দোহাই, বলুন আমার লেডি ফ্রান্সেসের খবর কী!

অদ্ভুত গাম্ভীর্যের সঙ্গে হোম্‌স্‌ বললেন, 'সেটা এখন আমাদের জানতে হবে। আপনার লন্ডনের ঠিকানাটা কী মি. গ্রিন?

গ্রিন বলল, 'ল্যাংহাম হোটেল খোঁজ করলেই আমায় পাবেন।'

তাহলে আমার উপদেশ, হোম্‌স্‌ বললেন—সেখানে গিয়ে আপনি তৈরি থাকুন যাতে দরকার হলে আপনাকে পেতে পারি। মিথ্যে আশা জাগানো আমার ইচ্ছে নয়, তবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে তাঁর নিরাপত্তার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করব আমি। এর বেশি আর কিছু এখন বলব না। এই কার্ডটা রেখে যাচ্ছি, যাতে যোগাযোগ করতে পারেন। ওয়াটসন, এবার তৈরি হয়ে নাও, আমি মিসেস হাডসনকে টেলিগ্রাম করে আসি, যন দুজন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত পথিকের জন্যে কাল সাড়ে সাতটায় সময় যথাসাধ্য ভোজের ব্যবস্থা করে।

বেকার স্ট্রিটে একটা টেলিগ্রাম হোম্‌স্‌দের প্রতীক্ষায় ছিল। সেটা পড়ে হোম্‌স্‌ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিলেন। সে খবরটা হল, খোঁচা খোঁচা, বা টুকরো টুকরো টেলিগ্রামটা এসেছে ব্যাডন থেকে। ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন, এটা আবার কী?

হোমস বললেন, 'এইটাই হচ্ছে সব কিছু তোমার হয়তো মনে আছে, ধর্মযাজকটির বাকান সম্বন্ধে আমি তোমায় প্রশ্ন করেছিলাম, যেটা তোমার কাছে আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। তুমি তার উত্তর দাও নি। ঠিক একই টেলিগ্রাম আমি করেছিলাম ইংলিশচের হফ্‌-এর ম্যানেজারের কাছে। তারই উত্তর এটা।'

ওয়াটসন বললেন, 'এতে কী বুঝতে হবে?'

বুঝতে হবে, হোম্‌স্‌ বললেন—বুঝতে হবে যে এক অত্যন্ত ধূর্ত ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে এখন আমাদের কারবার। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা মহামান্য ড. শ্লেসিনজার হল ওেহালি পিটার্স থেকে অভিন্ন। যতো বড় বড় জোচ্চরি অস্ট্রেলিয়া থেকে বেরিয়েছে তাদের অন্যতম সে। নতুন দেশ হিসেবে খুব বোকা। এরকম কয়েকটা শয়তান ও দেশ থেকে এসেছে। ওর বৈশিষ্ট্যই হল, নিঃসঙ্গ মহিলাদের ধর্ম সম্বন্ধে যে দুর্বলতা থাকে তার সুযোগ নিয়ে তাঁদের ঠকানো। আর তার তথাকথিত স্ত্রী, ফ্রেজার নামেএক ইংরেজ স্ত্রীলোক হচ্ছে তারই উপযুক্ত সহকর্মী। ওর কাজের পদ্ধতি লক্ষ্য করেই আমার সন্দেহ জেগেছিল। এই দৈহিক বিকৃতি থেকেই আমার সে সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হয়, ১৮৮৯ খ্রি. এডে এক সালোঁয় এক লড়াইয়ের সময় সে বিশ্রীভাবে কামড় খায়। এই অত্যন্ত অসাধু দম্পতির হাতে এ ভদ্রমহিলা পড়েছেন। খুব সম্ভব হয়তো তিনি আর বেঁচে নেই। আর যদি বা বেঁচে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই বন্দি দশায়। মিস্‌ ডব্‌নিকে বা অন্যান্য বন্ধুদের তাই চিঠি লিখতে পারছেন না। আমার মনে হয় তিনি লন্ডনেই আছেন। কিন্তু ঠিক কোথায়, তা এখনো জানবার উপায় দেখছি না। আর হ্যাঁ শোনো, সন্ধ্যের দিকে বেড়াতে বেড়াতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ড্রিয়ে লেমট্রেডের সঙ্গে দেখা করে একটা কথা বলব।

কিন্তু কিছুতেই সরকারি, বেসরকারি হোমসের প্রতিষ্ঠান রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। দাড়িওয়ালা বন্ধুটি তিন তিনবার ল্যাংহাম থেকে এসে খবর নিয়েছে। এই দাড়িওয়ালা ফিলিপ গ্রিনের পরিচয় একটু জানিয়ে রাখি। তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত রণপোত অধ্যক্ষ মি. ফিলিপ গ্রিনের পুত্র, যিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সি অব্‌ অ্যাজেভ রণপোত বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন।

হোমসের কাছে শুধু একটা খবর আছে, শ্লেসিনজার ধনরত্নগুলা বন্ধক দিতে শুরু করেছে। জানা গেছে সে ওয়েফট মিনিস্টার রোডের বেভিংটনের ওখানে প্রাচীন স্পেনীয় ডিজাইনের

www.pathagar.com

একটা অপূর্ব রূপোর লকেট বন্ধক রেখে টাকা তুলেছিল। বন্ধক যে দিয়েছিল সে লোকটির চেহারা লম্বা চওড়া, দাড়ি গোঁফ কামানো। ধর্মযাজকের মতো চেহারা। নাম ঠিকানা যা সে জানিয়েছিল তা সম্পূর্ণই মিথ্যে। কানটা কেউ লক্ষ্য করে নি, কিন্তু তাহলে বর্ণনা থেকে সন্দেহ নেই যে সে শ্লেসিনজার। কিন্তু তাহলেও তাকে ধরার কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। এইরকম যখন জটিল অবস্থা তখন হঠাঃ একদিন সন্ধ্যেবেলায় দাড়িওয়ালা গ্রীন একেবারে হন্তদন্ত হয়ে হোম্‌সের বসবার ঘরে এসে হাজির। তাঁর মুখ রক্তশূন্য সর্বশরীর কাঁপছে, বলিষ্ঠ দেহের সমস্ত মাংস পেশীগুলো উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বলে উঠলেন, পেয়েছি-পেয়েছি ওকে। উত্তেজনার আধিক্যে তাঁর কথা সব গুরিয়ে গেছে। দু-একটা কথা বলে হোম্‌স্ তাঁকে খানিকটা শান্ত করলেন। একটা ইজিচেয়ার এগিয়ে বললেন, বসুন বসুন যা বলবার আগের ঘটনা আগে এইভাবে গুছিয়ে বলুন। গ্রিন বলল, 'মাত্র ঘণ্টাখানেক হল এসেছিল সে। মানে, স্ত্রীলোকটি লম্বা, ফ্যাকাসে, বেজির চোখের মতো তার চোখ।'

হোম্‌স্ বললেন, 'এ হচ্ছে তার বউ!'

গ্রিন বলল, 'সে ওখান থেকে বেরোতে সে চলল তার পিছু পিছু। কেনিংটন রোড ধরে চলল, আর গ্রীনও তার পিছু ছাড়ল না। কিছুক্ষণ পরেই সে একটা দোকানে ঢুকল। জানেন মি. হোম্‌স্ দোকানটা হল এক আন্ডার টেকারের, যাদের কাজ হচ্ছে মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা করা।

চমকে উঠলেন হোমস। তেজি তলায় এমনভাবে বলে উঠলেন যে তাঁর নিরুত্তাপ মুখের অন্তরালে অন্তরাত্মার আগুনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

গ্রিন পুনরায় বলতে লাগল—কাউন্টারের ওপারের স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সে কথা বলছিল। আমিও ঢুকে পড়লাম তাকে বলতে শুনলাম, দেরি হয়ে গেছে বা ওই রকম কিছু। উত্তরের স্ত্রীলোকটি ক্ষমা চাইল, বলল, 'আগেই হতো, তবে, সাধারণ ব্যাপার তো নয়, তাই দেরি হলে একটু। আমি ঢুকতে দুজন থেমে পড়ে আমা রদিকে তাকাল। তখন আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করে দোকান থেকে চলে এলাম। তারপর, একটু পরেই স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে এল। একটা দরোজার আড়ালে আমি লুকিয়ে পড়লাম। তার মনে সন্দেহ জেগেছিল বোধহয়। কারণ চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে। তারপর একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম, চললাম ওর পিছু পিছু। বিক্সটনের ৩৬নং পোল্টনি স্কোয়ারে সে নেমে গেল শেষ পর্যন্ত। আরো খানিকটা এগিয়ে, স্কোয়ারটার মোড়ে পৌঁছে আমি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্য করলাম বাড়িটা।

হোমস প্রশ্ন করলে কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?

গ্রিন বলল, 'জানলাগুলো সব অন্ধকার ছিল, কেবলমাত্র নিচের তলার একটা ছাড়া। কিন্তু সেটারো শার্সি নামানো থাকায় কিছুই দেখতে পেলাম না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করা যায় এমন সময় দুজন একটা ঘেরা গাড়ি নিয়ে এল। গাড়িটা থামতে নামল তারা, তারপর কি একটা বস্তু গাড়ি থেক নামাল। তারপর সেটা সিঁড়ি বেয়ে নিয় গেল উপরের হলঘরে। সেটা সেটা একটা কফিন মি, হোমস।

কাগজে কয়েকটা কথা লিখে হোম্‌স্ বললেন, ওয়ারেন্ট না পেলে তো আইনসম্মতভাবে কিছু করা যাবে না, তাই এখন আপনি যা করতে পারেন তা হল, এটা নিয়ে কর্তাদের হাতে দিয়ে ওয়ারেন্টের ব্যবস্থা করা। হয়তো কিছু অসুবিধা হতে পারে, তবে অলঙ্কার বিক্রির ব্যাপারটাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। সে যা করবার লেসট্রেড করবে।

গ্রিন চলে গেলে হোম্‌স্ বললেন, ওয়াটসন ওতো সরকারি পুলিশকে ঠিকই লাগিয়ে দেবে। কিন্তু আমরা তো সরকারি পুলিশ নই, আমরা আমাদের মতো কাজ করব। পরিস্থিতিটা এত জরুরি যে, যে কোনো পন্থাই এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না। এক্ষুনি আমাদের পোল্টনি স্কোয়ারে যেতে হবে।

মন্ত্রীসভার বাড়িগুলো আর ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ দ্রুত পার হতে হতে হোম্‌স্ বললেন, 'ঘটনাগুলো পরপর সাজালে—শয়তানগুলো বেচারাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে লন্ডনে আনে তার আগে তাঁর বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে সারিয়ে দেয়। আর যদি বা তিনি কোনো চিঠি লিখে থাকেন,

www.pathagar.com

সে চিঠি ওরা আটকে ফেলে। কোনো সহকর্মীর সাহায্যে নিয়ে বন্দি করে রাখে তাঁকে। তারপর তাঁর দামি অলঙ্কারগুলো হাত করে। গোড়া থেকে তাদের সেগুলোর ওপর নজর ছিল—এবং ইতিমধ্যে তা থেকে কিছু কিছু বিক্রি শুরু করেছে। ওরা জানে এতে কোনো বাধা আসবে না, কারণ ওঁর ব্যাপারে কারো কোনো কৌতূহল নেই বলেই ওরা জানে। এও জানে যে মুক্তি পেলেই ওদের ফাঁসিয়ে দেবেন তিনি, সুতরাং ওকে মুক্তি দেওয়া চলবে না। কিন্তু তাই বলে তো চিরটাকাল আটকে রাখা চলবে না, সুতরাং এর একমাত্র সমাধান হলো, হত্যা করা।

বন্ধকী দোকানটার সামনে গাড়ি থামাতে বললেন, হোমস্। ওয়াটসনকে বললেন, জেনে এসো তো, পোল্টনি স্কোয়ারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাল ক'টার মধ্যে হচ্ছে। ওয়াটসন দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই কোনোরকম ইতস্তত না করে দোকানের ভদ্রমহিলাটি জানাল, কাল আটটার সময়ে। হোমস মন্তব্য করলেন, লক্ষ্য করেছ ওয়াটসন কোথাও লুকোচুরির চিহ্নমাত্র নেই। সবকিছু পরিষ্কার জানানো হচ্ছে। যেভাবেই হোক আইনের খুঁটিনাটিগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবং ওদের ধারণা, আর ওদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। তা একমাত্র কাজ এখন হবে সরাসরি আক্রমণ করা। তুমি সশস্ত্র তো? তাহলে এসো ওয়াটসন, আগেও যেমন অনেকবার করেছি, এবারও তেমনি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

পোল্টনি স্কোয়ারের মাঝখানের একটা মস্ত অন্ধকার বাড়ির দরোজার খুব জোরে শব্দ করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরোজাটা, আধো অন্ধকার হলঘরের সামনে এক দীর্ঘাকৃতি মহিলার আবছায়া হোম্‌সদের চোখে পড়ল। অন্ধকারের মধ্যে থেকে উঁকি মেরে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, কী চাই?

হোম্‌স্ বললেন, 'ড. শ্লেসিনজার-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। মহিলাটা বললেন, এ নামের কোনো লোক এ বাড়িতে থাকে না। এই বলে সে দরোজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হোম্‌স্ পা দিয়ে আটকে দিলেন। দৃঢ়স্বরে বললেন, যাই হোক যে ভদ্রলোক এখানে থাকেন তাঁর সঙ্গে দেকা করতে চাই। এখানে তার যে নামই হোক।

একটু ইতঃস্তুতঃ করল সে, তারপর দরোজাটা খুলে দিল। বলল বেশ, আসুন তাহলে। আমার স্বামী পৃথিবীর কাউকে ভয় করেন না। দরোজাটা বন্ধ করে সে হলঘরের ডানদিকের একটা বসবার ঘরে আমাদের নিয়ে গেল, মি. পিটার্স এক্ষুনি এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

হোম্‌স্ ধূলোভরা পোকাধরা ঘরটার চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে দরোজাটা খুলে গেল। দাড়ি-গোঁফ কামানো টাকমাথা এক বিরাটবপু ব্যক্তি হালকা পায়ে ঘরে ঢুকল। সহজভাবেই, মস্ত লালমুখো, দু গাল ঝুলেপড়া মানুষটি বলল, মনে হয় আপনারা বাড়ি ভুল করেছেন, আর একটু এগিয়ে গেলে হয়তো—

দৃঢ়স্বরে হোম্‌স্ বললেন, 'আপনি হচ্ছেন অ্যাডেল এড-এর হেনার পিটার্স, ছিলেন ব্যাডেনের আর দক্ষিণ আমেরিকার ড. শ্লেসিনজার। এ বিষয় আমি এতটাই নিঃসন্দেহ, যতোটা নিঃসন্দেহ আমার শার্লক হোম্‌স্ নামটা সম্বন্ধে। বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই—জানতে চাই ব্যাডেন থেকে লেডি ফ্রান্সের ক্যার ফ্যাক্সকে এনে কি করেছেন?

ঠাণ্ডা গলায়, কোনোরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে হোম্‌স্ বলল, ভারি খুশি হব যদি আপনি তাঁর ঠিকানা দেন। প্রায় একশো পাউন্ড আমি তাঁর কাছে পাই। আর জামিন হিসেবে তিনি যেসব ইমিটেশন খেল লকেট আমাকে দিয়ে গেছেন, 'দোকানদার তা সবই ফেরৎ দিয়েছে। ব্যাডেনে থাকতে তিনি মিসেস পিটার্স-এর আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। অবশ্য সে সময় আমি অন্য নাম নিয়েছিলাম—এবং সে থেকে আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন না। শেষ অবধি লন্ডনে পর্যন্ত এলেন। তাঁর হোটেলের বিল, তাঁর ভাড়া সব আমি দিয়েছি। কিন্তু লন্ডনে এসেই আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন, আর বিল শোধ না করেই গয়নাগুলো রেখে গেছেন। তাঁর ঠিকানা পেলে আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব মি. হোম্‌স্।

হোম্‌স্ বললেন, 'তাঁকে খুঁজে বার করব বলেই আমি এসেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না পাই

www.pathagar.com

খুঁজে দেখব।'

পাটার্স বললেন, 'ওয়ারেন্ট কোথায়?'

পকেট থেকে একটা রিভালভারের অর্ধেকটা উঁচু করে দেখিয়ে হোম্‌স্ বললেন—এইটে দিয়েই চলবে যতক্ষণ না এর চেয়ে ভালো একটা ওয়ারেন্ট আসছে।

পিটার্স দরোজাটা খুলে দিয়ে বলল যাও তো অ্যানি, একটা পুলিশ ডেকে আনো তো? বারান্দা দিয়ে সেই ভদ্রমহিলাটির বাইরে যাবার শব্দ শোনা গেল।

হোম্‌স্ বললেন, সময় অত্যন্ত কম, ওয়াটসন। পিটার্স আমাদের কাজে যদি বাধা দেন তাহলে আহত হবার প্রচুর সম্ভাবনা, জানিয়ে দিলাম। কফিনটা কোথায়? সে কফিনটা আপনার বাড়িতে এসেছে?

কফিন নিয়ে আপনার কী দরকার—পিটার্স কর্কশস্বরে বললেন— সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা মৃতদেহ আছে তাতে।

হোম্‌স্ তাড়াতাড়ি তাকে ঠেলে সরিয়ে জোর করে হলঘরে প্রবেশ করলেন। সামনের আধখোলা দরোজা পেরিয়ে খাবার ঘরের পাশে একটা টেবিলের ওপর কফিনটা দেখতে পাওয়া গেল। পাশে রাখা বাতিটা জ্বালিয়ে হোম্‌স্ দ্রুত হাতে কফিনের ডালাটা খুলে ফেললেন। কফিনের ভেতর দেখা গেল, শুকনো একটা মৃতদেহ। হোম্‌স্ ভালো করে দেখে নিয়ে নিজের মনে বললেন, যতোই অসুখ করুক না, যতোই না খেয়ে থাকুক, হাজার অত্যাচার হোক, এই বয়সে লেডি ফ্রান্সেসের এমন পরিণতি হওয়া অসম্ভব। পরম বিস্ময় আর স্বস্তির ছাপ হোম্‌সের মুখে। বিড়বিড় করে বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এ অন্য লোক।

পিটার্স ব্যঙ্গস্বরে বলল, 'কি হলো মি. হোম্‌স্ এমন ভুল একজন বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা করলেন?'

হোম্‌স্ অপমান সহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'কে এই মৃতা?'

নেহাৎই যদি জানতে চান, আমার স্ত্রীর এক প্রাক্তন ধাত্রী, এর নাম রোজ স্পেন্ডার। ব্রিক্সটন ওর্য়াক হাউস ইন ফার্মারিতে আমরা একে পাই। সেখান থেকে নিয়ে আসি, ১৩নং ফারব্যাংক ভিলার ড. হরসমকে দেখাই ঠিকানা নিতে ভুলবেন না মি. হোম্‌স্—এবং ক্রিশ্চানদের যেভাবে চিকিৎসা করা উচিত সেইভাবেই চিকিৎসা করেছি। মার যায় তিনদিনের দিন। ডাক্তারের অভিমত, বেশি বয়সের জন্যেই মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য সেটা ডাক্তারের অভিমত, আপনি নিশ্চয়ই তার থেকে ভালো জানবেন। কেনিংটন রোডের স্টিমসন কোম্পানিকে তার অন্ত্যেষ্টির অর্ডার দিয়েছি। কাল সকাল আটটায় তারা তাঁকে কবর দেবে। এ কাহিনীর মধ্যে কিছু গলদ পেয়েছেন? বোকার মতো ভুল করছেন আপনি, স্বীকার নিশ্চয়ই করবেন।

মুষ্টিবদ্ধ হাতে হোম্‌স্ চরম বিরক্তি মুখে প্রকাশ করে বললেন—সারা বাড়িখানা তল্লাস করব আমি।

আবার টিটকিরী দিয়ে পিটার্স বলে উঠল, করবেন নাকি? আর সেই মুহূর্তে এক নারীকণ্ঠ আর ভারি পায়ের শব্দ গলিটায় শোনা গেল—আচ্ছা দেখাই যাবে! এই যে এদিকে মশাইরা এই দুজন লোক জবরদস্ত আমার বাড়িতে ঢুকেছে, কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। সাহায্য করুন, তাড়িয়ে দিই ওদের।

একজন সার্জেন্ট আর এক কনস্টেবল দরোজায় দাঁড়িয়ে ছিল, হোম্‌স্ পকেট থেকে কার্ড দেখিয়ে বললেন, আর, ইনি হলেন, আমার বন্ধু ড. ওয়াটসন,

পাটার্স চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'গ্রেপ্তার করুন, তখন সার্জেন্ট বলল, 'মি. হোম্‌স্ আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। কিন্তু আমাকে আমার কর্তব্য করতে দিন। আমি আইনের দাস মাত্র। বিনা ওয়ারেন্টে আপনারা এখানে থাকতে পারবেন না স্যার। কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে।

পরক্ষণেই হোম্‌স্‌রা রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। হোম্‌সের মধ্যে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। কিন্তু রাগে, অপমানে ওয়াটসনের শরীর তখন গরম হয়ে উঠেছে। সার্জেন্ট আসছিল

www.pathagar.com

ওয়াটসনদের পিছু পিছু। বলল আমি দুঃখিত মি, হোম্‌স্। হোম্‌স্ বললেন, 'ঠিকই বলেছ তুমি।' এছাড়া তোমার আর কিছুই করার ছিল না।

সার্জেন্ট বলল, 'নিশ্চয়ই স্যার আপনার ওখানে যাওয়ার বিশেষ কারণ কিছু ছিল। তা, আমি যদি কোনো কাজে আসতে পারি—

এক ভদ্রমহিলাকে পাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের ধারণা তাঁকে এই বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে? কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ওয়ারেন্ট এসে পড়বে আশা করছি—হোম্‌স্ বললেন।

আচ্ছা, তাহলে আমি এ বাড়ির লোকজনদের ওপর নজর রাখছি মি. হোম্‌স্। নিশ্চয় জানাব আপনাকে।

বেলা তখন সবে ন-টা। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটসনরা সবেগে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে গেলেন, ব্রিক্সটন ওয়ার্ক হাউস ইনফামারিতে। সেখানে শোনা গেল সত্যিই এক দয়াশীল দম্পতি এসে এক অথর্ব বৃদ্ধাকে দাবি করে প্রাক্তন ভৃত্য হিসেবে। এবং তাকে নিয়ে যাওয়ার তাঁদের আছে। এবং সে মারা গেছে, এ সংবাদে তাঁদের মধ্যে কিছুমাত্র বিস্ময়ের সঞ্চার হলো না। আর বার্ধক্যবশে রোগীর মৃত্যুর মুখোমুখি বসে ডাক্তার মৃত্যুর পরে সার্টিফিকেট লিখে দেন। এতএব এর মধ্যেও কোনো শয়তানির নামগন্ধ নেই।

অত্যন্ত খিটখিটে হয়ে উঠলেন হোম্‌স্—না পারেন কথাবার্তা কইতে, না পারেন ঘুমোতে। ওয়াটসন যখন তাঁর কাছ থেকে চলে আসেন, হোম্‌স্ তখন প্রচুর ধূমপান করছিলেন। ঘন দুই ভ্রু তার জুড়ে গেছে। লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে চেয়ারের হাতলে টোকা দিচ্ছেন, আর মনে মনে এ রহস্যের যতোগুলো সমাধান সম্ভব সব আউড়ে যাচ্ছেন। রাতে অনেকবার তাঁর পায়চারির শব্দ শোনা গেল। শেষ পর্যন্ত সকালবেলা সবেগে ওয়াটসনের ঘরে ঢুকে পড়লেন। পরনে ড্রেসিং গাউন, কিন্তু তাহলেও তাঁর ফ্যাকাসে মুখ আর গর্তে বসা চোখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না, সে রাতেও একটুও ঘুমোতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করলেন অন্ত্যেষ্টি কটার সময়? আটটায়, তাই না? অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। এখন সাতটা কুড়ি। হা, ঈশ্বর, আমার মগজের যে কী হয়েছিল! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি করো—জীবন মরণের প্রশ্ন এখন, মৃত্যুর সম্ভাবনা একশো, বেঁচে থাকার সম্ভব না এক। যদি সময়মতো পৌছতে না পারি তো কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

পাঁচ মিনিটও হয় নি, একটা গাড়িতে করে সবেগে বেকার স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলছিলেন হোম্‌স্ কিন্তু তা সত্ত্বেও বিগ্ বেন-এ পৌছতে বেজে গেল সাতটা পঁয়ত্রিশ। আর ব্রিক্সটন রোড ধরে যখন তীব্র বেগে হোম্‌সরা এগিয়ে চলছিলেন, ততোক্ষণে আটটা বেজে গেছে। তবে, তাদের মতো আরো অনেকেরই অমন দেরি হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে দশ মিনিট হয়ে গেল। কিন্তু তখনো কফিনটা বাড়ির সামনে রয়ে গেছে। ঘোড়াটা যখন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে থামল সেই মুহূর্তে দেখা গেল তিনজন লোক কফিনটা বহন করে নিয়ে আসছে। তীরবেগে গিয়ে হোম্‌স্ তাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন, নিয়ে যাও, আবার ভিতরে নিয়ে যাও ওটা! সবার আগে যে ছিল তার বুকে হাত দিয়ে বললেন, এক্ষুনি ফিরিয়ে নিয়ে যাও বলছি।'

পিটার্স চিৎকার করে উঠল, কী বলছেন, মশাই, আবার বলছি আপনার ওয়ারেন্ট কই?

হোম্‌স্ বললেন, 'আসছে ওয়ারেন্ট, এক্ষুনি পৌছে যাবে। যতোক্ষণ না এসে পৌছচ্ছে, কফিন বাড়ির মধেই থাকবে।'

হোম্‌সের কথায় যে আদেশের সুর ছিল কফিন বাহকদের ওপর তা প্রভাব বিস্তার করল। হঠাৎ দেখা গেল পিটার্স বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হোম্‌সের আদেশে ওরা আবার কফিনটা টেবিলের ওপর রাখল। হোম্‌স্ চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'তাড়াতাড়ি ওয়াটসন! এই নাও একটা স্ক্রু ড্রাইভার, ডালাটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেল এক মিনিটের মধ্যে খুলে ফেললে এক পাউন্ড পাবে! লেগে যাও। বেশ! বেশ! আর একবার আর একবার—এবার টানো, 'সবাই একসঙ্গে!' এই তো, খুলে যাচ্ছে, খুলে যাচ্ছে—ব্যস্ ঐ খুলে গেল। সবাই একসঙ্গে টেনে খুলে

www.pathagar.com

ফেলল ডালাটা। খুলতেই সঙ্গে সঙ্গে ক্লোরোফর্মের অত্যন্ত তীব্র গন্ধ উপস্থিত সকলকে অভিভূত করে ফেলল। ভিতরে একটি দেহ, তার মাথাটা কাপড়ে জড়ানো। সে কাপড়ে ঘুমের ওষুধ মাখানো। দেহটা হোম্‌স্‌ টেনে তুলতে অন্য একটা দেহ দেখা গেল। সে মুখ পাথরের মতো। সে দেহ এক মধ্যবয়সী অপূর্ব সুন্দরী মহিলার। পলকের মধ্যে হোম্‌স্‌ দেহটাকে বসবার ভঙ্গীতে তুলে ধরলেন। দেখ তো ওয়াটসন এখনো প্রাণ আছে কিনা জীবনের চিহ্ন একটুও আছে কিনা দেখ তো ভালো করে! নিশ্চয় একেবারে মারা যান নি!

প্রায় আধঘণ্টা ধরে পরীক্ষার পরে মন হল না জীবনের কোনো চিহ্ন দেহে আছে। দম দম বন্ধ-হইয়ে হোক বা ক্লোরোফর্মের বিষাক্ত গ্যাসের জন্যেই হোক, মনে হল হয়তো লেডি ফ্রান্সেরকে আর ইহলোক ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে, ইথার ইনজেকশান দিয়ে এবং বিজ্ঞান সম্মত সমস্ত-রকম চেষ্টার পর জীবনের অতি সামান্য স্পন্দন সে দেহে অনুভূত হল। চোখের পাতা যেন একটু কেঁপে উঠল। আয়নায় যেন খুব অস্পষ্ট ছায়াপাতের মতো দেখা গেল যা থেকে বুঝতে হবে জীবন ফিরে আসছে, ধীরে ধীরে। একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল জানলার খড়খড়ি খুলে হোম্‌স্‌ বললেন, এই যে, লেসট্রেড এসেছে ওয়ারেন্ট নিয়ে। এসে দেখবে যে তার পাখিরা উড়ে এসেছে ওয়ারেন্ট নিয়ে। এসে দেখবে যে তার পাখিরা উড়ে গেছে। তারপর বারান্দায় ভারি দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে বললেন, এই তো এসে গেছেন, এঁর পারিচর্যার যাঁর অধিকার আমার থেকে বেশি—এই যে মি. গ্রিন। আমার মনে হয় যতো তাড়াতাড়ি লেডি ফ্রান্সসকে এখান থেকে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। ইতিমধ্যে অন্ত্যেষ্টির কাজটা চলতে পারে। কফিনে শুয়ে থাকা স্ত্রীলোকটা এখন বিশ্রাম করুক।

সন্ধেবেলা হোম্‌স্‌ ওয়াটসনের সঙ্গে কথায় কথায় আলোচনা সূত্রে বললেন, 'সারারাত চিন্তা করবার পর ভোরের দিকে আমার চিন্তার জাল কেটে নিয়ে ভোরের ধূসরতায় আমার হঠাৎ মনে আসে আন্ডারটেকারের স্ত্রী কথা যা ফিলিপ গ্রিনের মুখে শুনেছিলাম। এতক্ষণে তো এসে যাওয়ার কথা, তা সাধারণ ব্যাপার তো নয়, সেইজন্যে দেরি হচ্ছে হয়তো। কফিনটার কথা উল্লেখ করেছিল সে। সাধারণ কফিন সত্যিই এ নয়, এবং এর একমাত্র কারণ হতে পারে, কোনো বিশেষ মাপেই এটা তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু কেন? সঙ্গে সঙ্গে তখন মনে পড়ে গেল কফিনটার দুটো পাশ কেমন অস্বাভাবিক রকমের গভীর আর ক্ষীণ ছোটোখাটো একটা মৃতদেহের জন্যে অতবড় একটা কফিন কেন? নিশ্চয়ই, যাতে আরো একটা দেহের জায়গা সেখানে হতে পারে। একই সার্টিফিকেটের জোরে দুটো দেহই জায়গা সেখানে হতে পারে। একই সার্টিফিকেটের জোরে দুটো দেহই সমাহিত হবে। এ সমস্তই তো অত্যন্ত পরিষ্কার। আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ না থাকায় এ ভুলটা হল। আটটায় ফ্রান্সেসের সমাধি হওয়ার কথা, তাই আমাদের একমাত্র উপায় হল, যেমন করেইহোক কফিনটাকে বাড়ির মধ্যে আটকে রাখা। ভদ্রমহিলাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার সম্ভবনা ছিল খুবই সামান্য, কিন্তু তাহলেও কটা সম্ভবনা মানে একটা চান্স নেওয়া যেতে পারে বলে আমার মনে হল। এবং ফলও দেখা গেল তাই। এর আগেও ওরা কখনো খুন টুন করেছে বলে জানি না। তবে শেষপর্যন্ত গায়ে হাত দেয় নি, কারণে যে ভাবে মৃত্যু হয়েছে তার কোনো নির্দশন না রেখেই তারা তাঁকে সমাধিস্থ করতে পারত। এবং করব খুঁড়ে মৃতদেহ তুললেও কিছু সুযোগ তাদের থাকত। ওপরের সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটা তো দেখে এসেছ সেখানে ভদ্রমহিলাকে এতদিন আটকে রাখা হয়েছিল। হঠাৎ আক্রমণ করে ওরা তাঁকে ক্লোরোফর্ম ঢেলে দেয় যাতে ঘুম না ভাঙে। তারপর নিচে নিয়ে এসে আরো প্রচুর ক্লোরোফর্ম দেয়া হয় যাতে ঘুম না ভাঙে। তারপর স্ক্রু দিয়ে এটে দেয়া হয় ডালাটা।

ওয়াটসন, এ অপরাধ অপরাধের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। যদি ডা. শ্লেসেনজার এবং তার স্ত্রী এ যাত্রা লেসট্রেডের কবল এড়িয়ে পালাতে পারে তো ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে এ ধরনের আরো চমৎকার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

মুমূর্ষু ডিটেকটিভ

শার্লক হোম্‌সের গৃহকর্ত্রী মিসেস হাডসনের কাছ খবর পেয়ে ড. ওয়াটসন ছুটে এলেন বেকার স্ট্রিটে, হোম্‌স্‌-এর ডেরায়। শার্লকের কঠিন অসুখ।

সত্যিই সে এক করুণ দৃশ্য! নভেম্বরের কুয়াশা ছাওয়া সেই অল্প আলোয় রোগী ঘরটা বিষাদমাখা ছিল তো বটেই, তার ওপর হাড় বার করা শুকনো মুখে তাঁকে একদৃষ্টে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওয়াটসনের শরীর যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল। চোখে জ্বরাগ্রস্তের দৃষ্টির উজ্জ্বলতা, দু-গালে ক্ষয়জ্বরের রক্তিমাভা। মুখে ছোপ ছোপ দাগ লেগে রয়েছে। চাদরের ওপরে রাখা সরু হাত দুটো কেবলই ছটফট করছে, গলার আওয়াজ কর্কশ, আর কথা কইছেন যেন হোঁচট খেতে খেতে। ওয়াটসন যখন ঘরে ঢুকলেন, তিনি শুয়ে ছটফট করছিলেন। তাঁর চোখ দেখে মনে হলো আমায় চিনতে পেরেছেন। বললেন, এই যে ওয়াটসন, তুমি এসে গেছো। দেখো, আমার সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে! দুর্বল গলায় কথাটা বললেন বটে, কিন্তু তাতেও তাঁর স্বভাবসুলভ বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

এগিয়ে গিয়ে আবেগের স্বরে ওয়াটসন বললেন, বন্ধু, বন্ধু তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

সরে যাও,—সরে যাও আমার কাছ থেকে। সেই তীক্ষ্ণ আদেশের সুরে তিনি কথাটা বললেন, একমাত্র সমূহ বিপদে পড়লে তিনি যেভাবে বলতেন—আর যদি এক পা-ও এগোও তো বাধ্য হবো তোমায় বেরিয়ে যেতে বলতে।

ওয়াটসনের, মিসেস হাডসনের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, একগুঁয়ে হোম্‌স্‌ কিছুতেই ডাক্তার ডাকতে দিচ্ছেন না। তখন ওয়াটসনের মনে হলো বন্ধুটি আগের চেয়েও বেশি একগুঁয়ে। বন্ধুটির এক করুণ দশা দেখে কষ্ট হলো ওয়াটসনের। তিনি হোমসকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন, আমি তো তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি হোম্‌স্‌!

হোম্‌স্‌ উত্তরে বললেন—নিশ্চয়, তাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু সবচেয়ে ভালো সাহায্য করা হবে যদি আমার কথা শোনো। ওয়াটসন, যা বলছি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।

ওয়াটসন বিস্মিত স্বরে বললেন, আমার ভালোর জন্যে? তার মানে?

হ্যাঁ, কারণ আমি ভালো করেই জানি আমার কী হয়েছে—হোম্‌স্‌ বললেন,—এ হলো একটা কুলি রোগ সুমাত্রায় থাকতে ছোঁয়াচটা লেগেছে। এ রোগ সম্বন্ধে আমাদের চেয়ে ওলন্দাজরা ভালো জানে, যদিও তারা এ নিয়ে বিশেষ কিছুই করে নি। এ পর্যন্ত এইটুকুই জানা গেছে যে এ রোগ যেমন মারাত্মক তেমনি ছোঁয়াচে। একবার ছোঁয়াচ লাগলে আর রক্ষা নেই ওয়াটসন! ওয়াটসন বললেন,—হোম্‌স্‌, তুমি সুস্থ নও এবং অসুস্থ মানুষ তো বালকেরই সামিল। তাই সেই হিসেবেই আমি তোমার চিকিৎসা করবো—তুমি পছন্দ করো আর নাই-ই করো। তোমার রোগের উপসর্গ পরীক্ষা করে আমি তোমার চিকিৎসা করবো ঠিক করেছি।

একথায় হোম্‌স্‌ বিষ দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকালেন। বললেন,—বেশ, আমার অ-মতেও যদি আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়তো এমন ডাক্তারই আমি ডাকবো যার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।

ওয়াটসন বললেন, ও তাহলে আমার চিকিৎসার দরকার নেই? অবশ্যই আছে, হোম্‌স্‌ বললেন—তবে তা স্রেফ বন্ধু হিসেবে। কিন্তু সত্য যা তা সত্যিই, ওয়াটসন। আর যাই হোক তুমি একজন সাধারণ ডাক্তার ছাড়া কিছুই নও। তোমার অভিজ্ঞতা সীমিত। এসব কথা বলতে আমার খারাপ লাগছে ওয়াটসন। কিন্তু বলতে বাধ্য করছো।

ওয়াটসন বললেন, তোমার কথায় বুঝতে পারছি তোমার স্নায়ুর অবস্থা খুবই খারাপ। যাই হোক, সত্যিই যদি আমার ওপর তোমার কোনো আস্থা না থাকে তো আমি জোর করে তোমার চিকিৎসায় হাত দেবো না। তাহলে স্যর জেসপার মিককে বা পেনরোজ ফিশারকে বা লন্ডনের সেরা ডাক্তারদের কাউকে নিয়ে আসি। মোট কথা, কাউকে দেখানো যে একান্তই দরকার তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি ভেবে থাকো আমি এখানে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখব তুমি একটু

www.pathagar.com

একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, আর নিজে থেকে বা কোনো ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো না, তাহলে বুঝব তুমি এতদিনেও আমায় চেনো নি।

তোমার উদ্দেশ্য যে ভালো তা আমি স্বীকার করি ওয়াটসন, অসুস্থ্য ব্যক্তিটি বললেন,—কথাটা বললেন, খানিকটা কান্নার আর খানিকটা আর্তনাদের সুরে। আচ্ছা, তোমার অজ্ঞতার প্রমাণ দেবো? বেশ বলো, টাপানুলি জ্বর সম্বন্ধে তুমি কি জানো কিংবা ব্লাক ফরমোসা কোরাপশন সম্বন্ধে?

দুটোর কোনোটারই নাম শুনি নি—ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্ বললেন,—পূবদেশে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত রোগ আছে, পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রচুর সম্ভাবনা সেখানে। প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের পর তাঁকে থামতে হচ্ছিল। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণার ফলে আমি এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছি যার মধ্যে ভেষজ অপরাধ তত্ত্বের ব্যাপারও খানিকটা আছে। আর তাই করতে গিয়েই আমার এই ছোঁয়াচে লেগেছে। এর চিকিৎসা তোমার কম্ম নয়, ওয়াটসন।

হয়তো তাই, ওয়াটসন বললেন—আচ্ছা, গ্রীষ্মমণ্ডলীর রোগসমূহের সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ ড. আইনসট্রিকে আমি চিনি। তিনি এখন লন্ডনে। কোনো ধমক-ধামকই আমি মানব না হোম্‌স্—এই মুহূর্তে তাঁকে ডাকতে চললাম। দরোজার কাছে আসবার আগেই হোম্‌স্ বাঘের মতো এক লাফে এসে ওয়াটসনকে নিরস্ত করলেন। দরোজায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে টলতে টলতে গিয়ে আবার বিছানা নিলেন। এই নিদারুণ পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, এবার তুমি আটকা পড়েছো, ওয়াটসন। এ চাবি তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এখানে এই অবস্থাতেই থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার কথা শুনছো। তবে, আমি তোমায় খুশি করে দিচ্ছি। আমি ভালো করেই জানি যে তুমি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। বেশ তোমার ইচ্ছেমতোই হবে, তবে, একটু সময় আমায় দেবে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, ঠিক এই মুহূর্তেই হবে না। এখন চারটে, ছয়টার সময় তোমায় ছেড়ে দেবো।

একি, ওয়াটসন বললেন—এ যে পাগলামি হোম্‌স্।

মাত্র দুইটি ঘণ্টা ওয়াটসন। কথা দিচ্ছি, ছয়টার সময় ঠিক ছেড়ে দেবো, হোম্‌স্ বললেন—শুধু তুমি যেখানে আছো, ওখান থেকে আর এগোবে না, তাহলেই হবে। আর একটা শর্ত। সেটা হলো, ডেকে আনবে, তুমি যে ডাক্তারের কথা বলছো তাকে নয়। আমি যার নাম করছি তাকে।

বেশ, তাই হবে—ওয়াটসন সম্মতি জানালেন।

হোম্‌স্ তখন বললেন, বেশ, এই যে তিনটি কথা উচ্চারণ করলে তাতে বেশ যুক্তি আছে—খুশি হলাম ওয়াটসন। বড় ক্লান্তি লাগছে। তাকের থেকে যে কোনো বই নিয়ে পড়তে পারো। ছয়টার সময় আবার কথাবার্তার শুরু করবো ওয়াটসন।

হোম্‌স্ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন, এবং কিছুক্ষণ পরেই বিড়বিড় করে কি সব বকতে লাগলেন। আর বইতে মন দিতে না পেরে ওয়াটসন ঘরের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করতে করতে অগ্নিস্থানের কাছে একরাশ পাইপ, তামাকের থলে, সিরিঞ্জ, পেন্সিল কাটা ছুরি, রিভালভারের গুলি, আর কিছু ছড়ানো আবর্জনার পাশে দেখতে পেলেন একটা কালোয় সাদায় হাতির দাঁতের কৌটো। পরিপাটি ছোটখাটো জিনিসটি,—ভালো করে দেখবে বলে হাত বাড়াতেই—

সঙ্গে সঙ্গে এক মহা-আতঙ্কে হোম্‌স্ চিৎকার করে উঠলেন—সে চিৎকার বোধহয় রাস্তা থেকেও শোনা গিয়ে থাকবে। ওয়াটসনের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। কৌটটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলেন ওয়াটসন। ফিরতেই দেখা গেল, হোম্‌স্ অত্যন্ত যন্ত্রণাকাতর মুখে আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে আছেন। বলে উঠলেন, নামিয়ে রাখো—এক্ষুনি নামিয়ে রাখো ওটা—এই মুহূর্তে! তারপর তাঁর মাথা আবার বালিশের মধ্যে ডুবে গেল। জিনিসটা ওয়াটসন নামিয়ে রাখতে স্বস্তির এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তিনি। বললেন, তুমি জানো ওয়াটসন, অত্যন্ত বিরক্ত হই যদি কেউ আমার কোনো জিনিসে হাত দেয়। এমন বিরক্ত করছো

www.pathagar.com

যে, আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে! তুমি একজন ডাক্তার, অথচ যা করছো রোগীকে পাগলা গারদে পাঠাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। চুপ্‌চাপ্ বসো তো, বিশ্রাম করতে দাও একটু।

ওয়াটসন চুপ্ করে লক্ষ্য করতে লাগলেন—হোম্‌স্ যেমন ঘড়িটা লক্ষ্য করছেন তেমনি লক্ষ্য করছেন ওয়াটসনকেও। কারণ ছয়টা বাজতে না বাজতেই আবার তিনি তেমনিই উত্তেজনায় সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, ওয়াটসন, ওয়াটসন, তোমার কাছে খুচরো পয়সা আছে?

হ্যাঁ।

রুপোর কিছু? হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আর আধ ক্রাউন?

ওয়াটসন বললেন,—রুপোর মুদ্রা কয়েকটা আছে, আর মাত্র পাঁচটা আধ ক্রাউন আছে।

হোম্‌স্ বললেন, ঐ কয়টা তুমি তোমার ঘড়ির পকেটে রেখে দাও। আর বাকি পয়সাগুলো সব রাখো প্যান্টের বাঁ পকেটে। ধন্যবাদ। এতে তোমার শরীরের ভারসাম্যের অনেক উন্নতি হবে। তারপর একবার কেঁপে কেঁপে উঠে, একটু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন যেন। তারপর বললেন, এবার গ্যাসটা জ্বেলে দাও ওয়াটসন। কিন্তু খুব সাবধান, কোনোমতেই যেন ওটার শিখা অর্ধেকের বেশি না ওঠে। এ বিষয়ে খুব সাবধান হতে হবে কেমন! বা, এই তো বেশ। না, না, শার্সিটা নামাতে হবে না। এবার কয়েকটা চিঠি আর কিছু কাগজ টেবিলটার ওপরে আমার নাগালের মধ্যে রাখো। বেশ, বেশ—এবার অগ্নিস্থান থেকে কিছু আবর্জনাও। বাঃ চমৎকার! ওখানে দেখবে একটা চিনির চিমটে। সেটা দিয়ে ঐ হাতির দাঁতের ছোট কৌটটা তোলো দেখি। রাখো ওটা এখানে এই কাগজগুলোর মধ্যে। আচ্ছা, এবার যাও, ১৩নং লোয়ার বার্ক স্ট্রিট্ থেকে মি. কালভার্টন স্মিথকে ডেকে নিয়ে এসো।

সত্যি বলতে কি, ডাক্তার ডাকার উৎসাহ আমার ইতিমধ্যে অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়েছে, কারণ হোম্‌স্ যেরকম ভুল বকতে শুরু করেছেন তাঁকে এখন ছেড়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপদের ব্যাপার হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি বিশেষটিকে ডাকবার ব্যাপারে তাঁর দারুণ উৎসাহ।

ওয়াটসন বললেন—ওঁর নাম তো কোনোদিন শুনি নি।

হোম্‌স্ বললেন—তা হয়তো হবে। কিন্তু হয়তো তুমি আশ্চর্য হবে জেনে, এই রোগের ব্যাপারে যে ব্যক্তির জ্ঞান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি তিনি কোন ডাক্তার নন, একজন চাষী! সুমাত্রার লোক তিনি। আপাততঃ লন্ডনে এসেছেন। তাঁর কাছে পিঠে কোনো ডাক্তার না থাকায়, এই রোগের আক্রমণ হলে তিনি নিজেই এ নিয়ে গবেষণা করেছেন। এবং তার ফলে যা জানতে পেরেছেন তার ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারী। অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ মানুষ তিনি। তাই ছয়টার আগে যেতে তোমায় বারণ করছি। কারণ তার আগে তিনি পড়ার ঘরে আসেন না। এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণাই হলো তাঁর প্রধান শখ। যদি তাঁকে রাজি করাতে পারো এখানে এসে আমার চিকিৎসা করতে তাহলে নিশ্চয় আমার উপকার হবে।

হোম্‌সের ঠিক এই মন্তব্য—যেভাবে তিনি দম নেবার জন্যে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থেমে থেমে কথাগুলো বলেছিলেন আর যে ভাবে তাঁর আঙুলগুলো যন্ত্রণায় কেবলই খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল—তা প্রকাশ করার চেষ্টা করবো—ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্ বললেন, ঠিক। ঠিকই ধরেছো। ঠিক যেরকম আমাকে দেখাচ্ছে তেমনটি হুবহু তাঁকে বলবে। বলবে লোকটি মরতে বসেছে, ভুল বকতে শুরু করেছে। মৃত্যুর আর দেরি নেই। ওঃ ঝিনুকের বংশ বৃদ্ধি এমন সাংঘাতিক যে সমুদ্রের তলাটা যে কেন ঝিনুকে ঝিনুকে ভরে উঠে নি জানি না! হায়, আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। আশ্চর্য লাগে যখন ভাবি, মানুষের মগজই কী করে মগজকে বশে রাখে! হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম ওয়াটসন?

মিঃ কালভার্টন স্মিথকে কী বলব তারই নির্দেশ দিচ্ছিলে। মনে পড়েছে বটে,—আমার জীবনই যে ওঁর ওপর নির্ভর করছে! ওকে অনুরোধ কোরো, ওয়াটসন। ওঁর সঙ্গে কোনো সদ্ভাবই আমার নেই। জানো, ওঁর ভাইপোর মৃত্যু সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কথা ওঁকে জানিয়ে

www.pathagar.com

ছিলাম। অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু তার হয়েছিল। তাই আমার ওপর তাঁর আক্রোশ আছে ওয়াটসন। ওঁকে একটু নরম করবার চেষ্টা করবে কেমন? অনুনয় বিনয় করে, খোসামোদ করে, যেমন করেই হোক ওঁকে আনতেই হবে এখানে। একমাত্র তিনিই আমায় এ-যাত্রা রক্ষা করতে পারেন।

ওয়াটসন বললেন,—এক্ষুনি গিয়ে গাড়ি করে নিয়ে আসছি ওঁকে। যদি জোর করে গাড়ীতে তুলতে হয় তাহলেও।

উঁহু ওটি করতে যেও না। ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতেই হবে তোমাকে। তারপর তুমি চলে আসবে ওঁর থেকে আগে। ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে আসবে না—যে-কোনো অছিলাতেই হোক্—মনে থাকে যেন। নিশ্চয়ই আমায় হতাশ করবে না।—এ পর্যন্ত অবশ্য কোনোদিন আমায় হতাশ করোনি। স্বাভাবিক শত্রুতা তো অবশ্যই আছে, যাদের জন্যে পৃথিবীতে জীব জগতের বৃদ্ধি খানিকটা সীমাবদ্ধ আছে। তুমি আর আমি ওয়াটসন, আমাদের যা যা করণীয় তা করেছি, কিন্তু তাই বলে কি পৃথিবীটা ঝিনুকে ঝিনুকেই ছেয়ে যাবে? না, না, সে যে বড় ভয়ানক!

অমন এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এই শিশুসুলভ উক্তি একমনে চিন্তা করতে করতে ওয়াটসন চলে এলেন। চাবিটা উনি ওয়াটসনের হাতে দিয়েছিলেন। মিসেস হাডসন গলিতে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার আগে পেছন থেকে হোম্‌সের উচ্চ তীক্ষ্ণকণ্ঠ আমার কানে এল—একটা গানের সুরে প্রলাপ বকে চলেছেন। গাড়ি ডাকব বলে শিস দিচ্ছিলেন ওয়াটসন এমন সময় কুয়াশার ভেতর থেকে এক ব্যক্তি ওয়াটসনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন মি. হোম্‌স্? ইনি হচ্ছেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেক্টর মর্টন। পরনে পুলিশের নয়, সাধারণ নাগরিকের পোশাক।

ওয়াটসন বললেন,—অত্যন্ত অসুস্থ!

মর্টর্ন অতি অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে শয়তানির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। সে ছাপ না থাকলে হয়তো ওয়াটসন হয়তো তাকে আনন্দের আতিশয্য বলে মনে করতে পারতেন। বললেন, হুঁ এইরকমই একটা গুজব শুনেছিলাম বটে।

গাড়ি চলতে লাগল, ভদ্রলোক পেছনে পড়ে গেলেন।

যে বাড়িটার সামনে গাড়িটা থামল, সেটা এক ধরনের লোহার রেলিং আর খুব ভারি ভাঁজ করা দরোজা আর ঝলমলে পেতলের নেম প্লেট—ভারি পরিপাটি আর অভিজাত বলে মনে হলো ওয়াটসনের। যে ভৃত্যটি দরোজা খুলে দিল, পেছন থেকে আসা বিজলি বাতির গোলাপি আলোয় মনে হল যেন সে পটে আঁকা। পরিস্থিতির সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে গেছে।

ভৃত্যটি বললো—আজ্ঞে কী বললেন? মি. কালভার্টন স্মিথ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি বাড়িতে আছেন ড. ওয়াটসন। আজ্ঞে আচ্ছা, আমি কার্ডটা নিয়ে যাচ্ছি।

ওয়াটসনের নাম আর পদবী কোনোটাই মনে হল না মি. কালভার্টন স্মিথের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। আধখোলা দরোজাটা দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ওয়াটসনের কানে এলো। কে এই ভদ্রলোক, কী চান তিনি? কী মুস্কিল স্টেপল্‌স্, কতোবার না তোমায় বলেছি পড়ার সময় বিরক্ত করবে না। না—আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবো না। বলে দাও গিয়ে আমি বাড়ি নেই। বলে দাও যদি নেহাৎ দেখা করতে হয় তা যেন কাল সকালে আসেন।

রোগশয্যায় শার্লক হোম্‌স্ অমন কষ্ট পাচ্ছেন বলেই ওয়াটসন ভেবে দেখলেন এখন আর শিষ্টাচারের সময় নেই। হোম্‌সের জীবনই এখন নির্ভর করছে ভদ্রলোককে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার ওপর। তাই ভৃত্যটি এসে আমতা আমতা করে তার বক্তব্য প্রকাশ করবার আগেই ওয়াটসন তার পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

দেখলেন, একজন হলদে মুখের ব্যক্তি আগুনের কাছে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। ওয়াটসনকে দেখে ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন তিনি। ব্যাপারটা কী শুনি? এভাবে জবরদস্ত প্রবেশের মানে কী? খবর পাঠাই নি, যে কাল সকালের আগে দেখা হবে না?

www.pathagar.com

ওয়াটসন বললেন মি. স্মিথ, আমি ভীষণ, ভীষণ দুঃখিত। আমি নিরুপায়। ব্যাপারটা এমনই জরুরি যে দেরি করা একেবারেই সম্ভব নয়, মি. শার্লক হোম্‌স্—

বন্ধুর নামটা ছোটখাটো ভদ্রলোকটির ওপর এমন আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেজাজ শান্ত হলো, মুখের ভাব উত্তেজনায় কঠিন হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি হোম্‌সের কাছ থেকে আসছেন?

হ্যাঁ সোজা তাঁর কাছ থেকেই আসছি, ওয়াটসন বললেন, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বাঁচেন কিনা সন্দেহ। আর সেইজন্যই আমার আসা।

মি. স্মিথ ওয়াটসনকে একটা চেয়ারে বসার নির্দেশ দিয়ে বললেন, শুনে দুঃখিত হলাম। ব্যবসায়িক ব্যাপারেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ। কিন্তু তাহলেও তাঁর ক্ষমতার প্রতি, তাঁর চরিত্রের প্রতি আমার প্রচুর শ্রদ্ধা আছে। অবশ্য অপরাধ তত্ত্বে তিনি সৌখিন ছাড়া কিছু নন। তাঁর কারবার বদমাইসদের নিয়ে, আর আমার, রোগ জীবাণু নিয়ে। ঐগুলো হলো আমার কয়েদকানা এই বলে তিনি পাশের একটা টেবিল দেখিয়ে দিলেন। টেবিলটার ওপর একসার বোতল। বললেন, পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধীরা ওগুলোর মধ্যে জেলের মেয়াদ খাটছে।

ওয়াটসন এই কথার সূত্র ধরেই বললেন, এ বিষয়ে আপনার বিশেষ জ্ঞানের জন্যেই মি. হোম্‌স্ আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার সম্বন্ধে তাঁর খুবই উচ্চ-ধারণা। তিনি মনে করেন লন্ডন শহরে একমাত্র আপনিই তাঁকে সাহায্য করতে পারেন।

এ কথায় চমকে উঠলেন ভদ্রলোক, আর সঙ্গে সঙ্গে টুপিটা তার মাথা থেকে পড়ে গেল। বললেন, কেন তাঁর মনে হল যে, আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি?

ওয়াটসন বললেন,—প্রাচ্যের এসব অসুখ সম্বন্ধে আপনার বিশেষ জ্ঞান আছে।

কিন্তু, একথা তাঁর কেন মনে হলো যে তাঁর এ রোগ পূর্বদেশীয় কোনো রোগ?

ওয়াটসন বললেন, কারণ তাঁকে কাজের খাতিরে কয়কদিন ডকের চীনা নাবিকদের সান্নিধ্যে যেতে হয়েছিল।

এ কথায় মি. স্মিথের মুখে হাসির উদ্রেক হল। টুপিটা তুলে নিলেন তিনি। বললেন, ও, তাই নাকি। তাহলেও আশা করি আপনি যেমন বলছেন ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কতোদিন হলো তিনি অসুস্থ?

ওয়াটসন বললেন, প্রায় তিন দিন হল তিনি অসুস্থ। মাঝে মাঝে ভুল বকছেন।

মিঃ স্মিথ মন্তব্য করলেন, আহা! তবে তো ব্যাপারটা গুরুতরই মনে হচ্ছে। তা, এমন ব্যাপারে না যাওয়াটা অমানুষিক হবে। কাজে বাধা পড়াটা আমি আদৌ পছন্দ করি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবশ্যই তার ব্যতিক্রম হতে পারে। বেশ, চলুন, এক্ষুনি আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

হোম্‌সের কথাটা ওয়াটসনের মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, আমি তো এক্ষুনি যেতে পারবো না। আর একটা কাজ আছে আমার—

মি. স্মিথ বললেন,—ঠিক আছে একাই যাচ্ছি তাহলে।

ঠিকানাটা আমার লেখা আছে। বড়জোর আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

দুরু দুরু বুকে ওয়াটসন হোম্‌সের শয্যার পাশে গেলেন। তাঁর ভাবনা হয়েছিল, হয়তো ইতিমধ্যেই সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাই অত্যন্ত আশ্বস্ত হলেন দেখে যে এর মধ্যে বরং প্রভূত উন্নতিই দেখা দিয়েছে। চেহারা তেমনই রয়ে গেছে বটে, কিন্তু প্রলাপের আর কোনো লক্ষণই তাঁর মধ্যে ছিল না। দুর্বল কণ্ঠে তিনি বললেন,—কিন্তু যেরকম স্পষ্টভাবে আর পরিষ্কার করে বললেন তা যেন তাঁর স্বাভাবিক অবস্থাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বললেন, কী, দেখা হল?

ওয়াটসন বললেন,—হ্যাঁ, তিনি আসছেন।

চমৎকার, ওয়াটসন, হোম্‌স্ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—দেখা যাচ্ছে, দূত হিসেবে তোমার সমান কেউ নেই।

ওয়াটসন বললেন—জানো, তিনি আমার সঙ্গেই আসতে চাইছিলেন।

www.pathagar.com

না না ওয়াটসন, তা কখনোই হতে পারে না। একেবারেই অসম্ভব। জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি, আমার কী হয়েছে?

হ্যাঁ, ওয়াটসন বললেন—তাতে আমি ঈস্ট এন্ড এর চীনাদের কথার উল্লেখ করেছিলাম।

ঠিক, ঠিকই করেছো ওয়াটসন। প্রকৃত বন্ধুর যা যা করণীয় ঠিক ঠিকই করেছো। এবার তুমি দিব্যি এ দৃশ্য থেকে অন্তর্ধান করতে পারো।

ওয়াটসন বললেন—না হোম্‌স্‌, ওঁর মতামতটা আমায় শুনতে হবে বৈকি।

আরে সে তো শুনবেই। তবে এমন কথা আমার মনে করার কারণ আছে যে তাঁর সে মতামত আরো স্পষ্ট ও আরো অনেক বেশি কার্যকরী হবে যদি আমি আর তিনি ছাড়া আর সেখানে কেউ উপস্থিত না থাকে। তার চেয়ে এক কাজ করো, আমার খাটের মাথার দিকে যে জায়গা আছে তাতে একজনের ঠিক লুকিয়ে যাবে।

সেকি, সেকি হোম্‌স! ওয়াটসন বললেন।

এছাড়া আর কোনো উপায় নেই ওয়াটসন—হোম্‌স্‌ বললেন—লুকিয়ে থাকার মতো জায়গা অবশ্যই ওটা নয়, আর তাতে সুবিধাই বরং কারণ সন্দেহের উদ্রেক হবে না। হঠাৎ উঠে বসলেন তিনি। রোগগ্রস্ত মুখের ভাবে ঋজুতা আর ঔৎসুক্য ফুটে উঠলো—ঐ চাকার শব্দ, ওয়াটসন! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি লুকাও। কথা বলা, নড়াচড়া একেবারেই চলবে না। কেবল কান পেতে শুনে যাবে, ব্যস্‌। তারপর একেবারেই চলবে না। কেবল কান পেতে শুনে যাবে, ব্যস্‌। তারপর মুহূর্ত মধ্যেই দেখা গেল, যেটুকু শক্তি তিনি ফিরে পেয়েছিলেন তা চলে গেল, ফলে এইমাত্র যে পুরো ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলছিলেন, তার বদলে নিচু গলায় অস্পষ্টভাবে কথা বলতে লাগলেন।

লুকোনোর জায়গাটা থেকে ওয়াটসন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর শোবার ঘরের দরোজাটার খোলার আর বন্ধ হওয়ার শব্দ। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু রোগীর গভীর বিশ্বাস প্রশ্বাসের আর হাঁফানির শব্দ ছাড়া। আগন্তুক বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে রোগীর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। শেষপর্যন্ত সেই দীর্ঘ মৌনতা ভঙ্গ হল।

মি. স্মিথের গলা শোনা গেল—হোম্‌স্‌ হোম্‌স্‌! ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে হলে যেভাবে ডাকা হয় সেভাবেই ডাকলেন তিনি।

আমার কথা শুনতে পাচ্ছো হোম্‌স? তারপর একটা খস্‌খস্‌ শব্দ। বোধ হয় আগন্তুকটি রুক্ষভাবে হোম্‌সের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

ফিস্‌ ফিস্‌ করে হোম্‌স্‌ বললেন, কে স্মিথ এসেছো?

আমি তো আশাই করতে পারি নি যে তুমি আসবে!

হেসে উঠলেন আগন্তুক। বললেন, তা বটে! কিন্তু দেখ, তাহলেও আমি এসেছি। আগুনের কয়লা, হোম্‌স্‌ আগুনের কয়লা!

হোম্‌স্‌ কম্পিত স্বরে বললেন—ভালো হয়েছে তুমি এসেছো, ভারি মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছো। এ বিষয়ে তোমার যে বিশেষ জ্ঞান তার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উঁচু।

চাপা হাসি হেসে আগন্তুক বললেন ও! তা লন্ডনে একমাত্র তোমারই ধারণা ওই রকম। কিন্তু জানো কি, তোমার ঠিক কী হয়েছে?

হোম্‌স্‌ বললেন—জানি। ঠিক সেই জিনিসই।

তা, আশ্চর্য হবো না হোম্‌স্‌। আশ্চর্য হবো না যদি ঠিক সেই রোগই হয়ে থাকে—মি. স্মিথ বললেন, আর যদি হয়ে থাকে তো খুব খারাপ কথা। বেচারা ভিক্টর তো চারদিনের দিনই মারা পড়ল, অমন স্বাস্থ্যবান মানুষ, অমন সহৃদয় মানুষ! অবশ্য তুমি যা বলেছো সত্যিই আশ্চর্য—লন্ডন শহরে বসে এমন একটা রোগের ছোঁয়াচ লাগানো, সে রোগ এশিয়ারই বৈশিষ্ট্য—যে রোগ সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে গবেষণা করেছি। আশ্চর্য এ সংঘটন, তাই না হোম্‌স্‌? এটা লক্ষ্য করে ভারি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো—যদিও দুটোর মধ্যে একটা কার্য কারণ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়াটা তোমার পক্ষে অন্যায়ই হয়েছে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

www.pathagar.com

আমি জানতাম এ তোমারই কাজ—হোম্‌স্ অতি কষ্টে বললেন। ও, তাই নাকি? কিন্তু, যাই হোক, প্রমাণ করবে কী করে? আর, এভাবে যে তুমি আমার সম্বন্ধে বলে বেড়াচ্ছো তার মানে কী? আর তারপরেই যখন নিজে বিপদে পড়লে তখন আবার আমারই সাহায্য চাইছো। এ আবার কী খেয়াল তোমার শুনি?

রোগীর কষ্ট করে নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দ ওয়াটসনের কানে এলো। হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি বললেন—জল—জল দাও একটু!

বন্ধু, তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আমি চাই না তোমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তুমি মারা পড়। আর সেই কারণেই তোমায় জল দিচ্ছি। এই নাও জলকে ফেলো না যেন। বেশ। কী বলছি বুঝতে পেরেছো?

একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ হোম্‌সের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। বললেন, দেখ ভাই আমার কী উপকার করতে পারো। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে,—ভুলে যাও সেসব। আমি ভুলে যাবো—একেবারে ভুলে যাবো, কথা দিচ্ছি বন্ধু। আমায় সারিয়ে তোলো, তাহলেই দেখবে আর কিছুই মনে রাখবো না।

কী ভুলে যাব বলছ?—স্মিথ বললেন।

হোম্‌স্ বললেন—ভিক্টর স্যাভেজের মৃত্যুর কথা। এইমাত্র তো তুমি একরকম স্বীকারই করলে। সে আমি ভুলে যাব—কথা দিচ্ছি!

ভুলে যাও বা না যাও, সে তোমার ইচ্ছে, স্মিথ বললেন,—সাক্ষীর বাক্সে তো আর তোমায় পাওয়া যাবে না—যে বাক্সে তোমায় পাওয়া যাবে তার আকৃতি একেবারে অন্যরকম, বুঝলে? আমার ভাগনের কীভাবে মৃত্যু হলো তা তুমি জানতে পারলেই বা আমার কী? তার কথা তো এখন হচ্ছে না—হচ্ছে তোমার কথা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই—হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন অতি কষ্টে। ভাবতে পারছি না—কিছু ভাবতে পারছি না—সব গুলিয়ে যাচ্ছে! সাহায্য করো, ঈশ্বরের দোহাই আমায় সাহায্য করো বন্ধু।

আচ্ছা বেশ, স্মিথ বললেন,—কেমন করে এ রোগ তোমায় ধরল, আর তোমার বর্তমান অবস্থা কি, এইটুকুই তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি চাই তুমি মরার আগে তা জেনে রাখো।

হোম্‌স্ বললেন—কিছু ওষুধ আমায় দাও যাতে কষ্টটা একটু কমে!

হুঁ, খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না? হুঁ, কুলিরা মরার আগে প্রচুর চিৎকার করতো বটে। আর খিল ধরছে তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খিল, খিল তো ধরছে! হোম্‌স্ বললেন।

যাই হোক, আমার কথা শুনতে দোষ নেই। শোনো তাহলে! আচ্ছা, এ রোগের লক্ষণগুলো যখন প্রথম তোমার মধ্যে দেখা দেয় তখনকার কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার কথা মনে পড়ে?

হোম্‌স্ উত্তর দিলেন, না, না, কিছু না! আর বলতে পারছি না—বড় কষ্ট!

স্মিথ বললেন—বেশ, তোমায় সাহায্য করছি। আচ্ছা, কোনো জিনিস কি তোমার কাছে ডাকে এসেছিল?

হোম্‌স্ বললেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, । ধর—কোনো কৌটো? স্মিথ বললেন।

আমি আর পারছি না! একটা শব্দ শোনা গেল।

যেন আগন্তুক মুমূর্ষুকে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। অতি কষ্টে ওয়াটসন জিনেকে সামলে রাখলেন।

স্মিথ বলে চলছিলেন—শুনতে হবে, শুনতে হবে—আমার কথা শুনতেই হবে তোমায়! মনে পড়ে একটা কৌটকার কথা—হাতির দাঁতের একটা কৌটা? বুধবার সেটা তোমার কাছে আসে। খুলেছিলে, সেটা,—মনে পড়ে?

www.pathagar.com

হোম্‌স্ ভগ্নস্বরে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুলেছিলাম বটে। একটা ধারালো স্প্রিংস সেটার ভেতরে ছিল। কেউ রসিকতা করে—

রসিকতা নয়। স্মিথ বললেন—ওকে মূর্খ, তোমার যা প্রাপ্য ছিল তাই পেলে। কে তোমায় বলেছিল আমার পথে কাঁটা হতে? খোঁচা লেগে রক্ত বেরিয়েছিল। ঐ যে কৌটটা, টেবিলের ওপর।

আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটেই তো! স্মিথ বললেন,—এবার ওটা আমার পকেট হয়ে এ ঘর থেকে চলে যাবে। ব্যাস্ তোমার শেষ যে প্রমাণ ছিল তাও গেল। আচ্ছা, এবার তুমি সঠিক জানতে পারলে যে আমিই তোমায় হত্যা করেছি। ভিক্টর স্যাভেজের মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি বড় বেশি জেনে ফেলেছিলে। তা তোমাকেও পাঠালাম তার অনুসরণ করতে। আর তোমার মৃত্যুর অতি সামান্যই বাকি আছে হোম্‌স্। এখানে বসে বসে আমি তোমায় মরতে দেখবো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

হোম্‌সের গলার আওয়াজ তখন এমন ফিস্‌ফিস্ আর ফ্যাঁস ফ্যাঁসে হয়ে গেছে যে তা বোঝাই যাচ্ছিল না।

স্মিথ বললেন—অ্যা কী বলেন, গ্যাসটা বাড়িয়ে দেবো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছায়া নেমে আসছে বটে। আচ্ছা দিচ্ছি বাড়িয়ে। ভালোই হবে, তোমার মৃত্যুটাও বেশ ভালো করে দেখতে পাবো। ঘরের ওধারে গেলেন তিনি, আর তক্ষুনি গ্যাসটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর বললেন,—তোমার জন্যে এইরকম ছোটো খাটো আর কী করতে পারি বলো।

হোম্‌স্ বললেন,—একটা সিগারেট, আর একটা দেশলাই।

আনন্দের আতিশয্যে আর একটু হলেই ওয়াটসন চিৎকার করে উঠেছিলেন। গলার আওয়াজ প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এখনো একটু দুর্বল বটে, কিন্তু বুঝতে ওয়াটসনের ভুল হয় নি। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। কালভার্টন স্মিথ অবাক বিস্ময়ে তাঁর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

নীরবতা ভঙ্গ করে স্মিথ কর্কশ স্বরে বললেন,—এসবের মানে কি শুনি?

হোম্‌স্ বললেন—কোনো বিষয়ে অভিনয় করতে হলে সবচেয়ে ভালো হলো, সেই চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। বিশ্বাস করো, গত তিন দিন আমি একেবারেই কিছু খাইনি, এক গ্লাস জল পর্যন্ত না। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে ধূমপান না করার জন্যে।

ততোক্ষণে বাইরে থেকে একটা পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দরোজাটা খুলে প্রবেশ করলেন ইন্সপেক্টর মর্টন।

হোম্‌স্ বললেন—সবই ঠিক মতো হয়েছে। এই যে ইন্সপেক্টর আপনার লোক।

ইন্সপেক্টর যথারীতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন! জনৈক ভিক্টর স্যাভেজকে হত্যা করার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। এবং সেই সঙ্গে হোম্‌স্ মুচকি হেসে বলে উঠলেন, সেই সঙ্গে যোগ করতে পারেন, জনৈক শার্লক হোম্‌স্‌কে হত্যার চেষ্টার জন্যেও! জানেন ইন্সপেক্টর, মি. কালভার্টন স্মিথ দয়া করে গ্যাসটা বাড়িয়ে আপনাকে সংকেত দিয়েছেন। আর ভালো কথা, কয়েদির পকেটে একটা কৌটো আছে, সেটা বার করে নেওয়া দরকার। ধন্যবাদ।

স্মিথ চিৎকার আর ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌টি করাতে ইন্সপেক্টর ধমক দিয়ে বললেন, স্থির হয়ে দাঁড়ান। না হলে আহত হবেন। তারপর তাঁর দুটি হাতেই মি. মর্টন হাতকড়া লাগালেন।

কার্ডবোর্ডের বাক্স

হোম্‌সের অনুরোধে কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলেন ওয়াটসন। শিরোনামা ছিল, 'বীভৎস মোড়ক'। ক্রয়ডনের ক্রস স্ট্রিটের মিস্ সুসান কাশিং—নিষ্ঠুর, বীভৎস এক পরিহাসের শিকার হয়েছেন, যদি ঘটনাটির সঙ্গে আরো মারাত্মক কিছু জড়িত না থাকে। গতকাল দুটোর সময়

www.pathagar.com

বাদামি কাগজে মোড়া ছোট একটি প্যাকেট ডাকপিয়ন তাঁর হাতে দেয়। ভিতরে একটা পিসবোর্ডে বাক্স মোটা দানার নুন দিয়ে ভরাট করা ছিল। নুনটা ঢেলে ফেলে মিস্ কাশিং সভয়ে দেখলেন, নিচে সদ্যকাটা মানুষের দুটো কান রয়েছে। পার্সেলটা আগের দিন সকালে বেলফাস্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছিল। প্রেরকের কোনো ঠিকানা ছিল না। ব্যাপারটা আরো রহস্যজনক এই কারণে যে, মিস্ কাশিং-এর বয়স পঞ্চাশ, নেহাৎই নিষ্কর্মার জীবন তাঁর। পরিচিত বা যাদের সঙ্গে পত্রালাপ করেন এমন লোক এতোই কম যে ডাক মারফৎ কিছু পাওয়া বিরল ঘটনা তাঁর পক্ষে। কয়েক বছর আগে পেঁজে বাস করার সময় তিনি বাড়ির কয়েকটা ঘর তিনজন ডাক্তারি পড়া ছাত্রকে ভাড়া দিয়েছিলেন। পরে তিনি তাদের উঠিয়ে দেন। মিস্ কাশিং-এর ওপর শোধ নিতে বা তাঁকে ভয় পাওয়াতে ওরাই হয়তো শব-ব্যবচ্ছেদের কিছু নমুনা পাঠিয়েছে। এই মতের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে এই থেকে যে, তিনজন পড় য়ার একজনের দেশ ছিল উত্তর আয়াল্যাণ্ডে আর মিস্ কাশিং-এর যতোদূর মনে পড়ছে বেলফাস্টে। যাইহোক্ অর্ন্তবর্তী অনুসন্ধান জোর কদমে এগিয়ে চলেছে মি. লেসট্রেডের তত্ত্বাবধানে, যিনি গোয়েন্দা দপ্তরে চটপটে, কাজের লোক বলে পরিচিত।

ওয়াটসনের পড়া শেষ হলে, হোম্‌স্ বললেন—বেশ, ডেলি ক্রনিকল থেকে তো কিছুটা জানা গেল। এবার তাহলে লেসট্রেড কী বলেন দেখা যাক। আজ সকালে ওঁর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। উনি লিখেছেন—ব্যাপারটা আপনার মনমতো হবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা এটার কিনারা করতে পারবো সূত্র পাচ্ছি না যা ধরে এগোনো যায়। বেলফাস্টের ডাকঘরে তার করেছি, কিন্তু সেদিন অনেক পার্সেল পোস্ট করা হয়েছিল। তার মধ্যে এটাকে চিনে রাখার বা প্রেরককে মনে রাখার কোনও উপায় ছিল না। হনিডিউ তামাকের আধ পাউণ্ডের বাক্স ওটা।—একটু সময় করে একবার দেখা করলে বাধিত হবো। পুলিশের আবাসে বা থানায় আমার দেখা পাবেন।

অগত্যা হোম্‌স্, ওয়াটসনকে বললেন,—যাবে না কী?

ওয়াটসন রহস্যের গন্ধ পেয়ে উসখুস করছিলেন। তাঁর আশা হোম্‌সের জীবনীতে স্থান পাওয়ার মতো, কিছু একটা পেয়েও যেতে পারেন। তাই ঘাড় নাড়লেন।

হোম্‌স্ বললেন, তবে তো হয়েই গেল। জুতো জোড়া আনিয়ে নাও। আর বলো একটা গাড়ি ডেকে আনতে। আমি ততোক্ষণে পোষাক পাল্টে নিই আর চুরুটের কৌটোটাও ভরে নিই।

ট্রেনে ক্রয়ডন যাবার পথে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ক্রয়ডনে পৌঁছে দেখা গেল গরম শহরের তুলনায় অনেক কম। হোম্‌স্ আগেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন তাই সদা তৎপর পেশীবহুল চেহারার লেসট্রেড হোম্‌স্দের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। হেঁটে পাঁচ মিনিটেই ক্রসস্ট্রিটে পৌঁছানো গেল। মিস্ কাশিং-এর বাড়িটা এই রাস্তাতেই। বেশ লম্বা রাস্তাটা। দুই পাশে দোতলা পাকা বাড়ি, পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। পাথরের সিঁড়ি গুলো সাদা রং করা। দরোজায় অ্যাপ্রণ পরা মেয়েরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গল্প গুজব করছে। রাস্তাটার মাঝামাঝি একটা দরোজায় গিয়ে লেসট্রেড ঘা দিলেন। মিস্ কাশিং সামনের ঘরটায় বসে ছিলেন, সেখানেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। ভদ্রমহিলার মুখ শান্ত, স্নিগ্ধ দুটো চোখ, কাঁচা পাকা চুল কপালের দুই পাশে এসে পড়েছে। একটা কাজ করা চেয়ারের পিছন দিকের ঢাকনা কোলের ওপর রাখা, তার পাশে একটা টুলের ওপর একটা ছোট ঝুড়িতে রয়েছে রঙিন সিল্কের সূতোর বাণ্ডিল। লেসট্রেড ঢুকতেই ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, বিদঘুটে জিনিসগুলো আউট্-হাউসে রাখা রয়েছে। আপনারা ওগুলো একেবারে নিয়ে গেলেই বাঁচি।

নিয়ে তো যাবোই মিস্ কাশিং, আমি শুধু অপেক্ষা করছিলাম, আমাদের বন্ধু মি. শার্লক হোম্‌সের জন্যে। উনি আপনার সামনে ওই জিনিসগুলো পরীক্ষা করার সুযোগ পান।

মিস্ কাশিং বললেন—কেন, আমার সামনে কেন?

যদি ওঁর কোনো প্রশ্ন করার থাকে সেই জন্যে।

www.pathagar.com

আমাকে আর প্রশ্ন করে কী হবে। আমি তো বলেছি আমি ওসবের বিন্দু বিসর্গও জানি না।

হোম্‌স্ সান্ত্বনার সুরে বললেন,—সত্যি, আপনাকে ব্যাপারটা খুবই উত্যক্ত করেছে।

ঠিক বলেছেন আপনি। আমি চুপচাপ, নিরিবিলিতে থাকি। খবরের কাগজে নাম ওঠা, বাড়িতে পুলিশ আসা, এসব আমার পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা। ওসব আবার হোক, সেটা আমার পছন্দ নয় মি. লেসট্রেড। যদি ওগুলো দেখবার প্রয়োজন হয়, তাহলে দয়া করে আউট হাউসে যাবেন।

বাড়ির পেছনে যে সরু বাগানটা আছে, আউট হাউসটা সেখানকার একটা ছোট চালা ঘর। লেসট্রেস ঘরটার ভেতর থেকে হলদে রং-এর একটা পিসবোর্ডের বাক্স, একটা ব্রাউন পেপার আর সরু খানিকটা সূতো নিয়ে এলেন। বাগানে ঢোকার পথের প্রান্তে একটা বেঞ্চি ছিল, ওয়াটসনরা সবাই সেটাতে বসলেন। হোম্‌স্, লেসট্রেডের আনা জিনিসগুলো একে একে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, সূতোটা বেশ কৌতূহল জাগায় হে! সূতোটায় আলকাতরা মাখানো! টোকাইন সূতোর একটা টুক্‌রো। তুমি হয়তো লেসট্রেড লক্ষ্য করে থাকবে, মিস্ কাশিং সূতোটা কেটেছেন কাঁচি দিয়ে, কারণ কাটা জায়গার দুই দিকেই সূতোর পাক আলগা হয়ে গেছে। এটারও গুরুত্ব আছে।

আমি কিন্তু ধরতে পারছি না সেটা,—লেসট্রেড বললেন। হোম্‌স্ বললেন, গুরুত্বটা এখানেই যে, গিঁটটা অবিকৃত আছে, আর সেটার একটু বিশেষত্ব রয়েছে।

দড়িটার কথা এখন থাক্, হোম্‌স্ হেসে বললেন,—এবার মোড়কের কাগজটা লক্ষ্য করো—ওটাতে বেশ কফির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কী, টের পাও নি! পরিষ্কার কফির গন্ধ, কোনো সন্দেহ নেই। ঠিকানা লেখা রয়েছে, অক্ষরগুলো ছাড়া ছাড়া—মিস্ কাশিং, ক্রস স্ট্রিট, ক্রয়ডন। লেখা হয়েছে ভোঁতা নিব দিয়ে সম্ভবত—'জে' মার্কা নিবে, কালিটা একদম বাজে। 'ক্রয়ডন কথাটা প্রথম লেখা হয়েছিল আই (i) দিয়ে পরে সেটাকে (y) করা হয়। প্রেরক পুরুষ মানুষ। লেখার ছাঁদ নিঃসন্দেহে পুরুষালি। লোকটা লেখাপড়া বিশেষ করে নি, ক্রয়ডন শহরটার নামও শোনে নি। বাক্সটার রং হলদে, আধ পাউণ্ড হনিডিউ তামাকের বাক্স। লক্ষ্য করবার মতো বিশেষ কিছু নেই—নিচে বাঁ দিকে দুটো বুড়ো আঙুলের ছাপ ছাড়া। যে মোটা দানার নুন দিয়ে এটা ভরা হয়েছিল তা চামড়া সংরক্ষণের জন্যে বা ওই ধরনের কোনো স্থূল ব্যাপারে ব্যবহার হয়ে থাকে। হোম্‌স্ কান দুটো নুনের ভেতর থেকে বার করে পিসবোর্ডের ওপর রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। হোম্‌স্ চুপ্ হয়ে গিয়ে চিন্তায় কিছুক্ষণ ডুবে রইলেন। অবশেষে মুখ খুলে বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো,—কানদুটো একই লোকের নয়! তোমরা বলছো পড় য়াদের রসিকতা। কানদুটো টাটকা আর ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে কাটা। কোনো ডাক্তারির ছাত্র কেটে থাকলে এরকমটা হতো না। ডাক্তারি জ্ঞান থাকলে সংরক্ষক হিসেবে কাবলিক বা শোধিত সুরাসারের ব্যবহার হতো। মোটা দানা নুনের কথা তার চিন্তাও করতো না। আমি আবার বলছি, এটা রসিকতা-টসিকতা নয়, আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় আসলে হলো গিয়ে একটা গুরুতর অপরাধের ঘটনা। লেসট্রেড-এর অবশ্য এই ব্যাখ্যা মনোঃপূত হলো না। এদিকে আবার হোম্‌স্ ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি আবার মুখ খুললেন—আমার ধারণা দুই দুটো খুন হয়েছে। একটা কান কোনো মহিলার, ছোটো আকারের, সুন্দর গড়ন, দুল পরাবার জন্যে ছ্যাঁদাও আছে। অপরটি পুরুষ মানুষের, রোদে পোড়া বিবর্ণ,—এটাতে ছ্যাঁদা হয়েছে মাকড়ির জন্যে। আজ শুক্রবার। মোড়কটা ডাকে দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে। হত্যাকাণ্ডটা তাহলে হয়েছে বুধবার, মঙ্গলবার, কি তারও আগে। যদি দুজনকে হত্যা করা হয় তাহলে হত্যাকারী ছাড়াকে আর এই নির্দশন মিস্ কাশিং—এর কাছে পাঠাবে? আমরা ধরে নিতে পারি মোড়কের প্রেরককেই আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু এটা মিস্ কাশিং-এর কাছে পাঠাবার নিশ্চয়ই জোরালো কোনো কারণ আছে। কারণটা কী হতে পারে? এক, কাজটা করা হয়েছে তা জানাতে, আর হয়তো কিছুটা যন্ত্রণা দিতে। কিন্তু তাহলে

www.pathagar.com

তো লোকটা কে তা ওঁর জানবার কথা। কিন্তু সত্যিই উনি জানেন কি? বোধ হয় না। যদি জানবেনই তাহলে পুলিশ ডাকবেন কেন? কান দুটো পুঁতে ফেললেই তো চুকে যেতো, কেউ কিছুই জানতে পারতো না। আসামীকে গোপন রাখতে চাইলে তাই করতেন। আর সে মতলব না থাকলে নামটা বলতেন। এখানেই ব্যাপারটা জট পাকিয়ে গেছে, যেটা খোলা দরকার। হঠাৎ কি মনে করে লাফিয়ে উঠে বাড়ির দিকে চললেন হোম্‌স্, তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, মিস্ কাশিংকে কয়েকটা কতা জিজ্ঞাসা করবো।

লেসট্রেড একটা জরুরি কাজের জন্যে হোম্‌স্‌কে বলে চলে গেলেন। হোম্‌স্ ও য়াটসন আবার ফিরে গেলেন সামনের ঘরটাতে। ভদ্রমহিলা নির্বিকারভাবে চুপচাপ বসে চেয়ারের পেছনের ঢাকনাটায় সূচ দিয়ে এমব্রয়ডারি করে চলেছেন। হোম্‌স্‌রা ঢুকতেই সেটা কোলের ওপর রেখে নীল চোখের সরল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তিনি বিশ্বাস করেন যে, পার্সেলটা আদৌ তার উদ্দেশে পাঠানো হয় নি, নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে। মি. লেসট্রেডকে এ ব্যাপারটা বলতে তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। তারপর কাশিং স্বগতঃস্বরে বললেন,—এ সংসারে আমার তো মনে হয় কোনো শত্রু নেই, তাহলে এ ধরনের রসিকতা আমার সঙ্গে কে করবে এবং কেন করবে?

মহিলাটির পাশে বসে হোম্‌স্ বললেন,—আমিও তো তাই বলতে চাইছি। আমারও মনে হয় ভুলই হয়তো হয়েছে—বলেই হোম্‌স্ ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। বিস্ময় আর সন্তোষ ক্ষণিকের জন্যে তার মুখে ফুটে উঠল।

হোম্‌স্ এবার শান্তস্বরে বললেন—আপনার তো আরো দুই বোন আছেন তাই না?

ভদ্রমহিলা বললেন, কী জানলেন?

হোম্‌স্ বললেন,—ঘরে ঢুকেই ফায়ার প্লেসের ওপরের দিকে তাকাতে তিনজন মহিলার গ্রুপ ফটো রাখা আছে দেখেছি। একজন তো আপনি, আর অপর দুজনের চেহারায় আপনার সঙ্গে এতোটাই মিল যে সম্পর্কটা ধরতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না।

মিস কাশিং বললেন—হ্যাঁ, আপনার অনুমান যথার্থ। ওরা আমার বোন, সারা আর মেরি।

হোম্‌স্ এবার তার কনুইয়ের ডানপাশে রাখা একটা চবির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বললেন, ওটা তো লিভারপুলে তোলা। এটাতে আপনার ছোটবোনের সঙ্গে আর একজনকে দেখছি। আর ইউনিফর্ম দেখে মনে হচ্ছে উনি জাহাজের স্টুয়ার্ট। আপনার বোনটির তখনো বিয়ে হয় নি?

মিস কাশিং বিস্ময়ে প্রকাশ করে বললেন,—আপনি ঠিকই ধরেছেন তবে কয়েকদিন পরেই মি. ব্রাউনারের সঙ্গে আমার বোনে বিয়ে হয়, ফটোটা যখন তোলা হয় তখন উনি সাউথ আমেরিকান লাইনে কাজ করছেন। পরে লন্ডন লিভারপুল লাইন চাকরি নেন।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন,—'কন্কারার' নামে জাহাজটিতে কী?

মিস্ কাশিং বললেন,—না শেষপর্যন্ত যা খবর পেয়েছি, জাহাজটার নাম 'মে-ডে'। জিম একবার আমার সঙ্গে এখানে এসেও দেখা করে গেছে। জাহাজ ছেড়ে সে মাটিতে পা দিলেই মদ গিলত, আর মদ পেটে পড়লেই হয়ে উঠতো বেহেড, উন্মাদ।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরে আবার এই মদ ধরতেই যতো অমঙ্গলের সূচনা। প্রথমে আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তারপর সারা-র সঙ্গে ঝগড়া করলো, আর এখন তো দেখি মেরিও চিঠি লেখা বন্ধ করেছে। কি জানি কেমন আছে ওরা।

বোঝা গেল মিস্ কাশিং প্রথমে কথা বলতে না পাইলেও পরে অনেক বেশি করে বলে ফেললেন। স্টুয়ার্ট ভগ্নীপতির আরো খবর সংগ্রহ করে নিলেন হোম্‌স্। তারপর কথায় কথায় মিস্ কাশিং আবার ডাক্তারি ছাত্রদের অসভ্যতার লম্বা ফিরিস্তিও দিলেন। তাদের হাসপাতালের নামও জানিয়ে দিলেন মি. হোম্‌স্‌কে। হোম্‌স্ মন দিয়ে তার সব কথা শুনে চলছিলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে চলচিলেন।

www.pathagar.com

তারপর ভদ্রমহিলা থামতেই হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা, আপনার মেজ বোন সারা এবং আপনি দুজনেই বিয়ে করেন নি, মানে কুমারী আছেন, তাহলে আপনারা একসঙ্গে থাকেন না কেন?

ভদ্রমহিলা কর্কশস্বরে বললেন,—আরে ব্বাস্! আপনি তো আর সারার মেজাজ জানেন না, জানলে একথা তুললেন না। ও চেষ্টা আমিও করেছিলাম ক্রয়ডনে আসার পর। একসময় একসঙ্গে ছিলামও দুই মাস। তারপর আমরা আলাদা হয়ে যাই। নিজের বোনের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলা সাজে না, তবুও বলি, ওর সবচেয়ে বদ অভ্যাস হলো পরের ব্যাপারে নাক গলানো।

হোম্‌স্ এবার মুখ খুললেন। বললেন,—আপনি তো স্বীকার করলেন লিভারপুলে নিজের জনের সঙ্গেও ঝগড়া হয়েছিল আপনার?

মিস কাশিং বললেন,—হ্যাঁ, আর মজার কথা এই যে, একসময় ওদের সঙ্গেই ওর মাখামাখিটা সবচেয়ে বেশি ছিল। ওদের কাছাকাছি থাকবে বলে ওদের সঙ্গেই বাস করতে লাগল। আর এখন জিম্ ব্রাউনের বিরুদ্ধে বলে বলে আর পারে না। এখানে যে ছয় মাস ছিল, ব্রাউনারের অসদাচরণ ছাড়া ওর মুখে আর কোনো কথা ছিল না। কিছু একটা অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে ধরা পড়ে একবার ব্রাউনের কাছে কড়া ধমক খায়। সেই হলো এসবের সূত্রপাত।

হোম্‌স্ এবার অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লেন। বিদ্যা নেবার আগে একবার জিজ্ঞেস করলেন—সারা ওয়ালিংটন নিউ স্ট্রিটে থাকেন, তাই তো? বাইরে বেরিয়ে এসে হোম্‌স্ একটা খালি ঘোড়ার গাড়ি বেয়ে উঠে পড়ে কোচওয়ানকে ওয়ালিংটনে যাবার নির্দেশ দিলেন। এবং গাড়িতে যেতে যেতে ওয়াটসনকে বললেন—গরম থাকতে থাকতে লোহায় ঘা দেওয়া ভালো। মামলাটা সোজা হলেও আনুষঙ্গিক ছোটখাটো দুয়েকটা জিনিস বেশ শিক্ষাপ্রদ। তারপর কোচওয়ানের উদ্দেশে বললেন, ঐ সামনের টেলিগ্রাফ অফিসটার সামনে একটু দাঁড়াও তো। সেখান থেকে একটা সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম করে দিলেন হোম্‌স্। তারপর গাড়িতে উঠে শেষপর্যন্ত একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাতে বললেন। চালককে একটু অপেক্ষা করতে বলে দরোজার ঘণ্টাটায় হাত রাখতেই দরোজা খুলে এক গম্ভীর মুখ, কালো পোশাক আর চকচকে টুপি পরা এক ভদ্রলোক দোরগোড়ায় এসে হাজির হলেন। হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন মিস্ কাশিং বাড়ি আছেন কি?

ভদ্রলোক জানালেন, মিস্ কাশিং গুরুতর অসুস্থ। ডাক্তার হিসেবে ওঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়ার দায়িত্ব নিতে আমি অক্ষম। আপনি দিন দশেক পরে একবার খবর নেবেন। এই বলে দস্তানায় হাত গলিয়ে দরোজা বন্ধ করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগয়ে দিলেন।

হোম্‌স্ প্রফুল্ল স্বরে বললেন,—দেখা হবে না তো হবে না, তাতে আর কি!

ভদ্রলোক বললেন,—হয়তো উনি বিশেষ কিছু বলতে পারতেন না হয়তো বলতে চাইতেনও না!

হোম্‌স্ বললেন—কিছু বলুন তা তো আমি চাই নি। আমি একবার শুধু তাঁকে দেখতে চেয়েছিলাম। যাকগে, আমার যা দরকার ছিল তা সব পেয়ে গেছি। ওকে কোচওয়ান একটা ভালো মতো হোটেলে নিয়ে চলো। কিছু খেয়েটেয়ে নিই।

দুজনে পেটপুরে খেয়েটেয়ে নিয়ে এবার থানায় বন্ধুবর লেসট্রেডের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। লেসট্রেড, ওদের জন্যে থানায় অপেক্ষা করছিলেন। হোম্‌স্রা আসতেই লেসড্রেই বললেন—আপনার একটা টেলিগ্রাম আছে মি. হোম্‌স্!

হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন—হুঁ আমার টেলিগ্রামের উত্তর মনে হয়। খামটা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে টেলিগ্রামটা পকেটে রেখে দিলেন। ঠিক আছে বললেন তিনি।

লেসট্রেড জিজ্ঞেস করলেন—কিছু পেলেন?

হোম্‌স্ নির্লিপ্তভঙ্গীতে বললেন—হ্যাঁ, সব পেয়েছি!

বলেন কি? বিস্মিত স্বরে লেসট্রেড বললেন—ঠাট্টা করছেন না তো?

www.pathagar.com

হোম্‌স্‌ বললেন, ঠাট্টা! এতোটা সিরিয়াস আমি বোধহয় জীবনে আর কখনো হই নি! তারপর একটু থেমে বললেন—একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। খুঁটিনাটিগুলোও এখন আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

লেসট্রেড জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে অপরাধী কে?

হোম্‌স্‌ তাঁর একটা কার্ডের পেছনে খস-খস করে কি যেন লিখে লেসট্রেডের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,—লোকটার নাম লিখে দিলাম। আর আমি চাই এই মামলার প্রসঙ্গে যেন আমার নাম উচ্চারণ না হয়। বলেই ওয়াটসনকে নিয়ে উঠে পড়লেন।

ওঁরা স্টেশনের দিকে রওনা হতেই লেসট্রেড হাসি হাসি মুখে কার্ডের লেখা নামটার ওপরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

সে রাতে বেকার স্ট্রিট ঘরে বসে পাইপ টানতে টানতে হোম্‌স্‌ বললেন—প্রয়োজনীয় খবরগুলো জানতে পারা গেছে এবং এটা কার কীর্তি সেটাও জানি। তবে নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাচ্ছি না।

হঠাৎ ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—জিম ব্রাউনকেই তো তুমি আসামী বলে সন্দেহ করছো?

হোম্‌স্‌ বললেন—শুধু সন্দেহ নয়, তার চেয়েও বেশি। শোনো তাহলে কী করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলাম। প্রথমে আমরা দেখা পেলাম খুব শান্ত, মাননীয় এক মহিলার, তাঁর গোপনীয় বলতে কিছুই নেই। আর পেলাম একটা ছবি যা থেকে বোঝা গেল তাঁর ছোট দুই বোন আছেন। তখনি আমার মাথায় খেলে গেল মোড়কটা এঁদেরই কারো একজনের মধ্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তখনকার মতো ওটা মনের মধ্যে চেপে রাখলাম। তারপর তো মনে আছে, বাগানে গিয়ে আমরা হলদে বাক্সটার ভিতরের আজব জিনিসগুলো দেখলাম। দড়িটা জাহাজের পালের দড়ির মতো। লক্ষ করলাম গিঁটটাও নাবিকদের প্রিয় গিঁট। পার্সেলটা ডাকে দেওয়া হয়েছে একটা বন্দর থেকে। পুরুষের কানটাকেও হলাম, সমুদ্রগামী লোকেদের মধ্যে এই করুণ নাটকের অভিনেতাদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

মোড়কের উপরে ঠিকানায় পাওয়া মিস্‌ এস. কাশিং-এর নাম। বড় বোনও অবশ্য কাশিং আর তাঁর নামের আদ্যাক্ষরও 'এস' তবে অন্য বোনের আদ্যাক্ষর 'এস' হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই ভাবলাম নতুন প্রকল্প নিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করা উচিত এবং সেইজন্যেই বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। জিনিসটার পার্থক্য জানা আছে, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কানেরই সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবে প্রত্যেকটা কানেরই বৈশিষ্ট্য যে, একজনের কান অন্যের কানের থেকে আলাদা। বাক্সের কানদুটো আমি পরীক্ষা করেছিলাম বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে। ভালোভাবে লক্ষ্য করেছিলাম কান দুটোর গঠন বৈশিষ্ট্য। স্ত্রীলোকের কানটির মধ্যে যখন খুঁজে পেলাম মিস্‌ কাশিং-এর কানের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য তখন অবাক হয়েছিলাম, বুঝতেই পারছো। মিলটা নেহাৎই দৈবাৎ ঘটে গেছে বলে মেনে নিতে পারলাম না। সাধারণভাবে কানের পাটাটার ছোট গড়ন, লতির ওপরের দিকটাও একটু চওড়াভাবে ঘুরে নেমেছে। ভিতরের কোমলাস্থিও একইরকম কুণ্ডলী পাকানো। মোট কথা সবদিক দিয়ে যেন একই মানুষ। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব যথেষ্ট উপলব্ধি করলাম। বুঝলাম একজন আত্মীয়ের তো বটেই, সম্ভবত খুবই নিকট আত্মীয়ের। তাই পরিবারের অন্যান্য লোকেদের কথা তুললাম। বুঝলাম, 'সারা' নামের বোনটি কিছুদিন আগে পর্যন্ত একই ঠিকানায় বাস করেছিলেন। সুতরাং ভুলটা কী করে হয়েছে এবং মোড়কটা কার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল, বেশ বোঝা গেল। আরো জানা গেল স্টুয়ার্টটি বিয়ে করেছিলেন, ওঁদের তৃতীয় বোনটিকে, কিন্তু সারার সঙ্গে একদা এমন ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে, সারা ব্রাউনারদের কাছাকাছি থাকবেন বলে লিভারপুলে গিয়ে হাজির হন। পরে অবশ্য ঝগড়াঝাটির ফলে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এই ঝগড়ার দরুণই পত্রালাপ একেবারে বন্ধ ছিল কয়েকমাস। তাই ব্রাউনার যখন মোড়কটা পাঠাতে চাইল মিস্‌ সারাকে, তখন সে তাঁর আগের ঠিকানাতেই পাঠালো। এরপর থেকেই ঘটনার জট খুলে যেতে লাগলো। আমরা জানলাম স্টুয়ার্ট লোকটা খেয়ালী, গভীর

www.pathagar.com

ভাবাবেগের বশীভূত—অতো ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিল শুধু স্ত্রীর কাছাকাছি থাকবে বলে। মাঝে মাঝে বেহেড মাতালও হতো। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, আর সেই সঙ্গে নিহত হয়েছেন আরও একজন লোক, সম্ভবত তিনি নাবিক।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু হত্যার প্রমাণগুলো মিস্ সারা কাশিং-এর কাছে কেন পাঠানো হলো?

হোম্‌স্ বললেন,—খুব সম্ভবত লিভারপুলে কিছু একটা ঘটেছিল যার ফলে এই চরম পরিণতি। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এই কোম্পানির জাহাজ প্রথমে থামে বেলফাস্টে, তারপর ডাব্‌লিন আর ওয়াটারফোর্ডে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে ব্রাউনারই কাজটা করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের জাহাজ 'মে-ডে'-তে চড়েছে, তাহলে বেলফাস্টই হচ্ছে প্রথম জায়গা যেখান থেকে এই ভীষণ প্যাকেটটা তার পক্ষে পাঠানো সম্ভব। তাই আমি লিভারপুল পুলিশের বন্ধু অ্যালসারকে টেলিগ্রাম করে কয়েকটা খবর জানাতে বললাম। এক—মিসেস ব্রাউনার বাড়িতে আছেন কিনা। আর, মি, ব্রাউনার 'মে-ডে'-তে রওনা হয়েছেন কিনা! তারপর আমরা চলে যাই ওয়াশিংটনে মিস সারার সঙ্গে দেখা করতে। ওঁর সঙ্গে দেখা করা কর্তব্য বলে মনে করেই আমরা ওঁর বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম পার্সেলের খবর পেয়েই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে এমন একটা আঘাত পান যে তা শেষপর্যন্ত ব্রেনফিভারে দাঁড়ায়। আমরা বুঝে নিলাম, ওঁর কাছে সদ্যসদ্য কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। আর ওঁর সাহায্যের ওপর আমরা এমন কিছু নিষ্পত্তি করে দিল। এরপর একটু থেমে দম নিয়ে হোম্‌স্ বললেন—অ্যালগার জানিয়েছিল মিসেস ব্রাউনারে বাড়ি তিনদিনের ওপর বন্ধ আছে। প্রতিবেশীদের ধারণা ওনাঁরা বেড়াতে গেছেন। আর জাহাজ কোম্পানি অফিসে খোঁজ পাওয়া গেল, ব্রাউনার 'মে-ডে'-তে চেপেই চলে গেছেন। হিসেব করে দেখছি জাহাজটা আগামী কাল রাতে টেম্‌স্ নদীতে পৌঁছবে। তারপর ব্রাউনারের সঙ্গে আমাদের স্থূলবুদ্ধি, দৃঢ়চেতা লেসট্রেডের মোলাকাৎ হবে, আর নিঃসন্দেহে আমরা অজানা জিনিসগুলো জানতে পেরে যাবো।

শার্লক হোম্‌স্ হতাশ হন নি। দুই দিন পরে একটা মোটা খাম পেলেন। সেটায় লেসট্রেডের লেখা ছোট একটা চিঠি, আর ফুলস্ক্যাপ সাইজের কয়েকপাতা টাইপ করা একটা বিবৃতি। হোম্‌স্ খামটা ছিঁড়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে, লেসট্রেড লোকটিকে ধরেছে। তারপর ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমার কৌতূহল হচ্ছে মি. লেসেট্রেড চিঠিতে কি লিখেছে তা জানার? শোনো তাহলে—আচ্ছা, তুমিই পড়ো—

ওয়াটসন পড়তে শুরু করলেন—

প্রিয় মি. হোম্‌স্,

আমি গতকাল অ্যালবার্ট ডকে ডগয়ে 'মে-ডে' জাহাজে চাপি। জাহাজটা লিভারপুল-ডাবলিন-লন্ডন স্টিম প্রাকেট কোম্পানির। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম জাহাজে জেম্‌স্ ব্রাউনার নামে একজন স্টুয়ার্ট আছেন বটে, তবে এইবার যাত্রা শুরু করার পর তিনি এমন অদ্ভুত সব আচরণ করছিলেন যে ক্যাপ্টেন তাকে বাধ্য হয়ে কাজের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেন। জাহাজের নিচে তার ঘরে গিয়ে ঢুকে দেখা গেল তিনি একটা সিন্দুকের ওপর বসে, হাতে মাথা রেখে সামনে-পেছনে মৃদু মৃদু দুলছেন। দীর্ঘদেহী লোকটা, পেটানো শরীর, গোঁফ দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো, গায়ের রং ময়লা। আমার উদ্দেশ্য জানতে পেরে লাফিয়ে উঠল। আমি তো হুইসেল মুখে তৈরি, দরকার হলে কাছাকাছি থাকা জলপুলিশের দু-একজনকে ডাকবো বলে—তা দেখলা, লোকটার প্রতিরোধ করার কোনো ইচ্ছাই নেই। কোনো গোলমাল না করে বা পালাবার চেষ্টা না করে নিজেই তার হাতদুটো বাড়িয়ে দিল হাতকড়া পরবার জন্যে। লোকটাকে কয়েদঘরে নিয়ে এলাম। তার বাক্স অনুসন্ধান করে স্টুয়ার্টদের ব্যবহার করা একটা বড় ধারালো ছোরা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। তবে, দেখছি তার কোনো সাক্ষীসাবুদেরও দরকার হবে না। থানার ইন্সপেক্টর-এর কাছে নিয়ে যেতেই বিবৃতি দেবার অনুমতি চাইলো ব্রাউনার।

www.pathagar.com

আমাদের স্টেনোগ্রাফার বিবৃতি লিখে নিলেন। তিনটি টাইপ করা অনুলিপির একটা আপনাকে পাঠালা। শুভেচ্ছান্তে—

ইতি—জি লেস্ট্রেড।

হোম্‌স্ এবার ওয়াটসনকে আসামীর বিবৃতিটি পড়তে বললেন।

ওয়াটসন বিবৃতিটা পড়তে গিয়ে বললেন এই বিবৃতিটা শ্যাডওয়েল থানার ইন্সপেক্টর মন্টগোমেরির সামনে করা হয়েছে। এটা আক্ষরিক অনুলিপি। কিছু বলার আছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে ব্রাউনার বললেন—

হ্যাঁ, অনেক কিছু বলার আছে। সব বলে বুকটা হাল্কা করতে চাই। এক গ্লাস জল দিতে পারেন, একটু জল? জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে শান্ত স্বরে বললো—আপনারা আমায় ফাঁসি দিতে পারেন, ছেড়ে দিতে পারেন। আপনারা কী করবেন তা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই। শুনন, তাহলে—কাজটা করার পর থেকে আমার চোখে ঘুম নেই। যতোদিন বেঁচে আছি ঘুমোতে আমি আর পারবো না। কখনো লোকটার মুখ, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই দেখতে পাই আমার স্ত্রীর মুখটা। লোকটার মুখে ভ্রুকটি, একটু রাগ, আর স্ত্রীর মুখে দেখি অবাক দৃষ্টি। দোষটা কিন্তু সারার। আমি বিপদে, শোকে অভিভূত—আমি শাপ দিচ্ছি, ওকে এমন রোগে ধরুক, যাতে ওর শিরা-ধমনীর রক্ত পচে যায়! আমি নির্দোষ বলতে চাই না। আমি একটা জানোয়ার তাই আবার মদ ধরেছিলাম। স্ত্রী কিন্তু আমাকে ক্ষমা করে দিতো। ঐ মেয়েছেলেটা যদি আমাদের চৌকাঠ না মাড়াতে তাহলে আমার স্ত্রী সব অবস্থাতেই আমার সঙ্গে মানিয়ে চলতো। আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল—সারা কাশিং আমাকে ভালোবাসতো। তার সেই ভালোবাসা বিজাতিয় ঘৃণায় রূপান্তরিত হলো। ওরা তিন বোন। বড় জন ভালোমানুষ এবং গো-বেচারা। দ্বিতীয়টি সাক্ষাৎ শয়তান। তৃতীয়টি মানে আমার স্ত্রী মেরি ছিল দেবী। আমরা ঘর বাঁধলাম। গোটা লিভারপুলে মেরির চেয়ে ভালো মেয়ে আর একজনও ছিল না। যখন আমাদের বিয়ে হয় তখন মেরির ২৯ আর সারার বয়স ছিল ৩৩। সপ্তাহ গড়িয়ে একমাস কেটে গেল। সারা আমাদেরই একজন হয়ে উঠল। আমি তখন নেশা টেশা ছেড়ে দিয়েছি, টাকা পয়সাও কিছু জমেছে। জীবন তখন নতুন আনন্দের জোয়ারে ভেসে চলেছে। সপ্তাহের শেষ দিকটা আমি প্রায়ই বাড়িতে থাকতাম। আবার কোনো কোনো সময় মাল টাল জাহাজে বোঝাই-এর জন্যে সারা সপ্তাহটাই বাড়িতে থাকতে পেতাম। এই কারণে শ্যালিকা সারাকে ভালোভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম, বেশ লম্বা সুন্দর ছিল সে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বুদ্ধিদীপ্ত তেজী গর্বিত গ্রীবাভঙ্গী। মেরি যখন কাছে থাকতো তখন সারার কথা মনে একেবারেই স্থান পেতো না। কোনো কোনো সময় মনে হয়েছে সে আমাকে একলা পেতে আগ্রহী।

অনেক সময় সারা আমাকে ওর সঙ্গে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণও জানিয়েছিল। আমি ওসবে পাত্তা দিই নি। একদিন সন্ধ্যে বেলায় কিন্তু আমার চোখ খুলে গেল। জাহাজ থেকে নেমে বাড়ি ফিরেছি। স্ত্রী বোধহয় মার্কেটিং-এ গেছিল। শুধু সারা বাড়িতে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম মেরি কোথায়? কোনো সদুত্তর না পেয়ে আমি ইতঃস্তত ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলাম। হঠাৎ প্রশ্ন—জিম, মেরিকে পাঁচ মিনিট না দেখলে বুঝি চোখে মুখে অন্ধকার দেখো? সারা বলল, আমার সঙ্গ যে তোমাকে স্বল্পকালের জন্যেও আনন্দ দেয় না সেটা কিন্তু রীতিমত অপমানকর!—আচ্ছা গো আচ্ছা, বলে অনেকটা করুণা বশেই আমি ওর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। ও খপ্ করে দু-হাতে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল। ওর হাতদুটো জ্বর হওয়া লোকের মতো গরম বলে মনে হলো। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। কথা বলার দরকার হলো না। আমি ভ্রূকুটি করে হাত টেনে নিলাম। ও আমার পাশে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললো, শান্ত হও জিম। তারপর বিদ্রূপের হাসি হেসে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এরপর থেকেই সারা আমাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতে লাগল। এসবের পর তাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে দেওয়াই আমার পক্ষে বোকামী হলো।

www.pathagar.com

আমি মেরিকে এসবের কিছুই জানতে দিলাম না। কারণ মনে হয়েছিল সে এসব জানলে মনে মনে দুঃখ পাবে। সবকিছুই আবার আগের মতো চলতে থাকলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মেরির হাবভাবের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমাকে ও বরাবরই বিশ্বাস করতো। খুব সরল স্বভাবের মেয়ে ছিল সে। এখন কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো আমাকে। প্রায়ই জানতে চাইতো এতো দেরি হলো কেন? কোথায় ছিলাম? কার সঙ্গে ছিলাম? ইত্যাদি প্রশ্নে প্রশ্নে আমাকে জর্জরিত করে তুলতো। দিন দিন কেমন খ্যাপাটে আর অদ্ভুত সব ব্যবহার করতে লাগলো আমার সঙ্গে। বিনা কারণে আমাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হতে লাগলো। শ্যালিকা সারা আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। কিন্তু সে আর মেরির বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠলো। বুঝতে পারলাম সারা আমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে মেরির মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ সারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। আমি এমনই বোকা যে তখন বুঝতে না পেরে বোকার মতো আবার মদ ধরলাম। ফলে মেরি আর আমার মধ্যে ব্যবধান আরও বেড়ে গেল। এরপর একদিন সারার সঙ্গে এ্যালেক ফেয়ারবার্ন নামে এক যুবক আমাদের বাড়িতে এলো। যুবকটির চালচলনে এমন চটক ছিল যে সে সহজেই লোকের মন জয় করে নিতে পারতো। কোঁকড়াচুলো যুবকটি ছিল ধাপ্পাবাজ, বলত অর্ধেক পৃথিবী সে ঘুরে এসেছে। সেসব নিয়ে সে জমিয়ে গল্প বলে যেতো। সঙ্গী হিসেবে সে ভালো ছিল অস্বীকার করবো না, আর নাবিক হলেও তার ব্যবহার ছিল বেশ ভদ্র। মাসখানেক সে যাতায়াত করতে লাগল আমাদের বাড়িতে। আমার একবারের জন্যেও মনে হয়নি, এই লোকটার দ্বারা আমার কোনো ক্ষতি হতে পারে। শেষে একটা ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ হওয়ায় আমার মনের শান্তি নষ্ট হলো। ঘটনাটা ছিল খুবই সামান্য। আমি একদিন হঠাৎ বসবার ঘরে ঢুকেছি, দরোজা দিয়ে ঢোকার সময় দেখলাম স্ত্রীর মুখে ফুটে উঠেছে সাদর অভ্যর্থনার আলো। যখন দেখল লোকটা আমি, তখন কিন্তু সে ভাবটা অন্তর্হিত হলো। হতাশ হয়েই মুখটা ঘুরিয়ে নিল সে। এতেই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। অ্যালেক ফেয়ারবার্ন ছাড়া আর কারো পায়ের শব্দকে আমার বলে ভুল করা সম্ভব ছিল না। তখন তাকে পেলে বোধহয় আমি মেরেই ফেলতাম। মেরি আমার চোখের করাল দৃষ্টি লক্ষ্য করে ছুটে এসে আমার জামার আস্তিন ধরে অনুনয় করে বলল—ওগো তুমি ওরকম কোরো না জিম, ওরকম করতে নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম সারা কোথায়?

মেরি বলল—রান্নাঘরে।

তখন আমি রান্নাঘরে ঢুকে সারাকে হুঙ্কার দিয়ে বললাম, এই ফেয়ারবার্ন লোকটা যেন এ বাড়ির চৌকাঠ না মাড়ায়। এরপর রাগারাগি করে সারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু নানা কারণে সন্দেহ হলো ফেয়ারবার্নের সঙ্গে মেরির যোগাযোগ আছেই। শপথ করে একদিন আমি আমার স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে তাকেও হত্যা করতে পারি, যদি কোনোদিন তার সাথে ফেয়ারবার্নকে দেখতে পাই। আমাদের মধ্যে ভালোবাসা আর থাকলো না। আমি বুঝতে পারলাম মেরি আমাকে ঘৃণা করে, ভয় পায়! এসব কারণে যখন আমার মদের মাত্রাটা বেড়ে গেল, তখন দেখলাম মেরি আমাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছে। তারপর শুনলাম, সারা ক্রয়ডনে তার দিদির সঙ্গে থাকছে। তাই কিছুটা নিশ্চিন্তে ছিলাম। কিন্তু গত সপ্তাহেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

আমরা 'মে-ডে'-তে বেরিয়েছি সাতদিনের পুরো চক্করটা সেরে আসবো বলে। হঠাৎ জাহাজ থেকে একটা পিপে গড়িয়ে গিয়ে একটা পাতে ধাক্কা মারে, যার ফলে সেটা মেরামতের প্রয়োজনে বারো ঘণ্টার জন্যে আমাদের বন্দরে ফিরে আসতে হয়। আমি জাহাজ ছেড়ে বাড়ি চলে আসি। ভাবছিলাম স্ত্রীকে চমকে দেওয়া যাবে বেশ। হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্যে সে বেশ খুশিও হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে বাড়ির রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। আর ঠিক

www.pathagar.com

সেইসময়েই একটা গাড়ির মধ্যে পাশাপাশি বসে মেরি ও ফেয়ারবার্ন হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল।

ওরা আমাকে দেখতে পেল না। আমি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম ওদের। সেই মুহূর্তে যেন আমার সমস্ত শরীরের রক্ত মাথায় উঠে গেল। আমার মাথাটা যেন খারাপই হয়ে গেল। হঠাৎই আমি গাড়িটার পেছন পেছন ছুটতে শুরু করলাম। হাতে ওক কাঠের একটা ভারি লাঠি ছিল। প্রথমটায় প্রতিহিংসা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পরে দৌড়াতে দৌড়াতে বুঝতে পারলাম আমার হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। তাই একটু দূরত্ব রেখে চললাম, যাতে ওরা আমাকে দেখতে না পায়। ওরা রেল স্টেশনে নামলো। টিকিট কাউন্টারের ভীড় থাকায় আমি কাছাকাছি থাকলেও ওরা আমাকে দেখতে পেল না। ওরা নিউ ব্রাইটনের টিকিট কিনল। আমিও তাই কিনলাম। ওদের কামরার তিন কামরা পরে আমি একটা কামরায় উঠলাম। স্টেশনে পৌঁছে ওরা সামরিক কুচকাওয়াজের মাঠটা ধরে হেঁটে চলল। আমিও দের ১০০ গজের মধ্যেই রইলাম সব সময়। শেষে দেখলাম ওরা নৌকো ভাড়া করলো দাঁড় বাইবে বলে। বেশ গরম পড়েছিল, ওরা ভেবেছিল জলের ওপরে ঠাণ্ডা হবে।

ঘটনাচক্রে ওরা তখন আবার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। বেশ একটু ধোঁয়াটে ছিল আবহাওয়া, কয়েকশো গজের পরে আর কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। আমিও একটা বোট ভাড়া করে ওদের পিছু নিলাম। ওদের নৌকাটা আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। ওরাও প্রায় আমার গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছিলো। যখন ওদের ধরে ফেললাম তখন বেশ মাইলটাক দূরে এসে গেছিলাম। ধোঁয়াটে ভাবটা চারিদিকে পর্দার মতো ঘিরে আছে—মধ্যে আমরা মাত্র তিনজন। ওরা যখন দেখল কে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে তখন ওদের মুখের ভাব যা হলো তা ভোলবার নয়। মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, আর লোকটা পাগলের মতো শাপ দিতে দিতে একটা দাঁড় দিয়ে আমাকে আঘাত করতে চাইল। আমার চোখ বোধহয় মৃত্যুর করাল ছায়া দেখতে পেয়েছিল। আমি ওর দাঁড়টা এড়িয়ে লাঠিটা দিয়ে এক ঘা বসালাম। আর তাতেই ওর মাথাটা ভেঙ্গে গেল। পাগলামি সত্ত্বেও মেয়েটাকে বোধহয় মারতাম না, কিন্তু ও লোকটাকে জড়িয়ে ধরে অ্যালেক অ্যালেক বলে মড়াকান্না কাঁদতে লাগলো। ফলে আর একবার আঘাত হানতে হলো, আর ও-ও লুটিয়ে পড়ল লোকটার পাশে। আমার অবস্থা তখন রক্তের স্বাদ পাওয়া বন্য পশুর মতো। যদি তখন সারাতে পেতাম তাহলে ছুরিটা বের করে...আর কীই বা বলবো! সারা অন্যের ব্যাপারে অযথা ও অন্যায় হস্তক্ষেপ করে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার সাংঘাতিক পরিণতির এই নিদর্শনগুলো হাতে পেলে তার মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে মনে করে আমার বিকট আনন্দ হলো। মৃতদেহ দু'টো নৌকোয় বেঁধে পাটাতন ফুটো করে অপেক্ষা করলাম যতোক্ষণ না ডুবে যায়! জানতাম নৌকোর মালিক ধরে নেবে ঐ ধোঁয়াশার মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওরা সাগরে ভেসে গেছে। আমি হাত মুখ ধুয়ে ডাঙায় ফিরে এলাম, নিজের জাহাজে গিয়ে কাজে যোগ দিলাম। কেউ টের পেল না। আর সেই রাতেই সারা কাশিংকে সেটা পাঠাবার জন্যে প্যাকেটটা তৈরি করে পরের দিন বেলফাস্ট থেকে সেটা পাঠিয়ে দিলাম।—এই হল ঘটনার পুরো ও সত্য বিবরণ।

আমাকে ফাঁসি দিন বা যা খুশি করুন, শাস্তি আমাকে আপনারা দিতে পারবেন না। কারণ শাস্তি আমার আগেই শুরু হয়ে গেছে। আমি ঘুমোতে পারি না, সব সময়ে দেখি দুটো মুখ আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ওরা আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারছে। আর এক রাত যদি এরকম চলতে থাকে তাহলে সকাল হওয়ার আগেই হয় আমি পাগল হয়ে যবো, নয়তো মারা যাবো।

হোম্‌স্ গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

www.pathagar.com

বিদায় অভিনন্দন

২রা আগস্ট। রাত তখন নয়টা। পাপে ভরা পৃথিবীর ওপর ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে এসেছিল। এক ভয়াবহ স্তব্ধতা আর অজানা আশঙ্কা গুমোট বদ্ধ বাতাসে। সূর্য অনেক আগেই অস্ত গেছে। কিন্তু দূর পশ্চিম আকাশের প্রান্তে এক জায়গায় একটা রক্তরাঙা ক্ষতের মতো দেখা যাচ্ছে। আকাশের তারাগুলো ঝকমক করছে আর নিচে সমুদ্রে জাহাজের আলো এসে ঝলমল করছে। প্রখ্যাত দুই জার্মান বাগানের পথে পাথরের প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে। চার বছর আগে ফন বোর্ক যেখানে বসেছিলেন সেই চক পাথরেরই পাহাড়-চূড়ার নিচ সমুদ্রতীরের প্রশস্ত দিতে তাঁরা তাকিয়ে ছিলেন। দুজনে কাছাকাছি বসে নিচু গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছিলেন।

অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোক এই ফন বোর্ক, কাইজারের ভক্তদের মধ্যে তাঁর তুলনা মেলা ভার। তাঁর গুণের পরিচয় পেয়েই ইংলিশ মিশন প্রথম তাঁকে বেছে নেয়। বর্তমানে তাঁর সঙ্গী, ব্যারন ফন হের্লিং কূটনৈতিক দলের প্রধান প্রতিনিধি তিনি। তাঁর একশো-অশ্বশক্তি বিশিষ্ট বেন্‌জ গাড়িটা গ্রাম্য গলিপথ আগলে তাঁর লন্ডনে যাবার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

সেক্রেটারি বলছিলেন, ঘটনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ করে মনে হচ্ছে এই সপ্তাহের মধ্যেই আপনাকে বার্লিন চলে যেতে হবে। ফন বোর্ক ফিরলে যে অভ্যর্থনা আপনি পাবেন তাতে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন আপনি, আমি তো জানি এ দেশে আপনারা যা কাজ করেছেন উর্ধ্বতন মহল সে সম্বন্ধে কতো উচ্চধারণা পোষণ করে। বিরাটবপু এই সেক্রেটারি।

ফন বোর্ক হেসে উঠলেন। বললেন, যে রকম সাধাসিধে লোক ওঁরা, ওঁদের ফাঁকি দেওয়া আর এমন কী কঠিন।

সঙ্গীটি চিন্তিতভাবে বললেন, সে আমি জানি না। তবে ওঁদের সঠিক বুঝতে পারা কঠিন। এই ওঁদের আপাতদৃষ্টিতে সাধাসিধে মনে হয়, সেটা হলো একটা ফাঁদ। প্রথম প্রথম মনে হয় ওঁরা একেবারে নরম স্বভাবের। কিন্তু পরে ওঁরা কঠিন হয়ে ওঠে।

সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ফন বোঁক।

ঠিক। খবরটা একটা বিবরণ আমি বার্লিনে পাঠালাম, সঙ্গীটি বললেন, দুঃখের বিষয় আমাদের চ্যান্সেলারটির মাথা এসব ব্যাপারে বিশেষ খুলত না। ফলে এমন একটা মন্তব্য তিনি করলেন, যাতে বোঝা গেল যে খবরটা তিনি জানতেন। আর, আমার কী যে ক্ষতি হলো তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। ব্রিটিশদের সম্বন্ধে তখন অত্যন্ত বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হলো। আর এটা সামলে উঠতে আমার লেগেছিল দুইটি বছর। তবে, আপনি হয়তো আপনার খেলোয়াড়ি মনোভাবের ভড়ং নিয়ে—

ফন বোর্ক একটু মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন,—না, না ভড়ং বলবেন না;—ভড়ং জিনিসটা কৃত্রিম, আমার এ রীতিমত স্বতঃস্ফূর্ত। জন্ম থেকেই আমি খেলোয়াড়। এ আমার অত্যন্ত পছন্দ।

সঙ্গীটি (ব্যারণ) হাসতে হাসতে বললো,—ওদের সঙ্গে আপনি বাইচ খেলেন। শিকার করেন, পোলো খেলেন,—সব বিষয়েই ওদের সমান সমান আপনি। ফোর-ইন-হ্যান্ড-এ আপনি ওলিম্পিক খেলায় পুরস্কার পেয়েছেন পর্যন্ত। এমনকি, শুনেছি নাকি ওদের তরুণদের সঙ্গে আপনি বক্সিং পর্যন্ত লড়েন। আপনার খেলোয়াড়ি মেজাজ তারিফ করে ওরা, আপনার প্রশংসা করে, বলে সাধারণ জার্মানদের তুলনায় আপনি প্রচুর মদ খান, নৈশ ক্লাবে স্বাচ্ছন্দের ব্যাপারে, বেপরোয়া চালচলনের জন্যেও আপনার প্রশংসা করে। অথচ আপনার এই শান্ত গ্রাম্য আবাসটি ইংল্যান্ডের প্রচুর শয়তানির কেন্দ্রস্থল, এবং এখানকার খেলোয়াড় মালিকটিই হচ্ছেন ইউরোপের গুপ্ত সমিতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ হিসেবে পরিচিত। প্রতিভা—ফন বোর্ক, নিছক প্রতিভা ছাড়া আর কিছু নয়।

না, ব্যারণ, ফর্ন বোর্ক বললেন,—আপনি অতিরঞ্জন করছেন। তবে এ আমি দাবি করতে পারি যে এ দেশে আমার এই চারটি বছর ফলপ্রসূ হয়েছে। আমার গুদাম-ঘর আমি আপনাকে দেখাই নি। দেখবেন নাকি একটু?

www.pathagar.com

পড়বার ঘরের বাইরের চত্বর পেরিয়ে দরোজা ঠেলে ফন বোর্ক ঘরে ঢুকে ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা জ্বেলে দিলেন। তারপর তাঁর বিশালদেহ সঙ্গী ব্যারন বেরিয়ে এলে বন্ধ করে দিলেন দরোজাটা। খুব সাবধানে জানলার ভারী পর্দাটাও ঠিক করে দিলেন। এইভাবে সাবধানতা ঠিকমত নেওয়া হলে ব্যারণের দিকে তাকিয়ে ফন বোর্ক বললেন, কিছু কাগজপত্র এখান থেকে ফ্লাশিং-এ সরিয়ে দিয়েছি। অবশ্য যেগুলো বেশি জরুরি নয় সেগুলিই সরিয়েছি।

ব্যারণ বললেন, দূতাবাসের অনুচরবৃন্দের মধ্যে আপনার নাম আছে। অতএব আপনার বা আপনার মালপত্রের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হবে না। অবশ্য আপনাকে যে যেতেই হবে এমনটি নাও হতে পারে। হয়তো ইংল্যান্ড ফ্রান্সের সাহায্যে হাত না বাড়াতেও পারে। ঐ দুই দেশের মধ্যে এমন কোনো বাধ্য বাধকতা নেই।

আর বেলজিয়াম—ফন বোর্ক বললেন।

হ্যাঁ, ব্যারণ বললেন,—বেলজিয়ামের ব্যাপারেও তাই।

ফন বোর্ক বললেন,—কিন্তু সম্মানের একটা প্রশ্ন আছে তো?

ব্যারণ মুচকি হেসে বললেন,—ওসব সম্মান-টম্মান মধ্যযুগীয় ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া ইংল্যান্ডে এখনো ঠিক প্রস্তুত হয় নি। কল্পনা করা শক্ত হলেও এ কথা টিক যে, এই আমাদের বিশেষ যুদ্ধ কর হিসেবে পাঁচশো লক্ষ টাকা, এতেই আমাদের উদ্দেশ্য যেন 'টাইমস' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হওয়ার মতো অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ তবুও এদের ঘুম ভাঙে না। এখানে ওখানে প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে। আমার কাজ হচ্ছে সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া। কোথাও কোথাও অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে, আমার কাজ হচ্ছে তা প্রশমিত করা। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, মূল বিষয়—অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বা ডুবোজাহাজ আক্রমণের বা উচ্চ ক্ষমতার বিস্ফোরক তৈরির ব্যাপারে কোনোরকম প্রস্তুতিই নেই। এক্ষেত্রে কী করে ইংল্যান্ড এতে যোগ দিতে পারে। বিশেষ করে যখন আমরা আয়াল্যান্ডে অন্তবর্তী যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ঘোঁট পাকিয়েছি, শুরু হয়েছে ক্ষেপে উঠে জানলার কাঁচে ঢিল মারা এবং আরো অনেক কিছু, যার জন্যে ইংল্যান্ডকে এখন ঘর সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হবে। ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের ইংল্যান্ড সম্বন্ধে অত্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে আপনার সরবরাহ করা সংবাদ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী হয়ে উঠবে। ওরা রাজি হলে আজই আমরা তৈরি। আমি তো মনে করি মিত্রশক্তির সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করাই হবে ওদের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ। তবে, তা ওদের নিজস্ব ব্যাপার। ওরা যা ভালো বুঝবে, তা করবে। এ সপ্তাহের মধ্যেই ওদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সে যাই হোক, কথা হচ্ছিল আপনার কাগজপত্র নিয়ে। একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ব্যারণ চুরুট টানতে লাগলেন।

ফন বোর্ক ঘড়ির চেন থেকে একটা একটা ছোট চাবি বার করে প্রকাণ্ড পেতলে বাঁধানো সিন্দুকটা খানিকটা চেষ্টার পর খুলে ফেললেন। তারপর হাত নেড়ে বললেন, ঐ দেখুন।

খোলা সিন্দুকটায় আলো স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, দূতাবাসের সেক্রেটারি ব্যারণ অসীম কৌতূহলের সঙ্গে সেখানকার সার-দেওয়া খোপগুলোর দিকে তাকালেন। প্রত্যেকটা খোপে লেবেল আঁটা-'ফোর্ডস', 'বন্দরের প্রতিরক্ষা', 'এরোপ্লেন', 'আয়াল্যাণ্ড', 'মিশর', 'পোর্টসমাউথ বন্দর', 'ইংলিশ চ্যানেল', 'রোসাইথ' ইত্যাতি অনেকগুলো লেবেলই তাঁর চোখে পড়ল। প্রত্যেকটি খোপই কাগজে কাগজে ঠাসা।

ফন বোর্ক বললেন, জানেন, ব্যাকরণ, এ সবই হয়েছে গত চার বছরের মধ্যে। কিন্তু আমার সংগ্রহের সেরা জিনিসটা এখনো আসে নি, তার জন্যে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এই বলে তিনি সেখানে একটা খোপ দেখিয়ে দিলেন যেখানে লেখা—নৌবহরের সংকেত।

ব্যারণ বললেন—কিন্তু তাহলেও বেশ কিছু দলিল আপনি ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছেন।

উঁহু, ওসব পুরোনো হয়ে বাতিল হয়ে গেছে। রণপোতের সচিব-সভা কোথায় কি খবর পেয়ে সমস্ত গোপন নির্দেশলিপি পালটে ফেলেছে—ফন বোর্ক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,—আমার সমস্ত কর্মজীবনের ওপরে সবচেয়ে আঘাত এটা।

www.pathagar.com

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যাকরণ হতাশা ব্যঞ্জক একটা শব্দ করে বললেন,—আর দেরী করা সম্ভব নয়। বুঝতেই পারছেন কার্লটন টেরেসে জিনিসপত্র সরাতে হচ্ছে। সবাইকে এখন যার যার জায়গায় থাকতে হবে। আশা ছিল আপনার বিরাট সাফল্যের খবরটা নিয়ে যেতে পারবো। অ্যাল্টামন্ট কি বলছে কয়টার সময় আসবে?

একটা টেলিগ্রাম ফন বোর্ক এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। তাতে লেখা : 'অতি অবশ্যই আজ রাতে যাবো, নোতুন প্লাগ সঙ্গে করে—অ্যাল্টামন্ট।

ব্যারণ বললেন,—কী নতুন প্লাগ?

ফন বোর্ক বললেন,—আমাদের এমন অভিনয় করতে হবে, সে যেন মোটরের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, আর আমি একটা গ্যারেজের মালিক। আমাদের নির্দেশ-লিপিতে যা কিছু আসবে—আসবে কোনো না কোনো মোটরের অংশের নাম নিয়ে। যদি বলে র‍্যাডিয়েটর, বুঝতে হবে যুদ্ধ জাহাজ, তেলের পাম্প বলতে বুঝতে হবে ক্রুজার জাহাজ, এইরকম আর কি। নতুন প্লাগ হচ্ছে নৌবাহিনীর সংকেত।

ছাপটা পরীক্ষা করে সেক্রেটারি-ব্যারন বললেন—বেলা দুপুরে পোর্টসমাউথ থেকে পাঠানো হয়েছে। ভালো কথা—কতো দেন তাকে?

ফন বোর্ক বললেন, এই কাজটার জন্যে পাঁচশো পাউণ্ড, অবশ্য এর ওপর আবার একটা বেতনও পায়।

ব্যাকরণ বললেন, লোভী শয়তান! অবশ্য এইসব প্রতারকদের দিয়ে যে কাজ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ওদের শোষণ বৃত্তিটাতেই আপত্তি।

ফন বোর্ক বললেন, অ্যাল্টামন্টের ব্যাপারে কিন্তু আমার তরফ থেকে আপত্তি নেই। দারুণ কাজের লোক ও, ভালো পয়সা দিলে কাজটা পাওয়া যায় মশাই। তাছাড়া ও যে ঠিক প্রতারক তাও নয়। জেনে রাখবেন, আমেরিকানটির চেয়ে অনেক বেশি রক্ত-শোষক বলা যেতে পারে। তার কথা শুনলে আর এতে একটুও সন্দেহ থাকবে না। বলতে কি মাঝে মাঝে আমি তার কথা বুঝতেই পারি না। খাঁটি রাজার ইংরেজি ভাষার সঙ্গে যেন সে জেহাদ ঘোষণা করেছে। যেতেই কি হবে আপনাকে? যে কোন মুহূর্তেই কিন্তু সে এসে পড়তে পারে।

ব্যারণ বললেন,—আমার আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আশা করি কাল বেলাবেলি আসবেন। ডিউক্ অব্ ইয়র্কের ওখানে যেতে সিঁড়ির কাছে যে ছোট দরোজাটা, যখন তার ফাঁক দিয়ে সংকেতের বইটা পেয়ে যাবেন, দেখবেন, আপনার ইংল্যান্ডে কাজে অপূর্ব সাফল্য এসেছে।

কথা বলতে বলতে ওঁরা বারান্দা ধরে বাইরের দিকে চলতে শুরু করেছেন, কোটটা গায়ে দিতে দিতে সেক্রেটারি বললেন,—ওই বোধহয় হার উইচের আলো দেখা যাচ্ছে। দেখুন কেমন নীরব আর কেমন শান্ত! কিন্তু এই সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো ওখানে অন্য আলো দেখা যাবে। তখন আর এমন শান্ত থাকবে না। আর জেপেলীন যা দেবে বলে অঙ্গীকার করেছে সত্যিই যদি তা পাওয়া যায়, আকাশও হয়তো তাহলে আর এমন শান্তিপূর্ণ মনে হবে না—আরে এ কে? কেবলমাত্র জানলা দিয়ে ভেতরোর আলো দেখা যাচ্ছিলো। সেখানে একটা বাতির পাশে একটা টেবিলে এক বুড়ি বসে। তার মুখটা লাল, মাথায় গ্রাম্য টুপি। ঝুঁকে পড়ে উল বুনতে বুনতে সে মাঝে মাঝে থামছে, পাশের টুলে বসে থাকা প্রকাণ্ড কালো বেড়ালটাকে আদর করবে বলে।

ফন বোর্ক বললেন,—ও হল আমার একমাত্র দাসী, মার্থা।

মুচকি হেসে সেক্রেটারি বললেন—যেভাবে ও নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ ডুবে আছে তা লক্ষ্য করে আর ওর নিদ্রালু বাব দেখে মনে হয় ব্রিটেন যেন ওর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আচ্ছা চলি, আবার দেখা হবে, ফন বোর্ক। এই বলে, শেষ বারের মতো হাত দুলিয়ে তিনি গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে উঠলেন এবং পরমুহূর্তেই আলোর দুটো সোনালি রেখা অন্ধকারের মধ্যে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল। আরামের লিমুসিন, গাড়ির কুশনে তিনি হেলান দিয়ে বসলেন।

www.pathagar.com

মোটর গাড়িটার আলোর শেষ আভাটাও যখন আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল, ফন বোর্ক তাঁর পড়বার ঘরে ধীর পায়ে ঢুকলেন। প্রথমে এলেমেলো পড়বার ঘরটা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে শুরু করলেন, তারপর টেবিলের পাশে যে সযত্নে রাখা একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে সিন্দুকের মধ্যের সেই মূল্যবান কাগজপত্রগুলো সব যত্ন করে ব্যাগে ভরলেন। এমন সময় বাইরে একটা মোটর গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তিসূচক একটা আওয়াজ করে ব্যাগটা চাবি বন্ধ করে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি। আর ঠিক সেই সময়েই গাড়িটার আলো এসে তার গেটের সামনে থামলো। এক যাত্রী গাড়ি থেমে নেমে তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আর মোটাসোটা বয়স্ক শোফারটি তার পাকা গোঁফ নিয়ে এমনভাবে চেপে বসল যেন দীর্ঘ প্রহরার দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

ফন বোর্ক আগন্তুকের কাছে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কাজ হয়েছে তো?

উত্তরে লোকটি একটা ছোট বাদামি কাগজ বিজয়ীল ভঙ্গতে মাথার ওপর তুলে ধরে বললো—আজ রাতে আপনাকে খুশি করে দিচ্ছি মিস্টার। শেষপর্যন্ত সফল হলাম আমি।

ফন বোর্ক বললেন, সংকেতগুলোর কী খবর?

লোকটি বলল, আমরা টেলিগ্রামে যেমনটি জানিয়েছি তেমনই আছে-সবগুলোই, তবে, মূল নয়, সেগুলো পেতে হলে ভয়ংকর বিপদে পড়তে হতো। তবে, নকল হলেও, একেবারে নির্ভুল এ আমি বলতে পারি। এই বলে পরিচিতের ভঙ্গতে এমন কোরে জার্মানটির পিঠ চাপড়ে দিলেন যে কুঁকড়ে গেলেন তিনি।

ফন বোর্ক বললেন, আসুন আসুন আপনারই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আর কেউ নেই বাড়িতে। অবশ্য মূলটার থেকে নকলটাই ভালো। কারণ ওরা যদি দেখে মূলটা হারিয়েছে, সমস্ত সংকেতই পাল্টে যাবে তখব। কিন্তু আপনি তো নিশ্চিত যে নকলটা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য?

ইতিমধ্যে আইরিশ আমেরিকানটি পড়বার ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারে বসে চুরুট ধরিয়েছেন—চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখান থেকে উঠে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে? সিন্দুকটার সামনে থেকে পর্দাটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই সিন্দুকটার দিকে চোখ পড়তেই মন্তব্য করলেন তিনি—আপনি আপনার কাগজপত্র ওটার মধ্যে নিশ্চয়ই রাখেন না?

ফন বোর্ক বললেন—কেন? রাখব না কেন?

আগন্তুক লোকটি বলল—বলেন কী! অমন একটা খোলামেলা জায়গায়,—বিশেষ করে যখন ওরা আপনাকে গুপ্তচর বলেই জানে! সামান্য একটা হাতিয়ার দিয়েই তো কোনো আমেরিকান দুষ্টু লোক ওটা খুলে ফেলতে পারে! যদি জানতাম যে আমার একটা চিঠি অমন আলগা জায়গায় রাখা হবে, তাহলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতাম না।

ফন বোর্ক বললেন, জেনে রাখুন অতো সোজা নয়। কোনো শয়তানই ঐ সিন্দুক ভাঙতে পারবে না, কোনো যন্ত্র দিয়েই ঐ ধাতু কাটা সম্ভব নয়। সিন্দুকের ঐ তালাটা অত্যন্ত মজবুত—ভিন্ন প্রক্রিয়ায় তৈরি। ওটা খুলতে হলে কিছু বিশেষ অক্ষর আর বিশেষ কিছু সংখ্যা জানা দরকার। এই বলে ফন বোর্ক উঠে গিয়ে তালার মুখের চারদিকে একটা চাকতি দেখালেন রশ্মি-বিকিরণের দু-দফা ব্যবস্থা এখানে জন্যে। চার বৎসর আগে এটা তৈরি করিয়েছিলাম। জেনে রাখুন, অক্ষরগুলোর মানে অগাস্ট, আর সংখ্যাগুলো—১৯১৪। শুনুন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, কাল সকালবেলা চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

লোকটি বললো—তাহলে তো আমারও একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। এই হতচ্ছাড়া দেশে আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। সপ্তাখানেকের মধ্যেই ইংল্যান্ড খুব বিপদে পড়বে। সমুদ্রপার থেকেই বরং আমি তা লক্ষ্য করবো।

ফন বোর্ক বললেন—কিন্তু আপনি তো আমেরিকার নাগরিক?

লোকটি বললো—জ্যাক জেমসও তো আমেরিকার নাগরিক, কিন্তু তাই বলে কি সে পোল্যান্ডে কাজ করছিল না? তাছাড়া এটা হলো ব্রিটিশ আইনের এলাকা। আচ্ছা, জ্যাক্

www.pathagar.com

জেমসের কতাই যখন উঠলো তখন বলি, আপনি তো আপনার লোকদের রক্ষার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেন বলে মনে হয় না?

কী বলতে চান আপনি? তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, ফন বোর্ক।

লোকটি আমতা আমতা করে বললো—মানে আপনারই তো চাকরি করে ওরা, তাই আপনারই কর্তব্য, লক্ষ্য রাখা যাতে তাদের পতন না হয়, তাই না? কিন্তু তবুও পতন তাদের হয়ই। কিন্তু কই তাদের তো আপনি কখনো উদ্ধারের চেষ্টা করেন নি? এই জেম্‌স্—

জেমসের পতন তার নিজের দোষেই হয়েছে, ফন বোর্ক বললেন—আর তা আপনি ভালো করেই জানেন। বড় বেশি নিজের মতে চলতো। ঠিক্ এ কাজের উপযুক্ত ছিল না। তার পর ধরুন স্টোনার—

ভীষণ চমকে উঠলেন ফন বোর্ক। তাঁর লাল মুখ প্রায় রক্তশূন্য হয়ে গেল। কী হয়েছে স্টোনারের?

সমস্ত কাগজপত্র সমেত ধরা পড়েছে—আগন্তুকটি বললো! এখন সে পার্টসমাউথ জেলে। আপনি তো সরে যাচ্ছেন, সমস্ত ঝড়টা এখন তারই ওপরে ফেটে পড়বে। যদি সে প্রাণে বেঁচে যায় তো তার ভাগ্য বলবো। এইসব কারণেই আমিও ঠিক করেছি আমিও আপনার মতো সমুদ্রে পাড়ী দেবো। ওরা আমারও পিছু নিয়েছে! ফ্র্যাঙ্কটনে আমার গৃহকর্ত্রীর কাছে খোঁজখবর নিতে এসেছিল। ভাবছি, কি করে ওরা এতো খবর পায়? আমি আপনার সঙ্গে যোগ দেবার পর থেকে স্টোনারকে নিয়ে এ পর্যন্ত পাঁচজন ধরা পড়ল। এবং যদি সময় থাকতে পালাতে না পারি তো এর পরে যে ধরা পড়বে তার নামও আমি জানি। এর ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? আর এভাবে যে আপনার লোকরা ধরা পড়ছে এ জন্যে কি লজ্জিত নন আপনি?

মুখ চোখ লাল হয়ে গেল ফন বোর্কের—কোন্ সাহসে আপনি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেন?

লোকটি বলল—সাহস যদি না থাকবে তাহলে কি আপনার চাকরি করি মশাই? আমার মনের কথা আমি সোজাসুজি বলছি, শুনেছি আপনারা জার্মান রাজনীতিবিদরা কোনো কোনো কর্মচারীর কাছ থেকে কাজ আদায়ের পর আর তার জন্যে দুঃখ করেন না। তাকে নিয়ে মাথা ঘামান না।

লাফিয়ে উঠলেন ফন বোর্ক। কী আস্পর্ধা আপনার! আপনি কি বলতে চান যে আমি আমার নিজের লোকদের ধরিয়ে দিচ্ছি?

লোকটি বললো—ঠিক যে ও কথাই বলছি তা নয়, তবে, কোথাও, যে একটা গলদ আছে তাতে সন্দেহ নেই। সেটা খুঁজে বার করতে হবে আপনাকেই। যাই হোক আমি আর ঝুঁজি নিচ্ছি না, হল্যান্ডে চলে যাচ্ছি আমি এবং যতো আগে যাই ততোই ভালো।

ফন বোর্ক সামলে নিলেন কোনোমতে নিজেকে। বললেন, এতোদিন একসঙ্গে বন্ধুভাবে কাজ করার পর এখন জয়লাভের এই পূর্বমুহূর্তে এভাবে ঝগড়া করার কোনো মানে হয় না। চমৎকার কাজ করেছেন আপনি, প্রচুর ঝুঁকিও নিয়েছেন, এ ভোলার নয়। হল্যান্ডে যাবেন বৈকি। নিশ্চয় যাবেন। তারপর রটারডাম থেকে নিউ ইয়র্কের জাহাজ পেয়ে যাবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে এ ছাড়া আর কোনো পথই আপনার পক্ষে নিরাপদ হবে না। বইটাও আমি আমার মালপত্রের সঙ্গে গুছিয়ে দেব।

আমেরিকান লোকটি ছোট্ট প্যাকেটটা হাতে তুলে ধরলেন, কিন্তু দেবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করলেন না। বললেন, তাহলে মালকড়ির কী হবে?

ফর্ন বোর্ক বললেন—কীসের কী হবে?

লোকটি বলল—মালকড়ির অর্থাৎ পুরস্কারের পাঁচ হাজার পাউণ্ডের? শেষপর্যন্ত ভারী গোলমাল করেছিল, আরো একশো উপরি দিতে হবে কাজ হলে, নইলে দুজনেই বিপদে পড়তাম। বলে, 'কোনো কথাই শুনছি না' এবং সেটা ও মিথ্যে হুমকি নয় তা বুঝতে অসুবিধা হয় নি। তখন দরকার হলো ঐ অরিরিক্ত একশো ডলারটা। গোড়া থেকে এ পর্যন্ত আমার খরচ

www.pathagar.com

হয়েছে দুশো পাউণ্ডের মতো সুতরাং পুরস্কারটা না পেলে এ আমি দিতে পারি না।

তিক্ত হাসি হাসলেন ফন বোর্ক। বললেন, আমার আত্মসম্মান সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা আপনার নেই দেখছি। বইটা দেবার আগেই আপনি টাকাটা চাইছেন। বেশ, আপনার কথাই থাকুক। টেবিলে বসে একটা চেক লিখে চেক-বই থেকে ছিঁড়ে নিলেন সেটা। কিন্তু দিলেন না। বললেন,—'যখন ব্যাপারটা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন আমিই বা কেন আপনাকে বিশ্বাস করতে যাবো? বুঝলেন? আবার মাথা ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে আমেরিকানটির দিকে তাকিয়ে বললেন,—ওই রইলো চেকটা টেবিলের ওপরে। ওটা আপনাকে দেবার আগে আমি প্যাকেটটা পরীক্ষা করে দেখবো।

একটাও কথা না বলে আমেরিকানটি প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন। সুতোটা খুলে ফেলা হলো, তারপর মোড়কটা। একটার নিচে আবার একটা কাগজ। একটা ছোট্ট নীল বই তাঁর সামনে। অবাক চোখে নীরবে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে। মলাটটার ওপর সোনালি হরফে লেখা : 'মৌমাছি পালনের কার্যকরী পদ্ধতি।' এই নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক লেখাটার দিকে গোয়েন্দা-প্রবরটি জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন মুহূর্তকাল। আর কে যেন পরমুহূর্তেই লৌহকঠিন বন্ধনে তাঁর ঘাড়ের পেছনটা চেপে ধরল, আর ক্লোরোফর্মে ভেজানো একটা স্পঞ্জও তার নাকের ওপর রাখল।

আর এক গ্লাস, ওয়াটসন! শার্লক হোম্‌স্ ইম্পিরিয়াল টোকের বোতলটা এগিয়ে ধরে। মোটাসোটা শোফরটি এতোক্ষণ টেবিলে বসেছিল, খানিকটা ঔৎসুক্যের সঙ্গে বাড়িয়ে দিল গ্লাসটা। বললো, বড় ভালো মদ, হোম্‌স্।

হ্যাঁ, হোম্‌স্ বললেন—অতি চমৎকার ওয়াটসন। চেয়ারে বসা হোম্‌স্ বলেছেন, শোয়েনব্রান প্রাসাদের ফ্রান্‌জ্ জোসেফের আধার থেকে এসেছে। জানলাটা খুলে দাও তো, ক্লোরোফর্মের গন্ধটা সহ্য করতে পারছি না।

সিন্দুকটা আধখোলা অবস্থায় ছিল, সেটার সামনে দাঁড়িয়ে হোম্‌স্ তাড়াতাড়ি গুচ্ছ-গুচ্ছ দলিল বার করে পরীক্ষা করলেন, তারপর সযত্নে ফন বোর্কের থলেতে ভরলেন।

জার্মানটি সোফায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে চলেছে। তার হাত পা বাঁধা, হোমস বললেন,—হাড়াহুড়োর কিছু নেই ওয়াটসন, কোনোরকম বাধারই সম্ভাবনা নেই। ঘণ্টা বাজাও তো দেখি, মার্থা ছাড়া এ বাড়িতে এখন আর কেউ নেই। তার ভূমিকায় যে অভিনয় সে করেছে তা তারিফ করবারই মতো। প্রথমে যখন এ মামলা হাতে নিই, তখনই আমি ওকে এখানে বহাল করি। এই যে মার্থা, শুনে খুশি হবে যে সব ঠিক আছে, কোথাও কোনোরকম অসুবিধা হয় নি। মার্থা বললো—খুশি হলাম শুনে মি. হোম্‌স্। তবে ওঁর দিক দিয়ে বললে বলতে হবে, মনিব হিসেবে ওঁর মধ্যে দয়া—মায়ার অভাব ছিল না। ওঁর ইচ্ছে ছিল আমি গতকাল ওর স্ত্রীর সঙ্গে জার্মানিতে যাই। কিন্তু তা হলে তো আপনার মতলব-মতো কাজ হতো না। কী বলেন?

হোমস বললেন—তা তো হতোই না, মার্থা। যতোক্ষণ তুমি এখানে ছিলে আমার কোনো ভাবনা ছিল না। আজ যে সংকেত তুমি পাঠিয়েছিলে বেশ কিছুক্ষণ আমি সেটার অপেক্ষায় ছিলাম।

মানে সেক্রেটারিটি এসেছিলেন স্যার।

জানি। তাঁর গাড়ি তো আমাদের পাশ দিয়ে গেল—হোম্‌স্ বললেন।

মনে হচ্ছিল স্যার, উনি বুঝি আর যাবেনই না! আমি তো জানি, উনি না গেলে আপনার অসুবিধা হতো, যাই হোক্, আধঘণ্টা-টাক অপেক্ষা করবার পর তোমার আলো নিভে যেতে দেখি, বুঝতে পারি যে পথ পরিষ্কার। কাল লন্ডনে ক্ল্যারিজের হোটেলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোরো। মার্থা বিদায় নিলো।

ওয়াটসন বললেন,—তুমি তো অবসর নিয়েছিলে হোম্‌স্। শুনেছিলাম যে তুমি সাইথ ডাউনস্-এর একটা ছোট গোলাবাড়িতে তোমার মৌমাছি পালন নিয়ে আর বইপত্র নিয়ে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করছো।

www.pathagar.com

ঠিকই শুনেছো ওয়াটসন, হোম্‌স্ বললেন—আর, এইটাই হলো আমার এই বিশ্রামের ফসল, আমার পরবর্তী জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। বইটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে সেটার নাম ইত্যাদি সব পড়তে লাগলেন : মৌমাছি পাললেন কার্যকরী পুস্তিকা এবং মৌরাণীকে নিঃসঙ্গ করে রাখার ব্যাপারে কিছু মন্তব্য। এ আমার একক কীর্তি। এ যা দেখছো এ হলো রাতের পর রাত আর দিনের পর দিন প্রচুর পরিশ্রমের ফল। যেরকম যত্নের সঙ্গে লন্ডনের অপরাধীদের ওপর লক্ষ্য রেখে এসেছিলাম তেমন ভাবেই এই ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীদের লক্ষ্য করে প্রচুর পরিশ্রমের ফলে এই গ্রন্থ।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু কেমন করে তুমি আবার এই মামলায় জড়িয়ে পড়লে?

হোম্‌স্ বললেন—শুধু যদি বৈদেশিক মন্ত্রী হতেন তো হয়তো তাঁকে ফেরাতে পারতাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আমার নগণ্য কুটিরে—কী জানো ওয়াটসন, এই যে ভদ্রলোকটি সোফায় শুয়ে, আমাদের দেশের প্রচুর ক্ষতি করেছিলেন ইনি। ঠিক নিয়ম মতো অর্থাৎ যেমনটি হওয়ার কথা প্রতিনিধিদের সন্দেহ করা হচ্ছিল, সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হচ্ছিল না। প্রমাণ পাওয়া গেছিল যে এক শক্তিশালী গুপ্ত কেন্দ্রীয় শক্তি এর পেছনে আছে। এ কাজ নেবার জন্যে প্রচুর চাপ আসছিল চারদিকে থেকে আমার ওপর। এতে আমার সময় লেগেছিল দু-বছর। রটিয়ে দিলাম যে আমি তীর্থ করতে শিকাগো গেছিলাম। এবং বাফেলোর এক আইরিশ গুপ্ত সমিতি থেকে স্নাতকত্ব পেয়েছিলাম। স্কিবারিনের পুলিশকে বিশেষ ঝঞ্ঝাটে ফেলেছিলাম। ফন বোর্কের এক কর্মচারীর নজরে পড়ে গেছিলাম তখন। আর সে যখন উপযুক্ত বিবেচনা করে আমার সুপারিশ করলো তখন আর কোনো অসুবিধা করলোই না। সেই থেকেই আমি ওঁর বিশ্বাসভাজন হয়ে এসেছি এবং এ সত্ত্বেও ওঁর সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল হওয়ার ব্যাপারে ওঁর পাঁচ পাঁচ জন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীকে গ্রেপ্তাররের ব্যাপারেও বাধার সৃষ্টি হয় নি। ওদের ওপর লক্ষ্য রাখছিলাম আমি। তাই যথা সময়েই পুলিশে খবর দিয়েছিলাম। এই সে স্যার, কেমন বোধ করছেন, ভালো তো?

এই শেষের প্রশ্নটা তিনি করেছিলেন স্বয়ং বোর্ককে। অনেক বার খাবি খেয়ে, চোখ পিট-পিট করে তিনি চুপচাপ হোম্‌সের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি ফেটে পড়ে জার্মান ভাষায় প্রচুর গালাগালি শুরু করলেন। ক্রোধে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। এই গালাগালির মধ্যেও হোম্‌স্ দ্রুত তার অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত যখন ফন বোর্ক ক্লান্ত হয়ে থামলেন, তখন হোম্‌স্ বললেন,—শুনতে মিষ্টি নয় বটে, কিন্তু স্বীকার করতে হবে জার্মান ভাষায় প্রকাশ ক্ষমতা অন্যান্য ভাষায় থেকে অনেক বেশি। তারপর একটা কাগজের ওপর চোখ পড়তেই বলে উঠলেন—আরে, এটা দিয়ে যে দিব্যি আর একটা পাখিকেও খাঁচায় পোরা সম্ভব হবে! এসব দুষ্কর্ম যার টাকায় হচ্ছে তার ওপর বহুদিন ধরেই আমি লক্ষ রেখে আসছি, কিন্তু সে যে এতো বড় একটা শয়তান তা আমি আন্দাজ করতে পারি নি। মি. ফন বোর্ক, অনেক কিছুরই আপনার জবাবদিহি করবার আছে।

খানিকটা চেষ্টার পর বন্দি সোফার ওপর একটু উঁচু হয়ে বসে বিস্ময় ও ঘৃণামিশ্রিত এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে হোম্‌সের দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে বললেন, এর শোধ নেব আমি, অ্যাল্টামন্ট, তাতে যদি আমার সারাটা জীবন কেটে যায় তবুও ছাড়বো না। বাঁধনের দড়ি খোলবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন আর চিৎকার করে গালাগালি দিতে লাগলেন হোম্‌স্‌কে।

হোম্‌স্ তখন হাসতে হাসতে বললেন—আমি অ্যাল্টামন্ট নই।

কে তবে আপনি—ফন বোর্ক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন।

হোম্‌স্ বললেন,—আমি কে সে খবরে কিছু এসে যায় না। তবে, এতোই যখন আপনার কৌতূহল তাহলে বলি, আপনার পরিবারের সঙ্গে এটাই আমার পরিচয় নয়। অতীতে আমি জার্মানিতে প্রচুর কাজ করেছি এবং আমার নামও হয়তো আপনার অজানা নয়।

কঠিন গলায় ফন বোর্ক বললেন—নামটা কী শুনি!

www.pathagar.com

হোম্‌স্ বললেন,—আপনার আত্মীয় হাইনরিখ যখন রাষ্ট্রদূত ছিলেন, আমিই তকন আইরিন অ্যাডলার আর বোহেমিয়ার রাজার মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করি। নিহিলিস্ট ক্লপম্যান-এর হাতে মৃত্যু থেকে আমিই বাঁচাই কাউন্ট ফনকে আর আপনার মা-র বড় ভাই ফন ও সু গ্রাফেলস্টাইনকে। আমিই—

পরম বিস্ময়ে ফন বোর্ক মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন—কিন্তু তেমন মানুষ তো একজনই আছেন।

হোম্‌স্ বললেন—ঠিকই বলেছেন, আমিই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্। তবে, মি. ফন বোর্ক, এমন একটা গুণ আপনার মধ্যে আছে জার্মানদের মধ্যে যেটা সুদুর্লভ। তা হলো আপনি একজন পাকা খেলোয়াড়। এবং নিশ্চয়ই আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না, কারণ আপনি ভেবে দেখবেন, কতো লোককেই আপনি বোকা বানিয়েছেন, এবার শেষ বারের মতো আমার হাতে বোকা বনেছেন! আর যাই হোক আপনি আপনি আপনার দেশের জন্যে যথাসাধ্য করেছেন, আর আমি আমার দেশের জন্যে যথাসাধ্য করেছি, এর চেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার আর কী হতে পারে। আর তাছাড়া বাজে লোকের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে তো ভালো হল!

গাড়িতে ওঠানোর সময় হাত পা বাঁধা অবস্থায় দারুণ ছট্‌ফট্ করতে লাগলো ফন বোক্। বলতে লাগলো আমাকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট আপনার নেই। আপনি বে-আইনী ভাবে আমাকে আটকে রেখেছেন।

হোম্‌স্ বললেন, মি. বোর্ক, শান্ত হয়ে আপনি সুবিচারের জন্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলুন। সেখান থেকে আপনি আপনার বন্ধু ব্যারণ ফন হেলিংকে ডেকে পাঠাতে পারবেন।

ড. ওয়াটসন আর শার্লক হোম্‌স্ এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মেতে উঠলেন। আর ওদিকে গাড়ির পেছনে পা-হাত বাঁধা অবস্থায় শুয়ে বন্দি ফন বোর্ক বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করে চলেছেন।

হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন, এবার পাঁচশো পাউন্ডের যে চেকটা আছে সেটা তাড়াতাড়ি ভাঙাতে হবে, কারণ চেক যে কেটেছে, চেকটা যাতে ভাঙানো না যায় সে চেষ্টা সে করতেই পারে যদি সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

দি মেমোয়ার্স অব শার্লক হোমস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রাম্য জমিদার

হোম্‌স্ ও ড. ওয়াটসন বসন্তের কয়েক সপ্তাহ কাটানোর জন্যে 'রিগেটে' এক বন্ধু কর্নেল হেটারের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছেন। হোম্‌স্ সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া সেরে সোফায় এলিয়ে পড়েছেন। হেটার আর ওয়াটসন কর্নেলের যে ঘরে অস্ত্রশস্ত্র থাকে সেই ঘরে ঘুরছেন।

হঠাৎ হেটার বললেন, এই পিস্তলগুলোর একটা আমি উপরে নিয়ে যাব—যদি কোনো বিপদ হয় তাই।

ওয়াটসন অবাক হয়ে বললেন,—বিপদের আভাস!

কর্নেল হেটার বললেন—হ্যাঁ এ অঞ্চলের একজন মাতব্বর, বুড়ো অ্যাকটনের বাড়িতে গত সোমবার চুরি হয়ে গেছে। কোনো ক্ষতি হয় নি বটে, কিন্তু চোরও ধরা পড়ে নি।

কোনো হদিস্ নেই? হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন। পিছন থেকে কখন এসে হোম্‌স্ দাঁড়িয়েছেন ওয়াটসনরা বুঝতে পারেন নি।

কর্নেল বললেন,—এখনো পর্যন্ত কিছু নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ছিঁচকে চোরের কাণ্ড, আমাদের গ্রাম্য অঞ্চলের ছোটোখাটো অপরাধেরই একটা আর কি! ঐ আন্তর্জাতিক বিরাট ব্যাপারের পর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা বলে এটাতে মনে হবে।

হোম্‌স্ বললেন, কৌতূহলজনক কিছু আছে এর মধ্যে? কর্নেল বললেন—আমার তো মনে হয় না। চোরেরা লাইব্রেরিটা তছনছ করেছে, কিন্তু তাদের পরিশ্রমের উপযোগী সামান্যই পেয়েছে। সমস্ত জায়গাটা তোলপাড় করেছে, ড্রয়ারগুলো ভেঙেছে, তার ফলে অন্তর্হিত হয়েছে পোপের লেখা পুরোনো একখণ্ড 'হোমার', দুটো গিলটি করা বাতিদান, একটা হাতির দাঁতের কাগজ-চাপা, একটা ছোট কাঠের ব্যারোমিটার, টোন সুতোর একটা গুলি।

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—কী অসাধারণ দ্রব্য সম্ভার।

হোম্‌স্ সোফা থেকে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠলেন। বললেন, জেলা পুলিশের কিছু করা উচিত ছিল। কেননা, এটা স্পষ্ট—

ওয়াটসন তর্জনী তুলে হোম্‌স্‌কে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—তুমি এখানে বিশ্রামের জন্যে এসেছ বন্ধু। ঈশ্বরের দোহাই, এই অবস্থায়, যখন তোমার স্নায়ু একেবারে বিপর্যস্ত, তখন তুমি যেন, নতুন কোনো সমস্যায় মেতে উঠো না।

কিন্তু পরদিনই সমস্যাটা এমনভাবে তাদের ঘাড়ে এসে পড়ল যে তাকে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব হলো না এবং বিদেশ ভ্রমণ মাথায় উঠল।

পরদিন হোম্‌স্‌রা যখন প্রাতঃরাশে বসেছেন তখন কর্নেলের বাটলার ছুটে এলো, হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—আপনারা খবরটা শুনেছেন স্যার, কানিংহামদের ওখানে স্যার—

কর্নেল কফির কাপ শূন্যে ধরা অবস্থায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, চুরি?

কর্নেলের বাটলার বললেন—খুন!

কর্নেল মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করে বললেন, সেকি! কে খুন হল? জে. পি. না তাঁর ছেলে?

বাটলার বলল—তাঁরা নয়, স্যার! উইলিয়াম, কোচম্যান। গুলি হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে স্যার! একটি কথাও বলতে পারে নি!

কর্নেল বললেন, —কে তাকে গুলি করল তাহলে?

চোরটা, স্যার; বাটলার বলল—রাত বারোটা নাগাদ। রান্নাঘরের জানলা ভেঙে সে যখন ঢুকেছিল তখন উইলিয়াম এসে পড়ে, আর মনিবের সম্পত্তি বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরে।

বাটলার চলে যেতে কর্নেল বললেন, ভারি বিশ্রী ব্যাপার! বুড়ো কানিংহাম হলেন এ অঞ্চলের জমিদার এবং খুব ভালো লোক। এ ব্যাপারে তাঁর বেশ কিছু খসবে, কারণ লোকটা বহু বছর ধরে তাঁর কাজে আছে এবং কাজেরেও বটে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এ হচ্ছে সেই বদমাইশটা যে অ্যাকটনের বাড়িতে ঢুকেছিল।

হোম্‌স্ এতোক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তারপর বললেন—হয়তো দেখা যাবে যে দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ ব্যাপার এটা, কিন্তু তা হলেও আপাতদৃষ্টিতে একটু অদ্ভুত লাগছে, তাই না?

www.pathagar.com

কাল আপনি যখন সতর্ককতার কথা তুললেন তখন আমার মনে হয়েছিল যে ইংল্যান্ডের একই গ্রামে চোরের একাধিকবার নজর দেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। বোঝা যাচ্ছে যে আমার এখনো অনেক কিছু শেখবার আছে।

কর্নেল বললেন—অ্যাক্টন আর কানিংহাম দুইজনেই খুব ধনী ব্যক্তি এ অঞ্চলের। ক-বছর ধরে দুইজনের মধ্যে মামলা চলছে। ফলে দুইজনেরই অর্থক্ষয় হচ্ছে। কানিংহামের অর্ধেক সম্পত্তির ওপর বুড়ো অ্যাকটনের কিছুটা দাবি আছে আর উকিলরা, দুই হাত দিয়ে দুই পক্ষকেই দুইয়ে নিচ্ছে।

হোম্‌স্ বললেন—যদি এটা স্থানীয় কোনো ছ্যাঁচড়া চোরের কীর্তি হয় তাহলে তাকে সহজেই পুলিশ ধরতে পারবে। ওয়াটসন, তাহলে আমরা এতে আর নাক গলাব না।

ইতোমধ্যে ইন্সপেক্টর ফরেস্টার ঘরে ঢুকলেন। ইন্সপেক্টর কর্নেলকে বললেন, সুপ্রভাত। এখানে বেকার স্ট্রিটের মি. শার্লক হোম্‌স্ আছেন জেনে দেখা করতে এলাম। তিনি মি. হোম্‌স্‌কে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, আশা করি এ মামলাটা আপনি নিয়ে আমাদের বাধিত করবেন। অ্যাকটনের ব্যাপারে আমার কোনো সূত্র ছিল না। কিন্তু এবার অগ্রসর হবার মতো অনেক কিছু পাওয়া গেছে। এবং একই ব্যক্তি যে দুইটিতে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং লোকটিকে দেখাও গেছে।

হোম্‌স্ নিরুত্তবরে শুধু বললেন—'ও'

হ্যাঁ, স্যার, ইন্সপেক্টর পুনরায় শুরু করলেন—উইলিয়াম কিরওয়ানকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই সে সবেগে ছুটে পালিয়েছে। মি. ক্যানিংহাম তাকে দেখেছিলেন শোবার ঘরের জানলা থেকে এবং মি. অ্যালেক কানিংহাম খিড়কির পথ থেকে। দুইজনেই শুয়ে পড়েছিলেন। মি. অ্যালেক পৌনে বারোটার সময় গাউন পরে পাইপ খাচ্ছিলেন। কোচম্যান উইলিয়ামের সাহায্যের জন্যে চিৎকারটা দুইজনেই শুনেছিলেন। মি. অ্যালেক ছুটে গিয়েছিলেন ব্যাপারটা কী তাই দেখতে। তিনি দেখতে পান বাইরে দুইজন লোক ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। তাদের মধ্যে দিয়ে একজন দৌড়ে বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। মি. ক্যানিংহাম হাঁর শোবার ঘরের জানলা থেকে লোকটাকে রাস্তা পার হতে দেখেছেন, কিন্তু পলকেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে যায়। মি. অ্যালেক মুমূর্ষুকে কোনো সাহায্য করতে পারেন কিনা তাই দেখতে থেমে পড়েন এবং সেই সুযোগে বদমাইসটা পালিয়ে যায়। লোকটা মাঝারি আকৃতির, কালো পোশাক পরা—এর বেশি আর কিছু জানা যায় নি।

হোম্‌স্ বললেন—উইলিয়াম ওখানে কী করছিল? মারা যাবার আগে সে কি কিছু বলেছে?

ইন্সপেক্টর বললেন—একটা কথাও নয়। তবে মৃতের হাতের মুঠোয় নোটবুক থেকে ছেঁড়া একটা কাগজের টুকরো পাওয়া গেছে। সেটি হোম্‌সের সামনে মেলে ধরলেন ইন্সপেক্টর।

হোম্‌স্ কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে—'রাত পৌনে বারোটার সময় এসো, তাহলে যে একেবারে অবাক হয়ে...আর...অ্যানি—' হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন লেখাটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি লেখাটা পরীক্ষা করছিলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, আমি যতোটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক গভীর জলের ব্যাপর। বিখ্যাত বিশেষজ্ঞের ওপর তাঁর কেসের প্রতিক্রিয়া দেখে। তারপর টানটান হয়ে যখন মুখ তুললেন তখন দেখা গেল তাঁর গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছে। পুরোনো জীবনী শক্তি ফিরে পেয়ে এবার তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ব্যাপারটা কী আমি বলছি। এই মামলার খুঁটিনাটি বিষয়গুলির ওপর আমি একটু শান্তভাবে চোখ বুলোতে চাই। এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমায় ভীষণ অবাক করেছে। আপনি যদি আমায় অনুমতি দেন, কর্নেল বন্ধু ওয়াটসনকে আর আপনাকে ছেড়ে আমি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে একটু যাবো। আমার দুই একটা ছোটোখাটো ধারণার সত্যতা যাচাই করতে যাচ্ছি। আধঘন্টার মধ্যেই ফিরব।

দেড়ঘণ্টা পর ইন্সপেক্টর একা ফিরে এসে বললেন—মি. হোম্‌স্ বাইরের মাঠে পায়চারি করছেন, আর বলে পাঠিছেন আপনারা চারজন মিলে একসঙ্গে যেন মি. ক্যানিংহামের বাড়িতে

আসনে। তারপর ইন্সপেক্টর কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—আমার মনে হয়, মি. হোম্‌স্‌ যেসব অদ্ভুত আচরণ করছেন তাতে মনে হয় তিনি পুরোপুরি সুস্থ নন।

চারচনে গিয়ে ক্যানিংহামের বাড়িতে পৌঁছে দেখল, হোম্‌স্‌ মাঠের মধ্যে ইতস্ততঃ পায়চারি করছেন। তাঁর চিবুক বুকের ওপর নুয়ে পড়েছে, হাতদুটি প্যান্টের পকেটে পোরা।

ওয়াটসনকে দেখেই হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন—ওয়াটসন তোমার বিদেশ-ভ্রমণ বিশেষভাবে সার্থক হয়ে উঠল। একটি সুন্দর সকাল আমি উপভোগ করলাম।

কর্নেল বললেন,—শুনলাম আপনি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন—হ্যাঁ, হোম্‌স্‌ বললেন—ইন্সপেক্টর আর আমি একসঙ্গে একটু পরিদর্শন করে এলাম। প্রথমেই আমরা হতভাগ্য লোকটির লাস দেখলাম। বর্ণনা মতো সে বিরভালবারের গুলিতেই অবশ্য মারা গেছে। তারপর আমরা মি. ক্যানিংহামের সঙ্গে আর তার ছেলের সঙ্গেও দেখা করি। তাঁরা আমাদের ঠিক সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন, খুনী পালাবার সময় যেখানকার বেড়া ভেঙে ফেলেছিল সেটাও খুবই কৌতূহলজনক। তারপর মৃতের মাকে দেখলাম। সে খুব বুড়ি, আর দুর্বল বলে তার কাছে থেকে কোনো খবরই আমরা জোগাড় করতে পারলাম না।

কর্নেল বললেন, আপনাদের তদন্তের ফল কী দাঁড়াল?

হোম্‌স্‌ বললেন, অপরাধটা যে খুবই অদ্ভুত ধরনের, এই বিশ্বাস দৃঢ় হল। বোধহয় আমাদের এই যাত্রার ফলে এই মামলার অস্পষ্টতাটা দূর করার ব্যাপারেকিছু সুবিধা হবে। আমার মনে হয় আমাদের দুইজনের একমত, ইন্সপেক্টর, যে মৃতের হাতের কাগজের টুকরোটায় তার সঠিক মৃত্যুর সময়টাই লেখা। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ থেকেই একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে যে এই চিঠিটা লিখেছে সেই-ই। উইলিয়ামকে তার বিছানা থেকে ওই সময়ে টেনে বাইরে বার করেছে।' কিন্তু কাগজের বাকি অংশটার জন্যে আমি চারধারের জমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি—ইন্সপেক্টর বললেন।

হোম্‌স্‌ গম্ভীর স্বরে বললেন,—কাগজটা মৃত ব্যক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আরে সেটা নেবারে জন্যে একজনের এতো আগ্রহ ছিল কারণ সেটা তাকে জড়িত করছিল। আর সেটা নিয়ে সে পকেটে পুরে দিল—মৃতের মুঠোয় যে একটুখানি রয়ে গেল। সেটা তাড়াতাড়িতে খেয়াল হল না তার। তারপর আর একটা বিষয়ও খুব পরিষ্কার। চিঠি উইলিয়ামের কাছে পাঠানো হয়েছিল। যে লিখেছিল নিশ্চয়ই সে নিজে এটা নিয়ে যায় নি, তাহলে সে তার বক্তব্য না লিখে মুখেই বলে দিত।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর বললেন—উইলিয়াম কাল বিকেলের একটা চিঠি পায়। খামটা সে নষ্ট করে ফেলে।

চমৎকার! হোম্‌স্‌ ইন্সপেক্টরের পিঠ চাপড়ে সুর তুলে বলে উঠলেন, আপনি পিওনের সঙ্গে দেখা করেছেন? আপনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাচ্ছি। তারপর সকলকে নিয়ে মৃত ব্যক্তি যেখানে বাস করত সেই ছোটো কুটিরটা পেরিয়ে গিয়ে ওক গাছের সারি লাগানো বনপথ দিয়ে হেঁটে সুন্দর, পুরোনো একটা বাড়ির কাছে এলেন হোম্‌স। হোম্‌স্‌ আর ইন্সপেক্টর সকলকে সামনে থেকে ঘুরিয়ে পাশের দরোজায় নিয়ে এলেন। রাস্তার ধারে বেড়া আর দরোজার মাঝে একফালি ছোট বাগান। একটা কনস্টেবল রান্নাঘরের দরোজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

হোম্‌স্‌ বললেন—দরোজাটা খুলে দাও, কর্তা। মি. কানিংহাম ও তার ছেলে ঠিক যে জায়গায় দুটো লোক মারামরি করছিল ঠিক সেই সেখানে এসে হাজির হলেন হোম্‌সরা। এইখানেই ছেলে অ্যালেক দৌড়ে এসে আহত উইলিয়ামর পাশে হাঁটু গেড়ে বসেন। হোম্‌স্‌ ভালো করে মাটি পরীক্ষা করে দেখে বললেন, জমির মাটিটা খুব শক্ত এবং কোনো চিহ্ন নেই আমাদের সাহায্য করবার মতোন। এইসব কথাবার্তা যখন হচ্ছিল তখন দুইজন লোক বাড়ির কোণের দিক থেকে বাগানের পথ দিয়ে আসছিলেন। একজন বয়স্ক, মুখমণ্ডলে মোটা বলিরেখা আঁকা, গভীর চোখ, অন্যজন ক্ষিপ্র প্রকৃতির যুবক, তাঁর উজ্জ্বল হাসিমুখি ভাব আর জমকালো পোশাক আমরা যে কাজে এখানে এসেছি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান।

www.pathagar.com

যুবকটি হোম্‌স্‌কে বললেন—এখনো তাহলে এতে লেগে আছেন? ভেবেছিলাম লন্ডনের লোক আপনাদের কখনো ভুল হয় না। আপনাকে খুব চটপটে বলে মোটেই মনে হচ্ছে না!

হোম্‌স্‌ একটু ব্যঙ্গ স্বরে উত্তর দিলেন—আশা করি আমাদের একটু সময় দেবেন।

ক্যানিংহাম বললেন—তা, সময় তো আপনাদের দরকারই, কারণ কোনো সূত্রই তো আমরা পাচ্ছি না।

ইন্সপেক্টর মি. কানিংহামের কথা শেষ না হতেই বললেন, একটি সূত্রই আছে, যদি তা বার করতে পারি—ও কি! মি. হোম্‌স্‌ কী ব্যাপার?

হঠাৎ হোম্‌সের মুখে এক ভীষণ ভীতিকর ভাব জেগে উঠল। চোখ উপরে উঠল, যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠল। চাপা আর্তনাদ করে হোম্‌স্‌ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সকলে তখন তাঁকে ধরাধরি করে রান্নাঘরে নিয়ে এলেন। সেখানে একটা বড় চেয়ারে এলিয়ে পড়ে কয়েক মিনিট তিনি গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেললেন। আর অবশেষে এই দুর্বলতার জন্যে লজ্জিত মুখে ক্ষমা চেয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর অতি কষ্টে বললেন, ওয়াটসন আপনাদের বলবে যে, আমি অতি সম্প্রতি এক কঠিন রোগ থেকে উঠেছি, কৈফিয়তের সুরে তিনি বললেন, এরকম স্নায়বিক দুর্বলতার আক্রমণ আমার হঠাৎ হঠাৎ হতে পারে।

কানিংহাম বললেন—আমার গাড়িতে করে আপনাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব?

হোম্‌স্‌ বললেন, যখন এখানে এসেছি তখন একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েই যাই; খুব সহজেই আমরা সেটা পরীক্ষা করতে পারি। আচ্ছা, আমার মনে হয় এমনটা হতে পারে যে হতভাগ্য উইলিয়াম এখানে হাজির হয়েছিল বাড়িতে চোর ঢোকবার আগে নয়, পরেই। আপনারা ধরে নিয়েছেন বলে বোধ হচ্ছে যে দরোজা ভাঙলেও চোর বাড়িতে মোটেই ঢুকতে পারে নি।

মিঃ কানিংহাম গম্ভীরভাবে বললেন—এটা স্পষ্ট বলেই আমারো মনে হয়। আমার ছেলে অ্যালেক তখনো শুতে যায় নি এবং কেউ ঘোরাফেরা করলে নিশ্চয়ই সাড়া পেত। আর হোম্‌স্‌ জেনে নিলেন, সে সময় দুইজন লোক তখনো জেগে আছে! এটা কী আপনার কাছে তার ব্যাখ্যা চাইতাম না—ছেলে অ্যালেক বললেন। আর উইলিয়াম লোকটাকে ধরার আগে সে বাড়িতে চুরি করেছে—আপনার এই ধারণাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব বলেই আমার মনে হয়। তাহলে কী আমরা সমস্ত জায়গাটা অগোছালো দেখতাম না, আর টের পেতাম না সে কী নিয়ে গেছে?

হোম্‌স্‌ বললেন—তা নির্ভর করছে জিনিসগুলো কী তার ওপর। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা এমন এক অদ্ভুত চোরের সংস্পর্শে এসেছি যে নিজের মতলব মতো কাজ করে। যেমন ধরুন—অ্যাকটনের বাড়ি থেকে অদ্ভুত সব জিনিস নেওয়া—একটা গুলি সুতো, কাগজ-চাপা আর কি সব এমন আজে বাজে জিনিস।

বৃদ্ধ ক্যানিংহাম বললেন, তা' আপনারা, মানে আপনি বা ইন্সপেক্টর যা বলবেন তা নিশ্চয় করব। আমরা এখন সম্পূর্ণ আপনার হাতে।

একথা শুনে হোম্‌স্‌ বললেন, তা' প্রথমেই চাই আপনি এক পুরস্কার ঘোষণা করুন—আপনার তরফ থেকেই করা হোক, কারণ পুলিশের কর্তারা হয়তো খানিকটা সময় নেবে টাকার অঙ্ক সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত করতে—তাছাড়া এহেন ব্যাপারে চট করে কিছু করা তাদের পক্ষে চলে না। একটা খসড়া আমি এখানে করেছি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন এতে সই করতে পারেন। আমার মনে হয় পঞ্চাশ পাউণ্ডই যথেষ্ট।

হোম্‌স্‌, মি. ক্যানিংহামের হাতে কাগজ পেন্সিল তুলে দিলে সেটায় চোখ বুলিয়ে ক্যানিংহাম বললেন,—আমি পাঁচশো পাউন্ড দিতে পারি। আর খসড়াতে চোখ বুলিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন, এটাতে কিন্তু ভুল আছে।

হোম্‌স্‌ বললেন,—এটা খুব তাড়াতাড়ি লিখেছি।

বৃদ্ধ মি. কানিংহাম বললেন—আপনি শুরু করেছেন, 'প্রায় পৌনে এগারোটার সময়,

www.pathagar.com

মঙ্গলবার...রাত্রি' এইভাবে। বাস্তবিক পক্ষে সময়টা হবে পৌনে বারোটা।

ভুলটা ওয়াটসনকে কষ্ট দিল। ঘটনা সম্পর্কে নির্ভুলতাই হচ্ছে হোম্‌সের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁর সাংঘাতিক অসুস্থতা তাঁকে একেবারে কাবু করে দিয়েছে এবং এই ছোট একটি বিষয়ই ওয়াটসনকে বিশেষভাবে দেখিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেস্ট যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে তাঁর দেরি লাগবে। মুহূর্তের জন্যে অপ্রতিভ হলেন তিনি যখন ইন্সপেক্টরও চোখ কুঁচকালেন। অ্যালেক কানিংহাম হাসিতে ফেটে পড়লেন। যাইহোক, বৃদ্ধ কানিংহাম ভুলটা সংশোধন করে হোম্‌স্‌কে কাগজটা ফিরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা ছাপতে দিন—আপনার এই মতলবটা আমার খুব ভালো লেগেছে।

হোম্‌স্‌ কাগজের টুকরোটা তাঁর পকেট-বুকে সযত্নে রেখে দিলেন। বললেন, এবার বেশ হয় যদি আমরা সকলে মিলে বাড়ির মধ্যে চলে যাই এবং খোঁজ করে নিশ্চিন্ত হই যে এই অদ্ভুত চোর সত্যিই কিছু নিয়ে পালাতে পারে নি।

বাড়িতে ঢোকার আগে হোম্‌স্‌ দরোজটা পরীক্ষা করে নিলেন। দরোজাটা জোর করে খোলা হয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে একটা উকো বা শক্ত ছুরি দিয়ে তালাটার ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। যেখানে সেটা পোরা হয়েছিল সেখানকার কাঠের ওপর একটা দাগ দেখতে পাওয়া গেল।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনারা বুঝি খিল ব্যবহার করেন না? কানিংহাম বললেন—কখনো দরকার হয় নি।

আপনাদের কোনো কুকুর নেই? হোম্‌স্‌-এর কৌতূহল।

ক্যানিংহামের উত্তর—আছে, কিন্তু সে বাড়ির অন্য দিকে বাঁধা থাকে।

চাকরেরা কখন শুতে যায়? হোম্‌সের প্রশ্ন।

প্রায় দশটায়—ক্যানিংহাম বললেন।

শুনেছি যে উইলিয়াম সাধারণত ওই সময়েই শুয়ে পড়ে। হোম্‌সের এই মন্তব্যের উত্তরে ক্যনিংহাম ছোট্ট করে বললেন, হ্যাঁ।

হোম্‌স্‌ এবার বললেন—এটা খুবই অসাধারণ ব্যাপার যে ঠিক এই বিশেষ রাতেই সে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল। তারপর বললেন,—আমি খুব খুশি হবো যদি দয়া করে আপনি আপনার বাড়িটা ঘুরে দেখান মি. ক্যানিংহাম!

সব ঘর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখবার পর ক্যানিংহাম রাগতস্বরেই বললেন,—আশা করি এবার সন্তুষ্ট হয়েছেন?

হোম্‌স্‌ বললেন,—ধন্যবাদ, আমার মনে হয় যা চাইছিলাম তা সবই দেখেছি। এবার সেখান থেকে একে একে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখা গেল হোম্‌স্‌ পিছনে পড়লেন এবং তার সঙ্গে ওয়াটসনও। খাটের পায়ার কাছে একটা ছোট চারকোণা টেবিল ছিল, তার ওপর একডিস কমলালেবু আর কুঁজোটা ছিল। সবাই যেই এগিয়ে চলে গেল, ওয়াটসনকে অবাক করে দিয়ে হোম্‌স্‌ সামনে ঝুঁকে পড়লেন আর ইচ্ছে করেই ধাক্কা দিয়ে সমস্ত উল্টে ফেললেন। কাঁচের জিনিসগুলো ভেঙে টুক্‌রে টুক্‌রো হয়ে গেল আর ফলগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

বেশ কাজ করলেন ওয়াটসন! শান্তভাবে হোম্‌স্‌ বললেন। কার্পেটটার একেবারে দফা-রফা হয়ে গেল।

ওয়াটসন হক্‌চকিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে পড়ে থাকা ফলগুলি কুড়োতে শুরু করলেন। এবং তিনি বুঝতে পারলেন, যে কোনো কারণেই হোক বন্ধুর ইচ্ছে দোষটা তার ঘাড়ে পড় ক। অন্যেরাও ফলগুলো কুড়োতে লাগলেন আর টেবিলটা আবার সোজা করে রাখলেন।

হঠাৎ সেখান থেকে হোম্‌স্‌ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আরে! ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠে বললেন—উনি কোথায় গেলেন?

অ্যালেক কানিংহাম বললেন,—দাঁড়ান, এক মিনিট। আমার ধারণা ওর মাথার ঠিক নেই! বাবা, আমার সঙ্গে এসো দেখি কোথায় গেলেন ভদ্রলোক!

www.pathagar.com

সকলকে ফেলে ওঁরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইন্সপেক্টর, কর্নেল আর ওয়াটসন পরস্পরের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেল।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার—বাঁচাও! বাঁচাও! খুন! শিউরে উঠলেন ওয়াটসন—এতো তাঁর কণ্ঠস্বর।

পাগলের মতো দৌড়ে ঘর থেকে ল্যান্ডিং-এ চলে এলেন তিনি। চিৎকারটা তখন অস্পষ্ট আর্তনাদে পরিণত হয়েছে। শব্দটা আসছিল যে ঘরে ওয়াটসনরা প্রথমে ঢুকেছিলেন সেখান থেকে। ওয়াটসন ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকে ড্রেসিং রুমে গিয়ে দেখলেন, শায়িত শার্লক হোমসের দেহের ওপর বৃদ্ধ কানিংহাম ও তাঁর পুত্র অ্যালেক ঝুঁকে পড়েছেন। পুত্র দুহাতে তাঁর গলা টিপে ধরেছেন, আর পিতা তাঁর একটা হাতের কব্জি মোচড়াচ্ছেন। মুহূর্তের মধ্যে ওয়াটসনরা মানে ইন্সপেক্টর, কর্নেল ও তিনি—তিনজনে মিলে ক্যানিংহামদের কাছ থেকে সরিয়ে আনলাম। বিবর্ণ হোম্স্ কষ্টে সৃষ্টে কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—ওঁদের গ্রেপ্তার করুন ইন্সপেক্টার। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছিল তখন হোম্স্‌কে।

ইন্সপেক্টর বললেন—কী অপরাধে?

হোম্স্ ভগ্নস্বরে বললেন—এঁদের কোচয়ান উইলিয়াম কিরওয়ানকে হত্যা করার অপরাধে।

ইন্সপেক্টর হোম্‌সের দিকে অবাক হয়ে চাইলেন। কী বলছেন মি. হোম্স্! তারপর তিনি বললেন, আপনি নিশ্চয়ই সত্যি করে—

হোম্স্ বললেন—আপনি এঁদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন।

বাস্তবিকই দেখা গেল—মানুষের মুখে অপরাধের এমন পরিষ্কার স্বীকৃতি দেখি নি। বৃদ্ধ যেন বিবশ ও হতচেতন! তাঁর বলিষ্ঠ রেখাঙ্কিত মুখে অপরাধের চিহ্ন। অন্যদিকে পুত্রের হম্বিতম্বি যা এতোক্ষণ চলছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে। এক ভয়ঙ্কর বন্য জন্তুর হিংস্রতা তাঁর কালো চোখে চমকাচ্ছে! ইন্সপেক্টর কিছু না বলে দরোজার বাইরে গিয়ে হুইসেল বাজালেন। দুইজন কন্সটেবল ভেতরে এল।

ইন্সপেক্টর বললেন—আমার আর কিছু করার নেই এছাড়া মি. ক্যানিংহাম। আশা করি এ সমস্তই নিছক ভুল প্রমাণিত হবে, কিন্তু আপনি বুঝলেন তো—অ্যাঁ ওকি! ফেলুন, ফেলুন এটা! এই বলে তিনি হাত দিয়ে আঘাত করলেন, আর অ্যালেক যে রিভালভারটা বের করতে যাচ্ছিলেন সেটা ছিটকে পড়ল।

এটা রেখে দেবেন—হোম্স্ তাড়াতাড়ি সেটা পা দিয়ে চেপে বললেন—বিচারের সময় আপনার কাজে লাগবে। কিন্তু এই জিনিসটাই আমরা সত্যি করে চাইছিলাম। তারপর একটা দোমড়ানো একটুকরো কাগজ হোম্স্ বের করলেন।

চিঠির বাকি অংশটা? ইন্সপেক্টরের প্রশ্ন।

হোম্স্ বললেন—যেখানে এটা আছে বলে আমি নিশ্চিত জানতাম, সেখানেই ছিল। এক্ষুনি আপনার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। কর্নেল, আপনি আর ওয়াটসন দয়া করে এখন ফিরে যান। এক ঘন্টার মধ্যেই আমি পুনরায় আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। কয়েদীদের সঙ্গে আমি আর ইন্সপেক্টর একটু কথা বলবো। দুপুরে খাবার টেবিলে আবার দেখা হবে।

শার্লক হোম্স্ যখন দুপুরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন এক বেঁটে বয়স্ক ভদ্রলোক, যাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো মি. অ্যাক্টন বলে, যাঁর বাড়িতে প্রথম চুরি হয়েছিল।

খাবারের টেবিলে হোম্স্ প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, বিভিন্ন তথ্য আমাকে কীভাবে সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেছে এবার তা বলছি। যদি কোনো অনুমান আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে দয়া করে আমার বক্তব্যে বাধা দেবেন। গোয়েন্দাগিরির পক্ষে একগাদা ঘটনার মধ্যে কোন্‌টা প্রয়োজনীয় ও কোন্‌টা অপ্রয়োজনীয় তা বুঝতে পারার ক্ষমতাই

www.pathagar.com

হচ্ছে সবচেয়ে দরকারি গুণ। নইলে শক্তি—চিন্তাধারা একাগ্র না হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে প্রথম থেকেই আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা আসে নি যে সমস্ত বিষয়টির চাবিকাঠির সন্ধান রয়েছে মৃতের হাতের কাগজের টুকরোটার মধ্যে। এর ভিতরে যাবার আগে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই একটা বিষয়ে। যদি অ্যালেক ক্যানিংহামের বর্ণনা সত্যি হয় এবং যদি আততায়ী উইলিয়াম কিরওয়ানকে গুলি করার পরমুহূর্তেই পালিয়ে থাকে, তাহলে এটা পরিষ্কার যে মৃতের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা সে ছিঁড়ে নিতে পারে নি। কিন্তু যদি সে না নিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় অ্যালেক ক্যানিংহাম নিজেই নিয়েছে, কারণ তার বাপ নেমে আসতে আসতে কয়েকজন চাকর-বাকর ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছিল। বিষয়টি খুবই সরল, কিন্তু এটা ইন্সপেক্টরের মাথায় আসে নি, কারণ সে গোড়া থেকেই এই ধারণা করেছিল যে এই গ্রাম্য জমিদাররা এসব ব্যাপারের মধ্যে মোটেই নেই। এখন, আমি কখনোই আগে সিদ্ধান্ত করে কাজ করি না। এবং ধীরভাবে ঘটনাবলিকে অনুসরণ করে লক্ষ্য করি তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তাই তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে আমি একটু সন্দিগ্ধভাবেই অ্যালেক কানিংহাম যে ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন তা দেখি। তারপর আমি খুব যত্ন করে ইন্সপেক্টরের কাগজের টুকরোটা পরীক্ষা করি। সেই মুহূর্তেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে টুকরোটা খুব অসাধারণ অংশ। এই যে সেটা, এর ভিতর খুব লক্ষ্যণীয় একটা কিছু কি আপনারা এখন দেখছেন না?

লেখাটা খুবই অদ্ভুত ধরণের বটে,—কর্নেল মন্তব্য করলেন। হোম্‌স্ বললেন,—এটা ভালো করে দেখলে দুনিয়ার কারও এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না যে এটা দুইজন লোকের লেখা—একজন কয়েকটা শব্দ লিখেছে, অন্যজন বাকিগুলো। আপনারা এক মুহূর্তে বুঝতে পারবেন যদি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি 'বারোটায়' আর 'অবাক' এই কথা দুটো আর 'তাহলে' আর 'একেবারে' এই কথা দুটোর ওপরে। এই চারটি শব্দের হস্তাক্ষর সামান্য বিশ্লেষণ করলেই আপনারা নিশ্চয় করে বলতে সমর্থ হবেন যে প্রথম দুইটি একজনের লেখা আর পরের দুইটি আরেকজনের।

তাই তো, কর্নেল বললেন—এ তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। কর্নেল বলে উঠলেন, কিন্তু দুইজনে মিলে এ ধরনের একটা চিঠি লিখতে গেল কেন?

হোম্‌স্ বললেন—উদ্দেশ্যটা যে অসৎ এটা পরিষ্কার এবং এদের একজন-যে অন্যজনকে অবিশ্বাস করে—মনস্থ করেছিল যে, যা কিছু করা হোক্ না কেন দুইজনে যেন সমান ভাবেই জড়িত থাকে। এখন এটা পরিষ্কার যে, 'পৌনে,' 'সময়' আর 'একেবারে' শব্দ কয়টা লিখেছিল, সেই-ই প্রধান হোতা।

কর্নেল বললেন—এ সিদ্ধান্তে কীভাবে আসছেন?

চটপট্ হোম্‌স্ বললেন—দুটি হস্তাক্ষর থেকে লেখকদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেই আমার এই সিদ্ধান্ত। শুধু অনুমানের উপর নির্ভারশীল নয়, এর পেছনে আরো যুক্তি আছে। মনোযোগ দিয়ে এই কাগজের টুকরোটা পরীক্ষা করলে আপনারা তখন অবশ্যই,—সে প্রথমে তার লেখার সব শব্দগুলি লিখেছে অন্যের লেখার জন্যে মাঝখানে ফাঁক রেখে। এই ফাঁকগুলো সব প্রয়োজন মতো হয় নি এবং আপনারা দেখতে পাবেন যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এক জায়গায় 'তার একটা' শব্দগুলি লিখেছে, সেই-ই নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারটার পরিকল্পনা করেছে।

মি. অ্যাক্টন বলে উঠলেন, চমৎকার!

হোম্‌স্ বললেন,—ব্যাপারটা খুবই সহজ। যা হোক, এবার আমরা এমন এক বিষয়ে আসছি যেটা খুবই হাতের লেখা থেকে তার বয়স বের করতে পারাটাকে প্রায় নির্ভুলতার স্তরে নিয়ে এসেছে। 'সাধারণ ক্ষেত্রে' কথাটি বলছি এইজন্যে যে, অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতা লেখার মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ আনে, অসুস্থ লোক বয়সে তরুণ হলেও। এক্ষেত্রে একজনের স্পষ্ট ও জোরালো আর অন্যজনের অক্ষরগুলি যেন শিরদাঁড়া-ভাঙা, কিন্তু অস্পষ্ট হয় নি এখনো। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে লেখকদের একজন যুবক আর অন্যজন বয়োবৃদ্ধ।

www.pathagar.com

মি. অ্যাক্টন আবার চেঁচিয়ে উঠে বললেন—চমৎকার।

হোম্‌স্ বললেন,—ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আমি বাড়িটাতে যাই এবং যা কিছু লক্ষ করার তা সবই করি। মৃতের আঘাত থেকে আমি নিশ্চিত করে জেনেছিলাম যে চার ফুটের চেয়ে কিছু বেশি দূর থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। মৃতের পোশাকে বারুদের কালো দাগ ছিল না। সুতরাং ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে বাপ-বেটা দুইজনেই মিথ্যা কথা বলছে। ওখানে একটা চাওড়া নালা আছে, যার তলাটা ভিজে। নালার কাছে কোনো জুতোর চিহ্ন না থাকায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো ক্যানিংহাম শুধু যে মিথ্যে কথাই বলেছেন তা নয়, উপরন্তু কোনো অপরিচিত ব্যক্তিও ঘটনাস্থলে আসে নি। এবার এই অসাধারণ অপরাধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি চিন্তা করতে করতে চেষ্টা করলাম মি. অ্যাক্টনের বাড়ির অদ্ভুত চুরির কারণ খুঁজে বের করতে। কর্নেল যা বলেছিলেন তা থেকে আমি বুঝলাম, মি. অ্যাক্টন, যে আপনার আর ক্যানিংহামের মধ্যে এক মামলা চলছে। তখনই আমার মাথায় আসে যে আপনার লাইব্রেরিতে তারাই ঢুকেছিল। কোনো এক দলিল হস্তগত করার মতলবে, যেটা এই মামলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

মি. অ্যাক্টনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ঠিক তাই-ই। ওঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। ওঁদের বর্তমান সম্পত্তির অর্ধেকের ওপর আমার দাবি পরিষ্কার এবং যদি ওঁরা তেমন একটা কাগজও পেতেন—যা সৌভাগ্যক্রমে আমার সলিসিটারের সিন্দুকে আছে—তাহলে নিঃসন্দেহে আমার মামলা একেবারে দুর্বল করে দিতেন।

হোম্‌স্ হেসে বললেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন। এ এক অত্যন্ত বিপজ্জনক ও বেপরোয়া প্রচেষ্টা। যার মধ্যে মি. অ্যালেকের প্রভাব আমি দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। কিছু না পেয়ে ওঁরা চেষ্টা করেছিলেন এটা সাধারণ চুরি বলেই সন্দেহটা জাগাতে, তাই হাতের কাছে যা কিছু পেলেন তাই নিয়েই চলে গেলেন। এ সমস্ত খুবই স্পষ্ট। কিন্তু তখনও অনেক কিছু অস্পষ্ট ছিল। আমি সবচেয়ে বেশি করে চাইছিলাম চিঠির বাকি অংশটা পেতে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এটা তাঁর ড্রেসিং গাউনের পকেটে পুরে রেখেছেন। এছাড়া আর কোথায় তিনি রাখতে পারেন? আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, রান্নাঘরে দরোজার বাইরে ক্যানিংহামরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কাগজটার অস্তিত্বের কথা কিছুতেই তাঁদের মনে করিয়ে দেয়া হবে না। তাহলে স্বভাবতই তাঁদের কালবিলম্ব না করে সেটা নষ্ট করে ফেলবেন।

ইন্সপেক্টর প্রায় তাঁদের বলে ফেলেছিলেন কাগজটা কতো গুরুত্বপূর্ণ, যখন সৌভাগ্যক্রমে আমি অজ্ঞান হবার ভাণ করে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিই। যখন সুস্থ হলাম তখন আমি কৌশল অবলম্বন করে—হয়তো তার মধ্যে সামান্য চাতুরী ছিল—বৃদ্ধ ক্যানিংহামকে দিয়ে সংশোধন করে লিখলাম 'বারোটা' কথাটা, যাতে করে আমি কাগজের ওপর লেখা 'বারোটা' কথাটার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তারপর আমরা একসঙ্গে উপরে উঠলাম এবং ঘরে ঢুকে আমি লক্ষ্য করলাম যে ড্রেসিং-গাউনটা দরোজার পেছনে ঝুলছে। আমি টেবিল উল্টে কৌশলে মুহূর্তের জন্যে তাদের মনোযোগ সেইদিকে আকর্ষণ করলাম এবং সেই সুযোগে গাউনটার পকেটে হাত ঢোকাতেই কাগজটা পেয়ে গেলাম। এমন সময় বাপ-বেটা এসে আমায় আক্রমণ করল। ওরা আমাকে খুনই করে ফেলতেন যদি না আপনারা ঠিক সময়ে দ্রুত এসে পড়তেন। ওঁরা যখন দেখলেন সমস্ত ব্যাপারটা আমি সঠিক জেনে ফেলেছি তখন সম্পূর্ণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে ওঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

আর উইলিয়মকে হত্যা করার উদ্দেশ্য হল—যে রাতে তাঁরা মি. অ্যাক্টনের বাড়িতে হানা দেন তখন উইলিয়ম তার প্রভুদের অনুসরণ করেছিল। এবং সবকিছু প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু মি. অ্যালেক ভয়ঙ্কর লোক। চুরির ফলে গ্রাম-অঞ্চলে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল তা দেখে ধূর্ত অ্যালেক বুঝেছিলেন যে, যে লোকটিকে তিনি ভয় করেন তাকে সরিয়ে দেবার পক্ষে এ এক সুন্দর সুযোগ। তাই উইলিয়ামকে ছলনা করে নিয়ে এসে গুলি করলেন তিনি।

www.pathagar.com

নৌ সন্ধি

একদিন ড. ওয়াটসন তাঁর বিস্মৃতপ্রায় ছোটবেলায় বন্ধু পার্সি ফেল্পসের একটা চিঠি পেলেন,—

ব্রায়ারব্রি, ওঅকিং

প্রিয় ওয়াটসন,

বেঙাচি ফেল্পস্‌কে তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি। তুমি যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র সে তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। মামার সুপারিশে আমার বৈদেশিক দপ্তরে কাজ পাওয়ার কথাও শুনেছো। আমি এখন যথেষ্ট বিশ্বাস ও সম্মানের পাত্র, কিন্তু এক ভয়াবহ দুর্ভাগ্য একান্ত আকস্মিকভাবে আমার ভবিষ্যৎ ছারখার করতে চলেছে। সেই ভয়ানক ঘটনার খুঁটিনাটি লেখবার দরকার নেই। তুমি যদি আমার অনুরোধ রাখতে রাজি হও, তবে সামনা সামনি সব বলবো। আমি সবে মাত্র নয় সপ্তাহ ধরে মাথাযন্ত্রণা ও জ্বর থেকে উঠেছি। এখনও খুব দুর্বল। তোমার বন্ধু শার্লক হোম্‌স্‌কে কি আমার কাছে নিয়ে আসা সম্ভব হবে? আমি তাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে চাই। যদিও কর্তৃপক্ষ মনে করেন এ বিষয়ে আর কিছু করা যায় না। তাঁকে যতো শীঘ্র সম্ভব আনবার চেষ্টা করো। বর্তমানের ভয়াবহ অনিশ্চয়তার প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। তাঁকে জানিও যে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করি নি তার কারণ এই নয় যে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে আমার আস্থার অভাব ছিল। আসল কথা, ব্যাধির যাতনায় আমার মনের কোনো স্থিরতা ছিল না। এখন যদিও রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি, তবুও এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে পারছি না। আমি এখনো এতো দুর্বল যে নিজের হাতে চিঠি লিখতে পারলাম না। আবারও অসুস্থ হতে পারি। তাঁকে একবার অন্তত আনবার চেষ্টা করো।

—ইতি

তোমার পুরাতন বন্ধু পার্সি ফেল্পস্‌

অগত্যা ড. ওয়াটসন, হোম্‌স্‌কে ব্যাপারটা জানাতে বিলম্ব করা ঠিক নয় ভেবে প্রাতরাশের একঘণ্টার মধ্যেই বেকার স্ট্রিটের হোমসের বাড়িতে এলেন।

হোম্‌স্‌ তখন টেবিলের ধারে ড্রেসিং গাউনে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাসায়নিক পরীক্ষা নিয়ে খুব পরিশ্রম করছিলেন। একটা প্রকাণ্ড, বাঁকা বিশেষ ধরনের বকযন্ত্রে বুনসেন বার্নারের নীলচে শিখায় কিছু একটা টগবগ করে ফুটছিল। পরিশোধিত তরল বিন্দুগুলি দুই লিটার আয়তনের পাত্রে ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠছিল। ওয়াটসনকে ঘরে ঢুকতে দেখে হোম্‌স্‌ একনজর তাঁর দিকে তাকিয়ে পুনরায় কাজ করে যেতে লাগলেন। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন যে তাঁর পরীক্ষাটি নিশ্চয়ই খুব জরুরি, সেজন্যে তিনি চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হোম্‌স্‌ ছোট কাঁচনলে প্রত্যেকটি থেকে কয়েকবিন্দু তরল পদার্থ নিয়ে বোতলে ঢাললেন তারপর টেস্ট-টিউবে একটা দ্রবণ প্রস্তুত করে টেবিলে রাখলেন। তাঁর ডান হাতে লিটমাসের একটা টুকরো ছিল। স্বগতোক্তি করে হোম্‌স্‌ বললেন, বড় দুঃসময় এসেছে ওয়াটসন। যদি কাগজের রঙ শেষপর্যন্ত নীল থাকে তাহলেই মঙ্গল, কিন্তু যদি রং এর রক্তবর্ণ ধারণ করে তাহলে একজনের জীবন নিয়ে টানাটানি।

মি. হোম্‌স্‌ কাগজের টুকরোটা টেস্ট টিউবের জলীয় অংশে ডোবালেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা রক্তাভ হয়ে উঠলো। হোমস গম্ভীরস্বরে বললেন, হুম যা ভেবেছিলাম তাইই। একটু পরেই আমি তোমার কথা শুনছি ওয়াটসন। বলেই ডেস্কটা কাছে টেনে নিয়ে হোম্‌স্‌ কয়েকটা টেলিগ্রামের কাগজে খস্‌-খস্‌ করে কলম দিয়ে আঁচড় কেটে চাকরটাকে ডেকে টেলিগ্রাম করতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর আরামকেদারায় এলিয়ে পড়ে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—এবার বলো তোমার কী ব্যাপার-ট্যাপার?

ওয়াটসন মুখে কিছু না বলে, তার ছোটবেলার বন্ধু ফেল্পস-এর চিঠিটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। হোমস ভালো করে চিঠিটি পড়ে নিয়ে ওয়াটসনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—এ হাতের লেখাটা একজন মহিলার। মহিলাটি অবশ্য অসাধারণ চরিত্রের।

তদন্তের প্রাথমিক পর্বে দেখা যাচ্ছে যে তোমার বন্ধুর সঙ্গে অদ্ভুত স্বভাব একজনের ঘনিষ্ঠ

www.pathagar.com

সম্বন্ধ রয়েছে, তার ফল ভালো মন্দ উভয়ই হতে পারে। মামলাটা সম্পর্কে আমার ইতিমধ্যেই কৌতুহল জেগে উঠেছে দেখছি। তুমি যদি প্রস্তুত থাকো তাহলে আর দেরী না করে আমরা ওঅকিং রওনা হবো, সেখানে আমরা এই কূটনীতিবিদ ভদ্রলোক এবং তাঁর হয়ে যিনি লিখছেন সেই মহিলাটিকে স্বচক্ষে দর্শন করবো।

হোম্‌স্‌রা ভাগ্যক্রমে ওয়াটার্লু স্টেশনে একটা সকালের ট্রেন পেয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা ওঅকিং-এর ফার বৃক্ষ শোভিত অঞ্চলে পৌঁছে গেলেন। ব্রায়ারব্রি একটি বিচ্ছিন্ন প্রকাণ্ড বাড়ি। স্টেশন থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা।

সাজানো ড্রয়িংরুমে হোম্‌স্‌রা কার্ড পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই একজন সবলদেহ ভদ্রলোক এসে ওয়াটসনদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর বয়স তিরিশের কোঠার শেষে, প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু তাঁর কপালের লালিমা ও খুশি ভরা চাউনির জন্যে এখনো তাঁকে গোলগাল দুষ্টু ছেলের মতো মনে হয়।

খুশিতে ফেটে পড়ে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে তিনি বললেন, আপনারা এসেছেন বলে যে কী আনন্দ হচ্ছে! পার্সি সারা সকাল আপনাদের খোঁজ করেছে। আহা বেচারা যে কোনো খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়! ওর বাবা আর মা আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন কারণ এই ঘটনার সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত তাঁদের কাছে বেদনাদায়ক।

হোম্‌স্‌ বললেন—আমরা এখনো ঘটনার নিখুঁত বিবরণ পাইনি। আমার মনে হচ্ছে আপনি এই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত নন। ভদ্রলোক অবাক দৃষ্টিতে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে মুচুকি হেসে বললেন—আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে আমার লকেটে J.H হরফ দুটো খোদাই করা আছে? আমার নাম জোসেফ হ্যারিসন। পার্সি আমার বোন অ্যানির সঙ্গে বাগদান আবদ্ধ। অতএব আমি এদের কুটম্ব বলতে পারেন। আমার বোনের দেখা পার্সির ঘরেই পাবেন। গত দু-মাস ধরে ওকে অক্লান্তভাবে সেবা করে আসছে। চলুন এখনই ওর কাছে যাওয়া যাক্‌। বেচারা খুবই অধৈর্য হয়ে আছে!

ঘরে ঢুকতেই হোমস ও ওয়াটসন দেখলেন, জানলার ধারে সোফায় বসে আছে অত্যন্ত রোগা ও উদ্বিগ্ন চেহারার একটি যুবক, আর তার পাশে বসে আছে এক সুন্দরী তরুণী। মহিলাটি হোম্‌স্‌দের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তাহলে আসি পার্সি? পার্সি তাঁর হাত ধরে টেনে বসালো। তারপর আহ্লাদের স্বরে বললেন, কেমন আছো ওয়াটসন? যা গোঁফ রেখেছ আমি তো তোমায় চিনতেই পারছিলাম না। ইনি তোমার সেই বন্ধু সম্মানিত মি. শার্লক হোমস নিশ্চয়ই?

অল্পকথায় পরিচয়ের পালা সাঙ্গ করে হোম্‌স্‌রা আসন গ্রহণ করলেন। অ্যানির ভাই চলে গেলেন। আর অ্যানি পার্সির হাতে হাত রেখে বসে রইলেন।

পার্সি সোফায় পা-মুড়ে বসে বললো—আপনাদের বেশি সময় নষ্ট না করে এবং গৌরচন্দ্রিকা না করে সরাসরি ঘটনাটা বলছি। আমি জীবনে সুখী আর সফল মানুষ রূপেই নিজেকে ভাবতাম মি. হোম্‌স্‌। কিন্তু বিয়ের আগে এক আকস্মিক আর ভয়ানক দুর্ভাগ্য আমার সমস্ত সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মামা লর্ড হোল্ডহার্স্টের সুপারিশে আমি বৈদেশিক দপ্তরে কাজ পেয়েছিলাম। খুব তাড়াতাড়ি মর্যাদাপূর্ণ পদ লাভও করেছিলাম। মামা যখন পররাষ্ট্রসচিব হলেন তখন আমাকে প্রায়ই নানারকম দায়িত্বপূর্ণ দৌত্যের ভার দিতেন এবং আমিও সর্বদা সেসব ব্যাপারে ঠিক-ঠিক সিদ্ধান্ত নিতাম। এইভাবে আমার কর্মদক্ষতা ও কৌশল সম্বন্ধে তাঁর আমার প্রতি চূড়ান্ত আস্থা জন্মেছিল। আজ থেকে প্রায় দশ সপ্তাহ আগে—মানে ঠিক মে মাসের ২৩ তারিখে তিনি আমাকে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমাকে তিনি সেদিন আমার কাজের প্রশংসা করে নোতুন একটি গোপন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলেন। দেরাজ থেকে একটা নীলচে, পাকানো কাগজের তাড়া বার করে তিনি বললেন, এই হলো ইংলণ্ডের ও ইতালির গোপন সন্ধিপত্র। দুঃখের বিষয় জনসাধারণের কাছে সংবাদপত্র মারফৎ

www.pathagar.com

কিছু গুজব ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। এর গুরুত্ব এতোই বেশি যে আর কোনো তথ্যই প্রকাশিত হতে দেওয়া চলবে না। ফরাসি ও রুশ দূতাবাস, এর বিষয়বস্তু জানার জন্যে অঢেল টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। আমার দেরাজ থেকে এটা বার করতাম না যদি না হঠাৎ এর নকল করার বিশেষ দরকার না হতো। তোমার অফিসের আলমারিতে এই সন্ধিপত্রটা ভালো করে চাবি বন্ধ করে রাখবে। খুব সাবধান। অফিস থেকে সবাই চলে যাবার পরও তুমি অফিসে থাকবে। অবসর মতো এমনভাবে অবিকল নকল করবে যাতে একটি কথাও বাদ না যায়। কাজ শেষ হলে আসল-নকল দুটোই ভালো করে তালা বন্ধ করে রাখবে। তারপর কাল ভোরে নিজের হাতে আমাকে ফেরৎ দেবে। আমি কাগজপত্র সঙ্গে নিলাম তারপর—

হোম্‌স্‌ পুনরায় প্রশ্ন করলেন—ঘরটা কি বেশ বড়? আর আপনারা কি ঘরের ঠিক মাঝখানেই ছিলেন?

উত্তর এল—ঘরটা দুই দিকেই ত্রিশ ফুট আর হ্যাঁ, প্রায় মাঝখানেই বলা যেতে পারে। আর মামার গলার স্বর এমনিতেই খুব নিচু। তিনি আরো নিচু স্বরেই কথা বলছিলেন। আমি দু-একটার বেশি কথা বলিনি।

হোম্‌স্‌ চোখ বুঁজিয়ে কি একটা চিন্তা করে নিয়ে বললেন—ধন্যবাদ। তারপর বলে যান।

পার্সি পুনরায় বলতে শুরু করলেন—মামা যেরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি ঠিক সেইরকম ভাবেই করলাম। অন্য কেরাণীরা স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করলাম। আমার ঘরের একজন কেরাণী চার্লস্‌ গোরোর কিছু কাজ বাকী ছিল। এই ফাঁকে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে খাওয়া দাওয়া করে এলাম। আমি যখন ফিরলাম সে তখন চলে গেছে। আমি কাজ শেষ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কারণ জোসেফ—মানে, আপনাদের সদ্য পরিচিত হ্যারিসন তখন লণ্ডনে। এগারোটার ট্রেনে তার ওঅকিং-এ আসার কথা। সম্ভব হলে ট্রেন ধরবো বলে ঠিক করেছিলাম।

সন্ধিপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে এর গুরুত্ব মামা যা বলেছেন তার চেয়েও বেশি। দলিলের সমস্ত বিষয়ই নৌবিভাগ-সংক্রান্ত। সন্ধিপত্রের শেষে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বাক্ষর রয়েছে। ফরাসী ভাষায় লেখা দলিলটা এক নজরে পড়ে নিয়ে দ্রুত হাত চালিয়ে নকল করা শুরু করলাম। নটা বেজে গেল, তখন মাত্র দলিলের নয়টি বিভাগ নকল করা হয়েছে। নৈশভোজের জন্যে আর সারাদিন পরিশ্রমের জন্যে খুব ক্লান্তি লাগছিল। ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল। ভাবলাম এককাপ কফি খেলে হয়তো মস্তিষ্কের অবসাদ দূর হতে পারে। সিঁড়ির নিচে সারারাত একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকত, যার কাজ ছিল অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে যারা বাড়তি সময় পরিশ্রম করতো তাদের জন্যে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে কফি প্রস্তুত করা। তাকে ডাকবার জন্যে ঘন্টা বাজালাম।

আশ্চর্য হলাম, আমার আহ্বানে সাড়া দিল একজন অ্যাপ্রনপরা দীর্ঘাকৃতি রুক্ষ ও বয়স্কা স্ত্রীলোক। তার কাছে শুনলাম যে, সে নাকি তত্ত্বাবধায়কের স্ত্রী। আমি তাকে কফি আনার জন্যে আদেশ দিলাম। আরো দুটো বিভাগ নকল করার পর ঘুমে একেবারে আমার দুচোখ জুড়ে এল। আমি ঘুম কাটানোর জন্যে পায়চারী শুরু করলাম। তখনো কফি এসে পৌঁছোয় নি। ব্যাপারটা কী জানবার জন্যে দরোজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আমি যে ঘরে বসে কাজ করছিলাম মৃদু আলো সেখান থেকে সোজা পথটার ওপর আসছিল, সেটাই একমাত্র বাইরে যাবার পথ। একটা সিঁড়ির অর্ধেকটা নামার পর একটা চওড়া জায়গা রয়েছে সেখান থেকে সমকোণ সৃষ্টি করে আরেকটা পথ চলে গেছে। দ্বিতীয় পথটা ছোটো সিঁড়ি দিয়ে গেছে আরেকটা দরজার দিকে। ও দরোজাটা ভৃত্যরাই সাধারণত ব্যবহার করে, তাছাড়া শিগগিরই আসা-যাওয়ার জন্যে চার্লস স্ট্রিট দিয়ে প্রবেশ করতে হলে কেরানিরাও ব্যবহার করে সেই জায়গার একটা নক্সা বার করে পার্সি হোমসকে দেখালেন।

হোমস বললেন, ধনব্যবাদ। আমি আপনার কথা ভালোভাবেই বুঝতে পারছি।

পার্সি অনুরোধের স্বরে বললেন—ভালো করে দেখুন। এই জায়গাটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা হলঘরে প্রবেশ করলাম। দেখি তত্ত্বাবধায়ক লোকটা নিজের জায়গায় ঘুমোচ্ছে আর স্পিরিট-ল্যাম্পের কেটলির জল টগবগ করে ফুটে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ছে। আমি দেখলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে। তাকে নাড়া দেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছি এমন সময় তার মাথার আছে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। সেই শব্দে চমকে ধড়মড় করে উঠে বসল সে— "মি. ফেল্পস আপনি?" আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো সে। তারপর বললো কেটলিতে জল গরম করতে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কথাটা বলে সে একবার আমার দিকে আর একবার ঝুলন্ত ঘণ্টাটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। ঘণ্টাটা তখনও কাঁপছিল। তারপর জিগ্যেস করলো—আপনি এখানে, তাহলে ঘণ্টা বাজালো কে? আমি বললাম—ঘণ্টা? কোন ঘণ্টার কথা বলছ? তত্ত্বাবধায়ক লোকটি বললো—আপনি যে ঘরে কাজ করছিলেন সেই ঘরের ঘণ্টা!

আমি যেন হৃৎপিণ্ডে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম। কেউ তাহলে আমার ঘরে ঢুকেছে। ও ঘরের টেবিলে যে মূল্যবান সন্ধিপত্রটা পড়ে আছে! আমি প্রাণপণ শক্তিতে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা দিয়ে ছুটে এলাম। বারান্দায় কেউ নেই। মি. হোম্‌স্ ঘরের মধ্যেও কাউকে দেখলাম না। সবই যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। কেবল কাগজপত্রগুলো উধাও হয়ে গেছে। নকলটা তখনও পড়েছিল বটে, কিন্তু আসলটার কোনো চিহ্ন নেই। আমি তৎক্ষণাৎ অনুমান করলাম যে চোর নিশ্চয়ই খিড়কির দরোজা দিয়ে ওপরে এসেছে। অন্য কোনো পথ দিয়ে এলে আমি অবশ্যই তাকে দেখতে পেতাম।

হোমস এতোক্ষণ ধরে সব মন দিয়ে শুনছিলেন। চেয়ারে উঠে বসে হাত ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থির সিদ্ধান্ত যে চোর তখনো লুকিয়ে ছিল না? তাছাড়া আপনার কাছে এইমাত্র শুনলাম যে বারান্দায় একটি মৃদু আলো জ্বলছিল—সেখানে কি আত্মগোপন করা সম্ভব?

পার্সি বললেন—সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঘরে বা বারান্দায় একটা ইঁদুরও লুকিয়ে থাকতে পারতো না। ওখানে সবটাই খোলা! তত্ত্বাবধায়ক লোকটা আমার বিবর্ণ মুখ দেখে অনুমান করেছিল যে নিশ্চয়ই কোনো সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে। সে আমাকে অনুসরণ করে উপরে এসেছিল। আমরা দু-জন বারান্দা ধরে যে সিঁড়িটা চার্লস স্ট্রিটের দিকে গেছে সেদিকে ছুটে গেলাম। খিড়কির দরোজা বন্ধ ছিল, কিন্তু কোনো তালা ছিল না। দরোজা খুলে বাইরে এলাম। স্পষ্ট মনে আছে, সেই সময় কাছের একটা গির্জা থেকে তিনবার মৃদু ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। ঘড়িতে তখন সোয়া দশটা।

হোম্‌স্ জামার হাতায় নোট করতে করতে বললেন, এটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার।

সেদিন সন্ধে থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তায় লোকজন নেই। তবে বিরাট গাড়ির স্রোত হোয়াইট হলের দিকে চলেছে। আমি আর তত্ত্বাবধায়ক দুজনে ফুটপাথ ধরে এগোলাম। রাস্তার একধারে একজন পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে গিয়ে বললাম, ভয়ানক একটা চুরি হয়ে গেছে, বৈদেশিক অফিসের সেটা একটা মহামূল্যবান দলিল। এখান দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছ?

পুলিশটি বলল যে সে এখানে পনেরো মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে গেছে। তার মধ্যে গায়ে শাল জড়ানো লম্বা একটি স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেউ যায় নি!

তত্ত্বাবধায়ক বলল—সে আমার বউ। আর কেউ যায় নি?

পুলিশটির সংক্ষিপ্ততম উত্তর—না।

সে তখন পার্সির জামার আস্তিনে টান দিয়ে বলল, তাহলে চোরটা অন্যপথে গেছে। কিন্তু সে কথা আমার মনঃপূত হল না—পার্সি বলল—আমাকে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার এই চেষ্টা বরং সন্দেহ জাগিয়ে তুললো। পুলিশটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্ত্রীলোকটি কোন পথে গেছে?

পুলিশটি বলল—তা বলতে পারব না। তাকে আমি যেতে দেখেছি, কিন্তু খুঁটিয়ে লক্ষ করার মতো কোনো কারণ পাই নি। তবে, সে একটু ব্যস্তভাবে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

পার্সি বলল—আমি তাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে জেনে নিলাম যে, পাঁচ মিনিট আগে স্ত্রীলোকটি এখান থেকে গেছে। আর সে একাই ছিল। সঙ্গে কেউ ছিল না। আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আমি সচেষ্ট হতেই তত্ত্বাবধায়ক জোর দিয়ে বললো, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন, আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন তাহলে জেনে রাখুন আমার বুড়ির এ ব্যাপারে কোনো হাত নেই। তার চেয়ে বরং রাস্তার ওধারটা দেখা ভালো। আপনি যদি না যেতে চান, আমি একাই চললাম। রাস্তার অন্যদিকে সে ছুটে চলল—তখন আমি দ্রুতগতিতে তাকে অনুসরণ করে তার হাত ধরে ফেললাম। মেনে নিলাম, সে ষোল নম্বর আইভি লেন, ব্রিক্সটন-এ থাকে। তারপর আমার মনে হল লোকটার পরামর্শ শুনলে কোনো লোকসান হবে না। তার চেয়ে রাস্তার অন্যদিকটা খুঁজে দেখলে হয়। তাই পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দুজন ক্ষিপ্রভাবে অন্যদিকে সন্ধানে চললাম। কিন্তু রাস্তার যানবাহনের ভিড় আর লোকজনের যাতায়াত ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না যা থেকে জানা যায় কে গিয়েছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে ফিরে এসে সিঁড়ি এবং বারান্দা ভালো করে খুঁজলাম, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। বারান্দার মেঝে ক্রিম রং-এর লিনোলিয়ামে ঢালাই করা, তাতে সহজেই যে কোনো চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কিন্তু খুব মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করেও কোনো পদচিহ্ন আবিষ্কার করতে পারলাম না।

হোমস বললেন—বাইরে বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মেঝেয় কোনো দাগ পড়ে নি? ঘটনাপরম্পরা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলতে হবে। বেশ, তারপর?

পার্সি বলল—ঘরটাও আমরা পরীক্ষা করেছিলাম। ওখানে কোনো গুপ্ত দরোজা নেই, জানলাও প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে। জানলা দুটো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কার্পেট থাকার জন্যে তলায় কোনো দরোজা থাকা সম্ভব নয়। সিলিঙে সাধারণ চুনকাম করা। আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে চোরটা দরোজা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল।

হোমস প্রশ্ন করলেন—ফায়ার প্লেসটা পরীক্ষা করেছিলেন?

সেখানে কিছু ছিল না, পার্সি বলল—একটা স্টোভ ছিল মাত্র। ঘণ্টার দড়িটা আমার দেরাজের ডানদিকে লাগানো ছিল। যেই-ই ঘণ্টা বাজিয়ে থাকুক না কেন? এ এক দুর্বোধ্য রহস্য।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—সত্যিই ব্যাপারটা অসাধারণ বটে! আচ্ছা, তারপর, তারপর আপনি কী করলেন? ঘরটা পরীক্ষা করার সময় আর কিছু পেয়েছিলেন কি না? যেমন ধরুন আধখাওয়া চুরুট, খসে যাওয়া দস্তানা, চুলের কাঁটা অথবা এইরকম কোনো নিদর্শন পেয়েছিলেন কি? বা কোনো গন্ধ পেয়েছিলেন?

পার্সি বললেন—এসব তো তখন আমার মনে হয় নি। আমার ধূমপানের অভ্যাস নেই, সেজন্যে তামাকের গন্ধ নিশ্চয়ই আমার নাকে আসতো। শুধু তথ্য হিসেবে তত্ত্বাবধায়কের স্ত্রী মিসেস ট্যাঙ্গির ব্যস্তভাবে বাইরে যাবার ব্যাপারটা ছিল। লোকটা এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। পুলিশটির সঙ্গে একমত হয়েছিলাম যে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সরিয়ে ফেলার আগেই কাগজগুলো তার কাছ থেকে দখল করা। ধরে নিয়েছিলাম সেগুলো তার কাছেই আছে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে সতর্কবাণী পৌঁছতেই ডিটেকটিভ মি. ফোর্বস্ সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে তদন্ত শুরু করলেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে আমরা আধঘণ্টার মধ্যেই নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হলাম। একটি তরুণী দরোজা খুলে দিল। সে নাকি মিসেস ট্যাঙ্গির বড় মেয়ে। সে জানাল তার মা বাড়িতে ফেরে নি। আমরা বসার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট দশেক পরে দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। এই সময়ে আমরা এমন মারাত্মক ভুল করলাম যার জন্যে আজো আমি নিজেকে ধিক্কার দিই। আমরা নিজের হাতে দরোজা না খুলে মেয়েটিকে দরোজা খুলতে দিলাম। বাইরে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মা, দু-জন লোক তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন!" তারপরই বাইরে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। মি.

www.pathagar.com

ফোর্বস লাফ দিয়ে উঠে দরোজা খুলে দিলেন। আমরা দুজন উর্ধ্বশ্বাসে পেছনে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলাম, কিন্তু স্ত্রীলোকটি তার আগেই সেখানে ঢোকবার সুযোগ পেয়ে গেল। সে আমাদের দিকে কটমট করে চাইল। তারপর হঠাৎ আমায় চিনতে পেরে তার মুখে কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো। সে চেঁচিয়ে বললো, একি, অফিসের মি. ফেল্পস্ যে!

মি. ফোর্বস বললেন, দাঁড়াও। পালাবার আগে আমাদের কী মনে করেছিলে? সে জবাব দিল—আমি আপনাদের দালাল ভেবেছিলাম ওদের সঙ্গে গোলমাল চলছে।

মি. ফোর্বস কঠিন স্বরে বললেন—তুমি আজ অফিস থেকে একটা দরকারি দলিল সরিয়ে এখানে রাখতে এসেছো। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলো, সেখানে তোমার তল্লাশি হবে।

তার বাধা দেওয়ায় ও প্রতিবাদ জানানোয় কোনও ফলই হলো না। চার চাকার গাড়ি ভাড়া করে আমরা ফিরে চললাম। প্রথমেই আমরা রান্না ঘরটা ভালো করে পরীক্ষা করেছিলাম,—বিশেষ করে উনুনটা—হয়তো পোড়া টুকরো বা ছাই জাতীয় কিছু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেসব কিছুই পেলাম না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে হাজির হয়ে সঙ্গে সঙ্গে একজন মহিলা অনুসন্ধানকারীর হাতে তাকে ছেড়ে দেয়া হল। আমি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু দলিলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

এবার সর্বপ্রথম পরিস্থিতির ভয়াবহতা আমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করল। এতোক্ষণ পর্যন্ত আমি কাজ করছিলাম এবং সেজন্যে চিন্তার অবকাশ পাই নি। দলিলটি ফেরত পাবার সম্বন্ধে আমি এতোটাই সুনিশ্চিত ছিলাম যে, না পাওয়া গেলে আমার কী অবস্থা হবে অনুভব করার সময় পেলাম। আমার মামা, এবং তাঁর সহযোগী ক্যাবিনেট মেম্বারদের কথা মনে পড়ল। কী নিদারুণ লজ্জায় তাঁকে পড়তে হবে। আমি এবং আমার সম্পর্কিত ব্যক্তিরাও বাদ যাবে না। যদিও আমি এক অস্বাভাবিক দুর্ঘটনার দাস, তবু তাতে কী? যেখানে কূটনৈতিক স্বার্থ মারাত্মকভাবে বিজড়িত, সেখানে কোনো দুর্ঘটনার অজুহাত মানা হবে না। আমার ধ্বংস অনিবার্য, অত্যন্ত অসহায়ভাবে আমার পতন হবে। জানি না তারপর আমার কী হয়েছে! ঝাপসাভাবে কয়েকজন কর্মচারীর মুখ মনে পড়ছে, যারা আমায় সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিল। তাদের একজন আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এসে এক অফিসগামী ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। আমি স্টেশনেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রতিবেশী ডা. ফেরিয়ার সারাটা পথ আমাকে আগলে আগলে শেষে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরবার আগে পর্যন্ত আমি বাতিকগ্রস্ত উন্মাদের মতো আচরণ করেছিলাম। ডাক্তার আমার বাড়ির দরোজায় বেল বাজাতেই বাড়ির লোকেরা আমাকে ঐ উন্মাদগ্রস্ত অবসাথায় দেখে আঁৎকে উঠলো। অ্যানি ও আমার মা খুবই আঘাত পেলেন আমার এই অবস্থা দেখে। ডা. ফেরিয়ার স্টেশনে ডিটেকটিভ এর কাছে যথেষ্ট বিবরণ শুনেছিলেন এবং তা বাড়ির লোকদের বললেন। আর দীর্ঘদিন আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। মি. হোম্‌স্, এই ঘরে আমি নয় সপ্তাহ মস্তিষ্কপ্রদাহে উন্মাদের মতো কাটিয়েছি। যদি অ্যানি না থাকতো, আর ডাক্তাররা নিষ্ঠার সঙ্গে চিকিৎসা না করতেন, তাহলে আপনার সঙ্গে এই আলোচনা করার শক্তিটুকুও আমি পেতাম না। অ্যানি সারাদিন আমার সেবা করে, রাতে দেখাশোনা করবার জন্যে একজন নার্স আছে। ধীরে ধীরে আমি বোধ ফিরে পেলাম, তবে আমার স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণভাবে ফিরে এসেছে মাত্র তিনদিন আগে। মাঝে মাঝে মনে হতো যদি ব্যাপারটা না ঘটতো! স্মৃতি ফিরতেই প্রথমে মামলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মি. ফোর্বস্‌কে টেলিগ্রাম করলাম। তিনি জানালেন, সবকিছু করা হয়েছে তবু কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি। তত্ত্বাবধায়ক এবং তার স্ত্রীকে সবরকমভাবে পরীক্ষা করেও ঘটনার ওপর কোনো আলোকসম্পাত হয় নি। তখন পুলিশের সন্দেহ হয় গোরো ছোকরার ওপর। কারণ সেদিন রাতে অফিসে সেও ওভারটাইম কাজ করছিল। তার এই বেশিক্ষণ থাকা এবং ফারসি নাম—এই দুটো কারণেই তাকে সন্দেহ করা হয়। কিন্তু সে ঘর ত্যাগ করবার আগে আমি কাজ শুরু করি নি, তাছাড়া তার আত্মীয়েরা ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের থেকে উদ্ভূত হলেও সংস্কৃতি এবং সহানুভূতির ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সে আপনার মতোই ইংরেজ। তাকে জড়াবার মতো কিছুই যখন পাওয়া গেল না তখন ব্যাপারটা ধামা চাপার পর্যায়ে প্রায় চলে গেল। মি. হোম্‌স্‌, আপনি আমার শেষ আশ্রয়। আপনি বিফল হলে আমার সম্মান ও পদ চিরকালের মতো বাজেয়াপ্ত হবে।

দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর ক্লান্তভাবে পার্সি কুশনে গা এলিয়ে দিলেন। আর মিস্‌ অ্যানি একটা গ্লাসে করে তাঁকে সম্ভবত কোনো উত্তেজক ঔষধ পান করালেন। হোমস চোখ বুঝিয়ে মাথা কাত করে এমনভাবে বসে রইলেন যা নতুন কোনো লোকের কাছে অমনোযোগের লক্ষণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ওয়াটসন জানতেন এটা তাঁর কোনো বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করার লক্ষণ।

তারপর হোমস তাঁর নিজের নিয়ম অনুযায়ী পার্সিকে কয়েকটি প্রশ্ন করে নানাবিষয় জেনে নিলেন। এবং গাত্রোত্থান করবার আগে মন্তব্য করলেন, আপনাদের কাছ থেকে বেশ কিছু সূত্র পেয়েছি সেগুলি লন্ডনে ফিরে গিয়ে যাচাই করবো। তবে ব্যাপারটা খুবই জটিল আগামীকাল এই ট্রেনে আবার আসব। যাবার সময় হোমসের মক্কেল পার্সি বললেন,—মামা লর্ড হোল্ডহার্স্টের কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে।

হোমস বললেন—বটে! তিনি কী লিখেছেন?

পার্সি বললেন—চিঠিখানায় আন্তরিকতার অভাব থাকলেও কড়া নয়। সম্ভবত আমার অসুস্থতার জন্যেই তিনি কঠিন হতে পারেন নি।

তিনি লিখেছেন, যে ব্যাপারটা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শেষে যোগ করেছেন যে আমি সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে না। এর দ্বারা অবশ্য তিনি বরখাস্তের কথাই বলতে চেয়েছেন। যতোদিন না আমার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয়। তার মধ্যে আমার ভাগ্য সুরাহা করবার সুযোগ পাবো।

হোম্‌স্‌ বললেন, চিঠিটা বিবেচনা-প্রসূত এবং যুক্তিপূর্ণ। চলো ওয়াটসন শহরে অনেক কাজ করতে হবে।

মি. জোসেফ হ্যারিসন স্টেশন পর্যন্ত হোম্‌স্‌দের এগিয়ে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওয়াটসনরা পোর্টসমাউথের ট্রেনে অগ্রসর হতে লাগলেন। হোম্‌স্‌ ট্রেনে গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন। হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, ওয়াটসন, মি. ফেল্পস্‌ বোধ হয় মদ খান না, তাই না?

ওয়াটসনের সংক্ষিপ্ত উত্তর—বোধ হয় না।

আমারও তাই বিশ্বাস, হোম্‌স্‌ বললেন—কিন্তু সবরকম সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করতে আমরা বাধ্য। শয়তান হতভাগা ওঁকে গভীর জলে ডুবিয়েছে, এখন ওঁকে টেনে তুলতে পারবো কি না সেটাই প্রশ্ন।

মিস্‌ ্যানি হ্যারিসনকে কেমন লাগল তোমার?

সরল চরিত্রের মহিলা—ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন—যদি না ভুল করে থাকি তাহলে মনে হয় ভদ্রমহিলা সত্ত্বভাবের। এবং ওরা দু-ভাইবোন নর্দাম্বারল্যাণ্ডের কোনো লৌহ ব্যবসায়ীর সবেধন নীলমণি। ফেল্পস্‌ গত শীতকালে বেড়াতে গিয়ে বাগদানে আবদ্ধ হয়। তাকে তার পরিবারবর্গের সঙ্গে পরিচিত করবার জন্যে ফেল্পস মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন—ওর দাদা বোধ হয় এগিয়ে দিতে এসেছিল। তারপর এই বিপর্যয় ঘটায় নিজের আত্মীয়ের মতো মনে করে রয়ে গেল। এই অবধি বলে হোম্‌স্‌ কিছুক্ষণ থেকে পুনরায় শুরু করলেন। ভাবছি মি. ফোবর্স থেকেই আমার কাজ শুরু করা যাক। আমাদের দরকারি তথ্য এবং খুঁটিনাটি বিবরণ সেইই দিতে পারবে।

ওয়াটসন হঠাৎ বলে বসল—আচ্ছা, তুমি যে বললে কয়েকটা সূত্র পেয়েছ?

হোম্‌স্‌ বললেন—হ্যাঁ, কতকগুলো সূত্র পেয়েছি বটে, কিন্তু আরও সন্ধান করবার আগে সেগুলোর মূল্য যাচাই হবে না। উদ্দেশ্যহীন অবশ্য এটাকে বলা চলবে না। এতে কার লাভ হচ্ছে? ফরাসি রাজদূত? রুশ রাজদূত? যে এটা বিক্রি করতে পারবে সে, না লর্ড হোল্ডহার্স্ট?

ওয়াটসন বলল—লর্ড হোল্ডহার্স্ট! কী বলছ তুমি?

www.pathagar.com

হোমস বললেন—কেন? সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি এমন অবস্থায় পড়তে পারেন যখন তিনি এই ধরনের কোনো দলিল দুর্ঘটনার মাধ্যমে নষ্ট করতে দুঃখিত হবেন না। আর তুমি বলতে পারো লর্ড হোল্ডহার্স্টের অতীত জীবন খুবই সম্মানজনক। যাই হোক সে সম্ভাবনার কথা আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। শোনো, আমরা আজ মাননীয় লর্ডের সঙ্গে দেখা করবো। দেখি তার থেকে কিছু সূত্র পাওয়া যায় কি না?

আমি এর মধ্যেই খোঁজ শুরু করে দিয়েছি। হ্যাঁ, ওঅকিং, স্টেশন থেকে টেলিগ্রাম করে প্রত্যেকটি সান্ধ্যদৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। নোট বইএর একটা ছেঁড়া পাতা বার করে ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিলেন হোম্‌স্। তাতে পেন্সিলদিয়ে লেখা "দশ পাউন্ড পুরস্কার—চার্লস স্ট্রিটে অবস্থিত বৈদেশিক অফিসের দরোজায় অথবা কাছাকাছি গত তেইশে মে রাত সোওয়া দশটার সময়ে যে ঘোড়ার গাড়ির এক যাত্রীকে নামিয়ে দিয়েছিল, তার নম্বর চাই। ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে আবেদন করুন।"

হোমস যেন আবার নিঃশব্দে চিন্তার স্রোতে ডুবে গেলেন। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন তাঁর মনে নতুন কোনো সূত্রের উদ্ভব ঘটেছে।

বেলা তিনটে বেজে বিশ মিনিটে ওয়াটসনরা স্টেশনে নামলেন। একটা বুফে হোটেলে দ্রুত মধ্যাহ্ন—ভোজ শেষ করে তাঁরা দ্রুত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে প্রবেশ করলেন। হোম্‌স্ আগেই মিঃ ফোর্বসকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি হোমসের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তবে হোমসদের আসবার উদ্দেশ্য শোনবার পর তার উৎসাহ কমে গেল। সে কটুভাবেই বলল, মি. হোম্‌স্, আমি তথ্য সংগ্রহ করে দেয়, তারপর আপনি মামলা শেষ করে পুলিশের ঘাড়ে দুর্নামের বোঝা চাপিয়ে দেন।

হোম্‌স্ বললেন—শেষ তিপ্পান্নটা মামলায় মাত্র চারটি ক্ষেত্রে আমার নাম জাহির হয়েছে। অবশিষ্ট উনপঞ্চাশটা মামলার কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে পুলিশ। একথা না জানার জন্যে আপনাকে আমি দোষারোপ করছি না। আপনি তরুণ, অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু আপনি যদি আপনার কর্তব্যে অগ্রসর হতে চান, তাহলে আমার বিরুদ্ধে না গিয়ে আমার সঙ্গে কাজ করাই ভালো।

ফোর্বস তখন একটু দমে গিয়ে বললেন—ট্যাঙ্গি নামে সেই তত্ত্বাবধায়ক লোকটাকে আমি সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে ওর স্ত্রী একটা হাড় বজ্জাত। আমাদের একজন নারী গোয়েন্দাকে তার পেছনে লাগিয়েছিলাম। ট্যাঙ্গির স্ত্রী মদ খায়। মেয়ে-গোয়েন্দা দুবার তার স্ফূর্তির সময় বা আমেজের সময় সঙ্গে ছিল, কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—মি. ফেল্পস্ যখন কফির জন্যে ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন, তখন বৃদ্ধা কেন সাড়া দিয়েছিলেন তার কোনো জবাব দিয়েছে?

তার জবাব ছিল—স্বামীকে ক্লান্ত দেখে তাকে একটু রেহাই দিতে চেয়েছিল সে।

সেটা অবশ্য তার একটু পরে চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়বার সঙ্গে মিলে যায়, হোম্‌স্ স্বগতোক্তি করে বললেন—তাহলে দেখা যাচ্ছে স্ত্রী লোকটির চরিত্র ছাড়া ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই।

আচ্ছা, ওকে কি জিজ্ঞাসা করেছেন সে রাতে অতো হন্তদন্তভাবে কেন যাচ্ছিল? ওর ব্যস্ত হাবভাব একজন পুলিশ কনস্টেবল লক্ষ্য করেছিল।

মি. ফোর্বস বলল—সে উত্তর দিয়েছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় দেরি হওয়ায় সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে উদগ্রীব হয়েছিল।

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে আপনি আর মি. পার্সি ফেল্পস বিশ মিনিট পরে রওনা হয়েও ওর চেয়ে আগে উপস্থিত হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?

বাসের চেয়ে এক্কাগাড়ি তাড়াতাড়ি চলে সে উত্তর দিয়েছিল—ফোর্বস বলল।

www.pathagar.com

বাড়ি যাবার পর রান্নাঘরের দিকে দৌড়েছিল কেন, তার উত্তর কিছু সে দিয়েছিল? হোম্‌স্ জিজ্ঞেস করলেন।

ফোর্বস বললেন—এ কথার সে চটপট উত্তর দিয়ে বলেছিল রান্নাঘরে টাকা ছিল যা দিয়ে দালালদের পাওনা মেটালাম। ওর কাছে যখন কোনো সূত্র পেলাম না তখন কেরানি গোরোর পেছনে নয় সপ্তাহ ধরে লেগেছিলাম। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হোমস্ এবার জিজ্ঞেস করল—ঘণ্টা বাজার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত করেছেন?

মি. ফোর্বস বলল—স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। যেই হোক না কেন, খুব ফন্দি খাটিয়ে ঘণ্টাটা বাজিয়েছে।

হোমস বলল—সত্যি বিচিত্র। আপনার দেওয়া তথ্যের জন্য বহু ধন্যবাদ। যদি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি, তখন আমার কাছে জবাব পাবেন। চলো, ওয়াটসন, এবার ওঠা যাক।

হোম্‌স্ সৌভাগ্যবশত লর্ড হোল্ডাহার্স্টকে তাঁর ডাইনিং স্ট্রিটের অফিসে পেয়ে গেলেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতায় হোমসদের অভ্যর্থনা জানালেন। আচার ব্যবহার, দেহের গড়ন আর অভ্যর্থনায় পুরোমাত্রায় আভিজাত্যের চাপ। মৃদু হেসে তিনি বললেন,—আপনার নাম কি জানি মি. হোম্‌স্। যখন শুনলেন,—ও, আমার হতভাগ্য ভাগ্নে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমাদের আত্মীয়তাই ওকে বাঁচার পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক! আশঙ্কা হয়, ওর ভবিষ্যতের পক্ষে এর ফলাফল পক্ষপাতপূর্ণ হবে।

হোম্‌স্ বললেন—আর দলিল যদি খুঁজে পাওয়া যায়?

লর্ড বললেন—তাহলে নিশ্চয়ই ফলাফল অন্যরকম হবে।

স্যার, হোম্‌স বললেন—দু-একটা কথা জানবার জন্যে আপনার কাছে এসেছি।

আনন্দের সঙ্গেই আমি যথাসাধ্য জবাব দেব—লর্ড বললেন।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন—এই ঘরেই কি আপনি দলিলের নকল তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? আর এখানে কি কারোর আড়িপাতা অসম্ভব? এবং চুক্তিপত্রের নকল করাচ্ছেন, সেকথা কি কেউ জানে?

লর্ড বললেন—হ্যাঁ, এই ঘরেই—আর আড়িপাতার প্রশ্নই আসে না। আর চুক্তিপত্রের নকল প্রস্তুত করতে চাইবার অভিপ্রায় তো কাউকেই জানাই নি, শুধু পার্সিকে ছাড়া! আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে।

হোমস তখন বললেন,—বেশ, আপনি কাউকে জানান নি, এবং ফেল্পসও কাউকে বলেনি তাহলে মনে হতে পারে দৈবাৎ সেই ঘরে নিশ্চয় কোনো চোর প্রবেশ করেছিল, আর সুযোগের সে সদ্ব্যবহার করেছে।

রাজনীতিবিদ লর্ড হোল্ডহার্স্ট বললেন—এর উত্তর দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে।

হোমস এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন—আরেকটা খুব জরুরি প্রশ্নের আলোচনা দরকার। চুক্তিপত্রের বিশদ বিবরণ প্রকাশ পেলে কি খুব মারাত্মক ব্যাপার ঘটবার আশঙ্কা আছে?

লর্ডের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তিনি বললেন, খুবই গুরুতর আশঙ্কা রয়েছে।

হোম্‌স্ বললেন—সেরকম কিছু ঘটেছে কি?

এখনো পর্যন্ত ঘটেনি—লর্ড বললেন।

হোমস তখন গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—চুক্তিপত্র যদি ফরাসি অথবা রুশ দূতাবাসে পৌঁছে যেত, তাহলে কি আপনার কানে সে কথা ওঠার সম্ভাবনা ছিল?

লর্ড হোল্ডহার্স্ট বিকৃত মুখে বললেন—তাই তো উচিত।

হোম্‌স্ এবার তির্যক ভঙ্গিতে বললেন—কিন্তু দশ সপ্তাহ হয়ে গেল অথচ কিছুই শোনা যায়নি, তখন কি এইরকম মনে করলে অন্যায় হবে যে,—যে-কোনো কারণে চুক্তিপত্রটি সেখানে যায়নি?

www.pathagar.com

লর্ড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন—মি. হোম্‌স্‌, আমরা মনে করি না যে চোর দলিলটা বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙাবার জন্যে নিয়েছে? আর কিছুদিন দেরি করলে কোনও দামই পাবে না। কয়েক মাসের মধ্যেই চুক্তির শর্ত আর গোপন রাখা হবে না। লর্ড রূঢ় স্বরে বললেন।

হোমস মৃদু হেসে বললেন—এটা খুবই উল্লেখযোগ্য সূত্র, অবশ্য, আমরা ভাবতে পারি যে চোর হয়তো হঠাৎ অসুস্থতার জন্যে—

মানে—যেমন, মাথার যন্ত্রণা সহ জ্বর তাই বলছেন তো? লর্ড হোল্ডহার্স্টের চোখ এক মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল।

হোমস শান্তভাবে বললেন,—আমি সেরকম ইঙ্গিত করিনি। আমরা স্যার, ইতিমধ্যেই আপনার অনেকখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি। এখন আমরা নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি!

হোমসদের দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে অভিজাত ব্যক্তিটি বললেন—চোর যেই-ই হোক না কেন, আমি আপনাদের তদন্তের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

হোয়াইট হলের বাইরে এসে হোমস বললেন, চমৎকার মানুষ। তবে নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়। তিনি আদৌ বিত্তশালী নন, এবং তাঁর অনেক কাজ করতে হয়। ওয়াটসন, তুমি লক্ষ্য করেছিলে যে তাঁর বুটে নোতুন করে সোল লাগানো হয়েছে! যতোক্ষণ না ঘোড়ার গাড়ির বিজ্ঞাপনের জবাব পাই ততোক্ষণ আর কিছু দরকার নেই। তবে, আগামীকাল যদি তুমি ওঅকিংগামী ট্রেনে সঙ্গী হও, তাহলে অত্যন্ত বাধিত হব। আজকে যে গাড়িতে গিয়েছিলাম তাতেই যাব।

পরদিন সকালে আবার তাঁর সঙ্গে যথাসময়ে সাক্ষাৎ করলাম। তারপর দুজনে ওঅকিং অভিমুখে রওনা হলাম। বিজ্ঞাপনের কোনো জবাব আসে নি, সুতরাং মামলার ওপরেও কোনো নতুন আলোকপাত হয় নি। হোমস ইচ্ছে করলে রেড ইন্ডিয়ানের মতো সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন ভঙ্গিমা দেখাতে পারতেন। তাঁর অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারলেন না তিনি মামলার বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট কি না। যতদূর মনে পড়ে তিনি তখন কেবল বিশেষ পদ্ধতিতে মাপ করবার কথা বলেছিলেন, আর ফরাসী সাধুদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

ওয়াটসনরা দেখলেন যে পার্সি এখনো তার একনিষ্ঠ শুশ্রূষাকারিণীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে বটে, কিন্তু আগের চেয়ে তাকে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে। ওয়াটসনরা প্রবেশ করবার পর সে বিনা-কষ্টে দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন করলো। তারপর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—কোনো খবর আছে?

হোমস বললেন—যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই, আশাপ্রদ কিছু নয়। আমি ফোবর্স আর হোল্ডহার্স্টের সঙ্গে দেখা করেছি। আরো দুয়েকটা সন্ধানের পথ ঠিক করেছি যার দ্বারা কিছু কাজ হতে পারে।

পার্সি বললেন—আপনি নিরাশ হন নি তো?

হোমস বললেন—মোটেই না।

মিস অ্যানি হ্যারিসন সোচ্চারে বললেন—একথা বলার জন্যে ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করবেন! আমাদের ধৈর্য ও সাহস অটুট থাকলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হবেন।

ফেল্পস সোফায় পুনরায় বসে পড়লে বললেন, আপনারা যে খবর দিলেন, আমি তার চেয়ে বেশি কিছু দিতে চাই।

হোমস পার্সির এই কথার উত্তরে বললেন—আমি আশাই করেছিলাম যে আপনার কাছে কিছু শোনা যাবে।

কথা বলার সময় পার্সির মুখের ভাব গুরুতর হয়ে উঠল, দৃষ্টিতে আতঙ্কের ছায়া পড়ল। তিনি বললেন, কাল রাতে একটা রোমাঞ্চকর কাণ্ড ঘটেছে, ব্যাপারটা আরেকটু হলেই সাংঘাতিক হয়ে উঠত। আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? আমাকে কেন্দ্র করে একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে, যার ফলে আমার জীবন ও সম্মান বিপন্ন।

গতরাতে এই প্রথম কোনো নার্সকে ঘরে না রেখে আমি একলা শুয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি, তখন কেউ না হলেও চলবে। রাতে অবশ্য ঘরে মৃদু আলো

www.pathagar.com

জ্বলছিল। তারপর রাত দুটোর সময় আমার একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ অস্পষ্ট একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ইঁদুরের গর্ত খোঁড়ার মতো আওয়াজ, সে কথা ভেবে কিছুক্ষণ শব্দটা শুনলাম। তারপর শব্দটা বেড়ে উঠল, তারপর জানলাম একটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ পাওয়া গেল। বিস্মিত হয়ে উঠে বসলাম। শব্দটা যে কিসের সেটা আর বুঝতে অসুবিধা হল না। কেউ একটা সরু ফালি দুটো সার্সির মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তার থেকেই মৃদু আওয়াজের উৎপত্তি, আর সেটা বার করে নেয়ার জন্যই দ্বিতীয় শব্দটার সৃষ্টি।

তারপর দশ মিনিট আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। মনে হল, আমি শব্দের ফলে জেগে উঠলাম কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্যে লোকটা অপেক্ষা করছে। তারপর আবার একটা মৃদু শব্দ, যেন জানলাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। আমার স্নায়ু এখনো ঠিক হয় নি। আমি আর সইতে পারলাম না। ক্ষিপ্রহাতে জানলার খড়খড়ি খুলে দিলাম। জানলার ঠিক নিচেই একটা লোক হেঁট হয়ে বসেছিল। লোকটা তড়িৎ বেগে অন্তর্হিত হয়ে গেল, পলকের জন্যে আমি তার চেহারার খানিকটা দেখতে পেলাম। তার পরনের পোশাকটায় তার মুখের নিচের দিকটা ঢাকা পড়ে। তবে এটা ঠিক যে তার হাতে অস্ত্র জাতীয় কিছু ছিল। মনে হল সেটা একটা লম্বা ছোরা। সে যখন দৌড়োচ্ছিল তখন সেটা যে ঝকমক করছিল তা স্পষ্ট দেখেছি।

হোমস বললেন—খুবই চিত্তাকর্ষক! তারপর?

পার্সি ফেল্পস বললেন—গায়ে আরেকটু শক্তি থাকলে আমি তাকে জানলা দিয়ে অনুসরণ করা সঙ্গত ভাবতাম। কিন্তু তখন তা না করে ঘন্টা বাজিয়ে বাড়ির লোকদের জাগিয়ে তুললাম। এর জন্য একটু দেরি হল। ঘন্টার আওয়াজ হয় রান্নাঘরে, আর ভৃত্যেরা ঘুমোয় উপরে। আমার চিৎকার শুনে জোসেফ নেমে এল, সে আর সকলকে জাগিয়ে তুলল। জানলার বাইরে যে ফুলগাছ ছিল তার নিচে পদচিহ্ন আবিষ্কার করল। কিন্তু আবহাওয়া এত শুকনো ছিল যে ঘাসের ওপর দাগ ধরে অনুসরণ করা চলল না। রাস্তার ধারে কাঠের বেড়ার কাছে যে চিহ্ন পাওয়া গেল তাতে মনে হল কেউ সেটা টপকে যাবার সময় উপরে বেড়ার খানিকটা ভেঙে ফেলেছে। স্থানীয় পুলিশকে এখনো পর্যন্ত কোনো খবর দিই নি, ভেবেছিলাম প্রথমে আপনার অভিমত নেয়াই ভালো হবে।

মক্কেলের এই কাহিনী শার্লক হোমসের ওপর আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বিশেষ কায়দায় পদচারণা করা শুরু করলেন।

ফেল্পস শ্লেষ মিশ্রিতস্বরে বলল—দুর্ভাগ্য কখনো একলা আসে না। বোঝা গেল সে খুব ভয় পেয়ে গেছে।

হোমস বললেন—চলুন, বাড়ির চারধারটা ঘুরে আসি একবার। পার্সি বলল—চলুন, গায়ে একটু রোদ লাগানোও হবে। অ্যানি হ্যারিসন বলে উঠল আমিও যাব।

হোমস ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু তা হবে না। আপনাকে ঠিক এইখানেই বসে থাকতে হবে।

মিস হ্যারিসন একটু অসন্তুষ্ট হলো একথায়। গোঁজ হয়ে বসে রইল সে। হোমসরা বাইরে বেরিয়ে ফেল্পস-এর কথা অনুযায়ী জামরুল গাছের নিচে পায়ের দাগ দেখতে পেলেন। কিন্তু সেগুলো অস্পষ্ট। হোমস নিচু হয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সেগুলো ভালো করে পরীক্ষা করলেন। জোসেফ হ্যারিসনও হোমসের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। জোসেফ মন্তব্য করলেন—এই ঘরের জানলা রাস্তা থেকে সহজেই দেখা যায়।

হোম্‌স্ পকেটে হাত দিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিমায় বাড়ির চারদিকে ঘুরে দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি জোসেফ হ্যারিসনকে লক্ষ করে বললেন,—ভালো কথা, চোরটা লাফিয়ে পালিয়েছে আপনি এমন একটা জায়গা আবিষ্কার করেছিলেন,—সে জায়গাটা দেখতে চাই।

জোসেফ সেই জায়গাটা নির্দেশ করতেই সেখানে দেখা গেল কাঠের বেড়ার খানিকটা ভেঙে গিয়ে একটু টুকরো ঝুলছে। হোম্‌স্ সেটা খুলে নিয়ে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন। তারপর বললেন—এটা কি গতরাতে ভেঙেছে? এটা কিন্তু পুরোনো মনে হচ্ছে। তাই না?

www.pathagar.com

জোসেফ বললেন—হতে পারে!

হোমস বললেন,—এমন কোনো নিদর্শন নেই যা থেকে আন্দাজ করা যায় যে কেউ বেড়া টপ্‌কে ওদিকে গেছে? মনে হচ্ছে এখানে আর ঘুরে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে ঘরের দিকেই চলুন—আলোচনা করা যাবে।

পার্সি ফেল্পস জোসেফের কাঁধে ভর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে চলতে লাগল। হোমস দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে খোলা জানলার ধারে উপস্থিত হলেন। তারপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে বললেন, মিস্ হ্যারিসন, আজ আপনাকে সারাদিন ওখানেই বসে থাকতে হবে। কোনো কারণেই আজ সারাদিন এই ঘরের বাইরে বেরোবেন না। তাতে ফেল্পসের ক্ষতি হতে পারে। বলুন প্রতিশ্রুতি দিন, এ ব্যাপারে অ্যানি ঘাড় নাড়লে, হোম্‌স্ পুনরায় বললেন—পার্সিকে আজ আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে নিয়ে যাচ্ছি।

হোম্‌সের ইচ্ছানুযায়ী সব ব্যবস্থা হলো। মিস্ হ্যারিসন অবশ্য তাঁর পরামর্শ মতো ঘর ছেড়ে নড়ল না। বন্ধুবরের অভিপ্রায় কিছুমাত্র অনুমান করতে পারলেন না ওয়াটসন। আরও আশ্চর্য করে দিলেন হোমস যে, স্টেশনে পৌঁছুতেই ওয়াটসন ও ফেল্পসদের চমকে দিয়ে তাঁদের ট্রেনের কামরায় তুলে দিয়ে হোমস বললেন, সে আপাতত ওঅকিং ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি জানালেন, দু-একটা ছোটখাটো ব্যাপারে এখানে থেকে যেতে হচ্ছে। ওয়াটসনকে নির্দেশ দিয়ে বললেন—তোমার বন্ধুকে নিয়ে যদি সোজা বেকার স্ট্রিটে গিয়ে আমি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো তো খুশি হব। তোমরা তো পুরোনো বন্ধু, অতএব গল্প করার মতো নিশ্চয়ই বিষয়ের অভাব হবে না। আমাদের শোবার ঘরেই তুমি ফেল্পসকে নিয়ে শোবে। কাল সকাল আটটার ট্রেনে ওয়াটার্লু পৌঁছে আমি তোমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব।

স্টেশন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। হোমস প্রসন্ন মুখে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। সারা রাস্তা ওয়াটসন আর পার্সি ফেল্পস পুরোনো দিনের গল্পে মেতে উঠলো। তার চুরির প্রসঙ্গ আসতেই ওয়াটসন বললেন—তোমাকে নিয়ে গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে। চক্রান্তকারীরা হত্যা করতে চায় তোমাকে। তোমার ঘরে কোনো মূল্যবান দ্রব্য নেই, তাহলে সে ঘরে চোর জানলা ভাঙার চেষ্টা করবে কেন? আর তার হাতে লম্বা লোহার হাতল লাগানো তরোয়ালই বা থাকবে কেন?

বেকার স্ট্রিটে ফিরে নানাধরনের সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্য আলোচনার পর শেষপর্যন্ত ওয়াটসন তার বন্ধু পার্সিকে ঘুমোতে বললেন। আর তিনি নিজে—তার পাশে শুয়ে পড়লেন। মনের মধ্যে নানারকম জটিল দুশ্চিন্তায় দুইজনের কারুরই ঘুম আসছিল না। পার্সি নিজের মনে নানারকম ভাবছিলেন। ওয়াটসনও ভাবতে লাগলেন, হোম্‌স্ কেন ওঅকিং—এ রয়ে গেলেন? কেন তিনি মিস্ হ্যারিসনকে রোগীর ঘর থেকে নড়তে দিলেন না? এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন নিজেই জানেন না। সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, ফেল্পস্‌কে ঘুম না হওয়ার জন্য খুবই ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। প্রথমেই সে জানতে চাইল যে, মি. হোম্‌স্ ফিরেছেন কিনা?

ওয়াটসন বললেন—তিনি যখন কথা দিয়েছেন তখন তিনি আসবেনই। তবে আগেও নয় পরেও নয়।

ওয়াটসনের কথাই ঠিক হলো—ঘড়িতে আটটা বাজবার একটু পরেই একটা একাগাড়ি থেকে মি. হোম্‌স্‌কে নামতে দেখা গেল। জানলা থেকে দেখা গেল তাঁর বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ। মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর ও বিবর্ণ।

হোমসকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন,—হোম্‌স্ তুমি আহত হও নি তো?

হোমস বললেন—ও কিছু না, একটু আঁচড় লেগেছে মাত্র। তারপ গুড মর্নিং করে বললেন—মি. ফেল্পস্, আমি আজ পর্যন্ত যতো জটিল মামলার তদন্ত করেছি, এটা তার মধ্যে অন্যতম। বলেই ব্রেকফার্স্টের আয়োজন করতে বলে বললেন—খেয়ে দেওয়ে নিয়ে একে একে সব বলবো। হোমস ক্ষুধার্ত বোঝা গেল। আর এদিকে ওয়াটসন-এর কৌতূহল আর ফেল্পসের হতাশাভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

www.pathagar.com

খেতে খেতে হোমস ওয়াটসনকে বললেন—কী হে তোমার ভাগে কী পড়ল হে?

ওয়াটসন জবাব দিলেন—ডিম আর শুয়োরের মাংস।

হোমস বললেন—চমৎকার! মি. ফেল্পস্, আপনি কী খাবেন? মুরগির কষা মাংস, ডিম না কি অন্য কিছু?

ফেল্পস বললেন, ধন্যবাদ—আমি কিছুই খেতে পারব না।

হোমস বললেন—আচ্ছা, বসুন না! চেখেই দেখুন না ডিশটা!

উত্তর এলো ধন্যবাদ, সত্যি একেবারেই আমার ক্ষিধে নেই।

হোমসের চাউনিতে পলকের জন্যে দুষ্টুমি ঝিলিক দিয়ে উঠল। তিনি বললেন—বেশ কথা। নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করতে আপনার আপত্তি হবে না।

ফেল্পস ঢাকাটা সরিয়ে দিল। আর পরমুহূর্তেই সে চিৎকার করে বসে পড়ল। তার মুখ তখন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। প্লেটটার ওপরে ধূসর নীল রঙের একটা ছোট কাগজ পাকানো। সেটা তুলে নিয়ে চোখ দিয়ে যেন গিলতে গিলতে সে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো নৃত্য শুরু করল। বুকে কাগজটা চেপে চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ আরম্ভ করল।

তার কাঁধে আলতো চাপড় মেরে নরম স্বরে হোমস বললেন,—এই হচ্ছে ব্যাপার। অবশ্য আপনাকে এভাবে আচমকা জানানো ভালো হয় নি। কিন্তু আপনার ছোটবেলার বন্ধু ওয়াটসন ভায়া জানে যে আমি নাটকীয় কিছু করার লোভ সামলাতে পারি না।

ফেল্পস গদগদ স্বরে বললেন—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমার সম্মান রক্ষা করেছেন।

হোমস উত্তর দিলেন আমার নিজের সম্ভ্রমও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। জেনে রাখুন, কোনো গোপনীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে ভুল করা আপনার পক্ষে যতোটা অপ্রীতিকর, রহস্যভেদে ব্যর্থতা আমার কাছেও ঠিক ততোখানি অবাঞ্ছিত।

ফেল্পস দলিলটা তার কোটের একেবারে ভিতরের পকেটে রেখে দিয়ে বললো, কৌতূহল হচ্ছে জেনে যে, এটা কোথায় কার কাছে ছিল, আর কীভাবেই বা আপনি এটাকে উদ্ধার করলেন?

হোমস প্রাতঃরাশ সেরে, পাইপ ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন—হ্যাঁ, এবার আপনাদের কৌতূহল মেটাচ্ছি। প্রথমে ঘটনা সূত্র অনুযায়ী বলি, তারপর আমার সিদ্ধান্ত কীভাবে এল তাও বলব।

বলছি তাহলে—আপনাদের গতকাল স্টেশনে বিদায় দিয়ে আমি প্রথমে সারের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে দেখে হাঁটতে হাঁটতে রিপলি নামে সুন্দর ছোট্ট একটি গ্রামে হাজির হলাম। সেখানের একটা চায়ের দোকানে চা-টা খেয়ে ফ্লাস্কেও একটু চা ভরে, আর কিছু স্যান্ডউইচ দোকান থেকে কিনে নিয়ে সন্ধে পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে ওঅকিং-এ ফিরে এলাম। ঠিক সূর্যাস্তের পর ব্রায়ার ব্রি হাউসের পাশের বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা নির্জন না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর একটু পরে বাগানের বেড়ার উপর বসলাম। পাশে তিনটি ফার গাছ ছিল। এমনভাবে বসলাম যাতে বাড়ির লোকেরা কেউ যেন আমাকে দেখতে না পায়। তারপর ঝুঁকে পড়ে অন্যদিকের ঝোপের মধ্যে ঢুকলাম এবং হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললাম। তারপর জানলার কাছে এসে কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলাম, মিস হ্যারিসন টেবিলের ধারে বসে বই পড়ছেন। রাত সোয়া দশটা নাগাদ তিনি বই মুড়ে জানলার কপাট বন্ধ করে দিলেন। তারপর বাইরে গেলেন। দরোজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম এবং এও সহজেই অনুমান করতে পারলাম যে তিনি তালায় চাবি লাগালেন। তিনি চলে গেলেন, আলো নিবে গেল। আমিও ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে হল। কিছুদূরে একটা গির্জার ঘড়ি পনরো মিনিট অন্তর বাজছিল।

অবশেষে রাত দুটো বাজলে চাবি ঘোড়ানোর মৃদু আওয়াজ আর দরোজার হাঁসকল খোলার শব্দ এলো। পরমুহূর্তে দেখলাম যে ভৃত্যদের যাতায়াতের দরোজা খুলে চাঁদের আলোয়

www.pathagar.com

বেরিয়ে এলেন—মি. জোসেফ হ্যারিসন।

ফেল্পস কম্পিত কণ্ঠে কোনমতে উচ্চারণ করল—জোসেফ্!

হোমস বললেন—তাঁর মাথায় টুপি ছিল না, কাঁদের ওপর একটা কালো পোশাকে এমনভাবে তিনি মুখ আড়াল করে রেখেছিলন যে হঠাৎ দেখলে তাকে কেউ চিনতে পারত না। পা টিপে টিপে দেওয়ালের ছায়া দিয়ে তিনি এগোতে লাগলেন। জানলার কাছে তারপর তিনি হাজির হয়ে একটা লম্বা ছোরা সার্সির ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে হুড়কোটাও সরিয়ে দিলেন। জানলা খুলে গেল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে ঘরের ভিতরে তার প্রত্যেকটি গতিবিধি ভালো করে দেখা যাচ্ছিল।

বাতিদানের ওপর দুটো বাতি জ্বালাল, তারপর দরোজার কাছের কার্পেটের খানিকটা সরিয়ে ফেলল। হেঁট হয়ে এক টুকরো চৌকোণা কাঠ তুলে নিল যা সাধারণত মিস্ত্রিরা গ্যাস-পাইপ জোড়া দেবার কাজে ব্যবহার করে। এই টুকরোটা নিচের রান্নাঘরের সঙ্গে T-এর মতো জোড়ের মুখটা ঢেকে রেখেছিল। এর ভিতর থেকে এক জোড়া কাগজটা বার করে আবার কাঠের টুকরোটা আটকে রাখল। কার্পেটটা যথাস্থানে চাপা দিল, তারপর বাতি নিভিয়ে সোজা আমার হাতে এসে পড়ল, যেখানে জানলার বাইরে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

হোমস বললেন—কিন্তু জোসেফ সম্বন্ধে যা ভেবেছিলাম, আসলে সে তার চেয়েও শয়তান। সে ছুরি হাতে আমায় আক্রমণ করল। দুবার তাকে ভূমি আশ্রয় করতে হল বটে, কিন্তু আমারও আঙুলের গাঁটটার কাছটা কেটে গেল। তারপর সে হার মানল। ধস্তাধস্তির পর সে সবদিক ভেবে কাগজগুলো দিয়ে দিল।

আমিও তাকে যেতে দিলাম। অবশ্য আজ ভোরে সব কথা জানিয়ে ফোবর্সকে টেলিগ্রাম করেছি, যদি সে খুব চটপটে হয় তাহলে পাখি ধরা পড়বে। কিন্তু আমার ধারণা যে সে উপস্থিত হওয়ার আগেই খাঁচা খালি হয়ে যাবে। গভর্নমেন্টের পক্ষে বোধহয় তাই-ই ভালো। মনে হয় যে লর্ড হোল্ডহার্স্ট অথবা মি. পার্সি ফেল্পস্ কেউই এ ব্যাপারে কোর্ট পুলিশ পছন্দ করবেন না।

ফেল্পস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—হায় ঈশ্বর! গত দশ সপ্তাহ ধরে যখন আমি প্রচণ্ড উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়েছিলাম, হারানো দলিলটা তখন আমার সঙ্গে সে একই ঘরে ছিল। জোসেফ চোর, দুর্বৃত্ত!

আর জোসেফের চেহারা দেখলে বোঝা যায় না যে সে কতো গভীর জলের মাছ, আর কী বিপদজনক! রাতে তার কাছে যা শুনলাম তাতে জানতে পারলাম যে সম্প্রতি জুয়ায় তার অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে। নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে যে কোনো কাজ করতে সে প্রস্তুত ছিল। প্রথমে সুযোগ পাবার পর অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো সে বোনের সুখের দিকে অথবা আপনার ভবিষ্যতের দিকে তাকায় নি।

পার্সি ফেল্পস চেয়ারে সম্পূর্ণভাবে গা এলিয়ে দিয়ে বলল—আমার মাথা ঘুরছে। আমায় ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছেন।

হোমস বললেন—জোসেফকে আমি সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলাম তার কারণ, আপনার সে রাতে তার সঙ্গেই বাড়ি ফেরার কথা ছিল। সুতরাং এ সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে যে সে-ই হয়তো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছিল। বৈদেশিক অফিস তার অচেনা নয়। যখন শুনলাম, যে একজন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলে, তখন মনে হলো যে জোসেফের পক্ষে ওখানে কিছু লুকিয়ে রাখা অসম্ভব নয়। আপনাদের কাছে জানতে পারলাম যে ডাক্তারের সঙ্গে যাবার পর জোসেফ উদ্যোগী হয়ে কী করেছিল, নার্স অনুপস্থিত থাকবার পর প্রথম রাতেই যে চুরির চেষ্টা হলো, তাতে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে চোর বাড়ির ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। আমার সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হলো।

আমি যতোদূর জানতে পেরেছি তাতে ব্যাপারটা এইরকম :—জোসেফ হ্যারিসন চার্লস স্ট্রিটের দরোজা দিয়ে অফিসে ঢোকে। তারপর সোজা চেনা রাস্তা দিয়ে আপনার ঘরে ঢোকে। আপনি তখন সদ্য বাইরে বেরিয়েছেন। ঘরে কাউকে না দেখতে পেয়ে ঘণ্টা বাজায়, আর সেই

www.pathagar.com

মুহূর্তেই তার নজরে পড়ে টেবিলের ওপর রাখা দলিলগুলিল ওপর। এক পলকেই সে বুঝতে পারে এই সরকারি দলিলগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, এবং বিদ্যুৎবেগে সে ওগুলো পকেটে পুরে চম্পট দেয়।

তারপর প্রথম ট্রেনেই সে ওঅকিং চলে যায়। চোরাই মাল পরীক্ষা করে তার ধারণা হয় যে সেগুলো সত্যিই মূল্যবান। তারপর সেগুলো একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখে।

মতলব করেছিল যে দুয়েক দিনের মধ্যে সেগুলো ফরাসি দূতাবাস অথবা ওরকম কোনো জায়গায় বেচে আসবে যেখানে তার বিনিময়ে মোটা টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনার আকস্মিকভাবে ফিরে আসবার ফলে তাকে ঘর ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসতে হয়। তারপর থেকে আপনার ঘরে সব সময়েই একাধিক ব্যক্তি থাকবার ফলে লুকিয়ে রাখা সম্পদ উদ্ধারের সুবিধা পায় নি। এই পরিস্থিতি ওকে অস্থির করে তুলেছিল। তারপর সুযোগ পেয়ে আবার চুরির চেষ্টা করল বটে, কিন্তু আপনি জাগ্রত তাকার ফলে এবারও তাকে ব্যর্থ হতে হল। আমি নিশ্চিতরূপে জানতাম আবার কোনো নিরাপদ সুযোগ পেলেই সে চেষ্টা করবে। আপনি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে সেই সুযোগ এসেছিল।

আমি মিস হ্যারিসনকে সারাদিন ওখানে পাহারায় রেখেছিলাম, যাতে আমাদের সন্দেহ না করতে পারে। আমি জানতাম যে কাগজটা খুব সম্ভব এই ঘরেই রয়েছে। কিন্তু তা খুঁজতে গিয়ে সমস্ত ঘর ওলট-পালট করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই আমি সেগুলো ওকে গুপ্ত স্থান থেকে বার করতে দিয়ে অনেক ঝামেলার হাতে থেকে রক্ষা পেয়েছি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?

ফেল্পস বলল—জোসেফের কি নরহত্যার উদ্দেশ্য ছিল?

হোমস বললেন, হতে পারে! জাসেফের মতো চরিত্রের লোকেরা যা খুশি তাই-ই করতে পারে। ওইসব মানুষের প্রতি আস্থা বিন্দুমাত্র থাকা উচিত নয়।

সিলভার ব্লেজ

সিলভার ব্লেজ। রেসের ঘোড়া। ওয়েসেক্স কাপ-এর বাজিমাৎ করার মতো ঘোড়া 'সিলভার ব্লেজ' নিখোঁজ। আর তার ট্রেনারের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু—খবরটা চারিদিকে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে।

ড. ওয়াটসন ও মি. হোম্‌স্ ঘটনাস্থলে চললেন। এক্সেটারের পথে গাড়ি হু-হু করে ছুটে চলেছে। প্রথম শ্রেণীর একটা কামরার এক কোণে ওয়াটসন বসেছিলেন, আর হোমস তাঁর কানঢাকা বেড়ানোর টুপিটা মাথায় দিয়ে প্যাডিংটন স্টেশনে কেনা একগাদা খবরের কাগজ একের পর এক আগ্রহভরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে চললেন। রিডিং ছাড়িয়ে বহুদুর চলে আসার পর তিনি অবশিষ্ট খবরের কাগজখানা বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁর সিগারেটের কৌটোটা ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিলেন। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে একবার ঘড়ি দেখে দিয়ে হোমস বললেন—বুঝলে, এ ঘটনাটা সেই ধরনের, যাতে যুক্তিবিজ্ঞানীকে নোতুন নোতুন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার চেয়ে খুঁটিনাটি বাছাইয়ের দিকে মন দিতে হবে বেশি। দুর্ঘটনাটা একেবারে যাকে বলে চূড়ান্ত রকমের অসাধারণ। জন স্ট্রেকারের মৃত্যু আর সিলভার ব্লেজ-এর অন্তর্ধান-এর ব্যাপারটা খুবই জটিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় ঘোড়ার মালিক কর্নেল রস্ আর তদন্তকারী ইন্সপেক্টর গ্রেগরির কাছ থেকে আমি টেলিগ্রাম পেয়েছি। তাঁরা এ ব্যাপারে আমার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সিলভার ব্লেজ হল ইসোনোমি বংশজাত, প্রসিদ্ধ ও অভিজাত পূর্বপুরুষদের অনুরূপ। বয়স পাঁচ বছর, এর মালিক এই ঘোড়ার দৌলতে এরই মধ্যে ঘোড়দৌড়ের মাঠের সবগুলো পুরস্কারই পেয়ে গেছেন। দুর্ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত ওয়েসেক্স কাপের খেলায় ওটাই ছিল পয়লা নম্বরের, আর ওর পেছনে বাজি ছিল এক টাকায় তিন টাকা। রেসুড়েরা বরাবরই সিলভার ব্লেজ বলতে পাগল। আর ঘোড়াটাও কোনো সময়েই তার অনুরাগী ভক্তদের নিরাশ করেনি। তাই

www.pathagar.com

এতো বেয়াড়া ধরেও ওর পেছনে রাশি রাশি টাকা বাজি ধরে বেসুড়েরা। কাজেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আসছে মঙ্গলবার ঠিক সময়ে যাতে সিলভার ব্লেজ মাঠে হাজির হতে না পারে সেজন্যে চেষ্টা আর আগ্রহ ছিল অনেকেরই।

কর্নেল-এর শিক্ষণ আস্তাবল কিংস পাইল্যান্ড-এ সবাই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে নিয়েছিলেন। তাই ঘোড়াটাকেও কড়া নজরে রেখেছিলেন। জন স্ট্রেকার আগে ছিলেন একজন জকি। কর্নেল রসের হয়েও সে বহুবার ঘোড়দৌড় করিয়েছে। তারপর ওজন ভারি হয়ে যাওয়ায় পরে জকির কাজ ছেড়ে ট্রেনার হয়েছিল। সে পাঁচবছর কর্নেল-এর জকি আর সাত বছর ট্রেনার হিসেবে কাজ করেছে। উৎসাহ ছিল অদম্য আর সৎ বলে সুনামও ছিল। ছোট্ট আস্তাবলটায় মাত্র চারটে ঘোড়া ছিল। তার সঙ্গে তিনজন ছেলে কাজ করত। প্রতি রাতে একজন করে ছোকরা পাহারা দিত আর অন্য দু-জন ওপরের ঘরে ঘুমোতো। স্ট্রেকারের ছেলেপুলে হয় নি। সে আর তার স্ত্রী আর কাজকর্মের জন্যে একটি ঝি তার সংসারে ছিল। আস্তাবল থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে ট্র্যাভিস্টক গ্রামে যে ঠিকাদার নির্মিত ছোট ছোট ভিলা ছিল তাতেই বাস করত। জায়গাটা স্বাস্থ্য উদ্ধারকারীদের বা ডার্টমুরের বিশুদ্ধ বায়ুসেবীদের ব্যবহারের উপযুক্ত জায়গা। এই গ্রামের মাইল দুই দূরে কেপল্টন গ্রাম, লর্ড ব্যাকওয়াটারের বড় ধরনের শিক্ষণ আস্তাবল। এটার দেখাশুনো করে সাইলাস ব্রাউন। এখানে ওখানে দু-এক ঘর ভবঘুরে বেদে ছাড়া প্রান্তরের কোনোদিকে কোথাও আর বসিত নেই, চারদিকে সীমাহীন নির্জনতা। সোমবার দুর্ঘটনার রাতে এই ছিল ওখানকার মোটামুটি অবস্থা।

ঘোড়াগুলোকে চরিয়ে এনে সন্ধেবেলা নিয়মিত ঘাসজল খাইয়ে রাত নয়টায় তালাবন্ধ করে দেয়া হল। তিনটি ছেলের মধ্যে নেড হান্টার পাহারা দেবার জন্যে থেকে গেল আর অন্য দু-জন ট্রেনার রান্না ঘরে গেল খেতে। পরে ঝি এডিথ বাক্সটার নেড-এর খাবার জন্যে রুটি-মাংস নিয়ে গেল। আস্তাবলেই জলের কল থাকায় ঝিকে পানীয় কিছু আনতে হয় নি, রাত পাহারার ছোকরা জল ছাড়া অন্য কোনো পানীয় কিছু পাবে না, এই ছিল নিয়ম। রাতে গভীর অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে পথ বেয়ে এডিথ আসছিল। এডিথ তখন আস্তাবল থেকে গজ তিরিশেক দূরে। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একজন ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে তাকে থামতে বললেন। বললেন, আমি এ কোথায় এসে পড়েছি বলতে পারো?

এডিথ বলল—আপনি কিংস পাইল্যান্ড শিক্ষণ আস্তাবলের কাছে এসে গিয়েছেন।

তাই নাকি? কী সৌভাগ্য! ভদ্রলোক বললেন, আমি শুনেছি একজন ছোকরা রোজ রাতে একা ওখানে শোয়। তারই খাবার নিয়ে চলেছ বুঝি? আচ্ছা, শোনো। তোমায় যদি একটা নোতুন পোশাকের জন্যে কিছু টাকা দিই, তুমি কি খুব রাগ করবে? এই বলে পকেট থেকে একটুকরো সাদা ভাঁজ-করা কাগজ বার করে তিনি বললেন, এইটে নিয়ে গিয়ে আজ রাতেই ছোকরাটার হাতে দিও, কথা দিচ্ছি কালই তোমায় বাজারে সেরা জামা কিনে দেব।

খোলা জানলার ধারে হান্টার ছোট্ট টেবিল নিয়ে বসেছিল। ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখে এডিথ খুব ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে রোজকার মতো সেই জানলার ধারে খাবার নিয়ে হাজির হল, আর যা যা ঘটেছে হান্টারকে সবে বলতে শুরু করেছে এমন সময় সেই ভদ্রলোকও সেখানে এসে পৌঁছুলেন। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বললেন,—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

এডিথ দিব্যি গেলে বলেছে যে ভদ্রলোককে কথা বলার সময় তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে কাগজের একটা মোড়কের কোণ বার হয়ে থাকতে দেখেছে।

ছেলেটা বলে উঠল—আপনার এখানে কী দরকার মশাই? তিনি বললেন,—এই একটু আধুট ব্যবসার কথা টথা বলতে চাই, মানে তোমার পকেটেও দুটো পয়সা আসুক, এই আর কি! ওয়েসেক্স কাপে তো তোমাদের দুটো ঘোড়া খেলবে—সিলভার ব্লেজ আর বেয়ার্ড, তাই না? আমাকে পাকা খবরটা দিলে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। আচ্ছা এটা কি সত্যি যে ওজন

www.pathagar.com

নেবার সময় বেয়ার্ড সিলভার ব্লেজকে পাঁচ ফার্লং একশো গজে মেরে দিতে পারতো? আর তোমরা নাকি তার পেছনেই সমস্ত টাকা বাজি ধরেছ?

ছেলেটা চিৎকার করে বলল—আপনি তাহলে ওই জঘন্য টাউটদের দলেরই একজন। তাদের সঙ্গে আমরা পাইল্যান্ডে কীরকম ব্যবহার করি, তা এক্ষুণি টের পাইয়ে দিচ্ছি। এই বলে, সে এক লাফে ছুটে গেল। কুকুরটাকে খুলে দিতে। এডিথ ছুটে বাড়ি পালালো। কিন্তু যেতে যেতেই একবার পেছন ফিরে দেখতে পেল, ভদ্রলোক জানলা দিয়ে ভিতরে ঝুঁকে আছেন। একটুখানি বাদে হান্টার, কুকুর নিয়ে তেড়ে এসে দেখল ভদ্রলোক পগার পার! কোথাও তার টিকিটিও পাওয়া গেল না।

ওয়াটসন বললেন—আচ্ছা, হান্টার কুকুর নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় কি দরোজা খুলে রেখেছিল?

হোম্‌স্‌ মৃদুস্বরে বাহবা দিয়ে বললেন,—চমৎকার ওয়াটসন। এ ব্যাপারটা এতোই গুরুতর যে আমার মাথায় খেলবার সঙ্গে সঙ্গেই ডার্টমুরে বিশেষ জরুরি তার পাঠিয়ে বিষয়টার মীমাংসা করে নিয়েছে। হ্যাঁ, ছেলেটা বাইরে যাওয়ার আগে দরোজা বন্ধ করেই গেছিল। আর এও সত্যি যে জানলাটা খুব বেশি চওড়া নয়।

...হান্টার-এর সঙ্গীরা ফিরলে যা যা ঘটেছিল সব স্ট্রেকারের কাছে বলে পাঠাল। সব ঘটনা শুনে স্ট্রেকার দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল বটে, তবে ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করেছিল বলে মনে হয় না। তবে সে একটু যেন অস্থির হয়েই পড়েছিল। শ্রীমতী স্ট্রেকার রাত একটার সময় তার ঘরে ঢুকে দেখল যে সে জামাকাপড় পরছে তখন তাকে সে প্রশ্ন করায় স্ট্রেকার বলেছিল সে একবার আস্তাবলটা ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছে সব ঠিকমত আছে কিনা। তার স্ত্রী তাকে বাইরে যেতে এতো রাতে বারণ করেছিল—কিন্তু সব অনুরোধ উপরোধ, সব কাতর মিনতি উপেক্ষা করেই সে বর্ষাতিটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সাতটায় ঘুম থেকে উঠে শ্রীমতী স্ট্রেকার দেখল তার স্বামী তখনও ফেরে নি। সে এডিথকে ডেকে তাড়াতাড়ি সাজপোশাক পরে নিয়ে আস্তাবলের দিকে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল দরজা হাট আগলা, ভিতরে একটা চেয়ারের ওপর হান্টার জড়সড় হয়ে আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে, আর আস্তাবলটা খাঁ খাঁ করছে। সর্বজনপ্রিয় বাজিমাৎকারী ঘোড়া সিলভার ব্লেজ বা তার স্বামী কারো দেখা নেই।

ওপরের খড়কাটার যে ঘরে ছোকরা দুটো ঘুমিয়ে ছিল তাদের তোলা হল। তারা বললো কিছু জানে না। আর হান্টার তো কড়া ওষুধের নেশায় আচ্ছন্ন, তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়ার আশা না করেই শ্রীমতী স্ট্রেকার ও অন্য দুজন, খুঁজতে বেরোলো। তারা ভেবেছিল ট্রেনার হয়তো সকাল সকাল ঘোড়াটাকে ঘোরাতে নিয়ে গেছে। কাছের একটা ঢিবিতে উঠে চারিদিক ভালো করে দেখেও কোথাও বাজিমাৎ-এর ঘোড়াটাকে দেখতে পেল না। তবে হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল, আস্তাবলের থেকে সিকি মাইলটাক দূরে, একটা হলদে ফুলের ঝোপের পাশে স্ট্রেকারের ওভার কোটটা ঝুলছে। আর তারা এগিয়ে এসে দেখলো তার পেছনে, প্রান্তরের একটা খাদের তলায় হতভাগ্য জন স্ট্রেকারের মৃতদেহ। কোনো ভারী অস্ত্রের আঘাত তার মাথাটা চূর্ণ হয়ে গেছে। আর তার পিঠেও দেখা গেল ধারালো অস্ত্রের গভীর লম্বা ক্ষতচিহ্ন। স্ট্রেকার যে তার খুনীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ যুঝেছে, তা তার ডান হাতের ছোট্ট ছুরিটার বাঁট পর্যন্ত রক্ত জমে থাকতে দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল। আর এডিথ তার বাঁ হাতে ধরা লাল কালো রেশমি মাফ্‌লারটা দেখেই চিনতে পারল যে গতকাল সন্ধ্যায় সেই অপরিচিত ভদ্রলোক ওটা পরেই আস্তাবলে এসেছিলেন বটে। হান্টারও তার আচ্ছন্নতা কেটে গেলে জোর দিয়ে বলল,—নিশ্চয়ই ওই ভদ্রলোকই জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মাংসের মধ্যে ওষুধ মিশিয়ে আস্তাবলে পাহারা না থাকার ব্যবস্থা করেছেন। ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়েও যে হারিয়ে যাওয়া ঘোড়াটা সেখানেই ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ খাদের তলায় কাদায় রয়ে গেছে। কিন্তু সকাল থেকেই তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। মোটা রকমের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে আর

www.pathagar.com

ডার্টমুরের বেদেরাও সতর্ক রয়েছে সত্যি, তবু কিন্তু ঘোড়াটার কোনোও খবর পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত হান্টারের খাবারের শেষটুকু পরীক্ষা করে জানা গেল যে তাতে প্রচুর পরিমাণে গুঁড়ো আফিম মেশানো হয়েছে, কেননা বাড়ির অন্য লোকেরা ওই একই খাবার খেলেও তাদের কোনো ক্ষতিই হয় নি।

হোম্‌স্ বললেন—এই হলো ঘটনার সারাংশ। আর পুলিশ এ ব্যাপারে কতোটুকু এগিয়েছে তা এবার শোনো ওয়াটসন।

এই ঘটনার তদন্তের ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর গ্রেগরি বিচক্ষণ লোক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সে প্রথমেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিটিকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করেছে। যাকে গ্রেপ্তার করেছে তার নাম ফিটজ রয় সিম্পসন। বিষয় সম্পত্তি সব ঘোড়ার মাঠে উড়িয়ে দিয়ে আপাতত লন্ডনের স্পোর্টিং ক্লাব গুলোর হয়ে বুকির কাজ করছেন। তাঁর খাতাপত্র দেখে জানা গেল যে সম্ভাব্য বিজয়ী ঘোড়াটার-নামে পাঁচ হাজার পাউন্ডের বাজি তিনি নথিভুক্ত করেছেন। তাঁকে ধরা হলে তিনি পরিষ্কার বললেন যে তিনি কিংস পাইল্যান্ডের দুই নম্বর ঘোড়া ডেস্‌বরোর সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্যেই ডার্টমুর অঞ্চলে এসেছিলেন। আগের রাতের ঘটনা সম্বন্ধে সব কথাই তিনি স্বীকার করেছেন। আর বার বার বলতে লাগলেন, ঘোড়ার খাঁটি খবর জানা ছাড়া তাঁর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বাফ্‌লারটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল। আর কী করে যে সেটা মৃত ব্যক্তির হাতে গেল; তারও কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারলেন না। তাঁর ভিজে জামাকাপড় দেখেই বোঝা গেল গতরাতে ঝড় জলের সময় তিনি বাইরে ছিলেন, আর তার সিসে-বাঁধানো মোটা-মাথা লাঠিটা এমনি একটা অস্ত্র, যার কয়েকটা ঘায়ে মৃতের চেহারায় বীভৎস ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার খুবই সম্ভব হতে পারে। অন্যদিকে স্ট্রেকারের হাতে ছুরি দেখে যদিও মনে হয় যে তার আততায়ীদের অন্তত একজনকে সে আহত করতে পেরেছে, তবু ভদ্রলোকের দেহে কোনো ক্ষতচিহ্ন ছিল না। হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন—বুঝেছো হে ওয়াটসন, সংক্ষেপে এই হল গিয়ে পুরো ঘটনা। এখন বলো তুমি কী ভাবছ?

ওয়াটসন বললেন—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে মাথায় চোট লাগার ফলে বেয়াড়া রকম যন্ত্রণায় হাত-পা ছুড়ে গিয়ে হয়তো নিজের ছুরিতেই নিজে আহত হয়েছে।

হোমস বললেন—হয়তো নয়, সেটাই সম্ভব। তাহলে অবশ্য অভিযুক্ত সপক্ষে একটা জোরালো যুক্তিই খাড়া করা যায়।

ওয়াটসন উত্তরে মন্তব্য করল—তবে, পুলিশের অভিমতটা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

হোমস বললেন—আমার তো মনে হচ্ছে আমরা যে কোনো সম্ভাবনার কথাই উপস্থিত করি না কেন, তার বিরুদ্ধেই জোরালো যুক্তি খাড়া করা যাবে। ধরেই নিলাম, পুলিশ মনে করছে যে সিম্পসন ছোকরাটাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে যে কোনো রকমেই হোক্ একটা চাবি জোগাড় করেছে, তারপর আস্তাবল খুলেছে, খুলে ঘোড়াটা চুরি করবার মতলবেই সেটাকে বাইরে বার করে নিয়ে গেছে। ঘোড়ার জিনটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটাও লাগানো হয়েছে নিশ্চয়। দরোজাটা খুলে রেখেই মাঠের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়তো জন স্ট্রেকারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে অথবা জন হয়তো তাকে ধরে ফেলেছে। যাইহোক তারপরই ঝগড়ার শুরু হয়েছে। আর সিম্পসনের মোটা লাঠির চোটে স্ট্রেকারের মৃত্যু—এই-ই হতে পারে। এমনকি জন স্ট্রেকারের আত্মরক্ষার জন্যে লাঠি ব্যবহার করলেও, দেখা যাচ্ছে সিম্পসন আহত হয় নি। এরপর হয় ঘোড়াকে কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, নয়তো ওদের ধ্বস্তাধ্বস্তির ফাঁকে ঘোড়াটা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশও ঠিক এরকমটা ভাবছে, তবে জোরালো আর কোনো যুক্তি খাড়া করা যাচ্ছে না। যাই হোক চলো,—ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে হয়তো কোনো সূত্র পাওয়ার চেষ্টা করব। চলো।

www.pathagar.com

ট্র্যাভিস্টকে পৌঁছতে হোম্‌সের সন্ধ্যে হয়ে গেল। স্টেশনে বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ কর্নেল রস আর ইন্সপেক্টর গ্রেগরি হোমসদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

কর্নেল রস বললেন—মি. হোমস আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি। যা কিছু করা সম্ভব ইন্সপেক্টর সাহেব সবই করেছেন বটে, তবু স্ট্রেকার হত্যার প্রতিশোধ চাই, আর অবশ্যই আমার ঘোড়াটাও ফিরে পেতে চাই।

ইন্সপেক্টর হোমসদের নিয়ে একটা ছাদখোলা গাড়িতে জায়গাটা অন্ধকার হবার আগেই ঘুরে দেখাতে গিয়ে বললেন—কাজ খুব বেশি দূর এগোয়নি। ঘোরবার ফাঁকে ফাঁকে ইন্সপেক্টর গ্রেগ্‌রি অনর্গলভাবে মামলার খুঁটিনাটি বর্ণনা করে চললেন। কর্নেল রস টুপি খুলে চোখটা প্রায় ঢেকে, বুকের ওপর দু-হাত জড় করে হেলান দিয়ে গাড়িতে বসে রইলেন। গ্রেগরি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা বলে যেতে লাগলেন।

গ্রেগরি বললেন—ফিটজরয় সিম্পসনই আমার আসামী এবং তাকে বেড়াজালে ধরে ফেলা হয়েছে। তবু কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হোম্‌স্ কথার মাঝখানে প্রশ্ন করলেন—

স্ট্রেকারের ছুরিটার ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন?

ইন্সপেক্টর ভেবেছিলেন—আমরা একরকম ধরে নিয়ে যে, সে যাবার মুখে নিজের ছুরিতেই নিজে ঘা খেয়েছে।

বন্ধু ওয়াটসনও আসতে আসতে এই কথাটা বলছিলেন। ঘটনা তাহলে তো সিম্পসনের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টর বললেন—নিশ্চয়ই। তার হাতে ছুরিও নেই, গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্নও নেই। তার বিরুদ্ধে প্রমাণ খুবই জোরালো। আস্তাবলের ছেলেটির খাবারে সেইই ওষুধ মিশিয়েছে বলে সন্দেহ হয়। আর তার হাতে ছিল সেই মোটা মাথাওয়ালা লাঠি, তাছাড়া তার গলার রুমালটাও মৃত ব্যক্তির হাতেই পাওয়া গেছে।

হোম্‌স্ মাথা নেড়ে গম্ভীরস্বরে বললেন—আচ্ছা, আস্তাবলের ছেলেটিকে দেবার জন্যে সে যে কাগজটা এডিথকে দিতে গেছিল, সেটা সম্বন্ধে তার বক্তব্য কী?

ও বলেছে, ওটা নাকি দশ পাউন্ডের নোট একটা, ইন্সপেক্টর বললেন—অবশ্য তার টাকা রাখবার থলিতে একটা দশ পাউন্ডের নোট পাওয়া গেছে। কিন্তু আরও যে যে যুক্তিগুলো দিলেন সেগুলো কাটানো খুব শক্ত নয় কিছু।

হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন—মাফলারটার কথা কিছু বলেছে?

ইন্সপেক্টর বললেন—সে বলেছে যে সে ওটা হারিফে ফেলেছিল। কিন্তু একটা নোতুন সমস্যা এসে হাজির হয়েছে, যাতে করে মনে হয় সে ঘোড়াটাকে আস্তাবল থেকে বার করে নিয়ে গেছে।

হোম্‌স্ কান খাড়া করে রইলেন।

ইন্সপেক্টর বলে চললেন—সোমবার রাতে হত্যাকাণ্ডের মাইলখানেক এর মধ্যে যে একদল বেদে আস্তানা গেড়েছিল তার খোঁজ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার থেকে তারা উধাও। অতএব বেদেদের সঙ্গে যোগসাজসেও ঘোড়াটা পাচার হয়ে যেতে পারে। তাই বেদেদের সন্ধানে টিবির চার পাশের মাঠটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে। তাছাড়া ট্র্যাভিস্টকের দশ মাইলের মধ্যে প্রত্যেকটা আস্তবল আর ঘর-বাড়ি খোঁজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, কাছেই যে আর একটা শিক্ষা শিবির আছে সেখানের আস্তাবলও খুঁজেছি। তবে জড়াবার মতো কিছু পাইনি। তবে একথা স্পষ্ট যে, বাজি ধরবার জন্যে ওদের ডেসবরো ছিল দুই নম্বরের, কাজেই পয়লা নম্বর ঘোড়া হারানোয় ওদের স্বার্থ আছে। ওদের ট্রেনার সাইলাস ব্রাউন ওই দৌড়ে অনেক টাকার বাজি ধরেছে বলে শুনেছি। স্ট্রেকার-এর সঙ্গে তার বিশেষ প্রীতির সম্পর্কও ছিল না।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—সিম্পসনের সঙ্গে কেপলটন আস্তাবলের কোনো স্বার্থঘটিত যোগসাজসের সন্ধান মেলেনি তো?

ইন্সপেক্টর বললেন—নাঃ, কিচ্ছু না।

www.pathagar.com

হোমস গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। সবাই চুপচাপ। কয়েক মিনিট পরেই রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট লাল ভিলার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল।

মাঠটার ওধারে ছাই-ছাই রঙের টালি দিয়ে ছাওয়া লম্বা ছাদের একসার বাড়ি। অন্য সব দিকে মরে আসা ঘাস পাতায় ছাওয়া ধূসর প্রান্তর আকাশের প্রান্তসীমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে—মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্র্যাভিস্টকের গির্জার চূড়া আর পশ্চিমে কেপলটন আস্তাবলের ঘরবাড়ির সারি। ওয়াটসন, তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। হোমস কিন্তু সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে রইলেন। ওয়াটসন হাত ধরে টানতেই তিনি চমক ভেঙে উঠে গাড়ি থেকে নামলেন।

গ্রেগরি বললেন,—মৃতদেহের পকেটে যে যে জিনিসপত্র পাওয়া গেছে সেগুলো বসবার ঘরে রাখা আছে। আপনি মনে করলে দেখতে পারেন।

হোমস এবং ওয়াটসন বসবার ঘরে ঢুকে দেখলেন—টেবিলের ওপর মোম-মাখানো দেশলাইকাঠি একবাক্স, ছোট্ট একটুকরো মোমবাতি, চুরুট খাবার একটা এ.ডি.পি. পাইপ, এক সিল চামড়ার থলেতে লম্বা করে কাটা কিছুটা তামাক, সোনার চেন লাগানো একটা রূপোর ঘড়ি, পাঁচটা সোনার গিনি, অ্যালুমিনিয়ামের একটা পেন্সিলের বাক্স, কিছু কাগজপত্র লণ্ডনের উইস্ কোম্পানির দামি খোদাই করা সূক্ষ্ম অনমনীয় একটা ছুরি—

হোম্‌স্ ছুরিটা ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, ছুরিটা অসাধারণ বটে। এর ফলার রক্তের দাগ দেখে মনে হচ্ছে মৃত স্ট্রেকারের হাতে এটা পাওয়া গেছিল। ওয়াটসন, ছুরিটা, বোধ হয় তোমাদের ডাক্তারি বিদ্যার আওতায় পড়ে। দেখো তো!

ওয়াটসন বললেন, এ ধরনের ছুরিকে আমরা চোখের ছানি কাটা ছুরি বলে থাকি।

হোম্‌স্ বললেন, ফলাটা সূক্ষ্ম হওয়ায় খুব সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী এটা। অদ্ভুত বটে। ছুরিটা বন্ধ করবার জো নেই, অথচ এমন একটা ঝক্কির ব্যাপারে এ ধরনের একটা অস্ত্র নিয়ে যাওয়া অদ্ভুতই, সন্দেহ নেই।

ইন্সপেক্টর বললেন—ফলার ডগাটায় একটুকরো কর্ক লাগানো ছিল। ওর স্ত্রী বলছে যে ক'দিন থেকেই ছুরিটা টেবিলের ওপর পড়ে ছিল,—সে রাতে বেরোবার মুখেই ওটা তুলে নিয়েই রওনা হয়েছে, এই আর কি।

হোমস বললেন—হ্যাঁ, এটাও সম্ভবত সম্ভব। আচ্ছা, আর এই কাগজগুলো কী?

ইন্সপেক্টর বললেন—এগুলো হল রেসুড়েদের হিসাব। একটা হলো কর্নেল রস-এর লেখা নির্দেশপত্র। আর একটা হচ্ছে উইলিয়াম ডার্বিশায়ারের নামে কাটা বন্ড স্ট্রিটের পোশাক-নির্মাতা মাদাম লাসুরিয়ের দোকানের পোশাক বাবদ সাঁইত্রিশ পাউন্ড পনের শিলিং-এর একটা হিসেব। শ্রীমতী স্ট্রেকার বলেছেন যে ডার্বিশায়ার নাকি ওঁর স্বামীর বিশেষ বন্ধু। মাঝে মাঝেই তার চিঠিপত্র এ ঠিকানায় আসে।

হোম্‌স্ সব শুনে নিয়ে বললেন, চলুন—এবার ঘটনাস্থলে যাই। ওয়াটসনরা, বসবার ঘর থেকে বার হতেই অলিন্দ অপেক্ষারত একজন মহিলা এক পা এগিয়ে এসে ইন্সপেক্টর গ্রেগরিকে ধরে ফেললেন। তাঁর আগ্রহ-ভরা পাতলা চোখে মুখে সাম্প্রতিক বীভৎসতা কুশ্রী ছাপ এঁকে দিয়ে গেছে। তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, তাদের কি ধরতে পেরেছেন? কোনো খোঁজ পেয়েছেন?

ইন্সপেক্টর বললেন—না, মিসেস স্ট্রেকার, এখনও ধরতে পারিনি। এই দেখুন লণ্ডন থেকে মি. হোম্‌স্ আমাদের সাহায্য করার জন্যে হাজির হয়েছেন। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব বইকি!

হোম্‌স্ বললেন—আচ্ছা মিসেস্ স্ট্রেকার, আপনাকে কিছুদিন আগে প্লিমাউথের বাগান বাড়িতে এক উৎসবের অনুষ্ঠানে দেখেছি কেমন, তাই না?

মিসেস স্ট্রেকার বললেন—আজ্ঞে না, আপনি ভুল করছেন!

www.pathagar.com

হোম্‌স্‌ বললেন—তা কী করে হয়! আমি শপথ করে বলতে পারি আপনি অস্ট্রিচের পালকের ঝালর দেওয়া হালকা ছাই-ছাই রঙের একটা রেশমি পোশাক পরেছিলেন!

মিসেস স্ট্রেকার বললেন—আজ্ঞে না, আমার ওরকম পোশাক কোনো দিনই ছিল না।

হোমস অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—তাই তো। তাহলে তো চুকেই গেল। এই বলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তারপর যে খাদটায় মৃতদেহ পাওয়া গেছিল সেখানে গিয়ে হোমসরা পৌঁছলেন। এর ধারেই একটা হলদে রঙের ফুলের ঝোপের ওপর কোটটা পাওয়া গেছিল।

হোম্‌স্‌ বললেন—সে রাত্রে তো জোরালো বাতাস ছিল না?

ইন্সপেক্টর বললেন—না, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিলো খুবই জোরে।

হোমস গম্ভীরস্বরে বললেন—তাহলে কোটটা এই ঝোপের ওপর উড়ে এসে পড়ে নি, ওটা ওখানে খুলে রাখাই হয়েছিল, কী বলেন? ব্যাপারটায় কৌতূহল বেড়ে গেল। তা, ওখানটায় তো সোমবার রাতের পর বহু লোক যাতায়াত করেছে, কাজেই পায়ের ছাপও পড়েছে অনেক!

ওয়াটসনরা খাদের ধারের দিকে একটা মাদুরের টুকরোর ওপর দাঁড়িয়েছিলেন। ওয়াটসনের থলের ভিতরে মৃত স্ট্রেকারের একটা পাটি, সিম্পসনের জুতোর এক পাটি, আর সিলভারব্লেজের পায়ের একটা খুলে পড়া নাল রয়েছে।

হোমস মন্তব্য করলেন,—বাঃ চমৎকার, মি. গ্রেগরি! আপনাকে প্রশংসা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি কৃতিত্বের চরমে উঠে গেছেন! তারপর তিনি খাদে নেমে গিয়ে মাদুরটাকে একটু মাঝামাঝি জায়গায় টেনে এনে উপুড় হয়ে দু-হাতের উপর নিজের থুতনি রেখে সামনের কাদার মাড়ানো অংশটুকু খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, আরে, এটা কী? হোম্‌স্‌ একটা আধপোড়া মোম-মাখানো দেশলাইয়ের কাঠির টুকরো তুলে নিলেন। সেটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে—একটুকরো কাঠের মতো দেখাচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর বিরক্তির সঙ্গে বললেন—কেন যে ওটা দেখতে পাই নি!

হোম্‌স্‌ বললেন—ওটা কাদার মধ্যে পুঁতে প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গেছিল আমি ওটাই খুঁজলাম তাই দেখতে পেলাম।

ইন্সপেক্টর বললেন—ওটা কাদার মধ্যে পুঁতে প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গেছিল আমি ওটাই খুঁজছিলাম তাই দেখতে পেলাম।

ইন্সপেক্টর বললেন—সে কি! আপনি ওটাই পাবেন আশা করে ছিলেন? অন্তত অসম্ভব মনে করিনি—হোমস বললেন।

তিনি জুতো দুটো নিয়ে কাদার ছাপের সঙ্গে প্রত্যেকটা মিলিয়ে দেখলেন, তারপর খাদের পাড় আঁকড়ে হেঁচড়ে ওপরে উটে, লতা পাতা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে চললেন।

মি. গ্রেগরি বললেন—দুদিকেই একশো গজের মতো জমি তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু পায়ে চলার চিহ্ন দেখতে পাই নি।

হোমস খাড়া হয়ে উঠে বললেন—তাই নাকি? তা, এ কথার পর আমার আর খোঁজা সাজে না। কিন্তু কাল যাতে পথ চিনতে পারি সে জন্যে বিকেলের আলো থাকতে থাকতে মাঠের কিছুটা ঘুরে বেড়াতে চললাম। আর, সুলক্ষণ বলে এই ঘোড়ার নালটাও পকেটে রাখলাম।

আর ওদিকে কর্নেল রস, হোম্‌সের মন্থর সুশৃঙ্খল কার্যপ্রণালী দেখে অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি একবার ঘড়িটা দেখে নিয়ে ইন্সপেক্টরকে বললেন, চলো যাই, তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে। আর তাছাড়া ঐ দিনের ঘোড়-দৌড়ে আমাদের ঘোড়ার নাম তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে কিনা তা জনসাধারণকে জানিয়ে দেয়াও দরকার।

হোম্‌স্‌ দৃঢ়স্বরে বললেন—কখনো না! ঘোড়ার নাম নিশ্চয় থাকা উচিত।

কর্নেল মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে বললেন—আপনার অভিমত পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। স্ট্রেকারের ঘরে অপেক্ষা করছি। আপনি বেড়িয়ে ফিরলে সবাই একসঙ্গে ট্যাভিস্টকে রওনা হবো।

www.pathagar.com

কর্নেল ইন্সপেক্টরকে নিয়ে ফিরে চললেন—আর হোম্‌স্ এবং ওয়াটসন মাঠের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। কেপলটন আস্তাবলের পেছনে সূর্য ঢলে পড়ল। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে ওয়াটসনকে বললেন—বুঝলে ওয়াটসন, সমস্যাটা হলো, স্ট্রেকারের হত্যাকারী কে সে প্রশ্নের মীমাংসা না করে, ঘোড়াটা কোথায় গেল সেইটাই আগে ঠিক করা দরকার। ধরো দুর্ঘটনাটা ঘটার সময়েই বা দুর্ঘটনা ঘটার পরেই ঘোড়াটা যদি ছুটে পালিয়ে থাকে, তাহলে সে গেল কোথায়? ঘোড়ারা দলবদ্ধ ভাবে থাকতেই ভালোবাসে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে, সে হয় কিংস পাইল্যান্ডে ফিরে আসবে না হয় কেপলটন আস্তাবলে যাবে। খোলা মাঠে চরে বেড়াবে কেন? আর বেদেরাই বা ঘোড়াটাকে ধরবে কেন! পুলিশকে তারা সব সময়তেই এড়িয়ে চলতে চায়।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে কোথায় গেল ঘোড়াটা? হোমস বললেন—চলোতো, আমার কল্পনাশক্তি বলছে ঘোড়াটা কেপলটনেই গেছে। চলো খাদের রাস্তা ধরে এগোই। হোমসের কথামতো ওয়াটসন খাদের ধার দিয়ে ডানদিকে চলতে থাকলেন আর হোমস বাঁ দিক দিয়ে এগোতে থাকলেন। কিছুদূর চলার পর হঠাৎ হোমস চিৎকার করে উঠলেন। ওয়াটসনকে হাত নেড়ে ডাকছিলেন হোমস। সামনের নরম জমিতে ঘোড়ার পদচিহ্ন পরিষ্কার ফুটে উঠেছে দেখা গেল। হোম্‌স্ পকেট থেকে নালটা বার করে সে ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই, দেখা গেল হুবহু মিলে যাচ্ছে! তারপর খাদের তলার ভিজে স্যাঁতসেঁতে জমিটুকু পার হয়ে হোম্‌স্‌রা সিকি মাইলটাকে শুকনো খটখটে জমি পার হয়ে গেলেন। আবার দেখা গেল জমিটা ঢালু হয়ে গেছে। ঘোড়ার পায়ের ছাপ আবার সেখানেও দেখা গেল। এরপর আধ মাইল মতো হেঁটে গিয়েও হোমসরা আর ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন না। কিন্তু কেপলটনের কাছাকাছি গিয়ে আবার সেই একই ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখা গেল! আর ঘোড়ার পায়ের ছাপের পাশে পাশেই মানুষের পায়ের ছাপও দেখা গেল।

ওয়াটসন বলে উঠলেন—ঘোড়াটা আগে কিন্তু একলাই ছিল।

হোমস বললেন—ঠিক তাই। আগে একলাই ছিল বটে! কিন্তু এটা কী? দাগ দুটো একেবারে মোড় ঘুরে কিংস পাইল্যান্ড মুখো চলায় হোমস আনন্দে শিস্ দিয়ে উঠলেন। ওয়াটসনও হোম্‌সের সঙ্গে সেই দাগ অনুসরণ করে চললেন। হঠাৎ ওয়াটসন আবিষ্কার করলেন, দাগগুলো বিপরীত মুখো চলেছে। হোম্‌স্‌কে সেগুলো দেখাতেই তিনি বললেন, হুঁ, এবার তোমারই জিৎ। এটা আমার নজর এড়িয়ে গেছিল। চলো, এবার বিপরীত দাগগুলো দেখেই চলি।

কিছুক্ষণ দাগ ধরে হাঁটার পর ওঁরা কেপলটন আস্তাবলের দরোজামুখো যে পাকা চেরা রাস্তা গেছে তার সামনে এসে হাজির হল। পাকা রাস্তা ধরে এগোতেই এক ছোকরা সহিস এসে বলল, না, না মশাইরা, এদিকে যাওয়া চলবে না। এখান থেকে কেটে পড় ন এক্ষুনি!

হোম্‌স্ পকেট থেকে টাকা বার করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, একটা কথা বলবে ভাই? কাল সকাল পাঁচটায় এলে কি তোমাদের মালিক ইলাস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা হতে পারে?

সহিসটি বলল—আজ্ঞে তিনি তো সকলের আগেই ঘুম থেকে ওঠেন। ওই দেখুন তিনি নিজেই এদিকে আসছেন। আপনারা যা কিছু ওঁকেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

একজন ভীষণ দর্শন প্রৌঢ় চাবুক হাতে আস্ফালন করতে করতে এদিকে আসছিলেন। বললেন, এই হচ্ছেটা কী এখানে? বাজে বকবক না করে কাজে যাও। তারপর হোমসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা আবার এখানে কী করতে এসেছো? কী চাও?

হোমস অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে বললেন—হুজুরের সঙ্গে মিনিট দশেক আলাপ করার ইচ্ছে, এই আর কি?

বাউন্ডুলেদের সঙ্গে আমার আলাপ করার ইচ্ছে নেই? এ অঞ্চলে নোতুন লোকজন আমি পছন্দ করিনা। শিগগির সরে পড়ো বাপু নইলে কুকুর লেলিয়ে দেব।

www.pathagar.com

হোমস তার কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে বললেন, ডাহা মিথ্যা! মিথ্যে কথা!

ভালো, তা সে আলোচনাটা কি বাইরে এই সদর রাস্তায় দাঁড়িয়েই হবে, না তোমার বসবার ঘরে গিয়ে বসে আলোচনা করবে?

তা, আপনি যা বলেন, আসুন, আসুন ভেতরে।

হোমস মুচকি হেসে বললেন—ওয়াটসন চলো তাহলে ভেতরে।

আলোচনা সেরে যখন ফিরে এলেন তখন দেখা গেল তার মুখ শুকিয়ে গেছে! কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। তার হাত পা থর থর করে কাঁপছিল। মিউ মিউ করে সে নিচুস্বরে বলল আজ্ঞে, আপনার হুকুমমতো সব কাজই ঠিক ঠিক হবে।

হোমস তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—কোনো ভুল চুক যেন না ঘটে, কেমন? সে চাউনি দেখে ব্রাউন একেবারে যেন কুঁকড়ে গেল।

সে বলল—আজ্ঞে না, না—কোনো ভুল হবে না।

যথা সময়েই ওকে ঠিক জায়গায় দেখতে পাবেন। বদলটা কি আগে করব না পরে?

হোমস কিছুক্ষণ চুপচাপ ভেবে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, না, থাক, ও সম্বন্ধে তোমাকে পরে চিঠি লিখব। কোনোরকম চাতুরির যদি চেষ্টা করো—

সে বলল—না না, আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন।

হোমস বললেন—ওটাকে তোমার নিজের মনে করেই যত্ন আত্তি করবে। আচ্ছা চলি তাহলে, কাল তোমায় সব খবর জানাব।

হোমস এবার ওয়াটসনকে নিয়ে পাইল্যান্ডের দিকে চললেন। যেতে যেতে বললেন—ও অবিশ্যি প্রথমে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু আমি ওর সেদিন সকালের কার্যধারার এমন নিখুঁত বর্ণনা দিলাম যে ও ভাবল আমি বুঝি আড়াল থেকে সব দেখে ফেলেছি! তুমি যে কাদার মধ্যে মাথা চ্যাপটা জুতোর ছাপ দেখেছো, ও জুতো সে ছাপের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। ওকে সব ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বললাম। সেদিন সকালে অভ্যেসমতো সকলের আগে উঠে বেরিয়ে একটা নতুন ঘোড়া মাঠে চরে বেড়াচ্ছে দেখেই ও তার কাছে গিয়ে ধবধবে সাদা চিহ্ন দেখে চিনতে পারল সিলভার ব্লেজকে। দৈবক্রমে সেটাই তার হাতের মুঠোয়। প্রথমটায় ভেবেছিল পাইল্যান্ডে গিয়ে ফেরৎ দিয়ে আসবে, কিন্তু মাথায় ভূত চাপায় সে ঘোড়াটিকে এনে কেপলটনের আস্তাবলে লুকিয়ে রাখল। সব স্বীকার করল সে।

কিন্তু ওর আস্তাবল তো তল্লাসি হয়েছে—ওয়াটসন বললেন।

হোমস বললেন—তাতে কী? ওর মতন একজন ঘোড়াচোরের—কথাটা শেষ না করেই হোমস প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন—তুমি লক্ষ করেছ কি না জানিনা, কর্নেল আমার সঙ্গে একটু কাটখোট্টা ব্যবহার করেছেন। এবার আমার পালা। তাঁকে একটু ল্যাজে খেলাব ঘোড়া নিয়ে—তাঁকে কিছু বোলো না কিন্তু!

ওয়াটসন বললেন—যথা আজ্ঞা!

এখন তাহলে তো হত্যাকারীকে খোঁজার চেষ্টা করবে? ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করতেই হোমস্ বললেন—না না, আজ-রাতেই লন্ডনের ট্রেন ধরব।

ওয়াটসনের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। সবে কয়েকঘন্টা হল ওয়াটসনরা ডেভনশায়ারে এসেছেন, কিন্তু এই অল্পসময়ে এমন অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে সমস্ত তদন্ত তল্লাস ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যাওয়া—ব্যাপারটা ওয়াটসনের কাছে কেমন যেন দুর্বোধ্য আর হেঁয়ালি বলে মনে হল। কিন্তু কর্নেল এর বাড়ি না পৌঁছোনো পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে আর টু শব্দটি শুনতে পাওয়া গেল না। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল কর্নেল আর ইন্সপেক্টর বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

হোমস বললেন,—এখানকার মিষ্টি প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করলাম। তারপর একটু থেমে বললেন—আজ রাতের এক্সপ্রেসেই আমরা লন্ডনে ফিরছি।

www.pathagar.com

ইন্সপেক্টর বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন বটে, কিন্তু কর্নেল অবজ্ঞার স্বরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, আপনি তাহলে হতভাগ্য স্ট্রেকারের হত্যাকারীকে ধরার আশা ছেড়ে দিলেন!

হোম্স কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, কতোকগুলো বাধা আছে বেকি! আমার কিন্তু বিশ্বাস যে মঙ্গলবার আপনার ঘোড়া ঠিকই দৌড়বে, কাজেই জকি ঠিক রাখবেন। আর হ্যাঁ, স্ট্রেকারের একটা ছবি দিতে পারেন?

ইন্সপেক্টর পকেট থেকে একটা খাম বার করে তার মধ্যে থেকে একটা ছবি হোমসকে দিলেন।

বন্ধু গ্রেগরি ওয়াটসনের সবরকম দরকার মেটাবার জন্যেই যেন তৈরি হয়েছিলেন। তা বেশ। একটু অপেক্ষা করুন, আপনি এডিথকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে আসি—ওয়াটসন বললেন।

হোম্স্ ঘরে যেতে গেলে—কর্নেল স্পষ্ট বলে বসলেন—নাঃ, লন্ডন থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়েও কোন কাজ হল না। টাকাটা আমার জলে গেল।

ওয়াটসন বললেন,—এটুকু তো আশ্বাস পেয়েছেন আপনার ঘোড়া মঙ্গলবার ঠিক দৌড়বেই।

কর্নেল কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে বললেন—ওঁর কথার নিশ্চয়তার চেয়ে আসল বস্তুটাকে পেলেই ভালো হতো।

বন্ধুর সপক্ষে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ওয়াটসন, এমন সময় হোম্স্ ঘরে ঢুকে বললেন—তাহলে আজ্ঞা করুন, আমরা এখনই ট্র্যাভিস্টকে রওনা হই।

হোমসদের গাড়িতে উঠতে দেখে আস্তাবলের একটি ছেলে দরোজা খুলে দাঁড়াল। হোমসের বোধহয় হঠাৎ কোন কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সামনে ঝুঁকে ছোকরাটির গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের খোঁয়াড়ের ভেড়াগুলোর দেখাশোনা কে করে?

ছেলেটি বলল—আমি।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন—সম্প্রতি তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছ কি?

ছেলেটি বলল—আজ্ঞে তেমন কিছু নয়—তবে, ওদের মধ্যে তিনটি খোঁড়া হয়ে গেছে মনে হয়।

হোমস আহ্লাদে গদগদ হয়ে হাতে হাত ঘসতে লাগলেন। ওয়াটসন স্পষ্ট বুঝলেন, হোম্স্ ছেলেটির উত্তরে খুশি হয়েছেন।

ওয়াটসনের হাতে চিম্‌টি কেটে হোম্স্ বললেন—বিরাট খবর। ওয়াটসন সাংঘাতিক খবর এটা। মি. গ্রেগরি, শুনুন। ভেড়াদের এই অদ্ভুত হঠাৎ সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখবেন। আচ্ছা, আসি। কোচোয়ান গাড়ি ছাড়ো।

চারদিন পরে হোমস আর ওয়াটসন ট্রেনে চেপে ওয়েসেক্স কাপের খেলা দেখবার জন্যে উইন্চেস্টার মুখো চললেন। কথামতো কর্নেল রস স্টেশনে হাজির ছিলেন, আর তাঁর গাড়িতে করেই হোম্স্রা শহর ছাড়িয়ে ঘোড়া দৌড়ের মাঠমুখো রওনা হলেন। দেখা গেল হোম্সের মুখ খুব গম্ভীর। ব্যবহারটাও নীরস আর রুক্ষ। কর্নেল সংক্ষেপে বললেন—ঘোড়াটার কোনো পাত্তা নেই।

হোম্স্ বললেন—ঘোড়াটাকে দেখলে চিনতে পারবেন তো?

কর্নেল রেগে টং হয়ে বললেন—আজ বিশ বছর ধরে আমি মাঠে যাচ্ছি, কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন আমায় আগে কেউ কখনো করেনি। তার সাদা কপাল আর সামনের পায়ের আঁকি বুঁকি দেখে শিশুও চিনতে পারবে!

এবার হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন—দর কি যাচ্ছে?

কর্নেল উত্তর দিলেন—গতকাল পর্যন্ত ছিল পনেরো টাকায় এক টাকা, কিন্তু এখন দর কম্‌তে কম্‌তে তিন টাকায় এক টাকা দাঁড়িয়েছে!

হুঁ! হোম্স্ বললেন—পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কেউ হাঁড়ির খবর জানে।

www.pathagar.com

গাড়িটা গ্র্যান্ড-স্ট্যান্ডের ঘেরার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই তালিকাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন ওয়াটসন।

কর্নেল বললেন—কেবল আপনার আশ্বাস পেয়েই অন্য ঘোড়াটার নাম খারিজ করেছি। কিন্তু একি! লোকের মুখে মুখে যে সিলভার ব্লেজের নাম শুনছি। হঠাৎ তখন রিঙের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, সিলভার ব্লেজ পাঁচ টাকায় চার টাকা, পাঁচ-টাকায় চার টাকা! ডেসবোরো পনেরো টাকায় পাঁচ টাকা, মাঠে নেমেই পাঁচে চার।

ওয়াটসন বললেন,—ওই যে দেখুন নম্বর টাঙিয়ে দিয়েছে—ছয়টার নামই তো রয়েছে দেখছি!

কর্নেল অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বললেন—ছয়টাই দৌড়চ্ছে?

তাহলে আমারটা নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু তাকে দেখছি না তো? আমার চিহ্নওয়ালা ঘোড়াটা?

ওয়াটসন বললেন, পাঁচটা চলে গেছে। এইবার এইটেই আপনার নিশ্চয়ই।

ওয়াটসনের এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা তেজি ঘোড়া ওজনের ঘেরা হতে বেরিয়ে এসে, হোম্‌স্‌দের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পিঠে তার কর্নেল এর সুপরিচিত লাল কালো চিহ্ন।

কর্নেল চেঁচিয়ে উঠে বললেন—ব্যাপার কী মি. হোম্‌স্‌, ওটা কখনোই আমার ঘোড়া নয়। ওর গায়ে একটাও সাদা লোম নেই! এ কী করলেন মি. হোম্‌স্‌?

ওয়াটসনের দূরবীনটা নিয়ে কর্নেল কয়েক মিনিট দেখে নিয়ে বললেন—বাঃ, আরম্ভটা চমৎকার হয়েছে! ঐ, ঐ দেখুন ওরা ঘুরছে। হোম্‌স্‌রা গাড়িতে উঠে বসলেন। সেখান থেকে সোজা রাস্তাটা বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়াগুলো এতো কাছাকাছি ছুটছিল যে একটা সার্পেটেই সবগুলোকে ঢেকে দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু মাঝপথে আসতেই কেপলটনের হলদে রং-এর ঘোড়াটা সামান্য এগিয়ে গেল। কিন্তু হোম্‌স্‌রে দিকে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ডেসবোরর দম ফুরিয়ে গেল—আর কর্ণেলের ঘোড়াটা ছুটে এগিয়ে এসে তাকে ছ-ঘোড়ার মাপে বাজি মাৎ করে দিল।

চোখেমুখে হাত বুলিয়ে কর্নেল হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—যাই হোক, আমার ঘোড়াটাই শেষপর্যন্ত বাজি মাৎ করেছে! কিন্তু আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না মি. হোম্‌স্‌! আপনি যেন মনে হচ্ছে আমার থেকে কিছু একটা লুকোচ্ছেন! এভাবে আমাকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখেছেন কেন মশাই?

হোম্‌স্‌ বললেন—সব কিছুই জানতে পারবেন কর্নেল। তবে ধীরে। তবে এখন চলুন তো, ঘোড়াটাকে দেখে আসি গিয়ে। ওজন করার জায়গায় কেবল মালিকদের আর তাঁদের বন্ধুদের ঢোকার হুকুম। সেখানে পৌঁছতেই হোম্‌স্‌ বললেন—এই নিন আপনার ঘোড়া। এর মুখ আর পা মদ দিয়ে ধুইয়ে দিলেই আপনার সেই চির পরিচিত সিলভার ব্লেজকে দেখতে পাবেন।

তাজ্জব বানালেন আমাকে—কর্নেল বিস্মিত কণ্ঠে বললেন।

আমি ওকে এক প্রতারকের ঘরে আবিষ্কার করে ঠিক যেমনটি পেয়েছি তেমনি ভাবেই দৌড়তে দিয়েছি, হোমস বললেন।

কর্নেল আনন্দের সঙ্গে বললেন—আপনি মশাই অদ্ভুতকর্মা মানুষ তো! ঘোড়াটাতো বেশ তাজা আছে! জীবনে বোধ হয় এতো ভালো কখনও দৌড়ায় নি! আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল মশাই, সেজন্যে আমার শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা করবেন। ঘোড়াটাকে খুঁজে বার করেই আপনি আমার খুবই উপকার করলেন এখন যদি জন স্ট্রেকারের হত্যাকারীকে ধরতে পারেন, তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়।

হোমস নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন,—তা তো ধরেছি।

কর্নেল আর ওয়াটসন দুজনেই চমকে উঠলেন। বললেন,—ধরা পড়েছে? কোথায়? কোথায় সে?

www.pathagar.com

হোমস বললেন—আপাতত আমাদের সঙ্গেই আছে।

কর্নেল রেগে আগুন হয়ে গিয়ে বললেন, -মশাই, আমি আপনার কাছে বিশেষ উপকৃত নিঃসন্দেহে, কিন্তু আপনি যা বললেন তা হয় একদম বাজে কথা, নইলে অত্যন্ত অপমানজনক উক্তি!

শার্লক হোমস বললেন,—বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কিছুমাত্র জড়াই নি। হত্যাকারী আপনার পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওয়াটসন ও কর্নেল দুজনেই একসঙ্গে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে বললেন—ঘোড়াটা।

হোমস বললেন—হ্যাঁ, তাই। তবে, ওর স্বপক্ষে এইটুকু বলা চলে যে ও আত্মরক্ষার জন্যেই এ কাজ করেছে। জন স্ট্রেকার ছিল আপনার বিশ্বাসের অনুপযুক্ত। কিন্তু চলুন, ঘণ্টা বেজে গেল। পরের বাজিতে আমার কিছু জেতা দরকার। তারপরে কোনো উপযুক্ত সময়ে সব ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করব।

সে রাতে পুলম্যান গাড়ির এ কোণে হোমসরা তিনজন নিরিবিলি বসে লন্ডনে ফিরে চললেন, আর কী করে হোমস সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন, সেই গল্প শুনতে শুনতে রাস্তা ফুরিয়ে গেল কখন তা বোঝাই গেল না।

হোমস বললেন—আমি আগেই বুঝেছিলাম, মানে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে স্ট্রেকার মাঝরাতে আস্তাবলে গিয়ে সিলভার ব্লেজকে বার করে এনেছিল। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই কোনো কুমতলবে, নইলে নিজের আস্তাবলের ছোকরার খাবারে আফিম মেশাতে যাবে কেন? তবু আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কারণটা কী হতে পারে? এর আগেও এমন ঘটনার কথা শোনা গেছে যে ট্রেনাররা অন্যের মাধ্যমে নিজের ঘোড়ার পেছনে অনেক টাকা লাগিয়ে দিয়ে, শেষমুহূর্তে কোনো না কোনোরকম জুয়াচুরি করে ঘোড়াটাকে দৌড়াতে দেয় না। কখনও বা এটা জকির কারসাজিতে ঘটে, কখনো-বা তার চেয়েও নিশ্চিত কোনো সূক্ষ্মতর উপায়ে এ জিনিস ঘটানো হয়। এখন, এখানে কী ঘটল দেখা যাক। ওর পকেটের কোনো জিনিসপত্র থেকে কোনো হদিস পাওয়া সম্ভব বলেই মনে হল। আর ঘটলও তাই। মৃতের হাতের সেই অদ্ভুত ছুরিটার কথা নিশ্চয়ই ভোলো নি।

কোনো সুস্থ মানুষ ওরকম ছুরি আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবহার করবে না। ডাক্তার ওয়াটসনের মতেই তো বোঝা যায় যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধরনের অস্ত্রপচারের ছুরি ব্যবহার করার জন্যে নেওয়া হয়েছিল। কর্নেল রস্, আপনার ঘোড়া দৌড়ের মাঠের প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই—তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যে ঘোড়ার পেছন দিককার টেন্ডনটা এমনভাবে যদি সামান্য একটু চিরে দেওয়া যায় যে বাইরে থেকে কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না তাহলে কোনো ঘোড়াকে এভাবে অস্ত্রপচার করলে সে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটবে। আর সবাই ভাববে ঘোড়াটার নিশ্চয়ই বাত হয়েছে বা অতিরিক্ত অনুশীলনের জন্যও এরকম হতে পারে। কোনো খারাপ অভিসন্ধির কথা কারো মনে আসবে না। স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে বাইরের খোলা মাঠে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। অমন একটা তেজি ঘোড়ার গায়ে ছুরির খোঁচা লাগলে সে দাপাদাপি করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাতে কারো ঘুম ভেঙে যেতে পারে। এই ভেবেই সে ঘোড়াটাকে খোলা মাঠে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আর এই জন্যেই তার দেশলাই আর মোমবাতির দরকার হয়েছিল। তখনই আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। আপনি তো বহুদর্শী, হোম্‌স্ কর্নেলকে বললেন—আপনি তো নিশ্চয়ই বুঝবেন লোকে অন্যের বিল কখনও পকেটে বয়ে বেড়ায় না। তখনই মনে হল, স্ট্রেকারকে নিশ্চয়ই দুটো সংসার চালাতে হয়। বিলের ধরন ধারণ দেখেই বুঝলাম যে ব্যাপারটা নারীঘটিত, আর নারীটির রুচি অত্যন্ত অর্থ-সাপেক্ষ। আপনার কর্মচারীদের যতো মোটা মাইনেই আপনি দেন না কেন, তাদের পক্ষে বাড়ির মেয়েদের জন্যে কুড়ি গিনির পোশাক কিনে দেয়া কক্ষোনো সম্ভব নয়।

শ্রীমতী স্ট্রেকারকে কোনো কিছু বুঝতে না দিয়েই আমি তাঁকে পোশাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝলাম যে, ও পোশাক তিনি কোনোদিন দেখে নি। তখনই পোশাকনির্মাতার ঠিকানাটা

www.pathagar.com

টুকে নিয়ে, স্ট্রেকারের ছবি নিয়ে গিয়ে তার কাছে হাজির হলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই কল্পিত ডার্বিশায়ার কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ততোক্ষণে সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে। আলো যাতে দেখা না যায়, এইজন্যেই স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে খাদের দিকে নিয়ে গেছিল। সিম্পসন দৌড়ে পালাতে গিয়ে মাফলারটা ফেলে গিয়েছিল। স্ট্রেকার হয়তো ঘোড়া বাঁধবার দড়ি হিসেবে সেটা কুড়িয়ে নেয় অন্ধকারে! খাদে গিয়ে ঘোড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালাতেই ঘোড়াটা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতেই হোক বা পশুদের অদ্ভুত অনুভূতি বলে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য মনে করেই হোক সপাটে চাঁট মারে। আর তখন ইস্পাতের নালটা গিয়ে লাগে স্ট্রেকারের কপালে। সূক্ষ্ম কাজটি সুনিপুণভাবে করার সুবিধে হবে বলে বৃষ্টি সত্ত্বেও স্ট্রেকার ওভারকোটটা খুলে রাখে। এমনি লাথি খেয়ে পড়ার সময়ে নিজের হাতের ছুরিতেই তার হাঁটুর ওপর দিকটা চিরে যায়। কর্নেল এতোক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব শুনছিলেন। তিনি বললেন, অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত! মনে হচ্ছে আপনি যেন ওখানে ঘটনাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন।

হোমস বললেন—আমার শেষ চালটায় অবশ্য একটু কল্পনা বিলাস ছিল। আমার কেন যেন মনে হলো স্ট্রেকারের মতো একজন চতুর লোক টেণ্ডন চেরবার আগে নিশ্চয়ই পরখ করবে। ভাবলাম, কিসের ওপর পরীক্ষাটা চালাতে পারে? হঠাৎ ভেড়াগুলো নজরে পড়তেই দু-একটা প্রশ্ন করে বুঝতে পারলাম, আমার ধারণা বর্ণে বর্ণে সত্যি!

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, মি. হোম্‌স্‌ আমার কাছে এখন সব জলের মতো সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ব্লেসিংটনের কাহিনী

একদিন নভেম্বরের এক চাপা বর্ষার দিন ড. ওয়াটসন এবং হোমস বাইরে থেকে অনেক রাতে ঘুরে এসে দেখলেন একজন যুদ্ধ ফেরৎ সার্জন তার জন্যে বেকার স্ট্রিটের ঘরে অপেক্ষা করছে। নাম তার ডা. নার্সি ট্রেভেলিয়ান। ৪০৩নং ব্রুক স্ট্রিটে থাকেন। স্নায়ুরোগ সম্বন্ধীয় একটি বইয়ের লেখক তিনি।

মি. হোমস তাঁকে স্বাগত জানাতেই তিনি বললেন—আপনি খুবই ব্যস্ত মানুষ তবুও সম্প্রতি আমার বাড়িতে যে কতকগুলি ঘটনা পরপর ঘটে গেছে আর আজ রাতে তা এমন অবস্থায় এসেছে যে আপনার পরামর্শ আর সাহায্য না নিয়ে আর একটা দিনও কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শার্লক হোমস বসে বসেই একটা পাইপ ধরালেন। বললেন, পরামর্শ আর সাহায্য দুই-ই আপনি পাবেন। দয়া করে ঘটনাগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

তাহলে প্রথম থেকেই বলি। মানে ছাত্র জীবন থেকে। যাতে আপনার বুঝতে সুবিধা হয়। তবে আশা কর আপনি মনে করবেন না যে, আমি নিজেই নিজের গুণকীর্তন করছি। আমার অধ্যাপকরা মনে করতেন আমার ভিতরে প্রচুর সম্ভাবনা আছে। আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। স্নাতক হবার পর আমি কিংস চার্চ কলেজের হাসপাতালে মূর্ছারোগের পরীক্ষা-নিরিক্ষা করার পর ব্রুস পিংকারটন পুরস্কার আর মেডেল পাই। তাই অনেকেরই ধারণা ছিল ভবিষ্যতে আমি গবেষণার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখবো। কিন্তু আমার মূলধনের অভাব ছিল। আপনি সহজেই বুঝবেন, কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিশেষজ্ঞের পক্ষে ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়ার অঞ্চলের আশেপাশের রাস্তার ধারে ঘর নিয়ে কাজ করা একান্ত আবশ্যক কিন্তু সেগুলোর ভাড়া বেশি আর সাজসরঞ্জামের খরচও অনেক। প্রাথমিক ভাবে এই খরচের ওপর আবার কয়েক বছর চালিয়ে নেবার মতো যথেষ্ট টাকাও দরকার আর দরকার একটা ভদ্রগোছের গাড়ি আর ঘোড়া। এসবই ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। আমার একমাত্র আশা ছিল, ব্যয়সংকোচ করে বছর দশেক চালানোর পরে হয়তো সে সঙ্গতি আমার হবে। এমন সময় হঠাৎ একটা নতুন পথ আমার সামনে খুলে গেল।

একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত, ব্রেসিংটন নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে

www.pathagar.com

সরাসরি কাজের কথা তুললেন। সব শুনে আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—ধরুন যদি আপনাকে ফ্লিট স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত করে দিই?

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালেন—পার্সি ট্রেভেলিয়ান। না, না আপনার জন্যে নয়, আমার নিজের স্বার্থেই আমি এ প্রসতাব রাখছি—ব্লেসিংটন বললেন। খুব স্পষ্ট করেই বলছি, আপনার যদি পোষায় তাহলে আমারও পোষাবে। কয়েক হাজার টাকা আমার কাছে ব্যবসায় খাটাবার মতো। আর আমার ইচ্ছে আমি তা আপনার ওপরে খরচ করি।

কিন্তু কেন—রুদ্ধশ্বাসে ট্রেভেলিয়ান বললেন। কী করতে হবে আমায়?

ব্লেসিংটন বললেন—ঘর ভাড়া, সাজানো, লোকজনের মাইনে সব খরচ আমি চালাব। আপনার কাজ হবে কেবল রোগী দেখার ঘরের দরোজাটা ব্যবহারে ব্যবহারে ক্ষইয়ে ফেলা! আপনাকে হাত খরচ বাবদও মোট টাকা দেব। আর চুক্তি হল আপনি যা রোজগার করবেন তার তিনভাগ আপনি আমায় দেবেন আর এক ভাগ আপনি নেবেন।

রাজী হয়ে গেলাম। তার শর্তেই প্র্যাক্টিস শুরু করলাম। তিনি নিজে স্থায়ী রুগী হিসেবে আমার সঙ্গে বাস করতে এসে দোতলার সেরা দুটো ঘর দখল করলেন। যা বুঝলাম, ব্লেসিংটনের হৃদযন্ত্র দুর্বল। সব সময়েই তার ডাক্তার দরকার। কারুর সঙ্গে তিনি মিশতেন না। পারতপক্ষে বড় একটা বাইরেও বেরোতেন না। তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি ছিলেন নিয়মানুবর্তিতার মূর্ত প্রতীক। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠিক এই সময়েই তিনি আমার রুগী দেখবার ঘরে আসতেন, খাতাপত্র দেখতেন আর প্রতি গিনি পিছু পাঁচ শিলিং তিন পেনি আমার জন্যে রেখে বাকিটা নিয়ে যেতেন।

আমার প্রথম থেকেই সাফল্য আসছিল। কয়েকটা ভালো কেসের পরেই হাসপাতালে আমার যে সুনাম হয়েছিল তাতে করে আমি ব্লেসিংটনকে বড়লোক করে তুললাম।

এইটুকুই হলো আমার আর ব্লেসিংটনের প্রথম জীবনের ইতিহাস। এবার যে কারণে আজ আমি আপনার কাছে এসেছি তার বর্ণনা করছি।

কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন মি. ব্লেসিংটন আমার কাছে এলেন। বিশেষ উত্তেজিত হয়ে ওয়েস্ট এণ্ড-এর কি একটা ডাকাতির কথা যেন বলছিলেন। তারপর বললেন দরোজা জানালা মজবুত করে লাগাতে হবে। সপ্তাহখানেক ধরে তিনি ভয়ে জড়সড় হয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেন। রাতের খাবারের পর যে একটু হাঁটতে বেরোতেন তাও বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি ক্ষেপে উঠলেন। এমন সময় ঘটনার মোড় নিল। তিনি একেবারেই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। এখনো তিনি শয্যাশায়ী। ঘটনাটা হল—দিন দুই আগে আমি একটা চিঠি পাই, সেটা আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠিটায় ঠিকানা বা তারিখ নেই। "এক অভিজাত রুশ ভদ্রলোক, আপাতত তিনি ইংল্যান্ডে আছেন, ডক্টর পার্সি ট্রেভেলিয়ানকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে চান। কয়েক বছর ধরেই তিনি ভুগছেন। কাল সন্ধ্যা ছয়টায় তিনি দেখাতে যাবেন। আশা করি ডাক্তারবাবুকে তখন পাওয়া যাবে।"

চিঠিটায় আমি অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করলাম। কারণ মূর্ছারোগের ব্যাপারে প্রধান অসুবিধা হলো রোগের বিরলতা। সুতরাং বলা বাহুল্য নির্দিষ্ট সময়ে যখন ভৃত্যটি রুগীকে নিয়ে এলো তখন আমি রুগী দেখার ঘরে গিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক বয়স্ক, রোগা, গম্ভীর চেহারার এবং সাধারণ স্তরের মানুষ—অভিজাত রুশ বলতে যা বোঝায়, তা মোটেই মনে হল না।

আধো আদো ইংরাজিতে সঙ্গের লম্বা যুবকটি বললেন—মাফ করবেন, ডাক্তারবাবু এভাবে আসার জন্যে—রুগীকে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসিয়ে বললেন, ইনি আমার বাবা। তাই—

সন্তানের উদ্বেগে আমি বিচলিত হয়ে বললাম—ওঁকে পরীক্ষা করবার সময় আপনি থাকবেন তো?

ভয় পাওয়া গলায় যুবকটি বললেন, মোটেই না, ওই ভয়াবহ অবস্থায় বাবাকে দেখলে আমি আর বাঁচব না। আমার স্নায়ুমণ্ডলও খুব দুর্বল। আপনি অনুমতি করলে আমি সে সময় বাইরে আপেক্ষা করবো।

www.pathagar.com

অগত্যা ওই প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে গেলাম। রোগীর সঙ্গে কথা বার্তা শুরু করলাম। এবং বিস্তারিত নোট করলাম। আমি নোট করার সময় হঠাৎ লক্ষ করলাম তিনি আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না, বার বার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও। তখন রোগীর দিকে তাকিয়ে দেখি, তার মুখ শক্ত হয়ে গেছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি, তিনি কাঠ কাঠ হয়ে বসে আছেন। বোঝা গেল রোগের আক্রমণ হয়েছে। আমার করুণা হল। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে থার্মোমিটার দিয়ে দেহের তাপমাত্রা মাপলাম। শক্ত মাংসপেশী পরীক্ষা করলাম এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলি লক্ষ করলাম। এগুলোর সবই আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গেল। এসব ক্ষেত্রে আমি নাইট্রাইট শুঁকিয়ে ভালো ফল পেয়েছি। এ রুগীর ওপরেও এর গুণ পরীক্ষার চমৎকার সুযোগ এসে গেল। বোতলটা ছিল নিচে আমার ল্যাবরেটরিতে। তাই রোগীকে তেমনি রেখে আমি দৌড়ে সেটা আনতে গেলাম। তারপর ফিরে এসে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম কোথায় রোগী? সব ভোঁ-ভাঁ। ঘর খালি। বাইরে যে ঘর তার ছেলে অপেক্ষা করবে বলেছিল, সেখানেও সব শুন্‌শান্‌। কেউ কোথাও নেই। হলঘরের পাশে আমাদের নোতুন কাজে লেগেছে—ভৃত্যটিকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল কোনো শব্দই পায় নি। ব্যাপারটা রহস্যই রয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ব্লেসিংটন যখন বেড়িয়ে ফিরলেন তখন আমি এ ব্যাপারে সবটাই তাঁর কাছে চেপে গেলাম।

আজ আবার ঠিক ওই একই সময়ে দুজনে আগের দিনের মতোই রোগী দেখার ঘরে এলেন তখন আমি যে কী আশ্চর্য হলাম তা আপনারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন।

রোগীটি বললেন... কাল অমন করে হঠাৎ চলে যাবার জন্যে দুঃখিত আমি ডাক্তার বাবু। মানে কী জানেন, ওই রোগের আক্রমণ থেকে সামলে উঠে আমার মন বুদ্ধি সব ঘোলাটে হয়ে যায়। আমি অতীতের কথা সব ভুলে যাই। দেখলাম আমি একটা অজানা ঘরে রয়েছি। তাই আপনি যখন ঘরে ছিলেন না তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তেমনি আচ্ছন্ন অবস্থায় রাস্তায় চলে গেলাম।

রুগীর যুবক ছেলেটি বলল—বাবাকে বেরিয়ে আসতে দেখে ভাবলাম আপনি রোগী দেখা শেষ করে বাবাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আসল ব্যাপারটা জানতে পারলাম বাবাকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছাবার পর।

আমি তখন ব্যাপারটা লঘু ভেবে হাসতে হাসতে বললাম—যাই হোক এতে কোনো ক্ষতি হয় নি। তবে আমি খুব ঘাবড়ে গেছিলাম। ছেলেটিকে বললাম—এবার আপনি বাইরে যান, কালকে অসম্পূর্ণ কথাবার্তা সব সেরে নিই! আধ ঘণ্টার মতো আমি বৃদ্ধটির সঙ্গে রোগের নানা উপসর্গ নিয়ে ভালো করে আলোচনা করলাম। তারপর প্রেসক্রিপসন লেখা শেষে ছেলে এসে বাবার হাত ধরে নিয়ে গেলেন।

প্রতিদিনের মতোই ব্লেসিংটন একটু পরেই ফিরে এলেন। এসে দোতলার ঘরে চলে গেলেন। মুহূর্তকাল পরেই তিনি দৌড়ে নিচে নেমে এসে চিৎকার করে বললেন—কে, কে আমার ঘরে ঢুকেছিল?

আমি বললাম—কই? কেউ না তো?

কর্কশ স্বরে তিনি বললেন—মিথ্যা কথা, আসুন দেখাচ্ছি! তাঁর ভাষার রুক্ষতার আমি গায়ে না মেখে, তাঁর সঙ্গে উপরে যেতেই, তিনি আমাকে হালকা কার্পেটের ওপর অনেকগুলো পায়ের ছাপ দেখালেন। বললেন, আপনি কি বলতে চান, এগুলো আমার পায়ের ছাপ?

ছাপগুলো অত্যন্ত বড় বড়। তাঁর পায়ের ছাপ কোনোমতেই হতে পারে না। এবং দাগগুলো খুব টাটকা। জানেন তো, আজ বিকেলে খুব বৃষ্টি হয়েছে। এবং এই রুগী ছাড়া আর কেউই আজ আসেনি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সেই রোগীর যুবক ছেলেটি কোনো অজ্ঞাত কারণে যে সময় আমি রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম ওপরে উঠে মি. ব্লেসিংটনের ঘরে ঢুকেছেন। কোনো কিছু তিনি নেননি বা স্পর্শও করেন নি!

আমার মনে হল ব্লেসিংটন এ ব্যাপারে যতোটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন অতোটা হওয়ার

www.pathagar.com

কারণ কিছু নেই। যদিও অবশ্য ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর সন্দেহ নেই। একটা চেয়ারে বসে ব্লেসিংটন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে বা সান্ত্বনা দিতে পারছিলাম না। অবশেষে তাঁর যুক্তিমতোই আমি আপনার কাছে এসেছি।

যেরকম আগ্রহের সঙ্গে হোম্‌স এই দীর্ঘ কাহিনী শুনছিলেন, তাতে মনে হলো যে তিনি ডাক্তারের কাহিনীর প্রতিটি পর্বকেই বেশ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। কারণ তার পাইপের ধোঁয়া মাঝে মাঝে আরও ঘন হয়ে উঠছিল। ডাক্তারের বক্তব্য শেষ হতেই হোম্‌স্ একটিও কথা না বলে উঠে পড়লেন। তারপর ওয়াটসনের টুপিটা ওয়াটসনের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে ড. ট্রেভেলিয়ানের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

পনের মিনিটের মধ্যেই ব্রুক স্ট্রিটে ডাক্তারের ডেরায় পৌঁছে গেলেন। ভৃত্যটি দরোজা খুলে দিল। কার্পেট মোড়া চওড়া সিঁড়ি দিয়ে হোমসরা ওপরে উঠলেন। উপরের আলোটা হঠাৎ কে যেন নিভিয়ে দিল। থমকে দাঁড়ালেন সবাই। অন্ধকার ভেদ করে একটা কাঁপা গলার আওয়াজ এল—"আমার হাতে পিস্তল! জেনে রেখো, আর একটু ওপরে উঠেছো কি গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!"

ড. ট্রেভেলিয়ান বললেন—এবার কিন্তু বেজায় বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে, মি. ব্লেসিংটন!

ওঃ তাহলে আপনি ডাক্তার? কথার সুরে স্বস্তি ফুটে উঠল। কিন্তু সঙ্গে আর যাঁরা আসছেন তাঁরা সঠিক পরিচয় দিচ্ছেন তো?

অনুভব করা গেল, অন্ধকারে কে যেন আমাদের তিনজনকেই পরীক্ষা করছে। তারপর পুনরায় শোনা গেল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনারা আসতে পারেন। আমার সাবধানতায় আপনারা যদি বিরক্ত হয়ে থাকেন তাহলে আমি খুবই দুঃখ পাব।

আবার লাইট জ্বলে উঠল।

হোমসরা এগিয়ে যেতে তিনি হাতের পিস্তলটা পকেটে পুরলেন। তারপর হোমসকে বললেন—স্বাগত মি. হোমস। আপনি আসায় আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়েছি। আপনার উপদেশ আমার যতোটা দরকার বোধহয় আর কারও কখনো এতোটা দরকার বলে মনে হয় নি। ডা. ট্রেভেলিয়ানের কাছে নিশ্চয়ই সব শুনেছেন।

হোমস বললেন—শুনেছি, কারা এই দু'টি লোক বলুন তো মি. ব্লেসিংটন, আর কেনই বা তারা আপনাকে মারার চেষ্টা করছে?

একটু নার্ভাস হয়ে পড়লেন ব্লেসিংটন। মানে মানে—আমতা আমতা করে তিনি বললেন, তা তো জানি না। মানে এ কথার উত্তর আমার কাছে আশা করতে পারেন না মি. হোমস।

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে আপনি বলতে চান; আপনি তা জানেন না?

ব্লেসিংটন এবার হোম্‌স্‌দের ওপরে উঠতে আহ্বান জানালেন। শোবার ঘরে হোম্‌স্‌কে নিয়ে এসে একটা বড় কালো বাক্সের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন, বাক্সটা দেখেছেন তো! আমি কোনো সময়েই খুব ধনী নই, মি. হোমস। ব্যাঙ্কের ওপরে আমার বিশ্বাস নেই। ঐ বাক্সে আমার বেশ কিছু টাকা আছে। আর সেই টাকা আমি কিভাবে অর্জন করেছি তা সবই ড. ট্রেভেলিয়ানই জানেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন অজানা কেউ ঘরে ঢুকলে আমার মনের অবস্থা কেমন হয়?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ব্লেসিংটনের দিকে তাকিয়ে হোম্‌স্ বললেন, আপনি যদি আমায় প্রতারণা করতে চান তবে তো আপনাকে কোনো পরামর্শই দেয়া যাবে না।

ব্লেসিংটন বললেন—কেন, সবই তো খুলে বললাম।

বিরক্তের সঙ্গে হোম্‌স্ বললেন—বোধ হয় আমাকে প্রয়োজন নেই। ড. ট্রেভেলিয়ান বিদায়। হোমস ফিরে যেতে উদ্যত হলেন।

ভাঙা ভাঙা গলায় ব্লেসিংটন বললেন—আমায় কোনো পরামর্শ দেবেন না আপনি?

হোমস বললেন—আমার পরামর্শ হল সত্যি করে সব খুলে বলুন। পরমুহূর্তেই হোমসরা পথে নেমে পড়ে বাড়ির পথ ধরলেন। বাড়ি যেতে যেতে ওয়াটসনকে হোমস বললেন, একটা

www.pathagar.com

বাজে ব্যাপারে তোমায় টেনে আনার জন্যে দুঃখিত। তবে, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখলে অনেক রহস্যের সমাধান হতে পারে। মনে হচ্ছে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারের মধ্যে দুইজন কিংবা হয়তো তিনজনও হতে পারে, কিন্তু অন্তত দুইজন লোক আছে, কোনো কারণে যাদের ব্লেসিংটনের ওপর আক্রোশ আছে। আমি নিঃসন্দেহ যে, দুই বারই সে ব্লেসিংটনের ঘরে প্রবেশ করে এবং তার সহকর্মী সেই সময় ডাক্তারকে কাজে আটকে রাখে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—আর রোগটা?

হোমস বললেন—ওটা স্রেফ অভিনয়। ওয়াটসন, আমাদের বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোককে হয়তো একথা আমি বলতে সাহস করব না, কিন্তু এ যা অসুখ তার অবিনয় করা কঠিন নয়। এ আমি নিজেও করেছি।

তারপর? ওয়াটসন কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

ভাগ্যক্রমে দুবারই ব্লেসিংটন ঘরে ছিলেন না। রোগী দেখানোর জন্যে এমন অদ্ভুত সময় নির্দিষ্ট করার কারণ হল, যাতে বিশ্রামকক্ষে অন্য কোনো রোগী বা রোগীর আত্মীয় না থাকে। ঘটনাক্রমে এই সময়টাই ব্লেসিংটনের বেড়াবার সময়ের সঙ্গে মিলে গেল। যা থেকে বুঝতে হবে যে এরা ব্লেসিংটনের অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত নয়। যদি তারা কেবল চুরির উদ্দেশ্যে এসে থাকতো তাহলে অন্তত খুঁজে দেখবার চেষ্টা করতো কোথায় কি আছে। ব্লেসিংটন দুজন মারাত্মক শত্রু সম্বন্ধে সব খবর রাখে। সুতরাং কারা এরা—এ ওর ভালো করেই জানা আছে, এবং বিশেষ কোনো কারণেই তা চেপে যাচ্ছে। কালই হয়তো দেখব যে ও আর এতোটা গোপনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে না।

ওয়াটসন বললেন—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে ব্যাপারটা খানিকটা আজগুবি মনে হলেও—এ কি একেবারেই কল্পনার অতীত যে এই অসুস্থ রুশ ভদ্রলোক আর তাঁর পুত্রের এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ ডা. ট্রেভেলিয়ানের তৈরি—নিজেরই কোনো বিশেষ প্রয়োজনে ভদ্রলোক ব্লেসিংটনের ঘরে গিয়েছিলেন?

গ্যাসের বাতির আলোয় দেখা গেল, ওয়াটসনের এই চমৎকার কল্পনাশক্তির পরিচয় পেয়ে হোমসের মুখে কৌতূহলের হাসি ফুটে উঠল।

হোমস বললেন—প্রথমটায় আমিও তাই মনে করেছিলাম। ডাক্তার-এর কাহিনীর সত্যতার প্রমাণ অবিলম্বেই পেয়েছিলাম। সিঁড়ির কার্পেটে এই যুবকের যে পায়ের ছাপ দেখেছি, তারপর আর সে ঘরে যে পায়ের ছাপ রেখে গেছে তা দেখা আমার দরকার হয় নি। তার জুতোর সামনের দিকটা চৌকো, ব্লেসিংটনের মতো সূচলো নয় এবং ডাক্তারের জুতোর ছাপের চেয়ে লম্বায় তিন ইঞ্চি বড়। সুতরাং ওয়াটসন, তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে যে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। যাই হোক এখন ওসব কথা ভুলে ঘুমোই চলো। আমি আশ্চর্য হব যদি সকাল বেলা ব্রুক স্ট্রিটে থেকে নোতুন কোনো খবর না আসে।

হোমসের ভবিষ্যৎবাণী অল্পক্ষণের মধ্যেই নাটকীয়ভাবে সত্য প্রমাণিত হল। পরদিন সকাল সাতটায় দেখা গেল হোমস ড্রেসিং গাউন পরে ওয়াটসনের খাটের পাশে এসে বললেন—ওয়াটসন, একটা গাড়ি আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারপর জানলার পর্দা টেনে দিয়ে হোমস বললেন—এই কাগজটা দেখো, নোটবুক থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। এতে লেখা আছে—"ঈশ্বরের দোহাই, এক্ষুণি চলে আসুন—পি.টি.।" জরুরি তলব,—এক্ষুনি আমাদের বেরিয়ে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই হোম্‌স্‌রা পুনরায় ডাক্তারের ডেরায় গিয়ে পৌঁছোলেন। ডাক্তার আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দৌড়ে এসে হোম্‌স্‌কে স্বাগত জানিয়ে বললেন—কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার মশাই! কপালে হাত দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

ডাক্তার বললেন—মি. ব্লেসিংটন আত্মহত্যা করেছেন!

শিস দিয়ে উঠলেন হোম্‌স্‌।

www.pathagar.com

ভদ্রলোক রাতে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছেন!

ডাক্তারের পিছু পিছু হোম্‌স্‌ ও ওয়াট্‌সন ব্লেসিংটনের বিশ্রাম কক্ষে ঢুকে দেখলেন পুলিশ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন,—কখন জানতে পারলেন?

ডাক্তার বললেন,—রোজ ভোরে তিনি চা খান, বেলা সাতটা নাগাদ এক কাপ চাপ তার জন্যে নিয়ে গিয়ে দাসী দেখে, বেচারা ঘরের মাঝখানে ঝুলছেন, তার ল্যাম্পটা যে হুঁকে ঝুলত সেখানে দড়ি বেঁধে, যে বাক্সটা তিনি কাল আমাদের দেখিয়েছিলেন সেটা থেকে লাফিয়ে পড়েন।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন হোম্‌স্‌ অবশেষে মৌনতা ভঙ্গ করে বললন—আপনার অনুমতি পেলে আমি ওপরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসি।

ডাক্তারের পিছু পিছু হোমসরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। শোবার ঘরে ঢুকতেই এক ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়ল। মৃত ব্লেসিংটন একেই মোটা ছিলেন এখন সে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। ঘাড়টা বেরিয়ে এসেছে, আর শরীরটা সেই তুলনায় অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত হয়ে গেছে। একজন পুলিশ অফিসার কাগজে কি সব নোট করছিলেন।

হোম্‌স্‌কে দেখে আনন্দের সঙ্গে পুলিশ অফিসার বললেন খুব খুশি হলাম আপনাকে দেখে।

হোম্‌স্‌ তার উত্তরে বললেন—সুপ্রভাত, ল্যানার, আশা করি আমার উপস্থিতিকে তুমি অনধিকার চর্চা বলে মনে করবে না। সমস্ত ব্যাপারটা শুনেছ তো?

পুলিশ অফিসার বললেন—হ্যাঁ, অল্পস্বল্প শুনেছি তবে আমার মনে হয় ভদ্রলোকের ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। বিছানা দেখে বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক ভালোই ঘুমিয়েছেন। বিছানায় তার শোবার চিহ্ন স্পষ্ট। আর জানেনই তো ভোর পাঁচটা নাগাদই মানুষ সাধারণত আত্মহত্যা করে থাকে।

ওয়াটসন বললেন—মাংসপেশীগুলো যে-রকম শক্ত হয়ে আছে তাতে মনে হয় প্রায় তিন ঘণ্টা হলো তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

হোমস এবার পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন,—ঘরটায় অস্বাভাবিক কিছু দেখছ কী?

পুলিশ অফিসার বললেন—হাত ধোবার জায়গায় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার এবং কয়েকটা স্ক্রু পেয়েছি! ভদ্রলোক গতরাত্রে প্রচুর ধূমপান করেছেন। তার চিহ্নও প্রচুর! চারটে পোড়া চুরুট পাওয়া গেছে অগ্নিস্থানের পাশে।

হুম্‌, হোমস বললেন—চুরুটের পাইপটা পেয়েছো? পুলিশ অফিসার বললেন—না। তবে চুরুটের বাক্সটা পাওয়া গেছে তার কোটের পকেটে।

বাক্সটা খুলে তার একটিমাত্র চুরুট শুঁকে দেখলেন হোম্‌স্‌। বললেন—হাভানা! এগুলো ওলন্দাজদের চুরুট। তাদের পূর্ব ভারতীয় উপনিবেশ থেকে নিয়ে নিয়ে আসা অদ্ভুত চুরুট। এগুলো সাধারণত খড়ে ছাওয়া থাকে এবং অন্য যে কোনো চুরুটের চেয়ে লম্বার অনুপাতে সরু বেশি। টুকরো চারটে তুলে নিয়ে হোমস পকেটে ল্যাম্পের সাহায্যে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর মন্তব্য করলেন—দুটো চুরুট পাইপ দিয়ে এবং দুটো পাইপ ছাড়া খাওয়া হয়েছে। বিশেষ ধারালো নয় এমন ছুরি দিয়ে দুটো কাটা, আর দুটো একসেট চমৎকার দাঁত দিয়ে কামড়ে ফেলা। এটা আত্মহত্যা নয়, গভীর ষড়যন্ত্রের পর বিনা উত্তেজনায় হত্যাকাণ্ড। সামনের দরোজা দিয়ে আঁততায়ী ঘরে ঢুকেছিল। দাঁড়াও এক মিনিট। আরও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে! আর কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। হোমস আবার পরীক্ষা শুরু করলেন। দরোজার একেবারে কাছে চলে এলেন হোমস। তারপর তালার চাবিটা ঘুরিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে নিজের মতো করে পরীক্ষায় লেগে গেলেন তিনি—চাবিটাও বার বার পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর একে একে বিছানা, কার্পেট, চেয়ারগুলো, ম্যান্টেলপিস, মৃতদেহ আর দড়িটা ভালো করে পরীক্ষা

www.pathagar.com

করলেন। তারপর দেখা শেষ হলে পুলিশ অফিসার আর ওয়াটসন দু'জনে দড়ি কেটে মৃতদেহটাকে একটা চাদরের ওপর সযত্নে রাখলেন। দড়ির ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতেই ডা. ট্রেভেলিয়ান বিছানার তলা থেকে কুণ্ডলী-পাকানো একটা দড়ি বের করে বললেন, ভদ্রলোকের আগুনের ভয় ছিল খুব বেশি, তাই এটা সব সময়ে কাছে কাছে রাখতেন, তাতে যদি কখনো সিঁড়িতে আগুন লেগে যায় তাহলে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন। একথায় হোম্‌স্ চিন্তাগ্রস্তভাবে বললেন,—হ্যাঁ, মূল ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আশ্চর্যের ব্যাপার হবে যদি বিকেলের মধ্যে এসবের কারণও না প্রকাশ করতে পারা যায়। আর হ্যাঁ, ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখা ব্লেসিংটনের এই ছবিখানা নিয়ে যাচ্ছি, এতে আমার তদন্তের সুবিধা হবে।

ডাক্তার ট্রেভেলিয়ান বললেন—কিন্তু কই, আপনি তো আমাদের কিছুই বললেন না।

হোমস বললেন—ঘটনাগুলি এবার এরকম পরপর সাজানো যেতে পারে। ওরা ছিল তিনজন। যুবক—এক, দুই—বৃদ্ধ, আর তৃতীয়, এক ব্যক্তি যার সম্বন্ধে এখনো কোনো সূত্র আমি পাই নি। প্রথম দুজন, এসেছিল রুশ ব্যক্তি আর তার পুত্র সেজে, সুতরাং তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ দেয়া যেতে পারে। তাদেরই সহকর্মী কেউ দরোজা খুলে তাদের ঘরে ঢোকায়। একটা উপদেশ তোমায় দিচ্ছি ইন্সপেক্টার—ভৃত্যটিকে পাকড়াও করো। শুনলাম সে আপনার কাজে সম্প্রতি বহাল হয়েছে, ডাক্তার সাহেব?

ডা. ট্রেভেলিয়ান বললেন—বাচ্চা শয়তানটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঝি আর রাঁধুনি তাঁর খোঁজ করছে।

ঘাড় দুলিয়ে হোম্‌স্ বললেন—এ নাটকে বিশেষ ভূমিকা আছে তার। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে তিনজন পায়ের আঙুল ভর করে— প্রথমে বৃদ্ধ, তার পেছনে যুবক আর সবার পেছনে অজানা ব্যক্তিটি।

ওয়াটসন্ হঠাৎ সোল্লাসে চিৎকার করে উঠে বললেন, হোম্‌স্! হোম্‌স্!

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন,—পায়ের দাগগুলো যেভাবে একটার পর একটা পড়েছে তাতে ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেগুলো কোন্‌টা কার—তা আমি আতস কাঁচের সাহায্য না নিয়েও এই আঁচড়গুলো দেখেই বুঝতে পারি। ঘরে ঢুকে ওদের প্রথম কাজই হয়েছে মি. ব্লেসিংটনকে শ্বাসরোধ করা। হয়তো তিনি তখনও ঘুমোচ্ছিলেন, কিংবা আতঙ্কে এমন অসাড় হয়ে পড়েছিলেন যে চিৎকার করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ঘরের দেওয়ালগুলো খুব পুরু। কাজেই যদিও বা তিনি চিৎকার করে থাকেন তা কেউ শুনতে পায় নি। ...তাকে আয়ত্তে এনে তকন তাদের মধ্যে একটা পরামর্শ বসে। কোনো বিচার টিচার হচ্ছিল হয়তো। আর বেশ কিছুক্ষণ ধরেই বিচার চলে, কারণ সেই সময়েই ওরা চুরুট ধরিয়েছিল। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ওই চেয়ারটায় বসেছিল, পাইপে চুরুট খাচ্ছিল সে। আর যুবকটি বসেছিল ওখানটায়। আলমারিটায় সে চুরুটের ছাই ঝেড়েছিল। আর তৃতীয় ব্যক্তিটি পায়চারি করছিল। ব্লেসিংটন তখন খুব সম্ভব বিছানায় সিধে হয়ে বসে—যদিও এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত নই। তবে এর পরিসমাপ্তি হলো ব্লেসিংটনের ফাঁসিতে। সমস্ত ব্যাপারটা আগে থেকে এমন সুপরিকল্পিত ছিল যে আমার মনে হয় ওরা ফাঁসি দেবার জন্যে একটা কুলি পর্যন্ত এনেছিল। তারপর হুকটা দেখে আর ওসব হাঙ্গামা করতে চায় নি। কাজ সেরে ওরা চলে গেল, আর ওদের সহকর্মী দরোজাটা বন্ধ করে দিল। আর ইন্সপেক্টর ভৃত্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন, এবং হোম্‌স্ ও ওয়াটসন বেকার স্ট্রিটে ফিরে গেলেন।

সেখানে প্রাতরাশ শেষ করে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন, আমি একটু বেরুচ্ছি, তিনটে নাগাদ ফিরবো। ডাক্তার আর ইন্সপেক্টর দুজনেই সেই সময় ওয়াটসনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। হোমস ফিরলেন পৌনে চারটে বেজে যাওয়ার পর। তাঁর মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল যে, তিনি ভালো খবরই এনেছেন।

হোমস বললেন—কোনো খবর আছে ইন্সপেক্টর?

www.pathagar.com

ইন্সপেক্টর বললেন, ছেলেটিকে ধরেছি মি. হোম্‌স্। চমৎকার! হোমস বললেন—আর আমি ধরেছি লোকগুলোকে।

উপস্থিত তিনজনে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন—ধরেছেন?

হোমস বললেন—মানে, তাদের অন্তত পরিচয়গুলো জানতে পেরেছি। এই ব্রেসিংটন, যেমন ভেবেছিলাম, পুলিশমহলে সুপরিচিত তার আঁততায়ীরাও সেইরকম পরিচিত। তাদের নাম হলো চিড্‌ল, হেওয়ার্ড আর মোফাট।

ইন্সপেক্টর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন,—অ্যাঁ, ওয়ার্দিংটন ব্যাঙ্ক ডাকাতির দল!

ইন্সপেক্টর বললেন—তাহলে ব্রেসিংটনের আসল নাম নিশ্চয়ই সাটন? নিশ্চয়ই,—হোমস দৃঢ়স্বরে বললেন।

ইন্সপেক্টর চটপট বললেন—তাহলে তো ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। মি. ট্রেভেলিয়ান আর ওয়াটসন অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন।

হোম্‌স্ বললেন—ওয়ার্দিংটন ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। পাঁচজনের মধ্যে এই চারজন ছাড়া, আর এক জনের নাম কার্ট রাইট—দারোয়ান টেবিলকে হত্যা করে ওরা সাতহাজার পাউন্ড নিয়ে পালায়। ওরা পাঁচজনই ধরা পড়েছিল বটে, ওদের মধ্যে সবচেয়ে শয়তান ছিল এই ব্রেসিংটন বা সাটন। সে সময় ওদের বিরুদ্ধে জোরালো কোনো প্রমাণ না থাকায় ওরা মুক্তি পায়। আর ব্রেসিংটন বা সাটন ছিল কার্টরাইটের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী। তার সাক্ষ্যেই কার্টরাইটের ফাঁসি হয়। আর বাকি তিনজনের পনেরো বছরের জন্যে জেল হয়। ঐ তিনজন কয়েকদিন আগে মুক্তি পায়। বন্ধু কার্টরাইটের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্যে প্রতারককে খুঁজতে থাকে। দু দু'বার তারা ওকে মারতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুবারই ব্যর্থ হয়।

ডা. ট্রেভেলিয়ান বললেন—আমার তো মনে হয় সবই আপনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যেদিন ব্রেসিংটনকে অতো উত্তেজিত মনে হয়েছিল, নিশ্চয় সেদিন কাগজে ওদের মুক্তির খবর বেরিয়েছিল?

হোম্‌স্ বললেন—ঠিক তাই। আর ডাকাতি সম্বন্ধে সে যা বলেছিল সেটা একটা মিথ্যে ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়।

ডাক্তার বললেন—কেন সে ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলল না?

হোমস বললেন,—পুরোনো বন্ধুদের জিঘাংসা বৃত্তির পরিচয় তার ভালো করেই জানা ছিল, তাই তার চেষ্টা ছিল যতোদিন সম্ভব সকলের কাছ থেকেই তার আসল পরিচয় গোপন রাখা। তার গোপন কথা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার, তা প্রকাশ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। যাই হোক্, যতো হতভাগ্যই হোক না কেন, ব্রিটিশ আইনের ঢালের আড়ালে যখন সে বাস করছিল তখন ঢাল যদিও বা তাকে রক্ষা করতে না পেরেছে, বিচারের তরবারি নিঃসন্দেহে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। ...এই হলো ব্রুক স্ট্রিটের ডাক্তার আর তাঁর স্থায়ী রোগী ব্রেসিংটনের অসাধারণ কাহিনী। সেই থেকেই পুলিশ সেই তিন খুনীর কোনো খবর পায়নি। অনেকদিন পরে জানা গেছিল, ভাগ্যাহত স্টিমার 'নোরা ক্রেইনা',—যেটা ক-বছর আগে পর্তুগিজ উপকূলে ও পোর্টের কিছু উত্তরে অবস্থান করছিল, সমস্ত আরোহী সুদ্ধ হারিয়ে গেছিল এবং তার যাত্রী দলে ছিল ওরা তিনজন। তাই ওদের আর কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হলদে মুখ

হাতে তেমন কোনো জরুরি কাজ না থাকায়, হোম্‌স্ ও ওয়াটসন একদিন বৈকালিক ভ্রমণ সেরে বেকার স্ট্রিটের ঘরে ঢুকতেই ভৃত্যের মুখে শুনলেন, একজন ভদ্রলোক আধঘণ্টাটাক অপেক্ষা করে চলে গেছেন। ভদ্রলোক খুব অস্থির হয়ে ছিলেন, যতোক্ষণ ছিলেন, কেবলই পায়চারি করেছেন আর পা ঠুকেছেন। শেষপর্যন্ত বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, আমি বাইরে ফাঁকায় অপেক্ষা করছি, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আসব।

www.pathagar.com

হোম্‌স্‌ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার ওয়াটসন! আর এদিকে আমি কিনা কাজের অভাবে ছট্‌ফট্‌ করছি। ভদ্রলোক যেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, তাতে মনে হয় ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আরে টেবিলের ওপর একটা নতুন ধরনের পাইপ! কী আশ্চর্য! নিশ্চয় এটি ভদ্রলোকটি ফেলে গেছেন। পুরোনো দিনের সুন্দর বনগোলাপের কাঠের জিনিস এটা। হাতলটা লম্বা, তামাকের দোকানে যাকে বলে অম্বর—এরকম বস্তু লন্ডনে খুব বেশি মিলবে না। কেউ কেউ বলেন, এর ভেতরের মাছিটার একটা তাৎপর্য আছে। যে জিনিসকে তিনি বহুমূল্য বলে মনে করেন তা পর্যন্ত যখন এভাবে ভুলে গেছেন তখন বোঝাই যায় কী মানসিক উদ্বেগের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কী করে জানলে তিনি এটাকে বহুমূল্য বলে মনে করেন?

এটার নতুন দাম হবে সাড়ে সাত শিলিং। লক্ষ্য করো, হোম্‌স্‌ বললেন—এটা দুই-দুইবার সারানো হয়েছে। একবার কাঠের আর একবার অম্বরের নল লাগানো হয়েছে, নিশ্চয়ই দেখেছ, দুইবারই বাঁধানো হয়েছে রূপো দিয়ে। আর তাতে যা খরচ হয়েছে পাইপার দামের চেয়েও তা বেশি। সেই টাকা দিয়ে একটা নতুন পাইপ না কিনে তিনি যখন এভাবে জোড়া দিয়ে পুরোনোটা চালাচ্ছেন, তখন বুঝতে হবে এর মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশি। তারপর পাইপটা উঁচু করে ধরে লম্বা সরু তর্জনী দিয়ে আস্তে আস্তে সেটায় ঠুকতে লাগলেন—কোনো অধ্যাপক যেন একটা হাড় বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

বললেন, পাইপটা প্রচুর কৌতূহলের সঞ্চার করে। কেবলমাত্র ঘড়ি আর জুতোর ফিতে ছাড়া আর কোনো কিছুতেই বোধহয় একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে অবশ্য এ থেকে তেমন স্পষ্ট বা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেখা যাচ্ছে না। এর মালিক স্পষ্টতঃই স্বাস্থ্যবান। তাঁর দাঁতের সারি চমৎকার। একটু ছন্নছাড়া স্বভাবের। তাঁর মিতব্যয়িতার প্রয়োজন নেই।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—আর কিছু?

হোম্‌স্‌ বললেন,—এই মিক্‌শ্চারটা হল গ্রসভেনর, এর এক এক আউন্সের দাম আট পেনি। একটুখানি তামাক তিনি হাতের চেটোয় ঢেলে নিয়ে বললেন—এর অর্ধেক দামেই যখন চিনি চমৎকার ধূমপান করতে পারতেন তখন বুঝতে হবে যে ব্যয় সংকোচনে তাঁর প্রয়োজন নেই। আর মনে হচ্ছে, লম্ফ আর গ্যাস থেকে তিনি তার পাইপ জ্বালিয়ে থাকেন। দেখতেই পাচ্ছো এর একটা দিক একেবারে পুড়ে গেছে। দেশলাই থেকে এমনটা সম্ভব হতে পারে না। কারণ দেশলাইয়ের আগুন পাইপের একটা দিকে কেন লাগবে! আর পাইপটার ডানদিকটাই শুধু পুড়েছে। যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভদ্রলোক ল্যাটা! পাইপটা নিয়ে ল্যাম্পে ধরলে দেখবে—তুমি তো ল্যাটা নও—পাইপের বাঁ দিকটায় আগুন লেগেছে। তারপর দেখ, অম্বরটার ওপর ওঁর দাঁত বসে গেছে। গায়ে খুব জোর থাকলে আর দাঁতের সারি সুন্দর সাজানো থাকলে তবেই এ সম্ভব। কিন্তু ওই মনে হচ্ছে ভদ্রলোক আসছেন, সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ শুনছি, এবার তাঁর পাইপের চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক কিছু লক্ষ্য করার সুযোগ পাবো।

পরের মুহূর্তেই ঘরের দরোজাটা খুলে গেল, এক দীর্ঘকায় যুবক ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে কালচে ধূসর রঙের পোষাক, হাতে বাদামি রঙের চওড়া-কানা টুপি। বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি বা তার কিছু বেশি হতে পারে। অপ্রস্তুতভাবে তিনি বললেন,—মাফ্‌ করবেন, ভিতরে আসবার আগে হয়তো আমার দরোজায় শব্দ করা উচিত ছিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। জানেন, আমি একটু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি, এছাড়া আর কোনো কারণ নেই। তারপর তিনি ধপ্‌ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। মনে হল যেন পড়ে গেলেন হঠাৎ।

হোম্‌স্‌ সহৃদয়ভাবে বললেন,—দেখছি আপনার একরাত্রি কি দুই রাত্রি মোটে ঘুম হয় নি। বলুন, আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে, আপনার কাছে আমি উপদেশ নিতে এসেছি। কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না আমার কী করা উচিত। মনে হচ্ছে আমার সমস্ত জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেছে! ব্যাপারটা অত্যন্ত সঙ্কোচের। অপরিচিতের কাছে মানুষ ঘরোয়া ব্যাপারের আলোচনা

www.pathagar.com

পারতপক্ষে করে না। আর, আগে কখনো দেখি নি এমন দুইজনের কাছে নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে আলোচনা করা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার এবং তা করতে বাধ্য হওয়ার মতো বিশ্রী ব্যাপার আর কী আছে। কিন্তু আমার বুদ্ধির একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। এখন আমার উপদেশ প্রয়োজন।

মি. গ্র্যান্ট মান্‌রোজ—হোম্‌স্‌ শুরু করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন আগন্তুক। চেঁচিয়ে উঠলেন সেকি, আমার নাম আপনি জানেন নাকি?

যদি আপনি আপনার পরিচয় গোপন রাখতে চান, হাসতে হাসতে হোম্‌স্‌, বললেন তাহলে আমি বলবো হয় আপনি হ্যাটের ভিতরের কাপড়ে নাম লিখবেন না, কিংবা টুপির উপর দিকটায় যার সঙ্গে কথা বলছেন তার দিকে সরিয়ে রাখবেন। আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে আমার বন্ধু আর আমি এই ঘরে বসে অনেক গোপন রহস্য শুনেছি, অনেক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি আনতে পেরেছি। আশা করি আপনার ক্ষেত্রেও আমি সফল হবো। অবিলম্বে আপনি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলুন। দেরি হলে অসুবিধা হতে পারে।

ভদ্রলোক এবার সহজভাবে বলতে শুরু করলেন। মি. হোম্‌স্‌, আমি বিবাহিত। তিন বছর হল আমার বিবাহ হয়েছে। এই কয়বছর আমার স্ত্রী আর আমি পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে এসেছি, পরম সুখে দিন কাটিয়েছি। কখনও কোনো ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয় নি, একবারের জন্যেও না—না চিন্তায়, না কথায়, না কাজে। কিন্তু গত সোমবার হঠাৎ আমাদের মধ্যে একটা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। দেখছি, তার জীবনে তার চিন্তায় এমন একটা কিছু আছে সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ততোটাই, পথে চলতে যে স্ত্রীলোকটি আমার গা ঘেঁসে চলে গেল তার সম্বন্ধে যতোটুকু। পরস্পরের কাছে আমরা অপরিচিতের মতো হয়ে পড়েছি। এর কারণ আমাকে জানতে হবে। মি. হোম্‌স্‌, এফি আমাকে ভালোবাসে সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকবেন। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে সে আমায় ভালোবাসে এবং সে ভালোবাসা আজও তেমনি অব্যাহত। নারীর ভালোবাসা পুরুষ সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু এই যে একটা গুপ্ত ব্যাপার এখন আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, যতোক্ষণ না এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ততোক্ষণ আমরা কিছুতেই আর আগের মতো হতে পারছি না।

হোম্‌স্‌ খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন—সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলুন মি. মান্‌রো।

ভদ্রলোক তখন তাঁর স্ত্রীর পুরোনো ইতিহাস বলতে শুরু করলেন।

বললেন—প্রথম যখন তার সঙ্গে আলাপ হয় তখন সে বিধবা, যদিও বয়স তার অল্প—মাত্র পঁচিশ। তার নাম তখন ছিল মিসেস হেব্রন। অল্প বয়সেই সে আমেরিকায় যায়। এবং অ্যাটলান্টা শহরে বাস করে। সেখানে তার মি. হেব্রনের সঙ্গে বিয়ে হয়। মি. হিব্রন পেশায় ছিল উকিল। ভালোই পসার ছিল তার। একটা সন্তান তাদের হয়েছিল। কিন্তু পীতজ্বরের প্রকোপে তার স্বামী ও সন্তান মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর সার্টিফিকেট আমি দেখেছি। এই ঘটনার পর আমার স্ত্রী এফি আমেরিকা ছেড়ে মিড্‌লসেক্সের পিনারে এসে এক অনূঢ়া আত্মীয়ার সঙ্গে বাস করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলি, স্বামী তার জন্যে প্রচুর টাকা রেখে গেছিল। মূলধন রেখে গেছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার পাউন্ড এবং তার এতো চমৎকারভাবে খাটানো হয়েছিল যে গড়ে শতকরা সাত টাকা হিসেবে লভ্যাংশ পাওয়া যেত। তার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন মাত্র ছয় মাস হল সে পিনারে এসেছে। আমরা পরস্পরকে ভালোবেসে ফেললাম এবং কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমার নিজস্ব ব্যবসা। আমার আয় সাত থেকে আটশোর মতো হওয়ায় বেশ স্বচ্ছল ভাবেই আমাদের চলে যাচ্ছিল। নরবেরিতে বছরে আশি পাউন্ড ভাড়ায় একটা সুন্দর ভিলা নিয়েছিলাম। আমাদের কাছেই ছিল একটা সরাইখানা। আর দুটো বাড়ি। আর মাঠের অপর পারে আমাদের বাড়ির দিকে মুখ করে একটা কুটির। এছাড়া আর কোনো বাড়ি নেই স্টেশানের পথে অর্ধেকটা রাস্তার মধ্যে। বছরের কোনো কোনো সময়ে আমাকে কাজের জন্যে শহরে যেতে হতো। কিন্তু গ্রীষ্মে সে তাগিদ

www.pathagar.com

বিশেষ থাকে না। তখন আমার আর আমার স্ত্রীর খুবই সুখ হতো। আপনাকে হলফ্ করে বলছি, এই অভিশপ্ত ব্যাপারের আগে আমাদের দুইজনের মধ্যে কোনো ছায়ার আবরণ পর্যন্ত ছিল না। আর একটা কথা বলি যে, বিয়ের পর আমার স্ত্রী তার সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছিল। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই কতকটা, কারণ আমি ভাবলাম, যদি কোনোদিন আমার ব্যবসা ভালো না চলে তো অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপারে দাঁড়াবে। কিন্তু সে তা করবেই এবং তাই-ই করল। মাসদেড়েক আগে একদিন সে আমার কাছে এল। বলল—জ্যাক্ আমার টাকাটা নেবার সময় তুমি বলেছিলে তো যে যদি কখনো আমার দরকার হয় তক্ষুনি আমি তা পাবো?

ভদ্রলোক তখন বলেছিলেন—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এতো তোমারই টাকা। তাঁর স্ত্রী তখন বললেন—বেশ, আমার একশো পাউন্ড দরকার।

ভদ্রলোক বললেন—কেন চাইছো তা আমায় বলবে না?

এফি বললেন—কোনোদিন হয়তো বলব, কিন্তু এখন নয় জ্যাক।

ওইটুকুতেই আমায় সন্তুষ্ট থাকতে হল, কিন্তু এই প্রথম আমাদের দুইজনের মধ্যে একটা গোপন ব্যাপারের সৃষ্টি হল। তাকে একটা চেক দিয়ে দিলাম। এ ব্যাপারে নিয়ে আর আমি কোনো চিন্তা করি নি। হয়তো এর সঙ্গে পরবর্তী ঘটনার কোনো সম্বন্ধ নেই, কিন্তু তাহলেও আমার মনে হল, ব্যাপারটা আপনাকে জানানো উচিত।

কিছুক্ষণ আগেই আপনাকে বললাম না; যে আমাদের বাড়ির কাছে একটা কুটির আছে। মাঝখানে একটা মাঠ। বাড়িটার ঠিক পরেই স্কচফার গাছের একটা চমৎকার কুঞ্জ আছে। আট মাস এই বাড়িটা খালি পড়েছিল। ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের, কারণ চমৎকার দোতলা বাড়ি এটি,—পুরোনো দিনের দেউড়ি আর সুগন্ধ হানিসাক্ল ফুল আছে। অনেকবার আমি বাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে ভেবেছি, বাস করার পক্ষে কী চমৎকারই না এ বাড়িটা! মি. গ্র্যান্ট মান্‌রো বলে চললেন—গত সোমবার আমি ওই পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটা খালি গাড়ি গলিটার ওপর দিয়ে নেমে আসছে আর কার্পেট আর অন্যান্য মালপত্র দেউড়ির সামনে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। বুঝলাম শেষপর্যন্ত বাড়িটা ভাড়া হয়েছে। আমি বাড়িটার সামনে দিয়ে হেঁটে চললাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম কারা এসেছে, কিরকম মানুষ আমার এই নতুন প্রতিবেশীরা। উপরের একটা জানলা দিয়ে একটা মুখ লক্ষ্য করছিল আমাকে। সে মুখটায় কী ছিল আমি জানি না মি. হোম্স্। কিন্তু মুখটা দেখে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা কনকনে স্রোত যেন নেমে গেল। আমি একটু দূরে ছিলাম, তাই তার আকৃতি স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক, অমানুষিক কিছু যেন ছিল সে মুখটাতে—এমনই একটা ধারণা তখন আমার হয়েছিল। তাই, যে আমায় লক্ষ্য করছিল তাকে একটু ভালো করে দেখবো বলে আমি তাড়াতাড়ি খানিকটা এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু তখনই হঠাৎ মুখটা সরে গেল। এমন আচমকা সরে গেল যে আমার মনে হল, যেন ঘরের অন্ধকারের মধ্যে কে যেন টেনে নিয়ে গেল তাকে। পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম আর যে ধারণা আমার হল তার বিশ্লেষণে ব্যস্ত হলাম। মুখটা পুরুষের না নারীর তা বুঝতে পারলাম না। অতোদূর থেকে তা সম্ভব নয়। কিন্তু যা আমাকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল তা হল সে মুখের রং। আমি এমন উত্তেজিত হয়েছিলাম যে ঠিক করলাম বাড়ির এই নতুন বাসিন্দাদের আর একটু ভালো করে দেখতে হবে। এগিয়ে গেলাম আমি, গিয়ে দরোজায় শব্দ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা স্ত্রীলোক দরোজাটা খুলে দিল। কর্কশ তার কণ্ঠস্বর, মুখের ভাবে বিরক্তি।

কর্কশস্বরে মহিলাটি বলল—কী চাই?

আমি বললাম—আমি তোমাদের প্রতিবেশী। ওই যে, ওইটা আমাদের বাড়ি। দেখলাম, এইমাত্র তোমরা এল, তাই ভাবলাম যদি কোনো ব্যাপারে কোনো সাহায্যের দরকার হয়।

মহিলাটি রূঢ় স্বরে বলল—সে আমাদের দরকার হলে খবর দেবো, বলেই আমার মুখের ওপর দড়াম করে দরোজা বন্ধ করে দিল। আমি বিরক্ত হয়ে বাড়ি চলে এলাম। কাউকে কিছু

www.pathagar.com

বললাম না, এমন কি আমার স্ত্রী নার্ভাস প্রকৃতির জন্যে তাকেও কিছু বললাম না। শুধু ঘুমোতে যাবার আগে আমি এফিকে বললাম, যে, বাড়িটায় নতুন ভাড়াটে এসেছে এবং সে কথার কোনো উত্তর করল না। সাধারণতঃ আমার ঘুম অত্যন্ত গাঢ়। কিন্তু সে রাত্রে আমার যেন কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সবে যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল। আধো স্বপ্নে কেমন অস্পষ্টভাবে আমার মনে হল ঘরে কি যেন একটা ব্যাপার চলছে এবং ক্রমশঃ আমার মনে হতে লাগল যে আমার স্ত্রী পোষাক পরছে। অসময়ে এভাবে বেরোনোর জন্যে ধমক দেবো, আমার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে গিয়েছে, এমন সময় হঠাৎ আমার আধখানা চোখ তার মুখে পড়ল। আর দেখলাম তার মুখটা মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল এফি। এবং মাঝে মাঝে চোরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আমি ঘুমিয়ে আছি কিনা! তারপর সশব্দে দরোজা বন্ধ হতেই বুঝলাম যে বেরিয়ে গেল। বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলাম। রাত তিনটে। রাত তিনটের সময় বাড়ির বাইরে আমার স্ত্রীর কী কাজ থাকতে পারে। মিনিট কুড়ি বসে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে ভাবতে লাগলাম, যদি কোনো সম্ভাব্য যুক্তির কথা মনে পড়ে। কিন্তু যতোই চিন্তা করলাম ততোই অস্বাভাবিক আর দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। এই চিন্তায় বিহ্বল হয়ে আছি, এমন সময় আবার সদর দরোজাটার আস্তে আস্তে বন্ধ হবার আর সিঁড়ি দিয়ে তার পা ফেলার শব্দ আমার কানে এল। আমার স্ত্রী ঘরে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গিয়েছিলে এফি? সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ানকভাবে চমকে উঠল। কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদতে থাকল। তার এই রকম ব্যবহারেই আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম আরো বেশি। কারণ তা থেকে তার অপরাধটা এমনই স্পষ্ট হয়ে উঠল যা বর্ণনার অতীত। আমার স্ত্রী হল চিরকালই অত্যন্ত মনখোলা আর সাধাসিধে ধরনের। তাই এভাবে তাকে চোরের মতো নিজের ঘরে প্রবেশ করতে আর স্বামীর কথা শুনে এভাবে কেঁদে কুঁকড়ে যেতে দেখে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন আমার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল।

এফি নার্ভাসভাবে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,—তুমি জেগে আছো জ্যাক? কিন্তু আমি তো জানতাম কোনো কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙে না!

আমি কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, তার আঙুলগুল থরথর করে কাঁপছে। বলল, জীবনে কখনো এমন কাজ করেছি বলে মনে পড়ে না। ব্যাপারটা কী জানো, আমার মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, তারপর ঢোক গিলে এফি বলল,—তাই খুব ইচ্ছা হল একটু ফাঁকা হাওয়ায় যাই। বেরিয়ে না গেলে সত্যি সত্যি আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

মি. গ্র্যান্ট মানরো বুঝলেন—এফি মিথ্যা কথা বলছে। কিছু একটা ব্যাপার সে চেপে যাচ্ছে। তাই ওর কথার উত্তরে কোনো মন্তব্য না করে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

তিনি ভাবছিলেন—স্ত্রী তার কাছ থেকে কী লুকোতে পারে? এতো রাতে তার বাইরে যাবার কারণ কী? একবার মিথ্যা শোনবার পর দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে তার ইচ্ছে করল না। বাকি রাতটা তার বিছানায় ছটফট করেই কাটল।

পরদিন মি. গ্র্যান্টের ব্যবসায় কাজে শহরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু মনের ওই অবস্থার জন্যে যাওয়া হল না তার। স্ত্রীও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বারবার গ্র্যান্টের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারছিল যে তিনি তার কথা বিশ্বাস করে নি। এবং সে কিছুতেই ঠিক করতে পারিছিল না যে এখন সে কী করবে। প্রাতরাশের সময় দুইজনের মধ্যে একটাও কথা হল না।

প্রাতরাশ সেরে ক্রিস্ট্যাল প্যালেস পর্যন্ত গেলেন মি. গ্র্যান্ট। তারপর ঘণ্টা খানেক ময়দানে পায়চারি করে বেলা একটা নাগাদ নরবেরিতে ফিরে এলেন। পথে আবার সেই কুটিরটা পড়ল। সেখানে একমুহূর্ত থামলেন। জানলাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন। যদি আগের দিনের মতোই সেই অদ্ভুত মুখ চোখে পড়ে যায়! এরপর মি. গ্র্যান্ট মানরো বললেন—মি. হোম্‌স্ হঠাৎ অভিভূত হয়ে গেলাম আমি। যখন দেখলাম, হঠাৎ বাড়ির দরোজাটা খুলে গেল আর আমার স্ত্রী দরোজা দিয়ে বেরিয়ে এল। আমার সঙ্গে তার চোখাচুখি হতেই মুহূর্তের জন্যে সে

www.pathagar.com

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। মনে হল সে যেন আবার বাড়ির ভেতরে ফিরে যেতে চাইছে। কিন্তু যখন দেখল লুকোচুরি করে কোনো লাভ হবে না, তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল—জ্যাক্ আমি এসেছিলাম আমাদের নতুন প্রতিবেশীদের কোনোরকম সাহায্য করতে পারি কিনা। তার রক্তশূন্য মুখ আর আতঙ্কিত চোখের ভাষা মুখের হাসির অসারতাকে প্রকাশ করে দিল। তবুও সে নিজেকে সামলে নিয়ে আমাকে বলল-জ্যাক্ কেন তুমি আমার দিকে অমনভাবে তাকাচ্ছো! আমার ওপর রাগ করো নি তো?

আমি বললাম—হুঁ! কালরাতে তাহলে এখানেই এসেছিলে?

এফি আমাকে বলল—কী বলতে চাও তুমি?

এখানেই এসেছিলে তুমি! আমি বললাম। নিঃসন্দেহে তুমি এখানেই এসেছিলে। কারা এরা, যে অমন সময়ে তুমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?

এফি বলল—এর আগে আমি এখানে আসি নি। যে কথা তুমি জানো তা মিথ্যা, কী করে তুমি আমাকে একথা বলতে পারলে?

আমি বললাম—কথা বলতে বলতে তোমার কণ্ঠস্বর পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু কবে আমি কোন্ কথাটা তোমার কাছে গোপন করেছি বলো তো?

আমি বাড়িটায় যাচ্ছি—এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করে তবেই ছাড়বো। দেখলাম, ঝি আর আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি গলিপথ দিয়ে আসছে। আমি তখন যা থাকে কপালে মনে করে কোনোদিকে না তাকিয়ে কুটিরে গিয়ে দরোজায় শব্দ পর্যন্ত না করে, হাতলটা ঘুরিয়ে সোজা ছুটে চললাম ভেতরে। নিচের তলাটা নির্জন আর শান্ত। রান্নাঘরে একটা কেটলী উনুনে ফুটে চলেছে, আর একটা বড় কালো বেড়াল একটা ঝুড়িতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু যে স্ত্রীলোকটাকে আগে আমি দেখেছিলাম তার টিকিও দেখতে পেলাম না। পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম সেখানেও জনপ্রাণী নেই। তখন দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেলাম। সেখানেও শুনশান। সারা বাড়িতে একটাও মানুষ নেই! সহসা একটা সুন্দর করে সাজানো একটা ঘর অগ্নিস্থানের কাছে আমার স্ত্রীর একটা পূর্ণাবয়ব ফটো, যে ছবিটা মাত্র তিনমাস আগে আমার অনুরোধে তুলিয়েছিল দেখতে পেলাম।

বাড়িতে জনপ্রাণীর অস্তিত্ব নেই—আমার সন্দেহ আগুনের মতো জ্বলে উঠল। সোজা বাড়িতে চলে এসে ঘরে ঢুকতেই আমার স্ত্রী এফি হলঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঠেলে তার পাশ কাটিয়ে আমি পড়বার ঘরে গেলাম। সে আমার পিছু পিছু আসছিল, আমি দরোজাটা বন্ধ করে দেবার আগেই ঢুকে পড়ল।

এফি বলল—প্রতিজ্ঞা রাখতে পারি নি বলে আমি দুঃখিত, জ্যাক, সে বলল, কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা যখন জানবে, নিশ্চয়ই তুমি তখন আমায় ক্ষমা করবে।

আমি বললাম—বল, তাহলে সব খুলে বল।

পারছি না জ্যাক, বলতে পারছি না! করুণ স্বরে সে বলল।

যতোদিন না তুমি আমায় বলছো ও কুটিরে কে বাস করছে আর তোমার ওই ফটোটা তুমি কাকে দিয়েছো, ততোদিন তোমার আর আমার মধ্যে কোনো ব্যাপারেই আর বিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন থাকবে না। এই বলে আমি তার কাছে থেকে চলে এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। এ হল গতকালের ব্যাপার, মি. হোম্‌স্, সেই থেকে আর আমার তার সঙ্গে দেখা হয় নি এবং এই অদ্ভুত ব্যাপার, সম্বন্ধেও আমি এর বেশি কিছু জানি না। এই প্রথম আমাদের দুইজনের মধ্যে একটা ছায়ার আবির্ভাব হল। এতে আমার মনের মধ্যে এমন ঝড় বয়ে গেছে যে এখন আমি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছি। আজ সকালে হঠাৎ মনে হল এ বিষয়ে উপদেশ নিতে হলে আপনিই একমাত্র মানুষ, তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। সমস্ত ঘটনাটা খোলাখুলিভাবে আপনাকে বললাম। এবার বলুন এখন আমার কী কর্তব্য, কারণ এ উৎকণ্ঠা আর আমি সহ্য করতে পারছি নে।

www.pathagar.com

অখণ্ড কৌতূহলের সঙ্গে হোম্‌স্ আর ওয়াটসন এই আশ্চর্য কাহিনী শুনছিলেন। হোম্‌স্ কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন—চিবুকে হাত রেখে, চিন্তায় বিভোর হয়ে। শেষপর্যন্ত তিনি বললেন,—আপনি কি নিশ্চিত করে বলতে পারেন, জানলায় যে মুখ দেখেছিলেন তা কোনো পুরুষের মুখ?

গ্র্যান্ট বললেন—যতোবার আমি দেখেছি প্রতিবারেই অনেকটা দূর থেকে দেখেছি, সুতরাং তা নিশ্চিত করে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে অস্বাভাবিক তার রং আর অভিব্যক্তিতে একটা অদ্ভুত আড়ষ্ট ভাব। আমি সেদিকে এগোতেই সেটা এক ঝটকায় সরে গেল।

হোম্‌স্ বললেন—প্রায় দুই মাস। আর আমি আমার স্ত্রীর প্রথম স্বামীর ফটো কখনো দেখি নি। শুনেছি তাঁর মৃত্যুর পরেই অ্যাট্‌ল্যান্টায় এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয় এবং সেই আগুনে আমার স্ত্রীর সমস্ত কাগজপত্র পুড়ে যায়।

হোম্‌স্ বললেন—অথচ মৃত্যুর সার্টিফিকেটটা তাঁর কাছে আছে। আপনি তো দেখেছেন বললেন।

গ্র্যান্ট বললেন—হ্যাঁ, অগ্নিকাণ্ডের পর সে সেটার একটা কপি সংগ্রহ করেছিল।

হোম্‌স্ এবার গ্র্যান্টের কাছে একে একে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন,—তার স্ত্রী আমেরিকায় থাকতে চিনতো এমন কারুর সঙ্গে দেখা হয় নি, বা তার স্ত্রী আমেরিকায় ফিরে যাবার কথা কখনো বলেন নি এবং সেখান থেকে তার নামে কোনো চিঠিপত্র আসত না। তখন হোম্‌স্ গ্র্যান্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন এবার আমায় ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভেবে দেখতে হবে। বাড়িটা যদি ওরা একেবারেই ছেড়ে দেয় তাহলে একটু অসুবিধা হবে। আর তা যদি না হয় এবং আমার ধারণাও হচ্ছে তাই-অর্থাৎ আপনি যখন বাড়িটায় ঢুকেছিলেন তার আগে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এতোক্ষণে তারা আবার ফিরে এসেছে। এবং তাহলে এর সমাধান খুব কষ্টকর হবার কথা নয়। আপনাকে তাই আমার উপদেশ, আপনি, নরবেরিতে ফিরে গিয়ে বাড়িটার জানলাগুলোর ওপর লক্ষ্য রাখুন। যদি আপনার মনে হয় ওরা ওখানে আছে তাহলে জোর করে বাড়িতে ঢুকবেন না। শুধু আমাকে আর আমার এই বন্ধু ড. ওয়াটসনকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন। টেলিগ্রাম পাবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা গিয়ে পৌঁছোবো এবং অবিলম্বেই ব্যাপারটা গভীরে প্রবেশ করতে পারবো।

গ্র্যান্ট বললেন—আর যদি দেখি বাড়িটা খালি?

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে আমি কাল গিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো। মি. গ্র্যান্ট মান্‌রোকে দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে হোম্‌স্ ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন—ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না, ওয়াটসন। কী বুঝলে তুমি?

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—রীতিমত খারাপ বলেই মনে হচ্ছে। হোম্‌স্ বললেন, হু! আর, আমার যদি ধারণা খুব খারাপ না হয় তো বলবো, এর মধ্যে ভয় দেখিয়ে কোনো সুবিধা নেবার ব্যাপার আছে।

ওয়াটসন বললেন—ভয়টা তাহলে কে দেখাচ্ছে?

সেই-ই নিশ্চয়ই, হোম্‌স্ বললেন—যে, বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর করে সাজানো ঘরটায় থাকে আর যিনি ভদ্রমহিলার ফটোটা অগ্নিস্থানের কাছে রেখেছে। ওয়াটসন, আমি জানলাম ওই হলদে মুখটার ব্যাপারে আকর্ষণ অনুভব করচি। এ মামলা আমি হাতছাড়া করতে পারি না।

কোনো ধারণা তুমি করছো? ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ, মোটামুটি, হোম্‌স্ বললেন—তবে, যদি দেখা যায় এটা খাটল না, আমি আশ্চর্য হবো না-এই স্ত্রীলোকটির প্রথম স্বামী আছে ওই বাড়িটায়।

ওয়াটসন বললেন—কেন তোমার একথা মনে হয়?

হোম্‌স্ বললেন—কারণ তার দ্বিতীয় স্বামী যাতে এ বাড়িতে প্রবেশ না করতে পারে এ বিষয়ে কেন এই উন্মত্ত আকুলতা? আমি আন্দাজ করছি, এই স্ত্রীলোকটি আমেরিকায় বিয়ে করে। তারপর তার স্বামীর মধ্যে এমন কিছু দেখা যায় যা ঘৃণা যোগ্য, কিংবা হয়তো কোনো

www.pathagar.com

কুৎসিত রোগ হয় এবং তার ফলে তার কুষ্ঠ হয় বা সে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মহিলাটি পালিয়ে ইংল্যান্ডে চলে আসে, নাম পাল্টায় এবং নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়। তিন বছর হল এই বিয়ে হয়েছে এবং তার ধারণা এখন বিপদ কাটিয়ে উঠেছে, কারণ স্বামীর বদলে কোনো মানুষের মৃত্যু-সার্টিফিকেট সে তার নতুন স্বামীকে দেখিয়েছে। কিন্তু এহেন সময় তার প্রথম স্বামী, কিংবা হয়তো কোনো অসৎ স্ত্রীলোক যে সেই পুরোনো স্বামীর সংস্পর্শে এসেছে, তার এই অবস্থিতি আবিষ্কার করেছে। চিঠি লিখে তারা সব ফাঁস করে দেবে বলে তাকে ভয় দেখায়। তখন সে একশো পাউন্ড চেয়ে নেয়। তাই দিয়ে যদি ওদের শান্ত করতে পারতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাকে ছাড়ে না। এবং স্বামীর কাছে যখন সে শোনে যে বাড়িটায় ভাড়াটে এসেছে, যেমন করে হোক্ সে তখন বুঝতে পারে যে এ হল তারাই। এফি অপেক্ষা করে যতোক্ষণ না তার স্বামী ঘুমোচ্ছে। তারপর বেরিয়ে পড়ে ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে শান্তিতে থাকতে দিতে বলতে। তাতে সফল না হওয়ায় আবার পরদিন সকালে ওখানে যায় এবং বেরতেই স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তখন সে কথা দেয় আর কখনো ওখানে যাবে না। কিন্তু দুইদিন পরেই আবার এই ঘৃণ্য প্রতিবেশীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা সে চেপেই রাখতে পারে নি, আবার একবার চেষ্টা করে দেখে সে। ফটোটা সঙ্গে নিয়ে যায়। এটা হয়তো তারা তার কাছ থেকে চেয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারের সময় ঝি ছুটে গিয়ে খবর দেয় যে তার মনিব ফিরেছে, আর স্বামী সোজা এ বাড়িতে আসবে আন্দাজ করে বাড়ির লোকদের তাড়াতাড়ি পিচনের দরোজা দিয়ে বার করে দেয়—সেই ফার গাছের কুঞ্জে, সেটা বাড়ির কাছে বলে উল্লিখিত হয়েছে। তাই তিনি গিয়ে দেখেন যে জনমানুষ নেই। খুব আশ্চর্য হবো যদি শুনি যে আজ সন্ধ্যায় যখন ভদ্রলোক দেখতে যাবেন তখনও যদি কারুর দেখা না মেলে। আমার এ ধারণা সম্বন্ধে তোমার কী মত ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—সমস্তটা তো আন্দাজ ছাড়া কিছু নয়।

হোম্‌স্ বললেন—কিন্তু আর কিছু না হোক এ থেকে সমস্ত সমস্যাগুলোর একটা সূত্র মেলে। যদি এমন কোনো নতুন খবর আমরা পাই যা এক্ষেত্রেও ঠিক খাটছে না, তখন আবার নতুন করে ভেবে দেখবার সময় মিলবে। আপাতত আমাদের কিছুই করণীয় নেই যতোক্ষণ না নরবেরি থেকে ভদ্রলোকের কোনো খবর আসছে।

খুব বেশিক্ষণ হোম্‌স্‌দের অপেক্ষা করতে হল না। খবরটা এল ওয়াটসন আর হোম্‌স্ চা-পর্ব শেষ করতেই। সেটা হল—'বাড়িতে এখনো লোক আছে। জানলায় সে মুখ দেখেছি। সাতটার গাড়ি দেখব যতোক্ষণ না আসছেন ততোক্ষণ কিছু করব না।'

সাতটা নাগাদ গাড়ি থেকে হোম্‌স্‌রা নামতেই মি. গ্র্যান্ট মান্‌রো-র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উত্তেজনায় কাঁপছিলেন তিনি।

ওরা এখনো ওখানে আছেন মি. হোম্‌স্, গ্র্যান্ট বললেন,—আসবার সময় বাড়িতে আলো দেখে এসেছি।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তাহলে কী মতলব করেছেন? দুইদিকে গাছের সারি-দেওয়া পথ ধরে অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটার দিকে এগোচ্ছিলেন ওরা।

গ্র্যান্ট বললেন,—জোর করে বাড়িটায় ঢুকে নিজের চোখে দেখবেন কে আছে সেখানে। আমার ইচ্ছে আপনারা দুইজনে আমার সাক্ষী হন।

হোম্‌স্ বললেন—আপনার স্ত্রী কিন্তু আপনাকে বলেছিলেন এ রহস্যের সমাধান না করাই আপনার পক্ষে ভালো, তা সত্ত্বেও আপনি কৃতসংকল্প হয়েছেন?

গ্র্যান্ট বললেন—হ্যাঁ।

হোম্‌স্ বললেন—তা, আমারও মনে হয় আপনিই ঠিক করেছেন। সন্দেহের অনিশ্চয়তার চেয়ে যে কোনো সত্যই কাম্য। তাহলে এক্ষুনিই যাওয়া ভালো।

অত্যন্ত অন্ধকার রাত্রি। বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে প্রবেশ করতে আস্তে আস্তে বৃষ্টি শুরু হল। এই গলি-পথের দুইদিকে কাঁটা গাছের সারি। গ্র্যান্ট মান্‌রো অস্থিরভাবে আগে আগে

www.pathagar.com

চলতে লাগলেন, আর ওয়াটসনরা অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে তাঁর পিছু পিছু চললেন। কথা বলতে বলতে গ্র্যান্ট, হোম্‌স্‌দের নিয়ে গলিতে একটা মোড় বেঁকলেন। সামনের অন্ধকারে একটা হলদে তির্যক রেখা দেখে বোঝা গেল দরোজাটা একেবারে এঁটে বন্ধ করা নেই, এবং ওপর তলার একটা জানলা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। দেখা গেল, একটা অন্ধকার বস্তু শার্সির এপাশ থেকে ওপাশে সরে গেল।

গ্র্যান্ট মান্‌রো বললেন—ওই সেই প্রাণী। নিজেরাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কে একজন ওখানে রয়েছে। আসুন আমার পিছু পিছু। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সমস্ত কিছু জানতে পারব।

হোম্‌স্‌রা দরোজার দিকে অগ্রসর হতেই হঠাৎ একটা স্ত্রীলোক ছায়া থেকে এসে ল্যাম্পের আলোর রেখার মধ্যে পড়লেন। তাঁর মুখ ওয়াটসন অন্ধকারে না দেখতে পেলেও দেখা গেল অনুরোধের ভঙ্গীতে দু বাহু বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন তিনি, ঈশ্বরের দোহাই, জ্যাক, না, না! এখনও সময় আছে! আর একবারের মতো আমায় বিশ্বাস করো, এজন্যে তোমায় কোনোদিনই অনুতাপ করতে হবে না!

গ্র্যান্ট বললেন—না, এফি, তোমাকে বড় বেশি বিশ্বাস করা হয়ে গেছে! তারপর কঠিন কণ্ঠে বললেন—পথ ছাড়ো, ভিতরে যাবোই, আমি আর আমার দুই বন্ধু। এক্ষুনি সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা করে ছাড়বো। তাকে একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মি. গ্র্যান্টের পিছু পিছু ওয়াটসনরা চললেন। দরোজাটা ঠেলে খুলতেই এক বয়স্ক স্ত্রীলোক দৌড়ে এসে তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু গ্র্যান্ট তাকে সরিয়ে দিলেন এবং পলকের মধ্যে ওয়াটসনরা সিঁড়ির সামনে এসে পৌঁছলেন। গ্র্যান্ট মান্‌রো সবেগে ওপরের আলো জ্বলা ঘরে প্রবেশ করলেন। আর তাকে অনুসরণ করে হোম্‌স্‌রাও। দেখা গেল ঘরের কোণে একটা ডেস্কের ওপর কে যেন ঝুঁকে পড়ে রয়েছে। মনে হল ছোট্ট একটি মেয়ে। হোম্‌স্‌রা ঘরে ঢুকতেই সে মুখ ফিরিয়ে নিল বটে, দেখা গেল মেয়েটির পরণে লাল রং-এর ফ্রক, আর হাতে সাদা দস্তানা। সে চট্‌ করে হোম্‌স্‌দের দিকে ফিরতেই বিস্ময়ে আর আতঙ্কে ওয়াটসন পর্যন্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, অদ্ভুত হলদে সে মুখ, কোনো অভিব্যক্তির লেশমাত্র তাতে নেই। পর মুহূর্তেই সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। হেসে উঠে হোম্‌স্‌ শিশুটির কানের পেছনে হাত দিতেই তার মুখ থেকে একটা মুখোস খুলে গেল, আর সেখানে দেখা দিল কয়লা-কালো এক নিগ্রো বালিকার মুখ। হোম্‌স্‌দের অবাক হতে দেখে সে খিল খিল করে হেসে উঠল কিন্তু মি. গ্র্যান্ট মান্‌রো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর হাত যেন তার গলাটা ধরতে যাচ্ছে। চিৎকার করে বললেন—হায় ঈশ্বর! এর মানে কী?

সবেগে ঘরে ঢুকে শক্ত মুখে গর্বিত এফি বললেন—আমি বলছি এর মানে। আমি আমার নিজের বিচার-বুদ্ধির বিরুদ্ধেই বলছি। আমার স্বামী অ্যাটলান্টায় মারা গেছিল বটে, কিন্তু আমার মেয়েটি বেঁচে ছিল। বুকের ভেতর থেকে একটা সোনার লকেট বার করলেন তিনি। বললেন, এটা তুমি আমায় কখনো খুলতে দেখ নি। একটা স্প্রীং-এ হাত দিতেই তার ওপরটা সরে গেল। তার ভিতরে যে মানুষটির ছবি, অত্যন্ত সুপুরুষ এবং বুদ্ধিদীপ্ত তার চেহারা, যদিও তা থেকে বুঝতে ভুল হয় না তার পূর্বপুরুষরা আফ্রিকার মানুষ।

এফি বললেন—এ হল অ্যাটলান্টার জন হেব্রন। খুবই মহৎ মানুষ। এর থেকে মহৎ আমি আর দেখি নি। তাই নিজের জাত ছেড়ে আমি একে বিয়ে করি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মেয়ে একমাত্র আমার মতো না হয়ে তার মতোই দেখতে হয়েছে। আমার মেয়েটি তার বাবার চেয়েও অনেক বেশি কালো। কিন্তু কালোই হোক আর ফর্সাই হোক আমার প্রিয় সন্তান সে, মায়ের অত্যন্ত আদরের। শুনে ছোট্ট মেয়েটি দৌড়ে এসে মায়ের কোলে মুখ লুকালো। এফি সজল চক্ষে বললেন—ওর শরীর খুব খারাপ থাকায় এবং জায়গা পরিবর্তনের জন্যে ওর স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হতে পারে ভেবে ওকে এক বিশ্বস্ত স্কচ স্ত্রীলোকের জিম্মায় আমেরিকাতেই রেখে আসি। আমার সন্তান হিসেবে ওকে অস্বীকার করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এফি কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তারপর জ্যাক, তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। আর তারপর থেকে সবই তো

www.pathagar.com

তুমি জানো। তিন বছর ধরে আমি মেয়েটির অস্তিত্ব তোমার কাছে গোপন করেছিলাম। গোপনে খবর রাখতাম তার। শেষপর্যন্ত তাকে দেখবার ইচ্ছা আমার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল। অনেক চেষ্টা করেও আমি কিছুতেই সে ইচ্ছা দমন করতে পারলাম না। এতে যে বিপদের ঝুঁকি আছে তা জানা সত্ত্বেও আমি ঠিক করলাম কয়েক সপ্তাহের জন্যেও ওকে আনিয়ে রাখব। নার্সকে তাই আমি একশো পাউন্ড পাঠিয়ে দিলাম আর ওই বাড়িটা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে দিলাম, যাতে সে এসে আমাদের প্রতিবেশী হতে পারে, অথচ আমি যে এ ব্যাপারে যুক্ত আছি সে বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ না জাগে। সাবধানতার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলাম। নার্সকে বললাম মেয়েটিকে দিনের বেলায় যেন বাড়ি থেকে বার না করে আর তার মুখ আর হাত এমনভাবে ঢাকা দিয়ে রাখে যাতে জানলা দিয়ে দেখলেও, পাড়ায় একটি কালো মেয়ে আছে এ গুজব না রটতে পারে। এতটা সাবধান না হলেই বুদ্ধির কাজ হতো, কিন্তু পাছে তুমি কোনো রকমে জানতে পারো এই দুশ্চিন্তায় আমার বুদ্ধিসুদ্ধি প্রায় লোপ পেতে বসেছিল।

দীর্ঘ দুই মিনিট কেটে গেল। তারপর মি. গ্র্যান্ট মান্রো স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ছোট্ট মেয়েটির দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং তারপর এক হাতে হাতে কোলে করে আর অন্য হাতটা তাঁর স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দরোজার দিকে চললেন। বললেন, বাড়ি চলো। বাড়িতে গিয়ে সব কথা বলা যাবে। শোনো, এফি, আমি হয়তো ভালো মানুষ নই, কিন্তু এফি, আমার সম্বন্ধে যে ধারণার পরিচয় তুমি দিলে আমার মনে হয় তার চেয়ে ভালো আমি।

অগত্যা হোম্‌স্ ও ওয়াটসন আবার সেই বেকার স্ট্রিটের ঘরে ফিরে এলেন। হোম্‌স্ সারাদিন একটিও কথা বললেন না।

গ্লোরিয়া স্কট

মি. শার্লক হোম্‌স্ ও ডা. ওয়াটসন বেকার স্ট্রিটে এক শীতের সন্ধ্যায় খোশ মেজাজে গল্প করছিলেন। হঠাৎ হোম্‌স্ বললেন—আচ্ছা ভিক্টর ট্রেভরের নাম তোমাকে বলেছি কখনো? শোন নি? সে ছিল আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। আর কোনো বন্ধু ছিল না আমার। কারণ আমি কারও সাথে মিশতাম না। নিজের চিন্তাজগতেই আমি মগ্ন থাকতাম। আর তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে। শোনো তাহলে—একদিন সকালে চ্যাপেলের পথে যেতে যেতে হঠাৎ ভিক্টর ট্রেভরের বুল টেরিয়ার কুকুরটা আমার পায়ের গোড়ালীতে দাঁত বসিয়ে দেয়। আর সেই আঘাত সারাতে আমাকে দশ দিন বাড়িতে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। সেদিন থেকে ভিক্টর ট্রেভর প্রায় প্রত্যেকদিন আমার বাড়িতে আসতো। প্রথমে দুই এক মিনিট কথা বলে চলে যেতো। পরে আমাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। ভিক্টর ট্রেভরের আমুদে ও প্রাণ প্রাচুর্যেপূর্ণ স্বভাব আমার খুব ভালো লাগতো।

কলেজের একমাস ছুটিতে ভিক্টর ট্রেভর আমাকে তাদের নরফোকের ডনিথর্পে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল। আমিও সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। ভিক্টর ট্রেভরের বাবা ছিলেন ডনি থর্পের জমিদার। টাকাপয়সার কোনো অভাব ছিল না। ডনিথর্প গ্রামটা চোট হলেও বেশ সাজানো গোছানো। বুনো হাঁস শিকার ও মাছ ধরার আদর্শ জায়গা। এছাড়া ট্রেভরদের একটা সাজানো সুন্দর লাইব্রেরি ছিল। ভিক্টরের মা ছিল না। সে আর তার একটা বোন ছিল। বোনটি ডিপথিরিয়ায় মারা গেছিল। অতএব সে ছিল একা।

ভিক্টরের বাবা পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী এবং মনটা ছিল তার নরম। তিনি বেশ দান ধ্যান করতেন। ফলে গ্রামের লোকেরা তাকে মানত। ভালোবাসত। একদিন ভিক্টরের বাবার সামনেই এক সন্ধ্যায় যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তখন হঠাৎই ভিক্টর আমার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির কথা তোলে। ভিক্টরের বাবা মি. ট্রেভর তখন ব্যাপারটা লঘু করে হাল্কা চালে বলে—আচ্ছা হোম্‌স্, আমাকে দেখে তোমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, বল তো?

www.pathagar.com

আমি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। কাজেই, সময় নষ্ট না করে বলি,—আপনি গত বারো মাসে ব্যক্তিগত আঘাতের আশঙ্কায় দিন কাটিয়েছেন।

আমার কথায় মি. ট্রেভরের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায়। সে বলে, হোম্‌স্‌ ঠিকই ধরেছে। চোরা শিকারীদের দলটা যখন ভেঙে দিই তখন ওরা প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে করে হোক আমাকে ওরা ছোরা মারবেই। অবশ্য স্যার এডওয়ার্ডকে ওরা আক্রমণ করেও ছিল। তারপর থেকে সত্যিই আমি সাবধানে থাকি। এখন মানে, আশ্চর্য হচ্ছি যে তুমি কি করে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে হোম্‌স্‌!

আমি বলেছিলাম আপনার হাতের লাঠিটা। লাঠিটায় গায়ে তারিখ এক বছরের বেশি নয়। তাছাড়া, লাঠিটার মাথায় ফুটো করে সেখানে গরম শিসে ঢেলেছেন, তাতে লাঠিটা মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তা থেকে এটাই সহজে অনুমান করা যায় যে, নিশ্চয়ই কোনো বিপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্যে এই লাঠিটা বিশেষভাবে তৈরি করেছেন ও সঙ্গে সবসময় রাখছেন।

মি. ট্রেভর বললেন—কী করে জানলে? আমার নাক বেঁকে গেছে?

আমি বললাম—না, আপনার কান দুটো বক্সারদের মতো চাপা। মোটা দেখতে। আর আপনার হাতের কড়া থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনি অনেক খনন কার্য করেছেন।

মি. ট্রেভর বললেন—তুমি ঠিকই ধরেছো, আমার যা টাকা পয়সা হয়েছে তা সবই সোনার খনি থেকে হয়েছে।

আমি আবার বললাম—আপনি এককালে জে.এ. নামে কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাকে ভুলে যাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন।

আমার কথা শুনে মি. ট্রেভর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকায়। সে দৃষ্টিতে বন্য হিংস্র প্রাণীর দৃষ্টি আমি দেখতে পাই। পরক্ষণেই টেবিলের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে। অজ্ঞান হয়ে যায়।

এবার আমার ও তার ছেলে ভিক্টরের অবস্থাটা চিন্তা করো। আমরা দুইজনে তাড়াতাড়ি মি. ট্রেভরকে শোফার ওপরে শুইয়ে দিই। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিই। অল্পসময়ের মধ্যেই মি. ট্রেভরের জ্ঞান ফিরে আসে। সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। আমাদের উদ্দেশ্যে বলে, আমি দেখতে যতো শক্তিশালী হইনা কেন, আমার ভেতরে একটা দুর্বল জায়গা আছে। তাতে আঘাত লাগলে আমি সহ্য করতে পারি না। তবে হোম্‌স্‌, তোমার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও উপস্থিত বিচার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তোমার চিন্তা দেখে অনেক নাম করা গোয়েন্দার চেয়েও তোমাকে প্রশংসা করতে ইচ্ছে করছে।

সে সময় মি. ট্রেভরকে নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। কাজেই ভবিষ্যতে এই অনুসন্ধান করাটাই পেশা হিসেবে নেব কিনা ভাবার সময় পাই নি। মি. ট্রেভর সুস্থ হলে আমি কি করে জে.এ-এর ব্যাপারটা জানলাম তা জানতে চায়।

আমি খুব সাধারণভাবেই উত্তর দিই, আপনি যখন মাছ নৌকায় তোলার জন্যে জামার হাতা গুটিয়ে হাত বাড়িয়েছিলেন, সে সময় আপনার হাতে জে. এ. লেখাটা অস্পষ্টভাবে আমার চোখে পড়ে। তারপর জে.এ. লেখা জায়গাটা ও তার চারপাশে চামড়ার ছালের দাগ দেখে আমার মনে হয়েছে, আপনার ওই অক্ষর দুটো নিশ্চয়ই ছিল। এখন আর আপনি আমার দুটোকে সহ্য করতে পারছেন না।

একদিন আমরা লনে চেয়ার নিয়ে বসে রোদ পোহাচ্ছি, ব্রডসের ওপারের দৃশ্যের শোভা নিয়ে আলোচনা করছি। ঠিক সে সময় বাড়ির পরিচারিকাকে লোকটাকে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়।

একটু পরে একটা খুবই গরিব লোক আমাদের কাছে আসে। লোকটার দেহে খোলা জ্যাকেট, জ্যাকেটের হাতায় কালি লাগানো। কালো ও লাল চেকের সার্ট গায়ে। সস্তা মোটা কাপড়ের প্যান্ট। পায়ে কালি ছাড়া ভারী বুট। লোকটাকে দেখেই মনে হয় সে খুবই ধূর্ত।

লোকটাকে লনের দিকে আসতে দেখে মি. ট্রেভরের মুখ থেকে একটা অব্যক্ত শব্দ বেরিয়ে

www.pathagar.com

আসে। সে এক ছুটে বাড়ির ভেতরে যায়। একটু পরে যখন ফিরে আসে তখন তার মুখে ব্রান্ডির গন্ধ পাওয়া যায়।

লোকটা মি. ট্রেভরের কাছে এলে মি. ট্রেভর বলে ওঠে, তোমার জন্য কি করতে পারি?

আগন্তুক চোখ দুটোকে ছোট করে বিস্ময়ের সঙ্গে বলে,—আমাকে চিনতে পারছেন না?

মি. ট্রেভরে যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। বেশ জোরের সঙ্গে বলে, আরে কি আশ্চর্য, এ যে হাডসন! সুদীর্ঘ তিরিশ বছর পরে কি মনে করে?

আপনি তো দিব্যি বাড়ি ঘর দোর করে বেশ গুছিয়ে বসেছেন। আমার কিন্তু সেই কাঠের গামলায় নুনমাখা মাংস ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। তারপর মি. ট্রেভর হাডসনকে কাছে ডাকে। কানে কানে কি যেন বলে। তারপর বেশ জোর করে বলে, এবার তুমি সোজা রান্নাঘরে চলে যাও। ওখানে খাবার ও পানীয় পাবে। এবার তোমাকে একটা চাকরি দিতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

হাডসন, কপাল থেকে অবিন্যস্ত চুল সরাতে সরাতে বলে, ধন্যবাদ মি. ট্রেভর। দুই বছর কাজ করার পরে আমার চাকরিটা যায়। হাতে পয়সা কড়িও নেই। তাই ভাবলাম, আপনার কাছে অথবা মি. বেডোজের কাছে গেলে একটু বিশ্রাম জুটবে। কেননা, ওটা এখন আমার বিশেষ দরকার।

মি. ট্রেভর হাডসনকে কথা বলতে দিতে চায় না। শুধু প্রশ্ন করে, মি. বেডোজের ঠিকানাটা তুমি বলতে পারো?

হডিসন, কুটিলের হাসি হাসে। বলে, পুরোনো বন্ধুদের সকলেরই খবর আমি রাখি। এরপর আর হাডসন আর দাঁড়ায় না। মি. ট্রেভরের দাসীর সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

হাডসন রান্নাঘরের দিকে চলে যাবার পর মি. ট্রেভর নিজের মনে বলে ওঠে খনিতে কাজ করার সময় আমরা একই জাহাজে ছিলাম। তারপর আর মি. ট্রেভর লনে থাকে না, বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

ভিক্টর ট্রেভর ও আমি প্রায় এক ঘণ্টা লনে কাটাই। তারপর বাড়িতে গিয়ে দেখি মি. ট্রেভর এতো বেশি মদ্য পান করেছেন যে সে বেহুঁস হয়ে রান্নাঘরের সোফায় শুয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে গোলমেলে ঠেকল। পরের দিনই আমি ডনিথর্প থেকে চলে আসি। আমার এভাবে আসার আর একটা কারণ ছিল যে, সে সময় যদি আমি ওখানে থাকি তা হলে আমার বন্ধু ভিক্টর ট্রেভরের অস্বস্তির কারণ হতো।

আমি তখন লন্ডনে ফিরে এসে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে লেগে পড়লাম। কলেজের ছুটিও ফুরিয়ে এল প্রায়। হঠাৎ একদিন ভিক্টরের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেলাম। সে আমাকে ডনিথর্পে আসতে বিশেষ অনুরোধ করেছে। আমি তখন সময় নষ্ট না করে পরের ট্রেনেই ডনিথর্পের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ভিক্টর ট্রেভর গাড়ি নিয়ে এসেছিল রেল স্টেশানে। আমাকে দেখে যেন সে কোনো দুশ্চিন্তা থেকে আংশিক মুক্তি পেল। প্রথমেই সে বলল বাবার অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি প্রায় অর্ধমৃত।

ভিক্টর ট্রেভরের ওপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তার সেই আমুদে ভাব আর নেই। অনেক রোগা হয়ে গেছে। মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে ভুগে সে যেন কুঁকড়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি কি হল?

সে বলল—স্নায়বিক আঘাত থেকেই হয়তো সন্ন্যাসী রোগ হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে। বাড়িতে ফিরে তাকে জীবিত দেখার কোনো আশা না থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এরকম হওয়ার কারণ কি ভিক্টর? আমি বললাম।

ভিক্টর আমাকে গাড়িতে তোলে। পথ চলতে চলতে বলে, তোমার কি মনে আছে হোম্‌স্ একদিন বিকেলে হাডসন নামে একজন এসেছিল? সে আসলে একটি মূর্তিমান শয়তান। তার আসার পর থেকেই আমাদের ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলছে!

বুঝতেই পারছো ওয়াটসন। আমার তখন ভিতরে কিসব হচ্ছে?

www.pathagar.com

ওয়াটসন বলল—বলে যাও, বলে যাও বন্ধু!

হোম্‌স্ পুনরায় বলতে শুরু করলেন—আমি বললাম সব ব্যাপারটা খুলে বল ভিক্টর। হ্যাঁ, সেজন্যেই তো তোমাকে ডেকে এনেছি। তোমার পরামর্শ আমার ভীষণ প্রয়োজন। প্রথমে বাবা সেই হতভাগাকে মালির কাজে লাগায়। কিন্তু সে কাজটা তার পছন্দ হয় না। ফলে, বাবা তাকে খানসামার কাজে উন্নতি করে। খানসামা হয়ে সে যেন হাতির পাঁচ পা দেখল। সে যা ইচ্ছা তাই করতে শুরু করল। তার মাতলামি ও নোংরা ভাষায় বাড়ির ঝি-রা পর্যন্ত অতিষ্ট হয়ে উঠে। বাবাকে নালিশ জানায়।

ভিক্টর বলল—বাবা নিরুপায় হয়ে তাদের বোঝায়। তাদের মাইনে আরও বাড়িয়ে দেয়। আমার গা জ্বলে যায়। আমার বয়সী হলে হাডসনকে পুরো শায়েস্তা করে ছাড়তাম।

তারপর হাডসন আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। একদিন তো আমার সামনেই আমার বাবাকে অপমান করে। সেদিন আমি তার নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। ঘাড় ধরে তাকে ঘর থেকে বার করে দিই। সেও কালো মুখে ঘর থেকে চলে গেল বটে, তবে যাবার সময় সে জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার ওপর নিক্ষেপ করে গেল—তাতে মনে হল ও কোনো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। তারপর বাবার সঙ্গে কি হয়েছে জানি না। পরদিন বাবা আমাকে হাডসনের কাছে ক্ষমা চাইতে বলে। আমিও কিছুতেই শয়তান হাডসনের কাছে ক্ষমা চাইব না বলি। বাবা আমাকে জোর করে নি। তবে বাবা কেন হাডসনের কাছে মাথা তুলে কথা বলতে পারে না তা বুঝতে পারলাম না। আমার কাছ থেকে যাবার পর বাবা আর সেদিনের মতো নিজের ঘর থেকে বার হয় না। সবসময় কি যেন লেখে। একদিন রাতে আমি ও বাবা বসে আছি। হাডসন তখন মাতাল হয়ে এসে বলে, নরর্ফোকে যথেষ্ট হয়েছে। আর এখানে থাকছি না। এবার হাম্পাশায়ারে মি. বেডোজের কাছে যাবো। তিনিও বোধহয় আপনার মতোই আমাকে দেখে খুবই খুশি হবেন। হতভাগা বিদায় হবে শুনে আমি মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। বাবা, মুখ কালো করে বলে, নিশ্চয় তুমি মনে কোনোরকম কষ্ট নিয়ে এখান থেকে যাচ্ছো না হাডসন? মাতাল হাডসন জড়ানো গলায় বলে, কি, আমার কাছে কেউ তো ক্ষমা চাইল না? হাডসনের কথায় বাবা অসহায়ের মতো আমার দিকে তাকিয়ে বলে এই সদাশয় ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি যে দুর্ব্যবহার করেছো তা তুমি স্বীকার করো ভিক্টর। আমিও ধৈর্য হারিয়ে বলি আসলে সবটাই উল্টো। ওই আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে যে, আমরা তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছি। এবার হাডসন ফোঁস করে ওঠে। ঠিক আছে, তাহলে ওই কথাই রইল। এর জবাব অবশ্যই তুমি পাবে। হাডসন এরপর আর সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা তার ঘরে চলে যায়। এবং আধ ঘন্টার মধ্যেই সে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ঠিক এরপর থেকেই বাবা মনের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে। সবসময় আতঙ্কের জগতে থাকে রাত্রে ঘুমোয় না। শুধু ঘরে পায়চারী করে। অনেক কষ্টের পর যখন বাবার নার্ভাসনেস একটু কমাতে পেরেছি, ঠিক সেইসময়ে বাবার ওপর অতর্কিত মানসিক আঘাত আসে।

ভিক্টর বলল—হ্যাঁ, হোম্‌স্ আঘাত বটে। বাবার নামে ফোর্ডিং ব্রিজ ডাকঘর থেকে একটা চিঠি আসে। চিঠিটা পড়া মাত্র বাবা পাগলের মতো হয়ে যায়। দুই হাত দিয়ে নিজের মাথা চাপড়াতে শুরু করে। সমস্ত ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারী করে। এ হেন অবস্থায় বাবাকে একটা সোফায় একরকম জোর করে শুইয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ চোখ একদিকে কুঁচকে যায়। বাবার যে স্ট্রোক হয়েছে তা বুঝতে পারি। ডাক্তার ফোর্ডহ্যামকে ডাকি। ডা. ফোর্ডহ্যাম অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বাবাকে পক্ষাঘাতের হাত থেকে বাঁচানো গেল না। তারপর আর তার জ্ঞান আসে নি। জানি না, ফিরে গিয়ে তাকে দেখতে পাবো কিনা! চিঠিটার মধ্যে এমন কিছু ছিল মনে হয় হোম্‌স্,—যে বাবার তাতে খুবই মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছিল। কিন্তু শার্লক, আশ্চর্য হচ্ছি যে চিঠিটার বয়ান ছিল খুবই মামুলী। ছেলেমানুষীও বলা যেতে পারে। ভিক্টরদের বাড়ির কাছাকাছি আসতে না আসতে ভিক্টরদের বাড়ির সব কয়টা জানলা বন্ধ দেখে ভিক্টরের মধ্যে

www.pathagar.com

ভাবান্তর দেখা দেয়। গাড়ি বাড়ির সীমানায় এলে সে একলাফে গাড়ি থেকে নামে—ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভেতরে যাবার পথ ধরে। কিন্তু মাঝপথে কালো পোষাক পরা একজনের সঙ্গে ভিক্টরের মুখোমুখি হয়। ভিক্টর প্রশ্ন করে, কখন সব শেষ হল ডাক্তার বাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন—তুমি যাবার সঙ্গে সঙ্গে। তবে মৃত্যুর সামান্য আগে জ্ঞান এসেছিল। সে সময় আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেন—জাপানি ক্যাবিনেটের পেছনের ড্রয়ারে কাগজপত্র আছে।

ভিক্টর ট্রেভর তার মৃত বাবার কাছে চলে গেল। আমি ওদের পড়বার ঘরে গিয়ে বসলাম। পড়ার ঘরে বসে বসে মি. ট্রেভরের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী তা বের করতে চেষ্টা করতে থাকি।

হোম্‌সের মন্তব্য—প্রথমত মি. ট্রেভর একজন মুষ্টি যোদ্ধা। দ্বিতীয়ত সে পরিব্রাজকও বটে। আর শেষ কথা হল, সোনার খনিতে কাজ করে সে অনেক পয়সা করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেনই বা সে হাডসনের মতো নোংরা লোকের খপ্পরে পড়ল? কেনই বা হাতের অর্ধেক মুছে যাওয়া উল্কির দাগের কথা শুনে জ্ঞান হারাল? শেষে ফোর্ডিং ব্রিজ থেকে চিঠি পেয়ে মারা গেল? ফোর্ডিং ব্রিজ হল হ্যাম্পশায়ারে। হাডসন নিশ্চয়ই মি. বেডোজকে ব্ল্যাকমেল করার জন্যে তার নিছক ভয় দেখাবার জন্যে। অথবা মি. বেডোজ হাডসনের মনের কথা বুঝতে পেরে পুরোনো অপকর্মের সঙ্গী মি. ট্রেভরকে নিছক সাবধান করেছে মাত্র।

চিঠিটা সম্বন্ধে ভিক্টর ট্রেভরের মতামত খুবই মামুলি ছিল, বুঝলে ওয়াটসন। এ চিঠির বিষয়ে এতোটা গুরুত্ব দেবার প্রশ্নই ওঠে না এটা আমারও মত। আবার এও হতে পারে, চিঠিটা সাংকেতিক ভাষায় লেখা। ভিক্টর হয়তো তার আসল অর্থ বুঝতে পারে নি। তাই সে চিঠিটাকে মামুলি বলে চালাচ্ছে পড়ার ঘরে বসে আমি যখন এইসব ভাবছি, বুঝলে ওয়াটসন, তখন একজন পরিচারিকা একটা আলো নিয়ে ঘরে ঢুকল। পরিচারিকার পেছন পেছন ভিক্টর তাদের পড়বার ঘরে ঢোকে। তাকে ফ্যাকাসে ও বিভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছিল। সে এক বান্ডিল কাগজ আমার সামনের টেবিলের ওপর রাখে। তার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট ময়লা চিঠি আমাকে পড়তে দেয়। চিঠিতে লেখা আছ, সবরকম প্রাণীই শেষপর্যন্ত দেখছি হাডসন এনেছে। আর সব চাইতে সেরা বলে মুরগীগুলোকে রেখে দিয়েছে। তাহলে শিকারের পালাও শেষ হল।

ওয়াটসন! চিঠিটা যে সাদামাটা চিঠি নয় তখন তা সহজেই বুঝতে পারি। বারবার চিঠিটা পড়তে থাকি। এর ভেতরকার ভাব বের করার জন্যে সমানে চেষ্টা করতে লাগলাম। তারপর নানা রকম কায়দা করে অনেক মেহনত করে চিঠির আসল রহস্য উদঘাটন হয়। চিঠিটার প্রথম শব্দটাকে ধরে দুটো শব্দ বাদ দিয়ে পড়লেই সমস্যার সমাধান হল। কাজেই চিঠিটার অর্থ হল—'সব শেষ। হাডসন সব বলে দিয়েছে। পালাও। চিঠির আসল অর্থ জানতে পেরে ভিক্টর ট্রেভর মুষড়ে পড়ে। বলে, এ সাবধানের পেছনের কাহিনী নিশ্চয়ই অপরাধ জগতের কাহিনী। অথবা কুরুচিপূর্ণ কিছু। তবে বাবা হাডসনের মতিগতির আভাষ পেয়েছি। সে জন্যেই সে মৃত্যুর আগে লিখিতভাবে কিছু বক্তব্য রেখে গেছে। আর ভিক্টর সেই কাগজগুলোই জাপানি ক্যাবিনেটের ভেতর থেকে বের করে এনে আমাকে দেখাল।

আমি দেখলাম, এক বান্ডিল কাগজের ওপরে লেখা আছে '১৮৫৫ সালে অক্টোবর মাসে গ্লোরিয়া স্কট নামে জাহাজ ফর্মমাউথ থেকে যাত্রা করে ও নভেম্বরে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে।' লেখাগুলো চিঠির মতো করে লেখা।

'প্রিয় পুত্র, এই চিঠি লেখার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমার অতীত জীবনের অন্ধকারপূর্ণ দিনগুলোকে তোমার সামনে তুলে ধরা। জানি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে আতঙ্কে আমার দিন কেটেছে সে অসম্মানকর ঘটনার কথা শুনে তুমিও বিচলিত হবে। যে আঘাতের খ সবসময় আমার ওপর ঝুলছে, সে আঘাত যদি নেমে আসে, আমার ইচ্ছা তখন তুমি এটা পড়বে, সরাসরি যাতে আমার কাছ থেকেই জানতে পারো আমার অপরাধটা কতোখানি। আর যদি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে (দয়াল ঈশ্বর যেন তাই করেন,); তখন যদি দেখো এই কাগজগুলো নষ্ট করে ফেলা হয় নি,—যা কিছু তোমার কাছে পবিত্র তার নামে, তোমার প্রিয় মায়ের স্মৃতির

www.pathagar.com

নামে এবং তোমার আর আমার মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক-তার নামে শপথ করো যে এগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে এবং এ নিয়ে আর লেশমাত্র চিন্তা মনে স্থান দেবে না। কিন্তু যদি এটা ঘটনাচক্রে তোমার চোখে পড়ে, অর্থাৎ আমার সমস্ত ব্যাপার যখন প্রকাশ হয়ে পড়বে আর আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাবে, কিংবা, মনে ইচ্ছে তারই সম্ভাবনা বেশি-কারণ তুমি তো জানো আমার হৃৎপিণ্ড দুর্বল—মৃত্যুর কবলে আমি চিরদিনের মতো নির্বাক হয়ে থাকবো; উভয় ক্ষেত্রেই গোপন রাখার প্রয়োজন আর থাকবে না। যা লিখছি তার প্রতিটি বর্ণ যে সত্য তা আমি শপথ করে বলছি, কারণ আমি তখন করুণা প্রার্থী!

প্রিয় পুত্র, আমার নাম ট্রেভর নয়। অল্প বয়সে আমার নাম ছিল জেম্‌স্ আর্মিটেজ্। সহজেই তাই বুঝবে আমি কতোখানি আহত হয়েছিলাম, তোমার বন্ধু শার্লক যখন কয়েক সপ্তাহ আগে এমন ইঙ্গিত করেছিল যা থেকে ভেবেছিলাম বুঝি সে আমার এই গুপ্ত কথা জেনে ফেলেছে। আর্মিটেজ নামেই আমি লন্ডনের এক ব্যাংকে কাজে ঢুকি এবং ওই নামেই দেশের আইন-ভঙ্গের অপরাধী সাব্যস্ত হই ও আমার দ্বীপান্তরের শাস্তি হয়। খুব নির্মমভাবে আমাকে বিচার কোরো না পুত্র! আমার একটা দেনা ছিল, সম্মান বজায় রাখার জন্যে আমার সে টাকাটা রেখে দিতে পারবো। কিন্তু নির্মম ভাগ্য আমার ওপর চেপে বসল। যে টাকার ওপর আমি নির্ভর করেছিলাম সে টাকা এল না শেষপর্যন্ত, এবং যথাসময়ের আগেই হিসাবপত্রের তলব হওয়ায় ধরা পড়লাম আমি। তিরিশ বছর আগে আইন এখনকার মতো ছিল না, অত্যন্ত কড়া ছিল। আমার ২৩ বছরের জন্মদিনে আমি তখন আরো সাঁইত্রিশ জন অপরাধীর সঙ্গে শৃঙ্খলিত হয়ে 'গ্লোরিয়া স্কট' জাহাজে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে চলেছি।

সময়টা হল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তখন চরমে পৌঁছেছে। পুরোনো কয়েদি—জাহাজগুলো সে সময় কৃষ্ণসাগরে ফেরি খাটানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল গর্ভনমেন্টকে তাই বাধ্য হয়েই কয়েদিদের জন্যে ছোট ছোট আর খারাপ জাহাজই ব্যবহার করতে হতো। 'গ্লোরিয়া স্কট' জাহাজটি ছিল চীন দেশে চায়ের ব্যবসায়ের জাহাজ। কিন্তু এটা বেজায় ভারী ও সেকেলে বলে পাঁচশো টনের এই জাহাজটাকে নতুন দিনের জাহাজ এসে হটিয়ে দেয়। আটত্রিশ জন কয়েদি ছাড়াও জাহাজটায় ছিল ২৬ জন নাবিক, আঠারো জন সৈন্য, একজন ক্যাপ্টেন, তিনজন মেট, একজন ডাক্তার আর চারজন ওয়ার্ডার। সবশুদ্ধ শ-খানেক মানুষ নিয়ে জাহাজটা ফলমাউথ থেকে যাত্রা করেছিল। কয়েদীদের খুপরি-ঘরগুলোর মাঝে মাঝে কাঠের দেয়াল কয়েদীদের জাহাজ সাধারণত যেমন কাঠের হয় তেমন না হয়ে এ জাহাজে ছিল পাতলা আর ভঙ্গুর। আমার ঠিক পেছনের খুপরিতে ছিল সেই লোকটা যাক আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিলাম যখন আমাদের জাহাজে তোলা হয়। অল্প বয়স, দাড়ি-গোঁফ না-গজানো পরিষ্কার তার মুখ, লম্বা পাতলা নাক, আর খুব মজবুত চোয়াল। ওপর দিকে মুখ তুলে খোশমেজাজে হামবড়া ভঙ্গীতে সে চলাফেরা করতো। খুব বেশি লম্বা বলেই সে বিশেষ করে চোখে পড়ল। সবাই যেখানে বিমর্ষ আর ক্লান্ত সেখানে তার মতো পরম উৎসাহী আর দৃঢ় সংকল্প মানুষের দেখা পাওয়া আশ্চর্য। সে ছিল যেন, তুষারঝড়ের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখলাম যে আমাদের দুটো ঘরের মাঝখানের দেয়ালটার খানিকটা সে কেটে ফেলেছে। বলল সে, ওহে বন্ধু, তোমার নাম কী? কী অপরাধে তুমি এখানে?

তার কথার উত্তর দিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলাম।

সে বলল—আমার নাম জ্যাক্ প্রেন্ডারগাস্ট। অবিলম্বেই তুমি এ নামটাকে পবিত্র বলে মনে করবে।

মনে পড়ল ওর মামলার কথা আমি কাগজে শুনেছি। আমি ধরা পড়ার কিছুদিন আগে সে মামলা শুরু হয়েছিল—সারা দেশে প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ভালো ঘরের ছেলে ছিল সে। অনেক গুণও তার ছিল। কিন্তু এমন কতোকগুলো দোষ তার ছিল যা আর শোধরাবার উপায় ছিল না। খুব চালাকি করে সে লন্ডনের বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে প্রচুর টাকা

www.pathagar.com

নিয়েছিল। প্রায় আড়াই লক্ষ পাউন্ড হাতিয়ে ছিল। আর সেই টাকা আমার কাছেই আছে। কেননা, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবে আমি মনে করি, টাকা থাকলে দুনিয়ার সব কাজ করা যায়। তোমার যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো তুমি তার প্রমাণ পেয়ে যাবে। প্রথমে আমি প্রেন্ডার গাস্টের কথাগুলো নিছক হামবড়াই বলে মনে করেছিলাম।

কিছুদিনের মধ্যে প্রেন্ডারগাস্ট আমাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে। আমাকে দিয়ে যতোভাবে সম্ভব শপথ করিয়ে নিল। অবশ্য তার আগে সে বলেছিল—এখন সে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে। আর বন্ধুদেরও সেই সঙ্গে সাহায্য করবে। তাকে আঁকড়ে পবিত্র বাইবেলের নামে শপথ করে বলছি সে ঠিক তোমার গতি করে দেবে। অবশেষে দেখা গেল জাহাজটা দখলের একটা রীতিমত ষড়যন্ত্র চলছে।

আমার এক সহকর্মী ছিল, অমন খাঁটি মানুষ আর দুটি পাবে না। তার টাকা আছে—আর, জানো, এই মুহূর্তে সে কোথায়? আর সেই-ই তো এই জাহাজের স্বয়ং পুরোহিত! যখন সে এল তার পরণে কালো কোট, কাগজপত্র ঠিক যা যা দরকার, আর এতো টাকা যে, তা দিয়ে সমস্ত জাহাজটা কিনে নেওয়া যায়। নাবিকরা সব তার কথায় ওঠে বসে। প্রচুর টাকা দিয়ে সে তাদের একেবারে কিনে নিয়েছে। আর তারা সই করার অনেক আগে থেকেই দুইজনে ওয়ার্ডার আর দ্বিতীয় মেট মার্সারকে সে হাত করেছে, এবং ক্যাপ্টেনকেও দরকার হলে হাত করে নেবে। আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই এক জোড়া করে পিস্তলের ব্যবস্থা হয়েছে। তার ওপর সমস্ত নাবিকরা আমাদের পক্ষে। এ সত্ত্বেও আমরা যদি জাহাজটা দখল করতে না পারি তাহলে আমাদের আবার দিদিমণির ইস্কুলেই ফিরে যাওয়া উচিত। আজ রাতে তোমার বাঁদিকের ঘরের লোকটির সঙ্গে কথা বলে দেখ সে বিশ্বাসযোগ্য কিনা।

আমি সেই কথা মতো কথা বলে দেখলাম, ইভান্সের সঙ্গে। অল্পবয়স্ক অনেকটা আমার মতো। সেও পরে আমারই মতো নাম পাল্টেছিল। সে এখন প্রচুর ধনী ও প্রতিপত্তিশালী। দক্ষিণ ইংল্যান্ডে বাস করছে। দেখা গেল সেও এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে প্রস্তুত।

গোড়া থেকেই জাহাজ দখল করার ব্যাপারে বলতে গেলে কোনো বাধা ছিল না। নাবিকরা ছিল শয়তানের দল। বেছে বেছে জাহাজে ভর্তি করা। ভণ্ড পুরোহিত খুপরিতে খুপরিতে এসে আমাদের খুব উৎসাহ দিয়ে গেল। তার হাতে কালো ব্যাগ, যার ভিতরে বই থাকবার কথা। এতোই ঘন ঘন সে আসতে লাগল যে তিন দিনের মধ্যেই আমাদের প্রত্যেকের বিছানার নিচে একটা করে উকো আর একজোড়া পিস্তল, এক পাউন্ড বারুদ আর কুড়িটা বন্দুকের গুলি। ওয়ার্ডারদের মধ্যে দুইজন ছিল প্রেন্ডারগাস্টের হাতের লোক, আর দ্বিতীয় মেট তার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। তখন আমাদের বিপক্ষে রইল কেবল ক্যাপ্টেন, দুইজন মেট, দুইজন ওয়ার্ডার, লেফটেন্যান্ট মার্টিন আর তার আঠারো জন সৈন্য, আর ডাক্তার। কিন্তু যথেষ্ট নিরাপদ মনে হলেও সবরকম সাবধানতই অবলম্বন করা হল। আমার যখন আশা করেছিলাম তার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। এবার ঘটনাটা যেরকমবাবে ঘটেছিল তা বলছি—

আমাদের সমুদ্রযাত্রার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার এক অসুস্থ কয়েদীকে দেখতে নেমেছেন। রুগীর বালিশের নিচে সেখানে রিভলভার দুটো ছিল সেখানে ডাক্তারের হাত চলে যায়। ডাক্তার রিভলভার দুটো হাত দিয়ে অনুভব করে। ডাক্তার যদি না জানার ভান করতো তাহলে পরে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করে আমাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিতে পারতো। ডাক্তার ভদ্রলোক ছিলেন ছোটোখাটো নাভার্স ধরনের মানুষ। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। আর এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন যে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ধরে ফেলল তাঁকে। আর, টুঁ শব্দ করার আগেই তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর বিছানায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হল তাঁকে। ডেকে যাবার দরোজাটা তিনি খোলা রেখে এসেছিলেন। সেখান থেকে আমরা ছুটে গেলাম। সান্ত্রী দুইজনকে গুলি করে মারা হল। একজন কর্পোরাল ব্যাপারটা দেখতে এসেছিল, তাকেও মারা হল। প্রধান কেবিনের দরোজার কাছে

www.pathagar.com

আরো দুইজন সৈন্য ছিল, কিন্তু বন্দুকে গুলিবারুদ না থাকায় তারা আমাদের গুলি করতে পারে নি। তারা তখন সঙিন লাগাবার চেষ্টা করেছিল—সেই অবস্থায় তাদের গুলি করে মারা হল। তখন আমরা দৌড়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু দরোজাটা ঠেলে খোলবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। টেবিলের ওপর বিছানো অ্যাটল্যান্টিকের চার্টটার ওপর ক্যাপ্টেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর মাথার ঘিলু সেই চার্টের ওপর মাখামাখি হয়ে পড়েছে। আর পুরোহিত রয়েছে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, হাতের পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মেট দুইজন নাবিকদের কাছে ধরা পড়ল। ব্যস্, মনে হল সব শেষ। ক্যাপ্টেনের কেবিনের পাশে প্রধান কেবিনের আমরা সকলে একত্রিত হলাম। আমরা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম। পুরোহিত আনন্দ উৎসব হিসেবে প্রধান কেবিনের একটা দরোজা ভেঙে কয়েকটা শেরির বোতল বার করে। বোতলের গলা ভেঙে সবে গ্লাসে ঢালতে যাবো, সঙ্গে সঙ্গে কেবিনের মধ্যে বন্দুকের গুলির শব্দ হয়। ধোঁয়ায় কেবিনটা ভরে যায়। আমরা দুহাতের মধ্যে কোনো লোককে দেখতে পাচ্ছি না।

কেবিনের ধোঁয়া কেটে গেলে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পুরোহিত ও আরো আটজন তখন কেবিনের মেঝেতে গড়াগড়ি করছে। টেবিলের ওপরে ক্যাপ্টেনের দেহের রক্ত ও ব্রাউন শোর পড়ে এক নারকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় প্রেন্টারগাস্ট আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সে সকলকে নিয়ে চিৎকার করতে করতে প্রধান কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে। চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখি, লেফ্‌টেন্যান্ট তার দশজন সৈন্য নিয়ে জাহাজের পেছনের দিকে উঁচু পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ঘুলঘুলির কাঁচ ভেঙে সেখান থেকে আমাদের গুলি করছে। বন্দুকে গুলি ভরার সুযোগ নিয়ে প্রেন্ডারগাস্টের নেতৃত্বে আমরা সৈন্যদের ওপরে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব শেষ। জাহাজটা তখন এটা কসাইখানায় পরিণত হল।

প্রেন্ডারগাস্টের লম্ফঝম্পে বেড়ে গেল। সে চীৎকার করে চারিদিক মাতিয়ে রাখছিল। আহত ও নিহত সৈন্যদের সে বাচ্চা ছেলেদের মতো জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দিল। ভীষণভাবে আহত একজন সার্জেন্ট বেশ কিছুক্ষণ সমুদ্রের জলে সাঁতার কেটে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু একজন কয়েদীর গুলিতে তার মাথা ছাতু হয়ে যায়। লড়াইয়ের শেষে শত্রুপক্ষের মধ্যে তখন জীবিত কেবল ওয়ার্ডাররা, মেটরা আর ডাক্তার।

এই কয়জনকে নিয়ে ঝগড়া শুরু হল। আমাদের অনেকেই স্বাধীনতা ফিরে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম। অযথা আমাদের হত্যা করার ইচ্ছে ছিল না। সশস্ত্র সেনাদের হত্যা করা এক কথা, আর বিনা উত্তেজনায় নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। আমরা আটজন—পাঁচজন কয়েদী আর তিনজন নাবিক, এতে বাধা দিলাম। কিন্তু প্রেন্ডারগাস্ট আর সঙ্গীরা অটল। সে বলল,—ওদের একেবারে শেষ করলেই তবেই আমরা নিরাপদ হবো। তাহলে আর আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কেউ থাকবে না। যখন দেখা গেল যে আমাদের অবস্থাও বন্দিদের মতো হয়ে এসেছে তখন প্রেন্ডারগাস্ট বলল—ইচ্ছে করলে আমরা একটা নৌকো করে নাবিকের পোষাক, এক ব্যারেল করে জল, দুটো করে পিপে—তার একটায় নানা রকম জিনিস আর অন্যটায় বিস্কুট, আর একটা কম্পাস—একটা চার্ট আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে প্রেন্ডারগাস্ট আমাদের এই বলে পরিচয় দিতে বলল যে অক্ষাংশ ১৫ উত্তরে আর দ্রাঘিমাংশ ২৫ পশ্চিমে আমাদের জাহাজডুবি হয়েছে। এই বলে সে আমাদের নৌকো ছেড়ে দিল।

উত্তর দিক থেকে হালকা বাতাস বইছিল। সেই হাওয়ায় জাহাজটা ধীরে ধীরে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। বড় বড় শান্ত ঢেউয়ের উপর দিয়ে আমাদের নৌকো উঠছে, আর নামছে। ইভ্যান্স আর আমি ছিলাম দলের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত। চার্ট দেখে দেখে আমাদের অবস্থিতির হিসেব করছি আর আলোচনা করছি কোণ তীর লক্ষ্য করে এগোবো। প্রশ্নটা

www.pathagar.com

ভাববার কারণ আমাদের উত্তরে হল কেপ ভার্দস প্রায় পাঁচশো মাইল দূরে, আর পূর্বে আফ্রিকার কূল প্রায় সাতশো মাইল। বাতাস যখন মোটামুটি উত্তর দিকেই চলেছে তখন ঠিক করলাম সিয়েরো লিওনের দিকে যাওয়াই হবে সবচেয়ে ভালো। হঠাৎ জাহাজটার দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, কালো ধোঁয়ার একটা পুরু মেঘ সেখান থেকে উঠে আকাশের সীমায় প্রকাণ্ড একটা গাছের মতো দেখাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বজ্রের মতো প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল। ধোঁয়া পাতলা হতে যেতে 'গ্লোরিয়া স্কটে'র আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা নৌকোর মাথা ঘুরিয়ে প্রাণপণে দাঁড় টেনে চললাম। অনেক সময় লাগল দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছতে।

গিয়ে দেখলাম একটা ভাঙা নৌকো, কয়েকটা ক্রেট, আর কিছু কাঠকুটো ভেসে ওঠা ছাড়া কোনো প্রাণীর চিহ্ন দেখা গেল না। হতাশ হয়ে আমরা ফিরে চলেছি এমন সময় সাহায্যের জন্যে একটা আর্ত চিৎকার আমাদের কানে এল। দেখলাম একখণ্ড ভাঙা কাঠের ওপর একটা লোক আড়াআড়িভাবে শুয়ে আছে। নৌকোয় তাকে তুলতে দেখলাম। সে একজন তরুণ নাবিক, নাম তার হাডসন। এমন পুড়ে গেছে সে, আর এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে পরদিন সকালের আগে পর্যন্ত তার কথা বলার শক্তি পর্যন্ত ছিল না।

পরে জানতে পেরেছিলাম, আমরা চলে আসার পরে বুঝি প্রেন্ডারগাস্ট আর তার দলবল অবশিষ্ট পাঁচজন বন্দিকে হত্যা করে। বাকি ছিল শুধু একজন মেট। প্রচুর দুঃসাহসী আর তৎপর ছিল সে কোনোরকমে বাঁধন খুলে ফেলল (কেমন করে জানিনা সে বাঁধনটা সে আলগা করে ফেলেছিল)। ডেকের নিচে নেমে উদ্ধত পিস্তল জন-বারো কয়েদী যারা তার খোঁজে নেমে গেছিল, দেখে হাজাজে যে একশোটা বারুদের পাত্র ছিল তার একটার কাছে একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। শপথ করে সে বলল, যে যদি তার গায়ে একটুও হাত দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে সে সবাইকে উড়িয়ে দেবে। এর পরের মুহূর্তেই বিস্ফোরণটা হল, যদিও হাডসনের মনে হয় যে মেটের দেশলাইয়ের আগুনে নয়, কয়েদীদেরই একজন গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। যাইহোক এইভাবেই 'গ্লোরিয়াস্কটে'র আর যারা তা অধিকার করেছিল তাদের সবার অবসান হল। এই হল সংক্ষেপে সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের ইতিহাস।

পরদিন অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ "হটস্পার" আমাদের তুলে নেয় এবং ডুবে যাওয়া জাহাজের বেঁচে যাওয়া যাত্রী হিসেবে আমাদের মেনে নিতে তার ক্যাপ্টেনের কোনো অসুবিধা হয় নি। অ্যাডমিরালটির খাতায় লেখা হয়েছিল,—ফেরি জাহাজ 'গ্লোরিয়া স্কট' সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। তার প্রকৃত পরিণতি সম্বন্ধে কোনো কথাই জানানো হল না। চমৎকার সমুদ্রযাত্রার পর আমরা 'হটস্পারে' সিডনিতে পৌঁছালাম। আর সেখানেই ইভ্যান্স আর আমি নাম পাল্টালাম। সেখান থেকে আমরা গেলাম খনির কাজে যোগ দিতে। সেখানে দেশ-বিদেশের বহু-মানুষের ভীড়ে আমরা হারিয়ে গেলাম। আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ ফিরে গেল। তারপর একদিন প্রচুর অর্থ নিয়ে ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে জমি কিনলাম। কুড়ি বছরের বেশি দিন আমরা শান্তিতে বাস করে এসেছি, দেশের উপকারে লেগেছি।

এবার ভিক্টর, আমার প্রিয় পুত্র, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে, যেদিন হাডসনকে দেখি, সেদিন আমার মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়েছিল কেন? কেন আমি ওকে ঘাঁটাতে চাই নি? ও কীভাবে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল তা এখন নিশ্চয়ই তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে?

তারপরের লেখাগুলোর বেশ অস্পষ্ট। তবুও হোম্‌স্ লেখা গুলো পড়ে। লেখা আছে, বেডোজ সাঙ্কেতিক ভাষায় আমাকে জানিয়েছে যে, হাডসন সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে। করুণাময় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমার আত্মার ওপর দয়া করেন।

এরপর ভিক্টরের মন খুবই ভেঙে পড়ে। সে তরাই অঞ্চলে চায়ের চাষে চলে যায়। সেখানে সে যেন আনন্দের সঙ্গে দিন কাটায়।

আর এরপর থেকেই হাডসন ও মি. বেডোজের কোনো খবর পাওয়া যায় না। তবে মি.

www.pathagar.com

বেডোজ হাডসনের কথা বিশ্বাস করেছিল। হাডসনকে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করার জন্যে মি. বেডোজ নিজেই তাকে হত্যা করে টাকা পয়সা নিয়ে অন্য দেশে গা ঢাকা দেয়।

শার্লক হোম্‌স্ একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর ডা. ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বলে—এই হল মামলার প্রকৃত ঘটনা। যদি মনে করো তোমার নথিপত্রের মধ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য তাহলে ভিক্টর ট্রেভরের দেওয়া এই কাগজপত্রগুলো তোমার কাছে রাখতে পারো।

দোভাষী

একদিন সন্ধ্যেবেলায় গল্পচ্ছলে ড. ওয়াটসন, শার্লক হোম্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন,—দেখো শার্লক, তোমার ক্ষেত্রে, তোমার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে এটুকু স্পষ্ট যে তোমার পর্যবেক্ষণ আর অদ্ভুত বিশ্লেষণ-শক্তি সম্পূর্ণ তোমার নিজস্ব শিক্ষা থেকেই অদ্ভুত।

কতকটা ঠিকই বলেছো তুমি, হোম্‌স্ বললেন—আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন গ্রামাঞ্চলের জমিদার গোছের, সে শ্রেণীর সাধারণতঃ যেভাবে জীবন যাপন করে তাঁরাও সেইভাবেই করে এসেছেন। কিন্তু তাহলেও আমার এই যে বৈশিষ্ট্য আমার ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত, হয়তো তা পেয়েছি আমার ঠাকুমার কাছ থেকে। তিনি ছিলেন ফরাসি শিল্পী ভের্নের বোন। পূর্বপুরুষ শিল্পী হলে উত্তরাধিকারীর মধ্যে তা অনেক সময় অদ্ভুতভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ওয়াটসন বললেন—কী করে জানলে, এটা তোমার বংশানুক্রমিকভাবে পাওয়া?

কারণ আমার ভাই মাইক্রফটের মধ্যে এ গুণ আমার চেয়ে বেশি মাত্রায় বর্তমান, হোম্‌স্ বললেন—সত্যিই বলছি যে মাইক্রফটের পর্যবেক্ষণ শক্তি আমার চেয়ে অনেক ভালো। আর সে আমার চেয়ে সাত বছরের বড়।

ওয়াটসন বললেন—তবে তিনি তোমার মতো এতো বিখ্যাত হতে পারেন নি কেন?

হোম্‌স্ বললেন—না, না ওয়াটসন, নিজের গণ্ডীতে তিনি খুবই বিখ্যাত।

সেটা কোথায় তাহলে? ওয়াটসনের কৌতূহল।

হোম্‌সের উত্তর—ধরে নিতে পারো, ডায়োজিনিস ক্লাবে।

ওয়াটসন বললেন—এ নাম আমি কখনো শুনি নি, এবং আমার সে মনোভাব হয়তো আমার মুখের ভাবেই ফুটে উঠেছিল। শার্লক হোম্‌স্ ঘড়িটা বার করে বললেন-ডায়োজিনিস ক্লাব হল লন্ডনের সবচেয়ে আশ্চর্য ক্লাব, আর মাইক্রফট তার সবচেয়ে আশ্চর্য মানুষদের অন্যতম। পৌনে পাঁচটা থেকে আটটা কুড়ি পর্যন্ত তিনি রোজই সেখানে থাকেন। এখন ছয়টা তাই বলছি, এই সুন্দর সন্ধ্যাটায় একটু যদি ঘুরতে রাজি হও তো আনন্দের সঙ্গেই দুটি আশ্চর্য জিনিসের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হোম্‌স্‌রা বেরিয়ে পড়লেন। কথা বলতে বলতে তারা পল-মল-এ পৌঁছে গেলেন। কার্লটন থেকে খানিকটা দূরে একটা বাড়ির দরোজার কাছে এসে হোম্‌স্ থামলেন। তারপর তিনি ওয়াটসনকে চুপ্ করে থাকতে বলে হলঘরের দিকে এগিয়ে চললেন। জানলার কাঁচ দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বিলাসকক্ষ দেখা গেল। হোম্‌স্ ওয়াটসনকে একটা ছোট ঘর দেখালেন, যেটা থেকে পল-মল চোখে পড়ে। তারপর মিনিটখানেক ওয়াটসনকে সেখানে রেখে যাঁকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন, দেখেই বোঝা গেল, তিনি শার্লকের ভাই ছাড়া আর কেউ নয়।

মাইক্রফট মার্লকের চেয়ে লম্বায় চওড়ায় অনেক বড়, অনেক বেশি মজবুতও বটে। বেজায় মোটা। কিন্তু তাঁর মুখটা ভারী হলেও যে তীক্ষ্নতা তাঁর ভাইয়ের বৈশিষ্ট্য তার কিছুটা পরিচয় সেখানে ছিল। তাঁর চোখ অদ্ভুত হাল্‌কা, তরল ধূসর রঙের, সে চোখে সর্বদা সেই সুদূর প্রসারী অন্তমুর্খী দৃষ্টি যা শার্লকের চোখে কেবলমাত্র তখনই দেখা দেয় যখন তিনি কোনো সমস্যার সমাধান পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে থাকেন।

মি. মাইক্রফট ওয়াটসনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—আপনার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলাম। আপনি শার্লকের কাহিনী লিখতে শুরু করা থেকেই তার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়েছে। আচ্ছা, ভালো কথা শার্লক, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি গত সপ্তাহে সেই ম্যানর

হাউস মামলার ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসবে। তুমি বোধ হয় ঠিক ওটার নাগাল পাচ্ছিলে না, না?

না, না, ওটার সমাধান করেছি। হাসতে হাসতে শার্লক বললেন।

নিশ্চয় অ্যাডাম্স্? মাইক্রফটের মন্তব্য।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যাডাম্স্‌ই, হোম্স্ বললেন।

মাইক্রফট বললেন—এ আমি গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। দুইজনে তখন গিয়ে জানলার ধারে বসলেন। মাইক্রফট্ বললেন—মানুষের চরিত্র লক্ষ্য করতে হলে উপযুক্ত জায়গা হল এই। কতো চমৎকার সব নমুনা দেখা যায়। যেমন ধরো ওই দুইজন লোক আমাদের এই দিকেই আসছে।

হোম্স্ বললেন—ওই হল বিলিয়ার্ডের মার্কার, আর ওই অন্য লোকটা?

ঠিক বলেছো, মাইক্রফট বললেন—অপর লোকটি সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?

দুটি লোক এসে জানলার সামনে থেমেছিল। ওয়েস্টকোটের পকেটে কয়েকটা চকের দাগ ছাড়া বিলিয়ার্ডের কোনো চিহ্ন সে লোকটির মধ্যে ছিল না। অপরজন হল, খুব ছোটখাটো, কালচে রঙের মানুষ। তার মাথার হ্যাটটা পেছন দিকে সরিয়ে বসানো, আর বগলে অনেকগুলো বান্ডিল।

শার্লক বললেন—পুরোনো সৈন্য দেখছি।

মাইক্রফটের মন্তব্য—খুব সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন—ভারতে গেছিল কাজে।

শার্লকও সমান তালে বললেন—রয়্যাল আর্টিলারি তাই বোধহয় বউ মারা গেছে। একটা বাচ্চা আছে।

মাইক্রফট বললেন—একটা নয়, একাধিক!

ওয়াটসন দুইজনের পাল্লা দেওয়া দেখে হেসে ফেললেন। বললেন, ঢের হয়েছে! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?

শার্লক বললেন—যার অমন চেহারা আর অমন কর্তৃত্বভরা চালচলন আর রোদে পোড়া চামড়া, সে যে সৈন্য এবং সাধারণ সৈন্যের চেয়ে উচ্চপদস্থ এবং অল্পদিন মাত্র হল ভারত থেকে ফিরেছে এ আন্দাজ করা কঠিন নয় বিশেষ।

আর, বেশিদিন যে সে চাকরি ছাড়ে নি তা বোঝা যায় তার পায়ের সামরিক বুট দেখে—মাইক্রফট মন্তব্য করলেন। তার চলন অশ্বারোহী—সুলভ নয়, তবুও সে হ্যাট পরতো একপাশে হেলিয়ে—ভুরুর সেদিকটার অপেক্ষাকৃত হালকা রং দেখে তা বেশ আন্দাজ করা যায়। আর ওর যা ওজন তাতে মাটি কাটার কাজও ওর ছিল না। কাজেই ও হল গোলন্দাজ বাহিনীর লোক।

শার্লকও সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন—তারপর ধরো ওর পূর্ণ অশৌচের বেশ। এ থেকে বুঝতে হবে যে সে অত্যন্ত প্রিয় কাউকে হারিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, বাচ্চাদের জন্যেও জিনিস কিনেছে। তার একটা আবার খেলনা, যার মানে বুঝতে হবে, বাচ্চাগুলির মধ্যে একটি হল নিতান্ত শিশু। শিশুর জন্মদিনেই হয়তো ওর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আর ওর হাতের ছবির বইটা থেকে বুঝতে হবে যে আরও একটা সন্তানের চিন্তাও তাকে করতে হয়।

ওয়াটসন বুঝতে পারলেন—বন্ধু শার্লক কেন বলতেন তাঁর ভাইয়ের পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর চেয়েও বেশি।

মাইক্রফট কচ্ছপের খোলের নস্যিদানী থেকে নস্যি নিতে নিতে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। তারপর শার্লকের উদ্দেশে বললেন—শার্লক, ঠিক তোমার মনের মতো একটা কাজ আমার কাছে আছে। খুব আশ্চর্য একটি সমস্যা। এর গতি প্রকৃতি অনুসরণ করার মতো উৎসাহ আমার নেই, খাপছাড়া ভাবে যেটুকু চেষ্টা করেছি সেটুকু ছাড়া,—ঘটনাটা যদি শুনতে চাও তো বলি—

www.pathagar.com

শুনবো বৈকি, খুবই আনন্দের সঙ্গেই শুনবো, শার্লক বললেন।

পকেট-বুকের একটা পাতায় কি লিখে বেয়ারা ডেকে মাইক্রফট তাকে সেটা দিয়ে বললেন,-মি. মেলাসকে এখানে আসতে বললাম।

তিনি থাকেন আমার ওপরের তলায়। আমার সঙ্গে সামান্যই আলাপ ছিল! বিপদে পড়ে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মি. মেলাস হলেন আসলে গ্রিক-ভাষাবিদ হিসেবে আশ্চর্য ক্ষমতা তার। কিছু সময় আদালতে দো-ভাষীর কাজ করে আর বাকি সময় পূর্ব-দেশীয় ধনী ব্যক্তি নর্দার্মল্যান্ড অ্যাভেনিউয়ের হোটেলগুলোয় ওঠেন, এবং তাদের গাইডের কাজ করে জীবিকা অর্জন করেন। তাঁর আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক্।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক বেঁটে খাটো গাঁট্টা গোট্টা মানুষ এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি সাগ্রহে শার্লক হোম্সের সঙ্গে করমর্দন করলেন আর যখন শুনলেন বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকটি তাঁর কাহিনী শুনতে আগ্রহী তখন তাঁর দুচোখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল।

মি. মেলাস করুণস্বরে বললেন—পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করে নি। কারণ, তারা বলেছে, এ কখনো সত্যি হতে পারে না। কিন্তু আমি মনে শান্তি পাবো না যতোক্ষণ না আমি জানতে পারছি মুখে প্ল্যাস্টার লাগানো বেচারার কী হল শেষপর্যন্ত।

বলুন, আমি মন দিয়ে শুনছি—হোম্স্ বললেন।

মি. মেলাস শুরু করলেন—আজ বুধবার, ঘটনাটা হল সোমবারের।

আপনি নিশ্চয়ই আমার প্রতিবেশীর কাছে শুনে থাকবেন যে, আমি একজন দো-ভাষী। প্রায় সমস্ত ভাষায়ই আমি দো-ভাষীর কাজ করে থাকি। কিন্তু যেহেতু জন্মস্বত্বে এবং নামেও আমি গ্রিক, তাই ওই ভাষার প্রধান দো-ভাষীর কাজ করে আসছি অনেক দিন ধরেই। হোটেলগুলোয় আমি বিশেষ সুপরিচিত। বিদেশীরা বিপদে পড়লে বা কোনো পর্যটক বেশি রাতে শহরে এসে পৌঁছলে যখন তখন আমার শরণাপন্ন হন। এবং এর ফলে প্রায়ই অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে আমার তলব পড়ে। তাই সোমবার রাতে যখন মি. ল্যাটিমার নামে এক ভদ্রলোক এসে বাড়ির নিচে গাড়ি রেখে আমায় নিয়ে যেতে এলেন তখন আমি কিছুমাত্র অবাক হই নি। এরকম তো প্রায়ই হয়। তিনি বললেন—এক গ্রিক বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, এবং নিজের ভাষা ছাড়া আর কিছু তার জানা না থাকায় তাঁর দো-ভাষীর প্রয়োজন অপরিহার্য। তার বাড়ি কেনসিংটনে। তাড়াহুড়ো করে আমাকে গাড়িতে তুললেন। চেয়ারিং ক্রসের ভিতর দিয়ে আমরা শ্যাফ্ট্স্বেরি অ্যাভেনিউ দিয়ে এগিয়ে চললাম। তারপর এসে পড়লাম অক্সফোর্ড স্ট্রিটে। কেনসিংটনের দিকে যেতে এটা ঘুরপথ হয়ে যাচ্ছে, এই মন্তব্য করতেই আমার মুখোমুখি বসা মি. ল্যাটিমার যেন অদ্ভুত একটা ব্যবহার করলেন। একটা ভয়ঙ্কর লাঠি পকেট থেকে বার করে ভদ্রলোক সেটা সামনে আর পেছনে দোলাতে লাগলেন। যেন, তার ওজন আর শক্তি পরীক্ষা করে দেখছেন। তারপর একটি কথাও না বলে সেটা পাশের সিটের ওপর রেখে দিলেন। এবার তিনি গাড়ির দুইদিকেই দরোজা বন্ধ করে দিলেন। জানলার কাঁচগুলি কাগজ দিয়ে ঢাকা ছিল।

আপনার বাইরে তাকানো বন্ধ করে দিলাম বলে দুঃখিত মি. মেলাস। আমি চাই না যে আপনি পথটা চিনে রাখুন! আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। তো তো করে বললাম, এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যবহার মি. ল্যাটিমার। নিশ্চয়ই জানেন, আপনি যা করছেন তা সম্পূর্ণ বেআইনি।

মি. ল্যাটিমার বললেন—সুযোগ নিচ্ছি। পুষিয়ে দেবো। তবে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি আপনি আজ রাতে কোনোরকম সোরগোল তোলার চেষ্টা করেন বা আমার পক্ষে ক্ষতিকর কোনো কাজ করেন, ব্যাপারটা তাহলে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠবে জানবেন। মনে রাখবেন দয়া করে যে আপনি কোথায় তা কেউ জানে না এবং এই গাড়িতেই হোক বা আমার বাড়িতেই হোক, আপনি এখন সম্পূর্ণভাবে আমার হাতে।

আমি তখন চুপ করে ভাবতে লাগলাম এভাবে আমায় ধরে নিয়ে যাবার কী উদ্দেশ্য হতে পারে ভদ্রলোকের? এবং বুঝতে পারলাম যে বাধা দিয়ে কোনো ফল হবে না। এখন শুধু আমায়

www.pathagar.com

দেখে যেতে হবে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ঘণ্টা দুই মতো আমরা এভাবে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না। চাকার আওয়াজ শুনে বুঝেছি কখনো পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে চলেছি, আর মন্থর নিঃশব্দ গতি থেকে বুঝেছি কখন অ্যাশফালটের রাস্তা দিয়ে চলেছি। গাড়ি চলার এই শব্দের তারতম্য ছাড়া আর কোনো উপায়েই কিছুমাত্র আন্দাজ করা সম্ভব হল না, কোন্‌পথে চলেছি। গাড়ির সামনের কাঁচটা ঢাকা রয়েছে একটা নীল পর্দায়। সোয়া সাতটা নাগাদ আমরা পল-মল থেকে বেরিয়েছি, আর শেষপর্যন্ত যখন আমাদের গাড়ি থামল তখন রাত নয়টা বাজতে দশমিনিট বাকি। ভদ্রলোক গাড়ির দরোজা খুলে দিলেন। নিমেষের জন্যে চোখে পড়ল একটা নিচু খিলান দেওয়া দরোজা, তার ওপর একটা আলো জ্বলছে। তাড়াতাড়ি আমাকে গাড়ি থেকে নামাতেই দরোজাটা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে আমি একেবারে বাড়ির ভিতরে। মনে হল যে পথে ভিতরে ঢুকলাম সেখানে একটা লন, আর তার দুই দিকে সারি দেয়া গাছ। এসব কারুর নিজস্ব এলাকা কি না আন্দাজ করতে পারলাম না।

ভিতরে একটা রঙিন বাতি, কিন্তু এতো কমিয়ে দেওয়া যে এইটুকু মাত্র বুঝতে পারলাম যে ঘরটা বেশ বড়, দেয়ালে ছবি টাঙানো। সেই অস্পষ্ট আলোয় বুঝলাম যে দরোজা খুলেছিল সে লোকটা বেঁটে খাটো, চাষাড়ে, মধ্যবয়সী, দুই কাঁধ গোল। সে আমাদের দিকে ফিরতে সেই আলোয় দেখলাম, তার চোখে চশমা।

তিনি বললেন—ইনিই কি মি. মেলাস?

হ্যাঁ।

বেশ, বেশ। রাগ করেন নি তো, মিস্টার মেলাস? মানে আপনাকে না হলে আমাদের চলছিল না। আপনি যদি কোনোরকম চালাকি না করেন তাহলে আপনার কোনো ভয় নেই, কিন্তু যদি চালাকির চেষ্টা করেন খুব বিপদে পড়বেন বলে দিচ্ছি। নার্ভাসভাবে হোঁচট খেতে খেতে কথা বললেন তিনি। কথার মাঝে মাঝে খিক্‌-খিক্‌ করে হাসতে লাগলেন বটে, তবুও তাঁর কথার ধরনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আমায় নিয়ে কী করতে চান আপনারা?

তিনি বললেন—এক গ্রিক ভদ্রলোক এখানে আসছেন—তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করে উত্তরটা আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। যেটুকু জিজ্ঞাসা করতে বলবো স্রেফ সেটুকুই জিজ্ঞাসা করবেন—না হলে এমন শাস্তি হবে যে—আবার তেমনি খিক্‌-খিক্‌ করে হাসতে লাগলেন।

কথার মধ্যেই তিনি একটা দরোজা খুলে আর একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। এ ঘরটা মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো। এখানেও কম আলো। ঘরে খুব দামি কার্পেট পাতা। কারণ আমার পা কার্পেটে বসে যাচ্ছিল। বয়স্ক ভদ্রলোকটি আমায় বাতিটার নিচের চেয়ারটায় বসতে ইঙ্গিত করলেন। অল্প বয়স্ক ভদ্রলোকটি বেরিয়ে গেছিলেন, তারপর হঠাৎ ডেসিংগাউন পরা এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে ঢুকলেন। মড়ার মতো ফ্যাকাসে তাঁর চেহারা। উজ্জ্বল বড় বড় চোখ দুটি দেখে বোঝা গেল, তাঁর দেহের শক্তির থেকে মনের শক্তি বেশি। মুখমণ্ডল প্ল্যাস্টারে প্ল্যাস্টারে ছাওয়া, আর একটা বড় প্ল্যাসটার ঠিক মুখটার ওপর আঁটা।

গ্রিক ভদ্রলোকটি একটা চেয়ারে এসে ধপাস্‌ করে বসলেন।

বয়স্ক লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন,—স্লেট এনেছো হ্যারল্ড? ওঁর হাত খোলা আছে তো? বেশ, পেন্সিলটা দাও ওঁকে। মি. মেলাস, আপনি প্রশ্ন করবেন, আর উনি তার উত্তর লিখে দেবেন। প্রথমে প্রশ্ন করুন, উনি কাগজগুলো সই করতে রাজি কি না।

প্রশ্ন শুনে তাঁর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। গ্রিক ভাষায় স্লেটের ওপর লিখলেন কক্ষোনো না।

বয়স্ক লোকটির নির্দেশে আমি প্রশ্ন করলাম, কোনো শর্তেই নয়?

গ্রিক ভদ্রলোকটি বললেন—একমাত্র শর্ত হল, আমার চেনা কোনো গ্রিক পুরোহিত আমার সামনে ওর বিয়ে দেবে।

তখন শয়তানি হাসি হেসে উঠল লোকটা।

www.pathagar.com

আমি বললাম—জানেন তাহলে আপনার কপালে কী আছে?

নিজের জন্যে আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না,—গ্রিক ভদ্রলোকটি বললেন।

আমাদের মধ্যে অর্ধেক লেখায় যে কথাবার্তা হল এই হল তার কিছু নমুনা। বারবার আমায় জিজ্ঞাসা করতে হল তিনি কাগজগুলো সই করবেন কি না, আর সেই একই ঘৃণাপূর্ণ উত্তর প্রতিবার এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা চমৎকার মতলব আমার মাথায় খেলে গেল। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে আমি নিজে থেকে কিছু কিছু কথা যোগ করে দিতে লাগলাম। প্রথম নিরিহ কয়েকটা প্রশ্ন, যাতে করে নিঃসন্দেহ হতে পারি যে আমার সঙ্গীরা তা ধরতে পারছে না। তারপর যখন দেখলাম তেমন কোনো লক্ষণ ওদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে না। তখন আমি এক বিপজ্জনক খেলা শুরু করলাম।

আমাদের কথাবার্তা তখন এই ধরনের হল—

আমি বললাম—এই একগুঁয়েমিতে কোনো ফলই হবে না!—আপনি কে?

উত্তর এল আমি গ্রাহ্য করি না। আমি লন্ডনে নতুন এসেছি তাহলে আপনাকে মরতে হবে। কতোদিন এখানে এসেছেন? তা হোক্। তিন সপ্তাহ।

সম্পত্তিটা তো কোনো মতেই আপনার হতে দেবো না। কী হয়েছে আপনার?

তাহলেও তা শয়তানদের হাতে দেবো না। এরা আমায় খেতে দিচ্ছে না।

সই করলে আপনি ছাড়া পাবেন। কী বাড়ি এটা?

সই আমি কোনোমতেই করবো না। জানি না।

এতে করে তাঁর কোনো উপকার হচ্ছে? আপনার নাম কী?

সে কথা ও আমাকে নিজে বলুক! ক্রাতাইদিস্।

সই করলে তাঁর দেখা পাবেন। কোথা থেকে এসেছেন?

তবে বরং নাই দেখা পাব। এথেন্স।

মি. হোম্‌স্, আর পাঁচ মিনিট সময় পেলেই ওদের চোখের সামনেই আমি সমস্ত কাহিনীটা জেনে ফেলতে পারতাম। বলতে কি, এর পরের প্রশ্নেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠতো কিন্তু সেই মুহূর্তেই দরোজাটা খুলে গেল, আর একজন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। অস্পষ্ট যা দেখলাম তাতে মনে হল মহিলাটি দীর্ঘকায়া, সুন্দরী, মাথার চুল কালো, আর পরনে ঢিলে সাদা গাউনের মতো পোষাক।

ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে তিনি বললেন—হ্যারল্ড, আর আমি থাকতে পারছি না। বড্ড একা একা এখানে,—হা ঈশ্বর এ যে পল!

গ্রিক ভাষায় এই শেষের কথাটা উচ্চারণ হতেই ভদ্রলোকটি পাগলের মতো চিৎকার করে মুখের প্ল্যাস্টারটা খসিয়ে ফেলে বললেন—সোফি, সোফি! তারপর দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। মুহূর্তের আলিঙ্গন, কারণ অল্পবয়স্ক ভদ্রলোকটি মহিলাটিকে ধরে ঘর থেকে নিয়ে গেলেন। আর বয়স্ক ভদ্রলোকটি সহজেই দুর্বল মানুষটিকে কাবু করে নিয়ে অন্য দরোজাটা দিয়ে চলে গেলেন। মুহূর্তের জন্যে আমি একা হয়ে গেলাম। লাফিয়ে উঠলাম আমি। কেমন যেন মনে হল হয়তো এবার কোনো সূত্র পেয়ে এ বাড়িটা সম্বন্ধে জানতে পারবো। ভাগ্যে আমি তেমন কোনো চেষ্টা করি নি, কারণ আমি দেখলাম বয়স্ক ভদ্রলোকটি দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন—ঠিক আছে, মি. মেলাস। আপনি আমাদের খুব গোপন ব্যাপারটা জেনেছেন। আপনাকে আমরা বিরক্ত করতাম না কিন্তু আমাদের গ্রিক জানা বন্ধু পূর্বাঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হওয়ায় তার জায়গায় আর একজনের দরকার হল।

ভাগ্যক্রমে আমরা আপনার এই গুণের কথা শুনেছিলাম। আপনাকে ধন্যবাদ, এই নিন পাঁচ পাউন্ড, আশা করি এই যথেষ্ট। মনে রাখবেন, আমার বুকে টোকা মেরে তেমনি হাসির সঙ্গে বললেন, এ সম্বন্ধে যদি কাউকে কোনো একজনকেও কিছু বলেন—জানবেন, একমাত্র ঈশ্বরই তখন আপনার ভরসা! বাতির আলোটা তাঁর ওপর পড়ায় এখন তাঁকে স্পষ্ট দেখা গেল।

www.pathagar.com

তার হলদেটে মুখ, চোখ বড় বড়, ছোট্ট ছুঁচলো দাড়ি, শীতল দৃষ্টিতে শয়তানি আর অপার নিষ্ঠুরতার পরিচয়। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন—আমাদের খবর নেবার বিশেষ পদ্ধতি আছে। এই ঘটনা ফাঁস করলে আপনাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এবার আসুন। বন্ধু আপনাকে গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আবার সেই নীরব যাত্রা। সেই ঢাকা জানলা। মি. ল্যাটিমারের পাহারা দেওয়া আমাকে। শেষপর্যন্ত মধ্যরাতের একটু পরে গাড়ি থামল। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে মি. ল্যাটিমারের পাহারা দেওয়া আমাকে। শেষপর্যন্ত মধ্যরাতের একটু পরে গাড়ি থামল। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে মি. ল্যাটিমার বললেন—গাড়িটার পিছু নেওয়ার চেষ্টা করলে বিপদে পড়বেন।

গাড়িটা চলে যেতেই, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম—বুঝতে পারছিলাম না কোথায় এসে পড়েছি। এমন সময় দেখলাম কে একজন অন্ধকারে আমার দিকে আসছে। রেল লাইনের সিগ্‌ন্যালের আলো চোখে পড়ল। লোকটি এগিয়ে আসতেই দেখলাম সে একজন রেলের-কুলি। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, জায়গাটার নাম ওয়াণ্ডসওয়ার্থ কমন। সেখান থেকে মাইল খানে হেঁটে ক্ল্যাপহ্যাম জংশনে গিয়ে ভিক্টোরিয়ার শেষ গাড়ি ধরে বাড়ি ফিরলাম।

মি. হোম্‌স্ এই হল ঘটনা। আমি কোথায় গেছিলাম, কার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, জানি না। তবে আমি সেই বেচারাকে সাহায্য করতে চাই। পরদিনই আমি মি. মাইক্রফট হোম্‌স্‌কে সব ঘটনাটাই বলি। তারপর পুলিশে খবর দিই। কিছুক্ষণ চুপ্ করার পর শার্লক তার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন কিছু চেষ্টা করা হয়েছে?

পাশের টেবিলে ডেলি নিউজ কাগজটা ছিল। সেটা তুলে নিলেন মাইক্রফট—

'এথেন্স থেকে আসা পল ক্রাতাইদিস নামে এক ভদ্রলোক সম্বন্ধে কোনো খবর পেলে পুরস্কার দেওয়া হবে।'

ভদ্রলোক ইংরাজি জানেন না। এক গ্রিক মহিলা সম্বন্ধে খবর পেলেও অনুরূপ পুরস্কার দেওয়া হবে। ভদ্রমহিলার নাম সোফি। এই বিজ্ঞাপনটা সমস্ত দৈনিক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু খবর আসে নি। গ্রিক দূতাবাস থেকেও খবর আসে নি কোনো। এথেন্সের পুলিশের কাছ থেকেও কোনো খবর পাওয়া যায় নি। মাইক্রফট বললেন—শার্লক মামলাটা তুমি গ্রহণ করো। আর কতোদূর এগোচ্ছ খবর দিও।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন হোম্‌স্, সেই সঙ্গে ওয়াটসনও।

যাবার সময় হোম্‌স্ বললেন—মি. মেলাস আপনি খুব সাবধানে থাকবেন। কারণ বিজ্ঞাপনগুলো থেকে ওরা বুঝবে যে আপনি ওদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন।

বাড়ি ফেরার পরে হোম্‌স্ একটা পোস্ট অফিস থেকে অনেকগুলো টেলিগ্রাম করলেন। তারপর পথে যেতে যেতে ওয়াটসনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হল।

ওয়াটসনকে হোম্‌স্ বললেন—আমার মনে হয় হ্যারল্ড ল্যাটিমার নামে ওই ইংরেজটা ওই গ্রিক মহিলাটিকে নিয়ে এথেন্স থেকে পালিয়ে এসেছে। এই লোকটা গ্রিক এক বর্ণও বোঝে না, কিন্তু মহিলাটি ইংরাজি মোটামুটি ভালোই বলতে পারেন। সুতরাং বুঝতে হবে যে কিছুকাল তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে বাস করেছেন, ইংরেজ যুবকটি গ্রিসে যায় নি।

বেশ, তাহলে ধরে নেওয়া যায় মহিলাটি ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন আর এই হ্যারল্ড তাঁকে ফুঁসকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে। ওয়াটসনের এই কথার উত্তরে হোম্‌স্ মাথা নেড়ে বললেন—সেটা বরং সম্ভব।

পুনরায় ওয়াটসন বললেন—তারপর ওই ভাই—ওঁরা ভাইবোনই হবেন নিশ্চয়—গ্রিস থেকে এসে বাধা দেন, আর বোকার মতো ওই যুবক আর তাঁর সঙ্গীত বয়স্ক লোকটির কবলে পড়ে যান। তারা তাঁর ওপর অত্যাচার করে এবং মহিলাটির সম্পত্তি তাদের নামে লিখিয়ে নেবার জন্যে তাঁর ওপর জবর দস্তি করে—এ সম্পত্তির অছি বোধহয় তিনি। এতে আপত্তি জানান ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এদের দো-ভাষীর প্রয়োজন হয়। এবং সেজন্য মি. মেলাসের ডাক পড়ে—আগে অন্য একজন দো-ভাষী ছিল। ইতিমধ্যে ভাই যে এসেছে এ

www.pathagar.com

কথাটা মহিলাটির কাছ থেকে গোপন রাখা হয়—নিতান্ত আকস্মিকভাবেই দেখা হয়ে যায় ওঁদের।

চমৎকার ওয়াটসন, চমৎকার! হোম্‌স্ বলে উঠলেন—সত্যি, আমার মনে হচ্ছে তুমি যা আন্দাজ করেছো তা আসল ঘটনার কাছাকাছি। দেখছো তো, সমস্তগুলো সূত্রই আমাদের হাতে। একমাত্র ভয় হল এখন, ওরা না হঠাৎ মারধর শুরু করে। সময় পেলে অতি অবশ্যই ওদের ধরবো।

কিন্তু বাড়িটা খুঁজে পাবো কী করে? ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্ গম্ভীরস্বরে বললেন—আমাদের অনুমান যদি সত্যি হয় আর মেয়েটির নাম হয় সোফি ক্রাতাইদিস, তাহলে ওদের খুঁজে পেতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। সেইটাই আমাদের প্রধান ভরসা—কারণ ভাইটি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বোঝা হ্যারল্ড মেয়েটির সঙ্গে এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে খানিকটা সময় নিয়েছিল—কয়েক সপ্তাহ অন্তত কারণ ভাই গ্রিসে খবরটা পেয়েছে এবং তারপর সেখান থেকে এসেছে।

এই সময়টা যদি মেয়েটি একই জায়গায় থেকে থাকে তাহলে হয়তো মাইক্রফটের বিজ্ঞাপনের কোনো উত্তর পাবো।

কথা বলতে বলতে ওয়াটসনরা বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে গেলেন। হোম্‌স্ সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে চলছিলেন। ঘরের দরোজাটা খুলেই তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে ওয়াটসনও চমকে উঠলেন। আরাম চেয়ারে বসে তাঁর ভাই মাইক্রফট ধূমপান করে চলেছেন।

এসো শার্লক, ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন—আসুন আসুন মশাই। আমাদের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন তিনি—এতোটা উদ্যম তুমি আমার কাছ থেকে আশা করো নি, তাই না? কিন্তু কেন জানি না, এই মামলাটা আমায় আকৃষ্ট করেছে।

কী করে এলে এখানে? হোম্‌স্ বললেন।

মাইক্রফট হাসতে হাসতে বললেন—একটা গাড়ি করে, তোমাদের অতিক্রম করে।

হোম্‌স্ বললেন—নতুন কিছু ঘটনা ঘটেছে?

তোমরা চলে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিজ্ঞাপনের একটা উত্তর এসেছে। মাইক্রফট বললেন—এই দেখো J মার্কা নিবে রয়্যাল ক্রিম কাগজে কোনো দুর্বলদেহ মধ্যবয়সী মানুষের লেখা।

মহাশয়,

আপনার আজকের তারিখের বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমি বলছি যে উল্লিখিত তরুণীকে আমি ভালো করেই চিনি। আপনি যদি কষ্ট করে আমার সঙ্গে দেখা করেন তা হ'লে তার দুঃখের কাহিনী সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে পারি। আপাতত তাঁর ঠিকানা—দি. সার্টলস্, বেকেনহ্যাম।

আপনার বিশ্বস্ত

জে ডেভেন পোর্ট।

মাইক্রফট বললেন,—চিঠিটা তিনি লিখেছেন লোয়ার ব্রিক্সটন থেকে। চলো না তাঁর কাছে যাই, বিস্তারিতভাবে সব শুনি।

শার্লক বললেন—কিন্তু মাইক্রফট, বোনের কাহিনীর চেয়ে ভাইয়ের জীবনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার চেয়ে বর স্কটল্যান্ড থেকে ইন্সপেক্টর গ্রেগসনকে নিয়ে সোজা বেকেনহ্যাম চলে যাওয়াই ভালো। প্রতিটি ঘন্টা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

ওয়াটসন বললেন—পথে মি. মেলাসকে তুলি নিলে হয়। হয়তো একজন দো-ভাষীর দরকার হতে পারে।

চমৎকার বলেছো, হোম্‌স্ বললেন—গাড়ি ডাকতে বল বয়কে। কথা বলতে বলতে ড্রয়ার খুলে রিভালভারটা পকেটে পুরলেন। বললেন, সাবধানের মার নেই। যা শুনেছি তাতে মনে হয় একটা সাংঘাতিক দলের বিরুদ্ধে কাজ করতে চলেছি।

www.pathagar.com

পল-মলে মি. মেলাসের ঘরে পৌঁছোতেই প্রায় অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

যে স্ত্রী লোকটি দরোজা খুলে দিয়েছিলেন, সে বলল এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে একটা গাড়ি করে তিনি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—ভদ্রলোক তাঁর নাম বলেছিলেন? স্ত্রীলোকটি বলল—আজ্ঞে না।

ভদ্রলোক কি তরুণ, লম্বা, সুপুরুষ? গায়ের রঙ কি তাঁর ময়লাটে? হোম্‌সের প্রশ্ন।

আজ্ঞে না, না। ভদ্রলোক বেঁটেখাটো, চোখে চশমা, মুখটা সরু। আর বেশ হাসিখুশি। কারণ যতোক্ষণ কথা বলছিলেন সবসময়েই হাসছিলেন তিনি। স্ত্রীলোকটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বললেন।

হঠাৎ শার্লক হোম্‌স্ বলে উঠলেন,—তাড়াতাড়ি চলো, ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠেছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দিকে যেতে যেতে তিনি বললেন,—লোকগুলো পুনরায় মি. মেলাসকে কব্জা করেছে। নিশ্চয় কাজ করিয়ে নেবার জন্যেই শয়তানটা ওঁকে আবার নিয়ে গেছে। আর কাজ আদায় করার পর বিশ্বাসঘাতক বলে শাস্তি দেবে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে ইন্সপেক্টার গ্রেগসনের সঙ্গে দেখা করে বাড়িটায় প্রবেশ করার অনুমতি সংগ্রহের ঝামেলা কাটিয়ে উঠতেই কেটে গেল এক ঘণ্টা। লন্ডন ব্রিজে পৌঁছোতেই পৌনে দশটা, আর বেকেনহ্যাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামতেই সাড়ে দশটা বেজে গেল। আধ মাইলটাক যেতেই 'মার্টলস'—এ পৌঁছোলেন হোম্‌স্‌রা। বড়সড় অন্ধকার বাড়িটা রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে ইন্সপেক্টারসহ সকলে ধীরে ধীরে বাড়িটার দিকে এগোলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন—জানলাগুলো দেখছি সব অন্ধকার। বাড়িতে লোকজন নেই মনে হচ্ছে।

হোম্‌স্ বললেন—পাখি উড়ে গেছে, খালি বাসা ফেলে রেখে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে ভারি একটা গাড়ি এখান থেকে চলে গেছে।

গ্রেগ্‌সন মুচকি হেসে বললেন—গেটের আলোয় চাকার দাগ অবশ্য দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু মালপত্র পেলেন কি সে?

হোম্‌স্ উত্তর দিলেন—ভালো করে দেখো, সেই একই চাকার দাগ ওদিক থেকে এসেছে, দাগটা হালকা। আর বাইরের দিকে যখন গেছে সে দাগটা অনেক বেশি গভীর। সুতরাং এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় বাইরের দিকে যাবার সময় গাড়িটা প্রচুর ভার বহন করে নিয়ে গেছে।

মি. গ্রেগসন খুব জোরে জোরে দরোজায় ঘা মারতে লাগলেন, ঘণ্টাটা ধরে টানা-হেঁচড়া শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছুই হল না।

হোম্‌স্ কখন যেন সরে পড়েছিলেন—আর কয়েকমিনিটে৷ মধ্যেই তিনি ফিরে এসে বললেন,—একটা জানলা খুলেছি। তারপর একের পর এক ঘর পেরিয়ে হোম্‌স্‌রা একটা বড় ঘরে গিয়ে পৌঁছোলেন। বোঝা গেল এই ঘরটাতেই মি. মেলাসকে ওরা নিয়ে এসেছিল। ইন্সপেক্টর লণ্ঠন জ্বেলেছিলেন। সেই আলোয় দেখা গেল দরোজা দুটো, মশারি, লম্ফ আর সেই জাপানি অস্ত্রশস্ত্র, যার কথা মি. মেলাস আগেই বলেছিলেন। টেবিলের ওপর রয়েছে দুটো খালি গ্লাস, খালি ব্র্যান্ডির বোতল আর একটা ভোজের অবশেষ।

হঠাৎ হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কী?

সকলে বেশ কান পেতে শুনতে পেলেন ওপর থেকে যেন একটা ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ আসছে। হোম্‌স্ তীর বেগে দরোজা দিয়ে বেরিয়ে হলে পৌঁছোলেন। হ্যাঁ, করুন শব্দটা আসছে ওপর থেকে। তীব্র বেগে উপরে ছুটে গেলেন হোম্‌স্। আর সকলে তার পিছু পিছু উপরে উঠলেন। তিনতলায় যে তিনটে দরোজা ছিল, শব্দটা আসছিল মাঝখানের দরোজা দিয়ে। দরোজাটা বন্ধ ছিল, চাবিটা ছিল বাইরে। সজোরে দরোজাটা ঠেলে শার্লক বেগে প্রবেশ করলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি ফিরে এলেন, গলায় হাত দিয়ে।

www.pathagar.com

কাঠকয়লার গ্যাস! হোম্‌স চেঁচিয়ে বললেন—দরোজাটা খোলা থাকুক, গ্যাসটা বেরিয়ে যেতে দিন।

ওয়াটসন উঁকি মেরে দেখলেন, ঘরের একটা আলো হল একটা মরা—নীল শিখা। আলোটা আসছিল ঘরের মাঝখানে রাখা একটা পেতলের তে-পায়া থেকে। মেঝেয় আলো পড়ে একটা অবাস্তব বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। আর ছায়ার মধ্যে দেয়ালে গুঁড়ি মেড়ে পড়ে রয়েছে অস্পষ্ট দুটো আকৃতি। খোলা দরোজা দিয়ে যে সাংঘাতিক বিষাক্ত নিঃশ্বাসের হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছিল তাতে আমাদের দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। কাশি শুরু হল। টাটকা হাওয়া নেবার জন্যে হোম্‌স্ ওপরের সিঁড়ির কাছে গেলেন। তারপর সবেগে ঘরে ঢুকে পেতলের তে-পায়াটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে বললেন,—মাইক্রফট তুমি এটা দরোজার কাছে ধরো, আমি ওদের বের করে আনছি।

দ্রুততার সঙ্গে হোম্‌স্ ও ওয়াটসন ছুটে গিয়ে দুইজনকে টানতে টানতে হলঘরের আলোকিত স্থানে নিয়ে এলেন।

দুইজনেই জ্ঞান হারিয়েছে। ঠোঁট নীল হয়ে উঠেছে। মুখ-চোখ এমন বিকৃত হয়ে পড়েছে যে, শুধু তার কালো দাড়ি আর গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা দেখে আমার কয়েক ঘণ্টা আগে ডায়োজিনিস ক্লাবে দেখা দো-ভাষীকে চিনতে পারলাম। তাঁর দুই হাত আর দুই পা শক্ত করে এক সঙ্গে বাঁধা, একটা চোখের ওপর এক সাংঘাতিক আঘাতের চিহ্ন। অপর ব্যক্তিটিও তেমন ভাবেই বাঁধা। লোকটি লম্বা, শরীর শুকিয়ে প্রায় শেষ অবস্থার সম্মুখীন। অসংখ্য স্টিকিং প্ল্যাস্টার বীভৎসভাবে তাঁর মুখের ওপর লাগানো। বাঁধন খুলে দিয়ে শুইয়ে দিতেই তাঁর কান্নার শব্দ বন্ধ হল। বোঝা গেল যে, অন্তত একজনের পক্ষে বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। তবে মি. মেলাস বেঁচে ছিলেন এবং অ্যামোনিয়া আর ব্রান্ডির সাহায্যে এক ঘণ্টারও অল্প সময়ে তাঁকে চোখ খুলতে দেখা গেল। তারপর ধীরে ধীরে মেলাস সুস্থ হয়ে উঠল।

মি. মেলাস বলল—আগন্তুক ভদ্রলোকটি তাঁর ঘরে ঢুকে জামার হাতার তলা থেকে একটা মারাত্মক অস্ত্র বের করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করবে বলে এমন ভয় দেখায় যে সে দ্বিতীয় বারও তার সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। তাড়াতাড়ি করে তাঁকে বেকেনহ্যামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দ্বিতীয়বারের মতো দো-ভাষীর কাজ করতে বাধ্য হই আমি। ইংরেজ দুইজন এই বলে আমাদের ভয় দেখায় যে তাদের কথামতো কাজ না করলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন তারা দেখল যে কোনোরকম ভয় দেখিয়েই তাঁকে কিছু করা যাবে না, তখন আবার আমাকে বন্দি শালায় নিয়ে যায়। তারপর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে মেলাসকে ধমক দিয়ে লাঠির এক আঘাতে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর তাঁর আর কিছু মনে নেই।

এই হল গ্রিক দো-ভাষী ভদ্রলোকের আশ্চর্য মামলা। এ মামলার রহস্য এখনও সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয় নি। যে ভদ্রলোক বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা জানতে পারি যে হতভাগ্য তরুণীটি গ্রিসের এক ধনী পরিবারের কন্যা। ইংল্যান্ডে এসেছিলেন তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে হ্যারল্ড ল্যাটিমার নামে এক তরুণের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁর ওপর সে প্রভাব বিস্তার করে এবং শেষপর্যন্ত তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি করায়। তাঁর বন্ধুরা এই ব্যাপারে চমকে ওঠেন এবং এথেন্সে তাঁর ভাইকে খবরটা দিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করে আর এ নিয়ে মাথা ঘামান না। ভাইটি লন্ডনে এসে বেহিসেবীর মতো ল্যাটিমার আর তার সঙ্গীর আওতায় পড়ে। সঙ্গীটির নাম কেম্প, অতীতের বহু দুষ্কর্মের জন্য দায়ী সে। দুইজন যখন দেখল যে তাদের ভাষা জানা না থাকায় ভদ্রলোককে দিয়ে কিছুই করানো যাচ্ছে না, তাঁকে আটক করে রাখে এবং নিষ্ঠুর আচরণ করে এবং না খাইয়ে রেখে তাঁর আর বোনের সম্পত্তি সমস্তটাই তাদের নামে লিখে দেবার জন্যে জোর করতে থাকে। বোনকে না জানিয়ে তারা তাঁকে ওই বাড়িতে আটকে রাখে। তাঁর মুখে প্ল্যাস্টারের বাহুল্যের উদ্দেশ্যই হল, যদি কোনোমতে বোন তাঁর দেখা পেয়ে যায় তাহলে যাতে সহজে

www.pathagar.com

চিনতে না পারে। কিন্তু তরুণীটা গলার সরের মাধ্যমে ভাইকে চিনতে পেরেছিল। মেয়েটি নিজেও ছিল ওদের হাতে বন্দি, কারণ যে লোকটি কোচোয়ানের ভূমিকা নিয়েছিল সে আর তার স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না। এবং দুইজনও ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুল মাত্র। যখন তারা বুঝতে পারল তাদের গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে আর পরিষ্কার বুঝতে পারল যে বল প্রয়োগ করে কোনো ফল হবে না, শয়তান দুটো মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তৈরীহয়ে নিয়ে তরুণীটিকে সঙ্গে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। যাবার আগে তারা প্রতিশোধ নিয়েছে তার ওপর, যে তাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে।

এর কয়েকমাস পরে বুডাপেস্ট থেকে একটা খবরের কাগজের সংবাদ হোম্‌সের চোখে পড়ল। দুইজন ইংরেজি ও একটি মহিলার সঙ্গে যেতে যেতে দুর্ঘটনার মারা পড়ে। দুইজনেই মারা পড়ে ছুরিকাঘাতে। হাঙ্গেরির পুলিশের ধারণা তারা দুইজন ঝগড়া করতে করতে পরস্পরকে মারাত্মক আঘাত করে বসে। হোম্‌স্ কিন্তু এটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি মনে করেন, অন্য রকম। এখনো তিনি বিশ্বাস করেন যে গ্রিক তরুণীটির সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে জানা যাবে কীভাবে তিনি তাঁর ভাইয়ের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

মাসগ্রেভ তন্ত্র

এক শীতের রাতে বেকার স্ট্রিটে শার্লক হোম্‌স্ এবং ওয়াটসন আগুনের পাশে বসে গল্প করছিলেন। ওয়াটসন বললেন, হোম্‌স্ তুমি তোমার সাধারণ সংবাদের খাতায় সব কাগজের টুকরো সাঁটা শেষ করেছো, এখন ঘণ্টা দুয়েক খেটে কাগজগুলো গুছিয়ে ফেললে ঘরটা একটু বাসযোগ্য হয়। ওয়াটসনের এই মন্তব্য যে সঙ্গত নয় এটি তিনি বলতে পারলেন না। তিনি বিরস মুখে উঠে গেলেন তাঁর শোবার ঘরে। সেখান থেকে ফিরে এলেন একটা মস্ত বাক্স টানতে টানতে। সেটা ঘরের মেঝের মাঝখানে রেখে একটা টুল নিয়ে বসলেন তার সামনে। ডালাটা খুলে ফেললেন। দেখতে পাওয়া গেল বাক্সটার প্রায় তিনভাগের এক ভাগ কাগজের বান্ডিলে ভর্তি। বান্ডিল সব লাল ফিতে দিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন করে বাঁধা।

ওয়াটসনের দুষ্টুমিভরা চোখে তাকিয়ে বললেন—এখানে অনেক কেস রয়েছে। তুমি যদি জানতে এর মধ্যে কী আছে তাহলে বাইরের কাগজ বাক্সে ঢুকাতে না বরং বাক্সের থেকে কিছু কাগজ বার করতে বলতে।

ওয়াটসন বললেন—এগুলো সব পুরোনো কেসের দলিল? অনেক বার মনে হয়েছে, এগুলোর খবর যদি পেতাম।

হোম্‌স্ বান্ডিলের পর বান্ডিল তুলতে লাগলেন। তারপর বললেন, ওয়াটসন, এর সবই যে সার্থকতার কাহিনী তা নয়, তবে এগুলোর মধ্যে ভারি সুন্দর সুন্দর সব বিচিত্র প্রশ্ন আছে। এই বান্ডিলটার মধ্যে দেখো, এই হল মি. টার্লটন খুনের নথি; এই হল মদের ব্যবসাদার ভ্যাম বেরির নথি, এটা হল প্রৌঢ় রুশ রমণীটির ঘটনা। আর এটা হল রিকোলেটি আর তার ঘৃণ্য স্ত্রীর বিবরণ আর এটা হল অ্যালুমিনিয়াম ক্রাচের বিচিত্র কথা। আশ্চর্য তো? আরে এটা বেরিয়ে পড়ল যে! শোনো ওয়াটসন এটা হল একটি মজার ব্যাপার।

বাক্সে নিচের হাতপুরে তিনি একটি ছোট্ট কাঠের বাক্স বার করে, তার ঢাকনি সরিয়ে, ভেতর থেকে এক টুকরো মোচড়ানো কাগজ বার করলেন, সেইসঙ্গে পুরোনো ধরনের একটা পেতলের চাবি, একটা কাঠের খুঁটি—তার সঙ্গে সুতো বাঁধা, আর তিনটে মরচে পড়া কোনো ধাতুর টুকরো।

ওয়াটসনের মুখের ভাব দেখে তিনি বেশ একটু হেসে বললেন,—কি বল, এর থেকে কী মনে হচ্ছে? জেনে রেখো, এটা খুবই বিচিত্র সংগ্রহ। আর এর চারপাশে যে কাহিনী ঘিরে আছে সেটা তোমার কাছে আরও বিচিত্র লাগবে। তারপর তিনি বাক্সের ভিতরের জিনিসগুলি একে একে তুলে যত্নের সঙ্গে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলেন। বললেন,—'মাসগ্রেভ তন্ত্রের' কথা

www.pathagar.com

মনে পড়বার জন্যে এই কটা জিনিসই আছে আমার কাছে। হোম্‌সের চোখে মুখে তৃপ্তির ঝলক। বললেন, তুমি যদি ওয়াটসন, তোমার লেখার মধ্যে এই কেসটার কথা যোগ করো আমি খুশি হবো। কারণ এর ভিতরে এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যা শুধু এ দেশের দুষ্কর্মের ইতিহাসে নয়, সমস্ত পৃথিবীর অপকর্মের তালিকায় বিশিষ্ট ও বিচিত্র। আমার সামান্য কীর্তির তালিকায় এটা যোগ না করলে আমার কীর্তিকাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে। শোনো তাহলে—আমি যখন প্রথম লন্ডনে এলাম তখন ঘর নিয়ে ছিলাম মন্টেগু স্ট্রিটে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এ পাশের এক কোণে। সেখানে মক্কেলের প্রত্যাশা করতাম। আর আমার অফুরন্ত সময় কাটতো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, বিজ্ঞানের যে সব জ্ঞান আমাকে আমার কাজে দক্ষ করে তুলবে সেইসব বিষয়ে পড়াশুনো করে। মধ্যে মধ্যে আমার কাছে কেস আসতো। কেস আসতো সাধারণত আমার পুরোনো ছাত্র-বন্ধুদের মাধ্যমে, কারণ আমার ছাত্রজীবনে শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এবং আমার পদ্ধতি সম্পর্কে নানা রকম কথা আলোচনা হতো। আমার তৃতীয় কেস হল এই মাসগ্রেভ তন্ত্র। এতে যে কতগুলো সাড়াজাগানো ঘটনার পারম্পর্য ছিল এবং তার সঙ্গে কয়েকটি বড় প্রশ্ন এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে আজ আমি যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তার সূচনা বলতে গেলে এর সমাধান থেকেই।

রেজিন্যাল্ড, মাসগ্রেভ আর আমি একই কলেজে পড়তাম। ওর সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছিল। চেহারায় ছিল সম্পূর্ণ অভিজাত, পাতলা, লম্বা নাক, বড় বড় চোখ, ঢিলেঢালা অথচ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার। সে আসলে ইংল্যান্ডের এক অতি প্রাচীন অভিজাত পরিবারের উত্তরাধিকার। পশ্চিম সাসেক্সে সেখানে তাদের হার্লস্টোনের সেই মধ্যযুগীয় জমিদার বাড়ি বোধহয় দেশের সবচেয়ে পুরোনো বাড়ি। আমার মনে হতো ওর প্রাচীন জন্মস্থানের কিছুটা যেন ওর চরিত্রে লেগে আছে। ওর মুখের দিকে চাইলেই আমি ওকে সেই প্রাচীন খিলেনওয়ালা বাড়ির সেই পুরোনো ধরনের জানলার কল্পনার সঙ্গে না মিশিয়ে পারতাম না। আমার মনে পড়তো সেই পুরোনো ভেঙে পড়া সমস্ত প্রথার কথা। মধ্যে মধ্যে আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম।

বছর চারেক ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। হঠাৎই চারবছর পরে ও একদিন আমার মন্টেগু স্ট্রিটের বাসায় হাজির হল। পোষাক-আশাক আগের মতোই। আর ব্যবহারও আগের মতোই পরিচ্ছন্ন, ভদ্র আর অভিজাত। কেমন আছো? জিজ্ঞাসা করতেই সে জানাল—নাঃ ভালো নেই। বছর দুয়েক আগে আমার বাবা মারা গেছেন। তারপর থেকে নানারকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। তারপর একটু থেমে দম নিয়ে বলল—কিন্তু হোম্‌স্‌, শুনলাম তুমি নাকি তোমার যে সব কায়দা দেখিয়ে আমাদের অবাক করে দিতে সেইসব এখন বাস্তব কাজে লাগাচ্ছো?

হোম্‌স্‌ বললেন—আমি বললাম হ্যাঁ, বুদ্ধি খাটিয়েই এখন আমি জীবিক অর্জন করি।

মাসগ্রেভ বলল—আর সেই কারণেই তোমার পরামর্শ আমার কাছে অতি মূল্যবান। আমাদের হার্লস্টোনে কতোকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে ইদানীং। পুলিশ তার সার-উদ্ধার কিছুই করতে পারল না। সত্যি বলতে কি ব্যাপারগুলো খুবই দুর্বোধ্য।

তুমি বুঝতেই পারছো ওয়াটসন, কী আগ্রহের সঙ্গে আমি ওর কথা শুনছিলাম। যে সুযোগের অপেক্ষাতে আমি মাসের পর মাস অকর্মণ্য হয়ে বসে আছি সেই সুযোগ আজ আমার মুঠোর কাছে এসে অপেক্ষা করছে। আমি মনে মনে সঠিক জানি, যেখানে সবাই হেরে যাচ্ছে সেখানে আমি জিতবই। এবার সুযোগ এসেছে যাতে আমি আমার শক্তি পরখ করতে পারবো। আগ্রহের সঙ্গে আমি মাসগ্রেভকে বললাম, সব খুলে বল দেখি!

রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেস আমার সামনে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—তুমি নিশ্চয়ই জানো যে যদিও আমি অবিবাহিত, আমাকে হার্লস্টোনের জন্যে অনেক চাকর-বাকর রাখতে হয়েছে। পুরোনো কালের বহু-বিস্তৃত, এলোমেলো ধরনের ছড়ানো বাড়ি। কাজেই দেখাশোনার

www.pathagar.com

জন্যে অনেক লোক লাগে। তাছাড়া প্রতি বছরই বুনো পায়রা শিকারের সময় আমি অনেককে নিমন্ত্রণ করি। কাজেই সেজন্যেও লোকজন লাগে। কমালে চলে না। সব সমেত আটজন রাঁধুনি, ঝি কর্তা-পরিচারক, দুইজন দারোয়ান, আর একটা বাচ্চা চাকর। তাছাড়া বাগান আর আস্তাবলের জন্যেও আলাদা লোক তো আছেই। এইসব লোকজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিনের চাকরি হল কর্তা-পরিচারক ব্রানটনের। সে ছিল স্কুল মাস্টার। চাকরি গেলে বাবা ওকে চাকরি দেন। বেশ শক্ত চরিত্রের মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই সে আমাদের সংসারে অপরিহার্য হয়ে উঠল। সব কাজেই তাকে প্রয়োজন। যদিও আমাদের বাড়িতে বছর কুড়িরও বেশি আছে, তবুও ওর বয়স খুব বেশি হলে একচল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বছর হবে। চেহারা আর স্বভাব দুই-ই চমৎকার। তাছাড়া ও বেশ কয়েকটা ভাষা অনর্গল বলে যেতে পারে। যে কোনো বাজনার যন্ত্র বাজাতে পারে। যারাই আমাদের ওখানে হার্লস্টোনে গিয়েছে তারা সকলেই মনে রেখেছে সেখানকার কর্তা-পরিচারককে। তাকে অনেকেই ভুলতে পারে নি। কিন্তু হোম্‌স্ এই মানুষটির এতো সব ভালো ভালো গুণ থাকা সত্ত্বেও মেয়েছেলের প্রতি লোভ ছিল প্রচণ্ড। আর পল্লীগ্রামে তার ব্যবহারের জন্যে সে সহজেই মেয়েদের অন্দর মহলে ঠাঁই পেয়ে যেতো।

আর যতোদিন ওর বউ বেঁচেছিল ততোদিন কোনো গোলমাল হয় নি। বউ মরে যাবার পর থেকেই গণ্ডোগোলের শুরু। কয়েকমাস আগে তো মনে হয়েছিল যে ও আবার নতুন করে সংসার পাতবে, কারণ আমাদের রাঁধুনি র‍্যাচেল হাওয়লসের সঙ্গে ও এনগেজড হয়ে বিবাহে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এরপরেই আমাদের শিকার-রক্ষকের মেয়ে জ্যানেট ট্রেজেল্লিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করল। র‍্যাচেলকে ছেড়ে। বড় ভালো মেয়ে র‍্যাচেল। এই ব্যাপারের পর ওর ব্রেন ফিবার হল। এখন ও সারা বাড়িতে বড় বড় চোখ মেলে ওর আগের দিনের ছায়ার মতো নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়। গতকাল তাই দেখে এসেছি। এই হল আমাদের হার্লস্টোনের প্রথম নাটক। কারণ দ্বিতীয় নাটক আরম্ভ হল ব্রানটনের অসম্মানে ও পদচ্যুতিতে।

সেটা কীভাবে আরম্ভ হল তাই বলি। হোম্‌স্, আমি তোমাকে আগেই বলেছি, লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আর এই বুদ্ধিই ওর কাল হল, ওর সর্বনাশ হল ওতেই। কারণ ওর বুদ্ধির জন্যে ওর মধ্যে ছিল এক অদম্য, কৌতূহল এমন সব জিনিস সম্পর্কে, যার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। এর ফলে, ও যে কতো দূর গেছে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। একদিন হঠাৎ সব জানতে পারলাম।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সেদিন রাতে বোকামি করে খাওয়া দাওয়ার পর এক কাপ কড়া পানীয় খেয়েছিলাম। রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত ঘুমের জন্যে চেষ্টা করেও যখন ঘুম এল না তখন উঠে বাতিটা জ্বালালাম। ভাবলাম, যে উপন্যাসখানা অর্ধেকটা পড়া হয়ে আছে সেটা শেষ করি। বইখানা বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে ফেলে রেখে এসেছিলাম। ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে আমি এগোলাম সে দিকে। বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে যেতে গেলে একদফা সিঁড়ি নেমে বন্দুকের ঘর, লাইব্রেরি পার হয়ে যেতে হবে। কাজেই, হোম্‌স্ তুমি কল্পনা করতে পারো যে যখন সিঁড়ি দিয়ে আলোর ছটা আসছে তখন আমি চমকে উঠলাম। আমি তো আলো নিভিয়ে দরোজা বন্ধ করে এসেছিলাম। প্রথমেই আমার চোরের কথা মনে হল। আমাদের হার্লস্টোনের বাড়ির সমস্ত বারান্দা নানান ধরনের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রে সাজানো। তার ভেতর থেকে একটা কুড়ল বেছে নিয়ে, আলোটা সরিয়ে রেখে, আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে লাইব্রেরির ঘরের দরোজার কাছে দাঁড়ালাম। দেখলাম ব্রানটন রয়েছে লাইব্রেরিতে, একেবারে পুরো পোষাক পরে। এক খানা কাগজ হাতে ইজিচেয়ারে বসে আছে সে। গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমি বিস্মিত হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, সে চেয়ার থেকে উঠে পাশের বন্ধ-দেরাজের কাছে গেল, চাবি দিয়ে দেরাজের খোপ খুলে ফেলল। তার ভেতর থেকে একখানা কাগজ বার করে সেটাকে টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখল আলোর কাছে। তারপর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কাগজটি

www.pathagar.com

পড়তে লাগল। অত্যন্ত সহজে, শান্ত চিত্তে এইভাবে ও আমার পরিবারিক গুপ্ত দলিল পরীক্ষা করায় আমার মন রি-রি করে উঠল ঘৃণায়। আমি এক পা এগোতেই ব্রানটন মুখ তুলে আমাকে দরোজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। যে কাগজখানা সে পড়ছিল সেই ম্যাপের মতো কাগজখানা ভাঁজ করে বুক-পকেটের ভিতর রেখে দিল।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—এইভাবে তুমি আমাদের বিশ্বাসের মূল্য দিচ্ছো? তুমি কালই আমার এখান থেকে চলে যাবে।

সে একেবারে ভেঙে পড়া মানুষের মতো আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মাথা নিচু করে, একটি কথাও না বলে। আলোটা তখনও টেবিলের ওপর। তাতেই লক্ষ্য করলাম ব্রানটন দেরাজ থেকে কোন্ কাগজটা বার করে দেখছিল। আশ্চর্য হলাম দেখে, সেই কাগজখানা। ওটাকেই আমরা মাসগ্রেভ-তন্ত্র বলি। ওটা মাসগ্রেভদের পরিবারে একটা বংশানুক্রমিক অনুষ্ঠানের মতো। কাগজখানা আদৌ কোনো প্রয়োজনীয় কিছু নয়, ওটা কেবল তন্ত্রের জড়ানো কায়দায় লেখা। কোনো মাসগ্রেভ সাবালক হলে তাকে ওটা জানতে হয়। বলতে গেলে ওটা একটা পারিবারিক সংস্কারের মতো। হয়তো প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে ওর কিছু সামান্য মূল্য থাকতে পারে।

হোম্‌স্ বললেন,—কাগজটার কথায় বরং আমরা পরে আসব। মাসগ্রেভ বলল একটু সংকোচের সঙ্গে যদি অবশ্য দরকার মনে কর, তবে পরে আসা যাবে। ব্রানটন যে চাবিটা রেখে গেছিল সেই চাবি দিয়ে দরোজাটা বন্ধ করলাম তারপর আমি ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ব্রানটন আবার ফিরে এসেছে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে কাতর ভাবে বলল—মি. মাসগ্রেভ, স্যার আমি এ অসম্মান সহ্য করতে পারব না! আমার যা সামাজিক অবস্থা আমার অহঙ্কার তার চেয়ে বেশি। অসম্মান হলে তা তো হবে আমার মরে যাবার চেয়ে বেশি। যা হয়ে গেছে এরপর যদি আপনি আমাকে কাজে না রাখতে পারেন, তাহলে আমাকে দয়া করে নোটিশ দিতে দিন। আমি মাসখানেকের মধ্যে চলে যাব। সে বরং আমার সহ্য হবে। এইসব অত্যন্ত পরিচিত মানুষদের মধ্যে আমাকে এমনভাবে অপমান করবেন না!

তুমি কোনো বিবেচনার যোগ্য নও ব্রানটন, মাসগ্রেভ বললেন—তুমি অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছো। যাই হোক, তুমি দীর্ঘকাল আমাদের এই পরিবারে রয়েছ। আমার প্রকাশ্যে তোমাকে অপমান করার কোনো ইচ্ছে নেই। একমাস অকেনটা সময়। তুমি এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাবে। যাবার কারণ হিসেবে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারো।

সে অত্যন্ত হতাশ হয়ে বলল—মাত্র এক সপ্তাহ স্যার? পনেরো দিন—ওটাকে পনেরো দিন করুন।

না, এক সপ্তাহ। তার বেশি নয়। তুমি জেনো, তোমার সঙ্গে নরম ব্যবহারই করলাম। ব্রানটন মাথা হেঁট করে ভেঙে পড়া মানুষের মতো চলে গেল।

এরপর দুদিন ব্রানটন অখণ্ড মনোযোগ দিয় খুব আগ্রহের সঙ্গে কাজ কর্ম করতে লাগল। যা ঘটেছে সে সম্পর্কে আমি ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করলাম না। তবে বেশ কৌতূহলের সঙ্গে ওর দিকে নজর রাখলাম; ও কিভাবে নিজের এই অপমানটা সামলে নেয় দেখবার জন্যে। প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশের পর ও আমার কাছে দৈনন্দিন কাজকর্মের আদেশ নিতে আসতো। কিন্তু তৃতীয় দিন আর এল না। আমি খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে র‍্যাচেলের দেখা হয়ে গেল। সদ্য একটা কঠিন অসুখ থেকে ওঠার ওর মুখটা বিবর্ণ আর আশ্চর্যরকমের লম্বা বলে মনে হল। আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, তোমার বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল। শরীরে বল পেলে তারপর আবার কাজে লেগো। যাও। আমার কথা শুনে সে এমন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ হতে লাগল। সে বলল—আমি বেশ শক্ত আছি মি. মাসগ্রেভ।

www.pathagar.com

আমি বললাম—ডাক্তার কী বলে দেখি। তোমাকে এখন কাজ করতে হবে না। তার চেয়ে তুমি বরং নিচে গিয়ে ব্রানটনকে পাঠিয়ে দাও।

র‍্যাচেল বলল—কর্তা পরিচারক চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে? কোথায় গেছে?

সে আবার বলল—সে চলে গেছে। কেউ জানে না কোথায় গেছে। সে তার ঘরে নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে চলে গেছে... চলে গেছে, বলতে বলতে সে পিঠ দেওয়ালে লাগিয়ে ঠেস দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসতে লাগল। আমি তার এই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থা দেখে ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে ধরবার জন্যে লোক ডাকলাম। মেয়েটা পর্যায়ক্রমে হাসতে আর কাঁদতে লাগল। আমি ব্রানটনের খোঁজ করতে লাগলাম। সে যে অন্তর্ধান করেছে এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না। বিছানায় সে গতরাতে ঘুমোয় নি। আগের রাতে নিজের ঘরে ঢোকবার পর তাকে আর কেউ দেখেনি। কিন্তু সে যাবে কোন্ দিকে? ঘুরের দু'টো জানলা দুটো দরোজা বন্ধ ছিল সকাল পর্যন্ত। তার জামা কাপড়, তার ঘড়ি, এমনকি তার টাকা-কড়ি পর্যন্ত সবই ঠিক রয়েছে। নেই কেবল তার কালো স্যুটটা। তার বুটটা ঘরে রয়েছে। নেই চটিটা। তাহলে রাতে ব্রানটন গেল কোথায়? তার হলই বা কী?

আবার তন্নতন্ন করে খোঁজা হল সারা বাড়ি। কিন্তু কোথাও তার দেখা পাওয়া গেল না। তখন আমি স্থানীয় পুলিশকে কবর দিলাম। পুলিশরাও কোনো খবর দিতে পারল না।

এদিকে দুদিন ধরে র‍্যাচেল হাওয়েলস অসুস্থ। কখনো কখনো বিকারের ঘোরে ভুল বকছে, কখনও বা হিস্টিরিয়া গ্রস্তের মতো চেঁচাচ্ছে। তাই তার কাছে থাকবার জন্য একজন নার্স রাখা হল। ব্রানটন নিখোঁজ হবার পর তৃতীয় রাতে র‍্যাচেল বেশ চমৎকার ঘুমিয়েছিল তাই নার্সও পাশের চেয়ারে বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে সে দেখে বিছানা খালি, জানলা খোলা, রোগীর চিহ্ন নেই। আমাকে তখনই খবর দিয়ে জাগানো হল। দু'জন দারোয়ানকে নিয়ে খোঁজা শুরু হল। সে কোন্ দিকে গেছে খুঁজে বার করতে বেগে পেতে হল না। কারণ জানলার নিচ থেকে তার পায়ের চিহ্ন লক্ষ করে মাঠ পার হয়ে একটা লেকের ধার পর্যন্ত গেলাম। সেখানে পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে গেছে। লেকে আট ফুটের মতো জল আছে। কাজেই, হোমস তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, যখন মেয়েটার একটা ওড়না পেলাম জলের ধারে তখন আমাদের মনের কী অবস্থা!

সঙ্গে সঙ্গে টানা জালের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু দেহটার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। বরং জলের ওপর একটা অদ্ভুত জিনিস পাওয়া গেল। একটা পশমি ব্যাগ, তার মধ্যে অনেকগুলো বিবর্ণ মরচে ধরা ধাতুর টুকরো, আর তার সঙ্গে কতোকগুলো পাথরের আর কাচের টুকরো। তারপর অনেক খোঁজ করেও ব্রানটন বা র‍্যাচেল কাউকেও পাওয়া গেল না। স্থানীয় পুলিশের বুদ্ধিতেও কিছু কুলোচ্ছে না। তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে তোমার কাছে এসেছি হোমস।

তুমি কল্পনা করতে পারো ওয়াটসন, কী গভীর আগ্রহে সমস্ত ঘটনাটি শুনলাম আর মনে মনে সেগুলিকে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করলাম। সেইসঙ্গে আমার চিন্তা এমন একটা সাধারণ সূত্র সন্ধান করতে লাগল যা দিয়ে সবটাকে একসঙ্গে গাঁথতে পারা যায়।

ব্রানটন গেছে, রাঁধুনি গেছে! রাধুনিটি প্রথমে ব্রানটনকে ভালোবাসত, তারপর তাকে ঘৃণা করতো। কর্তা পরিচারক ব্রানটনের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সে লেকের জলে নানান বিচিত্র পদার্থ পূর্ণ ব্যাগ ফেলে দিয়েছিল। এইসব ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। অথচ এর কোনোটাই ঠিক ঘটনার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যায় না। আমার জটপাকানো চিন্তাটা হঠাৎ একজায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আমি বললাম,—মাসগ্রেভ, ব্রাইটনের চাকরি যেতে পারে এ ঝুঁকি সত্ত্বেও যে কাগজখানা দেখা দরকার মনে করেছিল সেই কাগজখানা আমাকে দেখতেই হবে।

মাসগ্রেভ বলল—ওটা একটা ফালতু ব্যাপার। আমাদের একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান, যাকে মাসগ্রেভ-তন্ত্র বলেছি। তবে, ওটাকে সহ্য করা যায় পুরানো ব্যাপার বলে। তবে, ওটাকে

www.pathagar.com

চাও তো প্রশ্নোত্তরটা ওপর একবার চোখ বুলোতে পারো।

এই যে কাগজটা কাগজটায় যা লেখা ছিল তা হল—হোম্‌স্ পড়তে লাগলেন

—এ ছিল কার?

—যে গিয়েছে তার।

—এ হবে কার?

—আসবে যে তার।

—সে কোন মাস?

—একের পর একের সঙ্গে পাঁচ।

—সূর্য ছিল কোথায়?

—সেই ওক গাছের মাথায়।

—ছায়া ছিল কোথায়?

—এলম ছিল যেথায়।

—পা পড়ল কীভাবে?

—দশের সঙ্গে দশ যাও উত্তরে, পাঁচের সঙ্গে পাঁচ যাও পূবে, দুয়ের সঙ্গে দুই যাও দক্ষিণে, একের সঙ্গে এক পশ্চিমে যাও যেমন নিচে যাও তেমন।

—তার জন্যে দেবে তুমি কী?

—যা আছে আমার সব তুলে দিই।

—দেব কিসের জন্যে?

—বুকের মধ্যে ধর্ম আর বিশ্বাস যে জাগে।

মাসগ্রেভ বলল—মূল লেখাটার মধ্যে কোনো তারিখ নেই। কিন্তু বানান দেখে মনে হয় যে ওর রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময়। তবে, আমার মনে হয় এই রহস্য সমাধানের জন্যে এটা কোনো কাজেই আসবে না।

হোম্‌স্ বললেন—মাসগ্রেভ, আমাকে ক্ষমা করতে হবে যদি আমি বলি যে এই কর্তা-পরিচারক তার প্রভুদের দশ-পুরুষের চেয়ে চতুর, তার দৃষ্টিও স্বচ্ছ।

মাসগ্রেভ বলল—আমি তোমার কথা ঠিক ধরতে পারছি না। এই কাগজ খানার কোনো বাস্তব মূল্য আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

হোম্‌স্ বললেন—আমার তো মনে হয় এটা ভীষণ বাস্তব। আর আমার ধারণা, ব্রানটন কাগজখানাকে এই চোখ দিয়েই দেখেছিল। আমার আরও ধারণা, তুমি যে রাতে ওকে ধরেছিলে তার আগে একাধিক রাতে ও কাগজখানা দেখেছিল।

মাসগ্রেভ বলল—খুবই সম্ভব। আমরা এটা গোপন করবার চেষ্টাই করিনি।

হোম্‌স্ বললেন—আমার মনে হয়, সে শেষবারের মতো স্মৃতিকে ঝালিয়ে নেবার জন্যে ওটা বার করেছিল। তুমি যা বললে তা থেকে বুঝলাম সে এই কাগজটা থেকে যে ম্যাপটা সে কোলের ওপর রেখেছিল সেটা মিলিয়ে নিয়ে আবার নিজের পকেটে রেখেছিল।

হ্যাঁ, তা ঠিক। মাসগ্রেভ বললেন—কিন্তু আমাদের পরিবারের এই লুকোনো প্রথাটার সঙ্গে ওর যোগাযোগই বা কী, আর এই কিম্ভুত কথা গুলোর মানে কি?

হোম্‌স্ বললেন—সেটার অর্থ বার করা খুব কঠিন হবে না। তোমার আপত্তি না থাকলে আমরা প্রথম ট্রেনেই সাসেক্‌সে যাবো। সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করবো।

হোম্‌স্ বললেন—ওয়াটসন, সেদিন বিকেলেই আমরা হার্লস্টোন পৌঁছে গেলাম। তুমি হয়তো ঐ প্রাচীন প্রাসাদটির বর্ণনা পড়েছ ছবিও দেখেছো। লম্বা অংশটা নোতুন তৈরী হয়েছে, পুরোনো অংশ ছোট। ছোটটার থেকেই বড়টা সমকোণ করে তৈরী হয়েছে। পুরোনো অংশটার নীচু ভারী দরোজার মাথায় খোদাই করা—১৬০৭। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন ওর কাঠের কড়ি-বরগা আর পাথরগুলো আরও পুরোনো। সাংঘাতিক মোটা দেওয়াল আর ছোট ছোট জানলা

www.pathagar.com

গুলির জন্যে ওখানকার অধিবাসীরা বাধ্য হয়ে গত শতাব্দীতে নোতুন শাখাটি তৈরী করান, আর পুরোনো অংশটা এখন কেবল মাত্র গুদামঘর হিসেবে এবং মদ রাখার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাড়ির সামনের চমৎকার পার্কে খুব পুরোনো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। যে লেকের কথা মাসগ্রেভ বলেছিল, সেটি ওখানে যাবার বড় রাস্তার পাশে, বাড়ি থেকে দুশো গজ দূরে।

হোম্‌স্ বললেন—ওয়াটসন, আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে এখানে রহস্য নেই, রহস্য মাত্র একটি। আমি যদি বিচিত্র মাসগ্রেভ-তন্ত্রের রহস্য উদ্ধার করতে পারি তাহ'লে সেই সূত্র থেকেই আমি কর্তা-পরিচারক ব্রানটন আর র‍্যাচেল হাওয়েল্‌সের রহস্যের সমাধান করতে পারবো। সেই কারণে আমার মনোযোগ আমি প্রথম ঐ দিকেই ফেরালাম। চাকরটির এই প্রাচীন বিদঘুটে ছড়াটিকে আয়ত্ত করবার এতো চেষ্টা কেন? এই আপাত-অর্থহীন যে ছড়ার গোপন অর্থ গত দশ পুরুষ এই মালিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে স্বভাবতই সেটা নজরে পড়েছিল এই চাকরটির। এবং এর থেকে এর সুযোগ, সে যাইহোক না কেন, নেবার জন্যে সে উঠে পড়ে লেগেছিল। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম এই কাগজটি পড়ে, যে, এই ম্যাপগুলি কোন্-কোন্ বিশেষ স্থানের নির্দেশক? আর যদি আমি জায়গাটি খুঁজে বার করতে পারি তাহলে মাসগ্রেভ কর্তারা এই বিচিত্র ভাষার অন্তরালে যে সত্যকে গোপন করে রেখেছেন তাকে খুঁজে বার করা সহজ হবে। আবিষ্কার করতে হলে আমাকে দুটি কথার বিশ্লেষণ করতে হবে। এক-ওক, দুই-এলম্। বাড়ির সামনেই, রাস্তার ডানপাশে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে সম্রাটের মতো এক ওক। এমন অপরূপ ওক গাছ আর আমি দেখিনি। গাড়িতে রাস্তা পার হতেই বললাম,—মাসগ্রেভ, এই কাগজটা যখন তৈরি হয় তখন এই গাছ দুটি ছিল?

মাসগ্রেভ বললেন—ন্যার্মানরা যখন ইংল্যান্ড জয় করে তখনও ছিল। বহুযুগ থেকে ওই তেইশ্ ফুট চওড়া গাছটি আছে।

হোম্‌স্ বললেন—বুঝতে পারলাম ওয়াটসন, এইখানেই আমার একটা ঘুঁটি পাকা হয়ে গেল। তারপর যখন জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ঐখানটায় একটা পুরোনো এলম্ গাছ ছিল। বছর দশেক আগে বাজ পড়ে ওটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওর গুঁড়িটা পরে আমরা কেটে ফেলি।

হোম্‌স্ মাসগ্রেভের সঙ্গে গাছটা যেখানে ছিল সেখানটা দেখতে গেল। বাড়িতে ঢুকবার আগেই মাঠের মাঝখানে একটা ঘাট-ওঠা জায়গায় হোম্‌স্‌কে নিয়ে মাসগ্রেভ, জায়গাটা দেখাল। দেখা গেল, বাড়ি আর ওক গাছ দুটোর মাঝামাঝি জায়গায় এলম্‌টা ছিল। হোম্‌স্ বুঝতে পারলেন—তার অনুসন্ধান ঠিক পথেই এগোচ্ছে। আর মাসগ্রেভ-এর কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন এলম্ গাছটা লম্বায় চৌষট্টি ফুট।

ছোট বেলায় মাষ্টার মশাই আমাকে ত্রিকোণমিতির অঙ্ক কষতে দিতেন। সে সেব গাদা উচ্চতা মাপা অঙ্ক। আমার ছেলেবেলার আমাদের বাড়ির আশেপাশের সব গাছের উচ্চতা অঙ্ক কষে বার করেছি।

হোম্‌স্ বললেন—এ একেবারে অকল্পিত সৌভাগ্য! আমার সব সূত্র যতো তাড়াতাড়ি প্রত্যাশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি আমার হাতে এসে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বলতো, মাসগ্রেভ, ব্রানটন তোমায় কখনও কি এহেন প্রশ্ন করেছিল?

রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। সে বলল,—তুমি এখন বলছো বলে আমার মনে পড়ছে। কয়েক মাস আগে সহিসের সঙ্গে সামান্য তর্কাতর্কি সময় সে আমাকে গাছটার উচ্চতার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

হোম্‌স্ বললেন,—বুঝলে ওয়াটসন, শুভ সংবাদটি থেকে বুঝলাম যে আমি সঠিক রাস্তাটাই ধরেছি। আমি মাথার ওপর সূর্যের দিকে তাকালাম। আকাশে অনেকটা নীচে নেমেছেন সূর্যদেব। আমি অনুমান করলাম আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সূর্য ওক গাছটার সবচেয়ে মাথার ডালের ওপর নামবেন। তখনই বিচিত্র তন্ত্রের একটি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে।

www.pathagar.com

এল্‌মের ছায়ার অর্থ হল, ছায়ার ওদিকের শেষ প্রান্তবিন্দু। তা না হলে গাছের গুঁড়িটিই সেই বিন্দু বলে ধরবার নির্দেশ থাকতো। তাহলে এখন স্থির করতে হবে, সূর্য যখন ওকের মাথায় আসবে তখন এল্‌মের ছায়ার প্রান্তবিন্দু কোথায় পৌঁছায়। আমি মাসগ্রেভের সঙ্গে লাইব্রেরিতে গেলাম। সেখানে ছুরি দিয়ে কাঠ কেটে একটা গোঁজ মতো তৈরি করে তার সঙ্গে সুতো বাঁধলাম, সেই সুতোয় এক-এক গজ অন্তর গিঁট দিলাম।

তারপর দুটো ছ-ফুট মাপের মাছধরা দাঁড়া নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমার মক্কেলের সঙ্গে গেলাম এলম গাছটার গোড়ায়। ততোক্ষণে সূর্য ওক গাছের মাথার ওপর এসে গেছে। আমি দড়িটা সুতোর অন্য মাথায় বাঁধলাম, আর সেটা দিয়ে তার ছায়ার গতিপথ আর মাপ দেখে মাপলাম সেটা। মাপ দেখা গেল-ন-ফুট। শোনো ওয়াটসন, এইবার আমার কাছে অঙ্কটা সোজা হয়ে গেল। ছ-ফুট একটা রং যদি ন-ফুট ছায়া প্রসারিত করে তাহলে চৌষট্টি ফুট এল্‌ম্-এর ছায়া হবে ছিয়ানব্বুই ফুট। আর সে ভঙ্গীতে এবং যেখানে ছায়াটা পড়েছে সেই ভঙ্গী ও রেখাই ওই ছায়ার গতিপথ। আমি এবার সেই ছিয়ানব্বুই ফুট দৈর্ঘ্যটা মাপলাম। আমাকে তখন সেই ছায়া এনে পৌঁছে দিয়েছে বাড়ির দেওয়ালের প্রায় কাছে। সেখানে একটা গোঁজ পুঁতলাম। ওয়াটসন, যখন আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার গোঁজের দু-ইঞ্চির মধ্যে তার একটি ছোট চাপা গর্ত রয়েছে তখন আর আমার খুশির অবধি রইল না। বুঝলাম যে এ চিহ্ন অনুসন্ধানের পথ ব্রানটনের হাতে তৈরি, আর আমি ঠিক তার পিছন পিছন চলেছি। এই প্রারম্ভ-বিন্দু থেকে কাজ আরম্ভ করলাম। পকেট থেকে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বার করে মূল বিন্দুগুলি স্থির করে নিয়ে আমি এগোতে লাগলাম। প্রতি পায়ের দশটা পদক্ষেপ আমাকে দেয়ালের সমান্তরালে নিয়ে গেল। সেখানে আবার আমি একটা গোঁজ পুঁতলাম। তারপর বেশ সতর্কতার সঙ্গে পূর্বদিকে পাঁচটি আর দক্ষিণে দুটো পদক্ষেপ করলাম। তাতে এসে পৌঁছোলাম পুরোনো দরোজার সামনে। এরপর পশ্চিমে দুই পদক্ষেপের অর্থ হল যে, পাথর বসানো পথ ধরে খানিকটা সরে যেতে হবে আমাকে। ঐ ইঙ্গিতপূর্ণ বিচিত্র ছড়া অনুসারে এই হল আমার জায়গা। ওয়াটসন, ঠিক এর পরেই আমাকে হতাশ হতে হল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমার অঙ্কটাকে কোথাও একটা প্রাথমিক ভুল হয়ে গেছে। ডুবন্ত সূর্যের আলো পাথর বসানো পথের ওপর পড়েছে। দেখলাম পায়ে পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া ধূসর পাথরগুলো একের সঙ্গে অপরটি গায়ে গায়ে সেঁটে আছে। বহুবৎসর সে পাথর গুলি স্থানচ্যুত হয়নি। মেঝের ওপর আঙুল ঠুকলাম। বুঝলাম ব্রানটন এদিকে হাঁটেনি। কারণ দেখলাম সব জায়গায় সমান শব্দ হচ্ছে। কোথাও কোনো ফাঁক বা চিড়ের চিহ্ন নেই। কিন্তু এতোক্ষণে মাসগ্রেভ আমার কাজের তাৎপর্য খানিকটা বুঝেছে। সেও আমার মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, সেও আমার সঙ্গে অঙ্ক কষতে আরম্ভ করেছে মনে মনে। উত্তেজিত হয়ে বলল... এবং নিচ। তুমি যে...এবং নিচেটা বাদ দিলে?

হোমস বললেন,—ওয়াটসন, আমি ভেবেছিলাম এবার খুঁড়তে হবে। কিন্তু আমি ততোক্ষণে আমার ভুল বুঝতে পেরেছি, বললাম, তাহলে এর নিচে মদ রাখার ঘর আছে, তাই না? এবার আমরা মাসগ্রেভ-এর কথা মতো ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলাম। আমার সঙ্গী দেশলাই জ্বেলে একটা লণ্ঠন ধরাল। লণ্ঠনটা একটা ব্যারেলের ওপর রাখা ছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি, এবং এখানে আমরাই প্রথম নই, আমাদের আগে এখানে অন্য লোক এসেছে। ঘরটা ব্যবহার হয়তো কাঠের গুদাম ঘর হিসেবে। কাঠের বান্ডিলগুলো মেঝের ওপর স্তূপ করা ছিল। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে সেগুলো সরিয়ে মাঝখানে খানিকটা জায়গা খালি করা হয়েছে। এই খালি জায়গাটায় একটা পাথরের চাঁই বসানো। তাতে একটা লোহার আংটা। তার সঙ্গে একটা পশমের গলাবন্ধ জড়ানো।

আমার মক্কেল চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এ তো ব্রানটনের গলাবন্ধ! হতভাগা এখানে কী করছিল?

www.pathagar.com

হোমসের পরামর্শে দুজন স্থানীয় পুলিশ ডেকে আরা হল আমাদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে হাজির থাকার জন্যে। তারপর হোমস আংটাটা টেনে পাথরটাকে তোলবার চেষ্টা করলেন। পাথরটা সামান্য একটু নড়ল। তারপর কনস্টেবলের সাহায্যে সেটাকে টেনে তুলে একপাশে সরিয়ে দেয়া হল। তখন একটা কালো গর্ত দেখা গেল যেন হাঁ করে আছে। মাসগ্রেভ লণ্ঠনটা গর্তের ভেতর এগিয়ে ধরল। দেখা গেল, একটা ছোট্ট কামরা সেটা। সাত ফুটগভীর, লম্বা চওড়ায় চারফুট চৌকা। একপাশে একটা পেতল দিয়ে মোড়া কাঠের বাক্স। তার ডালাটা তোলা ওপর দিকে। আর এই যে আজ আমার হাতে দেখছো এই চাবিটা,—এই চাবিটা তালা থেকে বেরিয়ে ছিল। বাক্সের ওপর ধূলোর পুরু আস্তরণ। পোকায় কাঠগুলো কুরে কুরে খেয়েছে। কতোগুলি গোল ধাতুর টুকরো, বোঝাই গেল, পুরোনো মুদ্রা সেগুলি—যেমন আজ আমার এখানে একটা দেখছ, বাক্সের তলায় পড়ে ছিল। তাছাড়া বাক্স খালি।

সেই মুহূর্তে অবশ্য আমরা পুরোনো বাক্সটার কথা ভাবছিলাম না। আমাদের দৃষ্টি সরে গেল বাক্সের পাশে যা ঘাপটি মেরে ছিল তার ওপর। সেটা একটা মানুষের দেহ, কালো স্যুটপরা। সে তালতোবড়া জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে, তার মাথাটি নিচু হয়ে ঠেকে আছে বাক্সের ডালায়। হাত দুটো দু-দিকে ছড়ানো। ওভাবে জড়সড়ো হয়ে বসার জন্যে দেহের সমস্ত রক্তটা যেন মুখে এসে জমেছে। সেই রক্তজমা নীল মুখখানা চেনার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তার উচ্চতা, তার চুল আর পোষাক থেকে আমার মক্কেলের হারানো কর্তাপরিচারক ব্রানটনকে চিন্‌তে ভুল হল না। সে অনেক আগেই মারা গেছে। বেশ কয়েকদিন আগেই। কিন্তু তার দেহের কোথাও কোনোও আঘাতের চিহ্ন মাত্র ছিল না। পরে গর্ত থেকে তার দেহ যখন কনস্টেবলদের সাহায্যে বার করা হল তখনও এমন একটি সমস্যা আমাদের সামনে যা আগের মতোই অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

তোমার কাছে স্বীকার করতে সংকোচ নেই ওয়াটসন যে, আমার এতোক্ষণের খোঁজাখুঁজির ফল হতাশাব্যঞ্জকই মনে হল। আমি ভেবেছিলাম ঐ কাগজটার লেখাটার সমাধান করতে পারলেই সমস্ত সমস্যাটা সমাধান করা যাবে। কিন্তু তখনও আমার মাথায় এল না, মাসগ্রেভ পরিবার কেন এতো ব্যাপক গোপনতা অবলম্বন করেছিল? এবং কী লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল? এ কথা ঠিক যে আমি ব্রানটনের পরিণামের ওপর আলোকপাত করেছি, কিন্তু আমাকে এখন বার করতে হবে ওর এই পরিণাম এল কিভাবে, সে মেয়েটিই বা এই ঘটনায় কী অংশ নিয়েছে? আমি আবার নোতুন করে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম।

ওয়াটসন তুমি তো জানো, এইসব কাজে আমি কী পদ্ধতি অবলম্বন করি? আমি নিজেকে অপরাধীর ভূমিকায় বসিয়ে তার বুদ্ধির মোটামুটি একটা পরিমাফ করে ভাবি, আমি হলে কিভাবে সমস্ত ব্যাপারটা মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতাম, এক্ষেত্রে ব্রানটনের বুদ্ধি একেবারে প্রথম শ্রেণীর বলে মনে হল। সে জানতো এখানে মূল্যবান কিছু আছে এবং পাথরটা অপরের সাহায্য না নিয়ে একা সরানো অসম্ভব। তারপর কী করবে সে? বাইরের কোনোও সাহায্য নেওয়া অসম্ভব ওর পক্ষে, কারণ তাতে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু কাকেই বা বলবে? মেয়েটি ওর প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। কোনো পুরুষ কখনো সঠিক ভাবে বিশ্বাস করতে পারে না যে সে কোনো স্ত্রীলোকের প্রেম চিরকালের জন্যে হারাতে পারে? ব্রাইটন আগের খারাপ ব্যবহারের সংশোধন করে তারদিকে মনোযোগ দিয়ে পুনরায় শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে। ঠিক হয়েছিল ব্রানটন ও র‍্যাচেল রাত্রে দু-জনে এসে একসঙ্গে পাথরটা সরাবে। এই পর্যন্ত ওদের কার্যক্রম কল্পনা করতে পারলাম। কিন্তু আবার মনে হল, দুজন কনস্টেবল আর আমি ধরে তবেই অনেক কষ্টে পাথরটা সরিয়েছি তা'হলে ব্রাইটন ও রোগা র‍্যাচেলের পক্ষে কি করে পাথরটা সরানো সম্ভব? আচ্ছা, আমি হলে কী করতাম? আমি উঠে কাঠের টুকরো ফুট তিনেকের মতো লম্বা। দেখলাম সেটার শেষ প্রান্তটা চেপটে গেছে। আর কতোকগুলোর ধারে চাপ লেগেছে। বোঝা গেল, পাথরটা টেনে তুলে এটা তার মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছিল। কাঠ গুঁজতে গুঁজতে যখন মুখটা বেশ ফাঁকা হয়ে গেছিল তখন তার মধ্যে দিয়ে হামা দিয়ে ঢুকেছে সে। তারপর আংটার

www.pathagar.com

গায়ে বড় কাঠখানা তাড়াতাড়ি ঢুকিয়েছে। তার ফলে বড় কাঠটা চাপ খেয়েছে। কারণ পাথরের বেশ সহজ ওজনটাই ওই কাঠখানা নিয়েছিল। এতোক্ষণ আমি বেশ সহজ সমাধানের মধ্যে দিয়েই চলেছি।

কিন্তু তারপর? পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ব্রানটন গর্তের ভেতরে ঢুকেছে। মেয়েটি ওপরে অপেক্ষা করে থেকেছে। তারপর ব্রানটন বাক্সের ডালাটা খুলেছে, ভিতরের জিনিসগুলো মেয়েটির হাতে দিয়েছে। কিন্তু সেগুলো যখন পাওয়া যাচ্ছে না।—কী ঘটল তখন?

তাহলে সেই র‍্যাচেল হাওয়েলস্ ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করেছে যে গর্তের ঐ লোকটা যে তার অপরিমেয় ক্ষতি করেছে। তার সারা শরীর নিংড়ে নিয়েছে। এই মুহূর্তে সে তার সম্পূর্ণ করায়ত্ত। হঠাৎ তার বুকের মধ্যে প্রতিশোধ-স্পৃহা ধিকি ধিকি অবস্থা থেকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কিংবা আংটার সঙ্গে লাগানো কাঠখানা আকস্মিক ভাবে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে গর্তটাকে ব্রানটনের কবর বানিয়ে দিয়েছিল? না কি সে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে কাঠখানা সরিয়ে নিয়ে ঘটিয়েছে কাণ্ডটা? সে যাই হোক, আমি এখনও কল্পনায় একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি দেখতে পাচ্ছি উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে পালাচ্ছে—কারণ তার পেছনে তখন চাপা আর্তনাদ উঠছে আর গর্তের ভেতর থেকে পাথরটার গায়ে আর্ত আঘাতের মৃদু শব্দ আসছে। মেয়েটির অভিশপ্ত প্রেমিক মরছে পাথরের তলায় চাপা পড়ে।

এই হল মেয়েটির পরদিন সকালের কাগজের মতো সাদা মুখ, চোট-খাওয়া স্নায়ু আর অর্থহীন হাসির রহস্য। কিন্তু বাক্সটায় কী ছিল? সে কী করল বাক্সটা? অবশ্যই জলে ফেলে দেওয়া আর চারদিকে ছড়ানো ঐ পুরোনো ধাতুর টুকরোগুলো আর পাথরের কুচিগুলিই হল সেই জিনিস। প্রথম সুযোগেই সে সেগুলো জলার জলে ফেলে দিয়েছিল। এই ভাবেই সে তার অপরাধের শেষ চিহ্নটুকু বিলোপ করেছিল।

মাসগ্রেভ হোম্‌সের পাশে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। মধ্যে মধ্যে লণ্ঠনটা গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেখছিল ভিতরটা। যে কটা মুদ্রা বাক্সের ভেতর পড়েছিল সেগুলো দেখিয়ে হোম্‌স্ বললেন—এগুলো প্রথম চার্লসের মুদ্রা। মরা এই তন্ত্রের যে তারিখ অনুমান করেছিলাম সেটা ঠিকই। হঠাৎ ঐ তন্ত্রের প্রথম দুটো প্রশ্নের অর্থ আমার মাথায় খেলে গেল। আমি উত্তেজিত ভাবে বললাম—আমরা প্রথম চার্লসের আরও কিছু পাবো। জলা থেকে যে ব্যাগটা তার ভিতরের জিনিসগুলো দেখি!

হোম্‌স্ বললেন—আমরা স্টাডি রুমে ফিরে এলাম। সে আমার হাতে ব্যাগটা। মাসগ্রেভ আমার হাতে ব্যাগটা তুলে দিল। ধাতব টুকরোগুলো প্রায় কালো হয়ে গেছিল। আর পাথরগুলো হয়েছিল দীপ্তিহীন। তাদের একটিকে নিয়ে আমি আমার আস্তিনে ঘষতেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার হাতের তালুর ভেতরে সেটি আগুনের টুকরোর দীপ্তি ছড়াতে লাগল। ধাতবগুলো সব গোল গোল রিং করা। কিন্তু তাদের মূল চেহারা নষ্ট করা হয়েছে বেঁকিয়ে। মাসগ্রেভকে আমি বললাম,—মনে রাখতে হবে যে রাজার মৃত্যুর পরও রাজভক্ত দল ইংল্যান্ডে আধিপত্য লাভের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যখন দেশ ছাড়তে হল তাদের শেষ পর্যন্ত, তখন তাদের মূল্যবান সম্পদ সব পুঁতে রেখে গেছিল। মনে তাদের আশা ছিল আবার শান্তি এলে দেশে ফিরবে তারা।

তখন মাসগ্রেভ বললেন—আমার পূর্বপুরুষ স্যার র‍্যালফ্ মাসগ্রেভ একজন বিশিষ্ট রাজভক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় চার্লসের ডান হাত ছিলেন তিনি।

হোম্‌সও সঙ্গে সঙ্গে তারই সুরে বললেন—ও আচ্ছা! তোমার কথা থেকে শেষ সূত্রটি পেলাম আমি। মাসগ্রেভ, আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই সম্পদ পাবার জন্যে। অবশ্য তুমি তা পেলে বেদনার মাধ্যমে। এই জিনিসগুলো শুধু মূল্যবানই নয়—ঐতিহাসিক মূল্য এগুলির যথেষ্ট।

মাসগ্রেভ বিস্মিত স্বরে বলল—তুমি বলছো কী? এগুলো কী তা হলে?

www.pathagar.com

এটা ইংল্যান্ডের রাজাদের পুরোনো মুকুটটি ছাড়া আর কিছু নয়। হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন।

রাজমুকুট? চম্‌কে উঠলেন মাসগ্রেভ।

হোম্‌স্ বললেন—ঠিক তাই। আচ্ছা, তন্ত্রের প্রথম কথা গুলো একবার মনে করতো।—এ ছিল কার?—যে গিয়েছে তার। এটার অর্থ হল, রাজা প্রথম চার্লসের হত্যার পরের কথা। তারপর-এ হবে কার?—আসবে যে তার। এ হল দ্বিতীয় চার্লসের কথা। তাঁর ফিরে আসাটা নিশ্চিত ছিল।

মাসগ্রেভ বললেন—তাহলে এটি পুকুরে গেল কিভাবে?

হোম্‌স্ বললেন—এর উত্তর দিতে খানিকটা সময় লাগবে। এইটুকু বলে আমি আমার অনুমান এবং যে সব প্রমাণের ওপর আমার সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছি সব বিবৃত করলাম। হোম্‌সের বর্ণনা যখন শেষ হল তখন গোধূলির শেষ আলো প্রকাশিত হয়েছে।

মূল্যবান ঐতিহাসিক প্রীতক চিহ্নটি থলের মধ্যে রাখতে রাখতে মাসগ্রেভ প্রশ্ন করল—তাহলে দ্বিতীয় চার্লস যখন ফিরে এলেন তখন এটা তাঁর কাছে আবার ফিরে গেল না কেন?

হোম্‌স্ বললেন—এ প্রশ্নের সম্ভবত কোনো উত্তর তুমি কোনোদিনই পাবে না। সম্ভবতঃ যে মাসগ্রেভের কাছে এই গোপন সংবাদটি ছিল তিনি ইতিমধ্যে মারা গেছিলেন। তার আগেড় তিনি নিজের উত্তরাধিকারীকে শুধু কাগজটাই দিয়েছিলেন, মূল তথ্য হয় জানানো হয়নি, অথবা জানাতে ভুলে গেছিলেন। সেই থেকেই আজ পর্যন্ত পিতা পুত্রকে এই কাগজ দিয়ে আসছিলেন। এত্তোদিন এমন একজনের হাতে পড়েছিল, যে তার অর্থভেদ করতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে। এই হল মাসগ্রেভ তন্ত্রের ইতিহাস। সেই রাজমুকুট আজও হার্লস্টোন প্রাসাদে রয়েছে। অনেক টাকা দিয়ে তবে সেটি ওরা রাখবার অধিকার পেয়েছে।

ওয়াট্‌সন তুমি যদি ওদের কাছে গিয়ে আমার নাম করো তাহলে সেটি ওরা তোমাকে দেখাবে খুব খুশি হয়েই। র‍্যাচেল হাওয়েলসের কথা আর শোনা যায় নি। খুব সম্ভব এই পাপ কর্মের স্মৃতি বুকে নিয়ে সে কোনো ভিন্ন দেশে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিল।

বিকলাঙ্গ

গ্রীষ্মকালের এক রাত্রে সদ্যবিবাহিত ডক্টর ওয়াটসন সারাদিন ভীষণ খাটাখাটনি সেরে একটা গল্পের বই পড়ছিলেন। হাতের পাইপ থেকে সুগন্ধি তামাকের গন্ধে জায়গাটা ম ম করছিল। ওয়াটসনের স্ত্রী অনেক আগেই দোতলায় চলে গিয়েছিলেন। চাকররা দরোজায় তালা লাগিয়ে বিদায় নিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ওয়াটসন চেয়ার থেকে উঠে তখন পাইপের ছাই পরিষ্কার করায় ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল।

ওয়াটসন ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। তিনি বুঝলেন, কোনো অতিথি আসার এটা সময় নয়। এ নিশ্চয়ই কোনো রোগী। ডাকতে এসেছে নিশ্চয়ই। মানে সারারাত জাগতে হবে! বিরস বদনে দরোজা খুলেই ওয়াটসন চমকে উঠলেন। স্বয়ং শার্লক হোম্‌স্ দরোজায় দাঁড়িয়ে!

খুব অবাক হয়েছো তাই না? হোমস বললেন, অবশ্য এটা বিস্ময়ের কথা। এই দেখো, এখনো তুমি তোমার বিয়ের আগের অভ্যাস আর্কেডিয়া মিক্‌চার তামাক ছাড়তে পারো নি। তোমার কোটের ওই ছাই গুলোই তার নির্ভুল সাক্ষ্য বহন করছে। তুমি সামরিক পোশাকে অভ্যস্ত তাও বোঝা যাচ্ছে। আর আস্তিনে রুমাল রাখাল অভ্যাসটি না ছাড়লে তোমাকে কখনোই পুরোপুরি অসামরিক বলে মনে হবে না। যাই হোক, আজ রাতের মতো তুমি আমাকে জায়গা দেবে?

ওয়াটসন বললেন—এসো এসো, ভিতরে এসো। স্বচ্ছন্দে তুমি এখানে থাকতে পারবে। তুমি থাকলে আমি খুশি হব হোমস।

www.pathagar.com

ধন্যবাদ, হোমস মুচকি হেসে বললেন—আমি তাহলে আশ্রয় পাচ্ছি! আচ্ছা, তোমার বাড়িতে একজন মিস্ত্রি এসেছিল মনে হচ্ছে! মিস্ত্রি মানেই কোনো অসুবিধে! তোমার নর্দমা খারাপ হয়নি তো?

ওয়াটসন বললেন—না, না, গ্যাসটা খারাপ হয়েছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কার্পেটের ওপর তারই বুটের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। হোমস ওয়াটসনকে ব্যস্ত হতে নিষেধ করে বললেন—তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না ওয়াটসন, আমি ওয়াটার্লুতে রাতের খাওয়া সেরে এসেছি। তোমার সঙ্গে বসে বসে এখন শুধু ধূমপান করব। তারপর ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন—সারাদিন ডাক্তারিতে তোমার খুব ধকল গেছে তাই না?

ওয়াটসন তামাকের থলিটা হোমসের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বুঝতে পারলেন কোনো জরুরি দরকার ছাড়া হোমস কিছুতেই এতো রাতে তার বাড়িতে আসত না। যাই হোক আপাতত কৌতূহল দমন করে ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলেন—আমি যে সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম তা তুমি কী করে জানলে?

হোমস একটু চাপা হাসি হেসে বললেন—তোমার অভ্যাসগুলো জানা থাকায় আমার সুবিধা হয়েছে। যখন তুমি কাছাকাছি কোথাও যাও তখন সাধারণত হেঁটে যাও। আর দূরে হলে যাও ঘোড়ার গাড়িতে। তোমার জুতোটা প্রায় অক্ষত দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি কদিন ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করেছ।

ওয়াটসন বললেন—অপূর্ব! অপূর্ব তোমার বিশ্লেষণ!

হোমস বললেন—তাহলে আসল ব্যাপারটা খুলেই বলি, কেমন। একটা সমস্যার ভিতরে কিছু কৌতূহলজনক ঘটনাবলি রয়েছে। আমি ভালো করে ভেবে একটা সমাধানের কাছাকাছি এসেছি। তুমি যদি আমার সঙ্গী হয়ে এর কোনো অংশে উপস্থিত থাকো তবে আমার বিশেষ উপকার হয়।

ওয়াটসন দ্বিধাহীন ভাবে বললেন—আমি তোমায় সাহায্য করতে পারল আনন্দিত হব।

কাল তুমি অলডারশট যেতে পারবে? হোমস বললেন। হ্যাঁ, পারব। জ্যাকসন আমার কাজের ভার নেবে-খন—ওয়াটসনের উত্তর।

হোমস বললেন—তাহলে এই কথাই রইল। ওয়াটার্লু থেকে আমি এগোরোটা দশের গাড়িতে রওনা হতে চাই। আর যদি তোমার ঘুম না পেয়ে থাকে তো সংক্ষেপে ঘটনাটা তোমাকে জানিয়ে রাখি।

ওয়াটসন বললেন—তুমি আসার আগে আমার ঘুম পেয়েছিল এখন ঘুমটা কেটে গেছে!

অলডারশটে রয়্যাল ম্যালোজের ভূতপূর্ব কর্নেল বার্কলের মৃত্যুরহস্যের বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করছি। ঘটনাটা হল, তুমি নিশ্চয় জানো, রয়্যাল ম্যালোজ হচ্ছে ইংরেজ বাহিনীর বিখ্যাত আইরিশ সেনাদল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ও সিপাহী বিদ্রোহে এদের বীরত্ব সবাইকে চমৎকৃত করেছিল। এবং সেই থেকে এরা সবক্ষেত্রেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছে। গত সোমবার পর্যন্ত এদের কম্যান্ডার ছিলেন জেমস বার্কলে। তিনি এক প্রাচীন সাহসী সৈনিক। সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে যোগ দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের সময় অফিসারের পদে উন্নীত হয়। এরপর একসময় পুরো রেজিমেন্টের কম্যান্ডার হন। ঘটনাটা মাত্র দুদিন আগের।

কর্নেল বার্কলের পারিবারিক জীবন মোটামুটি ছিল সুখের। মেজর মারফির কাছ থেকে যতোটুকু শুনেছি, তাতে বেশ বুঝেছি, দুজনের মধ্যে কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি ছিল না। তিনি মনে করেন যে স্ত্রীর প্রতি বার্কলের আনুগত্য তাঁর স্ত্রীর তাঁর প্রতি ভালোবাসার চেয়েও হয়তো কিছু বেশি ছিল। তবে স্ত্রীও স্বামীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। রেজিমেন্টের সবাই তাঁদের এক আদর্শস্থানীয় মধ্যবয়সী জুটি বলে মনে করত। এইরকম একটা বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটবার মতো কোনো কারণ ছিল না। আর শোনো ওয়াটসন, যখন বার্কলে শুধুমাত্র সার্জেন্ট সেই সময় তিনি সেই রেজিমেন্টেরই একজন অশ্বেতকায় সার্জেন্টের মেয়ে ন্যান্সি ডিভয়কে বিয়ে করেন। সুতরাং সেই সময় কিছু সামাজিক ঝামেলাও হয়েছিল আন্দাজ করা যায়। সুতরাং সেই সময়

www.pathagar.com

কিছু সামাজিক ঝামেলাও হয়েছিল আন্দাজ করা যায়। যাইহোক, তাঁরা অল্প সময়ের ভিতরেই নিজেদের মানিয়ে নিয়েচিলেন। মহিলাটি খুবই সুন্দরী ছিলেন। এমনকি ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের পর এখনও তিনি অত্যন্ত সুন্দরী। আর বিশেষ লক্ষণীয় কর্নেলের চরিত্রের কতোকগুলি বিশেষ গুণ। তিনি ছিলেন এক সাহসী, আমুদে, প্রাচীন সৈনিক, কিন্তু কখনো কখনো তিনি হয়ে উঠতেন ভয়ঙ্কর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। মেজর মারফি ও তাঁর তিনজন সহযোগী অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আরেকটা ব্যাপার জানতে পারা গেল যে কখনো কখনো কর্নেল তীব্রভাবে মুষড়ে পড়তেন। প্রায়ই হাসিখুশি মনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি গম্ভীর হয়ে যেতেন অন্তত কয়েকদিনের জন্যে তিনি তীব্র অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা, আর কিছুটা পরিমাণে কুসংস্কারে বিশ্বাস তাঁর সহকর্মীদের চোখে পড়েছিল। অন্ধকার হলেই তিনি একা একা থাকতে পছন্দ করতেন। তাঁর মতো পুরুষোচিত চরিত্রের মানুষের মধ্যে এই ছেলেমানুষীর জন্যে প্রায়ই বন্ধুরা আড়ালে টিপ্পুনী কাটতেন।

রয়্যাল ম্যালোজ—এর প্রথম ব্যাটালিয়ন (মানে, প্রাচীন ১১৭তম) কয়েক বছরের জন্যে অলডারশট-এ ঘাঁটি করেছিল। বিবাহিত অফিসাররা সকলেই ব্যারাকের বাইরে থাকতেন। কর্নেল নিজে এই সময়টুকু ক্যাম্প থেকে আধ মাইল দূরে ল্যাচিন বলে একটা বাড়িতে থাকতেন। বাড়িটার চারদিকেই বেশ কিছুটা জমি ছিল। শুধু পশ্চিম দিকটা বড় রাস্তা থেকে ত্রিশ গজের মতো দূরে ছিল। একজন কোচোয়ান ও দুজন ঝি নিয়ে কর্নেলের ও তাঁর স্ত্রীর ল্যাচিনের সংসার। কেননা বার্কলে দম্পতির কোনো সন্তান ছিল না। এবং সাধারণত রাতে থাকবার মতো কোনো অতিথিও তাঁদের আসত না। এবার শোনো, গত সোমবার ল্যাচিনের নয়টা থেকে দশটার মধ্যের ঘটনা।

শ্রীমতী বার্কলে ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক। গিল্ড অব্ সেন্ট জর্জ-এর ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল। ঠিক আটটায় সেই প্রতিষ্ঠানের এক সিটিং থাকায় শ্রীমতী বার্কলে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরেছিলেন। তিনি যখন বেরোন তখন কোচোয়ান কতোকগুলো সাধারণ কথা শোনে, যে তিনি স্বামীকে বলেন—তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। মিসেস বার্কলে তখন কুমারী মরিসন নামে এক যুবতীর খোঁজ করে তাকে নিয়ে মিটিং-এ যান। প্রায় চল্লিশ মিনিট এই মিটিং চলেছিল। সোয়া নয়টা নাগাদ কুমারী মরিসনকে তাঁর বাড়ির দরোজায় ছেড়ে দিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরেছিলেন।

ল্যাচিনে একটা ঘর যেটাকে প্রাতঃকালীন বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত—এই ঘরটা ছিল রাস্তার মুখোমুখি এবং লনের দিকে একটা কাঁচের দরোজা ছিল। লনটা ছিল তিরিশ গজ লম্বা। রাস্তা থেকে রেলিং দেয়া দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এইটাতেই শ্রীমতী বার্কলে ফিরে এস ঢুকেছিলেন। জানলায় পর্দা দেওয়া ছিল না, কেননা সন্ধ্যার পর এটা ব্যবহার করা হত না। শ্রীমতী বার্কলে ঘরে এসে আলো জ্বালাবার পর ঝিকে ডেকে এক কাপ চা আনতে বললেন। সাধারণত তিনি এ সময়ে চা খেতেন না। কর্নেল খাবার ঘরে বসেছিলেন, কিন্তু মিসেসের আগমন সংবাদ পেয়ে স্ত্রী যে হলঘরে বসেছিলেন সেখানে গেলেন। কোচোয়ান তাঁকে হলঘর পার হয়ে সেই ঘরে ঢুকতে দেখে। তারপর আর তাঁকে জীবিত দেখা যায় নি। যে চায়ের কথা বলা হয়েছে তা আনা হয়েছিল দশ মিনিটের মধ্যে। কিন্তু ঝি ঘরে ঢুকতে গিয়ে ভিতর থেকে তার কর্তা এবং কর্ত্রীর জোর ঝগড়া শুনতে পায়। দরোজায় শব্দ করেও কোনো সাড়া পায় নি। এমনকি হাতল ঘুরিয়ে খোলার চেষ্টা করেও বুঝতে পারল দরোজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। ফলে সে নিচে নেমে গিয়ে বাড়ির অন্য সব ঝি চাকর ও কোচোয়ানকে ডেকে আনল। হলে এসে তারা শুনল যে ঝগড়া তখনো চলছে। তারা সকলেই মি. বার্কলে ও মিসেস বার্কলের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। তবে মি. বার্কলে নিচু ও মিহিস্বরে কথা বলছিল সেই জন্যে তার কথা প্রায় বোঝাই যাচ্ছিল না। অপরপক্ষে মিসেস বার্কলের কণ্ঠস্বর ছিল ভীষণ ঘৃণাপূর্ণ ও তীক্ষ্ণ। তার গলার স্বর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল—এখন কী হবে? আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে দাও! যেখানে তুমি আছো সেখানকার নিঃশ্বাস নিতেও আমার ঘৃণা হয়! কাপুরুষ, কাপুরুষ কোথাকার! এই

www.pathagar.com

হল তাঁদের কথোপকথনের কয়েকটা টুকরো কথা, এবং তা পরিসমাপ্তি হল পুরুষ কণ্ঠে একটা ভীতিপ্রদ চিৎকার ও পতনের শব্দের সঙ্গে নারীকণ্ঠের মর্মভেদী আর্তনাদের শব্দ দিয়ে। সবাই যখন একমত হল যে ভিতরে নিশ্চয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, তখন কোচোয়ান অনেক চেষ্টা করল ভেতরে ঢুকতে। তখনও ভিতর থেকে সেই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। সে কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে পারল না। ঝিরাও সবাই তাকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যস্ত হল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। হঠাৎ কোচোয়ানের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে হলঘর পার হয়ে লনে চলে গেল। সেখানে একটা বড় জানলা খোলা ছিল, বোধহয় গরমের দিন বলেই জানলাটার একটা দিকে খোলা ছিল। সেখান দিয়ে সে অক্লেশে ভেতরে ঢুকল। কর্নেলের স্ত্রীর আর্তনাদ তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি অচেতন হয়ে সোফার ওপর শুয়ে আছেন। আর কর্নেলের পা-দুটো একটা চেয়ারের হাতলের ওপর আর মাথাটা মাটিতে ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরার কাছে পড়ে আছে। রক্তে ঘরটা ভেসে যাচ্ছে, তিনি মৃত।

কোচয়ান তখন দরজা খুলতে চাইল। কিন্তু তালার চাবিটা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না। সুতরাং সে ঘরের বাইরে সেই জানলা দিয়েই বেরিয়ে এসে পুলিশ এবং ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। তারপর দরোজা ভেঙে ঘরে ঢুকে মিসেস বার্কলেকে অজ্ঞান অবস্থায় ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরই ওপরে সকলের সন্দেহ হল। কর্নেলের লাসটা তখন সোফার ওপর রেখে ঘরটা পরীক্ষা করা হল। যে আঘাতে হতভাগ্য কর্নেল মি. বার্কলে মারা গেছেন সেটা মাথার পেছন দিকে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ গভীর একটা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। দেখে মনে হয় কোনো ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। আর সেই ভোঁতা অস্ত্রটি মানে বিশেষ ধরনের কারুকার্য করা হাড়ের হাতলওয়ালা কাঠের গদাটি মৃতের পাশে মেঝেতেই তখনও পড়েছিল। কর্নেল দেশ-বিদেশে যুদ্ধ করে নানারকম অস্ত্র বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। পুলিশের ধারণা এই গদাটাও তেমনি একটা নিদর্শন। তবে চাকরেরা এই গদাটাকে আগে কখনো দেখে নি, বারবার বলেছে। চাবিটা শ্রীমতী বার্কলের কাছে কিংবা মৃত কর্ণেলের কাছে বা ঘরের অন্য কোথাও তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না। হোম্‌স্ এবার একটু থেমে বললেন—এই হল গত মঙ্গলবার অবধি খবর। সেদিনই মেজর মারফির অনুরোধে অলডারশটে পুলিশকে সাহায্য করতে হোমস যান। তিনি খুঁটিনাটি সব বিশ্লেষণ করে বুঝলেন, যে সমস্যাটা এমনিতে যা মনে হয় তার থেকে অনেক বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এবার ভালো করে শোনো ওয়াটসন, হোমস বললেন—ঘরগুলো পরীক্ষা করার আগে আমি চাকরদের ভালো করে জেরা করে কেবল পুরোনো কথারই বিশদ পুনরাবৃত্তি শুনতে পেলাম। তোমাকে একটু আগেই বলেছি যে, সে ঝগড়ার শব্দ শুনে অন্য ঝি-চাকরদের ডেকেছিল। প্রথমবার বলেছিল সে, প্রভুপত্নী ও প্রভুর গলা এতো নেমে গেছিল যে, সে কোনো কথাই শুনতে পায়নি। পরে একটু চাপ দিতেই সে বলল—"ডেভিড" নামটা সে প্রভুপত্নীকে দুবার উচ্চারণ করতে শুনেছে। হঠাৎ ঝগড়া হওয়ার কারণ বের করার জন্যে এই সূত্রটা ভীষণ প্রয়োজনীয়। একটা জিনিস কিন্তু পুলিশ আর চাকরদের খুব প্রভাবিত করেছে। সেটা হচ্ছে কর্ণেলের মুখের বিকৃতি। তাদের মতে কর্ণেলের মুখটা অত্যন্ত আতঙ্কপূর্ণ হয়েছিল। একাধিক লোক কেবলমাত্র সেই দৃশ্য দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেছিল। অর্থাৎ কর্নেল আগেই তাঁর ভাগ্য বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্যেই তাঁর মুখ এতো ভীতিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পুলিশের যুক্তির সঙ্গে এটা ভালোই মিলল যে শ্রীমতী বার্কলেকে আঘাতে উদ্ধত দেখেই কর্নেলের মুখের ভাব অমন হয়েছিল, এমনকি মাথার পেছনে আঘাত লাগাটাও নিজেকে বাঁচাবার জন্যে পেছনে ফেরার ফলে বলে মনে হল না। ব্রেনফিভারের ফলে সাময়িকভাবে মাথা খারাপ হওয়ায় ভদ্রমহিলার কাছ থেকে কোনো খবরই জানা গেল না।

পুলিশের কাছ থেকে জানা গেল, কুমারী মরিসন, যাঁর সঙ্গে শ্রীমতী বার্কলে বেড়াতে গেছিলেন, শ্রীমতী বার্কলের এই ক্রোধের ব্যাপারে তিনিও কিছুই বলতে পারেন নি। এইসব

www.pathagar.com

খবর পাওয়ার পর আমি ধূমপান করতে করতে সাধারণ ঘটনাগুলো থেকে বিশেষ ঘটনাগুলোকে আলাদা করতে চেষ্টা করছিলাম। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এর ভিতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হল দরোজার চাবিটা হারিয়ে যাওয়া। খুব ভালোভাবে খুঁজেও চাবিটা ঘরের কোথাও খুঁজে না পাওয়ায় বোঝা গেল, চাবিটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে কর্নেল বা কর্নেলের স্ত্রী সেটা নেন নি। সুতরাং তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে এসেছিল। আমার মনে হল ঘরটা এবং মনটা ভালোভাবে পরীক্ষা করলে রহস্যময় তৃতীয় ব্যক্তির কোনো সন্দান পাওয়া যেতে পারে। তুমি আমার পদ্ধতির সঙ্গে সুপরিচিত ওয়াটসন, সেই পদ্ধতির সবগুলো আমি এখানে খাটালাম, এবং অবশেষে যে চিহ্ন পেলাম সেটা আমার কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। গরের ভিতর নিশ্চয়ই তৃতীয় একজন লোক ঢুকেছিল এবং সে রাস্তা থেকে উঠোন পার হয়ে এসেছিল। আমি পাঁচটা স্পষ্ট পায়ের ছাপ আবিষ্কার করতে পারলাম। একটা ঠিক রাস্তার ওপর যেখানে সে নিচু পাঁচিলটা টপকেছে, দুটো উঠোনে এবং দুটো খুব অস্পষ্ট চিহ্ন ঠিক জানলার কাঠের তক্তার ওপর, যেখানে থেকে সে ঘরে ঢুকেছে। বোঝা যাচ্ছে যে সে খুব দ্রুত গতিতে উঠোনটা পার হয়েছে। তার পায়ের সামনের দিকে ছাপটা পেছনের দিকের থেকে বেশি পড়েছিল। কিন্তু আমি লোকটার উপস্থিতির থেকেও তার সঙ্গীর উপস্থিতিতে বিস্মিত হয়েছিলাম বেশি।

ওয়াটসন বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—তার সঙ্গী?

হোম্‌স্ তাঁর পকেট থেকে একটা টিস্যু পেপার বার করে যত্নের সঙ্গে তাঁর উরুর ওপর মেলে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন এটা দেখে কিছু বুঝতে পারো?

কাগজটা ছিল কোনো একটা ছোটো জন্তুর পায়ের ছাপে ভর্তি। তার পাঁচটা সুস্পষ্ট পায়ের ছাপ প্রমাণ করে যে জন্তুটার নখগুলো বড়-বড়, এবং সমস্ত ছাপটার আয়তন প্রায় আইসক্রিমের চামচের মতো।

ওয়াটসন বললেন—এটা কি একটা কুকুরের পায়ের ছাপ?

হোম্‌স্ বললেন—না, না। তুমি কি কখনো শুনেছো যে কোনো কুকুর পর্দা বেয়ে উঠেছে? আমি সেই জীবটার বেয়ে ওঠার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।

ওয়াটসন তখন কিন্তু কিন্তু করে বললেন—তাহলে বাঁদরের পায়ের ছাপও হতে পারে।

হোম্‌স্ হাসতে হাসতে বললেন—এটা কুকুর, বেড়াল, বাঁদর নয়—আমার সুপরিচিত কোনও জীবই নয়। আমি পায়ের ছাপের আয়তন দেখে বের করার চেষ্টা করেছি। এই চারটি পায়ের ছাপ দেখে মনে হয়েছে জীবটা এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ভালো করে লক্ষ করে দেখো, এটার সামনের পা থেকে পেছনের পা পর্যন্ত প্রায় পনেরো ইঞ্চি লম্বা। এর সঙ্গে গলা আর মাথার দৈর্ঘ্য যোগ করলে দেখবে যে জীবটি দুই ফুটের কম নয়। আবার লেজ থাকলে আরও বেশি হবে। এবার এর আর একটা আয়তন দেখো। জীবটার হাঁটাচলা থেকে আমরা তার পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য পাই। প্রত্যেকবারেই এটা প্রায় তিন ইঞ্চি। এর একটা ইঙ্গিত হল এই যে, জীবটি দীর্ঘদেহী ও ক্ষুদ্র পদবিশিষ্ট। কোনো লোম ফেলে গেলে আমাদের তদন্তে সুবিধা হত। কিন্তু সে তা করে নি। এর চেহারা আমি যেমন আন্দাজ করছি মোটামুটি তেমনই হবে। এবং জীবটি পর্দা বেয়ে উঠতে পারে, ও মাংসাশী।

ওয়াটসনের প্রশ্ন—এটা তুমি কি করে বার করলে?

হোমস বললেন—কারণ জীবটা পর্দা বেয়ে উঠেছিল। একটা ছোট পাখীর খাঁচা ঠিক জানলার ওপরে ছিল। আমার মনে হয় ওটাই ছিল জীবটির লক্ষ।

ওয়াটসন তখন ভ্রু কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন—তাহলে জীবটা কী হতে পারে?

হোমস বললেন—জীবটা আমার মনে হয় কোনো বেজী জাতীয়। তবে বেজীর চেয়ে বড়।

ওয়াটসনের টানটান করা প্রশ্ন—তাহলে বর্তমান অপরাধের সঙ্গে এর সংযোগটা কোথায়?

হোমস-এর উত্তর—আমরা অনেকটা আন্দাজ করতে পেরেছি মাত্র। কোনোটাই আমার কাছে এখনো পরিষ্কার নয়। তাই সমস্যা সমাধান এখনো সুদূর পরাহত। শুধু আমরা জানতে পেরেছি, একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বার্কলে দম্পতির ঝগড়া দেখেছিল। ঘরের ভেতর আলো

www.pathagar.com

জ্বলছিল। এবং পর্দা ওঠানো ছিল। আমরা এও জানি সে উঠোনটা পার হয়ে একটা অদ্ভুত দর্শন জীব নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল এবং হয় সে কর্নেলকে আঘাত করেছে অথবা এও হতে পারে যে কেবল লোকটিকে দেখেই ভয়ে কর্নেল পড়ে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের ঢাকনায় মাথায় চোট পেয়েছেন। সবশেষে আমরা জানতে পেরেছি যে অনুপ্রবেশকারী তার সঙ্গে ঘরের চাবিটা নিয়ে গেছে।

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—তোমার বিশ্লেষণ শুনে ঘটনাটা যে আরও জটিল হয়ে উঠল বলে মনে হচ্ছে।

হোমস বললেন—তুমি ঠিকই বলেছো। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, যা ভাবা হয়েছিল ব্যাপারটা তার থেকেও গভীর। আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখলাম এবং সমাধান করলাম যে ঘটনাটা আরেক দিক থেকে ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু ওয়াটসন, আমি তোমাকে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রেখেছি। তুমি ক্লান্ত। অলডারশট যাবার পথে বাকিটা বলা যাবে, কেমন।

ওয়াটসন বললেন—ধন্যবাদ, তা বলে এতোদূর এগোবার পর এখন তুমি এভাবে মাঝখানে থেমে যেয়ো না। বল।

এটা নিশ্চিত, যে সাড়ে সাতটার সময় যখন শ্রীমতী বার্কলে বাড়ি ছাড়েন তখনো পর্যন্ত তাঁর স্বামীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। আগেই বলেছি যে তিনি বেরোবার সময় মি. বার্কলের সঙ্গে স্বাভাবিক গল্পগুজব করতে কোচয়ান তাদের দেখেছিল। এখন, এটাও নিশ্চিত যে ফিরে এসে তাঁর স্বামীকে যে ঘরে তিনি আশা করেন নি সেই ঘরে দেখে তখন চায়ের ঘরে গিয়েছিলেন, ক্ষুব্ধ মহিলাটা ঠিক যা করে থাকেন এবং সর্বশেষে কর্নেল সেই ঘরে ঢোকেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অভিযোগেড় ফেটে পড়েন। সুতরাং সাড়ে সাতটা থেকে নয়টার ভিতর এমন কিছু ঘটেছে যাতে ভদ্রমহিলার ভদ্রলোকের ওপর ব্যবহারে তারতম্য ঘটেছে। সেই দেড়ঘণ্টা কুমারী মরিসন তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে ছিলেন। সুতরাং তিনি এমন কিছু জানেন যা স্রেফ চেপে যাচ্ছেন। আমার প্রথম ধারণা হয়েছিল যে হয়তো এই যুবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ সৈনিকের কোনো সম্পর্ক ছিল যেটা তিনি সেই সময়েই তাঁর স্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছেন। তাহলে ঝগড়ার কারণ এবং যুবতীর অস্বীকৃতির অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং যে সব বাইরে থেকে শোনা গেছে সেগুলোর অর্থ মেলে। কিন্তু আবার "ডেভিডের" নামে উচ্চারণ করা হয়েছে এবং কর্নেলের স্ত্রীর প্রতি চির দুর্বলতা এই ধারণার পরিপন্থী। অন্য একটি লোকের ঘরে ঢোকার কথাটা বাদ দিলেও এতোগুলো বিরুদ্ধ কারণ আমাদের সামনে রয়েছে। একটা লোকের সবকিছু জানা সম্ভব না হলেও আমি কুমারী মরিসনের সঙ্গে কর্নেলের কোনো সম্পর্কের কারণটা বাদ দিয়েছি। কিন্তু আমি এও নিশ্চিত জানি যে মিস মরিসন জানেন কেন মিসেস বার্কলে তাঁর স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। আমি তাই স্বভাবতই মিস মরিসনকে ডেকে সমস্তটা পরিষ্কার করে বলতে বললাম। আমি তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বললাম, যদি তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে না বলেন—তবে তার বন্ধু মিসেস বার্কলের ফাঁসি হয়ে যেতে পারে।

মিস মরিসনের ভীরু ভীরু চোখ এবং সোনালি কেশবিশিষ্ট সূক্ষ্ম চরিত্রের ছোটখাটো নারীটির ভেতরে ধূর্ততার অভাব ছিল না। আমার কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটা শপথ নেবার ভঙ্গিতে আমাকে যা বললেন—আমি তা সংক্ষেপে বলছি। "আমি আমার বন্ধুকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা রক্ষা করাই তো আমার কর্তব্য। কিন্তু এখন যখন তাঁর বিরুদ্ধে এতো বড়ো অভিযোগ এসেছে এবং তিনি স্বয়ং অসুস্থতার জন্যে নিরুত্তর, তখন আমি আমার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত। সোমবার সন্ধ্যায় যা ঘটেছে তা আনুপূর্বিক সমস্তটাই আপনাকে বলছি। ওয়াট স্ট্রিট মিশন থেকে আমরা প্রায় পৌনে নয়টার সময় ফিরছিলাম। পথে আমাদের নির্জন হাডসন স্ট্রিট পেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেখানে একটা মাত্র আলো বাঁদিকে ঝোলানো ছিল। আমরা ক্রমে এগোতে লাগলাম। দেখলাম একজন কুঁজো লোক ঘাড়ে একটা বাক্স ঝুলিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে সম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ মনে হল। কেননা সে মাথাটা নিচু করে পা বাঁকিয়ে হাঁটছিল। আমরা তাকে পার হয়ে যাব, এমন সময় সে আলোতে আমাদের মুখটা ভালো করে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে

www.pathagar.com

উঠল—হায় ঈশ্বর, এ যে ন্যান্সি! মিসেস বার্কলে মড়ার মতো সাদা হয়ে গেলেন, লোকটা না ধরে ফেললে পড়েই যেতেন হয়তো। আমি পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম তিনি বেশ ভদ্রভাবে লোকটির সঙ্গে কথা বলছেন। প্রায় কাঁপা গলায় তিনি বললেন—গত তিরিশ বছর যাবৎ আমি তোমাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছি হেনরি!

বিকলাঙ্গটি বলল—হ্যাঁ, সত্যিই আমি তাই! এমনভাবে বলল কথাটা শুনে ভয় লাগার মতো। তার মুখটা কালো, আর ভীতিব্যাঞ্জক। তার চোখের সেই দীপ্তি আমি কতোবার স্বপ্নে দেখেছি! মাথার চুল আর জুলপি একদম সাদা। আর মুখটা আপেলের মতো কোঁচকানো।

তুমি একটু এগিয়ে যাও ভাই। আমি এই লোকটির সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই। ভয় পাবার কিছু নেই। যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে কথাগুলো বললেন শ্রীমতী বার্কলে, কিন্তু তিনি এখনো মৃতের মতো সাদা। কম্পমান ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনোরকমে কথাগুলো বেরিয়ে এল। তিনি যেমন বলছিলেন আমি তাই করলাম। কয়েক মিনিট কথা বলার পর তিনি চলে এলেন চক্ষু রক্তবর্ণ করে, এবং দেখলাম সেই বিকলাঙ্গটি ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে ঘুঁসি ছুঁড়ছে। যেন পাগল হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির দরোজা অবধি না আসা পর্যন্ত তিনি একটা কথাও বলেন নি। আমি নেমে যেতে তিনি আমার হাত ধরে বললেন, আজ যা ঘটেছে তা যেন আমি কাউকে না বলি। তিনি আরও বললেন—লোকটি তাঁর আগের পরিচিত। এখন অত্যন্ত নীচে নেমে গেছে। আমার বন্ধুর ভালোর জন্যে মি. হোমস আপনাকে সবই খুলে বললাম।"

এবার হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন—তাহলে শুনলে তো এই হল মেয়েটির কথা। এরপর স্বাভাবিকভাবেই আমার পরবর্তী কাজ হল সেই লোকটিকে বের করা যে শ্রীমতী বার্কলের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদি সে অলডারশটে থাকে তবে তাকে খুঁজে পেতে বেশি দেরি হবে না। ওখানে বে-সামরিক লোক খুব বেশি নেই। অতএব বিকলাঙ্গকে খুঁজে বার করতে অসুবিধা হ'বার কথা নয়। আমি আজ সারাদিন খুঁজে সন্ধ্যেবেলা নাগাদ তার খোঁজ পেয়েছি। লোকটির নাম হেনরি উড্ এবং যে রাস্তায় তার ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই রাস্তাতেই থাকে। মাত্র পাঁচদিন হল সে এখানে আছে। একজন রেজিস্ট্রেশন এজেন্টের ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে তার বাড়িওয়ালীর সঙ্গে আমার বেশ রসিকতার মাধ্যমে পরিচয় হল। লোকটির পেশা ম্যাজিক আর ভেল্কি দেখানো। রাত্রি হলে ক্যান্টিনগুলো ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। কতোকগুলো জীবকে তার বাক্সে করে নিয়ে যেতো যেগুলো সম্বন্ধে বাড়িওয়ালা খুব ভয়ে ভয়ে থাকতো। এবং এমন জীব তিনি আর কখনও দেখেন নি। তাঁর ধারণা ঐ জীবগুলোকে তারা খেলা দেখাবার কাজে লাগাতো। ভদ্রমহিলা এই পর্যন্তই আমাকে বলতে পারলেন। বললেন, এরকম বিকলাঙ্গ লোক যে বেঁচে আছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। মাঝে মাঝে সে অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে এবং তিনি অবাক হলেন গত দুই রাত্রি ধরে তাকে ঘরের ভিতরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে। পয়সার ব্যাপারে সে ভালোই ছিল, কিন্তু তার জমা দেওয়া টাকাটা তাঁর খারাপ মুদ্রা বলে মনে হল। তিনি আমাকে সেটা দেখালেন। সেটা একটা ভারতীয় মুদ্রা। সুতরাং ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো, আমি কতোদূর এগিয়েছি এবং কেন তোমাকে আমার দরকার। এটা পরিষ্কার যে ভদ্রমহিলারা চলে যাবার পর লোকটি তাঁদের অনুসরণ করে এবং হলঘরের ভিতর ঝগড়া শুনতে পেয়ে সে যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন কোনোরকমে ঐ জীবটি ছাড়া পেয়ে যায়। এটুকু স্থির নিশ্চিত, কিন্তু একমাত্র সেই লোকটিই বলতে পারে ঘরের ভিতর ঠিক কী ঘটেছিল। আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে, তোমার সামনেই তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। যদি সে ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে রাজি থাকে তবে খুব ভালো। যদি অস্বীকার করে তবে থানা থেকে ওয়ারেন্ট আনতে হবে।

ওয়াটসন বললেন—তবে আমরা যখন ফিরব তখনো যে সে সেখানেই থাকবে তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই?

হোম্‌স্ বললেন—সেজন্যে আমি কতোকগুলো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমি একটি ছেলেকে ওখানে রেখেছি যে সারাক্ষণ বাড়িটার ওপর নজর রাখবে এবং প্রয়োজন হলে

www.pathagar.com

তার সঙ্গ নেব। হাডসন স্ট্রিটে কালকে তাকে আমরা দেখতে পাবো। যাই হোক এবার তুমি ঘুমোতে যাও। তোমাকে আর জাগিয়ে রাখতে চাই না।

পরদিন দুপুর বেলা নাগাদ হোমসরা ঘটনাস্থলে এলেন। উত্তেজনা উপশমের কায়দা হোম্‌সের ভালো করে জানা থাকা সত্ত্বেও ওয়াটসন তার মুখে চাপা উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছিলেন। অপরপক্ষে ওয়াটসন খানিকটা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব আর খানিকটা বুদ্ধিমত্তার বাহাদুরিতে ভরে ছিলেন। সারি সারি দোতলা বাড়ির ভিতরের রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে হোমস বললেন—এই সেই রাস্তা। ওই যে সিম্পসন খবর দেয়ার জন্যে এখানে রয়েছে।

সব ঠিক আছে মি. হোম্‌স। একটা ছোট ভবঘুরে ছেলে খবর দিল। তার মাথা চাবড়ে দিয়ে হোমস বললেন—বেশ, সিম্পসন। ওয়াটসন এসো আমার সঙ্গে। এই সেই বাড়ি। হোমস একটা কার্ড পাঠালেন যে তিনি বিশেষ জরুরি কাজে এসেছেন, কিছুক্ষণ পরেই আমরা সেই ব্যক্তির মুখোমুখি হ'লাম যার খোঁজে আমরা এসেছি। যদিও গরমের দিন, তবুও সে আগুনের সামনে জড়সড় হয়ে বসেছিল। তাকে দেখে অদ্ভুত রকমের বিকলাঙ্গ বলে মনে হল। কিন্তু যখন সে ওয়াটসনের দিকে মুখ ঘোরাল, দেখলাম যদিও জীর্ণ ও মলিন, তবুও মনে হল কোনো সময় সে মুখ অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সে ঘোলা চোখের সন্দেহজনক ভাবে আমাদের দেখে দুটো চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল।

হোম্‌স্ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনিই নিশ্চয়ই মি. হেনরি উড, ভারতবর্ষ থেকে আসছেন? আমি কর্নেল বার্কলের মৃত্যু সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

বিকলাঙ্গ মানুষটি বললেন—আমার কী সে সম্বন্ধে জানা সম্ভব?

হোম্‌স্ বললেন সেটাই তো আমি জানতে চাই। আপনি বোধহয় জানেন যে, জিনিসটা যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে আপনার পুরোনো বন্ধু মিসেস বার্কলেকে হত্যার অপরাধে আসামী হতে হবে।

ভীষণভাবে চমকে উঠল বিকলাঙ্গ মানুষটি। চেঁচিয়ে বলল, আমি জানিনা। আপনি কে? আর কি করেই বা আপনি এতো সব কথা জানতে পারলেন? আপনি কি শপথ করে বলতে পারেন যে আপনি যা বললেন, তা সব সত্যি?

নিশ্চয়, হোম্‌স্ বললেন—এখন শুধু মিসেস বার্কলের সম্বিৎ ফিরে আসার অপেক্ষা করা হচ্ছে, তারপরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

বিকলাঙ্গটি বললেন—হায় ঈশ্বর, আপনি কি পুলিশ?

হোম্‌স্ বললেন,—না।

তবে এই ব্যাপারে আপনি কিভাবে জড়িত?

সুবিচার হচ্ছে কিনা সেটা দেখাই সকলের কর্তব্য।

বিকলাঙ্গ ভদ্রলোকটি বললেন—আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন তাহলে বলব—মিসেস বার্কলে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে আপনিই তাহলে অপরাধী?

বিকলাঙ্গ মানুষটি বললেন—না, আমিও না।

হোম্‌স্ রূঢ় স্বরে বললেন—কর্নেল বার্কলেকে তবে কে খুন করল?

বিকলাঙ্গ মানুষটি বললেন—তার নিয়তি তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু শুনে রাখুন, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা মতো আমি যদি তার মাথাটা গুঁড়িয়েও ফেলতাম তাহলেও আমার ক্ষতির পূরণ হতো না। যদি তার অপরাধী মন নিজের মৃত্যু ডেকে না আনতো তবে হয়তো আমিই তাকে হত্যা করতাম। আপনি শুনবেন আমার ইতিহাস? আমার তাতে লজ্জা পাবার বা লুকোচুরিরও কিছু নেই। শুনুন তাহলে—এই যে আপনি দেখছেন আমার পিঠে উটের মতো কুঁজ, পাঁজরগুলো বাঁকা, কিন্তু এমন সময় ছিল যখন কর্পোর্যাল হেনরি উড্ ছিল ১১৭ নং পদাতিক বাহিনীর সবচেয়ে চৌখোস লোক। আমরা ভারতবর্ষে গোরাবাজার নামে এক ক্যান্টনমেন্টে থাকতাম। এবং বার্কলে ছিল আমাদের দলেরই একজন সার্জেন্ট। সেখানে সবচেয়ে সুন্দরী

www.pathagar.com

মেয়েছিল ন্যান্সি টিভয়, আমাদের একজন অশ্বেতকায় সার্জেন্টের মেয়ে। ভালোবাসতো, তাকে দু-জন, কিন্তু তার ভালোবাসা ছিল একজনের প্রতি। আপনি হয়তো আমার এই আঁকা-বাঁকা, বিকলাঙ্গ শরীর দেখে হাসবেন, যদি আমি বলি আমার সৌন্দর্যের জন্যেই। ন্যান্সি আমাকে ভালোবাসতো—কিন্তু ন্যান্সির বাবা চাইতেন বার্কলের সঙ্গে যেন তার বিয়ে হয়। কারণ আমি ছিলাম বেপরোয়া আর স্ফূর্তিবাজ। আর বার্কলে ছিল শিক্ষিত আর ওর ভবিষ্যৎও ছিল উজ্জ্বল। কিন্তু ন্যান্সি ছিল আমার প্রতি পুরোমাত্রায় অনুরক্ত। যখন বিদ্রোহ আরম্ভ হল এবং দেশে অরাজকতা শুরু হল তখন আর আমাদের মিলনের পথে কোনো বাধাই রইল না।

আমরা এক রেজিমেন্ট সৈন্য, আধ রেজিমেন্ট গোলন্দাজ বাহিনী এক কোম্পানি শিখ সৈন্য, কিছু অসামরিক ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকসহ ভারতে আটকা পড়লাম। আমাদের ঘিরে তখন দশ হাজার বিদ্রোহী, যেন ইঁদুর কলের চারিদিকে একপাল কুকুর। দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের জল ফুরিয়ে গেল। আমরা তখন ভাবছিলাম জেনারেল নীলের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কী করে যোগাযোগ রাখব। তাছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। এছাড়া যুদ্ধে জেতা বা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না আমাদের। আমি নিজে থেকে জেনারেল নীলের কাছে গিয়ে তাঁকে আমাদের বিপদের কথা জানাতে রাজি হলাম। এবং সার্জেন্ট বার্কলের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপও করেছিলাম। কারণ সে রাস্তাঘাট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। হাজারটা জীবন বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়ে আমি একাই রাত দশটা নাগাদ যাত্রা শুরু করলাম। বার্কলে অবশ্য বিদ্রোহীদের এড়িয়ে কোন পথে যাওয়া যায় সে রাস্তা এঁকে দিল। শত্রু এড়াবার জন্যে আমি একটা শুকনো ঝর্নার পাশ দিয়ে যাবার সময় অপেক্ষমাণ ছয় জন শত্রু সৈন্যের মুখোমুখি হলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা আঘাতে অজ্ঞান হয়ে গেলে আমার হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। সত্যিকার আঘাত আমার মাথায় লাগেনি লেগেছিল হৃদয়ে। কারণ আমার জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের কথাবার্তা যতোটা কানে এল তাতে বুঝতে পারলাম যে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে আমি রওনা হওয়ার আগেই একটি দেশীয় চাকর পাঠিয়ে সে শত্রুদের সেই খবর দেয়। এবার বার্কলের কিরকম লোক, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। পরের দিনই জেনারেল নীলের সৈন্যবাহিনী এসে বার্কলেকে মুক্ত করল বটে, কিন্তু বিদ্রোহীরা পিছু হট্‌তে লাগল। আমাকেও ওদের সঙ্গে নিয়ে গেল। অনেক বছর পর্যন্ত আমি কোনো সাদা মানুষের দেখা পাই নি। আমাকে তারা অসহ্য যন্ত্রণা দিত। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ধরা পড়ে অধিকতর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। বিদ্রোহীদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে নিয়ে নেপালে পালিয়ে গেল। এইভাবে একদিন দার্জিলিঙের কাছাকাছি এলাম। সেখানকার পাহাড়ী লোকগুলো বিদ্রোহীদের হত্যা করে আমাকে ক্রীতদাস করে রাখল। সেখান থেকে আমি একদিন সুযোগ বুঝে পালিয়ে উত্তর দিকে চলে গেলাম। এবং আফগানিস্তানে পৌঁছলাম। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর আবার পাঞ্জাবে ফিরে এসে দেশী লোকদের কাছে কতোকগুলো ভেল্কি শিখে ফেললাম। এই বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিচিত হবার কোনো ইচ্ছা আর হল না। এমনকি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যেও নয়। লাঠি হাতে আমার এই বিকলাঙ্গ মূর্তি দেখবার চেয়ে আমার মনে হল ন্যান্সি আর আমার পুরোনো বন্ধুরা বরং এই মনে করুক যে তাদের বন্ধু হ্যারি উড বীরের মতো প্রাণত্যাগ করেছে। আমার মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম ন্যান্সি বার্কলেকে বিয়ে করেছে এবং উন্নতি করেছেও বেশ। এসব শুনেও আমি মুখ খুলিনি!

কিন্তু মানুষ যতো বুড়ো হয় ততো দেশে ফেরারই ইচ্ছে প্রবল হয়। বছরের পর বছর আমি স্বপ্নে দেখতাম ইংল্যান্ডের উজ্জ্বল সবুজ গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড়। অবশেষে মরবার আগে দেশে ফেরার ইচ্ছে হল। আমার যা সঞ্চয় ছিল তা নিয়ে দেশে চলে এলাম। এবং এখানে এসে সৈন্যদের ম্যাজিক দেখিয়ে আনন্দ দিয়ে জীবনধারণ করার মতো রোজগার করতে লাগলাম।

শার্লক হোমস মন্তব্য করলেন—আপনার বর্ণনা খুবই চিত্তাকর্ষক। এবার তাহলে নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

আপনি মিসেস বার্কলের পিছু পিছু তাঁদের বাড়ি এলেন এবং জানলা দিয়ে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া এবং আপনার প্রতি তাঁর স্বামীর ব্যবহার নিয়ে শ্রীমতীর ভর্ৎসনা শুনতে পেয়েছিলেন। নিশ্চয় তখন আপনি হৃদয়াবেগের বশে বাগানটা পেরিয়ে এসে তাঁদের ঘরে ঢোকেন।

বিকলাঙ্গ মানুষটি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর আমাকে দেখামাত্র তার মুখের চেহারা এমন হয়ে গেল যা জীবনে আমি কখনো দেখিনি, এবং সে মাথা ঘুরে ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরার ওপর মাথা ঠুকে পড়ে গেল। কিন্তু পড়বার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। শুধুমাত্র আমার দর্শনই তার অন্তরে বুলেটের কাজ করেছিল। আর তারপরই ন্যান্সি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি তার হাত থেকে চাবি নিয়ে সাহায্যের জন্যে দরোজাটা খুলতে যাবো ঠিক করলাম। কিন্তু তা করতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল যেমন আছে তেমনি থাকাই ভালো, কারণ যদি আমি ধরা পড়ে তাহলে আমার গোপন কথা তো প্রকাশ পাবেই, এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ রেখে দিলাম আর পর্দার ওপর দিয়ে পলায়মান টেডিকে ধরতে গিয়ে আমি যতো তাড়াতাড়ি পারলাম পালিয়ে চলে এলাম।

হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন—টেডিটি কে?

বিকলাঙ্গ লোকটা ঝুঁকে পড়ে ঘরের কোণ থেকে একটা খাঁচা টেনে এনে খাঁচার মুখ খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল ঈষৎ লালচে-বাদামি রঙের সুন্দর একটি জন্তু। পাতলা লিক্‌লিকে পা-গুলো শক্ত, লম্বা নাক, এবং চমৎকার দুটো চোখ, যা আমি অন্য কোনো জন্তুর দেখি নি। ওয়াটসন চেঁচিয়ে উঠে বললেন—এটা তো বেজি!

বিকলাঙ্গ লোকটি বললেন—হ্যাঁ, তবে কেউ কেউ এর অন্য নামও বলে। সাপ ধরার জন্যে আমি একে ব্যবহার করি। টেডি খুব তাড়াতাড়ি সাপ ধরতে পারে। আমার এখানে একটা বিষদাঁত ভাঙা সাপও আছে, রোজ রাত্রে ক্যান্টিনে গিয়ে লোককে আমোদ দেবার জন্যে আমি টেডিকে দিয়ে সাপ ধরাই। আপনাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?

হ্যাঁ, যদি মিসেস বার্কলের কেসে গুরুতর রকম বিপদের সম্ভাবনা থাকে তখন আপনার কাছে আসব তো?

হ্যাঁ, সে অবস্থায় আমি নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবো। বিকলাঙ্গ লোকটি বললেন—কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে একটা মৃত ব্যক্তির অতীতের কলঙ্ক প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি মনে এইটুকু সান্ত্বনা পেতে পারেন যে বিগত ত্রিশ বছর ধরে মৃত ব্যক্তি তার দুষ্কর্মের জন্যে বিবেকের দংশন বোধ করছে। আচ্ছা, মি. উড এবার বিদায়। আরে, ওই যে রাস্তা দিয়ে মেজর মারফি যাচ্ছেন দেখছি! দেখা যাক গতকালের পরের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে পিছু জানতে পারি কি না।

হোম্‌স্‌রা তাড়াতাড়ি এসে রাস্তার মোড়ে মেজরকে ধরে ফেললেন। তিনি বললেন—এই যে মি. হোমস এতো হৈ চৈ সব কি হল? সব জল হয়ে গেল?

ব্যাপারটা কী? হোমসের প্রশ্ন।

মেজর মারফি বললেন—মৃত সম্বন্ধে তদন্ত এইমাত্র শেষ হল।

শব ব্যবচ্ছেদের বিবরণে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে সন্ন্যাস রোগই এর মৃত্যুর কারণ। দেখলেন, কেমন সহজে ব্যাপারটা মিটে গেল?

হ্যাঁ, খুবই সহজ বটে। চলো ওয়াটসন, আমাদের অলডারশটে থাকার দরকার নেই।

স্টেশনে যাবার পথে হাঁটতে হাঁটতে ওয়াটসন হোম্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি স্বামীর নাম হয় মি. বার্কলে এবং অন্য লোকটির নাম হয় হেনরি, তাহলে ডেভিডের নাম শোনো গেছিল কেন?

ভাই ওয়াটসন, হোম্‌স্ বললেন—তুমি আমাকে স্থিরবুদ্ধি আর যুক্তিবাদী হিসেবে সব জায়গায় বর্ণনা ব্যাপারটা বুঝে ফেলতাম। এভাবে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করে ঠিকই করেছো। হ্যাঁ, ভর্ৎসনা পাবার উপযুক্তই আমি। ডেভিড একবার আমাদের সার্জেন্ট জেম্‌স্ বার্কলের মতোনই কাজ করেছিলেন। তোমার মনে আছে ইউরিয়া ও বাথসেবার গল্প? আমার বাইবেলের জ্ঞান ভুলতে বসেছি। গল্পটা প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্যামুয়েল গ্রন্থে পেয়ে যাবে।

www.pathagar.com

শেয়ার দালালের কেরানি

ওয়াটসন একবার প্যাডিংটন জেলায় একটা চেম্বার কিনে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। সেই চেম্বারটি ছিল মি. ফার্কুহরের। এককালে তার ভালো পসার ছিল। কিন্তু তাঁর বার্ধক্য ও স্নায়ুরোগের আক্রমণের কারণে সেই পসার ক্ষীণ হয়ে গেছিল। লোকে বলত—যে অন্যকে সারাবে তার নিজের নিশ্চয়ই সুস্থ থাকা উচিত। ফলে তার পসার কমে যেতে লাগল। ওয়াটসনের নিজের শক্তির ও সামর্থ্যের ওপর আস্থা ছিল এবং বিশ্বাস ছিল কয়েক বছরের মধ্যেই আগের মতো পসার জমে উঠবে।

প্রায় তিনমাস মতো গভীরভাবে ওয়াটসন প্র্যাকটিসে মগ্ন ছিলেন। বন্ধু শার্লক হোমসের সঙ্গে তার এর মধ্যে আর দেখা হয়নি। কাজে ব্যস্ত থাকায় বেকার স্ট্রিটেও যেতে পারেন নি।

জুনমাসের কোনো এক সকালে ওয়াটসন যখন ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল পড়ছিলেন তখন দরোজা কলিং বেল বেজে উঠল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দরোজা খুলতে না খুলতেই বন্ধু শার্লক হোম্‌সের ঈষৎ কর্কশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে আশ্চর্য হলেন।

ঘরে পা দিয়েই হোমস বললেন—ওয়াটসন, তোমায় দেখে খুব খুশি হলাম। আমাদের "সাইন অব ফোর" অভিযানের সঙ্গে যে সমস্ত উত্তেজনা জড়িত ছিল, আশা করি মিসেস ওয়াটসন এতোদিনে তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

ওয়াটসন ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—আমরা দুজনে বেশ ভালোই আছি। করমর্দন পর্ব শেষ হবার পর রকিং চেয়ারে বসে হোম্‌স্ বললেন,—মানে একটু যেন খোঁচা দিয়েই যেন বললেন—এবং আমি আরও আশা করি আমাদের তুচ্ছ বিশ্লেষণী সমস্যায় তোমার যে আগ্রহ ছিল সেটা ডাক্তারি প্র্যাকটিসের চাপে একেবারে অবলুপ্ত হয় নি।

ওয়াটসন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—ঠিক তার উল্টো। কাল আমার পুরোনো নথিপত্তর ঘাঁটছিলাম আর আমাদের তদনীন্তন দলিলপত্রগুলিকে ভাগ করে গুছিয়ে রাখছিলাম। হোমস বললেন—এবং আমার বিশ্বাস কার্যকবিবরণী সংগ্রহের কাজ তোমার সব শেষ হয়ে গেছে বলে তুমি মনে করো না?

মোটেই না। এ ধরনের আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেয়ে বেশি কিছু আমার কাম্য নয়—ওয়াটসন গম্ভীর মুখের ভান করে বললেন। হোমস বললেন—আজই অমন কিছু চাও না কি? তাঁকে নীরব দেখে পুনরায় বললেন,—ঠিক আছে। আচ্ছা, বার্মিংহামের মতো দূরে হলে চলবে? মানে তুমি যেতে পারবে কি না?

ওয়াটসন বললেন—খুব চলবে, যদি তুমি তাই চাও। আর তোমার রুগীপত্তরের কী হবে?

ওয়াটসন বললেন—আমার প্রতিবেশী যখন কোথায় যান, তাঁর রুগীদের আমি দেখি। তিনি সর্বদাই প্রত্যুপকার করার জন্যে প্রস্তুত।

হোমস বললেন—বেশ, এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। চেয়ারে হেলান দিয়ে আধবোঁজা চোখে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই বললেন—মনে হচ্ছে সম্প্রতি তুমি অসুস্থ হয়েছিলে। গরমকালটা সর্দিগর্মিতে সকলেই কমবেশি কষ্ট পায়।

ওয়াটসন স্বীকার করলেন—খুব জোর ঠাণ্ডা লাগায় দিন তিনেক তিনি বাড়িতে বন্দি ছিলেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। এবং অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে বললেন—কী করে তুমি বুঝলে যে আমার সর্দি হয়েছিল?

হোমস তখন মুচকি হেসে বললেন—বন্ধু হে, তুমি তো আমার পদ্ধতির কথা জানো। তোমার চটি জুতো একটু বিশ্লেষণ করেই বুঝতে পারলাম,—তোমার চটিটা নোতুন। কয়েক সপ্তাহ মাত্র ওটি ব্যবহার করা হয়েছে। ওর সোলটা দেখছি একটু ঝলসানো। মুহূর্তের জন্যে আমি ভেবেছিলাম যে চটিজোড়া ভিজে গেছিল, আর আগুনের ধারে শুকোতে গিয়ে পুড়ে গেছে। কিন্তু জুতোর ভিতর দিকে দেখলাম একটা ছোট্ট গোল পাতলা কাগজে দোকানদারের চিহ্ন রয়েছে। জুতোটা ভিজলে নিশ্চয়ই ওটা উঠে যেত। তাহলে শুকনো জুতো পরেই তুমি আগুনের দিকে পা ছড়িয়ে বসে ছিলে। সুস্থ কোনো লোক এমন সজল জুন মাসেও পারতপক্ষে এমন কাজটি করবে না। তারপর একটু থেমে ভ্রু কুঁচকে বললেন—তাহলে তুমি বার্মিংহাম

www.pathagar.com

যেতে প্রস্তুত?

নিশ্চয়। কিন্তু ব্যাপারটা কী? ওয়াটসনের কৌতূহল।

ট্রেনেতেই সব শুনবে। আমার মক্কেল বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। হোমস বললেন,—তুমি কি এক্ষুনি আসতে পারবে আমাদের সঙ্গে?

মুহূর্তের মধ্যেই হোমস প্রতিবেশীকে এক লাইন লিখে একটা চাকরের হাত দিয়ে পাঠালেন এবং তারপর দৌড়ে ওপরে গিয়ে স্ত্রীকে ব্যাপারটা বলে হোমসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

গাড়িতে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তার নাম মি. পাইক্রফট। হোমস তার সঙ্গে ওয়াটসনের আলাপ করিয়ে দিলেন। ওয়াটসন দেখলেন—এক সরল সুশ্রী যুবক, সরলতা ও সততা মাখানো মুখে ছোট করে ছাঁটা ফ্যাকাসে গোঁফ। কালো রঙের স্যুটপরা, মাথায় চকচকে টপ হ্যাট। পোশাকের থেকেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গোল রক্তিম মুখ প্রফুল্লতায় ভরা, কিন্তু অধরোষ্ঠের দুই প্রান্ত যেভাবে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে তাতে যে বিপদের চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে খানিকটা কৌতুকের খোরাকও যেন মেশানো। যাইহোক, যতোক্ষণ না সকলে ফার্স্টক্লাস কামরায় বার্মিংহামের পথে বেশ কিছুটা অগ্রসরা হওয়া গেল, ততোক্ষণ জানা গেল না যে কী বিপদের জন্যে যে বন্ধুবর শার্লক হোম্‌সের শরণাপন্ন হয়েছে।

হোমস বললেন—আমাদের ট্রেনে করে যেতে প্রায় সত্তর মিনিটের মতো সময় লাগবে। মি. পাইক্রফট, আমি চাই—আপনি যে, অত্যন্ত কৌতুককর অভিজ্ঞতার কথা আমাকে যেমনটি বলেছেন ঠিক তেমনটি আপনি আমার বন্ধুকেও বলুন। যদি সম্ভব হয়, আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলুন। ঘটনাগুলি পুনরায় পর পর শোনা আমার পক্ষেও খুবই দরকারি। আর, আপনার কথার মাঝখানে আমি বাধা সৃষ্টি করব না।

যুবকটি উজ্জ্বল চোখে ওয়াটসনের দিকে চাইলেন। তিনি প্রথমেই বললেন—কাহিনীর সবচেয়ে খারাপ অংশ হচ্ছে এই যে এতে আমার অবস্থা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খের মতোই হয়ে উঠেছে। অবশ্য হয়তো দেখা যাবে এ ঠিকই হয়েছে এবং আমার পক্ষে এছাড়া আর করার কিছুই ছিল না। কিন্তু যদি দেখি যে আমাকে কেউ একচোট ঠকিয়েছে তাহলে তাকেই বোকারাম বলে মনে হবে। ড. ওয়াটসন আমি খুব ভালো গল্প-বলিয়ে নই। যাই হোক আমার ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম—ড্রেপার গার্ডেনসের কক্সন অ্যান্ড উডহাউসে আমি চাকরি করতাম। কিন্তু মার্চের গোড়াতেই কোম্পানি ভেনেজুয়েলার ঋণের ব্যাপারে ডুবে গেল। কোম্পানিতে আমি বছর পাঁচেক ভেনেজুয়েলার ঋণের ব্যাপারে ডুবে গেল।

কোম্পানিতে আমি বছর পাঁচেক ছিলাম। কোম্পানি উঠে যাওয়ার মুখে বুড়ো কক্সন আমাকে দুর্দান্ত রকমভাবে ভালো সুপারিশপত্র দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ২৭ জন কেরানি কাজ হারিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলাম। আমি এখানে ওখানে নানান জায়গায় চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো কাজই জোটাতে পারলাম না। আমার প্রায় সত্তর পাউন্ডের মতো কক্সনের ওখানে কাজ করার সময় জমানো ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই জমানো টাকা উড়ে গেল। শেষে একেবারে চরম অবস্থায় পড়লাম। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের জবাব দেওয়ার জন্যে ডাক-টিকিট-এমন কি টিকিট সাঁটার মতো খাম পর্যন্ত জোগাড় করা আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠল। অফিসের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে জুতোর শুখতলা ক্ষয়ে গেল, তবু চাকরি আমার সুদূর পরাহতই রয়ে গেল।

অবশেষে লোম্বার্ড স্ট্রিটের বড় স্টক-ব্রোকিংয়ের অফিস মসন অ্যান্ড উইলিয়ামসে এক কর্মখালি দেখলাম। শেয়ারের ব্যাপার যদিও আপনাদের নখ-দর্পণে নেই, তবু আমি বলছি, যে এটি বলতে গেলে লন্ডনের সবচেয়ে ধনী কোম্পানি। বিজ্ঞাপনের জবাব কেবলমাত্র চিঠিতেই দিতে হবে। আমি আমার দরখাস্ত ও সুপারিশ পত্রও পাঠিয়ে দিলাম। অবশ্য চাকরি পাওয়ার কোনো আশা না রেখেই। কিন্তু ফিরতি ডাকেই জবাব পেলাম যে যদি আমি পরের সোমবার হাজির হতে পারি তাহলেই নোতুন কার্যভার তাকে দেওয়া হবে। অবশ্য আমার চেহারা যদি

www.pathagar.com

সন্তোষজনক হয়। কেউ বলতে পারল না এটা কেমন করে হল। কেউ কেউ বলল—ম্যানেজার দরখাস্তের স্তূপের মধ্যে হাত ডুবিয়ে যেটা প্রথমে হাতে ওঠে সেটাই নিয়ে নেয়। ফলে আমি খুশিই হ'লাম। সপ্তাহে এক পাউন্ড করে বেশি মাইনে, কাজকর্ম কক্সন কোম্পানির মতোই। আমার আস্তানা ছিল হ্যাম্পস্টেডের কাছে, ১৭ নং পটার্স টেরেস হল ঠিকানা। চাকরিটা পাবার প্রতিশ্রুতি যেদিন পেলাম ঠিক সেইদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে বসে ধূমপান করছি, এমন সময় আমার গৃহকর্ত্রী একটি কার্ড নিয়ে এলেন। কার্ডে মুদ্রিত রয়েছে 'আর্থার পিনার, ফিনান্সিয়াল এজেন্ট।' নামটা তো এর আগে শুনেছি বলে মনে হয় না? বুঝতে পারছিলাম না লোকটা আমার কাছে কী চায়? তা সত্ত্বেও আমি তাকে ভিতরে নিয়ে আসতে বললাম। ঘরে ঢুকল একটি লোক—মধ্যবয়স্ক, কালো চুল চোখ আর দাড়ি, নাকের কাছে একটু ঔজ্জ্বল্যের ছোঁয়াচ।

লোকটির ধরণ-ধারণ খুব ক্ষিপ্র, কথাবার্তা চটপটে, সময়ের মূল্য জানা মানুষের মতোন। তিনি আসতেই একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম। তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—মি. পাইক্রফট আপনি তো আগে কক্সন অ্যান্ড উডহাউসে চাকরি করতেন! আর এখন মসনের কর্মচারীদের দলে। বেশ, বেশ, ভালো। আমি আপনার সম্বন্ধে কক্সনের ম্যানেজার পার্কারের কাছে এতো প্রশংসা শুনেছি যে তা বলে শেষ করতে পারবো না।

পাইক্রফট বললেন—লোকটির এই কথায় আমি খুব খুশি হই। অফিসে অবশ্য আমি বরাবরই বেশ চালাক আর চটপটে ছিলাম, কিন্তু স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি যে শহরে আমাকে নিয়ে এরকম আলাপ আলোচনা হয়েছে।

লোকটি হঠাৎ প্রশ্ন করল—আপনার স্মৃতিশক্তি ভালো নিশ্চয়ই? পাইক্রফট বিনীতভাবে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, মোটামুটি ভালো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—যখন বেকার ছিলেন, তখন বাজারের খোঁজ খবর রাখতেন?

হ্যাঁ, রোজ সকালেই স্টক-এক্সেচেঞ্জের লিস্ট পড়ি।

তিনি বললেন—সত্যিকারের দক্ষতার এই তো চিহ্ন! উন্নতির এইই হচ্ছে পথ। আপনাকে আমি পরীক্ষা করলে কিছু মনে করবেন কি? দেখি। আচ্ছা বলুন তো আয়ারশেয়ারের দর কতো?

পাইক্রফট বললেন—একশো পাঁচ থেকে একশো সত্তর। আর নিউজিল্যান্ড কনসলিডেটেড?

একশো চার।

আচ্ছা, ব্রিটিশ ব্রোকেন হিলসের দাম?

পাইক্রফটের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হল—সাত থেকে সাড়ে সাত।

ভদ্রলোক, অর্থাৎ আর্থার পিনার হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি যা কিছু শুনেছি তা সত্যি! জনাব, মসনের ওখানে কেরানি হওয়ার চেয়ে আপনি অনেক উঁচুদরের লোক।

পাইক্রফট বললেন—ড. ওয়াটসন, আপনি বুঝতেই পারছেন, তাঁর এই উচ্ছ্বাস প্রকাশ আমাকে অবাক করল। আমি বললাম,—আপনি আমার সম্বন্ধে যতোটা উচ্চ ধারণা পোষণ করছেন, অন্য তা কেউই করেন নি মি. পিনার। এই চাকরিটা পাওয়ার জন্যে আমাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এবং এটা পেয়ে আমি খুবই খুশি!

মি. পিনার বললেন—ছিঃ ছিঃ, এর চেয়েও আপনার আরও উঁচু পদ আপনার পাওয়া উচিত! আপনার যোগ্য পদ আপনি পাননি। এবার বলি, আপনাকে আমার কী প্রয়োজন। তবে আপনার কর্মদক্ষতার তুলনায় আপনাকে যা দেব তা সামান্যই, কিন্তু তা হলেও মসনের তুলনায় তা আকাশ পাতাল তফাত। মসনের ওখানে কখন যাচ্ছেন?

সোমবার।

উঁহু, আমি হলফ করে বলতে পারি ওই দিন আপনি ওখানে অবশ্যই যাচ্ছেন না।

পাইক্রফট অবাক হয়ে বললেন—মসনের ওখানে যাব না?

মি. পিনার বললেন—ওই দিন আপনি বিজনেস ম্যানেজার হবেন ফ্রাঙ্কো-মিডল্যান্ড

www.pathagar.com

হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের, যাদের ফ্রান্সের গ্রামে ও শহরে একশো সাঁইত্রিশটি শাখা আছে।

কথাটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিল, ড. ওয়াটসন। পাইক্রফট বললেন—এ নাম তো আমি আগে কখনো শুনিনি!

মি. পিনার বললেন—খুবই স্বাভাবিক। এটা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। কারণ কোম্পানির মূলধন সবই জানাশোনার মধ্যে থেকেই জোগাড় হয়েছে। কোম্পানি খুব ভালো বলে সাধারণ লোককে শেয়ার বেচা হয় নি। আমার ভাই হ্যারি পিনার হচ্ছেন প্রমোটার, শেয়ার ভাগ হয়ে গেলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বোর্ডে যোগ দেবেন। তিনি জানেন এখানকার সব খবরাখবর আমার সব জানা। তাই আমায় বলেছেন একজন অল্পবয়সি চট্‌পটে কাজের লোক জোগাড় করতে। পার্কার আপনার কথা বলায় আজ রাত্রিরেই এখানে হাজির হয়েছি। চাকরির শুরুতে আপনাকে আমরা যৎসামান্যই দেবো—পাঁচশো পাউন্ড।

পাইক্রফট আঁৎকে উঠে বললেন—বছরে পাঁচশো পাউন্ড!

মি. পিনার ঠাণ্ডা স্বরে বললেন—শুরুতে এই সামান্যই। কিন্তু আপনি এর ওপর কমিশন পাবেন সব কাজেই শতকরা এক পাউন্ড করে। আমি কথা দিচ্ছি এই কমিশনের টাকার অঙ্ক আপনার মাইনে ছাপিয়েও বেশি হবে।

পাইক্রফট বললেন—আমি তো হার্ডওয়্যার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

আহা, ঘাবড়াচ্ছেন কেন, মি. পিনার বললেন—বাজারের দরদাম তো আপনার কণ্ঠস্থ?

ড. ওয়াটসন, পাইক্রফট বললেন—আমার মাথা ঘুরে গেল। চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল।

আমি বললাম—মসন আমাকে মাত্র দুশো দিচ্ছে, কিন্তু মসনের চাকরিটা নিরাপদ। আসলে আপনাদের কোম্পানি সম্বন্ধে আমি এতো কম জানি যে—

মি. পিনার বললেন—তা, বেশ! উচ্ছ্বাসে গদগদ হয়ে তিনি বললেন আপনি আমাদের উপযুক্ত লোক! বোল চাল দিয়ে আপনাকে বোকা বানানো যাবে না। এটা এক্কেবারে খাঁটি কথা। এই যে একশো পাউন্ডের একটা নোট, যদি আপনার মনে হয় আমাদের কাজটা আপনার নেওয়া চলবে তাহলে মাইনে বাবদ আগাম হিসেবে স্বচ্ছন্দে এটা রেখে দিন।

পাইক্রফট কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে বললেন—ঠিক আছে। নোতুন কাজের দায়িত্ব কবে থেকে নেব?

তিনি বললেন—কাল একটার সময় বার্মিংহামে উপস্থিত থাকবেন আমার পকেটের এই চিঠিটা আমার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবেন। তাকে ওখানেই পাবেন—লিখে নিন ভালো করে—১২৬ বি, কর্পোরেশন স্ট্রিটে। কোম্পানির সাময়িক অফিস সেখানে। তিনি আপনাকে নিয়োগপত্র দেবেন।

পাইক্রফট বললেন—ধন্যবাদ মি. পিনার। সত্যি আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

মি. পিনার শান্তস্বরে বললেন—ও, কিছু না। আপনার যা পাওয়া উচিত তাইই পাচ্ছেন। ছোটোখাটো দু-একটা ব্যবস্থা আপনার সঙ্গে করতে হবে—শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার ব্যাপারে। আপনি একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজে দয়া করে লিখে দিন—আমি ফ্রাঙ্কো-মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানিতে ন্যূনকল্পে পাঁচশো পাউন্ড মাইনেয় বিজনেস ম্যানেজারের পদ গ্রহণে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক। পাইক্রফট তার কথামতো একটা কাগজে লিখে দিতে, মি. পিনার কাগজটা পকেটে রাখতে রাখতে বললেন—মসনের ব্যাপারটা আপনি কী করতে চান?

পাইক্রফট বললেন—আমি বললাম, ওখানে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেব।

মি. পিনার বললেন—উহুঁ! ওটি খবরদার করতে যাবেন না। কারণ মসনের ম্যানেজারের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে আমার কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। তাকে আপনার কথা জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করতেই তিনি তেড়ে উঠে বললেন—তাদের থেকে আমি নাকি আপনাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছি! এই ধরনের নানা অপমানজনক কথা বলে সে আমাকে দায়ী করল। শেষে আমারও মেজাজ গরম হয়ে গেল। বললাম, কাজের লোক চাইলে তাদের ভালো মাইনে দেওয়া উচিত। তিনি বললেন—আপনার বেশি মাইনে ফেলে সে আমাদের কম মাইনের নেবে। আমি বললাম—পাঁচ পাউন্ড বাজি ধরছি, আমাদের চাকরির প্রস্তাব গেলে তার কাছ থেকে টুঁ শব্দটি আর আপনাকে শুনতে হচ্ছে না। তিনি বললেন—ধরো বাজি! একেবারে বেকার অবস্থা থেকে আমরা তাকে তুলে নিয়েছি, অতো সহজে সে আমাদের ছেড়ে যাবে না। এগুলি হচ্ছে তার মুখের কথা।

পাইক্রফট তখন চিৎকার করে বললেন—বদমাইস্ কোথাকার! জীবনে কখনো আমি তাকে দেখি নি পর্যন্ত, তার জন্যে আমার দরদ থাকবে কেন? আপনি চাইলে, নিশ্চয়ই আমি তাকে কিছু লেখা তো দূরের কথা তার ছায়া পর্যন্ত মাড়াব না।

মি. পিনার বললেন—ধন্যবাদ, তাহলে এই কথাই রইল। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে তিনি বললেন—আমার ভাইয়ের জন্যে এরকম ভালো লোক পাওয়ায় খুশি হলাম। এই রইল আপনার আগাম একশো পাউন্ড, আর এই চিঠি। মনে রাখবেন কাল বেলা একটায় আপনাকে কাজে লাগতে হচ্ছে। শুভরাত্রি। যে সৌভাগ্য আপনার প্রাপ্য, তাই যেন আপনার ভাগ্যে জোটে এই কামনা করছি।

পাইক্রফট বললেন—ড. ওয়াটসন, আমার যতদূর মনে পড়ে আমাদের মধ্যে ঠিক এইরকম কথাবার্তা হয়েছিল। আপনি অনুমান করতে পারেন ড. ওয়াটসন, এই অসাধারণ সৌভাগ্যে আমি কী খুশিই না হয়েছিলাম। খুশিতে আমার সারারাত ঘুমই এল না।

পরদিন যথাসময়ে বার্মিংহামের স্টেশনে পৌঁছে, নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগেই নিউ স্ট্রিটের এক হোটেলে আমার মালপত্র রেখে নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হলাম। ১২৬-বি তে পৌঁছে দেখি একটা ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে, অনেকগুলি ফ্ল্যাট কোম্পানি ও ব্যবসায়ীদের অফিস হিসেবেই ভাড়া দেয়া হয়েছে। নিচের দেয়ালে ভাড়াটেদের নাম পরপর লেখা আছে কিন্তু সেখানে ফ্রাঙ্কো-মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেড বলে কোনো নাম নেই। হতাশ হয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকি। সমস্ত ব্যাপারটা দারুণ পরিহাস কিনা তাই অবাক হয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে কথা বলল। আগের রাতে যাকে দেখেছিলাম ঠিক তারই মতো লোকটিকে দেখতে, একইরকম চেহারা ও কণ্ঠস্বর, কিন্তু পরিষ্কার করে দাঁড়িগোঁফ কামানো। আর চুলও ততো কালো নয়।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি মি. পাইক্রফট?

আমি বললাম—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

ও, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ভদ্রলোক আরও বললেন—আপনি একটু আগেই এসে পড়েছেন। আজ সকালে ভাইয়ের একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে সে আপনার খুব প্রশংসা করেছে।

পাইক্রফট বললেন—অফিসটা আমি খুঁজছিলাম, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।

ভদ্রলোক বললেন—গত সপ্তাহেই আমরা এই অস্থায়ী আস্তানাটা জোগাড় করতে পেরেছি। তাই এখনো আমাদের নাম এখানের অফিস তালিকায় ওঠে নি। আমার সঙ্গে আসুন কথাবার্তা বলে সব ঠিক করা যাক্। খুব উঁচু সিঁড়ি বেয়ে একেবারে উপরতলা পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করলাম। ছাদে ধূলোভরা কার্পেট ও পর্দাহীন দুটো খালি ঘরে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন। আমি ভেবেছিলাম বড় বড় অফিস হবে, চকচকে টেবিল ও কেরানির দলে ভরা—যেমন ধরনের অফিসে আমি অভ্যস্ত আর কি! আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম দুটো সাধারণ চেয়ার আর একটা ছোট টেবিলের দিকে। সেগুলির সঙ্গে একটা লেজার বই, আর একটা বাজে কাগজের ঝুড়ি সব মিলিয়ে হল অফিসের আসবাব। আমার হ্যাঁ—হয়ে যাওয়া মুখ দেখে নব পরিচিত ভদ্রলোক বললেন—ঘাবড়াবেন না, মি. পাইক্রফট? রোম নগরী একদিনেই গড়ে ওঠেনি। আমাদের পেছনে টাকার জোর রীতিমত রয়েছে। তবু এখনো আমরা

www.pathagar.com

অফিস খুব সাজিয়ে গুছিয়ে উঠতে পারিনি। দয়া করে বসুন, আর আপনার চিঠিটা দিন। আমি তাঁকে চিঠিটা দিলাম। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। তারপর বললেন—আমার ভাই আর্থার পিনারের ওপর আপনি বেশ প্রভাব বিস্তার করেছেন বলে মনে হচ্ছে। তবে আমি নিশ্চিত জানি যে লোক চেনার ব্যাপারে সে খুবই নিপুণ বিচারক। লন্ডনের ব্যাপারে সব তার নখদর্পণে, আর আমার বার্মিংহামের। এক্ষেত্রে আমি তার পরামর্শ মতোই চলবো। আপনি চাকরি পাকা বলেই ধরে নিন।

প্যারিসে কাজটা কী? পাইক্রফট জিজ্ঞাসা করলেন।

প্যারিসে আমাদের যে বড় গুদাম আছে স্বভাবতই সেটার ভার আপনার উপর থাকবে। সেখান থেকে বিলিতি বাসনপত্রের বন্যা বয়ে যায়ে ফ্রান্সের একশো চৌত্রিশটি এজেন্টের কাছে। কেনাকাটা সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই শেষ হবে, ইতিমধ্যে আপনি বার্মিংহামেই থাকবেন। এবং একটু দেখাশোনা করবেন। তারপর ড্রয়ার থেকে একটা বড় লাল বই বার করে বললেন—এটা হচ্ছে প্যারিসের ডাইরেক্টরি, এতে লোকেদের নামের পাশে তার জীবিকা লেখা আছে। আমি চাই যে এটা আপনি বাসায় নিয়ে যান, যতো হার্ডওয়ার বিক্রেতা আছে তাদের নাম ঠিকানায় দাগ দিন। সেটা আমার খুব কাজে লাগবে।

পাইক্রফট বললেন—বাজারে, জীবিকার শ্রেণী ভাগ করা তালিকা পাওয়া যায় কিনতে।

মি. পিনার বললেন—সেগুলো বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের পদ্ধতি অন্যরকম। সোমবার বারোটার মধ্যে আমাকে তালিকাটা সম্পূর্ণ করে দিন। বিদায় পাইক্রফট, যদি আপনি কাজে উৎসাহ আর দক্ষতা দেখান তাহলে দেখবেন এই কোম্পানি আপনার খুব ভালো মনিব।

মোটা বইটা নিয়ে পরস্পর বিরোধী নানা চিন্তা মাথায় নিয়ে পাইক্রফট হোটেলে ফিরে এলেন। যাই হোক্ তখন তার পকেটে একশো পাউন্ডের একটা নোট—অতএব সব চিন্তা ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি কাজে লেগে পড়লেন। রবিবার সারাদিন খেটেও সোমবার নামের তালিকায় "এইছ" অক্ষর পর্যন্ত পৌঁছোলেন, তারপর মনিবের কাছে গিয়ে দেখলেন সেইরকম একটা শূন্য অফিসঘরে তিনি বসে আছেন। আমাকে বলা হল বুধবার পর্যন্ত ঐ কাজটায় লেগে থাকেত তারপর আবার আসতে। বুধবারও কাজটা শেষ হল না, তাই শুক্রবার পর্যন্ত সেটা ঘাড়ে চেপে রইল—মানে, গতকাল অবধি। তালিকা প্রস্তুত হলে পাইক্রফট মি. হ্যারি পিনারের কাছে নিয়ে গেলেন।

মি. পিনার অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—এবার আপনাকে সব আসবাবপত্রের দোকানের তালিকা তৈরি করতে হবে। আর হ্যাঁ, ভালো কথা, কাল একবার সন্ধে সাতটা নাগাদ আসুন না কেমন কাজ এগোচ্ছে তা জানাতে। শুনুন খুব বেশি খাটবেন না। দিনের খাটুনির পর সন্ধ্যায় ঘন্টা দুয়েক কোনো নাচগানের আসরে কাটালেও ক্ষতি নেই। কথাটা তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আর আমি শিউরে উঠে দেখলাম, তাঁর ওপরের পাটির বাঁ দিকে দ্বিতীয় দাঁতটা সোনা দিয়ে বিশ্রীভাবে বাঁধানো।

হোম্স্ আনন্দে দু'টি হাত ঘষছিলেন আর ওয়াটসন অবাক হয়ে তাঁর মক্কেলের দিকে চেয়ে রইলেন। পাইক্রফট তখন বললেন,—আপনি অবাক হতে পারেন ড. ওয়াটসন, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম। যখন অন্য লোকটির সঙ্গে লন্ডনে কথা বলেছিলাম তিনি আমার মসনে যাওয়ার কথা শুনে হেসেছিলেন, তখন আমি লক্ষ করেছিলাম যে তাঁর ওই দাঁতটাও ঠিক এইরকমভাবেই বাঁধানো ছিল। প্রতিবারই সোনার চকচকানি আমার চোখে পড়েছিল বুঝতে পেরেছেন? যখন আমি বুঝলাম যে কণ্ঠস্বর ও চেহারা একইরকম, তফাৎ যা সেটা ক্ষুর বা পরচুলো দিয়ে সহজেই বদলানো যায়। তখন আমি সন্দেহ না করে পারলাম না যে এঁরা হচ্ছেন একই লোক। অবশ্য বলতে পারেন দুই ভাইকে এক রকম দেখতে হবে, কিন্তু তাদের দাঁতও যে একইভাবে বাঁধানো হবে তা তো হয় না। তিনি আমায় বিদায় করলেন, আমি রাস্তায় চলে এলাম—বুঝতে পারলাম না কোথায় আমি আছি। হোটেলে ফিরে ঠাণ্ডা করলাম—আমাকে কেন তিনি লন্ডন থেকে বার্মিংহামে পাঠালেন, কেন আমার আগে চলে এলেন আর কেনই বা

www.pathagar.com

নিজে নিজেকেই চিঠি লিখছেন? ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত জটিল বলে মনে হল। এবং এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ আমার মনে হল, আমার কাছে যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মি. শার্লক হোমসের তা খুবই পরিষ্কার হতে পারে। তাই রাতে শহরের ট্রেন ধরার, সকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার এবং আপনাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বার্মিংহামে ফিরে যাবার সময়টুকু আমি কোনোরকমে পেয়েছি।

শেয়ার দালালেন কেরানির এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বর্ণনার পর কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। অবশেষে শার্লক হোমস আড়চোখে ওয়াটসনের দিকে চাইলেন তারপর চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে মেজাজের সঙ্গে বললেন—চমৎকার, কী বল ওয়াটসন? এর মধ্যে এমন কয়েকটা ব্যাপার আছে যা আমায় খুশি করেছে। আমি আশা করি তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে যে ফ্র্যাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের অস্থায়ী অফিসে মি. আর্থার ও হ্যারি পিনারের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎকার দুজনের পক্ষেই খুব আগ্রহকর অভিজ্ঞতা হবে।

কিন্তু আমরা কী করে তা করব? ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন। ও, খুব সহজেই—পাইক্রফট খুশি হয়ে বললেন। আপনারা আমার দুই বন্ধু চাকরি চান এবং এর চেয়ে আর স্বাভাবিক কী হতে পারে যে আমি আপনাদের দুজনকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে যাব।

হোমস বললেন—ঠিক! লোকটাকে আমি একবার দেখতে চাই। তাহলে বুঝতে পারব আপনার কোন্ গুণের জন্যে, বন্ধু, আপনার চাকরি তার কাছে এতো মূল্যবান হয়েছে? নিউ স্ট্রিটে না পৌঁছানো পর্যন্ত হোম্স্ আর একটি কথাও বললেন না। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কোম্পানির উদ্দেশ্যে হোম্স্রা তিনজন কর্পোরেশান স্ট্রিট্ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাইক্রফট বললেন—নির্দিষ্ট সময়ের আগে গিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ তিনি কেবল আমার সঙ্গে দেখা করতেই ওখানে আসেন বলে মনে হয়। কারণ তিনি যে সময়টা বলে দেন তার আগে পর্যন্ত জায়গাটা জনমানবশূন্য থাকে।

হোম্স্ মন্তব্য করলেন—ব্যাপারটা খুবই অর্থপূর্ণ।

পাইক্রফট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললেন—আরে, যা বলেছি! ঐ যে, তিনি আমাদের আগে আগে হাঁটছেন।

একজন বেঁটে খাটো ফর্সা সুবেশধারী লোককে তিনি আঙুল দিয়ে দেখালেন। রাস্তার অন্য ধার দিয়ে হন-হন করে হাঁটছিলেন তিনি। পাইক্রফটরা যখন লক্ষ করছিলেন তাকে, তখন তিনি নজর দিয়েছিলেন হাল সংস্করণের সান্ধ্য পত্রিকা ফেরি করা এক ছোকরার দিকে, গাড়ি ঘোড়া এগিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে তিনি কাগজ বিক্রেতা ছোকরার কাছ থেকে একটা কাগজ কিনলেন। তারপর কাগজটাকে দুমড়ে মুচড়ে হাতের মুঠোয় করে নিয়ে একটা দরোজার মধ্যে দিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পাইক্রফট বললেন—ওই দেখুন মি. হোম্স্। ওই যে তিনি ঢুকলেন। ওটাই কোম্পানির অফিস ঘর। আমার সঙ্গে আসুন, যতোটা পারি সহজভাবেই আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করাচ্ছি। পাইক্রফটকে অনুসরণ করে ওয়াটসন ও হোমস পাঁচতলায় গিয়ে উঠলেন। তারপর আধখোলা একটা দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। পাইক্রফট সেই আধখোলা দরোজায় ঠকঠক করে আওয়াজ করলেন। ভিতরের কণ্ঠস্বরটি বলল আসুন ভেতরে আসুন।

পাইক্রফটের বর্ণনা মতোই হোম্স্রা এক আসবাবহীন ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন—সেই লোকটি যাকে একটু আগেই সান্ধ কাগজ কিনতে দেখা গেছিল, তিনি ঘরের একটিমাত্র টেবিলের ধারে বসে রয়েছেন, আর তার সামনে সেই সান্ধ্য খবরের কাগজটি বিছানো। তিনি মুখ তুলে যেই হোমসদের দিকে চাইলেন, দেখা গেল তার মুখে ভয় আর বেদনার চিহ্ন। তাঁর ভ্রূ দুটি ঘামে ভিজে চক চক করছে, মরা মাছের পেটের মতো গাল দুটি তার ফ্যাকাসে, চোখে উদভ্রান্তের শূন্য দৃষ্টি। তিনি তার কেরানি পাইক্রফটের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন, তাঁকে চিনতে পারছেন না, এবং মি. পাইক্রফটের মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখে ওয়াটসন বুঝতে পারলেন, যে তাঁর মনিবের এটা মোটেই স্বাভাবিক আকৃতি নয়।

www.pathagar.com

আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে, মি. পিনার—পাইক্রফট বললেন।

হ্যাঁ, আমি অসুস্থ, ভদ্রলোক জবাব দিলেন—স্পষ্টতই নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতে করতে। কথা বলার আগে তিনি শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নিলেন—আপনার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, এই ভদ্রলোকরা কে?

পাইক্রফট বললেন—একজন হচ্ছেন বারমোন্ডসির মি. হ্যারিস আর একজন এই শহরের মি. প্রাইস। এঁরা আমার বন্ধু এবং অভিজ্ঞ লোক। কিন্তু অল্প কিছুকাল হল বেকার হয়ে পড়েছেন এবং আশা করছেন আপনি হয়তো এঁদের জন্যে আপনার কোম্পানিতে কোনো কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে পারেন।

খুবই সম্ভব, খুবই! বিবর্ণ হাসি হেসে মি. পিনার বললেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ্যাকাউন্টেন্ট আমাদের দরকার। তারপর ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন—আর আপনি?

ওয়াটসন বললেন—আমি কেরানি।

মি. পিনার তখন বললেন—আশা করি আপনাদের চাকরি হয়ে যাবে। তবে কয়েকদিন পরে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাব। এখন আপনারা আসুন। আমি একটা দুশ্চিন্তায় আছি। একটু একা থাকতে চাই এখন।

নিজেকে সংযমিত করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। হোমস আর ওয়াটসন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বিপদটা কী রকমের বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। তখন পাইক্রফট টেবিলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললে—মি. পিনার আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমার আজ আসার কথা ছিল আপনার কাছ থেকে কিছু নির্দেশ নেয়ার জন্যে।

ঠিক বলেছেন মি. পাইক্রফট, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে মিনিট পাঁচেকের মতো বাইরে অপেক্ষা করুন—তারপর আমি আপনাদের সঙ্গে পুনরায় কথা বলছি।

খুব বিনয়ের সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর মাইক্রফটদের অভিবাদন জানিয়ে দেয়ালের একটা দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অবশ্য যাবার সময় দরোজাটা বন্ধ করে দিলেন।

হোম্‌স্ তখন ওয়াটসনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন—কী হল? আমাদের ফাঁকি দিল নাকি?

অসম্ভব! পাইক্রফট উত্তর দিল।

কেন?

ওই দরোজাটা ভিতরের একটা ঘরের। সেখান থেকে বেরোবার কোনো পথ নেই। কাল অবধি দেখেছি খালি ছিল?

হোম্‌স্ ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন—তাহলে ওখানে এখন তিনি কি করতে পারেন? রহস্যটা আরও ঘন হয়ে উঠল। যদি কোনো মানুষ ভয়ে চারভাগের তিনভাগ পাগল হয়ে থাকে তো সে পিনার। কী সে ভয় যা তাকে এমন গভীরভাবে নাড়াল দিল?

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—ও হয়তো সন্দেহ করছে যে সে গোয়েন্দার খপ্পরে পড়েছে! পাইক্রফটও ওয়াটসনের কথায় একমত হল।

হোমস মাথা নেড়ে বললেন—আমাদের দেখে ও ভয়ে কাঠ হয় নি। আমরা যখন ঘড়ে ঢুকেছিলাম, তখন থেকেই তিনি ভয়ে কাঠ হয়েছিলেন।

তাঁর কথায় বাধা পড়ল ভিতরের দরোজায় ঠক ঠক শব্দ শোনা গেল।

পাইক্রফট বললেন—পাগলের মতো নিজের দরোজায় নিজেই টোকা মারছেন কেন? পুনরায় আরও জোরে শব্দটা শোনা গেল। আর সেই সঙ্গে কাঠের ওপর ঘন ঘন আঘাত। হোমস উত্তেজনায় টান টান হয়ে যাচ্ছিলেন, তারপর হঠাৎ পাগলের মতো লাফিয়ে গিয়ে দরোজাটায় ধাক্কা দিলেন। ভিতর থেকে দরোজায় ছিটকানি লাগানো ছিল। তাঁর দৃষ্টান্ত মেনে ওয়াটসন ও পাইক্রফটও শরীরের সমস্ত ভার দিয়ে দরোজাটায় ওপরে গিয়ে পড়লেন। একটা কজা ছিটকে গেল, তারপর আর এক টান। ব্যস দড়াম করে দরোজাটার ওপরে গিয়ে সকলে

www.pathagar.com

পড়ল। তারপর সেটা মাড়িয়ে তারা সকলেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ওয়াটসনরা যে ঘর থেকে ঢুকলেন, সেই ঘরের কাছাকাছি কোনো—দ্বিতীয় একটা দরোজা ছিল। হোমস দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সেটাও টেনে খুললেন। মেঝেয় মি. পিনারের কোট আর ওয়েস্টকোটটা পড়ে ছিল। দেখা গেল দরোজার পেছনের একটা হুক থেকে নিজের ব্রেসেস গলায় বেঁধে ফ্র্যাঙ্কো মিডল্যান্ড, হার্ডওয়ার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঝুলছেন। হাঁটু দুটো গুটিয়ে আছে। মাথাটা দেহের সঙ্গে ভয়াবহ কোণ সৃষ্টি করে দুলছে। তাঁর গোড়ালী দুটি দরোজার কাঠে লেগে ঠক ঠক শব্দ করছিল এতোক্ষণ!

মুহূর্তের মধ্যে ওয়াটসন তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে শরীরটাকে তুলে ধরলেন ওপরের দিকে। হোম্‌স্ আর পাইক্রফট সেই ফাঁকে গলার বাঁধন খুলে দিলেন,—সেটা তাঁর পাণ্ডুর ত্বকের ভাঁজের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। তারপর তাঁকে হোমসরা বয়ে নিয়ে গেল অন্য ঘরে। সেখানে তিনি স্লেট পাথরের মতো বর্ণহীন মুখে শুয়ে রইলেন। প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর লাল ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকল। পাঁচ মিনিট আগের এক মানুষের ভয়ঙ্কর ভগ্নাবশেষ।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন বুঝছো, ওয়াটসন?

ওয়াটসন ঝুঁকে পড়ে তাঁকে পরীক্ষা করলেন। তাঁর নাড়ী খুব দুর্বল এবং মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমশই দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। চোখের পাতা মৃদু মৃদু কাঁপছিল। পরীক্ষা শেষে ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—একটা ধাক্কা গেল আর কি! কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে গেল। পাইক্রফটকে বললেন—ওই জানলাটা খুলে দিন আর জলের কুঁজোটা আমার হাতে দিন। এবার ওয়াটসন তার কলারের বোতামটা খুলে মুখে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। তার হাত দুটো ওঠানামা করাতে লাগলেন বুকের পাশ দিয়ে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়।

হোমস প্যান্টের পকেটে দুহাত পুরে বুকে চিবুক গুঁজে দাঁড়িয়েছিলেন। গম্ভীরস্বরে বললেন—এবার আমাদের পুলিশ ডাকা উচিত। তারা এলে তাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা পেশ করা যাবে।

পাইক্রফট অধৈর্য হয়ে মাথা চুলকে বললেন—ব্যাপারটা আমার কাছে কুবই রহস্যপূর্ণ, কী জন্যে আমাকে এতো দূরে টেনে আনা হল, আর তারপর—

হোমস বললেন—সমস্ত ব্যাপারটাই পরিষ্কার। তুমি কী বল ওয়াটসন? প্রথমত মনে হচ্ছে মি. পাইক্রফটকে দিয়ে এক স্বীকৃতি লিখিয়ে নেওয়া যে তিনি এই অদ্ভুত কোম্পানির চাকরিতে যোগ দিলেন। তুমি বুঝতে পারছো না এটা কতো ইঙ্গিতপূর্ণ? কারণ পাইক্রফটের হাতের লেখার ধরনটা পাওয়ার জন্যে এরা খুব ব্যগ্র ছিল এবং পেতে হলে আর এ ছাড়া অন্য কী পথ ছিল?

পাইক্রফট বললেন—কিন্তু কেন?

ঠিক কথা, কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে নিয়ে বললেন—যখন এর উত্তর দিতে পারবো তখন ভাববেন সমস্যার সমাধানে অনেকটা আমি এগিয়ে গেছি। এই মুহূর্তে এর উপযুক্ত উত্তর একটাই হতে পারে। কেউ চেয়েছিল আপনার হাতের লেখা নকল করা শিখতে এবং তার জন্যে লেখার নমুনা জোগাড় করা দরকার ছিল। এরপর যদি আমরা দ্বিতীয় ব্যাপারটায় আসি তাহলে দেখি যে, একটি অন্যটির ওপর আলোকপাত করছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে পিনারের অনুরোধ যে, আপনি পদত্যাগ করবেন না। কিন্তু ওই বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারকে আশা দিয়ে রাখবেন যে পাইক্রফট নামে একজন সোমবার সকালে কাজে যোগ দিচ্ছেন, যাঁকে ম্যানেজার কখনো দেখেন নি। এবার হাতের লেখা নেবার কারণ আপনি বুঝলেন তো পাইক্রফট। ধরুন কেউ আপনার কাজে যোগ দিল, যার হাতের লেখা আপনার পদের জন্যে দরখাস্তের লেখা থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ। তাহলে নিশ্চয়ই চালাকিটা ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে বদমাইসটা নকল করতে শিখে নিল, এর ফলে নিজের পদটি পাকা হল। কারণ, আমার অনুমান, অফিসের কেউ কখনো আপনাকে চোখে পর্যন্ত দেখে নি। আর আপনাকে এমন কারো সংস্পর্শে আসতে না দেয়া হয় যে আপনারই নকল একজন মসনদের অফিসে কাজ করতে অতএব তারা আপনার চাকরি বাবদ মোটা টাকা আগাম দিল এবং কৌশল করে

www.pathagar.com

আপনাদের দূরে সরিয়ে দিল। সেখানে আপনার ঘাড়ে কাজের বোঝা চাপিয়ে লন্ডনের আসা বন্ধ করল যাতে না আপনি ওদের চালাকিটা ধরতে পারেন। এ সমস্তটাই খুব সোজা।

পাইক্রফট বললেন—কিন্তু এই লোকটা নিজেই নিজেরই ভাই সাজবে কেন?

হোমস বললেন—এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার। বোঝা যাচ্ছে এর মধ্যে মাত্র দুজন লোক আছে। অন্যজন অফিসে আপনার ভূমিকায় অভিনয় করছে। এই লোকটা আপনার কর্মদাতা হয়েছিল এবং তারপর দেখল যে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে না নিলে আপনার মনিব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তাতে সে একেবারে অনিচ্ছুক। তারপর যতোদূর পারে তার চেহারা পরিবর্তন করল আর আশা করল যেটুকু সাদৃশ্য আপনার চোখ এড়াবে না সেটুকু বংশগত দারার মধ্যেই ধরা হবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সোনা বাঁধানো দাঁত দেখার সুযোগ আপনি পান, না হলে কখনোই আপনার সন্দেহের উদ্রেক হত না।

পাইক্রফট শূন্যে ঘুষি ছুঁড়লেন। ঈশ্বর! চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। আমি যখন এইভাবে বোকা বনেছি, তখন নকল পাইক্রফট মসনের ওখানে কী করছে? এখন আমার কী করা উচিত, মি. হোম্‌স্? বলুন আমি কী করব?

মসনকে টেলিগ্রাম করে সব জানিয়ে দিতে হবে—হোম্‌স্ বললেন।

তবে একটা জিনিস আমি ভেবে পাচ্ছি না যে, মি. পিনার আমাদের দেখা মাত্রই কেন তক্ষুনি গলায় দড়ি দিল।

পিছন থেকে একটা বাঙা কণ্ঠস্বর শোনা গেল হোম্‌সের কথা শেষ না হতেই। দেখা গেল রক্তহীন বিবর্ণ চোখে অতি কষ্টে দৃষ্টি মেলে মি. পিনার ভগ্নস্বরে বলছেন—ওই কাগজটা! গলায় তখনো তার লাল ফিতেটা জড়ানো ছিল।

কাগজটা! ঠিক! হোমস চিৎকার করে উঠলেন টান টান উত্তেজনায়, বললেন—আমি কী বোকা। কাগজের কথাটা একবারও মাথায় আসে নি! খালি চিন্তা করছিলাম কেউ আমাদের বুঝতে পারল কি না। এবার মনে হচ্ছে, সমস্যাটা নিশ্চয়ই কাগজের মধ্যে আছে। হোমস টেবিলের ওপর কাগজটা মেলে ধরলেন। তাঁর মুখে তখন বিজয়ের উল্লাস। এই দেখো, ওয়াটসন! আমরা যা চাইছিলাম তা এখানেই রয়েছে। কাগজের হেডলাইনগুলো দেখো—ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডের টাটকা সংস্করণ। আমরা যা চাইছি তা এখানে রয়েছে। দেখো পরিষ্কার ছাপা আছে "শহরে অপরাধ। মসন অ্যান্ড উইলিয়ামসে হত্যাকাণ্ড। বিরাট ডাকাতি প্রচেষ্টা দুষ্কৃতকারী ধৃত।" এই যে ওয়াটসন, চেঁচিয়ে পড়ে শোনাও দেখি।

ওয়াটসন, শহরের এক দুঃসাহসিক ও গুরুত্বপূর্ণ খবরটি পড়তে লাগলেন—'আজ বিকেলে শহরে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির চেষ্টা হয়, যার ফলে একজনের মৃত্যু হয়েছে। কিছুকাল হল শহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস কিছু পরিমাণে শেয়ারের রক্ষক হয়েছিলেন। যার মোট দাম এক কোটি স্টার্লিং-এর বেশ কিছু বেশি। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা শেয়ারগুলি রক্ষণাবেক্ষণের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সর্বাধুনিক ধরনের সিন্দুক ও দিবারাত্র সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়। টের পাওয়া যায় যে গত সপ্তাহে পাইক্রফট নামে এক নতুন কেরানিকে কোম্পানি চাকরি দেয়।

আরো টের পাওয়া যায় যে এ কেরানি আর কেউই নয়, বিখ্যাত জালিয়াত ও সিন্দুক ভাঙার ওস্তাদ বেডিংটন। যে সম্প্রতি তার ভাইয়ের সঙ্গে পাঁচ বছর শাস্তিভোগের পর মুক্তি পেয়েছে। কোনো উপায়ে—যা এখনো পরিষ্কার নয়—নকল নামে এই অফিসে চাকরি সংগ্রহে সক্ষম হয়, বিভিন্ন তালাচাবির ছাঁচ প্রস্তুত করে এবং স্ট্রং-রুম ও সিন্দুকগুলির অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য জেনে নেয়। সাধারণত শনিবার দিন বেলা বারোটায় মসনের কেরানিদের ছুটি হয়। সেইজন্যে একটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় এক ভদ্রলোককে কার্পেটের ব্যাগ হাতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে শহরের পুলিশ সার্জেন্ট টুসন কিছুটা অবাক হয়। সন্দেহ হয় তার। ফলে সার্জেন্টটি লোকটিকে অনুসরণ করে। এবং প্রবল বাধা দান সত্ত্বেও কনস্টেবল পোলকের সাহায্যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করে। আর সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে একটা বিরাট ডাকাতি হয়ে গেছে। প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের রেলওয়ে বন্ড আর সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ অন্যান্য খনি ও

www.pathagar.com

কোম্পানির বড় করমের শেয়ার ব্যাগের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়। মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল, মৃতের মাথার খুলি পেছন থেকে এক ডাণ্ডার আঘাতে চুরমার করে দেওয়া হয়েছিল। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বেডিংটন ছুটির পর অফিসে কোনো কিছু ফেলে এসেছে এই ভান করে প্রবেশ করে এবং প্রহরীকে খুন করার পর তাড়াতাড়ি বড় সিন্দুকটা ভেঙে লুটের মাল নিয়ে বেরিয়ে আসে। যতোদূর জানা গেছে খুনীর যে ভাই সাধারণত তার সঙ্গে একত্রে কাজ করে সে এই ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে নি। যদিও তার গতিবিধি সম্বন্ধে পুলিশ জোর অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

হোম্‌স্ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে বললেন—ভালো ব্যাপারে পুলিশের কষ্ট কিছুটা আমরা লাঘব করতে পারি। জানলার ধারে ভগ্নদশা প্রাপ্ত মি. পিনারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে হোম্‌স্ বললেন—মানব চরিত্র সত্যিই অদ্ভুত, ওয়াটসন! তুমি দেখছ যে এক বদমাইস খুনী পর্যন্ত এমন ভালোবাসার উদ্রেক করতে পারে যে তার ভাই আত্মহত্যা করতে উদ্ধত হয় যখন শোনে যে খুনীর ফাঁসীর দড়ি এড়াবার উপায় নেই। যাইহোক, এ ব্যাপারে আমাদের আর কিছু করবার নেই। আমরা পাহারা দিচ্ছি, মি. পাইক্রফট, আপনি পুলিশ ডেকে আনুন।

শেষ মামলা

ওয়াটসন মনে করেন, তার বিয়ের পরেই নতুন করে ডাক্তারি শুরু করবার ফলে হোম্‌সের ঘনিষ্ঠতা কিছু কমে এসেছিল। কোনো তদন্তের ব্যাপারে সংগীত প্রয়োজন অনুভব করলে হোম্‌স্, ওয়াটসনের কাছে মাঝে মাঝে আসতেন বটে, কিন্তু ক্রমেই তা এতো বিরল হয়ে পড়ে যে ১৮৯০ সালের সারা বছরে দেখা গেল মাত্র তিনটি ঘটনারই বিবরণ লেখা আছে। খবরের কাগজে দেখা গেছে সে বছরের শীতকালে এবং বছরের প্রথম বসন্তে ফরাসি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক তদন্তে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। 'নারবোঁ' আর 'নিম্‌স্' থেকে তাঁর দুই খানা চিঠিও পেয়েছিলেন ওয়াটসন, আর সে চিঠি পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে তাঁর ফরাসি দেশে অবস্থান বোধহয় দীর্ঘস্থায়ীই হবে। কাজেই হোম্‌স্‌কে সেদিন সন্ধ্যা বেলায় রুগী দেখবার ঘরে ঢুকতে দেখেই ওয়াটসন একটু আশ্চর্যই হলেন। দেখা গেল আগের চেয়ে হোম্‌স্ একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন।

ওয়াটসনের চাউনির উত্তরে হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজের চাপ পড়েছে খুবই তাই আর আমার নাওয়া খাওয়ার সময় জ্ঞান থাকছে না। আচ্ছা; জানলার খড়খড়িটা বন্ধ করে দিলে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো? বলেই হোম্‌স্ দেওয়াল ঘেঁসে ঘেঁসে খড়খড়িটা নামিয়ে দিলেন। তারপর ছিটকিনিটা ভালোভাবে আটকে দিলেন।

ওয়াটসন বললেন—হোম্‌স্, তুমি যেন একটা কিছুর ভয় পেয়েছো বলে মনে হচ্ছে?

হোম্‌স্ নির্দ্ধিধায় বললেন—হ্যাঁ, আমি ভয় পাচ্ছি এয়ারগানের! ওয়াটসনকে অবাক হতে দেখেই হোম্‌স্ বললেন,—ওয়াটসন, যতোটুকু তুমি আমাকে জানো তাতে মনে হয় তুমি নিশ্চিত যে, আর যাই হোক্ আমি খুব একটা ভীতু নই আর ঘাবড়াবার লোকও আমি নই—তবে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা আছে বুঝেও সেটা উপেক্ষা করা বা সাবধান না হওয়া নিছক বোকামি বলেই মনে হয়! যাক্‌গে একটা দেশলাই দাও তো? এই বলে, পরম তৃপ্তির সঙ্গে পাইপ ধরালেন হোম্‌স্। তারপর একটু থেমে বললেন,—তোমাকে বিরক্ত করতে এসেছি বলে দুঃখিত। কিন্তু কিছু যদি মনে না করো, তাহলে আমি শিগ্‌গিরি অত্যন্ত বেখাপ্পাভাবে তোমার বাগানের পিছন দিককার পাঁচিল টপ্‌কে চলে যাবো।

ওয়াটসন বিস্মিত হয়ে বললেন—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

হোম্‌স্ আলোর সামনে হাত মেলে ধরায় দেখা গেল, তাঁর দুটো আঙুলের গাঁট কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি মুচকী হেসে বললেন, সবটাই নিছক কল্পনা নয়, কী বল! বরং এমন কিছু, যার জন্যে একটা হাড় ভাঙলেও আশ্চর্য হবার ছিল না। শ্রীমতী বাড়ি আছেন নাকি?

ওয়াটসন বললেন—না, তিনি কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে গেছেন। বাপের বাড়িতে।

ও, তাহলে তুমি এখন একা, হোম্‌স্ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন,—তাহলে তুমি তো স্বচ্ছন্দে

www.pathagar.com

আমার সঙ্গে যেতে পারবে এখন? চল সপ্তাখানেক ইউরোপে ঘুরে আসা যাক্।

ওয়াটসনের কাছে হোম্‌সের সবকিছুই আজ রহস্যময় লাগছিল। উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়ানো হোম্‌সের স্বভাব বিরুদ্ধ। আর তাঁর শুকনো ফ্যাকাসে মুখ চোখ দেখে মনে হয় দারুণ মানসিক উত্তেজনায় তাঁর দিন কাটছে। ওয়াটসনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে তিনি আঙুলগুলো জড়ো করে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে সব বুঝিয়ে বলতে লাগলেন।

তুমি বোধহয় কখনো প্রফেসর মরিয়ার্টির নাম শোনো নি! হোম্‌স্ তির্যক ভঙ্গীতে বললেন।

ওয়াটসন চট্‌পট উত্তর দিলেন—কই না তো, শুনি নি।

হোম্‌স্ বললেন—সমস্ত ব্যাপারটার মজাটাই হচ্ছে এইখানে। এইটাই তার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তার প্রভাব সারা লন্ডনের পরিব্যপ্ত অথচ কেউ তাকে চেনা দূরে থাক, নাম পর্যন্ত জানে না। আর দুষ্কৃতির ইতিহাসে এটাই তার পরকাষ্ঠার নিদর্শন। তোমায় সত্যি বলছি—ওয়াটসন, এই লোকটিকে পরাভূত করতে পারলে আমি সমাজকে তার কলুষিত কবল হতে মুক্ত করতে পারতাম। জেনে রাখে ওয়াটসন, কেবলমাত্র তোমাকেই গোপন খবরটা বলছি, ইদানীং ফরাসি সাধারণতন্ত্র বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজ পরিবারের যেটুকু সামান্য উপকারে আসতে পেরেছি, তার ফলে আমার খেটে না খেলেও চলে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার মনোমতো রাসায়নিক চর্চায় কাটাতে পারি। কিন্তু ওয়াটসন, প্রফেসর মরিয়ার্টির মতো লোক শহরের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হলেই আমি আর অলসের মতো চুপচাপ বসে থাকতে পারি না।

ওয়াটসনের হঠাৎ প্রশ্ন—কী করেছে সে?

অসাধারণ তার জীবনের কাজকর্ম। হোম্‌স্ শান্তস্বরে বলে চললেন—সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত, গণিতশাস্ত্রে তার অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি একুশ বছর বয়সেই সে বাইনোমিয়াল থিওরেম সম্বন্ধে যে নিবন্ধ রচনা করেছিল সারা ইউরোপে তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফলে সে গণিতের অধ্যাপক হয়েছিল। সবাই তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে চরিত্রের জন্মগত ক্রুর পৈশাচিকতা ও রক্তের দুষ্কর্মের ধারা শিক্ষার গুণে সংস্কার বা সংশোধন হল না বরং অসাধারণ মেধার বলে তার অপরিমিত শক্তিবৃদ্ধি হল। কর্মস্থলে তাকে ঘিরে নানা ধরনের বিশ্রীরকমের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সে পদত্যাগ করে লন্ডনে চলে এল এবং সেখানে সে সৈন্যবাহিনীর উপদেষ্টা হয়ে বসল। সবাই এইসব কথাই জানে, আর আমি যা জেনেছি এবার তা তুমি শোনো ওয়াটসন। তুমি ভালো করেই জানো লন্ডনের দুষ্কৃতকারীদের উঁচু মহলের যতো খবর আমার চেয়ে বেশি কেউ-ই জানে না। বহুদিন ধরে অনুভব করছি যে এই অপরাধীদের পিছনে কোনো গভীর অর্ন্তনিহিত শক্তি বারবার দুষ্কৃতকারীদের আইনের হাত থেকে রক্ষা করে আসছে। জালিয়াতি, হত্যা, রাহাজানি প্রভৃতি বহুবিধ বিচিত্র দুষ্কর্মের পিছনেই বারবার আমি এই শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছি। আমার হাতে যে সব তদন্তের ভার পড়ে নি, অমীমাংসিত এমন বহু কু-কর্মের উৎসরূপে আমি এই প্রাণশক্তির সন্ধান পেয়েছি। দীর্ঘকালের চেষ্টায় অবশেষে এমন এমন সূত্র আমার হাতে এসেছে যা অনুসরণ করে, সহস্র বাধাবিঘ্ন ও সর্পিল গতিপথ অতিক্রম করে, গাণিতিক কীর্তিখ্যাত ভূতপূর্ব প্রফেসর মরিয়ার্টিকে আবিষ্কার করলাম।

বুঝলে ওয়াটসন, মরিয়ার্টি হল দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে সম্রাট, নেপোলিয়ান যেন। লন্ডনের প্রায় অর্ধেক অমীমাংসিত অপকর্মের সংগঠক সেই-ই। প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এই প্রতিভাধর দার্শনিক এবং বিশুদ্ধ চিন্তাশক্তির অধিকারী। মাকড়সার জালের কেন্দ্রস্থলে যেমন মাকড়সা ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে এবং যেমন করে জালের প্রতিটি তন্তুর কম্পনই সে বোঝে আর অনায়াসে শিকার যেমন ধরতে পারে, তেমনি সে। সে নিজে হাতে কিছু করে না, কেবল বসে বসে পরিকল্পনা করে। কিন্তু তার প্রতিনিধি অসংখ্য এবং তার দল খুবই সু-সংগঠিত। মনে করো, কোনো দুষ্কর্ম করতে হবে, কোনো দরকারি কাগজপত্র সরানো বা কোনো ঘর তল্লাসি করা দরকার অথবা কোনো মানুষকে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে চিরকালের মতো, খবর দিলেই

www.pathagar.com

সেই-ই সব ব্যবস্থা করে লোক লাগিয়ে ঠিকঠাক করে দেবে। সে লোক যদি দৈবাৎ ধরা পড়ে তবে তার জামিনের বা পক্ষ সমর্থনের জন্যে টাকার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এইসব প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে ধরা পড়লেও মূল শক্তিধরটি ধরা পড়া দূরের কথা কেউ কখনো সন্দেহও করে না। অনুমান সিদ্ধান্ত নির্ভর করে এ-সংগঠনের অস্তিত্ব আমিই বার করেছি, এখন আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে লোকচক্ষে এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত কোরে, একে চূর্ণ করে দিতে আমি বদ্ধ পরিকর। কিন্তু প্রফেসরটি এতো সুচতুর ও সুনিপুণভাবে নিজেকে সুরক্ষিত করে রেখেছে যে, যা কিছুই আমি করি না কেন, তাকে আদালতে অভিযুক্ত করার মতো কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব মনে হয়েছে। তবু তিন মাস চেষ্টা করবার পরও আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, এতোদিনে বুদ্ধির যুদ্ধে সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী আমার মিলেছে। তার সুনিপুণ দক্ষতার প্রশংসা করতে গিয়ে তার দুষ্কর্মের বীভৎসতার কথা ভুলে গেলাম। কিন্তু অবশেষে সে অত্যন্ত তুচ্ছ, যৎসামান্য একটুখানি ভুল করে বসল! আমি তখন তাকে অনুসরণ করে প্রায় ধরি ধরি অবস্থায় পৌঁছেছি। আমি সুযোগ পেয়ে গেলাম। আর তার চারপাশে জাল বুনে বুনে প্রায় গুটিয়ে আনলাম। এখন আর দিন-তিনেকের মধ্যে, ধরো এই সামনের সোমবারের মধ্যেই একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যাবে বলে মনে হয়। আর প্রফেসরটিও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়বেন। তারপর এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ফৌজদারি মামলার সূত্রপাত হলে দেখা যাবে যে অন্তত চল্লিশটা রহস্যের কিনারা হয়েছে—আর ওদের প্রত্যেকেরই গলায় ঝুলছে ফাঁসির দড়ি। কিন্তু সামান্যতম তাড়াহুড়ো করলেও পাকা ঘুঁটি কেঁচে যেতে পারে। আর হয়তো শেষ মুহূর্তে আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রফেসর মরিয়ার্টি এতো বেশি চালাক যে তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে আমার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেই সে বার বার বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, তবে প্রতিবারই আমি তার ওপর টেক্কা দিতে পেরেছি। এই নীরব দ্বন্দ্বের কথা গোয়েন্দা-গিরির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এর আগে আমি আর কখনো এবারের মতো তৎপরতা দেখাতে পারি নি বা প্রতিপক্ষের কাছে এমন সুতীব্র বিরোধিতা পাই নি। যতোই সে গভীর আঘাত হানতে চেষ্টা করেছে, আমি ততোতই পাশ কাটিয়ে সরে গেছি। আজই সকালে প্রস্তুতির শেষ পর্ব সমাধা হয়েছে, এবং সব ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হতে তিন দিন সময় দরকার। আজ ঘরে বসে ব্যাপারটার কথা ভাবছিলাম, হুট করে দরোজা খুলে গেল। দেখি প্রফেসর মরিয়ার্টি সামনে দাঁড়িয়ে। ওয়াটসন, আমি খুবই পোড় খাওয়া লোক। তুমি তো জানো আমি সহজে ঘাবড়াই না। তবু দিনরাত যার কথা ভাবছি হঠাৎ তাকেই আমার দরোজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু চমকে উঠেছিলাম—স্বীকার করতেই হচ্ছে আমাকে।

অত্যন্ত লম্বা, রোগা, কপালটা উঁচু, ধবধবে সাদা চামড়া এবং চোখদুটো কোটরের ভিতর ঢোকানো। শুচিশুভ্র ছিম্‌ছাম্ বেশ বাস। চেহারায় অধ্যাপক জীবনের ছাপ যাই যাই করেও যেন একটু লেগে রয়েছে। রাতদিন বই নিয়ে ঝুঁকে থাকার ফলে একটু কুঁজোভাব। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া মুখটা সবসময় অদ্ভুতরকমের সাপের ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ নড়াতে নড়াতে, চোখ কুঁচকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় আগ্রহভরে দেখতে লাগল। অবশেষে বলল, 'যা ভেবেছিলাম মাথার সামনের ভাগ দেখছি তার চেয়েও অপরিণত। ড্রেসিং গাউনের পকেটে গুলিভরা পিস্তল নাড়াচাড়া করা খুবই বিপদজনক বদ-অভ্যাস।' তাকে দেখা-মাত্রই নিজের জীবন কতোখানি বিপন্ন আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আর এটা নিশ্চিতছিলাম আমাকে সরিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিত হবে। তাই তাকে দেখামাত্রই নিমেষের মধ্যে রিভালভারটা ড্রয়ার থেকে বার করে জামার পকেট থেকে তার দিকে লক্ষ করে ধরেছিলাম। এখন তার কথা শুনে সেটার ঘোড়া টেনে টেবিলের ওপর রেখে দিলাম। সে তখন মিটমিট করে হাসছিল বটে, তবু তার চোখে এমন একটা কিছু লেখা ছিল যাতে, রিভালভারটা হাতের কাছে থাকায় বেশ আশ্বস্ত বোধ করতে লাগলাম।

সে বলল—বেশ বোঝা যাচ্ছে আমাকে তুমি চেন না।

আমি বললাম—ঠিক তার উলটো। পরিষ্কারই বুঝতে পারছ যে তোমাকে চিনি। অনুগ্রহ করে বসো। আর আমি একটু ব্যস্ত—কিছু বলার থাকলে তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করো।

www.pathagar.com

প্রফেসার মরিয়ার্টি বলল—আমি যা বলতে চাই তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ?

হোম্‌সের তীক্ষ্নস্বর—তাহলে তার উত্তরটাও তুমি হয়তো বুঝে নিয়েছ।

প্রফেসার কর্কশস্বরে বলল—তাহলে তোমার কাজে-কথায় নড়চড় হবে না?

বিন্দুমাত্র নয়—হোম্‌সের দৃঢ় স্বর।

প্রফেসার পকেট চাপড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই হোম্‌স্ পিস্তলটা তুলে নিলেন বটে, কিন্তু দেখলেন পকেট থেকে কয়েকটা তারিখ-টোকা একটা স্মারক-পুস্তিকা সে বার করল। তারপর সেটার পাতা উলটে বলল—জানুয়ারির ৪ তারিখে তুমি প্রথম আমার পথ মাড়িয়েছ, তেইশ তারিখে আমাকে বিব্রত করেছ, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আমাকে তুমি অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলেছ, মার্চের শেষে আমার কার্যধারা ব্যাহত করেছ আর তোমার অবিরাম পিছু লেগে থাকার ফলে এই এপ্রিলের শেষে আমি স্বাধীনতা পর্যন্ত হারাতে বসেছি। এ এক অসহ্য অবস্থা!

হোম্‌স্ বললেন—তুমি কী চাও স্পষ্ট করে বলো?

মরিয়ার্টি কর্কশ স্বরে বলল—শোনো, হোম্‌স্ এখনো সময় আছে তুমি সরে না দাঁড়ালে, একেবারে চেপ্টে যাবে তুমি পায়ের তলায়। এটা শুধু তোমার বিপদ নয়। তোমার নিশ্চিত বিলোপ। তুমি কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে কাজ করছ না। তুমি একটি প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন একটি সংস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ।

হোম্‌স্ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমায় এখন একটু বেরোতে হবে, তোমার সঙ্গে আলাপ করার আনন্দে আমি একটা জরুরি কাজের কথা ভুলতে বসেছি।

মরিয়ার্টিও উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তোমার প্রতিটি চালই আমার জানা। সোমবারের আগে তুমি কিছুই করতে পারবে না। এতো তোমার আমার দ্বৈরথ যুদ্ধ হোম্‌স্! তুমি আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে ভেবেছ। কিন্তু জেনে রাখো—তোমার এই স্বপ্ন কোনোদিনই বাস্তবে পরিণত হবে না। তুমি ভাবছ আমায় হারিয়ে দেবে? তা কখনো পারবে না। তোমার বুদ্ধির বলে যদি আমায় নিশ্চিহ্ন করতেও পারো নিশ্চয়ই জেনো তোমাকেও আমি তেমনি ভাবেই নিশ্চিহ্ন করে দেব।

হোম্‌স্ বললেন—প্রফেসার মরিয়ার্টি, তুমি আমার যথেষ্ট প্রশংসা করেছে। প্রত্যুত্তরে আমি কেবল একটা কথাই বলব যে, প্রথম ঘটনাটা ঘটবে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, কিন্তু অন্যটার কথা তো বলতে পারি না। এই বলে সে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল।

ওয়াটসনকে হোম্‌স্ বললেন—এই হল আমার অভিনব সাক্ষাৎকার। মনের মধ্যে যে একটা অস্বস্তি অনুভব করছি সেকথা তোমার কাছে স্বীকার করছি। ষণ্ডা মার্কার গাঁক্‌গাঁকানির চেয়ে তার মৃদুস্বরে উচ্চারিত কথায় মনে হয় এটা নিছক ভয় দেখানোর ফাঁকা আওয়াজ নয়, এর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। তুমি হয়তো বলবে ওকে পুলিশে দিচ্ছি না কেন? তার কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অনিষ্ট ঘটবে তা তার সাঙ্গপাঙ্গরাই ঘটাবে। আর তার পাকা দলিলও আমার হাতেই রয়েছে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—এর মধ্যেই কি তুমি আক্রান্ত হয়েছে হোম্‌স্ মৃদু হেসে বললেন—কাজ ফেলে রাখা প্রফেসারের ধাতে নেই। আজ দুপুর নাগাদ একটা কাজে যখন অক্সফোর্ড স্ট্রিটে গেছিলাম, তখন বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট থেকে ওয়েল বেক্ স্ট্রিটে মোড় নেবার মুখেই একটা দুই ঘোড়ার টানা গাড়ি বিদ্যুৎ বেগে মোড় ঘুরে, চকিতে একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। এক লাফে ফুটপাথে উঠে পড়ায় একচুলের জন্যে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।

গাড়িটা মেরিলিবোন লেনে মোড় বেঁকে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওয়াটসন, তারপর থেকেই আমিই ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। ভিয়ার স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটা ছাদ থেকে একখানা ইঁট আমার পায়ের গোড়ায় পড়ে একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। তখনই পুলিশ আমাকে এইসব সাত পাঁচ বোঝাল। আমি অবশ্য জানতাম যে কী হয়েছে, কিন্তু আমার হাতে তো কোনো প্রমাণ-পত্র নেই, আর কিছু করতেও পারব না। তারপরেই আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আমার ভাইয়ের বাসায় গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে এসে, এই তোমার এখানে

www.pathagar.com

আসার পথেই এক হোঁৎকা লোক একটা ভোজালি নিয়ে আমাকে আক্রমণ করল। আমি তাকে ঘুঁসি মেরে কুপোকাৎ করে পুলিশ-হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু জোর দিয়েই বলতে পারি, আমি যে ভদ্রলোকের দাঁতে ঘুঁসি মারলাম তার সঙ্গে দশ মাইল দূরে যে বসে যে গণিতের অধ্যাপক একের পর এক সমস্যা পূরণের ছক কেটে চলেছেন তার কোনো সম্পর্কেই প্রমাণ করা যাবে না। ওয়াটসন, এসব শুনে এখন বোধহয় আর তোমার ঘরে ঢুকেই খড়খড়ি বন্ধ করেছি বলে, বা সদর দরোজার বদলে খিড়কির দরোজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বিশেষ আশ্চর্য হবে না?

ওয়াটসন বললেন—রাতটা হয়তো আমি শেষপর্যন্ত অবাঞ্ছিত, ভয়াবহ রাতের অতিথি হয়ে পড়ব। ব্যবস্থা সব করাই আছে। আর তাতে গোলমালও কিছু হবে না। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে শেষপর্যন্ত তাতে ওদেরকে ধরতে কোনো অসুবিধাই হবে না, তবে এটা ঠিক যে ওদের মেয়াদের জন্যে আমার উপস্থিতি খুবই প্রয়োজনীয়। কাজেই, পুলিশ যে-কয়দিন যথেচ্ছ কাজ করতে পারছে, সে দুই চারদিন একটু বাইরে ঘুরে এলেই বা ক্ষতি কী! তা তুমি যদি আমার সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে আসতে পারো তা খুবই ভালো লাগবে আমার।

তা রুগী পত্তর তো এখন তেমন হাতে নেই। তাছাড়া আমার প্রতিবেশী ডাক্তার খুবই ভদ্র। বললে আমার নিয়মিত রুগীগুলো নিশ্চয় দেখে দেবে। তোমার সঙ্গে যেতে আমার কোনো অসুবিধা নেই হোম্‌স্—সহজভাবেই ওয়াটসন কথাগুলো বললেন।

হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন—তাহলে আগামীকাল সকালে রওনা হতে পারবে তো?

ওয়াটসনের চট্‌পট্ উত্তর—হ্যাঁ, দরকার হলে তাও পারব।

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুবই দরকার। আর শোনো ওয়াটসন এখন যা যা বলব, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। মনে রেখো, ইউরোপের সবচেয়ে ধড়িবাজ বদমাস এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্বৃত্ত সংঘের বিরুদ্ধে আমরা জুটি হয়েছি। আমরা আগুন নিয়ে খেলতে চলেছি। শোনো, জিনিসপত্তর যা সঙ্গে নেবার আজ রাতেই নাম ঠিকানা না লিখে কোনো বিশ্বাসী লোক মারফৎ ভিক্টোরিয়া স্টেশানে পাঠিয়ে দেবে। দুই—হচ্ছে, সকালে যাকে গাড়ি আনতে পাঠাবে তাকে বিশেষ করে বলে নিও যে প্রথম দুইখানা গাড়ি আপনা থেকেই সেধে আসতে চাইলেও যেন কোনোমতেই তাদের না নেয়। তৃতীয়খানা এলে, তাতে লাফিয়ে চড়েই 'লাউদার আর্কেডের ভিতর দিয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছিয়ো—ঠিক সোয়া নয়টার সময়। বাঁকের মাথায় দেখবে, গলায় লাল পট্টিদার কালো মোটা কোট গায়ে একজন লোক একটা ছোট্ট ব্রুহাম নিয়ে অপেক্ষা করছে। সেইটেতেই চেপে ঠিক কন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস ধরার সময় মতো ভিক্টোরিয়া স্টেশানে গিয়ে হাজির হবে।

তোমার সঙ্গে কোথায় মিট করব?

স্টেশনেই, হোম্‌স্ বললেন—ইঞ্জিনের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় কামরাটি আমার জন্যে সংরক্ষিত থাকবে।

অতএব ওয়াটসন বৃথাই হোম্‌স্‌কে সে রাত্রে তার বাড়িতে থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন। বোঝা গেল এ বাড়িতে থাকলেই যে কোনো একটা বিপদ ঘটবে; আর সেই ভেবেই তিনি জোর করে চলে গেলেন। আগামীকালের কাজকর্ম সম্পর্কে তাড়াতাড়ি আরো কয়েকটা কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়ে হোম্‌স্ বাগানের দিকে এসে রাস্তার দিকের পাঁচিল বেয়ে নেমেই, একটা গাড়ি ডেকে উঠে পড়লেন।

সকালে হোমসের কথা বর্ণে বর্ণে পালন করলেন ওয়াটসন। প্রাতরাশ সেরে 'লাউদার আর্কেড'-মুখো তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকালেন। যেখানে একজন ভারিক্কি-গোছের কোচোয়ান কালো কোর্তায় মুড়িসুড়ি দিয়ে ব্রুহাম নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ওয়াটসন গাড়িতে ওঠামাত্রই কোচোয়ান চাবুক হাঁকিয়ে ভিক্টোরিয়া-মুখো গাড়ি চালিয়ে দিল। আর ওয়াটসন স্টেশনে নামা মাত্রই কোনো দিকে না তাকিয়েই গাড়ি নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল।

www.pathagar.com

এতোক্ষণ পর্যন্ত সবই বেশ ব্যবস্থামতো ঠিকঠাকই ঘটল। জিনিসপত্র আগে থেকেই পৌঁছে গেছিল। ট্রেনের কামরা খুঁজে বার করতেও বিশেষ বেগ পেতে হল না। কেননা হোম্‌সের নির্দেশ তো ছিলই, তাছাড়া শুধু ওই গাড়িখানার গায়েই 'পূর্ব-নিযুক্ত' কথাটা লেখা ছিল। কেবল হোম্‌স্‌কে দেখতে না পেয়েই ওয়াটসনের উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। স্টেশনে যাত্রী আর তাঁদের আত্মীয় আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে পরম বন্ধুর ছিপছিপে চেহারা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাটা বৃথাই গেল। কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

কেবল একজন বুড়ো-সুড়ো পাদ্রী, মুটেকে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে তাঁর মালপত্তর সোজা ইটালি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে, এইটে বোঝাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল দেখে মুটেটাকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তারপর এক চক্কর ঘুমে এসে ওয়াটসন দেখলেন রজার হাতলে টিকিট ঝোলানো থাকা সত্ত্বেও সেই বুড়ো-হাবড়া ইতালিয়ান ভদ্দর লোকটিকে তার চলতি পথের সঙ্গী হিসেবে কামরায় বসিয়ে দিয়ে গেছে। ওয়াটসন তাঁর ইংরেজির চেয়েও খারাপ ইতালির ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চুপচাপ ব্যাপারা হজম করে নিয়ে উদ্বিগ্নভাবে বন্ধুবরকে খুঁজতে লাগলেন। তাঁকে তখনো দেখতে না পেয়ে, রাতেই কোনো বিপদ ঘটেছে অনুমান করে ভয়ে ওয়াটসনের শরীর হিম হয়ে গেল। দরোজা সব বন্ধ হয়ে গিয়ে গাড়ি ছাড়বার বাঁশি দিয়েছে, এমন সময় ওয়াটসন শুনলেন—বন্ধু ওয়াটসন, তুমি তো শুভেচ্ছাটুকু জানিয়েও কৃতার্থ করলে না! শুনে অপরিসীম বিস্ময়ে ফিরে তাকালেন।

পাদ্রিসাহেব ওয়াটসনের দিকে ফিরে চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, এক মুহূর্তের জন্যে তাঁর মুখের বলিরেখা মুছে গেল, নাকটা থুতনি থেকে জেগে উঠল, সামনে-ঝুলে পড়া ঠোঁট সমান হয়ে গেল। থেমে গেল অনবরত বিড়-বিড় করা, ঝুঁকে-পড়া চেহারা টান টান হয়ে চকিতে ফিরে এলেন শার্লক হোম্‌সে। আবার পরমুহূর্তেই যে কে সেই, ক্ষণিকের খেলা নিমেষে মিলিয়ে গেল।

ওয়াটসন বললেন—বাপ্‌রে, কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম!

হোম্‌স্‌ ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললেন—এখানও কিন্তু খুব সাবধানে থাকা দরকার। আমার বিশ্বাস তারা এখনো আমাদের পিছু ছাড়ে নি, পায়ে পায়ে অনুসরণ করছে, ওই, ওই দেখ মরিয়াটি নিজেই এসে হাজির।

ট্রেন চলতে শুরু করল। পিছন ফিরে ওয়াটসন দেখলেন একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে আর যেন গাড়িটা থামাবার জন্যেই জোরে জোরে হাত নেড়ে ইসারা করছে, কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। প্রতিমুহূর্তেই গাড়ির গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে পেতে হোম্‌স্‌রা পরমুহূর্তেই প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেলেন। সবরকম আঁটঘাঁট বেঁধেও, দেখেছ তো, ওয়াটসন, কোনো রকমে পার পাওয়া গেল। হাসতে হাসতে এই কথা বলে, হোম্‌স্‌ উঠে তাঁর ছদ্মবেশের উপকরণ, আলখাল্লা আর টুপি খুলে মোড়কে করে হাত-ব্যাগে রেখে দিয়ে বললেন, ওয়াটসন, সকালের কাগজ দেখেছ? খুব বেশি কিছু ক্ষতি হয় নি অবিশ্যি।

ওয়াটসন বললেন,—কী বলছ? সত্যি? এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

হোম্‌স্‌ বললেন—ওদের লগুড়ধারী পুরুষপ্রবর ধরা পড়ার পর নিশ্চয়ই আমার খেই একেবারে হারিয়ে ফেলে, নইলে আমি যে বাসায় ফিরেছি, এটা ওরা ভাবতেই পারত না। তারা অবিশ্যি তোমার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছিল, তাই মরিয়ার্টি ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে হাজির হয়েছে। এখানে আসার পথে কোনো ভুলত্রুটি ঘটে নি তো?

যেমন যেমন বলেছ, তাই-ই করেছি—ওয়াটসন বললেন।

ব্রুহাম ঠিক পেয়েছিলে?

হ্যাঁ ওখানেই ছিল।

কোচোয়ানটিকে চিনতে পেরেছিলে?

না।

হোম্‌স্‌ বললেন—কোচওয়ানটি হল আমার ভাই মাইক্রফট। জরুরি আর গোপন ব্যাপারে একজন ভাড়াটে লোক না নিয়ে ওর সাহায্য নেবার সুবিধা অনেক। তা যাক। এখন মরিয়ার্টি

www.pathagar.com

সম্বন্ধে কী করা যাবে, পরামর্শ আঁটতে হবে। এটা তো এক্সপ্রেস ট্রেন, আর স্টিমারও সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে, কাজেই মনে হয় মরিয়ার্টিকে এবার কলা দেখানো গেছে। ওয়াটসন, তোমাকে তো আগেই বলেছি, বুদ্ধি আর কৌশলে মরিয়ার্টি আমার চেয়েও কোনো অংশে খাটো নয়। কিন্তু তুমি বোধহয় কথাটা ঠিক খেয়াল করো নি। ধরো আমিই যদি অনুসরণ করতাম তাহলে এতো সহজে কি নিরস্ত হতাম মনে করো? তাহলে ওর সম্বন্ধেই বা এতো খারাপ ধারণা করছ কেন?

ওয়াটসন বললেন—ও, এখন কী করবে?

আমি যা করতাম। হোম্‌সের সংক্ষিপ্ততম উত্তর।

তুমি হলে কী করতে?

একটা স্পেশ্যাল ট্রেন ভাড়া করতাম।

কিন্তু তাতে তো দেরি হত কিছুটা!

আদৌ না। হোম্‌স্ বললেন—এ গাড়ি তো ক্যান্টরবেরিতে ধরে, আর স্টিমার ছাড়তে প্রায় সব সময়েই মিনিট পনের দেরি হয়। সেখানেই আমাদের ধরে ফেলবে।

ওয়াটসন বললেন—ওঃ লোক ভাববে আমরাই বুঝি খুনি ডাকাত! আচ্ছা, সেখানে পৌঁছনো মাত্রই ধরিয়ে দিলে কী হয়?

হোম্‌স্ তাড়াতাড়ি বললেন—তাহলে তিনমাসের বিপুল পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হবে। রাঘব বোয়ালটিকে ধরতে পারব বটে কিন্তু চুনোপুঁটিরা জাল কেটে এদিকে ওদিক ছিট্‌কে পালাবে। আর এদিকে সোমবারে ওদের সব কয়জনকেই পেতে পারি। না-এখন ধরার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে? ওয়াটসনের প্রশ্ন।

আমরা ক্যান্টরবেরিতে নেমে যাবো, হোম্‌স্ বললেন।

তারপর দেশের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঘুরে 'নিউ-হ্যাভেন' হয়ে 'ডিয়েপে' পৌঁছোব। মরিয়ার্টিও আবার আমি যা করব তাই-ই করবে। সে প্যারিসে গিয়ে আমাদের হদিস্ খুঁজে বার করে দিন দুই অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে আমরা গোটা কয়েক কার্পেট ব্যাগ কিনে ফেলব। যে যে দেশে যাবো সেখানে শিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্যে কিছু কেনা কাটাও হয়তো করব। তারপর ধীরে-সুস্থে লুক্সেমবার্গ আর বেসল্ হয়ে সুইজারল্যান্ডে গিয়ে হাজির হব। নানা ঘাটের জল খাওয়া ঝানু পর্যটক ওয়াটসন কাজেই জিনিসপত্রের জন্যে তার কোনো বিশেষ অসুবিধাই ঘটবে না। যাইহোক, হোম্‌স্‌রা ক্যান্টরবেরিতে শুনলেন, নিউ হ্যাভেনের গাড়ি নাকি এক ঘণ্টা পরে। চলে যাওয়া ট্রেনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ওয়াটসন, এমন সময় হোম্‌স্ তার হাত ধরে টেনে লাইনের দিকে দেখিয়ে বললেন, দেখেছ, এর মধ্যেই ওই দেখ—

দূরে, বহুদূরে কেন্ট অঞ্চলের বন প্রদেশের মধ্যে থেকে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছিল। এক মিনিট পরেই স্টেশনের পথে মোড়ের মোড়ের মাথায় একখানা গাড়ি নিয়ে একটা ইঞ্জিন দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে দেখা গেল। আর হোম্‌স্‌রা তখন একটু আড়ালে গিয়ে সঙ্গোপন করতে না করতেই ভীষণ শব্দে চারিদিকে সাড়া জাগিয়ে হোম্‌স্‌দের চোখে মুখে এক ঝলক গরম ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে গাড়ি হাওয়ার বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল। দূরে পয়েন্টের মাথায় গাড়িটাকে হেলতে দুলতে যেতে দেখতে দেখতে হোম্‌স্ বললেন—যাক্ চলে গেল। যাই বল, আমাদের নতুন বন্ধুটির বুদ্ধি সীমিত। আমার ধারণা অনুযায়ী ভেবে নিয়ে সেইমতো এলে একটা লড়াইয়ের মতো লড়াই হতো।

ওয়াটসন বললেন—আমাদের ধরতে পারলে ও কী করত মনে করো?

হোম্‌স্ বললেন—ও আমাকে মারতে বদ্ধ-পরিকর হয়েই আক্রমণ করত, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই, তবে, এ খেলা তো আমাদের দুইজনের খেলা। কিন্তু ভাবছি, এখানেই তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নেব, না, পেটে কিল মেরে সেই নিউ হ্যাভেন পর্যন্ত যাব।

সেই রাতেই ওঁরা ব্রাসেল্‌স্ পৌঁছে, সেখানে দুইদিন কাটিয়ে তিন দিনের দিন রওনা হয়ে স্ট্রাসবুর্গে পৌঁছলেন। সোমবার সকালে লন্ডন পুলিশকে টেলিগ্রাম করলেন। এবং সেই সন্ধ্যেয় হোটেলে ফিরে দেখা গেল উত্তর হাজির হয়েছে। হোম্‌স্ খামটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে পড়ে নিয়ে,

www.pathagar.com

রাগে গর-গর করতে করতে দলা পাকিয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিয়ে গোঙিয়ে উঠে বললেন,—এ আমি আগেই জানতাম, সে পালিয়েছে!

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কে? মরিয়ার্টি?

হোম্‌স্ বললেন—দলের আর সকলকেই পুলিশ ধরতে পেরেছে বটে কিন্তু পালের গোদা ঠিক সরে পড়েছে। অবিশ্যি আমি চলে আসায় তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে এমন আর কেই-ই বা ছিল। তবু আমার ধারণা ছিল যে এবার ওরাই বাজিমাৎ করতে পারবে। যেমন ব্যবস্থা করে এসেছি। তা, সে যাক। ওয়াটসন, তুমি বরং ইংল্যান্ডেই ফিরে যাও। আমি খুব বেয়াড়া সঙ্গী, এখন কেবল বিপদই ডেকে আনতে পারব। আমি যদি তাকে ঠিকমতো বুঝে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই এখন আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। আমাদের ক্ষণিক দর্শনে সে এমন কথাই বলেছিল। আর নিতান্ত মিথ্যা বলবার লোক নয় সে। অতএব আমি বলি কি, তুমি ফিরে গিয়ে আবার রুগীপত্তর দেখতে লেগে যাও।

ওয়াটসনের মতো একজন পোড় খাওয়া যুদ্ধ-ফেরতা অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে এ ধরনের অনুরোধ নিতান্তই নিস্ফল। স্ট্রাসবুর্গ হোটেলের বিশাল বৈঠকখানায় বসে আধঘন্টা ধরে এই নিয়ে ভীষণ তর্ক করে সেই রাতেই আবার তাঁরা জেনেভার পথে রওনা হওয়া গেলেন।

রোনের মনোহর উপত্যকায় এক সপ্তাহ ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে 'লিউক' হয়ে গভীর বরফাচ্ছন্ন 'জেম্মি' গিরিপথ পার হয়ে ইন্টারলেকনের পথ দিয়ে অবশেষে মেরিনজেনে গিয়ে হাজির হলেন ওয়াটসনরা। যাত্রাপথ অত্যন্ত মধুর ও মনোরম। নিচে চমৎকার সবুজ আর উষ্ণ শীতের শুচিশুভ্রতার মাধুর্য সত্ত্বেও পরিষ্কার বোঝা গেল যে, হোম্‌স্ মুহূর্তের জন্যেই তাঁর আসন্ন বিপদের কথা ভুলতে পারছেন না। আল্পসের গ্রামাঞ্চলের নিবিড় ঘরোয়া পরিবেশ বা নির্জন গিরিপথে তাঁর চকিত চাউনি এবং প্রতিটি পথচারীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করাতেই বোঝা গেল যে হোম্‌স্ যেখানেই যাক্ না কেন, অনুসরণকারীদের ভয়াবহ প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহার হাত থেকে যে নিষ্কৃতি পাবে না সে বিষয়ে হোম্‌স্ নিঃসন্দেহ ছিল। মনে পড়ল, জেম্মি গিরিপথ পার হবার সময় হোম্‌স্‌রা যখন শান্ত বিষণ্ন 'দ্য বাঁসী'-র তীর দিয়ে চলছিলেন, তখন হোম্‌স্‌দের ডানদিকে শৈলশিলার একখণ্ড বড় আলগা পাথর হুড়মুড় করে নেমে ঝপাস্ করে গিয়ে পেছনের হ্রদে গিয়ে পড়ল, মুহূর্তের মধ্যেই হোম্‌স্ পাহাড় বেয়ে উঁচু চূড়াটায় উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে এদিক ওদিক চারদিক দেখতে লাগলেন। হোম্‌স্‌দের পথপ্রদর্শক হোম্‌সকে কিছুতেই বোঝাতে পারল না যে বসন্তে এ অঞ্চলে এরকম পাথরের চাঙড় গড়িয়ে পড়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। হোম্‌স্ মুখে কিছু বললেন না, বটে কিন্তু এমন হাসি হাসলেন যাতে মনে হয় যে, তাঁর আশঙ্কা যে সত্যি হতে চলেছে, এটুকু বুঝতে পেরেই তিনি সন্তুষ্ট। তবে সবসময় সতর্ক থাকলেও তিনি কিন্তু একটুও মনমরা হন নি। বরং তাঁকে আগে কখনো এমন হাসি খুশি প্রাণচঞ্চল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। প্রফেসর মরিয়ার্টির হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারলে তিনি হাসিমুখে জীবনান্ত স্বীকার করে নেবেন, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাটাই তিনি শোনালেন। হোম্‌স্ শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বললেন—ওয়াটসন, আমার জীবনটা একেবারেই বোধহয় ব্যর্থ হয় নি বা বৃথায় যায় নি!

এই কাজ করতে গিয়ে যদি আমার সমস্ত কীর্তির ওপর যবনিকা পড়ে, তাও শান্ত মনে গ্রহণ করব। লন্ডনের আকাশ বাতাস আমার দৌলতেই মধুরতর হয়েছে। অন্ততঃ হাজারটা ঘটনায় আমি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে লড়েছি। বর্তমান রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-ব্যবস্থার জন্যে যেসব নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর দিকে নজর না দিয়ে সম্প্রতি আমি প্রাকৃতিক সমস্যার সমাধানের দিকেই ঝুঁকেছি। তবু, ওয়াটসন তোমার স্মৃতিকথার শেষ হবে আমার জীবনের গৌরবময় দিনের কাহিনী হিসেবে ইউরোপের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, চতুর-চূড়ামণির জীবনাবসান বা কারাবরণের কথার উল্লেখে।

তেসরা মে নাগাদ হোম্‌স্‌রা 'মেরিন্‌জেন' নামে ছোট্ট গ্রামের বুড়ো পিটার স্টেলার পরিচালিত 'ইংলিশচার-হফ' সরাইখানায় গিয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমান সরাইখানার মালিকটি তিন

www.pathagar.com

বছর লন্ডনের গ্রসভেনর হোটেলে কাজ করেছিলেন। কাজেই ইংরাজি বেশ ভালোই বলেন তিনি। তাঁরই কথামতো চার তারিখ বিকেলে আমরা দুইজনে রোজেনলাউই গ্রামে রাত কাটানোর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যাওয়ার আগে তিনি ওয়াটসনকে বারবার বলে দিলেন, একটু ঘুরে মাঝে পথে 'রাইখেনবাক' জলপ্রপাত দেখতে গেলেন। কানায় দাঁড়িয়ে হোম্‌স্‌রা অনেক নিচে কালো পাথরের গায়ে আচড়ে পড়া চকচকে জলধারা দেখতে লাগলেন আর উৎক্ষিপ্ত জলধারার গম্ভীর আওয়াজ শুনছিলেন। মাঝ বরাবর গিয়ে হঠাৎ পথ শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রপাতটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। হোম্‌স্‌রা ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল একটা সুইস্‌ ছোকরা একটা চিঠি নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

সরাইখানার মালিক স্টেলার ওয়াটসনের নামেই চিঠিটা লিখেছেন। ওয়াটসন পড়ে বুঝলেন, তারা চলে আসার পরমুহূর্তেই একজন ইংরেজ মহিলা এসে হোটেলে উঠেছেন, ক্ষয়রোগে তার মৃত্যু আসন্ন। শীতকালটা ডাভোস প্লাটজে কাটিয়ে বন্ধুদের কাছে লুসার্ণে যাচ্ছিলেন হঠাৎ পথে রক্ত বমি হতে শুরু হয়। যতো দূর মনে হয় তিনি ঘন্টা কয়েক বাঁচবেন ; তবু শেষ মুহূর্তে একজন ইংরেজ চিকিৎসক পেলে তিনি একটু সান্ত্বনা পেতে পারতেন। সদাশয় স্টেলার পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, ভদ্রমহিলা সুইস চিকিৎসক দেখাতে একেবারেই রাজি নন, কাজেই ওয়াটসন গেলে তিনি খুবই অনুগৃহীত বোধ করবেন। স্বদেশবাসিনীর শেষ অনুরোধ প্রত্যাখান করা অসম্ভব। তবু হোম্‌স্‌কে একলা ফেলে রেখে যেতে ইতস্ততঃ করছিলেন ওয়াটসন। শেষপর্যন্ত ঠিক হল যে ওয়াটসন মেরিনজেনে ফিরে গেলে এই পত্রবাহক সুইস্‌ ছোকরা হোম্‌সের পথ প্রদর্শক সঙ্গী হিসাবে কাছে কাছে থাকবে। তিনি কিছুক্ষণ এই প্রপাতের ধারে কাটিয়ে ধীরে সুস্থে পাহাড় রোজেনলাউ যাবেন, আর ওয়াটসন সন্ধ্যেবেলায় সেখানে এসে মিলিত হবেন। ফেরবার মুখে ওয়াটসন দেখলেন হোম্‌স্‌ পাহাড়ে হেলান দিয়ে বুকের ওপর দুইহাত জড়ো করে এক দৃষ্টিতে পতনশীল জলধারা দেখছেন। পাহাড় থেকে নামবার মুখে শেষ ধাপে পৌঁছে ওয়াটসন আরো একবার ফিরে তাকালেন। এখান থেকে জলপ্রপাত দেখতে পাওয়া অসম্ভব! কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে সে মুখো যে আঁকা বাঁকা পথ গেছে দেখা গেল একজন লোক খুব তাড়াতাড়ি সে পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সবুজ পশ্চাৎপটে তার কালো চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একবার মাত্র তার তেজস্বী গমনভঙ্গী মনে রেখাপাত করল ওয়াটসনের। পরমুহূর্তেই দায়িত্বপূর্ণ যাত্রাপথে তিনি তার কথা একেবারেই ভুলে গেলেন। মেরিনজনে পৌঁছতে তার প্রায় ঘন্টাখানেক লাগল। বুড়ো স্টেলার দেখি দরোজায় দাঁড়িয়ে। ওয়াটসন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললেন—মহিলাটির অবস্থা আরও অবনতি ঘটে নি তো?

সরাইখানার মালিকটির চোখেমুখে বিস্ময়ফুটে উঠল। এবং তাঁর চোখে পলক পড়তে না পড়তেই ওয়াটসনের বুকে কে যেন পাথর চাপিয়ে দিয়ে দমবন্ধ করে দিল। ওয়াটসন তখন কোনমতে পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দেখিয়ে বললেন, কেন, এ চিঠি আপনি লেখেন নি? হোটেলে কোনো অসুস্থ মহিলা নেই?

সরাইখানার মালিকটি অবাক স্বরে বলল—কই না তো!

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু চিঠিটায় তো দেখছি হোটেলের ছাপ!

তিনি বললেন—ও হো! আপনার যাওয়ার পরেই যে ঢ্যাঙা ইংরেজটি এসেছিলেন তারই এটা কীর্তি মনে হয়। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন—সে কথা শোনার মতো ধৈর্য ছিল না ওয়াটসনের। যে পথ বেয়ে কয়েক মিনিট আগে নেমে এসেছিলেন তিনি, সেই পথেই ভয়কম্পিত বক্ষে, দ্রুত সেই পথে ফিরে চললেন। নামতে ওয়াটসনের সময় লেগেছিল এক ঘন্টা। কিন্তু যথেষ্ট তাড়াতাড়ি করেও দুঘন্টার আগে কিছুতেই 'রাইখেনবাক্‌' জলপ্রপাতের কাছে তিনি পৌঁছোতে পারলেন না। পাহাড়ের যেখানটায় হোম্‌স্‌কে দাঁড়িয়ে থাকতে ওয়াটসন দেখে গেছিলেন সেখানে তাঁর লাঠিটা হেলান দিয়ে দাঁড় করানো আছে বটে, কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। ওয়াটসন চিৎকার করলেন কয়েকবার। সে চিৎকার পাহাড়ের চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

www.pathagar.com

লাঠিটা দেখেই ওয়াটসন জমে পাথর হয়ে গেলেন যেন। হোম্‌স্ তাহলে রেজনেলাউই না গিয়ে একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদের মাঝখানে এই তিনফুট চওড়া পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে অপেক্ষা করছিল! সুইস্ ছোকরাটি সম্ভবত মরিয়ার্টির ভাড়া করা লোক অথবা তার দলের লোক! কিন্তু তারপর তারপর কী যে ঘটেছে, কে বলবে। ভয়ে কুঁকড়ে গেলেও, কয়েক মিনিটের মধ্যে সামলে উঠে ওয়াটসন, হোমসের কর্মপদ্ধতির কথা চিন্তা করে সেটাই কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন। কাজটা মোটেই কঠিন হল না। লাঠিটা যেখানে রাখা ছিল, ওখানকার কালচে মাটি অনবরত জলকণার সিঞ্চনে এমন নরম হয়ে রয়েছিল যে পাখিটা হেঁটে গেলেও তার পায়ের ছাপ পড়বে। তাতে দেখলাম দুই জোড়া পায়ের দাগ এগিয়ে গেছে বটে, কিন্তু একটাও ফিরতি দাগ দেখলাম না। মুড়ো থেকে কয়েক গজ ভিতরের জমি যেন চষে কাদার তাল করে ফেলা হয়েছে। আর খাদের ধারের ফার্ণ আর কাঁটা ঝোপের বন ছিঁড়ে-খুঁড়ে কাদায় একেবারে কাদা হয়ে গেছে। উপুড় হয়ে পড়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করায় জলকণা ওয়াটসনের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ওয়াটসন চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই শেষপর্যন্ত হঠাৎই হোম্‌সের ফেলে যাওয়া লাঠিটার মাথায় কি একটা চকচকে ঝক্‌ঝকে জিনিস দেখে সেটা নামাতে গিয়ে হোম্‌সের নিত্যসঙ্গী সিগেরেট কেসটি দেখতে পেলেন ওয়াটসন। সেটা তুলতেই তার তলা থেকে চৌকোণা একটা কাগজ উড়ে পড়ল নিচে। সেটার ভাঁজ খুলে দেখা গেল, নোটবুকের তিনটে পাতা ছিঁড়ে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে চিঠি লিখেছে—

প্রিয় বন্ধু ওয়াটসন, মরিয়ার্টির সৌজন্যে এ-চিঠিটি লিখতে পারছি—কেননা তার সঙ্গে আমার অনেক দেনা-পাওনার হিসেব মেটানোর আছে বলে সে আমার অবকাশের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে মাত্র। কী কৌশলে সে ইংরেজ পুলিশের হাত এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে আর কী করেই বা সবসময়ে আমাদের খবর রেখেছে তার বর্ণনা ছবির মতো দিয়েছে। তা শুনতে শুনতে তার সম্বন্ধে আমার সু-উচ্চ ধারণা আরো সুদৃঢ় হল। আমার ভাবতে ভালো লাগছে যে অবশেষে সমাজের বুক থেকে এ পাপ নিশ্চিহ্ন করতে পারবো। কিন্তু ভাই, তার জন্যে যে খেসারত দিতে হবে, তাতে আমার বন্ধু হিসেবে তুমি মর্মান্তিক দুঃখ পাবে। যাই হোক্—আমি তো আগেই তোমায় বলেছি যে, আমি জীবনের কীর্তি শীর্ষে এসে পৌঁছেছি, যে পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে আমার পক্ষে তার চেয়ে গৌরবজনক আর কিছুই হতে পারত না। তোমায় খোলাখুলি ভাবেই বলি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, মেরিনজেনের চিঠিটা সন্দেহজনক, তবুও এমনি একটা পরিণামের কথা ভেবেই আমি তোমায় বাধা দিই নি। ইন্সপেক্টর প্যাটারসনকে বলবে যে প্রফেসরের দলবলকে শাস্তি দেবার জন্যে প্রয়োজনীয় সব কাগজ পত্র মরিয়ার্টির নাম লেখা একটা নীল খামে 'এম' চিহ্নিত খোপে রাখা আছে। ইংল্যান্ড ছাড়বার আগেই আমাদের বিষয় সম্পত্তি সবকিছু আমার ভাই মাইক্রফটের নামে লেখাপড়া করে দিয়ে এসেছি!

শ্রীমতী ওয়াটসনকে আমার প্রীতি সম্ভাষণ জানিও।

ইতি—

তোমার অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত

শার্লক হোম্‌স্

এরপরের ঘটনা অতি সংক্ষেপ। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন যে, এ ক্ষেত্রে যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটেছে। ওঁরা দুজনেই দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় নিচে গড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের ওই ঘূর্ণিজলের ফেনার নিচে থেকে দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। সুইস্ ছোকরাটির আর দেখা পাওয়া যায় নি। মরিয়ার্টির দলের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা সকলেরই মনে থাকার কথা—কেননা হোম্‌স্ যা চূড়ান্ত প্রমাণপত্র তিলে তিলে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন তাতে তাদের অপকীর্তির কাহিনী সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়ে প্রত্যেককেই কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

দি রিটার্ন অব শার্লক হোমস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তিন ছাত্রের অভিযান

কয়েকটা ঘটনার জন্যে একবার শার্লক হোমসকে আর ওয়াটসনকে দেশের এক মস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরে ১৮৯৫ খ্রি. কয়েক সপ্তাহ কাটাতে হয়েছিল। সেখানের ঘটনাটা ছিল সামান্যই কিন্তু তা থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটা না বলাই ভালো এবং এমন কিছু প্রকাশ করতে চান না ওয়াটসন যাতে ঘটনাবলি কোনো বিশেষ অঞ্চলের বা কোনো বিশেষ মানুষের ব্যাপারে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারবে।

হোমস তখন এক নিকটবর্তী লাইব্রেরির সাজানো বাড়িতে প্রচণ্ড পরিশ্রমের সঙ্গে গবেষণার কাজ করছিলেন। তার বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীনকালের ইংল্যান্ডের সনদ। এখানেই এক সন্ধ্যায় এক পরিচিত ভদ্রলোক, মি. হিলটন সোমস্ হোমসদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মি. হিলটন নার্ভাস, একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। একটু অস্থির প্রকৃতির বলেই ওয়াটসন তাঁকে জানতেন। কিন্তু সেদিন উত্তেজনার বশে নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলেন না, বোঝা গেল নিশ্চয়ই বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু ঘটেছে।

মি. হিলটন তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে হোমসকে বললেন—সেন্ট লিউকে একটা বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেছে। আপনাকে একটু সময় দিতে হবে।

হোমস বললেন—এই মুহূর্তে আমি সাংঘাতিক একটা কাজে ব্যস্ত আছি। আপনি বরং পুলিশে খবর দিন।

হিলটন বললেন—না না, তা একেবারেই সম্ভব নয়। আইনের সাহায্য একবার নিলে আর বেরিয়ে আসা যায় না। এ হল সেই ধরনের একটা কেলেঙ্কারী, কলেজের সুনামের খাতিরে যার লোকসমাজে প্রকাশ একেবারেই চলে না। আপনার কর্মকুশলতা আর বিচারবুদ্ধির কথা সকলেই জানে, তাই এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করা পৃথিবীতে একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব। তাই আপনাকে আমার সবিনয় অনুরোধ যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

তখন অপ্রসন্নভাবে ঘাড় নেড়ে রাজি হলেন হোমস। আর মি. হিলটন উত্তেজনার অতিশয্যে তাড়াহুড়ো করে তার কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন—প্রথমেই আপনাকে বলি মি. হোমস, আমাদের ফোর্টেস্ক বৃত্তি পরীক্ষার কালই প্রথম দিন এবং আমি হলাম অন্যতম পরীক্ষক। আমার বিষয় হল গ্রিক। প্রথম দিনকার একটা প্রশ্ন হল গ্রিক থেকে অনুবাদের এক দীর্ঘ নিবন্ধ, যা পাঠ্য পুস্তকের বহির্ভূত। নিবন্ধটা প্রশ্নপত্রে মুদ্রিত, এবং সেটার জন্যে যদি কোনো ছাত্র আগে থাকতেই তৈরি থাকে তাহলে তার বিশেষ সুবিধা এবং এই কারণেই প্রশ্নটি প্রচুর গোনীয়তার সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়। আজ বেলা তিনটা নাগাদ ছাপাখানা থেকে প্রুফ আসে। প্রশ্নটা হল—থুকিডাইডিসের এক অধ্যায়ের অর্ধেকটা। সাবধানে আমাকে সেটা দেখতে হচ্ছিল, কারণ কোনোরকম ভুল থাকা চলবে না। বেলা সাড়ে চারটের মধ্যেও আমার প্রুফ দেখা শেষ হল না। আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে চা খাওয়ার কথা ছিল, গেলাম সেখানে, প্রুফটা ডেস্কের ওপর রেখে। নিচে আসতে এক ঘন্টারও একটু বেশি সময় লেগেছিল।

আপনি জানেন, মি. হোমস আমাদের কলেজের ঘরগুলোর দুটো করে দরোজা থাকে। ভিতরেরটা পশমি কাপড়ের, আর বাইরেরটা ভারি শক্ত কাঠের। বাইরের দরোজার সামনে যেতে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম যে একটা চাবি সেখানে লাগানো আছে। পলকের জন্যে মনে হল হয়তো আমিই চাবিটা ওখানে রেখে দিয়ে থাকব কিন্তু পকেটে অনুভব করে দেখলাম, না, সেটা যথাস্থানেই রয়েছে। এর একমাত্র ডুপ্লিকেটের চাবিটা ছিল আমার চাকর ব্যানিস্টারের কাছে। দশ বছর সে আমার কাছে আছে। সে নিঃসন্দেহে অতি সৎলোক। দরোজার চাবিটা তারই বটে, সে আমার ঘরে এসেছিল জানতে আমি চা খাবো কিনা, আর বেরিয়ে যাবার সময় অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো চাবিটা দরোজায় লাগিয়ে চলে গেছে। আমি বন্ধুর সঙ্গে চা খেতে বেরিয়ে যাবার পরে পরেই হয়তো সে এসে থাকবে। অন্য যে কোনো সময় তার এই কাজটা আদৌ মারাত্মক হতো না, আজ কিন্তু তার ফল অত্যন্ত বিষময় হয়ে দাঁড়াল।

টেবিলের দিকে চোখ পড়ামাত্র বোঝা গেল কেউ এসেছিল। কারণ কাগজগুলো সব

www.pathagar.com

এলোমেলো করা হয়েছে। প্রুফ ছিল তিনটে লম্বা সরু কাগজে, একত্রে, কিন্তু তখন দেখলাম একটা মেঝেয় পড়ে আছে, একটা জানলার কাছে টেবিলের ওপর, আর একটা যেখানে রেখেছিলাম সেইখানেই।

এই প্রথম হোমস একটু নড়াচড়া করে বসলেন। বললেন—মানে, বলছেন প্রথমটা মেঝেয়, দ্বিতীয় জানলার কাছে আর তৃতীয়টা, যেখানে সেটা রেখেছিলেন তাই তো?

ঠিক তাই মি. হোমস। কিন্তু জানি না কী আশ্চর্য উপায়ে আপনি তা জানতে পারলেন।

হোমস বললেন—খুবই আকর্ষণীয় আপনার কাহিনী, বলে যান, শুনি।

মি. হিলটন পুনরায় বলতে শুরু করলেন পলকের জন্যে আমার মনে হল নিশ্চয়ই হয়তো ব্যানিস্টার অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আমার কাগজগুলো পরীক্ষা করেছে, কিন্তু যে রকম জোরের সঙ্গে সে অস্বীকার করল তাতে আর আমার সন্দেহ রইল না যে সে সত্যি কথাই বলছে। আর যা সম্ভব হতে পারে তা হল, যেতে যেতে কেউ চাবিটা ওখানে দেখতে পেয়েছে এবং আমি নেই জানতে পেরে এসে কাগজগুলো দেখেছে। অনেক টাকার মামলা এ, কারণ বৃত্তিটা মূল্যবান এবং কোনো অসৎ ছাত্রের পক্ষে সতীর্থদের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে এই সুযোগ খানিকটা ঝুঁকি নেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। ঘটনায় ব্যানিস্টার অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে, এবং যখন বুঝতে পারে যে নিঃসন্দেহে কাগজগুলোয় হাত দেয়া হয়েছে, সে তখন প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। একটুখানি ব্র্যান্ডি খাওয়াতে সে একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল আর আমি খুব যত্ন করে ঘরটায় পরীক্ষার ব্যস্ত হলাম। বুঝতে দেরি হল না যে, তালগোল-পাকানো কাগজগুলো ছাড়াও তার উপস্থিতির অন্য চিহ্নও সে রেখে গেছে। জানলার কাছের টেবিলের ওপর পেন্সিল কাটার অনেকগুলো টুকরো পড়ে আছে। একটা শিসের ভাঙা টুকরোও পড়ে আছে সেখানে। বোঝাই যাচ্ছে শয়তানটা খুব তাড়াতাড়ি নকল করছিল, যার ফলে শিশটা ভেঙে যায় আর তাই আবার তাকে পেন্সিলটা বাড়াতে হয়েছিল।

হোমস বললেন—বাঃ বাঃ চমৎকার।

হিলটন বলে চললেন—আমার একটা নতুন লেখার টেবিল আছে তার ওপরটা লাল চামড়ার। টেবিলের ওপরটা ছিল মসৃন ও পরিষ্কার। কিন্তু তখন লক্ষ্য করলাম, তার ওপরে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটা পরিষ্কার কাটা দাগ রয়েছে। দাগটা আঁচড়ানোর দাগের মতো নয়। তারপর অন্য টেবিলের ওপর একটা ছোট ময়দার বা মাটির গোলা আর কাঠের গুঁড়োর মতো কি বস্তু এখানে ওখানে লেগে আছে। কোনো সন্দেহই নেই যে, এসব চিহ্ন সেই-ই করে গেছে যে কাগজপত্রগুলো তছনছ করেছে। এমন কোনো পায়ের ছাপ বা অন্য কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় নি যা থেকে অপরাধীকে সনাক্ত করা যেতে পারে। আমি ভেবে কূল কিনারা করতে পারলাম না। হঠাৎ একটা ভালো মতলব আমার মাথায় এল—মনে পড়ল আপনি আমাদের শহরে এসেছেন, তাই সরাসরি আপনার কাছে চলে এলাম তদন্তের ভার আপনার ওপর দিতে। আপনি আমায় সাহায্য করুন মি. হোমস! বুঝতেই পারছেন আমি কেমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি। হয় আসল অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হবে, নয়তো পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হবে যতোদিন না নতুন প্রশ্নপত্র তৈরি হচ্ছে। এবং এরকম ব্যবস্থা করতে গেলে তার জন্যে তো জবাবদিহি করতে হবে, আর তার মানেই এক কলঙ্ক রটবে চারিদিকে। সে এক বিশ্রী কেলেঙ্কারী, যার ফলে শুধু কলেজটার নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরেও প্রতিক্রিয়া হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমি চাই ব্যাপারটা মীমাংসা হোক বিবেচনার সঙ্গে আর লোক জানাজানি না হয়ে।

হোমস এতোক্ষণ সব মন দিয়ে শুনছিলেন, বললেন—খুশি মনেই আমি আপনার মামলা হাতে নিচ্ছি, সাধ্যমত সাহায্য করব। উঠে পড়ে ওভার কোটটা পরতে পরতে হোমস বললেন, মামলাটার মধ্যে কোনো আকর্ষণ নেই এমন কথা বলাটা ঠিক হবে না। আচ্ছা, প্রশ্নপত্রগুলো আপনার কাছে আসার পর কি কেউ আপনার ঘরে এসেছিল?

হিলটন বললেন—হ্যাঁ, কিশোর দৌলত রাস এসেছিল। সে এক ভারতীয় ছাত্র, পরীক্ষা সম্বন্ধে দুই একটা কথা জানতে এসেছিল।

এই পরীক্ষাই কী সে দেবে?

www.pathagar.com

হ্যাঁ।

আর সেই প্রশ্নপত্রগুলো তখন আপনার টেবিলের ওপরেই ছিল?

হ্যাঁ, তবে যতোদূর মনে হয়, পাকানো অবস্থায় ছিল তখন।

কিন্তু, তবুও ওটাকে প্রুফ্ বলে চেনা যাচ্ছিল তো?

হ্যাঁ, তা হয়তো যাচ্ছিল।

সে ছাড়া আর কেউ কি এসেছিল?

না, ছাপাখানার লোক ছাড়া আর কেউ জানত না।

আপনার ভৃত্য, ব্যানিস্টার কী জানত?

না, নিশ্চয়ই না। কেউ জানত না।

হোমস এবার গম্ভীর স্বরে বললেন—ব্যানিস্টার কোথায়?

হিলটন বললেন—বেচারা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যখন আমি তড়িঘড়ি বেরিয়ে আপনার কাছে আসি দেখে এসেছি তখনো সে চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিল।

হোমস এবার প্রশ্ন করলেন—আপনি কি দরোজা খুলে রেখেই নিচে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন?

হিলটন বললেন—তার আগে কাগজগুলো চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম।

হোমস তখন চেয়ারে আবার একটু নড়াচড়া করে নিয়ে বললেন—মি. হিলটন, ভারতীয় ছাত্রটি যদি কাগজগুলোকে প্রশ্নপত্রের প্রুফ বলে না মনে করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এখনই কেউ কাগজগুলোয় হাত দিয়েছিল যে হঠাৎই সে ওগুলো দেখতে পায়, ওগুলো কী তা ঠিক আন্দাজ করতে না পেরেই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

রহস্যজনক হাসি হাসলেন হোমস। বললেন, বেশ দেখেই আসা যাক তাহলে। এ তোমার এলাকার মামলা নয় ওয়াটসন, কারণ ব্যাপারটা শারীরিক নয় মানসিক। তবে চাও তো সঙ্গে আসতে পার।

হোমসরা কলেজটির শ্যাওলা ধরা উঠোন পেরিয়ে, গথিক ধরনের খিলানওয়ালা দরোজাটা খুলতেই দেখা গেল, ক্ষয় হয়ে যাওয়া একসার পাথরের সিঁড়ি। শিক্ষকটির ঘর নিচের তলায়। ঘটনাস্থলে যখন হোমসরা পৌঁছোলেন তখন গোধূলী নেমে এসেছে। একটু থমকে দাঁড়ালেন হোমস। তারপর মনোযোগের সঙ্গে জানলাটা লক্ষ্য করতে লাগলেন। এগিয়ে গেলেন কাছে, তারপর পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে উঁচু হয়ে ঘরের মধ্যে তাকালেন।

হিলটন মাঝপথে হঠাৎ বললেন—নিশ্চয়ই সে দরোজাটা দিয়ে ঢুকেছিল, কারণ এছাড়া আর ঢোকবার উপায় নেই কেবল শার্সির ফাঁক দিয়ে ছাড়া।

হোমস মুচ্‌কী হেসে, হিলটনের দিকে তাকিয়ে বললেন—ও, তাই নাকি? বেশ, আর যখন কিছু এখানে দরকার নেই তাহলে এখন ভিতরে যাওয়া যাক্।

বাইরের দরোজাটা চাবি দিয়ে খুলে অধ্যাপক হিলটন হোমসদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। প্রবেশ পথের সামনেই ওয়াটসন ও হিলটন দাঁড়িয়ে রইলেন। হোমস কার্পেটটা পরীক্ষা করছিলেন। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চুপ থাকবার পর বললেন,—আচ্ছা, আপনার ভৃত্যটি এতোক্ষণে নিশ্চয় সুস্থ হয়ে গেছে। আপনি তো তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন—কোন্ চেয়ার সেটা?

অধ্যাপক বললেন—ওই জানলার কারে চেয়ারটায়।

হোমস এবার বললেন—ও, এই ছোট টেবিলটার কাছের চেয়ারটায়! আচ্ছা, এবার আপনি আসুন, কার্পেটটা যা দেখার দেখা হয়েছে।

এবার পরীক্ষা করা যাক ছোট টেবিলটা। অবশ্য ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার। লোকটি প্রবেশ করে, তারপর মাঝের টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলে নেয় একটা একটা করে, তারপর সেগুলো নিয়ে জানলার কাছের টেবিলটায় যায়, কারণ সেখানে বসলে সে আপনার বারান্দা দিয়ে আসা দেখতে পাবে এবং তখন পালাবার সুযোগ পাবে।

www.pathagar.com

হিলটন বললেন—তা কী করে সম্ভব! আমি যে ঢুকেছিলাম পাশের দরোজা দিয়ে।

হোমস বললেন—তাই তো। তা বেশ বেশ! আচ্ছা দেখি তো প্রুফ তিনটে? হুঁ, কোনো আঙুলের ছাপ নেই তো! ধরা যাক এ প্রথমে এইটে নিয়ে নকল করে। যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখলেও এর জন্যে কতো সময় লাগতে পারে? মিনিট পনেরোর কম নয় নিশ্চয়ই? আবার এটা ফেলে দিয়ে পরেরটা ধরে। সেইটেই মাঝামাঝি পর্যন্ত যখন সে পৌঁছে, এমন সময় আপনি ফিরে আসায় তাকে খুব তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে হয়—এতো তাড়াতাড়ি, যে কাগজগুলো ঠিক জায়গায় রেখে দেবারও সময় ছিল না—যে জন্যে আপনি বুঝতে পারলেন যে কাগজগুলোয় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আচ্ছা, ঘরে ঢোকবার সময় দ্রুত পায়ের চলে যাওয়ার শব্দ পান নি?

হিলটন বললেন—কই না তো!

হোমস মন্তব্য করলেন-এতো তাড়াতাড়ি তাকে লিখতে হচ্ছিল যে পেন্সিলের শিসই ভেঙে গেল। দেখছেনই তো তাই আবার শিস্ বাড়াতে হয়েছিল। ব্যাপারটা কৌতূহল জাগায়, ওয়াটসন। আর পেন্সিলটা সাধারণ পেন্সিল নয়, প্রায় সাধারণ পেন্সিলের মাপের নরম শিস্ওয়ালা পেন্সিল, ঘন নীল রঙের। পেন্সিলের যেটুকু ছিল তা মাত্র দেড় ইঞ্চির মতো। এহেন একটা পেন্সিলের সন্ধান পেয়ে গেলেই তাহলেই অপরাধীকে পাওয়া যাবে। আর একটা কথা মনে হচ্ছে, অপরাধীর একটা ভোঁতা ছুরিও আছে!

মি. হিলটন এতো সব বিশ্লেষণে দিশাহারা মতো হয়ে পড়লেন। বললেন, আর সব যুক্তি না হয় বুঝলাম, কিন্তু পেন্সিলের দৈর্ঘ্যের ব্যাপারটা।

একটা ছোট কাঠের টুকরো হোমস তুলে ধরলেন-তাতে N.N. এই অক্ষর দুটো রয়েছে। আর তারপর খানিকটা কাঠ। বললেন, দেখছেন তো?

না, এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।

ওয়াটসন, সবসময়েই আমি তোমার ওপর অন্যায় করেছি। অন্যেরাও আছে। এই N.N. কী হতে পারে? এ হল একটা কথার শেষ।

আমরা জানি পেন্সিল যারা তৈরি করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম জোহান ফেবারের। সুতরাং এটা কি স্পষ্ট নয় যে, এই জোহান কথাটার পরে যতোটুকু জায়গা আছে পেন্সিলটা ততোটুকুতেই দাঁড়িয়েছে? ছোট টেবিলটা হোমস এমনভাবে রাখলেন যাতে ইলেকট্রিক আলোটা তির্যকভাবে সেটার ওপর পড়ে। তারপর বললেন—আশা করেছিলাম কাগজটা যদি বিশেষ পাতলা হয় তাহলে লেখার দাগ টেবিলের মসৃণ উপরিভাগটার ওপর পড়তে পারে, কিন্তু তা পড়ে নি। আর কিছু জানবার নেই, এবার দেখা যাক্ মাঝের টেবিলটা। এই যে ছোট জিনিসটা, এটাকেই আপনি কালো বস্তু বলে উল্লেখ করেছিলেন। দেখছি খানিকটা পিরামিডের আকৃতির, আর মাঝখানটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। আর এই যে কাটার দাগ,—রীতিমতো চিড় খেয়ে গেছে দেখছি। প্রথমটা সামান্য আঁচড়ের মতো, শেষপর্যন্ত অনেক গভীর হয়ে বসেছে। এমন একটা মামলায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, মি. হিলটন।

আচ্ছা, ওই দরাজাটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?

হিলটন বললেন—ওটা দিয়ে আমি শোবার ঘরে যাই। হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—এই ব্যাপারের পর কি আপনি ওখানে গেছিলেন?

না, সোজা আপনার কাছেই গেছিলাম।

ওয়াটসন একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরটা দেখলেন। কী চমৎকার! সেকেলের ধরনের ঘরটা। একটু দেরি করুন, মেঝেটা আগে পরীক্ষা করে দেখি তারপর আসবেন। না, কিছুই তো দেখছি না, আচ্ছা, এই পর্দাটা এটার ওদিকে আপনি জামাকাপড় রাখেন। কাউকে যদি বাধ্য হয়ে লুকোতে হয় তো ওখানেই যাবে সে। কারণ ঘরটা বেজায় নিচু, আর আনলাটা বেজায় সরু। নিশ্চয়ই কেউ নেই ওখানে?

হোমস যখন পর্দাটা সরালেন, তাঁর হাবভাবের মধ্যে খানিকটা শক্ত ভাব লক্ষ্য করে আমার মনে হয়েছিল জরুরি কোনো কিছু তিনি ওখানে আশা করেছিলেন। সেখানে তিন চারটে

www.pathagar.com

পোষাক ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। পোষাকগুলি লম্বা একটা রডে ঝোলানো ছিল। সেখানে বারবার কি যেন খুঁজছিলেন হোমস। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বিস্মিত স্বরে বললেন—আরে এটা কী? জিনিসটা ছিল পিরামিড আকারের একটা কালো বস্তু, অবিকল টেবিলের ওপরের সেইটার মতো। ইলেক্‌ট্রিক বাতির সামনে হোমস সেটা হাতের চেটোর ওপর ধরলেন। মি. হিলটন, আপনার আগন্তুক যেমন আপনার বসার ঘরে যেমন, ঠিক তেমনই সূত্র রেখে গেছেন আপনার শোবার ঘরেও!

হিলটন বললেন—সেটা তার কী দরকার হয়েছিল?

হোমস বললেন—সেটা তো খুবই স্পষ্ট। যেদিক দিয়ে আপনি আসবেন, ভেবেছিল, সেদিক থেকে না আসায় সে আগে থেকে সাবধান হতে পারে নি। টেরই পায় নি যতোক্ষণ না আপনি একেবারে দরোজার কাছে না পৌঁছেছেন। তখন আর উপায় না দেখে, যেগুলোর জন্যে ধরা পড়ার সম্ভাবনা সেগুলো হাতে তুলেই সে তাড়াতাড়ি আপনার শোবার ঘরে চলে গিয়ে আত্মগোপন করে।

হায় ঈশ্বর! হিলটন বললেন—তাহলে কি আপনি বলতে চান যে যতোক্ষণ আমি ব্যানিস্টারের সঙ্গে এই ঘরে কথা বলছিলাম ততোক্ষণ সে ওখানে বন্দি হয়েই ছিল? যদি তা জানতে পারতাম কিন্তু আরো তো একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। আপনি হয়তো আমার শোবার ঘরের জানালাটা পরীক্ষা করে দেখেন নি মি. হোমস। জাফরি কাটা তার পাল্লাগুলো, ফ্রেম শিসের। আলাদা আলাদা তিনটে জানালা, সেগুলোর একটা কব্জা আছে, কোনো মানুষের পক্ষে সেখান দিয়ে গলে যাওয়া সম্ভব। সেখান থেকে বারান্দার একটা কোন্ চোখে পড়ে এবং কোনো কোনো জায়গা চোখে পড়ে না। হয়তো সে এইখান দিয়ে প্রবেশ করেছে আর শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় নিদর্শন রেখে গেছে। আর দরোজাটা খোলা পেয়ে সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

অধৈর্য হয়ে হোমস মাথা নেড়ে বললেন, উহুঁ, কাজের কথায় এবার আসুন। আপনি একটু আগেই বললেন—তিনটি ছাত্র এই সিঁড়ি ব্যবহার করে আর আপনার ঘরের সামনে দিয়েই যাতায়াত করে। তাই তো?

হ্যাঁ।

এবং তারা তিনজনই এই পরীক্ষা দিচ্ছে। অতএব এই তিনজনের মধ্যে কি একজনকে সন্দেহ করা যেতে পারে?

মি. হিলটন ইতস্তত করতে করতে বললেন—বড় অস্বস্তিতে ফেললেন প্রশ্নটা করে। যেখানে প্রমাণ বলতে কিছু নেই সেখানে সন্দেহ করাটা কি উচিত?

হোমস বললেন—আরে শুনিই না, সন্দেহের কথাটা। প্রমাণের সন্ধান পরে করা যাবে।

হিলটন বললেন—বেশ, এই তিনটি ছাত্রের চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলছি। দোতলায় থাকে গিলক্রিস্ট। ছাত্র হিসেবে খুব ভালো, খেলোয়াড় হিসেবেও। কলেজের টিমে ক্রিকেট খেলে এবং হার্ডলস্ রেসে আর লংজ্যাম্পে কলেজ ব্লু পেয়েছে। চমৎকার পুরুষালি চেহারা তার। তার বাবা ছিলেন কুখ্যাত স্যার জাবেজ গিলক্রিষ্ট, রেসের মাঠে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যান। ছেলেটিকে খুবই অর্থকষ্টে ফেলে তিনি মারা যান। কিন্তু ছেলেটি খুবই খাটিয়ে, আশা করা যায় একদিন সে উন্নতি করবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

তিনতলায় থাকে ভারতীয় ছাত্র দৌলত রাস। ছেলেটি একটু চাপা, তার মনের কথা বোঝা শক্ত। লেখাপড়ায় সে ঠিক পাল্লা দিয়েই চলে কিন্তু গ্রিকে সে খুব কাঁচা। ছেলেটি স্থিতধী, বুদ্ধিমান ও শান্ত, গুছিয়ে কাজ করে।

আর উপরতলায় থাকে মাইকেল ম্যাকলারেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান সে। যখন পড়াশুনোয় মন দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছাত্রের পরিচয় দেয় সে। কিন্তু তাহলে হবে কি। ছেলেটা খামখেয়ালী ও এলোমেলো স্বভাবে। কেবলি ফাঁকি দিয়ে এসেছে—এই পরীক্ষাটাকে তার ভয় হবার কথা।

www.pathagar.com

হোমস বললেন—তাহলে কী আপনার সন্দেহ তারই ওপর পড়ে?

হিলটন বললেন ঠিক অমন কথা বলতে আমার সংকোচ হয় মি. হোমস। তবে, এই তিন জনের মধ্যে বলতে গেলে এ হেন কাজ যদি কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে তো সেও।

বেশ, এবার মি. হিলটন, আপনার ভৃত্য ব্যানিস্টারের সঙ্গে একটু দেখা করব। লোকটি বেঁটেখাটো-তাঁর মুখ সাদা, দাড়ি গোঁফ কামানো, বয়স পঞ্চাশ। এখানকার শান্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে এই আকস্মিক আলোড়ন তখনো সে সামলে উঠতে পারে নি। তার পুরুষ্ট মুখে নার্ভাস মনের পরিচয়। আঙুলগুলোর মধ্যেও অস্থিরতা। তার মনিব বললেন—এই বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে আমরা তদন্ত করছি ব্যানিস্টার।

হোমস বললেন—তুমি তো চাবিটা দরোজাতেই রেখে চলে গেছিলে? তাই না? আজ্ঞে হ্যাঁ, ভৃত্যটির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

হোমস বললেন—ঠিক যে দিন কাগজগুলো আসে সে দিনই এমন একটা ভুল হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি?

আজ্ঞে ভারি দুঃখের ব্যাপার। তবে আমার আরো দুই একবার এমন হয়েছে। ভৃত্যটি কাঁচুমাচু মুখে বলল।

হোমস পুনরায় বললেন—কয়টার সময় তুমি এই ঘরে এসেছিলে?

বেলা প্রায় সাড়ে চারটের সময়। ওই সময় আমার মনিব চা খেয়ে থাকেন। যখন দেখলাম আমার মনিব নেই, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসি তখন।

হোমস এবার গম্ভীর স্বরে বললেন—টেবিলের ওপর ওই কাগজগুলো তুমি দেখেছিলে?

আজ্ঞে না, একেবারেই না—ভৃত্যটি থতমত খেয়ে বলল। চাবিটা তুমি কী মনে করে ওখানে রেখে এসেছিলে?

আজ্ঞে আমার হাতে চায়ের ট্রে ছিল। গিয়েছিলাম ফিরে এসে চাবিটা নিয়ে যাবো বলে। কিন্তু তারপর ভুলে যাই।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন-বাইরের দরোজাটায় কি কোনো স্প্রিং আছে? আজ্ঞে না। ভৃত্যটি বলল।

দরোজাটা কী তাহলে সমস্ত সময়ই খোলা ছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মি. হিলটন ফিরে এসে তোমাকে ডাকেন, তুমি তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিলে তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এতো বছর আমি এখানে আছি, এমন একটা ব্যাপার আর এখনো হয়নি। আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম।

হোমস বললেন—হ্যাঁ, সেইরকমই তো শুনলাম। তা শরীর যখন খারাপ লাগছিল তখন কোথায় ছিলে?

কেন, এখানে, এই ঘরেই তা। ভৃত্যটি আমতা আমতা করে বলল।

হোমস বললেন—ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, কারণ তুমি বসেছিলে ওই কোনের চেয়ারটায়। তা এই চেয়ারগুলো পার হয়ে ওখানে গিয়ে বসেছিলে কেন?

আজ্ঞে তা বলতে পারি না। কোথায় বসছি তাতে আর কী যায় আসে স্যার।

হিলটন বললেন—মনে হয় না, মি. হোমস ও এ বিষয়ে এর বেশি আর কিছু ও বলতে পারবে। ওর মুখ চোখ তখন মড়ার মতো হয়ে উঠেছিল।

মনিব চলে যাবার পর তুমি এখানে থেকে ছিলে? হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

ভৃত্যটি বলল—মাত্র দুই এক মিনিটের জন্যে। তারপর দরোজায় চাবি দিয়ে আমার ঘরে চলে যাই।

কাকে তোমার সন্দেহ হয়? হোমস তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন। আজ্ঞে আমি তা সাহস করে বলতে পারব না। আমি চাকর বাকর মানুষ। আমার মনে হয় না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একজনও থাকতে পারে যে এমন অন্যায় কাজ করতে পারে। এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না

www.pathagar.com

স্যার।

ঠিক আছে ধন্যবাদ, হোমস বললেন—আচ্ছা আর একটা কথা। ওই যে তিনজন ছাত্রের তুমি কাজ করো, ওদের কারো কাছে এ ব্যাপারটা বল নি তো?

আজ্ঞে না, একটি কথাও না। ভৃত্যটি সহজ ভাবেই বলল।

ওদের কারো সঙ্গে দেখাও করো নি কেমন? তাই তো?

আজ্ঞে না, ভৃত্যটি বললেন।

ঠিক আছে, মি. হিলটন এরপর আমরা বারান্দাটা একটু ঘুরে আসি, চলুন—আর হ্যাঁ, আপনার তিনটে পাখিই তো যে যার বাসায় এখন, তাই না, হোমস বললেন উপর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু একি, ওদের মধ্যে একজন যে খুব অস্থির হয়ে পড়েছে দেখছি! আরে ভারতীয় ছাত্রটিকে দেখা যাচ্ছে সে ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারী করছে। হোমস বললেন, ওদের প্রত্যেকের ঘরে একটু উঁকি দিয়ে দেখতে চাই। সেটা কি সম্ভব মি. হিলটন?

হিলটন বললেন—না, না অসুবিধের কী আছে? চলুন চলুন, আমি নিজেই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওগুলো কলেজের সবচেয়ে পুরোনো ঘর। দর্শনার্থীরা এসেই থাকেন এদিকে।

গিলক্রিস্টের ঘরে কড়া নাড়ার সময় হোমস ফিসফিস করে হিলটনকে বললেন,—কিন্তু পরিচয়টা দেবেন না দয়া করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি লম্বা, শন রংয়ের ছিপছিপে তরুণ দরোজা খুলে হোমসদের স্বাগত জানাল যখন শুনল কেন আমরা এসেছি। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অদ্ভুত কয়েকটা গৃহস্থালি সামগ্রী সেখানে। এবং সেগুলোর একটা হোমসকে এমনই আকর্ষণ করল যে তাঁর খুব ইচ্ছে হল সেটা তাঁর নোটবুকে এঁকে নেন। হঠাৎ পেন্সিলের শিস ভেঙে গেল, তখন ছেলেটির কাছ থেকে তার পেন্সিলটা চেয়ে নিলেন। আর তারপর একটা ছুরি চেয়ে নিলেন, নিজের পেন্সিলটা বাড়িয়ে নেবার জন্যে। সেই একটা ব্যাপার ঘটল ভারতীয় ছাত্রটির ঘরে ছেলেটি ছোটোখাটো তবে নাকটা উঁচু। চাপা স্বভাবের। বাঁকা চোখে সে ওয়াটসনের দিকেও তাকাচ্ছিল। হোম্‌সের স্থাপত্য-বিষয়ক অনুসন্ধিৎসা যখন শেষ হল, বোঝা গেল খুশি হয়েছে সে। মনে হল না এই ক্ষেত্রেও হোমস কোনো সূত্র পেয়েছেন। কিন্তু তৃতীয়বার ওয়াটসনদের চেষ্টা ব্যর্থ হল! শব্দ করলেও দরোজাটা খুলল না, কেবল কিছু গালাগাল ছাড়া আর কিছুই সে ঘর থেকে শোনা গেল না। না, যেই-ই হও তোমরা, আমি কেয়ার করি না, গোল্লায় যাও তুমি! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল। কাল পরীক্ষা যেই-ই আসুক আমি সাড়া দেব না। ভারি রুক্ষ ছেলেটি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাগে জ্বলে উঠে মি. হিলটন বলে উঠলেন, অবশ্য ও বুঝতে পারে নি যে হোমস দরোজায় শব্দ করেছে, কিন্তু তাহলেও ব্যবহারটা অত্যন্ত অভদ্রজনোচিত হয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রচুর সন্দেহের উদ্রেক করেছে।

হোমস ভারী অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করলেন—বলতে পারেন ওর উচ্চতা কতো?

হিলটন বললেন—ঠিক বলতে পারবো না মি. হোমস। তবে, ও ভারতীয়টির থেকে লম্বা আর গিলক্রিস্টের থেকে খাটো। সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো হবে মনে হব।

হোমস মন্তব্য করলেন—ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা মি. হিলটন বিদায়। এই কথায় মি. হিলটন বিস্ময়ে হতবাক। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি। বললেন, বলেন কী মি. হোমস। এভাবে আচমকা আমাকে মাঝরাস্তায় ফেলে চলে যাবেন? আপনি পরিস্থিতির গুরুত্বটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। কাল পরীক্ষা, আজই আমাকে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। একটা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এভাবে ফাঁস হয়ে গেছে এ অবস্থায় তো পরীক্ষা চলতে দিতে পারি না! আমাকে ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে।

হোমস বললেন—আচ্ছা, মি. হোমস তাই-ই হবে।

হোমস যাবার সময় হিলটনকে আশ্বস্ত করে বলে গেলেন—কোনো ভাবনা নেই মি. হিলটন। নিশ্চয়ই কোনো উপায় বার করা সম্ভব হবে। এই কালো পিরামিডের মতো বস্তুটা নিয়ে যাচ্ছি, আর এই পেন্সিলের কাঠের টুকরো গুলো—বিদায়।

বারান্দার অন্ধকারের মধ্যে এসে হোমসরা পুনরায় জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ভারতীয় ছাত্রটি তখনো সমানে পায়চারি করে চলেছে। বাকি দুইজনকে দেখা গেল না।

www.pathagar.com

বড় রাস্তায় পৌঁছতেই হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন বুঝছ ওয়াটসন? দিব্যি ছোটোখাটো একটা মামলা, তাই না? তিন তাসের খেলার মতো কী বল? ওই তিনজন, ওদেরই একজনের কার্তি এটা। আচ্ছা বলতো কে সে?

ওয়াটসন বললেন—উপরতলায় ওই গালাগালি দেওয়া ছেলেটি আর সেই-ই সবচেয়ে পড়াশুনোয় খারাপ। ভারতীয় ছাত্রটিও খুব চতুর, কেন সে সমস্তক্ষণ অমন পায়চারি করে চলেছে?

হোমস বললেন—ওটা কিছু নয়। কোনো কিছু মুখস্থ করার সময় অনেকেই ওরকম করে থাকে।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু ভারি অদ্ভুত চোখে সে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল—

হোমস বললেন—তুমিও তাই করতে, যদি পরীক্ষার আগের দিনে যখন এক মুহূর্ত সময়ও অত্যন্ত মূল্যবান, এতোগুলো লোক তোমার ঘরে যদি ঢুকে পড়ত? ওর ব্যবহারের মধ্যে আমি কিছু দেখছি না। তাছাড়া, ওর পেন্সিল, বা ছুরি—এসবও ঠিকই আছে। কিন্তু আমার যতো খট্‌কা এই লোকটাকে নিয়ে।

কোন্ লোকটা? ওয়াটসনের প্রশ্ন। আর চাকরটাকে তো অত্যন্ত খাঁটি লোক বলেই মনে হয়।

হোমস বললেন—আমারও তাই মনে হয়। আর খটকার কারণটাও তাই। যে লোক অমন খাঁটি, কেন সে—আরে, এই তো বেশ একটা মনিহারির দোকান। এসো এখান থেকে আমরা তদন্ত শুরু করি। ওই অঞ্চলে ভালো মনিহারির দোকান বলতে ওখানে ছিল চারটি। প্রত্যেকটিতেই হোমস তাঁর পেন্সিলের কাঠের টুকরো দেখিয়ে বললেন, অবিকল অমন একটা পেন্সিলের জন্যে তিনি খুব ভালো দাম দিতে রাজি। কিন্তু সকলেই বলল ও পেন্সিলে ঠিক সাধারণ মাপের নয় যে জন্যে দোকানে রাখা হয় না, তবে অর্ডার পেলে আনিয়ে দিতে পারে! এ ব্যাপারে বিফল হয়ে কিন্তু হোমস মন খারাপ করলেন না, কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে হালকাভাবে নিলেন ব্যাপারটা। বললেন,—হল না ওয়াটসন, এইটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় সূত্র তাতেই আমাদের হতাশ হতে হল। যাই হোক, ওটা বাদ দিয়েও আমরা এ মামলার নিষ্পত্তি করতে পারব। আরে কী সর্বনাশ, নয়টা যে বাজে! অথচ কর্ত্রী কড়াইশুঁটির তরকারির লোভ দেখিয়ে খুব বড় গলায় বলেছিল সাড়ে সাতটায় ডিনারে আসতে! সত্যি ওয়াটসন, তোমায় উঠে যাওয়ার নোটিশ দেবে, আর সেইসঙ্গে আমারও হবে পতন। তবে, ভরসা এই, তার আগেই আমাদের এই নার্ভাস শিক্ষকের তাঁর অসাবধানী ভৃত্যের আর এই তিনি উৎসাহী ছাত্রের রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।

সে দিন রাত্রে হোমস এই মামলা সম্বন্ধে টুঁ শব্দটিও করলেন না। তবে দেখা গেল রাতে ডিনার খাবার পর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। সকালবেলা আট্‌টা নাগাদ যখন হোমস ওয়াটসনের কাছে এলেন তখন ওয়াটসনের প্রাতঃরাশ খাওয়া হয়ে গেছে।

হোমস বললেন—ওয়াটসন, সেন্ট লিউক্‌স যাওয়ার সময় হয়েছে। খুব অস্বস্তির মধ্যে মি. হিলটনকে থাকতে হবে। যদি না থাকি তাকে ইতিবাচক কিছু একটা বলতে পারছি।

ওয়াটসন বললেন—ইতিবাচক কিছু কি তুমি পেয়েছ?

মনে তো হচ্ছে,—হোম্‌সের সংক্ষিপ্ত উত্তর। হ্যাঁ, ওয়াটসন রহস্যের সমাধান আমি করেছি।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু নতুন সাক্ষ্য প্রমাণ তুমি এর মধ্যে কোথায় কী পেলে?

হোমস বললেন—আরে, শুধু শুধুই কি আমি অসময়ে ভোর ছয়টার সময় জেগে উঠেছি? এই সময়টা প্রচুর খাটতে হয়েছে। আর হাঁটতে হয়েছে অন্ততঃ পাঁচ মাইল। আর এই দেখো কী পেয়েছি। হাতটা খুলে দেখালেন হোমস। কালো পিরামিডের আকারের ওইরকম তিনটি বস্তু হোম্‌সের হাতের চেটোয়।

ওয়াটসন বললেন—আর, কাল তো দুটো পেয়েছিলে?

www.pathagar.com

হ্যাঁ, আর একটা পেয়েছি আজ সকালে, হোমস বললেন—এ কথার যুক্তি তুমি নিশ্চয়ই মানবে যে, তৃতীয়টা যেখানে থেকে এসেছে প্রথম আর দ্বিতীয়টাও এসেছে সেই জায়গা থেকেই, কী বল? চল এখন গিয়ে মি. হিলটনকে তাঁর দুর্ভাবনা থেকে রেহাই দেওয়া যাক্।

হিলটনের কাছে যখন হোমসরা পৌঁছলেন, তখন দেখা গেল তিনি দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট্ করছিলেন। পরীক্ষা শুরু হতে আর মাত্র কয়েকঘন্টা বাকি। অথচ এখনো তিনি ঠিক করতে পারেন নি ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবেন, না অপরাধীটিকে এই মূল্যবান বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে দেবেন। উত্তেজনায় তিনি এতোই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পর্যন্ত পারছিলেন না। তাই দুই হাত বাড়িয়ে দৌড়ে এলেন হোমসকে দেখা মাত্রই। বলে উঠলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি এসে গেছেন! ভেবেছিলাম আপনি হয়তো হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন! বলুন, এখন কী করব? পরীক্ষা হবে তো ঠিক?

হোমস ছোট্ট করে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

কিন্তু এই শয়তানটা—হিলটনের ঠোঁট দাঁত চেপে রইল।

উহুঁ, সে পরীক্ষায় বসবে না—হোমস দৃঢ় স্বরে বললেন।

হিলটন বললেন—জানতে পেরেছেন, সে কে?

হোমস বললেন—তাই তো মনে করি। ব্যাপারটা যদি গোপন রাখতে হয় তাহলে আমাদের নিজেদের হাতে খানিকটা ক্ষমতা নিতে হবে। একটা ছোটোখাটো বিচার-সভার আয়োজন করতে হবে। আপনি ওখানে বসুন মি. হিলটন। আর তুমি, ওয়াটসন, ওইখানে বসো। আর আমি বসব মাঝখানের ওই ইজিচেয়ারটায়। এখন নিশ্চয়, অপরাধী এইভাবে আমাদের দেখে তার অপরাধী বিবেক নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠবে।

ভৃত্য ব্যানিস্টার ঘরে ঢুকে বিচারসভার মতো পরিস্থিতি করে পেছিয়ে গেল একটু।

হোমস ভৃত্যটিকে বললেন—দরোজাটা বন্ধ করে দাও তো। আচ্ছা—ব্যানিস্টার, গতকালের ঘটনা সম্বন্ধে এবার সত্যি কথাটা বলে ফেল দেখি! একথায় তার মাথার চুলের গোড়া পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল। বলল—আজ্ঞে স্যার, আমি তো সবই বলেছি আপনাকে।

হোমস ধমকের স্বরে বললেন—আর কিছু বলার নেই তোমার?

ভৃত্যটি বলল—আজ্ঞে না, কিছুই বলার নেই।

হোমস বললেন—তাহলে আমিই কয়েকটা কথা বলি। কাল যখন তুমি ওই চেয়ারটায় বসেছিলে, তোমার কী কোনো উদ্দেশ্য ছিল তোমার শরীর দিয়ে কোনো জিনিস আড়াল করা, যা থেকে বোঝা যেতো ঘরে কে আছে?

ব্যানিস্টারের মুখটা অত্যন্ত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল আজ্ঞে না, কখ্খোনো না।

আচ্ছা, ও একটা কথার কথা, অম্লানভাবে বললেন, হোমস, সরাসরি স্বীকার করছি এ আমি প্রমাণ করতে পারব না। কিন্তু তা হলেও এটা আমার কাছে সম্ভব বলেই মনে হয়েছিল যে, যে মুহূর্তে মি. হিলটন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে তুমি লুকিয়ে থাকা লোকটিকে ছেড়ে দিয়েছিলে।

ব্যানিস্টার শুকনো ঠোঁটটা চেটে নিয়ে বলল—না, স্যার কেউ লুকিয়ে ছিল না।

বড় দুঃখের কথা ব্যানিস্টার, হোমস বললেন—এ পর্যন্ত হয়তো তুমি সত্যি বলে এসেছ এবার কিন্তু মিথ্যা বললে।

বিষাদগম্ভীর একটা সুতীব্র প্রতিবাদে লোকটার মুখমণ্ডল শক্ত হয়ে উঠল। বলল—না স্যার কেউ ছিল না।

হোমস বললেন—তাহলে আমি বুঝব, তুমি আমাকে কোনো খবরই দিতে চাও না! আচ্ছা, এই ঘর থেকে তুমি যাও, দাঁড়াও গিয়ে ওখানে ওই শোবার ঘরের দরোজার কাছে। আচ্ছা মি. হিলটন, আপনি যদি কষ্ট করে গিলক্রিস্টের ঘরে গিয়ে তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসেন।

পরমুহূর্তেই ছাত্রটিকে নিয়ে হিলটন ফিরে এলেন সেখানে। সুন্দর পুরুষালি চেহারা, লম্বা আর ছিপছিপে আর চটপটে, চলাফেরায় চঞ্চলতার ভাব। মুখের অভিব্যক্তি প্রফুল্লতার সরলতা। উদ্বিগ্ন নীল চোখে সে তাকাল প্রত্যেকের হতভম্ব ভাব ফুটে উঠল।

www.pathagar.com

হোমস বললেন—দরোজাটা বন্ধ করে দাও তো! আচ্ছা গিলক্রিস্ট, তোমার মতো এমন এক সম্ভ্রান্ত, মানুষের পক্ষে কী করে কাল অমন একটা কাজ করা সম্ভব হল? বেচারা টলে গেল পেছনের দিকে, তারপর আতঙ্ক আর ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ব্যানিস্টারের দিকে তাকাল।

ব্যানিস্টার তখন বলে উঠল—না স্যার, না মি. গিলক্রিস্ট, আমি কিছুই ফাঁস করি নি, একটি কথাও না।

হোমস বললেন—না, এতোক্ষণ করো নি, বটে, কিন্তু এইমাত্র করলে, কিন্তু গিলক্রিস্ট, এখন তুমিও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই কথার পর তোমার আর পার পাবার উপায় নেই। এখন তোমার একমাত্র পথ হচ্ছে খোলাখুলি ভাবে সব স্বীকার করা।

মুহূর্তের জন্যে গিলক্রিস্ট হাত তুলে মুখের ভাব সহজ করার আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু পরমুহূর্তে টেবিলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

করুণা মিশ্রিত স্বরে হোমস তখন বললেন—ঠিক আছে ঠিক আছে। ভুল তো মানুষই করে থাকে। এবং কেউই তোমার নির্মম অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করবে না। হয়তো তোমার পক্ষে সহজ হবে যদি আমি তোমার মাস্টার মশাইকে ঘটনাটা পরপর বলে যাই। ভুল হলে শুধরে দেবে কেমন? ঠিক আছে কোনো উত্তর তোমাকে দিতে হবে না। শুনে যাও—লক্ষ্য করবে, কোনো ব্যাপারে তোমার প্রতি কোনো জোর করে অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি কিনা।

মি. হিলটন যখনই প্রথম জানলাম যে ওগুলো আপনার কাছে আছে এ খবরটা কারও পক্ষেই, এমনকি ব্যানিস্টারের পক্ষেও জানবার কথা নয়, তখন থেকেই এ মামলা আমার কাছে স্পষ্ট আকার নিতে শুরু করল।

হোমস বলে চললেন—মুদ্রাকরকে এ ক্ষেত্রে বাদ দিলাম। কারণ ইচ্ছে করলে প্রুফ দেবার আগেই সে প্রেস-এ বসে ওগুলো পরীক্ষা করতে পারতো। ভারতীয় ছাত্রটির প্রতিও সন্দেহ থাকে নি, কারণ প্রুফগুলো যখন পাকানো অবস্থায় ছিল তখন তার পক্ষে ওর স্বরূপ আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে এমনটিও চিন্তা করা টিকল না যে হঠাৎ কেউ ঠিক সেই পরীক্ষার আগের দিনই ঘরে এসে ঢুকল তার প্রশ্ন পত্রগুলো টেবিলের ওপর দেখতে পেল। সুতরাং সে সম্ভবনাও বাতিল করে দিলাম। কারণ সেটা ছিল খুবই অসম্ভব। আর যেতে যেতে যদি কেউ টেবিলের ওপর রাখা কাগজগুলো দেখতে পায়, তাহলে কতো লম্বা সে হতে পারে সেই হিসেব আমি তখন ছিলাম। আমি নিজে ছয় ফুট। আমার পক্ষে দেখতে হলে একটু কষ্ট করে দেখতে হয়, তার চেয়ে কম লম্বা কারও পক্ষে তা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি তখনই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে ওই ছাত্রদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকম লম্বা যদি কেউ থেকে থাকে তো তারই ওপর লক্ষ্য রাখা দরকার।

আমি ঘরে ঢুকে আপনার কাছে পাশের টেবিল সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলেছিলাম। মাঝের টেবিলটায় কিছুই পাওয়া গেল না। যতোক্ষণ আপনার কাছে শুনলাম যে গিলক্রিস্ট লংজ্যাম্প করে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জলবৎ তরলং হয়ে গেল। তখন কেবল দরকার ছিল এমন কয়েকটা প্রমাণের যা দিয়ে এই ধারণা সমর্থিত হবে এবং অবিলম্বেই পেলামও তা। হোমস পুনরায় একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন—ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক এই রকম। তরুণ গিলক্রিস্ট বিকেলটা খেলার মাঠে কাটায়, লংজ্যাম্প অভ্যাস করবার জন্য, লাফাবার জুতোগুলো নিয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল। মি. হিলটন আপনি জানেন যে, ওই জুতোয় অনেক গুলো করে কাঁটা থাকে আপনার জানলার সামনে দিয়ে যাবার সময় জানলার মধ্যে দিয়ে ছেলেটি টেবিলের ওপর প্রুফগুলি দেখতে পায়। এবং আন্দাজ করে ওগুলো কী। কিন্তু চাবি দরোজায় লাগানো আছে, আপনার ভৃত্যটির অসাবধানতার ফলে। হঠাৎ তার খেয়াল হল ঘরে ঢুকে—কারণ ধরা পড়লে সে বলতো যে একটা প্রশ্ন নিয়ে সে এসেছে। কিন্তু তখন সে আর লোভ সামলাতে পারল না। জুতো জোড়া টেবিলের ওপর রাখে সে। আচ্ছা, জানলার কাছের চেয়ারের ওপর তুমি কী রেখেছিলে?

গিলক্রিস্ট উত্তর করল—দস্তানা।

www.pathagar.com

বিজয় গর্বে হোমস এবার তাকালেন ব্যানিস্টারের দিকে। বললেন, দস্তানাজোড়া চেয়ারের ওপর রেখে প্রুফগুলো তুলে নেয় একটার পর একটা—ভেবেছিল মাস্টারমশাই প্রধান দরোজাটা দিয়েই ঢুকবেন। এবং সেই সময় সে মাস্টারমশাইকে দেখতে পাবে। কিন্তু আপনারা তো জানেন, উনি ঢুকলেন পাশের দরোজা দিয়ে। তখন আর পালানো সম্ভব ছিল না। তখন গিলক্রিস্ট দস্তানার কথা ভুলে শুধুমাত্র জুতো জোড়া নিয়ে সবেগে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। লক্ষ্য করুন, টেবিলের ওপর যে আঁচড়ের দাগ রয়েছে সেটা এক দিকে সামান্য, কিন্তু শোবার গরের দিকটায় অনেকখানি গভীর। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে জুতোজোড়া নিয়ে সেইদিকেই সে গেছিল এবং সেখানেই লুকিয়ে ছিল। জুতোর কাঁটা ঘিরে যেসব মাটি জমেছিল। তার প্রথমটা পড়ে টেবিলের ওপর, আর দ্বিতীয়টা পড়ে এখানে। আর আজ সকালে বেড়াতে বেড়াতে আমি লক্ষ্য করি লাফাবার জায়গাটায় কোনো এঁটেল মাটি রয়েছে। তার খানিকটা নমুনা নিলাম। সেখানে ছড়ানো ছিল কাঠের গুঁড়ো; যাতে খেলোয়াড়ের পা পিছলে না যায়, সেই কাঠের গুঁড়োরও নমুনা নিলাম একটু। কেমন, ঠিক বলছি তো গিলক্রিস্ট?

ছেলেটি টান টান হয়ে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক, ঠিকই বলছেন।

মাস্টার মশাইটি, ছাত্রটিকে বললেন—কী আশ্চর্য, এছাড়া আর কী তোমার কিছুই বলবার নেই?

গিলক্রিস্ট বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে। কিন্তু এই লজ্জাকর ব্যাপারে আমি খুবই হতভম্ব হয়ে গেছি। স্যার, একটা চিঠি আমি আজ খুব ভোরে আপনাকে লিখেছিলাম। সারারাত আমি ঘুমোতে পারি নি স্যার। তখনো আমি জানতে পারি নি যে আমি ধরা পড়ে গেছি। এই সেই চিঠিটা, দেখুন স্যার, ওতে লিখেছিলাম—'আমি ঠিক করেছি পরীক্ষায় বসব না। রোডেশিয়ার পুলিশে আমি একটা কমিশনের কাজ পেয়েছি, এক্ষুনি আমি চলে যাচ্ছি দক্ষিণ আফ্রিকায়।

মি. হিলটন বললেন—শুনে খুশি হলাম যে, তুমি তোমার অসৎ কর্মের সুযোগ নিয়ে পরীক্ষায় বসছ না। কিন্তু মতলবটা পাল্টালে কেন?

এর উত্তরে গিলক্রিস্ট ব্যানিস্টারকে দেখিয়ে বলল—এই যে, ওই লোকটিই আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়।

হোমস বললেন—এবার বল, ব্যানিস্টার, আমি যা বলেছি তা থেকে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ যে একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব ছিল ছেলেটিকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। কারণ তুমিই ঘরে ছিলে তখন এবং ও চলে গেলে দরোজায় চাবি দিয়েছিলে। আর জানলা দিয়ে চলে যাবার ব্যাপারে বলি, ও কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। আচ্ছা, এবার কি রহস্যের শেষ সমস্যাটা প্রকাশ করবে—বলবে, কেন এমনটি করছিলে?

কারণটা খুবই সহজ যদি আপনি জানতে পারতেন। ব্যানিস্টার বলল—যতো বুদ্ধিমানই আপনি হোন না কেন, সেটা জানা আপনার পক্ষে অসম্ভব। এক সময়ে, স্যার, আমি ছিলাম এঁর বাপ স্যার জন গিলক্রিস্টের প্রধান ভৃত্য। যখন তাঁর সর্বনাশ হল, আমি চলে এলাম এই কলেজে ভৃত্যের কাজ নিয়ে। কিন্তু তাহলেও অবস্থা পড়ে গেছে বলে আমি আমার পুরোনো মনিবকে ভুলি নি, যথাসম্ভব তাঁর দেখাশুনা করেছি। কাল যখন খবরটা চাউর হওয়ার পরে আমি এই ঘরে আসি, প্রথমেই দেখি মি. গিলক্রিস্টের দস্তানা-জোড়া এখানে চেয়ারের ওপর রয়েছে। দস্তানাটা চেনা এবং তখন উদ্দেশ্যটা বুঝতে দেরি হল না। যদি মি. হিলটন ও দুটো দেখতে পান তাহলেই সব শেষ। তখন আমি বসে পড়লাম ওই চেয়ারটায় এবং কোনোক্রমেই ওখান থেকেই নড়বো না ঠিক করলাম যতোক্ষণ না মি. হিলটন আপনার কাছে যাচ্ছেন। তখন বেরিয়ে এলাম। আমার ছোট মনিব, বেচারা গিলক্রিস্ট, তাকে তো আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, উনি সমস্ত দোষ আমার কাছে স্বীকার করলেন। এটাই কি স্বাভাবিক নয় স্যার, যে আমি তাঁকে সাহায্য করব এবং এও কি স্বাভাবিক নয় যে এক্ষেত্রে তার বাবা বেঁচে থাকলে যেভাবে তার সঙ্গে কথা বলতেন সেইভাবেই কথা বলবার চেষ্টা করব, বুঝিয়ে দেব যে এমন একটা কাজ করে সত্যিকারের লাভ হয় না? এজন্যে কী আপনি আমায় দোষ দেবেন স্যার?

www.pathagar.com

হোমস সহৃদয়ভাবে সঙ্গে বললেন—না, নিশ্চয়ই না। আচ্ছা, মি. হিলটন আমার কাজ শেষ। আপনার সমস্যার সমাধান হল তো? গিলক্রিস্টের উদ্দেশে বললেন—আশা করি রোডোশিয়ায় তোমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে। এখনকার মতো তোমার অবনতি হলেও। আমরা দেখতে চাই তোমার সার্বিক উন্নতি। চল, ওয়াটসন, এবার প্রাতঃরাশ খেয়ে নিতে হবে।

নরউডের স্থপতির অ্যাডভেঞ্চার

কেংসিংটনের ডাক্তারখানা বিক্রি করে ওয়াটসন তখন শার্লক হোম্সের বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে থাকতেন। দিনগুলো বেশ ভালোই কাটছিল। একদিন সকালে ওয়াটসন ও শার্লক হোমস খবরের কাগজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত, ঠিক সেইসময় কে যেন বাইরের দরোজায় প্রাণপণে কলিং বেল বাজিয়েই চলেছে। তাতেও যখন কেউ দরোজা খুলছিল না, তখন দুই হাত দিয়ে দরোজার পাল্লায় সমানে আঘাত করতে থাকে আগন্তুক। দরোজা খোলা হতেই এক ব্যক্তি অত্যন্ত বেগে হলঘরে ঢুকে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে উঠে আসার শব্দ শোনা গেল। আর পরমুহূর্তেই এক যুবক রক্তশূন্য মুখে হাঁফাতে হাঁফাতে সবেগে পাগলের মতো হোমসদের সামনে এসে হাজির হলেন। একে একে হোমস ও ওয়াটসনের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ করে ওঁর খেয়াল হল যে এভাবে আচমকা এসে পড়ার জন্যে একটা জবাব দিহি দরকার।

যুবকটি বললেন—আমি অত্যন্ত দুঃখিত মি. হোমস। কিন্তু আমার দোষ দিতে পারবেন না, প্রায় পাগলের মতো হয়ে পড়েছি আমি। আমিই হলাম হতভাগ্য জন হেক্টর ম্যাকফারলেন।

ওয়াটসন, শার্লক হোম্সের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন—বন্ধুবরের কাছে, এ নাম বিশেষ অর্থবহ হয় নি।

হোমস একটা সিগেরেট মি. ম্যাকফারলেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন, একটা সিগ্রেট খান, মি. ম্যাকফারলেন। যে রকম লক্ষণ দেখছি আমার মনে হয় আমার বন্ধু এই ড. ওয়াটসন নিশ্চয়ই আপনাকে এমন একটা ওষুধ দিতে পারবেন যাতে আপনার এই উত্তেজনার নিবৃত্তি হতে পারে। আচ্ছা, এবার একটু নিজেকে সামলে নিয়ে বলুন তো, কেন আপনি আমার কাছে এসেছেন? যেভাবে আপনি আপনার নামটা আমাকে শোনালেন, যেন আশা করেছিলেন তাতেই আমি বুঝতে পারব বা আপনাকে চিনতে পারব। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, আপনি একজন অ্যাটর্নি, বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে স্থাপিত এক সম্প্রদায়ের সভ্য ও হাঁফানিতে ভোগেন। এছাড়া আর কিছুই জানি না।

ওয়াটসন বুঝতে পারলেন—বন্ধুবর, ভদ্রলোকের আইন সংক্রান্ত কাগজপত্র আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলা, আর অগোছালো পোষাক ইত্যাদি লক্ষ্য করে এই রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ভদ্রলোক কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টে হোম্সের দিকে। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—হ্যাঁ, মি. হোমস, যা যা আপনি বললেন, তা সবই ঠিক। এবং এই মুহূর্তে বোধহয় আমার থেকে হতভাগ্য লন্ডনে আর একজনও নেই। ঈশ্বরের দোহাই, আমায় বিমুখ করবেন না! আমার কাহিনী শেষ করার আগেই যদি পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করতে আসে, তাহলে ওদের কাছে সময় চেয়ে নেবেন। সমস্ত খুলে বলবার পর আমি আনন্দের সঙ্গেই তখন আমি জেলে যাবো, কারণ জানব যে বাইরে থেকে আপনি আমার পক্ষ নিয়ে কাজ করবেন।

হোমস বললেন—গ্রেপ্তার করবে আপনাকে? বাঃ এতো ভারী চমৎকার! মানে কী অপরাধে আপনি গ্রেপ্তার হবেন বলে মনে করেন?

ভদ্রলোক বললেন—লোয়ার নরউডের মি. জোনাল ওলডেকারকে হত্যার অভিযোগে।

এই কথায় হোম্সের চোখে মুখে সহানুভূতির ছাপ ফুটে উঠল, আর তার সঙ্গে তৃপ্তির ভাবও মেশানো ছিল। বললেন, একটু আগেই তো বন্ধু ওয়াটসনকে প্রাতরাশ খেতে খেতে বলছিলাম, কাগজে আজকাল আর রোমহর্ষক ঘটনা প্রকাশিত হয় না। হোম্সের হাঁটুর ওপর 'ডেইলি টেলিগ্রাফটা ঝুলছিল। কম্পিত হস্তে সেটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন—কাগজটা

www.pathagar.com

পড়লেই বুঝতে পারতেন আমি কী কারণে আপনার কাছে এসেছি। আমার তো মনে হচ্ছে আমার নাম আর আমার দুর্ভাগ্যের কথা এতোক্ষণে সবার মুখে মুখে ঘুরছে। তারপর মাঝখানের পাতাটা খুলে বললেন, 'এই যে, আপনি অনুমতি করলে পড়ে শোনাই মি. হোমস। শিরোনামগুলো হল 'লোয়ার নরউডে রহস্যময় ব্যাপার।' প্রখ্যাত স্থপতি নিরুদ্দেশ। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, প্রথমে তাকে খুন ও পড়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ঘটনার প্রকাশ যে, গতকাল গভীর রাতে অথবা আজকে খুব সকালে এই গুরুতর অপরাধ সংগঠিত হয়। প্রখ্যাত স্থপতি মি. জোনাস ওলডেকার বহুদিন ধরে এখানে বসবাস করে। সে ছিল অবিবাহিত। বয়স ৫২-এর মতো। ব্যবসা করে ভদ্রলোক বেশ পয়সা করেছিল। বর্তমানে সে অবসর নিলেও তার বাড়ি ডিপডিন হার্ডসের পেছনে একটা কাঠের কারখানা করেছিল।

গতকাল রাত প্রায় বারোটার সময় মি. ওলডেকারের কাঠের কারখানায় কি করে যেন আগুন ধরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে শুকনো কাঠের অগ্নিকুণ্ডকে সহজে তারা আয়ত্তে আনতে পারে না। ফলে সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই সূত্র ধরেই পুলিশ ইতিমধ্যে অগ্রসর হয়েছে মি. হোমস এবং সে সূত্র যে আমাকেই নির্দেশ করছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পিছু নিয়েছে আমার। দেরি করছে ওয়ারেন্টটা এসে পৌঁছায় নি বলে। এ খবরে মায়ের আমার বুক ফেটে যাবে। হাত মোচড়াতে লাগলেন ভদ্রলোক এই আশঙ্কায় মনো যন্ত্রণায়, সামনে পিছনে দুলতে লাগলেন বারবার।

হোমস কৌতূহলী দৃষ্টিতে ভদ্রলোককে দেখতে লাগলেন—অপরাধী বলে পুলিশ যাঁর পিছু নিয়েছে। ভদ্রলোকের শনের রংয়ের চুল, সুন্দর আকৃতি, ভয়-পাওয়া নীল দুটি চোখ, মুখে দুর্বলতা ও সংবেদনশীলতার ছাপ। বয়স সাতাশের মতো, পোষাক পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গি ভদ্রলোকের মতোই। হাল্কা গ্রীষ্মকালীন ওভারকোটের পকেট থেকে বেরিয়ে আছে কিছু কাগজের অংশ যা তাঁর জীবিকার পরিচয় দিচ্ছে।

হোমস বললেন—সময় যেটুকু আছে কাজে লাগানো যাক্ তাহলে। পড়ত ওয়াটসন কাগজটা থেকে!

ওয়াটসন বড় বড় হরফের শিরোনামের নিচে সাব হেডিং দেওয়া সংবাদের নিচের অংশ থেকে পড়তে শুরু করলেন। ... সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল এই জেনে যে অগ্নিকাণ্ডের জায়গায় গৃহকর্তার অনুপস্থিতি কি একটা ঘটনা না দুর্ঘটনা? তদন্ত হয় এবং জানা যায় যে ভদ্রলোককে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। তার ঘর পরীক্ষা করে জানা যায় যে তার বিছানায় শয়নের কোনো চিহ্ন নেই, সেই ঘরের একটা আলমারি খোলা হয়েছে আর অনেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো। তা ছাড়া এক মারাত্মক সংঘর্ষের চিহ্নও সেখানে স্পষ্ট। ঘরের এখানে ওখানে রক্তের চিহ্নও রয়েছে। একটা ওক কাঠের বেড়ানোর লাঠিও পাওয়া গেছে। লাঠিটার হাতলে রক্তের চিহ্ন ছিল। জানা গেছে গভীর রাতে এক অতিথি শোবার ঘরে আসেন তার সঙ্গে দেখা করতে এবং লাঠিটা তার বলেই সনাক্ত করা হয়েছে। এই আগন্তুক হলেন তরুণ অ্যাটর্নি জন হেক্টর ম্যাকফারলেন। ৪২৬ নং গ্রেসাম বিল্ডিংস-এর গ্রহাম অ্যান্ড ম্যাকফারলেন নামক ব্যবসায়ের কনিষ্ঠ অংশীদার তিনি। পুলিশের কাছে এমন সব প্রমাণ আছে, যাতে, উক্ত ব্যক্তির এই অপরাধে যথেষ্ট স্বার্থ আছে, এবং এ থেকে যে কোনো বিশেষ রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রকাশ পাবে এতে সন্দেহমাত্র নেই। আর কাগজ চাপতে যাওয়ার মুহূর্তে খবর আসে যে মি. জন হেক্টর ম্যাকফারলেনকে মি. জোনাস ওলডেকারের হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্ততঃ গ্রেপ্তারে জন্যে ওয়ারেন্ট বার করা হয়েছে। নরউডের তদন্তে আরো কিছু বিশ্রী ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। হতভাগ্য ওলডেকারের ওখানে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন ছাড়াও জানা গেছে যে শোবার ঘরের জানলাগুলো খোলা ছিল। এবং কাঠের গাদার দিকে কোনো ভারি জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর শেষপর্যন্ত চারদিকের পোড়া কাঠকয়লার মধ্যে দগ্ধাবশেষ কিছু পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। তারপর তাঁর কাগজপত্র সব ছড়িয়ে ফেলে মৃতদেহটা টানতে টানতে স্তূপের ওপর ফেলা হয়েছে এবং তারপর সেই কাঠের স্তূপে

www.pathagar.com

আগুন দেওয়া হয়েছে। তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টর মি. লেসট্রেডের হাতে।

চোখ বন্ধ করে আঙুলের ডগায় আঙুলের ডগা লাগিয়ে শার্লক হোমস এই অসাধারণ কাহিনী শুনলেন। নিজস্ব অলস ভঙ্গীতে বললেন—বেশ আকর্ষণীয় ঘটনা বৈশিষ্টে সমুজ্জ্বল ঘটনাটি। আচ্ছা, মি. ম্যাকফারলেন আপনি এখনো কীভাবে গ্রেপ্তার এড়িয়ে আছেন।

ম্যাকফারলেন বললেন—আমি থাকি বাবা-মার সঙ্গে টরিংটন লজে। কিন্তু গতকাল অনেক রাতে মি. ওলডেকারের সঙ্গে কাজ থাকায় আমি রাতটা কাটাই নরউড হোটেলে, সেখান থেকে আমার কর্মস্থলে চলে আসি। ট্রেনে ওঠার আগে আমি এ ঘটনার কিছুই জানতাম না। কাগজে ঘটনাটা পড়ি। আর তখনই আমি আমার সামনে ভয়ঙ্কর বিপদের কথা অবগত হয়ে তাড়াতাড়ি আপনার কাছে চলে আসি। আমি নিঃসন্দেহে গ্রেপ্তার হব, হয় আমার শহরের অফিসে না হয় তো আমার বাড়িতে। লন্ডন ব্রিজ স্টেশন থেকে একজন লোক আমার পিছু নেন, এবং আমি নিশ্চিত জানি—হায় ঈশ্বর, ও, কী?

কলিংবেলের জোর শব্দ, আর পরেই সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ভারি পায়ের আওয়াজ। পরমুহূর্তেই হোম্‌সের পুরোনো বন্ধু মি. লেসট্রেডকে দরোজার সামনে দেখা গেল। আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দুইজন সুসজ্জিত পুলিশকেও দেখা গেল।

লেসট্রেড কর্কশ স্বরে ডাকলেন—মি. জন হেক্টর ম্যাকফারলেন? বেচারা মক্কেলটি উঠে দাঁড়ালেন, তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল।

লেসট্রেড জানালেন—লোয়ার নরউডের মি. জোনার ওলডেকারকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবার জন্যে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।

হতাশভাবে মি. ম্যাকফারলেন হোম্‌সের দিকে তাকালেন, তারপর এমনভাবে চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়লেন যেন তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।

হোমস বললেন—এক মিনিট লেসট্রেড। আধ ঘণ্টায় তোমার আর কী অসুবিধা হবে! এইমাত্র ভদ্রলোক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটা কাহিনীর বর্ণনা করতে যাচ্ছিলেন যা শুনলে হয়তো মামলাটা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব হবে।

গম্ভীর গলায় লেসট্রেড বললেন—কিন্তু পরিষ্কার ধারণার ব্যাপারে তো অসুবিধা কিছু হচ্ছে না!

হোমস বললেন—তাহলেও, যদি অনুমতি করো তাহলে ব্যাপারটা শুনি। আমার প্রচুর কৌতূহল জাগছে।

লেসট্রেড বললেন—দেখুন মি. হোমস, আপনার কথা না শোনা আমার পক্ষে কঠিন। আগে দুই একটা মামলায় আমরা আপনার সাহায্য নিয়েছি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমরা কয়েকটা ব্যাপারে আপনার ওপর কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাহলেও আমি আমার কয়েদীর কাছাকাছি থাকব। এবং তাঁকে এই বলে সাবধান করে দেব যে, যা কিছু তিনি বললেন, প্রয়োজন বোধে তা সাক্ষ্য হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে।

ম্যাকফারলেন এবার আশ্বস্ত হয়ে মুখ খুললেন, বললেন—এর চেয়ে বেশি কিছু আমি আশা করি না। আমি শুধু এই চাই যে, আপনারা আমার বিবৃতি শুনে সঠিক ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হোন্।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লেসট্রেড বললেন—আধঘণ্টা সময় আমি আপনাকে দিতে পারি।

ম্যাকফারলেন শুরু করলেন—প্রথমেই বলি মি. জোনাল ওলডেকারের সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না। তাঁর নাম আমি শুনেছিলুম, কারণ বহুবছর আগে আমার বাবার আর মায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। পরে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তাই যখন কাল বেলা তিনটে নাগাদ তিনি আমার অফিসে এসেছিলেন, অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলাম আমি। এবং আরো আশ্চর্য হয়েছিলাম যখন তিনি তাঁর আগমনের কারণটা জানালেন। একটা নোটবুকের কিছু হাতে লেখা কাগজ তাঁর হাতে ছিল—এই যে দেখুন—এগুলো তিনি আমার টেবিলের ওপর রাখলেন।

মি. ওলডেকার বললেন,—এই হল আমার উইল, ম্যাকফারলেন। এগুলো তুমি

www.pathagar.com

আইনসঙ্গতভাবে তৈরি করো এক্ষুনি আমার সামনে বসে। লেখাটা নকল করতে গিয়ে চমকে উঠলাম—দেখলাম যে সামান্য কিছু বাদ দিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই তিনি আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন উইলের মাধ্যমে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি তীক্ষ্ণ চোখে তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন বেশ মজা পাচ্ছেন। উইলের শর্তগুলো পড়ে তো আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না সে আমি সুস্থ আছি। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সৎপাত্রে দিতে পেরে তৃপ্তি পেলেন। কোনোরকমে আমতা আমতা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। আইনসঙ্গতভাবে উইলটা তৈরি হল। সই সাবুদও হয়ে গেল। সাক্ষী হল আমার কেরাণী। এই যে উইলটা, নীল কাগজে, আর এই কাগজগুলো তার খসড়া। তারপর মি. জোনাল ওলডেকার বললেন অনেকগুলো দলিল পত্র আছে। যেমন বাড়ির লিজ, মালিকানার কাগজপত্র, বন্ধকী ইত্যাদি। সেগুলো আমার দেখে শুনে বুঝে নেয়া দরকার। মি. ওলডেকার বারবার বলতে লাগলেন, যতোক্ষণ না সব চুকেবুকে যাচ্ছে ততোক্ষণ উনি মনে শান্তি পাচ্ছেন না, সেইজন্য আমায় অনেক করে অনুরোধ করলেন যেন সেই রাতেই আমি নরউড়ে তাঁর ওখানে যাই, উইলটা ঠিকমতো তৈরি করে সমস্ত বন্দোবস্ত করে এবং সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা হওয়ার আগে আমার বাবা-মাকে এ সম্বন্ধে যেন একটি কথাও না বলি অর্থাৎ তাঁদের তিনি একেবারে চমকে দিতে চান আর কি। এই কাউকে না জানানোর ব্যাপারটা তিনি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন।

বুঝতেই পারছেন মি. হোমস, কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করা তখন আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার এমন উপকার করছেন তিনি, তাঁর ইচ্ছেমতো কাজ করাই তখন আমার কর্তব্য। তাই বাড়িতে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম বিশেষ কাজে আটকা পড়েছি, ফিরতে কতো রাত হবে বলতে পারি না। মি. ওলডেকার বলেছিলেন তাঁর ইচ্ছে আমি তাঁর সঙ্গে নৈশাহার করি রাত নয়টায়, কারণ তার আগে হয়তো তিনি নাও ফিরতে পারেন। বাড়িটা খুঁজে পেতে অবশ্য একটু তাই ওখানে পৌঁছতে আধঘন্টার মতো দেরি হয়ে গেছিল। গিয়ে দেখি—

হোমস মাঝপথে বাধা দিয়ে বললেন—দরোজাটা কে খুলেছিল?

ম্যাকফারলেন বললেন বোধহয় তার গৃহকর্ত্রী। এবং সেই মহিলাটি গিয়ে তাকে আমার নাম জানাতেই আমার ভিতরে আসবার অনুমতি হল। মহিলাটির সঙ্গে আমি বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। টেবিলে নৈশাহার যা সাজানো ছিল তা সামান্যই। খাওয়া দাওয়ার পরে মি. ওলডেকার এসে আমায় তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে যান। একটা খুব ভারি সিন্দুক সেখানে ছিল। সেটা খুলে প্রচুর কাগজপত্র বার করলেন তিনি। আমরা দুইজনে সেই কাগজপত্রগুলো দেখতে লাগলাম। কাজ যখন শেষ হল তখন রাত প্রায় বারোটা। বললেন গৃহকর্ত্রীকে তিনি আর বিরক্ত করতে চান না। তাই জানলা দিয়ে আমায় বেরিয়ে যেতে বললেন। জানালাটা খোলাই ছিল সমস্তক্ষণ।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—জানলার শার্সি কি নামানো ছিল?

ম্যাকফারলেন বললেন—এটা আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না। তবে, যতোদূর মনে হচ্ছে যেন আধখানা খোলা ছিল। লাঠিটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাতে তিনি বললেন, ও জন্যে ভেবো না, এখন থেকে তো আমাদের প্রায়ই দেখা হবে। লাঠিটা রেখে দেবোখন। এলেই পাবে। অগত্যা আমি চলে এলাম। সিন্দুকটা খোলাই ছিল, আর কাগজপত্রগুলো আলাদা আলাদা প্যাকেটে ছিল টেবিলের ওপর। অতো রাতে আমার আর ব্ল্যাকহীথে যাওয়া সম্ভব হল না; তাই রাতটা কাটালাম অ্যানার্লি আর্মসে। এর পরে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছে তা জানলাম আজ সকালের খবরের কাগজ পড়ে।

লেসট্রেড বললেন—আর কিছু আপনার জিজ্ঞাসা করার আছে মি. হোমস?

উঁহু ব্ল্যাকহিথে না যাওয়া পর্যন্ত নয়, হোমস বললেন।

মানে, বলছেন—নরউডে তো? লেসট্রেড বললেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে। রহস্যময় হাসি হেসে হোমস বললেন।

স্পষ্ট স্বীকার না করলেও লেসট্রেড ভালো করেই জানেন যে হোমসের ক্ষুরধার বুদ্ধি এমন

www.pathagar.com

অনেক কিছুই ভেদ করতে পারে যা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অভেদ্য। দেখা গেল, তিনি কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হোম্‌সের দিকে। বললেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে মি. হোমস। আর, মিঁ. ম্যাকফারলেন, এবার আপনাকে যেতে হচ্ছে। আমার দুইজন কনস্টেবল দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে একটা চার চাকার গাড়ি নিয়ে। ম্যাকফারলেন উঠে দাঁড়ালেন, তারপর শেষবারের মতো অনুনয়ের দৃষ্টিতে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কন্সটেবলরা ম্যাকফারলেনকে গাড়িতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কন্সটেবলরা ম্যাকফারলেনকে গাড়িতে নিয়ে গেল। লেসট্রেড রয়ে গেলেন।

উইলের খসড়া কাগজগুলো তুলে হোমস প্রচুর মনোযোগের সঙ্গে দেখছিলেন। সেগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন,—এই দলিলপত্রে রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত আছে তাই না লেসট্রেড?

ভ্যাবাচাকা খাওয়াভাবে লেসট্রেড সেগুলোর দিকে তাকালেন। বললেন—প্রথম কয়টা লাইন বেশ পড়তে পারছি, আর দ্বিতীয় পৃষ্ঠার এই মাঝের কয়েকটা লাইন আর শেষ দিকের দুই একটা পৃষ্ঠা ছাপার মতোই পরিষ্কার বলতে গেলে। কিন্তু এর সব লেখাগুলো খুব খারাপ। আর তিনটে জায়গার লেখা তো একেবারেই পড়তে পারছি না।

তা, কী বুঝলে বল? হোমস বললেন।

আপনিই বলুন না কী বুঝলেন। লেসট্রেডে পাল্টা প্রশ্ন। বুঝলাম যে লেখাটা হয়েছে ট্রেনে যেতে যেতে। লেখা পরিষ্কার হয়েছে যখন গাড়ি কোনো স্টেশনে থেমেছে, আর খারাপ হয়েছে যখন গাড়ি চলার সময় লেখা হয়েছে। আর সবচেয়ে খারাপ হয়েছে গাড়ির লাইন বদলাবার সময়। যে কোনো বিশেষজ্ঞই বলতে পারবে যে ট্রেনটা ছিল শহরতলীর, নতুবা অতো ঘন-ঘন লাইন পাল্টানোর দরকার হতো না। যদি ধরে নেওয়া যায় যতোক্ষণ ট্রেনে ছিলেন ততোক্ষণই লিখেছেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, সেটা ছিল কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন। নরউড থেকে লন্ডন ব্রিজের মধ্যে মাত্র একটা স্টেশনে থেমেছিল।

লেসট্রেড হাসতে হাসতে বললেন—কোনো বিষয় একটা ধারণা গড়ে তোলার পর আপনি যখন এগোতে থাকেন, তখন আমার পক্ষে পাল্লা দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে মি. হোমস। কিন্তু এ সবের সঙ্গে এ মামলার সম্পর্কটা কী?

হোমস বললেন—ম্যাকফারলেনের কাহিনীর মর্মার্থ এ থেকে এই পর্যন্ত সমর্থিত হচ্ছে যে মি. জোনাল ওলডেকার কালই ট্রেনে...অস্বাভাবিক, তাই, না, অমনভাবে উইল তৈরি করা? এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে উইলটার কার্যকারিতার ব্যাপারে ভদ্রলোক বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। মানে উইল যিনি করেছেন, যেন কার্যকরী হবে না ভেবেই করেছেন।

লেসট্রেড বললেন—কিন্তু সেইসঙ্গে যে তিনি নিজের মৃত্যুর পরোয়ানাতেও সই করে বসেছেন!

তাই তুমি মনে করো নাকি?

কেন? আপনি করেন না?

হোমস বললেন—তা, যে একেবারেই অসম্ভব তা অবশ্য নয়। কিন্তু মামলাটা এখনো আমার কাছে ঠিক স্বচ্ছ হয়ে ওঠে নি।

বলেন কি! লেসট্রেড বললেন—মামলাটা তো একেবারে এখন জলের মতো সহজ হয়ে গেছে। এই ম্যাকফারলেন সে জেনেছে কোনো বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুতে সে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে। তাই সে কাউকে কিছু না বলে, এমন ব্যবস্থা করল যাতে সে সে রাতেই মি. ওলডেকারের সঙ্গে দেখা করতে পারে। ততোক্ষণই দেরি করল, যতোক্ষণ পর্যন্ত না বাড়ির দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর তাকে একা পেয়ে খুন করে, তাঁর শরীর কাঠের স্তূপের সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলে, আর তারপর চলে যায় পাশের একটা হোটেলে। ঘরের ভিতরে বা লাঠিটায় রক্তের দাগ অতি সামান্যই, হয়তো ভেবেছিল কোনোরকম রক্তপাত হয় নি, এবং শরীরটা পুড়িয়ে ফেললেই মৃত্যুর আর কোনো চিহ্নই আন্দাজ করা সম্ভব হবে না।

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—তোমার কাছে এ কাহিনী বড় বেশি সহজ সরল মনে হচ্ছে লেসট্রেড। তোমার যে সব গুণ আছে তার সঙ্গে তুমি এক ফোঁটা কল্পনাও যোগ করো না, এই

www.pathagar.com

তোমার একটা দোষ। ধর মুহূর্তের জন্যে তুমি ওই ম্যাকফারলেনের মতো অবস্থায় পড়েছ। যে রাতে উইলটা তৈরি হল সেই রাতেই কি তাহলে হত্যা করবে? দুটো ঘটনার মধ্যে এরকম ঘনিষ্ঠ একটা সম্বন্ধ রেখে দেওয়াটা কি বিপদের সম্ভাবনা হবে না? তাছাড়া, এমনই একটা সময়ে কি তুমি ওদের বাড়ি যাবে যখন আরো একজনের পক্ষে সে খবর জানা সম্ভব হয়েছে—মানে আমি বলতে চাইছি ভৃত্যটিই তো দরোজাটা খুলে দিয়েছে? তাইতো? চিন্তা করো এবং শেষপর্যন্ত শরীরটাকে সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে এতো কাণ্ড করার পর কি তুমি লাঠিটা সেখানে ফেলে আসবে, জানিয়ে দেবার জন্যে যে তুমিই হচ্ছো অপরাধী? স্বীকার তোমাকে করতেই হবে যে ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক হল না।

লেসট্রেড লাঠিটার প্রসঙ্গ আসতেই বললেন—মি. হোমস আমরা তো জানি যে অপরাধী অনেক সময় প্রচুর তাড়াহুড়ো করে এমন অনেক কিছু করে ফেলে এমন নজির তো আমাদের অনেক কাছে। অপরাধী হয়তো পুনরায় ও ঘরে যেতে ভয় পেয়েছিল বা বাধা পেয়েছিল। আর একটা কথা আমার মনে হচ্ছে মি. হোমস যতোদূর জানি কাগজপত্র কিছুই খোয়া যায় নি, এবং বন্দিই হল একমাত্র ব্যক্তি যার ওগুলো হাত করার কোনো কারণ নেই যেহেতু সেই-ই উত্তরাধিকারী হতে চলেছে, এমনিতেই পেয়ে যাবে সমস্ত কিছু। লেসট্রেডের এই মন্তব্যটি যেন হোম্‌সের মনে লেগে গেল। বললেন—অবশ্য এটা ঠিক যে সাক্ষ্য প্রমাণ যা পেয়েছি তা তোমার মনের মতোই হচ্ছে। তবে, আমি যা বলতে চাইছি তা এই যে, আসল ব্যাপারটা অন্যরকম হওয়াও অসম্ভব নয়। যা বলেছ যথাসময়েই ঠিক জানা যাবে। আচ্ছা, আপাতত বিদায়। আজই একসময় নরউডে গিয়ে দেখে আসব তুমি কতোদূর এগিয়েছ।

লেসট্রেড চলে গেলে হোমস উঠে পড়ে যা যা কাজ আছে সেজন্যে তৈরি হতে লাগলেন। হাবভাব দেখে মনে হল বেশ মনের মতো কাজটা পেয়েছেন। জানো ওয়াটসন, বলতে বলতেই হোমস তাড়াতাড়ি জামাটা গলিয়ে নিয়ে বললেন—আমার প্রথম কাজই এখন হবে ব্ল্যাকহিথের পথে রওনা হওয়া, কারণ, দেখা যাচ্ছে একটা ঘটনার ঠিক পেছনেই আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। আর পুলিশের ভুল হচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনার ওপরেই মনঃসংযোগ করা। কারণ সেটাই আসলে অপরাধের ঘটনা। কিন্তু এক্ষেত্রে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, প্রথম ঘটনার ওপর আলোকপাতের পরে দ্বিতীয় ঘটনায় যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। প্রথম ঘটনাটা হল এই অদ্ভুত উইলটা যে এই উইলের বলে উপকৃত হতে চলেছিল যার কাছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এ ব্যাপারে আলোকপাত হলে হয়তো তখন পরবর্তী ঘটনার রহস্য সহজ হয়ে আসবে। তা, এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য করার কিছু নেই। বিপদের কোনো ঝুঁকি নেই, থাকলে তোমায় না নিয়ে বেরোবার কথা চিন্তাই করতাম না। আশা করছি সন্ধ্যেবেলা দেখা হলে তোমায় বলতে পারব যে এই আমার আশ্রিত ম্যাকফারলেনের জন্যে কিছু করতে পেরেছি কিনা।

অনেক রাত করে হোমস ফিরলেন। ওয়াটসন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন, অনেক আশা নিয়ে গেলেও তাঁকে ব্যর্থ মনোরথেই ফিরতে হয়েছে। ঘণ্টাখানেক দরে নিজের ঘরে বসে একঘেয়ে সুরে বেহালা বাজিয়ে চললেন। এইভাবে হোমস মনের চঞ্চলভাব দূর করে শান্ত হয়। তারপর বেহালাটা রেখে দিয়ে শান্তস্বরে ওয়াটসনের কাছে হঠাৎই তাঁর হতাশার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা শুরু করলেন—

হোমস আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন—খুব বড় মুখ করে লেসট্রেডকে বলেছিলাম! কিন্তু এখন যা দেখছি ও ঠিক পথই ধরেছে, আমারই ভুল হচ্ছে। মিলছে না, একেবারেই মিলছে না ওয়াটসন। আমার মন একদিকে নির্দেশ দিচ্ছে, আর ঘটনার নির্দেশ হচ্ছে একেবারেই অন্যদিকে। ব্রিটেনের জুরিরা এখনো বুদ্ধিমত্তার সেই উচ্চ পর্যায়ে ওঠে নি যে লেসট্রেডের তথ্যের উপরে আমার অনুমানকে বড় করে দেখবে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—ব্ল্যাকহিথে গেছিলে?

হোমস বললেন—গেছিলাম। এবং বেশি সময় লাগল না জানতে যে মৃত ওলডেকার লোকটি আসলে একটি এক নম্বরের শয়তান। ম্যাকফারলেনের বাবা ছেলের খোঁজে বেরিয়েছেন

www.pathagar.com

আর মা বাড়িতে বসে ভয়ে আর ঘৃণায় কাঁপছেন। তিনি ছেলের অপরাধের সম্ভাবনাটা একেবারেই বাতিল করে দিলেন। ওলডেকারের মৃত্যুতে তিনি কোনো বিস্ময় বা দুঃখ প্রকাশ করলেন না, বরং তাঁর সম্বন্ধে এমনই সব তিক্ত মন্তব্য করলেন যে নিজের অজানতেই পুলিশের মামলায় সাহায্য করলেন। কারণ মায়ের এই মনোভাবের কথা যদি ছেলের জানা থাকে তাহলে তো ওলডেকারের ওপর তারও জিঘাংসা-বৃত্তি বাড়বারই কথা। ভদ্রমহিলা বললেন—মানুষের থেকে বরং কোনো ধূর্ত, শয়তান বা বাঁদরের সঙ্গেই ওলডেকারের মিল বেশি। ছেলেবেলা থেকেই ওকে জানতাম। ও আমাকে বিয়ে করতেও চেয়েছিল। ওর সঙ্গে আমার বাগদানও হয়ে গেছিল মি. হোমস। একদিন শুনলাম ও একটা পাখির খাঁচার মধ্যে একটা বেড়াল ছেড়ে দেয়। এই নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়ে আমি এমন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম যে সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে সকলরকম সম্পর্ক ছেদ করেছিলাম। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি যাঁকে বিয়ে করেছি সে ওর মতো অতো ধনী না বলেও অনেক অনেক গুণে ভালো। আর আমার বিয়ের দিন সকালে সে আমার একটা ফটোকে ছুরি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে আমার কাছে পাঠায়। এই দেখুন সেই ক্ষত বিক্ষত ফটোটা।

হোমস বললেন—যাইহোক এখন তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন, না হলে কি আর আপনার ছেলেকে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যেতেন?

ভদ্রমহিলা বললেন—না, ওলডেকারের কোনো সম্পত্তি আমার বা আমার ছেলের দরকার নেই। তেজের সঙ্গেই তিনি বললেন—ঈশ্বর আছেন মি. হোমস, তিনিই শাস্তি দিয়েছেন ওকে। এবং তিনিই যথাসময়ে দেখিয়ে দেবেন যে তার মৃত্যুতে আমার ছেলের কোনো হাত নেই।

আরো কিছুক্ষণ জেরা করার পরেও এমন কিছু জানা গেল যা হোমসের মতে তার মক্কেলের বিরুদ্ধেই যাচ্ছিল। তাই হোমস হতাশ হয়ে তখনই নরউডে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, আধুনিক ধরনের মস্ত বাড়িটার সামনের লনে লরেলের একটা ঝাড় রয়েছে। এর ডানদিকে রাস্তা থেকে খানিকটা ভিতরে একটা কাঠের গাদা। আগুনটা এখানেই লেগেছিল। বাঁদিকের জানলাটা খুলে ওলডেকারের ঘর দেখা যায়। সেখানে লেসট্রেড তাঁর একজন প্রধান কন্সটেবলকে রেখে গিয়েছিলেন। পোড়া কাঠের গোলার ছাইগাদার মধ্যে যে কিছু রং পোড়া ধাতব চাকতিও পাওনা গেছিল হোমস সেগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে বুঝলেন সেগুলো প্যান্টের বোতাম ছাড়া আর কিছু নয়। একটা চাকতির মধ্যে হায়ামস্ নামে ওলডেকারের এক দরজির নাম খোদাই করা ছিল। হোমস লক্ষ্য করলেন, একটা ছোট চিরসবুজ ঝোপ থেকে কোনো গাদার সঙ্গে একই লাইনে। পুলিশের ধারণার সঙ্গে এ সমস্তই চমৎকার মিলে যাচ্ছে। গুঁড়ি মেরে উঠোনটা পরীক্ষা করছিলেন তিনি। অগাস্টের রোদ তার পিঠে পড়ছে। ঘন্টাখানেক পরে সেখানেও হতাশ হয়ে হোমস তখন গেলেন ওলডেকারের শোবার ঘরে। সেখানে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন রক্তের দাগ অত্যন্ত অস্পষ্ট। লাঠিটা যে ম্যাকফারলেনের সেটায় হোমস নিশ্চিন্ত হলেন। কার্পেটের ওপর দুইজন মানুষের পায়ের ছাপ বোঝা যায়, কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তির পায়ের ছাপ নেই এ ব্যাপারটাও পুলিশের স্বপক্ষে যাবে। ওদের তরফের সাক্ষ্য প্রমাণ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে, অথচ হোমস এখনো একই অন্ধকারে রইলেন। আলমারির তাকগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন এবার হোমস। জিনিসপত্র সব বের করে টেবিলের ওপর জড়ো করা হয়েছে। কাগজপত্রগুলো ছিল আলাদা আলাদা খামে শীলমোহর করা, তার দুই একটা পুলিশ খুলে পরীক্ষা করেছে। সেগুলো খুব মূল্যবান বলে মনে হয় নি, ব্যাংকের কাগজপত্র থেকেও মি. ওলডেকারকে খুব বড়লোক বলে মনে হল না। কিছু দলিলের উল্লেখ ছিল যেগুলো অবশ্য হোমস দেখতে পেলেন না এবং মনে করলেন এই দলিলগুলোই হয়তো বেশি দামি। হোমস ভাবলেন এটা যদি ঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারা যায় তাহলে লেসট্রেডের নিজেরই যুক্তি তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ যে জিনিস সে পেতেই চলেছে কেন তা চুরি করতে যাবে?

www.pathagar.com

সমস্ত কিছু পরীক্ষা করেও নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র না পেয়ে হোমস এবার গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। গৃহকর্ত্রী মিসেস লেক্সিংটন, ছোটো-খাটো, কম কথার মানুষ, বাঁকা চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। তার কাছ থেকে অনেক চেষ্টা করেও হোমস কোনো কথা বার করতে পারলেন না। তবে তিনি স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, সাড়ে নয়টা নাগাদ সে দরোজা খুলে মি. ম্যাকফারলেনকে ভিতরে ঢুকতে দিয়েছিল। সাড়ে দশটা নাগাদ সে শুতে যায়। বাড়ির অন্য দিকটায় তার ঘর, সেখান থেকে কিছু শোনা সম্ভব নয়। মি. ম্যাকফারলেনের হ্যাট আর লাঠিটা হলঘরে ফেলে যাওয়ার খবর তিনিও বললেন। আগুন লাগার চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে যায়। তার মনিব নিশ্চয় খুন হয়েছেন। হোমস যখন মিসেস লেক্সিংটনকে জিজ্ঞাসা করলেন তার কোনো শত্রু ছিল কিনা? তখন তিনি উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, শত্রু কার না থাকে? তবে মি. ওলডেকার বিশেষ মিশুকে ছিলেন না, দরকার না থাকলে কারো সঙ্গে মিশতেন না। হ্যাঁ, বোতামগুলো সে দেখেছে! যে জামার বোতাম সেগুলো, সেই জামাটাই তিনি গতরাত্রে পরেছিলেন। কাঠের গাদাটা খুব শুকনো তাকায় দাউ দাউ করেই আগুন জ্বলছিল। সে যখন সেখানে পৌঁছোয় তখন পোড়া মাংসের গন্ধ শুধু সে নয়, দমকলের লোকেরাও গন্ধ পাচ্ছিল। কাগজপত্র ও মি. ওলডেকারের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার সম্বন্ধে সে কিছুই বলতে পারল না। তবে গৃহকর্ত্রী যে কোনো একটা ব্যাপার চেপে যাচ্ছেন সেটা বেশ বুঝতে পারলেন হোমস।

ওয়াটসনের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে করতে হোমস কিছুক্ষণের জন্যে নীরব হয়ে গেলেন, তারপর হঠাৎই বলতে শুরু করলেন পুনরুদ্যমে। বুঝতে পারছ ওয়াটসন, এখন মনে হচ্ছে, যদি আমরা নতুন কোনো বিকল্প নিয়ে অগ্রসর না হই তাহলে আর তরুণ অ্যাটর্নি মি. ম্যাকফারলেনের কোনো আশাই থাকবে না। ওর বিরুদ্ধে এখন মামলাটা যেভাবে দাঁড়িয়েছে তাতে বলতে গেলে কোনোও খুঁতই থাকছে না এবং পরবর্তীকালের তদন্তের ফলে ওদের বক্তব্য আরো জোরদার হয়ে উঠেছে। তবে, কাগজপত্রগুলোর ব্যাপারে একটা ছোটখাটো জিনিস একটু আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে সেটা ধরে হয়তো নতুন করে তদন্ত শুরু করা যেতে পারে। ব্যাংকের কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, টাকার পরিমাণ অতি অল্প হওয়ার প্রধান কারণ হল, গত একবছরের মধ্যে মি. কর্নেলিয়াসের নামে বড় বড় অঙ্কের চেক কাটা হয়েছে। কৌতূহল জাগছে, সে এই মি. কর্নেলিয়াস, যাঁর সঙ্গে অবসর প্রাপ্ত মি. ওলডেকারের এরকম বড় বড় অঙ্কের লেন-দেন হয়েছিল! তার কি এ ব্যাপারে কোনোরকম হাত থাকতে পারে? হয়তো সে কোনো দালাল, কিন্তু এরকম বড় বড় অঙ্কের লেন-দেনের উপযুক্ত কোনো কাগজপত্রই পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনোরকম ইঙ্গিত না পেলে আমার কাজ এখন হবে ব্যাংকে গিয়ে সেই ভদ্রলোকের খোঁজ করা, সে এই চেকগুলো ভাঙিয়েছে। কিন্তু আমার আশঙ্কা লেসট্রেড ম্যাকফারলেনকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, এবং সেখানেই এই মামলার শেষ হবে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের জয় জয়াকার হবে।

সে রাতে শার্লক হোমস ঘুমোতে পারলেন না। প্রাতরাশের টেবিলে এসে ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন, তিনি ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন, চোখ ঘিরে কালি পড়ার ফলে দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চেয়ার ঘিরে কার্পেটটা পোড়া সিগারেটের টুকরোয় টুকরোয় আর ছড়ানো খবরের কাগজে ভর্তি। টেবিলের ওপর একটা খোলা টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামটা ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিয়ে হোমস বললেন, কী বুঝতে পারছ বল?

নরউড থেকে আসা টেলিগ্রামটা ওয়াটসন পড়তে লাগলেন—

'গুরুত্বপূর্ণ নতুন সাক্ষ্য প্রমাণ, ম্যাকফারলেনের অপরাধ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। মামলা ছেড়ে দিন—লেসট্রেড।'

হোমস বললেন—ব্যাপারটা গুরুতরই মনে হচ্ছে। তারপর তিক্তস্বরে বললেন—এ হল লেসট্রেডের বিজয় সংগীত, ওয়াটসন। কিন্তু তাহলেও হাল ছেড়ে দেওয়ার সময় এখনো আসে নি। তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ সেরে নাও ওয়াটসন, তারপর চল দুইজনে যাই, দেখি কি করতে পারি। মনে হচ্ছে তোমার সাহচর্য আর নৈতিক সমর্থন আজ আমার বড় বেশি দরকার।

www.pathagar.com

হোমস নিজে প্রাতঃরাশ করলেন না। এটা তাঁর বরাবরের অভ্যাস এই যে বিশেষ উত্তেজনার সময় কিছুই তিনি খেতেন না। ওয়াটসন বরাবরই লক্ষ্য করে এসেছেন, ক্লান্তিতে একেবারে অবসন্ন হয়ে না পড়া পর্যন্ত তাঁর লৌহ কঠিন শক্তি, পুরোপুরি বজায় থাকে। ডাক্তার হিসেবে ওয়াটসন এ বিষয়ে আপত্তি তুললেন।

তিনি বললেন—ওইসব হজমের চিন্তায় শক্তি ও স্নায়ুর অপব্যবহার করা চলবে না। যাই হোক না খেয়েই তিনি নরউডে ওয়াটসনকে নিয়ে চলে এলেন। আর গেটে ঢুকতেই লেসট্রেড এসে দেখা করলেন হাসি হাসি মুখে এবং তির্যক স্বরে বললেন—কী মি. হোমস প্রমাণ করতে পারলেন কি যে আমরা ভুল পথে চলেছি—পেলেন আপনার রাস্তার লোক সেই অপরাধীকে?

হোমস বললেন—না, এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নি। লেসট্রেড বললেন—আমরা পুলিশরা কিন্তু কালই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছিলাম এবং আজ আবার তার ওপর প্রমাণ হয়েছে যে সে সিদ্ধান্ত নির্ভুল। সুতরাং নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে অন্ততঃ এবারের মতো আমরা আপনার থেকে একটু এগিয়ে আছি কী বলেন? সশব্দে হেসে উঠলেন লেসট্রেড। বললেন—আমরা যেমন চাই না তেমনি আপনিও নিশ্চয়ই হার মানতে চান না। কী বলেন, ড. ওয়াটসন? আসুন, জন ম্যাকফারলেনই যে অপরাধী তার অকাট্য প্রমাণ আপনাদের দেখাচ্ছি! তাঁর পিছু পিছু গিয়ে হোমসরা পেছনের একটা অন্ধকার বড় হলঘরে পৌঁছলেন। লেসট্রেড বললেন—হত্যা করার পর ম্যাকফারলেন নিশ্চয় এখানে এসেছিলেন হ্যাটটা নিতে। আচ্ছা এবার দেখুন—বলে প্রচুর নাটকীয়তার সঙ্গে তিনি হঠাৎ একটা দেশলাই জ্বাললেন, সেই আলোয় সাদা চুনকাম করা দেয়ালে একটা রক্তের দাগ চোখে পড়ল। দেশলাই কাঠিটা আরো কাছে নিয়ে গেলে দেখা গেল সেটা কেবলমাত্র দাগ নয়, স্পষ্টতঃই একটা বুড়ো আঙুলের ছাপ ওটা। বললেন, আতস কাঁচ দিয়ে এটা পরীক্ষা করে দেখুন মি. হোমস।

হোমস বললেন হ্যাঁ দেখছি। লেসট্রেড বললেন—আপনি তো জানেন দুইজনের বুড়ো আঙুলের চাপ অবিকল একরকম হয় না। এবার এই ছাপটার সঙ্গে ম্যাকফারলেনের ডানহাতের বুড়ো আঙুলের এই মোমের ছাপটা মিলিয়ে দেখুন। এটা আজ সকালে আমার আদেশে নেওয়া হয়েছে।

মোমের ছাপটা রক্তের চাপের কাছে রাখতে আর আতস কাঁচের দরকার হল না, নিঃসন্দেহের বোঝা গেল দুটো একই হাতের। এই প্রমাণের ওপর আর কথা চলে না।

হোমস ও ওয়াটসন একবাক্যে স্বীকার করলেন,—হ্যাঁ ঠিক ঠিকই বটে।

ওয়াটসন এবার হোম্সের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন,—হোমস যেন ভিতরে ভিতরে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছেন। দুই চোখ জ্বলছে দুটো তারার মতো। মনে হল, হাসির একটা প্রচণ্ড দমক চেপে রাখবার তাঁকে প্রবল চেষ্টা করতে হচ্ছে। শেষপর্যন্ত বলে উঠলেন, আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য ব্যাপার। এমনটি আর কি ভেবেছিল? মানুষের দেখে কতো সহজেই না আমরা ভুল বুঝি। অমন সুন্দর চেহারা! দেখা যাচ্ছে নিজেদের বিচার-বুদ্ধির ওপরেও আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। কী বল লেসট্রেড!

লেসট্রেড বললেন—ভাগ্যিস্ সে হ্যাটটা নিতে এসে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ওখানে রেখেছিল! লোকটা ভাব প্রকাশে শান্ত হলেও প্রচণ্ড উত্তেজনা চেপে রাখার প্রবল চেষ্টায় যেন তাঁর সমস্ত শরীর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

হোমস বললেন—আচ্ছা লেসট্রেড, এই চমৎকার আবিষ্কারটা কার?

লেসট্রেড বললেন—মিসেস লেক্সিংটনই এটা ওপর রাতের প্রহরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কোথায় ছিল আপনার কন্সটেবল? হোম্সের কৌতূহল। যেখানে খুন হয় সেই শোবার ঘরটায় সে ছিল, যাতে কেউ কোনো কিছুতেই হাত না দেয়—লেসট্রেড সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন।

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—পুলিশ কেন কাল এটা দেখতে পায় নি?

লেসট্রেড বললেন—মানে, হলঘরটায় তেমন ভালো করে লক্ষ্য করার কারণ ছিল না। তাছাড়া দেখতে পাচ্ছেনই তো, সহজেই চোখে পড়বে এমন জায়গা ওটা নয়।

www.pathagar.com

তা অবশ্য নয়। আচ্ছা, তাহলে অবশ্যই দাগটা কাল ওখানে ছিল, তাই তো?

একথায় যেভাবে লেসট্রেড হোম্‌সের দিকে তাকালেন তাতে হয়তো তাঁর মনে হল হোম্‌সের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে! বলতে কি, তাঁর এ প্রচ্ছন্ন খুশির ভাব আর এই অদ্ভুত মন্তব্য শুনে ওয়াটসনও খুবই বিস্মিত হলেন।

লেসট্রেড বললেন—জানি না, আপনি এই বলতে চান কিনা যে কাল গভীর রাতে ম্যাকফারলেন কয়েদখানা থেকে এসে ওটা করে গেছে, তার বিরুদ্ধে প্রমাণটা জোরদার করার উদ্দেশ্যে! পৃথিবীর যে কোনো বিশেষজ্ঞই বলবে যে এ দাগ নিশ্চয়ই ম্যাকফারলেনের।

হোমস বললেন—হ্যাঁ, এ দাগ ম্যাকফারলেনের তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লেসট্রেড বললেন—ব্যস্ আপনি যে স্বীকার করলেন, এটাই যথেষ্ট। আমি কাজ বুঝি, মি. হোমস। প্রমাণ পেলে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেরি করি না। আমি এখন পাশের ওই বসার ঘরে বসে রিপোর্ট লিখতে বসছি, আর কিছু বলার থাকলে আপনি গিয়ে বলতে পারেন।

ইতিমধ্যে হোমস নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছেন। তবে চোখে কৌতুকের ঝিলিক তখনো মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে বলছিলেন ড. ওয়াটসন।

হোমস সবিনয়ে মন্তব্য করলেন—বড়ই দুঃখের ব্যাপার ওয়াটসন। কিন্তু তবুও দুই একটা বিশেষ জিনিসের জন্যে এখনো আমি আমার মক্কেলের ব্যাপারে একেবারে হতাশ হচ্ছি না।

ওয়াটসন আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন—ভারি ভালো লাগল শুনে কিন্তু আমার তো মনে হয় আর কোনো আশাই নেই।

অতোটা ঠিক নয়, ওয়াটসন। যে ব্যাপারটায় লেসট্রেড এতো গুরুত্ব দিচ্ছে তাতে একটা মস্ত গলদ রয়ে গেছে। কাল যখন আমি হলঘরটা পরীক্ষা করি তখন ও দাগটা ওখানে ছিল না। আচ্ছা, চলো, একটু রোদে ঘুরে আসি।

হোমসরা বাগানে চলে এলেন। প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গে হোমস বাড়িটা লক্ষ্য করতে লাগলেন চারিদিকে। তারপর বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে, মাটির নিচের ঘর থেকে চিলকোঠা পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটা ঘুরলেন। বেশিরভাগ ঘরই আসবাবহীন, কিন্তু তাহলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন হোমস। শেষপর্যন্ত পৌঁছে আবার খুশির আবেগে ভরপুর হয়ে উঠলেন।

দৃঢ়স্বরে হোমস মন্তব্য করলেন—কয়েকটা ব্যাপারে এ মামলা স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। এবার লেসট্রেড?—হ্যাঁ, আমাদের ওপরে ও খুব একচোট নিয়েছে বটে, তবে আমার ধারণা সত্য হলে হয়তো আমরাও উল্টে ওকে খুব একচোট নিতে পারব।

হোমস রিপোর্ট লেখায় রত লেসট্রেডকে থামতে বললেন,—একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি? আমি তো মনে করতে পারছি না, যে তোমার সাক্ষ্য প্রমাণ এর মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।

লেসট্রেড হোমসকে ভালো করেই জানতেন, তাই কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। কলম নামিয়ে রেখে কৌতূহলের দৃষ্টিতে হোম্‌সের দিকে তাকালেন। এবং বললেন—কী বলতে চান মি. হোমস?

হোমস বললেন—বলতে চাই যে, এ মামলার একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাক্ষী আছে যাকে তুমি পরীক্ষা করো নি।

দেখাতে পারেন তাকে? লেসট্রেডের প্রশ্ন। তাহলে দেখান তো? তিনজন কন্সটেবল হলঘরে এসে হাজির হল।

হোমস বললেন—বাইরের ঘরটায় প্রচুর খড় আছে। তা থেকে দুটো বান্ডিল নিয়ে এসো—যে সাক্ষীকে আমি হাজির করতে চাই, তার ব্যাপারে এ কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেশ, ধন্যবাদ। তোমার পকেটে দেশলাই আছে, ওয়াটসন? এবার লেসট্রেড, চলো ওপর তলায় যাওয়া যাক্।

তিনটে খালি ঘরের সামনে একটা চওড়া বারান্দার সামনে সকলে এসে দাঁড়ালেন। এই বারান্দার একপ্রান্তে তিনি ওয়াটসন ও লেসট্রেডকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। কন্সটেবলরা দাঁত বার

www.pathagar.com

করে হাসছিল। আর যেভাবে লেসট্রেড হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে আছেন তাতে বিস্ময়, প্রত্যাশা আর বিদ্রূপ পরপর তাঁর ওপর দিয়ে খেলে চলেছে। আর এমনভাবে হোমস ওয়াটসনদের দিকে তাকালেন যেন কোনো যাদুকর ম্যাজিক দেখাতে চলেছেন।

একজন কনস্টেবলকে দিয়ে দুই বালতি জল আনিয়ে নেবে লেসট্রেড? হোমস বললেন, খড়গুলো রাখো এখানে, দুই দিকের দেয়াল থেকে খানিকটা তফাতে। ব্যস্‌, এবার আমরা প্রস্তুত।

ইতিমধ্যে লেসট্রেডের চোখমুখ লাল হতে শুরু করেছে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন তিনি। বলে উঠলেন, জানি না, আপনি আমাদের নিয়ে খেলা করছেন কিনা। এসব বাজে ব্যাপারগুলো না করেও তো আপনি আপনার বক্তব্যটা প্রকাশ করতে পারতেন।

হোমস শান্তস্বরে বললেন—বিশ্বাস করো লেসট্রেড যা কিছু করছি সবেরই পেছনে চমৎকার যুক্তি আছে। হয়তো তোমার মনে আছে, কয়েক ঘন্টা আগে তুমি আমায় টিটকিরি দিয়েছিলে যখন ভাগ্য সূর্য ছিল তোমার পক্ষে, সুতরাং এখন আমি যদি একটু আড়ম্বর করি নিশ্চয় তুমি আপত্তি করবে না। ওই জানলাটা খুলে দেবে ওয়াটসন, তারপর ওই খড়ে আগুন ধরিয়ে দাও।

ওয়াটসন সেইমতো করলেন। হাওয়াতে ধোঁয়াটা চলল বারান্দা বেয়ে শুকনো খড় জ্বলে উঠল।

হোমস বললেন, এবার দেখতে হবে আমরা এই সাক্ষীকে পাই কি না। এসো এবার সবাই মিলে চিৎকার করে উঠি—আগুন! আগুন! আগুন! এক-দুই-তিন :

আগুন! আগুন! সমস্বরে উপস্থিত সকলেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

হোমস সকলকে আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আরেকবার, একটু কষ্ট করে বলুন।

সকলে পুনরায় চিৎকার করে বললেন—আগুন! আগুন!

আরো একবার সবাই মিলে বলুন—হোমস উত্তেজনা মিশ্রিত স্বরে বললেন।

আগুন! আগুন! শব্দ চারিদিকে গম গম করতে লাগল। নরউডের সবজায়গা থেকেই ওই আওয়াজ শোনা গিয়েছিল।

আওয়াজটা থেমেছে কী না থেমেছে, এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। বারান্দার একপাশে, যে জায়গাটা নিরেট দেওয়াল বলে মনে হয়েছিল, একটা রোগা ছোটোখাটো মানুষ সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

হোমস সোল্লাসে বলে উঠলেন—চমৎকার! চমৎকার!

ওয়াটসন, এবার খড়টায় এক বালতি জল ঢাল দেখি। ব্যস্‌ লেস্‌ট্রেড তোমার অনুমতি নিয়ে তোমার প্রধান সাক্ষীকে হাজির করছি। যাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়েছে, এই সেই মি. জোনাল ওলডেকার।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে লেসট্রেড একদৃষ্টে ওলডেকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওলডেকারের চোখ পিট পিট করছিল। বিশ্রী রকম তার মুখ—মতলব বাজি, শয়তানি আর জিঘাংসার ছাপ সে মুখে। হাল্কা ধূসর চোখে সাদা লোম।

লেসট্রেড বললেন—ব্যাপারটা কী শুনি মশাই? কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন এতোক্ষণ?

মি. ওলডেকার অস্বস্তিসূচক হাসি হাসলেন। ক্রুদ্ধ লেসট্রেডের থেকে কুঁকড়ে সরে গেলেন তিনি। বললেন, কেন, কোনো ক্ষতি তো আমি করি নি!

ক্ষতি করেন নি? এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হলে এবং এই ভদ্রলোক না থাকলে আপনি সফলও হতেন আপনি। হোমসকে দেখিয়ে এই কথাগুলো লেসট্রেড ধমকের স্বরে বললেন।

ওলডেকার অনুনয়ের স্বরে বললেন—আমি একটু ঠাট্টা করতে চেয়েছিলাম।

লেসট্রেড বললেন, বটে? ঠাট্টা? ঠাট্টার মজাটা এবার আমরা আর মি. ম্যাকফারলেন ভোগ করবে! তারপর কনস্টেবলদের হুকুম করলেন, একে বসবার ঘরে নিয়ে রাখো, আমি যাচ্ছি।

www.pathagar.com

ওরা চলে গেলে লেসট্রেড সবিনয়ে হোমসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মি. হোমস কন্সটেবলদের সামনে বলতে সংকোচ হচ্ছিল। এখন আমি আপনি ও ড. ওয়াটসনের কাছে অকপটে স্বীকার করছি, আপনি এ পর্যন্ত যতো রহস্যের কিনারা করেছেন সে সবের সেরা হল এটা। অবশ্য এখনো আমি জানি না কীভাবে আপনি এটার সমাধান করলেন। এক নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ বাঁচিয়ে তাঁকে কলঙ্কমুক্ত করেছেন, না হলে পুলিশ মহলে আমার সুনাম একেবারে মাটিয়ে মিশে যেতো।

হোমস একটু স্মিত হাসি হেসে লেসট্রেডের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললেন—আরে তুমি এক কাজ করো—ওই যে রিপোর্ট লিখছ ওতে সামান্য অদল বদল করে নিলেই চলবে। আর তাহলেই সকলে বুঝবে ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের চোখে ধূলো দেওয়া কতো কঠিন।

লেসট্রেড বললেন—মানে,? আপনি চান না যে এ ব্যাপারে আপনার নাম প্রকাশিত হোক?

হোমস বললেন—নিশ্চয়ই! কাজটাই কাজের পুরস্কার। হয়তো কোনো দূর ভবিষ্যতে এর কৃতিত্ব আমি পেতে পারি—মানে আমার এই বন্ধু ড. ওয়াটসন এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করবেন। আচ্ছা, এবার বলি রহস্য কীভাবে আমি সমাধান করলাম।

হোমস শুরু করলেন বিশ্লেষণ—বারান্দাটার শেষ প্রান্তে ছয় ফুট তো জায়গা পাতলা কাঠ আর পলেস্তরা দিয়ে পার্টিশান করা, একটা দরোজা সেখানে খুব কায়দা করে বসানো। ছাদের বাড়িয়ে দেওয়া একটা অংশের ফাঁক দিয়ে আলো এসে জায়গাটা আলোকিত করছে। কিছু আসবাব পত্র, কিছু খাদ্যবস্তু আর জল সেখানে, আর কিছু বই আর কাগজ। ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর হোমস বললেন—স্থপতি হওয়ার সুবিধেই হল এই। কারো বিনা সাহায্যেই ও ওর লুকোনোর জায়গাটা তৈরি করে নিয়েছে, কেবল ওই গৃহকর্ত্রীর ছাড়া—তাকেও লেসট্রেড, তোমার শিকারের থলিতে ভরে দিচ্ছি।

লেসট্রেড বললেন—আচ্ছা, মি. হোমস, এ জায়গাটা কি করে আবিষ্কার করলেন?

হোমস বললেন—আমি শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসি যে নিশ্চয়ই ওলডেকার এই বাড়ির কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে।

বারান্দায় পায়চারি করতে করতে যখন লক্ষ্য করলাম এই বারান্দাটা এর নিচের তলার বারান্দার থেকে ছয় ফুট কম, তখনই আর সন্দেহ রইল না যে ওলডেকার ওখানেই আছে। মনে হল, আগুনের ভয় দেখালে আর ওর লুকিয়ে থাকার সাহস হবে না। অবশ্য ওখানে গিয়েও আমি ওকে ধরতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে হল ও নিজে থেকেই বেরিয়ে এলে দিব্যি মজা হবে। তাছাড়া, তোমার সকাল বেলার টিটকিরি দেওয়ার সরস উত্তরও তুমি তাহলে পেয়ে যাবে। তাই আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

লেসট্রেড বললেন,—অবশ্যই স্যর সেদিক দিয়ে উপযুক্ত প্রতিশোধই নিয়েছেন। কিন্তু কী করে আপনার ধারণা হল যে মি. ওলডেকার বাড়ির মধ্যেই রয়েছেন?

হোমস মুচকি হেসে বললেন—ওই বুড়ো আঙুলের ছাপ থেকে। তুমি বলেছিলে ওটাই অকাট্য প্রমাণ। এবং দেখা গেল সত্যিই তাই, তবে, সম্পূর্ণ অন্য অর্থে এই যা। আমি জানতাম ও দাগ কাল ওখানে ছিল না, এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি, সে তুমি লক্ষ্য করে থাকবে নিশ্চয়ই। হলঘরটা আমি যখন পরীক্ষা করেছিলাম, ওরকম কোনো দাগই ছিল না সেখানে। সুতরাং ওটা রাত্রে লাগানো হয়েছে।

লেসট্রেড বললেন—কিন্তু কী করে?

হোমস বললেন—সে তো খুবই সহজ। প্যাকেটগুলোর একটা ওলডেকার, ম্যাকফারলেনকে দিয়ে বন্ধ করায়, নরম গালায় বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে। কাজটা এতোই অল্প সময়ে আর এমনই স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকবে যে ম্যাকফারলেনের হয়তো মনেই নেই সে কথা। হয়তো ব্যাপারটা কাজে লাগাবার মতলব তখন পর্যন্ত ওলডেকারের মাথায় আসে নি। লুকোনোর জায়গায় থেকে মামলাটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মতলবটা ওর মাথায় আসে যে, এতে করে ম্যাকফারলেনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত মারাত্মক এক প্রমাণ তৈরি হয়ে থাকবে। সীলমোহরটা থেকে একটা গালার ছাঁচ তুলে নেওয়া, আঙুলে পিন ফুটিয়ে দরকার মতো রক্ত

www.pathagar.com

নিয়ে সেটায় মাখানো আর সেই ছাপ রাত্রে বেরিয়ে এসে দেওয়ালে লাগানো—নিজের হাতেই হোক বা গৃহকর্ত্রীর মারফৎই হোক, এর চেয়ে সহজ কাজ আর কি হতে পারে? যে সব কাগজপত্র নিয়ে ও গোপন আস্তানাটায় যায়, আমি বাজি রেখে বলতে পারি সেগুলো পরীক্ষা করলেই আঙুলের ছাপওয়ালা একটা সীল দেখতে পাওয়া যাবে।

লেসট্রেড বলে উঠলেন, বাঃ বাঃ চমৎকার মি. হোমস! আপনি বিশ্লেষণ করতেই ব্যাপারটা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে গেল। কিন্তু মি. হোমস এই গভীর ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যটা কী হতে পারে?

হোমস বললেন—সেটা তো সোজা। নিচের ওই ভদ্রলোকটি যেমন ঈর্ষাপরায়ণ তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ। জানো তো, ম্যাকফারলেনের মায়ের পাণিপ্রার্থনা করে ওলডেকার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন? সেকি তুমি এসবের খোঁজ খবর নাও নি? কেন, তোমায় তো বলেছিলাম—আগে ব্ল্যাকহিথে যাবে তারপরে তুমি নরউডে? যাই হোক এই যে ম্যাকফারলেনের মা যে তাকে অপমান করেছিলেন, ফলে তিনি সারা জীবন ধরে প্রতিশোধের জন্যে ছটফট করেছেন, কিন্তু সুযোগের অভাবে কিছুই করতে পারেন নি। গত দুই বছর ধরে ওঁর ব্যবসা ভালো চলে নি—গোপন কোনো ব্যাপারে ঝুঁকি নেবার ফলেই হয়তো এবং শেষপর্যন্ত অবস্থা বেশ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। তখন ঠিক করলেন পাওনাদারদের ফাঁকি দেবেন। এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি জনৈক কর্নেলিয়াসকে চেক মারফৎ প্রচুর টাকা দেন। এই কর্নেলিয়াস, আমার ধারণা, তাঁরই অন্য নাম। চেকগুলো এখনো পরীক্ষা করে দেখি নি বটে, কিন্তু তাহলেও আমার সন্দেহ নেই, কোনো মফঃস্বল শহরে এগুলো ওই নামে ভাঙানো হয়েছে। সেখানে ওই নামে ওঁর অন্য পরিচয় আছে। ওঁর মতলব ছিল নাম পালটে, টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করা।

লেসট্রেড বললেন—তা ঠিকই বলেছেন আপনি। কোনো সন্দেহ নেই!

হোমস বললেন—হয়তো উনি মনে মনে ভেবেছিলেন যে, পালিয়ে গেলে আর তাঁকে অনুসরণ করার কোনো সূত্রই থাকবে না। আর সেই সঙ্গে দিব্যি পুরোনো প্রেমিকার ওপর নির্মম প্রতিশোধও নেওয়া হবে। যদি এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করতে পারেন যে সেই মহিলারই একমাত্র পুত্রের হাতে উনি নিহত হয়েছেন। শয়তানির পরম পরা কাষ্ঠা এ, রীতিমত ওস্তাদের মতোই উনি কাজ করেছিলেন। উইল তৈরি করা—যা থেকে অপরাধটা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্যের প্রমাণ হয়, এ এক এমনই জাল যে, মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও এ থেকে বেরিয়ে আসা ছিল আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বড় শিল্পীর যে গুণ সেটা তাঁর ছিল না—জানা ছিল না কোথায় থামতে হবে। এমনিতে যা ছিল নিখুঁত তার উপরেও তিনি আবার নতুন করে প্রমাণ তৈরি করতে গেলেন ফাঁসির দড়িটা যাতে আরো শক্ত হয়ে বেচারার গলায় বাঁধা হয়। আর তাতেই সে তার পতন ডেকে আনল। চল যাই লেসট্রেড, দুই একটা প্রশ্ন করব ওকে।

বৈঠকখানা ঘরে দুইজন পুলিশ ওলডেকারের পাহারায় ছিল। কাকুতি-মিনতি করতে করতে ওলডেকার বলে চললেন—এ তো একটা ঠাট্টা স্যার, ব্যক্তিগত ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু নয় জানবেন। বিশ্বাস করুন, আমার লুকিয়ে থাকার উদ্দেশ্য ছিল এক্ষেত্রে কী হয় তাই দেখা। আপনারা যদি মনে করেন যে এ জন্যে বেচারা তরুণ ম্যাকফারলেনের কোনোরকম অনিষ্ট হতে দেব, তাহলে আমার প্রতি অন্যায় করা হবে।

লেসট্রেড বললেন—সে বুঝবে জুড়িরা। যাই হোক আপাতত আমরা আপনাকে অন্ততঃ ষড়যন্ত্রের অভিযোগের গ্রেপ্তার করছি।

হোমস বললেন—এবার আপনি দেখবেন আপনার পাওনাদাররা মি. কর্নেলিয়াসের ব্যাংকের টাকা আটকে দিয়েছেন।

চমকে উঠলেন বেঁটেখাটো লোকটি, শয়তানী মাখা চোখে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার প্রচুর ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে দেখছি। এ ঋণ আমি একদিন শোধ করে দেব জানবেন।

প্রশ্রয় দেবার ভঙ্গিতে হোমস হেসে উঠে বললেন—বেশ কয়েক বছরের জন্যেই এখন আপনাকে বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, কাঠের গাদায় আপনার পুরোনো

www.pathagar.com

প্যান্ট ছাড়াও আর কী আপনি ফেলেছিলেন? কোনো মরা কুকুর, না খরগোস, না অন্য কিছু? ওলডেকারকে নিরুত্তর দেখে হোমস ওয়াটসনকে বললেন—ওয়াটসন, আমার তো মনে হয় খরগোস। তুমি যখন এ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করবে তখন খরগোসের কথাই উল্লেখ করো।

দ্বিতীয় রক্ত রেখা

ওয়াটসনের লেখা ধারাবাহিকভাবে হোম্‌সের তদন্তের কাহিনীগুলি প্রকাশিত হওয়া শার্লক হোমস নিজেই আর চাইছিলেন না। যতোদিন তিনি পেশাদারী গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করছিলেন, ততোদিন পর্যন্তই তাঁর এ সাফল্যের রেকর্ডগুলির কিছু মূল্য তাঁর কাছে ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে তিনি গোয়েন্দা হিসেবে অবসর নিয়ে লন্ডন ছেড়ে সাসেক্স ডাউনসে বাসা তুলে নিয়ে বই আর মৌমাছি পালনের জগতে ডুব দিলেন, সেইদিন থেকে গোয়েন্দা হিসেবে তাঁর এই অসাধারণ জনপ্রিয়তায় তিনি বেশ বিরক্ত বোধ করতে শুরু করলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলে পাঠালেন, যেন তাঁকে নিয়ে আর কোনো কাহিনী প্রকাশিত না হয়। অগত্যা বাধ্য হয়ে ড. ওয়াটসন তাঁকে জানালেন, এই কাহিনী প্রকাশে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শুধুমাত্র উপযুক্ত সময় হলেই তিনি 'দ্বিতীয় রক্তরেখা'র কাহিনী প্রকাশ করবেন এবং হোমসকে ওয়াটসন অনেক অনুনয় বিনয় করে বোঝালেন যে, যে সমস্ত আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিতে তাঁকে তদন্ত করতে ডাকা হয়েছিল এই কাহিনী দিয়ে তার শেষ হওয়া উচিত। তখনই ওয়াটসন, তাঁর অনুমতি পেলেন এ কাহিনী প্রকাশ করার জন্যে। খুব সতর্কভাবে, শুধুমাত্র মূল ঘটনাটুকু জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন হোমস। ওয়াটসন তাই কাহিনীর শুরুতেই সাফাই গেয়ে রেখেছেন যে, ঘটনার বিবৃতি দিতে গিয়ে কোথাও তিনি যদি একটু অস্পষ্টভাবেই সারেন, তবে পাঠককে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে, তার এই চাপাচাপির পেছনে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে।

একদিন এক শরৎকালের সুন্দর সকালে হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের বাসায় তীক্ষ্ণনাসা, ঈগলচক্ষু কর্তৃত্বব্যঞ্জক কঠিন চেহারার মানুষ ব্রিটেনের বার দুয়েকের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং লর্ড বেলিঞ্জার হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গের দ্বিতীয় জন খুব জোর মধ্যবয়স্ক, একটু চাপা রং ঝকঝকে পরিষ্কার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সব রকম সৌন্দর্যে ভরপুর। তাঁর নাম মাননীয় ট্রেলনি হোপ, ইউরোপীয় বিষয়ক এবং দেশের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান কূটনীতিজ্ঞ তিনি। তাঁদের বলিরেখাঙ্কিত উদ্বিগ্ন মুখ দেখে বোঝা গেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো সমস্যায় জর্জরিত হয়েই তাঁদের এখানে আসতে হয়েছে। হাতির দাঁতে মোড়া ছাতাটির হাতলের ওপর প্রধানমন্ত্রীর শীর্ণ নীল শিরাওঠা দুটি হাত শক্ত করে চেপে ধরা ছিল। এবং তাঁর শুষ্ক, উদ্বেগাকুল, ঘোলাটে চোখ দুটি বারবার ওয়াটসনের আর শার্লক হোম্‌সের মুখের ওপর ফিরে ফিরে চাইছিল। মি. ট্রেলনি হোপ উত্তেজনা চাপা দেবার জন্যে তাঁর ঘন গোঁফ জোড়া ঘন ঘন মোচড়াচ্ছিলেন।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড বেলিঞ্জার জানালেন—মি. হোমস আজ সকালে আটটা নাগাদ যখন আমি আবিষ্কার করলাম জিনিসটা হারিয়ে গেছে, তখনই আমি প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাপারটা জানাই। ওনারই পরামর্শ মতো আমরা দুইজন আপনার কাছে এলাম।

হোমস প্রশ্ন করলেন—পুলিশকে জানিয়েছেন?

বেলিঞ্জার বললেন—না, স্যার, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবার অত্যন্ত দ্রুত এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমরা জানাই নি এবং সম্ভব নয় জানানো। কারণ পুলিশ জানলে একদিন না একদিন সাধারণ জনগণও জেনে যাবে। যে দলিলের কথা আপনাকে বলছি তা এতো জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ যে তা প্রকাশ পেলে সারা ইউরোপ মহাদেশে দারুণ এক রাজনৈতিক জটিলতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। যদি বলি এর সঙ্গে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন জড়িত আছে,—তাহলেও খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। যদি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এটি উদ্ধার করা না যায় তবে, যারা এটি সরিয়েছে নিশ্চয়ই তারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এর ভিতরকার সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে বের করে দেবে।

www.pathagar.com

হোমস বললেন—আচ্ছা, ঠিক কী অবস্থায় ডকুমেন্টটি অদৃশ্য হয়েছে তা যদি বলেন, তবে আমার কাজে সুবিধা হয়।

মি. ট্রেলনি হোপ এবার মুখ খুললেন—আমি দুই একটি কথায় আপনাকে বর্ণনা করতে পারি মি. হোমস। এটি একটি চিঠি যা আজ থেকে ছয়দিন আগে এক বিদেশী রাজা পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটা এতো গুরুত্বপূর্ণ যে আমি কোনোদিনই এটি আমার দপ্তরের আলমারিতে রেখে আসতাম না। রোজ সন্ধ্যেবেলায় সঙ্গে করে আমার বাড়ি হোয়াইট গুল টেরেসে নিয়ে আসতাম। এবং আমার শোবার ঘরে একটি ডেসপ্যাচ বাক্সে তালাচাবি দিয়ে রাখতাম। কাল রাতেও এটি সেখানে ছিল। ছিল যে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আসলে কালরাতে রাতের খাওয়া খেতে যাওয়ার আগে আমি যখন পোষাক পরছিলাম তখন আমি বাক্সটি একবার খুলেছিলাম, চিঠিটা তখন ভিতরে ছিল। কিন্তু আজ সকালে সেটি অদৃশ্য। বাক্সটি সারারাত আমার ড্রেসিং টেবিলের পাশে কাঁচের ওপর রাখা ছিল। আমার ও আমার স্ত্রীর ঘুম খুব পাতলা। আমরা হলপ করে বলতে পারি কালরাতে আমাদের ঘরে কেউ ঢোকে নি। অথচ আজ সকালে চিঠিটা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি রাতের খাওয়া কখন খেয়ে ছিলেন? এবং কখন শুতে গিয়েছিলেন?

মি. ট্রেলনি বললেন—সাড়ে সাতটা নাগাদ ডিনার খেয়ে প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমার স্ত্রী যখন নাটক দেখে ফিরে এল তখন শুয়েছিলাম।

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—তাহলে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ডেসপ্যাচ বাক্সটি অরক্ষিত অবস্থায় ছিল।

মি. ট্রেলনি বললেন—একমাত্র সকাল বেলা বাড়ির ঝি এবং অন্য সময় আমার চাকর ও আমার স্ত্রীর আয়া ছাড়া ওই ঘরে আর কারো ঢোকা নিষেধ। এর প্রত্যেকেই বিশ্বাসী এবং বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের সঙ্গে আছে। তাছাড়া বাক্সে মামুলি অফিসের কাগজপত্র ছাড়াও যে অন্য একটি মূল্যবান দলিল আছে—এটা তাদের জানা সম্ভব কী করে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—ওই চিঠিটার কথা আর কে জানে?

মি. ট্রেলনি ছোট্ট করে জবাব দিলেন বাড়ির আর কেউ নয়।

আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন—হোম্‌সের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

উত্তর এল—না, স্যার। আজ সকালে চিঠিটা হারাবার পরেই তাঁকে আমি ব্যাপারটা বলি।

প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা সূচকভাবে মাথা নাড়লেন।

আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমাকে চিনি, ট্রেলনি। সরকারি কর্তব্যে তোমার সততা প্রশ্নাতীত।

আমিও উপলব্ধি করতে পারি এ ধরনের অতীব গোপনীয় সরকারি তথ্যের ব্যাপারে মানুষ তার সাংসারিক গণ্ডীর উর্ধ্বে উঠে যায়।

ইউরোপীয় সচিব মাথা নত করে ওনাকে অভিবাদন করলেন।

স্যার, এর চেয়ে বেশি সুবিচার আমি আর কিছু আশা করি না। আজ সকাল পর্যন্ত এই ব্যাপারে আমার স্ত্রীর কাছে একটি অক্ষর পর্যন্ত উচ্চারণ করি নি।

হোমস বললেন—উনি কিছু ধারণা করতে পেরেছিলেন? না, মি. হোমস, উনি কোনো ধারণা করতে পারেন নি—অন্য কেউই কোনো ধারণা করতে পারে নি।

এর আগে আপনি কোনো দলিল হারিয়েছিলেন?

না, স্যার।

ইংল্যান্ডের আর কে কে এই চিঠিটা সম্বন্ধে জানে?

গতকাল সংসদের প্রতিটি সদস্যকে জানানো হয়েছিল। অবশ্য প্রতিটি তথ্য জানানোর সময়েই মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেওয়া হয়। আর আবার প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে সতর্কিত করায় ব্যাপারটির গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। অথচ কী অদৃষ্ট! কয়েক ঘণ্টা পরে আমি নিজেই চিঠিটা হারিয়ে ফেললাম। তাঁর সুন্দর মুখখানি হতাশায় টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল, হাত দুটো মুঠো করে চেপে ধরল মাথার চুল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমাদের সমানে একটি অতি

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষ ভেসে উঠল। ভয়ে হতাশায়, আশঙ্কায় লাল একটি মুখ। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার সেই অভিজাত মুখোসটি ফিরে এলো, ফিরে এলো সেই মার্জিত কণ্ঠস্বর। সংসদ সদস্যদের বাইরে দপ্তরের দুইজন কি তিনজন বড় অফিসার চিঠিটার কথা জানে। মি. হোম্‌স, আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, ইংল্যান্ডের বাইরে আর কেউ জানে না।

কিন্তু বিদেশে?

আমি বিশ্বাস করি একমাত্র স্বয়ং পত্রলেখক ছাড়া বিদেশেও আর কেউ জানে না। আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে, এই চিঠিটা রচনার ব্যাপারে তিনি তার মন্ত্রী কিংবা অফিসারদের এর মধ্যে ডাকেন নি।

হোমস কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন।

এখন আমি জিজ্ঞাসা করব এই দলিলটি কী এবং এটি হারিয়ে গেলেই বা কেন এমন ভয়াবহ পরিণতি হবে?

দুই কূটনীতিজ্ঞ দ্রুত একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তরপর প্রধানমন্ত্রীর চোখের ওপরে ঝুরো ভ্রু দুটো বঙ্কিম হয়ে উঠল।

মি. হোমস, খামটি ছিল লম্বা, ঈষৎ হালকা নীল রংয়ের। খামের ওপর লাল মোমের উদ্ধত সিংহের সীল মোহর ছাপা ছিল। ঠিকানাটা খুব বড় বড় করে লেখা ছিল, বড় বড় হাতের লেখায়...'

ক্ষমা করবেন স্যর, হোমস বাধা দিলেন। চিঠির ওপরকার এই প্রতিটি নিখুঁত বর্ণনা নিশ্চয় দরকারী। কিন্তু আমার প্রশ্ন আরো ভিতরে। চিঠিটার বিষয়বস্তু কী?

দেশের পক্ষে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয়, তাই আমাদের ক্ষমা করবেন, ওটি আমরা বলতে পারব না। তা ছাড়া আমি বুঝতে পারছি না, বিষয়বস্তুতে আপনার কী প্রয়োজন। আপনার যে ক্ষমতার কথা শুনি তার দ্বারা আপনি যদি এই খামটি, যেমন আমি বর্ণনা করলাম, তার ভিতরের চিঠিটা সহ উদ্ধার করতে পারেন, তবে দেশে আপনাকে নিয়ে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। এবং আপনি যা পুরস্কার চাইবেন তাই-ই পাবেন।

শার্লক হোমস হেসে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

আপনারা দুইজন দেশের সবচেয়ে ব্যস্ত লোক, তবু আমারও বেশ কিছু জরুরি কাজ আছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এই ব্যাপারে আপনাদের কিছুই সাহায্য করতে পারলাম না। এবং এই নিয়ে আর কোনো আলোচনা করা সময়ের অপচয় হবে।

প্রধানমন্ত্রী টপ করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর কোটরাগত চক্ষু দুটি তীব্র ক্রোধে মুহূর্তে জ্বলে উঠল। এই চোখের সামনে সমস্ত সাংসদ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। তিনি বললেন—আমি এই রকম ব্যবহারে অভ্যস্থ নই বুঝলেন? ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলি ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেই ক্রোধ সামলে নিলেন, নিজের আসনে বসে পড়লেন। কয়েক মিনিট সবাই নিশ্চুপ হয়ে বসেছিলেন। শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞটি কাঁধ ঝাঁকালেন।

আপনার শর্তে আমাদের রাজি হওয়া উচিত, মি. হোমস। সন্দেহ নেই আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদেরই অযৌক্তিক আবদার—আপনাকে পুরো বিশ্বাস করব না অথচ আশা করব আপনি আমাদের হয়ে কাজ করুন।

আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, তরুণ কূটনীতিজ্ঞটি বললেন।

বেশ, তাহলে আপনার এবং আপনার সহযোগী ড. ওয়াটসনের সততার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বস রেখে আমি সমস্ত খুলে বলছি। এবং আমি আপনাদের স্বদেশপ্রেমের দিব্যি দিচ্ছি, কেন না আমি কল্পনাও করতে পারি না এই ঘটনাটা সাধারণ্যে প্রকাশ হয়ে পড়লে দেশে কী ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে আসবে।

হোমস বললেন—আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন।

চিঠিটা এক বিদেশী স্বৈরাচারী রাজার লেখা যাঁর সিংহাসন সম্প্রতিকালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক তৎপরতার ফলে টলমল হয়ে উঠেছে। চিঠিটা খুব তাড়াহুড়োয় এবং সম্পূর্ণ তাঁর নিজ দায়িত্বে লেখা। অনুসন্ধানে জানা গেছে তাঁর মন্ত্রী পরিষদ এই ব্যাপারের কিছুই জানেন

www.pathagar.com

না। চিঠিটাতে এমন দুর্ভাগ্যজনক ভাষায় আমাদের দেশকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং এর কিছু কিছু অংশ এমন উত্তেজনাকর যে, নিঃসন্দেহে এ চিঠিটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক ভয়াবহ গণক্রোধ দেখা দেবে। এবং এমন উত্তেজনা দেখা দেবে যে, আমার বলতে দ্বিধা নেই, এই চিঠিটা প্রকাশ্যের সাত দিনের মধ্যে ইংল্যান্ডকে এক বিরাট যুদ্ধের জড়িয়ে পড়তে হবে।

হোমস এক টুকরো কাগজে একটি নাম লিখে প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিলেন।

ঠিকই ধরেছেন। ইনিই তিনি। এই চিঠিটা—চিঠিটা কী অপূরণীয় ক্ষতি করে হারিয়ে গেল ভাবতে পারেন! হারানো মানে সহস্র লক্ষ টাকার অপব্যয় এবং শত সহস্র মানুষের প্রাণ বলিদান।

চিঠির প্রেরককে জানিয়েছেন?

হ্যাঁ, সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামে তাঁকে জানানো হয়েছে।

চিঠিটা প্রকাশ পান তিনি সম্ভবত তাই চান?

না, স্যর, তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন কাজটা তাঁর অবিবেচকের মতো হয়ে গেছে, হঠাৎ মাথা গরম করে লিখে ফেলেছেন। তিনি যে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন তা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের আছে। চিঠিটা প্রকাশ পেলে আমাদের দেশের থেকেও তাঁর দেশের ওপর আঘাতটা অনেক বেশি হবে।

যদি তাই হয়, তবে চিঠিটা প্রকাশ পাক এতে কার স্বার্থ আছে? অন্য কেউ এটা কেন চুরি করতে চাইবে এবং প্রকাশ করতে চাইবে?

ঠিক এইখানে, মি. হোমস, আপনি আমাকে গভীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিয়ে আসতে চাইছেন। আপনি যদি ইউরোপীয় পরিস্থিতি ভালোভাবে লক্ষ্য করেন তবে আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে না কাদের স্বার্থ এতে সিদ্ধ হতে পারে। সমস্ত ইউরোপ এখন একটা যুদ্ধ শিবিরে পরিণত হয়েছে। ইউরোপ দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে, তাতে করে একটা শক্তির ভারসাম্য বজায় হয়েছে। আর গ্রেট ব্রিটেন এই ভারসাম্য রক্ষা করছে। এখন, গ্রেট ব্রিটেন যদি এই এক শিবিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে তবে অন্য শিবির শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সে তারা যুদ্ধে নামুক চাই না। বুঝলেন?

খুব স্পষ্ট। তাহলে ওই রাজার শত্রুশিবির চাইবে চিঠিটি হস্তগত করতে এবং প্রকাশ করতে, যাতে তাঁর দেশ এবং আমাদের দেশের মধ্যে বিরোধ লেগে যায়।

ঠিক তাই।

যদি চিঠিটা শত্রুর হস্তগত হয় তবে কার কাছে এটি পাঠানো হবে?

ইউরোপের যে কোনো একজন মহান চ্যান্সেলরের কাছে এবং সম্ভবত এই মুহূর্তে সেটি এমনই কোনো চ্যান্সেলরের কাছে দ্রুত গতিতে উড়ে যাচ্ছে।

মি. ট্রেলনি হোপের মাথা তাঁর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল, একটা আর্ত গোঙানি তাঁর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো।

এটা তোমার দুর্ভাগ্য হে। কেউ তোমাকে দোষী করবে না। কোনো সতর্কতাই তুমি এড়িয়ে যাও নি। মি. হোমস আপনি তো সব শুনলেন, এখন আপনি কি করতে পরামর্শ দেন?

অত্যন্ত বিপদগ্রস্তভাবে হোমস মাথা নাড়লেন।

আপনি কি স্যর মনে করেন চিঠিটা উদ্ধার না করলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী?

গুরুতর সম্ভাবনা আছে।

তাহলে স্যর, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হোন।

কথাটা বড় কড়া হয়ে গেল মি. হোমস।

সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করুন স্যর। চিঠিটা রাত সাড়ে এগারোটার পরে চুরি হয় নি, কেননা সেই সময় থেকে জানাজানি হওয়া পর্যন্ত মি. হোপ এবং তার স্ত্রী ঘরের মধ্যেই ছিলেন। তাহলে চিঠিটা নিশ্চয়ই গতকার রাত সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে চুরি গেছে, খুব সম্ভবতঃ প্রথম দিকেই চুরি গেছে, কেননা যেই-ই চুরি করুক সে জানতো চিঠিটা কোথায় আছে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সে তার কাজ সারতে চাইবে। তাহলে

www.pathagar.com

ভাবুন এমন গুরুত্বপূর্ণ দলিল চুরি হবার এতোক্ষণ পরে সেটি কোথায় থাকতে পারে। চোরের নিজের কাছে চেপে রাখার কোনো কারণ নেই। এটি অত্যন্ত দ্রুত তাদের কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে যাদের এটি দরকার। চোরের ওপর বাটপাড়ি করার বা তার পেছনে ধাওয়া করার আর সময় কোথায় আমাদের। ব্যাপারটা এখন আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

প্রধানমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি যা বললেন তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, মি. হোমস। আমিও বুঝতে পারছি ব্যাপারটা এখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে।

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, চিঠিটা বাড়ির ঝি-টি কিংবা চাকরটি সরিয়েছে—

কিন্তু তারা দুইজনেই বহু পুরোনো ও পরীক্ষিত লোক। আপনার কথা থেকে আমি বুঝেছিলাম আপনার ঘরটি বাড়ির তিনতলায় এবং কারো নজরে না পড়ে। বাইরে থেকে কারো ঢোকা কিংবা ঢুকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

অতএব এটি নিশ্চিত যে, ঘরের কেউই এটা সরিয়েছে। সরানোর পর চোর চিঠিটি কার কাছে নিয়ে গেছে?

যে কোনো একজন আন্তর্জাতিক চর বা গুপ্ত গোয়েন্দার কাছে, যাদের প্রত্যেককেই আমি বেশ ভালোভাবে চিনি। আপাতত তিনজন এখন বাজারে কর্তৃত্ব করছে। আমি আমার তদন্ত এই তিন জনের খোঁজ নিয়ে শুরু করতে পারি। দেখা যাক প্রত্যেকেই তাদের আড্ডায় আছে কিনা। যদি একজনও উধাও হয়ে গিয়ে থাকে—বিশেষ করে কাল রাত থেকে তাহলে চিঠিটা কোথায় যেতে পারে তার একটা সূত্র আমাদের আসবে।

সে উধাও হয়ে যাবে কেন? ইউরোপীয় সেক্রেটারিটি প্রশ্ন করলেন। সে খুব সহজেই লন্ডনের যে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রদূতের কাছে নিয়ে যেতে পারে।

বোধহয় না। এই গুপ্তচরেরা স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং প্রায়শই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো থাকে না।

প্রধানমন্ত্রী সমর্থনসূচকভাবে মাথা নাড়লেন।

আপনি ঠিক বলেছেন, মি. হোমস। এতো দামি একটি দলিল সে চাইবে নিজের হাতে আসল জায়গায় নিয়ে যেতে। আমার মনে হচ্ছে আপনি যেভাবে এগোতে চান সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে। ইতিমধ্যে, হোপ, আমরা তো আর এই একটি দুর্ভাগ্যের জন্যে আমাদের অন্যান্য কাজে অবহেলা দেখাতে পারি না। আজকে সারা দিনের মধ্যে যদি আর কোনো ঘটনা ঘটে তবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানাব, আর আপনিও যদি আপনার অনুসন্ধানে কিছু টের পান তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জানাবেন।

দুই রাজনীতিজ্ঞ উঠে দাঁড়িয়ে, অভিবাদন করে অত্যন্ত বিষণ্নভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মহামান্য অতিথিরা চলে যাবার পরে হোমস নীরবে তাঁর পাইপটি ধরালেন এবং কিছুক্ষণ গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে রইলেন। ওয়াটসন তখন সকাল বেলার কাগজটি খুলে এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের বিবরণে ডুব দিলেন। গতকাল রাতে এই হত্যাকাণ্ডটি লন্ডনে ঘটে গেছে। আর ঠিক এইসময় ওয়াটসনের বন্ধু হোমস মুখে একটি আনন্দধ্বনি করে লাফিয়ে উঠলেন, বাতিদানের ওপর তাঁর পাইপটা রাখলেন।

হুঁ, বন্ধুটি বিড়বিড় করে উঠলেন, এছাড়া এগোবার অন্য কোনো ভালো পথ হতে পারে না। অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর, কিন্তু একেবারে নিরাশ হবার মতোও না। এখনো যদি আমরা জানতে পারি চিঠিটা কে হাতিয়েছে, তবে খুবই সম্ভব হয়তো চিঠিটা এখনও তার হাতছাড়া হয় নি। এইসব চোরেরা তো টাকা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। আর এই পেছনে আছে সাক্ষাৎ ব্রিটিশ রাজকোষ। যদি এটি বাজারে এসে থাকে তবে এটি আমি কিনবোই—তা সে যতো দামই হোক। লোকটি নিশ্চয়ই চিঠি নিয়ে অপেক্ষা করছে, দেখতে চায় আমাদের দিক থেকে ঠিক কতো দাম ওঠে—তারপর সে অন্য জায়গায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবে। এই ধরনের দুঃসাহসী খেলা খেলতে পারে মাত্র তিনজন-ওবেরস্টাইন, রথেয়েরে, এবং এডুয়ার্ডো লিউকাস।

www.pathagar.com

এবার এদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করব।

ওয়াটসন এবার হাতের প্রভাতী সংবাদপত্রের দিকে চোখের দৃষ্টি ফেরালেন। বললেন—গোডোলফিন স্ট্রিটের এডুয়ার্ডো লিউকাসের কথা বলছ নাকি?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।

নয় কেন?

গতকাল রাতে সে তার বাড়িতে নিহত হয়েছে। এতোদিন বিভিন্ন তদন্তের মাধ্যমে হোমস ওয়াটসনকে চমকে দিতেন, কিন্তু এই প্রথম অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আজ ওয়াটসনের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ঝট্ করে তাঁর হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিলেন। হোমস যখন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন তখন ওয়াটসন কাগজের নিম্নোক্ত অংশটুকু পড়তে লাগলেন—

ওয়েস্টমিনস্টারে হত্যাকাণ্ড

একটি রহস্যজনক অপরাধ ঘটে গেছে গতকাল রাতে ষোল নম্বর গোডোলফিন স্ট্রিটে। অষ্টাদশ শতকের পুরোনো ঢংয়ের নির্জন এই বাড়িগুলি নদী এবং গির্জার মাঝামাঝি এবং সংসদ ভবনের বিরাট চূড়োর প্রায় ছায়ার নিচেই অবস্থিত! ছোট হলেও বিশিষ্ট এই বাড়িটিতে কয়েক বছর যাবৎ মি. এডুয়ার্ডো লিউকাস বাস করছিলেন। দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সৌখিন সংগীতজ্ঞ হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন, এছাড়াও তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্যে তিনি সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। চৌত্রিশ বছর বয়স্ক এই মি. লিউকাস ছিলেন অবিবাহিত; শ্রীমতী প্রিঙ্গল নামে একজন বয়স্ক আয়া এবং মিটন নামে একটি চাকর ছিল তাঁর সংসারে। আয়াটি সকাল সকাল কাজ সেরে বাড়ির ওপরতলায় শুতে যায়। চাকরটি কাল সন্ধ্যায় হ্যামারস্মিথে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। রাত দশটার পর থেকে মি. লিউকাস বাড়িতে একাই ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সঠিক কী ঘটেছিল তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে রাত পৌনে বারোটা নাগাদ পুলিশ কনস্টেবল ব্যারেট রাস্তা পেরোবার সময় দেখতে পায় ওই ষোলো নম্বর বাড়ির গেটটা ভেজানো। সে কড়া নাড়ে। এবারও কোনো উত্তর নেই।

তখন দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখে, সমস্ত ঘরখানি লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, ঘরের আসবাবপত্র একদিকে টেনে সরানো হয়েছে এবং একখানি চেয়ার ঘরের ঠিক মাঝখানে উল্টে পড়ে রয়েছে। চেয়ারের পাশে চেয়ারেরই একটি পায়া আঁকড়ে ধরে পড়ে ছিল বাড়ির হতভাগ্য গৃহস্বামীটি। তাঁর হৃৎপিণ্ডের ওপর ছুরিকাঘাত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে। যে অস্ত্র দিয়ে অপরাধটি সংঘঠিত হয়েছে সেটি একটি বাঁকানো ভারতীয় ছোরা। সেই ঘরের একটি দেওয়ালে প্রাচ্য দেশীয় যে প্রদর্শনী টাঙানো ছিল ছোরাটি সেখান থেকে টেনে নেওয়া হয়েছে। ডাকাতি করা এই হত্যার উদ্দেশ্য নয়, কেননা ঘরের কোনো মূল্যবান জিনিস খোয়া যায় নি। মি. লিউকাসের এই দুঃখজনক নৃশংস পরিণতি সন্দেহ নেই, তাঁর বন্ধুবর্গের মধ্যে শোক ও সহানুভূতির ছায়া ফেলবে।

কী হে ওয়াটসন, কী বুঝছ? কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হোমস প্রশ্ন করলেন।

বড়ই আশ্চর্যজনক ও কাকতালীয়।

শুধুই কাকতালীয়? এই নাটকের যে তিনজন সম্ভাব্য কুশীলবের কথা আমরা ভেবেছি তাদের মধ্যেই একজন কিনা নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেল ঠিক তখন, যখন নাটকটি পুরোদমে অভিনীত হচ্ছিল! কাকতালীয় যে নয় তারপক্ষে প্রচুর যুক্তি খাড়া হয়ে উঠেছে। এবং সেসব যুক্তি কিছুতেই খণ্ডানো যাচ্ছে না। না হে, ওয়াটসন দুটি ঘটনাই পরস্পর যুক্ত—নিশ্চয়ই তাই। এখন এই যোগসূত্রটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু পুলিশ তো ইতিমধ্যে সব জেনে ফেলেছে। কখনোই না। গোডোলফিন স্ট্রিটের ঘটনাটুকুই শুধু তারা দেখবে। হোয়াইট হল টেরেসের কথা তারা জানে না, জানবেও না। শুধু আমরা দুটো ঘটনাই জানি—কাজেই আমরা ঘটনা দুটোর যোগসূত্র অনুসন্ধান করতে পারব।

www.pathagar.com

একটা বিশেষ কারণে লিউকাসের ওপরে আমার প্রথম সন্দেহ গিয়ে পড়েছিল। ওয়েস্টমিনস্টারের গোডোলফিন স্ট্রিট মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ হোয়াইট হল টেরেস থেকে। আর যে দুইজন গুপ্তচরের কথা আমি বলেছি তারা দুইজনেই একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে বাস করে। কাজেই ইউরোপীয় সচিবের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বা সেখান থেকে কোনো সংবাদ জোগাড় করা অন্য দুইজনের চেয়ে লিউকাসের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। খুবই তুচ্ছ সূত্র হয়তো, কিন্তু ঘটনা যেখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘটে গেছে সেখানে এই তুচ্ছটারই গুরুত্ব অসীম। যাচ্চলে, এখনো আমরা বসে আছি কী করতে?

ঠিক এমন সময় ট্রেন ওপর একটি মহিলার ভিজিটিং কার্ড নিয়ে মিসেস হাডসন ঘরে ঢুকল। কার্ডটির দিকে তাকিয়ে হোমসের ভ্রূ ঈষৎ বিস্ফারিত হল, ওয়াটসনের হাতে কার্ডখানি দিয়ে বললেন—লেডি হিল্ডা ট্রেলনিকে বল দয়া করে ভিতরে পদার্পণ করতে।

মুহূর্তপরেই আমাদের সেই গরিব বৈঠকখানাটি, যা ইতিমধ্যে সকালের দুই মহামান্য অতিথির আগমনে সম্মানিত হয়ে উঠেছিল, তা লন্ডন শহরের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাটির পদার্পণে ধন্য হয়ে উঠল। বেলমিনস্টারের ডিউকের কনিষ্ঠা কন্যাটির সৌন্দর্যের খ্যাতি বহু শুনেছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কোনো বর্ণনা বা রঙিন আলোকচিত্রই তাঁর এই নিহিত কোমল বর্ণোজ্জ্বল মহান সৌন্দর্যকে ফোটাতে পারে নি। তবু, সেদিন সেই হেমন্তের সকালে আমরা তাঁকে যখন দেখি, মনে হয়েছিল এই মুহূর্তে তাঁর এই মহান সৌন্দর্য দর্শকের চোখকে প্রথম আকর্ষণ করবে না। তাঁর গণ্ডস্থল অপরূপ, কিন্তু এই মুহূর্তে উদ্বেগে বিবর্ণ, তাঁর চক্ষু উজ্জ্বল, কিন্তু এই ঔজ্জ্বল্য আশঙ্কার, প্রস্ফুটিত অধরোষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় চাপা, টানা। দোরগোড়ায় ছবির ফ্রেমের মতো তিনি যে কয় মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন দর্শকের চোখে তাঁর মুখের সৌন্দর্য নয়, এই ভীতিই প্রথম ছায়াপাত করবে।

আমার স্বামী কি এখানে এসেছিলেন, মি. হোমস?

হোমস বললেন—হ্যাঁ, এসেছিলেন।

মি. হোমস, আমি প্রার্থনা করছি, আমি যে এখানে এসেছি সে কথা তাঁকে বলবেন না।

হোমস খুব ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে তাঁকে অভিবাদন করলেন। তারপর তাঁর বসবাস জন্যে একটি চেয়ার নির্দেশ করলেন।

বললেন, মহামান্য দেবী, আমাকে অসুবিধার মধ্যে ফেললেন। আপনি দয়া করে ভিতরে এসে বসুন এবং খুলে বলুন আপনি ঠিক কী চাইছেন। কিন্তু আমি বোধ হয় আগে থেকে আপনাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না।

উনি দ্রুত ঘরে ঢুকে জানলার দিকে পিঠ করে একটি চেয়ারে বসলেন। রাণীর মতো তাঁর ভঙ্গী, মহান, উজ্জ্বল এবং অতীব মহিমান্বিত।

মি. হোমস, কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর দস্তানা পরা হাতদুটি বারবার জোড় করছিলেন এবং খুলছিলেন। আমি আপনাকে খোলাখুলি সব বলবো বলে এসেছি। পরিবর্তে আশা করবো আপনিও আমাকে খোলাখুলি সব বলবেন। আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া এবং সেই একটি হল রাজনীতি। এই ব্যাপারে তাঁর মুখে কুলুপ আঁটা। কিচ্ছু বলেন না, তিনি আমাকে। এখন আমি বুঝতে পারছি কাল রাতে আমাদের বাড়িতে একটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি জানি একটি কাগজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা রাজনীতি-সংক্রান্ত সেই হেতু তিনি কিছুতেই আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে কী ব্যাপার কিছুই বলছেন না। কিন্তু আমি বলছি এটা জরুরি, খুবই জরুরি যে ব্যাপারটা আমার জানা দরকার। রাজনীতিবিদ ছাড়া আপনিই একমাত্র লোক যিনি আসল ব্যাপারটা জানেন। আপনাকে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি মি. হোমস, ঘটনাটা আপনি আমায় খুলে বলুন। আপনার মক্কেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আপনি দয়া করে চুপ করে থাকবেন না মি. হোমস। আমি জানলেই যে আপনার মক্কেলের সবচেয়ে বেশি কার্যসিদ্ধি হবে, শুধু এটুকুই যদি উনি বুঝতেন! চুরি যাওয়া কাগজটি আসলে কী?

আপনি আমাকে একটি অসম্ভব অনুরোধ করেছেন।

www.pathagar.com

দু-হাতের মধ্যে মুখ চাপা দিয়ে উনি গুঙিয়ে উঠলেন।

হোমস বললেন—ব্যাপারটা আপনি বুঝে দেখুন। যে ব্যাপারে আপনার স্বামী আপনাকে অন্ধকারে রাখা বিবেচনা করেছিলেন এবং যেটি আমি আমার পেশাগত গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে জেনেছি, তা আমি আপনাকে কী করে বলবো, যা আপনার স্বামীই আপনাকে বলেন নি! আমাকে অনুরোধ করা আপনার উচিত হচ্ছে না। স্বামীকেই আপনার প্রশ্নটি করা উচিত নয় কি?

মহিলাটি বললেন—আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং শেষ অবলম্বন হিসেবে আপনার কাছে এসেছিলাম। বেশ, এ ব্যাপারে আপনি যদি আমাকে স্পষ্ট করে কিছু না-ও বলেন, তবু একটা ব্যাপারে যদি আমাকে আলোকপাত করেন মি. হোমস, তবে আমার বড় উপকার হয়।

কী সেটা?

আমার স্বামীর রাজনৈতিক উচ্চাশা কি এই ঘটনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'বার সম্ভাবনা আছে?

যদি ব্যাপারটার সন্তোষজনক সমাধান না হয়, তবে কিছুটা অনভিপ্রেত প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে বইকি।

ওঃ! তিনি এমনভাবে দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন, যেন ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলেন।

আর একটি প্রশ্ন, মি. হোমস। কাগজটি হারিয়ে গেছে এটি আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামী যে রকম ভয় পেয়ে যান তাতে আমার মনে হয়েছিল এটি হারিয়ে গেলে বোধহয় বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দেবে।

যদি তিনি তাই বলে থাকেন, তবে আমি তা অস্বীকার করছি না।

কী ধরনের চাঞ্চল্য?

না, আপনি আবার আমাকে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করছেন যা আমি বলতে পারি না।

তাহ'লে আমি আর আপনার সময় নেবো না। আপনি আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললেন না, এর জন্যে আমি আপনাকে ছোট করব না মি. হোমস এবং আপনিও নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাববেন না, যেহেতু আমি যে আমার স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে সবকিছু জানতে চেয়েছিলাম। সেটা আসলে আমি আমার স্বামীর দুশ্চিন্তায় অংশ নিতে চেয়েছিলাম বলেই। আর একবার আমি আপনাকে অনুরোধ করে যাচ্ছি, আপনি দয়া করে আমার এই উপস্থিতি সম্পর্কে মুখ খুলবেন না।

দোরগোড়া থেকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যে হোমসদের দিকে ফিরে চাইলেন, আর সেই এক মুহূর্তের জন্য শেষবারের মতো তাঁর সেই সৌন্দর্য-খচিত মুখখানি, চকিত চোখদুটি আর দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর দু'টি আবার দেখা গেল। তারপর তিনি চলে গেলেন।

ওয়াটসন, শ্রীমতীদের ব্যাপার তোমার বিষয়, দরোজার ওপারে স্কার্টের খসখস্যানি মিলিয়ে যাবার পর হোমস স্মিতমুখে বললেন। এই মহিলা আবার কী খেলা খেলছেন? আসলে উনি কী চাইছেন?

ওয়াটসন বললেন—সে তো ওনার স্বাকারোক্তির মধ্যেই পরিষ্কার এবং তাঁর এই আশঙ্কাও খুব স্বাভাবিক।

হুম! তাঁর উপস্থিতির ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখো ওয়াটসন—তাঁর ভাবভঙ্গী, তাঁর চেপে রাখা উত্তেজনা, তাঁর চাঞ্চল্য, তাঁর প্রশ্ন করার উদগ্র তীব্রতা। মনে রেখো, উনি সেই আভিজাত্যের মেয়ে যারা ভাবাবেগ চেপে রাখতে জানে।

উনি নিশ্চয়ই ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আচ্ছা, ভেবে দেখো, কী আগ্রহের সঙ্গে তিনি আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর সব কিছু জানার মধ্যেই তাঁর স্বামীর মঙ্গল। এর দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চাইছিলেন? আর একটা জিনিসও তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো ওয়াটসন, কী কৌশলের সঙ্গে তিনি তাঁর মুখের আলো পড়তে দিলেন না। তিনি চাননি যে তার মুখের রেখাগুলি আমরা পড়ে ফেলি।

হ্যাঁ, তিনি জানলার দিকে পেছন করে বসেছিলেন।

www.pathagar.com

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি। তোমার মনে পড়ে মারগেটের সেই স্ত্রীলোকটিকে আমি ঠিক এই কারণেই সন্দেহ করেছিলাম। মহিলাটির নাকে প্রসাধান নেই—এটাই সঠিক সমাধান প্রমাণিত হয়েছিল। মেয়েদের অনেক তুচ্ছ কাণ্ডও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের ইঙ্গিত করতে পারে। আবার তাদের অনেক তুলকালাম কাণ্ডও হয় সামান্য একটা মাথার কাঁটা বা সোনার জন্যে। আচ্ছা, চললাম ওয়াটসন। যাই গোডোলফিন স্ট্রিটটা একবার ঘুরে আসি। এড়ুয়ার্ডো লিউকাসের মধ্যেই আমাদের ধাঁধার উত্তর লুকিয়ে আছে, যদিও আমি স্বীকার করছি এখনও আমার বিন্দু মাত্র ধারণা নেই ঘটনা ঠিক কিভাবে রূপ নেবে। বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত বোকামি। যাই হোক, ওয়াটসন, তুমি ততোক্ষণ প্রহরায় থাকো, যদি কোনো নোতুন অতিথি আসে, তাকে বরণ করবো। যদি পারি দুপুরে খাওয়ার সময় ফিরবো।

সেই পুরো দিনটা, তার পরদিন, তার পরের দিনও হোমস একদম বোবা হয়ে রইলেন, অন্য কেউ দেখলে মনে করতো উনি বুঝি কোনো কারণে বিষণ্ণ। দুমদাম করে হঠাৎ কখনও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আবার তেমনি কখনো হঠাৎ দুম করে ফিরে আসছিলেন, কখনও প্রায় বিরামহীনভাবে ধূমপান করতে লাগলেন। কখনও বা তাঁর বেহালাটি নিয়ে বসলেন, কখনও যেন দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে রইলেন। খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক নেই, অসময়ে কখনো স্যান্ডউইচ খেতে লাগলেন, এবং ওয়াটসনের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন না। বেশ বুঝতে পারছিলেন ওয়াটসন, যে তিনি ঘটনার তাল খুঁজে পাচ্ছেন না। কিছুই তাঁর হিসাব মতো মিলছে না। তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারলেন না ওয়াটসন, শুধু কাগজ পড়ে ঘটনার অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত হচ্ছিলেন তিনি। পুলিশ মৃতের চাকর জন মিটনকে প্রথম গ্রেপ্তার করেছিল, পরে আবার ছেড়ে দেয়। পুলিশের বড় বড় কর্তারা তদন্তে নামলেন। কিন্তু রহস্য যে আঁধারে সেই আঁধারেই রইল। হত্যার কোনো উদ্দেশ্য আবিষ্কৃত হল না। ঘরটিতে দামিদামি জিনিসপত্র ছিল, কিন্তু কিছুই সরানো হয়নি। নিহতের কাগজপত্রও ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়নি। তাঁর কাগজপত্তর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির তিনি একজন অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ছিলেন। রাজনীতির অদম্য সংবাদসংগ্রাহক। একজন উল্লেখযোগ্য বহুভাষাবিদ এবং ক্লান্তিহীন পত্রলেখক। বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর ড্রয়ার থেকে পাওয়া এইসব কাগজপত্র থেকে কোনো চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেল না। স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে যতোদূর জানা গেছে তাঁর সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্ক ভালোই ছিল। বহু মহিলার সঙ্গে তাঁর বেশ ভালো খাতির ছিল—এর মধ্যে কয়েক জনের সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক হলেও—কারো সঙ্গেই তাঁর প্রণয় ছিল না। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত নিয়মমাফিক, ব্যবহার ছিল অমায়িক। তাঁর মৃত্যু রহস্যজনক এবং মনে হচ্ছে তা রহস্যই থেকে যাবে।

জন মিটনের গ্রেপ্তার আর কিছুই নয়। শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের কিছুটা কর্মতৎপরতা দেখানো। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা সম্ভব হয়নি। সেই রাতে সে হ্যামার স্মিথে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সে সন্দেহের উর্দ্ধে। অবশ্য একথা সত্য যে, তার যে সময়ে বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার কথা ছিল তাতে করে তো হত্যা যে সময়ে সংঘটিত হয়েছিল তার কয়েক মিনিট আগেই সে পৌঁছোতে পারতো। কিন্তু তার বক্তব্য সে কিছুটা ভয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে, এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য, কেননা সেদিনের রাত ছিল হাঁটার পক্ষে সত্যিই চমৎকার। সে বারোটা নাগাদ বাড়ি ফেরে এবং ফিরে এসেই এই দৃশ্য দেখে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়ে। গৃহস্বামীর সঙ্গে তার সর্বদাই ভালো সম্পর্ক ছিল। নিহত গৃহস্বামীর কয়েকটি টুকিটাকি জিনিস বিশেষ করে একটি দাড়ি কামাবার সেট তার ব্যাগে পাওয়া গেছিল—তার বক্তব্য, উনিই নাকি তাকে এগুলি দিয়েছিলেন উপহার হিসেবে। বাড়ির আয়াটিকে জিজ্ঞাসা করলে তার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। মিটন মি. লিউকাসের কাছে গত তিনবছর কাজ করছিল। লক্ষ্য করার বিষয় যে, লিউকাস যখন কন্টিনেন্টে (ইওরোপ মহাদেশ) যেতেন তখন মিটনকে সঙ্গে নিতেন। মাঝে

www.pathagar.com

মাঝে তিনি প্যারিসে যেতেন, শেষবার মাস তিনেকের জন্যে প্যারিসে গেছিলেন, তখন বাড়ির দায়িত্ব মিটনের ওপর দিয়ে গেছিলেন। আয়াটি হত্যার তিন রাতে কোনো গোলমালের শব্দ শোনেনি। বাড়িতে কেউ এলে সে-ই দরজা খুলে দিত।

গত তিন দিন ধরে রহস্যই রয়ে গেল, অবশ্য কাগজ পড়ে ওয়াটসন যতোটুকু জানতে পারলেন। হোমস ওয়াটসনকে কিছুই বলছেন না। শুধু এটুকু জানতে পারলেন, ইন্সপেক্টর লেসট্রেড সব খুলে বলে এই তদন্তে তাঁর সাহায্য নিচ্ছেন। ওয়াটসন নিশ্চিত, হোমস যা যা ঘটেছে ও ঘটছে তার সব কিছু জানেন। চতুর্থ দিন প্যারিস থেকে এক লম্বা টেলিগ্রাম প্রকাশিত হল, আর বোঝা গেল সমস্ত রহস্যের ওপর যবনিকা পড়েছে।

গত সোমবার রাতে ওয়েস্টমিনস্টারের গোডোলফিন স্ট্রিটে হতভাগ্য এডুয়ার্ডো লিউকাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘিরে যে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, এইমাত্র প্যারিস পুলিশের এক তদন্ত দ্বারা (সূত্র ডেইলি টেলিগ্রাফ) তার ওপর যবনিকা পাত হল। পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, মি. লিউকাস তাঁর নিজের ঘরে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এর প্রথম দিকে তাঁর চাকরকে সন্দেহ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত কঠিন অ্যালিবাই থাকার জন্যে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ টেকেনি। মাদমোয়াজেল হেনরি ফুরনেই নামের এক মহিলা আসটারলিটজে একটি ছোট্ট ভিলায় থাকতেন। তাঁর চাকরটি গতকাল প্যারিসে এসে জানায় তাদের কর্ত্রীটি উন্মাদ হয়ে গেছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে ভদ্রমহিলা এক স্থায়ী ও ভয়ঙ্কর মনোরোগের শিকার। তদন্তে আরো প্রকাশ, মাদমোয়াজেল হেনরি ফুরনেই লন্ডনে গেছিলেন এবং মাত্র মঙ্গলবারেই ফিরে এসেছেন এবং ওয়েস্ট মিনস্টারে যে হত্যা সঙ্ঘটিত হয়েছিল তার সঙ্গে ইনি জড়িত এইরকম সন্দেহ করার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মঁসিয় হেনরি ফুরনেই-এর ও মি. এডুয়ার্ডো লিউকাসের ফোটো পরীক্ষা করে জানা গেছে তাঁরা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং যে কোনো কারণেই হোক নিহত ব্যক্তিটি লন্ডণ এবং প্যারিসে দ্বৈত জীবন যাপন করতেন। ক্রেওল বংশোদ্ভূত মাদমোয়াজেল ফুরনেই অত্যন্ত কোপন স্বভাবের মহিলা এবং অতীতে একবার তিনি ঈর্ষাকাতর মনোবিকলনের শিকার হয়ে উন্মাদ হয়েছিলেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে এইরকম এক উন্মত্ত অবস্থায় তিনি সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছিলেন যার দ্বারা ইংল্যান্ডে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেছে। সোমবার রাতে তাঁর গতিবিধি একান্ত সম্পূর্ণ জানা যায়নি, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মঙ্গলবার সকালে চেয়ারিং স্ট্রিট থেকে তিনি তাঁর বন্য চেহারা ও হিংস্র হাবভাবের জন্যে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সম্ভবত এই অসুখী মহিলাটি এইরকম হিংস্র অবস্থায় খুন করেছিলেন, কিংবা খুন করার পর তার প্রতিক্রিয়ায় পাগল হয়ে গেছিলেন। বর্তমানে মহিলাটি তাঁর অতীত গতিবিধি সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোনো উত্তরই দিতে পারছেন না। এবং ডাক্তাররা আশঙ্কা করছেন তিনি বোধহয় আর কোনোদিনই স্বাভাবিক হবেন না। এদিকে প্রমাণ পাওয়া গেছে একজন ভদ্রমহিলাকে সোমবার রাতে বহুক্ষণ যাবৎ গোডোলফিন স্ট্রিটের এই বাড়ির সামনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে সেই ভদ্রমহিলাই মাদামোয়াজেল ফুরনেই।

কী বুঝলে হোমস? ওয়াটসন জোরে জোরে কাগজটা তাঁকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, উনি প্রাতরাশ সারতে সারতে শুনছিলেন।

হোম্‌স এবার মুখ খুললেন—বললেন, ওয়াটসন, গত কয়েকদিন যাবৎ তুমি এই রহস্য নিয়ে মনে মনে ছটফট করছো আমি জানি, আমি যে এই সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলি নি তার কারণ আর কিছুই নয়, আমি নিজেই কিছু আবিষ্কার করতে পারি নি। হোমস টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে বললেন। এখন প্যারিস থেকে এই সংবাদও আমাদের রহস্যের কোনো কিনারা করছে না।

ওয়াটসন বললেন—কেন, মানুষটির মৃত্যুরহস্য তো পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমাদের মূল কাজ দলিলটা উদ্ধার করা এবং ইওরোপকে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ থেকে রক্ষা করা। সে তুলনায় এই মানুষটির মৃত্যু কিছুই নয়, সামান্য এক দুর্ঘটনামাত্র। গত তিন

www.pathagar.com

দিনে একটিই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, আর তা হল—আর কিছুই না ঘটা। সরকারি দপ্তর থেকে ওয়াটসন প্রায় প্রতি ঘটনার খবর পাচ্ছিলেন এবং দেখা যাচ্ছে ইওরোপে কোথাও গোলমালের চিহ্ন নেই। এখন, চিঠিটা যদি হারিয়ে গিয়ে—না, হারাতেই পারে না—আচ্ছা যদি না ই-ই হারায়, তবে চিঠিটা এখন কোথায় থাকতে পারে? কার কাছে চিঠিটা আছে? আর কেনই বা চিঠিটা চেপে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্নটা আমার মাথায় হাতুড়ির ঘা মারছে। এই যে চিঠিটা চুরি যাওয়া আর লিউকাসের কাছে সত্যিই পৌঁছেছিল? যদি পৌঁছেই তাকে, তবে সেটা তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেল না কেন? তাঁর এই পাগল স্ত্রীটিই কি চিঠিটা হস্তগত করেছে? যদি তাই হয় তবে কি চিঠিটা তাঁর প্যারিসের বাড়িতে রয়েছে? কিন্তু প্যারিস পুলিশের কোনোরকম সন্দেহের উদ্রেক না করেও তো আমি তাঁর বাড়িতে অনুসন্ধানে করতে পারি না। এটি এমনি একটি কেস, ওয়াটসন, যেখানে অপরাধীর মতো আমিও আইনের কাছে একটি বিপজ্জনক বস্তু। এতো বিরাট একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—আমি কোনো পক্ষ থেকেই কোনো রকম সাহায্য পাব না। যদি সফলভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে পারি, তবে, সন্দেহ নেই এই সাফল্য মুকুটের মতো আমার মাথায় জ্বলজ্বল করবে।—আঃ, এই যে, সমর-অঙ্গর থেকে আমার জন্যে সর্বশেষ খবর আসছে! তাঁর হাতে যে চিঠিটি দেয়া হল সেটির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বলে উঠলেন, নাও হে, ওয়াটসন, মাথায় টুপিটা পরো, একবার ওয়েস্টমিনস্টার থেকে ঘুরে আসি। আমাদের লেসট্রেড নাকি আবার কি একটা কৌতূহলজনক ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

ঘটনাস্থলে এই প্রথম ওয়াটসনের উপস্থিতি। বাড়িটা অষ্টাদশ শতাব্দীর মতোই পুরোনো লম্বা, সরু, মতো। কিন্তু বেশ শক্ত, বিবর্ণ চেহারার। লেসট্রেড তার বুলডগের মতো চেহারা নিয়ে জানলা দিয়ে হোমসদের আসার পথে চেয়েছিলেন। তাদের দেখামাত্র হৈ-হৈ করে স্বাগত জানালেন, বিরাট চেহারার একটি কন্সটেবল গাড়ির গেট খুলে দিল ওয়াটসনদের জন্যে। ওয়াটসনদের যে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, সেই ঘরেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এখন অবশ্য, তার কোনো চিহ্ন নেই। শুধুমাত্র কার্পেটে তখনও আঁকাবাঁকা রক্তের কুৎসিত দাগ লেগেছিল। কার্পেটটি ছোট, চৌকো মতো, মোটা উলের তৈরি, ঘরের মাঝখানে পাতা। কার্পেটের চারপাশে পুরনো ঢং-এর অতীব সুন্দর কাঠের মেঝে, দারুণ চমৎকারভাবে পালিশ করা। অগ্নিস্থানের ওপর একটি অপূর্ব শিল্প প্রদর্শনী। এরই একটি সেদিন রাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। জানলার পাশে একটি অত্যন্ত সৌখিন দামি লেখার টেবিল। ঘরের সমস্ত কিছুর মধ্যেই, ছবি, কার্পেট, আসবাবপত্র,—একটা কোমল রুচি ও সৌখিনতার পরিচয় মেলে যা অন্তত ঠিক পুরুষালী নয়, খুব সৌখিন নারীদের ঘরই এতো সুন্দরভাবে সাজানো থাকে।

প্যারিসের খবরটা দেখেছেন? লেসট্রেড প্রশ্ন করলেন।

হোমস মাথা নাড়লেন। তাদের ফরাসি বন্ধুরা ঠিক জায়গাতেই হাত দিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই, তাদের অনুমান সত্য। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে সন্দেহ করতেন। স্বামী অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতেন। ভদ্রমহিলা সেদিন অত্যন্ত আচমকা না জানিয়ে প্যারিস থেকে এসে পড়লেন, দরোজায় কড়া নাড়লেন। ভদ্রলোক দরোজা খুলে দিলেন। কেননা, স্ত্রীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে হয়তো তা জানাজানি হয়ে যাবে এই ভয়ে। মহিলাটি ঘরে ঢুকে বললেন—কীভাবে তিনি তাঁর স্বামীর গোপন আস্তানার খবর পেয়েছেন, তারপর এক কথায় আর এক কথা, ঝগড়া। দেওয়ালে হাতের কাছেই ছোরা, মুহূর্তে সব শেষ। অবশ্য ব্যাপারটা এক মুহূর্তে হয়নি, ঘরের চেয়ারগুলি যেভাবে উল্টে পড়েছিল—এবং একটি চেয়ারের পায়া মৃত ব্যক্তির হাতের মুটোয় ছিল, তাতে মনে হয় ওই চেয়ার দিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীর আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলেন। ব্যাপারটা এখন এতোই পরিষ্কার যে মনে হচ্ছে যেন আমাদের চোখের সামনেই সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছে।

হোমস ভ্রূ কুঁচকালেন। সবই যখন পরিষ্কার তবে আর আমাকে ডাকলে কেন?

www.pathagar.com

ওঃ, হ্যাঁ, সে এক ব্যাপার—খুবই তুচ্ছ অবশ্য—আমাদের আসল ঘটনার সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগই নেই বলতে গেলে। কিন্তু ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও একটু কৌতূহলজনক, আপনি তো আবার এইসব তুচ্ছ টুচ্ছ ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখান, তাই ভাবলাম, আপনাকে একবার ডাকি।

কী ব্যাপার?

আপনি তো জানেন, এই ধরনের অপরাধের পর আমরা ঘরের জিনিসপত্র যেখানে যে অবস্থায় আছে ঠিক একই অবস্থায় রাখার সর্বোতো ভাবে চেষ্টা করি। এই ঘরেও কিছু সরানো হয়নি। একজন অফিসার এখানে দিনরাত প্রহরায় আছেন। আজ সকালে যখন মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল এবং আমাদের তদন্তও সমাপ্ত হল—তখন ভাবলাম এবার গরের জিনিসপত্র একটু গোছগাছ করে রেখে আসি। এ কার্পেটটা দেখেছেন, এটা ঠিক মেঝের সঙ্গে আটকানো নয়, শুধুমাত্র পেতে রাখা। আমাদের কার্পেটটা তোলবার দরকার হয়েছিল। তুলে দেখলাম—

কী, কী দেখলে? উত্তেজনায় হোম্‌সের যেন মুখ ফেটে পড়তে লাগল।

হুঁ, হুঁ, কী দেখলাম সেকথা আপনি সারা বছর ধরেও অনুমান করতে পারবেন না! কার্পেটের ওপর এই রক্তের দাগটা দেখছেন তো? বেশ, তাহলে বেশ খানিকটা রক্ত ঘরের মেঝেটাও শুষে নেবে,—কী নেবে তো?

নিঃসন্দেহে নেবে।

বেশ, তাহলে আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে, কার্পেটের নিচে ঠিক ওর ওই জায়গায় মেঝেয় কোনো রক্তের দাগ নেই।

দাগ নেই? কিন্তু দাগ নিশ্চয়ই থাকবে।

হ্যাঁ, আপনি তাই বলবেন। কিন্তু ঘটনা বলছে, নেই। লেসট্রেড এক হাতে কার্পেটের কোণটা তুলে ধরলেন। যথার্থ সত্যিই নিচে কোনো দাগ নেই।

কিন্তু কার্পেটের এপিঠেও তো সমানই রক্তের দাগ। মেঝেতে নিশ্চয়ই দাগ পড়বে।

বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রবরকে ধাঁধায় ফেলতে পেরে লেসট্রেড বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন।

একন, এই ভোজবাজির রহস্য আমি দেখাচ্ছি। মেঝেতে আছে দ্বিতীয় রক্তরেখা। তবে, সেটা প্রথম দাগের ঠিক নীচে নয়। নিজের চোখেই দেখুন। এই বলে লেসট্রেড কার্পেটের অন্যদিকের কোণটা ধরে তুলে দেখালেন। হ্যাঁ, পুরোনো ঢং-এর সাদা চৌকো মেঝের ওপর গাঢ় কালচে সিঁদুরে রঙের দ্বিতীয় রক্তরেখা। তা, এর কী ব্যাখ্যা করবেন, মি. হোমস?

কেন, খুবই সরল। দ্বিতীয় দাগ প্রথম দাগের নিচেই ছিল, কিন্তু কার্পেটটা ঘোরানো হয়েছে। যেহেতু কার্পেটটা ঠিক চৌকো মাপের এবং ঘরের মেঝের সঙ্গে সঙ্গে আঁটা নয়, তাই সেটা ঘুরিয়ে দেয়া সহজ।

এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি সরকারি পুলিশের ঘটে আছে মি. হোমস। তার জন্যে আপনাকে দরকার নেই। এটা খুবই পরিষ্কার—কার্পেটটা আবার ঘুরিয়ে দিলেই দুটো দাগ পরিষ্কার মিলে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কার্পেটটা ঘোরাল কে? এবং কেনই বা ঘোরালো?

ওয়াটসন আড়চোখে দেখলেন, হোম্‌সের কঠিন মুখ চোখ অন্তর্নিহিত উত্তেজনায় তির তির করে কাঁপছে।

আচ্ছা লেসট্রেড, হোমস প্রশ্ন করলেন,—বাইরে যে কনস্টেবলটিকে দেখলাম সেই-ই কি আগাগোড়া এ বাড়ির পাহারায় আছে?

হ্যাঁ, সেই-ই আছে।

বেশ, তাহলে আমার উপদেশ শোনো। ওকে সাবধানে পরীক্ষা করো। কিন্তু আমাদের সামনে কোনো না। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি। ওকে পেছনের ঘরে নিয়ে যাও। একা থাকলেই ওর থেকে স্বীকারোক্তি পাবার আশা বেশি। ওকে জিজ্ঞাসা করো ও কোন্ সাহসে

www.pathagar.com

বাইরের লোককে ঢুকতে দিল এবং তাকে একা এই ঘরে থাকতে দিল। সে এটা করেছে কি—না, এইভাবে জিজ্ঞাসা করোনা। যেন করেইছে, এইভাবে প্রশ্ন করবে। তাকে বল, যে, তুমি জেনে ফেলেছো সে এখানে ঢুকেছিল। চাপ দাও। ওকে বল পুরোপুরি সব ব্যাপারটা স্বীকার করলেই একমাত্র সে ক্ষমা পাবে। যা বললাম ঠিক তাই করো।

বটে? সত্যিই যদি ও কিছু জেনে থাকে তবে ওর অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত ওর পেট থেকে বের করে ছাড়বো! লেসট্রেড ছিলা-ছেঁড়া তীরের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এবং কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত পেছনের ঘর থেকে তাঁর ক্রুদ্ধস্বর বার বার ভেসে আসতে লাগল।

উন্মত্ত তীব্রতায় হোমস বলে উঠলেন, এইবার ওয়াটসন, এইবার! হোমসের নিরীহ মুখের আড়াল থেকে যেন এক দৈত্য বেরিয়ে এসে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক ঝটকায় হোমস মেঝে থেকে কার্পেটটা তুলে ফেললেন। তার পর নিমেষের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে মেঝের প্রতিটি অংশ পরীক্ষা করতে লেগে পড়লেন। হঠাৎ একটা কাঠের চৌকো তাঁর নখের এক পাশে লেগে সরে গেল। এবং একটা বাক্সের ডালার মতো খুলে গেল। নিচে একটা ছোটো কালো গর্ত। হোমস দ্রুত তার ভিতরে হাত চালিয়ে দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর মুখে হতাশা ও ক্রোধ ফুটে উঠল। কিছু নেই ভেতরে।

তাড়াতাড়ি, ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি, যেমন ছিল আবার তেমন পেতে ফেলি! কাঠের চৌকোটা সবেমাত্র বন্ধ করে কার্পেটটা তার ওপর পাতা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দ থেকে বোঝা গেল, লেসট্রেড। ঘরে ঢুকে দেখলেন, হোমস বাতিদানের পাশে নিরীহ শান্ত মুখ করে, যেন লেসট্রেডের জন্যেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন।

আপনাকে বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত, মি. হোম্‌স। সমস্ত ব্যাপারটা ওপর আপনি বিরক্ত হয়েছেন দেখছি। হ্যাঁ, ও সমস্তই স্বীকার করেছে।—ভিতরে এসো ম্যাকফারসন। এ ভদ্রলোকদের তোমার ক্ষমার অযোগ্য কার্যকলাপের কথাগুলি একবার শুনিয়ে যাও।

বিরাট বপু কনস্টেবলটি অনুতপ্ত চেহারা নিয়ে গুটি গুটি করে ভিতরে এসে দাঁড়াল।

কোনো ক্ষতি হবে আমি বুঝতে পারিনি স্যার। সত্যি বলছি স্যার গতকাল সন্ধ্যায় একটা তরুণী অন্য বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে ভুল করে এই বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছিলেন। তারপর স্যর, কথায় কথায় আমরা আলাপ করতে শুরু করি। ডিউটিতে সারাটা দিন একা থাকি। বোঝেন তো স্যর, মানুষ দেখলেই কথা বলতে মন চায়।

তারপর কী হল?

কথায় কতায় উনি বললেন,—ঘটনাটা উনি কাগজে পড়েছেন। অনুরোধ করলেন ঘরটা একবার উঁকি মেরে দেখার খুব কৌতূহল হচ্ছে তাঁর। উনি খুবই ভদ্রঘরের মহিলা বলে মনে হল আমার, খুব ভালো করে কথা বলতে পারেন, স্যর। আমি ভাবলাম দরোজা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখতে দিলে কী আর এমন ক্ষতি। কিন্তু দরোজা দিয়ে উঁকি মেরে যেইনা উনি কার্পেটের ওপর রক্তের দাগ দেখলেন অমনি ঝুপ্ করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়লেন, মনে হল মারা গেছেন। আমি দৌড়ে বাড়ির পেছনে গেলাম কিছু জল আনতে, কিন্তু পেলাম না। তখন রাস্তার মোড়ে গেলাম (আইভি প্ল্যান্ট) দোকান থেকে কিছু ব্র্যান্ডি জোগাড় করতে। ফিরে এসে দেখি তিনি আর নেই। মনে হল, জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন এবং আমাকে মুখ দেখাতে পারবেন না লজ্জায়, তাই আমি আসার আগেই চলে গেছেন।

কার্পেটটা কি সরানো ছিল?

হ্যাঁ, স্যর, ফিরে এসে দেখি কার্পেটটা কিছু কোঁচকানো। আমার মনে হল, তিনি মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন, পালিশ করা মেঝের ওপর কার্পেটটা তো আর বাঁধা ছিল না, তাই কিছুটা কুঁচকে থাকা স্বাভাবিক। আমি ওটা টেনে টুনে ঠিকঠাক করে দিই।

তোমার শিক্ষা হল, কনস্টেবল ম্যাকফারসন, তুমি আমার চোখকে কিছুকেই ফাঁকি দিতে পারবে না। লেসট্রেডের মুখে অবহেলা আমি টের পাব না, কিন্তু কার্পেটের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়াই আমার বোঝার পক্ষে যথেষ্ট যে তুমি এখানে কাউকে ঢুকতে দিয়েছিলে। যাক্, তোমার ভাগ্য খুব ভালো, যে কিছু চুরি যায়নি, তা না হলে তোমাকে এখন জেলে পুরে

www.pathagar.com

দেওয়া হতো। এইরকম একটা তুচ্ছ ব্যাপারে আপনাকে ডেকে এনে বিব্রত করার জন্যে আমি দুঃখিত, মি. হোমস, অবশ্য রক্তের দ্বিতীয় দাগের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনাকে কৌতূহলী করবে।

হুঁ, খুবই কৌতূহলজনক ব্যাপার। ভদ্রমহিলাটি কি এখানে শুধু একবারই এসেছিলেন কনস্টেবল?

হ্যাঁ, স্যার মাত্র একবারই।

মহিলাটি কে?

নাম জানি না, স্যার। বলেছিল, টাইপরাইটিং-এর কাজের জন্যে এক বিজ্ঞাপনের উত্তরে ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছিলাম। খুবই নম্র, ভদ্র এবং তরুণী স্যার।

লম্বা সুন্দরী?

হ্যাঁ, স্যার, বেশ লম্বা। এবং তাঁকে বেশ সুন্দরীই বলতে পারেন। কেউ কেউ তাঁকে খুবই সুন্দরী বলবেন। "ও অফিসার, আমাকে একবার ঘরটি দেখতে দিন!" উনি ঠিক এইভাবে বলেছিলেন। আর অনুরোধের মধ্যে এমন একটা নম্র, সুন্দর ভাব ছিল যে আমি কিছুতেই না বলতে পারলাম না। মনে হল, দরোজা দিয়ে একবার মাথা গলিয়ে দেখতে দিলে এমন কিই-ই বা ক্ষতি হবে।

তার পোষাক কেমন ছিল?

ভদ্র স্যার, লম্বা, পা পর্যন্ত ঢাকা গাউন।

কখন এসেছিলেন?

তখন ঠিক সন্ধে গড়িয়ে আসছে। আমি যখন ব্র্যান্ডি নিয়ে ফিরছিলাম তখন রাস্তার বাতিগুলি জ্বালানো হচ্ছিল।

হোমস বললেন,—বেশ, বেশ। তারপর ওয়াটসনকে সম্বোধন করে বললেন—এসো হে ওয়াটসন, অন্যত্র আমাদের আরো জরুরি কাজ রয়েছে।

ওয়াটসনরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। লেসট্রেড ঘরেই রয়ে গেলেন। অনুতপ্ত কনস্টেবলটি গেট খুলে দিল। হঠাৎ হোমস নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের কিছু একটা জিনিস কনস্টেবলটিকে দেখালেন। কনস্টেবলটি একদৃষ্টিতে সেটির দিকে চেয়ে রইল।

হা ঈশ্বর! তার গলায় বিস্ময়ের ধ্বনি ফুটে উঠল। হোমস সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে আঙুল চেপে তাকে চুপ করতে ইশারায় বললেন। তারপর হাতের জিনিসটি বুক পকেটে চালান করে দিলেন। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হোমস অট্টহাসিতে পেটে পড়লেন। বলে উঠলেন, অপূর্ব! এসো বন্ধু ওয়াটসন, শেষ দৃশ্যের পর্দা ওঠার জন্যে ঘণ্টা পড়ে গেছে। তুমি শুনে আশ্বস্ত হবে যে আর যুদ্ধের ভয় নেই, ট্রেলনি হোপের উজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবনে কোনো দাগ পড়বে না। অবিবেচক রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁর এই অবিবেচনার জন্যে কোনো শাস্তিই ভোগ করবে না। প্রধানমন্ত্রীকে কোনো ইওরোপীয় জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে না। শুধু আমাদের সামান্য একটু কৌশল আর বুদ্ধি খরচ করতে হবে, তাহলেই কারো আর একটুও ক্ষতি হবে না, অথচ এর জন্য এক মহা—কেলেঙ্কারী ঘটে যেতে বসেছিল।

ওয়াটসন বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি সমাধান করে ফেলেছো?

হোমস নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিলেন—এখনও নয় ওয়াটসন। এখনও কিছু কিছু ব্যাপার আগের মতোই অন্ধকার লাগছে। কিন্তু আমরা অনেকটাই সমাধান করে ফেলেছি। এরপর যদি বাকিটুকু আর না করতে পারি তবে সেটা আমাদেরই দোষ আমরা এখান থেকে সোজা হোয়াইট হল টেরেসে যাব, এবং সেখানেই রহস্যের পূর্ণচ্ছেদ টানব।

ইওরোপীয় সচিবের বাড়িতে পৌঁছে হোমস, লেডি হিল্ডা ট্রেলনি বাড়ি আছেন কি না জানতে চাইলেন। হোমসদের বৈঠকখানা ঘরে বসতে দেওয়া হল।

মি. হোমস! লেডি হিল্ডা ঘরে প্রবেশ করলেন, ক্রোধে তাঁর মুখ গোলাপী বর্ণ ধারণ করেছে। এটা আপনার অত্যন্ত অবিবেচনা এবং অভদ্রোচিত কাজ হয়েছে। আপনাকে তো আমি বলেছিলাম, আপনার কাছে যাওয়াটা আমি গোপন রাখতে চাই—না হলে আমার স্বামী ভাববেন

www.pathagar.com

যে, আমি তাঁর ব্যাপারে অযথা নাক গলাচ্ছি। অথচ তার পরে আপনি আমার কাছে এসেছেন। এতে করে সবাই বুঝবে আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কোনো সম্বন্ধ আছে।

খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু এছাড়া আমার কাছে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজখানি উদ্ধার করার জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আর সেইজন্যেই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে কাগজখানি আমার হাতে ফিরিয়ে দিন।

লেডি হিল্ডা স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, মুহূর্তে তাঁর সুন্দর মুখ থেকে সমস্ত রং কে যেন শুষে নিল। তাঁর দুচোখ জ্বলে উঠল, টলমল করতে লাগল তাঁর সমস্ত শরীর। ওয়াটসনের মনে হল উনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন এই মুহূর্তে কিন্তু তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি নিজেরক সামলে নিলেন, আর তাঁর মুখের প্রতিটি রেখায় চরমবিস্ময় আর ক্রোধ ফুটে উঠতে লাগল।

আপনি—আপনি আমাকে অপমান করছেন মি. হোমস।

শান্ত হোন, শান্ত হোন শ্রীমতী। কোনো লাভ নেই চিঠিটা দিয়ে সব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলুন।

তিনি দ্রুত হাতে ঘণ্টা বাজাতে গেলেন।

হোমস বললেন—ঘণ্টা বাজাবেন না, শ্রীমতী হিল্ডা। যদি বাজান, তবে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী হবে, আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। চিঠিটা দিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি যদি আমার কথা শোনেন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে তাহলে। আর যদি আপনি আমার কথা না শোনেন, আমাকে বাধ্য হতে হবে সব কিছু ফাঁস করে দিতে। তবু একটুও ভেঙে পড়লেন না উনি, রানীর মতো আত্মমর্যাদার সঙ্গে দেখছিলেন হোমসকে। যেন হোম্‌সের ভিতরের প্রতি কথা উনি পড়তে পারছেন। ওনার হাত তখনও ঘণ্টার ওপর। কিন্তু ঘণ্টা বাজালেন না।

আপনি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছেন। বাড়ির ভেতরে ঢুকে একজন ভদ্রমহিলাকে ভ্রু কুঁচকে ধমক দেওয়া পুরুষোচিত কাজ নয় মি. হোমস। আপনি বললেন, আপনি সব ফাঁস করে দেবেন। কী ফাঁস করবেন?

হোমস শান্ত স্বরে বললেন—অনুরোধ করছি, চুপ করে বসুন। এই উত্তেজিত অবস্থায় পড়ে গেলে আপনার নিজেরই আঘাত লাগবে। উঁহু, আপনি না বসলে আমি কোনো কথাই বলবো না—এই তো, ধন্যবাদ।

লেডি হিল্ডা বললেন—আমি আপনাকে পাঁচমিনিট সময় দিচ্ছি মি. হোমস।

এক মিনিটই যথেষ্ট শ্রীমতী হিল্ডা। এডুয়ার্ডো লিউকাসের সঙ্গে দেখা করে আপনি তাঁকে চিঠিটা দিয়েছিলেন এটা এখন আমি জানি, আরো জানি, গতকাল রাতে আপনি আবার সেই বাড়িতে ফিরে গেছিলেন, কনস্টেবলকে ধোঁকা দিয়ে কার্পেটের নীচের গোপন স্থান থেকে চিঠিটা নিয়ে এসেছেন।

শ্রীমতী হিল্ডার সমস্ত মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। এবং আর কথা বলার আগে তাঁকে দু-বার ঢোক গিলতে হল।

আপরি উন্মাদ, মি. হোমস—আপনি উন্মাদ। কেন মিথ্যা কথাগুলো বলছেন? কেন? কেন?

হোমস পকেট থেকে ছোট একটি পিচবোর্ডের টুকরো বের করলেন। পিচবোর্ডের ওপর একজন মহিলার ফটো সাঁটা।

আমি এটা বয়ে বেড়াচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম এটা কোনো কাজে লাগতে পারে—উনি বললেন। কনস্টেবল চিঠিটা সনাক্ত করেছে।

শ্রীমতী হিল্ডার মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। এবং মাথাটি চেয়ারের মাথায় ঝুলে পড়ল।

শুনুন, শ্রীমতী হিল্ডা। আপনার কাছে চিঠিটা আছে। ব্যাপারটা এখনও ঠিকঠাক করা যায়। আপনাকে বিপদে ফেলার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। আপনার স্বামীকে চিঠিটা ফেরৎ দিলেই

www.pathagar.com

আমার কাজ শেষ। আমার পরামর্শ শুনুন, আমার কাছে সংচোক করবেন না। এটাই আপনার বাঁচার একমাত্র সুযোগ।

না, ভদ্রমহিলার সাহস প্রশংসাযোগ্য। এরপরেও তিনি হার স্বীকার করলেন না।

শ্রীমতী হিল্ডা কর্কশস্বরে বললেন—আমি আপনাকে আবার বলছি মি. হোমস, আপনি এক অসম্ভব ভুলের পেছনে ছুটছেন।

হোমস এবার তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে, শ্রীমতী হিল্ডা। আমি আন্তরিকভাবে আপনার ভালো চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সবই পণ্ডশ্রম হল।

হোমস ঘন্টা বাজালেন। বাটলার ঘরে প্রবেশ করল।

হোমস তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মি. ট্রেলনি হোপ কি বাড়িতে আছেন?

বাটলার বলল—উনি পৌনে একটার সময় বাড়িতে ফিরবেন স্যার।

হোমস তাঁর ঘড়ি দেখলেন। এখনো পনেরো মিনিট—নিজের মনেই বললেন। বেশ আমি অপেক্ষা করবো।

বাটলারটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সব দরজা জানলাগুলি বন্ধ করছিল। এমন সময় শ্রীমতী হিল্ডা হাঁটু গেড়ে হোম্‌সের পায়ের কাছে বসে পড়লেন—তাঁর হাত দু'টি ছড়ানো, সুন্দর মুখখানি ওপর দিকে তোলা, চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

ওঃ আমাকে ছেড়ে দিন মি. হোমস। ছেড়ে দিন আমাকে! শ্রীমতীর কণ্ঠে উন্মাদ অনুরোধ আর সমর্থন। ঈশ্বরের দোহাই ওঁকে কিছু বলবেন না। আমি ওঁকে ভীষণ ভালোবাসি। আমি ওঁর জীবনে কোনো কালিমা লিপ্ত করতে পারবো না। এসব জানতে পারলে তাঁর সুন্দর পবিত্র মন দুঃখে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

হোমস তাকে তুলে বসালেন। ধন্যবাদ। যাক, শেষমুহূর্তে হলেও আপনার সুমতি হয়েছে। এখন আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। চিঠিটা দিয়ে দিন এবার।

শ্রীমতী হিল্ডা দ্রুত পায়ে ঘরের একটি লেখার টেবিলের ভেতর থেকে তালা খুলে একটি লম্বা নীল খাম বার করলেন।

এই নিন মি. হোমস। ঈশ্বরের দিব্যি আমি খুলে দেখিনি।

কিভাবে এটা ফেরত দেব? হোম্‌সের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। তাড়াতাড়ি আমাদের একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে। সেই ডেস্‌প্যাচ বাক্সটি কোথায়?

তাঁর শোবার ঘরেই আছে। ভাগ্য আপনার সুপ্রসন্ন দেখছি। শীঘ্রই ওটা এখানে নিয়ে আসুন। একমুহূর্ত পরেই শ্রীমতী হিল্ডা হাতে করে একটা লাল চ্যাপ্টা বাক্স নিয়ে ফিরে এলেন।

আগের বার এটি কী করে খুলেছিলেন? আপনার কাছে একটা নকল চাবি আছে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। খুলুন।

বুকের ভেতর থেকে শ্রীমতী হিল্ডা একটি ছোট্ট চাবি বের করলেন। বাক্সটি খুলে গেল। কাগজে ঠাসা। হোমস চিঠিটা কাগজের গাদার মধ্যে ঠেসে ধরে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। বাক্সটি আবার বন্ধ করা হল, তালা দেওয়া হল, এবং শোবার ঘরে রেখে দিয়ে আসা হল।

এখন ওয়াটসনরা তাঁর ফিরে আসার জন্যে প্রস্তুত। হোম্‌স কথা শুরু করলেন। হাতে তাদের এখনও আট মিনিট সময় আছে। আমি আপনাকে রক্ষা করবো শ্রীমতী হিল্ডা, কিন্তু পরিবর্তে আপনি আমাকে খুলে বলুন, এই সবের মানে কী?

মি. হোমস আমি আপনাকে সব বলবো। আর্তস্বরে মহিলাটি উত্তর করলেন। মি. হোমস, আমি আমার স্বামীকে এক মুহূর্ত দুঃখ দেবার পরিবর্তে আমি আমার ডানহাতটা কেটে ফেলতে পারি। লন্ডন শহরে একটি মেয়েও নেই যে আমার মতো তার স্বামীকে ভালোবাসে। কিন্তু তবু উনি যদি জানতে পারেন আমি কী করেছি, কেন আমি এমন করতে বাধ্য হয়েছি, উনি আমাকে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবেন না। তাঁর সততা এবং সম্মান এতো উঁচু যে, ওইঅ ধরনের অপরাধকে তিনি কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। আমাকে বাঁচান মি. হোমস। আমার সুখ তাঁর সুখ, আমাদের সমস্ত জীবনটাই ছারখার হতে বসেছে।

www.pathagar.com

হোমস বললেন—তাড়াতাড়ি করুন শ্রীমতী হিল্ডা সময় কমে আসছে।

শ্রীমতী হিল্ডা পুনরায় শুরু করলেন, একটু দম নিয়ে—

আমি একটা চিঠি, মি. হোমস একটা অবিবেচনা প্রসূত চিঠি লিখেছিলাম বিয়ের আগে—একটা বোকা, চপলমতি মেয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেমপত্র। আমি এতে কোনো দোষ দেখিনা, কিন্তু উনি এটাকে অপরাধ মনে করবেন। চিঠিটা ওনার হাতে পড়লে ওনার প্রতি আমার বিশ্বাস চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাবে। চিঠিটা বেশ কয়েকবছর আগে লেখা। আমি ভেবেছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেছে। তারপর শেষপর্যন্ত ওই চিঠিটা এই লিউকাস নামে লোকটির হাতে গিয়ে পড়েছে এবং সে নাকি আমার স্বামীকে চিঠিটা দেখাবে। আমি তার দয়া ভিক্ষা করি। সে বলে, চিঠিটা সে আমাকে ফেরৎ দিতে পারে যদি আমি আমার স্বামীর ডেসপ্যাচ বাক্স থেকে বিশেষ একটি দলিল তাকে এনে দিই। লোকটার কিছু চর স্বামীর অফিসে আছে। তারাই ওকে চিঠিটা সম্বন্ধে জানায় সে আমাকে আশ্বাস দেয় আমার স্বামীর কোনো ক্ষতি হবে না। আমার জায়গায় এবার নিজেকে মনে করে বিবেচনা করুন। মি. হোমস, আমার আর কী করবার ছিল?

হোমস বললেন—স্বামীকে সব খুলে বলতেন।

আমি পারতাম না। একদিকে আমার নিশ্চিত মৃত্যু অপরদিকে আবার স্বামীর কাগজ চুরি করার মতো এক ভয়ঙ্কর কাজ। রাজনীতির নীতি পরিণতি আমি বুঝি না, কিন্তু প্রেম ও বিশ্বাসের পরিণতি কী সেটা আমার কাছে পরিষ্কার। তাই আমি চুরিই করলাম, মি. হোমস। আমি স্বামীর চাবিটার একটা ছাপ তুললাম, ওই লিউকাস লোকটা আমাকে একটা নকল চাবি বানিয়ে দিল। আমি বাক্স খুললাম। দলিলটা নিলাম। তারপর গোডোলফিন স্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম।

তারপর সেখানে কী হল?

কথামতো আমি দরোজায় গিয়ে টোকা মারলাম। লিউকাস দরোজা খুলে দিল। আমি তার পেছন পেছন ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। হলঘরের দরোজা আমার পেছনে ভেজিয়ে রেখে এলাম, কেননা এই লোকের সঙ্গে একা ঘরে ঢুকতে আমার ভয় করছিল। আমি বাড়ি ঢোকার সময় বাইরে একজন স্ত্রী লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমাদের তাড়াতাড়ি কাজ সারা হয়ে গেল। আমার হাতের লেখা চিঠিটা তার টেবিলের ওপরে ছিল, আমি তাকে দলিলটা দিয়ে দিলাম। ও আমাকে আমার চিঠিটা দিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরোজায় সাড়া পাওয়া গেল। বাইরে পায়ের শব্দ লিউকাস তাড়াতাড়ি কার্পেট তুলে একটা গোপন কুঠরিতে দলিলটা চালান করে দিল, তারপর আবার কার্পেটটা টেনে ঠিক করে দিল।

এরপর যা ঘটল তা একটা দুঃস্বপ্নের মতোই। একটা কালচে উন্মাদ স্ত্রীলোক ফরাসি ভাষায় চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকল—আমার অপেক্ষা করা বৃথা হয়নি। শেষপর্যন্ত ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হল। লিউকাসের হাতে একটা চেয়ার, আর স্ত্রীলোকটির হাতে একটা ছুরির ঝলসে উঠল। দৌড়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলাম। মাত্র পরদিন সকালের কাগজে জানতে পারলাম ওখানে কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। সেইমাত্র বাড়ি ফিরে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কারণ আমি আমার চিঠি ফেরৎ পেয়েছি। কিন্তু তখনও বুঝে উঠতে পারি নি, ভবিষ্যতে কী আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

পরদিন সকালে বুঝলাম, আমি আসলে একটি বিপদ এড়াতে আর একটি বিপদ ডেকে এনেছি। দলিলখানা হারাতে আমার স্বামীর নিদারুণ মনোযন্ত্রণা দেখে আমি বুঝলাম আমি কী ভুল করেছি। আমার মনে হচ্ছিল আমি হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে বলে ফেলি আমার কী হয়েছে। কিন্তু তা হলেও আমাকে পুরোনো কথাও স্বীকার করতে হয়। সেদিন সকালে আমি আপনার কাছে গেলাম আসলে আমার অপরাধটার আসল মূল্য কতোখানি তা বুঝতে। যখন আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম তখন থেকে শুধু একটা চিন্তাই আমার মন,—কীভাবে আমার স্বামীর কাগজখানি ফেরৎ পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই এইখানেই আছে। স্ত্রীলোকটি ঘরে

www.pathagar.com

ঢোকার আগের মুহূর্তে লিউকাস সেটি সেখানে লুকিয়ে রাখলেন যদি সেদিন এই স্ত্রীলোকটি সেইসময় ঘরে না ঢুকে পড়ত তবে আমি কখনোই জানতে পারতাম না লিউকাসের লুকোনোর জায়গাটা কোথায়। কিন্তু আমি আবার ও ঘরে ঢুকব কী করে? দুদিন ধরে আমি বাড়িটার ওপর নজর রাখলাম, কিন্তু কখনোই বাড়িটার দরোজা খোলা পেলাম না। গত রাতে আমি একবার শেষ চেষ্টা করলাম। আমি কী করেছি এবং কীভাবে তা হস্তগত করলাম, তা ইতিমধ্যেই আপনারা জেনে ফেলেছেন। চিঠিটা ফেরত নিয়ে এসে আমি ভাবলাম এটা ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলি, কারণ আমার ব্যাপারটা স্বীকার না করে কী করে চিঠিটা ফেরৎ দেবো বুঝতে পারছিলাম না। হা ভগবান, সিঁড়িতে ওঁনার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

ইওরোপীয় সচিবটি উত্তেজনায় ফেটে পড়ে ঘরে ঢুকলেন কোনো খবর পেলেন নাকি মি. হোমস, কোনো খবর?

কিন্তু আশা আছে।

আঃ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। প্রধান মন্ত্রী আজ আমার সঙ্গে দুপুরের খাওয়া খাবেন। উনি কি আপনার মুখে আশার বাণী শুনতে পাবেন? ইস্পাতের মতো ওনার স্নায়ু, তবু, সেদিনের পর থেকে উনি আর ঘুমিয়েছেন কিনা সন্দেহ। জেকব, তুমি প্রধান মন্ত্রীকে ভিতরে আসতে বল। তারপর স্ত্রীর দিকে ঘুরে বললেন, তুমি ভিতরে যাও, আমরা এখনো রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব। কয়েক মিনিট পরেই খাওয়ার টেবিলে তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর হাবভাব অবশ্য অনেক চাপা, কিন্তু ওয়াটসন তাঁর চোখের ঔজ্জ্বল্য আর তাঁর শীর্ণ হাত দু'টির পরস্পর কচলানো থেকেই বুঝলেন, তিনি তাঁর সহকর্মীটির মতো ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত।

শুনলাম, আপনার কিছু খবর জানানো আছে মি. হোমস? হ্যাঁ, কিন্তু উত্তেজিত খবর—হোমস নির্লিপ্তভাবে উত্তর করলেন। দলিলটি যেখানে যেখানে থাকতে পারে তার প্রতিটি কেন্দ্র ইম অনুসন্ধান করে দেখেছি, এবং এখন আমি নিশ্চিত এই বুঝলাম, এ নিয়ে ভয়ের আর কারণ নেই।

কিন্তু ওটাই যথেষ্ট নয়, মি. হোমস। আমরা সারাজীবন এমন একটা আগ্নেয়গিরির ওপর বাস করতে পারি না। এই ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।

ওটা ফেরৎ পাবার আমার আশা আছে সেইজন্যেই আমি এখানে এসেছি। যতোই আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি ততোই আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছি চিঠিটা বাড়ির বাইরেই যায় নি।

মি. হোমস।

যদি বাড়ির বাইরেই যেত, তবে এতোদিন সেটা নিশ্চয়ই সাধারণ্যে প্রকাশ হয়ে পড়তো।

কিন্তু এই বাড়িতে রেখে দেবার জন্যে কেন ওই চিঠিটা হাতাবে?

হোমস বললেন—আমার মনে হয় না কেউ ওটা হাতিয়েছে।

তাহলে ওটা ডেস্‌প্যাচ বাক্স থেকে উধাও হল কিভাবে?

আমার মনে হয় না ওটা ডেস্‌প্যাচ বাক্স থেকে আদৌ উধাও হয়েছে।

মি. হোমস, আপনার ঠাট্টাটা কিন্তু ঠিক স্থানকালোচিত হচ্ছে না। আমি আপনাকে বলেছি, চিঠিটা ডেসপ্যাচ বাক্সে নেই।

মঙ্গলবার সকালের পর কি বাক্সটা আর একবারও আপনি পরীক্ষা করেছেন?

না। আমি প্রয়োজন পড়ে নি।

হতে পারে তো, যে চিঠিটা আপনার নজর এড়িয়ে গেছে।

অসম্ভব!

আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আমি জানি এরকম ঘটতেই পারে। আমার মনে হয় বাক্সে আরো অন্য কাগজ আছে। হতে পারে যে চিঠিটা তাদের সঙ্গে মিশে গেছে।

ওটা ওপরে ছিল।

কেউ হয়তো বাক্সটি নাড়িয়েছিল এবং তাতে করে ওটা অন্য কাগজের সঙ্গে মিশে গেছে।

www.pathagar.com

না, না, আমি সমস্ত কাগজ বের করে দেখেছিলাম।

এর তো সহজেই মীমাংসা হতে পারে, হোপ, প্রধানমন্ত্রী মধ্যস্থ হলেন। ডেস্‌প্যাচ বাক্সটা এখানে নিয়ে এসো না!

সচিবটি ঘণ্টা বাজালেন।

জেকব, ডেসপ্যাচ বাক্সটা নিয়ে এসো তো এখানে।

হোপ বললেন—শুধু শুধু সময় নষ্ট করা হচ্ছে। তবু এতেই যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন, তবে তাই দেখুন। ধন্যবাদ জেকব, এখানে রাখো। চাবিটা সব সময় আমার ঘড়ির চেনের সঙ্গে আঁটা থাকে। এই দেখুন, এইসব কাগজ। লর্ড মেরোর চিঠি, স্যর চার্লস হার্ডির কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ, বেরগ্রেডের কার্যসূচী, রুশ জার্মান শস্যকর-এর ওপর নোট, মাদ্রিদ থেকে আসা চিঠি, লর্ড ফ্লাওয়ারসের নোট—ওঃ ভগবান! ভগবান! এটা কী? লর্ড বেলিঞ্জার! লর্ড বেলিঞ্জার!

প্রধানমন্ত্রী হোম্‌সের হাত থেকে ঝট করে নীল খামখানা কেড়ে নিলেন।

হ্যাঁ এই তো সেটা—এই তো চিঠিটা অক্ষতই আছে। হোমস তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! ওঃ বুক থেকে কী ভারই নেমে গেল! কিন্তু আপনি কি একজন যাদুকর মি. হোমস। আপনি কি করে জানলেন চিঠিটা এখানেই আছে?

যেহেতু আমি জানতাম চিঠিটা আর অন্য কোথাও নেই। আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না! মি. হোপ পাগোলের মতো দরোজাটার দিকে ছুটে গেলেন—আমার স্ত্রী কোথায়? তাঁকে আমায় বলতে হবে সব ঠিক আছে? হিল্ডা! হিল্ডা!

ওয়াটসনরা সিঁড়িতে তাঁর গলা শুনতে পেলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর পিটপিটে চাখে হোম্‌সের দিকে চাইলেন।

এবার বলুন তো, মশাই, উনি প্রশ্ন করলেন,—আসল ব্যাপার আছে। চিঠিটা বাক্সে ফেরৎ এলো কিভাবে?

প্রধানমন্ত্রীর দু'টি অদ্ভুত অর্ন্তভেদী চোখের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হোমস হাসতে হাসতে বললেন—আমাদেরও কিছু পেশাগত গোপনীয়তা আছে।

শার্লক হোমস তাঁর টুপিটা তুলে নিয়ে ওয়াটসনের সঙ্গে দরোজার দিকে হাঁটা দিলেন।

ব্ল্যাক পিটার

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে শার্লক হোমসের প্রতিভার বিকাশ চরম উৎকর্ষ লাভ করে। আর এই সময়তেই তার যশ চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পসারও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। যে কোনো বড় শিল্পীর মতো হোমসও কাজ করতেন কাজ করার আনন্দেই এবং একমাত্র হলডারনেস—এর ডিউকের ক্ষেত্রে ছাড়া কদাচিৎ তাঁকে কাজের জন্যে কোনো বড়গোছের পুরস্কার দাবি করতে দেখা গেছে। অথচ উপকার যা করেছেন তা হিসেবের অতীত। পার্থিব ব্যাপারে এতোই নিরাসক্ত, বা এমনই খেয়ালি ছিলেন যে শক্তিমালী ও ধনী ব্যক্তিদের কতোবার তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন যখন দেখেছেন মামলাটা তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারছে না। অথচ কোনো অতি সাধারণ মক্কেলের কাজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অত্যন্ত একাগ্র হয়ে কাটিয়েছেন কারণ সেগুলোর মধ্যে হয় এমন খোরাক পেয়েছেন যা তাঁর কল্পনা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে বা বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করেছে।

সেই ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে পর পর অনেকগুলো মামলা তাঁর হাতে আসে। শুরু করেন কার্ডিন্যাল টস্‌কার আকস্মিক মৃত্যু থেকে, যার তদন্তে তিনি নামের স্বয়ং মহামান্য পোপের বিশেষ ইচ্ছায়। সেই থেকে ক্যানারি পাখির শিক্ষণের ভারপ্রাপ্ত শয়তান উইলসনের গ্রেপ্তার পর্যন্ত বহু মামলার তদন্ত তিনি ওই সময়ের মধ্যে করেন। উইলসনের এই গ্রেপ্তারের ফলে লন্ডনের ঈস্ট এন্ড তেকে একটা দুষ্ট ক্ষত দূরীভূত হয়। আর এই দুই বিখ্যাত মামলার পরেই আসে উডম্যান্‌স লির বিয়োগান্ত ঘটনা। আর ক্যাপ্টেন পিটার কেরির মৃত্যু-সম্পর্কিত অত্যন্ত

www.pathagar.com

রহস্যময় ঘটনাচক্র। এই অত্যন্ত অস্বাভাবিক মামলার উল্লেখ না করলে হোম্সের কীর্তিকাহিনী অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে হোমস এতোই ঘন ঘন আর এতোই বেশি সময়ের জন্যে বাড়ির বাইরে কাটাতেন যে বেশ বোঝা যাচ্ছিল বেশ জব্বর কোনো মামলা তাঁর হাতে আছে। ওয়াটসন একদিন লক্ষ্য করলেন, বেশ কয়েকজন রুক্ষ প্রকৃতির লোক প্রায়ই এসে ক্যাপ্টেন বেলিস-এর খোঁজ করে যাচ্ছে তখন আর বুঝতে অসুবিধা হল না, ছদ্মবেশে ও ছদ্মপরিচয়ে হোমস নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন। লন্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্ততঃ পাঁচটা আশ্রয়স্থল হোম্সের ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। কোন মামলায় আছেন তা তিনি ওয়াটসনকে বলেন নি, এবং তিনি নিজে না বললে কখনোই ওয়াটসন কৌতূহল প্রকাশ করতেন না। তদন্ত কোন পথে যাচ্ছে তার প্রথম ইঙ্গিত ওয়াটসন তাঁর কাছ থেকে পান—অতি সাধারণ সে ইঙ্গিত। প্রাতরাশের আগেই হোমস বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর ওয়াটসন যখন প্রতারাশ সারেন তখন তিনি ফিরে এলেন। মাথায় হ্যাট, আর একটা প্রকাণ্ড লোহার কাঁটা লাগানো বল্লম ছাতার মতো কাঁধে করে সোজা ঘরে এসে ঢুকলেন।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—একি হোমস! এই পোষাক তুমি লন্ডন শহরে ঘুরে এলে?

কমাইখানা থেকে আসছি আমি।

কশাইখানা থেকে! ওয়াটসনের কৌতূহল।

হ্যাঁ। এবং প্রচুর ক্ষিধে নিয়ে। প্রতারাশের আগে ব্যায়ামের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না ওয়াটসন। কিন্তু আমি বাজি রাখতে পারি, ওয়াটসন, কী সে ব্যায়াম তা তুমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না।

সে চেষ্টাও করবো না।

কফি ঢালতে ঢালতে হোমস মুচ্‌কি হেসে বললেন—অ্যালার্ডইসের পেছন দিককার দোকানটায় তাকালে দেখতে পেতে, একটা মরা শুয়োরছানা কড়িকাঠ থেকে একটা হুকে ঝুলছে, আর শার্ট গায়ে এক ব্যক্তি প্রাণপণে এই অস্ত্রটা দিয়ে তার ওপর আঘাত করে চলেছে। সেই উৎসাহী লোকটি স্বয়ং এই আমি। নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি যে আমার শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও আমি এক আঘাতে ওই শূয়োর ছানাটার ওপর পুরো অস্ত্রটা বসিয়ে দিতে পারবো না। তুমি কি চেষ্টা করে দেখতে চাও?

ওয়াটসন বললেন—কোনোমতেই না। কিন্তু কেন তা করতে গেলে বল তো?

কারণ আমার ধারণা উডম্যানস লির মামলার সঙ্গে এ ব্যাপারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এই যে হপকিন্স, কাল রাতে তোমার টেলিগ্রাম পেয়েছি। তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। এসো, এসো, লেগে যাও।

আগন্তুক লোকটি দেখা গেল অত্যন্ত তৎপর। তার বয়স ত্রিশ, পরণে ট্যুইডের অনাড়ম্বর স্যুট হলেও ইউনিফর্মে অভ্যস্ত পুলিশ কর্মচারীর ঋজু ভঙ্গি তার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারা গেল। সে হল স্ট্যানলি হপকিন্স। এক তরুণ পুলিশ অফিসার যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হোমসের উচ্চ ধারণা ছিল। আর সেও বিখ্যাত বেসরকারি গোয়েন্দাটির বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ছাত্রসুলভ প্রচুর সম্মান পোষণ করতো ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। পরম হতাশার সঙ্গে হপকিন্স বসে পড়ল, তার দুই ভ্রূ ঘন হয়ে উঠল। বলল, আজ্ঞে না, ধন্যবাদ স্যর, আমি প্রাতরাশ শেষ করে এসেছি। রাতটা শহরে কাটিয়েছিলাম, আর কাল অফিসে ফিরে রিপোর্ট করতে হয়েছে।

কী রিপোর্ট করলে?

আজ্ঞে ব্যর্থতার, চরম ব্যর্থতার।

একটুও অগ্রসর হতে পারো নি?

আজ্ঞে না।

হায় হায়! তাহলে তো আমার একটু চেষ্টা করে দেখতে হবে।

ঈশ্বরের দোহাই, তাই করুন, মি. হোমস! এই প্রথম একটা বড়গোছের সুযোগ আমার হাতে এসেছে, অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না। আসুন আসুন, সাহায্য করুন।

www.pathagar.com

জানো, সাক্ষ্য প্রমাণ যা পাওয়া গেছে সব আমি বেশ যত্ন করে পড়েছি, করোনারের রায়টাও। ভালো কথা, যে থলেটা ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে কী বুঝলে? কোনো সূত্রই কি নেই?

অভাক হলে হপিকন্স। বলল, কেন ওটা তো ওর নিজেরই, ওর নামের আদ্যক্ষর পর্যন্ত ওতে রয়েছে। তাছাড়া ওটা সিলের চামড়ায় তৈরি—আর জানেনই তো, লোকটি ছিল নাবিক।

কিন্তু কোনো পাইপ আমরা পাই নি। বলতে কী, বিশেষ ধূমপান সে করত না। হয়তো বন্ধুদের জন্যে কিছু তামাক সঙ্গে রাখত।

তাই হবে নিশ্চয়ই। কথাটা এইজন্যে তুললাম যে, আমি যদি তদন্ত করতাম তাহলে এই ব্যাপার নিয়ে শুরু করতাম। যাই হোক ড. ওয়াটসন এ মামলার কিছুই জানেন না এবং ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছিল তা আবার নোতুন করে শুনলে আমারও ভালোই হবে। সংক্ষেপে, শুধু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোই শোনাও দেখি।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে হপকিন্স বলল—কয়েকটা তারিখ এখানে লিখে রেখেছি, তা থেকে মৃত ক্যাপ্টেন পিটার কেরির কর্মজীবন সম্বন্ধে জানতে পারেন। ১৮৪৫ খ্রি. তার জন্ম অর্থাৎ বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ। লোকটি ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসী এবং সিল ও তিমি শিকারি হিসেবে সার্থক। ১৮৮৩ খ্রিঃ জান্ডির সিল শিকারের বাষ্পীয় পোত "সি ইউনিকর্ন"-এর ক্যাপ্টেন ছিল সে। তারপর পর পর অনেকগুলো অভিযানে সাফল্য লাভ করে এবং অবসর নেয় পরের বছর, ১৮৮৪ খ্রি.। তারপর কয়েক বছর দেশ ভ্রমণে কাটায়। তারপর সাসেক্সের ফরেস্ট রোর কাছে অনেকটা জায়গা শুদ্ধ উড্‌ম্যান্‌স্ লি নামে একটা ছোট্ট বাড়ি কিনে ছয় বছর বাস করে মারা যায়, আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে। লোকটির মধ্যে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণ জীবন যাত্রায় সে ছিল অত্যন্ত গোঁড়া, কথাবার্তা বিশেষ বলতো না, গোমড়া হয়ে থাকতো। তার সংসারে ছিল স্ত্রী, কুড়ি বছর বয়সের এক মেয়ে আর দুই দাসী। দাসীরা কিছুতেই টিকত না, কারণ পরিস্থিতি আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না এবং মাঝে মাঝে সহনসীমার অতীত হয়ে উঠত। লোকটি মাঝে মাঝে নেশা করত। এবং যখন নেশা করতো সাক্ষাৎ শয়তান হয়ে উঠতো সে। মাঝরাতে স্ত্রীকে আর মেয়েকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে পার্কের ভিতর দিয়ে চাবুক মারতে মারতে তাড়িয়ে বেরিয়েছিল যতোক্ষণ না তাদের চিৎকারে সমস্ত গ্রামের লোক বাড়ির গেটের কাছে এসে জমা হয়। দুর্ব্যবহারের জন্যে পল্লীযাজক একবার তাকে মৃদু শাসন করতে এলে তাঁকেও প্রহার করে বসে। এ জন্যে সমন দেওয়া হয় তাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পিটার কেরির মতো ভয়ঙ্কর মানুষ সহজে চোখে পড়ে না। শুনেছি জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবেও তার চরিত্র এই ধরনেরই ছিল। সেখানে তার নাম হয়েছিল ব্ল্যাক পিটার। নামটা শুধু তার গায়ের রং আর কালো দাড়ির জন্যেই নয়, তার ভয়ঙ্কর মেজাজের জন্যেও বটে। বলা বাহুল্য প্রতিবেশীরা সবাই তাকে ঘৃণা করত আর এড়িয়ে চলত এবং তার এইভাবে মৃত্যুর জন্যে কাউকেই একটুও দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায় নি। করোনারের বিচারের সময় লোকটির "কেবিন" সম্বন্ধে আপনি শুনে থাকবেন মি. হোমস, কিন্তু আপনার বন্ধু হয়তো শোনেন নি। একটা কাঠের বার বাড়ি সে তৈরি করিয়েছিল সেটাকে সে কেবিন বলতো। বাড়ি থেকে কয়েকশো গজ তফাতে এটা করিয়েছিল। সেখানেই সে রাতে শুতো। ছোটখাটো একটা মাত্র ঘর নিয়ে সেই কুটির, লম্বায় চওড়ায় ষোলফুট আর দশ ফুট। চাবি নিজের পকেটে রাখতো। বিছানা নিজেই পাততো, আর সাফ-সুফ করত, এবং কাউকেই সে বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে দিত না। দুই দিকে ছোট ছোট জানলা ছিল পর্দা দিয়ে ঢাকা। কোনো সময়েই খুলতো না। একটা জানলার মুখ ছিল বড় রাস্তার দিকে, রাতে সেখান দিয়ে আলো দেখতে পেয়ে লোকজন সেদিকে নির্দেশ করতো, ভাবতো ব্ল্যাক পিটার কি করছে কে জানে। করোনারের বিচারে যে কয়েকটা স্পষ্ট তথ্য মিলেছে তার একটা ওই জানলা থেকেই।

হয়তো মনে আছে, খুনের দুদিন আগে স্লেটার নামে এক পাথরের মিস্ত্রি বেলা একটা নাগাদ ফরেষ্ট রো থেকে আসতে আসতে থেমে দাঁড়িয়ে গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে একটা চৌকো আলো দেখতে পায়। সে হলপ করে বলতে পারে খড়খড়ি দিয়ে একটা মানুষের মুখ-ফেরানো

www.pathagar.com

ছায়া পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল। এবং পিটার কেরিকে সে ভালো করেই চিনত, এ চিত্র যে তার নয় এ কথাও সে জোর করেই বলতে পারে। ছবিটা এক দাড়িওয়ালা মানুষের, কিন্তু সে দাড়ি ছোট, খোঁচা—খোঁচা আর সামনের দিকে ফেরানো, ক্যাপ্টেনের দাঁড়ি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অবশ্য এটা তার কথা, এবং দুটো ঘন্টা সে সরাইখানায় কাটিয়ে এসেছিল। তাছাড়া রাস্তা থেকে জানলাটার দূরত্ব বেশ খানিকটা! এ হল সোমবারের কথা, আর অপরাধটা ঘটে বুধবারে।

মঙ্গলবার পিটার কেরির মেজাজটা ছিল অত্যন্ত রুক্ষ, প্রচুর মদ খেয়ে সে একেবারে বন্য জন্তুর মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। সন্ধের পর সে চলে যায় তার কেবিনে। তার মেয়ে জানলা খুলে শুতো। রাত দুটো নাগাদ মেয়েটি কেবিনের দিক থেকে এক অতি বীভৎস চিৎকার শুনতে পায়। কিন্তু এ ব্যাপারটা তার কাছে নতুন ছিল না। উন্মত্ত অবস্থায় পিটার প্রায়ই অমনটি করে থাকে। তাই এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। সকাল সাতটার সময় এসে একজন দাসী দেখে কেবিনের দরোজা খোলো, কিন্তু সবাই ক্যাপ্টেনকে এমনই ভয় করতো যে বেলা দুপুরের আগে কেউ ভরসা করে দেখতে যায় নি তার কী হয়েছে। খোলা দরোজা দিয়ে উঁকি মেরে যে দৃশ্য ওরা দেখল তাতে তারা রক্তশূন্য মুখে গ্রামের পথে দৌড়তে শুরু করল। এর এক ঘন্টার মধ্যে আমি সেখানে হাজির হই এবং মামলাটা হাতেই নিই।

আমার স্নায়ু দুর্বল নয়, এ আপনি ভালো করে জানেন মি. হোমস। কিন্তু বিশ্বাস করুন, উঁকি মেরে সে দৃশ্য দেখে রীতিমতো কেঁপে উঠেছিলাম আমি। রাশি রাশি মাছির ভনভনানিতে যেন হার্মোনিয়ামের মতো আওয়াজ হচ্ছিল, আর দেওয়ালগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যে কসাইখানা। নাম দিয়েছে কেবিন। তা কেবিনই বটে, কারণ দেখলে মনে হবে যেন কোনো জাহাজের কেবিনই। একদিকে একটা বাক্স, একটা নাবিকের সিন্দুক, মানচিত্র, নক্সা, 'সী ইউনিকর্ণ' জাহাজের একটা ছবি, একসার জাহাজের হিসেবের খাতা—ঠিক যেমন জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরে দেখা যায়। আর মাঝখানে আছে মানুষটি নিজে, তার মুখে বিকৃতির চিহ্ন। কোনো পতিত আত্মা যেন যন্ত্রণা ভোগ করছে। একটা ইস্পাতের হারপুন তার প্রশস্ত বুক ভেদ করে গভীরভাবে দেওয়ালের কাঠে গিঁথে গেছে, যেন কোনো পোকা, কাঠি দিয়ে আটকানো। বলা বাহুল্য সে মারা গেছে—মৃত্যু হয়েছে যে মুহূর্তে, সে সেই অন্তিম চিৎকার করে উঠেছিল।

আপনার পদ্ধতিতো আমার জানা ছিল, তাই প্রয়োগ করলাম। কোনো কিছু নাড়াচাড়া করতে বারণ করবার আগে আমি বাইরের মাটিটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম। কিন্তু কোথাও কোনোও পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

মানে বলতে চাও তোমার চোখে পড়ে নি কেমন? হোমস কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন।

নিশ্চিত জানাবেন স্যর, কোনো পায়ের চিহ্নই ছিল না। দেখো বাপু, অনেক অপরাধের তদন্ত করেছি, কিন্তু কোনো নজির আমি পাই নি যে ক্ষেত্রে কোনো উড়ন্ত প্রাণী এসে খুন করে গেছে। অপরাধী যদি দুজন হয়ে থাকে, তাহলে অতি অবশ্যই কোনো ছড়ে যাওয়ার দাগ বা ঈষৎ নড়াচাড়ার চিহ্ন থাকবে এবং বিজ্ঞানসম্মত তদন্তে তা ধরা পড়তে বাধ্য। রক্তমাখা ঘরটায় এমন কোনো চিহ্ন থাকবে না যা কাজে লাগতে পারে এ একেবারেই অবিশ্বাস্য। করোনারের মামলা ডেকে জানলাম যে এমন কিছু জিনিস ওখানে ছিল যা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি।

হোম্‌সের বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্যে ইন্সপেক্টর কুঁকড়ে গেল একেবারে। বলল, খুব বোকামি করেছি মি. হোমস সেই সময়ে আপনাকে ডেকে না এনে। যাই হোক তা ভেবে আর লাভ নেই।

তবে, এ আমি বুঝতে পারছি যে হত্যাকারী পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে এই বই ফেলে গেছে। দরোজার কাছে পড়ে ছিল এটা।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—মৃতের জিনিসপত্রের মধ্যে এইসব দলিলের একটাও পাওয়া যায় নি তো?

আজ্ঞে না?

চুরির সন্দেহ হয় কি? হোম্‌সের প্রশ্ন।

আজ্ঞে না। কোনো কিছুই ছোঁয় নি মনে হয়।

ভারী উপাদেয় মামলাটাতো! আচ্ছা, ছুরি ছিল তো? না কি তাও না?

একটা ছুরি, কিন্তু খোলা নয়, বন্ধ করা। মৃতের পায়ের কাছে পড়ে ছিল সেটা। স্বামীর সম্পত্তি বলে মিসেস কেরি সেটা সনাক্ত করেছেন।

কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন হোমস। তারপর বললেন, দেখতে হবে গিয়ে।

আনন্দসূচক একটা শব্দ হপকিন্সের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। বলল, একটা গুরুভার তাহলে আমার মন থেকে নেমে যাবে স্যর!

ইন্সপেক্টরের দিকে তর্জনী তুলে হোমস বললেন, এক সপ্তাহ আগে যদি বলতে, ব্যাপারটা অনেক সহজ হতো। যাইহোক তাহলেও হয়তো এখনও কিছু কাজ হতে পারে। সময় পাও তো চল না ওয়াটসন, ভারী খুশি হবো তাহলে। গাড়ি ডাকো হপকিন্স, মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা ফরেস্ট রো-য় যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

ছোট স্টেশনটায় গাড়ি থেকে নেমে কয় মাইল বনপথের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে হোমসরা চললেন। সেই বিরাট বনের একাংশ এটা যেটা স্যাক্সন যোদ্ধাদের ঠেকিয়ে রেখেছিল। অভেদ্য এই বন ষাট বছর ধরে ব্রিটেনের পক্ষে প্রতিরোধের কাজ করেছিল। বনের বৃহৎ বৃহৎ অংশ কেটে কেটে ফেলা হয়েছিল, দেশের প্রথম লোহার কারখানা বসেছিল এখানে। তখন গাছপালা কাটা হয়েছিল আকরিক লোহা গলানোর জন্যে। আজকাল উত্তরের অধিকতর উর্বর অঞ্চলে ব্যবসার কেন্দ্র সরে গেছে, অতীতের সমৃদ্ধির সাফল্য বহন করছে গাছপালার এই ভগ্ন শাখা আর মাটিতে এই বড় বড় গর্ত। এইখানে পাহাড়ের সবুজ ঢালের উপরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ছিল ঘন নীচু পাথরের বাড়ি যেখানে যেতে হলে এক বাঁকা পথ ধরতে হতো। রাস্তা থেকে অপেক্ষাকৃত নিকটে তিনদিক গাছপালায় ঘেরা একটা ছোট বার-বাড়ি ছিল, বাড়িটার একটা জানলা আর দরোজাটার মুখ ছিল এই দিকে। মৃত্যুর ঘটনাস্থল হল এটা।

স্ট্যানলি হপকিন্স প্রথমে হোমসদের মূল বাড়িটায় নিয়ে গিয়ে এক পাকা চুলো স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তাঁর গায়ের কালো রং, ভাঁজ-পড়া মুখ আর লাল আভা ঘেরা চোখের গভীরতায় যে আতঙ্কের দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল তা লক্ষ্য করে বুঝতে অসুবিধা হল না জীবনে কতো কষ্ট আর দুর্ব্যবহার তিনি পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর মেয়েটিও। মেয়েটি ফ্যাকাসে, সুন্দর তার চুল। তার দু-চোখ বেপরোয়ার ভঙ্গিতে জ্বলে উঠল। যখন সে বলল বাবা মারা যাওয়ায় সে খুশি, এবং হত্যা যে করেছে তাকে সে ধন্যবাদ জানাল। কী সাংঘাতিক সংসারই না ব্ল্যাক পিটার তৈরি করেছিল। ফিরে যাবার সময় রোদ মাখা মাঠ পেরিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া হল।

বার বাড়িটা অত্যন্ত সাদাসিধে, তার দেয়াল কাঠের একটা মাত্র ছাদ তাতে। একটা জানলা দরজার পাশে, আর একটা বিপরীত দিকে। পকেট থেকে চাবি বার করে হপকিন্স তালাটার দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু হঠাৎ থেমে পড়ল সে, মুখে বিস্ময়ের আর মনোযোগের ছবি। বলল, নিশ্চয়ই কেউ এখানে হাত লাগিয়েছে।

সন্দেহ নেই, তাতে। কাঠের ওপর দাগ,-রং করা কাঠের ওপর আঁচড়ের সাদা দাগ এমন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে যে মনে হয় যেন এইমাত্র তার সৃষ্টি হয়েছে। জানালাটা পরীক্ষা করছিলেন হোমস, বললেন—এটাও কেউ জোর করে খোলবার চেষ্টা করেছে দেখছি, সে যেই হোক, কিন্তু সফল হয় নি। বিশেষ পাকা চোর সে নয় মনে হচ্ছে।

ইন্সপেক্টর বলল—ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। জোর করে বলতে পারি এই দাগগুলো কাল সন্ধ্যেয় ছিল না।

ওয়াটসন বললেন—গ্রামের কোনো কৌতূহলী লোকের কাজ হয়তো!

হপকিন্স বললেন—মোটেই তা মনে হয় না। গ্রামের লোক এখানে আসতেই সাহস করবে না, তো তালা ভেঙে ঘরে ঢুকতে চাইবে কি। আপনি কী মনে করেন মি. হোমস?

www.pathagar.com

আমি মনে করি ভাগ্য আমাদের ওপর অত্যন্ত সদয় হয়ে উঠেছে—হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন।

হপকিন্স বললেন—মানে, বলতে চান যে আবার সে আসবে?

খুবই সম্ভব তা। দরোজাটা খোলা পাবে এই আশায় সে এসেছিল, একটা ছোট ছুরি দিয়ে খোলবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি। এখন তাহলে কী করবে সে?

আর ভালো একটা যন্ত্র নিয়ে আবার পরদিন আসবে। আমারও তাই মনে হয়। তখন যদি ধরতে না পারি তো সে দোষ আমাদের। আপাতত কেবিনের ভিতরটা একটু খোঁজ করে দেখা যাক।

হত্যাকাণ্ডের নিদর্শনগুলো সরিয়ে ফেলা হলেও ছোট ঘরটায় আসবাবপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে। একে একে সমস্ত জিনিসগুলো হোমস অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে দুই ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল না সে পরীক্ষা ফলবতী হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একবার তিনি একটু থেমেছিলেন। বলেছিলেন, 'এ শেলফ্‌টা থেকে কি কোনো কিছু তুমি সরিয়েছো হপকিন্স?'

না, কোনো কিছুই না।

কোনো বস্তু কিন্তু সত্যিই সরানো হয়েছে, কারণ অন্যান্য জায়গার থেকে এখানে ধুলো কম। এক পাশে রাখা কোনো বই হয়তো সেটা, কিংবা হয়তো কোনো বাক্স। আর কিছু করবার নেই একানে। এসো ওয়াটসন, এই বনের মধ্যে একটু বেড়াই। পাখি আর ফলগুলো লক্ষ্য করছিলেন হোমসরা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। হপকিন্স, পরে আবার আমাদের এখানে দেখা হবে, দেখবো রাতের আগন্তুকের কাছাকাছি হতে পারি কি না।

কোথায় লুকিয়ে হোমসরা হঠাৎ আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে থাকবেন সেটা যখন ঠিক হল, রাত তকন এগারোটার বেশি। হপকিন্সের ইচ্ছে দরোজাটা খুলে রাখে, কিন্তু হোমস বলেন—তাতে আগন্তুকের মনে সন্দেহ জাগবে। তালাটা খুবই সাধারণ, কোনো শক্ত জিনিস দিয়ে সহজেই খোলা সম্ভব। তাছাড়া হোমস বললেন—ঘরের ভিতরে নয়, আমরা লুকিয়ে থাকবো বাইরে, দূরের জানলাটার কাছে যে ঝোপ, তার মধ্যে। এর ফলে আমরা ওকে লক্ষ্য করতে পারবো যদি ও আলো জ্বালে। বুঝতে পারবো কেন ও চোরের মতো এই রাতের অভিযানে বেরিয়েছে।

দীর্ঘ এই প্রহরা অত্যন্ত ক্লান্তিকর হয়ে উঠল বটে, কিন্তু তাহলেও, সেই উত্তেজনা এর মধ্যে ছিল যা শিকারি অনুভব করে যখন জলাশয়ের ধারে তৃষ্ণার্ত জন্তুর প্রতীক্ষায় থাকে। কে সেই বন্যপ্রাণী যে এই অন্ধকারের মধ্যে চোরের মতো হোমসদের দিকে এগিয়ে আসবে? এ কি অপরাধ জগতের কোনো ভয়ঙ্কর বাঘ, যে দাঁত দিয়ে থাবা দিয়ে ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের পর তবে হার মানবে, না কি কোনো শিয়াল, যে চাপা রাগে এগিয়ে আসছে, কোনো দুর্বল বা অসতর্ক মানুষের পক্ষেই যে বিপজ্জনক? সম্পূর্ণ নিঃশব্দে হোমসরা সেখানে ওৎ পেতে তার প্রতীক্ষায় রইলেন। দেরিতে ফেরা কথাবার্তার শব্দে হোমসদের প্রহরার কাজ প্রথমটায় হালকা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এসব বাধা একে-একে কেটে গিয়ে পরম স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। শোনা যাচ্ছে কেবল সময়-জানানো দূরবর্তী গির্জার ঘণ্টাধ্বনি আর গাছপাতার আড়ালে হোমসরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছন তার ওপর হালকা বৃষ্টিপাতের শব্দ।

ঢং ঢং আড়াইটে বাজল। ভোরের আগের সবচেয়ে অন্ধকার সময় এখন। হঠাৎ একটা নিচু তীক্ষ্ণ শব্দ গেটটার কাছ থেকে এসে আমাদের চমকে দিল। কোনো লোক তাহলে প্রবেশ করেছে। আবার দীর্ঘ স্তব্ধতা। ওয়াটসন ভাবলেন, হয়তো অন্য কিছুর শব্দ। ওয়াটসনের কানে এল স্পষ্ট। আর পরমুহূর্তেই আঁচড়ের, আর ক্লিক করে একটা ধাতব শব্দ। তালাটা খোলার চেষ্টা করছে সে! হয় তার ক্ষমতায় ভালোভাবে কাজ হাসিল করেছে বা ভালো যন্ত্র নিয়ে এসেছে কারণ হঠাৎ কজা খোলার শব্দ শুনতে পেলেন হোমসরা। তারপর একটা দেশলাই জ্বলে উঠল এবং এক মুহূর্ত পরেই মোমবাতির স্থির আলোয় ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। গাছপালার যে যবনিকার পেছনে হোম্‌সরা ছিলেন তার অন্তরাল থেকে তাদের দৃষ্টি সেখানে নিবদ্ধ হল।

www.pathagar.com

নৈশ অতিথিটি ক্ষীণকায় এক তরুণ গোঁফ কালো হওয়ায় মুখের রক্তহীনতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। বয়স বছর কুড়ির বেশী হয়তো নয়। কোনো মানুষকে এমন ভয় পেতে দেখেন নি ওয়াটসন। তার দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হচ্ছে সারা শরীর কাঁপছে। নরফোক জ্যাকেট আর নিকার বোকারো ভদ্র বেশে সে এসেছে মাথায় কাপড়ের টুপি। লক্ষ করা গেল তার সন্ত্রস্ত চোখে চারদিকে দৃষ্টিপাত করা। তারপর সে মোমবাতিটা টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। ফিরে এল একটা মস্ত বই নিয়ে, এটা হল শেলফের ওপরে সারিবদ্ধ ডায়েরিগুলোর একটা। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে ডায়েরির পাতাগুলো ওল্টাতে লাগল, থামল যখন যেটা চাইছিল সেটা দেখতে পেল। তার হাত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মুষ্টিবদ্ধ হল, বইটা সে বন্ধ করে রেখে এসে নিভিয়ে দিল বাতিটা। কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় হপকিন্স আচমকা তার কলার চেপে আতঙ্কে খাবি খেয়ে উঠল সে, মুহূর্তে বুঝতে পারল সে ধরা পড়েছে। আবার জ্বালা হল বাতিটা। দেখা গেল লোকটা হপকিন্সের আওতায় কাঁপছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে। সিন্দুকের ওপর বসে পড়ে সে হতাশভাবে একে একে আমাদের দিকে তাকাল।

হপকিন্স বলল, আচ্ছা বেশ, বল তো বাপু তুমি কে, কী চাও এখানে?

নিজেকে সামলে নিল লোকটি, চেষ্টা করল স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়ে আনতে। বলল, আপনারা নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ তাই না? ভেবেছেন ক্যাপ্টেন পিটার কেরির মৃত্যুর সঙ্গে আমার যোগসূত্র আছে, তাই না? জেনে রাখুন, ও বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

হপকিন্স বলল—সে দেখা যাবে। আগে বলো তোমার নাম কী?

জন হপলি নেলিগ্যান।

হোমস আর হপকিন্সের দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় হল।

কী করছ এখানে?

উত্তরটা কি আপনারা গোপন রাখবেন?

না, নিশ্চয়ই না।

কিন্তু কেন উত্তর দেব?

না যদি দাও তো এই উত্তর না দেওয়াটা বিচারের সময় তোমার বিরুদ্ধে যাবে।

কুঁকড়ে গেল ছেলেটি একথা শুনে। বলল, আচ্ছা বলছি। কেনই বা বলবো না? কিন্তু কী জানেন, এই কেলেঙ্কারির আবার নতুন করে প্রচার হোক এ আমার একটুও ইচ্ছে নয়। "ডসন এ্যান্ড নেলিগ্যান"-এর নাম শুনেছেন?

হপকিন্সের মুখ দেখে বোঝা গেল সে শোনে নি, কিন্তু হোমস অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওয়েস্ট কান্ট্রির"র ব্যাঙ্কারের কথা বলছো, যারা দশ লক্ষ পাউন্ড দিতে পারে নি, কর্ণওয়ালের গ্রাম্য অধিবাসীদের অর্ধেকের সর্বনাশ করেছিল আর নেলিগ্যান পালিয়ে গিয়েছিল?

ঠিক বলেছেন। সেই নেলিগ্যানের ছেলে আমি।

এতোক্ষণে হোমসরা কিছু সূত্র পেলেন। যদিও এক পলাতক ব্যাঙ্কার আর দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে খুন হওয়া ক্যাপ্টেন পিটার কেরির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে প্রচুর ফাঁক আছে। ছেলেটির বক্তব্য হোমসরা মন দিয়ে শুনতে লাগলেন।

ছেলেটি বলে চলল—ব্যাপারটা অবশ্য আমার বাবাকে নিয়েই, কারণ ডসন অবসর নিয়েছিলেন। আমার বয়স তখন মাত্র দশ বছর। কিন্তু তাহলেও এর লজ্জা এর ভয়াবহতা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। কেবলই শুনে এসেছি যে, আমার বাবা সমস্ত দলিল চুরি করে পালিয়েছেন। কথাটা সত্য নয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল সময় পেলে তিনি সমস্ত টাকা আদায় করে সব পাওনাদারদের মিটিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্ট বেরোবার ঠিক আগেই তিনি তাঁর ছোট ইয়টটা নিয়ে নরওয়ে অভিমুখে বেরিয়ে পড়েন। সেই শেষ রাতের কথা আমার মনে পড়ে যখন তিনি মা-র কাছে বিদায় নেন। যেসব কাগজ নিয়ে যাচ্ছেন তার একটা তালিকা মায়ের কাছে দিয়ে শপথ করে বলেন, সমস্ত বদনাম কাটিয়ে আবার ফিরে আসবেন তিনি। এবং যাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তাঁরা ঠকবেন। কিন্তু তারপরে আর তাঁর কোনো

www.pathagar.com

খবর আমরা পাই নি। ইয়টটার সঙ্গে তিনিও একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। মায়ের আর আমার বিশ্বাস, তাঁকে আর কাগজপত্রগুলো নিয়ে ইয়টটা সমুদ্রের তলায় চলে গেছে। এক অকৃত্রিম বন্ধু আমাদের ছিলেন, এক ব্যবসায়ী তিনি। কিছুদিন আগে তিনি জানতে পারেন যে যেসব কাগজপত্র বাবার সঙ্গে ছিল তার কয়েকটা লন্ডনের বাজারে দেখা দিয়েছে। এখবরে আমরা অবাক হয় গেছিলাম। মাসের পর মাস আমি সেগুলোর খোঁজে কাটালাম অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারলাম, এই কুটিরের মালিক ক্যাপ্টেন পিটার কেরিই প্রথম এগুলো বাজারে বিক্রি করেন। ফলে, স্বভাবতই তখন আমি তাঁর সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর করলাম। জানতে পারলাম তিনি ছিলেন তিমি শিকারের এক জাহাজে, উত্তরমেরু অঞ্চল থেকে তাঁর যে সময়ে ফেরবার কথা সেই সময়েই আমার বাবা সমুদ্র পেরিয়ে নরওয়ে অভিমুখে এগিয়ে যান। সে সময়ে শরৎকালে প্রচুর ঝড়-ঝঞ্ঝা হয়েছিল, দক্ষিণ থেকে পর পর প্রবল ঝড় আসছিল। সুতরাং বাবার ইয়টের পক্ষে সেই ঝড়ে উত্তরাঞ্চলে ছিটকে গিয়ে ক্যাপ্টেন পিটার কেরির জাহাজের সংস্পর্শে আসার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। তাই যদি, আমার বাবার তাহলে কী হয়েছে? পিটার কেরির সাক্ষি থেকে যদি জানতে পারি কীভাবে ওই কাগজগুলো বাজারে এলো, তাহলেই প্রমাণ হবে যে বাবা সেগুলো বিক্রি করেন নি, বা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেন নি।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করবো বলে আমি সাসেক্সে এলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তাঁর ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়। করোনারের তদন্তে তাঁর কেবিনের বর্ণনা আছে। তাতে বলা হয়েছে তাঁর জাহাজের পুরোনো দিনের ডায়েরিগুলো সব সেখানে রাখা আছে। তখন আমার মনে হল "সি ইউনিকর্ন" জাহাজে ১৮৮৩ খ্রি. অগাস্ট মাসে কী হয়েছিল যদি তা জানতে পারি তাহলে হয়তো আমার বাবার ভাগ্য-রহস্যের নিরসন হতে পারে। কাল আমি এসেছিলাম ডায়েরিগুলো দেখবো বলে, কিন্তু দেখলাম, সেই পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এই সময়েই আমি আপনাদের হাতে ধরা পড়ি।

আর কিছু তোমার বলবার আছে? হপকিন্স জিজ্ঞাসা করল।

না, আর কিছু নেই। কথাটা বলতে গিয়ে সে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল।

এ ছাড়া আর কিছুই তোমার বলবার নেই তো?

ইতস্তত করতে লাগল ছেলেটি। তারপর বলল, না।

গত রাতের আগে কখনও তুমি এখানে আসো নি?

না।

তাহলে এটার ব্যাপারে তোমার কী বলবার আছে?

তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল হপকিন্স সেই নোটবুকটা হাতে তুলে। নোটবুকটার প্রথম পৃষ্ঠায় তার নামের আদ্যক্ষরগুলো। আর মলাটে রক্তের দাগ।

ছেলেটি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দুই হাতে মুখ ঢেকে সে সর্বাঙ্গে কাঁপতে লাগল। যন্ত্রণাসূচক কণ্ঠে বলল—ওটা আপনি কোথায় পেলেন? আমি জানতাম না, ভেবেছিলাম বুঝি ওটা আমি হোটেলেই হারিয়ে ফেলেছি।

ব্যস্, ঠিক আছে। এরপর যদি তোমার কিছু বলবার থাকে তো আদালতেই বলবে। চল, এখন আমার সঙ্গে থানায়, হাঁটতে হাঁটতে। আমার সাহায্যে এখানে আসবার জন্যে আপনাকে আর আপনার বন্ধুকে ধন্যবাদ মি. হোমস। দেখা যাচ্ছে আপনাদের উপস্থিতির কোনো প্রয়োজনই ছিল না, আপনাদের সাহায্য না পেলেও আমি এ মামলার সমাধান করতে পারতাম। কিন্তু সে যাই হোক আমি এখন খুবই ব্যস্ত। ব্রাম্বলটাই হোটেলে আপনাদের জন্যে ঘর নেওয়া আছে, চলুন বেড়াতে বেড়াতে গ্রামে যাওয়া যাক।

পরদিন সকালে ফেরার পথে হোমস বললেন—আচ্ছা ওয়াটসন, তোমার কী মনে হয় বল তো?

দেখছি যে তুমি ব্যাপারটায় ঠিক নিশ্চিত হও নি। হ্যাঁ, ওয়াটসন, নিশ্চিত হয়েছি বৈকি, সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছি। কিন্তু সেইসঙ্গে হপকিন্সের ব্যাপারে হতাশ হয়েছি আমি। অনেক বেশি ওর কাছে আশা করেছিলাম। একটা সম্ভাব্য বিকল্পের সন্ধানে থাকতে হয় এবং তা খণ্ডন করতে

www.pathagar.com

হয়, ফৌজদারি তদন্তের প্রথম নিয়মই হল এই।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিকল্পটা কী?

সেটা হল, যে সূত্রটা ধরে আমি অগ্রসর হচ্ছি।

হয়তো কিছুই পাব না, কে বলবে। কিন্তু তাহলেও দেখব শেষপর্যন্ত।

বেকার স্ট্রিটে হোম্‌সের জন্যে অনেকগুলো চিঠি অপেক্ষা করেছিল। একটা চিঠি তুলে নিয়ে খুলে ফেললেন সেটা। আর সঙ্গে সঙ্গে বিজয়সূচক মুচ্‌কি হাসি হেসে উঠলেন।

বাঃ, চমৎকার, ওয়াটসন! বিকল্পটা দিব্যি এগিয়ে চলেছে। টেলিগ্রামের ফর্ম আছে? লেখো তো গোটা-দুয়েক খবর—সামনীর, শিপিং এজেন্ট, র‍্যাটক্লিক হাইওয়ে। তিনজন লোক বেলা দশটায় পাঠাও—বেসিল। ও অঞ্চলে ওইটিই আমার নাম। আর একটা হচ্ছে, স্ট্যানলি হপকিন্স, ৪৬ লর্ড স্ট্রিট, ব্রিক্সটন। "কাল বেলা সাড়ে ন'টায় প্রাতরাশে এসো। জরুরি। আসতে না পারলে টেলিগ্রাম করবে।—শার্লক হোমস।" এই মামলাটা আমার ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসেছিল, এবার একেবারে জেড়ে ফেললাম। আশাকরি কালই এর শেষটা শুনতে পারবো।

ঠিক উল্লিখিত সময়ে হপকিন্স এসে হাজির। মিসেস হাডসনের তৈরি চমৎকার খাদ্যে সবাই বসে পড়লেন।

তরুণ ডিটেকটিভ সাফল্যে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যিই কি তুমি মনে করো তোমার সমাধানটাই ঠিক?

হপকিন্স বলল—এর চেয়ে ভালো সমাধান তো কল্পনাই করতে পারি না।

হোমস বললেন—আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।

অবাক করলেন! এর বেশি আর কী প্রমাণ আপনি চাইতে পারেন শুনি?

তোমার বিশ্লেষণে কি সমস্ত ঘটনাগুলোই যথাযথ ধরা পড়েছে? নিঃসন্দেহে জেনেছি তরুণ নেলিগ্যান ঠিক হত্যাকাণ্ডের দিনেই ব্রামবলটাই হোটেলে আসে, গলফ খেলবার ছুতো নিয়ে। ওর ঘর ছিল নিচের তলায়। ইচ্ছেমতোই সে বেরিয়ে পড়তে আর ফিরে আসতে পারত। সেই রাতেই সে যায় উডম্যানস লিতে, পিটার কেরিকে তার কেবিনে দেখে, তার সঙ্গে ঝগড়া করে এবং শেষপর্যন্ত তাকে হারপুণ দিয়ে হত্যা করে। তারপর কৃতকর্ম লক্ষ করে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যায় কেবিন থেকে। কিন্তু ফেলে যায় নোটবুকটা। সেটা সে এনেছিল বিভিন্ন কাগজ সম্বন্ধে পিটার কেরিকে প্রশ্ন করবে বলে। লক্ষ করে থাকবেন, কয়েকটি কাগজের নামের ওপর চিহ্ন দেয়া আছে। কিন্তু বেশিরভাগ গুলোতেই তা নেই। চিহ্নিত গুলোর লন্ডনের বাজারে সন্ধান মিলেছে, কিন্তু বাকিগুলো হয়তো তখনও পিটার কেরির কাছে আছে এবং তরুণ নেলিগ্যান্ তো নিজেই বলেছে, তার বাবার পাওনাদারদের টাকা মেটাবার জন্যে সেগুলো উদ্ধারের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পালিয়ে যাবার পর আর সে কিছুকাল কেবিনটার কাছে যেতে ভরসা করে নি। শেষপর্যন্ত আবার মনে জোর এনে ওখানে যায়, সে খবর যে পেতে চায় সেজন্যে। কেমন, এ সবই কি খুব সহজ সরল নয়, অত্যন্ত স্পষ্ট নয়? হপকিন্স থামতেই হোমস মাথা নেড়ে হেসে উঠলেন।

তারপর হোমস মাথা নেড়ে বললেন,—এ যুক্তিতে একটাই মাত্র বাধা, হপকিন্স! সেটা হল, এ একেবারেই অসম্ভব। কোনো দেহে কখনোও হারপুন গাঁথবার চেষ্টা দেখেছ? দেখো নি? হায়, হায়, এইসব খুঁটিনাটিগুলোই তো দেখবে ভালো করে। ওয়াটসনের কাছে জানতে পারবে, একদিন সমস্ত সকাল বেলাটাই আমার এই চেষ্টায় কেটেছে। মোটেই সহজ নয় ব্যাপারটা, বলিষ্ঠ হাত দরকার, প্রচুর অভ্যাস দরকার। আর এক্ষেত্রে এমন জোরের সঙ্গে করা হয়েছে যে হারপুনের ফলাটা দেওয়াল পর্যন্ত গভীরভাবে বিদ্ধ করেছে। ভাবতে পারো কি, যে ওই রোগা পটকা ছেলেটার পক্ষে অমন আঘাত সম্ভব? এ কি সেই লোক, যে ব্ল্যাক পিটারের সঙ্গে গভীর রাতে এক সঙ্গে থ্রি-এক্স রাম, পান করেছিল? দুরাত আগে কি এরই ছায়ামূর্তি জানলায় দেখতে পাওয়া গেছিল? না, না হপকিন্স, এ তোমার লোক নয়, এ অনেক বেশি জবরদস্ত কোনো লোকের কাজ। তাকেই ধরতে হবে আমাদের।

www.pathagar.com

হোমসের কথা শুনতে শুনতে তরুণ ডিটেকটিভ হপকিন্সের মুখ ক্রমেই লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। তার সমস্ত আশা সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা একেবারে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তবুও সে ঠিক করেছে বিনা যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করবে না। বলল আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে নেলিগ্যান সে রাত্রে ওখানে উপস্থিত ছিল। বইটা তার প্রমাণ। আমি তো মনে করি জুরিকে বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আমার হাতে আছে। যদিও আপনি তার মধ্যে একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া, দেখুন, আমার লোককে আমি ধরেছি, কিন্তু যে ভয়ঙ্কর লোকটির কথা আপনি বলছেন, কোথায় সে?

শান্তভাবে হোমস বললেন—মনে হচ্ছে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। রিভলবারটা এমন কোথাও রাখো ওয়াটসন যেখানে থেকে চট্ করে তুলে নিতে পারবে। উঠে পড়লেন তিনি। একটা লেখা কাগজ রাখলেন পাশের একটা টেবিলের ওপর। তারপর বললেন, হুঁ, এখন আমরা প্রস্তুত।

বাইরে থেকে রুক্ষ স্বরের কিছু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। মিসেস হাডসন দরোজাটা খুলে জানাল তিনজন লোক ক্যাপ্টেন বেসিলের খোঁজে এসেছে।

হোমস বললেন—নিয়ে এসো তাদের, একে একে। প্রথম লোকটি হচ্ছে ছোটখাটো, তার গায়ের রং লাল, সাদা তুলোর মতো জুলপী। একটি চিঠি হোমস পকেট থেকে বার করলেন।

জিজ্ঞাজা করলেন—নাম কী?

জেমস ল্যাঙ্কাস্টার।

অত্যন্ত দুঃখিত ল্যাঙ্কাস্টার, আর জায়গা নেই। কষ্ট করে এলে। এই নাও আধ পাউন্ড। এ ঘরটায় এসে দাঁড়াও দেখি কয়েক মিনিট।

দ্বিতীয় লোকটি লম্বা আর শুকনো শুকনো, পাতলা লম্বা চুল মাথায়, গাল বসা। নাম হিউ প্যাটিনস।

তাকেও আধ পাউন্ড দিয়ে নাকচ করা হল আর অপেক্ষা করতে বলা হল।

তৃতীয় ব্যক্তি যে এল, উল্লেখযোগ্য তার আকৃতি। একরাশ চুল দাড়ির ফ্রেমে বাঁধানো, যেন বুলডগের মতো একটা ভয়ঙ্কর মুখ। নেমে আসা দু পুরু কালো ভ্রুর নিচে কালচে দুটো চোখ ঝলমল করছে। স্যালিউট করে সে নাবিকের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল, টুপিটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে।

নাম কী? হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

প্যাট্রিক কেয়ার্নস।

হারপুণ শিকারি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পঁচিশটা অভিযানের অভিজ্ঞতা।

ড্যান্ডির লোক তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবিষ্কারের অভিযানে বেরোতে প্রস্তুত তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতো মাইনে আশা করো?

মাসে আট পাউন্ড।

এক্ষুনি বেরোতে পারবে?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কাগজপত্র সব এনেছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পকেট থেকে জীর্ণ, তৈলাক্ত কতোগুলো কাগজ বার করল সে। হোমস সেগুলো পরীক্ষার পর ফেরত দিলেন। বললেন—তোমার মতো লোকই আমার দরকার। ওই যে পাশের টেবিলে চুক্তিপত্র সই করে দিলেই হবে।

ঘরটার অপর প্রান্তে তাকিয়ে নিয়ে নাবিকটি কলম তুলে নিল। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল সইটা এখানে করব?

www.pathagar.com

ঝুঁকে পড়ে হোমস তার কাঁধের ওপর দিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে।

ইস্পাতের একটা ক্লিক শব্দ, আর তারপরেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো বিকট এক চিৎকার শোনা গেল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল হোমস আর নাবিক মেঝেয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। লোকটার গায়ে এতো জোর যে হোমস এমন কায়দা করে হাতকড়া লাগানো সত্ত্বেও হয়তো সে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবু করে ফেলতো হোম্সকে যদি না হপকিন্স ও ওয়াটসন তাড়াতাড়ি হোম্সকে সাহায্য করতেন। রিভালভারের ঠাণ্ডা নলটা ওর কপালে লাগাতে তবে ও বুঝল যে আর বাধা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। তারপরে তার দুই পা দড়ি দিয়ে বেঁধে হোমসরা উঠে পড়লেন।

শার্লক হোমস বললেন,—অত্যন্ত দুঃখিত হপকিন্স। ডিমগুলো হয়তো ঠাণ্ডাই হয়ে গেল। তবে প্রাতরাশের অন্যান্য খাবারগুলো হয়তো তুমি আয়েস করেই খেতে পারবে, এই ভেবে যে, মামলাটার ফয়সালা করেছো কী বলো?

বিস্ময়ে হপকিন্সের কথা বন্ধ হয়ে গেছিল। তার মুখ লাল হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত বলে উঠল, কী যে বলবো মি. হোমস। দেখা যাচ্ছে গোড়া থেকেই আমি খুব বোকার মতো কাজ করে এসেছি। ভুলে যাওয়া উচিত হয় নি, আপনি হচ্ছেন গুরু আর আমি শিষ্য। আপনি কী করলেন সে তো নিজের চোখেই দেখলাম। কিন্তু এখনও জানিনা কী করে করলেন, আর এ সবের তাৎপর্যই বা কী।

খোশ মেজাজে হোমস বললেন—আরে অভিজ্ঞতা দিয়েই তো আমরা শিখি। এ মামলায় তোমার শিক্ষা হল এই যে, বিকল্প কোনো সম্ভাবনা যে থাকতে পারে সেটা চিন্তা না করা। তরুণ নেলিগ্যানকে নিয়ে তুমি এতোই মেতে উঠেছিলে, যে পিটার কেরির প্রকৃত হত্যাকারী প্যাট্রিক কেয়ার্নস-এর কথা চিন্তার সময়ও তোমার একবারের জন্যেও হয় নি।

এই কথোপকথনের মধ্যে নাবিকটির কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল—দেখুন মশাই, এভাবে মার খাওয়ার জন্যে আমি কোনো নালিশ করছি না। কিন্তু তাহলেও কথাগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করবেন এটা আমি চাই। আপনি বললেন আমি পিটার কেরিকে হত্যা করেছি, কিন্তু বলা উচিত ছিল বধ করেছি। কথা দুটো মোটেই এক নয় মশাই। হয়তো বিশ্বাস করবেন না, হয়তো মনে করবেন, আমি একটা গল্প বলছি।

হোমস বললেন—মোটেই না। বল শুনি তোমার কী বলার আছে?

বেশি কিছু বলবার নেই। এবং যা বলছি তার প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। ব্ল্যাক পিটারকে আমি চিনতাম, তাই যখনই সে ছুরিটা তুলে নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে হারপুণে বিঁধে ফেলেছিলাম। কারণ আমি জানতাম হয় সে মরবে না হয় আমি, এইভাবে ওর মৃত্যু হয়। আপনারা হয়তো বলবেন এ, হত্যাকাণ্ড। ব্ল্যাক পিটারের ছুবি বুকে নিয়ে মরার আগে ফাঁসি যাওয়াও ভালো।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—কী করে তুমি ওখানে গেলে?

একেবারে গোড়া থেকেই বলছি, কিন্তু তার আগে আমাকে একটু উঠে বসিয়ে দিন—প্যাট্রিক বলল।

ঘটনাটা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসের। পিটার কেরি ছিল "সি ইউনিকর্ন" জাহাজের মালিক আর আমি অতিরিক্ত হারপুণ শিকারি। বরফের দেশ থেকে ফিরে বাড়ির পথ ধরেছি। দিন সাতেক দক্ষিণ হাওয়ার ঝড়ে চলবার পর আমরা দেখলাম একটা নৌকো উত্তর মুখো চলেছে একজন মাত্র লোক তাতে, নাবিক সে নয়। নৌকোটা ডুবে যাবে এই ভয়ে নাবিকরা ডিঙি করে নরওয়ে উপকূলে চলে গেছিল, আমার ধারণা, তারা সবাই ডুবে গেছে। যাই হোক লোকটিকে আমরা তুলে নিলাম। এই লোকটির সঙ্গে জাহাজের মালিক আর ক্যাপ্টেনের কেবিনে বসে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হয়। একটা মাত্র বস্তু আমরা জল থেকে উদ্ধার করেছিলাম। সেটা হল একটা টিনের বাক্স। যতিাদূর জানি লোকটি তার নাম জানায় নি। কিন্তু

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দিনে কোনো চিহ্ন না রেখে লোকটি এমনভাবে মিলিয়ে গেল, যেন আদৌ আসে নি। প্রকাশ করা হল, হয় নিজে থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে কিংবা প্রচণ্ড ঝড়ে পড়ে গেছে। কিন্তু একজন লোক মাত্র জানে আসলে তার কী হয়েছিল, সে হলাম আমি। নিজের চোখে আমি দেখেছি, ঝড়ের অন্ধকারে প্রহরার সময় ক্যাপ্টেন পা ধরে তুলে তাকে রেলিং পার করে জলে ফেলে দিচ্ছে। এর দুদিন পরে শেটল্যান্ডের লাইটস আমাদের চোখে পড়ে। ব্যাপারটা আমি প্রকাশ করি নি, অপেক্ষা করেছিলাম ঘটনাটা কোন্ দিকে এগোয় দেখবো বলে। স্কটল্যান্ডে যখন ফিরলাম, ব্যাপারটা চাপা দেবার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হল না। কেউ কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন তোলে নি। এক অজানা লোক দুর্ঘটনায় মারা পড়েছে। এ নিয়ে কারুরই কোনো মাথা ব্যথা রইল না। এর কিছুদিন পরে পিটার কেরি সমুদ্র যাত্রা ছেড়ে দিল। তার ঠিকানা জোগাড় করতে আমার বহু বছর সময় লেগেছিল। আন্দাজ করেছিলাম নিশ্চয়ই টিনের বাক্সটার লোভেই সে এ কাজ করেছিল এবং আমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে সে এখন বেশ ভালো টাকাই দিতে পারবে।

লন্ডনে এক নাবিকের সঙ্গে তার দেখা হয়, সেই নাবিকের কাছে আমি ওর ঠিকানা পেলাম। গেলাম ওকে নিংড়ে কিছু বার করবার জন্যে। প্রথমদিন রাতে যখন যাই ওর কথার মধ্যে যুক্তি ছিল। বলেছিল যা টাকা আমায় দেবে তাতে জীবনে আর সমুদ্রযাত্রা করতে হবে না। কথা বল, দুই রাত পরে কথাবার্তা পাকা হবে। সেদিন গিয়ে দেখলাম সে মাতাল আর তার মেজাজও সপ্তমে চড়ে আছে। দুজনে বসে নেশা করলাম। পুরোনো দিনের গল্প করলাম। কিন্তু যতো ও নেশা করছে, লক্ষ্য করলাম ততোই ওর হাবভাব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। লক্ষ করলাম হারপুনটা দেয়ালে কোথায় রাখা আছে। কারণ মনে হল হয়তো ওটা দরকার হতে পারে। শেষপর্যন্ত সে আমার ওপর ক্ষেপে গেল, থুথু দিতে লাগল গালাগাল শুরু করল—তার চোখে মৃত্যুর ভাষা। একটা প্রকাণ্ড ছুরি তার হাতে। ছুরিটা খাপ থেকে খোলবার সময়ও সে পেল না, তার আগে আমি তাকে হারপুনে গেঁথে ফেললাম। কী ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠেচিল তখন। ঘুমের ঘোরে কতোবার তার মুখ আমি দেখেছি। দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। তার রক্ত ফিনকি দিয়ে ছিট্‌কে পড়ছিল। কিছুক্ষণ দেরি করলাম কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া শব্দ পেলাম না। তখন আবার আমার ভরসা ফিরে এলো। চারিদিকে তাকাতে কাতাকে টিনের সেই বাক্সটা তাকের ওপর আমার চোখে পড়ল। বাক্সে পিটার কেরির যতোটা, ততোটা অধিকার আমারও। তাই আমি তখন ওটা নিয়ে চলে এলাম। কিন্তু বোকার মতো তামাকের তলেটা ফেলে এলাম টেবিলের ওপর।

এবার সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপারটা বলি। কুটিরের বাইরে গেছি কি না গেছি, এমন সময় সাড়া পেলাম, কে যেন আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। একটা লোক চোরের মতো এলো। কুটিরের প্রবেশ করে সে এমন চিৎকার করে উঠল যেন ভূত দেখেছে, তারপর প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করল যতোক্ষণ না দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। লোকটা কে? আর কেনই বা সে এসেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারলাম না। তারপর আমি দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে গেলাম ট্রানব্রিজ ওয়েলস স্টেশনে, তারপর সেখান থেকে ট্রেনে করে চলে এলাম লন্ডনে।

বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখলাম পয়সা কড়ি কিছু নেই। শুধু কিছু কাগজ। সে কাগজ আমার বিক্রি করতে সাহস হল না। ব্ল্যাক পিটারের ওপর আমার যা জোর ছিল তাও গেছে, একটা শিলিংও আমার নেই, অথচ আমি লন্ডনের মতো জায়গায়, একমাত্র সম্বল কেবলমাত্র যে কাজ তা আমি জানি। হারপুণ শিকারির জন্যে ভালো টাকার বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করে তখন আমি শিপিং এজেন্টদের কাছে যাই, তারাই আমাকে পাঠায় এখানে। এ পর্যন্তই আমি জানি, এবং আমি আবার বলছি, যদি আমি পিটার কেরিকে হত্যা করে থাকি তো আদালতের সে জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। কারণ ফাঁসির দড়ির যা দাম সেটা তো আমি তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছি।

বেশ পরিষ্কার বিবৃতি। উঠে পাইপটা জ্বালিয়ে হোমস বললেন, আর দেরি না করে এবার তোমার কয়েদিকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসো হপকিন্স। কারাগার হিসেবে এ ঘরটা মোটেই ভালো নয়।

www.pathagar.com

হপকিন্স বলল—মি. হোমস, জানি না কিভাবে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না কী করে আপনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন।

ভাগ্যক্রমে গোড়া থেকে সঠিক সূত্রটা পেয়ে যাওয়ার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। এই নোট বুকের কথায় আগে থেকে হয়তো তোমার মতো আমারও চিন্তাধারা অন্যপথে চলতো। কিন্তু আমি যা কিছু শুনেছিলাম সবই একই লক্ষে নির্দেশ দিচ্ছিল। আশ্চর্য দৈহিক শক্তি, হারপুণের ব্যবহার নিপুণতা, রাম, মদ, সীলের চামড়ার তামাকের থলে আর সস্তা তামাক, এ সব থেকেই এক নাবিকের কথা আমার মনে হয়েছে যে তিমি শিকারি। এও বুঝেছিলাম যে, পি. সি. এই আদ্যক্ষর দুটো ও পিটার কেরির নয়। পাইপও পাওয়া যায় নি। তোমার হয়তো মনে আছে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেবিনে হুইস্কি আর ব্রান্ডি আছে কিনা? তুমি বলেচিলে আছে। নাবিক যারা নয় তাদের মধ্যে কজনকে পাবে যারা রাম্ পান করবে, যখন এসব পানীয় পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমার মনে সন্দেহমাত্র ছিল না। যে আঁততায়ী অবশ্যই এক নাবিক।

কিন্তু তার সন্ধান পেলেন কী করে? হপকিন্সের প্রশ্ন।

সমস্যাটা তখন অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। নাবিক যখন, নিশ্চয়ই "সি ইউনিকর্ন" জাহাজের কোনো নাবিকই হবে, যে তার সঙ্গে ছিল। যতোদূর জানতে পেরেছি ওটা ছাড়া আর কোনো জাহাজে সে পাড়ী দেয় নি। তিনদিন আমার ডান্ডিতে টেলিগ্রাম করে কাটে। জানতে পারি ১৮৮৩ খ্রি. 'সি ইউনিকর্ন' জাহাজে কে কে ছিল। হারপুন শিকারীদের মধ্যে যখন প্যাট্রিক কেয়ার্নসের নাম পেলাম, আমার তদন্তের কাজ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভেবে দেখলাম লোকটি খুব সম্ভব লন্ডনেই আছে এবং কিছুদিনের জন্যে বাইরে যেতে চাইবে। তাই ক'টা দিন ঈস্ট এন্ড-এ কাটালাম। একটা উত্তর মেরু অভিযানের মতলব ফাঁদলাম। ক্যাপ্টেন বেসিলের কাছে কাজ করবে এমন হারপুণ শিকারির জন্যে লোভনীয় শর্তে বিজ্ঞাপন দিলাম আর তার ফল তো দেখলেই।

অপূর্ব, অপূর্ব! বলে উঠল হপকিন্স। হোমস বললেন—কিন্তু এখন তোমায় যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নেলিগ্যানকে খালাস করে দিতে হবে। আমার মনে হয় তোমার ওর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। টিনের বাক্সটা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে, যে কাগজগুলো পিটার কেরি ভাঙিয়েছে সেগুলো আর উদ্ধার করা যাবে না। ওই যে গাড়ি—কয়েদিকে নিয়ে যাও এবার। বিচারের সময় দরকার হলে ওয়াটসনকে আর আমাকে নরওয়ের কোনো অঞ্চলে পাবে। ঠিকানাটা পরে পাঠিয়ে দেব।

শূন্য ঘরের রহস্য

মহামান্য রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ার ছিলেন মেনুথের আর্ল-এর দ্বিতীয় পুত্র—অস্ট্রেলিয়ার কোনো এক উপনিবেশের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি। রোন্যাল্ডের মা ছানি কাটাবার জন্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন, ছেলে রোন্যাল্ডের আর মেয়ে হিলডার সঙ্গে। ১২৭ নং পার্কলেন-এ বাস করছিলেন তিনি। রোন্যাল্ড অত্যন্ত অভিজাত মহলে মিশতেন এাবং যতোদূর জানা যায় তাঁর কোনো শত্রু ছিল না বা কোনো নেশাও ছিল না। কারস্টেয়ার্স-এর মিস এডিথ উডলির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হয়েছিল। কিন্তু ক-মাস হল উভয়েরই সম্মতিক্রমে তা ভেঙে যায় এবং মনে হয় না এই ঘটনা ওঁদের ওপর বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। বাকি জীবনটা তাঁর কাটে এক সংকীর্ণ গণ্ডীর গতানুগতিকতার মধ্যে, কারণ তাঁর স্বভাব ছিল শান্ত এবং বিশেষ আবেগপ্রবণ তিনি ছিলেন না। অথচ এহেন অভিজাত বংশীয় মানুষটির ওপরেই এমন অদ্ভুত ও আকস্মিক ভাবে নেমে আসে মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রি. ৩০ মার্চ তারিখে, তার দশটা থেকে রাত এগোরোটা কুড়ির মধ্যে।

রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ার তাসের বিশেষ ভক্ত ছিলেন—প্রায় সব সময়ই খেলতেন। কিন্তু কোনো সময়েই এমন বাজী রাখতেন না যাতে বড় রকমের লোকসান হতে পারে। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

বলডুইন, ক্যাভেন্ডিশ আর ব্যাগাটেলি কার্ড ক্লাবের সভ্য। জানা যায় মৃত্যুর দিন ডিনারের পরে তিনি ওই শোষাক্ত ক্লাবে এক রাবার হুইস্ট খেলতে যান। বিকেলবেলাও খেলেছিলেন। মি. মারে, স্যর জন থার্ডি আর কর্নেল মোয়াল, যাঁরা তাঁর সঙ্গে খেলেছিলেন,—সাক্ষ্যে বলেন খেলাটা ছিল হুইস্ট, এবং তাস পড়েছিল সমান সমানই। অ্যাডেয়ার হয়তো পাঁচ পাউন্ড মতো হারতে পারতেন, তার বেশি নয়। তাঁর সম্পত্তি ছিল প্রচুর, তা এহেন লোকসানে তাঁর বিচলিত হবার কথা নয়। প্রতিদিনই খেলতেন তিনি, কোনো না কোনো ক্লাবে। খেলোয়াড় হিসেবে ছিলেন সাবধানী এবং সচরাচর খেলায় জয়ই হতো তাঁর। সাক্ষ্যে এও জানা যায় যে কয়েক সপ্তাহ আগে এক খেলায় তিনি কর্নেল মোরানের সঙ্গে জুড়ি হয়ে গডফ্রে মিলনার আর লর্ড ব্যালমোর্যাল জুটির বিরুদ্ধে ৪২০ পাউন্ড জয়লাভ করেন।

খুনের দিন তিনি ঠিক রাত দশটার সময় ক্লাব থেকে ফিরে আসেন। তাঁর মা আর বোন তখন গিয়েছিলেন এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। দাসী সাক্ষ্যিতে বলেছে, তার তিনতলার সামনের ঘরে প্রবেশের আওয়াজ সে পেয়েছিল। এ ঘরটাই তিনি ব্যবহার করতেন বসবার ঘর হিসেবে। একটা উনুন সে ধরেছিল সেখানে তাতে ধোঁয়া হওয়ায় খুলে দেয় জানালাটা। ঘরটা থেকে কোনো আওয়াজই সে পায় না রাত এগোরোটা কুড়ি পর্যন্ত—লেডি মেনুথ আর তার কন্যা ফিরে আসেন তখন। ছেলেকে শুভ রাত্রি জানাবার জন্যে মা ছেলের গরে ঢোকাবার চেষ্টা করেন দরোজাটা ভেতর থেকে চাবি দেওয়া ছিল। অনেক ডাকাডাকি আর ধাক্কাধাক্কির পরে যখন কোনো সাড়া মিলল না তখন লোকজন ডেকে জোর করে খোলা হল দরোজাটা। দেখা গেল পড়ে আছন টেবিলের কাছে বেচারা, রিভলভারের গুলিতে তাঁর মাথাটা অত্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনো অস্ত্রই সে ঘরে দেখা গেল না। টেবিলের উপরে ছিল দশ পাউন্ডের দুটো ব্যাঙ্ক-নোট আর রূপোর আর সোনার মুদ্রায় সতেরো পাউন্ড দশ শিলিং, ছোট-ছোট অসমান কয়েকটা থাকে সেগুলো সাজানো। এক তা কাগজের ওপর কয়েকটি সংখ্যা লেখা, আর সেগুলো বরাবর ক্লাবের ওপর কয়েকটি সংখ্যা লেখা, আর সেগুলো বরাবর ক্লাবের কয়েকজন বন্ধুর নাম—এ থেকে বুঝতে হবে মৃত্যুর আগে তিনি তাস খেলায় তাঁর লাভ লোকসানের খতিয়ান দেখছিলেন।

জায়গাটা আরও ভালো করে পরীক্ষা করার ফলে ব্যাপারটা বরং আরও জটিল হয়ে উঠল। প্রথমত দরোজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা গেল না। সম্ভবত হত্যাকারীই বন্ধ করেছে, তারপর কাজ সেরে জানলা দিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু মাটি থেকে সেটার উচ্চতা অন্ততঃ কুড়ি ফুট, ঠিক নীচেই কিছু পূর্ণস্ফুট ক্রোকাস ফুলের চাষ। অথচ ফুলগুলোয় বা ওখানকার মাটিতে সে রকম কোনো চিহ্নই নেই। আর বাড়ি থেকে রাস্তায় যেতে মাঝখানে যে সংকীর্ণ ঘাসজমি, সেখানে কোনরকম পায়ের ছাপেরই অভাব। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় দরোজাটা বন্ধ করেছেন যুবকটি নিজেই। কিন্তু কিভাবে মৃত্যু হল তার? জানলা পর্যন্ত বেয়ে উঠতে গেলে তো তার কিছু না কিছু চিহ্ন থাকবেই। আর গুলিটা যদি জানলার বাইরে থেকে ছোঁড়া হয়ে থাকে তো বুঝতে হবে অত্যন্ত পাকা হাতে ছোঁড়া, কারণ রিভলভারের গুলিতে অমন মারাত্মক আঘাত হানা কঠিন। পার্ক লেন এলাকাতে যথেষ্ট লোকচলাচল আছে, তার একশো গজের মধ্যেই ঘোড়ার গাড়ির একটা আড্ডা। অথচ গুলির আওয়াজ কেউই শুনতে পায় নি। অথচ যুবকটি তো মারা গেছেন, আর রিভলভারের গুলিতেই এমন মারাত্মক আঘাত হয়েছে যে, মৃত্যু হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পার্ক লেনের হত্যাকাণ্ডের পরিস্থিতি হল এই। এবং মামলাটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে হত্যার কোনো উদ্দেশ্য না থাকার ফলে। তরুণ অ্যাডেয়ারের কোনোও শত্রু ছিল বলে জানা যায় নি। এবং ঘর থেকে পয়সা কড়ি বা কোনো দামী জিনিস খোয়া যায় নি।

সারাদিন ধরে এইসব কথা ওয়াটসন ভাবছিলেন আর একটা ধারণা খাড়া করবার চেষ্টা করছিলেন যার সঙ্গে ঘটনাগুলোর সঙ্গতি থাকে এবং সেরকম সঙ্গতির অভাবে এমন একটা ধারণা ধরে অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবছিলেন যার সঙ্গে অসঙ্গতি সবচেয়ে অল্প—হোম্‌সের মতে যে-কোনো তদন্ত শুরু হওয়া উচিত এইভাবেই।

www.pathagar.com

সন্ধ্যের দিকে বেড়াতে বেড়াতে পার্কটা পার হয়ে পার্ক লেনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের দিকটায় পৌঁছে গেলেন ওয়াটসন। বেলা প্রায় ছ'টা। কয়েকটা ভবঘুরে ফুটপাথ, থেকে, একটা বিশেষ জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল, তারা যে বাড়িটা ওয়াটসন খুঁজছিলেন দেখিয়ে দিল সেটা। চোখে রঙিন চশমা একজন লম্বা রোগড়া মানুষ, দেখে মনে হল সাধারণ পোষাকের ডিটেকটিভ তার তৈরি একটা ধারণার বিশ্লেষণ করছে, আর সবাই ভিড় করে তার কথা শুনছে। এগিয়ে গেলেন তার যতোটা কাছে পারলেন। কিন্তু তার ধারণা সম্পূর্ণ আজগুবি মনে হওয়ায় বিরক্ত হয়ে ওয়াটসন চলে গেলেন সেখান থেকে। একজন বয়স্ক বিকলাঙ্গ মানুষ ওয়াটসনের পেছনে ছিল, দেখতে না পাওয়ায় তার হাতের অনেকগুলো বই ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। ওয়াটসনের 'বৃক্ষ উপাসনার সূত্রপাত'। মনে হয়েছিল লোকটির কাজ হল অদ্ভুত অদ্ভুত বই সংগ্রহ করা—ব্যবসার জন্যেই হোক অথবা শখ হিসেবেই হোক। বইগুল নিশ্চয়ই ওর কাছে পরম মূল্যবান ছিল। যে জন্যে প্রচুর ঘৃণার সঙ্গে সে সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে এগিয়ে গেল। দেখতে দেখতে তার দু-গালের জুলপি আর কুঁজো পিঠটা মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

১২৭ নং পার্ক লেনের বাড়িতে অনুসন্ধানের ফলে মামলায় বিশেষ আলোকপাত হল না। একটা নিচু পাঁচিল আর পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। সুতরাং ডিঙিয়ে বাগানে প্রবেশ করা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু জানলা দিয়ে আসা একেবারে অসম্ভব। কারণ কোনোও জলের পাইপ বা অন্য কিছুই নেই যা বেয়ে ওঠা হয়তো অত্যন্ত শক্তিশালী কোনো লোকের পক্ষে সম্ভব হতে পারতো। ফিরে এলাম কেনসিংটনে, ব্যাপারটা রহস্যই থেকে গেল। পাঁচ মিনিটও হয় নি পড়বার ঘরে গিয়েছি, এমন সময় দাসী এসে খবর দিল যে একজন দেখা করতে এসেছে। আশ্চর্য হয়ে ওয়াটসন দেখলেন এ হল সেই বুড়ো যার শুক্‌নো সরু মুখ আর মাথায় সাদা চুল, আর বগলে অন্তত গোটা বারো বই।

খ্যানখ্যানে ভাঙা গলায় সে বলল, আমায় দেখে আপনি অবাক হয়ে গেছেন, না স্যর?

ওয়াটসন স্বীকার করলেন, সত্যিই তাই।

মানে, বিবেক বলে তো একটা জিনিস আমার আছে। যখন দেখলাম আপনি এই বাড়িটায় ঢুকলেন, পেছন পেছন আমিও এলাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে। মনে মনে ভাবলাম, যাই ভালোমানুষ ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা করে আসি একটু, বলি আমার ব্যবহারটা একটু রুক্ষ হয়ে গেছে, তবে সত্যিই যে আমি বিশেষ মনে করেছি এমন নয় এবং বইগুলো যে উনি তুলে দিলেন এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

খুব সামান্য একটা ব্যাপার, ও নিয়ে ব্যস্ত হবার কী আছে! কিন্তু কী করে জানলেন আমি কে?

আজ্ঞে মার্জনা করবেন, আমি আপনারই প্রতিবেশী। চার্চ স্ট্রিটের মোড়ে আমার ছোট বইয়ের দোকানটা হয়তো আপনার চোখে পড়ে থাকবে। আপনাকে দেখে ভারী ভালো লাগছে স্যার। এই দেখুন,—এই হলো "ব্রিটেনের পাখি", এই "ক্যাটালাস", এই "ধর্মযুদ্ধ"—খুব সস্তায় পাচ্ছেন। ওই যে আপনার দ্বিতীয় শেলফ, এই পাঁচটা বই হলেই ওটা ঠিক-ঠিক ভরাটা হয়ে যায়—একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে তাই না?

মুখ ফিরিয়ে ওয়াটসন তাকালেন পেছনের আলমারিটার দিকে। তারপর আবার যখন ফিরলেন, তখন ওয়াটসন দেখলেন—টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস মিটিমিটি হাসছেন। বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ালেন ওয়াটসন, এবং কয়েকমিনিট তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপরেই হয়তো ওয়াটসন অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকবেন—জীবনে এই প্রথম এবং এই শেষ। একটা ধূসর কুয়াসা ওয়াটসনের চোখের সামনে আবর্তিত হয়ে চলেছে। সেটা যখন কেটে গেল, ওয়াটসন অনুভব করলেন যে তার জামার কলার খুলে দেওয়া হয়েছে, আর তার মুখে ব্র্যান্ডি খাওয়ার পর মুহূর্তের স্বাদ। হোমস ওয়াটসনের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন, ফ্লাস্কটা তাঁর হাতে ধরা।

হোমস সুপরিচিত স্বরে বললেন,—হাজার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করছি ওয়াটসন! ভাবতেই

www.pathagar.com

পারি নি যে এর ফলে তোমার এমন অবস্থা হতে পারে।

ওয়াটসন হোম্‌সের জামার হাতাটা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, এ কি তবে সত্যিই তুমি? বেঁচে আছো—এও কি সম্ভব? পেরেছিলে সেই ভয়ঙ্কর গহ্বর থেকে উঠে আসতে! হোমস বললেন—দাঁড়াও, সমস্ত ঘটনা শোনবার মতো মনের অবস্থা তোমার হয়েছে তো? সম্পূর্ণ বিনা কারণে, নিছক নাটকীয়তার খাতিরে আমি তোমার মনে প্রচণ্ড আঘাত করে বসেছি।

ওয়াটসন বললেন—সে আমি ঠিক হয়ে গেছি। কিন্তু হোমস, চোখকেই যে আমার বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছে। তুমি—স্বয়ং তুমি নিজে আমার পড়বার ঘরে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে—এ যে ভাবাই যায় না! আবার ওয়াটসন হোম্‌সের জামার হাতা চেপে ধরলেন। অনুভব করলেন, তাঁর সরু, পেশীবহুল বাহুটা। তারপর বললেন—আর যাই হোক ভূতপ্রেত তুমি নও। সত্যি ভারী খুশি হলাম তোমাকে দেখে। বোসো, বোসো, বল শুনি, কী করে তুমি ওই ভয়ঙ্কর গহ্বর থেকে উদ্ধার পেলে।

ওয়াটসনের সামনে বসে স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্যের সঙ্গে একটা সিগেরেট ধরালেন তিনি। পরনে বই ব্যবসায়ীর জীর্ণ পোশাক, মাথায় সাদা চুল, আর বইগুলো টেবিলের পর রাখা। আগের চেয়েও আরও রোগা আর ধারাল বলে তাঁকে মনে হচ্ছে। মুখের রং মড়ার মতো। মনে হয় সম্প্রতি খুব সুস্থ জীবন যাপন করছিলেন না।

হোমস বললেন—বড় ভালো লাগছে, ওয়াটসন, হাত পা ছড়িয়ে বসতে। লম্বা মানুষের পক্ষে নিজের শরীরটাকে এক ফুট ছোট করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো সহজ কাজ ভেবো না। শোনো ওয়াটসন, আজ রাতে আমাদের সামনে সবচেয়ে কঠিন আর বিপদজনক কাজ রয়েছে,—অবশ্য যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে রাজী থাকো। সমস্ত ব্যাপারটা চুকে গেলে তারপর তোমায় সব খুলে বলবো, ওয়াটসন।

না, না, আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে। এখনই বল শুনি।

যাবে তুমি আমার সঙ্গে?

নিশ্চয়ই। যখনই বলবে, যেখানেই বলবে।

আবার সেই আগের দিনের মতো ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে। বেরোবার আগে নৈশাহার সেরে নেবার মতো সময় আমাদের আছে। আচ্ছা, এবার শোনো সেই গহ্বরের কাহিনী। সেখান থেকে উঠে আমার তেমন বিশেষ অসুবিধা হয় নি, কারণ সে গহ্বরে আদৌ পড়ি নি আমি।

পড় নি?

না, ওয়াটসন, পড়ি নি। তোমায় যা লিখেছিলাম সম্পূর্ণ সত্য সেটা। ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার সংকীর্ণ পথটা আটকে প্রফেসর মরিয়ার্টির অশুভ মূর্তিটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর আমার বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তা তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথার বিনিময়ের পর কটা ছোট চিঠি লেখার অনুমতি তাঁর কাছ থেকে চিনে নিলাম—সেই চিঠিই তুমি পেয়েছিলে। সিগেরেট কেস আর লাঠিটার সঙ্গে চিঠিটা রেখে আমি সেই পথে এগিয়ে চললাম, মরিয়ার্টি ঠিক আমার পেছনে পেছনে। শেষপর্যন্ত পৌঁছে দেখলাম, আর পথ নেই। কোনো অস্ত্রই উনি বার করলেন না, কেবল বেগেড় দৌড়ে এসে লম্বা দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। জানতেন তিনি যে তাঁর খেলা শেষ, তাই তখন তিনি ব্যস্ত আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। সেই গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে তখন আমরা টলছি। তবে, বারিৎসু বা জাপানী কুস্তি সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান ছিল। বিশেষ কায়দায় ওর হাত থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম, আর ভয়ঙ্কর চিৎকার করে, কয়েক মুহূর্ত শূন্যে হাত পা ছুঁড়েও কিছুতেই তিনি ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলেন না, ছিটকে নিচে পড়লেন। ঠিক খাদটার মুখে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলাম, পড়ে যাচ্ছেন—অনেকখানি নিচে তিনি পড়ে যাচ্ছেন। একটা পাথরের ওপর পড়লেন তিনি, আর সেখান থেকে ছিট্‌কে একেবারে জলে গিয়ে পড়লেন।

সিগারেট খেতে খেতে হোমস তাঁর কাহিনী বলে চললেন, অপার বিস্ময়ের সঙ্গে ওয়াটসন শুনছিলেন।

www.pathagar.com

ওয়াটসন বললেন—আমি কিন্তু নিজের চোখে দু'জনের পড়ে যাওয়ার চিহ্ন লক্ষ্য করেছি এবং একজনের ফিরে আসার চিহ্ন দেখতে পাই নি।

হোমস বললেন—ব্যাপারটা ঘটেছিল এইরকম। প্রফেসর ছিটকে, পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল এক অপূর্ব সুযোগ ভাগ্য হাতে এনে দিয়েছে। আমি জানি আমায় হত্যা করার শপথ কেবলমাত্র মারিয়াটিনয়, আরও কয়েকজন নিয়েছে, অন্তত তিনজনকে আমি জানি যাদের এ প্রতিশোধ স্পৃহা ওদের নেতার মৃত্যুর ফলে শতগুণ বর্ধিত হবে—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মানুষ তারা। ওদের কেউ না কেউ অতি অবশ্যই আমার ওপর শোধ তুলবে। অন্যদিকে পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি জানে যে আমার মৃত্যু হয়েছে। এই লোকগুল তখন সেই সুযোগ গ্রহণ করবে, অতোটা সাবধান হবে না এবং তখন কোনো না কোনো সময়ে আমি ওদের শেষ করে ফেলবো। তখন আমি আত্মপ্রকাশ করবো, জানাবো আমি মরি নি। মানুষের মগজ কী তাড়াতাড়িই না কাজ করে থাকে,—এ সমস্ত চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেছে প্রফেসরের পড়ে যাওয়ার সময়টুকুর মধ্যে।

উঠে দাঁড়িয়ে পেছনের পাহাড়ি দেয়ালটা পরীক্ষা করে দেখলাম। ঘটনাটার যে ছবির মতো বর্ণনা তুমি প্রকাশ করেছিলে প্রচুর কৌতুহলের সঙ্গে আমি তা পড়েছিলাম তার কয়েক মাস পরে। তুমি লিখেছিলে দেয়ালটা একেবারে খাড়াই, কথাটা কিন্তু ঠিক নয়, যদি আক্ষরিক অর্থে ধরা হয়। পা রাখার মতো জায়গা এখানে ওখানে ছিল, কতোকটা তাকের মতো। কিন্তু খাড়াইটা এতো উঁচু যে পুরোটা ওভাবে বেয়ে ওঠা ছিল একরকম অসম্ভব, এবং একেবারে অসম্ভব সেই পথে কোনো চিহ্ন না রেখে ওঠা। অবশ্য বুটজুতো দুটো উল্টো করে পরে উঠতে পারতাম যেমনটি অনুরূপ পরিস্থিতিতে আগেও করেছি, কিন্তু তাহলে একই দিকে তিন জোড়া জুতোর ছাপ লক্ষ করে নিশ্চয়ই তোমার সন্দেহ জাগত। তাই ভেবে দেখলাম, বরং ঝুঁকি নিয়ে উঠে আসাই ভালো। মোটেই আরামের ব্যাপার নয় ওয়াটসন। ঠিক পেছনেই সেই ভয়াবহ গহ্বর। কল্পনাপ্রবণ আমি নই। কিন্তু বিশ্বাস করো, মনে হল যেন মরিয়ার্টির গলার আওয়াজ পেলাম আমি—গহ্বরের তলা থেকে চিৎকার করে আমায় ডাকছেন একটা ভুল পদক্ষেপ মানেই এখন নির্ঘাত মৃত্যু। যখনই ঘাসের চাবড়া হাতে উঠে এসেছে বা পা পিছলে গেছে, মনে হয়েছে এই আমার শেষ। কিন্তু যাই হোক বেয়ে উঠতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত নরম সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটা খাঁজে পৌঁছোলাম যেখানে শুয়ে থাকলে আমায় দেখা যাবে না। হাত পা ছড়িয়ে দিব্যি আরামে শুয়েছিলাম সেখানে, যখন তুমি সদলে প্রচুল সহানুভূতি ও নৈপুণ্যের সঙ্গে আমার মৃত্যুর ঘটনাবলীর তদন্ত করছিলে।

শেষপর্যন্ত তুমি যখন একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে হোটেলে চলে এলে, একা রয়ে গেলাম আমি। ভেবেছিলাম আমার অ্যাডভেঞ্চার জীবনের এই শেষ। এমন সময় এক অত্যন্ত অভাবনীয় আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। বুঝলাম কিছু আশ্চর্য ঘটনা এখনও আমার জীবনে বাকি। একটা সুবিশাল পাথর উপর থেকে ছিটকে আমার পাশ দিয়ে মহাবেগে গিয়ে পড়ল গর্তটার মধ্যে। মুহূর্তের জন্যে মনে হল বুঝি বা কোনো দৈব দুর্ঘটনা, কিন্তু মুহূর্তপরেই ওপর দিকে তাকাতে অন্ধকার নেমে আসা আকাশের পশ্চাৎপটে একটা মাথা আমার চোখে পড়ল। আর পরক্ষণেই তেমনি আর একটা পাথর এসে ছিটকে পড়ল। যেখানে আমি ছিলাম সেখানে, আমার মাথার এক ফুটের মধ্যে। বুঝতে অসুবিধা হল না। মরিয়ার্টির সঙ্গে লোক ছিল এবং সেই এক নজরেই বুঝলাম কী সাংঘাতিক সেই সঙ্গী—প্রফেসর যখন আমায় আক্রমণ করেন, পাহারায় ছিল সে। খানিকটা দূরে, আমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে সে তার বন্ধুর মৃত্যু আর আমার রক্ষা পেয়ে যাওয়া লক্ষ্য করেছিল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে চূড়ার ওপর উঠে গেল—তার বন্ধু পারে নি, চেষ্টা করে দেখতে যদি সেখানে সে সক্ষম হতে পারে।

পরিস্থিতিটা আন্দাজ করতে সময় লাগল না। সে শক্ত মুখটা আবার চোখে পড়ল। বুঝতে অসুবিধা হল না, আবার ওই রকম একটা পাথর নেমে আসবে। কোনো রকমে নেমে গেলাম

www.pathagar.com

ওখান থেকে—স্বাভাবিক অবস্থায় কখনোই পারতাম না। দেখা গেল ওঠার থেকে নেমে যাওয়া অনেক বেশি কঠিন। কিন্তু তখন আর বিপদের কথা ভাববার সময় ছিল না, কারণ ঠিক সেই সময়েই আবার একটা পাথর সশব্দে নেমে এল আমার পাশ দিয়ে—তখন আমি হাতে ভর করে ঝুলে রয়েছি হাত ফসকে পড়ে গেলাম অনেকখানি, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কেটে ছড়ে রক্তাক্ত হয়েও পড়লাম পথের ওপরে। দৌড়তে শুরু করলাম। সেই অন্ধকার পাহাড়ের ওপর দিয়ে দশ মাইল পথ দৌড়ে অতিক্রম করলাম আমি। সাতদিন পরে পৌঁছোলাম ফ্লোরেন্সে, এ নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে যে, পৃথিবীতে একজনও জানে না আমার কী হয়েছে।

একমাত্র ব্যক্তি যাকে বিশ্বাস করে জানিয়েছিলেন সে আমার দাদা মাইক্রফট। তোমার কাছে আমি প্রচুর অপরাধে অপরাধী ওয়াটসন। কিন্তু দেখো, আমি যে মারা গেছি এই ঘটনাটা প্রকাশ হওয়া ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া আমার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলে আমার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু সম্বন্ধে অমন করে তুমি লিখতে পারতে না। গত তিন বছরে বহুবার আমি কাগজ কলম নিয়ে বসেছি। তোমায় লিখবো বলে, কিন্তু প্রতিবারেই নিরস্ত হয়েছি এই ভাবে যে হয় তো তাহলে তুমি স্নেহবশত এমন কিছু কাঁচা কাজ করে বসবে যার ফলে আমার অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। কারণ আমার সামনে তখন বিপদ। এহেন সময়ে কোনোরকম বিস্ময় বা ভাবাবেগ লক্ষিত হলে হয়তো লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে বসবো। এবং যদি তার ফলে আমার অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে তো সে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হবে। মাইক্রফটকে জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম টাকার জন্যে।

এদিকে লন্ডনে ঘটনাবলি ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম ততোটা অনুকূলে আসে নি, কারণ মরিয়ার্টির দলে বিচারের পরও ওদের দু-জন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যক্তি মুক্ত ছিল। ব্যক্তিগতভাবে যারা আমার অত্যন্ত মারাত্মক শত্রু। তাই দু'টি বছর আমি তিব্বতে কাটাই, লাসা দেখি আর দালাই লামার সঙ্গে কয়েকদিন কাটাই। সাইগারসান নামে এক নরওয়েবাসীর উল্লেখযোগ্য খনন কার্য সম্বন্ধে হয়তো পড়ে থাকবে, কিন্তু নিশ্চয় তখন তোমার এ কথা মনে হয় নি যে তার খবর মানে তোমার এ বন্ধুটিরই খবর। তারপর চলে যাই পারস্য অতিক্রম করে। মক্কা দেখি, এবং খাতুনের খালিফার সঙ্গে যে সংক্ষিপ্ত চিত্তাকর্ষক আলোচনা হয় তার ফলাফল আমি বিদেশী দপ্তরে জানিয়ে দিই। তারপর ফ্রান্সে ফিরে মৎ পেলিয়েরে-এর এক গবেষণাগারে আলকাতরা নিয়ে গবেষণা করি কয়েক মাস। সাফল্যের সঙ্গে সে কাজ সেরে যখন জানলাম যে আমার শত্রুদের মধ্যে মাত্র একজনই এখন লন্ডনে রয়েছে, ভাবলাম লন্ডনের পথ ধরবো, এমন সময় এই পার্ক লেন রহস্যের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ফিরে এলাম। মামলাটার আকর্ষণ তো ছিলই, তা ছাড়াও ব্যক্তিগত কয়েকটা অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপারও তার সঙ্গে জড়িত ছিল। লন্ডনে ফিরেই গেলাম বেকার স্ট্রিটে। মিসেস হাডসনের তো আমায় দেখে মূর্চ্ছা যাবার জোগাড়। দেখলাম মাইক্রফট আমার ঘর, আমার কাগজপত্র সব ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি সাজিয়ে রেখেছে। এইভাবেই আমি আজ বেলা দু'টোর সময় আবার আমার পুরোনো আরাম চেয়ারে, পুরোনো ঘরে এসে বসেছি, আর ভাবছি—আহা, যদি বন্ধু ওয়াটসন তার অভ্যাস মতো আমার সামনের চেয়ারে এসে বসতো!

এপ্রিলের সেই সন্ধ্যায় ওয়াটসন এ অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনছিলেন। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করতেন তিনি যদি না লম্বা, ছিপছিপে, ধারাল চেহারার ব্যক্তিটিকে তাঁর চোখের সামনে দেখতে না পেতেন। যাকে দেখার আশা ওয়াটসন একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হোমস বললেন—জানো তো ওয়াটসন, দুঃখ ভুলে থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হল কোনো কাজ নিয়ে থাকা। এবং আজই রাতে এমন একটা কাজ আছে যাতে সফল হতে পারলে জীবন সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। রাত ভোর হ'বার আগেই যা শোনবার আর দেখবার, ঠিকই শুনবে আর দেখবে। গত তিন বছরের অনেক ঘটনাই আলোচনা করবার আছে। সাড়ে নয়টা পর্যন্ত এখন এ ব্যাপারে এই পর্যন্তই, তখন আবার আমরা এই রহস্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব।

ওয়াটসন ভেবেছিলেন যে তাঁরা বেকার স্ট্রিটে যাবেন, কিন্তু হোমস ক্যাভেন্ডার স্ট্রিটের

www.pathagar.com

মোড়ে গাড়ি থামালেন। লক্ষ্য করলেন গাড়ি থেকে নামবার আগে ডাইনে আর বাঁয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। শুধু তখনই নয়, প্রত্যেকটা রাস্তার মোড়ে পৌঁছেও তিনি ওইভাবে খুব সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিলেন কেউ পিছু নিয়েছে কিনা। অদ্ভুত অদ্ভুত পথ ধরে ওয়াটসনা চলছিলেন। লন্ডনের অলি গলি সম্বন্ধে হোমসের জ্ঞান ছিল অপরিসীম। দ্রুত নিশ্চিত পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চললেন। কতো আস্তাবল সেই গলিপথে পড়ল যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াটসনের কোনো ধারণাই ছিল না।

শেষপর্যন্ত ওঁরা একটা সরু রাস্তায় গিয়ে পড়লেন যার দুদিকে পুরোনো অন্ধকার-অন্ধকার বাড়ি, সেখান থেকে ম্যাঞ্চেস্টার স্ট্রিটে, আর সেখান থেকে ব্ল্যান্ডফোর্ড স্ট্রিটে। আবার সেখান থেকে সরু পথ ধরে এগিয়ে কাঠের একটা গেট পার হয়ে ওঁরা পৌঁছলেন একটা নির্জন জায়গায়। সেখানে একটা বাড়ির খিড়কির দরোজার চাবি খুলে ফেললেন হোমস। একসঙ্গে দু'জনে ভেতরে প্রবেশ করলেন। হোমস দরোজাটা বন্ধ করে দিলেন।

আলকাতরার মতো অন্ধকার জায়গাটা। বুঝলাম বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। কাঠের পাটাতনের ওপর চলতে গিয়ে শব্দ হতে লাগল। হাত বাড়াতে যে দেওয়ালে হাত লাগল তার কাগজ উঠে উঠে আসছে। সরু ঠাণ্ডা আঙুলে আমার কব্জি ধরে হোমস ওয়াটসনকে একটা লম্বা হলঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে চললেন। তারপর চলতে চলতে একটা উপরের জানলা পেরোতেই হঠাৎ হোমস ডানদিকে মোড় ফিরলেন। একটা প্রশস্ত চৌকো ঘরে তারা পৌঁছোলেন। ঘরটার মাঝখানটা রাস্তার আলোয় ঈষৎ আলোকিত, কোণগুলো অন্ধকারে ছাওয়া। কাছে পিঠে কোথাও আলো নেই, জানলায় জানলায় ধুলো পুরু হয়ে জমে রয়েছে। ফলে কেবলমাত্র পরস্পরের আবছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওয়াটসনের কাঁধে হাত দিয়ে, কানের কাছে মুখ নিয়ে হোমস ফিস্-ফিস্ করে বললেন—বুঝতে পারছো আমরা কোথায়?

আবছায়া জানলাটার দিকে তাকিয়ে ওয়াটসন বললেন—বেকার স্ট্রিটে তাই না?

হোমস বললেন—ঠিক ধরেছ। এটা হল ক্যামডেন হাউস, আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে।

ওয়াটন বললেন—কিন্তু এখানে কেন?

হোমস উত্তর করলেন—কারণ ওই চমৎকার দৃশ্যটা ভারি সুন্দর দেখা যায় এখান থেকে। জানলাটার আর একটু কাছে এসো ওয়াটসন কিন্তু খুব সাবধান, কেউ যেন দেখতে না পায়। তারপর তাকাও আমাদের ঘরগুলোর দিকে। আমাদের অসংখ্য অভিযানের যেখানে শুরু। দেখাই যাক না তিন বছরের অনুপস্থিতির ফলে তোমাকে চমকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে কিনা।

গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে তাকালাম আমাদের সুপরিচিত জানলাটার ভিতর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেড় আমার যেন দম বন্ধ হয়ে গেল। বিস্ময়সূচক একটা চিৎকার করে উঠলাম। খড়কড়ি খোলা, উজ্জ্বল আলোয় ঘরটা আলোকিত। জানলার আলোকিত পর্দায় চেয়ারে-বসা এক ব্যক্তির কালো ছায়া এসে পড়েছে। মাথা আর কাঁধ দেখে, মুখাবয়ব দেখে ভুলের কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না। মুখটা খানিকটা ফেরানো, দেখে আমাদের পূর্বপুরুষদের মনে পড়ে যাঁরা এইরকম ভঙ্গিতে ছবি আঁকাতে ভালোবাসতেন। হোম্‌সের সম্পূর্ণ নিখুঁত প্রতিকৃতি। এতোই আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম যে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলাম তাঁকে, যাতে নিশ্চিত হতে পারি যে সত্যিই তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নিঃশব্দ চাপা হাসিতে ফুলে ফুলে উঠছেন তিনি।

হোমস বললেন—কেমন বুঝছ?

ওয়াটসন উত্তর দিলেন—চমৎকার, অতি চমৎকার।

হোমস বললেন, তাহলে দেখো, বয়স বাড়ার জন্যে বা গতানুগতিতার ফলে যে আমার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেছে তা নয়, কেমন? তাঁর কথার ধরনে সেই আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ পেল, কোনো শিল্পী নিজের শিল্পকর্মে যেমনটি বোধ করে থাকেন। বললেন,—কেমন, আমারই মতো নয় কি?

www.pathagar.com

ও যে স্বয়ং তুমি, এ আমি শপথ করে বলতে পারতাম! এর জন্য বাহাদুরি গ্রোনোবলের মসিয়ঁ অসকার মুনিয়ের-এর, বেশ কটা দিন তার লেগেছিল তৈরি করতে—আবকষ মূর্তিটি মোমের তৈরি। আর বাকিটা আমার কাজ-আজ বিকেলে বেকার স্ট্রিটে এসে করেছি।

কিন্তু কেন?

কারণ আমার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল কিছু লোক মনে করুক যে আসলে আমি যেখানে নেই, সেখানেই আছি।

তুমি কি মনে করো তোমার ঘরের ওপর নজর রাখা হচ্ছে?

জানি আমি, নজর রাখা হচ্ছে।

কে নজর রাখছে?

আমার পুরোনো শত্রুরা। সেই চমৎকার দলের লোকেরা, যাদের নেতার দেহ পড়ে আছে রাইখেনবাক্ ফলস্-এর ওখানে। ভুললে চলবে না যে, আমি যে জীবিত এ খবর তারা জানে, এবং কেবলমাত্র তারাই জানে। জানত তারা, আজ হোক বা দু-দিন পরে হোক ফিরে আমি আসবোই এখানে, তাই সব সময়েই লক্ষ রাখছিল, এবং আজ সকালে আমায় ফিরে আসতে দেখেছে।

কী করে জানলে?

জানলা দিয়ে তাকিয়ে যে তাদের প্রহরীকে আমি চিনতে পেরেছি। লোকটি নিরীহ গোছের, নাম পার্কার। তার গাজরের ব্যবসা, তাছাড়া সে এক ধরনের বীণা বাদনে বিশেষ পারদর্শী। ওকে আমি গ্রাহ্যও করি না বটে, কিন্তু প্রচুর গ্রাহ্য করি তার আড়ালে যে ব্যক্তি আছে তাকে—মরিয়ার্টির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু সে, আমায় লক্ষ করে সেই-ই পাথর গড়িয়ে দিয়েছিল। লন্ডনের সবচেয়ে চতুর সাংঘাতিক অপরাধী সে। এবং সেই ব্যক্তিই আজ রাত্রে আমার পিছু নিয়েছে, এবং আমরাও যে তার পিছু নিয়েছি, এটা সে একেবারেই ধারণা করতে পারে নি।

হোমসের মতলব একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছিল। এই সুবিধাজনক জায়গা থেকে ওদের প্রহরীর ওপর লক্ষ রাখা হচ্ছে, আর ওই যে ছায়া ওটা হচ্ছে টোপ্। আর শিকারী হল ওয়াটসনরা। অন্ধকারে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ওয়াটসনরা সামনে মানুষজনের দ্রুত চলাফেরা লক্ষ করছিলেন। ওয়াটসন দেখলেন, নিশ্চল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কী হয়, হোমস অত্যন্ত সজাগ ও প্রস্তুত হয়ে আছেন। হোমসের দৃষ্টিপথ জনস্রোতের ওপর স্থির নিবদ্ধ। কনকনে ঝড়ের বাতাসের শব্দ শিস-এর মতো শোনাচ্ছিল। রাস্তা দিয়ে কতো লোকের যাওয়া আসা, বেশিরভাগেরই শরীর কোটে ঢাকা। দু-একবার মনে হল যেন, একই লোককে কয়েকবার যেতে আসতে দেখেছি। বিশেষ করে দুজন লোকই নজরে পড়ছে, যারা মনে হচ্ছে খানিক দূরের একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে হাওয়ার দাপট থেকে আত্মরক্ষা করছে। ওয়াটসন চেষ্টা করলেন, তাদের ওপর হোমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কিন্তু একটা বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে তিনি ঠিক সেইভাবেই ছটফট করতে লাগলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি অস্থির হয়ে উঠছেন, ঠিক যেমনটি ভেবেছিলেন সেভাবে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে না বলে। শেষপর্যন্ত মধ্যরাত্রি এলো। রাস্তায় লোক চালাচল কমতে কমতে প্রায় বন্ধ হল। অত্যন্ত অস্থির ভাবে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন ওয়াটসন, এমন সময় চোখ তুলে আলোকিত জানালাটার ওপরে তাকিয়ে ওয়াটসনের সেই আগের মতোই বিস্ময় পেয়ে বসল। হোম্সের হাত চেপে ধরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ওয়াটসন বললেন—দেখো, দেখো, ছায়াটা নড়ছে!

দেখা গেল, ছায়াটার পেছন দিকটা এখন হোমসদের দিকে ফেরানো।

ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন—এই তিন বছরে তাঁর মেজাজের, বা অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি কারও ওপর তাঁর সহনশীলতার কোনো উন্নতি হয় নি।

হোমস বললেন—নড়ছেই তো! আমি কি এমনই হাস্যকর নির্বোধ যে ইওরোপের কয়েকজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোককে ঠকাবার জন্যে এমন একটা স্থানু মূর্তি রেখে দেবো যেটা

www.pathagar.com

অতি সহজেই ধরা পড়ে যাবে? এই যে দু-ঘন্টা হোমসরা এই ঘরে আছেন এর মধ্যে মিসেস হাডসন আট-আটবার, অর্থাৎ পনেরো মিনিট অন্তর ওটা সরিয়েছে। সরিয়েছে সামনের দিক থেকে, যাতে তার ছায়া দেখা না যায়। হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে হোমস একটা নিঃশ্বাস নিলেন। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল তিনি মাথাটা এক দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, একাগ্র মনঃসংযোগে সমস্ত শরীর শক্ত। লোক দুটি হয়তো এখনো দরোজার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে, আর তাদের দেখা যাচ্ছে না। সব অন্ধকার, কোথাও সাড়াশব্দ নেই। চোখে পড়ছে শুধু জানলার উজ্জ্বল হলদে পর্দার মাঝখানে মূর্তিটার কালো আবছায়া। পরম নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার শোনা গেল প্রচণ্ড উত্তেজনা চেপে রাখতে গিয়ে বেরিয়ে আসা হিস হিস শব্দ। পরমুহূর্তেই হোমস ওয়াটসনকে ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণে টেনে নিলেন, তার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সাবধান করে দিলেন। যে হাতে হোমস ওয়াটসনের কব্জি ধরেছিলেন, তার আঙুলগুলো কাঁপছিল। এমন বিচলিত হতে আর কখনও তাঁকে দেখেন নি ওয়াটসন।

হঠাৎ একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন ওয়াটসন। তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে যা হোমস আগেই জানতে পেরেছিলেন। একটা নীচু শব্দ সেটা। কে যেন নিঃশব্দে চোরের মতো এগিয়ে আসছে। কিন্তু বেকার স্ট্রীটের দিক থেকে নয়, আসছে, যেখানে ওয়াটসনরা লুকিয়ে আছেন সেই বাড়িটারই পেছন দিক থেকে তারপর একটা দরোজা খোলার আর বন্ধ করার শব্দ। আর তারপরেই বারান্দা দিয়ে সন্তর্পণ কয়েকটা পদশব্দ। আওয়াজ যাতে না হয় তাই এই সাবধানতা।

হোমস একেবারে দেওয়ালে সেঁটে গেলেন। ওয়াটসনও তাই করলেন। রিভলভারের বাঁটের ওপর ওয়াটসনের হাত শক্ত হয়ে বসেছে। অন্ধকারের মধ্যে উঁকি দিতে একটা লোকের অস্পষ্ট আবছায়া ওয়াটসনের চোখে পড়ল। খোলা দরোজার অন্ধকারের চেয়েও আর এক পোঁচ কালো। দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত, তারপর ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত ভয়াবহভাবে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ওয়াটসনে তিন ফুটের মধ্যে সে এসে পড়েছে, তার আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন—তখনও ওয়াটসন জানতে পারেন নি যে, ওয়াটসনকে সে দেখতে পায় নি। ওয়াটসনদের খুব কাছ দিয়ে চোরের মতো জানলাটার কাছে এগিয়ে গেল, তারপর খুব ধীরে ধীরে, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে, প্রায় ছ-ইঞ্চির মতো জানলাটা তুলল।

যেটুক উঁচু করল, ঝুঁকে পড়ে সেই বরাবর নীচু হতেই রাস্তার আলো ধূলো মাখা কাচের পাল্লায় বাধা না পেয়ে একেবারে তার সমস্ত মুখটা আলোকিত করল। উত্তেজনায় যেন সে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। দু-চোখ তারার মতো জ্বলছে, মুখের প্রত্যেকটা পেশী যেন কাঁপছে। লোকটি বয়স্ক, তার নাকটা খাড়া, মাথায় টাক, কপাল উঁচু আর মুখে খোঁচা খোঁচা বড় বড় গোঁফ। মাথার অপেরা হ্যাটটা পেছন দিকে সরিয়ে দেওয়া। খোলা ওভার কোটের নিচে সান্ধ্য পোশাকের শার্টের সামনের দিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুখটা সরু কালচে, গভীর রেখায় কলঙ্কিত। হাতে বোধ হয় একটা লাঠি। সেটা মেঝেয় রাখতেই একটা ধাতব আওয়াজ উঠল। তারপর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ভারী জিনিস বার করে সে সেটা নিয়ে কি সব করতে লাগল। কাজের সমাপ্তি হল এক তীক্ষ্ণ উচ্চ আওয়াজ—যেন স্প্রিং-এর কোনো জিনিস কোনো স্থানে এসে লেগেছে। তেমনি মেঝের ওপর হাঁটু গেড়েই সে ঝুঁকে পড়ে শরীরের সমস্ত ওজন আর শক্তি দিয়ে একটা লিভার চেপে ধরল। তখন একটা ঘূর্ণনের মতো, কিছু পেষার মতো শব্দ হোমসদের কানে এলো। এবারও শেষপর্যন্ত আগের বারের চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ ও উচ্চ একটা আওয়াজ হল।

তারপর যখন সে সিধে হয়ে দাঁড়াল, লক্ষ করা গেল বন্দুকের মতো কী একটা বস্তু তার হাতে, বন্দুকটার কুঁদোটা অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের। বন্দুকটার পেছন দিকটা খুলে কি-একটা রাখল সেখানে। তারপর সেটা বন্ধ করল। তারপর ঝুঁকে পড়ে খোলা জানলার ওপর বন্দুকের নল রাখল। ওর লম্বা গোঁফ বন্দুকটার ওপর নেমে এসেছে। নিশানা স্থির করবার সময় চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তারপর জানলার পর্দার কালো আবছায়া মূর্তির দিকে লক্ষ্য স্থির করল। একেবারে নিশ্চল রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আঙুল দিয়ে ঘোড়াটা টেনে দিল। তারপর এক

www.pathagar.com

অদ্ভুত ধরনের উচ্চ শন্ শন্ শব্দ, আর কাঁচ ভাঙার ঝন্-ঝন্ আওয়াজ। ঠিক সেই মুহূর্তেই হোমস বাঘের মতো তার ওপর লাফিয়ে পড়লেন। উবুড় করে ফেললেন তাকে। মুহূর্ত মধ্যেই সে উঠে পড়ল। উন্মত্তের মতো প্রচণ্ড শক্তিতে হোম্সের গলা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে রিভালভারের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলেন ওয়াটসন। মুহূর্ত মধ্যেই সে আবার পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ওয়াটসন তার ওপর লাফিয়ে পড়লেন। আর তক্ষুণি হোমস একটা হুইসলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাথ থেকে দ্রুত পায়ের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। দু'জন সুসজ্জিত পুলিশ আর একজন সাধারণ পোষাক-পরা গোয়েন্দা দৌড়তে দৌড়তে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কে? লেসট্রেড নাকি?

হ্যাঁ মি. হোমস। ভাবলাম দায়িত্বটা নিজের হাতেই গ্রহণ করি, তাই চলে এলাম। আবার আপনাকে লন্ডনে পেয়ে ভারী ভালো লাগছে স্যর!

হোমস বললেন—জানো, আমার মনে হল একটু বেসরকারী সাহায্য তোমার দরকার। এক বছরের মধ্যে তিন তিনটে খুনের ফয়শালা হল না। এ তো চলবে না!

এতোক্ষণে ওয়াটসনরা সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। দুজন জবরদস্ত কন্সটেবলের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে বন্দি খুব জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল। ইতিমধ্যে রাস্তায় কিছু ভিড় জমেছে। হোমস গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। লেসট্রেড দুটো মোমবাতি এনেছিলেন। আর পুলিশরাও তাদের লণ্ঠনের ঢাকা খুলে ফেলল। এতোক্ষণ বন্দিকে ভালো করে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল।

বন্দি তখন হোমসদের দিকে তাকিয়ে। সে মুখ যেমন বলিষ্ঠ তেমন ভয়ঙ্কর। দার্শনিকের মতো ভ্রু আর ইন্দ্রিয়পরায়ণের মতো চোয়াল তার, ভালো ও মন্দ দুই রকম কাজেরই প্রচুর ক্ষমতা নিয়ে নিশ্চয় সে জীবন শুরু করেছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর নীল চোখের বিশ্বনিন্দুকের অভিব্যক্তি, তীক্ষ্ণ উদ্ধত নাক আর ঘনরেখাঙ্কিত ভ্রু দেখে তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল! ওয়াটসনদের কাউকেই সে গ্রাহ্য করল না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে হোমসের দিকে তাকিয়ে রইল—সে দৃষ্টিতে ছিল ঘৃণা ও বিস্ময়ের সংমিশ্রণ। 'শয়তান' কথাটা সে বারবার মৃদুস্বরে উচ্চারণ করতে থাকল। ধূর্ত শয়তান কোথাকার!

জামার কুঁকড়ে যাওয়া কলার ঠিক করতে করতে হোমস বললেন, পথের শেষ, প্রেমিক প্রেমিকার মিলন, পুরোনো নাটকের ভাষায় বলি। রাইখেনবাক ফলসে যখন আমি পাহাড়ের গায়ে একটা তাকের মতো জায়গায় শুয়েছিলাম তখন যে আপনি আমার ওপর মনোযোগ দিয়েছিলেন, তারপরে আর আপনাকে দেখি নি।

তখন তিনি এমন ভঙ্গিতে হোমসের দিকে তাকালেন, যেন তখনো তাঁর বিহ্বল ভাবটা কাটে নি। ধূর্ত, ধূর্ত শয়তান কোথাকার! শুধু এই কথাটাই উচ্চারণ করতে পারছিলেন তিনি।

হোমস বললেন—আলাপ করিয়ে দেয়া হয় নি, এই ভদ্রলোক হলেন কর্নেল সেবাস্টিয়নি মোরান। সম্রাটের ভারতীয় সেনাদলে ছিলেন। প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিকারি। আপনি যতো বাঘ মেরেছেন অতো আর কেউ মারতে পারে নি, তাই না কর্নেল!

উগ্র প্রকৃতির কর্নেল কোনো কথাই বললেন না। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে আর খোঁচা খোঁচা গোঁফে তাঁকেও যেন বাঘের মতো দেখাচ্ছিল।

হোমস বললেন—আশ্চর্য লাগছে ভেবে যে এই সহজ ফাঁদে আপনি এতো বড় শিকারি হয়েও কেন পা দিলেন,—এ হেন ফাঁদ তো আপনার কাছে নতুন নয়। গাছের নিচে ছাগল বেঁধে রেখে সেই গাছের ওপরে থেকে আপনি কি অপেক্ষা করেন নি, টোপে বাঘ আসবে? এই খালি বাড়িটা হচ্ছে আমার গাছ আর আপনি হচ্ছেন বাঘ এবং যদি একটার বেশি বাঘ আসে বা যদি কোনো কারণে একটা বন্দুকের গুলি ব্যর্থ হয়, সেজন্যে আপনি যেমন একাধিক বন্দুক রাখেন, সেইরকম আমার অন্যান্য বন্দুক হল এইসব।

এই বলে হোমস ঘুরে সকলকে দেখিয়ে দিলেন একে একে।

www.pathagar.com

ক্রোধে ভয়ঙ্কর গর্জন করে কর্নেল মোরান একলাফে এগিয়ে এলেন, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে কন্সটেবল তাকে পেছনে টেনে নিল।

কর্নেলের চোখ মুখের অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

হোমস বললেন—স্বীকার করছি, একটা বিষয়ে আপনি আমাকে একটু অবাক করে দিয়েছেন! ভাবিনি আপনি নিজেই এসে এই সুবিধাজনক জানালটা ব্যবহার করবেন। ভেবেছিলাম যা করবেন রাস্তা থেকেই করবেন। তাই সেখানে বন্ধু লেসট্রেড দলবল নিয়ে আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। এইটুক বাদ দিলে আর যা কিছু ঘটেছে সবই আমি আগে থেকে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।

লেসট্রেডের দিকে ফিরে কর্নেল মোরান বললেন—দেখুন, আমাকে, গ্রেপ্তার করার আদত কারণ আপনার আছে কিনা জানি না, কিন্তু এই লোকটার টিটকিরি কেন আমায় সহ্য করতে হবে? যদি আইন সঙ্গতভাবে আমায় ধরা হয়ে থাকে, তবে আইনসঙ্গত উপায়েই কাজ হোক।

লেসট্রেড বললেন—এ কথা অবশ্যই ঠিক। আচ্ছা মি. হোমস আর আপনার কিছু বলার আছে? এবার আমরা যাব।

মেঝে থেকে শক্তিশালী এয়ারগানটা তুলে নিয়ে হোমস পরীক্ষা করছিলেন। বললেন, চমৎকার অস্ত্রটা! যেমন নিঃশব্দে কাজ সারে, তেমনি প্রচণ্ড শক্তিশালী। অন্ধ জার্মান মিস্ত্রি ভন হার্ডারকে আমি চিনতাম। স্বর্গত প্রফেসর মরিয়াটির নির্দেশে সে তৈরি করে এটা। বেশ কয়েক বছর হল এটা কথা শুনে আসছি আমি। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাই নি। তোমার বিশেষ দৃষ্টি এটার ওপর আকর্ষণ করছি লেসট্রেড, আর এর কার্তুজগুলোও লক্ষ করতে বলছি।

নিশ্চয়ই দেখব মি. হোমস। দলটার সঙ্গে দরোজার দিকে এগোতে এগোতে লেসট্রেড বললেন,—আচ্ছা, আর কিছু?

একটা প্রশ্ন শুধু। ওঁর বিরুদ্ধে কী তোমার অভিযোগ? অভিযোগের কথা বলছেন? কেন, শার্লক হোমসকে হত্যার প্রচেষ্টা।

না লেসট্রেড, এ ব্যাপারের মধ্যে আমি একেবারেই থাকতে চাই না। এই গ্রেপ্তারের সমস্ত কৃতিত্বই তোমার এবং এজন্য আমি তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। চাতুর্য ও দুঃসাহসের সংমিশ্রণেই তুমি ওঁকে গ্রেপ্তার করেছ।

ওঁকে? কেন, উনি কে, মি. হোমস?

উনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, সমস্ত পুলিশবাহিনী যাঁকে বৃথাই খুঁজে বেড়াচ্ছে,—সেই কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান, যিনি গত মাসের ত্রিশ তারিখে অনারেবল রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে ৪২৭ নং পার্কলেনের বাড়ির তিন তলার জানলা থেকে একটা এয়ান-গান দিয়ে গুলি করেন। এইটেই হবে তোমার অভিযোগ। তারপর বললেন, ওয়াটসন, কাচভাঙা জানলা দিয়ে আসা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যদি সহ্য করতে পারো তো চল আমার পড়ার ঘরে; চুরুট খেতে খেতে দিব্যি আমার কাহিনী শুনতে পারব।

মাইক্রফট হোম্‌সের তত্ত্বাবধানে আর মিসেস হাডসনের যত্নে ঘরগুলোর যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই আছে। ঢুকতেই খানিকটা পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ল যেটা একটু অস্বাভাবিক মনে হল, তাছাড়া মূল জিনিসগুলো সব ঠিকঠাকই রয়ে গেছে। সেই এক কোণে ওঁর ছোটখাটো পরীক্ষাগার আর অ্যাসিড মাখানো টেবিলটা, একটা শেল্‌ফে সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো মামলার ফাইল আর প্রাসঙ্গিক বইপত্র। যেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারলে কিছু নাগরিক অত্যন্ত খুশি হবে। নকশাগুলো, বেহালার বক্সটা, পাইপের তাকটা, এমনকি সেই পারস্য দেশের চটিটা পর্যন্ত যার ভিতর তামাক রাখা হত,—সব কিছুই যথাস্থানে চোখে পড়ছে। দুটি মূর্তি সেই ঘরে—একটি হল মিসেস হাডসনের। প্রবেশ করতেই সে হাস্যোজ্জ্বল মুখে ওয়াটসনদের দিকে তাকাল। আর অন্যটি হল হোম্‌সের প্রতিমূর্তি, এই সন্ধ্যায় যার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোমের নিখুঁত প্রতিমূর্তি একটি। একটা ছোট টেবিলের ওপর মূর্তিটি রাখা, হোম্‌সের একটা পুরোনো ড্রেসিং গাউন এমনভাবে তার ওপর জড়ানো যাতে রাস্তা থেকে দেখে আর লেশমাত্রও

www.pathagar.com

সন্দেহ না জাগতে পারে।

ঠিক যেভাবে সাবধান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম যথাযথ পালন করেছিলে তো, মিসেস হাডসন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যখনই ওটার কাছে গেছি নিচু হয়ে ঠেলা দিয়ে দিয়ে এগিয়েছে, ঠিক যেমনটি বলেছিলেন।

চমৎকার! কাজটা খুবই চমৎকার হয়েছিল সন্দেহ নেই। তা, গুলিটা কোথা দিয়ে গেছে লক্ষ করেছিলে কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার অমন চমৎকার মূর্তিটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে স্যর। একেবারে মাথার ভিতর দিয়ে গিয়ে গুলিটা দেয়ালে লেগে চেপ্টে গেছে। কার্পেটে পড়ে ছিল, কুড়িয়ে নিয়েছি। এই যে।

ওয়াটসনকে দেখালেন সেটা হোমস। বললেন, সফট নোজড গুলি, দেখছিই তো। রীতিমতো প্রতিভার পরিচয় এখানে। এমন একটা গুলি এয়ারগান থেকে ছোঁড়া হতে পারে এ আর কে ভাবতে পেরেছিল? ঠিক আছে মিসেস হার্ডসন, তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। আচ্ছা ওয়াটসন, এবার বোসো দেখি, তোমার পুরোনো জায়গায়, আমার সামনে। কয়েকটা বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।

ফ্রক-কোটটা খুলে মূর্তিটা থেকে ইঁদুর রঙের প্রেসিং গাউনটা খুলে পরে নিয়ে আবার সেই পুরোনো দিনের হোমস তিনি।

মূর্তিটার চূর্ণ কপালটা পরীক্ষা করতে করতে হেসে উঠলেন হোমস বললেন—দেখছ, পুরোনো শিকারির স্নায়ু তেমনি মজবুত, দৃষ্টি তেমনি তীক্ষ্ণ রয়ে গেছে। গুলিটা গেছে মাথার পেছনে ঠিক মাঝখানটা ভেদ করে। মগজের ভেতর দিয়ে। ভারতের সেরা শিকারি ছিলেন ভদ্রলোক, এবং এমন কি লন্ডনেও তাঁর চেয়ে ভালো শিকারি কেউ আছে কি না সন্দেহ। শুনেছ নামটা?

না।

হুঁ, যশ জিনিসটাই এইরকম বটে। মনে হচ্ছে প্রফেসর জেম্‌স্‌ মরিয়ার্টির নামও তুমি আগে শোনোনি। অথচ শতাব্দীর একটি সেরা মগজ তাঁর। শেলফ্‌ থেকে জীবন চরিত্রের সূচীপত্রটা দাও তো!

চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট থেকে রাশি রাশি ধোঁয়ার মেঘ ছাড়তে ছাড়তে অলসভাবে পাতাগুলো ওল্টাতে লাগলেন তিনি।

বললেন,—"M"-এর মধ্যে প্রচুর বড় বড় নাম দেখছি। একা মরিয়ার্টিই অমন একটা অথারকে অমর করে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। আর এই যে, বিষ-বিশেষজ্ঞ মর্গ্যান, ঘৃণ্য মেরিডিউ ম্যাথু—যে চেয়ারিং ক্রস-এর বিশ্রামাগারে আমার বাঁদিকের কুকুরে দাঁতটা উড়িয়ে দিয়েছিল, আর এই দেখ আজকের রাতের বন্ধুটি।

বইটা ওয়াটসনের হাতে দিলেন হোমস। ওয়াটসন পড়তে শুরু করলেন—

মোরান, সেবাস্টিয়ান কর্নেল। বেকার। প্রথম ব্যাঙ্গালোর অগাস্টাস মোরান সি. বি-র পুত্র, যিনি ছিলেন পারস্য দেশের ব্রিটিশ মন্ত্রী। শিক্ষা ইটনে ও অক্সফোর্ডে। জোয়াকি অভিযানে, আফগান অভিযানে, চারসিয়াব, শেরপুর আর কাবুলে ছিলেন। লেখা বই—"পশ্চিম হিমালয়ে বড় শিকার"—১৮৮১, "জঙ্গলে তিনমাস"—১৮৮৪। ঠিকানা—কনড্‌ইট স্ট্রিট। ক্লাব—"অ্যাংলো ইন্ডিয়ান", "ট্যাঙ্কারভিল", "ব্যাগাটেলি কার্ড ক্লাব।"

এর ধারে হোম্‌সের পরিষ্কার হাতের লেখা—লন্ডনের দু-নম্বর সাংঘাতিক ব্যক্তি।

বই ফেরৎ দিয়ে ওয়াটসন বললেন—এ তো আশ্চর্য, লোকটার জীবন তো আসলে সম্মানিত সৈনিকের।

হোমস বললেন,—তুমি ঠিকই বলেছো ওয়াটসন। কিছুদূর পর্যন্ত তিনি দিব্যি ভালোই কাজ করেছেন। লৌহকঠিন ওঁর স্নায়ু। কীভাবে উনি এক আহত বাঘের পিছু নিয়ে গুঁড়ি মেরে

www.pathagar.com

একটা নালায় প্রবেশ করেছিলেন সে কাহিনী এখনো ভারতের লোকের মুখে মুখে। কিছু কিছু গাছ আছে লক্ষ করবে ওয়াটসন, যেগুলো কিছুদূর পর্যন্ত বেশ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তারপরেই হঠাৎ কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে পড়ে। কোনো কোনো মানুষের বেলায়ও এই ব্যাপারই হয়ে থাকে। আমার একটা ধারণা, কোনও মানুষের বিকাশের ব্যাপারে তার সমস্ত পূর্বপুরুষদের প্রভাব লক্ষিত হয়। যদি তার মধ্যে ভালোর দিকে বা মন্দের দিকে কোনও আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যায়, বুঝতে হবে তার কারণ, পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত কোনো বিশেষ ঘটনা। তার বংশের ইতিহাসের যেন সারাৎসার হয়ে ওঠে সে।

এ তোমার কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছু নয়—ওয়াটসন বললেন। হোমস পুনরায় শুরু করলেন—যাই হোক, ও নিয়ে আমি বিশেষ জোর করে কিছু বলতে চাই না। শুধু বলি, কর্নেল মোরান বিপথে যেতে লাগলেন। প্রকাশ্য কোনো কেলেঙ্কারী না করলেও ভারত তাঁর পক্ষে হয়ে উঠল দুর্বিষহ। কাজে ইস্তফা দিয়ে লন্ডনে ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু লন্ডনেও প্রচুর বদনাম কুড়োলেন। এই সময়েই প্রফেসর মরিয়ার্টি তাঁকে খুঁজে বার করেন। এরপর কিছুদিন তিনি প্রফেসরের সর্বপ্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করেন। দরাজ হাতে তখন মরিয়ার্টি তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। আর এমনই দু-একটা বিশেষ কাজে তাঁকে লাগাতে থাকেন সাধারণ অপরাধীর পক্ষে যা হতো অসম্ভব। ১৮৮৭ খ্রি. লডারে মিসেস স্টুয়ার্টের মৃত্যুর কথা হয়তো তোমার একটু একটু মনে আছে। নেই? যাই হোক, আমি জানি নিশ্চয়ই মরিয়ার্টি ছিল এই ব্যাপারের পেছনে, যদিও কিছুই প্রমাণ করা যায় নি। কর্নেলকে এমনভাবে আড়ালে রাখা হয়েছিল যে মরিয়ার্টির দল ভেঙে যাওয়ার পরেও আমরা তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারি নি। মনে পড়ে সেদিন যখন আমি তোমার ওখানে গেছিলাম কীভাবে আমি এয়ারগানের ভয়ে খড়খড়িগুলো বন্ধ করে রেখেছিলাম? সেটাকে তুমি নিছক কল্পনাপ্রবণতা ছাড়া আর কিছু মনে করো নি। কিন্তু আমি জানতাম আমি কী করছি, কারণ এই আশ্চর্য বন্দুকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম আমি, এবং এও আমার অজানা ছিল না যে যাঁর হাতে এ অস্ত্র, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যভেদী তিনি। আমরা যখন সুইজারল্যান্ডে, মরিয়ার্টি আর তিনি তখন আমাদের পিছু নিয়েছিলেন—রাইখেনবাকে সেই মারাত্মক পাঁচটা মিনিটের জন্যে দায়ী তিনিই। ওয়াটসন, তোমার হয়তো মনে পড়বে, ফ্রান্সে থাকতে তখন আমি খবর-কাগজ পড়ার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য করতাম যদি ওঁকে কাবু করবার সামান্যতম সুযোগও পেতে পারি। উনি বেঁচে থাকতে লন্ডনে আমার জীবনের কোনোও মূল্যই নেই। দিনরাত ওঁর ছায়া আমার ওপর পড়বে এবং কোনো না কোনো দিন প্রতিশোধের সুযোগ উনি পেয়ে যাবেন।

তাই কী করব আমি? দেখামাত্রগুলি করতে পারবো না, আইনের কবলে পড়তে হবে। কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরবারেও ফল হবে না—নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো কিছুই আমার পক্ষে করা সম্ভব হত না তখন। তবে, অপরাধের খবরগুলো সংগ্রহ করে যাচ্ছিলাম ঠিকই, কারণ আমি নিশ্চিত জানতাম, আগে হোক পরে হোক, একদিন আমি ওঁকে পাবই। এমন সময় হল রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ারের মৃত্যু, শেষপর্যন্ত এল আমার সুযোগ। তরুণটির সঙ্গে তিনি তাস খেলেছেন, তার সঙ্গে তার বাড়িতেও এসেছেন, খোলা জানলা দিয়ে তাকে গুলি করেছেন—এসব ঘটনার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই। চলে এলাম সঙ্গে সঙ্গে। ওদের প্রহরী দেখে ফেলল আমাকে, বুঝলাম খবরটা সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের কাছে পৌঁছে যাবে। আমার এই হঠাৎ ফিরে আসার সঙ্গে তাঁর এই অপরাধের যোগসূত্র স্থাপনে তাঁর কোনো অসুবিধে হল না। তিনি ভয় পেলেন খুব। নিশ্চয়ই জানতাম এক্ষুনি তিনি আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন এবং সেজন্য এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়েই আসবেন। জানলার কাছে তাঁর জন্যে একটা চমৎকার লক্ষ্য বস্তুর ব্যবস্থা করলাম সেই সঙ্গে পুলিশকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম যে হয়তো তাদের প্রয়োজন হতে পারে। ভালো কথা, ওয়াটসন, দরোজার পাশে পুলিশের উপস্থিতিটা তুমি সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে জানতে পেরেছিলে। লক্ষ রাখার পক্ষে সুবিধাজনক হিসেবে আমি একটা জায়গা দেখে নিয়েছিলাম, ভুলেও ভাবতে পারি নি যে আক্রমণের জন্যে ঠিক সেই জায়গাটা উনিও বেছে নেবেন। আচ্ছা, আর কোনো খট্‌কা লাগছে, ওয়াটসন?

www.pathagar.com

ওয়াটসন বলছেন—আচ্ছা, অনারেবল রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ারকে হত্যা করার কর্নেল, মোরানের কী উদ্দেশ্য ছিল?

হোমস বললেন—এবার আমরা প্রবেশ করছি অনুমানের এলাকায়—অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনেরও যেখানে ভুল হওয়া সম্ভব। আপাতত সাক্ষ্যপ্রমাণে যা পাওয়া গেছে তা থেকে সবাই নিজের নিজের মতো একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারে। এবং সে ক্ষেত্রে তোমার ধারণা ঠিক ততোটাই নির্ভুল হতে পারে যতোটা আমার।

যাই হোক, একটা ধারণা তুমি খাড়া করেছো তাহলে? ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছিল তা আন্দাজ করাটা হয়তো কঠিন নয়। সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে কর্নেল মোরান আর তরুণ অ্যাডেয়ার প্রচুর টাকা জেতে। এখন মোরান নিশ্চয়ই অন্যায়ভাবে খেলেছিলেন। এমনটি তিনি আগেও করেছেন। আমার ধারণা খুনে দিনে অ্যাডেয়ার তা জানতে পারে। হয়তো এ নিয়ে সে মোরানকে আলাদাভাবে বলে থাকবে এবং তাঁকে ভয় দেখিয়ে থাকবে যে তাঁর কীর্তি ফাঁস করে দেবে যদি না মোরান ক্লাব ছেড়ে দেন এবং কথা দেন আর কখনোও তাস খেলবেন না। মনে হয় না অ্যাডেয়ার-এর মতো এক তরুণ সুপরিচিত, প্রচুল বয়োজ্যেষ্ঠ এই ব্যক্তির কেলেঙ্কারি প্রকাশ করে বসেব। হয়তো সে চলছিল এইভাবে। ক্লাব থেকে বহিষ্কৃত হলে মোরানের সর্বনাশ। কারণ এই চোরাই টাকাই তখন তার একমাত্র জীবিকা। তাই তিনি অ্যাডেয়ারকে হত্যা করেন। অ্যাডেয়ার সম্ভবত তখন হিসেব করছিল কতো টাকা তার ফেরত দেয়া উচিত, কারণ অংশীদারের চুরির টাকার বখরা নেওয়া তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। দরোজাটা সে বন্ধ করে রেখেছিল পাছে এইসব নাম আর পয়সা নিয়ে সে কী করছে বাড়ির মেয়েরা তাতে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তুমি কী বলো?

নিশ্চয়ই ঠিক আন্দাজ করেছ।

বিচারের সময় হয়তো সঠিক জানা যাবে। সে যাই হোক কর্নেল মোরানের ভয় আর আমার রইল না, ফন হার্ডারের বিখ্যাত এয়ারগান এখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিউজিয়ামের শোভা বৃদ্ধি করবে এবং শার্লক হোমস আবার নির্ভয়ে সেইসব চিত্তাকর্ষক সমস্যায় মনপ্রাণ সঁপে দিতে পারবেন।

অ্যাবি গ্রেঞ্জ

১৮৯৭ সালের এক কনকনে তুষার শীতল সকালে কাঁধে নাড়া খেয়ে ওয়াটসনের ঘুম ভাঙতেই তিনি দেখলেন, হোমস ডাকছেন। চল, ওয়াটসন, চল, খেলা শুরু হয়েছে। একটিও কথা না বলে জামা কাপড় পরে চলে এসো।

অতএব ওয়াটসন নীরবে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে, চেয়ারিংক্রশ স্টেশনের পথে একটা গাড়ি ভাড়া করে গড়গড়িয়ে হোম্‌সের সঙ্গে নীরবে চলছিলেন। শীতের সকালের প্রথম আভা দেখা দিতে শুরু করেছে, ভোরের কোনো মজুর হোমসদের গাড়ির পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পুরু কোটের মধ্যে হোমস চুপচাপ বসে, দুইজনেই প্রাতরাশ না করে বেরিয়েছিলেন যতক্ষণ না স্টেশনে এসে খানিকটা গরম চা খেয়ে কেন্টের ট্রেনে গিয়ে উঠলেন ততোক্ষণ পর্যন্ত যেন ওয়াটসনরা ঠাণ্ডায় জমে ছিলেন, এতোক্ষণে সেই জমাট অবস্থা খানিকটা কাটল, এবং এতোক্ষণে হোম্‌সের কথা বলার, আর ওয়াটসনের কথা শোনার মতো অবস্থা হল। পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে হোমস ওয়াটসনকে পড়ে শোনালেন—

অ্যাবি গ্রেঞ্জ, মারশাম, কেন্ট, রাত ৩-৩০ মি.

প্রিয় হোমস,

মামলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই মুহূর্তে আপনার সাহায্য পেলে খুশি হব। ব্যাপারটা পুরোপুরি আপনারই লাইনের। মহিলাটিকে ছেড়ে দেওয়া বাদে আর সবকিছুই যাতে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে সেদিকে নজর রাখছি। দয়া করে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করবেন না, কারণ স্যর ইউস্টেসকে সেখানে ছেড়ে আসা অত্যন্ত কঠিন।

ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত স্ট্যানলি হপকিন্স।

চিঠি পড়া শেষ হলে হোমস বললেন—হপকিন্স আমায় ডেকেছে মোট সাতবার। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর তলব ছিল সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বর্তমান তদন্তের ব্যাপারটা খুনের বলে মনে হচ্ছে।

ওয়াটসন বললেন—মানে, তুমি মনে করছ এই স্যর ইউস্টেস মারা গেছেন?

হোমস বললেন—হ্যাঁ হপ্‌কিন্সের লেখাটা দেখে মনে হয় প্রচুর উত্তেজনার সঙ্গে লিখেছে, অথচ লোকটি আবেগপ্রবণ নয়। হুঁ, মনে হচ্ছে বলপ্রয়োগ হয়েছে এবং দেহটা সরানো হয় নি আমরা দেখব বলে। নিছক আত্মহত্যার ব্যাপার হলে সে আমায় ডেকে পাঠাত না। আর, মহিলাটিকে ছেড়ে দেবার কথায় মনে হচ্ছে, বিয়োগান্ত ঘটনাটার সময় তাঁকে তাঁর ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। সমাজের উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপারে এটা, খুব দামি কড়কড়ে কাগজে ই.বি. কথাটা মনোগ্রাম করে আঁকা, বংশচিহ্ন পরিচায়ক, তার ওপর জমকাল ঠিকানাটা। আশা করি হপকিন্স তার সুনাম অব্যাহত রাখবে এবং মামলাটা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে। অপরাধটা সংঘটিত হয় কাল রাত বারোটার আগে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—এই মন্তব্য করা তোমার পক্ষে কীভাবে সম্ভব হল?

ঘটনা পরম্পরা, আর সময়ের হিসেব করে। স্থানীয় পুলিশকে খবর দিতে হয়েছে, তারা আমার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে, হপকিন্সকে যেতে হয়েছে এবং সে আমাদের খবর পাঠিয়েছে। এ সমস্ত বেশ এক রাতের কাজ। —এই চিসল্‌হার্স্ট স্টেশন, অবিলম্বে আমাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে।

অপরিসর গ্রাম্য পথে মাইল-দুয়েক যাবার পর একটা পার্কের গেটের সামনে হোম্‌সের গাড়ি গিয়ে পৌঁছল। গেটটা খুলল এক বৃদ্ধ যার চেহারায় কোনো ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার প্রতিচ্ছবি। দুই পাশে সারিসারি এলম্‌ গাছের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা পার্কের ভিতর দিয়ে চলেছে, শেষ হয়েছে এক সুপ্রশস্ত বাড়ির সামনে এসে। বাড়িটা সুপ্রাচীন, আইভি দিয়ে ঢাকা। তবে, জানালাগুলো বড়, বড়, যা থেকে বোঝা যায় আধুনিক যুগোপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন তাতে সাধিত হয়েছে এবং বাড়ির একটা দিক একেবারেই নতুন করে তৈরি। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স উৎসুক মুখে হোমসদের সঙ্গে দেখা করল।

হপকিন্স বললেন—বড় খুশি হলাম আপনি আসায় মি. হোম্‌স। আর আপনিও, ড. ওয়াটসন। কিন্তু কী জানেন, আসলে এ ব্যাপারে আপনাদের বিরক্ত না করলেই হত, কারণ ভদ্রমহিলাটি জ্ঞান ফিরে পেয়ে এমনই পরিষ্কারভাবে সমস্ত ঘটনাটার বিবৃতি দিয়েছেন যে এখন আর করবার বিশেষ কিছুই নেই। সেই সিঁধেল লিউইস্যামদের কথা আপনার মনে পড়ে?

অ্যাঁ, সেই তিন র‍্যান্ডালের কথা বলছ?

হ্যাঁ। বাপ আর তার দুই ছেলে। একাজ নিঃসন্দেহে তাদের। দিন পনেরো আগে তারা সাইডেনহ্যামে একটা চুরি করে, তখন তাদের দেখা গেছে, বর্ণনাও মিলেছে। এতো অল্পদিনের ব্যবধানে, আর এতো কাছে আবার এমন একটা কাণ্ড প্রচুর ঠাণ্ডা মাথার। ওদের নির্ঘাত ফাঁসির দায়ে পড়তে হবে।

হোমস বললেন—স্যর ইউস্টেস মারা গেলেন তাহলে?

হপকিন্স দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন—হ্যাঁ। তাঁরই লোহার ডাণ্ডার ঘায়ে তাঁর মাথা তুবড়ে দিয়েছে।

হোমস হাত ঘস্‌তে ঘস্‌তে বললেন—নামটা হল, স্যর ইউস্টেস ব্র্যাকেনস্টল, তাই না?

এরপর গড়গড় করে হপকিন্স বলে চললেন—হ্যাঁ, কেন্টের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন তিনি। লেডি ব্র্যাকেনস্টল এখন পুবের ঘরে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছে

www.pathagar.com

ভদ্রমহিলার। প্রথম যখন তাঁকে দেখি তিনি তখন প্রায় আধমরা। মনে হয় আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর বক্তব্য শুনলে ভালো করবেন। তারপর আমরা একসঙ্গে গিয়ে খাবার ঘরটা পরীক্ষা করে দেখব।

সাধারণ মানুষ নন, লেডি ব্র্যাকেনস্টল। এমন লাবণ্যময়ী, এমন নারীসুলভ অপূর্বরূপ বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর মাথায় চমৎকার সোনালি চুল, এবং গায়ের রং নিশ্চয়ই ওই চুলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত যদি এ শোকের ব্যাপারটা তাঁকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত করে না তুলত। তাঁর ক্লেশ কেবলমাত্র মানসিক নয়, দৈহিকও বটে। একটা চোখের উপরটা বিশ্রীভাবে ফুলে উঠেছে, এক দীর্ঘকায়া গম্ভীর দর্শনা দাসী যত্ন সহকারে ভিনিগার আর জল দিয়ে সেটা ধুয়ে দিচ্ছে। মহিলাটি একটা কৌচে অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তা হলেও আমরা প্রবেশ করতে তার সতর্ক দৃষ্টিতে আর চোখে যা ফুটে উঠল তা লক্ষ্য করে বোঝা গেল যে, এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর বুদ্ধি বৃত্তি বা তাঁর সাহস কোনোটাই ঘাটতি হয় নি। নীল আর রূপালি ড্রেসিং গাউন তাঁর পরনে। এবং একটা কাল ড্রেসিং গাউন তাঁর পাশের কৌচে রাখা রয়েছে।

ক্লান্তভাবে লেডি বললেন—সবইতো আপনাকে বলেছি মি. হপকিন্স, এখন আপনিই না হয় আমার হয়ে বলুন না! তা, যদি মনে করেন আমাকেই বলতে হবে তাহলে বলছি এঁদের।

আচ্ছা, খাবার ঘরটা কি পরীক্ষা হয়ে গেছে?

আপনার বিবৃতিটাই আগে শুনতে পারলে ভালো হয়। ব্যাপারটা মিটে গেলে খুশি হব। এ এখনো অমন পড়ে আছে, এ কথাটা ভাবতেই মনে আতঙ্ক হয়। বলতে বলতে শিউরে উঠলেন তিনি, মুহূর্তের জন্যে দুই হাতে মুখ ঢাকলেন। সেই সময়ে আলগা গাউনটা সরে গিয়ে বাহুটা দেখা দিল। বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এল হোম্‌সের মুখ থেকে—একি! আপনি তো ও ছাড়াও আরো আঘাত পেয়েছেন! এটা কিসের দাগ?

জ্বলজ্বলে দুটো লাল দাগ সাদা সুডৌল একটি হাতে দেখা দিল। তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দিলেন তিনি। ও কিছু নয়, গতরাত্রের বীভৎস ব্যাপারের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। বসুন আপনারা আমি যেমনটি পারি আমার বিবৃতি শোনাই।

আমি হচ্ছি স্যর ইউস্টেস ব্র্যাকেনস্টলের স্ত্রী। বছর খানেক হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। একথা গোপন করার প্রয়োজন নেই যে, আমাদের বিবাহ সুখের হয় নি। আমাদের প্রতিবেশীরা সকলেই আপনাদের তাই বলবে, যদি বা আমি তা গোপন করার চেষ্টা করি। হয়তো দোষ আমারো কতোকটা, কারণ আমি যেখানে বড় হয়ে উঠেছি, সেই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় অনেক বেশি স্বাধীনতা। এত বেশি আচার সর্বস্ব নয় সে দেশ। ইংল্যান্ডের জীবনের এই ন্যায়বোধ এই পারিপাট্য আমার ঠিক ধাতে সইতে চায় না। কিন্তু প্রধান যে কারণ, যেটা সকলের কাছেই অত্যন্ত আপত্তিকর তা হচ্ছে এই যে, স্যর ইউস্টেস ছিলেন পাঁড় মাতাল, এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে একটা ঘণ্টা কাটানোও বিরক্তিকর। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমার মতো সংবেদনশীল ও তেজস্বী মহিলার পক্ষে দিন নেই রাত নেই এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে থাকার কোনো মানে হয়? এমন এক বিবাহকে মেনে নেওয়া মহাপাপ, মহা অপরাধ, চরম শয়তানি! বলে দিচ্ছি, আপনাদের এইসব বিকট আইনের ফলে এ দেশের ওপর অভিশাপ নেমে আসবে—এমন শয়তানি, ঈশ্বর কখনোই সহ্য করবেন না। মুহূর্তের জন্যে উঠে বসলেন তিনি, তার গালে রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা দিল, কপালের ভয়ঙ্কর ক্ষতের নিচে দুই চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠল। তখন গম্ভীর প্রকৃতির দাসী কঠিন, নরম হাতে তাঁর মাথাটা আবার কুশনে শুইয়ে দিল, এবং লেডির বন্য ক্রোধের অবসান ঘটে উচ্ছ্বাসিত চাপা কান্নায় পর্যবসিত হল। তারপর পুনরায় বলতে শুরু করলেন গতরাত্রের কথা বলছি। এ বাড়ির চাকর বাকরেরা শোয় বাড়ির নতুন অংশে। মাঝের অংশটায় হল বাসগৃহগুলো, সেগুলোর পেছনে রান্নাঘর, আর আমাদের শয়নঘর ওপর তলায়। দাসী থেরেসা শোয় আমার উপরের ঘরটায়। এ ছাড়া আর কেউ এ বাড়িতে নেই। দূরের অংশে যারা থাকে এখানকার কোনো শব্দই সেখানে পৌঁছোয় না। ডাকাতদের নিশ্চয় তা ভালো করেই জানা, নতুবা এভাবে বেরোত না।

www.pathagar.com

স্যর ইউস্টেস শুয়ে পড়েন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ, চাকর বাকররা তার আগেই চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র দাসীটিই জেগেছিল। আমার ঘরের ওপরে তার ঘর। একটা বইয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে জেগেছিলাম রাত এগারোটা পর্যন্ত। তখন উঠে দেখে নিলাম সব ঠিক আছে কিনা, তারপর ওপরে গেলাম। এটা আমার নিয়মিত অভ্যাস। কারণ স্যর ইউস্টেসের ওপর ভরসা ছিল না আমার। রান্নাঘরে গেলাম, ভাঁড়ার ঘরে গেলাম, বন্দুকের ঘরে গেলাম; এবং শেষপর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম খাবার ঘরে। জানলাটা ছিল পুরোটা পর্দায় ঢাকা। সেটার কাছে যেতে হঠাৎ মুখে বাতাস লাগল। বুঝলাম খোলা রয়েছে জানলাটা। পর্দাটা সরাতেই আমি একেবারে এক ব্যক্তির মুখোমুখি—সবেমাত্র সে ঘরে ঢুকেছে। লোকটা বৃষস্কন্ধ, বয়স্ক। জানলাটা বড় সেটা দিয়ে মাঠে যাওয়া চলে। শোবার ঘরের মোমবাতিটা আমার হাতে ছিল, তার আলোয় দেখলাম, সামনের লোকটার পেছনে আরো দুইজন লোক, তারা ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। পিছু হাঁটলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ব্যক্তিটি আমার ওপর এসে পড়ল। প্রথমে আমার কব্জি, তারপর আমার গলা চেপে ধরল। চিৎকারের জন্যে মুখ খুললাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে আমার বাঁ চোখের ওপরে ভয়ঙ্কর ঘুঁসি মারল। আমি পড়ে গেলাম। হয়তো কয়েক মিনিটের জন্যে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। জ্ঞান ফিরতে দেখি, ঘন্টির দড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে তা দিয়ে খাবার ঘরের ওক কাঠের চেয়ারটার সঙ্গে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। এমন মজবুত করে বেঁধেছে যে নড়তেও পারছি না, আর একটা রুমালে এমনভাবে আমার মুখ বেঁধেছে যে, তাই কথা বলতেও পারছিলাম না। সেই মুহূর্তেই আমার মুখ বেঁধেছে যে, কথা বলতেও পারছিলাম না। সেই মুহূর্তেই আমার স্বামী বেচারা সেই ঘরে এসে পড়েন।

কোনো সন্দেহজনক শব্দ হয়তো তাঁর কানে এসে থাকবে। এবং এহেন এক দৃশ্য দেখবেন আন্দাজ করেই তৈরি হয়ে আসেন তাঁর ব্ল্যাকর্থন কাঠের লাঠিটা নিয়ে। একটা ডাকাতকে তেড়ে যেতেই আর একটা ডাকাত এল যার বয়স বেশি, নিচু হয়ে অগ্নিকুণ্ড থেকে লোহার শিকটা তুলে নিয়ে আমার স্বামীকে প্রচণ্ড আঘাত করে। একটিও কাতর শব্দ না করে তিনি পড়ে গেলেন, আর একটুও নড়লেন না। আবার আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তবে এবারে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে। আমার যখন চোখ মেললাম লক্ষ্য করলাম তারা এক বোতল মদ নিয়ে বসছে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে গ্লাস। আগেই হয়তো বলেছি, ওদের একজন বয়স্ক, তার গালে দাড়ি, আর দুইজনের বয়স কম, দাড়ি গোঁফ গজায় নি। হয়তো তারা বাপ আর দুই ছেলে। ফিস্-ফিস্ করে কথা বলছে তারা। তখন তারা ফিরে এসে দেখে নিল যে আমি খুব শক্ত করেই বাঁধা আছি। শেষপর্যন্ত চলে গেল জানলাটা বন্ধ করে। মুক্তি পেতে আমার সময় লাগল মিনিট পনেরোর মতো। তখন আমার চিৎকার শুনে দাসী আমার সাহায্যে এল। সাড়া পেয়ে অন্যান্য ভৃত্যরাও এসে পড়ল। স্থানীয় থানায় খবর পাঠানো হল তখন, আর সঙ্গে সঙ্গে তারাও লন্ডনে খবরটা দিল। এই পর্যন্তই আমি বলতে পারি। এবং আশা করি এই কষ্টকর বৃত্তান্ত আর আমায় শোনাতে হবে না।

হপকিন্স মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন—কিছু প্রশ্ন আছে মি. হোম্‌স?

হোমস বললেন—না, লেডি ব্র্যাকেনস্টলকে আর কষ্ট দিতে চাই না। তবে, খাবার ঘরে যাওয়ার আগে আমি তোমার বক্তব্য শুনতে চাই—দাসীকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন।

দাসীটি বলতে শুরু করল—তারা বাড়িতে ঢোকবার আগেই আমি তাদের দেখেছি। বিছানার ধারের জানালা থেকে দেখলাম তিনজন লোক চাঁদের আলোয় গেটটা দিয়ে ঢুকল। তখন আমি এ নিয়ে কোনো মাথা ঘামাই নি। আমার মনিবের চিৎকার শুনি। এর এক ঘণ্টারও পরে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে নেমে আসি তার কাছে। দেখলাম, নিরীহ বেচারা, ঠিক যেমন, ও বলল, আর উনি মেঝেয় পড়ে—ঘরময় তাঁর রক্ত আর মগজের ঘিলু। এ দেখলে যে কোনো মেয়ের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। দড়ি দিয়ে ওভাবে বাঁধা তিনি জামায় কাপড়ে মনিবের শরীরের রক্ত। কিন্তু তবুও আমার অ্যাডেল এডের মিস মেরি ফ্রেজারের মনে সাহসের অভাব ছিল না, এখন অ্যাবি গ্রেঞ্জের লেডি ব্র্যাকেনস্টল হয়েও তার সেদিকে কোনো ঘাটতি হয় নি। ওঁকে আপনারা অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন করেছেন, এবার উনি আমার সঙ্গে ওঁর ঘরে যাবেন, ওর

www.pathagar.com

এখন বিশ্রামের খুব দরকার।

মায়ের মতো কোমল স্নেহে দাসী তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঘর থেকে নিয়ে গেল।

হপ্‌কিন্স বলল—সারা জীবন ও মহিলাটির সঙ্গে রয়েছে, ছোটটি যখন ছিলেন তখন থেকে লালন পালন করে আসছে। দেড় বছর আগে যখন ওঁরা অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যান্ডে আসেন, সে সঙ্গে এসেছে। নামটা হচ্ছে থেরেসা রাইট। এ ধরনের দাসী আজকাল আর চোখে পড়ে না।—আসুন এ দিকে।

ইতিমধ্যে হোম্‌সের মুখ থেকে উদ্বেগের ভাব দূর হয়ে গেছে। বোঝা গেল রহস্যের সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মামলার সব আকর্ষণই দূর হয়ে গেছে তাঁর মন থেকে। গ্রেপ্তারটা এখন হয় নি বটে, কিন্তু এই মামুলি ব্যাপার নিয়ে আর কেন তিনি সময় নষ্ট করবেন? তাঁর চোখের দৃষ্টিতে সেই ভাব দেখা দিল—যেন কোনো বিশেষজ্ঞকে ডাকা হয়েছে এবং তিনি দেখছেন রোগটা নেহাৎ সামান্য জ্বর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু খাবার ঘরের দৃশ্যের মধ্যে এমন আশ্চর্য কিছু তিনি পেয়েছেন যা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করল, তাঁর চলে—যাওয়ায় কৌতূহল আবার জেগে উঠল।

ঘরটা প্রকাণ্ড সুউচ্চ। ছাদটা ওক কাঠের, সেখানে কারুকাজ করা। দেওয়াল ঘিরে হরিণের শিং আর প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের ভীড়। দরোজার বিপরীত দিকে সেই উঁচু জানালা, যার কথা আমরা শুনেছি, ডানদিকের তিনটে জানালা দিয়ে শীতের সকালের রোদ এসে পড়েছে। বাঁয়ে একটা মস্ত অগ্নিকুণ্ড, খুব বড় একটা কারুকাজ করা তাক তার ওপরে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটা ভারি হাতলওয়ালা চেয়ার তার নিচে আড়াআড়িভাবে কাঠ লাগানো। একটা লাল সূতোর কুণ্ডলী ফাঁকা জায়গাটায় তার টারগুলোর নিচের ওই আড়াআড়িভাবে লাগানো কাঠের সঙ্গে মজবুত করে বাঁধা। মহিলাটিকে বাঁধানমুক্ত করবার সময় দড়িটা সরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু গেরোগুলো রয়ে গিয়েছিল তখনো। এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে হোম্‌সের মন পড়ে ছিল। তাদের দৃষ্টি তখন অগ্নিকুণ্ডের সামনে বিছানো বাঘের চামড়ার ওপরে শয়ান ভয়ঙ্কর দৃশ্যটির ওপর নিবদ্ধ হল।

শরীরটা এক লম্বা সুগঠিত মানুষের, বছর চল্লিশ বয়সের। চিৎ হয়ে শোয়া মুখ ওপর দিকে ফেরানো। ছোট কাল দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত মাথার ওপরে তোলা, আর ব্ল্যাকথর্নের একটা কাল লাঠি সেখানে আড়াআড়িভাবে রাখা। কালচে সুন্দর মুখে মাংসপেশীর সংকোচনের ও খিচুনির ফলে প্রতিহিংসা ও ঘৃণার যে, অভিব্যক্তি, তার ফলে মৃতের মুখের ভাবে এক ভয়ঙ্কর শয়তানির প্রকাশ হয়েছে। ডাকাতির খবরটা যখন প্রকাশ পায় তখন নিশ্চয়ই বিছানায় ছিলেন, কারণ তাঁর পরণে ছিল রাতের শার্ট আর খালি দুই পা ট্রাউজার্সের নিচে দেখা যাচ্ছিল। তাঁর মাথায় ভয়ঙ্কর আঘাতের চিহ্ন—যে আঘাতে তিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পাশেই পড়ে ছিল শিকটা। আঘাতের ফলে বেঁকে গেছে সেটা। শিকটা, পরীক্ষা করে দেখলেন ভালোভাবে হোমস। মন্তব্য করলেন,—এই বড় ব্যাণ্ডাল নিশ্চয় খুবই শক্তিশালী।

হপকিন্স বলল—হ্যাঁ। যা, যা শুনেছি তাতে বুঝেছি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আদৌ সহজ নয়।

হোমস বললেন—তা ওকে পাকড়াও করা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়।

তা ঠিক। তার খোঁজ আমরা করছি—শোনা গেছিল সে নাকি আমেরিকায় চলে গেছে। কিন্তু যখন জানা যাচ্ছে দলটা এখানেই আছে তখন তো মনে হয় না পালাতে পারবে। ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটা বন্দর থেকে আমাদের কাছে খবর আসছে এবং আজই সন্ধ্যের আগে একটা পুরস্কারও ঘোষণা করা হবে। কিন্তু বুঝতে পারছি না এমন একটা পাগলামি তারা কেন করল, যখন জানে যে মহিলাটি তাদের সঠিক বর্ণনা করতে পারবেন এবং সে বর্ণনা থেকে তাদের চিনতে আমাদের অসুবিধা হবে না।

ঠিকই বলেছ। লেডি ব্র্যাকেনস্টলেরও মুখ তারা বন্ধ করে দেবে—ওদের এইটাই তো স্বাভাবিক।

ওয়াটসন বললেন—হয়তো বুঝতে পারে নি তিনি ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন।

হুঁ, সেটা অবশ্য হতে পারে। যদি ওরা মনে করে থাকে যে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন

www.pathagar.com

তাহলে অবশ্য তাঁকে প্রাণে না মারারই কথা। তা এই বেচারার ব্যাপারটা কী, হপকিন্স? অদ্ভুত সব গল্প যেন এর সম্বন্ধে শুনেছি—হোম্‌স বললেন।

হপ্‌কিন্স বলল—নেশায় যখন না থাকেন তখন ওঁর মধ্যে দয়া মায়ার পরিচয় মেলে, কিন্তু যখন নেশায় ডুবে থাকেন, কিংবা যখন মত্ততার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকেন তখন হয়ে ওঠেন একেবারে পাষণ্ড। এবং প্রায়ই তিনি পুরোপুরি মাতাল হন না। এ হেন সময়ে শয়তান ভর করে তাঁর ওপর, যে কোনো দুষ্কর্ম তখন তাঁর পক্ষে সম্ভব। শুনেছি, অতো টাকাকড়ি, অতো সম্মান সত্ত্বেও দুই একবার পুলিশের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন। একটা কুকুরকে পেট্রোলে ডুবিয়ে তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া—এহেন কেলেঙ্কারিও করেছেন—তাও আবার কুকুরটা ছিল লেডি ব্র্যাকেনস্টলের। অনেক কষ্টে চাপা দেওয়া হয় ব্যাপারটা। তারপর ধরুন দাসী থেরেসা রাইটকে লক্ষ্য করে মদের গ্লাস ছুঁড়ে মারা—এ নিয়েও ঝামেলার উদ্ভব হয়। মোটামুটিভাবে গোপনে বলছি, উনি না থাকায় এখন বাড়িটা অনেক পরিচ্ছন্ন ও ভদ্র হয়ে উঠবে। আরে, আরে—কী দেখছেন ওখানে?

হাঁটু গেড়ে হোমস খুব মন দিয়ে সেই লাল দড়ির গিঁট গুলো পরীক্ষা করে দেখছিলেন—যা দিয়ে ভদ্রমহিলাকে বাঁধা হয়েছিল। তারপর পরীক্ষা করলেন দড়ির সেই জায়গাটা, ডাকাতটা ছিঁড়ে নেবার সময় যেখানটায় ছিঁড়ে এসেছিল। মন্তব্য করলেন,—এটা যখন ছিঁড়ে নেওয়া হয় নিশ্চয় তখন রান্নাঘরের ঘন্টাটা বেশ জোরেই বেজে উঠেছিল?

হপকিন্স বলল—কেউ তা শুনতে পায় নি। রান্নাঘরটা বাড়ির একেবারে পেছনে।

হোমস বলল—কেউ তা শুনতে পায় নি। রান্নাঘরটা বাড়ির একেবারে পেছনে।

হোমস বললেন—কিন্তু ডাকাতটা কী করে জানল কেউ তা শুনতে পাবে না। এমন বেপরোয়াভাবে সে কোন্ সাহসে ঘণ্টার দড়ি টানল?

হপ্‌কিন্স বলল—ঠিক বলেছেন মি. হোমস, ঠিকই বলছেন আপনি। এই প্রশ্নটাই আমি বারবার নিজেকে করেছি। লোকটা যে বাড়িটা সম্বন্ধে এবং বাড়ির বাসিন্দাদের সম্বন্ধে ভালো করেই জানত। তাতে সন্দেহ নেই। নিশ্চিতভাবেই সে জানত যে রাত গভীর না হলেও ভৃত্যেরা ওর মধ্যে শুয়ে পড়বে এবং ঘন্টাটা রান্নাঘরে থাকায় কারো কানে আসবে না। এটুকু বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির আটজন ভৃত্য সকলেই অত্যন্ত সৎ।

হোমস বললেন—সকলেই সমান বিশ্বস্ত হলে তখন তাকেই সন্দেহ করা হবে যার মাথায় মদের পাত্র ছোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তো তার প্রিয় মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলতে হবে। যাইহোক ব্যাপারটা গৌণ সন্দেহ নেই, এবং র‍্যান্ডালকে ধরলেই জানা যাবে কে তাকে সাহায্য করেছিল। যাই হোক, প্রতিটি খুঁটিনাটিতেই লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাহিনীর সমর্থন পাওয়া গেছে—যদি বা তার কোনো প্রয়োজন ছিল। এই বলে তিনি গিয়ে খুলে ফেললেন জানালাটা। কিন্তু কোনো চিহ্নই সেখানে দেখা গেল না। তবে, লোহার মতো শক্ত সেই জমিতে তা আশাও করা যায় না। অগ্নিকুণ্ডের তাকে তিনটে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল দেখছি।

হ্যাঁ, সেই আলো, আর লেডির শোবার ঘরের মোমবাতির আলোয় ডাকাতরা যা দেখবার দেখেছিল।

আর, কী তারা চুরি করেছিল?

বিশেষ কিছু তারা নেয় নি—পাশের তাক থেকে কেবল গোটা চারেক প্লেট ছাড়া। লেডি বলেন স্যর ইউস্টেসের মৃত্যুতে তারা এমন হকচকিয়ে গেছিল যে, যেমনটি হয়ে থাকে সেভাবে তারা সব তছনছ করে নি।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মদ খেতে ছাড়ে নি।

সেটা হল, তাদের স্নায়ুকে মজবুত করার জন্যে।

তাই তবে। আচ্ছা, এই গ্লাস তিনটে তো স্পর্শ করা হয় নি তাই না?

না, আর বোতলটাও যেমন ছিল তেমনি আছে।

আচ্ছা, দেখা যাক্।—আরে, এটা কী?

www.pathagar.com

গেলাস তিনটে রাখা ছিল। প্রত্যেকটা গ্লাসের গায়েই মদের দাগ দেখা যাচ্ছে। আর একটায় আবার তলানি রয়েছে দেখছি। বোতলটাও কাছেই আছে, তার তিনভাগের একভাগ খালি। আর তার পাশে খুব দাগ ধরা একটা লম্বা ছিপি। সেটা দেখে, আর বোতলে লেগে থাকা ধূলো লক্ষ্য করে বোঝা গেল, মদটা খুব সাধারণ ছিল না।

হোম্‌সের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তাঁর উদাসীন ভাব কেটে গেছে, গর্তে বসা তীক্ষ্ম চোখে আবার সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। ছিপিটা নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে খুলেছিল এটা?

একটা আধখোলা টানা হপকিন্স দেখিয়ে দিল। কিছু টেবিলের লিনেন আর একটা খুব বড় কর্ক-স্ক্রু সেখানে রয়েছে।

লেডি ব্র্যাকেনস্টল কি বলছেন যে ওই স্ক্রুটাই ব্যবহার করা হয়েছিল?

না। ভুলে যাচ্ছেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন; যখন বোতলটা খোলা হয়।

ঠিক। হোমস বললেন—আসলে এই কর্ক-স্ক্রুটা ব্যবহার করা হয় নি। একটা পকেট কর্ক-স্ক্রু-দিয়ে খোলা হয়েছিল বোতলটা। হয়তো সেটা ছিল কোনো ছুরির সঙ্গে। লম্বায় সেটা দেড় ইঞ্চির বেশি হবে না। ছিপিটার উপরটা পরীক্ষা করলে বুঝবে যে স্ক্রুটা দিয়ে তিনবার চেষ্টার পর তবে ছিপিটা বার করা গেছিল, এবং কোনোবারই পুরো ছিপিটা গাঁথা হয় নি। কিন্তু যদি এই কর্ক-স্ক্রুটা ব্যবহার করা হত তাহলে পুরোটাই গাঁথা হয়ে যেত। এবং একটানেই ছিপিটা খোলা যেত। লোকটাকে ধরতে পারলে দেখবে যে ওইরকম একটা ছুরি তার কাছে আছে যা একাধিক কাজে ব্যবহার করা যায়।

চমৎকার! বলে উঠল হপকিন্স!

কিন্তু এই গ্লাসগুলো আমাকে ধোঁকার মধ্যে ফেলেছে। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। লেডী ব্র্যাকেনস্টল তো ওদের তিনজনকে মদ খেতে দেখেছেন তাই না?

হপকিন্স বলল—হ্যাঁ, এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। হোমস বললেন—তাহলে ব্যাপারটার ওখানেই শেষ। কিন্তু তাহলেও তুমি স্বীকার করবে, হপকিন্স, এই গ্লাস তিনটির ব্যাপার কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য। কী এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছো না? যাক্‌ গে, যেতে দাও তাহলে। আমার মতো কোনো বিশেষ জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানুষ হয়তো কোনো জটিল সমাধান দিকেই ঝুঁকে থাকে, হাতের কাছে সহজ সরল সমাধান থাকলেও। অবশ্যই গ্লাসগুলোর ব্যাপারটা হয়তো ঘটনাচক্রেই ঘটে থাকবে। আচ্ছা, বিদায় হপকিন্স। মনে হয়না আমি আর বিশেষ তোমার কাজে আসব। এবং তুমিও মনে হচ্ছে একটা বেশ পরিষ্কার মামলা দাঁড় করিয়েছ। র‍্যান্ডালরা ধরা পড়লে আমায় খবর দিও, এবং তা ছাড়াও যদি আর কিছু ঘটনা ঘটে তাহলেও। আশা করি মামলায় সাফল্যের জন্যে তোমায় অভিনন্দন জানাতে পারব! চল ওয়াটসন, বাড়ি ফিরে সময়টা আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারব।

ফেরার পথে হোম্‌সের মুখ দেখে ওয়াটসনের মনে হল, যা দেখেছেন তাতে কোনো ব্যাপারে ধোঁকার মধ্যে পড়েছেন। মাঝে মাঝে এ ভাবটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টায় তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁর সন্দেহ আবার তাঁর ওপর ভর করেছে; বলি রেখাঙ্কিত কপাল আর চোখের অন্যমনস্ক দৃষ্টি থেকে বোঝা গেল, তবে তাঁর মন আবার চলে গেছে অ্যাবি গ্রেঞ্জের খাবার ঘরে, যেখানে গতকাল দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। শেষপর্যন্ত এক আচমকা আবেগের সঙ্গে তিনি এক লাফে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন আর ওয়াটসনকেও টেনে নামালেন। গাড়িটা তখন শহরতলির একটা ছোট স্টেশন ছেড়ে চলতে শুরু করেছিল।

বললেন,—কিন্তু মনে কোরো না ওয়াটসন, হয়তো ভাবছ যে নিছক খেয়ালের বশেই এ কাজ করলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো ওয়াটসন, এ মামলা আমি এই অবস্থায় ফেলে যেতে পারি না, আমার সমস্ত মন প্রাণ এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানাচ্ছে। ভুল, ভুল, এ সবই ভুল—এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি। অথচ ভদ্রমহিলার কাহিনীর মধ্যে তো কোনো ফাঁক নেই, এবং দাসীর বিবৃতিতেও তার সমর্থন আছে, এবং ঘটনাগুলোও বেশ পরিষ্কার। আর, এর বিপক্ষে আমি কী

www.pathagar.com

পাচ্ছি? কেবল তিনটি মদের গ্লাস মাত্র। কিন্তু যদি আমি মামলাটাকে আনকোরা নতুন হিসেবে এবং সমস্ত কিছুই সযত্নে ও কোনো কাহিনীকে আমল না দিয়ে বা তা দিয়ে প্রভাবিত না হয়ে অনুসন্ধান করতাম তাহলে কি এর থেকে স্পষ্ট কোনো সূত্র পেতাম না? অতি অবশ্যই পেতাম। এসো, এই বেঞ্চে বসা যাক্ যতোক্ষণ না চিসল্‌হার্স্টের ট্রেন আসছে। এবার মন দিয়ে শোনো। পুরো সাক্ষীটাই তোমার সামনে তুলে ধরছি। প্রথমেই, মহিলাটির বা দাসীটির মুখে যা যা শুনেছ সবই যে ধ্রুব সত্য একথা মন থেকে মুছে ফেলবে। মহিলাটির ব্যক্তিত্বও যাতে আমাদের বিচার বুদ্ধিকে বিপথে না নিয়ে যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে।

ঠাণ্ডা মাথায় দেখলে, তাঁর কাহিনীর খুঁটিনাটির মধ্যে এমন কিছু আছে যা সন্দেহের উদ্রেক করে। মাত্র পক্ষকাল আগে এই ডাকাতরা সাইডেনহ্যামে প্রচুর টাকা হাতায় এবং তাদের সম্বন্ধে, তাদের চেহারা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ কাগজে প্রকাশিতও হয়েছে এবং যদি কেউ মিথ্যে করে ডাকাতির অজুহাত আনতে চায় তাহলে স্বভাবতঃই তাদের কথা মনে পড়বে। বাস্তবে কিন্তু এই হয় যে, ডাকাতরা ভালো টাকা পেলে প্রথমে তা শান্তিতে উপভোগ করবে, তক্ষুনি আবার একটা মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়তে চাইবে না। তারপর ধরো গভীর রাতে ছাড়া ডাকাতরা সাধারণতঃ কাজে নামে না। এবং চেঁচামেচি বন্ধ করার জন্যে তারা কোনো মহিলাকে প্রহার করে না, কারণ তাতে বরং মহিলাটির বেশি চিৎকার করারই কথা। এহেন ক্ষেত্রে খুন করাটাও অস্বাভাবিক, যখন দলে ভারী তারা মাত্র একজন মানুষের মোকাবিলা করছে, কারণ সহজেই তাকে কাবু করে কাজ হাসিল করতে পারত। অতো অল্পে তুষ্ট হয়ে চলে যাওয়াও ডাকাতদের পক্ষে অস্বাভাবিক, যেখানে ইচ্ছে করলেই আরো অনেক কিছুই নিতে পারত। আর, সবশেষে বলি, মদের বোতল অর্ধেক খালি করে চলে যাওয়া ব্যাপারটা এহেন ডাকাতদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এইসব অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো সম্বন্ধে তোমার কী অভিমত ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—আলাদাভাবে ধরলে হয়তো সবগুলোই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে ধরলে এই আপত্তিগুলো অবশ্যই গুরুতর। আর, সবচেয়ে অস্বাভাবিক আমার মনে হয় ভদ্রমহিলাকে চেয়ারে বেঁধে রাখা।

হোমস বললেন—আমার কিন্তু সেটা খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না ওয়াটসন। ওরা তখন হয় তাঁকে হত্যা করবে, কিংবা এমনভাবে বেঁধে রাখবে যাতে তিনি কোনোরকম সাড়াশব্দ করে তাদের পালিয়ে যাওয়ার খবরটা না দিতে পারেন। কিন্তু তাহলেও কি এটা আমি দেখাতে পারি নি যে ভদ্রমহিলার কাহিনীর মধ্যে বেশ খানিকটা অসম্ভাব্যতা রয়ে গেছে? আর সবার উপরে এই মদের গ্লাসের ব্যাপারটা।

কী সেটা?

মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছ সেগুলো?

হ্যাঁ, পরিষ্কার পাচ্ছি।

বলা হয়েছে তিনজন লোক সেই গ্লাস থেকে মদ খেয়েছে। এ ব্যাপারটা তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবে। এ থেকে কী মনে হয় তোমার?

তা শেষের গ্লাসটাতেই তো অমন থাকবার কথা।

মোটেই তা নয়। বোতলটা ছিল মদে ভর্তি। সুতরাং এ কথা কোনো মতেই ভাবা যায় না যে প্রথম দুটো গ্লাসে তা একেবারেই থাকবে না অথচ তৃতীয়টায় প্রচুর পরিমাণে থাকবে। এর সম্ভাব্য কারণ মাত্র দুটো থাকতে পারে। একটা হল, দ্বিতীয় গ্লাসটা ভর্তি হবার পর বোতলটায় খুব জোরে ঝাঁকুনি দেওয়া হয়েছিল, সেজন্যে সমস্ত তলানিই তৃতীয় গ্লাসটায় এসে গেছিল। কিন্তু সেটা হয়েছিল বলে মনে হয় না। না, না না—কক্ষনো না। আমি যা বলছি নিশ্চয়ই ঠিক বলছি।

কী তোমার মনে হয় তাহলে?

আমার মনে হয় মাত্র দুটো গ্লাসই ব্যবহার করা হয়েছিল। এবং দুটো গ্লাসেরই তলানি ঢালা হয়েছিল তৃতীয় গ্লাসটায়, যাতে মনে হতে পারে যে লোক ছিল তিনজন। এর ফলে সমস্ত

www.pathagar.com

তলানি তৃতীয় গ্লাসটায় এসে যাওয়ার কথা, তাই না? হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। এবং যে মুহূর্তে সত্যটা উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছি তখনই এ সমস্যা সাধারণ থেকে অত্যন্ত অসাধারণের স্তরে পৌঁছে গেছে, কারণ এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, লেডি ব্র্যাকেনস্টল আর তাঁর দাসী দুইজনেই ইচ্ছে করে মিথ্যে বলেছেন, এবং তাঁদের কাহিনীর এক বর্ণও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এবং আসল অপরাধীকে আড়াল করার বিশেষ কোনো কারণ তাঁদের আছে। অর্থাৎ এখন তাদের কোনোরকম সাহায্য না নিয়েই আমাদের এ মামলা গড়ে তুলতে হবে। সেই দায়িত্বই এখন আমাদের সামনে—এই যে চিসলহার্স্টের ট্রেন এসে গেছে!

হোমসদের ফিরে আসতে দেখে অ্যাবি গ্রেঞ্জের বাসিন্দারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। স্ট্যানলি হপকিন্স হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করতে গেছেন দেখে হোমস খাবার ঘরটা দখল করলেন। ভিতর থেকে দরোজায় চাবি বন্ধ করে দিলেন তিনি। তারপর দুই ঘণ্টা ধরে সেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সযত্ন অনুসন্ধানের কাজ চলল যাকে বলা যায় তাঁর ইমারতের সুদৃঢ় বনিয়াদ, যার ওপর নির্ভর করে তাঁর অবরোহ বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে।

কৌতূহলী ছাত্রের মতো ওয়াটসন এক কোণে বসে তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সে তদন্ত, তার প্রত্যেকটি ধাপ অনুসরণ করে চলেছেন ওয়াটসন। জানালাটা, কার্পেট, দড়িটা, একে একে সবগুলো জিনিসই তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন। হতভাগ্য স্যর ইউস্টেসের দেহ সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু তা ছাড়া আর সমস্ত কিছুই সকালে যেমনটি ছিল তেমনই রয়ে গেছে। তারপর প্রচুর বিস্ময়ের সঙ্গে ওয়াটসন দেখলেন, হোমস ভারী পায়ে অগ্নিকুণ্ডের উপরের তাকটা বেয়ে উঠে যাচ্ছেন। তাঁর মাথার অনেক উপরে সেই লাল দড়িটা কয়েক ইঞ্চি ঝুলছে, তখনো সেটা তারের সঙ্গে লটকানো। অনেকক্ষণ তিনি এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে, তারপর সেটার আরো কাছে পৌঁছবার জন্যে দেয়ালের একটা ব্র্যাকেটের ওপর হাঁটু রাখলেন। কয়েকবার চেষ্টার ফলে তাঁর হাত দড়িটার কয়েক ইঞ্চির মধ্যে এসে গেল। কিন্তু তাঁর কৌতূহল দেখা গেল দড়িটার ওপর ততোটা নয় যতোটা ব্র্যাকেটটার ওপর। তারপর প্রচুর হর্ষসূচক একটা উচ্ছ্বসিত আওয়াজ করে তিনি লাফিয়ে নেমে পড়লেন। বললেন,—হয়েছে ওয়াটসন। মামলাটার কিনারা করেছি। আমাদের সংগ্রহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মামলা এটি। আর একটু হলেই মহা ভুল করে বসতাম, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হতো সেটা। কয়েকটা গ্রন্থি বাদ দিলে আমার শৃঙ্খল এখন সম্পূর্ণ।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—পেয়েছ তোমার লোকদের?

হোমস বললেন—লোক ওয়াটসন, লোক। একটি লোক তবে, খুব জবরদস্ত সে। সিংহের মতো তার শক্তি। লক্ষ্য করে দেখো শিকটা। লম্বায় সে ছয়ফুট তিন ইঞ্চি, কাঠবিড়ালীর মতো, দ্রুতগতি, অত্যন্ত নিপুণ আঙুল বিশিষ্ট। এবং অত্যন্ত তীক্ষ্মবুদ্ধি—এই সমস্ত গল্পটা তারই। এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির হাতের কাজ আমরা দেখলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘণ্টার ওই দড়িটায় সে এমন এক সূত্র আমাদের দিয়ে গেছে যে আর কোনো সন্দেহই রইল না।

কোথায় সেই সূত্র?

কোনো ঘণ্টার দড়ি যদি টেনে ছিঁড়তে চাও, কোন্ জায়গায় সেটা ছিঁড়ে যাওয়ার কথা? নিশ্চয়ই যেখানে সেটা তারের সঙ্গে বাঁধা, তাই তো? কিন্তু কেন এটা এরকম তার থেকে তিন ইঞ্চি নিচে ছিঁড়বে?

মানে, বলছ, ওখানটা ক্ষয়ে গিয়েছিল?

ঠিক। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। দড়ির এই যে প্রান্তটা পরীক্ষা করছি, এটা ক্ষয়ে যাওয়া। কিন্তু কী চতুর লোকটি, তা সত্ত্বেও কেটেছে ছুরি দিয়ে। দড়ির ও প্রান্তটা কিন্তু ক্ষয়ে যাওয়া নয়। এখান থেকে দেখতে পাবে না, কিন্তু ম্যান্টেলপিসের ওখানে গেলে দেখবে পরিষ্কার কেটে নেওয়া হয়েছে। কোনোরকম ক্ষয়ের চিহ্ন নেই। এ থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারবে। লোকটির দড়ির দরকার হয়েছিল। অথচ টেনে ছিঁড়ে নেবার সাহস পায় নি, কারণ তাহলে ঘণ্টাটা বেজে উঠবে। কী করল তখন? লাফিয়ে উঠল ম্যান্টেলপিসটার উপরে। কিন্তু তবুও পৌঁছতে না পেরে তখন ম্যান্টেলপিসের ওপর হাঁটু রাখল সে,—যে চিহ্ন আছে ওখানকার

www.pathagar.com

ধূলোয়, তারপর ছুরি দিয়ে দড়িটা কেটে ফেলল। আমি অন্ততঃ তিন ইঞ্চির জন্যে ওখানটায় পৌঁছতে পারি নি, অর্থাৎ বুঝতে হবে লোকটি আমার থেকে তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা। দেখো তো ওক কাঠের চেয়ারের বসবার জায়গায় ওটা কিসের দাগ?

রক্তের?

হ্যাঁ, রক্তই বটে, নিঃসন্দেহে। এই একটা প্রমাণই ভদ্রমহিলার কাহিনীটা নস্যাৎ করে দিচ্ছে। অপরাধটা যখন সংঘটিত হয় তিনি যদি তখনই এই চেয়ারেই বসেছিলেন, এই দাগটা তাহলে কোত্থেকে এল? উহুঁ, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁকে এই চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়। বাজি রেখে বলতে পারি, কালো পোষাকটারও ওই জায়গায় এ-হেন দাগ দেখা যাবে। এখনো আমাদের ওয়াটার্লু বিজয় সম্পূর্ণ হয় নি ওয়াটসন। তবে, মারেঙ্গো আমরা জয় করেছি। কারণ পরাজয় দিয়ে শুরু হলেও শেষপর্যন্ত জয়ের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি হয়েছে। এখন দাসী থেরেসার সঙ্গে আমি দুই একটা কথা বলতে চাই। কিছুক্ষণ আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, তাহলে যে খবরটা চাই পেতে পারি।

অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা এই গম্ভীর প্রকৃতির দাসীটির জন্যে কৌতূহল হচ্ছে। অল্পভাষী, সন্দিগ্ধ, রুক্ষ। তার সাথে হোমস প্রফুল্লভাবে কথা বলে তার মন গলাতে সমর্থন হলেন। ভূতপূর্ব মনিবের প্রতি তার ঘৃণা সে গোপন করার চেষ্টা করল না। বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যিই তিনি মদের পাত্রটা ছুঁড়ে আমাকে মেরেছিলেন। লেডিকে গালাগালি দিতে শুনে আমি বলেছিলাম ওর ভাই এখানে থাকলে তাঁর এ সাহস হতো না। আমাকে এক ডজন মদের পাত্র ছুঁড়ে মারলেও আমি কিছু বলল না যদি উনি আমার সোনার পাখিটিকে কিছু না বলেন। সব সময়েই তিনি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাতে আপত্তি করে সে নিজেকে খেলো করত না, তাঁর অত্যাচারের কথা আমার কাছেও বলত না। এমন কি, হাতে যে মারের চিহ্ন আপনি আজ সকালে লক্ষ্য করেছেন সে কথা পর্যন্ত আমায় বলে নি, কিন্তু আমি জানি টুপির একটা পিন দিয়ে মারার ফলে ওটা হয়েছিল। যেমন ধূর্ত তেমনি ফন্দিবাজ তিনি—মরা লোকের সম্বন্ধে এ কথা বলছি, ঈশ্বর আমায় মাফ্ করুন,—এক নম্বরের শয়তান! প্রথম যখন তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, মুখে কী মধু তখন! সে মাত্র দেড় বছর আগেকার কথা, সবে তখন সে লন্ডনে আসে। হ্যাঁ, এই প্রথম ওর লন্ডনে আসা। আগে কখনো দেশের বাইরে যায় নি তাঁর টাকা তাঁর সম্মান আর লন্ডনের ব্যাপারে তাঁর মিথ্যে আড়ম্বর দেখিয়ে ওকে ভুলিয়ে ছিলেন তিনি। ভুল সে করেছে এবং সে ভুলের জন্যে এমন লোকসান তাকে সইতে হয়েছে যা কোনো মেয়েকে কখনো সইতে হয় নি। অ্যাঁ, কোন্ মাসে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়? সে হল, আমরা আসার কিছুকাল পরেই। আমরা এসেছিলাম জুন মাসে, ওঁর সঙ্গে দেখা হয় জুলাইয়ে। আর বিয়ে হয় গত জানুয়ারি মাসে। হ্যাঁ, এখন নিচে আবার সকাল বেলার ঘরে এসেছে। হ্যাঁ, নিশ্চয় আপনাদের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু খুব বেশি কথা জিজ্ঞেস করবেন না। এমন এক ধকল ওর উপর দিয়ে গেছে যা সহ্য করা মানুষের পক্ষে খুব কঠিন।

সকালের সেই কোচেই লেডি ব্র্যাকেনস্টল হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। তবে তখনকার থেকে এখন তাঁকে বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দাসীটিও ওয়াটসনদের সঙ্গে সেখানে গেছিল, আবার তাঁর কপালে সেঁক দিতে লাগল।

মহিলাটি বললেন,—আশা করি এবারও আপনি আমাকে জেরা করতে আসেন নি?

অত্যন্ত কোমলভাবে হোমস বললেন—না, অকারণ কোনো বিরক্তির সৃষ্টি করব না লেডি ব্র্যাকেনস্টল। আমার সমস্ত প্রচেষ্টাই হচ্ছে ব্যাপারটা আপনার পক্ষে সহজ করে তোলা, কারণ আমি জানি আপনার জীবনে অনেক বিপদ আপদ এসেছে। আমাকে যদি বন্ধু বলে ভাবেন, বিশ্বাস করেন, দেখবেন যে সে বিশ্বাসের অনুপযুক্ত আমি নই।

আমাকে কী করতে বলেন আপনি?

সত্যি কথা বলতে।

সেকি মি. হোমস!

না, লেডি ব্যাকেনস্টল, কোনো লাভ হবে না ওতে। আমার সুনামের কথা হয়তো আপনি

www.pathagar.com

শুনেছেন। সেই সুনাম হারাবার ঝুঁকি নিয়েই আমি বলছি, আপনি যে কাহিনী শুনিয়েছেন তা সমস্তই বানিয়ে বলা।

লেডি আর দাসী দুইজনেই ফ্যাকাসে, ভয়-পাওয়া মুখে তাকালেন হোম্‌সের দিকে। থেরেসা বলল—সেকি, আপনি বলতে চান ও আপনাকে মিথ্যা বলেছে?

উঠে দাঁড়ালেন হোমস। বললেন—তাহলে আমাকে কিছুই বলবার নেই?

না, সবই আপনাকে বলেছি।

হোমস অনুরোধের ভঙ্গীতে বললেন—আরো একবার ভেবে দেখুন মিসেস ব্র্যাকেনস্টল। সব খুলে জানালেই কি ভালো হতো না?

পলকের জন্যে তাঁর সুন্দর মুখে দ্বিধার ভাব ফুটে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণেই কোনো নতুন ও জোরাল চিন্তার ফলে আবার সে মুখ মুখোসের মতো হয়ে উঠল। বললেন—যা জানি, সবই আপনাকে বলেছি।

টুপিটা তুলে নিয়ে হোমস কাঁধ ঝাঁকালেন। বললেন—অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। তারপর আর একটিও কথা না বলে ওয়াটসনরা ঘর থেকে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। পার্কের একটা পুকুরের দিকে এগিয়ে চললেন হোমস। পুকুরটা ওপরের অংশ জমে গেছে, কিন্তু হাঁসের জন্যে খানিকটা জায়গায় জল রয়েছে। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর হোমস এগিয়ে চললেন গেটের দিকে। স্ট্যানলি হপকিন্সের জন্যে একটি চিঠি লিখে সেটা দরোয়ানের কাছে রেখে এলেন।

বললেন—হয়তো সামান্যই, কিংবা হয়তো ভুলও হতে পারে। কিন্তু বন্ধু হপকিন্সের জন্যে আমাদের কিছু করা দরকার, আর কিছু না হোক্ এই দ্বিতীয়বার এখানে আসার জবাবদিহি হিসেবে। ব্যাপারটা এখনো তাঁর কাছে খুলে বলব না। এবার আমাদের কাজ হবে অ্যাডেল এড-সাদাম্পটন স্টিমার লাইনের জাহাজের অফিসে। মনে হচ্ছে সেটা ছিল পর-মল-এর শেষাংশে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডের যোগাযোগের দ্বিতীয় একটা লাইনও আছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমরা বড় দপ্তরটাতেই খোঁজ করব।

হোম্‌সের কার্ড সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং চট্‌পট্ তাঁর কাছ থেকে হোম্‌স প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেয়ে গেলেন। জানা গেল, ১৮৯৫-এর জুন মাসে তাঁদের মাত্র একটা স্টিমার দেশে পৌঁছোয়, 'রক আর জিব্রলটার-তাঁদের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ভালো স্টিমার সেটা। তার যাত্রী তালিকায় অ্যাডেল এডের মিস্ ফ্রেজার আর তাঁর দাসীর নাম আছে। স্টীমারটি এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার পথে সুয়েজের দক্ষিণের কোনো অংশে। কর্মকর্তারা ১৮৯৫ খ্রি. সেই স্টিমারেও ছিল, কেবল একজন বাদে। তিনি হলে ফার্স্ট অফিসার জ্যাক ক্রোকার, সম্প্রতি ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত, নতুন জাহাজ 'ব্যাস রকে'র দায়িত্ব নিয়ে দুইদিন পরে যাত্রা করবেন সাদাম্পটন থেকে। থাকেন সাদাম্পটনে। তবে সেদিনই সকালে আসবেন তাঁর নির্দেশ নেবার জন্যে। আমরা অপেক্ষা করলে তার দেখা পেতে পারি।

না, তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে হোমস বিশেষ ব্যস্ত নন, তবে, তাঁর কর্মকুশলতা ও চরিত্র সম্বন্ধে খবর পেলে খুশি হবেন তিনি।

তা, কাজের লোক হিসেবে তাঁর রেকর্ড অপূর্ব, তাঁর ধারে কাছেও আসতে পারে এমন অফিসার ওঁদের আর একজনও নেই। আর তাঁর চরিত্রের কথা বলতে গেলে, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তিনি। কিন্তু যখন জাহাজ থেকে নামের তখন তিনি কখনো সখনো বন্য, মরিয়া হয়ে ওঠেন। সহজেই মাথা গরম করে ফেলেন, উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাহলেও তিনি বন্ধুবৎসল, অত্যন্ত সৎ ও দয়ার্দ্র। অ্যাডেল এড ও সাদাম্পটন কোম্পানি থেকে যে খবর নিয়ে হোমস ফিরলেন তার মোদ্দা কথা হল এই। সেখান থেকে একটা গাড়ি করে হোম্‌সরা গেলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। হোমস কিন্তু ভিতরে না ঢুকে বসে রইলেন গাড়িতেই, চিন্তা মগ্ন হয়ে। শেষপর্যন্ত গেলেন চেয়ারিং ক্রস টেলিগ্রাফ অফিসে, একটা জরুরি খবর পাঠানোর জন্যে। তারপর হোমসরা বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলেন।

ঘরে পৌঁছে হোমস বললেন—না ওয়াটসন, সেটা আমি কিছুতেই করতে পারি না।

www.pathagar.com

একবার ওয়ারেন্ট বেরোলে আর তাকে কোনোমতেই বাঁচানো যাবে না। আমার জীবনে এমন বার-দুই ঘটেছে যখন আমার মনে হয়েছে অপরাধীকে আবিষ্কার করার ফলে আসলে অপরাধী নিজে যে অনিষ্ট করেছিল তার চেয়েও আমি বেশি অনিষ্ট করেছি। তাই আজকাল সাবধান হয়ে গেছি, ঠিক করেছি বরং আইনকে ফাঁকি দেব তবু বিবেককে ফাঁকি দেব না। কাজে লাগবার আগে আরো একটু খবর নেওয়া ভালো।

সন্ধ্যের আগে স্ট্যান্‌লি হপকিন্স আগে দেখা করতে। তার খবর সুবিধের নয় বিশেষ। হপকিন্স বলল—আপনাকে আমার রীতিমত যাদুকর বলে মনে হয় মি. হোমস। বলতে কি, মাঝে মাঝে মনে হয় অতিমানবিক কিছু ক্ষমতা আপনার মধ্যে আছে। কী করে আপনি জানলেন বলুন তো যে চুরি যাওয়া রূপোগোল পুকুরের তলায় আছে?

না, জানতাম না তো!

কিন্তু, তবে যে ওটা পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিলেন?

হোমস প্রশ্ন করলেন—পেয়ে গেছ তাহলে?

হ্যাঁ পেয়েছি—হপ্‌কিন্সের উত্তর।

খুশি হলাম জেনে যে, এ ব্যাপারে আমি তোমায় সাহায্য করতে পেরেছি।

কিন্তু সাহায্য আর কোথায় করলেন, ব্যাপারটা তো বরং আরো জটিল করে তুললেন। এ কী ধরণের চোর, যে চোরারই মাল পুকুরের জলে রেখে দেয়?

তা, ব্যাপারটার মধ্যে খানিকটা খামখেয়ালীর ভাব আছে বটে। কিন্তু কী জানো, এই ধারণা নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম যে, রূপোটা যদি এমন কেউ বা কারা নিয়ে থাকে যারা আসলে ওটা চায় না, তদন্ত ভুল পথে চালাবার উদ্দেশ্যে চুরি করেছিল, স্বভাবতঃই তারা সেটাকে কোথাও রেখে আসবার জন্যে ব্যস্ত হবে।

কিন্তু এহেন একটা ধারণা আপনার মাথায় কী করে এল?

হোমস বললেন—মানে, এমনটি আমার কাছে সম্ভব বলে মনে হয়েছিল। জানলা দিয়ে যখন ওরা প্রবেশ করে, ঠিক সামনেই পুকুরটা দেখতে পায় এবং সেই সঙ্গে বরফের মধ্যে জলটুকুও। এবং দেখেই আর কী হতে পারে?

ও, লুকিয়ে রাখার কথা বলছেন? হ্যাঁ, বুঝেছি। সব বুঝেছি এখন। ভোর হয়ে আসছে, রাস্তার লোক চলাচল শুরু হয়েছে রূপো হাতে তাদের দেখলে সন্দেহ হতে পারে, সেই ভয়ে ডুবিয়ে রাখে পুকুরে। এই মতলব করে, যে, পরে সুযোগ বুঝে তুলে নিয়ে যাবে। চমৎকার, চমৎকার মি. হোমস! আপনি যে বলেছেন ভুল পথে চালাবার উদ্দেশ্যে তার চেয়ে এ যুক্তি ভালো, কী বলেন?

ঠিক বলেছ। খাসা একটা যুক্তি খাড়া করেছ। যদিও আমার ধারণাটা খানিকটা কষ্টকল্পিত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাহলেও নিশ্চয় তুমি মানবে, তার ফলে রূপোটার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই। এ সবই আপনার কৃতিত্ব। কিন্তু কী জানেন, আমি একটা বিশ্রীরকম ধাক্কা খেয়েছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, মি. হোমস। র‍্যান্ডালের দলটা আজ সকালে নিউ ইয়র্কে ধরা পড়েছে।

হায়, হায়, তবে তো তুমি যে ধারণা করেছিলে গত রাত্রে তারা কেন্টে ডাকাতি করেছে, এ ব্যাপারটা তোমার বিরুদ্ধেই যাবে হপ্‌কিন্স!

মারাত্মক, অতি মারাত্মক হয়ে উঠবে। তবে র‍্যান্ডালরা ছাড়াও তো তিন জনের দল আছে, কিংবা হয়তো এ এমন কোনো দলের কাজ, পুলিশ যাদের খবর পায় নি।

নিশ্চয়, এও সম্ভব বৈকি। কী চললে নাকি?

হ্যাঁ, মি. হোমস। এ মামলার কিনারা না করা পর্যন্ত আমার কোনো বিশ্রাম নেই। কোনো সূত্র কি আমাকে দেবার আছে মি. হোম্‌স?

কেন, একটা তো দিয়েছি।

কোন্‌টা?

www.pathagar.com

ওই যে বললাম, ভুল পথে চালানোর চেষ্টা?

কিন্তু কেন, কেন, মি. হোমস?

সেইটেই তো প্রশ্ন! যাই হোক, ওই ধারণাটা নিয়ে ভেবে দেখতে পারো। হয়তো দেখবে ওর মধ্যে কিছু পেয়ে যাবে। ডিনারের জন্যে থেকে গেলে হতো না? আচ্ছা বিদায় তাহলে। কেমন অগ্রসর হচ্ছো খবর দিও!

আবার যখন হোমস মামলাটার কথা তুললেন, ততোক্ষণে ডিনার হয়ে গেছে, টেবিলও পরিষ্কার করা হয়েছে। পাইপ ধরিয়ে স্লিপার পরা পা, আরামের অগ্নিকুণ্ডের কাছে রেখে হোমস বসেছিলেন। হঠাৎ ঘড়িটার দিকে তাকালেন। তারপর হোমস বললেন—আমি কিছু ঘটনার অপেক্ষায় রয়েছি ওয়াটসন।

কখন?

এই এক্ষুনি, কয়েক মিনিটের মধ্যে। নিশ্চয়ই তুমি ভাবছ আমি স্ট্যানলি হপকিন্সের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারই করেছি তাই না?

তোমার বিচার-বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে হোমস।

অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এ উত্তর। দেখ, ব্যাপারটা নিতে হবে এইভাবে—আমি যে সব খবর সংগ্রহ করেছি সমস্তই বেসরকারিভাবে, আর হপকিন্স সরকারিভাবে। আমার খবর আমি ইচ্ছে করলে গোপন রাখতে পারি, কিন্তু হপকিন্স পারে না। তাকে সমস্ত কিছুই প্রকাশ করতে হবে। নতুবা ও প্রতারণার দায়ে পড়বে। যে মামলায় সন্দেহের অবকাশ আছে তা নিয়ে ওকে অমন এক অস্বস্তির পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে চাই না, তাই যতোক্ষণ না একেবারে নিঃসন্দেহ হচ্ছি ততোক্ষণ আমি তা গোপন রাখতে চাই।

কিন্তু সে সময় কখন আসবে?

এসেছে সে সময়। হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—নাটকটির শেষ দৃশ্য এখন তুমি দেখতে পাবে।

সিঁড়িতে সাড়া পাওয়া গেল। দরোজা খুলে এমন এক ব্যক্তিকে প্রবেশ করানো হল, তেমন চমৎকার পুরুষালি চেহারার তরুণ সচরাচর দেখা যায় না। অত্যন্ত লম্বা, তার গোঁফ সোনালি, চোখ নীল, গায়ের চামড়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশের, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, চলাফেরার মধ্যে এমন একটা চনমনে ভাব আছে যা থেকে বোঝা যায় অতো বড় শরীর সত্ত্বেও প্রচুর কর্মক্ষম সে। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরোজাটা। তারপর হাত মুষ্টিবদ্ধ করল। তার বুক ওঠানামা করছে, প্রচণ্ড ভাবাবেগ দমন করার চেষ্টা করছে সে।

বসুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছেন?

একটা আরাম চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়লেন, ক্যাপ্টেন ক্রোকার। তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একে-একে হোমস ও ওয়াটসনের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন বললেন—হ্যাঁ, টেলিগ্রাম পেয়েছি এবং নির্দিষ্ট সময়েই এসেছি। শুনলাম আপনি অফিসে গিয়েছিলেন—আপনার হাত এড়াবার উপায় নেই দেখছি। বলুন শুনি, সবচেয়ে খারাপ খবরটা। কী করতে চান আমাকে নিয়ে গ্রেপ্তার করবেন? বলুন, বলুন মশাই! ওখানে বসে, বেড়াল যেভাবে ইঁদুর নিয়ে খেলে সেভাবে আমার সঙ্গে খেলা করতে পারেন না আপনি।

হোমস বললেন—ওঁকে একটা চুরুট দাও তো ওয়াটসন। ওটা চিবোন ক্যাপ্টেন ক্রোকার, উচ্ছ্বাসের আবেগে মনের ধৈর্য হারাবেন না। যদি আপনাকে কোনো সাধারণ অপরাধী মনে করতাম তাহলে আপনার সঙ্গে বসে ধূমপান করতাম না, একথা ভালো করেই জানবেন। মন খুলে কথা বলুন, হয়তো কোনো ভালো ফল মিলবে। কিন্তু যদি চালাকি করতে চান তো আপনাকে একেবারে শেষ করে দেব।

ক্যাপ্টেন বললেন—আমাকে আপনি কি করতে বলেন?

কাল রাত্রে অ্যাবি গ্রেঞ্জ-এ যা যা ঘটেছে তার একটা সত্য বিবরণ আপনি আমাকে দেবেন। মনে রাখবেন, সত্য বিবরণ দিতে হবে,—কিছুই যোগ করবেন না বা বাদ দেবেন না। এ বিষয়ে এতটা আমি জেনেছি যে এক ইঞ্চি সরে গেলেও অমনি টের পাব। তখন জানালার

www.pathagar.com

কাছ থেকে এই পুলিশের হুইসলটা বাজাব, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা চিরদিনের জন্যে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

কিছুক্ষণ ভাবল নাবিকটি। তারপর রোদে পোড়া বিশাল হাত দিয়ে পায়ে আঘাত করল। বলে উঠল, ঠিক আছে, ঝুঁকিটা নিচ্ছি। মনে হচ্ছে আপনি এক কথার মানুষ এবং শ্বেতাঙ্গ, সমস্ত ঘটনাই খুলে জানাচ্ছি। তবে, প্রথমেই বলে রাখি, আমার দিক দিয়ে অন্তত আমি যা করেছি এজন্যে আমার কোনো অনুশোচনা বা ভয় নেই, এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে আবারও এ কাজ করব এবং তার জন্যে গর্বই বোধ করব। নরকে যাক পশুটা—বিড়ালের মতো অতোগুলো জীবনও যদি ওর থাকে সবগুলোই আমার পাওয়া হবে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, মহিলাটি—মেরি—মেরি ফ্রেজারকে নিয়ে—ওই অভিশপ্ত উপাধীতে আমি কখনোই তার উল্লেখ করব না। বিপদে পড়েছে একথা মনে হলে ওর এতটুকু হাসি ফোটাবার জন্যের আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি, আমার মন তখন জলের মতো হয়ে ওঠে। কিন্তু তাহলেও এর থেকে আর কমই বা আমি কী করতে পারতাম! আমার কাহিনী আমি আপনাদের শোনাচ্ছি। তারপর খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞাসা করব এর থেকে কম আর আমার কীই-ই বা করার ছিল।

একটু পিছন দিকে ফিরে যাই। মনে হচ্ছে সবই আপনি জানেন, সুতরাং ধরে নিচ্ছি আপনি জানেন, প্রথমে যখন আমার ওর সঙ্গে দেখা হয় তখন ও ছিল 'রক অব্ জিব্রল্টার' স্টিমারের যাত্রী আর আমি তার ফার্স্ট অফিসার। প্রথম দর্শনেই তার প্রতি ভালোবাসায় পড়ে গেলাম। তখন থেকেই ও আমার জীবনে একমাত্র নারী। দিনে দিনে আমার ভালোবাসা বাড়তে লাগল এবং তারপর অনেক বারই রাতের পাহারার সময় অন্ধকারে হাঁটু গেড়ে বসে জাহাজের সেই ডেকে চুমু খেয়েছি, সেখান দিয়ে সে পা ফেলে গেছে বলে। তবুও কিন্তু সে আমার বাগদত্তা হয় নি। সেও আমার সঙ্গে এমনই ব্যবহার করেছে যার থেকে বেশি কোনো নারী পুরুষের সঙ্গ করে নি। সেদিক দিয়ে আমার কোনো নালিশ নেই। আমার দিক দিয়ে কেবল ভালোবাসা আর ভালোবাসা। আর তাঁর দিক দিয়ে বন্ধুত্ব আর আন্তরিকতা। আমাদের যখন ছাড়াছাড়ি হয় তখন ও সম্পূর্ণ স্বাধীন বটে, কিন্তু আমি জানি আর কখনো আমি অমন স্বাধীন হতে পারব না।

পরের বার যখন সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরি, শুনলাম ওর বিয়ে হয়ে গেছে। তা, কেনই বা ও নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করবে না? যশ ও অর্থ—এ জিনিস তাকে যেমন মানাবে আর কাকে তেমন মানাবে? যা কিছু সুন্দর যা কিছু কমনীয় সবের জন্যেই তার জন্ম। তাই তার বিয়ের ব্যাপারে আমার কোনো দুঃখ ছিল না, সেরকম স্বার্থপর কুত্তা আমি নই। বরং তার সৌভাগ্যে আমি খুশিই হয়েছি। এবং এক নিঃসম্বল নাবিকের সঙ্গে নিজেকে জড়াই নি বলে। মেরি ফ্রেজারের প্রতি আমার ভালোবাসার স্বরূপ হল এই।

ওর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হবে ভাবি নি। গত যাত্রার সময় আমার পদন্নতি হয়। নতুন স্টিমারটা তখনো জলে নামে নি। তাই মাস দুয়েক আমাকে সাইডেনহ্যামে আত্মীয়দের সঙ্গে কাটাতে একদিন হঠাৎ রাস্তার এক গলিপথে তার পুরোনো দাসী থেরেসা রাইটের সঙ্গে দেখা হয়। তখন সে মেরির কথা ওই লোকটার কথা, সব আমাকে বলে। বলব কি, শুনে প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলাম। মাতাল কুত্তা একটা, সে নাকি তার গায়ে হাত তোলে, যার জুতো চাটবার যোগ্যতা পর্যন্ত তার নেই! তারপর আবার দেখা করলাম থেরেসার সঙ্গে।

তারপর মেরির সঙ্গে দেখা করলাম—আবারও দেখা করলাম। কিন্তু তারপরে সে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল না। কিন্তু সেদিন আমি একটা নোটিশ পাই যে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমায় আবার সমুদ্রযাত্রা করতে হবে, এবং ঠিক করলাম যাবার আগে একবার দেখা করব। থেরেসা চিরদিনই আমার বন্ধুভাবাপন্ন, কারণ সে মেরিকে ভালোবাসত আর এই শয়তানকে প্রায় আমারই মতো ঘৃণা করত। তার কাছেই ও বাড়ির ব্যাপার সব শুনলাম। নিচের তলায় তার ঘরে বসে মেরি বই পড়ত, গতরাতে আমি শুঁড়ি মেরে সেখানে গিয়ে বন্ধ জানলায় শব্দ করলাম। প্রথমটা ও খুলতে চাইল না বটে, কিন্তু তাহলেও আমি বুঝতে পারলাম, এখনো

www.pathagar.com

সে মনে প্রাণে আমাকে ভালোবাসছিল। তাই সেই তুষার পড়া কন্‌কনে ঠাণ্ডার রাতে সে আমাকে ওভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলে চাইছিল না। তাই ফিস্‌ফিস করে আমায় বলল, ঘুরে সামনের বড় জানলাটার কাছে আসতে। দেখলাম জানলাটা খোলা। সেখান দিয়ে ঢুকলাম খাবার ঘরে। এবার তার মুখ থেকে আবার সেই ব্যাপার শুনলাম, শুনে আমার রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠল। অভিশাপ দিলাম ওই মাতাল কুত্তাটাকে। জানলাটার ঠিক ভিতরে আমার ভালোবাসার পাত্রীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, সম্পূর্ণ নির্দোষ আমরা—ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি, এমন সময় উন্মত্তের মতো ও সবেগে ঘরে ঢুকে মেরিকে এমনভাবে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল যে, কোনো পুরুষ কখনো কোনো নারীকে তেমন গালাগালি করতে পারে বলে জানতাম না। তারপর মাতালটা হাতের লাঠি দিয়ে মেরির মুখে প্রচণ্ড ঘা মারল। এক লাফে আমি লোহার শিকটা তুলে নিলাম। তারপর দুইজনে দিব্যি একটা লড়াই চলল। এই দেখুন আমার হাতে তার আঘাতের চিহ্ন। প্রথম আঘাতটা সেই-ই দিয়েছিল। তারপর আমার পালা। মারলাম এক ঘা। যেন পচা লাউয়ের উপরে। ভাবছেন কি এ জন্যে আমার কোনো অনুশোচনা হয়েছে? একটুও না। হয় সে বাঁচবে না হয় আমি...না, তার চেয়েও অনেক বেশি—হয় সে বাঁচবে, নয় মেরি, কারণ এই পাগলটার আওতায় ওকে রেখে কী করে যাব? এইভাবেই তাকে হত্যা করি আমি। অন্যায় করেছি কি? আপনি হলে কী করতেন বলুন!

লোকটার কাছে মার খেয়ে মেরি চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর তা শুনে থেরেসা দৌড়ে নেমে আসে উপরের ঘর থেকে।

পাশের টেবিলে এক বোতল মদ ছিল, সেটা খুলে একটুখানি আমি মেরির দুই ঠোঁটের মধ্যে ঢেলে দিই, কারণ ভয়ে সে প্রায় আধমরা হয়ে গেছিল। তারপর আমি নিজেও এক ফোঁটা গলায় ঢেলে দিই। থেরেসা কিন্তু একটুও উত্তেজিত হয় নি, এবং মতলবটা যতটা আমার ততটা তারও। এমনভাবে ব্যাপারটা সাজাতে হবে, যেন ডাকাতদের কাজ। ডাকাতের গল্পটা বারবার থেরেসা মেরীকে শোনাতে লাগল। আর ইতিমধ্যে আমি উপরে উঠে কেটে আনলাম ঘণ্টার দড়িটা। তারপর তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে তার চেয়ারের সঙ্গে বাঁধলাম। তারপর দড়ির কাটা দিকটা এমনভাবে এবড়ো খেবড়ো করে দিলাম, যাতে স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে, কারণ নতুবা হয়তো সন্দেহ হবে, কী করে চোর এখানে উঠে দড়িটা কেটে আনবে। তারপর কিছু রূপোর বাসন কোসন জোগাড় করলাম, যাতে ব্যাপারটা চুরি বলে মনে হতে পারে। তারপর সেগুলো রেখে এলাম ওখানে। তারপর এই বলে চলে এলাম, যেন খবরটা চাউর হয় আমি মিনিট পনেরোর মতো পথ এগিয়ে যাওয়ার পরে। রূপোগুলো পুকুরে ফেলে রেখে আমি সাইডেনহ্যামের দিকে চললাম। তৃপ্তি পেলাম ভেবে যে রাতের কাজটা ভালোভাবেই সমাধান হয়েছে। এই হল সত্য ঘটনা, এবং সম্পূর্ণ ঘটনা মি. হোমস। এর ফলে যদি আমাকে ফাঁসি যেতে হয়, তো হবে।

নীরব হোমস লক্ষ করছিলেন বক্তাকে। তারপর তিনি গিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন—আমিও ঠিক অমনটি ভাবছিলাম। জানি আমি আপনার প্রত্যেকটি কথাই সত্য, কারণ, যা বলেছেন এর প্রায় সবই আমি জানতাম। কোনো যাদুকর বা কোনো নাবিক ছাড়া কারো পক্ষেই ব্র্যাকেট থেকে ও ঘণ্টার দড়ির কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না এবং যেভাবে দড়ি দিয়ে তাঁকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা হয়েছিল সেরকম গেরো দেওয়াতে নাবিক ছাড়া কারো পক্ষেই সম্ভব হত না। এবং মহিলাটি মাত্র একবারই এক নাবিকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এবং সেটা সেটা ঘটেছিল স্টিমারে করে আসবার সময়ে এবং সে ব্যক্তি তাঁর সমপর্যায়েরই এবং প্রেমাস্পদ, নতুবা তিনি তাঁকে আড়াল করার জন্যে অতো চেষ্টা করতেন না। অথচ দেখলেন তো, ঘটনার গতি প্রকৃতি আন্দাজ করবার পর কতো সহজে আমি আপনাকে ধরতে পেরেছি।

আমি তো ভেবেছিলাম পুলিশ কিছুতেই আমাদের চালাকি ধরতে পারবে না।

এবং পারেও নি। এবং আমার যতোদূর বিশ্বাস, পারবেও না। শুনুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমি স্বীকার করছি উত্তেজনাও যথেষ্ট ছিল, যে কোনো

www.pathagar.com

মানুষ এ হেন উত্তেজনায় এমন কাজ করতে পারত। জানি না, আত্মরক্ষার তাগিদে এ কাজ করছেন—এ যুক্তি আইনে টিকবে কি না এবং সে বিচারের ভার ব্রিটেনের জুরি। ইতিমধ্যে আপনার ব্যাপারে আমার সহানুভূতি এতই প্রবল যে, যদি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনি পালিয়ে যেতে পারেন তাহলে আমি নিশ্চয়ই করে বলতে পাতি কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কিন্তু তারপরে তো সমস্ত কিছু প্রকাশ পাবে?

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

ক্রোধে জ্বলে উঠল লোকটি। বলল, সত্যিকারের যে মানুষ, তার কাছে এ আপনার কেমন প্রস্তাব মশাই? আইন সম্বন্ধে আমি যা জানি তাতে এটুকু বুঝি যে অপরাধীর সহকারী হিসেবে তখন মেরিকে গ্রেপ্তার করা হবে। আপনি কি বলতে চান যে মেরিকে সেই বিপদের সমানে একা রেখে আমি পালিয়ে যাব? আজ্ঞে না, সবচেয়ে খারাপ যা হয় তাই হোক, ঈশ্বরের দোহাই মি. হোমস, এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে মেরিকে এ মামলায় জড়িয়ে পড়তে না হয়।

দ্বিতীয়বার আবার হোমস নাবিকের সঙ্গে করমর্দন করলেন, বললেন আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম। দেখলাম প্রতিবারেই আপনি খাঁটি মানুষ বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এ এক অত্যন্ত বড় রকমের দায়িত্ব আমি ঘাড়ে নিচ্ছি। হপকিন্সকে আমি একটা খুব চমৎকার সূত্র দিয়েছি, সেটা যদি সে ধরতে না পারে তাহলে আর এখন আমার কিছু করবার থাকবে না। শুনুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার, আইন সম্মতভাবেই আমরা চলছি। ধরুন আপনি হলেন আসামী, ওয়াটসন, তুমি ব্রিটেনের জুরি আর আমি বিচারক।

আচ্ছা জুরির ভদ্রমহোদয়গণ,—মামলার বিবরণটা আপনার এতোক্ষণ শুনলেন। আপনাদের মত কী? আসামী দোষী না নির্দোষ?

ওয়াটসন বললেন—নির্দোষ।

হোমস বললেন—আপনি মুক্ত ক্যাপ্টেন ক্রোকার। যতোদিন না পুলিশ অন্য কোনো অপরাধীর সন্ধান না হচ্ছে ততোদিন আমার থেকে কোনো ভয় আপনার নেই। এক বৎসর পরে আপনি ফিরে আসুন এই মহিলার কাছে, তখন যে আপনার আর তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন এমনভাবে চলে, যাতে আজ রাতের এই বিচার নির্ভুল প্রমাণিত হয়।

নাচুনে মানুষ

একটা রাসায়নিক পাত্র বকযন্ত্রের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সামনের দিকে সরু পিঠ বেঁকিয়ে হোমস কয়েক ঘণ্টা চুপচাপ বসে ছিলেন, মাথা বুকের কাছে নোয়ানো। বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত একটা বস্তু সেখানে মিশ্রিত হচ্ছিল। ওভাবে তাঁকে দেখে ওয়াটসনের মনে হচ্ছিল যেন কোনো পাখি—ডানা ধূসর, মাথা কাল।

হোমস হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন—তাহলে ওয়াটসন, তুমি ঠিক করলে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় টাকা খাটাবে না?

বিস্ময়ে চমকে উঠলেন ওয়াটসন, অবশ্য হোম্‌সের অভ্যাস সম্বন্ধে ওয়াটসনের সঠিক ধারণা ছিল, কিন্তু তাহলেও তার এ কান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারটা কীভাবে বন্ধুটির দৃষ্টিগোচর হল তা একেবারেই ওয়াটসন বুঝতে পারলেন না। এবং তিনি বলেই ফেললেন—কি করে তুমি বুঝলে?

টুলের ওপর ঘুরে বসে হোমস বললেন—তাহলে তুমি স্বীকার করছ, ওয়াটসন, যে তোমাকে চমকে দিতে পেরেছি? হোম্‌সের চোখে কৌতূহলের ঝিলিক আর হাতের টে, স্ট-টিউবটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ওয়াটসন বিস্মিত স্বরে বললেন—হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

কথাটা তোমায় দিয়ে লিখিয়ে সই করিয়ে নিলে হয়।

কেন?

www.pathagar.com

কারণ পাঁচ মিনিট পরেই তুমি বলবে যে অতি সাধারণ ব্যাপার একটা।

ওয়াটসন বললেন—কখ্খোনো না, কখোনোই আমি তা বলব না।

টেস্টটিউবটা তাকে রেখে দিয়ে হোমস বলতে শুরু করলেন, যেন কোনো প্রফেসর লেকচার দিচ্ছেন—সহজ সরল কয়েকটা ঘটনা যখন পরস্পর সম্বন্ধ হয়ে দেখা দেয়, একটা পুরো চিন্তাধারা গড়ে তোলা তখন আর কঠিন হয় না। আর সে ক্ষেত্রে যদি মাঝখানের যোগসূত্রগুলো বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শুরুটা আর সিদ্ধান্তটাই বলা হয় তাহলে দিব্যি চমকের সৃষ্টি করা যায়। তোমার বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝখানের খাঁজ লক্ষ্য করলে আর আন্দাজ করা কঠিন হয় না যে সামান্য যা টাকা তোমার কাছে সেটা তুমি এভাবে খাটাবে না ঠিক করেছ।

ওয়াটসন বললেন—আমি তো কোনো যোগসূত্রই লক্ষ করছি না। হয়তো করছ না,—হোমস নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বললেন—কিন্তু সত্যিই যে একটা নিকট যোগসূত্র আছে তা এক্ষুনি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। অত্যন্ত সহজ সেই চিন্তাধারার হারানো অংশগুলো হচ্ছে এই—

১. কাল রাতে যখন তুমি ক্লাব থেকে ফের তোমার বাঁ হাতের বুড়োর আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে খড়ির দাগ ছিল।
২. কিউটা যাতে বাধা না পায় তাই তুমি ওখানে খড়ি ঘসেছিলে।
৩. থার্স্টন ছাড়া আর কারো সঙ্গে তুমি বিলিয়ার্ডস্ খেল না।
৪. মাসখানেক আগে তুমি আমায় বলেছিলে যে থার্স্টনের সন্ধানে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু সম্পত্তি আছে যেটা কিনতে হলে একমাসের মধ্যে কিনতে হবে এবং তোমায় সে বলেছিল যেন তার সঙ্গে তুমিও কিছু কেনো।
৫. তোমার চেক-বই আমার ড্রয়ারে চাববিন্ধ আছে, এবং চাবিটা তুমি চাও নি।
৬. অতএব তুমি ওখানে টাকা খাটাবে না ঠিক করেছ।

আরে, এ তো একেবারে সহজ—ওয়াটসন বললেন।

হোমস বললেন—ঠিকই বলেছ। তারপর ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললেন—যে কোনো সমস্যাই সমাধানের পরে অমন সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই দেখো একটা সমস্যা যার সমাধান হয় নি, দেখো, কোনো কিনারা করতে পারো কি না। এই বলে একটা কাগজ হোমস ওয়াটসনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পুনরায় তাঁর পরীক্ষার কাজে মনে দিলেন।

কাগজ লেখা চিত্রলিপি গোছের বস্তুটির দিকে তাকিয়ে ওয়াটসন অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বলে উঠলেন, এ কি হোমস! এতো কোনো শিশুর আঁকা ছবি!

হোমস মুচকি হেসে বললেন—তাই বুঝি তোমার মনে হচ্ছে?

ওয়াটসন সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তাছাড়া আর কি।

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—কী যে হতে পারে সেটা জানবার জন্যে নরফোর্কের অন্তর্গত থোর্প ম্যানরের মি. হিলটন কিউবিট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। আজ সকালের প্রথম ডাকে এটা এসেছে আর তিনি নিজে আসছেন পরের ট্রেনে—ওই দরোজায় কলিং বেলের শব্দ হল, আশ্চর্য হব না যদি উনিই হন।

সিঁড়ি বেয়ে ভারি পায়ের শব্দ উঠে আসছিল, পরমুহূর্তেই এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। ভদ্রলোক লম্বা, দাড়ি গোঁফ কামানো, তাঁর স্বচ্ছ চোক আর রক্তিম কপাল দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে লন্ডনের বেকার স্ট্রিটের কুয়াশা থেকে তিনি দূরেই বসবাস করেন। সেই নির্মল আবহাওয়ার খানিকটা যেন তিনি সঙ্গে করে এনেছেন মনে হল।

আমাদের দুইজনের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় সেই অদ্ভুত কাগজটার ওপর তাঁর চোখ পড়ল। যে কাগজটা ওয়াটসন চেয়ারের ওপর রেখে দিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক বললেন—ওটা থেকে কী বুঝলেন মি. হোমস? শুনেছি অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্য আপনি সমাধান করতে ভালোবাসেন এবং এর চেয়ে অদ্ভুত রহস্য বোধহয় আপনি আর পাবেন না। যাতে আপনি দেখে রাখবার সময় পান সেজন্যে আমি ওটা আগেই পাঠিয়েছিলাম।

হোমস বললেন—সত্যিই ব্যাপারটা রহস্যময়। দেখলে মনে হয় বুঝি কোন্ শিশুর

www.pathagar.com

খেয়াল। কয়েকটা অদ্ভুত মূর্তি নাচছে, এটুকু দেখা যাচ্ছে। তা, অমন একটা অদ্ভুত ব্যাপারের ওপর আপনি এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?

আমি হলে দিতাম না মি. হোমস, কিন্তু আমার স্ত্রী দিচ্ছেন। আতঙ্কে তিনি আধমরা হয়ে পড়েছেন, মুখে কিছু না বললেও তা বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না। আর সেই জন্যেই আমি এ রহস্যের কিনারা করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

কাগজখানা হোমস এমনভাবে তুলে ধরলেন যাতে রোদ এসে সোজা সেটার ওপর পড়ে। কাগজটা কোনো নোট্‌বুকের থেকে ছিঁড়ে নেওয়া, লেখাটা পেন্সিল দিয়ে লেখা—সেটা হল এই—

কিছুক্ষণ পরীক্ষার পর মি. হোমস কাগজটা ভাঁজ করে রেখেছিলেন ভিতরের খকেটে। তারপর বললেন—মামলাটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও অসাধারণ বলেই তো মনে হচ্ছে। মি. কিউবিট, কিছু কিছু খবর আমি আপনার চিঠি থেকে পেয়েছি। তাহলেও দয়া করে আবার সমস্ত ঘটনা গোড়া থেকে বলে যান, আমার বন্ধু ড. ওয়াটসনের জন্যে।

গুছিয়ে বলার ব্যাপারে আমি বিশেষ পটু নই, নার্ভাসভাবে বলিষ্ঠ দুইহাতের মুঠো খুলতে খুলতে আর বন্ধ করতে করতে অতিথিটি বললেন—তাই বলছি, যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তো দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন। গত বছরে আমার বিবাহ হয়, সেই সময় থেকেই শুরু করছি। প্রথমেই বলি, আমি ধনী নই বটে কিন্তু তাহলেও রাইডিং থোর্পে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বসবাস করছে। এবং পুরো নরফোর্ক কাউন্টিতে আমাদের থেকে সুপরিচিত বংশ আর একটিও নেই। গত বছর জয়ন্তী উৎসবে আমি লন্ডনে এসে উঠি রাসেল স্কোয়ারের এক বোর্ডিং হাউসে, কারণ আমাদের পল্লী পুরোহিত পার্কার তখন সেখানে থাকতেন। এলসি প্যাট্রিক নামে এক মার্কিন তরুণীও থাকতেন সেখানে। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এবং সেই আলাপ এক মাসের মধ্যে গভীর প্রেমে পরিণত হয়। তারপর এক রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে আমাদের বিয়ে হয়। এবং সস্ত্রীক আমি নরফোর্কে ফিরে আসি। হয়তো মনে করবেন আমার মতো এক বনেদি বংশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কুলশীল এব ভদ্র মহিলাকে অতীত ইতিহাস কিছু না জেনে বিবাহ করা নিছক পাগলামি। কিন্তু তাঁকে দেখলে বা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলে বুঝতে পারতেন নিশ্চয়ই।

এ ব্যাপারে তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং এই বিবাহ ভেঙে দেবার সুযোগ শেষপর্যন্তও তিনি আমায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জীবনে প্রচুর অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম, সে সবই ভুলে যেতে চাই আমি। সেই অতীত জীবনের কথা আমি কখনোই তুলব না, কারণ সে প্রসঙ্গ হবে আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবে বলতে পারি, হিলটন, আমায় বিয়ে করার অর্থ হল এমন একজনকে বিয়ে করা যে এহেন কোন কাজ করে নি যে জন্যে তার লজ্জা পাওয়ার কিছু আছে। এ বিষয়ে তোমার আমাকে বিশ্বাস করতে হবে এবং অতীত জীবনের কোনো উল্লেখ করতে তুমি আমায় বাধ্য করবে না। এই শর্ত পছন্দ না তলে তুমি একাই ফিরে যাও নরর্ফোকে; আমার জীবন যেমন নিঃসঙ্গ তেমনই নিঃসঙ্গই থাকুক। ঠিক এই কথাগুলিই তিনি আমায় বলেছিলেন বিবাহের আগের দিনে। সেই শর্তে রাজি হয়ে আমি বিয়ে করেছিলাম। এবং সেই থেকে এখনো পর্যন্ত সেই শর্ত পালন করে আসছি।

আমাদের এক বছরের বিবাহিত জীবনে আমরা সুখীই বলতে পারেন। কিন্তু প্রায় মাসখানের আগে অর্থাৎ গত জুনমাসের শেষ দিকে প্রথম আমি ঝামেলার পরিচয় পেলাম। একদিন আমার স্ত্রীর নামে আমেরিকা থেকে একটা চিঠি আসে—সে চিঠিতে আমেরিকার ছাপ ছিল। চিঠিটা পড়ে মুহূর্তে আমার স্ত্রীর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। চিঠিটা অগ্নিস্থানে ফেলে দিলেন তিনি। এ নিয়ে পরে তিনি একটিও কথা তুললেন না আমিও চেপে গেলাম। কারণ কথা যা দিয়েছি তা তো রাখা উচিত। তবে বেশ বুঝতে পারলাম সেই থেকেই তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। সেই থেকেই একটা ভয়ের ছাপ তাঁর মুখে লেগে রইল—যেন কী একটা ব্যাপারে তিনি অপেক্ষা করছেন। আমায় সব খুলে বললে ভালো করতেন, বুঝতে পারতেন আমি তাঁর সবসেরা বন্ধু। কিন্তু নিজে থেকে যদি তিনি না বলেন তো আমি তো সে কথা তুলতে পারব

www.pathagar.com

না। খেয়াল রাখবেন মি. হোমস, অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ তিনি। যদি অতীত জীবনে কোনো ঝামেলার মধ্যে পড়েও থাকেন, তিনি যে সে ব্যাপারে নির্দোষ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি নরর্ফোকের একজন সাধারণ ছোটোখাটো জমিদার গোছের মানুষ বটে, কিন্তু তাহলেও আমার বংশমর্যাদা আমার কাছে অনেক খানি। ইংল্যান্ডের কারো চেয়ে কম নয়। একথা তিনিও জানতেন, জানতেন বিয়ের আগে থেকেই। সুতরাং তাঁর তরফ থেকে যে সে বংশে কোনো কলঙ্ক আসবে না এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

এবার আমি আমার কাহিনীর আশ্চর্য ঘটনাটায় আসছি। সপ্তাহখানেক আগে, গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার আমি লক্ষ্য করলাম একটা জানলার ঘড়খড়িতে কয়েকটা ওই রকম অদ্ভুত নাচের ভঙ্গী যেমনটি ওই কাগজটায় দেখছেন, খড়ি দিয়ে আঁকা। ভেবেছিলাম, বুঝি ওই আস্তাবলের চাকরটার কাণ্ড, কিন্তু সে দিব্যি গেলে বারবার বলল, এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বোঝা গেল যেমন করেই হোক রাত্রেই কেউ ওগুলো এঁকে থাকবে। তখনকার মতো ধুইয়ে ফেললাম ওগুলো। পরবর্তীকালে এ নিয়ে স্ত্রীকে প্রশ্ন করে অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম দেখে যে তিনি এ ব্যাপারটার প্রচুর গুরুত্ব দিচ্ছেন। এবং আমায় অনুরোধ করলেন যেন ভবিষ্যতে অমন আরো কিছু চোখে পড়লে অবশ্যই ওঁকে জানাই। সপ্তাহখানেক কেটে গেল। কিছুই হল না। তারপর কাল আমি এই কাগজটা পাই বাগানের সূর্য ঘড়িটার ওপরে। এলসিকে এটা দেখাতেই ও একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সেই থেকে তাঁকে যেন স্বপ্নে পাওয়া মানুষ বলে মনে হচ্ছে—প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন, চোখে ভয়চকিত চাউ নি। তখনই লেখাটার সঙ্গে চিঠিটা আপনার কাছে পাঠাই। পুলিশকে বলি নি পাছে তারা উপহাস করে। কিন্তু আপনি বলুন মি. হোমস আমার কি করা উচিত। আমি ধনী নই বটে, কিন্তু তাহলেও তাঁর জন্যে আমি আমার সর্বস্ব খরচ করতে পারি।

অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে হোমস তাঁর কাহিনী শুনলেন। বনেদী ইংরেজ ঘরের চমৎকার সন্তান এই ভদ্রলোক, সাদাসিধে, ভদ্র। বড় বড় নীল চোখ, মুখাবয়ব সুন্দর, প্রশান্ত। স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর নির্ভরতা যেন তাঁর সর্বশরীর দিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। চুপচাপ কিছুক্ষণ চিন্তা করে চললেন হোমস। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—দেখুন মি. কিউবিট, এ নিয়ে আপনি আপনার স্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করুন তাঁকে বলুন, যে এ গোপন তথ্যের আপনিও ভাগীদার হতে চান।

নেতিবাচক ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে মি. কিউবিট বললেন—না, মি. হোমস কথা যখন দিয়েছি তখন আমার কথার নড়চড় হবে না। এলসি ইচ্ছে করলে আমায় বলতে পারতেন, আমার পক্ষে তাঁর গোপনতার মধ্যে জোর করে প্রবেশ করা ঠিক হবে না। তবে, এহেন ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে আমার কাজ করার অধিকার আছে। এবং তাই-ই আমি করব।

হোমস বললেন—যথাসাধ্য সাহায্য আমি আপনাকে করব। আচ্ছা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, কোনো অপরিচিত লোক কি আপনাদের ওখানে সম্প্রতি এসেছে বলে শুনেছেন?

মি. কিউবিট বললেন—কই না, তো। যতোটুকু বুঝেছি জায়গাটা মোটামুটি নির্জন। তাহলে তো কোনো নতুন মুখ দেখা গেলে তা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হত—হোমস বললেন।

মি. কিউবিট বললেন—হ্যাঁ তবে, সে তো যেখানে দেখা যাবে কেবলমাত্র সেই এলাকাতেই। ছোট ছোট বেশ কয়েকটা বাড়ি ওখানে ছড়ানো আছে পরস্পরের থেকে বেশি দূরেও নয় সেগুলো। তাছাড়া ওখানকার চাষীরা ঘর ভাড়াও দিয়ে থাকে।

হোমস বললেন—এই লেখাগুলোর একটা অর্থ যে আছে, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আর যদি সত্যিই অর্থবহ হয় তাহলে নিশ্চয়ই পাঠোদ্ধার করতে পারব। কিন্তু এই নমুনাটা এতই ছোট, আর যেসব ঘটনার আপনি উল্লেখ করলেন সেগুলো এতই অকিঞ্চিৎকর যে, সূত্র হিসেবে ওগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না। তা আমার পরামর্শ হল, আপনি নরর্ফোকে ফিরে যান, ভালো করে লক্ষ্য রাখুন, আর নতুন করে কোনো নাচুনে মানুষের যদি ছবি পান তার নকল করে রাখবেন। বড়ই আফশোসের কথা যে জানলায় যেসব ছবি ছিল সেগুলোর কোনো নকল

www.pathagar.com

রাখা হয় নি। খোঁজ রাখুন কোনো অচেনা লোকের সেখানে আনাগোনা হচ্ছে কিনা। নতুন কোনো প্রমাণ পেলে আমায় জানাবেন। এর চেয়ে বেশি কোনো উপদেশ আপাততঃ আমি আপনাকে দিতে পারছি না। সেরকম জরুরি কিছু ঘটলে আমি নিজে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

এরপর থেকে শার্লক হোমস গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন। কয়েক দিন ধরেই তিনি বারবার ভাঁজ করা কাগজটা বার করে অনেকক্ষণ ধরে ছবিগুলি লক্ষ্য করেছেন। আর এ প্রসঙ্গ তিনি তখন তুললেন না, তুললেন এই ঘটনার পনেরো দিন পরে। আমি বাইরে যাচ্ছিলাম, ডাকলেন তিনি। বললেন, উঁহু, এখন তোমার না বেরোনোই ভালো ওয়াটসন।

ওয়াটসন বললেন—কেন?

হোমস বললেন—মি. হিল্টন কিউবিটের কাছ থেকে আজ সকালে আমি একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি—মনে আছে তো সেই নাচুনে মানুষের ছবির কথা? বেলা একটা কুড়ি মিনিটের সময় তাঁর লিভারপুল স্ট্রিটে পৌঁছানোর কথা। যে কোনো মুহূর্তে তিনি পৌঁছে যেতে পারেন। তার থেকে জানলাম, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মি. কিউবিট এলেন, স্টেশন থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে। মনে হল ভদ্রলোক অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও চিন্তিত, কপালে তাঁর বলিরেখা ফুটে উঠেছিল। ক্লান্ত শরীরটা একটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বললেন—আমার স্নায়ুর ওপরে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে মি. হোমস। মতলববাজ কিছু অজানা ও অচেনা লোক অদৃশ্য থেকে ঘিরে রয়েছে—এই চিন্তাই যথেষ্ট অস্বস্তিকর, তার ওপর আমার মনে হচ্ছে যে, আমার স্ত্রী এলসি ক্রমশ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন—এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। একটু একটু করে তিনি শুকিয়ে যাচ্ছেন—আমার চোখের সামনে শুকিয়ে যাচ্ছেন!

হোমস প্রশ্ন করলেন—তিনি কিছু প্রকাশ করেন নি?

না মি. হোমস—কিউবিট বললেন, অথচ দুই একবার মনে হয়েছে এই বুঝি তিনি বলে ফেলছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর সাহসে কুলয় নি বোধহয়। চেষ্টা করেছি এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে, কিন্তু স্বীকার করতে কী, ভালোভাবে গুছিয়ে বলতে পারি নি, ফলে ভয়ে পেছিয়ে গেছেন। আমাদের প্রাচীন বংশের, গ্রামে আমাদের নিষ্কলঙ্ক সুনামের উল্লেখ করেছেন, মনে হয়েছে এবার হয়তো সে প্রসঙ্গটা তুলবেন, কিন্তু যে কারণেই হোক অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছেন।

হোমস বললেন—নিজে থেকে আপনি নিশ্চয় কিছু খবর পেয়েছেন?

তা পেয়েছি। এবং বেশ কিছু খবরই পেয়েছি। অনেকগুলো নাচুনে মানুষের ছবি পেয়েছি, নিয়ে এসেছি আপনি দেখবেন বলে। আর তার চেয়েও বড় কথা, দেখেছি লোকটাকেও।

হোমস বললেন—অ্যাঁ, বলেন কী, যে এঁকেছে?

হ্যাঁ, এবং আঁকছে এমন অবস্থায় দেখেছি। সব বলছি শুনুন—যেমনটি দেখেছি—যেমন যেমন ঘটেছে। এখান থেকে ফিরে পরদিন সকালেই সর্বপ্রথম আমার চোখে পড়ে বেশ কয়েকটা নাচুনে মানুষের ছবি। যন্ত্রপাতি ঘরের কাল দরোজায় খড়ি দিয়ে আঁকা। সামনের জানলাগুলো থেকে দেখা যায় স্পষ্ট। একটার নিখুঁতে নকল নিয়েছিলাম, এই দেখুন। একটা কাগজ তিনি ভাঁজ খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন—

হোমস বলে উঠলেন—বাঃ চমৎকার! তারপর? বলে যান, বলে যান।

নকল করা হয়ে গেলে মুছে ফেললাম ছবিগুলো। কিন্তু দুইদিন পরেই আবার একদিন সকালে একটা নতুন ছবি। এই যে সেটার নকল।

হাতে হাত ঘসে হোমস নিঃশব্দে হেসে উঠলেন, বাঃ বেশ তাড়াতাড়িই আমাদের সূত্র সংগৃহীত হচ্ছে।

এর তিনদিন পরে আবার একটা এল, এটা কাগজে লেখা। এটা ছিল সূর্য ঘড়ির নিচে রাখা—এই যে। এটার আঁকা ছবিগুলো লক্ষ্য করবেন, অবিকল আগেরটার মতো। তখন আমি ঠিক করলাম লোকটার জন্যে তৈরি হয়ে থাকব। রিভলবার বার করে পড়বার ঘরে বসে

www.pathagar.com

রইলাম, বাগানটা আর মাঠটা সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। রাত তখন প্রায় দুটো, আমি জানালার কাছে বসে আছি। চারদিক অন্ধকার। হঠাৎ পেছন থেকে পায়ের শব্দ পেলাম। দেখি, আমার স্ত্রী, পরনে ড্রেসিং গাউন। আমায় অনুরোধ করলেন গিয়ে শুয়ে পড়তে। পরিষ্কার করে তাঁকে বললাম, আমি দেখতে চাই তাকে, যে আমাদের সঙ্গে এমন বাজে হেঁয়ালিপনা করছে। উনি বললেন, এ এক অর্থহীন রসিকতা এবং আমার এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর বললেন, দেখো হিলটন, সত্যিই যদি এতে তোমার বিরক্তি হয়ে থাকে তো চল কোথাও বেড়াতে চলে যাই, তাহলেই আর কোনো ঝামেলা থাকবে না।

কী বললে? এক বদ রসিকের রসিকতায় কিনা নিজের বাড়ি ছেড়ে পালাব? জেলা শুদ্ধ সবাই হাসবে তাহলে?

উনি বললেন—আচ্ছা, এখন তো শোবে এসো, সকালে উঠে তখন এ নিয়ে আলোচনা করলেই হবে।

কথা শেষ হতে না হতেই চাঁদের আলোয় দেখলাম তাঁর মুখ চোখ আরো ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। তাঁর হাত আমার কাঁধে আরো চেপে বসল। যন্ত্রপাতি ঘরের ছায়ায় দেখলাম কী একটা প্রাণী নড়াচড়া করছে। একটা কালচে মূর্তি গুঁড়ি মেরে ঘুরে এসে দরোজাটার সামনে বসল। পিস্তল নিয়ে আমি তাকে তাড়া করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এলসি আমাকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে রইলেন। তাঁকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলাম, শেষপর্যন্ত আমি মুক্ত হলাম বটে, কিন্তু যতোক্ষণে গিয়ে দরোজা খুলে ওখানে পৌঁছোলাম তার আগেই ও পালিয়ে গেল। তবে, একটা চিহ্ন সে রেখে গেছে, ওই যে ছবিটা আপনাকে দিয়েছি ওটা যন্ত্রপাতি-ঘরের দরোজায় আঁকা ছিল। আগের দুইবার আপনাকের দেওয়া ছবিগুলোর মতোই। আর তার কোনো চিহ্ন পাই নি, সমস্ত মাঠটা খুঁজেও। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, লোকটা সারারাতই এখানে ছিল। কারণ সকাল বেলা যখন আবার দরোজাটা পরীক্ষা করি, দেখি যে, যে পর্যন্ত আমি রাতে দেখেছিলাম তার সঙ্গে আরো কিছু ছবি যুক্ত হয়েছে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—সেইটুকুর কোনো নকল রেখেছেন? হ্যাঁ। খুব সামান্যই, তবু এই দেখুন তার নকল। এই বলে তিনি আর একটা কাগজ দেখালেন। এবারের ছবিটা এইরকম—

হোম্‌সের চোখে উত্তেজনার ছাপ লক্ষ্য করা গেল। তিনি বললেন, আচ্ছা বলুন তো, এই লেখাটা কি আগের লেখাটারই অংশ না, কি আগেরটার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধই নেই?

এটা ছিল দরোজাটার অপর পাল্লায়।

চমৎকার। আমাদের পক্ষে এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আশা হচ্ছে, রীতিমতো আশা হচ্ছে। বলে যান মি. কিউবিট ভারি কৌতূহলজনক আমার এই মামলা।

আর আমার কিছু বলবার নেই মি. হোমস। আমি আমার স্ত্রীর ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম আমায় ওভাবে আটকে রাখার জন্যে। না হলে নিশ্চয়ই শয়তানটাকে ধরে ফেলতাম। এলসি বললেন—আমায় আটকে দিয়েছিলেন, পাছে আমার কোনো আঘাত লাগে এই ভয়ে। কিন্তু পলকের জন্যে আমার মনে হয়েছিল হয়তো তাঁর ভাবনা হয়েছিল—আমি নয়, ওই লোকটা আহত হয়, কারণ লোকটাকে যে, আমার স্ত্রী চিনতেন এবং জানতেন ও কী বলতে চাইছে, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু মি. হোমস, আমার স্ত্রীর গলার আওয়াজে আর চোখের চাউনিতে এমন কিছু ছিল যা থেকে সন্দেহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, আমার ইচ্ছে, গোটা ছয়েক ছোকরাকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে রেখে দেওয়ার আর লোকটা এলে তাকে খুব উত্তম মধ্যম দেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে আর কখনোও আমাদের পেছনে না লাগে।

হোমস বললেন—উঁহু, অতো সহজে মেটবার ব্যাপার এ নয়। আচ্ছা, কয়দিন এখন আপনি লন্ডনে থাকতে পারেন?

আজই আমায় ফিরে যেতে হবে। আমার স্ত্রীকে একা ওখানে রাখা কোনোমতেই আমার ইচ্ছে নয়। অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন, অনুরোধ করেছেন অবশ্যই যেন আমি ফিরে আসি।

www.pathagar.com

তা, অবশ্য ঠিক। তবে, যদি থাকতে পারতেন, তাহলে দুই একদিনের মধ্যেই আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম। কাগজগুলো রেখে যান, আশা করছি অবিলম্বেই আমি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারব।

আগন্তুক যতোক্ষণ ছিলেন ততোক্ষণ হোমস তাঁর নির্লিপ্তভাব বজায় রেখেছিলেন। তবে, তিনি যে, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকে চিনি বলে এটা আন্দাজ করা আমার পক্ষে কঠিন হল না। ভদ্রলোক চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোমস তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গেলেন। তারপর নাচুনে মানুষের সমস্তগুলো ছবি টেবিলে বিছিয়ে খুব একটা জটিল হিসাব নিয়ে বসলেন।

দুইঘণ্টা ধরে হোমস বিভোর হয়ে অনেক অঙ্ক কষলেন আর চিঠি লিখলেন, ওয়াটসনের উপস্থিতির কথা যেন, একেবারেই ভুলে গেলেন। যখন কাজ এগিয়েছে, খুশিতে শিস্ দিয়ে আর গান গেয়ে উঠেছেন, আর যখন কোনো কিনারা করতে পারছেন না, কালে বলিরেখা তুলে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন অনেকক্ষণ ধরে। শেষপর্যন্ত তিনি তৃপ্তিসূচক আওয়াজ তুলে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে, তারপর হাতে হাত ঘষতে ঘষতে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন।

তারপর একটা সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম লিখলেন। বললেন—জানো ওয়াটসন, এই টেলিগ্রামের উত্তর যদি আমি যেমন আন্দাজ করছি সেরকম হয় তো তোমার সংগ্রহে এক অতি চমৎকার মামলা যুক্ত হবে। আশা করছি হয়তো নরফোর্কে যেতে পারব এবং তাঁর এই রহস্যের ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারব।

কৌতূহলে ওয়াটসনের বুক ভরে উঠল। কিন্তু ওয়াটসন ভালো করেই জানেন হোমস তাঁর রহস্যের উদঘাটন করবেন যখন ভালো বুঝবেন, এবং তাঁর নিজের মতো করেই তা করবেন তাই অপেক্ষা করে রইলাম, কখন তিনি বুঝবেন কথাটা আমার বলবার সময় হয়েছে।

কিন্তু দেরি হল টেলিগ্রামের উত্তর আসতে। দুটো দিন কাটল অত্যন্ত অধৈর্যের মধ্যে। যখন ঘণ্টার শব্দ হচ্ছে হোমস উৎকর্ণ হয়ে উঠেছেন। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যেয় একটা চিঠি এল মি. হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে। নতুন কোনো ঘটনা ইতিমধ্যে সেখানে ঘটে নি, কেবল সেদিন সকালবেলা সূর্য-ঘড়ির নিচে একটা নাচুনে মানুষের ছবি ছাড়া, সেই ছবিটারও একটা নকল তিনি সেইসঙ্গে পাঠিয়েছেন—

অদ্ভুত কারুকার্যটার দিকে কয়েক মিনিট ঝুঁকে থাকার পর হঠাৎ হোমস লাফিয়ে উঠলেন বিস্ময় ও হতাশাসূচক একটা আওয়াজ করে, তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে। বলে উঠলেন, ব্যাপারটা বড় বেশি গড়াতে দেওয়া হয়েছে হে! আজ রাতে নর্থ ওয়ালসহ্যামে যাওয়ার কোনো গাড়ি আছে? টাইম টেবিল দেখে ওয়াটসন বললেন—না, শেষ গাড়িটা এইমাত্র চলে গেছে।

হোমস বললেন—তাহলে কাল খুব তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে ভোরের প্রথম গাড়িটা ধরব। ওখানে যাওয়া এখন অত্যন্ত জরুরি।—আরে, এই যে, এই সেই খবর যার জন্যে এতো ছটফট করছি! এক মিনিট, মিসেস হাডসন, হয়তো উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিতে হবে।...না, যেমনটি ভেবেছিলাম তাই। এই খবরটার ফলে পরিস্থিতিরটা মি. হিলটন কিউবিটকে জানিয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, এক ভয়ঙ্কর জালে জড়িয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

দেখা গেল তাঁর অনুমানই ঠিক। ছেলেমানুষি আর আজগুবি বলে যে কাহিনীটাকে মনে করেছিলাম তার ভয়ঙ্কর পরিণতি আমার গোচর হল। তখনকার সেই মানসিক অবস্থা এখনো যেন আমি উপলব্ধি করছি। খুশি হতাম যদি অন্যরকম উপসংহার পাঠককে উপহার দিতে পারতাম। কিন্তু ওয়াটসনকে তো তথ্যনিষ্ঠ হতে হবে। একটার পর একটা ঘটনা সাজিয়ে সেই উপসংহারের আশ্চর্য ঘটনাগুলো আমায় পরিবেশন করতে হবে, রাইডিং থোর্পে খামার বাড়ির নাম যে জন্যে ইংল্যান্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

নর্থ ওয়ালসহ্যাম স্টেশনে নেমে গন্তব্যস্থলের নাম করতে না করতে স্টেশন মাস্টার দৌড়ে এলেন হোমসদের কাছে, বললেন—আপনারাই কি লন্ডনের ডিটেকটিভ?

বিরক্তির একটা ছায়া হোম্‌সের মুখের ওপর খেলে গেল। হোমস বললেন—একথা মনে হচ্ছে কেন?

স্টেশন মাস্টার বললেন—ইন্সপেক্টর মার্টিন যে এইমাত্র নরউইচ থেকে এসে গেছেন। তাহলে হয়তো আপনারা ডাক্তার। মহিলাটি এখনো মারা যান নি—মানে শেষ যখন খবর পেয়েছি তখনো পর্যন্ত না। হয়তো তাড়াতাড়ি করলে এখনো বাঁচাতে পারেন তাঁকে—যদিও তার ফলে তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।

দুশ্চিন্তায় হোম্‌সের ভ্রু ঘন হয়ে উঠল। বললেন, আমরা রাইডিং থোর্প আর তাঁর স্ত্রী, দুইজনকেই গুলি করা হয়েছে। ভদ্রমহিলাটি প্রথমে স্বামীকে আর পরে নিজেকে গুলি করেন—চাকররা তাই বলেছে। ভদ্রলোক মারা গেছে, আর ভদ্রমহিলাটি বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। হায়, হায়, নরফোর্কের সবচেয়ে বনেদি বংশের সন্তান, সবাই তাকে সম্মান করতো। আর একটিও কথা না বলে হোমস একটা গাড়ি ভাড়া করলেন। সাত মাইলের এই সুদীর্ঘ পথে একবারও মুখ খুললেন না তিনি। এমন হতাশ হতে তাঁকে খুবই কম দেখেছেন। ওয়াটসন, সমস্তক্ষণ অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছেন। সকালের খবরের কাগজগুলোও খুব মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় আশঙ্কা আচমকা এভাবে ঘটে যাওয়ায় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন আর মনমরা হয়ে বসে চিন্তা করে চলেছেন। অথচ দুই দিকের দৃশ্যে কৌতূহলের সামগ্রীর অভাব ছিল না, কারণ যে অঞ্চল দিয়ে ওয়াটসনরা চলেছেন, ইংল্যান্ডের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চল সেটা। এখানে ওখানে ছড়ানো কয়েকটা কুটির যেমন একালের সাক্ষ্য বনে করে, আবার উঁচু উঁচু চৌকো গির্জার চূড়াগুলো সাক্ষ্য দেয় ইংল্যান্ডের ঈস্ট অ্যাংলিয়র গৌরবজ্জ্বল যুগের। শেষপর্যন্ত জার্মান সমুদ্রের গোলাপি উপরিভাগটা দেখা দিল। নরফোর্ক উপকূলের সবুজের ওপর দিয়ে, গাছ-পালার উপর দিয়ে দুটো ইঁট আর কাঠের তিনকোণা চূড়া দেখিয়ে গাড়োয়ান বলল,ওই হল রাইডিং থোর্পের খামারবাড়ি।

চাঁদনিওলা সামনের দরোজাটার দিকে এগোতে এগোতে ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন সামনে টেনিস মাঠের পাশের কাল যন্ত্রপাতি—ঘরটা আর পায়ার ওপর দাঁড়ানো সূর্য ঘড়িটা, যার সঙ্গে ওয়াটসনদের অদ্ভুতভাবে পরিচয় হয়েছে। ছোটোখাটো একজন চটপটে মানুষ, গোঁফে মোম লাগানো, সেইমাত্র একটা উঁচু দুই সওয়ারির ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলেন। নরফোর্ক পুলিশের ইন্সপেক্টর মাটিন বলে পরিচয় দিলেন তিনি। হোম্‌সের নাম শুনে তিনি তো অবাক। বললেন—সে কি মি. হোমস, রাত তিনটেয় তো হত্যাকাণ্ড হয়েছে, অথচ আপনি লন্ডন থেকে সে খবর পেয়ে এসে পৌঁছলেন আমারই সঙ্গে একসঙ্গে?

এইরকমই একটা আন্দাজ করে বেরিয়েছিলাম, যদি বাধা দিতে পারি এই আশায়—হোমস বললেন।

তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ আছে, কারণ শোনা যাচ্ছে, এই দম্পতির মধ্যে প্রচুর ভালোবাসা ছিল।

হোমস বললেন—আমার সাক্ষ্য শুধু এই নাচুনে মানুষদের ছবি। ব্যাপারটা পরে আপনাকে বুঝিয়ে বলব। ইতিমধ্যে, হত্যাকাণ্ডটা যখন বন্ধ করা যায় নি, তখন যা জানি তার সাহায্যে অন্ততঃ সুবিচারের ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব। আপনি কি আমার সঙ্গে একসঙ্গে তদন্ত করবেন, না কি আমি আমার মতো করে আলাদা তদন্ত করব?

ইন্সপেক্টর আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন—আপনার সঙ্গে একত্রে কাজ করছি, এ জন্যে আমি গর্ব বোধ করব মি. হোমস।

হোমস বললেন—সে ক্ষেত্রে তাহলে আমি এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি শুনব, জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখব।

ইন্সপেক্টর মার্টিনের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ছিল না। হোমসকে তাঁর ইচ্ছেমতো কাজ করতে বাধা দিলেন না তিনি। এবং হোম্‌সের তদন্তের ফলাফল সব সময়েই লক্ষ্য করতে লাগলেন। স্থানীয় ডাক্তার, এক পলিতকেশ বৃদ্ধ তিনি, সেই সময় মিসেস কিউবিটের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, তাঁর ক্ষত ভয়ঙ্কর হলেও মারাত্মক নাও হতে পারে। মগজের ধার ঘেঁষে গুলিটা চলে গেছে সুতরাং জ্ঞান ফিরতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। তাঁকে গুলি করা হয়েছে, না তিনি নিজেকে নিজে গুলি করেছেন, একথার উত্তর তিনি সঠিকভাবে বলতে পারছেন না।

www.pathagar.com

তবে, গুলিটা করা হয়েছে খুব কাছের থেকে। ঘরে একটা মাত্র পিস্তল পাওয়া গেছে, তার দুটো নল খালি। আর গুলি মি. হিলটনের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গেছে। এমনটিও সম্ভব যে মি. হিলটন প্রথমে স্ত্রীকে গুলি করে তারপর নিজেকে গুলি করেছেন। কিংবা হয়তো মহিলাটিই অপরাধী, কারণ রিভলভারটা পড়েছিল ওঁদের দুইজনের মাঝামাঝি জায়গায়।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন,—ভদ্রলোককে কি সরানো হয়েছে?

না, কোনো কিছুই আমরা ছুঁইয়ে কেবল ভদ্রমহিলাটিকে ছাড়া, ওভাবে আহত অবস্থায় তাঁকে ফেলে রাখা সম্ভব ছিল না।

আপনি কতোক্ষণ এখানে আছেন, ডাক্তার সাহেব?

রাত চারটে থেকে।

আর কেউ ছিল তখন?

হ্যাঁ, এখানকার একজন কন্সটেবল ছিল।

আপনিও কোনো কিছুতে হাত দেন নি তো?

না।

খুব বিবেচনার কাজ করেছেন। আচ্ছা, কে আপনাকে খবর দিয়েছিল?

গৃহকর্ত্রী সন্ডার্স।

সেই-ই কি সর্বপ্রথম খবরটা জানায়?

হ্যাঁ, সে আর রাঁধুনি মিসেস কুক।

কোথায় তারা?

রান্নাঘরে বোধহয়।

হোমস মনে মনে বললেন—তাহলে তাদের বক্তব্যটাই প্রথমে শোনা যাক্।

ওক কাঠের প্যানেল দেওয়া আর উঁচু জানলা-বিশিষ্ট প্রাচীন হলঘরটা একটা তদন্তের কাছারিতে পরিণত হল। একটা মস্ত, পুরোনো ধরনের চেয়ারে হোমস বসলেন, তাঁর নীরস মুখে এক নিষ্ঠুর দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ—এ মামলায় তিনি তার জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে রাজি—যে মক্কেলকে রক্ষা করতে তিনি পারলেন না, তার আততায়ীর ওপর প্রতিশোধ তিনি নেবেনই।

স্ত্রীলোক দুটি তাদের বক্তব্য সংক্ষেপে সারল। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ তাদের কানে আসে। তারা শুয়েছিল পাশাপাশি দুটো ঘরে, সঙ্গে সঙ্গে মিসেস কিং সবেগে চলে যায় সন্ডার্সের কাছে, একসঙ্গে দুইজনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। পড়বার ঘরের দরোজাটা খোলা ছিল। একটা মোমবাতি জ্বলছিল টেবিলের ওপর। ঘরের মাঝখানে। তাদের মনিবের দেহ উবুড় হয়ে পড়ে আছে, মারা গেছেন তিনি। জানালার কাছে তাঁর স্ত্রী গুঁড়ি মেরে রয়েছেন, মাথাটা দেওয়ালে রাখা। ভয়ঙ্কর আঘাত লেগেছে তাঁর। মুখের একটা দিক রক্তে রক্তে একেবারে লাল হয়ে গেছে। খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। সমস্ত বারান্দাটা আর ঘরটা ধোঁয়ায় আর বারুদের গন্ধে ভর্তি। জানালাটা নিশ্চয় ভিতর থেকে বন্ধ ছিল এ বিষয়ে ওদের দুইজনেরই এক মত। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেয় তারা, পুলিশকেও। তারপর ভৃত্যদের সাহায্যে মনিবের আহত স্ত্রীকে তাঁর ঘরে নিয়ে যায়। তিনি আর তাঁর স্বামী দুইজনেই শুয়েছিলেন সেই বিছানায়। মহিলাটির পরনে পোষাক, আর মি. কিউবিটের পরনে রাত্রিবাসের ওপরে ড্রেসিং গাউন। পড়বার ঘরের কোনো কিছুই নাড়াচাড়া করা হয় নি। কখনো তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হতে শোনে নি। পরস্পরের প্রতি প্রচুর টান ছিল ওঁদের।

ভৃত্যদের সাক্ষ্যির প্রধান প্রধান ঘটনা হল এই। ইন্সপেক্টর মার্টিনের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টই বোঝা গেল যে প্রত্যেকটা দরোজাই ভিতর থেকে এঁকে বন্ধ করা ছিল এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছিল যে কোনো লোকের পক্ষেই অসম্ভব। হোম্সের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল—তাদের মনে পড়ছে, বারুদের গন্ধ তারা পাচ্ছিল যখন উপরতলা থেকে নেমে আসছিল, তখন থেকেই।

এই ঘটনাটার উপর আমি বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ইন্সপেক্টর মার্টিন—হোমস

www.pathagar.com

বললেন,—এবার ঘরটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবার সময় হয়েছে।

পড়বার ঘরটা ছোটোখাটো, তিনদিকে বইয়ের সারি। জানালা দিয়ে বাগানটা দেখা যায়, একটা ড্রেসিং টেবিল সেই জানালার দিকে মুখ করে রাখা। হতভাগ্য মৃতটির দিকে এই প্রথম ওয়াটসনদের দৃষ্টি পড়ল—তাঁর বিশাল শরীরটা মেঝেতে পড়ে আছে। অবিন্যস্ত পোষাকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে, তাঁকে তড়িঘড়ি বিছানা থেকে উঠতে হয়েছিল। গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে সামনের দিক থেকে, হৃৎপিণ্ড ভেদ করার পর সেটা শরীরের ভিতরেই রয়ে গেছে। মৃত্যু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে এবং কোনোরকম যন্ত্রণাই হয় নি। তাঁর ড্রেসিং গাউনে বা হাতে বারুদের কোনো চিহ্ন নেই। স্থানীয় ডাক্তারের মত হল ভদ্রলোকের মুখে হাতে বারুদের চিহ্ন ছিল না।

হোমস মন্তব্য করলেন—হাতে চিহ্ন না থাকার তাৎপর্য কিছুই নেই। তবে, যদি থাকত, তাহলে তা প্রচুর পরিমাণে থাকত। গুলি ভালো করে না ভরার ফলে কখনো পেছন দিকে একটু ছিট্‌কে ওঠে, কিন্তু তা না হলে অনেক গুলো গুলি ছুঁড়লেও তার কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। আমার মনে হয় মি. কিউবিটের দেহ এখন সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, ডাক্তারসাহেব, ভদ্রমহিলার শরীর থেকে কি গুলিটা বার করেছেন?

না, তা করতে হলে আগে একটা বড়গোছের অপারেশন করা দরকার। রিভলবারটায় এখনো চারটে গুলি রয়েছে। দুটি গুলি খরচ হয়েছে এবং দুইজন আহত হয়েছে সুতরাং গুলির হিসেব মিলল।

হয়তো তাই। কিন্তু ওই যে একটা গুলি জানলার ধারটায় গিয়ে লেগেছে সেটার হিসেব কি পেয়েছেন? হঠাৎ সেদিকে ফিরলেন তিনি। লম্বা সরু আঙুল দিয়ে একটা গর্ত নির্দেশ করলেন। গর্তটা জানালার নিচের দিক থেকে ইঞ্চিখানেক উপরে।

কী আশ্চর্য! ওটা আপনি দেখতে পেলেন কী করে?

ওটার খোঁজ করছিলাম সেই জন্যে।

বাঃ চমৎকার! ডাক্তারটি বলে উঠলেন—হ্যাঁ, ঠিকই আপনি বলেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ওই দুটো ছাড়াও আর একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। অতএব তৃতীয় এক ব্যক্তি নিশ্চয় ছিল। কিন্তু কী করে তা সম্ভব? এবং কী করেই বা সে বেরিয়ে যেতে পারল?

হোমস বললেন—সেই রহস্যের এবার আমরা সমাধান করতে চলেছি। মনে আছে ইন্সপেক্টর, ভৃত্যরা যখন বলল ঘর থেকে বেরিয়েই তারা বারুদের গন্ধ পেয়েছে, আমি বলেছিলাম ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছিল, কারণটা বুঝতে পারি নি।

এ থেকে বুঝতে হবে যে গুলি যখন করা হয়েছিল এ ঘরের দরোজা জানলাগুলো সবই খোলা ছিল। তা না হলে এতো, অল্প সময়ের মধ্যে বারুদের গন্ধ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ত না, তা সম্ভব হতে পারত কেবলমাত্র যদি একটা দম্‌কা বাতাস বইত তাহলেই। তবে, জানালা বা দরোজা দুটোই খোলা ছিল অল্প সময়ের জন্যে।

কিন্তু তার প্রমাণ কি?

কারণ মোমবাতিটা ক্ষয়ে যায় নি।

ইন্সপেক্টর বললেন—বাঃ চমৎকার! চমৎকার!

হোমস বললেন—যখন নিশ্চিত হলাম যে দুর্ঘটনার সময়ে জানালাটা খোলা ছিল, মনে হল তাহলে হয়তো তৃতীয় এক ব্যক্তি গুলি করলে সে গুলি ওখানে লাগতেই পারে। তাই তাকালাম ওখানে, আর দেখলাম সত্যিই তাই।

কিন্তু কেমন করে তাহলে জানালাটা এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হল?

মহিলাটির তো প্রথম ঝোঁকই হওয়ার কথা জানালাটা এঁটে বন্ধ করার। আরে, আরে, এটা কী?

পড়বার টেবিলের ওপরে একটা লেডিজ ব্যাগ! কুমিরের চামড়া আর রূপো দিয়ে সুন্দর করে তৈরি। খুলে উপুড় করে ফেললেন হোমস, সেটা। বেরিয়ে পড়ল ব্যাংক অব্ ইংল্যান্ডের কুড়িটা পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট একটা রবারের ব্যান্ড দিয়ে জড়ানো। তাছাড়া আর কিছু ছিল না।

www.pathagar.com

হোমস বললেন—এটা রেখে দিতে হবে, বিচারের সময় দরকার হবে। এই বলে হোমস ব্যাগটা আর নোটগুলো ইন্সপেক্টরের হাতে দিলেন। তারপর বললেন—এবার আমাদের তৃতীয় গুলিটার ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করতে হবে। জানলার কাঠটা যেরকম যখম হয়েছে তাতে বোঝা যায় গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে ঘরের ভিতর থেকে। মিসেস কিংয়ের সঙ্গে আর একটু কথা বলতে চাই আমি।...আচ্ছা মিসেস কিং, তুমি বলেছিলে একটা জোরাল শব্দে তোমার ঘুম ভাঙে। তার মানে কি তুমি বলতে চাও যে দ্বিতীয় গুলির থেকে সেটার আওয়াজ বেশি জোরাল ছিল?

আজ্ঞে, ওটার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়, তাই একথা ঠিক জোর করে বলতে পারছি না। তবে, আওয়াজটা যে খুব জোরে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে দুটো গুলির আওয়াজ প্রায় একই সঙ্গে শোনা গেছিল?

আজ্ঞে তা আমি বলতে পারব না।

আমার কিন্তু মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক সেই রকমই ঘটেছিল। আমার মনে হয় না ইন্সপেক্টর, এ ঘরে আমাদের আর কিছু দেখবার আছে। যাবেন নাকি আমার সঙ্গে একটু বাগানটা ঘুরে দেখতে, যদি নতুন কোনো সূত্র মেলে!

পড়বার ঘরের জানালা পর্যন্ত একটা সুন্দর ফুলের বাগান। সেখানে যেতেই ওয়াটসনরা সবাই একসঙ্গে একটা বিস্ময়সূচক আওয়াজ করে উঠলেন। ফুলগুলো পায়ে পিস্ট, নরম মাটির সর্বত্র পায়ের ছাপ। পুরুষ মানুষের বেশ বড় পায়ের ছাপ সেগুলো। আঙুলের দিকটা লম্বা আর সরু। আহত পাখি ধরবার সময় শিকারী কুকুর যেভাবে খোঁজ করে তেমনি করে হোমস ঘাসপাতাগুলো সরাতে লাগলেন। তারপর একটা তৃপ্তিসূচক আওয়াজ করে ঝুঁকে পড়েই একটা দস্তার গুলির খোল তুলে নিলেন। বললেন—ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম। রিভলভারটার একটা বিতারক ছিল। আর এই হল তৃতীয় গুলিটা। ইন্সপেক্টর মার্টিন, আমাদের তদন্তের কাজ প্রায় শেষ।

হোম্সের তদন্তের দ্রুত ও অপূর্ব অগ্রগতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন ইন্সপেক্টর। প্রথম প্রথম তিনি খানিকটা নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এখন তিনি প্রশংসায় অভিভূত হয়ে পড়লেন যে যে কোনো ব্যাপারে হোমসকে অনুসরণ করতে রাজি। জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে সন্দেহ করছেন?

হোমস বললেন—ও প্রসঙ্গে পরে আসছি। এ মামলার অনেকগুলো বিষয়ই আমি এখনো আপনার কাছে পরিষ্কার করতে পারি নি। তবে, এতটা যখন এগিয়েছি, তখন নিজের মতোই এগোতে থাকি, শেষপর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেব।

সে আপনি যেমন ভালো বুঝবেন হোমস—লোকটাকে পাকড়ানো নিয়ে কথা।

হোমস বললেন—রহস্য সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাহলেও এখন কাজের সময়, কোনো দীর্ঘ ও জটিল বিশ্লেষণের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া কোনোমতেই সম্ভব নয় এখন। সূত্রগুলো সবই আমার হাতে এসেছে। এবং এই ভদ্রমহিলা যদি আর জ্ঞান ফিরে নাও পান তাহলেও ঘটনা পরম্পরা আবিষ্কার করা এবং অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব। প্রথমেই আমার জানা দরকার এই এলাকায় 'এলরিজ' নামে কোনো সরাইখানা আছে কি না।

ভৃত্যদের প্রশ্ন করা হলে তারা বলল, এ হেন কোনো সরাইখানার কথা তারা শোনে নি। তবে, আস্তাবলের ছোকরাটা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করল এই খবর দিয়ে যে, ওই নামের এক চাষীর কথা তার মনে পড়ছে। ঈস্ট রাস্টনের দিকে কয়েক মাইল দূরে তার বাস।

জায়গাটা কি খুব নির্জন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুবই নির্জন।

হয়তো সেখানে গত রাত্রের ঘটনার খবর পৌঁছোয় নি কী বল?

আজ্ঞে বোধহয় না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন হোমস। তারপর একটা বিচিত্র হাসি তাঁর মুখে খেলে গেল। বললেন, একটা ঘোড়া সাজাও দেখি। একটা চিঠি দিচ্ছি, সেটা নিয়ে 'এলরিজে'র গোলা বাড়িতে যাবে।

www.pathagar.com

পকেট থেকে নাচুনে মানুষদের ছবিওয়ালা কাগজগুলো বার করলেন তিনি। সেগুলো সামনে রেখে টেবিলে বসে কি-সব লিখলেন, তারপর ছেলেটির হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন—যার নাম ও ঠিকানা লেখা আছে তার হাতে দিতে। আর সাবধান করে দিলেন, যেন লোকটির কোনো প্রশ্নের উত্তর সে না দেয়। চিঠিটার পেছনে দেখলাম ঠিকানাটা অসম হাতে এলোমেলো ভঙ্গিতে লেখা, হোম্‌সের পরিচ্ছন্ন হাতের লেখার সঙ্গে কোনো মিল নেই তার। ঠিকানাটা হল—মি. এব্‌ স্লেনি, এলরিজের গোলাবাড়ি, ঈস্ট রাস্টন, নরফোর্ক।

হোমস বললেন—আমার মনে হয়, ইন্সপেক্টর, আপনি সাহায্যের জন্য টেলিগ্রাম করবেন, কারণ, যদি আমার হিসেব ভুল না হয় তো হয়তো এক অতি ভয়ঙ্কর মানুষকে জেলে নিয়ে যেতে হবে। আমার চিঠি নিয়ে যে যাচ্ছে, টেলিগ্রামটাও সে নিশ্চয়ই করে যেতে পারবে। বিকেলে যদি কোনো গাড়ি থাকে ওয়াটসন, তো তুমি আর আমিও একটু ঘুরে আসব। কারণ একটা চিত্তাকর্ষক রাসায়নিক পরীক্ষার কাজ শেষ করতে হবে। আর এখানকার কাজ তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

ছোকরাটি চিঠি নিয়ে চলে গেলে হোমস ভৃত্যদের নির্দেশ দিলেন, কোনো লোক যদি মিসেস হিলটনের কথা জিজ্ঞাসা করে, যেন তাঁর শরীর সম্বন্ধে কোনো খবর সেই লোককে না দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকে নিয়ে গিয়ে ড্রয়িং রুমে বসানো হয়। নির্দেশটার গুরুত্বটা তিনি তাদের ভালো করেই বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ড্রয়িং রুমের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, মামলাটা আর এখন আমাদের হাতে নেই, এখন কেবল সময় কাটানো আর অপেক্ষা করা। ডাক্তার সাহেব তাঁর রোগীর কাছে গেছিলেন, ওয়াটসনদের সঙ্গে রইলেন, কেবল ইন্সপেক্টর।

চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে, নাচুনে মানুষদের বিচিত্র ছবিগুলো সামনে বিছিয়ে হোমস বললেন, একটা ঘণ্টা এখন দিব্যি কাটানো যেতে পারে চিত্তাকর্ষকভাবে এবং তা থেকে আমরা লাভবান চরিতার্থ না করার জন্যে ক্ষতিপূরণ করছি ভাই। আর ইন্সপেক্টর, পুরো মামলাটাই আপনার কাছে হয়তো তদন্তের ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই উল্লেখ করি বেকার স্ট্রিটে মি. হিলটনের সঙ্গে যে চিত্তাকর্ষক ঘটনা পরম্পরার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল তার কথা। এই বলে তিনি সংক্ষেপে সে ঘটনার পুনরুল্লেখ করলেন। তারপর বললেন—এই যে অদ্ভুত কাগজগুলো আমার সামনে রয়েছে এগুলো হাসিরই উদ্রেক করত যদি এ হেন এক ভয়ঙ্কর পরিণতির অগ্রদূত বলে প্রমাণিত না হত। সংকেত-লিপির অনেক রকমফেরের সঙ্গেই আমি পরিচিত এবং এ বিষয়ে আমি একটা ছোটোখাটো পুস্তিকাও লিখেছি, তাতে আমি একশো ষাট রকমের সংকেত লিপির বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আপাত দৃষ্টিতে এই মনে হয় যে, এতে যে খবরটা দেওয়া হচ্ছে তা অন্যকে না জানানো, এবং বরং এই ধারণার সৃষ্টি করা যে এ কোনো শিশুর খেয়াল ছাড়া কিছু নয়।

চিহ্নগুলো কিছু অক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার পর সংকেত লিপির পাঠোদ্ধারের নিয়মগুলো প্রয়োগ করতেই সমাধানটা সহজ হয়ে উঠল। প্রথম লিপিটা এতই ছোট যে তা থেকে শুধু এইটুকুই নিশ্চয়তার সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে এই সংকেতটা E অক্ষরের পরিবর্তে হচ্ছে। নিশ্চয় জানেন E-ই ইংরাজি বর্ণমালার সবচেয়ে বেশি প্রচলিত অক্ষর। এতই এর প্রচলন যে, একটা ছোট কথাতেও এর একাধিক ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম যে ছবিটা পাই তাতে এটা আছে চারবার। সুতরাং ধরে নিতে পারি এটা E। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সংকেতটা একটা পতাকা বহন করে চলেছে। তবে, পতাকাগুলো যেভাবে রয়েছে তাতে মনে হয়, বাক্যটাকে কথায় বিভক্ত করার জন্যে ওগুলোর ব্যবহার হয়েছে। এইটাকে প্রকল্প হিসেবে ধরে নিলাম, E হল।

কিন্তু তারপরেই হল মুস্কিল। E ছাড়া ইংরাজী বর্ণমালার অন্য অক্ষরগুলোর ব্যবহার ঠিক পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এবং এক পৃষ্টা ছাপা কাগজে যেসব অক্ষরের আধিক্য লক্ষিত হয় কোনো একটা ছোট বাক্যে তার উল্টোটাও সম্ভব। তবে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে T, A, O, I, N, S, H, R, D আর L—এইভাবেই পৌনপৌনিকত্বের দিক দিয়ে

www.pathagar.com

অক্ষরগুলো সাজানো যেতে পারে। এবং T, A, আর O হল এদিক দিয়ে প্রায় সমান সমান। এবং কোনো অর্থ আবিষ্কার করতে হলে এইসব অক্ষর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করে দেখা—সে প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার বলতে গেলে। তাই অপেক্ষা করে রইলাম আরো কিছু নমুনার জন্যে। দ্বিতীয়বার যখন মি. কিউবিটের সঙ্গে দেখা হয় তখন তিনি আরো দুটো বাক্য আর একটা ছোট্ট খবর আমায় সংকেত লিপির মারফৎ দিয়ে যান—এই খবরটায় কোনো পতাকা না থাকায় ধরে নেয়া যেতে পারে, এটা একটা একক কথা। এই হল সংকেতগুলো।

এখন, এই একক কথাটার পাঁচটা অক্ষরের মধ্যে দুটো E হল দ্বিতীয়টা আর চতুর্থটা। হয়তো কথাটা হবে Sever বা Lever বা Never। এটা নিঃসন্দেহে কোনো অনুরোধের উত্তর এবং এই পরিস্থিতিতে এ মহিলার লেখা কোনো চিঠির উত্তরে। এই ধারণা অবলম্বন করে আমরা বলতে পারি, চিহ্নগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে N, V আর R. কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচুর সমস্যা রয়ে গেল। এমন সময় একটা কথা আমার মনে হতে ভারি সুবিধা হল আমার। ভাবলাম, চিত্রলিপিগুলি যদি এমন কারো কাছ থেকে আসে যে ব্যক্তি মহিলাটিকে আগে চিনত, তাহলে দুটো E আর তিনটে অন্য অক্ষরের অর্থ হতেই পারে E L S I E এই নামটা। পরীক্ষা করে দেখলাম, এই অক্ষরটিই এইভাবে সাজিয়ে তিনটি সংকেত লিপি শেষ করা হয়েছে সুতরাং নিশ্চয়ই এটা E L S I E কে অনুরোধ। এইভাবে আমি L. S. আর I অক্ষরগুলো পেয়ে গেলাম। কিন্তু অনুরোধটা কি হতে পারে? E L S I E কথাটার আগে আছে মাত্র চারটি অক্ষর, তার শেষেরটা হল E। তাহলে কথাটা হবে নিশ্চয়ই COME। আর যে চারটে অক্ষর E-দিয়ে শেষ হয়েছে সমস্তগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম কিন্তু কোনোটাই এ ক্ষেত্রে খাপ খেল না। সুতরাং O আর M পেয়ে গেলাম। নতুন করে আমি প্রথম সংকেতটার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলাম তখন। যেগুলো জানতে পেরেছি সেগুলো বসালাম, আর প্রত্যেকটা অজানা সংকেতের জায়গায় ফুটকি বসালাম। তাহলে ওটা দাঁড়াচ্ছে এই M. ERE. E SL. NE.C এখন প্রথম অক্ষরটা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এবং আবিষ্কার হিসেবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ছোটো বাক্যটাতেও তিন তিন জায়গায় রয়েছে এটা আর দ্বিতীয় কথাটায় H অক্ষরটাও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে—AM HERE A.E SLANE.

অথবা, সহজেই যেটা বোঝা যাচ্ছে সেই অক্ষরটা বসালেই এটা দাঁড়াচ্ছে এই—

AM HERE A.E SLANEY.

এ পর্যন্ত যে সব অক্ষর পেয়ে গেছি সেগুলোর ওপর নির্ভর করে এখন প্রচুর অঙ্গপ্রত্যয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় সংবাদটা নিয়ে পড়লাম। সেটা এখন দাঁড়াচ্ছে এই—

ELRI ES.

এখন আমি অজানা অক্ষরগুলোর জায়গায় T আর G বসালেই এটা বোঝাবে কোনো বাড়ি বা সরাইখানা যেখানে চিত্রলিপি লেখক বাস করছিল। এটা ধরে নিলেই বাক্যটা দিব্যি অর্থবহ হয়ে উঠবে।

ইন্সপেক্টর মার্টিন ও ওয়াটসন প্রচুর কৌতূহল নিয়ে শুনলেন কীভাবে বন্ধুবর এমন স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণভাবে সমস্ত সমস্যাটা সমাধানে উপনীত হলেন। ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর কী করলেন স্যর? এই এব্ স্লেনি যে একজন আমেরিকান, এমন মনে করার আমার যথেষ্ট যুক্তি ছিল। 'এব্' কথাটা আমেরিকানদেরই সংক্ষেপণ এবং আমেরিকা থেকে একটা চিঠি আসা থেকেই সমস্ত ব্যাপারটার সূত্রপাত। এবং এমন মনে করারও আমার যথেষ্ট হেতু ছিল যে এর মধ্যে এমন কোনো গোপনীয়তা আছে যা অপরাধমূলক। ভদ্রমহিলা কর্তৃক অতীত জীবনের উল্লেখ এবং তাঁর গোপন কথা স্বামীর কাছে প্রকাশ না করার ইচ্ছে—দুই-ই, সেই একই দিকে নির্দেশ করছে। তাই আমি তখন আমার বন্ধু, নিউইয়র্ক, পুলিশ ব্যুরোর উইলসন হার গ্রিভকে টেলিগ্রাম করলাম—একাধিকবার তিনি লন্ডনের অপরাধ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। জানতে চাইলাম এব্ স্লেনির নামটা তাঁর জানা কি না। এই যে তাঁর উত্তর—শিকাগোর সবচেয়ে মারাত্মক শয়তান সে। যেদিন সন্ধ্যায় এই উত্তর আমি পাই সেদিনই হিলটন কিউবিট স্লেনির শেষ সংকেতটা পাঠান আমার কাছে। জানা অক্ষরগুলো বসালে সেটা দাঁড়ায় এই রকম—

www.pathagar.com

ELSIE. RE. ARE TO MEET THY GO. দুটো P আর একটা D বসালেই একটা সম্পূর্ণ সংবাদ পাওয়া গেল—"এলসি ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্যে তৈরি হও।" যা থেকে জানতে পারি শয়তানটা প্ররোচনা ছেড়ে ভীতি প্রদর্শনের পথ ধরেছে। এবং শিকাগোর শয়তানদের সম্বন্ধে যা জানি তাতে আমি এইভাবে তৈরি হলাম যে, হয়তো অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে তার কথা কাজে পরিণত করবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ড. ওয়াটসনের সঙ্গে নরফোর্কে চলে এলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এর মধ্যেই যা অনিষ্ট হবার হয়ে গেল।

ইন্সপেক্টর আন্তরিকভাবে বললেন—কোনো মামলায় আপনার সঙ্গে কাজ করা রীতিমত ভাগ্যের কথা। তারপর বললেন—মাফ্ করবেন যদি মন খুলে আপনার সঙ্গে কথা বলি। দেখুন, আপনাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না, আমাকে কিন্তু আমার উপরওয়ালাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এখন এলরিজের এই সব স্লেনিই যদি খুনি হয় এবং আমি যখন এখানে বসে, সেই সময় যদি সে পালিয়ে যায় এই এলাকা থেকে, তাহলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে।

হোমস বললেন এ নিয়ে আপনার অস্বস্তির কোনো কারণ নেই। পালাবার চেষ্টা সে করবে না।

কী করে জানলেন—ইন্সপেক্টরের কৌতূহল।

কারণ পালানোটা এক্ষেত্রে তার পক্ষে অপরাধ স্বীকারেরই সমান হবে।

তাহলে চলি, গিয়ে গ্রেপ্তার করি তাকে।

উঁহু, যে কোনো মুহূর্তে এখন আমি তাকে এখানে আশা করছি।

সেকি, কেন সে আসবে?

তাকে যে আমি এখানে আসতে লিখেছি।

কিন্তু একথা কী করে আমি বিশ্বাস করব হোমস? আপনি লিখেছেন, তাই সে এখানে আসবে? এরকম চিঠি পেলে তো সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে বরং।

আমার ধারণা সে চিঠি কীভাবে লিখতে হয় তা আমি জানি। বলতে না বলতেই—হোমস বললেন—ওই বোধহয় লোকটি আসছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে একটি লোক পথ দিয়ে দরোজার দিকে এগিয়ে আসছে। লম্বা, কালচে, সুপুরুষ লোকটি। তার পরনে ধূসর রংয়ের ফ্ল্যানেলের প্যান্ট, মাথায় পানামা টুপি, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর মস্ত বড় উদ্ধত নাক নিচের দিকে বাঁকানো। একটা লাঠি আসফালন করতে করতে হেলে দুলে এমনভাবে আসছে, বাড়িটার মালিকই যেন সে। তার সজোরে ঘন্টা বাজানোর শব্দ ওয়াটসনদের কানে এল।

ধীরভাবে হোমস বললেন—আমার মনে হয় আমাদের এখন দরোজার পেছনে দাঁড়ানো দরকার। এমন একটা লোকের মোকাবিলা করতে খানিকটা সতর্ক হওয়া ভালো। আপনার হাত কড়ার প্রয়োজন হবে ইন্সপেক্টর। কথা বলার ভারটা আমিই নিচ্ছি।

মিনিট খানেক নীরবে কাটল। তারপর খুলে গেল দরোজাটা। লোকটি ভিতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে হোমস একটা পিস্তল তার মাথার কাছে ধরলেন। আর মার্টিন তার হাতে হাতকড়া গলিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা এতো অল্পসময়ের মধ্যে এমন তৎপরতার সঙ্গে ঘটে গেল যে, সে যে আক্রান্ত হয়েছে এটা বোঝবার আগেই অসহায় হয়ে পড়ল। কাল চোখে অগ্নিমাখা দৃষ্টিতে সে একে একে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। তারপরেই তেতো হাসিতে ফেটে পড়ল। বলল ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আপনারা আমার ওপর জিতেছেন—বহুৎ শক্ত একজনের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হল। নিশ্চয়ই সে এ সবের মধ্যে নেই? নিশ্চয়ই বলবেন না, যে এই ফাঁদ পাতার ব্যাপারে সে সাহায্য করেছে?

মিসেস হিলটন কিউবিট অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত, মৃত্যুর মুখোমুখি তিনি।

এ কথায় লোকটা এমন একটা আর্তচিৎকার করে উঠল যা ঘরের মধ্যে গম্ গম্ করে উঠল—পাগল, পাগল আপনি। আহত ওর স্বামী, ও নয়। এলসির গায়ে কে হাত তুলবে শুনি? আজ তাকে শাসিয়েছি, এজন্যে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু তার সুন্দর মাথার একটা

www.pathagar.com

চুলও স্পর্শ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ফিরিয়ে নিন—ফিরিয়ে নিন্ কথাটাও, বলুন বলুন সে আহত নয়!

মৃত স্বামীর পাশে ভয়ঙ্করভাবে আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে তাঁকে।

গভীর এক আর্ত আওয়াজ করে লোকটা কৌচে এলিয়ে পড়ল, হাতকড়া আটকানো হাতে মুখটা ঢেকে। পাঁচ মিনিট নীরব রইল। তারপর আবার মুখ তুলল। হতাশা-জনিত শীতলতার সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনাদের কাছে আমার লুকোনোর কিছু নেই। আমি লোকটাকে গুলি করেছি, কিন্তু তার আগে সেই-ই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল, সুতরাং আমি খুন করেছি একথা বলতে পারবেন না। কিন্তু যদি মনে করেন আমার পক্ষে তার স্ত্রীকে গুলি করা সম্ভব ছিল তাহলে বলব আপনারা আমাকে বা তাকে কাউকেই জানেন না। আমি বলছি, কানা পুরুষ কোনো নারীকে আমার মতো অমন ভালোবাসতে পারে না। তার ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল আমার। বহু বছর আগেই তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল। কে এই ইংরেজ, যে আমাদের দুইজনের মধ্যে এসে পড়েছিল? বলছি আপনাদের এলসির ওপর আমারই দাবি সবার আগে এবং সেই দাবি কাজে পরিণত করতেই আমি এসেছিলাম। এবার কঠিন স্বরে হোমস বললেন—যখনই তিনি আপনার আসল পরিচয় পেয়েছিলেন তখনই তিনি সরে গেছেন। আপনাকে এড়াবার জন্যে তিনি আমেরিকা থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং ইংল্যান্ডে এসে এ ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন। আর আপনি নাছোড়বান্দার মতো তাঁর পিছু নিয়ে ফিরছেন এবং তাঁর জীবন বিষময় করে তুলেছেন। চেয়েছেন যেন তিনি তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করে পালিয়ে যান আপনার সঙ্গে—যে স্বামীকে তিনি ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। ফলে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। এবং তার স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছেন। এ ব্যাপারে আপনি যা করেছেন তা হচ্ছে এই। মি. এব্ স্লেনি, আইনের কাছে এর জবাব দিহি করতে হবে।

এলসি যদি মারা যায় তাহলে আমার কী হয় তাতে কিছু যায় আসবে না—এব্ স্লেনি বলল। একটা হাতের মুঠো খুলে একটা দোমড়ানো কাগজের দিকে তাকাল। চোখে সন্দেহের ঝিলিক তুলে বলল—এই দেখুন মশাই! আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন? ও যদি তেমন আঘাত পেয়ে থাকে যেমন আপনি বলছেন, কে তাহলে এটা লিখেছে? কাগজটা সে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

হোমস বললেন—একজন সভ্যের ছাড়া তো পৃথিবীতে কারো এই নাচুনে মানুষের সংকেত জানবার কথা নয়। কী করে লিখলেন আপনি?

হোমস বললেন—একজন যা উদ্ভাবন করতে পারে আর এক জন তা আবিষ্কার করতেও পারে। মি. স্লেনি, একটা গাড়ি আসবে আপনাকে নরউইচে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। যে অনিষ্ট আপনি করেছেন তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে পারেন এই সময়টুকুর মধ্যে। জানেন কি, মিসেস্ হিলটন কিউবিটের ওপর স্বামীকে হত্যা করার প্রবল সন্দেহ পড়েছে এবং আমার উপস্থিতির ফলে ও ব্যাপারে আমি যা জানতে পেরেছি তার বলেই তিনি এই সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়েছেন। এইটুকুই এখন আপনি ওর জন্যে করতে পারেন। পৃথিবীর লোককে জানিয়ে দিতে পারেন যে, ভদ্রলকের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্যে মিসেস্ কিউবিট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই দায়ী নন।

স্লেনি বলল—এ আমি আনন্দের সঙ্গেই করছি। মনে হয় সমস্ত সত্য ঠিকভাবে প্রকাশ করাটাই হবে আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জবাবদিহি।

আমার কর্তব্য হচ্ছে আপনাকে মনে করিছে দেওয়া যে, যা আপনি বলবেন তা আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ব্রিটিশ ফৌজদারি আইনের অপূর্ব নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়ে বললেন ইন্সপেক্টার।

এ কথায় কাঁধ ঝাঁকাল স্লেনি। বলল—সে ঝুঁকি আমি ইচ্ছে করেই নিচ্ছি। প্রথমেই বলি এ মহিলাকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনতাম। আমাদের সাত জনকে নিয়ে শিকাগোয় কটা দল ছিল। সেই জয়েন্টের বা দলের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এলসির বাবা প্যাট্রিক। ভারী চালাক তিনি।

www.pathagar.com

এই সংকেত লিপি তিনিই উদ্ভাবন করেন। লোকে দেখে শিশুর হাতে আঁকা ছবি মনে করবে। যদি না সঙ্কেতটা জানা থাকে। এলসি আমাদের কোনো কোনো ব্যাপার জানত, কিন্তু টাকা তাঁর ছিল। তাই নিয়ে সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে লন্ডনে চলে আসে। আমার সঙ্গে সে বাগ্‌দত্তা ছিল এবং যদি আমি অন্য কোনো রকম জীবিকা গ্রহণ করতাম তাহলে হয়তো সে বিয়ে করত আমাকে। এ ইংরাজটির সঙ্গে বিয়ের আগে আমি তার ঠিকানা পাই নি। চিঠি লিখলাম তাকে, কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। চিঠিগুলো এমন এমন জায়গায় রাখতাম যাতে তার চোখে পড়ে।

মাসখানেক হল আমি এখানে এসেছি। ওই গোলাবাড়ির নিচের একটা ঘরে দিনগুলো কাটিয়েছি। রাত হলে বেরিয়ে যেতাম আর ফিরতাম রাত থাকতে থাকতে। কেউ লক্ষ্য করত না। সবরকম চেষ্টা করলাম এলসিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বার করে আনতে। জানতাম সঙ্কেতগুলো সে পড়েছে, কারণ একটা সঙ্কেতের উত্তর সে দিয়েছিল। তারপরে আর আমি আমার মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না। ভয় দেখাতে শুরু করলাম ওঁকে। তখন সে আমাকে একটা চিঠি দিল এখান থেকে চলে যেতে অনুরোধ করে, বলল তার বুক ভেঙে যাবে যদি কোনো কেলেঙ্কারির খবর তার স্বামীর কানে আসে। লিখল, রাত তিনটের সময় সে নেবে আসবে যখন তাঁর স্বামী ঘুমিয়ে থাকবে। এবং জানলা দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে, যদি তারপরে আমি তাকে শান্তিকে থাকতে দিয়ে চলে যাই এখান থেকে। নেমে এল সে, টাকা পয়সা নিয়ে এল আমায় ঘুষ দেবে বলে, এতে আমি একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেলাম, তার হাত ধরে তাকে জানলা দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। সেই মুহূর্তে তাঁর স্বামী দৌড়ে এল খোলা রিভলবার হাতে নিয়ে। এলসি মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল, ফলে আমরা দুজন মুখোমুখি হলাম। আমিও পড়ে গেছিলাম। বন্দুকটা তুলে নিলাম, ওকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেভার জন্যে। গুলি করল লোকটা, কিন্তু সে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সে সুযোগে সেই মুহূর্তেই আমিও গুলি করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে গেল। তখন আমি বাগান পেরিয়ে যেতে যেতে জানলাটা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। এই হল সমস্ত ঘটনা, এর প্রতিটি কথাই সত্য। এরপর আর আমি এ বিষয়ে কিছুই শুনিনি, যতোক্ষণ না ছেলেটি ঘোড়ায় চড়ে এল এই খবর নিয়ে, যা পড়ে আমি এখানে এসে বোকার মতো আপনাদের হাতে ধরা পড়েছি।

এব স্লেনির এ বিবৃতির মধ্যেই একটা গাড়ি এসে পৌঁছে গেছিল, তার ভিতরে পোশাকপরা দুইজন পুলিশ ছিল। ইন্সপেক্টর মার্টিন উঠে বন্দিকে কাঁধে ছুঁয়ে বললেন—চলুন সময় হয়ে গেছে।

বন্দি বলল—তার আগে কী তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাবে না?

না, তাঁর জ্ঞান ফেরে নি।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে গাড়িটার চলে যাওয়া লক্ষ্য করলেন ওয়াটসনরা। মুখ ঘোরাতেই, বন্দী যে কাগজের টুকরোটা এনেছিল সেটা চোখে পড়ে গেল। এই চিঠিটাই হোমস টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। হোমস হেসে বললেন—দেখো, ওয়াটসন যদি এটার পাঠোদ্ধার করতে পারো?

কোনো কথাই তাতে ছিল না শুধু নাচুনে মানুষের এই ছোট্ট লাইনটি ছাড়া—

হোমস বললেন—সঙ্কেতটা যেভাবে সাজিয়েছি সেভাবে দেখলে বোঝা যাবে এর অর্থ হচ্ছে কেবলমাত্র এই–Come here at once. (এক্ষুনি চলে এসো এখানে) নিশ্চয়ই জানতাম এহেন এক আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, কারণ এ চিঠি যে অন্য কারো কাছ থেকে আসতে পারে তা আন্দাজ করা অসম্ভব।

নরউইচের শীতকালীন অ্যাসাইজেসের বিচারে আমেরিকান এব স্লেনির মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে এবং বিশেষ করে মি. হিলটন কিউবিটই আগে গুলি করেছিলেন এই হিসেবে দণ্ডের লাঘব হয়ে হয় তার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

'আর মিসেস হিলটন কিউবিট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত বিধবাই রয়ে গেলেন। সারাটাজীবন গরিবদের সেবায় আর স্বামীর বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনা করায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন।'

www.pathagar.com

হারানো খেলয়াড়

ফেব্রুয়ারি মাসের এক মেঘলা সকালে একটা ভুতুড়ে টেলিগ্রাম হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের ঠিকানায় এসেছিল। তাতে লেখা—"আমার প্রতীক্ষায় থাকুন। ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ, ডান উইং-এর থ্রি কোয়ার্টার নিখোঁজ। কাল তাকে অতি অবশ্যই চাই—ওভারটন।"

ডাকঘরের ছাপ-স্ট্র্যান্ড, ছাড়া হয়েছে ১০টা ৩৬ মিনিটে। বেশ কয়েকবার পড়ার পর হোমস বললেন—বোঝা যাচ্ছে মি. ওভারটন অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় এটা লিখেছেন, ফলে লেখাটা অমন অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। যাই হোক, তিনি তো এসেই পড়বেন এখানে। "টাইমস্"-এর পাতা ওল্টানো শেষ হতে না হতেই, তখন সবই জানা যাবে।

বলাবাহুল্য, হোমস যেমনটি আশা করেছিলেন, ঠিক তেমনই টেলিগ্রামটার পিছু পিছুই এল তার প্রেরক—কার্ডটা কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের সিরিল ওভারটনের আগমন ঘোষণা করল। তরুণটি বিশালাকৃতি, নিরেট হাড় আর মাংসপেশী নিয়ে ষোল স্টোনের কম ওজনের হবে না। বিশাল কাঁধ দিয়ে দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকল সে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কমনীয় মুখে হোমসদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল—মি. শার্লক হোমস্?

বন্ধুবর ঘাড় নাড়লেন।

সে বলল—আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়েছিলাম, মি. হোমস। ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্সের সঙ্গে দেখা করতে তিনি আমায় বললেন, আমি যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি, কারণ এ মামলা নাকি পুলিশের নয়, এটা আপনার এক্তিয়ারেই পড়ে।

হোমস বললেন—বসো, বসো, বল ব্যাপারটা কী?

সে বলল—সাংঘাতিক ব্যাপার মি. হোমস, অতি সাংঘাতিক আমার চুল যে পেকে যায়নি সেটাই আশ্চর্য! গডফ্রে স্টনটন—তার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই—বলতে গেলে আমাদের পুরো টিমটাই তারই উপর নির্ভর করে আছে—থ্রি কোয়ার্টার হিসেবে তার বদলে আমি এমন কি দুইদুইটো খেলয়াড়কে টীম থেকে বাদ দিতে পারি। পাশ দেওয়া বলুন, প্রতিপক্ষকে বাধা দেওয়া বলুন, কি ড্রিবলিং বলুন—কোনো ব্যাপারেই কেউ তার ধারে কারছেও আসে না। তার ওপর তার আছে বুদ্ধি, আর পুরো টিমটাকে সংহত রাখার ক্ষমতা। কী করবো বলুন তো! প্রথম রিজার্ভে মুর হাউস অনুশীলন করেছে হাফব্যাক হিসেবে—কোথায় টাচ লাইনের কাছে থাকবে তা নয়, কেবলই সরে সরে যায় সেখান থেকে। তার প্লেস-কিক অবশ্য খুব ভালো, কিন্তু তার না আছে বুদ্ধি, না আছে স্পিড—অক্সফোর্ডের ফ্রায়ার মর্টন সহজেই তাকে কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে। আর স্টিভেনসনের স্পিড ভালো হলেও সে টোয়েন্টি ফাইভ লাইন থেকে নেমে আসতে পারে না, এবং যে থ্রি কোয়ার্টার পান্ট করতে বা দরকার মতো পেছিয়ে পড়তে পারে না, শুধুমাত্র স্পিডের জন্যে তাকে টিমে নেয়া যায় না। না, মি. হোমস যদি আপনি স্টনটনকে খুঁজে না বার করতে পারেন তাহলে আর আমাদের কোনো আশাই নেই।

প্রচুর আবেগ আর উত্তেজনার সঙ্গে যেভাবে সে শক্ত দুইহাতে হাঁটু চাবড়ে চাবড়ে এই দীর্ঘ বক্তৃতাটা করল, সকৌতুক কৌতূহলের সঙ্গে হোমস তা শুনলেন। সে চুপ্ করলে হোমস হাত বাড়িয়ে তাঁর সাধারণ নোটবইয়ের এস্ অক্ষরটি যেটায় আছে সে খণ্ডটা তুলে নিলেন। প্রচুর খবরের খনিস্বরূপ এ বইটা। কিন্তু এই প্রথম তিনি একটা নাম খুঁজে পেলেন না। বললেন, আর্থার এইচ. পাচ্ছি, উদীয়মান জালিয়াত সে, পাচ্ছি হেনরি স্টনটন যাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর ব্যাপারে আমি সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু গডফ্রে স্টনটন নামটা তো দেখছি না?

এবার ওয়াটসনদের দর্শনার্থীর অবাক হওয়ার পালা। সে বললেন—সে কি মি. হোমস আমি তো জানতাম আপনি খবরটবর রাখেন! তা, যখন গডফ্রে স্টনটনের নাম শোনেন নি তখন হয়তো সিরিল ওভারটনের নামও শোনেন নি?

শান্তভাবে হোমস নেতিবাচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন।

লোকটি খেলয়াড়সুলভ ভঙ্গিতে বলে উঠল—অ্যাঁ, বলেন কী, আমি যে ওয়েলসের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

ইংল্যান্ডের প্রথম বিকল্প ছিলাম। তাছাড়া সারাটা বছর আমি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করে আসছি। কিন্তু সে তো কিছুই নয়, আমি তো জানতাম না ইংল্যান্ডে এমন কেউ আছে যে সুনিপুণ থ্রি কোয়ার্টার গডফ্রে স্টনটনের নাম জানে না! সে যে কেম্ব্রিজের আর ব্ল্যাকহিথের আর পাঁচটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিখ্যাত খেলয়াড়। কী আপনি মি. হোমস, কোথায় থাকেন আপনি?

সরল ছেলেটির বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে হোমস হেসে উঠলেন। বললেন—তাই, যে জগতে তুমি থাকো আমার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা—অনেক সুন্দর। অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। আমার চলাফেরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে, কিন্তু বলতে ভালো লাগছে, অপেশাদারী খেলাধুলার মধ্যে কখনও আমার ডাক পড়ে নি—ইংল্যান্ডে যা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠভাবে পরিচালিত। যাই হোক আজ সকালে তোমার এই আকস্মিক আবির্ভাবের ফলে এখন দেখছি, যেখানে মুক্ত বাতাস আর খেলয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় সেখানেও আমার কাজ করতে পারে। আচ্ছা বেশ, এবার বল। আস্তে আস্তে, ধীর হয়ে বল ঠিক কী ঘটেছে, এবং কীভাবে আমি তোমার সাহায্যে আসতে পারি।

তরুণ ওভারটন বলতে শুরু করল। ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক এইরকম মি. হোমস। আগেই বলেছি, আমি হচ্ছি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাগ্‌বি টীমের ক্যাপ্টেন, আর আমার টিমের সেরা খেলয়াড় হচ্ছে গডফ্রে স্টনটন। কাল আমাদের অক্সফোর্ডের সঙ্গে খেলা। গতকাল আমরা সকালে এসে হাজির হয়েছি বেন্টলির প্রাইভেট হোটেলে। রাত দশটা তখন, আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি পাখিগুলো সব বাসায় ফিরেছে কিনা। কারণ আমি মনে করি, শুধু অনুশীলন আর সেই সঙ্গে সুনিদ্রা হলে তবেই কোনো টিম ঠিকমতো তৈরি হতে পারে। শুতে যাওযার সময় আমার গডফ্রের সঙ্গে দুইএকটা কথা হল। তাকে যেন মনে হল ফ্যাকাসে আর উদ্বিগ্ন। ব্যাপারটা কী জিজ্ঞাসা করলেও সে বলল ও কিছু নয়, একটু মাথা ধরেছে, এইযা। শুভরাত্রি জানিয়ে আমি তার কাছ থেকে চলে এলাম। এর আধ ঘণ্টা পরে দরোয়ানের কাছে শুনলাম একজন রুক্ষ-সূক্ষ্ম মানুষ এসেছিল গডফ্রের জন্যে একটা চিঠি নিয়ে। তখনও গডফ্রে শুয়ে পড়ে নি। চিঠিটা নিয়ে গডফ্রের কাছে যায় দরোয়ানটি। চিঠিটা পড়ে গডফ্রে এমনভাবে চেয়ারের ওপরে পড়ে যায়, যেন সে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। দারোয়ান ভীষণ ভয় পেয়ে আমাকে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু গডফ্রে বাধা দেয় তাকে। একটু জল খেয়ে সামলে ওঠে সে নিচে গিয়ে লোকটির সঙ্গে দেখা করে,—হলঘরে সে অপেক্ষায় ছিল। তারপর তার সঙ্গে দুইএকটা কথার পর একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে দুইজনে। শেষ যখন দরোয়ান তাদের দেখে তখন তারা স্ট্র্যান্ড লক্ষ করে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চলেছে। আজ সকালে গডফ্রের ঘর দেখা যায় খালি, বিছানায় শয়নের কোনো চিহ্ন নেই, আর ঘরের জিনিসপত্তর আমি যেমনটি আগের রাত্রে দেখে এসেছিলাম তেমনই আছে। মুহূর্তের মধ্যেই গডফ্রে মনস্থির করে চলে গেছে সেই অচেনা লোকটির সঙ্গে। সেই থেকে আর তার কোনো খবর নেই। আমার মনে হয় না যে আর সে ফিরে আসবে। অথচ গডফ্রে ছিল অস্থিতে মজ্জায় খেলয়াড়ি মনোভাবের মানুষ, সুতরাং অনুশীলন বন্ধ করে তার ক্যাপ্টেনকে বিপদে ফেলে সে কখোনোই চলে যেত না যদি কোনোরকম উপায় থাকত। আমার তো মনে হয় আর কোনোদিনই সে ফিরবে না, তার দেখা পাবো না।

খুব মনোযোগের সঙ্গে হোমস এই বৃত্তান্ত শুনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কী করলে তুমি?

গেলাম কেম্ব্রিজে তার কোনো খবর আছে কি না জানতো উত্তরে সকলেই বলল—কেউ দেখেনি তাকে।

হোমস বললেন—কিন্তু কেম্ব্রিজ যাওয়া কি তখন সম্ভব ছিল?

হ্যাঁ, অনেক রাতে একটা গাড়ি থাকে, সওয়া এগারোটায়।

কিন্তু যতোদূর তুমি জানতে পেরেছো, সে ফেরেনি। তাই তো?

হ্যাঁ, নইলে কেউ না কেউ তাকে দেখতে পেত।

তখন কী করলে?

www.pathagar.com

টেলিগ্রাম করলাম লর্ড মাউন্ট জেমস্‌কে।

তাঁকে কেন?

গডফ্রে হল এক অনাথ ছেলে, লর্ড মাউন্ট জেমসই হচ্ছেন তার নিকটতম আত্মীয়। কাকাই বোধ হয়।

বটে! এতে করে ব্যাপারটার ওপর নতুন করে আলোকপাত হল। তার লর্ড মাউন্ট জেমস তো ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ধনীদের একজন।

হ্যাঁ, সেইরকমই শুনেছি গডফ্রের মুখে।

তোমার এ বন্ধুটি তাহলে তাঁর নিকট আত্মীয়?

হ্যাঁ, এবং তাঁর উত্তরাধিকারীও বটে। তাঁর বয়স প্রায় আশি মতো বাতে প্রায় পঙ্গু। লোকে বলে তিনি তাঁর আঙুলের গাঁট দিয়েই বিলিয়ার্ডের কিউতে চক লাগাবার কাজটা সারতেন। জীবনে কখনও গডফ্রেকে একটি পয়সাও দেননি। হাড় কঞ্জুস! কিন্তু সে যাই-ই হোক তাঁর সমস্ত সম্পত্তি গডফ্রের উপরেই বর্তাবে।

হোমস বললেন—তা, লর্ড তা মাউন্ট জেমসের কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছো?

না!

লর্ড মাউন্ট জেম্‌সের কাছে যাওয়ার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তার?

মানে, গত রাতে তার মধ্যে একটা অস্বস্তি লক্ষ্য করেছিলাম এবং সেটা যদি ব্যাপারে হয় তাহলে তো স্বভাবতই সে তার নিকটতম আত্মীয়ের কাছেই যাবে যাঁর অঢেল টাকা, যদিও তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে সেখানে কোনো সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। গডফ্রে তাঁর বিশেষ প্রিয় পাত্র নয়, সুতরাং উপায় থাকলে কোনো মতেই সে তাঁর কাছে হাত পাতবে না।

আচ্ছা, সেটা তো জানাই যাবে। যদি সে তার ওই আত্মীয়ের কাছে গিয়েই থাকে তখন তোমায় বার করতে হবে কী উদ্দেশ্যে এই রুক্ষ লোকটি অতো রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, যার জন্যে এই উত্তেজনা।

ওভারটন দুইহাতে মাথা চেপে ধরল। বলল, এর আমি কিছুই বুঝছি না।

যাই হোক, পুরো একটা দিন সময় পাচ্ছি। আনন্দের সঙ্গেই আমি এ বিষয়ে খোঁজ করবো, হোমস বললেন—ইতোমধ্যে তুমি অবশ্যই খেলার জন্যে যথারীতি প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে, তার আশা না করেই। যেমনটি বলেছ, নিশ্চয়ই এমন কোনো গুরুতর কারণ ঘটেছে যে জন্যে সে এভাবে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং সেই একই কারণে হয়তো তাকে সেখানে আটকে থাকতে হবে। চল যাই হোটেলে যদি দারোয়ান এ ব্যাপারে নতুন কোনো খবর দিতে পারে।

শার্লক হোম্‌সের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এক অতি সাধারণ সাক্ষীকে মন খুলে কথা বলাবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই গডফ্রের ব্যাপারে তিনি দরোয়ানটির মুখ থেকে যথাসম্ভব তথ্য বার করে নিলেন। গতরাতের আগন্তুকটি কোনো ভদ্রলোক নয়, মজুর শ্রেণীরও নয়। মাঝারিগোছের মানুষ বলা যেতে পারে। তার বয়স গোটা পঞ্চাশেক। দাড়ি জটপাকানো মুখ ফ্যাকাশে, পোশাক সাধারণ। মনে হয়েছিল সেও উত্তেজিত দরোয়ান লক্ষ করেছে, চিঠিটা নেয়ার সময় তার হাত কাঁপছিল। চিঠিটা গডফ্রে পড়ে সেটা তালগোল পাকিয়ে তার পকেটে রেখে দেয়। স্টনটন হলঘরে তার সঙ্গে করমর্দন করেনি। কয়েকটা মাত্র কথা তাদের মধ্যে হয়। তার মধ্যে "সময়" এই কথাটা মাত্র দরোয়ানের কানে আসে। তারপরেই দুজনে বেরিয়ে যায়। হলঘরের ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে দশটা।

আচ্ছা হ্যাঁ। আমার ছুটি হয় এগারোটায়।

রাতের দারোয়ানও কিছুই দেখে নি?

আজ্ঞে না। একটা থিয়েটারের দল তা ছাড়া আর কেউ আসে নি।

কাল কি সারাটা দিনই তুমি পাহারায় ছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মি. স্টনটনের কাছে কি কোনো খবর তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা টেলিগ্রাম।

www.pathagar.com

ও, এটা তো ভালো খবর। কটার সময় সেটা?

প্রায় ছটা।

সেটা যখন তুমি মি. স্টনটনকে দাও, কোথায় ছিলেন তিনি?

তাঁর এই ঘরে।

সেটা যখন তিনি খোলেন, তুমি সেখানে তখন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি দেরি করছিলাম, যদি তার কোনো উত্তর দেবার থাকে।

তা উত্তর কি কিছু ছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা উত্তর তিনি লেখেন।

সেটা কি তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?

আজ্ঞে না, তিনি নিজেই নিয়ে যান সেটা।

কিন্তু, তোমার সামনেই লিখেছিলেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম দরোজার কাছে, আর টেবিলের দিকে পেছন করে। লেখা শেষ করে বললেন ঠিক আছে, এটা আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি।

কী দিয়ে লিখলেন তিনি?

কলম দিয়ে স্যার।

টেবিলের ওপর যে ফর্মগুলো দেখলাম, ওরই একটায় কি লিখেছিলেন টেলিগ্রামটা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটাই ছিল সবার ওপরে।

উঠে দাঁড়ালেন হোমস। ফর্মগুলো হাতে নিয়ে গেলেন জানলার কাছে। তারপর বললেন, দুঃখের বিষয় টেলিগ্রামটা পেন্সিলে লেখা হয়নি। সবচেয়ে ওপরের খামটা পুনরায় পরীক্ষা করে হতাশভাবে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হোমস বললেন—তুমি লক্ষ করে থাকবে, লেখা অনেক সময় নিচের কাগজে ফুটে ওঠে, কিন্তু এখানে কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। তবে, চিঠিটা লেখা হয়েছে পালকের কলমে। অতএব নিশ্চয়ই ব্লটিং পেপারের প্যাডে তার ছাপ দেখতে পাবো।—এই তো, এই।

প্যাড থেকে এক টুকরো ব্লটিং পেপার ছিঁড়ে নিতে এই চিত্র লিপিটি দেখা গেল।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল সিরিল ওভারটন—ধরুন ধরুন, আয়নার কাছে ধরুন।

হোমস বললেন—তার আর দরকার হবে না। কাগজটা যেরকম পাতলা তাতে উল্টো পিঠেই ফুটে উঠেছে স্পষ্ট। এই দেখো। কাগজটা তিনি উল্টে ধরলেন। ওয়াটসনরা পড়লেন।

ঈশ্বরের দোহাই সাহায্য করুন

হোমস বললেন—অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, এটা গডফ্রের টেলিগ্রামের শেষাংশ, টেলিগ্রামটা সে পাঠিয়েছিল তার অন্তর্ধানের কয়েক ঘণ্টা আগে। টেলিগ্রামটার অন্তত ছয়টা অক্ষর আমরা পাচ্ছি না বটে, কিন্তু তাহলেও যেটুকু পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে এই—"ঈশ্বরের দোহাই সাহায্য করুন"। এ থেকে বুঝতে হবে তরুণটি আসন্ন কোনো বিশেষ বিপদের মুখোমুখি, যা থেকে তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে তাদের রক্ষা করা সম্ভব। বুঝতে হবে আরো এক ব্যক্তি এ ব্যাপারে জড়িত আছে। কে হতে পারে লোকটা, যদি সেই ফ্যাকাসে মুখো দাঁড়িওয়ালা লোকটা না হয় যাকে যথেষ্ট নার্ভাস মনে হচ্ছিল? আর সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিই বা কে, বিপদের সময় যার কাছে এরা দুজনেই সাহায্য আশা করেছিল?

ওয়াটসন বললেন—এখন শুধু জানা দরকার টেলিগ্রামটা কার ঠিকানায় করা হয়েছিল?

ঠিক বলেছো ওয়াটসন, যথেষ্ট বিচক্ষণ ব্যক্তির মতোই বলেছো, এবং একথা আমারও মনে হয়েছে এও হয়তো তোমার মনে এসেছিল যে, যদি তুমি ডাকঘরে গিয়ে অন্য কোনো লোকের টেলিগ্রামের ঠিকানা সম্বন্ধে জানতে চাও হয়তো সেখানকার কেরানি তোমায় আপ্যায়িত নাও করতে পারে—এসব ব্যাপারে আইন ঘটিত প্রচুর ফ্যাকড়া থাকা সম্ভব। তাহলেও একটু ভালো ব্যবহার আর কৌশলের সাহায্যে হয়তো কার্যোদ্ধার হতে পারে। ইতিমধ্যে ওভারটন, তোমার উপস্থিতিতে টেবিলের উপরের কাগজগুলো একটু পরীক্ষা করে দেখছি।

www.pathagar.com

অনেকগুলো চিঠি আর বিল আর নোটবুক সেই টেবিলের ওপর ছিল। তৎপরভাবে নার্ভাস আঙুলে তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টিতে হোমস সেগুলো উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা শেষ হলে বললেন, না, সেরকম কিছুই পাচ্ছি না। ভালো কথা, তোমার বন্ধুর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ভালো, কোনো অসুখ বিসুখ ছিল না তো?

না, একেবারেই না।

কখনো তার কোনো অসুখ করেছে বলে শুনেছো?

না, একদিনের জন্যেও না। একবার শুধু কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাকে কদিন শুয়ে থাকতে হয়েছিল। আর একবার তার হাঁটুর মালাইচাকি সরে গিয়েছিল—সে এমন একটা ব্যাপার কিছু নয়।

হয়তো আসলে তুমি যতোটা মনে করছো ততোটা ভালো স্বাস্থ্য তার ছিল না। হয়তো এমন কোনো অসুখ তার ছিল যা অন্যে জানতো না। তোমার অনুমতি নিয়ে আমি এখান থেকে দুইএকটা কাগজ পকেটে রাখছি, যদি ভবিষ্যতে তদন্তে কাজে লাগে।

দাঁড়ান দাঁড়ান, এক মিনিট। বিরক্তি-মাখা একটা ঘ্যানঘেনে বুড়ো মানুষ দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ছেন। পরনে মরচেপড়া কালো পোশাক, মাথায় উঁচু টুপি,—তার ঘেরটা খুব চওড়া, আর আলগা সাদা নেকটাই—সব মিলিয়ে যেন অত্যন্ত গ্রাম্য এক মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু বেঢপ পোষাক সত্ত্বেও তাঁর গলার আওয়াজ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এবং হাবভাবের মধ্যে এমন একটা তীব্রতার পরিচয় যা মনোযোগ আকর্ষণ করে।

কে মশাই আপনি, কোন্ অধিকারে এই ভদ্রলকের কাগজপত্রে হাত দিচ্ছেন?

হোমস বললেন—আমি এক বেসরকারী গোয়েন্দা, এঁর নিরুদ্দেশের ব্যাপারে তদন্ত করছি।

ও, তাই নাকি? কে আপনাকে তদন্তে নিযুক্ত করেছেন শুনি?

এই ভদ্রলোক। মি. স্টনটনের বন্ধু ইনি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে এঁকে আমার কাছে আসতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আর আপনি কে?

আমি সিরিল ওভারটন।

ও, তাহলে আপনিই আমাকে টেলিগ্রাম করেছেন। আমার নাম হচ্ছে লর্ড মাউন্ট জেম্‌স্। বেজওয়াটার বাসে করে আমি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসেছি। তা, আপনি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবং খরচটাও আপনি বহন করবার জন্যে প্রস্তুত তো?

আজ্ঞে বন্ধু গডফ্রেডের সন্ধান পেলে নিশ্চয় সে সেটা দিয়ে দেবে।

কিন্তু যদি সন্ধান না মেলে? বলুন, কী হবে তাহলে?

সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তার পরিবারের লোকেরা—

ও কথা ভুলেও ভাববেন না, বুঝেছেন? তীক্ষ্ণ স্বরে বৃদ্ধ চিৎকার করে বললেন—একটি পেনিও আমার কাছ থেকে পাবে না—একটি পেনিও না, বুঝেছেন? আপনিও বুঝুন, ডিটেকটিভ মশাই, ওর আত্মীয়স্বজন পরিবার বলতে শুধু আমি, এবং আমি বলছি, এ ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব নেই। ও যে উত্তরাধিকারী হিসেবে কিছু আশা করে তার কারণ, আমি কোনো বাজে খরচ করি না, এবং এই মুহূর্তে বাজে খরচ করতেও চাই না। যেসব কাগজপত্র আপনি নাড়াচাড়া করছেন, আপনাকে বলে দিচ্ছি যদি ওর মধ্যে দামি কোনো কিছু থাকে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আপনার।

শার্লক হোমস বললেন—আচ্ছা বেশ, তাই। ইতিমধ্যে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। ওঁর এ নিরুদ্দেশ হওয়া সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

না। নিজের দায়িত্ব নেবার পক্ষে যথেষ্ট বয়স ওর হয়েছে। যথেষ্ট শক্তিও আছে। আর, যদি নির্বোধের মতো হারিয়ে যায়, ওকে খুঁজে বার করবার কোনো দায়িত্বই আমার নেই জানবেন।

www.pathagar.com

চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক তুলে হোমস বললেন—আপনার অবস্থা আমি ঠিকই বুঝেছি, কিন্তু আমার কথাটা বোধ হয় আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। ও তো গরিব মানুষ, কিন্তু আপনার অর্থের খ্যাতি তো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এমনও তো হতে পারে যে কোনো চোরের দল ওকে গুম করেছে, আপনার বাড়ির কোথায় কী আছে, আপনি কখন কী করেন, কোথায় আপনার ধনরতন রাখা আছে এইসব খবরের জন্যে?

এ কথায় বিরস বৃদ্ধের মুখ একেবারে তাঁর নেকটাইয়ের মতোই সাদা হয়ে গেল। বললেন—হায়, ভগবান, কী সাংঘাতিক কথা! এমন শয়তানির কথা শুনি নি তো কখনও! কতোরকমের শয়তান আর অমানুষই না আছে পৃথিবীতে। কিন্তু গডফ্রে খুব চমৎকার ছেলে, ওসব ফাঁস করে দেয়ার পাত্র সে নয়। এমন কিছুই সে বলবে না, যাতে সব গোপন খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে। এমন কিছুই সে বলবে না, যাতে সব গোপন খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, আজই সন্ধ্যায় আমি প্লেটটা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব। ইতিমধ্যে মি. ডিটেকটিভ ওকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কোনোরকম চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। আর, টাকার কথায় বলি, ফি পাঁচ বা দশ শিলিঙের মতো হলে আপনি নিশ্চয়ই তা আমার কাছ থেকে পেয়ে যাবেন।

মনের এই অবস্থাতেও অভিজাত কৃপণ ভদ্রলোকটি এমন কোনো খবরই দিতে পারলেন না যা কাজে আসতে পারে। কারণ ভাইপোর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। হোমসের একমাত্র সম্বল সূত্র হল সেই টেলিগ্রামের টুকরোটা। সেটা হাতে করে হোমসে বেরিয়ে পড়লেন তাঁর শৃঙ্খলে দ্বিতীয় কোনো সূত্র যোগ করার উদ্দেশ্য। লর্ড মাউন্ট জেমসের বাধা এড়ানো গেছে। আর ওভারটন গেছে আর সব খেলয়াড়দের সঙ্গে কথা বলে এ দুর্ঘটনার সম্বন্ধে কোনো তথ্যের সন্ধানে।

কিছুটা দূরেই একটা টেলিগ্রাফ অফিস, সেটার সামনে ওয়াটসনরা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

হোমস বললেন—চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে ওয়াটসন। অবশ্য ওয়ারেন্ট বার করে আমরা টেলিগ্রামটার পেয়িং অফিসের কপিটা দেখতে পারি। তবে, মনে হয় না এরকম একটা জনবহুল এলাকায় কাউকে দেখে মনে রাখা সম্ভব। আচ্ছা, দেখাই যাক না।

ডাকঘরের মেয়েটিকে হোমস অত্যন্ত মোলায়েমভাবে বললেন—আপনাকে একটু বিরক্ত করছি, কিছু যদি মনে না করেন। কাল যে টেলিগ্রাম আমি পাঠিয়েছিলাম একটা ছোটখাটো ভুল তাতে ছিল। কোনো উত্তর পাইনি, মনে হচ্ছে আমি আমার নামটা লিখতে ভুলে গেছি, একটু দয়া করে দেখে নেবেন কি সত্যিই তাই কি না?

অনেকগুলো পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল কটার সময় পাঠিয়েছিলেন?

ছয়টার একটু পরে।

কার কাছে পাঠানো হয়েছিল বলুন তো?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে হোমস পলকের জন্যে ওয়াটসনের দিকে তাকালেন, যেন গোপন কথা বলছেন এমনভাবে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—শেষ কথাগুলো ছিল—"ঈশ্বরের দোহাই!" কোনো উত্তর না পেয়ে বড় ভাবনায় আছি।

একটা ফর্ম আলাদা করে কাগজটা কাউন্টারের ওপর বিছাতে বিছাতো মেয়েটি বলল, এই যে, এইটে। না, কোনো না, নেই।

তাহলে এই জন্যেই উত্তর পাই নি। হায় হায় কী বোকামিই না আমি করেছি। আচ্ছা, বিদায় ধন্যবাদ আপনাকে। অনেক দুশ্চিন্তা থেকে আমায় বাঁচালেন।

রাস্তায় ফিরে এসে মিটমিটি হাসলেন হোমস হাতে হাত ঘসলেন। ওয়াটসন, জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল?

এগোচ্ছি, ঠিক ওয়াটসন, এগোচ্ছি। সাতরকম মতলব করেছিলাম ওই টেলিগ্রামটা দেখবার জন্য, কিন্তু প্রথম চেষ্টাতেই যে কাজ হবে তা ভাবতে পারি নি।

কিন্তু কী জানতে পারলে? ওয়াটসনের কৌতূহল।

হোমস তদন্তশুরু করার প্রথম সিঁড়িতে পা দিলাম আমি। একটা গাড়ি থামিয়ে হোমস

www.pathagar.com

বললেন—কিংস ক্রস স্টেশন।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাও যেতে হবে বুঝি?

হ্যাঁ আপাতত দুইজনে একসঙ্গে যাবো কেম্ব্রিজে পর্যন্ত। সব দিক দিয়েই দেখা যাচ্ছো ওদিকেই যেতে হবে এখন।

গ্রেজ ইন রোড দরে গাড়ি সশব্দে এগিয়ে চলছিল। ওয়াটসন বললেন, আচ্ছা, এই অন্তর্ধানের কারণ সম্বন্ধে কি কোনোরকম আভাস তোমার মনে জেগেছে? এতো মামলা তো দেখলাম, কোনো ক্ষেত্রেই অপরাধের উদ্দেশ্যটা এমন ধোঁয়াটে বলে মনে হয় নি। তোমার নিশ্চয় মনে হয় না তাকে গুম করা হয়েছে, তার ধনী আত্মীয়টির সম্বন্ধে খবর আদায় করার জন্যে?

আমার তা মনে হয় না ওয়াটসন। খেপাটে বৃদ্ধাটির মনোযোগ আকর্ষণের সুবিধা হবে মনে করেই আমি ওকথা তুলেছিলাম।

এবং আকর্ষণ করেও ছিল বটে। তা, কী বিকল্প ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে চাও এখন?

সে আমি, অনেকগুলো কথাই বলতে পারি। নিশ্চয় স্বীকার করবে, এই যে ব্যাপারটা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলার ঠিক আগেই ঘটে গেল যাতে এমন এক ব্যক্তি জড়িয়ে পড়ল যার উপস্থিতির ওপর দলের ভাগ্য নির্ভর করছে, এর একটা তাৎপর্য অতি অবশ্যই আছে। অবশ্য ব্যাপারটা যে কাকতালীয় হতে না পারে এমন নয়, কিন্তু তাহলেও এটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। এই অপেশাদারি খেলায় সাধারণভাবে বাজি রাখা হয় না, কিন্তু তাহলেও জনসাধারণের মধ্যে এসব ব্যাপারে প্রচুর বাজী ধরা হয়ে থাকে। এবং এমনটি নিশ্চয়ই সম্ভব যে কোনো খেলয়াড়কে আটকে রাখায় কারো স্বার্থ আছে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গুণ্ডাদের হাতে অনেক সময় ঘোড়ার যেরকম দুরবস্থা হয় আর কি। এই হল একটা আর একটা হল, শোনো তাহলে—এই তরুণটি এক বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তাই তাকে আটকে রেখে মুক্তিপণের দাবি নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র করা আর এমন কী অসম্ভব ব্যাপার?

কিন্তু এগুলোর সঙ্গে তো আর টেলিগ্রামটার কোনো সম্বন্ধ নেই।

খুব সত্যি, ওয়াটসন। এই টেলিগ্রামটাই হচ্ছে একমাত্র জিনিস যার মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। সুতরাং এটা সব সময়ে খেলায় রাখা দরকার। আর এই টেলিগ্রামের রহস্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যই আমাদের এই কেম্ব্রিজ যাওয়া। আমাদের তদন্তের পথ এখনও পরিষ্কার হয় নি, কিন্তু আশা করছি সন্ধ্যের আগেই সে পথ স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং হয়তো সে পথে বেশ খানিকটা অগ্রসর হতে পারব।

প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নগরীটিতে যকন ওয়াটসনরা পৌঁছোলেন ততোক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। স্টেশনে পৌঁছে হোমস একটা গাড়ি ভাড়া করে বললেন, ড. লেসলি আর্মস্টিং-এর বাড়িতে নিয়ে যেতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়াটসনরা শহরে সবচেয়ে কর্মচঞ্চল অঞ্চলের একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে হাজির হলেন। হোমস ও ওয়াটসনকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল রোগী দেখার ঘরে। সেখানে ডাক্তার তাঁর টেবিলের পেছনে বসেছিলেন।

ড. লেস্‌লি আর্মস্টিং-এর নাম এর আগে ওয়াটসন কখনো শোনেন নি। এখন তাঁর পরিচয় পেয়ে বুঝতে পারলেন কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের এক শাখার শীর্ষস্থানীয়ই তিনি নন, বিজ্ঞানের একাধিক বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ইওরোপ জোড়া। এবং তাঁর এই সব মহৎ গুণাবলির পরিচয় না পেয়েও, তাঁর-চৌকো ভারী মুখমণ্ডল আর রোমশ ভ্রুর নিচে চিন্তামগ্ন দুই চোখ আর গ্র্যানিট পাথরের মতো দৃঢ় চিবুক লক্ষ্য করেও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা বোঝা যায়—তাঁর সম্বন্ধে উঁচু ধারণা জন্মায়। একবার মাত্র দেখেই এ শক্তসমর্থ ভদ্রলোককে দৃঢ় চরিত্র সজীব মন ও তাপস সুলভ গম্ভীর প্রকৃতির বলে জানতে অসুবিধা হল না। হোম্‌সের কার্ডটা হাতে নিয়ে যেভাবে তিনি তাঁর দিকে তাকালেন তাতে যে বিশেষ খুশির অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তা নয়। বললেন, আপনার নাম আমি শুনেছি মিঃ শার্লক হোমস এবং আপনার জীবিকাও আমি জানি। কিন্তু সে জীবিকা আমি কোনোমতেই সমর্থন করিনা।

www.pathagar.com

এ, ব্যাপারে, ডাক্তারবাবু, দেশের যাবতীয় অপরাধী সকলের সমর্থন আপনি পাবেন—ধীরভাবে হোমস বললেন।

দেখুন মশাই, যতোদিন আপনার প্রচেষ্টা অপরাধের নিবারণে নিযুক্ত থাকবে, সমাজের যে কোন সুস্থ মানুষের সমর্থন আপনি পাবেন—যদিও আমি বিশ্বাস করি যে এ ব্যাপারে সরকারী পুলিশের ওপর যথেষ্ট নির্ভর করা উচিত। কিন্তু আপনার বৃত্তির বিশেষ করে সমালচনা হয় তখনই, যখন আপনি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়ে যেসব ঘরোয়া ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে প্রকাশযোগ্য নয় সেগুলো খুঁচিয়ে তোলেন এবং তার ফলে যাঁদের সময় নষ্ট করেন, আপনার থেকে বেশি কাজের লোক তারা। উদাহরণ স্বরূপ এই বর্তমান ব্যাপারটাই ধরুন না কেন। আপনার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে না হলে আমি এখন একটা প্রবন্ধ লেখায় নিযুক্ত থাকতাম। আর সেটা একটা বড় কাজই হতো।

হোমস শান্ত স্বরে বললেন—ঠিকই বলেছেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে, এ কথোপকথন আপনার ওই প্রবন্ধের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেই প্রমাণিত হবে। প্রসঙ্গত বলি, অত্যন্ত সঙ্গত ভাবেই আমাকে যে অপরাধে অপরাধী করছেন তার ঠিক বিপরীতটাই আমি করছি। এক ব্যক্তিগত ব্যাপার যাতে পড়লে যা প্রকাশ হয়েই পড়তো। দেশের বাহিনীর কোনো অগ্রবর্তী শাখার এক অনিয়মিত সংস্থার সঙ্গে আপনি আমার তুলনা করতে পারেন। আমি এসেছি গডফ্রে স্টনটন-এর খবর নিতে।

কী হয়েছে তার?

আপনি তো তাকে চেনেন, তাই না?

আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সে।

জানেন কি যে সে নিরুদ্দেশ?

ও, তাই নাকি? কথাটা তিনি বললেন বটে, কিন্তু কোনো ভাবান্তরই তাঁর মুখে দেখা গেল না।

হোমস বললেন—কাল রাতে সে বেরিয়ে গেছে, তারপর থেকে আর তার কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না।

নিশ্চয় ফিরে আসবে সে। ডাক্তারবাবু বললেন।

কিন্তু কালই যে, ইউনিভার্সিটির রাগবি ফুটবল খেলা!

ওসব ছেলেমানুষী খেলার ব্যাপারে আমার কোনো সহানুভূতি নেই। তরুণটিকে আমি চিনি আর ভালোবাসি বলেই তার ভাগ্যলিপিতে আমার এতো কৌতূহল, আমার পরিধির মধ্যে রাগবি ফুটবলের কোনো স্থান নেই।

স্টনটনের খোঁজের ব্যাপারে আমি আপনার সহানুভূতি দাবি করছি। জানেন কি সে কোথায়?

নিশ্চয়ই না।

গতকালের পরে কি তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? হোমস দৃঢ় স্বরে বললেন।

ডাক্তারবাবু নরম স্বরে ছোট্ট করে বললেন—না।

আচ্ছা, তরুণটি বেশ স্বাস্থ্যবান তো?

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান।

কখনোও তার কোনো অসুখ করেছে বলে শুনেছেন?

কই নাতো! কখনও শুনি নি তো।

একটা কাগজ ডাক্তারের চোখের সামনে তুলে ধরে হোমস বললেন—তাহলে আপনি এই তেরো গিনির রসিদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন তো—টাকাটা গতমাসে গডফ্রে স্টনটন কেম্ব্রিজের ডাক্তার লেসলি আর্মস্টং-কে পাঠিয়েছিল, তার ডেস্কের কাগজপত্রের মধ্যে এটা পেয়ে যাই আমি।

রাগ জ্বলে উঠলেন ডাক্তার। বললেন—এর জবাব দিহির কোনো কারণ আমি দেখি না মি. হোমস।

www.pathagar.com

বিলটা হোমস পুনরায় তাঁর নোটবুকের মধ্যে রেখে দিলেন। বললেন সরকারীভাবে যদি এর জবাবদিহি করতে চান তাহলে আগে হোক, পরে হোক তা আপনাকে করতেই হবে। আগেই তো আপনাকে বলেছি, অন্যে যা যা প্রকাশ করতে বাধ্য আমি ইচ্ছে করলে তা গোপন রাখতে পারি। এবং আমাকে বিশ্বাস করে সব খুলে বললেই বরং আপনি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করবেন।

ডাক্তারবাবু বললেন—এ বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। তখন হোমস জিজ্ঞেস করলেন—লন্ডন থেকে স্টনটন সম্বন্ধে কোনো খবর পান নি?

না, কখোনোই না।

হায়, হায় আবার সেই ডাকঘরের ব্যাপার। ক্লান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হোমস বললেন—একটা অত্যন্ত জরুরি টেলিগ্রাম গডফ্রে লন্ডন থেকে আপনার কাছে কাল সন্ধ্যে ছয়টা পঁচিশ মিনিটে পঠিয়েছিল। এবং সেটার সঙ্গে তার নিরুদ্দেশ হবার বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি। অথচ সেটাও আপনি পাননি, এটা আশ্চর্য লাগছে। মনে রাখবেন এটা এক গুরুতর অপরাধ। অতি অবশ্যই আমি স্থানীয় অফিসে গিয়ে এর জন্যে একটা নালিশ ঠুকে দেবো।

এ কথায় লাফিয়ে উঠলেন ডাক্তারবাবু তাঁর চেয়ার থেকে। তাঁর লালচে মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল।

ডাক্তারবাবু কর্কশস্বরে বললেন—দেখুন মশাই, আমার বাড়ি থেকে আপনাকে বেরিয়ে যেতে বলছি আমি। আপনার মনিব লর্ড মাউন্ট জেম্‌স্‌কে বলে দেবেন যে তাঁর সঙ্গে বা তাঁর কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধে নেই। উঁহু, আর একটিও কথা নয়—এই বলে তিনি খুব জোরে জোরে ঘন্টা বাজালেন। জন, এই ভদ্রলোকদের বেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও তো। এক ভৃত্য এসেছিল, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সে আমাদের বাইরে নিয়ে গেল। রাস্তায় এসে হোমস প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন—স্বীকার করতেই হবে ড. লেসলি আর্মস্ট্রং লোকটির মধ্যে প্রচুর কর্মক্ষমতা ও চরিত্রবল বর্তমান। সুবিখ্যাত মরিয়ার্টির শূন্যস্থান পূর্ণ করার উপযুক্ত লোক একমাত্র তিনিই হতে পারেন যদি তার কর্মক্ষমতা সে পথে চালিত করেন। তাহলে, ওয়াটসন, এই অতিথিবিমুখ শহরে আমরা এখন নিঃসঙ্গ, অথচ মামলাটার কোনোরকম ফয়সালা না করে এখান থেকে চলে যেতেও পারছি না। আর্মস্ট্রং-এর বাড়ির সামনের ওই ছোটো সরাইখানা আমাদের বিশেষ কাজে আসবে। ওখানে একটা সামনের ঘর ভাড়া করে রাতের জন্যে যা যা জিনিস দরকার সেগুলো কিনে-টিনে নিয়ে এসো। আর আমি সেই অবসরে একটু খোঁজ-খবর নিতে পারি।

খোঁজ খবর সামান্য হলেও হোমস যেমন মনে করেছিলেন, তার থেকে সময় লেগেছিল অনেক বেশি। কারণ যখন তিনি ফিরলেন প্রায় নটা বাজে তখন। ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য মুখ তাঁর। ক্ষিদেয় আর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে তিনি ফিরলেন, সারাগায়ে ধূল। ঠাণ্ডা খাবার টেবিলের ওপর রাখা ছিল। ওগুলো তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করে তিনি পাইপ ধরালেন। আবার সেই আধা হাস্যরসাত্মক ও পুরোপুরি দার্শনিক মনোভাবের অভিনয় শুরু করলেন হোমস। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে তিনি উঠে চলে এলেন জানলার কাছে। গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় দেখলেন, ধূসর রং-এর ঘোড়ার টানা একটা জুড়ি ব্রুহ্যাম গাড়ি আর্মস্ট্রং-এর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

হোমস মন্তব্য করলেন—গাড়িটা ফিরল তিন ঘন্টা পরে। বেরিয়েছিল সাড়ে ছ-টার সময়। এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে দূরত্বটা হবে দশ থেকে বারো মাইলের মতো, এবং এ পথ ওঁকে পাড়ি দিতে হয় দিনে একবার কি দুবার।

তা রোগী দেখতে হলে আর এটুকু পথ ডাক্তারের পক্ষে বেশি কী? ওয়াটসন মন্তব্য করলেন।

কিন্তু আর্মস্ট্রং তো আর চিকিৎসক নন? তিনি পড়ান আর রোগ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সাধারণ ভাবে প্র্যাক্‌টিশ করা যাকে বলে, তিনি সেরকম ডাক্তারবাবু নন। কারণ

www.pathagar.com

তাহলে তাঁর লেখার কাজে ব্যাঘাত ঘটে। তাহলে কেন এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা? নিশ্চয়ই এ অত্যন্ত ক্লান্তিকর? আর, কার সঙ্গেই বা দেখা করতে যান তিনি?

আচ্ছা, ওঁর কোচোয়ান—

সে চেষ্টা কি আমি আগেই করিনি তুমি বলতে চাও ওয়াটসন? তার মনিবের হুকুমেই হোক বা তার স্বভাবসিদ্ধ নীচতার জন্যেই হোকএলাকটা কুকুর লেলিয়ে দিল। অবশ্য কুকুরটা বা লোকটা কেউই আমার লাঠিটা পছন্দ করেনি, ফলে ব্যাপারটার ওখানেই সমাপ্তি হল। তারপর থেকেই আর ওর সঙ্গে সম্পর্কটা বিশেষ ভালো রইল না। খবর যেটুকু পেলাম তা আমাদের এই সরাইখানায় এক বাসিন্দার কাছ থেকে। লোকটি বন্ধুভাবাপন্ন। তাঁর কথায় ডাকতারের অভ্যাসগুলো জেনে নিচ্ছিলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন তার কথার প্রমাণ হিসেবেই গাড়িটা তাঁর দরোজায় এসে দাঁড়াল।

তা,পেছু নিতে পারোনি? ওয়াটসনের প্রশ্ন!

চমৎকার, চমৎকার ওয়াটসন। আজ সন্ধ্যায় তোমার মাথা পরিষ্কারভাবে খুলে গেছে। মতলবটা আমার মাথায় এসেছিল। লক্ষ্য করে থাকবে আমাদের সরাইখানার পাশে একটা সাইকেলের দোকান আছে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে একটা সাইকেল ভাড়া করে যখন বেরিয়ে পড়লাম, গাড়িটা তখনও একেবারে দৃষ্টির আগোচর হয়ে যায়নি। ওটাকে লক্ষ্য রেখে, একশো গজের মতো দূরত্ব বজায় রেখে আমি চললাম। শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা যাওয়ার পর হঠাৎ একটা বিশ্রী কাণ্ড হল। থেমে দাঁড়াল গাড়িটা, আর ডাক্তার নেমে পড়ে এগিয়ে এলেন পেছনে, ঠিক যে দিকে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেইখানে। নিজস্ব বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে, বললেন,—রাস্তাটা সরু বটে, কিন্তু তাহলেও আপনার সাইকেলের পক্ষে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে। চমৎকারভাবে কথাটা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর গাড়ি পার হয়ে এগিয়ে গেলাম বড় রাস্তা ধরে। তারপর একটা সুবিধামতো জায়গায় থেকে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় সেই গাড়ি? বোঝা গেল, বড় রাস্তাটাকে কেটে, যেসব রাস্তা গেছে তারই একটায় বাঁক নিয়েছে গাড়িটা। ফেরার পথ ধরলাম। কিন্তু তবু সেটার কোনো পাত্তাই পেলাম না। আর, দেখছোই তো, ওটা এসে পৌঁছেছে আমার আসার পরেই। তবে, জানবে তুমি, এসব পথ পরিক্রমার সঙ্গে গডফ্রে-র নিরুদ্দেশের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়নি, এবং খবরদারিটা করছিলাম এই হিসেবেই যে, ড আর্মস্ট্রং-এর যে কোনো ব্যাপারই আপাততঃ আমাদের তদন্তের আওতার মধ্যে পড়ে। কিন্তু যখন দেখছি কেউ তাঁর পিছু নিয়েছে কি না এ বিষয়ে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন, ব্যাপারা তখনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমার কাছে। থামবো না, ওয়াটসন, থামবো না—যতোক্ষণ না এ রহস্যের সমাধান হচ্ছে।

তা কালও তো ওঁর পেছু নেওয়া যেতে পারে? ওয়াটসন বললেন। কিন্তু তা—কি পারা যাবে? যেমনটি ভাবছ ততো সহজ নয় ব্যাপারটা। এই কেম্ব্রিজ শায়ার এলাকার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই, তাছাড়া লুকোনোর জায়গারও অভাব। যে পথে আজ আমি ঘুরে এলাম তা একেবারে সমতল, হাতের চেটোর মতো, এবং যার পিছু আমরা নিচ্ছি মোটেই যে সে, নির্বোধ নয়, তার প্রমাণ আমরা আজ রাতেই বেশ ভালো করেই পেলাম। ওভারটনকে লিখেছি লন্ডনে কোনো নোতুন খবর থাকলে এই ঠিকানায় জানাতে। ইতিমধ্যে আমাদের ড. আর্মস্ট্রং-এর গতিবিধির ওপর নজর রাখা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই। আর্মস্ট্রং জানেন তরুণ গডফ্রে কোথায় আছে—এ আমি হলফ করে বলতে পারি। আর তাঁর কাছ থেকে আমরা যদি না জেনে নিতে পারি তাহলে তা আমাদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতাই মনে করতে হবে। আপাতত আমাদের স্বীকার করতেই হবে তরুপের তাসটা এখন আছে তাঁরই হাতে, এবং তুমি তো জানো, এরকম অবস্থায় পেছনে হটা আমার ধাতে সয় না। বলাবাহুল্য পরদিনও হোমস সমস্যার ওপর কোনোরকম আলোকপাত করতে সমর্থ হলেন না। সকালের জলখাবারের পর একটা চিঠি আসে, সেটা পড়ে নিয়ে হোমস হাসতে হাসতে সেটা ওয়াটসনের হাতে দিলেন—ওয়াটসন চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

জনাব,

নিশ্চয়ই জানবেন, আমার চলাফেরার ওপর নজর রেখে আপনি বৃথাই সময় নষ্ট করছেন। নিশ্চয়ই আপনি গতকাল বুঝতে পেরেছেন যে আমার গাড়ির পেছনে জানলা আছে। অতএব যদি চান কুড়ি মাইল সাইকেল চড়ার পরে আবার সেইখানেই গিয়ে পৌঁছোবেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, তাহলে আপনার পক্ষে আমার পিছু নেওয়া সার্থক হবে। আর এই সঙ্গে জানিয়ে রাখি যতোই আমার পেছনে লেগে থাকুন গডফ্রে স্টনটনের তাতে কোনো সুবিধাই হবে না। আপনার পক্ষে এখন একমাত্র কাজ হবে এক্ষুনি লন্ডনে ফিরে গিয়ে, যিনি আপনাকে নিযুক্ত করেছেন তাকে জানিয়ে দেওয়া যে, যার খোঁজ করছেন তার সন্ধান পাননি। কেম্ব্রিজে থেকে বৃথা সময়ের অপব্যবহার করবেন না।

ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত—লেসলি আর্মস্ট্রং

হোমস মন্তব্য করলেন—ডাক্তারটি হচ্ছেন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সৎ ও স্পষ্ট বক্তা। কিন্তু তিনি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন, সুতরাং তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার আগে আরো কিছু খবর সংগ্রহ করতে হবে।

ওয়াটসন বললেন—তা, তাঁর গাড়ি তো তাঁর দরোজার সামনেই রয়েছে।—ওই উনি গাড়িতে উঠলেন। ওঠবার সময় একবার তাকালেন হোমসদের জানলার দিকে। আচ্ছা আমি একবার সাইকেল নিয়ে দেখবো নাকি চেষ্টা করে?

না, না ওয়াটসন! তোমার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ওপর আমার যতোই আস্থা থাকুক ওই ডাক্তারের সঙ্গে পালায় তুমি দাঁড়াতেই পারবে না। হয়তো আমি নিজের মতো চলে কৃতকার্য হতেও পারি। তুমি তোমার নিজের মতো যা খুশি করো—এহেন জনবিরল এলাকায় দুই দুইজন লোকের একত্র তদন্তের ফলে হয়তো কানাকানির সৃষ্টি হতে পারে, যেটা আমি এড়াতে চাই। তবে আমি আশা করছি সন্ধ্যের আগেই কিছু সুখবর দিতে পারব।

কিন্তু এবারেও হোমসকেও হতাশ হতে হল। ক্লান্ত ও বিফল মনোরথ অনেক রাত করে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বললেন সারাটা দিন ব্যর্থ গেল ওয়াটসন। ডাক্তার মোটামুটি কোথায় কোথায় যান সে খবর নিয়ে আমি কেম্ব্রিজের গ্রামগুলোয় খোঁজ করলাম, সরাইখানায় আর অন্যান্য সংবাদ সংস্থায়ও খোঁজ করে দেখলাম। বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করেছি—চেষআরটন, হিস্টন, ওয়াটার বীচ, আর ওকিংটন—সবকয়টা জায়গাতেই খোঁজ করে হতাশ হয়েছি। এমন এক প্রায় ঘুমন্ত এলাকায় অমন একটা জুড়ি ব্রুহাম গাড়ি দিনের পর দিন যাওয়া আসা করছে অথচ কারো চোখে পড়ছে এবারও ডাক্তারেরই নয়।—আচ্ছা, আমার নামে কি কোনো টেলিগ্রাম এসেছে?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, এবং আমি সেটা খুলেওছি। তাতে লেখা—ট্রিনিটি কলেজের জেরেমি ডিক্সনের কাছে পম্পির খোঁজ করুন। এর কোনো অর্থই বুঝলাম না।

হোমস বললেন—কেন, এতো বেশ পরিষ্কার। টেলিগ্রামটা এসেছে এভারটনের কাছ থেকে। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর হিসেবে। এখন আমি জেরেমিকে একটা চিঠি পাঠাবো। সন্দেহ নেই এবার আমাদের দুর্ভাগ্যের অবসান হবে। ভালো কথা, খেলাটার কোনো খবর জানো?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, সান্ধ্য পত্রিকার শেষ সংস্করণে খেলাটার একটা চমৎকার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। একটা গোলে আর দু'টো "ট্রাই"-তে অক্সফোর্ড জিতেছে। বিবরণটার শেষ অংশে লিখেছে—লাইট ব্লুজ-এর পরাজয়ের কারণ নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অপূর্ব খেলয়াড় গডফ্রে স্টনটনের অনুপস্থিতি—তার অভাব সর্বদাই অনুভূত হচ্ছিল। থ্রি কোয়ার্টার লাইনে বোঝা পড়ার অভাব, কি আক্রমণে কি রক্ষণে সব জায়গাতেই দুর্বলতার ফলে কঠোর পরিশ্রমী দলটির সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। "হোমস বললেন—তবে তো বন্ধু ওভারটনের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হল! অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি ডাক্তার আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গে একমত, রাগবি আমার পরিধির মধ্যে আসে না। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে ওয়াটসন, কারণ

www.pathagar.com

মনে হচ্ছে কালকের দিনটা বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে চলেছে।

পরদিন সকালে হোমসের দিকে তাকিয়ে ওয়াটসনের কেমন কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে তিনি বসে আছেন আগ্নিকুণ্ডের পাশে। ওয়াটসন ভাবলেন, তবে কি হোম্‌সের স্বভাবেরই সেই দুর্বলতা আবার দেখা দিতে চলেছে? এবং সে আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হল যখন ওয়াটসন, ঝলমলে সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে আগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে থাকতে দেখলেন হোম্‌সকে। ওয়াটসনের মুখে বিষাদের ভাব লক্ষ করে হোমস আচম্‌কা হেসে উঠে সেটা টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন,—না বন্ধু, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমাদের রহস্যের চাবিকাঠি হিসেবেই এটা কাজ করবে এখন। এই সিরিঞ্জের ওপরেই এখন আমার সব ভরসা। একটু ঘুরে ফিরে তদন্ত করে এইমাত্র ফিরছি, এবং সব কিছুই এখন আমাদের অনুকূলে আসছে। ভালো করে জলখাবার খেয়ে নাও ওয়াটসন, কারণ আজ আমি ড. আর্মস্ট্রংকে অনুসরণ করব এবং বিশ্রাম বা খাদ্য কিছুর জন্যেই থামব না যতোক্ষণ না সফল হচ্ছি।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে তো প্রাতরাশ না খেয়ে তা সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে পারি, কারণ দেখছি উনি আজ তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ছেন, তাহলে বুঝব তাঁর প্রচুর বুদ্ধি। প্রাতরাশ সেরে নিচে চল আমার সঙ্গে, এমন এক গোয়েন্দার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব, এই বিশেষ কাজে সে অত্যন্ত পারদর্শী।

নিচে নেমে হোম্‌সের পিছু পিছু ওয়াটসন গেলেন আস্তাবলের প্রাঙ্গণে। তারপর একটা বাক্সের তালা খুলে তিনি একটা সাদা আর বাদামি রঙের লম্বা কান বিশিষ্ট কুকুরকে বার করলেন। কুকুরটা কতোকটা বীগল তা ফক্স-থাউন্ডের মাঝামাঝি।

বললেন, এসো পম্পির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই—স্থানীয় কুকুরদের সেরা হচ্ছে এ। খুব জোরে হয়তো দৌড়তে পারে না, ওর আকৃতি দেখেই তা বুঝেছো, কিন্তু গন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে একেবারে নাছোড়বান্দা। কী রে পম্পি, খুব তাড়াতাড়ি যেতে না পারলেও নিশ্চয়ই দুই লন্ডনবাসী মধ্যবয়সী ভদ্রলকের পক্ষে তোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন হবে, না রে? তাই তোর কলারে এই চামড়ার ফালিটা বেঁধে দিচ্ছি। বেশ, এবার দেখি কেমন করিৎকর্মা তুই কুকুরটাকে নিয়ে হোমস গেলেন ডাক্তারের দরোজার কাছে। মুহূর্তের জন্যে কুকুরটাকে নিয়ে হোমস গেলেন ডাক্তারের দরোজার কাছে। মুহূর্তের জন্যে কুকুরটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল। তারপর উত্তেজনাসূচক এটা তীক্ষ্ম আওয়াজ-তুলে এগিয়ে চলল রাস্তা ধরে, দাড়িটায় টান দিতে দিতে। আধঘন্টার মধ্যেই হোমসরা শহরের গণ্ডী ছাড়িয়ে গ্রামের রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কী করেছো বল তো?

সামান্য একটা কৌশল, কিন্তু সামান্য হলেও এ অবস্থায় অত্যন্ত কার্যকরী। সকালবেলা ডাক্তারের ওখান গিয়ে সিরিঞ্জ ভর্তি তরল মৌরি তাঁর গাড়ির পেছনের চাকায় দিয়েছি। ওই গন্ধ অনুসরণ করে পম্পির মতো কুকুর যে কোনো জায়গায় যেতে পারবে। পম্পিকে ফাঁকি দিতে হলে তাঁকে ক্যাম-এর ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ওঃ কী চালাক শয়তানটা। এভাবেই উনি কাল আমাকে ফাঁকি দিয়েছিলেন।

দেখা গেল কুকুরটা হঠাৎ রড় রাস্তা ছেড়ে ঘাস গজানো একটা গলিপথ ধরেছে। আধমাইলটাক যাওয়ার পর রাস্তাটা চওড়া হয়ে গেল। কুকুরটা ডান দিকে বেঁকে শহরের দিকে এগোতে লাগল। যেদিক থেকে হোমসরা এসেছিলেন।

হোমস বললেন—হুঁ, এভাবে যাওয়ার কারণ আমারই তাহলে? আর সেই জন্যেই গ্রামবাসীদের কাছে যে খোঁজখবর করেছিলাম তা বিফল হয়েছে। ডাক্তার এ ব্যাপারে যথাসম্ভব গোপনতার চেষ্টা করে চলেছেন—এমন জটিল পথ ধরার কারণ কী জানতে হবে। ডানদিকের এটা প্রামপিংটন গ্রাম। আরে, এই তো মোড়ের মাথায়ই তো ব্রুহাম গাড়িটা। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি ওয়াটসন, দেরি করলে সব পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে।

একটা গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে হোমস লাফাতে লাফাতে গিয়ে একটা মাঠে পৌঁছোলেন অনিচ্ছুক পম্পিকে টানতে টানতে। বেড়ার আড়ালে আশ্রয় আর্মস্ট্রংকে দেখা গেল—তাঁর কাঁধ

www.pathagar.com

ঝুলে পড়েছে, মাথা দুইহাতের মধ্যে—বেদনার প্রতিমূর্তি যেন। হোম্‌সের মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে হোমস বললেন—চিন্তা হচ্ছে হয়তো এই তদন্ত এক অত্যন্ত বিয়োগান্ত ব্যাপারে পর্যবসিত হতে চলেছে। যাই হোক, এ রহস্য আর বেশিক্ষণ থাকছে না।—আয় পম্পি। হুঁ, মাঠের মাঝখানে এই কুটিরখানাই তাহলে।

পম্পি ঘ্যান্—ঘ্যান্ করছে আর গেটটার বাইরে উৎসুকভাবে দৌড়িয়ে ফিরছে। গাড়িটার চাকার দাগ এখনো মিলিয়ে যায় নি।

পায়ে চলার পথটা গেছে নিরালা কুটিরটা পর্যন্ত। হোমস কুকুরটাকে বেড়ায় বেঁধে রাখলেন, ওয়াটসননা এগিয়ে চললেন। দরোজায় পৌঁছে শব্দ করলেন হোমস—একবার,—দুবার—তিন কিন্তু নাঃ, কোনো সাড়া শব্দ নেই। অথচ কুটিরে যে কেউ নেই তা নয়, একটা চাপা আওয়াজ ভিতর থেকে আসছে। অবর্ণনীয় বিষাদের প্রকাশ সেই শব্দে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হোমস। তারপর ফিরে তাকালেন যে পথে তাঁরা এসেছেন—একটা ব্রুহাম সে পথে আসছে। ধূসর রং-এর ঘোড়াগুলোকে ভুল করা অসম্ভব।

হোমস ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—সর্বনাশ, ডাক্তার যে ফিরে আসছেন! আর কোনো কথা নয়, উনি এসে পৌঁছোবার আগেই আমাদের দেখতে হবে ব্যাপারটা কী?

হোমস দরোজা খুললে ভিতরের হলঘরে ঢুকলেন ওয়াটসনরা। একঘেয়ে শব্দটা উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে হতে পরিণত হল এক দীর্ঘ শোকের প্রকাশে। কান্নাটা আসছে উপরতলা থেকে। সবেগে এগিয়ে গেলেন হোমস, ওয়াটসন তাঁর পিছু পিছু। একটা আধখোলা দরোজা ঠেলে খুললেন তিনি। যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা দেখে আঁতকে উঠলেন ওয়াটসন।

এক সুন্দরী তরুণীর মৃতদেহ বিছানায় শোয়ানো। তার মুখ শান্ত, নীরক্ত বড় বড় নিষ্প্রভ নীল চোক একরাশ সোনালি চুলের ভিতর দিয়ে ওপর দিকে ফেরানো। পায়ের নিচে এক যুবক আধো বসা অবস্থায়, তার মুখ পোশাকের আড়ালে ঢাকা। শোকে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছে যে সে মুখে তুলল না যতোক্ষণ না হোমস তার কাঁধে হাত দিলেন। বললেন—তুমিই কি গডফ্রে স্টনটন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু বড় বেশি দেরি করে ফেলেছেন, এ মারা গেছে।

ছেলেটি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিল তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না হোমস যে তিনি ডাক্তার নন। কিছু সান্ত্বনার কথা শোনাতে চেষ্টা করলেন হোমস, আর বোজাবার চেষ্টা করলেন যে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় তার বন্ধুরা কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল আর পরক্ষণেই ডাক্তার আর্মস্ট্রং-এর ভারী কঠোর ও সপ্রসন্ন মুখ দরোজায় দেখা গেল।

শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনাদের অভীষ্ট পূর্ণ হল মশাইরা, এবং অনধিকার প্রবেশ করেছেন এমন এক সময়ে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই মৃত্যুর পরিস্থিতির মধ্যে আমি চেঁচামেচি করব না। কিন্তু বলতে পারি, আমার বয়স যদি একটু কম হতো তাহলে এই চরম দুর্ব্যবহারের পর আপনারা সহজে নিষ্কৃতি পেতেন না।

পুরোপুরি মর্যাদা বজায় রেখে শার্লক হোমস বললেন—মাফ করবেন ড. আর্মস্ট্রং, আপনার আর আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। দয়া করে যদি একটু নিচে আসেন তো এই বিয়োগান্ত ব্যাপার নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়াটা করে নিতে পারি।

মুহূর্তের মধ্যেই গম্ভীর প্রকৃতির ডাক্তারের সঙ্গে ওয়াটসনরা নিচের বসবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ডাক্তার বললেন—কী? বলুন।

প্রথমেই আপনাকে বলি, এ তদন্ত আমি লর্ড মাউন্ট জেমজের তরফ থেকে করছি না এবং এ ব্যাপারে আমার সহানুভূতি সম্পূর্ণ তাঁর বিরুদ্ধে। কোনো নিখোঁজ মানুষের খোঁজ করা আমার কর্তব্য, এবং সে ব্যাপারে আমার তরফ থেকে কাজ শেষ। যে ব্যাপার অপরাধের নয়, তাতে আমি ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারী গোপন রাখি, কিছুতেই প্রকাশ করিনা। এবং যেহেতু যতোদূর জানি

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে বে-আইনি কিছু ঘটেনি, আপনি আমার পর সম্পূর্ণ নিভর করতে পারেন। আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো এবং কাগজে যাতে প্রকাশ না পায় সে চেষ্টা করবো।

হাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন ডাক্তার আর্মস্ট্রং। হোম্সের হাত চেপে ধরে বললেন—ভালো লোক আপনি, ভুল বুঝেছিলাম আপনাকে। বেচারা স্টনটনকে একা এভাবে ফেলে চলে যাচ্ছিলাম, সেটা আমার বিবেকে বাধছিল। যেতে যেতে তাই ফিরে এলাম। এজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ফলে আপনার সঙ্গে আলাপ হল। আপনি কিছুটা জেনেছেন আপনাকে বেশি বোঝাতে হবে না। বছরখানেক আগে গডফ্রে কিছুদিনের জন্যে লন্ডনে থেকে ছিল। সেই সময়ে সে তার বাড়িওয়ালার মেয়ের সঙ্গে গভীর প্রেমে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত তাকে বিয়েও করে। যেমন সুন্দরী, তেমনই ভারী মিষ্টি মেয়েটি। এবং যেমন চমৎকার তেমন বুদ্ধিমতী। স্ত্রী হিসেবে যে কোনো পুরুষের গর্ব। কিন্তু যে কঞ্জুস বৃদ্ধের গডফ্রে উত্তরাধিকারী, এই বৃদ্ধের খবর পেলে তিনি অতি অবশ্যই গডফ্রেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। ছেলেটিকে আমি ভালো করেই চিনি, অত্যন্ত ভালোবাসি তাকে। ভালোবাসি তার অনেকগুলো উৎকৃষ্ট গুণের জন্যে। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি যাতে সে সিধে পথে চলতে পারে। ব্যাপারটা যাতে কারো কাছে প্রকাশ না পায় সেজন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কারণ এমন একটা মুখরোচক খবর কানাকানি হতে দেরি হয় না। কুটিরটা নির্জন আর গডফ্রেও খুব সাবধান, যে জন্যে এতোদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আমরা সফল হয়ে এসেছি। রহস্যটা জানে কেবল আমরা ছাড়া এ অতি চমৎকার ভৃত্য, তাকে ট্রামপিংটনে কাজে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গডফ্রে-র স্ত্রীকে এক ভয়ঙ্কর রোগে ধরে। ক্ষয়রোগ—ক্ষয়রোগের সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ সেটা। বেচারা গডফ্রে তো পাগলের মতো হয়ে উঠল। অথচ আবার সেই ম্যাচ খেলবার জন্যে যেতেই হবে তাকে, কারণ উপযুক্ত কারণ না দেখালে তারা শুনবে না, আর তা হলেই সমস্ত রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। এটা টেলিগ্রামে তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু জানিনি কী উপায়ে আপনি সেই টেলিগ্রামের কথা জানতে পেরে গেলেন। তাকে জানাইনি বিপদটা কতোটা গুরুতর কারণ জানতামই যে এখানে এসে সে কিছুই করতে পারবে না, তবে, সব জানিয়ে আমি মেয়েটির বাবাকে চিঠি দেই এবং অত্যন্ত অবিবেচকের মতো তিনি গডফ্রেকে সঠিক পরিস্থিতিটা জানিয়ে দেন। ফলে গডফ্রে পাগলের মতো চলে আসে এখানে। এবং সেই থেকে ঠিক ওই অবস্থাতেই সে বিছানার পাশে বসে আছে যতোক্ষণ না মৃত্যু এসে মেয়েটির সব যন্ত্রণা দূর করে দিয়েছে। এই হল সম্পূর্ণ ঘটনা মি. হোমস। নিশ্চয় আমি আপনাদের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে পারি।

হোমস ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন। তারপর মুখে একটিও আর কথা না বলে, সেই শোকের কুটির থেকে বেরিয়ে সকালের শীতের রোদ মাখা গাছ পালার ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, বুঝলে ওয়াসটন? কেমন বুঝতে পারলে তো!

ছয় নেপোলিয়ন

এক সন্ধ্যায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেড হোম্সের বেকার স্ট্রিটের ডেরায় এসে হাজির হলেন। শার্লক হোমস আনন্দের সঙ্গেই তাঁকে স্বাগত জানালেন। মাঝে মাঝেই এভাবে লেসট্রেড এসে পড়তেন। ওঁর মুখ থেকে পুলিশের খোদ বড় অফসের হালফিলের খবরাখবর অবগত হতেন হোমস। অবশ্য এর বিনিময়ে হোমস কিন্তু সর্বদাই অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক কোনো দতন্তের বিবরণ শোনেন এবং শোনার পর তাঁর সক্রিয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজের অপার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভিত্তি করে লেসট্রেডকে কোনো উপদেশ বা সূত্রের সন্ধান দিয়ে তদন্তে সাহায্য করেন।

এ দিনের এই বিশেষ সন্ধ্যায় কিন্তু লেসট্রেড আবহাওয়ার আর সংবাদপত্র নিয়ে কথাবার্তার বলছিলেন। তারপর হঠাৎ চুপ্ করে গিয়ে ভ্রু-কুঁচকে সিগার টানতে লাগলেন। হোমস আগ্রহভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর হোমস জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার কোনো নতুন মামলা নাকি?

নাঃ. মি. হোমস তেমন বিশেষ কিছু ব্যাপার নয়।

www.pathagar.com

হোমস হাসতে হাসতে বললেন, 'আঁরে, বলে ফেল হে! সংকোচ কেন?'

লেসট্রেড হেসে ফেললেন। বললেন—অস্বীকার করার উপায় নেই মি, হোমস যে, আমার মাথা থেকে ছোট্ট একটা ধাঁধাঁ কিছুতেই সরাতে পারছি না। আবার ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে আপনাকে বিরক্ত করতেও ইচ্ছা করছে না। আবার অন্য দিকে ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও সাধারণ পাঁচটা ঘটনা থেকে একটু অন্যরকম এবং আমি জানি অসাধারণ ঘটনার প্রতিই আপনার পক্ষপাতিত্ব বেশি যদিও আমার নিজের মনে হয় ঘটনাটা আমাদের লাইনের নয় ড. ওয়াটসনের এক্তিয়ারের।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনো অসুখ?'

লেসট্রেড বললেন, 'এক ধরনের পাগলামি বলতে পারেন। পাগলামিটাও আবার একটু আশ্চর্য ধরনের। আপনি হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবেন না, আজকের দিনেও এমন মানুষ বেঁচে আছে যার সম্রাট নেপোলিয়নের প্রতি তীব্র ঘৃণা—যে নেপোলিয়ানের মূর্তি দেখামাত্র টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে।'

হোমস আবার তাঁর চেয়ারের পিঠে ডুব দিলেন। বললেন—এই ব্যাপারে আমার কিছু করবার নেই।

ঠিক তাই। আর আমিও তো তাই ভেবেছিলাম কিন্তু যখন কোনো মানুষ মূর্তি ভাঙার জন্যে রাহাজানি করা শুরু করে তখনই ব্যাপারটা ডাক্তারের এক্তিয়ার থেকে পুলিশের এক্তিয়ারে চলে আসে।

হোমস আবার চেয়ারের ওপর উঠে বসলেন। রাহাজানি! এবার ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। খুলে বল, শুনি।

লেসট্রেড তাঁর অফিসের নোটবুকটা বার করে একবার চোখ বুলিয়ে স্মৃতিটা ঝালিয়ে নিলেন। প্রথম ঘটনাটা জানা যায় চার দিন আগে। উনি শুরু করলেন—ঘটনাটা ঘটে মোরস, বাডসনের দোকানে। কেনিংটন রোডের ওপর ওদের একটা ছবি আর মূর্তি বিক্রির দোকান আছে। সেদিন দোকানের কর্মচারীটি কিছুক্ষণের জন্যে কাউন্টার ছেড়ে নিচে গিয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সে ফিরে এসে দেখে, কাউন্টারের নিচে নেপোলিয়নের একটা আবক্ষ মূর্তি ভেঙে পড়ে আছে। মূর্তিটা কাউন্টারের ওপর অন্যান্য প্রদর্শিত শিল্পসামগ্রীর সঙ্গে সাজানো ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে রাস্তায় এল। রাস্তার কিছু লোক অবশ্য বলল তারা একটা লোককে দোকান থেকে ছুটে পালাতে দেখেছে, কিন্তু পাগলটিকে ধরা গেল না বা তাকে চেনা যেতে পারে এমন কোনো সূত্রও পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা রাস্তার কোনো বখাটে ছোকরার কাণ্ড ধরে নিয়ে কাছাকাছি বিটের পুলিশকে ঘটনাটা জানানো হয়েছিল। প্ল্যাস্টারের এই মূর্তিটার মূল্য সামান্য কয়েক শিলিং মাত্র, এবং সমস্ত ঘটনাটা এতই ছেলেমানুষী পর্যায়ের যে কোনোরকম তদন্তের প্রয়োজন বোধ হয় নি।

কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটা আরো ভয়ঙ্কর আর গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাটা ঘটে গতরাত্রে।

এই কেনিংটন স্ট্রিটের ওপরেই মোরস হাডসনের দোকান থেকে কয়েকশো গজ দূরে একজন বিখ্যাত ডাক্তারের বাড়ি। ভদ্রলোকের নাম ড. বার্নিকোট। টেমস নদীর দক্ষিণ দিকের সবচেয়ে ব্যস্ত ডাক্তারদের তিনি অন্যতম। কেনিংটন স্ট্রিটের ওপর তাঁর মূল ডাক্তারখানা, আর সেখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে লোয়ার ব্রিক্সটন রোডের ওপর তাঁর আর একটি শাখা ডিসপেনসারি ও অস্ত্রপচার কেন্দ্র আছে। ড. বার্নিকোট আবার নেপোলিয়নের একজন ভক্ত, তাঁর সমস্ত বাড়ি এই ফরাসি সম্রাটটির ওপর নানা গ্রন্থ, ছবি আর প্রত্নদ্রব্যে ঠাসা। দিনকয়েক আগে মোরস্ হাডসনের দোকান থেকে উনি ফরাসি ভাস্কর ডিভাইনের তৈরি নেপোলিয়নের বিখ্যাত আবক্ষ মূর্তির দুটি প্ল্যাস্টার প্রতিমূর্তি কেনেন।

এর মধ্যে একটি মূর্তি তিনি তাঁর কেনিংটর রোডের বাসভবনের হলঘরে এবং অপরটি লোহর ব্রিক্সটন রোডের তাঁর অস্ত্রপচার কেন্দ্রে একটি অগ্নিস্থানের ওপরে রাখেন তা, আজ সকালে ড. বার্নিকোট যখন নিচে নামেন তিনি বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করলেন কাল রাতে তাঁর বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, কিন্তু একমাত্র নেপোলিয়নের মূর্তিটি ছাড়া সবই প্রায় ঠিক আছে।

www.pathagar.com

মূর্তিটাকে বাগানের বাইরে দেওয়ালে আছাড় মেরে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। দেওয়ালের নিচেই নেপোলিয়নের মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলি আবিষ্কৃত হয়।

হোমস হাতে হাত ঘস্‌ছিলেন। তারপর তিনি মন্তব্য করলেন খুবই অস্বাভাবিক সন্দেহ নেই।

লেসট্রেড বললেন—আমি জানতাম ব্যাপারটা আপনাকে খুশি করবে। কিন্তু আমি এখনো গল্প শেষ করি নি। ড. বার্নিকোট সাধারণতঃ বেলা বারোটা নাগাদ তাঁর অস্ত্রপ্রচার কেন্দ্রে যান, আজো যখন তিনি সেখানে যান তখন তিনি কী পরিমাণ বিস্মিত হয়েছিলেন সেটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারবেন যখন তিনি আবিষ্কার করলেন, কাল রাতে তাঁর এই বাড়িতেও জানালা খুলে চোর ঢুকেছিল। ভিতরে ঢুকে দেখেন, তাঁর নেপোলিয়নের দ্বিতীয় মূর্তিটিও ভেঙে চুরচুর হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। মূর্তিটি কেউ মহা আক্রোশে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করেছে। দুটি ক্ষেত্রেই এমন কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি যার দ্বারা এই অপরাধীটিকে বা পাগলটিকে চিহ্নিত করা যায়। এতক্ষণে মি. হোমস আপনি ব্যাপারটির পুরো তথ্য পেলেন।

হুঁ, ব্যাপারটা আর পাঁচটা সাধারণ অপরাধের মতো নয়, একটু অদ্ভুত ধরনের, স্বীকার করতেই হবে। হোমস বললেন—আচ্ছা একটা কথা—বার্নিকোটের বাড়িতে যে দুটি মূর্তি ভাঙা হয়েছে আর মোরস হাডসনের দোকানে যেটি ভাঙা হয়েছে সেই তিনটে কি একই ধরনের মূর্তি?

মূর্তি তিনটি একই ছাঁচ থেকে তৈরি।

তাহলে এই তথ্য প্রমাণ করছে, যে মানুষটি এই মূর্তি ভাঙছে নেপোলিয়নের উপর কোনো আক্রোশ থেকে মোটেই এই কাজ করছে না। লন্ডন শহরে এই মহান ফরাসি সম্রাটের কত শত মূর্তি ছড়িয়ে আছে, আর আমাদের এই পাগলটি কিনা হঠাৎ তার নেপোলিয়ান বিরোধিতা শুরু করল একই ছাঁচ থেকে নেওয়া তিনটি হুবহু একই রকম মূর্তি ভাঙা দিয়ে! ব্যাপারটা জেনে নিতে হলে বড় বেশি কাকতলিয় ব্যাপারের ওপর জোর দেওয়া হয়ে যাবে না কি?

হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছিলাম। লেসট্রেড উত্তর করলেন। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আবার ভেবে দেখতে গেলে বলতে হয় লন্ডনের এ অঞ্চলের মোরস হাডসন একমাত্র মূর্তির খুচরো বিক্রেতা এবং এই বিশেষ মূর্তি তিনটি তার দোকানে প্রায় বছর খানেক ধরে ছিল। তাই, যদিও আপনি বললেন—লন্ডনে নেপোলিয়ানের কয়েক শত মূর্তি ছড়িয়ে আছে, কিন্তু লন্ডনের ওই বিশেষ অঞ্চলে হয়তো ওই বিশেষ তিনটি মূর্তি ছাড়া আর অন্য কোনো নেপোলিয়ানের মূর্তি নেই। তাই কোনো স্থানীয় বিকারগ্রস্ত রোগী হয়তো ওই তিনটি দিয়েই তার ধ্বংস অভিযান শুরু করেছে। আপনি কী বললেন ড. ওয়াটসন?

দেখো, মনোবিকলনের ক্ষেত্রে কোনো সম্ভাবনার কথাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওয়াটসন বললেন—মনোবিকলনের এক বিশেষ অবস্থাকে আধুনিক ফরাসি মনোবিজ্ঞানীরা 'ইডি ফিক্স' নামে চিহ্নিত করেন—এই বিশেষ অবস্থার বৈশিষ্ট্য হল রোগীকে দেখা বা তার হাবভাব দেখে মানসিক রোগের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব ব্যাপারেই সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রোগী, নেপোলিয়ান সম্বন্ধে পড়াশুনা করেই হোক, বা নেপোলিয়ান যুদ্ধে তার পূর্বপুরুষগত কোনো অনিষ্ট থেকেই হোক এই 'ইডি ফিক্স' অবস্থা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এবং 'ইডি ফিক্স' দ্বারা আক্রান্ত হলে সে যে কোনো রকমের পাগলামি করতে পারে।

হোমস সহসা মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন—না, না, ওয়াটসন কিছুতেই মানতে পারছি না তোমার কথা। যে কোনো পরিমাণ 'ইডি ফিক্স' অবস্থা দ্বারাই সম্ভব নয় ওই মূর্তি তিনটি কোথায় আছে, তা আবিষ্কার করা।

ওয়াসটন বললেন—বেশ তাহলে তুমি কীভাবে এটার ব্যাখ্যা করবে?

হোমস বললেন—আমি আপাতত ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করব না। শুধু লক্ষ করছি, ভদ্রলোকের পাগলামির মধ্যে একটা ক্রম আছে। বার্নিকটের হলঘরে যেখানে লোকের জেগে ওঠবার সম্ভাবনা আছে, মূর্তিটি নিয়ে গিয়ে বাগানে ভাঙা হল, আর তার অস্ত্রোপচার কেন্দ্র যেখানে শব্দ হলেও ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই সেখানে মূর্তিটা ভাঙা হল সেই জায়গাতেই

www.pathagar.com

যেখানে মূর্তিটা ছিল। যদিও সমস্ত ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে তবু এখন সমস্ত ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে তবু এখন সমস্ত ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলে নস্যাৎ করতে পারব না, কেননা, আমার কয়েকটি বিখ্যাত কেস প্রথম দিকে খুবই সামান্য রূপে দেখা দিয়েছিল। তোমার নিশ্চয়ই অ্যাবারনেটি পরিবারের ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কথা মনে আছে। প্রথমে কত সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে ঘটনাটার সূত্রপাত হয়েছিল। কাজে, কাজেই লেসট্রেড, তোমার এই তিন ভাঙা মূর্তির তদন্তও আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারছি না। যাই হোক তুমি যদি এই ঘটনার পরবর্তী অধ্যায়গুলিও আমায় জানাও তবে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থ্‌কেব।

পরবর্তী অধ্যায়ে যার সম্বন্ধে হোমস কৌতূহলী ছিলেন। সেই অধ্যায়ের সংবাদ পরদিন সকালে ওয়াটসন যখন তার শোবার ঘরে সকালের পোষাক পাল্টাচ্ছিলেন তখন হোমস, দরোজায় একটা টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন, হাতে একটা টেলিগ্রাম। হোমস টেলিগ্রামটা পড়ে শোনালেন।

'এক্ষুনি চলে আসুন ১৩১ নং পিট স্ট্রিট্, বেনসিংটন—লেসট্রেড।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল আবার?'

হোমস বললেন—জানি না, তবে কিছু একটা জরুরি ব্যাপার নিশ্চয়ই না হলে ডাক পড়ত না আমার। আমার মনে হয় আবক্ষ মূর্তির পরবর্তী অধ্যায়। আমাদের সেই মূর্তি ভাঙা বন্ধুটি এবার লন্ডনের আর এক অঞ্চলে তার ক্রিয়াকলাপ বিস্তার করল বোধ হয়। ওয়াটসন, টেবিলে কফি আর দরোজায় গাড়ি অপেক্ষা করছে—চট্‌পট্ করো।

ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে ওয়াটসনরা পিট স্ট্রিটে, পৌঁছে গেলেন। জায়গাটা কোলাহল মুক্ত। ১৩১ নং বাড়িগুলি বোঝা গেল সমাজের উঁচুতলার সম্মানীয় অভিজাতদের বাসগৃহ।

গাড়ির ভেতর থেকে দেখা গেল বাড়ির বাইরের রেলিং ধরে বেশ একটা কৌতূহলী জনতার ভীড়। হোমস চম্‌কে উঠলেন।

হায় ঈশ্বর! এ যে মনে হচ্ছে খুনোখুনি! হত্যার চেয়ে কোনো কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লন্ডনের এ সংবাদবাহক ছোকরাটিকে এখানে আটকে রাখতে পারত না ওয়াটসন। ছেলেটির ওই গোল হয়ে ওঠা কাঁধ আর উঁকি মারা গলাই স্পষ্ট বলে দিচ্ছে এখানে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। উপরের সিঁড়ি ভেজা, নিচেরগুলো শুকনো। কী ব্যাপার? ওই তো লেসট্রেড দাঁড়িয়ে আছে সামনের খোলা জানালার কাছে। এখনই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে ওয়াটসন!

উপস্থিত পুলিশ অফিসারটি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে পথে বেরিয়ে হোমসদের বাড়ির ভিতরে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করছিলেন। তার মাথার টুপি এলোমেলো, পরনে ফ্লানেলের ড্রেসিংগাউন, ওনার সঙ্গে হোমস ও ওয়াটসনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ইনি হলেন, সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেটের মি. হোরেস হার্কার, এই বাড়ির মালিক।

আবার সেই নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তি—লেসট্রেড বললেন। গত সন্ধ্যায় আপনি ব্যাপারটা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, এখন ঘটনা আরো ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে গড়িয়েছে। আমি ভাবলাম—আপনি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে পারলে খুশি হবেন, তাই আপনাকে ডাকিয়ে আনলাম।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ পরিণতির দিকে এগিয়েছে?

লেসট্রেড বললেন—হত্যা। মি. হার্কার ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করুন না, সঠিক কী ঘটেছিল?

ড্রেসিং গাউন পরা ভদ্রলোকটি অত্যন্ত বিষণ্ন মুখে বলতে শুরু করলেন—কী বিচিত্র ব্যাপার দেখুন। সারা জীবন আমি অপর লোকের খবর নিয়ে ঘুরেছি, আর আজ যখন আমি নিজেই একটা মস্ত সংবাদ হয়ে পড়লাম তখন এত বিভ্রান্ত আর হতভাক হয়ে পড়েছি যে এখনো পর্যন্ত দু-লাইন রিপোর্ট তৈরি করতে পারলাম না। যদি এখানে সাংবাদিক হয়ে আসতে পারতাম তবে এতক্ষনে নিজেই নিজেকে সাক্ষাৎকার করে সান্ধ্য কাগজে দু-কলম

www.pathagar.com

করে লিখে দিতে পারতাম। অথচ, এতবার এত লোককে একই খবর বলতে বলতে, আসল খবরটাই বাসি হয়ে গেল। খবরটা আমার কোনো কাজেই এল না। যাই হোক, আমি আপনার নাম বহু শুনেছি মি. শার্লক হোমস, এখন আপনি যদি এই অদ্ভুত অপরাধটার ব্যাখ্যা করতে পারেন তবেই আমার এত করে, এত লোককে একই কথা বলার ক্লান্তিকর পরিশ্রম সার্থক হবে।

হোমস বসলেন এবং শোনার জন্যে প্রস্তুত হলেন—মনে হচ্ছে নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তিটা থেকেই সমস্ত রহস্য গড়ে উঠেছে। আবক্ষ মূর্তিটা আমি প্রায় চারমাস আগে হার্ডিং ব্রাদার্সর দোকান থেকে কিনি, দোকানটা হাইস্ট্রিট স্টেশনের কাছেই। আমার সাংবাদিক কর্মের অধিকাংশ কাজই রাতে করতে হয় এবং প্রায়ই ভোর রাত পর্যন্ত আমাকে লেখার মধ্যে কাটাতে হয়। গত রাতেও তাই করছিলাম। বাড়ির একেবারে উপরতলায় পেছনদিকের ছোট একটা ঘরে বসে আমি আমার লেখার কাজ করে চলেছি। রাত তখন প্রায় তিনটে, হঠাৎ নিচের তলা থেকে একটা শব্দ কানে এল। আমি কান খাড়া করলাম। কিন্তু আর কিছু শুনতে পেলাম না। তখন ভাবলাম শব্দটি বোধহয় বাড়ির বাইরে থেকে এসেছে। তারপর হঠাৎ বোধহয় মিনিট পাঁচেক পরে আমি এক বীভৎস আর্তনাদ শুনি।

এত ভয়ঙ্কর বীভৎস আর্তনাদ জীবনে কখনো শুনিনি। মিনিট দুয়েকের মতো আমি যেন ভয়ে একেবারে জমে ছিলাম। তারপর কোনোমতে সাহসে ভর করে একটা লোহার রড নিয়ে নিচে নেমে এলাম। এই ঘরে ঢুকে দেখলাম, ঘরের জানালাটা হাট করে খোলা, আর সঙ্গে সঙ্গে নজরে এল টেবিলটার ওপর থেকে নেপোলিয়নের মূর্তিটা উধাও। কয়েক শিলিং মূল্যের একটা প্ল্যাস্টার ছাঁচের মূর্তি কেন চোরে নিয়ে যাবে এটা কিছুতেই আমার মাথায় এল না। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, ওই খোলা জানলা দিয়ে বেরোতে গেলে কয়েকটা লম্বা পা ফেলে, সামনের দরোজায় পৌঁছানো যেতে পারে। আমার নিশ্চিত ধারণা হল চোরটি তাই করেছে। আমি ঘুরে সামনের দরোজা খুললাম। দরোজা খুলে যখন বাইরে পা রাখলাম তখনো চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। আর বাইরে পা রাখতেই আমি একটা পড়ে থাকা মৃতদেহের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। আমি দৌড়ে বাড়ির ভেতর থেকে একটা আলো নিয়ে এলাম। এসে দেখি এক হতভাগ্য পড়ে আছে। মৃতহেদের গলায় একটা গভীর ক্ষত। রক্তে জায়গাটা ভেসে যাচ্ছে। লোকটি উপুড় হয়ে পড়েছিল, হাঁটুদুটো মোড়া, মুখটা ভয়ঙ্কর ভাবে হাঁ করা। দুঃস্বপ্নে বার বার এই দৃশ্য আমি দেখব। বোধহয় আমার পুলিশ হুইসেলটুকু বাজাবার মতো জ্ঞান ছিল, তারপরেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি একজন পুলিশ আমকে হল ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিয়েছে।

হোম্‌সের প্রথম প্রশ্ন—নিহত ব্যক্তিটির পরিচয় কি?

এখনো পর্যন্ত লোকটির পরিচয় পাওয়া যায় নি। লেসট্রেড উত্তর দিলেন—দেহটি আপনি মর্গে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। এখনো অবিকৃত অবস্থায় আছে। লোকটি লম্বা, রোদে পোড়া, এবং বেশ শক্তিশালী, বয়স বছর তিরিশেক। পরনে ছিল অত্যন্ত মলিন পোষাক, কিন্তু মনে হয় না সে শ্রমিক শ্রেণীর। রক্তের মধ্যে একটি হাড়ের হাতলওয়ালা ছুরি পাওয়া গেছে। জানি না, এই ছুরিটি দিয়েই লোকিটকে হত্যা করা হয়েছে, না অস্ত্রটি স্বয়ং নিহত লোকিটর। লোকটির পোষাকে তার কোনো নাম ছিল না। পকেট থেকে পাওয়া গেছে একটি আপেল, কিছু সূতো, লন্ডন শহরের একটি ম্যাপ আর একটি ফোটো। এই যে সেটা।

কোনো ছোট ক্যামেরা থেকে স্ন্যাপ্ শটে তোলা একটি ছবি। একটি স্নাবধানী তীক্ষ্ম মুখরেখার সিমিয়ান গোষ্ঠীর মানুষের ছবি। চোখের ভ্রূ দুটি অত্যন্ত মোটা এবং মুখের নিচের দিকটা বেবুনের মুখের মতো কিছুটা বেরিয়ে এসেছে।

আর মূর্তিটির খবর কী? ছবিটি তীক্ষ্ম চোখে পরীক্ষা করার পর হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনি আসার কিছুক্ষণ আগেই সেটির সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্যাম্পডেন হাউস রাস্তার ওপর একটি ফাঁকা বাড়ির সামনের বাগানে সেটি পাওয়া গেছে। মূর্তিটি ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয়েছে। আমি এখন সেখানেই যাচ্ছি। আসবেন নাকি?

www.pathagar.com

হোমস বললেন—নিশ্চয়ই দাঁড়াও তার আগে চারদিকটা একবার নজর বুলিয়ে নিই। হোমস কার্পেট এবং জানলাটি পরীক্ষা করলেন। লোকটি খুবই লম্বা অথচ খুব চটপটে, উনি বললেন, অতো উঁচু জানালা দিয়ে ফিরে যাওয়াটা অবশ্য অপেক্ষাকৃত সহজ মি. হার্কার, আমাদের সঙ্গে আসবেন নাকি, আপনার আবক্ষ মূর্তির অবশিষ্টাংশ পর্যবেক্ষণ করতে?

বিষাদগ্রস্ত সাংবাদিকটা তাঁর লেখার টেবিলের ওপর বসেছিলেন।

আমি এখন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি যদি একটা রিপোর্ট তৈরি করতে পারি, উনি বললেন—যদিও আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে পয়লা সান্ধ্য সংস্করণের কাগজগুলি ঘটনার প্রতিটি বিবরণ সহ বেরিয়ে গেছে। আপনার কপালটাই এমন মন্দ। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সেবার ডনকাস্টারের গ্যালারি ভেঙে পড়ার কথা। সেই ভাঙা গ্যালারিতে একমাত্র সাংবাদিক আমিই উপস্থিত ছিলাম। অথচ আমার কাগজেই ঘটনাটার একেবারে কোনো বিবরণই বের হল না। কারণ ভাঙা গ্যালারির তলায় তখন আমার এমন অবস্থা যে, এক অক্ষরও লেখার সার্মথ্য ছিল না। আর আজ যখন আমার বাড়ির দোরগোড়ায় একটা জলজ্যান্ত খুন হয়ে গেল তখনো আমি এত দেরি করে ফেললাম যে এর কোনো বিবরণ আমার কাগজে বের করতে পারলাম না।

আমরা যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছি তখন কানে এল সাদা কাগজের ওপর তাঁর দ্রুত কলম চালানোর খসর খসর শব্দ।

মূর্তিটির অবশিষ্ট অংশ যেখানে পাওয়া গেছিল সেটি এখান থেকে কয়েক গজ দূরে মাত্র। এই প্রথম আমরা মহান সম্রাটের অসহায় চূর্ণিত মূর্তিটি দেখলাম। আমাদের সেই অপরিচিত লোকটা মনে এই সম্রাট যে কী পরিমাণ ঘৃণা আর ক্রোধ উদ্রেক করেছে তা তাঁর এই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়া পরিণতি থেকে বোঝা সম্ভব। বাগানের ঘাটের ওপর সেই চূর্ণিত মূর্তির অবশিষ্ট অংশ ছড়িয়ে ছিল। হোম্‌স্‌ের একাগ্র হয়ে আসা মুখ চোখ আর ভঙ্গি থেকে বোঝা গেল, তিনি যেন কোনো সূত্রের সন্ধান পাচ্ছেন।

কিছু বুঝলেন? লেসট্রেড জিজ্ঞাসা করলেন।

হোম্‌স কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন—আমাদের এখনো অনেকটা যেতে হবে। কিন্তু তবু—তবু কিছু কিছু ইঙ্গিতময় সূত্র আমরা পাচ্ছি যেটা ধরে আপাততঃ এগোনো যেতে পারে। আমাদের অজানা অপরাধী অপরাধীটির কাছে এই তুচ্ছ আবক্ষ মূর্তিটির মূল্য একজন মানুষের জীবনের মূল্যের চেয়ে বেশি। এবং আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা হল, লোকটি মূর্তিটি কিন্তু বাড়ির মধ্যে ভাঙে নি, এমন কি বাড়ির ঠিক বাইরেও ভাঙে নি। অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় শুধু ভেঙে ফেলাই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল।

হঠাৎ আর একজনের উপস্থিতিতে সে এতো উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে সে বুঝতেই পারে নি সে কী করে ফেলছে।

হ্যাঁ, সেটা সম্ভব। কিন্তু আমি বিশেষভাবে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই বাড়ির অবস্থানের দিকে।

লেসট্রেড বাড়িটির দিকে তাকালেন।

একটি জনশূন্য বাড়ি। সে জানত এই বাগানের মূর্তিটি ভাঙলে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না।

হ্যাঁ কিন্তু এই খালি বাড়িটিতে আসার আগে আরেকটি খালি বাড়ি ছিল, সেটি খুনীটা পেরিয়ে এসেছে। সে ওই বাড়ির মূর্তিটা ভাঙল না কেন, যখন প্রতি মুহূর্তে, যতো পথ সে পেরিয়ে আসছে, ততই তার হঠাৎ কোনো মানুষের মুখোমুখি হয়ে পড়ার আশঙ্কা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

না, আমি হাল ছাড়ছি—লেসট্রেড বললেন। মাথার উপরে রাস্তার আলোটি দেখিয়ে হোমস বললেন—এখানে ও কী ভাঙছে দেখতে পেয়েছে, যেটা আগের বাড়ির বাগানে সে পারত না। এটাই কারণ।

আরে। তাই তো, এখন মনে পড়েছে বার্নিকোটের মূর্তিটিও তাঁর লাল আলোর কাছে ভাঙা

www.pathagar.com

হয়েছিল। তা মি. হোমস, এই তথ্য থেকে আমরা কী সূত্র পাচ্ছি?

শুধু তথ্যটা মনে রাখতে হবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে মনে রাখতে হবে। পরে হয়তো আমরা এমন কোনো তথ্য পাব যার দ্বারা আমাদের এই তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে সুবিধে হবে। লেসট্রেড, তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ এখন কী হবে?

সবচেয়ে দরকারি পদক্ষেপ হবে এখন মৃত মানুষটির পরিচয় খুঁজে বার করা। সেটা করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। আমরা যখন জানতে পারব লোকটিকে, লোকটির মেলামেশা কাদের সঙ্গে ছিল, তখনই আমরা একটা সুনির্দিষ্ট পথ পাব। লোকটি কেন কাল রাতে পিট স্ট্রিটে এসেছিল, সে ব্যক্তি কে যার সঙ্গে তার বাড়ির দরোজার সামনে দেখা হয়েছিল এবং তাকে খুন করেছিল। আপনার কী মত?

সন্দেহ নেই, এই পথে তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার একটা পথ পাবে। তবু আমি কিন্তু এই পথে এগোব না।

তাহলে আপনি কোন্ পথে এগোবেন?

হোমস বললেন—না লেসট্রেড, তোমাকে আমি প্রভাবিত করব না। বরং আমি বলি, তুমি তোমার পথে এগোও, আমি আমার পথে। তারপর পরস্পরের তদন্তের ফলগুলি মিলিয়ে দেখে দুজনে দুজনকে সাহায্য করতে পারব।

লেসট্রেড বললেন, 'খুব ভালো।'

তুমি যদি পিট স্ট্রিটে ফিরে যাও তবে হোরেস হার্কারের সঙ্গে একবার দেখা কোরো। আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বল যে আমি স্থির নিশ্চিত, নেপোলিয়নের প্রতি বিতৃষ্ণ কোনো এক ভয়ঙ্কর খুনী পাগল গত রাতে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল। খবরটা তাঁর রিপোর্ট লেখার কাজে লাগবে।

সত্যিই বিশ্বাস করেন না, নেপোলিয়নের প্রতি ঘৃণা থেকে কেউ এমন করছে?

হোমস মৃদু হেসে বললেন—করি না কি? তা হবে হয়তো। কিন্তু আমি জানি কথাটা হোরেস হার্কার এবং তাঁর কাগজ সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেটের পাঠকদের বেশ রোমাঞ্চকর মনে হবে। চলো হে, ওয়াটসন, এগোনো যাক্। মনে হচ্ছে আমাদের সামনে আবার একটা বিরাট দিন তার জটিল কাজকর্ম নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। লেসট্রেড, তুমি যদি আজ সন্ধ্যা নাগাদ বেকার স্ট্রিটে আসতে পারো তবে খুশি হবো। ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত লোকটির পকেট থেকে পাওয়া এই ফটোগ্রাফটি আমার কাছে রাখছি। এমনো হতে পারে আজ রাতে একটা ছোট্ট অভিযানে তোমার ও তোমার লোকজনের সাহায্য আমার প্রয়োজন হতে পারে, তবে অবশ্যই যদি আমার চিন্তাধারার যৌক্তিকতা সঠিক হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায়।

ওয়াটসন আর হোমস হাই স্ট্রিট্ পর্যন্ত হেঁটে এলেন। এখানে হোমস হার্ডিং ব্রাদাসের দোকানে ঢুকলেন। এই দোকান থেকেই এই মূর্তিটা কেনা হয়েছিল। দোকানের তরুণ কর্মচারীটি জানালেন মি. হার্ডিং এখন দোকানে নেই। বিকালের দিকে তিনি দোকানে আসবেন। সে নিজে দোকানে নতুন কাজে ঢুকেছে। সে কোনো খবর দিতে পারবে না। হোম্‌সের মুখে হতাশা আর বিরক্তি জেগে উঠল।

ঠিক আছে। বিকেলের আগে যখন হার্ডিংকে পাওয়া যাবে না তখন আমরা বিকেলেই ফিরে আসব। আমি নিঃসন্দেহ যে তুমি ওয়াটসন বুঝতে পারছ আমার এই রকম অভিযানের উদ্দেশ্য কী। আমি এই মূর্তিগুলির তৈরি হওয়ার উৎস খুঁজে পেতে চাই। মূর্তিগুলির এই আশ্চর্যজনক পরিণতির পেছনে তার তৈরি হওয়ার সময়কার কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা আমার জানা দরকার। এখন কেনিংটন রোডের ওপর মি. মোরস্ হাডসনের দোকানে যাওয়া যাক্ দেখা যাক্, এই ব্যাপারে উনি কোনোরকম আলোপাত করতে পারেন কিনা?

গাড়িতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল, এই ছবি বিক্রেতার দোকানে পৌছাতে। ভদ্রলোক, লালমুখো বেঁটে আর শক্তসামর্থ্য চেহারার মানুষ।

ভদ্রলোকটি বললেন, 'হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ, আমার কাউন্টারেই স্যার। আমরা যে কেন সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছি কে জানে, একদম নিরাপত্তা নেই, স্যার। যে কোনো একজন বদমাইস

www.pathagar.com

লোক, ইচ্ছেমতো অপরের জিনিস ভেঙে বেড়াতে পারে। হ্যাঁ, স্যার, আমিই ড. বার্নিকোটকে মূর্তি দুটি বিক্রি করি। দুঃখজনক ঘটনা, স্যার। আমার মনে হয় কোনো হতাশাবাদী বিপ্লবীর কাজ। একজন সন্ত্রাসবাদী ছাড়া মূর্তি ভাঙার মতো ঘৃণিত কাজ আর কে করবে বলুন? আমি ওদের নাম দিয়েছি—লাল গণতন্ত্রী। আমি মূর্তিগুলি কোথা থেকে কিনেছি? আমি বুঝতে পারছি না এই ব্যাপারের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক আছে। বেশ, তবু যখন জানতে চাইছেন, তখন বলছি—মূর্তিগুলি আমি কিনেছিলাম গেল্ডার এন্ড কোম্পানির কাছ থেকে। ওদের কারখানা স্টেপনি অঞ্চলে চার্চ স্ট্রিটে। ওরা এই ব্যবসায় খুবই সুপরিচিত, প্রায় কুড়ি বছর এ লাইনে আছে। ক-খানা কিনেছিলাম? তিনটি—দুই আর একে তিন—দুটি ড. বার্নিকোটকে বেচেছিলাম, আর একটি প্রকাশ্য দিবালোকে আমার কাউন্টারের নিচে ভাঙা হয়েছে। ফোটোর এই লোকটাকে চিনি কিনা? না, চিনি না,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার চিনিও। এ তো বেপ্পো! টুকটাক হাতের কাজ জানা, ও একজন ইতালিয়। আমাদের মতো দোকানের পক্ষে বেশ কাজের। মূর্তির কাজ জানত। ফ্রেম পালিশ করতে পারত। এবং এই ধরনের আরো দুই চারটে টুকটাক কাজ। গত সপ্তাহে ও আমার দোকানের কাজ ছেড়ে চলে গেছে। তারপর ওর সম্বন্ধে আর কিছুই খোঁজ খবর রাখি নি। না, ও কোথা থেকে এসেছিল, আবার কোথায় চলে গেছে তা বলতে পারব না। যতদিন আমার দোকানে কাজ করেছিল ততদিন ওর বিরুদ্ধে বলার মতো কিছু পাই নি। মূর্তি ভাঙার দিন-দুই আগে ও কাজ ছেড়ে চলে গেছিল।

মোরস হাডসনের কাছ থেকে যতটুকু জানার ছিল তা জানা হল। হোমস দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন—তাহলে আপাতত দেখা যাচ্ছে; এই বেপ্পোই আমাদের মূল সূত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেনিংটন এবং কেনসিংটন, দুই জায়গাতেই। অতএব আমাদের আরো দশ মাইল গাড়ি চালাতে হবে। এবং এসো ওয়াটসন, এবার আমরা স্টেপনারি অঞ্চল গেল্ডার অ্যান্ড কোং-এর দিকে অগ্রসর হই। আমি খুবই বিস্মিত হবো যদি ওখানে আমাদের প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য না পাই।

খুব দ্রুত লন্ডন শহরের কেতাদুরস্ত অলঙ্কার-স্বরূপ এক একটা অঞ্চল পেরিয়ে যেতে লাগলেন হোমসরা। প্রথমে লন্ডনের কেতাদুরস্ত পাড়া, তারপর হোটেল পাড়া, থিয়েটারপাড়া, সাহিত্যপাড়া, শিল্পীদের পাড়া, বাণিজ্য পাড়া, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা পুরোনো জীবন্ত লন্ডনে পৌঁছোলাম। এবং সেখান থেকে নদীর তীরে একটা শহরে ঢুকলাম। শহরটা পুরোনো লন্ডন, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়। গরম, আর ধোঁয়ায় ঘেরা। এখানেই একটা বড় রাস্তার ধারেই অতীতে লন্ডনের ধনী ব্যবসায়ীরা থাকত। কারখানাটি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। কারখানার বাইরের বিরাট উঠোনো, বিরাট বিরাট স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ভিতরে বিরাট একটা ঘর। তাতে প্রায় পঞ্চাশজনের মতো লোক কাজ করছে। কেউ পাথর কেটে কেটে মূর্তি তৈরি করছে আবার কেউ কেউ ছাঁচ তৈরি করছে। কেউ ঢালাই করছে। কারখানার ম্যানেজার একজন কোঁকড়াচুলের জার্মান ভদ্রলোক। উনি ওয়াটসনদের ভদ্রভাবে স্বাগত জানালেন। এবং হোম্‌সের প্রতিটি প্রশ্নের পরিষ্কারভাবে জবাব দিলেন। তাঁর রেজিস্টার থেকে দেখে নিয়ে বললেন—ডিভাইন-কৃত নেপোলিয়ান মূর্তির একটি মার্বেলের নকল থেকে প্রায় একশোর মতো প্ল্যাস্টারের মূর্তি তৈরি হয়। তার থেকে প্রথম ব্যাচের প্রথম ছয়টি মূর্তির থেকে তিনটি পাঠানো হয় মোরস হাডসনের দোকানে প্রায় বছরখানেক আগে। বাকি তিনটি মূর্তি পাঠানো হয় কেনসিংটনের হার্ডিং ব্রাদার্সের দোকানে। উঁহু, বাকি তিনটি মূর্তি থেকে এই ছটির আলাদা রকম হওয়ার কোনো কারণ নেই। তিনি বলতে পারলেন না কেন কেউ এই ব্যাচের ছয়টি মূর্তির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করছে। তিনি হোম্‌সের এইসব অদ্ভুতরকমের কথা শুনে মুচকি হাসলেন। এরা পাইকারি দরে বেচে। মূর্তিগুলি তৈরি হয় মুখের দুই পাশের দুটি ছাঁচ তুলে নিয়ে তারপর সে দুটি জুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিটি তৈরি হয়। এই কাজ সাধারণত ইতালীয়ানরা করে এবং আমরা এখন যে ঘরে দাঁড়িয়ে আছি সে ঘরেই এই কাজগুলো হয়। মূর্তিগুলি তৈরি হয়ে গেলে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা হয় শুকোনোর জন্যে, তারপর গুদাম ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি শুধু এইসবই বলতে পারলেন। কিন্তু ফটোগ্রাফটি দেখানো মাত্র ম্যানেজারের

www.pathagar.com

মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল। ক্রোধে তাঁর মুখ জ্বলে উঠল। তাঁর নীল টিউটনিক চোখের ওপর ভ্রূ-যুগল তির্যক হয়ে উঠল। বললেন, 'ওঃ, সেই বদমাইসটা! উনি ক্রোধান্বিত গলায় বলে উঠলেন।' হ্যাঁ, একে আমি চিনি, খুব, খুউব ভালো করেই চিনি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম আছে। অথচ এই হতভাগার জন্যেই প্রথম আমাদের প্রতিষ্ঠানে পুলিশের হস্তপেক্ষ হয়। বছরখানেক আগে লোকটি রাস্তায় আর একটি ইতালীয়ানকে ছুরি মেরে পুলিশের তাড়া খেয়ে কারখানায় ঢুকে পড়ে। তারপর পুলিশ এসে কারখানা থেকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। ওর নাম বেপ্পো, পদবি কী জানি না। এই ধরনের একটা কদাকার লোককে কাজে বহাল করার উপযুক্ত শাস্তি আমি পেয়েছি। কিন্তু মূর্তি গড়ায় ওর হাত খুব পরিষ্কার ছিল—আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী ছিল ও।

তারপর লোকটির কী হল? হোমস প্রশ্ন করলেন।

যাকে ছুরি মেরেছিল ভাগ্যগুণে সে বেঁচে যায়। বেপ্পোর এক বছর জেল হয়। এতদিন ও নিশ্চয়ই জেল থেকে খালাস পেয়েছে। কিন্তু এখানে এসে আবার নাক গলানোর সাহস আর ওর নেই। ওর এক খুড়তুতো ভাই এখানে কাজ করে, আমার মনে হয় সে আপনাকে হয়তো ওর সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দিতে পারে।

উঁহু উঁহু, হোমস ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—খুড়তুতো ভাইটিকে একটি কথাও নয়, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি—দয়া করে ওর ভাইকে কিচ্ছুটি জানাবেন না। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যতোই তদন্ত এগোচ্ছে ততই ঘটনাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি যখন খাতা দেখে বলছিলেন মূর্তিগুলি কবে নাগাদ বিক্রি করেছেন তখন দেখলাম ওগুলি গতবছর তেসরা জুন বিক্রি হয়েছে। আপনি কি জানেন বেপ্পো কবে গ্রেপ্তার হয়?

আমাদের হাজিরা খাতা দেখে মোটামুটি আপনাকে বলতে পারব। ম্যানেজাররটি উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ, গত বছর বিশে মে তাকে শেষ বেতন দেয়া হয়েছে।'

হোমস বললেন, 'ধন্যবাদ। আমি আপনার ধৈর্য আর সময়ের ওপর আর অত্যাচার চালাব না। বেরোতে বেরোতে হোমস ম্যানেজারকে আরো একবার সতর্ক করে দিয়ে বললেন, আমাদের এই তদন্তের ব্যাপারে উনি যেন কাউকে কিছু না বলেন। কারখানা থেকে বেরিয়ে পুনরায় হোমসরা পশ্চিমদিকে চললেন।

বিকেলের বেশকিছু আগেই ওয়াটসন ও হোমস একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকে দ্রুত দুপুরে খাওয়া খেয়ে নিলেন। রেস্তোরাঁয় ঢোকার মুখে সংবাদপত্রের হেডলাইন হোমসের নজরে এল—'কেনসিংটনে হিংসাত্মক ঘটনা। এক পাগলের দ্বারা খুন', সংবাদপত্রটি হাতে নিয়ে দেখা গেল এটা হার্কারের রিপোর্ট। হোমস বললেন—যাক শেষপর্যন্ত তাহলে ভদ্রলোক তাঁর কাগজে রিপোর্ট কবার করতে পারলেন। দুই কলম জুড়ে তিনি অত্যন্ত শিহরন জাগানো ভাষায় রোমাঞ্চকর ভঙ্গিতে পুরো ঘটনা বিবৃত করেছেন। হোমস খেতে খেতে টেবিলের ওপর কাগজটা পেতে অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে রিপোর্টটা পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে উনি মাঝে মাঝে হেসে ফেলছিলেন।

বাঃ, চমৎকার হয়েছে, ওয়াটসন, 'হোমস বললেন। আচ্ছা এখন শোনো—পুলিশের অভিজ্ঞতম অফিসারদের অন্যতম মি. লেসট্রেড এবং বিখ্যাত গোয়েন্দা মি. শার্লক হোম্সের এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, এই মূর্তি ভাঙার ঘটনাগুলি যা শেষপর্যন্ত অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ভঙ্গিতে শেষ হল তা কোনো পাগল ব্যক্তির দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে, কোনো ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। একমাত্র মানসিক বিকলনই হল এই ঘটনা পরম্পরার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। সংবাদপত্র, বুঝলে ওয়াটসন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যদি তুমি একে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারো। আচ্ছা এখন যদি তোমার শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে চল, আমরা দ্রুত কেনসিংটনে গিয়ে দেখি হার্ডিং ব্রাদার্সের ম্যানেজারের এ ব্যাপারে বলার কী আছে?'

দেখা গেল এই বিরাট দোকানটির প্রতিষ্ঠাতা একজন ছোটখাটো ক্ষীণ চেহারার ছটফটে অথচ শান্ত মানুষ। ভদ্রলোক বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ এবং রসিক।

জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, 'হ্যাঁ মশাই।' আমি এর মধ্যেই সন্ধ্যা সংস্করণের কাগজে

www.pathagar.com

সমস্ত ব্যাপারটা পড়ে ফেলেছি। মি. হোরেস হার্কার আমাদের একজন বাঁধা খদ্দের। ওই আবক্ষ মূর্তিটি আমরা ওনাকে মাস কয়েক আগেই বিক্রি করেছিলাম। স্টেপনির গেল্ডার অ্যান্ড কোম্পানিতে আমরা এই ধরনের তিনটি মূর্তির অর্ডার দিয়েছিলাম। সবগুলিই এখন বিক্রি হয়ে গেছে। কাদের? তা আমাদের বিক্রির খাতা দেখে খুব সহজেই তাঁদের নাম ঠিকানা বলে দিতে পারব। এই তো এখানে লেখা আছে দেখছি। এই যে, এই দেখুন—একটি মি. হার্কারকে, দ্বিতীয়টি মি. জোসিয়া ব্রাউনকে, ঠিকানা ল্যাবরনাম লুজ, ল্যাবর নাম ভেল, চিসউইক, এবং তৃতীয়টি মি, স্যান্ডফোর্ডকে, ঠিকানা—লোয়ার গ্রোভ রোড, রিডিং। না ফোটোর এই লোকিটকে আমি জীবনে দেখি নি, দেখলে কি ভুলতে পারি মশাই, অতো কদাকার মানুষকে কেউ কি ভোলে আপনি বলুন না! এ্যাঁ, আমাদের কোনো ইটালিয়ান কর্মচারী আছে কি না? হ্যাঁ, আমাদের কর্মচারী এবং ঝাড় দারদের মধ্যে অনেকেই ইটালিয়ান। হ্যাঁ, তারা যদি চায় তো তারা যে কেউ এই বিক্রির খাতা উল্টে দেখে থাকতে পারে, কারণ খাতাটা লুকিয়ে রাখার কোনো কারণ তো নেই। বেশ, ব্যাপারটা ক্রমেই দিব্যি রহস্যজনক হয়ে উঠেছে, আপনি যদি তদন্তে নতুন কিছু পান আমাকে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু।

মি. হার্ডিংয়ের সঙ্গে দেখা করার পর হোমসকে দেখা গেল বিস্তর কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে। তারপর কিছুক্ষণ বাদে হোমসের মধ্যে যেন একটা খুশিখুশি ভাব প্রকাশ পেল। কিন্তু তিনি তবুও ওয়াটসনকে কিছু বললেন না। স্রেফ লেসট্রেডের সঙ্গে আমাদের সন্ধ্যায় দেখা করার কথা আছে সেটি মনে করিয়ে দিয়ে শেষ মুহূর্তে তাড়া দিতে লাগলেন। ওয়াটসন জানতেন তাদের বেশ দেরি হয়ে গেছে। এবং ঠিক তাই, বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে ঢুকতেই দেখা গেল লেসট্রেড অত্যন্ত অধীর ভাবে হোম্‌স্‌দের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

লেসট্রেড প্রশ্ন করলেন, 'কী? ভাগ্য সহায় হল মি. হোমস?'

হোমস বললেন, 'সারাদিনই আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এবং মনে হয় সমস্তটাই বৃথা যায় নি। আমরা দুজন খুচরো মূর্তি বিক্রেতা ও একজন পাইকারি বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এখন আমি শুরু থেকে বলে দিতে পারি মূর্তিগুলি কোথায়, এবং কার কাছে আছে।

মূর্তি! লেসট্রেড বেশ অবাক হলেন। বেশ, বেশ, আপনার তো আবার তদন্তের নিজস্ব পদ্ধতি আছে, আমার তার বিরুদ্ধে বলার কিছু নাই। কিন্তু আমার মনে হয় আমি আপনার চেয়ে তদন্তে অনেক বেশি এগিয়েছি। নিখুঁত লোকটির পরিচয় খুঁজে পেয়েছি।

সত্যি! হোমসের কৌতূহল।

লেসট্রেড বললেন, 'এবং অপরাধের কারণও জেনে ফেলেছি।'

হোমস শুধু মন্তব্য করলেন—অপূর্ব! অপূর্ব!

লেসট্রেড বলে চললেন—আমাদের একজন ইন্সপেক্টর আছে সে সাফ্রোন হিল ও ইটালিয়ানদের বস্তি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। নিহত লোকটির গলার লকেটে ক্যাথলিক চিহ্ন দেখে এবং গায়ের রং দেখে আমার ধারণা হয়েছিল লোকটি দক্ষিণ ইটালিয়। ইন্সপেক্টর হিল নিহত লোকটির দিকে এক পলক তাকিয়েই চিনতে পেরেছে। লোকটি নেপল্‌সের লোক। নাম পিয়েত্রো ভেনুচ্চি, লন্ডন শহরের একজন সেরা গাঁটকাটা। লোকটি মাফিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। নিশ্চয় জানেন মাফিয়া হল একটি গোপন রাজনৈতিক সমাজ যারা হত্যা দ্বারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন সমস্ত ব্যাপারটা কেমন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে আসছে। হত্যাকারীটিও খুব সম্ভব একজন ইটালিয় এবং মাফিয়াদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ও মাফিয়াদের কোনো নিয়ম ভেঙে ছিল, তাই পিয়োত্রোকে ওর পেছনে লাগানো হয়। পিয়েত্রোর পকেটে যার ছবিটি পাওয়া গেছে সম্ভবত সেই-ই এ হত্যাকারী, পিয়োত্রোকে ফটোটা দেওয়া হয়েছিল যাতে সে ভুল করে অন্য কোনো লোককে না খুন করে বসে। পিয়েত্রো লোকিটকে অনুসরণ করে, এবং তাকে একটি বাড়িতে ঢুকতে দেখে। পিয়োত্রো বাইরে অপেক্ষা করে থাকে, লোকটি বাইরে এলে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পিয়োত্রো নিজেই লোকটির হাতে খুন হয়ে যায়। কী মি. হোমস কেমন মনে হল? ঠিক বলছি তো?

www.pathagar.com

হোমস প্রশংসাসূচকভাবে হাততালি দিলেন।

অপূর্ব, লেসট্রেড, অপূর্ব! হোমস বললেন। কিন্তু তোমার এই ব্যাখ্যা থেকে আমি মূর্তি ভাঙার কারণ কী খুঁজে পেলাম না তো।

মূর্তি! আপনার মাথা থেকে দেখছি এই মূর্তি ব্যাপারটা কিছুতেই যাচ্ছে না। আর যাই হোক এই মূর্তি ব্যাপারটা গৌণ, এটা একটা সামান্য ছিঁচকে চুরি, বড় জোর মাসের মেয়াদ। আমরা এখন হত্যার তদন্ত করছি। এবং আমি আপনাকে বলছি, ঘটনার সমস্ত সূতোই আমি ক্রমশঃ আমার হাতে গুটিয়ে আনছি।

তাহলে তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

খুবই সহজ। ইন্সপেক্টর হিলের সঙ্গে ইটালিয়ান বস্তিতে হানা দেব এবং ফটোগ্রাফের মানুষটিকে খুঁজে বের করে হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করব। আপনি আমার সঙ্গে আসবেন কি?

বোধহয় না। আমার মনে হয় আমরা ঘটনার শেষে আরো সহজ উপায়ে পৌঁছতে পারব। আমি অবশ্য নিশ্চিত করে বলতে পারছি না আমি সফল হবই, কারণ সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিশেষ বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে। আবার, বিষয়টা আমার—আয়ত্তে নেই। তবু সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে যদি বাজি ফেল, আমি আমার স্বপক্ষে একের বদলে দুই বাজি রাখতে পারি। আজ রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে এসো, তোমার মক্কেলকে হাতে নাতে ধরিয়ে দিতে পারব আশা করছি।

ইটালিয়ান বস্তিতে?

না, চিসউইক অঞ্চলের একটা ঠিকানায় তাকে পাবার সম্ভাবনা আরো বেশি। তুমি যদি আজ রাতে আমার সঙ্গে চিসউইকে আসো তবে আমি কথা দিলাম আগামীকাল আমি তোমার সঙ্গে ইটালিয়ান বস্তিতে যাব। একদিনের দেরির জন্যে নিশ্চয়ই তুমি কিছু মনে করবে না। আর এই মুহূর্তে আমার এও মনে হচ্ছে, এখন কয়েক ঘণ্টার ঘুম আমাদের খুব জরুরি। কেননা আজ এগারোটার আগে আমরা বেরোচ্ছি না। এবং খুব সম্ভব কাল সকালের আগে ফিরতেও পারব না। তুমি আজ রাতের খাবারটা আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নাও। তারপর এই সোফায় তোফা একটা ঘুম দিয়ে দাও। ইতিমধ্যে, ওয়াটসন, তুমি একজন দ্রুতগতি সম্পন্ন সংবাদ বাহকের ব্যবস্থা করো, এই মুহূর্তে এক জায়গায় আমাকে জরুরি একটি সংবাদ পাঠাতে হবে।

হোমস পুরো সন্ধ্যেটা আমাদের গুদোম ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন ওঁর চোখে দেখা গেল জয়ের আনন্দ, কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফলাফল আমাদের কাছে ভাঙল না। যেভাবে এই জটিল কেসের তদন্ত করে গেলেন তার প্রতিটি পদক্ষেপই আমি জানি তবু আমার মাথায় এলো না আমরা কীভাবে এই জটিল কেসের রহস্য উন্মোচন করব, যদিও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি—হোম্‌স্ আশা করছেন আমাদের ভয়ানক অপরাধীটি বাকি দুটি মূর্তিও ভাঙতে আসবে এবং আমার এখন মনে পড়ছে এর একটি মূর্তি চিসউইকে আছে। সন্দেহ নেই আমাদের আজকের অভিযানের উদ্দেশ্য অপরাধীকে হাতে নাতে ধরা, আর ওয়াটসন বন্ধুবরের প্রশংসা না করেও থাকতে পারছি না। যখন বুঝেছেন হোমস কী চতুরতার সঙ্গেই না সন্ধ্যার কাগজে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ভুল সূত্রের সন্ধান দিলেন যাতে তাদের অপরাধীটি বিভ্রান্ত হয় এবং তার বাকি দুটি মূর্তি ভাঙার অভিযানে নিঃসন্দেহে অগ্রসর হয়। যাত্রার আগে হোমস যখন ওয়াটসনকে রিভালভারটি সঙ্গে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন তখন ওয়াসটন খুব একটা অবাক হলেন না। হোমস সঙ্গে নিলেন মাথার ফাঁস লাগানো শিকারিদের একটা লাঠি। এটি হোম্‌সের প্রিয় অস্ত্র।

ঠিক রাত এগারোটায় হোমসদের দরোজায় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়িতে করে ওয়াটসনরা হ্যামারস্মিথ, ব্রিজের অপর পারে নামলেন। গাড়ির চালকটিকে এইখানে অপেক্ষা করতে বলা হল। কয়েক মুহূর্ত হেঁটে ওয়াটসনরা একটি নির্জন রাস্তায় এসে পড়লেন। রাস্তার দুই পাশে নয়নাভিরাম বাড়ি। প্রতিটি বাড়িই আলাদা আলাদা জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াটসনরা রাস্তার আলোয় এইরকমই একটি বাড়ির গেটপোস্টের কাছে এলেন—'ল্যাবারনাম

www.pathagar.com

ভিলা'। গৃহস্থেরা নিশ্চয়ই সব শুয়ে পড়েছেন। সমস্ত আলো নেভানো। শুধু হলঘরের দরোজার ওপর একটা ঢাকা আলো জ্বালানো, সেই আলোয় বাড়ির সামনের বাগানের পথটুকু মৃদুভাবে আলোকিত। কাঠের বেড়া দিয়ে দুই বাড়ির জমিটুকু বাইরের রাস্তা থেকে আলাদা করা। বেড়ার ভিতর দিকটা গভীর অন্ধকার। ওই অন্ধকারের মধ্যে ওয়াটসনরা গুটসুঁটি মেরে বসে রইলেন।

হোমস ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যাক্ ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে বৃষ্টি হচ্ছে না। সময় কাটানোর জন্যে বোধহয় সিগারেট খাওয়াও উচিত হবে না। যাই হোক পরিশ্রমের বদলে আমাদের সফল হওয়ার সম্ভবনা দুই ভাগ আর ব্যর্থ হওয়ার একভাগ।

বড় আকস্মিকভাবে এবং আশ্চর্যজনকভাবে সমস্ত ঘটনার ওপর যবনিকাপাত হল। বাগানের গেট খোলার কোনো শব্দ না করে, আমাদের সতর্কিত হবার কিছুমাত্র সুযোগ না দিয়েই হঠাৎ, মুহূর্তের মধ্যে একটা অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়ামূর্তি দ্রুত এবং অতিমানবীয় তৎপরতার সঙ্গে বাগানের পথটুকু সাঁৎ করে পেরিয়ে চলে গেল। দরোজার ওপর দিয়ে এই মৃদু আলোটা পেরিয়ে যাওয়ার সময়েই তাকে মুহূর্তের জন্যে এক পলক দেখা গেল। তারপরেই সে বাড়ির গাঢ় অন্ধকার ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছিল। তারপর জানালা খোলার খুব মৃদু শব্দ আমাদের কানে এলো। জানালাটা খোলা হল। শব্দ বন্ধ হল। তারপর দীর্ঘ নীরবতা। লোকটা বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে। হঠাৎ ওয়াটসনরা ঘরের এক কোণে মৃদু লণ্ঠনের এক ঝলক আলো দেখতে পেল। সে যা খুঁজছে তা নিশ্চয়ই সেখানে নেই। তারপর ঘরের আর এক কোণে আলোর ঝলক, তারপর আর এক কোণে।

জানালার নিচে যাওয়া যাক। লোকটা বেরোলেই ধরব। লেসট্রেড মিহিস্বরে বললেন।

কিন্তু হোমসদের ওঠার আগেই লোকটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো। লোকটা বেরিয়ে আসতে রাস্তার মৃদু আলোয় তার বগলের নিচে সাদা-মতো একটা কিছু দেখলাম। সে চারপাশে একবার সতর্ক চোখ বোলাল। নির্জন রাস্তার নৈঃশব্দে নিশ্চিন্ত হল সে। লোকটা হোমসদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে তার বয়ে আনা জিনিসটি মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর তীক্ষ্ণ আঘাতের শব্দ এবং পরক্ষণেই কোনো কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা গেল। লোকটি তার কাজে এতই মগ্ন ছিল যে, ওয়াটসনরা যখন ঘাসের ওপর দিয়ে মৃদুপায়ে তার দিকে এগোচ্ছিলেন তখন সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেল না। মুহূর্তের মধ্যে হোমস বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং পরমুহূর্তে ওয়াটসন আর লেসট্রেড লোকটার দুটি হাত চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে হাতকড়া পরানো হল। যখন ওয়াটসনরা লোকটাকে চিৎ করে ফেলেছিলেন, তখন তারা ভীত, বিবর্ণ হলদেটে মুখ দেখেই সেই ছবির লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন।

হোমস কিন্তু ধৃত ব্যক্তিটির ওপর বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিলেন না। মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে লোকটি যে জিনিসটা বাড়ির ভিতর থেকে বয়ে এনেছিল সেটি পরীক্ষা করা শুরু করলেন। ওটি ছিল নেপোনিয়নের একটি আবক্ষ মূর্তি। ঠিক যেমনটি ওয়াটসনরা আজ সকালেই দেখেছিলেন এবং ওটিও ঠিক অবিকল ওইভাবে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভাঙা হয়েছে। হোমস অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে প্রতিটি টুকরো আলোর কাছে তুলে ধরে পরীক্ষা করলেন কিন্তু এরও প্রতিটি টুক্‌রো আগের টুক্‌রোগুলির থেকে কোনো অংশে ভিন্ন নয়। হোমস তাঁর পরীক্ষা তখন সবেমাত্রও শেষ করেছেন, এমন সময় হলঘরের বড় বাতিটা জ্বলে উঠল আর বাড়ির দরোজা খুলে গেল। দরোজা দিয়ে গৃহস্বামীটি বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক বেশ হাসিখুশি, মোটা সোটা, পরনে প্যান্ট আর টি শার্ট।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি নিশ্চয়ই মি. জোসিয়া ব্রাউন?

হ্যাঁ স্যার, এবং নিঃসন্দেহে আপনি হচ্ছেন মি. শার্লক হোমস? দ্রুতগতি দূত মারফৎ আপনি যে চিরকুটটি পাঠিয়েছিলেন সেটি আমি সময় মতোই পেয়েছিলাম এবং আপনি যা

www.pathagar.com

উপদেশ দিয়েছিলেন তাই হুবহু পালন করছি। আমরা ঘরের সমস্ত দরোজা ভিতর থেকে তালা দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। যাক্, শেষপর্যন্ত সে আপনারা শয়তানটাকে ধরতে পেরেছেন এতে আমি খুশি। এবং আপনারা যদি বাড়ির ভিতরে এসে ক্লান্তি নিরসন করেন তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

কিন্তু লেসট্রেড অপরাধীকে তাড়াতাড়ি থানায় নিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তা কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি ডাকিয়ে এনে ওয়াটসনরা চারজন তাতে উঠে লন্ডনের দিকে অগ্রসর হলেন। বন্দিকে দিয়ে একটি কথাও স্বীকার করানো গেল না। সে শুধু বিধ্বস্ত চুলের অন্ধকারের আড়াল থেকে হিংস্রভাবে ওয়াটসনদের দিকে তাকাচ্ছিল। এবং একবার যখন ওয়াটসনের হাতটা তার কাছাকাছি এসে পড়েছিল সে তার ওপর ক্ষুধার্ত বাঘের মতো এক ঝাপটা দিয়েছিল। লোকটির পোষাক পরীক্ষা করে কয়েকটা শিলিং আর একটা ধারাল ছুরি পাওয়া গেল। ছুরিটির হাতলে প্রচুর পরিমাণে সাম্প্রতিক রক্তের চিহ্ন দেখা গেল।

পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে হোমসদের বিদায় দিয়ে লেসট্রেড বললেন, 'বেশ আপনারা তাহলে আসুন। কিছু ভাববেন না, মি. হোমস—ও চুপ্ করে থাকলে কী হবে, ইন্সপেক্টর হিল এইসব দাগীদের নাড়ী নক্ষত্র জানে। আপনি দেখে নেবেন আমার সেই মাফিয়া থিয়োরিটাই শেষপর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হবে। যে রকম নিপুণভাবে আপনি আমাকে অপরাধী ধরায় সাহায্য করলেন তার জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থামলাম। ব্যাপারটা আমার মাথায় আসছে না। আপনি কী করে বুঝলেন যে আজ ও ওখানেই যাবে?

হোমস বললেন, 'সে ব্যাখ্যা তুমি পরে জানতে পারবে। এখন হাতে সময় নেই। এখনো ছোটোখোটো দুই একটা হিসেব মেলানো বাকি এবং এটা এমনি এক মামলা, যার অপরাধী ধরা পড়লেও নাটকের ওপর শেষ যবনিকা পড়তে এখনো বাকি আছে। এবং এই শেষ অধ্যায়টুকু উন্মোচিত হওয়াই আসল ব্যাপার। তুমি যদি আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ আসো তো দেখবে, এই মালার আসল রহস্যটাই এখনো পর্যন্ত তুমি ধরতে পারো নি। কাল এমন কিছু তোমার কাছে উন্মোচিত করব যাতে করে এওই ঘটনা অপরাধ ইতিহাসের এক আশ্চর্য মৌলিক অধ্যায় হিসেবে তোমার মনে থাকবে। আর ওয়াটসন, তোমাকে যদি আর আমার তদন্তের ইতিহাস লেখার কোনো অনুমতি দিই তো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তির এই রহস্যময় অভিযান বর্ণনায় তোমার বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পরদিন সন্ধ্যায় লেসট্রেডের সঙ্গে আবার যখন দেখা হল, বন্দিটি সম্বন্ধে উনি আরো নতুন খবর দিলেন। তার নাম বেপ্পো—পদবী জানা যায় নি। ইটালিয়ান বস্তিতে তাকে সবাই মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থার লোক বলেই জানত। সে একজন নিপুণ ভাস্কর এবং সৎ পথেই তার আয় ছিল। কিন্তু তারপর সে বিগড়ে যায় এবং ইতিমধ্যে দুই বার জেলও খাটে—একবার একটি ছিঁচকে চুরির জন্যে এবং দ্বিতীয়বার ওয়াটসনরা যা ইতিমধ্যেই জানতেন, তারই এক দেশের লোককে ছুরি মারার জন্যে। সে নির্ভুল ইংরাজিতে কথা বলতে পারে। মূর্তি ভাঙার কারণ তখনো জানা যায় নি এবং সেই বিষয়ে কোনো প্রশ্নেরও সে উত্তর দেয় নি। কিন্তু পুলিশ জানতে পেরেছে খুব সম্ভব ওই মূর্তিগুলি সে তার নিজের হাতেই গড়েছিল, কেন না এক সময় সে গেলডার অ্যান্ড কোং-তে এই ধরনের কাজ করত। হোমসরা আগেই জেনেছিলেন, হোমস খুব শান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনে গেলেন। কিন্তু বেশ বোঝা গেল হোম্সের মন তখন ওখানে ছিল না। তাঁর এই শান্ত মুখভঙ্গির আড়ালে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি আর আকাঙ্ক্ষা চাপা ছিল। এবং ওঁর এই মিশ্র মনোভাব উনি কিছুতেই অন্য লোককে বুঝতে দেবেন না। শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর চেয়ারে চম্‌কে উঠলেন, তাঁর চোখ খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দোরগোড়ায় সেই মুহূর্তে ঘণ্টা বেজে উঠল। এক মিনিট পরেই হোমসরা সিঁড়িতে পদশব্দ শুনতে পেলেন। এবং লালমুখো, ধূসর রংয়ের ঝাঁটাগোঁফওয়ালা একজন বয়স্ক লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন। লোকটির ডান হাতে একটি পুরোনো কালের কার্পেটের ব্যাগ। ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে তিনি কথা শুরু করলেন। মি. শার্লক হোমস আছেন কি?

হোমস খুশিমুখে মাথা নত করে অভিবাদন করলেন। আপনি নিশ্চয়ই রিডিংয়ের মি.

www.pathagar.com

স্যান্ডফোর্ড?

আজ্ঞে হ্যাঁ আমি বোধহয় একটু দেরি করে ফেলেছি। আজকাল ট্রেনের কী অবস্থা বোঝেন তো! আমার কাছে নেপোলিয়ানের যে আবক্ষ মূর্তিটি আছে আপনি সেটার ব্যাপারে আমাকে চিঠি দিয়েছেন?

নিশ্চয়ই-হোমস বললেন।

আপনার চিঠি আমি সঙ্গে করে এনেছি। আপনি লিখেছেন, 'আমি ডিভাইনের নেপোলিয়ান মূর্তির একটা নকল কিনতে চাই। আপনার কাছে যে মূর্তিটা আছে আমি তার জন্যে দশ পাউন্ড পর্যন্ত মূল্য দিতে রাজি আছি। কেমন ঠিক তো?

অবশ্যই।

আমি আপনার চিঠি পেয়ে খুবই অবাক হই। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, আমার কাছে অমন একটা মূর্তি আছে তা আপনি জানলেন কি করে?

হোমস বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি অবাক হতেই পারেন। কিন্তু ব্যাখ্যাটাও খুব সহজ। হার্ডিং ব্রাদাসের মি. হার্ডিং এর কাছ থেকে জেনেছি ওঁদের শেষ মূর্তিটি আপনিই কিনেছেন এবং ওঁরাই আপনার ঠিকানাটা আমাকে দেন।

ওঃ তাই বলুন। আমি কী দামে ওটি কিনেছি তাও বলেছেন কি?

না, তা বলেন নি।

বেশ তবে বলি মশাই। আমি যদিও খুব বড়লোক নই, তবু একজন সৎ ব্যক্তি। এই মূর্তিটির বিনিময়ে আপনার কাছে থেকে এত পাউন্ড চাওয়ার আগে আমার আপনাকে জানানো উচিত, আমি কিন্তু মূর্তিটি মাত্র পনেরো শিলিং-এ কিনেছি।

হোম্‌স্ বললেন—আপনার সততাকে সম্মান জানাই মি. সান্ডফোর্ড কিন্তু একবার আমি যখন আপনাকে দাম বলে ফেলেছি তখন ওই দামেই আমি আপনাকে দেব।

আপনিও একজন সৎলোক মি. হোমস। আমি মূর্তিটি সঙ্গে করেই এনেছি। এই যে—

মি. স্যান্ডফোর্ড ব্যাগ খুলে মূর্তিটি টেবিলের ওপর রাখলেন অবশেষে ওয়াটসনরা একটা সম্পূর্ণ নেপোলিয়নের আবক্ষমূর্তি দেখলেন। ইতিপূর্বে এই মূর্তিগুলিরই ভগ্নাংশ ওয়াটসনরা বেশ কয়েকবার দেখেছেন।

হোমস পকেট থেকে একটি কাগজ এবং দশ পাউন্ডের একটি নোট বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

মি. স্যান্ডফোর্ড, আপনি এই সাক্ষীদের সামনে দয়া করে কাগজটিতে সই করুন। কাগজে লেখা আছে এই মূর্তির সমস্ত সম্ভাব্য অধিকার আপনি আমার ওপর বর্তালেন। আমি আমার সব কাজ পাকা করে রাখতে পাই বুঝলেন? কখন কী হয় বলা তো যায় না।—ধন্যবাদ মি. স্যান্ডফোর্ড এই যে আপনার টাকা। আপনার সন্ধ্যেটি সুন্দর কাটুক এই কামনা করছি।

অতিথিটি চলে যাওয়ার পর হোম্‌সের কার্যকলাপে ওয়াটসনদের কৌতূহল বেড়ে গেল। তিনি টেবিলের ড্রয়ারের ভিতর থেকে একটা সাদা পরিষ্কার কাপড় বের করে টেবিলের ওপর ঢাকা দিয়ে তাঁর কাজ শুরু করলেন। তারপর কাপড়টির এবং শেষপর্যন্ত তাঁর শিকারী লাঠিটি তুলে নেপোলিয়নের মাথায় একটি ছোট্ট করে তীব্র আঘাত হানলেন। মূর্তিটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল এবং হোমস ওই ভাঙা টুকরোগুলির ওপর অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন এবং পরমুহূর্তেই উনি জয়ের আনন্দে চিৎকার করে উঠে একটা ভাঙা টুক্‌রো ওয়াটসনদের সামনে তুলে ধরলেন। পুডিংয়ের মধ্যে ফলের টুক্‌রো যেভাবে আটকে থাকে, একটি কালো বস্তু তেমনি ওই ভাঙা টুকরোটির মধ্যে আটকে ছিল।

হোমস বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে বোর্জিয়ার বিখ্যাত কালো মুক্তোর আলাপ করিয়ে দিই।

ওয়াটসন এবং লেসট্রেড কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধভাবে বসেছিলেন অভিভূত হয়ে। তারপর—খুব সুলিখিত নাটকের চরম মুহূর্তে দর্শকরা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হাততালিতে ভেঙে পড়ে ওয়াটসনরাও তেমন হাততালি দিয়ে উঠলেন। মুহূর্তের জন্যে হোম্‌সের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তারপর

www.pathagar.com

সফল নাট্যকার যেমন নাটকের শেষে তাঁর সপ্রশংস দর্শকদের কাছে মাথা নত করে অভিবাদন গ্রহণ করেন, হোমস ঠিক সেই ভঙ্গিতে ওয়াটসনদের সামনে মাথা নোওয়ালেন। এটি এমন এক দুর্লভ মুহূর্ত যখন হোম্‌সকে সাধারণের মতো রক্তমাংসের মানুষ মনে হল। এই মুহূর্তে হোমসকে মনে হল তিনি একটা কঠিন যুক্তিসর্বস্ব যন্ত্রই নন শুধু, নিজের যোগ্যতার ওপর তাঁর দারুণ অহঙ্কার আর অসামান্য কঠিন ব্যক্তিত্বের বেড়াজাল চিরকাল সস্তা হাততালি আর প্রশংসাকে নাক উঁচিয়ে এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু দেখলাম ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময় ও প্রশংসার গভীরতা ওঁর মতো মানুষকেও স্পর্শ করে।

হোমস পুনরায় শুরু করলেন—এটিই বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত মুক্তো। যে মুক্তোটির অনুসন্ধান শুরু করেছিলাম ডেকর হোটেলে যুবরাজ কলোনারের শোওয়ার ঘর থেকে—যেখান থেকে এটি হারিয়ে গেছিল, এবং আমার কপালগুণে আজ আরোহমূলক যুক্তি পরম্পরার ফলে সেই অনুসন্ধান শেষ করলাম নেপোনিয়নের এই ছয়টা মূর্তির এই শেষ মূর্তিটির ভেতরে—এই মূর্তিগুলির নির্মাণ করেছেন স্টেপনির গেলডার অ্যান্ড কোং। লেস্ট্রেড তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মুক্তোটির অদৃশ্য হওয়া নিয়ে সেই সময় কেমন ওই চই পড়ে গেছিল। এবং তা উদ্ধার করার জন্যে লন্ডন পুলিশের ব্যর্থ চেষ্টা। পুলিশ সে সময় আমার সঙ্গেও পরামর্শ করে। কিন্তু আমিও সে সময় ব্যর্থ হয়েছিলাম। রাজকন্যার দাসীটির ওপর সন্দেহ পড়ে। দাসীটি একজন ইটালিয়ান এবং প্রমাণ হয়েছে দাসীটির লন্ডন শহরে একজন ভাই আছে। কিন্তু সেই সময় তাদের মধ্যে যোগাযোগ আবিষ্কার করতে আমরা ব্যর্থ হই। দাসীটির নাম লুক্রেশিয়া ভেনুচ্চি, এবং আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে খুন হওয়া পিয়েত্রো এই দাসীটির ভাই। আমি পুরোনো সংবাদপত্রগুলি ঘাঁটছিলাম, দেখলাম, গেলডার অ্যান্ড কোম্পানির কারখানায় একটি হিংসাত্মক ঘটনার অপরাধে পুলিশের হাতে বেপ্পো যেদিন গ্রেপ্তার হয় তার ঠিক দুদিন আগে মুক্তোটি চুরি যায়। আর ঠিক সেই সময় ওই মূর্তি ছয়টি কারখানায় তৈরি হচ্ছিল। এবার নিশ্চয়ই তোমরা পরবর্তী ঘটনাগুলি পর-পর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। অবশ্য আমার কাছে এই ঘটনাগুলি এসেছিল বিপরীত দিক দিয়ে। বেপ্পো মুক্তোটি হাতিয়ে নিয়েছিল খুব সম্ভব পিয়েত্রোর আস্থাভাজন লোক ছিল। কিংবা খুব সম্ভব সেই-ই পিয়েত্রো এবং তার বোনের মধ্যে যোগসূত্র ছিল। সে যাই-ই হোক। সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

আসল ঘটনা হল যে, বেপ্পো মুক্তোটা যখন হাতিয়ে নিয়েছিল এবং ঠিক সেই সময়েই পুলিশ তাকে তাড়া করে। বেপ্পো তার কারখানার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সে বুঝতে পারছিল দু-এক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করবে। এই সময়েই মধ্যেই মুক্তোটা তাকে লুকাতে হবে। তা না হলে তার শরীর তল্লাস করার সময় পুলিশ এই অসমান্য মূল্যবান মুক্তোটা পেয়ে যাবে। কারখানায় তখন ছটি প্লাস্টারের নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তি শুকাবার জন্যে রাখা ছিল। এর মধ্যে একটি মূর্তি তখনো কাঁচা ছিল। বেপ্পো একজন নিপুণ মূর্তি শিল্পী, সে মুহূর্তের মধ্যে এই কাঁচা মূর্তিটিতে একটি ছোট একটা ফুটো করে তার মধ্যে মুক্তোটি ফেলে দেয় তারপর তার হাতের দু-একটি আঁচড়েই গর্তটা ভরাট করে দেয়। বাইরে থেকে দেখে তখন আর ছটি মূর্তির মধ্যে পার্থক্য বোঝা সম্ভব নয়। লুকোনোর পক্ষে জায়গাটা দারুণ সন্দেহ নেই। বেপ্পো ছাড়া কারোর পক্ষেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বেপ্পোর এক বছর জেল হয়ে গেল, আর ইতিমধ্যে মূর্তি ছয়টি লন্ডনের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্রি হয়ে গেল। পরে সে নিজেও বুঝতে পারল না কোন্ মূর্তিটির মধ্যে তার রতটি লুকানো আছে। মূর্তিটির কাঁচা অবস্থায় মুক্তোটি মূর্তির ভিতরে প্লাস্টারের মধ্যে আটকে গিয়েছিল, আর সত্যিই মূর্তিগুলি তাই ঝাঁকিয়েও বোঝা যাচ্ছিল না কোনটির মধ্যে রত্নটি আছে। শুধু মূর্তিগুলি ভেঙেই রত্নটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল। বেপ্পো জেল থেকে বেরিয়ে হাল ছাড়ল না। অসীম ধৈর্য আর ধূর্ততার সঙ্গে সে তার গুপ্তধনের অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগল। তার এক খুড়তুতো ভাই গেলডারের ওখানে কাজ করত, তার মারফত বেপ্পো জানল কোন কোন দোকান মূর্তিগুলি কিনেছে। সে মোরস্ হাডসনের দোকানে একটা কাজ জুটিয়ে ফেলল। এবং তিনটি মূর্তির সন্ধান পেয়ে গেল। কিন্তু ওই তিনটি মূর্তির

www.pathagar.com

কোনোটাতেই মুক্ত ছিল না। এরপর হার্ডিং ব্রাদার্সের কিছু ইটালিয়ান কর্মচারীর মাধ্যমে.সে বাকি তিনটি মূর্তির হদিস পেয়ে গেল। প্রথম মূর্তিটি কিনেছিল হার্কার। এদিকে পিয়েত্রো তাকে অনুসন্ধান করতে করতে এখানে এসে পৌছাল। পিয়েত্রো বেপ্লোকে মুক্তটি ফেরত দিতে বলল। তারপর মাঝামাঝি এবং বেপ্লো পিয়েত্রোকে ছুরি চালিয়ে খুন করে ফেলল।

পিয়েত্রো তো বেপ্লোকে চিনতই, তবে ও কেন পকেটে বেপ্লোর ছবি নিয়ে ঘুরত? ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন।

হোমস বললেন, 'অনুসন্ধানের সময় যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বেপ্লোর খোঁজের প্রয়োজন হয় তবে ফটোটা কাজে লাগবে। এই জন্যেই সে ফটোটা কাছে রেখেছিল। যাই হোক হত্যাকাণ্ডের পর বোঝা গেল, এই বেপ্লো আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চাইবে। সে আশঙ্কা করেছিল পুলিশ তার অভিসন্ধি এবার বুঝে ফেলবে এবং তার আগেই হয়তো মুক্তোটি উদ্ধার করে ফেলবে। অবশ্য আমি তখনো জানতাম না, হার্কারের মূর্তির ভেতর সে মুক্তোটি পেয়ে গেছে কি না? ও যেভাবে মূর্তিটি অন্য বাড়িতে বয়ে নিয়ে গিয়ে ল্যাম্পপোস্টের নিচে ভেঙেছিল তাতে করে আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম ও কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সেটা যে মুক্তোই তা বুঝি নি। যেহেতু হার্কারের মূর্তিটি বাকি তিনটি মূর্তির একটি, তাই আমি ভেবেছিলাম মুক্তটি সেখানে থাকার সম্ভাবনা দুইয়ের ভেতর এক। তখনো আরো দুটি মূর্তি বাকি ছিল এভং আমি নিশ্চিত ছিলাম সে প্রথমে লন্ডন শহরের মূর্তিটি আক্রমণ করবে। তাই আমি ওই বাড়ির গৃহস্থদের আগে থেকে সজাগ করে দিই। যাতে দ্বিতীয় আর কোনো রক্তপাত না ঘটে। এবং আমরা নিজেরাই সেখানে তার জন্যে অপেক্ষায় থাকি। এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের অভিযান সফল হয়। এর মধ্যেই আমার অনুমান হয়েছিল, আমরা বোর্জিয়ার মুক্তোটির পেছনে তাড়া করে ফিরছি। কারণ নিহত ব্যক্তির নাম থেকেই আমি দুইয়ে আর দুইয়ে চার করি। বাকি ছিল মাত্র আর একটি মূর্তি—রিডিং এর মূর্তিটি এবং মুক্তোটি অবশ্যই সেখানে আছে। তোমাদের সামনেই এটি আমি মালিকের কাছ থেকে কিনি এবং এই তো মুক্তটি দেখতে পাচ্ছ!

কয়েক মুহূর্ত সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইলেন। লেসট্রেড অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, 'মি. হোমস আমি আপনাকে অনেক বড় বড় ঘটনার তদন্ত করতে দেখেছি। কিন্তু এ ঘটনায় আপনি যে ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় দিলেন তাঁর তুলনা নেই। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের আমরা আপনার জন্যে গর্ব অনুভব করছি।

হোমস বললেন, 'ধন্যবাদ।' তারপর আবেগের সংযম করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে ওয়াটসনকে বললেন, 'ওয়াটসন, মুক্তোটা সাবধানে তুলে রাখো। আর কঙ্ক সিঙ্গলটন জালিয়াতি কেসের ফাইলটা বার করো। কাগজপত্রগুলো ভালো করে দেখি এবার।'

নিঃসঙ্গ সাইকেল আরোহী

এ কাহিনী হল চার্লিংটনের সাইকেল আরোহী মিস ভায়োলেট স্মিথের কাহিনী। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের নোটবুকে ওয়াটসন দেখলেন ২৫ এপ্রিল শনিবার মিস ভায়োলেট স্মিথের কথা লেখা আছে। যখন সে আসে তার মামলাটা মি. হোমসের কাছে ততটা গুরুত্ব পায় নি। বা অন্যান্য মামলার মতো হোমস এই মামলাটাকে স্বাগত জানাতে পারেন নি, কারণ তখন মি. শার্লক হোম্সের হাতে বিখ্যাত তামাক ব্যবসায়ী কোটিপতি জন ভিনসেন্ট হার্ডেন-এর ওপর সে অত্যাচার চলছিল সেই মামলা তখন তাঁর হাতে ছিল। হোমস নির্ভুলভাবে ও একাগ্রমনে কাজ করতে ভালোবাসতেন, তাই যে কাজে মন দিয়েছেন তা ফেলে অন্য বিষয়ে মন দেওয়া অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। কিন্তু রূঢ় ব্যবহার তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এই দীর্ঘকায়া সুন্দরী, রাজকীয় মর্যাদার অপূর্ব তরুণীটি যখন একদিন সন্ধ্যার পর বেকার স্ট্রিটে এসে তাঁর উপদেশ আর সাহায্য প্রার্থনা করল, তাকে বিমুখ করা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। এ কথায় কোনই কাজ হল না যে তাঁর একেবারেই সময় নেই। স্মিথ প্রায় যেন জোর করেই হোমসকে তাঁর কাহিনী শোনাতে চাইলেন। অতএব হোমস বাধ্য হয়েই ক্লান্ত হাসি হেসে তাকে বসেত বলে বললেন—বলুন কী হয়েছে?

www.pathagar.com

হোমস সবিস্ময়ে তাঁর পায়ের দিকে লক্ষ করছিলেন। মন্তব্য করলেন—নিশ্চয়ই আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু নয়, অমন উৎসাহের সঙ্গে যে সাইকেল চালায় তার মধ্যে কর্মক্ষমতার অভাব থাকতে পারে না। ওয়াটসনও লক্ষ করলেন—তার জুতোর তলার একটা দিক প্যাডেলের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে মসৃণতা ঈষৎ হারিয়েছে।

স্মিথ বলল—হ্যাঁ মি. হোমস প্রচুর সাইকেল চড়ি আমি। এবং আমার এই আপনার কাছে আসার সঙ্গে সেই ব্যাপারের সম্বন্ধ আছে।

মেয়েটির দস্তানা না পরা হাতটা হোমস নিরাসক্ত ভঙ্গিতে অমন মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, যেন কোনা বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষার বস্তু লক্ষ করছেন। তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—কিছু মনে করবেন না, আমার কাজই হলো এই। আপনি টাইপ করেন মনে করে ভুল করে বসেছিলাম আর একটু হলে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আপনি বাজনা বাজান। আঙুলের ডগাগুলো কেমন লক্ষ্য করো ওয়াটসন—ওই দুটো কাজের ফলেই অমনটি হয়ে থাকে। এই বলে তার মুখটা আলোর দিকে তুলে ধরলেন—টাইপ করলে এমনটি হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে আপনি সঙ্গীতজ্ঞ।

মিস স্মিথ বললেন—হ্যাঁ, হোমস, আমি বাজনা শেখাই।

শহরতলিতে নিশ্চয় থাকেন, গায়ের রং দেখে আন্দাজ করছি—হোমস বললেন।

মেয়েটি বলল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, সারের সীমানায় ফার্নহ্যাম-এর কাছে।

হোমস মন্তব্য করলেন—চমৎকার ও অঞ্চলটা, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক অনেক কিছুই মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে আছে তো ওয়াটসন, ওরই কাছে আমরা একটা জায়গায় আমরা জালিয়াত আর্চি হ্যানফোর্ডকে ধরেছিলাম। আচ্ছা মিস্ ভায়োলেট, সারের সীমানায় আপনার ফার্নহ্যামের ঘটনা এবার শোনা যাক।

অত্যন্ত শান্ত গলায় পরিষ্কার ভাবে মেয়েটি এই অদ্ভুত কাহিনীর বর্ণনা করল—আমার বাবা মারা গেছেন। তিনি ছিলেন ইম্পিরিয়্যাল থিয়েটারের অর্কেস্ট্রার পরিচালক, নাম জেমস স্মিথ। ফলে তখন আর আমার আত্মীয়স্বজন বলতে কেউই ছিল না, কেবল র‍্যালফ স্মিথ নামে এক কাকা ছিল, এবং পঁচিশ বছর আগে সেই যে তিনি আফ্রিকায় চলে যান তারপরে আর তাঁর সম্বন্ধে কোনো খবরই পাওয়া যায় নি। তাই বাবার মৃত্যুতে আমাদের অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়।

একদিন শুনলাম দি টাইমস পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমাদের সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে। আন্দাজ করতে পারেন এ খবরে আমরা কতোটা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি প্রচুর সম্পত্তি আমাদের জন্যে রেখে গেছে। আমরা সেই উকিলের কাছে গেলাম যাঁর নামে বিজ্ঞাপনটি দেয়া হয়েছিল। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরা মি. ক্যারুথার্স আর মি. উডলি নামে দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা বলেছিলেন—তাঁরা হলেন কাকার বন্ধু। ক'মাস আগে তার জোহোনবার্গে দারিদ্রের মধ্যে মৃত্যু হয়। অন্তিম মুহূর্তে কাকা অনুরোধ করেছেন, যে, তাঁর আত্মীয়দের খুঁজে বার করতে এবং তাঁদের যেন কোনো অভাব না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে। আশ্চর্য লাগলো ভেবে যে, যে র‍্যালফ কাকা যতোদিন বেঁচেছিলেন কোনোদিন আমাদের খবর নেননি, মৃত্যুর সময় তিনি আমাদের এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠলেন। মি. ক্যারুথার্স ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনেই তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এ বিষয়ে কিছু দায়িত্ব আছে তাঁর।

হোমস বললেন—কিছু মনে করবেন না বাধা দিচ্ছি বলে এই সাক্ষাৎকারটা কবে ঘটেছিল।

মেয়েটি বললো—গত ডিসেম্বরে, অর্থাৎ চারমাস আগে।

হোমস বললেন—আচ্ছা বলে যান।

মি. উডলিকে আমার অত্যন্ত বিশ্রী বলে মনে হয়েছিল। সমস্তক্ষণই তিনি আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। রুক্ষ গালফুলো এক তরুণ, তিনি গোঁফ লাল, মাথার চুল মাঝখান

www.pathagar.com

থেকে দুইদিকে পাট করা। অত্যন্ত ঘৃণ্য চেহারা এও মনে হল, যে সিরিল মোটেই পছন্দ করবে না যে আমি অমন একটা লোকের সংস্পর্শে আসি।

ও, সিরিল বুঝি নামটা? হাসতে হাসতে হোমস বললেন।

লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠে হেসে ফেলল মেয়েটি। বলল—হ্যাঁ, মি. হোমস। সিরিল মর্টন হচ্ছে এক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এই গ্রীষ্মের পরেই আমাদের হবে। কী আশ্চর্য, তার কথা কেন তুললাম, কী জানি! আমি বলতে চাইছিলাম উডলি লোকটি হলো অত্যন্ত জঘন্য। কিন্তু মি. ক্যারুথার্স বয়সে অনেকটা বেশি এবং লোক হিসেবে ভদ্রলোক, ওর থেকে অনেক ভালো। তিনি হলেন কালচে, ফ্যাকাসে মানুষ, গোঁফ কামানো, কথাবার্তা বলেন কম। তাঁর ব্যবহার নম্র, মুখে সুন্দর হাসি লেগেই আছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ করে যখন তিনি জানলেন যে আমরা গরিব তখন তিনি তাঁর দশ বছরের একমাত্র মেয়ের সংগীত শিক্ষক হিসেবে আমায় চাকরি দিতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি আমার মাকে ছেড়ে যেতে চাই না। তাতে তিনি বললেন, আমি প্রতি সপ্তাহ শেষটা মার কাছে কাটিয়ে যেতে পারি, আর মাইনে দেবেন বললেন বছরে একশো পাউন্ড। মাইনেটা অত্যন্ত লোভনীয় সন্দেহ নেই। শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম আমি। চিরটার্ন গ্রেঞ্জে গেলাম। মি. ক্যারুথার্স ছিলেন বিপতীক, তবে, গৃহকর্ত্রী হিসেবে মিসেস ডিক্সন নামে এক অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে রেখেছিলেন। মেয়েটিও ভারি চমৎকার। অর্থাৎ তখন আমার মনে হয়েছিল দিনগুলো বেশ ভালোভাবেই কাটবে। মি. ক্যারুথার্স ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং সংগীত প্রেমী। সন্ধ্যেটা তাই বেশ কেটে যেত। প্রতি সপ্তাহান্তে আমি শহরতলিতে গিয়ে মায়ে সঙ্গে দেখা করতাম।

আমার সুখের প্রথম বাধা হলো লালগুঁফো মি. উডলির আবির্ভাব। এক সপ্তাহের জন্যে তিনি বন্ধুর কাছে এসেছিলেন বটে, কিন্তু আমার মনে হলো সময়টা যেন তিনমাসের কম নয়। ভয়ঙ্কর ব্যক্তি তিনি, আমার সঙ্গে ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই একরকম গুণ্ডার মতো ব্যবহার করতেন। আর আমার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতেন। কুৎসিতভাবে তিনি আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করতেন,—তাঁকে বিয়ে করলে লন্ডনের সেরা সেরা হীরে সব আমাকে দেবেন। শেষপর্যন্ত যখন আমি তাঁকে সরাসরি প্রত্যাখান করলাম, একদিন খাওয়া দাওয়ার পর তিনি আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন—প্রচণ্ড জোর ছিল ভদ্রলোকের—বললেন, কিছুতেই ছাড়বেন না যতোক্ষণ না আমি তাঁকে চুমু খাই। মি. ক্যারুথার্স এসে তাঁকে জোর করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেন। তখন মি. উডলি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তাঁকেই আক্রমণ করে আঘাত করলেন। মি. ক্যারুথার্সের মুখ ফেটে যায়।

সেই থেকে মি. উডলি আর আসেনি। পরদিন মি. ক্যারুথার্স আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, অভয় দিয়ে বলেন আর কখনও আমাকে অমন অপমান সহ্য করতে হবে না। সেই থেকে আর মি. উডলিকে আমি দেখিনি। এবার মি. হোমস আমি মূল কথায় আসি যার জন্যে আজ আমি আপনার উপদেশ পেতে এসেছি। প্রতি শনিবার দুপুরের আগে আমি ১২টা ২২ মিনিটের গাড়ি ধরবার জন্যে সাইকেলে করে ফার্নহ্যাস স্টেশনে যাই। চিলটার্ন গ্রেঞ্জ থেকে স্টেশনের রাস্তাটা জনবিরল এবং একটি জায়গাই বিশেষ করে। এই জায়গাটার একদিকে হলো চার্লিংটন হল আর অপর দিকে হলের জঙ্গল। জায়গাটার বিস্তৃতি এক মাইলেরও বেশি। এমন নির্জন রাস্তা আর কোথাও নেই, একটা গোরুর গাড়ি একটা মানুষেরও দেখা মেলে না যতোক্ষণ না ক্রুসকৃত বেরি হিল এবং কাছের বড় রাস্তায় পৌঁছানো যায়। দুই সপ্তাহ আগে আমি একবার এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক সময় কি একটা শব্দে পেছন ফিরে দেখি প্রায় দুশো গজের মধ্যে একজন লোক সাইকেল করে আসছে। লোকটাকে মধ্যবয়সী বলে মনে হল, গালে ঘন ছোট ছোট দাড়ি। ফার্নহ্যামে পৌঁছবার আগে আরো কবার তাকালাম। কিন্তু লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না। তাই আর আমি ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না। কিন্তু বুঝতেই পারছেন কী আশ্চর্যই না হয়েছিলাম যখন সোমবারও পথে ঠিক ওই জায়গাটাতেই ওই লোকটিকে দেখতে পেলাম। আমার বিস্ময় আরো বেড়ে গেল যখন পরের শনি ও সোমবারে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি

হল। প্রতিবারই দূরত্বটা ঠিক একই রয়ে গেল এবং কোনোবারেই সে আমার কোনো ক্ষতি করে নি। কিন্তু তাহলেও ব্যাপারটা যে খুবই অদ্ভুত তাতে সন্দেহ নেই। মি. ক্যারুথার্সকে বলতে মনে হলো তাঁরও কৌতূহলের উদ্রেক ঘটল। তিনি বললেন—তিনি একটা ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, তাকে আর একা ওপথ দিয়ে যেতে হবে না। গাড়িটার এই সপ্তাহেই আসার কথা ছিল, কিন্তু যে জন্যেই হোক এল না, ফলে আমায় সাইকেল করেই পথটা পাড়ি দিতে হল। এ হল আমার সকালের ঘটনা বুঝতেই পারছেন চার্লিংটন হিথে এসে আমি পেছন ফিরে তাকাতেই আজও সেই লোকটিকে ঠিক সেইভাবেই দেখতে পেলাম। এতটা পেছনে ছিল যে আজ তার মুখ দেখতে পাই নি, তবে লোকটা যে আমার অচেনা তাতে সন্দেহ নেই। পরনে কালচে রঙের পোশাক, মাথায় কাপড়ের টুপি। তার মুখের মধ্যে যা স্পষ্ট দেখতে পেলাম সে হল তার দাড়ি। আজ আমার ভয় হল না, বরং কৌতূহলের উদ্রেক হল। ঠিক করলাম জানতে হবে ও কে? এবং কী চায় সে আমার কাছে। সাইকেলের গতি কমিয়ে দিলাম। সেও থামল। তারপর আমি ওর জন্যে ফাঁদ পাতলাম। এক জায়গায় রাস্তাটা অনেকখানি বাঁক নিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেলাম সেই জায়গাটা। তারপর সাইকেল থেকে নেমে একটু আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভেবেছিলাম থামবার আগে ও আমাকে পার হয়ে যাবে। কিন্তু এলই না সে। তখন আমি মোড়টার কাছে গিয়ে ফিরে তাকালাম। প্রায় একমাইল মতো রাস্তা আমার চোখে পড়ল। কিন্তু সব শুনশান। কোথাও ওকে দেখা গেল না। আরও আশ্চর্য, আশেপাশে অন্য কোনো রাস্তাও নেই যেখান দিয়ে ও চলে যেতে পারে।

মুচ্‌কি হেসে হোমস হাতে হাত ঘষ্‌তে লাগলেন। বললেন—মামলাটার মধ্যে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। আচ্ছা, মোড় দিয়ে যাওয়ার রাস্তায় কোনো লোক নেই—এইটা বোঝার মধ্যে কতটা সময়ের ব্যবধান হবে?

মেয়েটি বলল—দুই থেকে তিন মিনিটের মতো।

তাহলে নিশ্চয়ই সে পেছন ফিরে চলে যায় নি। বলছেন তো, যে আর কোনো রাস্তা নেই ওই একটা ছাড়া?

না নেই। মেয়েটি নিশ্চিত স্বরে বলল।

তাহলে নিশ্চয়ই সে কোনোদিকে কোনো হাঁটা-পথ ধরে থাকবে।

মেয়েটি বলল—অন্তত প্রান্তরের দিকে নয় তাহলে দেখতে পেতাম।

হোমস এবার তার নিজস্ব ভঙ্গিমায় বললেন—অতএব যেগুলো সম্ভব নয় সেগুলো বাদ দিয়ে আমরা আপাতত এই সিদ্ধান্তে আসছি যে সে চার্লিংটন হলের দিকে চলে গেছিল—সেটা তো ওই রাস্তার এক দিকে তাই তো? আচ্ছা, আর কিছু?

মেয়েটি বলল—না, আর কিছু নয়। কেবল এই যে, আমি এমন হতভম্ব হয়ে গেছিলাম যে শান্তি পাচ্ছিলাম না, যতোক্ষণ না আপনার উপদেশ পাচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন হোমস। তারপর বললেন—কোথায় কাজ করেন, সেই ভদ্রলোক যাঁর আপনি বাগদত্তা?

কোভেন্ট্রির, মিডলল্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানিতে।

তা এমন কি হতে পারে না যে তিনিই আপনাকে চম্‌কে দেবার জন্যে এমনটা করছেন?

মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলল—কী যে বলেন? ও হলে কী চিনতে পারতাম না?

হোমস হেসে বললেন—আপনার আর কোনো ভক্ত আছে কী?

মেয়েটি বলল—সিরিলকে চেনবার আগে অমন অনেকেই ছিল।

তারপরে?

এই বিশ্রী লোকটি উডলি, যদি ওকে ভক্ত বলেন!

তাছাড়া, আর কেউ নয়? হোম্‌সের প্রশ্ন। কে সে?

অবশ্য এটা হয়তো—মেয়েটি ঢোক গিলে বলল—আমার খেয়াল মাত্রও হতে পারে। কী জানেন, মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমার মনিব মি. ক্যারুথার্স যেন আমার ব্যাপারে বেশি মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন। কাছাকাছি আসতে হয় আমাদের, সন্ধেটা আমি তাঁর সঙ্গে

www.pathagar.com

একসাথে কাটাই। অবশ্য কোনোদিনই কিছু বলেন নি অত্যন্ত ভদ্রলোক তিনি, তবু মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে।

ও! তা, জীবিকার জন্যে তিনি কী করেন?

তিনি অত্যন্ত ধনী।

কিন্তু ঘোড়া বা গাড়ি তো তাঁর নেই।

সে যাইই হোক অন্তত অত্যন্ত স্বচ্ছল সে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে সপ্তাহে দুই তিনি দিন শহরে যান, দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার শেয়ার বাজারের ব্যাপারে তাঁর প্রচুর আগ্রহ।

হোমস বললেন—ঠিক আছে, নতুন কোনো ঘটনা ঘটলে আমাকে খবর দেবেন। আপাতত আমি অত্যন্ত ব্যস্ত, তা সত্ত্বেও আপনার মামলার সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধানের সময় আমি করে নেব। ইতিমধ্যে আমায় না বলে কিছু করতে যাবেন না। মেয়েটি চলে যেতে এমন একটি মেয়ের পিছু নেবে লোক, এ তো প্রকৃতিরই বিধান। পাইপে টান দিতে দিতে হোমস বললেন—কিন্তু তাই বলে সাইকেল নিয়ে নির্জন গ্রাম্যপথে পিছু নেওয়া ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না! ব্যাপারটা গোপন রাখতে চায় এমন কোনো প্রেমিকই হবে নিঃসন্দেহে কিন্তু মামলাটার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার কিছু একটা আছে ওয়াটসন।

হ্যাঁ এই যেমন, ঠিক একটি জায়গাতেই তাকে দেখতে পাওয়া—ওয়াটসন বললেন।

হোমস বললেন—ঠিকই বলেছ। আমাদের প্রথম কাজ এখন হবে খবর নেওয়া চার্লিংটন হলের বাসিন্দা কারা। তারপর ক্যারুথার্স আর উডলির মধ্যে সম্পর্কটা কী, বিশেষ করে যখন ওরা অমন ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের। র‍্যালফ স্মিথের আত্মীয়দের খোঁজে তাদের দুইজনের এতো উৎসাহ কেন? আবার একটা কথা—কী ধরনের লোক ওরা যারা একজন সংগীত শিক্ষিকার জন্যে ডবল বেতন দেয়। অথচ তাদের বাড়ি স্টেশন থেকে ছয়মাইল দূরে হলেও ঘোড়া রাখে না। অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত ওয়াটসন।

যাবে নাকি ওখানে?

উঁহু, আমি নয়, যাবে তুমি। হয়তো দেখা যাবে একটা সাধারণ ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়, এর জন্যে হাতের জরুরি গবেষণার কাজটা অবহেলা করা চলে না। সোমবার ভোরে ফার্নহ্যামে পৌঁছবে, চার্লিংটন হিথের কাছে লুকিয়ে লক্ষ করবে আর নিজের বুদ্ধি মতো কাজ করবে। তারপর হলের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এসে আমায় জানাবে। ব্যস্ ও নিয়ে আপাতত আর একটিও কথা নয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত না কিছু ভালো সূত্র পাচ্ছি যাতে করে সমাধানের চেষ্টা হতে পারে। ওয়াটসন মেয়েটির কাছে সঠিকভাবে জেনে নিয়েছিলেন যে সে সোমবার ওয়ার্টালু থেকে ৯-৫ মিনিটের গাড়িতে গিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ৯-১৩ মিনিটের ট্রেন ধরলেন ওয়াটসন। ফার্নহ্যাম স্টেশনে নেমে চার্লিংটন হিথের সঠিক জায়গাটা চিনে ভুল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ রাস্তাটার একদিকে নিষ্পাদপ প্রান্তর আর অন্য দিকে ইউ গাছের একটা বেড়া একটা বাগান ঘিরে, সুন্দর সুন্দর গাছে সেই বাগানটা সাজানো। শাওলা ধরা বড় বড় পাথর দিয়ে প্রধান গেটটা তৈরি, তার প্রত্যেকটি থামের ওপর কুলজির চিহ্ন। কিন্তু মাঝখানের এই গাড়ি-চলার পথ ছাড়াও লক্ষ করা গেল বেড়ার এখানে ওখানে যে ফাঁক সেখান দিয়েও পথ। রাস্তা থেকে বাড়িটা অদৃশ্য বটে, কিন্তু তাহলেও আশেপাশে সর্বত্রই বিষাদ আর অবক্ষয়ের চিহ্ন।

সারাটা প্রান্তর ঘিরে ইতস্তুতভাবে গুল্ম সোনালি গর্স ফুটে আছে সেখানে বসন্তের উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করেছে। এইরকম একটা ঝোপের আড়ালে ওয়াটসন আশ্রয় নিলেন। রাস্তায় তখন জনমানবের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন যেদিক থেকে তিনি এসেছিলেন তার বিপরীত দিক থেকে একটা সাইকেল এগিয়ে আসছে। আর সেই সাইকেল-আরোহী চার্লিংটনের বেড়াটার কাছে আসতে আসতে তাকিয়ে দেখছে চারদিকে। পরমুহূর্তেই লক্ষ করলেন ওয়াটসন লুকোনোর জায়গা থেকে বেরিয়ে লোকটা একলাফে সাইকেলে উঠে মেয়েটির পেছন পেছন যেতে লাগল। বিস্তীর্ণ এলাকাটার মধ্যে চলমান বস্তু দেখা গেল মাত্র

www.pathagar.com

দুটি তার পেছনে এ লোকটি সাইকেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, একটা চোর-চোর ভাব তার প্রতিটি ভঙ্গিতে। মেয়েটি পেছন ফিরে তাকাল তার দিকে, তারপর গতি মন্থর করল। পেছনের লোকটির গতিও মন্থর হল সেই সঙ্গে। তখন থামল মেয়েটি। লোকটিও থামল তক্ষুনি। মেয়েটির থেকে তার দূরত্ব তখন দুশো গজের মতো। তারপর মেয়েটি যা করল তা যেমন অভাবনীয় তেমনিই তেজোদৃপ্ত। তাড়াতাড়ি সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা ছুটে গেল লোকটির দিকে। লোকটিও তেমনি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল প্রাণপণ। তখন মেয়েটি উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা তুলে ফিরে এল পেছন দিকে তার তাকাল না। আর লোকটিও তখন ফিরে এসে চলল তার পিছু পিছু, ব্যবধানটা বজায় রেখে। তারপর রাস্তাটা বেঁকে যাওয়ার জন্যে আর তাদের ওয়াটসন দেখতে পেলেন না।

ওয়াটসন তার লুকোনোর জায়গাতেই রয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল লোকটি আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে ফিরে আসছে। হলের গেটের কাছে এসে লোকটি সাইকেল থেকে নামল। লক্ষ্য করলেন সেখানেই সে গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট হাত তুলে। মনে হল টাইটা ঠিক করে নিচ্ছে। তারপর আবার সাইকেল চড়ে গেল প্রান্তরের দিকে। ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ওযাটসনও তার পিছু নিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন। গাছগুলোর দিকে উঁকি দিয়ে তাকাতে তাকাতে অনেকটা দূর থেকে ধূসর পুরোনো বাড়িটা মাঝে মাঝে মনে হলো সকালটা তার বৃথা যায় নি। তাই তিনি আনন্দের সঙ্গে ফার্নহ্যামে ফিরে এলেন। স্থানীয় বাড়ির দালালের কাছে খোঁজ করে চার্লিংটন হল সম্বন্ধে কিছু জানা গেল না। তবে, পল-মল-এর এক সুপরিচিত দপ্তরের ঠিকানা দালালটি দিয়ে দিলেন যেখানে গেলে এ বিষয়ে খবর পেতে পারি। ফেরার পথে সেখানে থামলেন ওয়াটসন। প্রচুর ভদ্রতার ও সৌজন্যের সঙ্গে সেখানকার প্রতিনিধি ওয়াটসনের সঙ্গে কথা বললেন। না, গ্রীষ্মের জন্যে চার্লিংটন হল ভাড়া পাওয়া যাবে না, বড় দেরি করে ফেলেছি। মাসখানেক হলো ওটা ভাড়া হয়ে গেছে, ভাড়াটের নাম মি. উইলিয়ামসন। মানী লোক, বয়স্কের বেশি তিনি কিছু বলতে পারবেন না, ভাড়াটেদের ব্যাপার নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চান না।

ওয়াটসন সন্ধেবেলা ফিরে যে দীর্ঘ বিবরণ হোমসকে শোনালেন—হোমস মন দিয়ে সব শুনলেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত যে প্রশংসা ওয়াটসন আশা করেছিলেন তা তিনি হোমসের কাছ থেকে পেলেন না। উল্টে বরং তাঁর মুখের ভাবটা আরো রুক্ষ হয়ে উঠল যখন তিনি যা করেছেন, যা করেন ভাবটা আরও রুক্ষ হয়ে উঠল যখন তিনি যা করেছেন, যা করেন নি এ নিয়ে মন্তব্য করলেন। বললেন, দেখো, লুকোনোর জায়গাটা তোমার ঠিকমতো নির্বাচন করাই হয়নি। তোমার থাকা উচিত ছিল বেড়ার পেছনটায় তাহলেই এই লোকটিকে ভালো করে দেখতে পেতে। তুমি ছিলে কয়েকশো গজ দূরে, তাই মিস্ ভায়োলেটের থেকেও কম খবর দিতে পেরেছো তুমি। মিস স্মিথ বলেছে সে লোকটিকে চেনে না। কিন্তু আমার একটুও সন্দেহ নেই যে সে চেনে। নতুবা কেন লোকটি এতো ব্যস্ত হবে পাছে মিস স্মিথ কাছে এসে পড়ে তাকে চিনে ফেলে? তুমি বলছো, লোকটি হ্যান্ডেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সাইকেল চালাচ্ছিল অর্থাৎ এখানেও সেই হ্যান্ডেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সাইকেল চালাচ্ছিল অর্থাৎ এখানেও সেই আত্মগোপনের চেষ্টা। বলতে কি ওয়াটসন, কাজটা তুমি অত্যন্ত আনাড়ির মতো করেছো। সে বাড়ি ফিরল, আর তার সম্বন্ধে খোঁজ করার জন্যে তুমি গেলে কি না লন্ডনের এক বাড়ির দালালের কাছে।

তাছাড়া আর করার কী ছিল? খানিকটা উষ্মার সঙ্গে ওয়াটসন বললন।

হোমস বললেন—তোমাকে যেতে হতো নিকটবর্তী ভাটিখানায়। যাবতীয় গ্রাম্যগুজবের কেন্দ্রস্থল হলো ওগুলো। তাদের কাছে প্রত্যেকের সম্বন্ধে জানতে পারবে, মনিব থেকে ঝি-চাকর পর্যন্ত। উইলিয়ামসন নামটা থেকে কিছুই ধরতে পারছি না। যদি সে বয়স্কই হবে তো এই সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে পাল্লায় পালিয়ে আসতে পারবে কেন? তোমার এই অভিযান থেকে জানতে পারলাম যে মেয়েটি যা বলেছে তা সত্য। কিন্তু এ বিষয়ে তো আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

www.pathagar.com

জানতে পারলাম সাইকেল আরোহীর সঙ্গে হলের একটা সম্বন্ধ আছে। জানতে পারলাম যে উইলিয়ামসন নামে এ ব্যক্তি হলটা ভাড়া নিয়েছে। এটা জেনেই বা কী লাভ হল? আহা, ওয়াটসন, অমন মুষড়ে পড়ো না। শনিবারের আগে এখন আর আমাদের কিছু করার নেই। ইতিমধ্যে আমি নিজে গিয়ে কিছু জানবার চেষ্টা করব।

পরদিন সকালে মিস ভায়োলেট স্মিথের একটা চিটি এলো। ওয়াটসন যা যা দেখে এসেছেন তার নিখুঁত বর্ণনা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা পুনশ্চ দিয়ে লেখা—'আশা করি আপনি আমার ব্যাপারটা গোপন রাখবেন মি. হোমস। এখানে থাকা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। কারণ আমার মনিব আমাকে বিবাহ করতে চান। সন্দেহ নেই তাঁর মনোভাব যেমন ঐকান্তিক তেমনই সম্ভ্রমপূর্ণ। কিন্তু উপায় কী, আমার যে কথা দেওয়া হয়ে গেছে। আমার প্রত্যাখ্যানটায় তিনি প্রচুর গুরুত্ব দিলেন বটে, কিন্তু তাহলেও অত্যন্ত ভদ্রভাবেই গ্রহণ করলেন। বুঝতেই পারছেন, পরিস্থিতিটা বড়ই অস্বস্তিকর।

হোমস মনে হচ্ছে গভীর জলে তলিয়ে যেতে বসেছেন। চিঠি পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ভ্রূ কুঁচকে হোমস বললেন—এখন দেখছি যতোটা ভেবেছিলাম, এ মামলায় আকর্ষণের বস্তু আর ঘটনা সংঘাতের সম্ভাবনা তার থেকে অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলের শান্ত পরিবেশের মধ্যে একটা দিন ভালোই কাটবে। তাই ইচ্ছে হচ্ছে ওখানে গিয়ে দু-একটা ধারণা যা আমার মনে জেগেছে তা যাচাই করে আসি।

হোমস গ্রামাঞ্চলে শান্তিতে কাটাবেন বলে গিয়ে সেদিনের উপসংহার হল ভয়ংকর। সন্ধে পার করে যখন তিনি বেকার স্ট্রিটে ফিরলেন, দেখা গেল তাঁর ঠোঁট কেটে গেছে। কপালটায় কালশিরে পড়ে ফুলে উঠেছে। সব মিলিয়ে এমন একটা ক্লান্তি তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে যে, বলতে কী, উল্টে নিজেই এখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তদন্তের বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছেন। নিজের এই দুর্দশায় প্রচুর কৌতুকবোধ করলেন হোমস। হো হো করে হেসে সেই অভিজ্ঞতা বিবৃত করলেন তিনি। বললেন—কী জানো, ব্যায়াম এতোই কম করি যে, এরকম একটু-আধটু অ্যাডভেঞ্চার ভারি ভালো লাগে মাঝে মাঝে। তুমি তো জানে, ব্রিটিশদের প্রিয় খেলা বক্সিং-এ আমার খানিকটা নৈপুণ্য আছে এবং মাঝে মাঝে তা আমায় কাজ দিয়ে থাকে, এই আজ যেমন। ওটা জানা না থাকলে আজ আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠতো।

ওয়াটসন বললেন—বন্ধু সবটা খুলেই বলো না কেন।

হোমস শুরু করলেন—স্থানীয় সরাইখানার কথা তোমার যা বলেছিলাম, খুঁজে পেলাম সেটা। সেখানে গিয়ে খুব সাবধানে খোঁজ খবর নিতে লাগলাম। সরাইয়ের মালিক লোকটি খুব গল্পপ্রিয়, প্রয়োজন মতো সব খবর আমি তার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিঅ উইলিয়ামসন লোকটার দাড়ি সাদা, একাই সে থাকে হল-এ কয়েকজন ভৃত্য নিয়ে। গুজব, লোকটি এক ধর্মযাজক, কিংবা এককালে ছিল তাই। বেশিদিন সে ওখানে আসে নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার সম্বন্ধে দু-একটা ঘটনা যা শুনলাম তা আর যাই হোক ধর্মযাজকের পক্ষে যে অত্যন্ত গর্হিত তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মীয় এক সংস্থায় ইতিমধ্যেই আমি খোঁজ করে এসেছিলাম। শুনলাম ঐ নামে এক ধর্মযাজকের পক্ষে যে অত্যন্ত গর্হিত তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মীয় এক সংস্থায় ইতিমধ্যেই আমি খোঁজ করে এসেছিলাম। শুনলাম ঐ নামে এক লালগুঁফো ভদ্রলোক—তিনি সে দলে থাকেনই। এই পর্যন্ত কথাবার্তা হয়েছে, এমন সময় উডলি স্বয়ং এসে হাজির—ভিতরে বসে সে বিয়ার খাচ্ছিল, সমস্ত কথাবার্তাটাই তার কানে গেছে। আমি কে, কী আমার চাই, কেন এসব প্রশ্ন করছি? কাঁচা কাঁচা খিস্তি তার মুখে, আর গালাগালি সেরেই আচমকা হাতের পেছন দিয়ে বিশ্রীভাবে মেরে বসলো, পুরোপুরি সেটা এড়াতে পারলাম না। পরের কয়েকটা মিনিট হলো ভারী আরামের। সোজা একটা বাঁ হাতের ঘুঁসি লাগালাম গুণ্ডাটাকে। লড়াইয়ের শেষে আমার হাল তো দেখতেই পাচ্ছো। কিন্তু তাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে একটি গোরুর গাড়িতে চেপে। তবে, এটা ঠিক, আমার এ অভিযান যে তোমার অভিযানের থেকে বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে এ কথা বলতে পারছি না।

বৃহস্পতিবার আবার মক্কেলটির কাছ থেকে একটা চিঠি—'নিশ্চয় শুনে আশ্চর্য হবেন না যে

www.pathagar.com

আমি মি. ক্যারুথার্সের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। অতো ভালো মাইনে সত্ত্বেও এ পরিস্থিতিতে টিকে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। শনিবার আমি শহরে যাচ্ছি, আর এখানে ফিরছি না। মি, ক্যারুথার্সের একটা গাড়ি হয়েছে, সুতরাং পথে যদি বা কিছু বিপদ ছিল তাও আর থাকছে না।

চাকরি ছাড়ার বিশেষ কারণে কথা বলতে গেলে কেবল মি. ক্যারুথার্সের সঙ্গে অসদ্ভাবই নয়, কারণ হচ্ছে সেই বিকট উডলির ফিরে আসাটাই বেশি করে। এমনিতেই তিনি বিকট। কিন্তু এখন তিনি আরও বিকট হয়ে উঠেছেন। কি একটা দুর্ঘটনার জন্যেই হয়তো তাঁর মুখে চেহারা পাল্টে গেছে। জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম তাঁকে। তবে, দেখা যে হয়নি এ জন্যে আমি খুশি। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর মি. ক্যারুথার্সের সঙ্গে কথা হলো অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেন তিনি মি. উডলি কারণ রাতটা তিনি এ বাড়িতে কাটাননি। অথচ আজ সকালে আমি এক ঝলক দেখতে পাই তাকে—ঝোপঝাড়ের মধ্যে চোরের মতো ঘোরাফেরা করছেন। জানেন, কোনো বন্য জন্তুকেও আমি অতো ভয় পাই না। কতো ভয় পাই, ঘৃণা করি ওকে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। কী করে যে মি. ক্যারুথার্স এক মুহূর্তের জন্যেও অমন একটা প্রাণীকে সহ্য করেন! যাই হোক, সব গোলমালই শনিবার মিটে যাচ্ছে।

আমিও তাই আশা করি ওয়াটসন, ঠিক তাই আশা করি—খুব গম্ভীরভাবে হোমস বললেন। তরুণীটিকে নিয়ে কোনো গভীর ষড়যন্ত্রও চলছে। এখন আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এই শেষ যাত্রায় যাতে কেউ কোনো তার অনিষ্ট করতে না পারে। শনিবার দিন আমাদের সময় করে যেতেই হবে ওয়াটসন, যাতে উপসংহারটা অপ্রীতিকর না হয়। প্রস্তুত হয়েই যেতে হবে আমাদের।

ওয়াটসনের কাছে তখনো মামলাটার গুরুত্ব দেয়ার পরিবর্তে একটা উদ্ভট ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। কোনো মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো সুন্দরীর পিছু নিয়েছে—এ রকম ঘটনাতো প্রায়ই শোনা যায়—দেখাও যায়। খুব একটা জোরদার আঁততায়ী বলে মনে হয়নি তার। গুণ্ডা উডলির ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা, কিন্তু সেই মাত্র একবার ছাড়া সে মেয়েটির ওপর জোর খাটায় নি। আর এখনও যে মি. ক্যারুথার্সের ওখানে আছে তাতেও সে মেয়েটিকে কিছু বলেনি। সাইকেল আরোহীটি নিশ্চয়ই সেইসব লোকেদেরই একজন যারা সপ্তাহান্তে হলে এসে থাকে, সরাইখানার মালিকটি যেমন বলেছিল। কিন্তু তাহ'লে সে কে, বা কী সে চায় সেটা রহস্যাবৃত রয়ে গেল। হোমসের অত্যন্ত গম্ভীর ভাব লক্ষ করে আর বেরোবার আগে পকেটে রিভলভারটা ঢুকিয়ে নেওয়া দেখে ওয়াটসনের মনে হল, নিশ্চয়ই তাহলে এই অদ্ভুত ঘটনাবলির পেছনে কোনো বিশেষ বিয়োগান্ত ঘটনা উঁকি মারছে।

বৃষ্টিভেজা রাতের পর এল ঝলমলে সকাল।

আগাছা-ছাওয়া গ্রামাঞ্চল হলদে মেঠো ফুলে ফুলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ধূসর লন্ডনের অভ্যস্ত চোখে তা আরও মনোরম হয়ে উঠলো। চওড়া বেলে পথে হোমস আর ওয়াটসন ভোরের তাজা বাতাস নিশ্বাস নিতে নিতে চলেছেন। চারদিকে তখন পাখীর কলকাকলিতে ভরে উঠেছিল। ক্রুক্‌স্‌বেরি হিল—এর উচ্চতা থেকে নিরানন্দ হলটা চোখে পড়েছে, চারদিকের বিরাট বিরাট ওক গাছের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলো অত্যন্ত প্রাচীন, তবুও হল-এর মতো অতো প্রাচীন নয়। আঁকা-বাঁকা দীর্ঘ পথটা যেদিকে চলে গেছে সেদিকে ওয়াটসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন হোমস আগাছা ছাওয়া গ্রামাঞ্চলের ধূসরতা আর বনের সবুজ, এই দুইয়ের মাঝখানে লালচে-হলদে একটা জায়গার ওপর। অনেক দূর থেকে একটা গাড়ি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, একটা ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে সেটা। অধৈর্যসূচক একটা আওয়াজ হোম্‌সের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বললেন—আধ ঘন্টার মতো সময়ের ব্যবধান আমি রেখেছিলাম। কিন্তু ওটাই যদি ওর গাড়ি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ও আগের গাড়িটা ধরতে চলেছে। ভাবনা হচ্ছে ওয়াটসন, আমরা গিয়ে পৌঁছোবার আগেই বুঝি ও চার্লিংটন পার হয়ে যাবে।

উঁচু জায়গাটা অতিক্রম করার পরেই আর ওয়াটসনরা গাড়িটাকে দেখতে পেলেন না।

www.pathagar.com

তবুও ওয়াটসনরা সবেগে দৌড়োতে শুরু করলেন। শহুরে মানুষ বলে অভ্যাসের অভাবে ওয়াটসন কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হোমসের কিন্তু তেমন কোনো অসুবিধা হল না। তাঁর অভ্যাস ছিল—গতি একটুও না কমিয়ে তিনি চলেছেন। হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন আমার থেকে একশো গজ মতো এগিয়ে থেকে। লক্ষ করলাম তিনি হাত ছুঁড়লেন। আর সেই মুহূর্তেই দেখা গেল একটা খালি গাড়ি মহাবেগে রাস্তার মোড় ঘুরে ওয়াটসনদের দিকে ধেয়ে আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে ওয়াটসন দৌড়ে পৌঁছোলেন হোম্‌সের কাছে। হোমস বলে উঠলেন, হায়, হায়, দেরি করে ফেলেছি, বেজায় দেরি হয়ে গেছে! বোকা আমি তাই আগের গাড়িতে যে যেতে পারে এ সম্ভাবনার জন্যে তৈরি হই নি! নারীহরণ, ওয়াটসন, নারীহরণ, খুন! ঈশ্বরই জানেন ঠিক কী! বন্ধ করো রাস্তা। থামাও ঘোড়াটাকে—বেশ, এবার উঠে পড়। দেখি, এবার, যে মহা ভুল করেছি তা শোধরানো যেতে পারে কি না!

দুজনে গাড়িতে উঠলে হোমস সজোরে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষালেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা মহাবেগে ফিরে চললো। মোড় ফিরতেই হল পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা দেখতে পাওয়া গেল। হোম্‌সের হাতে চেপে ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে ওয়াটসন বললেন—ওই যে সেই লোকটা।

সাইকেলে চড়ে এক ব্যক্তি এগিয়ে আসছিল হোমসদের দিকে। মাথা নিচু করে প্রাণপণ বেগে সে আসছিল। যেন রেসে নেমেছে। হঠাৎ সে মাথা তুলল—দেখল আমরা তার খুব কাছে এসে পড়েছি সঙ্গে সঙ্গে থেমে নেমে পড়ল এক লাফে। ফ্যাকাসে মুখের রংয়ের সঙ্গে কুচকুচে কালো দাড়ির পার্থক্যটা চোখে পড়বার মতো। দুই চোখ উজ্জ্বল, জ্বরাগ্রস্তের মতো। আমাদের দিকে আর গাড়িটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে পরম বিস্ময় তাঁর মুখে ফুটে উঠল। বললেন, থামুন, থামুন আর সাইকেল দিয়ে রাস্তাটা বন্ধ করে দিলেন—কোথায় পেলেন গাড়িটা থামুন, বলছি। পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করতে করতে বলে উঠলেন—নইলে এক গুলিতে ঘোড়াটাতে শেষ করে দেব!

লাগামটা ওয়াটসনের হাতে দিয়ে হোমস এক লাফে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। পরিষ্কার গলায় বললেন—আপনাকেই খুঁজছি আমরা। কোথায় মিস্ ভায়োলেট স্মিথ?

সেই কথাই তো আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। তার গাড়িতে আপনারা, আপনারাই তো তার কথা বলতে পারেন।

গাড়িটা আমরা রাস্তায় পেয়ে গেছি। কেউ ছিল না তাতে। তাকে সাহায্য করব বলেই আমরা এসেছি—হোমস বললেন।

হা ঈশ্বর, কী করি এখন? হতাশার আতিশয্যে বলে উঠলেন ভদ্রলোক—শয়তান উডলির আর বদমাইস পুরুতটার হাতে সে পড়েছে। সত্যিই যদি আপনারা তার বন্ধু হন তো আসুন, আমাকে সাহায্য করুন। হয়তো তাহলে তাকে উদ্ধার করতে পারবো। তাতে যদি আমাকে এই চার্লিংটন উড-এ দেহ রাখতে হয় তবুও পেছপা হব না।

পাগোলের মতো তিনি পিস্তল হাতে দৌড়তে লাগলেন, বেড়ার মধ্যে একটা ফাঁক লক্ষ করে। হোমস তাঁকে অনুসরণ করলেন, আর রাস্তার ধারে ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে ওয়াটসন চললেন হোমসের পিছু পিছু।

এক জায়গায় রাস্তার কাদার ওপর অনেকগুলো পায়ের ছাপ লক্ষ করে হোমস বললেন,—এই জায়গাটা দিয়ে ওরা বেরিয়ে গেছিল। আরে, এ কী! দাঁড়ান, এ কে যেন ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে, বছর সতেরোর একটি ছেলে, হোটেলে যারা ঘোড়ার তদারক করে তাদের মতো পোশাকপরা। শুয়ে আছে চিৎ হয়ে হাঁটু উঁচু করে। তার মাথায় একটা বিশ্রী রকমের ক্ষত চিহ্ন। ক্ষতের দিকে এক পলক তাকিয়ে হোমস বুঝলেন হাড় ভাঙেনি। অপরিচিত ব্যক্তিটি বললেন—ও হলো সহিস পিটার। ওই-ই গাড়িটা চালাচ্ছিল। জানোয়ার গুলো ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে লাঠিপেটা করেছে। থাক্ অমনি পড়ে। ওকে আমরা এখন কিছুই সাহায্য করতে পারবো না। কিন্তু মেয়েটিকে হয়তো নারীর জীবনের চরম দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচানো সম্ভব হতে পারে।

উন্মত্তের মতো হোমসরা রাস্তা ধরে বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে দেওড়ে চললেন।

www.pathagar.com

ঝোপ গুলোর কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন হোমস। উঁহু বাড়ির মধ্যে ওরা যায়নি। এই যে বাঁ দিকে চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, লরেল ঝোপের পাশে। হুঁ ঠিকই ধরেছি

কথাটা শেষ না হতেই নারী কণ্ঠে এক তীক্ষ্ণ চিৎকার ওয়াটসনদের কানে এলো, মহা আতঙ্কে উন্মত্ত মানুষের চিৎকার সামনের ঘন সবুজ ঝোপের ভিতর থেকে আসছিল আওয়াজটা। পরক্ষণেই মনে হলো যে চিৎকার করছে তার গলা টিপে কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল। আর, তারপরেই একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ!

এইদকে, এইদিকে! ঝোপের ভিতর দিয়ে তীর বেগে দৌড়তে দৌড়তে বললেন ভদ্রলোক, কাপুরুষ! কাপুরুষের দল! আসুন, আপনারা, আসুন আমার পিছু পিছু! হায়, হায়, দেরী হয়ে গেছে, বেজায় দেরী হয়ে গছে!

বড় বড় গাছে ঘেরা সুন্দর একটা জায়গায় এসে ওয়াটসনরা পৌঁছোলেন। এর ওদিকে এক প্রকাণ্ড ওক গাছের ছায়ায় তিনজন মানুষ দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে একজন হোম্‌সের মক্কেল, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা তার। একটা রুমাল দিয়ে তার মুখটা বাঁধা। আর তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জানোয়ারের মতো একজন যুবক। মস্ত তার মাথা, লাল গোঁফ। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে পটি বাঁধা পা ফাঁক করে, তার একটা হাত পাছায় আর অন্য হাতে একটা ঘোড়সওয়ারের চাবুক, শরীরের প্রতিটি ভঙ্গিতে একটা জয়ের, একটা হামবড়ায়ের ভাব স্পষ্ট। দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক বয়স্ক ব্যক্তি, তার দাড়ি ধূসর, পরনে হালকা রং-এর টুইডের স্যুটের ওপরে পুরোহিতের সারপ্লিস। বোঝাই যাচ্ছে এইমাত্র বিয়ে দেবার কাজটা সেরে উঠলো, কারণ হোমসরা এগিয়ে যেতে সে প্রার্থনার বইটা পকেটে পুরলো আর আনন্দের আতিশয্যে শয়তান বরটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে অভিনন্দন জানালো।

হাঁফাতে হাঁফাতে ওয়াটসন বলে উঠলেন—ওদের বিয়ে হয়ে গেল যে!

আমাদের পথপ্রদর্শক বলে উঠলেন—আসুন, আসুন, এগিয়ে আসুন! দৌড়ে ফাঁকা জায়গাটা পার হতে হতে তিনি বললেন—আর হোমস ও ওয়াটসন তাঁর পিছু পিছু ছুটলেন। হোমসরা কাছে যেতে মেয়েটি টলতে টলতে একটা গাছের গুঁড়ি ধরে সামলে নিল। ভূতপূর্ব ধর্মযাজক ছদ্ম-নম্রতার সঙ্গে বাও করে হোমসদের সম্ভাষণ জানালো। আর উডলি অত্যন্ত উদ্ধত, হিংস্র হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো ওয়াটসনদের দিকে। তারপর বললো—তোমার দাড়িটা খুলে ফেলতে পারো বব, তোমাকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। তা, ঠিক সময়েই এসেছো, মিসেস উডলির সঙ্গে তোমার আর তোমার বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। উত্তরে ভদ্রলোক এক ভারি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। একটানে তিনি তাঁর দাড়িটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, দাড়ি কামানো একটা রোগা মুখ দেখা দিলো সেখানে। তারপর রিভলভারটা তুলে গুণ্ডাটাকে লক্ষ্য করলেন—চাবুকটা দোলাতে দোলাতে। এগিয়ে আস্‌ছিল সে। ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, আমি হচ্ছি বব ক্যারুথার্স। এই মহিলাটির ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিকার করতে এসেছি। তার জন্যে যদি আমায় ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয় তাহ্‌লেও! আগেই তোমায় বলেছিলাম ওর উপর অত্যাচার করলে আমি কী করব, তাই করতেই এসেছি এখন।

বেজায় দেরি করে ফেলেছো বন্ধু ও আমার স্ত্রী।

স্ত্রী নয়, বিধাব! ক্যারুথার্সের পিস্তল গর্জন করে উঠলো। ওয়েস্টকোটের ওপর রক্ত ছিটকে উঠল দেখা গেল। তারপরই উডলি চিৎকার করে ঘুরতে গিয়েই পড়ে গেল চিৎ হয়ে। বুড়োটার পরণে তখনও সারপ্লিস, এমন সব অশ্লীল গালাগালি তার মুখ দিয়ে বেরোতে লাগলো যেমনটি কখনও শোনা যায় নি। তারপরই সে পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করলো। কিন্তু সেটা উঁচু করে তুলতেই দেখা গেল, হোম্‌সের রিভলভারের নলটা তার দিকে লক্ষ করে আছে।

ঠাণ্ডা গলায় হোমস বললেন—ঢের হয়েছে, ফেলে দিন পিস্তলটা! আর মি. ক্যারুথার্স, দিন আপনার রিভলভারটা আর মারপিট নয়। দিন, দিন দেখি।

আপনি কে তাহলে?

আমার নাম শার্লক হোমস।

হা ঈশ্বর!

www.pathagar.com

হোমস বললেন—আমার নাম আপনি জানেন দেখছি। পুলিশ যতোক্ষণ না আসছে ততোক্ষণে আমিই তাদের কর্তব্য করছি। ওহে, শোনো তো। একজন সন্ত্রস্ত ঘোড়ার সহিস ফাঁকা জায়গাটার কাছে এসেছিল। তাকে ডেকে বললেন—এটা নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও পার্নহ্যামে। তারপর নোটবুক থেকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে কয়েকটা কথা লিখে তার হাতে দিয়ে বললেন, থানার সুপারকে দেবে এটা। যতোক্ষণ না ও ফিরছে আমার নিজের দায়িত্বে আমি আপনাদের সকলকে আটকে রাখছি।

হোমসের প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের কাছে দেখা গেল সবাই যেন খেলার পুতুল। উইলিয়ামসন আর ক্যারুথার্স আহত উডলিকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। ওয়াটসন আতঙ্কিত মেয়েটির হাত ধরলেন। আহত উডলিকে বিছানার শুইয়ে দেয়া হলো। হোমসের অনুরোধে ওয়াটসন তাকে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষার রিপোর্টটা নিয়ে ওয়াটসন রঙিন পর্দা দেওয়া খাওয়ার ঘরে যেখানে হোমস তাঁর দুই বন্দিকে নিয়ে বসেছিলেন, সেখানে গিয়ে বললেন—বেঁচে যাবে লোকটা।

অ্যাঁ! বিস্ময়ে চিৎকার করে ক্যারুথার্স এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন। বলে উঠলেন—যাই আগে গিয়ে একেবারে শেষ করে দিয়ে আসি। ঐ মেয়েটি, ওই সাক্ষাৎ দেবকন্যা কি না ওই হোঁৎকা জ্যাক উডলির সঙ্গে সারা জীবনের মতো আটকে থাকবে।

হোমস বললেন—ও নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। দুটো খুব জোরালো যুক্তি আছে যেজন্যে মেয়েটিকে কোনোমতেই ওর স্ত্রী হতে হবে না। প্রথমেই তো আমরা মি. উইলিয়ামসনের বিয়ে দেবার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করব।

আমি পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

কিন্তু সে পদ তো ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

উঁহু, একবার যে, ধর্মযাজক, চিরকালের জন্যেই সে ধর্মযাজক। আর বিয়ে দেবার লাইসেন্সও আছে আমার পকেটে!

হোমস বললেন—তাহলে সে লাইসেন্স আপনি কোনোরকম চালাকি করে জোগাড় করেছেন। সে যাইই হোক, জোর করে যে বিয়ে, সে কোনো বিয়ে তো নয়ই, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জোচ্চুরি, কিছুক্ষণের মধ্যেই, এখান থেকে যাবার আগেই তা জানবেন এবং এ বিষয়টা ভালো করে ভেবে দেখবার জন্যে সময় পাবেন দশ বছর। আর আপনার কথা বলি মি. ক্যারুথার্স পিস্তলটা পকেটে রাখলেই ভালো করতেন আপনি।

এখন আমার সেইরকমই মনে হচ্ছে মি. হোমস্। কিন্তু ওকে যে আমি ভালোবাসি মি. হোমস। এই প্রথম আমি জানলাম ভালোবাসা বস্তুটা কী! তাই ওকে রক্ষা করার সবরকম সাবধানতা সত্ত্বেও যখন বিফল হলাম তখন আর আমার মাথা ঠিক রইল না, এই ভেবে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বর্বর গুণ্ডার আওতায় ও পড়তে চলেছে—কিম্বার্লি থেকে জোহান্সবার্গ, সমস্ত অঞ্চলটা ওর ভয়ে তটস্থ। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না মি. হোমস মেয়েটি আমার কাছে চাকরি নেবার পর থেকে একদিনও আমি ওকে একা বাড়ির বাইরে যেতে দিইনি। কারণ আমি জানতাম শয়তানগুলো ওর জন্যে ওঁৎ পেতে রয়েছে। সব সময়ই সাইকেল করে ওর পিছু পিছু গিয়েছি যাতে কেউ ওর কোনো ক্ষতি না করতে পারে। এটা করেছি এই কারণে যে মেয়েটির তেজ আছে, যদি মনে করে আমি ওর পিছু নিয়েছি—তাহলে ও কিছুতেই আমার কাছে আর চাকরি করবে না।

তা ওর বিপদের কথা ওকে জানাননি কেন?

তাহলেই তো ও আমায় ছেড়ে চলে যেতো—যা আমার সহ্য হত না। যদি বা ও আমায় ভালোবাসতে না পারে, কমনীয় দেহটি নিয়ে বাড়িতে ঘুরবে ফিরবে এবং ওর গলার আওয়াজ আমি শুনতে পাব—এটাও আমার পক্ষে অনেকখানি।

ওয়াটসন বললেন—আপনি বলছেন ওটা ভালোবাসা, কিন্তু আমি বলব ওটা আপনার স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হয়তো, দুটো জিনিসের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। যাই হোক আমি ওকে একা যেতে

দিতে পারছিলাম না। তাছাড়া এইসব লোক আশেপাশে থাকায় এমন একজনের ওর কাছাকাছি থাকা উচিত যে তদারকি করতে পারবে। আর তারপর যখন টেলিগ্রামটা এল, বুঝলাম এবার আর ওরা দেরি করবে না।

কিসের টেলিগ্রাম?

পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বার করে ক্যারুথার্স বললেন, এই যে—টেলিগ্রামটা সংক্ষিপ্ত—

বৃদ্ধ মারা গেছে।

হোমস বললেন—হুম্! এখন বুঝেছি, ব্যাপারটা কোন পথে চলছিল। আর কেন আপনি বলছেন টেলিগ্রামটার ফলে ওরা আর দেরি করবে না। আচ্ছা, এবার পুরো ব্যাপারটা খুলে বলুন।

এ কথার পুরোহিতের পোশাকপরা বুড়ো ধর্মযাজকটি অকথ্য ভাষায় খিস্তি দিতে শুরু করলো। বলে উঠল, ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের যদি ফাঁকি দাও, বব ক্যারুথার্স, তো তোমারও জ্যাক উডলির হাল হবে বলে দিচ্ছি। মেয়েটার সম্বন্ধে তুমি প্রাণ খুলে যতো ইচ্ছে হা হুতাশ করো আপত্তি নেই, কিন্তু এই সাদা পোশাকের টিকটিকির কাছে যদি বন্ধুদের ফাঁসিয়ে দাও তো খুব খারাপ হবে।

পাইপ ধরাতে ধরাতে হোমস বললেন—মশাই, অতো উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনার বিরুদ্ধে মামলায় কোনো অসুবিধা নেই। আমি যা জানতে চাইছি সে হলো খুঁটিনাটি কয়েকটা ব্যাপার মাত্র। আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে। বেশ, আপনার যদি বলতে কোনো অসুবিধা থাকে তো তাহলে আমিই বলছি না হয়। তাহলেই বুঝবেন আপনাদের রহস্য কতোটা আমার জানা। প্রথমটা হলো, আপনারা তিনজনে এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছেন—আপনি উইলিয়ামসন, আপনি ক্যারুথার্স, আর উডলি।

বুড়ো উইলিয়ামসন বলল—এটা হলা এক নম্বরের মিথ্যে। মাত্র দুই মাস হল আমি ওদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং জীবনে কখনো আফ্রিকায় যাই নি। কথাটা আপনি পাইপে পুরে দিব্যি ধোঁয়া ছাড়তে পারেন, মি. নাক গলানো হোমস!

ক্যারুথার্স বললেন—ও যা বলছে সব সত্যি।

হোমস এবার শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বললেন—আচ্ছা, বেশ, দুজনে তাহলে—ভক্তিভাজন মহাশয়টি আমাদের দেশজ শিল্প। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে আপনারা র‍্যালফ স্মিথকে চিনতেন এবং এমন ধারণা করার আপনাদের কারণ ছিল যে বেশিদিন তিনি বাঁচবেন না। খোঁজ করে জানলেন যে তাঁর উত্তরাধিকারী হল তাঁর ভাইঝি। কেমন, ঠিক তো?

ক্যারুথার্স ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন, আর উইলিয়ামসন গালাগালি করল।

মেয়েটিই দিল উত্তরাধিকারী এবং আপনারা জানতেন যে র‍্যালফ স্মিথ কোনো উইল করবেন না।

ক্যারুথার্স বললেন—করবে কী, লিখতে পড়তেই তো জানত না।

হোমস বললেন—আপনারা দুজন তখন চলে এলেন এ দেশে, মেয়েটিকে খুঁজে বার করলেন। মতলটা ছিল, একজন ওকে বিয়ে করবেন অন্যজন টাকায় ভাগ বসাবেন। যাই হোক উডলি স্বামী হবে বলে ঠিক হলো। কিন্তু কী সে কারণ?

আসার পথে এ নিয়ে আমরা তাসের বাজি খেলেছিলাম, ও জিতেছিল তাতে—ক্যারুথার্স বললেন।

হোমস বললেন—ও। মেয়েটিকে চাকরি দিয়ে আপনি আপনার কাছে রেখেছিলেন, কথা ছিল উডলি সেখানে এসে প্রেম নিবেদন করবে। মাতাল উডলিকে চিনতে মেয়েটির দেরি হয়নি, তাকে সে একেবারেই চায় না। এদিকে আবার আপনার মতলব সব ফাঁস হয়ে যায়, মেয়েটির প্রেমে পড়েন আপনি। এই গুণ্ডা শয়তানটা তাকে লাভ করবে, এ আপনি সহ্য করতে পারছিলেন না।

www.pathagar.com

সত্যিই, ভাই, একেবারেই না!

তখন আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উডলি চল যায় আপনার ওখান থেকে, তারপর আপনার সাহায্য না নিয়েই অন্য মতলব করতে থাকে।

তেতো হাসি হেসে ক্যারুথার্স বললেন, দেখছ তো উইলিয়মসন, খুব বিশেষ কিছু নেই যা উনি জানেন না। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যেও ঝগড়া হয়। ও আমায় শুইয়ে ফেলে তখন। যাই হোক, ও ব্যাপারে তখন আমি ওর সঙ্গে সমান সমান। তারপর ক'দিন আমি ওকে দেখি নি। সেই সময়েই এই জাতখোয়ানো পাদ্রিটার সঙ্গে ওর আলাপ হয়। দেখলাম মেয়েটির স্টেশনে যাওয়ার পথের ধারেই ওরা দুজনে বাসা বেঁধেছে। সেই থেকে আমি মেয়েটার চলাফেরার ওপর লক্ষ রেখে আসছিলাম। কারণ আমি জানতাম কোনো শয়তানি মতলব ওদের মাথায় খেলেছে। আমি মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম ওদের, কারণ ওরা কী করতে চলেছে জানার জন্যে আমার প্রচুর চিন্তা ছিল। দুদিন আগে উডলি টেলিগ্রামটা নিয়ে আমার কাছে আসে। যা থেকে আমি র‍্যালফ স্মিথের মৃত্যুসংবাদটা পাই। ও জিজ্ঞেস করল যা কথা হয়েছিল তা আমি পালন করব কি না। আমি বলেছিলাম কিছুতেই না। তখন জিজ্ঞেস করল আমি মেয়েটিকে বিয়ে করে ওকে টাকার অংশ দেব কি না।

আমি বললাম—খুব রাজি, কিন্তু মেয়েটি আমায় বিয়ে করতে রাজি নয়। ও বলল, আগে তো বিয়েটা হয়ে যাক হয়তো দু-এক সপ্তাহ পরে আর ওর এই গোঁ থাকবে না। তাতে আমি বললাম আমি জোর জবরদস্তির ব্যাপারে নেই। শয়তানটার মুখ খারাপ গালাগালি করতে করতে তখন ও চলে গেল, বলে গেল, মেয়েটিকে সে হাত করবেই। তাই সপ্তাহের শেষে মেয়েটির আমায় ছেড়ে চলে যাওার কথা ছিল, তাই তাকে স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করি। কিন্তু আমি এমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম যে, সাইকেলটা নিয়ে গেলাম আমি তার পিছু পিছু। খানিকটা আগেই সে বেরিয়েছিল, তাই আমি গিয়ে পৌঁছোবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। আপনাদের দুজনকে গাড়িটা নিয়ে ফিরে আসতে দেখেই প্রথম ব্যাপারটা আন্দাজ করি।

হোমস উঠে পড়লেন। পাইপে শেষ টান দিয়ে পাইপটা থেকে ছাই ফেলতে ফেলতে হোমস বললেন—ভারি বোকার মতো কাজ করেছি ওয়াটসন। তোমার বিবৃতিতে যখন তুমি বলেছিলে সাইকেল আরোহীটি নেকটাই ঠিক করছিল, তখনই আমার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নেয়া উচিত ছিল। যাই হোক তাহলেও এমন একটা অদ্ভুত ও অনেক বিষয়ে অসাধারণ মামলার জন্যে নিশ্চয়ই আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি। ওই যে দেখছি তিনজন পুলিশ আসছে। আর ভালো লাগছে দেখে যে বেঁটেখাটো সহিসটাও তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে। মনে হয় না যে সে, অথবা চিত্তাকর্ষক বরটি দুজনের কেউই আজ সকালের অভিযানে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। আমার মনে হয় ওয়াটসন, তুমি ডাক্তার হিসেবে মিস ভায়োলেট স্মিথের পরিচর্যা করতে পারো। সে যদি সেরকম সুস্থ হয়ে থাকে তা আমরা সানন্দেই তাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেব। আর যদি দেখো তেমন সুস্থ হয়ে ওঠে নি তো বোলো যে মিডল্যান্ডের এক তরুণ ইলেকট্রেশিয়ানকে টেলিগ্রাম করে খবর দিতে যাচ্ছি, হয়তো দেখবে তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। আর মি. ক্যারুথার্স শয়তানি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে যে অন্যায় আপনি করেছেন তার যথাসাধ্য প্রতিকারও আপনি করেছেন। এই আমার কার্ড যদি প্রয়োজন হয় অতি অবশ্যই গিয়ে সাক্ষী দেব জানবেন।

এরপরের খবর সংক্ষিপ্ত। মিস ভায়োলেট স্মিথ প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন। ওয়েস্টমিনস্টারে বিখ্যাত ইলেকট্রিক কোম্পানির সিনিয়র পার্টনারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। আর উইলিয়ামসন ও উডলির জেল হয়েছিল। এবং ক্যারুথার্স মুক্তি পেয়েছিলেন।

সোনার চশমা

নভেম্বরের শেষ দিক। দুর্যোগপূর্ণ প্রচণ্ড ঝড়ের রাত। হোমস আর ওয়াটসন চুপচাপ বসে আছেন। একটা শক্তিশালী লেন্স দিয়ে একটা চামড়ায় খোদাই করা লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা

www.pathagar.com

করছিলেন। বেকার স্ট্রিটের বাইরের রাস্তায় ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জন আর বৃষ্টির প্রবল দাপট জানালায় এসে আছড়ে পড়ছে। ওয়াটসন জানালার কাছে গিয়ে জনশূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কাদায় ভরা রাস্তায় আর বাঁধানো চকচকে ফুটপাতে কখনো কখনো আলো ঝলমল করে উঠছে। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ওদিক থেকে একটা মাত্র গাড়ি এগিয়ে আসছে ছলাৎ ছলাৎ করতে করতে।

লেন্সটা রেখে দিয়ে প্যালিম্প সেস্টটার (পুরোনো লেখা তুলে ফেলে চামড়ায় খোদাই করা নতুন লিপি) পাকিয়ে নিয়ে হোমস বললেন, 'ভালোই হয়েছে ওয়াটসন, সে অমন রাতে আমাদের বোরোতে হয় নি! এক নাগাড়ে বসে যা কাজ করলাম তা যথেষ্ট, চোখের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে এতে। যতদূর বুঝছি, পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের থেকে শুরু করে কোনো মঠের হিসেব হচ্ছে ওটা—তেমন চিত্তাকর্ষক কিছুই নয় বলে মনে হচ্ছে। আরে আরে, এ আবার কী?

ঝড়ের একঘেয়ে আওয়াজের মধ্যে ঘোড়ার পা ঠোকার আর গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল না! এই গাড়িটাই আমি দেখেছিলাম। গাড়িটা এসে একেবারে হোমসের বাড়ির দরোজায় থাকল।

কী ওর প্রয়োজন হতে পারে? লোকটিকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে দেখে ওয়াটসন সবিস্ময়ে বলে উঠলেন।

হোমস মন্তব্য করলেন—প্রয়োজন? ওর প্রয়োজন আমাদের আর ওয়াটসন, আমাদের এখন প্রয়োজন হবে ওভারকোট আর গলাবন্দ আর জুতোর ওপর পরার জন্যে গলোশ, আর এই দুর্যোগের মোকাবিলার জন্যে এসব ছাড়াও আরো যেসব বস্তু মানুষ আবিষ্কার করেছে। না, না, গাড়িটা যে চলে গেল, 'সুতরাং এখনো আমাদের আশা আছে, কারণ যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকত তাহলে কখনোই ছাড়ত না গাড়িটা। যাও দেখি, এক দৌড়ে খুলে দিয়ে এসো দরোজাটা। এরকম দুর্যোগে তো কোনো সৎ ব্যক্তিরই বিছানা ছেড়ে ওঠবার কথা নয়!

মাঝরাতের আগন্তুকের উপর যখন হলঘরের বাতির আলো পড়ল তখন ওয়াটসনের তাকে চিনতে অসুবিধা হল না। ইনি হলেন তরুণ গোয়েন্দা স্ট্যান্‌লি হপকিন্স, যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হোমস খুবই আশাবাদী।

উৎসুকভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি আছেন?'

এসো এসো ওপর থেকে হোম্‌সের দরাজ গলা শোনা গেল। আশা করি এমন দুর্যোগের রাতে তুমি আমাদের ওপর কোনো কাজ চাপাতে আসো নি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গোয়েন্দাটি। বাতির আলো তার বর্ষাতিতে পড়ে ঝলমল করে উঠল। বর্ষাতিটা খুলতে তাকে সাহায্য করলেন ওয়াটসন। আর হোমস অগ্নিস্থানের কাঠগুলো উস্‌কে দিয়ে আগুনটা জোরদার করে তুললেন।

হোমস বললেন, 'এসো হপ্‌কিন্স, পায়ের আঙুলগুলো গরম করে নাও একটু। আর এই নাও একটা চুরুট। ডাক্তার ওয়াটসনের একটা প্রেসক্রিপশন হল গরম জল আর লেবু এ হেন রাত্রে ওষুধ হিসেবে বিশেষ ভালো বুঝলে? তা, এমন রাতে যখন এসেছ, নিশ্চয়ই খুব জরুরি আর গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার ঘটেছে তাই না?

সত্যিই তাই মি. হোমস। সারাটা বিকেল দারুণ দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। কাগজের সর্বশেষ সংস্করণে প্রকাশিত ইয়র্ক্সলি মামলাটা আপনার চোখে পড়েছে?

হোমস বললেন, 'উঁহু, পঞ্চদশ শতাব্দীর এদিকের কোনো কিছুই আমি আজ দেখি নি।'

হপ্‌কিন্স বলল, 'কাগজে মাত্র একটা অনুচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছে। আর তাও সবই ভুল। অতএব না দেখার জন্যে আপনি বঞ্চিত হন নি। আমি নিজু পায়ের নিচে ঘাস গজাবার সময় দিই নি। ঘটনাটা হল কেন্টে চ্যাথাম থেকে সাত মাইল আর লে লাইন থেকে তিন মাইল তফাতে ঘটেছিল ব্যাপারটা টেলিফোন পাই তিনটে পনেরোয় ইয়র্ক্সলি ওল্ড প্লেসে গিয়ে পৌছাই পাঁচটায়, এবং শেষ ট্রেনে চেয়ারিং ক্রসে ফিরে সিধে আপনার কাছে চলে এসেছি।

হোমস বললেন, 'মানে, বোঝা গেল, মামলাটা তোমার কাছে স্পষ্ট হয় নি।

www.pathagar.com

হপকিন্স বলল, 'হ্যাঁ, আমি এর আগা মাথা কিছুই ধরতে পারি নি। এমন জটিল ব্যাপার আমি খুব কমই দেখেছি। অথচ প্রথম দেখে মনে হয়েছিল মামলাটা অত্যন্ত সহজ সরল ছাড়া আর কিছুই নয়। আর, কোনো উদ্দেশ্যই নেই মি. হোমস যে জন্যে আমি অস্বস্তি বোধ করছি। একটি লোকের মৃত্যু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, অথচ কোনো কারণই নেই যে জন্যে কেউ তার অনিষ্ট করবে।

চুরুটটা ধরিয়ে হোমস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, বল, শুনি ঘটনাটা।

হপকিন্স বলতে শুরু করলেন—ঘটনাটা খুব পরিষ্কার। কিন্তু জানতে যা চাই তা হল, এসবের অর্থ কী? যা বুঝেছি তাতে ঘটনাটা হচ্ছে এইরকম—কয় বছর আগে এই গ্রাম্য বাড়ি ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেস এক বয়স্ক ভদ্রলোক ভাড়া নেন প্রফেসর কোরাম, ভদ্রলোক পঙ্গু, বিছানাতেই শুয়ে থাকেন বেশির ভাগ সময়। আর বাকি সময়টা লাঠিতে ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরে বেড়ান আর নয়তো এক ভৃত্য তাঁকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে বাগানে ঠেলে বেড়ায়। প্রতিবেশীরা যারা দেখা করতে আসত বেশ পছন্দ করত তাঁকে এবং খুব পণ্ডিত লোক বলে তাঁর প্রচুর সুনাম ওখানে, তাঁর সংসার বলতে এক বয়স্ক গৃহকর্ত্রী তার নাম মিসেস মার্কার, আর সুসান টার্লটন নামে এক দাসী। তিনি যখন থেকে এখানে আছেন তখন থেকেই আছে এরা এবং অত্যন্ত সচ্চরিত্র বলে সুনাম আছে তাদের। বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক গ্রন্থ প্রফেসর লিখছেন, এবং বছরখানেক হল এজন্যে তাঁর এক সেক্রেটারির প্রয়োজন হয়। সেক্রেটারি হিসেবে প্রথম যে দুজন এসেছিল তাদের দিয়ে তাঁর কাজ ঠিক হয় নি, কিন্তু তারপরে তৃতীয় যে সেক্রেটারিটি আসে, উইলোবি স্মিথ, সে যেন ঠিক তাঁর মনের মতো হয়েছিল। সে সোজা এসেছিল ইউনিভার্সিটি থেকে, বয়স অত্যন্ত অল্প, তার কাজ ছিল প্রফেসর যা যা বলে যাবেন সব লিখে নেওয়া, আর পরদিন প্রফেসর যা লিখবেন সন্ধ্যেবেলা তার মালমশলা সংগ্রহ করে রাখা। এই উইলোবি স্মিথের বিরুদ্ধে কোনো কিছুই নেই। নিচের ক্লাসের ছাত্র হিসেবে আপিংহ্যামে বা কিশোর হিসেবে কেমব্রিজে তার সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র যা দেখেছি তাতে প্রথম থেকেই তাকে ভদ্র আর শান্ত শিষ্ট আর পরিশ্রমী ছাত্র হিসেবেই জেনেছি, অথচ এই তরুণটিরই আজ সকালে মৃত্যু হয়েছে প্রফেসরের পড়ার ঘরে।

জানালায় সমানে বাতাসের গর্জন আর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। হোমস আর ওয়াটসন আগুনের আর একটু কাছে এগিয়ে বসলেন।

অথচ সারা ইংল্যান্ড খুঁজেও আপনি এমন একটি বাড়ি পাবেন না যেখানে বাইরের কোনোরকম প্রভাব পড়ে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায়, অথচ একজনও তাঁর ওখানে প্রবেশ করে না, প্রফেসর থাকতেন তাঁর কাজের মধ্যে ডুবে, এছাড়া যেন তাঁর আর কোনোরকম অস্তিত্বই ছিল না। তরুণ স্মিথের সঙ্গেও পাড়ার কারো চেনাশোনা ছিল না, তাই তারও জীবনযাত্রা ছিল তার কর্তারই মতো। স্ত্রীলোক দুটিকেও কোনো ব্যাপারেই বাড়ির বাইরে যেতে হত না। আর মালি মর্টিমার, যার কাজ ছিল কর্তার চেয়ার ঠেলে বেড়ানো, সে ছিল সামরিক দপ্তর থেকে পেনশন পাওয়া এক অত্যন্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তি, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সে লড়াই করেছিল। সে বাড়িতে থাকে না, থাকে বাগানের দূরপ্রান্ত তিনি কামরার এক কুটিরে। ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেসে যাদের দেখা মেলে এরাই হল তারা। আর লন্ডন থেকে চ্যাথামের যে প্রধান রাস্তা, সেখান থেকে এই বাগানের গেটটা হচ্ছে একশো গজের মতো। গেটটা বন্ধ থাকে হুড়কো দিয়ে এবং কেউ ভিতরে আসতে গেলে কোনো বাধা পায় না। এবার আপনাকে সুসান টার্লটনের সংশয়ের কথা বলছি। এ বিষয়ে যা কিছু একমাত্র সেই-ই বলতে পারে। ঘটনাটা দুপুরের আগের। বেলা এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ঘটনাটা ঘটে। সে সময় সে ওপর তলার সামনের দিকে কয়েকটা পর্দা টাঙানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রফেসর কোরাম তখনো বিছানায় শুয়ে, কারণ আবহাওয়া যখন খারাপ থাকে তখন বেশির ভাগই তিনি দুপুরের আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেন না। গৃহকর্ত্রী তখন কি সব কাজে বাড়ির পেছন দিকে ব্যস্ত ছিল, আর উইরেবি স্মিথ ছিল তার শোবার ঘরে। এই ঘরটিকে সে তার বসার ঘর হিসেবেও ব্যবহার করত। তবে, দাসী সেই সময়ে তার সাড়া পায় নিচের তলায়। এর ঠিক নিচের ঘরটাতেই পড়বার ঘর, সেখানে সে

www.pathagar.com

গেছিল। স্মিথকে সে দেখে নি বটে, কিন্তু সে বলে, স্মিথের দ্রুত সুদৃঢ় পদক্ষেপ তার ভুল হওয়া সম্ভব নয়। পড়ার ঘরের মজবুত দরোজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দ সে পায় নি, দুই এক মিনিটের মধ্যেই সেই বন্য কর্কশ চিৎকার তার কানে আসে—সে আওয়াজ এমন অস্বাভাবিক যে তা কোনো পুরুষের অথবা কোনো স্ত্রীলোকেরও হতে পার। আর সেই মুহূর্তেই কোনো ভারি জিনিস পড়ে যাওয়ার আওয়াজও সে পায়, এবং সমস্ত বাড়িটা কেঁপে ওঠে তাতে। আর তার পরেই সব চুপচাপ। মুহূর্তকালের জন্যে সে চলবার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তারপর ভরসা পেয়ে দৌড়ে যায় নিচের তলায়। পড়বার ঘরের দরোজাটা বন্ধ ছিল, খোলে সে। দেখে তরুণ উইলোবি স্মিথের দেহ মাটিতে পড়ে আছে। প্রথমটায় কোনো আঘাতের চিহ্ন তার চোখে পড়ে নি। কিন্তু তাকে তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে যে তার কাঁধের তলা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। খুব ছোট, অথচ গভীর ক্ষত, করোটিড ধমনীটা কেটে দুখানা হয়ে গেছে। তার পাশেই কার্পেটের ওপর পড়ে আছে সেই অস্ত্রটা যা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। পুরোনো দিনের লেখার টেবিলে যে সব সীল মোহরের গালা কাটার ছুরি থাকত তেমনি ছোট একটা ছুরি, তার হাতলটা হাতির দাঁতের আর ধারটা শক্ত। প্রফেসরের নিজের ডেস্কের ওপরকার জিনিসগুলোর একটা সেটা।

দাসী প্রথমে মনে করেছিল স্মিথের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তার কপালে খানিকটা জল দিতে সে বিড় বিড় করে বলে উঠল—প্রফেসর—ওই স্ত্রীলোকটা। সে যে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল এ কথা দাসী হলফ করে বলতে প্রস্তুত। খুব সে চেষ্টা করল আরো কিছু বলতে, ডান হাতটা তুলল উঁচু করে। কিন্তু তারপরেই হাতটা পড়ে গেল, মারা গেল সে।

ইতিমধ্যে গৃহকর্ত্রীও পৌঁছে গেলেন সেখানে। সুসানকে মৃতের কাছে রেখে তিনি তাড়াতাড়ি প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। প্রফেসর তখন বিছানার ওপর উঠে বসেছেন। অত্যন্ত উত্তেজিতঐ কারণ তিনি যা শুনেছেন তাতে এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছেন যে সাংঘাতিক একটা কিছু হয়ে গেছে। মিসেস মার্কার শপথ নিয়ে বলতে প্রস্তুত যে প্রফেসরের পরনে তখনো তাঁর নৈশাবাস বলতে কি, মর্টিমারের সাহায্য ছাড়া পোষাক পরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এবং মর্টিমারের ওপর নির্দেশ ছিল বেলা বারোটার সময় আসতে। প্রফেসর বলছেন দূর থেকে তার চিৎকার তিনি শুনতে পেয়েছেন—তার বেশি আর কিছুই তিনি বলতে পারেন না। তার শেষ কথাগুলো—প্রফেসর—সেই স্ত্রীলোকটি। ভুল বকা বলেই মনে হয়। তাঁর ধারণা স্মিথের কোনো শত্রু ছিল না। এবং কোনো ব্যাখ্যা তিনি করতে পারেন না। তাঁর প্রথম কাজই হয় মালি মর্টিমারকে স্থানীয় থানায় পাঠানো। কিছুক্ষণ পরে প্রধান কনস্টেবল খবর পাঠায় আমাকে। যতক্ষণ না গিয়ে পৌঁছোচ্ছি ততক্ষণ কোনো কিছুই নড়ানো হয় নি এবং অর্ডার দেওয়া হয়েছে, কোনো মতোই যেন কেউ বাড়ির ভিতরে যাওয়ার পথটা না মাড়ায়। চমৎকার সুযোগ পাবেন মি, হোমস—আপনার ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার। দেখবেন কোনো কিছুরই অভাব নেই ওখানে।

অভাব শুধু শার্লক হোম্‌সের তাই না! একটু মুচকি হেসে বললেন মি, হোমস। আচ্ছা, শোনাই যাক্, তারপর? মামলাটা কী ধরনের বলে তুমি মনে করো?

হপকিন্স বলল, 'প্রথমেই মি, হোমস আপনাকে অনুরোধ করি, এই যে মোটামুটি একটা নক্সা একটা দেখতে। এ থেকে প্রফেসারের পড়বার ঘর আর এ মামলার আর সব বিষয়গুলো সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন। এবং তাহলে আমার তদন্তের ফলাফল বুঝতে আপনার সুবিধা হবে।

নক্সাটা খুলে হপকিন্স হোম্‌সের হাঁটুর ওপর রাখল। ওয়াটসন উঠে হোম্‌সের পেছনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন সেটা।

হপকিন্স বলল, 'নিতান্ত মোটামুটিভাবে তৈরি করেছি। এতে কেবলমাত্র সেইসব জিনিসগুলোই দেখানো হয়েছে ফলে আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। যদি ধরা যায় যে খুনি বাইরে থেকে এসেছিল, কীভাবে এলো সে—পুরুষ বা স্ত্রীলোক যাই-ই সে

www.pathagar.com

হোক? অতি অবশ্যই সামনের পথ দিয়ে, কারণ সে পথে সিধে পড়বার ঘরটায় যাওয়া যায়। এ ছাড়া অন্য যে কোনো পথই হবে অত্যন্ত জটিল। আর, চলে গেছে নিশ্চয়ই সেই একই পথ দিয়ে, কারণ ও ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আর যে দুটো পথ আছে তার একটা সুসান বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ সেখান দিয়ে সে দৌড়তে দৌড়তে নেমে আসছিল। আর অন্যটা সিধে প্রফেসরের শোবার ঘরে চলে গেছে। তাই আমি আমার সমস্ত মনোযোগটা বাগানের পথটার ওপর সীমাবদ্ধ রাখলাম। সাম্প্রতিক বৃষ্টির ফলে নিশ্চয়ই কারো পায়ের দাগ সেখানে পাওয়া যাবে এই আশা করে।

পরীক্ষার ফলে এটুকু বুঝলাম যে এক অত্যন্ত ধূর্ত ও পাকা অপরাধীর আমায় মোকাবিলা করতে হবে। কোনো পরিষ্কার ছাপই সেই পথে চোখে পড়ল না। তবে, কেউ না কেউ যে পথের ধারে ঘাসের ওপর দিয়ে চলে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। এবং সেটা সে করেছে পায়ের ছাপ লুকানোর জন্যে। পরিষ্কার পায়ের ছাপ বলতে যা বোঝায় আমি তা পাই নি। তবে, ঘাসের ওপর মাড়ানোর চিহ্ন আছে। সুতরাং অতি অবশ্যই কেউ সেখান দিয়ে হেঁটে চলে গেছে। এবং সে এই খুনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কারণ মালী বা অন্য কেউই সেদিন সকালেও ওখান দিয়ে যায় নি। এবং বৃষ্টি শুরু হয়েছে রাতে।

হোমস বললেন, 'এক মিনিট। ও পথটা কোথায় গেছে?'

রাস্তায়।

কতো লম্বা এটা?

একশো গজের মতো।

পথটা যেখানে গেটের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে, কোনো পায়ের চিহ্ন থাকলে নিশ্চয়ই তা তোমার চোখে পড়ত, তাই না?

হপকিন্স বলল, 'না, কারণ পথের সেই জায়গাটা টালি দিয়ে ছাওয়া।

আচ্ছা, আর পথটায়?

না, সেটাকে মাড়িয়ে কাদা করে ফেলা হয়েছে।

তাহলে, মাঠের ওপরের যে ছাপগুলো, সেগুলো কি ভিতরে আসবার না, বেরিয়ে যাবার?

তা বলা অসম্ভব, হপকিন্স বলল, 'ছাপের কোনো নির্দিষ্ট রেখাই ছিল না।

এ ছাপ বড়, না ছোট?—হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

তাও বোঝা যায় না।

হোম্‌সের অঙ্গভঙ্গিতে অস্থিরতা প্রকাশ পেল।

সেই থেকে বাইরে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব চলেছে, যে কোনো জিনিস পরীক্ষা করা এখন পালিম্পসেস্টার থেকেও কঠিন হয়ে উঠবে। যাই হোক, এর আর উপায় কী! আচ্ছা, যখন তুমি স্থির বুঝলে যে কোনো কিছুই তুমি বুঝতে পারছ না, কী করলে তখন?

হপকিন্স বলল, 'অনেক কিছুই আমি নিশ্চিত জেনেছি মি. হোমস। জেনেছি কেউ না কেউ বাইরে থেকে খুব সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকেছে। তারপর আমি বারান্দাটা পরীক্ষা করলাম। সেখানে নারকেল ছোবড়া বিছানো থাকায় কোনো পদচিহ্নই দেখা যায় নি। তখন আমি গেলাম পড়বার ঘরে। সেখানে খুব কমই আসবাবপত্র ছিল। প্রধান জিনিস সেখানে হল খুব বড় লেখবার টেবিলটা। একটা দেরজাওয়ালা ডেস্ক বা ব্যুরো তার সঙ্গে আটকানো এই ডেস্কের দুদিকে ড্রয়ারের সারি। মাঝখানে একটা খোপ চাবি বন্ধ। ড্রয়ারগুলো সব খোলা। ড্রয়ারগুলো মনে হয় খোলাই থাকে। দামি কোনো কিছু রাখা হয় না সেখানে। মাঝখানের খোপটায় কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কিন্তু সেগুলোয় হাত পড়েছে বলে মনে হয় না। এবং প্রফেসরও বলছেন সেখান থেকে কোনো কিছুই খোয়া যায় নি। সন্দেহ নেই যে কোনো কিছু চুরি হয় নি।

এবার তরুণটির দেহের ব্যাপারে আসছি। এটা পড়ে ছিল ডেস্কের ঠিক বাঁ দিকে—এই যেমনটি নক্সায় দেখতে পাচ্ছেন। আঘাতটা হয়েছে ঘাড়ের ডান দিকটায়, আততায়ী পেছন থেকে এসে আঘাত করেছে। সুতরাং সেটা যে নিহতের আপন হাতে হয় নি তাতে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, যদি সে ছুরিটার ওপর পড়ে না গিয়ে থাকে।

ঠিক। এ কথাটাও আমার মনে এসেছিল। কিন্তু ছুরিটা পাওয়া যায় শরীর থেকে কয়েক ফুট তফাতে! সুতরাং সেটাও অসম্ভব বলেই মনে হয়। তারপর ধরুন, লোকটির শেষ কথাগুলো। আর শেষপর্যন্ত আছে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। এটা ছিল মৃতের হাতে শক্ত করে ধরা। এই বলে হপকিন্স কাগজে মোড়া একটা ছোট বস্তু পকেট থেকে বার করল। সেটা খুললে দেখা গেল, একটা সোনালি প্যাঁশ-নে (কানের সাহায্য না নিয়ে শুধু নাকে আটকানো চশমা) দুটো কালো ফিতের সুতো সেটার দুদিক দিয়ে ঝুলছে।

হপকিন্স বলল, 'উইলোবি স্মিথের দৃষ্টিশক্তি খুব ভালো ছিল। সুতরাং এটা যে অপরাধীর চোখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

চশমাটা হাতে নিয়ে হোমস অত্যন্ত কৌতূহল ও মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগলেন। নাকে লাগিয়ে তা দিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেন। তারপর জানালার কাছে গিয়ে ওটার সাহায্যে রাস্তার দিকে তাকালেন। তারপর আলোটা উস্কে দিয়ে সেই আলোয় খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করলেন। তারপর মৃদু হেসে টেবিলে গিয়ে বসে একটা কাগজে কিসব লিখে স্ট্যানলি হপকিন্সের দিকে এগিয়ে দিলেন।

বিস্মিত তরুণ গোয়েন্দা স্ট্যানলি হপকিন্স পড়তে লাগলেন হারিয়েছে—এক স্ত্রীলোক, ভদ্র ও মহিলাসুলভ পোষাক তার। মোটা নাকটা সহজেই চোখে পড়ে। সেই নাকের দুদিকে কাছাকাছি দুটি চোখ, কুঞ্চিত কপাল, ক্ষীণদৃষ্টি মানুষের মতো হাবভাব এবং তার কাঁধ খুব সম্ভব গোলাকৃতি। মনে হয় গত কয়েকমাসের মধ্যে অন্ততঃ দুই বার তিনি চোখের ডাক্তারের কাছে গেছিলেন। যেহেতু তার চশমার কাঁচের পাওয়ার খুবই বেশি এবং যেহেতু, চোখের ডাক্তারের সংখ্যা বেশি নয়, তাকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন নয়।

হপকিন্সের হতচকিত ভাব লক্ষ্য করে হোমস হেসে উঠলেন। বললেন—কেন, আমার সিদ্ধান্তগুলো তো খুবই সাধারণ। পরীক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যাপারে চশমার মতো জিনিস আর নেই। বিশেষ করে এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি চশমা। চশমাটা যে স্ত্রীলোকের সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার মহিলাসুলভ পরিচ্ছদের ব্যাপারটা বুঝলাম নিরেট সোনার ফ্রেমে সুন্দরভাবে কাঁচ বসানো লক্ষ্য করে, এবং এহেন চশমা যাঁর অন্যান্য ব্যাপারে তার রুচি নিশ্চয়ই নিম্নমানের হবে না। আর দেখা যাচ্ছে, এর ক্লিপ দুটো তোমার নাকের পক্ষে বড় বেশি তফাতে। সুতরাং বুঝতে হবে যে চশমার জায়গাটার নাকটা অত্যন্ত পুরু। এ ধরনের নাক সাধারণতঃ হয় ছোট আর অমসৃণ, যদিও এর ব্যতিক্রমও আছে। আমার নিজের মুখটা সরু, কিন্তু তাহলেও দেখছি এই চশমার মাঝখানে বা তার কাছাকাছিও আমার চোখ থাকছে না। অতএব ভদ্রমহিলাটির চোখ দুটি নাকের খুব কাছাকাছি। লক্ষ্য করলে দেখবে ওয়াটসন কাঁচ দুটো উত্তল, এবং কাঁচের পাওয়ারও অত্যন্ত বেশি। যে মহিলার দৃষ্টিশক্তি এরকম খর্ব, তাঁর সারাটা জীবনেই এর লক্ষণ দেখা যাবে—তাঁর কপালে, তাঁর চোখের পাতায় তাঁর কাঁধে।

ওয়াটসন বললেন, 'হ্যাঁ, বন্ধু, তোমার প্রতিটি যুক্তিই আমার বোধগম্য হচ্ছে। কিন্তু তাহলেও স্বীকার করছি, বুঝতে পারলাম না কেমন করে তুমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালে যে দুইবার তাঁকে চক্ষু-চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়েছিল?

চশমার কাচ দুটো হাতে নিয়ে হোমস বললেন—লক্ষ্য করলে দেখবে যে, ক্লিপ দিয়ে চশমাটা নাকে আটকানো থাকে তাতে ছোটো ছোটো কর্কের টুকরো লাগানো আছে, যাতে নাকের ওপর চাপটা কম পড়ে। এ দুটোর একটার রং চটে গেছে। সুতরাং বুঝতে হবে একটা পড়ে যাওয়ায় নতুন করে লাগানো হয়েছে। পুরোনোটা মনে হয় না কয়েক মাসের বেশি ব্যবহার করা হয়েছিল। দুটোয় যেরকম অবিকল মিল তা থেকে বুঝতে হবে যে ভদ্রমহিলা দ্বিতীয়টার জন্যেও সেই একই জায়গায় গিয়েছিলেন।

অপূর্ব, অপূর্ব! সপ্রশংস উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে হপকিন্স বলে উঠল, অথচ দেখুন সবগুলো সূত্রই তো আমার কাছেও ছিল, অথচ কিছুই বুঝতে পারি নি। অবশ্য আমি ঠিক করেছিলাম

www.pathagar.com

লন্ডনের চশমার দোকানগুলোতে খোঁজখবর করব।

হোমস বললেন, 'নিশ্চয়ই তা করবে। আচ্ছা বল, এই মামলা সম্বন্ধে আর কোনো খবর তুমি আমায় দিতে পারবে?

না, মি. হোমস, হপকিন্স বললেন—এ ব্যাপারে এখন আমি যা জানি, আপনি তার চেয়েও বেশি জানেন খোঁজ করেছি স্টেশনে বা গ্রামের পথে অচেনা কোনোরকম উদ্দেশ্যের অভাব। কোনোরকম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র সূত্র কোথাও পাচ্ছি না।

হোমস বললেন—এ ব্যাপারে কিন্তু আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। তা, তুমি কি চাও আমরা কাল যাই ওখানে?

যদি খুব অসুবিধে মনে না করনে, সকাল ছটায় চেয়ারিং ক্রস থেকে চ্যাথামের একটা গাড়ি ছাড়ে। আটটা থেকে নয়টার মধ্যে আমরা ইয়ক্সলি ওল্ট প্লেসে অবশ্যই পৌঁছে যাব।

তাহলে সেই গাড়িই ধরব। প্রচুর কৌতূহলের খোরাক তোমার এই মামলায়, আনন্দের সঙ্গেই আমি এ গ্রহণ করলাম। প্রায় একটা বাজে, এখন কয়েক ঘণ্টার ঘুম দরকার। আগুনের কাছের সোফাটাতেই তুমি ঘুমোতে পারবে তো? বেরোবার সময় স্পিরিট ল্যাম্পটা জ্বেলে একটু কফি তোমায় খাওয়াতে পারব।

পরদিন ঝড় নিজেকে নিঃশেষ করে থেমে গেল। কিন্তু ওয়াটসনরা যখন বেরোলেন, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তখন। শীতের সূর্য উঠল। টেমসের বিষণ্ন জলা এলাকায় আর নিরানন্দ নদীর বিস্তারে। এক ক্লান্তিকর দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পরে চ্যাথাম থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী একটা ছোট স্টেশনে ওয়াটসনরা গাড়ি থেকে নামলেন। স্থানীয় এক সরাইখানায় একটা গাড়িতে ঘোড়া জোড়া হচ্ছে। সেই সুযোগে তারা প্রাতরাশ সেরে নিলেন। শেষপর্যন্ত ওরা ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেস-এ গিয়ে পৌঁছালেন। একজন কন্সটেবল এসে বাগানের গেটে হোমসদের সঙ্গে দেখা করলেন।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো খবর আছে উইলসন?

আজ্ঞে না।

কোনো অচেনা লোক সম্বন্ধে কিছু শুনেছ কি?

আজ্ঞে না। স্টেশনের ওরাও জোর করেই বলছে যে কোনো অচেনা লোককে কাল যেতে বা আসতে দেখা যায় নি।

সরাইখানাগুলোয় বা ভাড়া বাড়িগুলোয় খোঁজ নিয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেসব জায়গাতেও এমন কারুরই খবর পাই নি যার সম্বন্ধে কোনোরকম সন্দেহ হতে পারে?

কিন্তু দেখো, চ্যাথাম তো এখান থেকে এমন খুব দূরে নয়, সেখানে তো কেউ থেকে যেতে পারে, এবং সেখান থেকে সকলের চোখ এড়িয়ে চলে যেতে পারে। এই হল সেই বাগানের পথ, মি, হোম্‌স্ যার কথা বলেছিলাম। জোর করেই বলতে পারি ওর ওপরে কাল কোনো পায়ের চিহ্ন ছিল না।

ঘাসের ওপর যে চিহ্নগুলো দেখা গেছিল, কোন্ দিকে সেগুলো?

আজ্ঞে এইদিকে, এই যে সরু ঘাসজমি বাগান আর পথটার মাঝখানে, এর উপরে। এখন আস সে চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি না বটে, কাল কিন্তু স্পষ্টই আমার চোখে পড়েছিল।

ঘাসের ওপর ঝুঁকে পড়ে হোমস বললেন—হুঁ, ওর ওপর দিয়ে অন্য কেউ হেঁটে গেছে। ভদ্রমহিলাটি নিশ্চয় খুব সাবধানে পা ফেলেছিলেন, কারণ একদিকের ঘাসের ওপরে চিহ্ন পড়বে, আর অন্যদিকে নরম রাস্তাটার ওপরে এবং এই দাগ আরো স্পষ্ট ফুটে উঠবে তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব মাথা ঠাণ্ডা করে তাকে পা ফেলতে হয়েছিল।

একটা উৎসুক ভাব যেন হোম্‌সের মুখের ওপর দিয়ে চলে গেল। তিনি বললেন—মানে, তুমি বলতে চাও যে তিনি এই পথে ফিরে গেছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এছাড়া আর পথ নেই।

এই ঘাস-জমির ওপর দিয়ে?

নিশ্চয়ই।

www.pathagar.com

হোমস কিছুক্ষণ নীরব থেকে অবশেষে বললেন—হুম্!

বেশ কসরতের ব্যাপার সেটা, ভারি কসরতের ব্যাপার! আচ্ছা, পথটায় যা দেখার আমাদের দেখা হয়েছে, চলো এগিয়ে যাওয়া যাক। আচ্ছা বাগানের এই দরোজাটা তো খোলাই থাকে, কেমন? অতএব আগন্তুকের প্রবেশের ব্যাপারে কোনো বাধাই ছিল না। হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এখানে আসেন নি, তা যদি আসতেন, লেখবার টেবিল থেকে ছুরিটা নিয়ে কাজ সারতেন না। এই বারান্দা দিয়ে এসেছিলেন তিনি। নারকেল ছোবড়ার কার্পেটে তাঁর পায়ের ছাপ পড়ে নি। পৌঁছে যান পড়বার ঘরে। কতক্ষণ ছিলেন সেখানে? সেটা জানবার আমাদের কোনো উপায় নেই।

আজ্ঞে, কয়েকটা মিনিট মাত্র। বলতে ভুলে গেছিলাম, গৃহকর্ত্রী মিসেস মার্কার তার অল্পক্ষণ আগে সেখানে ঝাড়া পোঁছা করেছিল—সে বলে, মিনিট পনেরো আগে।

হোমস বললেন—বেশ তাহলে। তাহলে আমরা একটা সময় সীমা পেয়ে যাচ্ছি। মহিলাটি এই ঘরে ঢোকেন। তারপর কী করেন? চলে যান লেখার টেবিলের কাছে। কিন্তু কেন? ড্রয়ার থেকে কোনো কিছু নেবার জন্যে নয়। তাঁর নেবার মতো যদি বা কিছু সেখানে থাকত তা চাবিবন্ধ থাকত না। উহুঁ, তিনি গিয়েছিলেন ওই কাঠের তাক থেকে কোনো জিনিস নিতে। আরে, এ কিসের আঁচড়ানোর দাগ এখানে? জ্বালোতে একটা দেশলাই ওয়াটসন। এটার কথা কেন আমায় বলো নি হপকিন্স?

যে দাগটা হোমস পরীক্ষা করছিলেন, চাবির গর্তের ডানদিকের দস্তার ওপর থেকে সেটা প্রায় চার ইঞ্চি চলে গেছে।

লক্ষ্য করেছিলাম মি. হোমস। কিন্তু চাবির গর্তের আশেপাশে তো আঁচড়ের দাগ থাকবেই।

কিন্তু দাগটা সাম্প্রতিক, অত্যন্ত সাম্প্রতিক। দেখো না, দস্তার ওপরের দাগটা কেমন চকচক করছে! দেখো না লেন্সটা নিয়ে। আর লক্ষ্য করো, লাঙলের মাটিতে যেমন দেখা যায়, এখানেও দাগটার দুই ধারে বার্নিশ দেখা যাচ্ছে। মিসেস মার্কার এখানে আছে?

এক বিষণ্ন চেহারার বয়স্ক স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল।

কাল কি তুমি এই তাকটার ধূলো ঝেড়েছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এই দাগটা তখন লক্ষ্য করেছিলে?

আজ্ঞে না।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করো নি, কারণ তাহলে আর বার্নিসের এই গুঁড়োগুলো এখানে থাকত না। এর চাবি কার কাছে থাকে?

প্রফেসর তাঁর ঘড়ির চেনের সঙ্গে এটা রাখেন।

চাবিটা কি সাধারণ চাবি?

আজ্ঞে না, চাব্‌সের চাবি।

বেশ, তুমি যেতে পারো মিসেস মার্কার। যাই হোক্ খানিকটা অগ্রসর হচ্ছি আমরা। মহিলাটি ঘরে প্রবেশ করলেন, এমন সময় উইলোবি স্মিথ প্রবেশ করল সেই ঘরে। তাড়াতাড়ি চলে আসতে গিয়ে মহিলাটি এ দাগটার সৃষ্টি করেন। সে ধরে ফেলে তাঁকে, আর মহিলাটি হাতের কাছে যা পান তাই তুলে নেন। অর্থাৎ এই ছুরিটা, তারপর হাত ছাড়িয়ে নেবার উদ্দেশ্যে ছুরিটা দিয়ে আঘাত করেন তাকে এবং আঘাতটা মারাত্মক হয়ে ওঠে। পড়ে যায় ছেলেটি আর সেই সুযোগে ভদ্রমহিলা পালিয়ে যান, যা নিতে এসেছিলেন তা নিয়ে, বা না নিয়ে। আচ্ছা, সুসান, তুমি যখন চিৎকারটা শুনেছিলে তারপরে যেটুকু সময় ছিল তার মধ্যে কি কারো পক্ষে ওই দরোজা দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল?

আজ্ঞে না, একেবারেই না। আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার আগে যদি কেউ এখান দিয়ে যেত তো দেখতে পেতাম তাকে। তাছাড়া দরোজাটা আদৌ খোলাও হয় নি, হলে শব্দ

www.pathagar.com

পেতাম।

আচ্ছা, তাহলে চলে যাওয়ার সমস্যাটাও মিটল। সুতরাং নিশ্চয়ই মহিলাটি যে পথে এসেছিলেন সেপথেই চলে গেছেন। আচ্ছা, এই অন্য পথটা দিয়ে কেবলমাত্র প্রফেসরের ঘরেই যাওয়া যায়, কেমন? তাছাড়া আর কোথাও নয়?

আজ্ঞে না।

তাহলে এই দরদালান দিয়ে গিয়ে প্রফেসরের সঙ্গে আলাপ করা যাক্। আরে, আরে হপকিন্স, এত গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রফেসারের বারান্দাও দেখছি নারকেল ছোবড়ার কার্পেট ঢাকা।

কিন্তু তাতে কী হল মি. হোম্‌স?

কেন, এই মামলার ওপর এর গুরুত্বটা বুঝতে পারছ না? যাই হোক, এর ওপর আমি তেমন জোর দিচ্ছি না, এমনও হতে পারে যে আমার ভুল হয়েছে। তবে, এটাকে আমার ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে। এসো পরিচয় করিয়ে দেবে।

এগিয়ে চললাম দরদালান ধরে। বাগানে যেতে যে দরদালান ওটাও দৈর্ঘে তার সমান। দরদালান বা বারান্দা শেষ হয়েছে সেখান থেকে একবার সিঁড়ি উঠে গেছে একটা দরোজা পর্যন্ত। পথপ্রদর্শক হপকিন্স দরোজায় আওয়াজ করল, তারপর আমাদের ডেকে নিয়ে গেল প্রফেসরের শোবার ঘরে।

ঘরটা মস্ত বড়, সারি সারি অনেক বই সেখানে। শেল্‌ফে জায়গা না হওয়ায় অনেক বই ঘরের কোণে কোণে বা শেলফ্‌গুলোর নিচে স্থান পেয়েছে। খাটটা ঘরের মাঝখানে, সেখানে প্রফেসর বসে আছেন অনেকগুলো বালিশে ভর করে। এমন বিশিষ্ট চেহারায় মানুষ আমি অল্পই দেখেছি। কালচে মুখ ফিরিয়ে তিনি তাকালেন আমাদের দিকে। কালো কোটরগত দুই চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, রোমশ দুই ভ্রু যেন নেমে এসেছে তার ওপরে। মাথার চুল আর দাড়ি সাদা, কেবল, মুখটা ঘিরে হলদের ছোপ। সাদা চুল দাড়ির জটলার মধ্যে একটা সিগেরেট জ্বলছে, ঘরের বাতাসে তামাকের বাসি গন্ধ। হোম্‌সের দিকে তিনি যে হাত বাড়ালেন সে হাতেও তামাকের হলদে দাগ।

সিগেরেট চলে নাকি মি. হোমস? বেছে বেছে কথাগুলো বললেন তিনি, একটু অদ্ভুত উচ্চারণে : একটা সিগারেট নিন অনুগ্রহ করে। আর আপনি? এই একটা সিগেরেট খেতে বলছি আপনাদের, আলেকজান্দ্রিয়ার আয়োনাডিস থেকে বিশেষভাবে তৈরি করিয়ে আনানো। একসঙ্গে পাঠায় এক হাজার করে, এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, মাসে দুই বার করে আমার আমদানি করতে হয়। খারাপ, খুব খারাপ অভ্যেস মি. হোমস। কিন্তু বোঝেনই তো, বুড়ো মানুষের জীবনে আর কতটুকুই বা আনন্দ। এই তামাক, আর আমার কাজ—এ ছাড়া কী-ই বা আমার অবশিষ্ট আছে বলুন!

একটা সিগারেট ধরিয়ে হোমস সমস্ত ঘরটার ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন।

প্রফেসর বলে চললেন—বললাম বটে তামাক আর কাজ? কিন্তু এখন রইল শুধু তামাক। হায়, কী সাংঘাতিক বাধাই না পড়ল! এহেন একটা দুর্ঘটনার কথা আর কে ভাবতে পেরেছিল, এমন চমৎকার তরুণটি! মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যেই সে চমৎকার কাজ শিখে নিয়েছিল। ব্যাপারটা আপনার কী মনে হয় মি. হোমস?

এখনো আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নি। বৃদ্ধটি বললেন—সমস্ত কিছুই আমাদের কাছে অন্ধকার এখন, অত্যন্ত বাধিত হতো যদি আপনি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারেন ঘটনাটার ওপর। আমার মতো এক অকর্মণ্য বইয়ের পোকাকে এ আঘাত প্রায় অবশ করে দিতে বসেছে। সমস্ত চিন্তাশক্তি বিকল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আপনি তো কাজের লোক, আপনার দৈনন্দিন জীবনের অংশই এই যে, যে কোনো জরুরি ব্যাপারেই আপনি মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন। আমাদের খুবই সৌভাগ্য আপনাকে আমাদের কাছে যে পেয়েছি।

বৃদ্ধটি যখন কথা বলছিলেন হোমস তখন ঘরের একদিকে পায়চারি করছিলেন। লক্ষ্য করলাম অত্যন্ত দ্রুত তিনি সিগারেট টেনে চলেছেন। বোঝা গেল আলোকজান্দ্রিয়ার টাট্‌কা

www.pathagar.com

সিগারেটের গুণ সম্বন্ধে তিনি প্রফেসরের সঙ্গে একমত।

বৃদ্ধটি বলে চললেন—অত্যন্ত মারাত্মক এই আঘাত মি. হোমস। পাশের টেবিলের ওপর ওই যে কাগজের স্তূপ, ওগুলো হলো আমার কর্মফলের একাংশ সিরিয়া আর মিশরের খ্রিস্টানদের ভাষায় লেখা মঠে পাওয়া কাগজপত্রের আমার বিশ্লেষণ এটা, 'ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদের একেবারে বুনিয়াদে আঘাত পড়বে এর ফলে। সহকর্মীকে হারিয়ে এই ভাঙা শরীর নিয়ে আমি এ কাজ শেষ করতে পারব কিনা জানি না—কী আশ্চর্য মি. হোমস, আপনি দেখছি আমার চেয়েও দ্রুত সিগ্রেট টানেন।

হোমস মুচকি হেসে বললেন—এ ব্যাপারে আমি রসিক বলতে পারেন। সিগেরেট কেস থেকে চতুর্থ সিগারেটটা বার করে আগের সিগারেটের শেষে টুকুরো থেকে সেটা ধরাতে ধরাতে বললেন—বেশি জেরা আপনাকে করব না প্রফেসর কোরাম, কারণ শুনলাম অপরাধটা যখন সংঘটিত হয় আপনি তখনো বিছানায়, সুতরাং এ বিষয়ে কিছুই আপনার জানবার কথা নয়। শুধু জিজ্ঞাসা করি, বেচারার এই শেষ কথাগুলোর কী মানে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন—'প্রফেসর—সেই মহিলাটি!'

প্রফেসর মাথা নেড়ে বললেন—সুসান গেঁয়ো মেয়ে, জানেন তো কী বোকা হয় ওরা। আমার ধারণা ছেলেটি তার প্রলাপের মধ্যে এলোমেলো কি সব বিড় বিড় করে ভুল বকছিল, সেইটিই সে ঘুরিয়ে হয়তো ওই অর্থহীন বাক্যে পরিণত করে থাকবে।

হোমস বললেন, 'ও, তা এই মর্মান্তিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

বৃদ্ধ প্রফেসরটি বললেন—এটা একটা দুর্ঘটনা বলেই মনে হয়। আর, আমাদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে বলি, আত্মহত্যাই হবে খুব সম্ভব। তরুণ তরুণীদের কত গোপন ব্যথাই না থাকে, হৃদয়বৃত্তির এমন কোনো ব্যাপার হয়তো ছিল যা আমাদের অজানা। হত্যার চেয়ে বরং সই সম্ভাবনাই অধিক বলে আমার মনে হয়।

কিন্তু চশমাটা?

ও! তা দেখুন, আমি তো কেবল ছাত্রই বলতে গেলে, স্বপ্নই দেখি, জীবনের এইসব বাস্তব ব্যাপার-ট্যাপারগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু তাহলেই প্রেমের ক্ষেত্রে তো আমরা জানি আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে পারে। আর একটা খান, এই নিন ধরুন! আমার সিগারেটের কেউ প্রশংসা করছেন, এ দেখেও আনন্দ। হয়তো একটা পাখা, একটা দস্তানা, বা চশমা—এ সবই মানুষ আত্মহত্যার সময় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এ ভদ্রলোক ঘাসের ওপর পায়ের চিহ্নের কথা বলছিলেন, কিন্তু এসব ব্যাপার ভুল হওয়া সহজ। আর ছুরিটার কথায় বলি, বেচারা যখন পড়ে যায়, হয়তো ছুরিটা তার থেকে অনেকটা দূরে ছিট্‌কে পড়ে থাকবে। হয়তো আমার কথা আপনার কাছে ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছে, তবুও বলব, আমার মনে হয় উইলোবি স্মিথ আত্মহত্যাই করেছে।

এই মতবাদ হোম্‌সের ওপর রেখাপাত করেছে মনে হল। তিনি ঠিক আগের মতোই কিছুক্ষণ পায়চারি করে চললেন আর চিন্তায় ডুবে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে চললেন, শেষপর্যন্ত বললেন—আচ্ছা, প্রফেসর কোরাম, ওই তাকের ভিতরে কী আছে?

এমন কিছুই নেই যা চোরকে প্রলুব্ধ করতে পারে। আমাদের পারিবারিক চিঠিপত্র—আমার অভাগিনী স্ত্রীর ইউনিভার্সিটির প্রশংসাসূচক কাগজপত্র। এই যে চাবি নিন। নিজেই দেখে নিন।

চাবিটা তুল নিয়ে মুহূর্তে জন্যে সেটার দিকে তাকিয়ে ফেরৎ দিলেন হোমস। বললেন, উঁহু, মনে হয় না ওতে কোনো কাজ হবে। তার চেয়ে বরং চুপচাপ্ আপনার বাগানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখি ভালো করে। আত্মহত্যার যে সম্ভাবনার কথা বললেন তার স্বপক্ষে অবশ্যই কিছু বলা যেতে পারে। এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে খারাপ লাগছে মি. কোরাম এবং কথা দিচ্ছি, লাঞ্চের আগে আর আপনাকে বিরক্ত করব না। বেলা দুটোর সময় এসে আপনাকে জানাব যদি ইতিমধ্যে নতুন কোনো তথ্য জানা যেতে পারে।

হোমসকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হল। বাগানের পথে ওয়াটসনরা চুপচাপ পায়চারি

www.pathagar.com

করলেন কিছুক্ষণ। শেষপর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন ওয়াটসন, কী কোনো সূত্র পেলে?

সেটা নির্ভর করে ওই যে সিগারেটগুলো খেলাম তার ওপরে। এটা সম্ভব যে আমার সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে, সেক্ষেত্রে ওই সিগারেটগুলোই আমাকে ঠিক পথে চালাবে।

অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে ওয়াটসন বললেন—সেকি, হোমস, সিগারেটের সঙ্গে—

বেশ তো, নিজে থেকেই দেখবেন। আর তা যদি না হয় তাহলেই ক্ষতি কী, চোখের ডাক্তারের সূত্রটা তো রয়েছেই। তবে, সংক্ষিপ্ত কোনো পথ থাকলে সেই পথই আমি অবলম্বন করে থাকি। এই তো মিসেস মার্কার, মিনিট পাঁচেক এ নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করা যাক্।

আগেও হয়তো বলা হয়েছে, ইচ্ছে করলে হোমস এমন সব করতে পারেন যেন কোনো স্ত্রীলোকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছেন এবং খুব সহজেই তার বিশ্বাস ভাজন হয়ে উঠলেন, এমনভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, যেন কত বছরের চেনা।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মি. হোমস যা বলছেন। ভীষণ ধূমপান করেন তিনি। সারাদিন ধরে, অথবা কখনো কখনো সারা রাত ধরে। এক একদিন সকালে দেখেছি, ঘরটায় যেন লন্ডনের কুয়াশা এসে জমেছে। বেচারা মি. স্মিথ, তিনিও ধূমপান করতেন বটে, কিন্তু অতটা নিশ্চয়ই নয়। এর ফলে তাঁর শরীরের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

ও! তা ক্ষিধে নষ্ট হয় নিশ্চয়ই?

আজ্ঞে তা বলতে পারি না।

কিন্তু প্রফেসর যে আদৌ কিছু খান তা তো মনে হয় না।

সেটা বলা কঠিন, তাঁর সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই জানি।

আমি বাজি রেখে বলছি আজ সকালে তিনি জলখাবার খান নি। এবং যেরকম সিগারেট তিনি টেনেছেন, তাতে মনে হয় না লাঞ্চও খাবেন তিনি।

এবার কিন্তু স্যার আপনার হিসেবে ভুল হচ্ছে। আজ তিনি সকালে প্রচুর জলখাবার খেয়েছেন। এর থেকে ভালো করে প্রাতরাশ খেতে আর কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। এবং লাঞ্চের জন্যে অনেকগুলো কাটলেটের অর্ডার দিয়েছেন। দেখে আমিও অবাক হয়ে গেছি সার। কারণ কাল মি. স্মিথকে পড়ে থাকতে দেখে অবধি আমি কোনো খাবারের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছি না। অথচ এতেও প্রফেসরের ক্ষুধামন্দা হয় নি। কত রকমের মানুষই না পৃথিবীতে আছে।

বাগানে গড়িমসি করে সকালটা কেটে গেল। আগের দিন রাতে কয়েকটি ছেলে চ্যাথাম রোডে এক অচেনা মহিলাকে দেখেছিল, এই খবর শুনে হপকিন্স গ্রামে চলে গেছে। হোম্‌সের যেন আর কোনো উৎসাহই নেই, এমন অনিচ্ছার সঙ্গে কাজ করতে তাঁকে আর কখনো দেখি নি। হপকিন্স যখন বলল সেই ছেলেদের সে দেখেছে আর এক মহিলাকে দেখেছে যার সঙ্গে হোম্‌সের বর্ণনা হুবহু মিলে গেছে এবং তারও চোখে অমনই চশমা, তখনো তাঁর মধ্যে কিছু মাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। বরং লাঞ্চের সময় যখন সুসান নিজে থেকে খবর দিল যে গতকাল সকালে মি. স্মিথ বেড়াতে গেছিলেন এবং ফিরে যখন আসেন তার আধঘন্টার মধ্যেই দুর্ঘটনাটা ঘটে, এ খবরের তাৎপর্য আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, হোম্‌সের মনে মনে যে জাল বোনা হচ্ছিল তার মধ্যে এটারও স্থান রয়েছে। হঠাৎ হোমস এক লাফে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। ঘড়ি দেখে বললেন—বেলা দুটো। এবার আমাদের প্রফেসর বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বৃদ্ধ সবেমাত্র লাঞ্চ সেরে উঠেছেন। ডিশ খালি দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না তার ক্ষিধে কত খানি ছিল। সাদা কেশ আর জ্বলজ্বলে চোখ ফিরিয়ে যখন তিনি আমাদের দিকে তাকালেন, তাঁকে অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিল তখন। তাঁর মুখে যথারীতি সিগারেট। পোষাক পরে আগুনের কাছে ইজি চেয়ারে বসেছিলেন তিনি।

রহস্যের সমাধান হল মি. হোমস? তাঁর পাশেল টেবিলের ওপর সিগারেটের টিনটা ছিল, হোম্‌সের দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি সেটা। হোমসও হাত বাড়ালেন। আর দুজনের মাঝখানের থেকে হঠাৎ কৌটোটা পড়ে গেল, আর ওয়াটসনরা হাঁটু গেড়ে বসে ছড়িয়ে পড়া সিগারেটগুলো

www.pathagar.com

কুড়োতে ব্যস্ত হলেন। হোম্‌সের দু চোখ তখন আগুনের ভাটার মতো জ্বলছিল। তাঁর গালে রক্তের আভাস ফুটে উঠেছে। কেবলমাত্র কোনো চরম মুহূর্তেই অমন লড়াইয়ের চিহ্ন তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সমাধান করেছি।'

স্ট্যানলি হপকিন্স আর ওয়াটসন বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। বৃদ্ধ প্রফেসরের কালচে মুখে একটা বিদ্রুপের মতো অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। বললেন—তাই নাকি? কোথায়? মাঠে?

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—না, এখানে।

প্রফেসর বললেন—এখানে? কখন?

এই তো, এই মুহূর্তে।

নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন মি. হোমস। বলতে বাধ্য হচ্ছি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে অমন করে কথা বলা ঠিক নয়।

হোমস দৃঢ় স্বরে বললেন—আমার শেকলের প্রতিটি টুক্‌রো আমি তৈরি করেছি, পরীক্ষা করে দেখেছি সেগুলো। কোনো রকম গলদ নেই কোথাও। কী আপনার উদ্দেশ্য? এবং এ অভিনয়ে কী ভূমিকা আপনার তা অবশ্য আমি এখনো জানতে পারি নি, হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা আমি আপনার কাছ থেকে জানতে পারব। অতএব আমি ঘটনাটা বলে যাই যাতে তা থেকে যেটুকু আমি জানতে পারি নি সেটুকু জানিয়ে দেন আমাকে।

এক ভদ্র মহিলা কাল আপনার পড়বার ঘরে এসেছিলেন আপনার ব্যুরো থেকে কাগজ নেবে বলে। তাঁর কাছে চাবি ছিল। আপনার চাবি পরীক্ষা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। বার্নিশে যে আঁচড়ের দাগ দেখা গেছে আপনার চাবিতেও তার সামান্য চিহ্ন থাকার কথা ছিল। কিন্তু আপনার চাবিতে কোনো দাগ ছিল না। সুতরাং আপনি তাঁকে সাহায্য করেন নি। এবং প্রমাণ পাচ্ছি, তিনি আপনাকে না জানিয়ে চুরি করতে এসেছিলেন।

এক ঝলক ধোঁয়ার মেঘ ছড়ালেন প্রফেসর। বললেন—অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ আপনার বিবৃতি। আরো কি কিছু আপনার বলবার আছে? ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে এতদূর যখন জেনেছেন তখন নিশ্চয়ই বলতে পারবেন শেষপর্যন্ত তার কী হল?

হোমস বললেন—চেষ্টা করে দেখব। প্রথমত আপনার সেক্রেটারি ধরে ফেলেছিল তাকে এবং পালাবার জন্যে ভদ্রমহিলা ছুরি মেরেছিলেন আপনার সেক্রেটারিকে।

দুর্ঘটনাটা আমি আকস্মিক বলেই মনে করি। তবে অমন মারাত্মক আঘাত করার ইচ্ছা ভদ্রমহিলার ছিল না। হত্যাকারী কখনো নিরস্ত্র আসে না। কাণ্ডটা লক্ষ্য করে তিনি ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। আর ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় তাঁর চশমা হারিয়ে যায়, এবং যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষীণ দৃষ্টি, চশমা ছাড়া তাঁর কিছুই করার সামর্থ ছিল না। একটা দরদালান ধরে দৌড়ে গেলেন, নারকেল ছোবড়ার কার্পেটের ওপর দিয়ে। যখন বুঝলেন, ভুল পথে এসেছেন, তখন আর কোনো উপায় ছিল না পথ যে বন্ধ! কি করবেন তিনি তখন? ফিরে যেতেই হবে, কারণ যেখানে আছেন সেখানে থাকা চলে না। এগোতেই হবে তাঁকে এগিয়েই চললেন তাই। একসার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। ঠেলে একটা দরোজা খুললেন এবং আপনার ঘরে প্রবেশ করলেন।

হাঁ করে বন্যদৃষ্টিতে বৃদ্ধ প্রফেসর হোম্‌সের দিকে তাকালেন। সে মুখে বিস্ময় ও আতঙ্কের ছাপ। চেষ্টা করে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। তারপর কৃত্রিম হাসিতে ফেটে পড়লেন—বাঃ বাঃ চমৎকার! চমৎকার মি. হোমস! হবে আপনার এই অপূর্ব কাহিনীতে একটা ছোট্ট গলদ রয়ে গেছে। আমি নিজেই ঘরে ছিলাম এবং সারাদিন একবারও বাইরে যাই নি।

হোমস বললেন—তা আমি জানি প্রফেসর কোরাম!

তবে কি আপনি বলতে চান যে আমি বিছানার ওপর বসে থেকে টের পাই নি এক মহিলা আমার ঘরে প্রবেশ করেছেন?

হোমস বললেন—সে কথা তো আমি একবারও বলি নি! টের পেয়েছিলেন বৈকি! কথাও

www.pathagar.com

বলেছিলেন তার সঙ্গে, চিনেও ছিলেন এবং তাঁর পলায়নে সাহায্য পর্যন্ত করেছিলেন।

আবার প্রফেসর তেমনি সজোরে হেসে উঠলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত কয়লা। তারপর বললেন—পাগল, পাগলের মতো বকছেন আপনি! আমি তাকে পালাতে সাহায্য করেছিলাম? কোথায় এখন তিনি?

ওই যে, ওখানে। ঘরের কোণের একটা উঁচু আলমারি দেখিয়ে দিলেন হোমস!

এই কথায় বৃদ্ধটি শূন্যে দু হাত ছুঁড়লেন, তাঁর কুৎসিত মুখে প্রচণ্ড স্নায়ুবিক আক্ষেপ দেখা দিল। আবার তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই আলমারিটা খুলে গেল এক স্ত্রীলোক সবেগে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। অদ্ভুত বিদেশী উচ্চারণে বললেন।

ধূলোতে আর লুকোনোর জায়গার মাকড়সার জালে তাঁর শরীর বাদামী হয়ে গেছে। তার মুখেও নোংরা লেগেছে। দেখা গেল তাকে ঠিক সেইরকমই দেখতে যে রকম হোম্‌স্‌ বর্ণনা করছিলেন, কেবল তার উপরে, তার থুতনিটা লম্বা, একটা একগুঁয়েমির ভাব। একে চোখে অত্যন্ত কম দেখেন, তার ওপর অন্ধকার থেকে আলোয় আসার এই যে পরিবর্তন, এর ফলে তিনি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে দেখতে লাগলেন হোম্‌সদের। মেয়েটির মধ্যে কিছুটা আভিজাত্যের পরিচয় ছিল। থুতনির মধ্যে আর মাথা তুলে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল যা খানিকটা শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দাবি করতে পারে। ইতিমধ্যে স্ট্যানলি হপ্‌কিন্স তার বাহুতে হাত দিয়ে তাকে বন্দি হিসেবে দাবি করেছিল, কিন্তু হোমস ইঙ্গিতে এমন মর্যাদার সঙ্গে হপকিন্সকে সরে যেতে বললেন—যা না মেনে উপায় ছিল না। বৃদ্ধটি আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে তাকিয়ে রইলেন মহিলাটির দিকে।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আপনার বন্দি। যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে সব কথা শুনেছি। বুঝেছি আপনার সবকিছু জানা হয়ে গেছে। সবকিছুই আমি স্বীকার করছি। আমিই হত্যা করেছি তরুণ স্মিথকে। এও আপনি ঠিক বলেছেন ব্যাপারটা ঘটে গেছে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। এমনকি টেবিল থেকে যেটা আমি তুলে নিয়েছিলাম সেটা যে একটা ছুরি হতে পারে তা পর্যন্ত আমি তখন জানতাম না। মরিয়ার মতো হাতের কাছে যা পেয়েছিলাম তাই দিয়েই ওকে মেরেছিলাম, যাতে মুক্তি পেতে পারি। যা আমি বলছি সম্পূর্ণ সত্য।

হোমস বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি খুবই অসুস্থ।

একথায় ভদ্রমহিলাটি ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। তাঁকে আরো বিশ্রী দেখাচ্ছিল সর্বাঙ্গে ধূলো লেগে থাকার জন্যে। বিছানার এক পাশে বসনে তিনি তারপর বলতে শুরু করলেন—

আর এখানে আমার বেশি সময় নেই, কিন্তু তাহলেও আমি চাই সম্পূর্ণ সত্যটা আপনারা জানুন। আমি এই লোকটির স্ত্রী। ও ইংরেজ নয়, রুশ। ওর আসল নাম আমি প্রকাশ করব না। এর জন্যে অনুরোধ করবেন না আপনারা।

এই প্রথম বৃদ্ধটি নড়ে উঠলেন একটু। বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, অ্যানা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!'

অপরিসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে মহিলাটি বৃদ্ধের দিকে তাকালেন। কেন তুমি অমন জঘন্য জীবন যাপন করছ সার্জিয়াস? এতে অনেকেরই ক্ষতি হয়েছে এবং কারুরই ভালো হয় নি, তোমার নিজেরও না। যাই হোক ঈশ্বরের নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে আমি ক্ষীণ সূতোটা ছিঁড়ে ফেলতে চাই না। এই অভিশপ্ত বাড়িতে পা দেওয়া থেকে আমার আত্মার ওপর অনেক চাপ পড়েছে। কিন্তু সময় নেই, আমার কথা শেষ করতে হবে।

আগেই বলছি—এই লোকটার আমি স্ত্রী। বিয়ের সময় ওর বয়স ছিল পঞ্চাশ, বোকা আমি, 'আমার বয়স ছিল কুড়ি।' বিয়েটা হয়েছিল রাশিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে, শহরটা নাম বলব না।

বিড় বিড় করে বৃদ্ধটি বললেন—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন অ্যানা।

মহিলাটি পুনরায় বলতে লাগলেন—আমরা ছিলাম সংশোধন পন্থী, বিপ্লবী—ধ্বংসকামী,

www.pathagar.com

বুঝলেন তো, 'ও আর আমি এবং আরো অনেকে।' একদিন দুইজন পুলিশ অফিসার খুন হল; অনেক ধরপাকড় হল, সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হল। সেই সময়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আর একটা বড় রকমের পুরস্কারের লোভে আমার স্বামী ফাঁসিয়ে দিল তার স্ত্রীকে আর বন্ধুদেরকে। এবং তারই স্বীকারোক্তির ফলে আমরা গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। কারো ফাঁসি হল, কাউকে বা যেতে হল সাইবেরিয়ায়। এ শেষোক্ত দলে ছিলাম আমি, তবে আমার মেয়াদ যাবজ্জীবন ছিল না। অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা অর্থ নিয়ে আমার স্বামী ইংল্যান্ডে চলে এল। সেই থেকে সে এখানে শান্তিতে বাস করছে, কারণ সে জানে, দলের লোকেরা তার ঠিকানা জানলে প্রতিশোধ নিতে এক সপ্তাহের বেশি লাগবে না।

কাঁপা হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ একটা সিগেরেট নিলেন। বললেন—আমি এখন সম্পূর্ণ তোমার হাতে, অ্যানা। চিরদিনই তুমি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছ।

মহিলাটি বললেন—ওর শয়তানির সবচেয়ে বড় নজির আমি এখনো আপনাদের জানাই নি। আমাদের দলের মধ্যে একজনের সঙ্গে ছিল আমার বিশেষ হৃদ্যতা। সে ছিল মহৎ, ছিল সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তার মন ছিল ভালোবাসার পূর্ণ—ঠিক যে যে গুণ আমার স্বামীর ছিল না। যা করেছিলাম তা যদি অপরাধ হয় আমরা সকলেই তাহলে অপরাধী, কিন্তু তাহলেও সে কিন্তু নয়। আমাদের ও-পথ থেকে সরে আসবার জন্যে সে লিখত। সেই চিঠিগুলো দেখলে সে মুক্তি পেত। এবং আমার ডায়েরিটা দেখালেও। তাতে আমি দিনের পর দিন লিখে রেখেছিলাম তার প্রতি আমার কী মনোভাব, এবং আমরা দুইজনে ও বিষয়ে কী চিন্তা করতাম। কিন্তু আমার স্বামী সেই চিঠিগুলোর আর ডায়েরিটার সন্ধান পায় এবং নিজের কাছে রেখে দেয়। লুকিয়ে রাখে সে, এবং তার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে সে সফল হয় না, এবং ফলে আলেক্সিসকে অপরাধী হিসেবে পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়। সেখানেই একটা নুনের কারখানায় সে আজো খেটে চলেছে। ভেবে দেখো, ভেবে দেখো, শয়তান—শয়তান কোথাকার—এই মুহূর্তে আলেক্সিস খেটে চলেছে সেখানে, যার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করার যোগ্যতা তোমার নেই—ক্রীতদাসের মতো খেটে চলেছে। অথচ সেই তুমি, যার জীবন সম্পূর্ণ আমার হাতে, তোমার ওপর আমি কোনোরকম প্রতিশোধ নিচ্ছি না!

মহিয়সী তুমি, চিরদিনই তুমি মহিয়সী অ্যানা! সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বৃদ্ধ প্রফেসরটি বললেন।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু আবার ঝুপ্ করে বসে পড়লেন যন্ত্রণাসূচক একটা আর্ত শব্দ করে।

বলে উঠলেন—না, না, আমার বক্তব্য আমাকে শেষ করতেই হবে! মেয়াদ শেষ হলে আমার তখন থেকে চেষ্টা ডায়েরি আর চিঠিগুলো উদ্ধার করা, সেগুলো রুশ সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলে আমার বন্ধু মুক্তি পাবে। জানতাম আমার স্বামী ইংল্যান্ডে চলে এসেছে। বেশ কয়েকমাস অনুসন্ধানের পর আমি তার ঠিকানা আবিষ্কার করলাম। ডায়েরিটা এখনো তার কাছে আছে এ আমি জানতাম, কারণ সাইবেরিয়ায় থাকতে কয়বার আমি তার কাছে থেকে চিঠি পাই তাতে আমায় তিরস্কার করেছিল আর সেই ডায়েরির পৃষ্ঠা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছিল। কিন্তু তাহলেও আমি জানতাম ও যে রকম প্রতিহিংসাপরায়ণ, নিজের ইচ্ছেতে কিছুতেই ওগুলো আমার হাতে দেবে না, নিজে থেকে নিতে হবে আমাকে। এই উদ্দেশ্যে আমি একজনকে নিয়োগ করলাম। আমার স্বামীর সেক্রেটারি হয়ে কাজে লাগল সে। সে হল তার দ্বিতীয় সেক্রেটারি। সার্জিয়াস, অতো তাড়াতাড়ি সে তোমার চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। জানত সে কাগজগুলো কোথায় থাকত, এবং চাবিটার একটা ছাপও সে নিয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই, এর বেশি সে অগ্রসর হতে রাজি নয়। বাড়িটার একটা নক্সা আমাকে করে দিয়েছিল। আর বলেছিল দুপুরের আগে পড়বার ঘরটা সবসময় নির্জন থাকে। সেই সময় সেক্রেটারি কাজ করে সেখানে। শেষপর্যন্ত আমি নিজে ভরসা করে এলাম কাগজগুলো নিয়ে যাব বলে। এবং সফলও হলাম বটে, কিন্তু তার জন্যে কী মূল্যই না দিতে হল।

সবেমাত্র কাগজগুলো হাতে করে চাবি দিতে যাচ্ছি, এমন সময় ছেলেটি আমাকে ধরে

www.pathagar.com

ফেলল। সেইদিনই সকালবেলায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রফেসর কোরামের বাড়ি কোথায়? জানতাম না সে যে ওরই কাছে চাকরি করছে।

হোমস বললে উঠলেন—ঠিক বলেছেন, ঠিক! আর সেক্রেটারি ফিরে এসে মহিলাটির কথা জানায়। তারপর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে খবর দিতে চেয়েছিল—এ হল সেই মহিলা—যার সম্বন্ধে সে তাঁকে বলেছিল।

রাজকীয় ভঙ্গিতে মহিলাটি বললেন—না, না।

আমাকে বলতে দিতে হবে। তার মুখ যেন যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছিল। ও পড়ে যেতে আমি দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে, কিন্তু দেখলাম ভুল দরজা দিয়ে বেরিয়েছি। এবং দেখলাম শেষপর্যন্ত আমার স্বামীর ঘরে ঢুকে পড়েছি ও বলল আমায় ধরিয়ে দেবে। আর আমি বললাম, তা যদি করো তাহলে ওর জীবন তখন আমার হাতে। ও যদি আমায় পুলিশে দেয় আমি ওকে দলের হাতে ছেড়ে দেব। এ নয় যে, আমি আমার স্বার্থেই বেঁচে থাকতে চাই, আমার উদ্দেশ্য হল কাজটা সমাধান করা। ও জানত যে আমি করবও তা, জানত যে ওঁর ভাগ্যও আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। একমাত্র সেই কারণেই ও আমাকে আড়াল করে রেখেছিল। ওই অন্ধকার গুপ্ত জায়গাটায় আমাকে ঠেলে দিয়েছিল ও, 'পুরোনো দিনের বাড়িতে এরকম লুকোবার জায়গা থাকত। এটার অস্তিত্বের কথা সে ছাড়া আর কেউ জানত না। খাওয়াটা ও নিজের ঘরে খেত, যার ফলে তার খাদ্যের কিছু অংশ আমাকে দিত। ঠিক হয়েছিল, পুলিশ চলে গেলে আমি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পালিয়ে যাব। এবং আর ফিরব না। কিন্তু কী উপায়ে জানি না আপনি আমাদের সে মতলব জানতে পেরে যান। এই পর্যন্ত বলে তিনি জানায় অন্তরাল থেকে একটা ছোট প্যাকেট টেনে বার করে বললেন, 'এই হল আমার শেষ কথা। এই সেই প্যাকেট যা অ্যালেক্সিসের প্রাণ বাঁচাবে। আপনি সম্মানিত ব্যক্তি, ন্যায়নিষ্ঠ, আমি এটা আপনার হাতে দিচ্ছি। এটা রুশ দূতাবাসে ফিরিয়ে দেবেন। আমার কর্তব্য শেষ, এবং—

থামান—থামান ওঁকে। চিৎকার করে উঠলেন হোম্‌স্। কয়েক লাফে তিনি মহিলাটির কাছে গিয়ে একটা শিশি ছিনিয়ে নিলেন তাঁর হাত থেকে।

দেরি করে ফেলেছেন। বিছানায় এলিয়ে যেতে যেতে মহিলাটি বলে উঠলেন, বড় বেশি দেরি করে ফেলেছেন। লুকোনোর জায়গা থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই আমি বিষ খেয়েছি। আমার মাথা সাংঘাতিক ঘুরছে। যাচ্ছি! বিদায়! আমার জিম্মা দেওয়া প্যাকেটটার কথা মনে রাখবেন। ঢলে পড়লেন মহিলাটি।

শহরে ফিরতে ফিরতে হোমস বললেন—গোড়া থেকেই মামলাটা ওই চশমার ওপর নির্ভর ছিল। কার্পেটটা ছিল টানটান আর পেরেক দিয়ে শক্ত করে আঁটা, তার কোথাও উঁচু নিচু ছিল না। সুতরাং তার নিচে কোনো গুপ্ত দরোজার সম্ভাবনা বাতিল করে দিলাম। তখন মনে হল, বইয়ের তাকগুলোর পেছনে হয়তো তেমন কোনো জায়গা থাকতে পারে। জানেনই তো, পুরোনো দিনের লাইব্রেরিতে, এ হেন ব্যবস্থা দেখা যেত। লক্ষ্য করলাম প্রতিটি আলমারিতে এবং আলমারির সামনে বইয়ের গাদা। কেবল একটা আলমারি বাদে। অতএব এইটিই নিশ্চয়ই সেই গুপ্ত দরোজা হবে। কিন্তু কোনো চিহ্নই আমি পেলাম না যা থেকে এ হেন সন্দেহ জাগতে পারে। তবে, এক জায়গার কার্পেটের রংটা বাদামি মতো লক্ষ্য করে মনে হল এটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। তখন আমি এই চমৎকার সিগারেট প্রচুর পরিমাণে টেনে যেতে লাগলাম। কৌশলটা সাধারণ, কিন্তু তাহলেও অত্যন্ত কার্যকরী। তারপর আমি চলে গেলাম নিচে। তারপর, ওয়াটসন, তোমার সামনেই নিশ্চিত হলাম যে প্রফেসরের হঠাৎ ক্ষিধে খুবই বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় একজনকে খাওয়াতে হলে যা একান্ত স্বাভাবিক। তারপর আমরা পুনরায় সেই ঘরে গেলাম। তারপর সিগারেটের কৌটোটা ফেলে দিয়ে মেঝেটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করার সুযোগ পেলাম, পরিষ্কার দেখলাম আমার আলমারির দিকে ছড়ানো ছাইয়ের ওপর পায়ের চিহ্ন রেখে বন্দি আমাদের অনুপস্থিতিতে তাঁর লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আচ্ছা, হপকিন্স, এই আমরা চেয়ারিং ক্রসে পৌঁছে গেছি। মামলার সাফল্যের জন্যে অভিনন্দন জানাই তোমায়। নিশ্চয়ই তুমি হেড কোয়ার্টার্সে যাচ্ছ। আর ওয়াটসন, তুমি আর আমি এখন চলো রুশ দূতাবাসে যাই।

www.pathagar.com

চালর্স অগাস্টাস মিলভার্টন

সেদিন হোমস আর ওয়াটসন সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ছয়টা নাগাদ ফিরেছেন। শীতের কুয়াসা-ভরা সন্ধ্যা। হোমস আলোটা জ্বালতেই টেবিলের ওপরে রাখা একটা কার্ড দেখা গেল। সেটার দিকে তাকিয়ে হোমস একটা বিরক্তি সূচক শব্দ করে মেঝের ওপর ফেলে দিলেন সেটা। ওয়াটসন সেটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন—

চালর্স অগাস্টাস মিলভার্টন

অ্যাপলডোর টাওয়ার্স

হ্যাম্পস্টেড

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কে এই লোকটি?

চেয়ারে লম্বা হয়ে বসে অগ্নিস্থানের দিকে পা ছড়াতে ছড়াতে হোমস বললেন—লন্ডনের সবচেয় খারাপ লোক ও। কার্ডটার পেছনে কি লেখা আছে কিছু!

ওয়াটসন উল্টিয়ে দেখে বললেন—সাড়ে ছয়টার সময় আসব। সি. এ. এম.।

হোমস বললেন—হুম্ তাহলে সময় প্রায় হল। আচ্ছা, ওয়াটসন, চিড়িয়াখানার সাপের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে যখন হিলহিলে সরীসৃপ সাংঘাতিক চোখ আর শয়তানি মাখা চ্যাপটা মুখের দিকে তাকাও কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয় না তখন, তাই না? মিলভার্টনও আমার মধ্যে অনুরূপ অনুভূতির সঞ্চার করে। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে মারাত্মক সে এই লোকটার মতো এমন বিতৃষ্ণা আমার মনে জাগায়নি। অথচ এ হেন লোকটিকেও আমি এড়িয়ে যেতে পারছি না, কারণ আমার অনুরোধেই আসছে সে।

কিন্তু কে সে? ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন।

বলছি, হোমস বললেন—সমস্ত ব্ল্যাকমেলারের সে রাজা। যে পুরুষের, বিশেষ করে যে নারীর কোনো গোপনতথ্য এই মিলভার্টনের গোচর হবে, ঈশ্বর যেন রক্ষা করেন তাঁকে। মুখে হাসি নিয়ে এই পাষাণ হৃদয় লোকটি মোচড়াতেই আর মোচড়াতেই থাকবে যতক্ষণ না তাঁরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন। ওর ব্যবসায় ওকে রীতিমত প্রতিভাশালী বলা যেতে পারে। এবং কোনো ভদ্রগোছের কারবারেও প্রচুর নাম করতে পারত। ওর কর্মপদ্ধতি হল এই। অবস্থাপন্ন বা সুনামের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের গোপন চিঠি সংগ্রহের জন্যে প্রচুর টাকা দেবে বলে জানায়। এইসব চিঠি সে পায় কেবলমাত্র অসৎ ভৃত্যদের কাছ থেকেই নয়, ভদ্রবেশি শয়তানদের কাছে থেকেও। মহিলাদের স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হয়ে সে এসব সংগ্রহ করে থাকে। এ ব্যাপারে সে কোনোরকম কৃপণতা করে না। ওয়াটসন জানো, দু লাইনের একটা চিঠির জন্যে সে এক ভৃত্যকে সাতশো পাউন্ড দিয়েছে এবং এর ফলে এক অভিজাত বংশের সর্বনাশ হয়েছে। বাজারের সবরকম খবরই মুহূর্তে তার কাছে পৌঁছে যায়। অনেক মানুষই তার নাম শুনলেই আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে ওঠে। কেউ বলতে পারে না কে কখন তার কবলে পড়বে। যেহেতু তার প্রচুর টাকা, তাই সে এক একটা চিঠি বছরের পর বছর কাজে না লাগিয়ে রেখে দেয়, কাজে লাগায় তখনই, যখন বোঝে সে ভালো পয়সা পাবে। লন্ডনের খারাপতম লোক সে। সাধারণ খুনিরা উত্তেজনা বশে খুন করে আর এ প্রচুর হিসেব করে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে ধীরভাবে মানুষের অন্তরাত্মার, ও তার স্নায়ুর ওপর চাপ দিয়ে নিজের অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করে।

ওয়াটসন, তাঁর বন্ধুবর হোমসকে আর কখনো এতটা উষ্মার সঙ্গে কথা বলতে শোনেন নি। ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কেন? সে কি কোনো আইনের আওতায় পড়ে না?

হোমস বললেন—কাগজে কলমে পড়ে বটে, কিন্তু কার্যত নয়। কেউ তার পেছনে লাগতে সাহস পায় না। তার খপ্পরে যারা পড়েছেন তারাও প্রতিশোধের চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। তখনই তাকে ধরা সম্ভব, যখন কোনো নিরীহ ব্যক্তিকে যে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করে। সাক্ষাৎ শয়তানের মতোই সে ধূর্ত। উহুঁ, ওর সঙ্গে অন্যভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—তা, এখানে কেন আসছে?

হোমস বললেন—এক সম্ভ্রান্ত মহিলা বিপদে পড়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। ভদ্রমহিলাটি

www.pathagar.com

হলেন লেডি ইভা ব্র্যাক্ওয়েল—গত মরশুমের সুন্দরী শ্রেষ্ঠ। ডোভার কোর্টের আর্লের সঙ্গে দিন পনেরোর মধ্যেই তার বিয়ে হবার কথা আছে। একসময় এই ভদ্রমহিলা অবিবেচকের মতো কয়েকটা চিঠি এক গ্রাম্য বিত্তহীন যুবককে আবেগের বশবর্তী হয়ে লিখেছিলেন। সেই চিঠিগুলিই সে এবার হাতিয়েছে! চিঠিগুলো এ বিয়ে ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। একটা টাকার অঙ্ক মিলভার্টন দাবি করেছে সেটা না পেলে সে চিঠিগুলো আর্লের কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমার কাজ হল তার সঙ্গে দেখা করে টাকার অঙ্কটা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা।

এইসব যখন কথাবার্তা চলছিল, ঠিক তখনই নিচে রাস্তায় একটা শব্দ। এগিয়ে দেখি একটা জমকালো জুড়ি গাড়ি, বাদামী রঙের সুন্দর ঘোড়া দুটোর মসৃণ গায়ে আলো ঝলমল করে উঠল। ভৃত্যটি এসে দরোজা খুলে দিল। এক বেঁটেখাটো গাঁট্টা গোঁট্টা মানুষ ওভারকোট গায়ে নেমে এল গাড়ি থেকে। মুহূর্তপরেই সে ঘরে এসে হাজির।

চার্লস অগাস্টার মিলভার্টন মানুষটির বয়স গোটা পঞ্চাশেক হবে হয়তো। মাথাটা বুদ্ধিমান মানুষের মতো মস্ত বড়ো। দাড়ি গোঁফ কামানো গোলগাল মুখ, মুখে একটা হাসি লেগেই আছে। সোনার ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে ধূসর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঝলমল করছে। চেহারার মধ্যে একটা ভালোমানুষী ছাপ, কিন্তু এ ভাব নষ্ট হয়ে যায় তার কপট হাসি আর অস্থির চোখের মর্মভেদী কঠিন দীপ্তির জন্যে। গলার আওয়াজ মিষ্টি। ছোটখাটো হাত বাড়িয়ে সে করমর্দনের জন্যে এগিয়ে এলো।

প্রসারিত হাতটা অগ্রাহ্য করে হোমস পাথরের মতো মুখ করে তাকালেন তার দিকে। মিলভার্টনের কপট হাসি আরো প্রকট হল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ওভারকোটটা শরীর থেকে খুলে খুব পরিপাটি করে ভাঁজ করে একটা চেয়ারের পেছনে সে বসল। তারপর ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বলল—এই ভদ্রলোকের সামনে কথা বলা নিরাপদ তো?

হোমস বললেন, 'ড. ওয়াটসন আমার বন্ধু ও সহকর্মী।'

তা বেশ, মিলভার্টন বলল, 'মানে, আপনার মক্কেলের স্বার্থেই আমি কথাটা শুনলাম। ব্যাপারটায় যে বেশ খানিকটা সংকোচ আছে তাতে আর সন্দেহ কী?'

হোমস শান্তস্বরে বললেন—উনি শুনেছেন সেটা।

তখন মিলভার্টন চট্‌জলদি বলল—তাহলে আর সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসি। আপনি বলছেন, আপনি লেডি ইভারের হয়ে কাজ করছেন। আমার যা শর্ত তা গ্রহণ করার অধিকার আপনার আছে?

হোম্‌সের প্রশ্ন—কী সে শর্ত?

মিলভার্টন বলল—সাত হাজার পাউন্ড।

আর না হলে? হোম্‌সের কৌতূহল।

মিলভার্টন মুচ্‌কি হেসে বলল—আর না, সেটার আলোচনা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তবে, যদি চৌদ্দ তারিখের মধ্যে টাকাটা না পাই তাহলে বিয়েটা কোনোমতেই আঠারো তারিখে হবে না। হাসিটা তখনো তার মুখে লেগেছিল।

একটু ভেবে দেখলেন হোমস। তারপর বললেন—মনে হচ্ছে আপনি ব্যাপারটা খুব সহজ বলে ধরে নিয়েছেন। চিঠিগুলোয় কী আছে তা আমি জানি। মক্কেলকে যা উপদেশ দেব তাই-ই তিনি করবেন। তাঁর প্রতি আমার উপদেশ হবে ভাবী স্বামীর কাছে সবকিছু খুলে বলে তাঁর উদারতার ওপর নির্ভর করা।

এবারও একবার মুচ্‌কি হাসল মিলভার্টন। বলল, বোঝাই যাচ্ছে আর্লকে আপনি জানেন না।

হোম্‌সের মুখে হতাশার চিহ্ন লক্ষ করে ওয়াটসন বুঝতে পারলেন, যে, আর্লকে জানেন তিনি। অভিনয়ের ভঙ্গীতে হোমস বললেন—এমন কী আছে চিঠিগুলোয়?

শিলভার্টন বলল—চিঠিগুলো প্রাণবন্ত, অত্যন্ত প্রাণবন্ত। চিঠি লেখার ব্যাপারে ভদ্রমহিলা অতি চমৎকার। কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি ব্যাপারটা আর্ল ঠিক সেভাবে নিতে পারবেন না। সে যাই হোক আপনি যখন তা মনে করেন না তাহলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ

www.pathagar.com

কী। দেখুন ব্যাপারটা পুরোদস্তুর ব্যবসায়িক। যদি মনে করেন চিঠিগুলো আর্লের কাছে পৌছালেই আপনার মক্কেলের মঙ্গল, নিশ্চয়ই তাহলে ওগুলো ফেরৎ নেবার জন্যে অতোগুলো টাকা দেওয়া বোকামির কাজ হবে। এই বলে সে উঠে পড়ে ওভারকোটটা হাতে করল।

রাগে হতাশায় হোম্‌সের মুখ ধূসর হয়ে উঠল। তিনি বললেন—দাঁড়ান দাঁড়ান, অত তাড়াহুড়ো করবেন না। এরকম একটা গোপনীয় কেলেঙ্কারি যাতে প্রকাশ না পায় সে জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে বৈকি।

মিলভার্টন আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল।

হোমস বলে চললেন—কিন্তু এদিকে তো আবার লেডি ইভা বিশেষ বড়লোক নন, জেনে রাখুন, এমনকি দুই হাজারের পাউন্ড পর্যন্ত হলেও তাঁর তহবিলে টান পড়বে। সুতরাং আপনার যা দাবি তা দেওয়া ওঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই আমার অনুরোধ, আমি যা বলছি তাতেই রাজি হয়ে আপনি চিঠিগুলো ফেরৎ দিন। জেনে রাখুন ওর বেশি তিনি কোনোমতেই দিতে পারবেন না।

মিলভার্টনের হাসি আরো বিস্তার লাভ করল। চোখ দুটো চিক্ চিক্ করে উঠল। বলল—জানি মহিলাটির অত টাকা নেই, কিন্তু অমন এক মহিলার বিবাহটি এমনই এক বিশেষ উপলক্ষ্য যাতে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই কিছু কিছু করে সাহায্য করবে, বলতে কী বিবাহের উপহার হিসেবে কী দিলে ঠিক হবে এ নিয়েই বরং তাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে। নিশ্চিত জানবেন, এই চিঠিগুলো ফেরৎ পেলে যে আনন্দ তিনি পাবেন যে তুলনায় লন্ডনের সব সেরা উপহার সামগ্রী পর্যন্ত তুচ্ছ।

হোমস বললেন—না না, সে একেবারেই অসম্ভব।

আহা, চুক্ চুক্ চুক্, বড়োই দুঃখের কথা মি. হোমস, পকেট থেকে একটা পেটমোটা নোট বুক বার করতে করতে মিলভার্টন বলল, বলতে বাধ্য হচ্ছি, মহিলাটিকে টাকা তোলবার চেষ্টা না করে অন্যরকম উপদেশ দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। এই দেখুন। এই বলে সে, একটা বিশেষভাবে চিহ্নিত খাম তুলে ধরে বলল—এটা হল—না, না, কাল সকালের আগে তার নামটা প্রকাশ করা ঠিক হবে না। ততক্ষণে এটা মহিলাটির স্বামীর কাছে পৌঁছে যাবে। এর কারণ হীরেগুলো বিক্রি করে ঘন্টাখানেকের মধ্যে যে যৎ সামান্য টাকাটা তুলতে পারবেন সেটা তুলবেন না তিনি। বলুন তো কী দুঃখের কথা। সম্মানীয় মিস্ মাইলস্ আর কর্নেল ডার্কিংয়ের বিয়ে হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার কথা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। বিয়ের মাস দুই-তিন আগে 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বিয়েটা হচ্ছে না। জানেন এর কারণ? একরকম অবিশ্বাস্যই বলা চলে, নামমাত্র বারোশো পাউন্ড দিলেই আর কোনো গোলমাল হত না। বড়ই দুঃখের কথা নয় কি? আর এখন দেখছি আপনাকে। আপনার মধ্যে বিবেচনা আছে, মক্কেলের ভবিষ্যৎ আর সম্মান এরকম বিপন্ন লক্ষ্য করেও দর কষাকষি করছেন। আবাক করলেন আপনি, মি. হোমস।

সত্যি কথাই বলছি আমি, সম্ভব নয় টাকাটা জোগাড় করা হোমস বললেন। আমি তো কম টাকা দিতে চাইছি না, এই টাকা নিয়ে নেওয়াই কি ভালো নয় এই ভদ্রমহিলার সর্বনাশ করার থেকে? কী লাভ তাতে আপনার?

আপনি ভুল করছেন মি. হোমস। এটা প্রকাশ করলে পরোক্ষভাবে আমি ব্যবসায়িক দিক থেকে প্রচুর লাভবান হব। এ হেন আট দশটা মামলা আমার হাতে আছে সেগুলোর মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, যদি তাঁরা জানতে পারেন লেডি ইভার কী সর্বনাশ হয়েছে তাহলে তাঁদের মধ্যে সহজেই সুবুদ্ধি আসবে। বুঝেছেন আমার বক্তব্যটা?

হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন হোমস। বলে উঠলেন, পেছন দিকটায় যাও তো ওয়াটসন! কিছুতেই পালাতে দেব না! বেশ। এবার দেখি মশাই, কী আছে আপনার নোট বুকে?

ইঁদুরের মতো তৎপরতার সঙ্গে মিলভার্টন ঘরের একপাশে চলে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ল। তারপর কোটের ভেতরের পকেট থেকে বেরিয়ে আসা একটা মস্ত রিভলভারের

www.pathagar.com

বাঁটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, আরে, আরে, মি. হোমস, এমন একটা ব্যাপার আপনি করবেন আমি আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলাম। এ হেন চেষ্টা তো এর আগে অনেকবারই হয়েছে কিন্তু কী লাভ হয়েছে তাতে? জেনে রাখুন, আমি তৈরি হয়েই এসেছি এবং অস্ত্র ব্যবহারের জন্যে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কারণ জানি আইন আমার পক্ষে। তাছাড়া আপনি যে মনে করছেন আমি চিঠিগুলো এই নোটবুকে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তা ভুল। অমন বোকার মতো কাজ আমি করতে পারি এটা আপনার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব হয়ে কি করে ভাবলেন? আচ্ছা, তাহলে চলি, আরো দুই একটা কাজ আছে এখন, হ্যাম্পস্টেড অনেকটা দূর এখান থেকে। এগিয়ে গিয়ে সে ওভার কোটটা তুলে নিল, তারপর রিভলভারটায় হাত রেখে দরোজার দিকে এগোলো। ওয়াটসন একটা চেয়ার তুল নিলেন, কিন্তু হোমস গাঢ় নেড়ে বারণ করায় রেখে দিলেন। বাও করে সম্মান জানিয়ে চোখে হাসির ঝিলিক তুলে মিলভার্টন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা ঘোড়ার গাড়ির দরোজা খোলার আর চাকার শব্দ—চলে গেল সে।

প্যান্টের পকেটে হাত ভরে, মুখ নিচু করে অগ্নিস্থানের সামনে বসে জ্বলন্ত আগুনের দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে রইলেন হোমস পুরো আধঘন্টার মতো। তারপর লাফিয়ে উঠলেন তিনি। যেভাবে উঠলেন তাতে বেশ বুঝা গেল মনস্থির করে ফেলেছেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে এক লম্পট ধরনের দিনমজুর হেলতে দুলতে বেরিয়ে এলো, থুতনিতে তার ছাগল দাড়ি। তারপর বাতি থেকে পাইপটা ধরিয়ে রাস্তায় নেমে গেলেন। বলে গেলেন, ফিরতে একটু দেরি হবে। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন—হোম্‌সের লড়াই শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সে লড়াই কোন্ দিকে মোড় নেবে তা আন্দাজ করতে পারলেন না তিনি।

শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড এক ঝড়ের সন্ধ্যায় তিনি ফিরলেন তাঁর শেষ অভিযান সেরে। ঝোড়ো হাওয়া তখনো ঝাপ্‌টা মারছিল জানালার শার্সিগুলোর ওপর। তারপর ছদ্মবেশ ছেড়ে আগুনের ধারে বসে একান্ত নিজস্ব ধরনের চাপা হাসি হেসে উঠলেন। বললেন, আচ্ছা, ওয়াটসন, আমায় দেখে কি তোমার মনে হয় আমার খুব বিয়ে করার ইচ্ছে?

কই? না তো!

তোমার অবগতির জন্যে জানাই, আমার বিয়ের সব ঠিকঠাক।

বলো কী শার্লক! তোমাকে অভিনন্দন—

হোমস বললেন, আবার বিয়ে হচ্ছে—মিলভার্টনের বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে!

ওয়াটসন বললেন—কী সর্বনাশ!

আমায় যে তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছিল ওয়াটসন।

কিন্তু এটা তোমার পক্ষে অশোভন হচ্ছে না কি? ওয়াটসন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন।

হোমস বললেন—এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমি হলাম এক কলের মিস্ত্রি, ব্যবসায়ে প্রচুর উন্নতি করেছি, নাম এস্‌কট। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি তাকে নিয়ে বেড়াতে বেড়িয়েছি, তার সঙ্গে কথা বলেছি। বাপ্‌রে বাপ্‌স! কী সব কথা! যাইহোক, যা কিছু জানবার সব আমার জানা হয়ে গেছে। মিলভার্টনের বাড়ির সমস্ত অলিগলি পর্যন্ত এখন আমার সব নখদর্পণে।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু ওই মেয়েটার?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললেন, উপায় ছিল না ওয়াটসন। ব্যাপারটা যখন এরকম গুরুতর তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে বৈকী! যাই হোক, ভারি ভালো লাগছে বলতে যে এক ঘৃণ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আমার আছে, সুযোগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে সে অতি অবশ্যই আমায় শেষ করে দেবে। আহা, কী চমৎকার রাতটা!

এই আবহাওয়া তোমার ভালো লাগছে হোমস! ওয়াটসন বললেন।

হোমস উত্তর দিলেন—আমার কাজের পক্ষে ভারী সুবিধের! জানো ওয়াটসন, আজ রাতে আমি মিলভার্টনের বাড়িতে চুরি করব।

ওয়াটসনের দমবন্ধ হয়ে আসছিল। কথাটা হোমস উচ্চারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার

www.pathagar.com

স্বরে। রাতের অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকে যেমন বিস্তীর্ণ এলাকার সমস্ত কিছুই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, এহেন কাজের সম্ভাব্য পরিণতি—ধরা পড়া—অমন সম্মানের বৃত্তির ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া, অপমান এবং স্বয়ং হোমসই মিলভার্টনের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়া—ওয়াটসন ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন—দোহাই তোমার শার্লক, ভেবে দেখো একবার কী করতে চলেছ!

হোমস মুচকি হেসে বললেন—বন্ধু হে, সমস্ত দিকটাই আমি বেশ ভালো করে ভেবে দেখেছি। এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় থাকলে কি আর অমন বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়তে চাই? পরিস্থিতিটা ভেবে দেখা যাক ভালো করে। নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে যে ন্যায়ের দিক দিয়ে এ কাজ নীতিসম্মত, আইনের চোখে যদিও অপরাধ। তার বাড়িতে চুরি করতে ঢোকাটা তার নোটবুক কেড়ে নেওয়ার চেয়ে বেশি অপরাধ নয়, এবং সে কাজে তুমি আমায় সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলে।

ওয়াটসন মনে মনে পুনরায় ব্যাপারটা ভেবে দেখলেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ, নীতিসম্মত বলা যেতে পারে, যদি আমরা ওর কাছ থেকে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করবার এইসব কাগজপত্র ছাড়া আর কোনো কিছুতে হাত না দিই।

হোমস বললেন—ঠিকই তাই। যেহেতু এটা নীতিসম্মত, এখন দেখতে হবে বিপদের সম্ভাবনা কতখানি। তা, কোনো ভদ্রমহিলা যখন বিপন্ন তখন কি আর সেরকম বিপদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

ওয়াটসন বললেন—ভারী বেয়াড়া রকমের বিপদ হতে পারে।

হোমস দৃঢ়স্বরে বললেন—চিঠিগুলো ফেরৎ পাবার এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ওয়াটসন বেচারি ইভার অতো টাকা নেই। এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কাছে এ কথা প্রকাশ করা ওর পক্ষে সম্ভব। কালই শেষ দিন, তাই আজ রাতের মধ্যেই যদি চিঠিগুলো উদ্ধার না করতে পারি, শয়তানটা যা হুমকি দিচ্ছে, তাই-ই করবে—সর্বনাশ করবে ভদ্রমহিলার। তাই আমার মক্কেলকে তার ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে এই শেষ চেষ্টা করে দেখব।

আর, তোমায় বলছি ওয়াটসন, মিলভার্টনের সঙ্গে কিন্তু এ আমার দ্বৈরথ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রথম পর্বে জয় হয়েছে তার, কিন্তু সুনাম আর আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে এখন আমায় শেষপর্যন্ত লড়তেই হবে।

ওয়াটসন বললেন—তা হলেও এ ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না হোমস। তবে হ্যাঁ, এ ছাড়া সত্যিই আর কোনো উপায় নেই এখন। আচ্ছা, কয়টার সময় বেরোব আমরা?

হোমস বললেন—উহুঁ, তুমি যাচ্ছ না।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে তুমিও যাবে না। এ আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি এবং জেনে রাখো, জীবনে আমি কথার খেলাপ করি নি। এ অভিযানে যদি আমায় সঙ্গে না নাও তো আমি সোজা থানায় গিয়ে তোমাকে ধরিয়ে দেব।

হোমস বললেন—কিন্তু তুমি তো আমায় সাহায্য করতে পারবে না ওয়াটসন!

ওয়াটসন বললেন—কী করে জানলে? তুমি তো জানো না কী ঘটতে পারে। যাই হোক আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি তোমার সঙ্গে যাবই।

হোমসকে মনে হল উদ্বিগ্ন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর দুই ভ্রূ কোমল হয়ে উঠল। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, আচ্ছা বন্ধু, তাই-ই হোক তাহলে। বেশ কয়বছর আমরা এক ঘরে বাস করছি। এবার না হয় এক কয়েদ ঘরে আমাদের বাস করতে হবে। সে বেশ মজা হবে কী বল? জানো ওয়াটসন, তোমার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই, এ ধারণা আমার মনে চিরদিনই আছে যে ও পথে গেলে আমি অপরাধী হিসেবে প্রচুর উন্নতি করতে পারতাম। জানো, ও পথে এইটাই হল, আমার সারা জীবনের সুযোগ। এই বলে হোমস ড্রয়ার টেনে একটা চামড়ার ব্যাগ বার করলেন। সেটা খুলে কতকগুলো ঝলমলে যন্ত্রপাতি ওয়াটসনক দেখালেন। বললেন—এ হল চুরির এক অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যাগ। এতে আছে নিকেল করা সিঁধকাঠি, হীরে

www.pathagar.com

বসানো কাঁচ কাটার যন্ত্র অনেক তালা খোলে এমন চাবি, অর্থাৎ আধুনিক দুনিয়ার সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে যতরকম উদ্ভাবন হয়েছে সবকিছুই যেমনটি দরকার। শব্দ হবে না এমন জুতো তোমার আছে?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, তলায় রবার দেয়া টেনিস খেলার জুতো আছে।

হোমস বললেন—চমৎকার! আর মুখোস?

ওয়াটসন উত্তর দিলেন—সে না হয় আমি কালো রেশম দিয়ে দুটো-একটা তৈরি করে নিতে পারব।

হোমস আনন্দের সঙ্গে বললেন—বাঃ বাঃ, এইসব ব্যাপারে তোমার জুড়ি পাওয়া ভার। বেশ, মুখোস দুটো তৈরি করে ফেল তাহলে। বেরোবার আগে আমরা কিছু ঠাণ্ডা খানা খেয়ে নেব। এখন সাড়ে নটা। এগারোটা নাগাদ আমরা গাড়ি করে চার্চ রো পর্যন্ত যাব। সেখান থেকে অ্যাপলডোর টাওয়ার্স পনেরো মিনিটের হাঁটাপথ। মাঝরাতের আগেই আমরা কাজে লেগে যাব। অত্যন্ত গভীর ঘুম মিলভার্টনের। আর ঠিক সাড়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। ভাগ্য সহায় হলে আমরা লেডি ইভার চিঠিগুলো পকেটে করে রাত দুটোর মধ্যে ফিরে আসতে পারব।

হোম্‌সের আর ওয়াটসনের যা পোষাক তাতে মনে হবে যেন তাঁরা থিয়েটার দেখে ফিরছেন। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে পৌছে হোমসরা একটা গাড়ি নিয়ে চললেন হ্যাম্পস্টেডের এক ঠিকানায়। তারপর নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে ছেড়ে দিলেন গাড়িটা। ওয়াটসন ওভারকোটের বোতামগুলো লাগিয়ে নিলেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। তারর হীথ-এর ধার ধরে ধরে এগিয়ে চললেন, দুজনে।

হোমস বললেন, 'এ একটা এমনই কাজ যাতে অত্যন্ত সন্তর্পণে হাত দেওয়া দরকার। লোকটার পড়বার ঘরের একটা সিন্দুকে আছে চিঠিগুলো, সেটা এঞ্জ, ওর শোবার ঘরের আর একটা ঘর। আর, শক্তসমর্থ বেঁটেখাটো স্বচ্ছল মানুষ মাত্রেরই মতো তারও ঘুম খুবই গভীর। আগাথা (আমার বাগদত্তা সে) বলে, ভৃত্যমহলে একটা হাসির ব্যাপারই হল এই যে কর্তাকে জাগানো ব্যাপারটা একরকম অসম্ভব। তার এক সেক্রেটারি আছে, প্রচুর উৎসাহী। কোনো সময়েই সে একবারও পড়বার ঘর থেকে বেরোয় না। আর সেই জন্যেই আমরা রাতে যাচ্ছি। একটা ভয়ঙ্কর কুকুর আছে তার। রাতে সে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। গত দুদিন সন্ধ্যেবোয় যখন আমি আগাথার কাছে গেছিলাম কুকুরটাকে সে তখন বন্ধ রেখেছিল। বাড়িটা বড়, অনেকখানি জমি নিয়ে, তারই বাড়ি এটা। গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে ডান দিকে বেঁকে লরেলের ঝোপের মধ্যে দিয়ে যাব আমরা। এবার মুখোশগুলো পরে নেয়া যাক। দেখছ, তো, কোনো জানালা দিয়েই আলো দেখা যাচ্ছে না, ঠিক এমনই ব্যবস্থা করেছিলাম।

কালো রেশমের মুখোস পরে হোমসদের খুবই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। নিস্তব্ধ ঘরটা। টালির ছাদ দেওয়া একটা বারান্দা ঘরটার এক দিকে। অনেকগুলো জানালা আর দুটো দরোজা সেখানে।

ফিস্‌ফিস্ করে হোমস বললেন—ওই যে, ওটাই হল শোবার ঘর। আর এই দরোজাটা হল ওর পড়বার ঘরের। ওটা দিয়ে ঢুকতে পারলে ভালো হত। কিন্তু ওটা ভেতর থেকে বন্ধ। তাই এখন ভেতরে যেতে হলে আমাদের প্রচুর আওয়াজ করতে হবে। এদিকে এসো, এখানে একটা কাচের ঘর আছে, এটা দিয়ে ওর বৈঠকখানা ঘরে যাওয়া যায়।

ঘরটা বন্ধ ছিল, 'হোমস কাচে একটা গোলমতো গর্ত কেটে সেখান দিয়ে হাত বাড়িয়ে চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন দরোজাটা। পরমুহূর্তেই ওয়াটসনরা দরোজটা বন্ধ করে দিলেন। সেখানকার ঘন গরম বাতাস আর অচেনা গাছপালার গন্ধে যেন ওয়াটসনদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ওয়াটসনের হাত ধরে হোমস অন্ধকারে দ্রুত হায়ে গাছপালাগুলোর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললেন। গাছের ডালপালাগুলো ওয়াটসনদের গায়ে মুখে ঘষা খেতে লাগল। প্রচুর চেষ্টা করে হোমস অন্ধকারের মধ্যেও দৃষ্টি চালাবার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তেমনি এক

www.pathagar.com

হাতে আমার হাত ধরে তিনি একটা দরোজা খুলে ফেললেন। ওয়াটসনের অস্পষ্ট মনে হল একটা বড় হলঘরে গিয়ে পৌঁছেছেন। সেখানে কিছুক্ষণ আগেই একটা কড়া চুরুট যেন কেউ খেয়েছিল। আসবাবপত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে আন্দাজ করে এগিয়ে তিনি আবার একটা দরোজা খুললেন। তারপর সেটা বন্ধ করে দিলেন। হাত বাড়াতে দেয়ালে কয়েকটা কোট ওয়াটসনের হাতে ঠেকল। বোঝা গেল এটা একটা গলি। এমন সময় কি একটা বস্তু ওয়াটসনদের দিকে দৌড়ে এল, ভয়ে ওয়াটসন আঁতকে উঠলেন। পরে বোঝা গেল ওটা একটা বেড়াল। ঘরে আগুন জ্বলছিল। এখানকার বাতাসেও কড়া চুরুটের গন্ধ। পা টিপে টিপে হোমস প্রবেশ করলেন, একটু দেরি করলেন ওয়াটসনের জন্যে। তারপর খুব সাবধানে বন্ধ করে দিলেন দরোজাটা। ওয়াটসনরা তখন মিলভার্টনের পড়বার ঘরে। ঘরটার ওদিকে একটা ভারি পর্দা ঝোলোনো। তা থেকে বোঝা গেল ওখান দিয়েই তার শোবার ঘরে ঢুকতে হবে।

আগুনটা দিব্যি জ্বলছিল। তাতেই ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। দরোজার কাছে একটা ইলেকট্রিক বাতির সুইচ চকচক করছিল। কিন্তু সেটা জ্বালানো নিরাপদ মনে হল না। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। অগ্নিস্থানের এক পাশে, বাইরে থেকে যে জায়গাটা ওয়াটসনদের চোখে পড়েছিল একটা ভারি পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল সেটা। আর বিপরীত দিকের দরোজাটা বারান্দায় যাওয়ার। মাঝখানে একটা ডেস্ক। তার পাশে ঝলমলে লাল চামড়ায় মোড়া একটা চেয়ার। এর সামনে একটা মস্ত বইয়ের তাক। আর সেটার ওপরে দেবী অ্যাথিনির একটা বড় আবক্ষ পাথরের মূর্তি। একটা বইয়ের তাক আর দেওয়ালের কোণে একটা বড় সবুজ রঙের সিন্দুক, তার পালিশ করা পেতলের হাতলে আলো পড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চোরের মতো সেখানে গিয়ে হোমস তাকালেন সেদিকে। তারপর গুঁড়ি মেরে শোবার ঘরের দরোজার কাছে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ঘাড় কাত করে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। কোনো কিছুই ভেতর থেকে শোনা গেল না। ওয়াটসনের মনে হলো বাইরের দরোজা দিয়ে পালাবার ব্যবস্থাটা করে রাখা ভালো, তাই পরীক্ষা করে দেখলেন তিনি ওটা। এবং খুবই আশ্চর্য হলেন দেখে দরোজাটা আদৌ বন্ধ নয়। হোমসের হাত ছুঁতেই তিনি মুখোস পরা মুখে সেদিকে তাকালেন এবং তিনিও আশ্চর্য হলেন দেখে।

ওয়াটসনের কানের কাছে মুখ এনো হোমস বললেন—এ আমার ভালো লাগছে না, ঠিক বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এসব ভেবে নষ্ট করার মতো সময় এখন আমাদের নেই।

ওয়াটসন বললেন—বলো, আমি কি কোনোরকম সাহায্য করতে পারি?

হোমস বললেন—হ্যাঁ। দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখো কারও সাড়া পেলে ভেতর থেকে বন্ধ করে দেবে দরোজাটা, তাহলে যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরতে পারব। আর যদি ওদিক দিয়ে কেউ আসে তাহলে কাজ সেরে দরোজাটা দিয়ে চলে যেতে পারব। আর কাজ যদি শেষ না হয়, তো পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়তে পারব, বুঝলে?

ওয়াটসন ঘাড় নেড়ে জানালেন যে, তিনি সব বুঝেছেন। তিনি দরোজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথম প্রথম তাঁর ভয় করছিল। এখন ভয় কেটে গিয়ে সাহস ফিরে এসেছে। একটা অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করছিলেন তিনি। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তিনি হোমসকে লক্ষ করছিলেন। মাঝে মাঝে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। হোমস যন্ত্রপাতির থলে থেকে উপযুক্ত অস্ত্রটা বেছে বেছে বার করছেন, যেন কোনো সার্জেন সূক্ষ্ম যে, সিন্দুক খোলা তাঁর এক বিশেষ প্রিয় খেলা। তাই যখন দেখলেন যে ভয়ঙ্কর মিলভার্টন নামের জীবটি বহু মহিলাকে এই সিন্দুকের মধ্যে ধরে রেখেছে, সেই সিন্দুকরূপী ড্রাগনের সম্মুখীন হয়েছেন, বুঝতে অসুবিধা হলো না কী আনন্দই না হোমস পাচ্ছেন! ওভারকোটটা খুলে একটা চেয়ারের ওপর রেখেছিলেন, সেটার হাতা সরিয়ে হোমস দুটো ড্রিল, একটা সিঁধকাঁঠি এবং অনেকগুলি চাবি বার করলেন। মাঝখানের দরোজাটার ওপর দাঁড়িয়ে ওয়াটসন অপর দুটো দরোজার ওপর লক্ষ রাখছিলেন আর যে কোনো জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। আধঘণ্টা ধরে হোমস একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে চললেন। একটা যন্ত্র রেখে আর একটা তুলে নিচ্ছেন, আর নিপুণ কারিগরের মতো সেগুলো ব্যবহার করছেন। শেষপর্যন্ত একটা ক্লিক আওয়াজ হলো। সিন্দুকের

www.pathagar.com

দরোজাটা খুলে গেল। ওয়াটসন লক্ষ করলেন, সেটার ভিতর অসংখ্য কাগজের বান্ডিল। প্রত্যেকটাই সিলমোহর করা। উপরের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করা। একটা বান্ডিল তুলে নিলেন হোমস, কিন্তু কাঁপা আলোয় লেখাটা ভালো করে পড়তে পারলেন না। তখন কালো লণ্ঠনটার সাহায্য নিলেন। কারণ হলো মিলভার্টন পাশের ঘরেই আছে—কাজেই ইলেকট্রিক আলো জ্বালা উচিত হবে না। হঠাৎ থমকে গেলেন তিনি, উৎকর্ণ হলেন। তারপর পলকের মধ্যে সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করে দিলেন। কোটটা তুলে নিলেন, যন্ত্রপাতিগুলো পকেটে পুরলেন, তারপর তীরবেগে জানালার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। ওয়াটসনকেও ইঙ্গিতে তাই করতে বললেন।

তাঁর কাছে গিয়ে লুকোবার পর ওয়াটসন শব্দটা পেলেন। হোমসের তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে যা আগেই ধরা পড়েছিল। বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছে। দূরে কোথায় একটা দরোজা সশব্দে বন্ধ হলো। তারপর দ্রুত এগিয়ে আসা ভারি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে কতোকগুলো অস্পষ্ট শব্দসমষ্টি কানে এলো। এবার পায়ের শব্দটা গলি থেকে দরোজার কাছে এসে থামল। খুলে গেল দরোজাটা—কড়া চুরুটের গন্ধ সেখান থেকে এল। তারপর আমাদের মাত্র কয়েক গজের মধ্যেই সেই পায়ের শব্দ এগোচ্ছে আর পেছোচ্ছে। আবারও এগোচ্ছে। তারপর একটা চেয়ারের শব্দ। পায়ে চলার শব্দটা বন্ধ হলো। তারপর আবার চাবি ঘোরানোর শব্দ। আর সেই সঙ্গে কাগজের খসখস শব্দও আমার কানে এল।

এতোক্ষণে ওয়াটসন ভরসা করে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলেন সামনের দিকে। এবং হোম্‌সের কাঁধে ঠেলা খেয়ে বুঝলেন তিনিও তাই করছেন। ঠিক আমাদের সামনে মিলভার্টনের চওড়া গোলাকার পিঠটা, প্রায় নাগালের মধ্যে। বোঝা গেল ওর জেগে থাকা সম্পর্কে হোমসরা ভুল ধারণা করেছেন। আসলে মিলভার্টন ঘুমোতে যায়নি, বাড়ির দূর দিকটায় কোনো ধূমপানের বা বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে সেখানে সে বসেছিল, সেখানটা হোমসরা লক্ষ করেন নি, হোমসদের চোখের সামনেই তার ধূসর বর্ণের চুল, আর যেখানে টাক সে জায়গাটা চকচক করছে। লাল চামড়ার চেয়ারটায় সে কাৎ হয়ে শুয়ে আছে, বাঁ পা লম্বা করে মুখে একটা লম্বা কালো চুরুট ঠোঁটের একপাশে দাঁত দিয়ে চেপে রাখা। আর পরণে আধা-মিলিটারি একটা জ্যাকেট। জ্যাকেটটা ক্ল্যারেট রঙের কালো ভেলভেটের। তার হাতে একটা বড়সড় আইন সংক্রান্ত দলিল। অলসভাবে সেই দলিল পড়তে পড়তে মুখ দিয়ে চক্রাকার ধোঁয়া ছাড়ছে। ধীরস্থির হয়ে যেভাবে আরামে বসে আছে তাতে মনে হয় না চট করে ওখান থেকে উঠবে।

হোমসের হাতটা সন্তর্পণে ওয়াটসনের হাতে এসে মিলল। একটু চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্তের মধ্যে এবং কোনো চিন্তা নেই। ওয়াটসন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না তিনি তাঁর জায়গায় থেকে যা দেখছেন ওখান থেকে তিনি ঠিক তা দেখতে পেয়েছেন কি না—সেটা হল, সিন্দুকের দরোজাটা ভালো করে বন্ধ করা নেই, এবং যে-কোনো মুহূর্তে মিলভার্টনের চোখে পড়তে পারে। ঠিক করলেন যদি তার দৃষ্টি কঠিনতা থেকে বোঝা যায় যে ওটা তার চোখে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওভারকোটটা দিয়ে ওর মুখ মাথা চাপা দিয়ে ধরব, তারপর যা করার হোমসই করবে। কিন্তু মিলভার্টন একবারও মুখ তুলল না। তেমনি অলসভাবে হাতের কাগজগুলোয় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উকিলের সওয়াল পড়ে চলেছে। মনে হলো পড়া আর চুরুট টানা শেষ না করে ও তার ঘরে যাবে না। কিন্তু তার আগেই এমন একটা ব্যাপার ঘরে গেল যার ফলে ওয়াটসনদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বইতে লাগল।

লক্ষ করা গেল মিলভার্টন বারবার তার ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে এবং একবার উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তিভরে আবার বসে পড়ল। এতো রাতে যে কারও তার কাছে আসবার কথা থাকতে পারে এটা ওয়াটসনরা একেবারেই অনুমান করতে পারি নি। কাগজগুলো ফেলে দেওয়ার আওয়াজ এল। উঠে গিয়ে মিলভার্টন খুলে দিল দরোজাটা।

কাটা কাটা কথায় বলল—প্রায় আধঘণ্টা দেরি করে এসেছ। এখন বোঝা গেল কেন দরোজা খোলা ছিল, আর কেন মিলভার্টন এতো রাত পর্যন্ত জেগে ছিল, একজন স্ত্রীলোকের পোশাকের খস-খস্ শব্দ শোনা গেল। মিলভার্টনের মুখ হোমসদের দিকে ফিরতেই ওয়াটসন

www.pathagar.com

পর্দার ফাঁকটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আবার এখন ভরসা করে খুব সাবধানে সেখান দিয়ে তাকালেন। আবার মিলভার্টন চেয়ারে বসেছে। চুরুটটা তেমনি মুখের কোণে রেখে। তার সামনে ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় এক মহিলা দাঁড়িয়ে। ভদ্রমিহলা খুব লম্বা, একহারা, কালচে রঙের, দাঁর মুখে একটা ঘোমটা, আর এক টুকরো কাপড়ে থুতনিটা ঢাকা। জোরে জোরে তার নিঃশ্বাস পড়ছিল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

মিলভার্টন শান্তস্বরে বলল—রাতের ঘুমটা আমার নষ্ট করলে গো তুমি! নিশ্চয় বিশেষ কোনো কারণ ছিল যে জন্যে আগে আসতে পারো নি তাই তো?

উত্তরে ভদ্রমহিলা শুধু একবার ঘাড় নাড়লেন।

মিলভার্টন বললেন—তা পারো নি, তো পারো নি। যদি কাউন্টেস খুব কঠিন হয়ে থাকেন, তাহলে তো তাঁর সঙ্গে সমান সমান হয়ে ওঠার সুযোগ পেলে। আরে, আরে! অমন কাঁপছো কেন? হ্যাঁ, এই তো, সামলে নাও, সামলে নাও। আচ্ছা এবার কাজের কথা হোক। তারপর ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বার করে বলল, তুমি বলছো কাউন্টেস দ্য অ্যালবার্টকে কজা করবার মতো পাঁচটা চিঠি তোমার কাছে আছে, বিক্রি করতে চাও তুমি আর আমি চাই কিনতে। এ পর্যন্ত তো ঠিকই আছে, এখন কেবল দামটা ঠিক করা। অবশ্য চিঠিগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে বৈকি। সত্যিই যদি দেখি ওগুলো—একি, এ যে আপনি!

একটিও কথা না বলে স্ত্রীলোকটি মুখ থেকে ঘোমটাটা সরিয়ে ফেলছেন, তুথনিটাও আবরণমুক্ত করেছেন। মিলভার্টনের ঘন ভ্রুর ছায়ায় ঝলমলে চোখ মুখে এক ভয়ংকর হাসি। বললেন, হ্যাঁ—আমি। সেই নারী, যার জীবন আপনি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছেন।

হেসে উঠল মিলভার্টন কিন্তু তা হলেও ভয়ে তার গলা যেন কেঁপে উঠল। বলল,—বড় যে একগুঁয়ে আপনি! কেন আমায় এই শেষ উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন? জেনে রাখুন একটা মাছি পর্যন্ত আমি নিজে থেকে হত্যা করি না। কিন্তু যার বা ব্যবসা, আমি আর কী করতে পারি। যে টাকা আমি চেয়েছিলাম তা দেওয়া আপনার পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিছুতেই যে আপনি রাজি হলেন না!

আর সেইজন্যেই আপনি চিঠিগুলো তার কাছে পাঠালেন। তার মতো মহৎব্যক্তি আর হয় না, তাঁর জুতোয় ফিতে পরাবারও যোগ্যতা আমার নেই, ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগে বাধ্য হলেন তিনি। মনে পড়ে সেই শেষ রাতের কথা, যখন আমি আপনার কাছে এসে করুণা ভিক্ষা করেছিলাম আর তার উত্তরে আমার মুখের ওপর অবজ্ঞার হাসি হেসেছিলেন, যেমনটি এখন চেষ্টা করছেন। কিন্তু কাপুরুষ আপনি, আপনার ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। হুঁ, কখনো আপনি ভাবতে পারেন নি যে আবার কখনও এখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু সে শিক্ষা আমার সেই রাতেই হয়েছিল, জেনেছিলাম কীভাবে নির্জনে আপনার মুখোমুখি হব। কী আনার বলার আছে, চার্লস মিলভার্টন।

উঠে দাঁড়াল মিলবার্টন। বলল—ভাববেন না আপনি আমাকে ভয় দেখাতে পারবেন। একবার হাঁক দিলেই চাকররা এসে পাকড়াও করবে আপনাকে। তবে, রাগবার কারণ আপনার আছে, তাই আর তা করলাম না। এক্ষুনি চলে যান আপনি যেমনটি এসেছিলেন, তাহলে আর কিছু বলব না।—আর কারও হৃদয়ে এমন করে মোচড় দিতে পারবেন না। একটা বিষাক্ত জন্তু থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করব আমি। এই নে, এই নে কুত্তা—এই, এই, আর এই আর এই!

একটা ছোট্ট ঝকমকে রিভলভার বার করে একটার পর একটা গুলি করে চললেন মিলভার্টনের দেহে—রিভলভারের মুখটা তাঁর দেহ থেকে দুই ফুটের বেশি দূরে হবে না। কুঁকড়ে গেল মিলভার্টন, তারপর পড়ে গেল টেবিলের ওপর—ভীষণ কাঁপছে কাগজগুলো হাতে মোচড়াতে মোচড়াতে। তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তারপরে আবার একটা গুলো খেয়ে মেঝের ওপর ধপাস করে পড়ে গেল। আনেক কষ্টে বলে উঠল—শেষ করলেন আমায়। মহিলাটি তারপর তার ওপরের দিকে ফেরানো মুখটা জুতোর গোড়ালি দিয়ে মাড়াতে লাগলেন। আবার তাকালেন তার দিকে। কিন্তু সে দেহে প্রাণ নেই। প্রতিশোধ নিয়ে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা।

www.pathagar.com

ওয়াটসনদের পক্ষে কোনোমতেই লোকটিকে বাঁচানোর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তবুও যখন ভদ্রমহিলা গুলির পর গুলি করে চলেছিলেন ওয়াটসন বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠাণ্ডা শক্ত হাতে হোমস ওয়াটসনের কবজি ধরে রইলেন। তাঁর এই বাধা দেয়ার তাৎপর্য ওয়াটসনের বুঝতে বাকি রইল না। হোমস বলতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটা তাদের এক্তিয়ারের বাইরে। শয়তানের ওপর বিচার নেমে এসেছে।

ভদ্রমহিলা সবেগে বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হোমস দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ওদিকের দরোজাটার কাছে চলে গেলেন, দরোজাটায় চাবি লাগিয়ে দিলেন তিনি। আর সেই মুহূর্তেই বাড়ির ভেতর থেকে হল্লার আওয়াজ, সেই সঙ্গে দ্রুত এগিয়ে আসছিল পায়ের শব্দও। রিভলভারের শব্দে সারা বাড়ি জেগে উঠেছে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হোমস সিন্দুকটার কাছে গিয়ে ডালাটা খুলে সেখান থেকে দুহাত ভরে চিঠির বান্ডিলগুলো নিয়ে অগ্নিস্থানে ফেলতে লাগলেন—যতোক্ষণ না সিন্দুকে কোনো কাগজের বান্ডিল রইল। কে যেন বাইরে থেকে দরোজার হাতল ঘুরিয়ে দরোজায় করাঘাত করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি সে দিকে ফিরলেন হোমস। যে চিঠিটা মিলভার্টনের মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে এসেছিল সেটা রক্তে মাখামাখি হয়ে টেবিলের ওপর পড়ে রইল। সেটাও হোমস ফেলে দিলেন অগ্নিস্থানে। তারপর বাইরের দরোজাটা থেকে চাবি খুলে নিয়ে হোমস ওয়াটসনের পিছু পিছু বেরিয়ে এসে দরোজাটা ভেতরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। বললেন—এসো ওয়াটসন এই দিকে। এদিক থেকে বাগানের দেয়ালটা ডিঙিয়ে যেতে পারব।

সাড়া পেলে যে মানুষ এতো তাড়াতাড়ি এসে পড়তে পারে তা জানা ছিল না। পেছন ফিরতেই হোমসরা দেখলেন সারা বাড়ি আলোয় ভরে গেছে। সামনের দরোজা খোলা, সেখান দিয়ে লোকজন ঘরে ঢুকছে। সমস্ত বাগানটা মানুষে মানুষে ভর্তি। ওয়াটসনরা বারান্দা থেকে বেরোতেই একজন লোক চিৎকার করে ওয়াটসনদের তাড়া করে এল। কতোকগুলো ছোটো ছোটো গাছের মধ্যে দিয়ে হোমসরা দৌড়ে যেতে লাগলেন। যারা হোমসদের তাড়া আসছিল তাদের মধ্যে একজন হাঁফাতে হাঁফাতে হোমসদের দিকে তেড়ে এল। একটা ছয় ফুট পাঁচিল পথ আগলে ছিল। একলাফে হোমস সেটার ওপর উঠেই ডিঙিয়ে গেলেন। ওয়াটসনও তাই করতে গেছিলেন, হঠাৎ একটা পায় তার গোড়ালি চেপে ধরে আর কি! এক লাথিতে তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে ওয়াটসন কোনোরকমে পাঁচিলটা পার হয়ে মুখ থুবড়ে একটা ঝোপের মধ্যে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে হোমস ওয়াটসনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর দুজনে হ্যাম্পস্টেড হিথের অঞ্চল দিয়ে দ্রুত ছুটে চললেন। প্রায় দুই মাইল এভাবে ছোটার পর হোমস একবার পেছনদিকে তাকিয়ে নিয়ে থামলেন। নাঃ, আর ভয় নেই।

পরদিন সকালে হোমস ও ওয়াটসন প্রাতঃরাশ সেরে গল্প করছিলেন স্বাভাবিকভাবে। আর ধূমপান করছিলেন। এমন সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেড এসে হাজির। বসার ঘরে এসে তিনি বললেন—সুপ্রভাত। আপনি কি বিশেষ ব্যস্ত এখন?

হোমস বললেন—না, না এমন ব্যস্ত নই যে তোমার কথা শোনার সময় হবে না।

মানে ভাবছিলাম আর কি, লেসট্রেড ইতস্তত করে বললেন—মানে, বিশেষ কাজ যদি না থাকে তাহলে একটা উল্লেখযোগ্য মামলায় আমাকে সাহায্য করবেন কি?

হোমস বিস্ময়ের স্বরে বললেন—তাই না কী? বলো, বলে ফেলো।

লেসট্রেড বললেন—কাল রাতে অ্যাপলডোরে টাওয়ার্সে চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন নামে এক ব্ল্যাকমেলার খুন হয়েছে। সে লোকজনকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য নানা রকমের কাগজ সংগ্রহ করে রাখত। খুনিরা সেই সব কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছে। কোনো দামি জিনিস চুরি যায়নি। তা মনে হয় খুনিরা ছিল সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ব্যাপারে কিছু কেলেঙ্কারী নিবারণ করা।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন—কী বললে? খুনিরা? বহুবচন কেন?

লেসট্রেড বলল—হ্যাঁ, তারা ছিল দুজন। আর বলতে কী প্রায় হাতে নাতেই ধরা পড়িছল তারা। তাদের পায়ে ছাপ দেখেছি তাদের চেহারার বর্ণনাও শুনেছি। এবং তাদের আমার

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই ধরতে পারব। প্রথম লোকটি বেশি তৎপর কিন্তু দ্বিতীয়টি তো ধরাই পড়েছিল। মালির ছেলেটার হাত ছাড়িয়ে কোনোরকমে সে পালায়। লোকটি মাঝারি আকারের, শক্তিশালী, তার চোয়ারের আকৃতি চৌকো, গোঁফ আছে, বলিষ্ঠ ঘাড়, দুচোখ মুখোশ দিয়ে ঢাকা।

হোমস হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললেন—ড. ওয়াটসন সম্বন্ধেও তা খাটে। তারপর বললেন—না, লেসট্রেড, এ মামলায় আমি তোমাকে একেবারেই সাহায্য করতে পারব না। তুমি আসতে পারো।

প্রায়রি স্কুল

বেকার স্ট্রিটে একদিন এম. এ, পি. এইচ. ডি ইত্যাদি আরও ডিগ্রিধারী ড. থর্নিক্রফট হাক্সটেবল এলেন। আগে তিনি কার্ড পাঠিয়েছিলেন। এখন তিনি স্বয়ং এসে হাজির। ঘরে ঢোকবার পরে দরোজাটা বন্ধ হতেই তিনি টলতে টলতে টেবিলের কাছে গেলেন আর তার পরেই হঠাৎ পেছন দিকে লম্বা হয়ে মেঝের ওপর পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হোমস ও ওয়াটসন এক লাফে দাঁড়িয়ে নীরব বিস্ময়ে এক দৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন সেই পতনগ্রস্ত বিশাল দেহের দিকে। হোমস তাড়াতাড়ি একটা বালিশ এনে তাঁর মাথার তলায় দিলেন, আর ওয়াটসন একটু ব্যাণ্ডি তাঁর ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ঢেকে দিলেন। ফ্যাকাসে সুপুষ্ট মুখে তাঁর দুশ্চিন্তার বলিরেখা। বন্ধ দুচোখের নিচের মাংস শিসের মতো দেখতে। মুখের দুকোণ ঝুলে পড়ে বিপদের পরিচয় দিচ্ছে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মনে হয় অনেক দিন গালে ক্ষুর পড়ে নি। জামার কলারে আর শার্টে দীর্ঘ পথপরিক্রমার ধূলো বালি। সুগঠিত মাথায় অবিন্যস্ত চুলগুলো খাড়া হয়ে গেছে।

হোমস প্রশ্ন করলেন—কী ব্যাপার মনে হয় তোমার ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—ক্লান্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেছেন, খুব সম্ভব খাদ্যাভাবে ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে। ওঁর নাড়ী ওয়াটসন পরীক্ষা করতে করতে বললেন—নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ ও মন্থর।

তাঁর ঘড়ির পকেট থেকে টিকিটটা বার করে হোমস বললেন—উত্তর ইংল্যান্ডের ম্যাকলটন থেকে রিটার্ন টিকিট কেটে উনি এসেছেন। এখনও বারোটা বাজে নি, অতএব বুঝতে হবেক খুব ভোরে যাত্রা শুরু করেছেন।

ইতিমধ্যে ওঁর চোখের পাতা কেঁপে উঠল। ধূসর চোখ মেলে তিনি শূন্য দৃষ্টিতে হোমসদের দিকে পিটপিট করে কয়েকবার তাকালেন। পরমুহূর্তেই কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেল।

মি. হাক্সটেবল বললেন—ক্ষমা করবেন মি. হোমস আমার এই দুর্বলতা। এক গ্লাস দুধ আর একটা বিস্কুট তাহলেই আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠব। আমি নিজেই এসেছি মি. হোমস যাতে আমি সঙ্গে করে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। কারণ টেলিগ্রামের ভাষায় ব্যাপারটার গুরুত্ব কিছুতেই আপনি বুঝতে পারতেন না।

হোমস বললেন—আগে ভালো করে সুস্থ হয়ে উঠুন।

ভদ্রলোক বললেন—আমি এখন সুস্থ। বুঝতে পারছি না কী করে আমি এমন দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমার ইচ্ছে মি. হোমস পরবর্তী ট্রেনেই আপনি আমার সঙ্গে ম্যাকলটনে যান।

হোমস মাথা নাড়লেন। বললেন—আমার সহকর্মী ড. ওয়াটসনের মুখে শুনতে পাবেন, এই মুহূর্তে আমরা দারুণ ব্যস্ত! "ফেরার্স ডকুমেন্টস" মামলায় আমাকে থাকতে হবে। তাছাড়া অ্যাবারগাভেনি হত্যাকাণ্ডের মামলার শুনানির সময়ও এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত জরুরি কাজ ছাড়া এই সময়ে আমার পক্ষে লন্ডন ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আবেগের আতিশয্যের হাত ছুড়ে মি. হাক্সটেবল বলে উঠলেন, কী বললেন? জরুরি? কেন, ডিউক অব হলডারনেসের একমাত্র পুত্রের অপহরণের কথা কি আপনি শোনেন নি?

অ্যাঁ, কী বললেন, ভূতপূর্ব ক্যাবিনেট মন্ত্রীর?

www.pathagar.com

হ্যাঁ, চেষ্টা করেছিলাম যাতে খবরটা কাগজে প্রকাশ না পায়, কিন্তু গতরাতে এ নিয়ে গ্লোব-এ কিছু গুজব শোনা গেছিল, তাই ভেবেছিলাম হয়তো খবরটা আপনার কাছে পৌঁছে থাকবে।

লম্বা সরু হাত বাড়িয়ে হোমস, তার রেফারেন্স বইয়ের 'H' খণ্ডটা তুলে নিলেন।

হলডারনেস, ষষ্ঠ ডিউক, কে, জি, পি, সি,—উঃ, বর্ণমালার অর্ধেকগুলো অক্ষরই সেই উপাধিতে। কাস্টটনের আর্ল, বেভার্লির ব্যারণ—আরে ব্বাবা, কী বিরাট তালিকা! ১৯০০ সাল থেকে হ্যালামশায়ারের লর্ড লেফটেন্যান্ট। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করেন চার্লস অ্যাপলডোর-এর মেয়ে এডিথকে। তাঁর উত্তরাধিকারী এবং একমাত্র সন্তান হলো এই লর্ড স্যালটায়ার। প্রায় দুশো পঞ্চাশ হাজার একর জমির মালিক। ল্যাঙ্কাশায়ারে আর ওয়েলস-এ খনিজ সম্পত্তিও আছে। ঠিকানা—কার্লটন হাউস টেরেস হলডারনেস হাউস, হ্যালামশায়ার। কার্সটন কাসল, ব্যাঙ্গর, ওয়েলস। ১৮৭২ সালে অ্যাডমিরালের লর্ড, প্রধান সেক্রেটারি অব স্টেট—

হুঁ, এ ব্যক্তি যে রাজ্যের সর্বপ্রধান প্রজাদের মধ্যে একজন তাতে আর সন্দেহ কী!

সর্বাপেক্ষা প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা ধনীও বটে। আমি জানি মি. হোমস, এসব মামলার ব্যাপারে আপনার স্থান অত্যন্ত উচ্চে এবং কাজের আনন্দেই আপনি কাজ করতে ভালোবাসেন। কিন্তু তাহলেও মহামান্য ডিউক ইতমধ্যেই জানিয়েছেন যে, যে তাঁর পুত্রের খবর দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার পাউন্ড দেয়া হবে এবং যে বলতে পারবে কে বা কারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে তাকে দেয়া হবে এক হাজার পাউন্ড।

হোমস বললেন—পুরস্কারটা রাজকীয়, সন্দেহ নেই। ওয়াটসন চলো ড. হাক্সটেবল-এর সঙ্গে উত্তর ইংল্যান্ডে যাওয়া যাক। আচ্ছা, ড. হাক্সটেবল্ দুধ আর বিস্কুটটা খেয়ে নিয়ে দয়া করে বলুন ব্যাপারটা কী ঘটেছে কখন ঘটেছে, কিভাবে ঘটেছে এবং এ ব্যাপারের সঙ্গে ম্যাকল্টনের নিকটবর্তী প্রায়রি স্কুলের ড. থর্নিক্রফট হাক্সটেবল্-এর কী সম্পর্ক এবং কেনই বা তিনি আমার কাছে এসেছেন ঘটনার তিনদিন পরে। সময়টা আমি অনুমান করছি আপনার দাড়ির বহর দেখে।

দুধ ও বিস্কুট খেয়ে নেবার পর সতেজ ভঙ্গিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ড. থর্নিক্রফট তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তাঁর চোখের জ্যোতি ফিরে এসেরছ, ফ্যাকাশে গালে রক্তের আভা ফুটে উঠেছে।

প্রথমেই বলে রাখি, প্রায়রি স্কুলটি হচ্ছে ছাত্র তৈরি করার স্কুল, আমিই এর প্রিন্সিপ্যাল ও প্রতিষ্ঠাতা। হাক্সটেবলস্ সাইডলাইটস্ অন হোরেস থেকে হয়তো আমার নাম আপনাদের মনে পড়বে। নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ছাত্র তৈরির স্কুল প্রায়রি। লডং লিভার স্টোক, ব্ল্যাকওয়াটারের আল্ ক্যাথকার্ট সোমস এঁরা সবাই এঁদের ছেলেদের আমার জিম্মায় রেখেছেন। কিন্তু তাহলেও যখন ডিউক অব হলডারনেস তাঁর সেক্রেটারি মি. জেমস উইলডারকে পাঠিয়ে আমাকে জানালেন মহামান্য ডিউক তাঁর একমাত্র পুত্র দশ বছরের লর্ড স্যালটায়ারকে আমার তত্ত্বাবধানে রাখতে ইচ্ছুক, তখন আমার মনে হলো, আমার স্কুল উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। কে আর তখন ভাবতে পেরেছিল যে সেই থেকেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনার সূত্রপাত হবে!

১ মে তারিখে ছেলেটি আসে, গ্রীষ্মকালীন টার্মের আরম্ভ তখন। চমৎকার। ছেলেটি—খুব তাড়াতাড়িই সকলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল। বলাবাহুল্য মনে করছি না যে, বাড়িতে ছেলেটির জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল। ব্যাপার গোপন রাখা উচিত ছিল। কিন্তু আপনাদের অনুসন্ধানের স্বার্থে আমার সবটা বলা উচিত মনে করে বলে ফেললাম। ডিউকের বিবাহিত জীবনেও খুব শান্তি ছিল না। ওরা স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছিল। ছেলেটির পূর্ণ সহানুভূতি ছিল প্রবলভাবে তার মায়ের প্রতি। ঘটনাটা ঘটে এই সামান্য কিছুদিন আগে। হলডারনেস হল ছেড়ে মা চলে যাওয়ার পরে ছেলেটি খুব মনমরা হয়ে থাকতো। এবং এই কারণেই ডিউক তাকে আমার কাছে পাঠান। ছেলেটি আমাদের এখানে বেশ সুখেই ছিল।

শেষ তাকে দেখা যায় ১৩ মে তারিখে—অর্থাৎ গত সোমবার, রাতে। তার ঘর ছিল

www.pathagar.com

তিনতলায়, সেখানে যেতে হলে একটা বড় ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে হয়—সেই ঘরে থাকে দুটি ছেলে। তারা তাকে দেখে নি বা তার কোনো সাড়াও পায় নি। সুতরাং বুঝতে হবে স্যালটায়ার সে পথে বেরিয়ে যায় নি। তার ঘরের জানালা খোলা ছিল। নিচের মাটি থেকে একটা মজবুত আইভি লতা সেই জানালা পর্যন্ত উঠে এসেছিল, নিচে কোনো পায়ের ছাপ আমরা দেখতে পাই নি। কিন্তু তাহলেও এ পথেই যে সে বেরিয়ে গেছে সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সে যে নেই এ খবর জানা যায় মঙ্গলবার বেলা ৭টার সময়। রাতে যে সে বিছানায় শুয়েছিল তারও প্রমাণ আছে। ছেলেটির পরনে ছিল ইটনের কালো জ্যাকেট আর ঘন ধূসর ট্রাউজার্স। যা পরে সে স্কুলে যেত। এমন কোনো চিহ্ন দেখা যায় নি যে কেউ তার ঘরে ঢুকেছিল। এবং এ কথাও নিশ্চিত যে তার ঘর থেকে কোনো কান্নার বা ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ আসে নি, এলে বড় ঘরের বড় ছেলেটি, কানটা অবশ্যই তা শুনতে পেত। কারণ তার ঘুম খুব পাতলা।

লর্ড স্যালটায়ারের অন্তর্ধানের খবর যখন জানা গেল তখন সমস্ত ছাত্রদেরও শিক্ষকদের নাম ডাকার ব্যবস্থা করলাম এবং তারপর জানা গেল যে লর্ড স্যালটায়ার যে আগেই নিরুদ্দেশ তা নয়, তার সঙ্গে জার্মান ভাষার শিক্ষক হেউডগারও সেই সঙ্গে নিখোঁজ। তাঁর ঘর ওই তিনতলাতেই লর্ড স্যালটায়ার-এর ঘরের বিপরীত দিকে। দুটো ঘরেরই মুখ একই দিকে ফেরানো। তাঁর বিছানায় শয়নের চিহ্ন বর্তমান। কিন্তু যাবার আগে তিনি ভালোভাবে জামাকাপড়ও পরতে পারেন নি। তাঁর শার্ট আর মোজা মেঝেয় পড়ে ছিল। তিনি যে, আইভি লতা বেয়ে নেমে গিয়েছিলেন তার চিহ্নও রয়েছে। মাটিতে যেখানে তিনি অবতরণ করেন সেখানে তাঁর জুতোর দাগ দেখা গেছে। এই মাঠের এক পাশে একটা ছোট ছাদওয়ালা জায়গায় তাঁর সাইকেলটা থাকত, সেই সাইকেলও অদৃশ্য!

হেউডগার বছর দুই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, খুব ভালো সুপারিশ নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু লোকটি ছিলেন, বেজায় চুপচাপ আর বিষণ্ণ প্রকৃতির, শিক্ষক বা ছাত্র কোনো মহলেই বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না। পলাতক দুজনের কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালে পর্যন্ত আমরা তাদের সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানতে পারি নি। অবশ্যই হলডারনেস হল-এ খোঁজ নেয়া হয়েছিল, মাত্র কয়েক মাইলের পথ, ভেবেছিলাম হয়তো হঠাৎ খুব মন কেমন করায় বাবার কাছে চলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু সেখানেও তার কোনো খবর নেই। ডিউক তো খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আর আমার অবস্থাটা যে কী দাঁড়িয়েছে তা তো আপনারা স্বচক্ষেই দেখলেন। আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের বিপদমুক্ত করুন।

অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে হোমস স্কুল শিক্ষকটির ঘটনা শুনলেন। ওয়াটসন বেশ বুঝতে পারলেন, এ এমনই এক মামলা যা কেবল গুরুত্বের দিক দিয়েই নয়, নতুনত্বের ও জটিলতার দিক থেকেও হোমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবার তিনি নোটবুক বার করে দুএকটা বিষয় লিখে নিলেন।

হোমস অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন—খুব অন্যায় করেছেন, আমার কাছে আসতে এত দেরি করে। একটা বড় রকমের বাধা নিয়ে আমায় তদন্তে নামতে হচ্ছে। ঐ আইভি আর ওই মাঠটা পরীক্ষা করলে যে কোনো তীক্ষ্ণদৃষ্টি মানুষ নিশ্চয় কিছু সন্ধান পেত।

ড. থর্নিক্রফট হাক্সটেবল বললেন—ডিউকের ইচ্ছা ছিল খবরটা যেন কিছুতেই জানাজানি না হয়—আমার কোনো দোষ নেই মি. হোমস। তাঁর পারিবারিক অশান্তির খবরটা সাধারণ্যে প্রকাশ পাক এ তিনি একেবারেই চাইছিলেন না, এসব ব্যাপারে তাঁর রীতিমত আতঙ্ক আছে।

হোমস বললেন—কিন্তু পুলিশসূত্রে নিশ্চয়ই কিছু তদন্ত হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। একটা সূত্র তো আপাতদৃষ্টিতে এসেছিল, একটি বালক ও এক তরুণকে ভোরের দিকে ট্রেনে এক নিকটবর্তী স্টেশন থেকে যেতে দেখা গিয়েছিল। দুজনকে লিভারপুলে ধরা হয়, কিন্তু তারা এরা নয়। এ হল কাল রাতের খবর। তখন আর থাকতে না পেরে হতাশ হয়ে আমি ভোরের ট্রেনে চলে এসেছি, সারা রাতটা আমার জেগে কেটেছে।

www.pathagar.com

আচ্ছা, এই ভুল মানুষের পিছু নেয়ার পর থেকেই তো স্থানীয় অনুসন্ধানের কাজে ঢিলে পড়েছে?—হোমস বললেন।

একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। থর্নিক্রফট উত্তর দিলেন।

হোমস মন্তব্য করলেন—অর্থাৎ তিনটে দিন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কাজ যা হয়েছে অত্যন্ত খারাপ ভাবে হয়েছে।

থর্নিক্রফট বললেন—সেটা আমি অনুভব করছি—স্বীকারও করছি মি. হোমস।

হোমস শান্তস্বরে বললেন—অথচ সমস্যাটা তো এমন নয় যে সমাধান করা যায় না। অত্যন্ত খুশি মনে আমি মামলাটা হাতে নিচ্ছি। এই হারিয়ে যাওয়া ছেলেটি আর এই জার্মান শিক্ষক—এদের মধ্যে কি আপনি কোনো সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে পেরেছেন?

না, কিছুমাত্র না।

সে কি এই শিক্ষকের ছাত্র ছিল?

না। এবং যতোদূর জানি সে এক শিক্ষকের সঙ্গে কখনো কথাবার্তাও বলে নি।

ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে! ছেলেটিরও কি একটি সাইকেল ছিল?

না।

এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত তো?

হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

আচ্ছা, একথা তো আপনি বলতে চান না যে, গভীর রাতে এই শিক্ষক ছেলেটিকে নিয়ে সাইকেল করে চলে গেছেন?

না। নিশ্চয়ই না।

তাহলে এ ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?

সাইকেলের ব্যাপারটা হয়তো ধোঁকা দেবার জন্যেই। হয়তো সেটা কোথাও লুকিয়ে রেখে দুজনে পায়ে হেঁটে চলে গেছে।

হয়তো তাই। কিন্তু তাহলেও এভাবে ধোঁকা দেওয়াটা অসম্ভব বলেই মনে হয়, তাই না? সেখানে কি ওটা ছাড়াও আরো সাইকেল ছিল?

হ্যাঁ, অনেকগুলোই ছিল।

সাইকেল করে চলে গেছে এটা বোঝাতে হলে কি ওরা একটা না নিয়ে দুটো সাইকেল নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখত না?

আমার তো তাইমনে হয়।

নিশ্চয়ই তাই। সুতরাং ধোঁকা দেয়া—টিকছে না। তাহলেও তদন্তকারীর পক্ষে কাজ শুরু করার ব্যাপারে চমৎকার। আর যাই হোক সাইকেল একটা এমন জিনিস না যা লুকিয়ে রাখা বা ধ্বংস করা সহজ। আর একটা প্রশ্ন। যেদিন নিখোঁজ হয়ে যায় সেদিন কি কেউ দিনের বেলা ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

থর্নিক্রফট দৃঢ়স্বরে বললেন—না। কই না তো।

হোমস এবার বললেন—কোনো চিঠি কি তার এসেছিল?

হ্যাঁ। একটা চিঠি।

কার কাছ থেকে?

ওর বাবার।

ওর চিঠি কি আপনি খুলে দেখেছিলেন?

না।

তবে কমেন করে জানলেন ওটা ওর বাবার চিঠি ছিল?

খামের ওপরের চিহ্ন দেখে। তাছাড়া ঠিকানাটা লেখা ছিল ডিউকের আড়ষ্ট হাতে এবং ডিউকেরও এ চিঠির কথা মনে আছে।

এর আগে তার কাছে কোনো চিঠি এসেছিল? হোমসের প্রশ্ন।

বেশ কিছুদিন আগে।

www.pathagar.com

ফ্রান্সে যেখানে তার মা থাকেন সেখান থেকে কি কখনো সে কোনো চিঠি পেয়েছে?

না, একটাও না।

হোমস বললেন—আমার এই প্রশ্নগুলোর উদ্দেশ্য এবার নিশ্চয়ই আপনি অনুভব করতে পারছেন? হয় তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে না হয় সে নিজের ইচ্ছাতেই গেছে। এই পরেরটা যদি সত্যি হয় তাহলে নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কোনো তাগাদা এসেছিল, নতুবা অমন একটি ছেলে কখনোই অমন একটা কাজ করত না। এবং যখন কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কোনো চিঠি তার কাছে এসেছিল, আর সেই জন্যেই আমি জানতে চাইছি কার কার চিঠি ছেলেটির কাছে এসেছিল?

ড. থর্নিক্রফট বললেন—এ বিষয়ে আমি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারব না। যতোদূর জানি, একমাত্র তার বাবার সঙ্গেই তার চিঠির আদান প্রদান হত।

এবং তাঁর চিঠি সে পায় যে রাতে, সেই রাতেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বাবা আর ছেলের মধ্যে সম্পর্কটা কি বিশেষ হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল? হোমসের প্রশ্ন।

থর্নিক্রফট বললেন—মহামান্য ডিউকের সম্পর্ক কারো সঙ্গেই বিশেষ হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল না। সরকারি বড় বড় ব্যাপারেই তিনি সম্পূর্ণ ডুবে থাকতেন। সাধারণ ভাবাবেগ তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলের ব্যাপারে তিনি যথাসম্ভব সদয় ছিলেন।

কিন্তু ছেলেটির তো আর মায়ের প্রতি টান ছিল। তাই না?

হ্যাঁ।

একথা কি ছেলেটি কাউকে কখনো বলেছে?

আমি কখনো শুনি নি।

তবে কি ডিউকের মুখে কখনো শুনেছেন যে, ছেলেটির তার মায়ের প্রতি আকর্ষণের কথা?

কী সর্বনাশ, কক্ষনো না!

তবে আপনি জানলেন কী করে?

মহামান্য ডিউকের সেক্রেটারি মি. জেম্‌স্‌ উইলডারের কাছ থেকে। উনি এই গোপন কথাটা বলেছিলেন।

ও। আচ্ছা, ভালো কথা। ডিউকের ঐ শেষ চিঠিটা কী ছেলেটি চলে যাওয়ার পরে পাওয়া গিয়েছিল?

না, সেটা সে সঙ্গে নিয়ে গেছে। মি. হোমস, এখন আমাদের ইউস্টন অভিমুখে বেরিয়ে পড়ার সময় হয়ে গেছে।

হোমস বললেন—গাড়ি ডাকতে বলছি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। যদি টেলিগ্রাম করেন তো ভালো হয়, ওখানকার লোকজন জানুক যে লিভারপুলের তদন্ত এখনো চলছে। ইতোমধ্যে আমি আপনার ওখানে শান্তভাবে কিছু তদন্ত করব। ব্যাপারটা হয়তো এখনো বাসি হয়ে যায় নি যে ওয়াটসনের আর আমার মতো দুই গোয়েন্দার পক্ষে কোনো সূত্রই মিলবে না।

সেদিন সন্ধ্যানাগাদ হোমসরা পিক অঞ্চলের শীতল আবহাওয়ার মধ্যে পৌঁছে গেলেন। এখানেই সেই প্রায়রি স্কুল। অন্ধকার হয়ে গেছে। হলের টেবিলে একটা কার্ড ছিল। বাটলার ফিসফিস করে তার মনিবকে কী যেন বলল। পরম উত্তেজনার সঙ্গে মনিবটি হোমসদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—ডিউক এসে গেছেন। তিনি আর মি. উইলডার পড়ার ঘরে আছেন। আসুন আলাপ করিয়ে দিই।

বিখ্যাত ব্যক্তি মহামান্য ডিউকের ছবির সঙ্গে ওয়াটসন পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখন দেখলেন, ভদ্রলোকটির সঙ্গে তার ছবির কোনো মিল নেই! ভদ্রলোক লম্বা, অত্যন্ত জমকালো, নিখুঁত সাজে সজ্জিত। মুখটা সরু, নাকটা বেজায় লম্বা, আর বেঁকানো। গায়ের রং ফ্যাকাশে। তাঁর উজ্জ্বল লাল, লম্বা পাতলা হয়ে আসা দাড়ি সাদা ওয়েস্ট কোটের ওপর নেমে এসেছে। ঘড়ির চেনটা ঝলমল করে উঠল। অগ্নিস্থানের কাছে বসে বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি পাথরের মতো

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে হোমসদের দিকে তাকালেন। এক তরুণ তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বোঝা গেল ইনিই হলেন মি. উইলডার, তাঁর সেক্রেটারি। লোকটি ছোটোখাটো, নার্ভাস, চনমনে, তাঁর চোখ হালকা নীল। আকৃতির মধ্যে নমনীয়তার অভাব নেই। তীক্ষ্ণকণ্ঠে, সরাসরিভাবে এই ভদ্রলোকই কথাবার্তা শুরু করলেন।

ড. হাক্সটেবল, আজ সকালে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, আপনার লন্ডন যাত্রা থামাতে। কিন্তু তার আগেই আপনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। শুনলাম আপনার উদ্দেশ্য ছিল মি. শার্লক হোমসের হাতে মামলাটা দেয়া। মহামান্য ডিউক অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন আপনি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই এমন একটা কাজ করেছেন বলে।

ড. থর্নিক্রফট বললেন—না, মানে—যখন দেখলাম পুলিশ হতাশাগ্রস্ত হয়েছে—

মহামান্য ডিউকের কখনোই মনে হয় নি যে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু মি. উইলডার, নিশ্চয়ই আপনি—

আপনি তো ভালো করেই জানেন মি. হাক্সটেবল, যে মাহামান্য ডিউক বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছেন যে ব্যাপারটা সাধারণ লোক যাতে জানতে না পারে। যতো অল্প লোক ব্যাপারটা জানে ততই মঙ্গল।

তা, এর খুব সহজ সমাধান আছে। বলেন তো সকালের গাড়িতেই মি. শার্লক হোমস লন্ডনে ফিরে যেতে পারবেন।

অত্যন্ত অমায়িকভাবে হেসে হোমস বললেন—মোটেই না মোটেই না ডক্টর। উত্তর অঞ্চলের এই বাতাস খুবই স্বাস্থ্যকর এবং আরামেরও। তাই এই অঞ্চলে আমি কটা দিন কাটিয়েই তবে ফিরব। তবে, আপনার এখানে থাকব, না গ্রামের সরাইখানায় থাকব—সেটা আপনাদের ইচ্ছা।

বোঝা গেল ড. থর্নিক্রফট কিছুতেই ঠিক করতে পারছেন না, কী বলবেন। তাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন ডিউক স্বয়ং। তাঁর গভীর সুরেলা গলা ঘণ্টার মতো বেজে উঠল—ড. হাক্সটেবল্, মি. উইলডারের সঙ্গে আমিও একমত যে আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেই আপনি বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতেন। কিন্তু যখন মি. হোম্‌সের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে তখন তাঁর উপদেশ গ্রহণ না কারার কোনো অর্থই হয় না। সরাইখানায় যাবেন কেন, মি. হোমস? অত্যন্ত খুশি হব আপনি যদি আমার সঙ্গে হলডারনেস হল-এ এসে থাকেন।

হোমস বললেন—ধন্যবাদ মহামান্য ডিউক। কিন্তু আমার কাজের সুবিধের জন্যে ঘটনাস্থলের কাছে থাকাই আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হয়তো হল-এ গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার দরকার হতে পারে। এখন কেবল জিজ্ঞাসা করি, আপনার ছেলের এই রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে কি কোনো ধারণা করতে পেরেছেন?

আজ্ঞে না।—ডিউক বললেন।

ক্ষমা করবেন, হোমস অনুরোধের স্বরে বললেন—যদি এমন কোনো ব্যাপারে উল্লেখ করি যা আপনার পক্ষে কষ্টকর, নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে তা করতে হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন এ ব্যাপারে ডাচেসের কোনো হাত আছে?

ডিউক মহাশয়ের মধ্যে দ্বিধার ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত তিনি বললেন—না, আমার তা মনে হয় না।

আর এক সম্ভাবনা যা স্বতই মনে আসে সে হল মুক্তিপণ আদায়ের জন্যে কেউ তাকে আটক করে রেখেছে। আচ্ছা, সেরকম কোনো দাবি তো আপনার কাছে আসে নি?

আজ্ঞে না।

হোমস এবার একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন—এ আর একটা প্রশ্ন মহামান্য ডিউক, 'যেদিন ঘটনাটা ঘটে সেদিন আপনি ওকে একটা চিঠি দেন, তাই তো?

না, তার আগের দিন চিঠি দিয়েছিলাম।

হোমস বললেন—ঠিক বলেছেন। চিঠিটা ও পেয়েছে সেই দিনে।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।

www.pathagar.com

এমন একটা কিছু সেই চিঠিতে ছিল যার ফলে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ছিল এবং সেই কারণেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে?

ডিউক বললেন—আজ্ঞে না। এর কারণ ওটা নিশ্চিত নয়। হোমস বললেন—চিঠিটা কি আপনি নিজেই ডাকে দিয়েছিলেন?

মহামান্য ডিউককে বাধা দিয়ে তার সেক্রেটারি কিছুটা উষ্মার সঙ্গে বলে উঠলেন, মহামান্য ডিউক নিজের হাতে চিঠি ডাকে দিতে অভ্যস্ত নন। অন্যান্য চিঠির সঙ্গে এই চিঠিটাও টেবিলের ওপর রাখা ছিল, আমি নিজের হাতে সেগুলো ডাকের থলের মধ্যে দিয়েছিলাম।

আপনি নিশ্চিত বলতে পারেন যে এই চিঠিটাও সে-সব চিঠির মধ্যে ছিল? হোমস বললেন।

সেক্রেটারি নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তা লক্ষ করেছিলাম।'

হোমস প্রশ্ন করলেন—মহামান্য ডিউক, কতগুলো চিঠি আপনি সেদিন লিখেছিলেন?

ডিউক উত্তর দিলেন—বিশটা কি ত্রিশটা হবে। অনেক চিঠিই আমার কাছে আসে। কিন্তু এসব কথা কি অবান্তর নয়?

হোমস বললেন—নয়, একেবারে অবান্তর হয়তো নাও হতে পারে।

ডিউক বলে চললেন, 'আমার তরফ থেকে বলি, পুলিশকে আমি নির্দেশ দিয়েছি দক্ষিণ ফ্রান্সে আমার প্রাক্তন পত্নী যেখানে থাকেন সেখানটা বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে। আগেই আপনাকে বলেছি, এমন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারে ডাচেস উৎসাহ দেবেন বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু ছেলেটির মাথায় কতগুলি ভুল ধারণা গেঁথে গিয়েছিল, এবং এই জার্মানের সাহায্যে মায়ের কাছে চলে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয় একেবারে।

বেশ বোঝা যাচ্ছিল, হোমসের আরো কিছু প্রশ্ন ছিল, কিন্তু মহামান্য ব্যক্তিটি তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে চলে যাবার পর হোমস তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত শুরু করলেন।

ছেলেটির ঘর সযত্নে পরীক্ষা করা হল। কিন্তু কিছুই ফল হল না, কেবল এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া ছাড়া যে, সে নেমে গেছে ওই জানালা দিয়েই। জার্মান শিক্ষকের ঘর আর জিনিসপত্র পরীক্ষা করেও কোনো নতুন সূত্র পাওয়া গেল না। তাঁর ক্ষেত্রে সূত্র কেবল এই যে, আইভির একটা লতা তাঁর শরীরের ভারে ভেঙে পড়ে। লণ্ঠনের আলোয় লক্ষ করলাম যেখানে তিনি নেমেছিলেন সেখানে তাঁর গোড়ালির চিহ্ন রয়েছে।

শার্লক হোমস একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ফিরলেন, রাত এগারোটা নাগাদ। তিনি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন, এ অঞ্চলের একটি সামরিক মানচিত্র। সেটা নিয়ে তিনি ওয়াটসনের ঘরে এলেন। তারপর সেটা বিছানার ওপর বিছিয়ে রেখে লণ্ঠনটা সাবধানে তার মাঝখানে রাখলেন। তারপর ধূমপান শুরু করলেন আর থেকে থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো ধূমায়িত পাইপ দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, 'মামলাটা ক্রমশঃই আমাকে পেয়ে বসেছে ওয়াটসন। শুরুতে আমি তোমায় এখানকার ভৌগোলিক অবস্থানের পরিচয় দিচ্ছি। তদন্তের ব্যাপারে হয়তো তা আমাদের সহায়ক হবে। মানচিত্রটার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে দেখো—এই কালো চতুষ্কোণটি হল প্রায়রি স্কুল। এটাকে একটা পিন দিয়ে চিহ্নিত করছি। আর এই যে লাইন, এটা হল বড় রাস্তা। দেখছ তো, এই রাস্তাটা চলে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে, স্কুলটা অতিক্রম করে। আরো লক্ষ্য করো, দুদিকে কোথাও অন্য কোনো রাস্তার অস্তিত্ব নেই। অতএব দুজনে যদি রাস্তা ধরে গিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এই রাস্তা ধরে গেছে।

ওয়াটসন বললেন—'হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হোম্‌স্ বললেন—সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন রাতে এই রাস্তায় যা ঘটেছিল তার একটা মোটামুটি বিবরণ আমরা পেয়েছি। এই যেখানে পাইপটা রয়েছে, এক গ্রাম্য পুলিশ এখানে বারোটা থেকে ছয়টা পযন্ত পাহারায় ছিল। লক্ষ্য করো, পুবদিকে এটাই হল প্রথম চৌমাথা। পুলিশটি বলে সে মুহূর্তের জন্যেও এখান থেকে যায় নি। এবং মানুষটি বা বালকটি কারো পক্ষেও তার চোখ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আজ রাতে তার সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাকে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণই নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে। আর ওখানেই এই পথটাই শেষ। এবার আমাদের ওদিকটা দেখতে হবে। এখানে একটা সরাইখানা, 'রেড বুল'। সরাইখানাটির কর্ত্রী অসুস্থ, ম্যাকলটনে ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সকাল হলে তবে ডাক্তার আসেন, অন্য একটা রুগী দেখতে বেরিয়ে গেছিলেন ডাক্তার। সরাইয়ের লোকেরা সারা রাত তাঁর পথ চেয়ে সজাগ ছিল কারুর না কারুর দৃষ্টি ছিল রাস্তার ওপর। তারাও কাউকে দেখে নি। যদি তাদের এই সাক্ষ্য বিশ্বাস করতে হয় তাহলে আমাদের ভাগ্য ভালো, কারণ পশ্চিম দিক দিয়ে ওদের চলে যাওয়ার সম্ভাবনাটাও বাতিল করা যেতে পারে। এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, পলাতকরা আদৌ রাস্তা দিয়ে যায় নি।

ওয়াটসন আপত্তি জানিয়ে বললেন—কিন্তু সাইকেলটার কী হল?

হোমস বললেন—তুমি ঠিকই ভাবছ। আসছি সে কথায়। আচ্ছা, তাহলে যেভাবে যুক্তি প্রয়োগ করেছিলাম। যদি এরা রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে হয় বাড়ির উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দিয়ে চলে গেছে। এবার দুটি সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখি। দেখছ তো, বাড়িটার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ চাষ জমি। স্বীকার করছি সাইকেল নিয়ে সেদিকে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সে সম্ভাবনা বাতিল করে দিলাম। এবার উত্তর দিক। এখানে বড় বড় গাছের একটা কুঞ্জ, 'র‍্যাগেড শ' বলে উল্লিখিত। তার ওদিকে এক বিস্তীর্ণ পতিত জমি যার নাম 'লোয়ার গিল ম্যুর'! এটা দশ মাইল চওড়া, একটু একটু করে উঁচু হয়ে গেছে। এই প্রান্তরের একদিকে হল ডারসেন হল—রাস্তা দিয়ে দশ মাইল, কিন্তু পতিত জমিটা দিয়ে গেলে মাত্র ছয় মাইল দূরে। অঞ্চলটা খুবই নির্জন। এখানে কয়েকটি ছোটোখাটো চাষী বাস করে। তাদের এখানে ভেড়া আর গোরুর খামার। এরা ছাড়া প্রাণী বলতে কয়েকরকম পাখির বাস ওখানে চেস্টারফিল্ডের বড় রাস্তা পর্যন্ত। একটা গির্জা সেখানে, আর কয়েকটি কুটির, আর একটা সরাইখানা। তারও ওপারে খাড়াই পাহাড়গুলো। অতএব উত্তরের এইসব অঞ্চলেই আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে।

ওয়াটসন তবুও নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞাসা করলেন সাইকেলের ব্যাপারটা?

অধৈর্য হোমস বললেন—আরে, ভালো যে সাইকেল চালায় তার ভালো রাস্তার দরকার হয় না। অনেক রাস্তাই পতিত জমির ওপর দিয়ে চলে গেছে, আর চাঁদও ছিল পূর্ণ। আরে, 'এ আবার কী?'

দরোজায় উত্তেজিতভাবে ধাক্কার শব্দ, আর পরমুহূর্তেই ড. থর্নিক্রফট্ হাক্সটেবল্ ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে একটা নীল রঙের ক্রিকেট খেলার টুপি, তার ওপরে একটা সাদা ফিতে।

বললেন, 'এতক্ষণে একটা সূত্র পাওয়া গেল! ঈশ্বরের দয়ায় শেষপর্যন্ত আমরা সঠিক পথ ধরতে পেরেছি। ওরই টুপি এটা।

কোথায় পাওয়া গেল?

যে সব বেদেরা পতিত জমিটার ওপর তাঁবু ফেলে বাস করছিল তাদের গাড়িতে। ওরা চলে যায় বৃহস্পতিবার। আর পুলিশ ওদের পিছু নিয়ে তাঁবুর মালপত্র পরীক্ষা করে খুঁজে পায় এটা।

হোমস প্রশ্ন করলেন—বেদেদের বক্তব্য কী?

ড. হাক্সটেবল্ বলল—কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইছিল। মিথ্যা বলছিল। বলছিল পতিত জমিতে ওটা পেয়েছে মঙ্গলবার সকালে। শয়তানগুলো নিশ্চয়ই ছেলেটির খবর জানে। যাইহোক তারা এখন হাজতে। আইনের ভয় দেখিয়েই হোক্ বা ডিউকের পয়সার লোভ দেখিয়েই হোক, সব কথাই তাদের কাছ থেকে বার করা সম্ভব হবে।

ড. হাক্সটেবল্ চলে গেলে হোমস বললেন—এ পর্যন্ত তো বেশ। আর কিছু না হোক একটু অন্ততঃ সমর্থিত হল যে আমাদের তদন্ত লোয়ার গিল ম্যুরের আশেপাশেই রাখতে হবে। এ অঞ্চলে পুলিশ বিশেষ কিছু করতে পারে নি কেবল বেদেদের আটক করা ছাড়া। এই দেখো ওয়াটসন, পতিত জমিটার ওপর দিয়ে একটা জলপথ চলে গেছে। কোথাও কোথাও সেটা চওড়া হয়ে গেছে, বিশেষ করে হলডারনেস হল আর স্কুলটার মাঝামাঝি জায়গায়। এই

www.pathagar.com

শুক্‌নো খরার দিনে অন্য কোথাও খোঁজার প্রয়োজন না থাকলেও এখানে নিশ্চয়ই কিছু পেয়ে যেতে পারি। কাল ভোরে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। দেখব যদি এই রহস্যের ওপর কিছু আলোকপাত করা সম্ভব হয়।

সবে ভোর হচ্ছে, ঘুম ভেঙে ওয়াটসন দেখলেন, 'হোম্‌সের লম্বা একহারা শরীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পোষাক পরে। মনে হল ইতিমধ্যেই বাইরে থেকে ঘুরে এসেছেন। হোমস বললেন—মাঠটা আর সাইকেলের আড্ডাটা আমি দেখে এসেছি। র‍্যাগেড শ-র দিকেও টহল দিয়ে এসেছি। যাও তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নাও। পাশের ঘরে তোমার জন্যে কোকো তৈরি। প্রচুর কাজ হাতে।

হোম্‌সের চোখ জ্বলজ্বল করছিল। গাল রক্তাভা কর্ম-কুশলীর উদ্দীপনার প্রকাশ। এই কর্মচঞ্চল হোম্‌সের সঙ্গে বেকার স্ট্রিটের ফ্যাকাসে নিষ্ক্রিয় স্বপ্নালু হোম্‌সের পার্থক্য অনেকখানি। তাঁর এই উৎসাহ, উদ্বেল চেহারা দেখে সন্দেহ রইল না সে সত্যিই আজ তাদের সামনে প্রচুর কাজ রয়েছে।

কিন্তু তবুও শুরুতেই ওয়াটসনদের হতাশার সম্মুখীন হতে হল।

প্রচুর আশা নিয়ে ওয়াটসনরা হলদে হয়ে যাওয়া শুকনো উদ্ভিদে ভরা পতিত জমিটা অতিক্রম করে চললেন। সেখানে অসংখ্য ভেড়ার পায়ে চলার পথ পেরিয়ে শেষপর্যন্ত চওড়া হালকা সবুজ এলাকায় ওয়াটসনরা পৌঁছালেন। এর ওপারেই হলডারনেস। ছেলেটি যদি বাড়ির পথ ধরে থাকে নিশ্চয়ই এখান দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। এবং সে ক্ষেত্রে তো তার চিহ্ন দেখতে পাব। কিন্তু তার, বা জার্মান শিক্ষকের কোনো চিহ্নই এখানে নেই। মুখ কালো করে বন্ধুবর হোমস এর ধার ধরে এগিয়ে চলেছেন, উৎসুকভাবে প্রতেকটি কর্দমাক্ত চিহ্ন লক্ষ করতে করতে। ভেড়ার পায়ের অনেক চিহ্ন চারদিকে। আর কয়েক মাইল তফাৎ-এ গরুর পায়ের চিহ্নও ওয়াটসনদের চোখে পড়ল। এছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

বিস্তীর্ণ পতিত জমির দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে হোমস বললেন—এই হল এক নম্বর বাধা। ওই যে, আর একটা এরকম জায়গা, একটা সরু পথ মাঝখানে। আরে, আরে, এ কি?

সরু কালো পথটার কাছে তখন ওয়াটসনরা পৌঁছে গেছেন। ভিজে মাটির ওপর সেখানে একটা সাইকেলের চাকার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওয়াটসন বললেন—হুর্‌রে, হুর্‌রে! এই তো পাওয়া গেছে।

হোমস কিন্তু নেতিসূচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন। তাঁকে দেখে মনে হল যেন তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। তাঁর মুখে আনন্দের থেকে ঔৎসুক্যের প্রকাশই বেশি। বললেন, সাইকেলের দাগ নয় ওটা। আমি বিয়াল্লিশ রকম টায়ারের চিহ্ন চিনি। এটা তো দেখছ, এটা ডানলপের। এর বাইরের দিকটা থ্যাবড়া। কিন্তু হেইডগারের সাইকেলের টায়ার হল পামারের, তার দাগগুলো লম্বা লম্বা। অঙ্কের শিক্ষক এভলিং এ বিষয়ে নিশ্চিত। সুতরাং এটা যে হেইডগারের সাইকলের দাগ নয় এ কথা ঠিক।

তবে কি ছেলেটির?

হতে পারে, যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি যে একটা সাইকেল তার কাছে ছিল। কিন্তু তা তো আমরা একেবারেই পারি নি। দেখছ তো, এই চিহ্ন যে সাইকেলের, তার আরোহী আসছিল স্কুলটার দিক থেকে।

ওয়াটসন বললেন—না কি, স্কুলের দিকে যাচ্ছিল!

না, না ওয়াটসন, হোমস বললেন—জানো তো, পেছনের চাকায় ভার বেশি পড়ে বলে সেদিকটার চিহ্নই হয় গভীর। ভালো করে লক্ষ্য করো, অনেক জায়গাতেই, যেখানে পেছনের চাকা ঠিক সামনের চাকার ওপর দিয়ে চলে গেছে, সামনের চাকার দাগটা চাপা পড়ে গেছে। এ দাগ যে স্কুলের দিক থেকে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। জানি না এর সঙ্গে আমাদের তদন্তের কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা, কিন্তু তাহলেও এখন আমাদের কাজ হবে এই দাগ অনুসরণ করা।

দাগ অনুসরণ করে এগোলাম কয়েকশো গজ, তার পরেই কাদাভরা অঞ্চলে পৌঁছাতে আবার দাগটা হারিয়ে গেল। তখন খানিকটা পেছিয়ে আসতে আর একটা চিহ্ন চোখে পল,

www.pathagar.com

একটা ঝিরঝিরে ঝরণা যেখানে পথটাকে কেটে বয়ে চলেছে। গরুর ক্ষুরের দাগে দাগে সেই চিহ্ন প্রায় মিলিয়ে যেতে বসেছে। তারপর আবার কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু পথটা চলে গেছে সোজা র‍্যাগেড শর বনের মধ্যে—স্কুলের পেছন দিকে এই বন। সাইকেলটা নিশ্চয়ই এই বনের ভেতর থেকে বেরিয়েছে। একটা পাথরের ওপর হোমস গালে হাত দিয়ে বসলেন। যখন আবার উঠলেন ততক্ষণে ওয়াটসনের দুই দুটো সিগারেট শেষ হয়ে গেছে।

শেষপর্যন্ত হোমস বললেন—অবশ্য খুব চালাক লোকের পক্ষে সাইকেলের টায়ার পালটে ফেলা সম্ভব, তাহলে আর চেনা দাগের সন্ধান মিলবে না। এমন বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো অপরাধীর সঙ্গে লড়াই করতে হলে আমি খুশি হব। এ সমস্যার মীমাংসা চেষ্টা ছেড়ে আমরা আবার কাদার এলাকায় যাব। সেখানে অনুসন্ধানের কাজ কিছু বাকি আছে।

অবিলম্বেই কাদা ভরা অঞ্চলে অনুসন্ধানের শুরুতেই সুফল পাওয়া গেল। নিচের দিকে একটা কাদায় ভরা এটাকে কেটে গেছে, কাছে যেতেই হোমস আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। মাঝখান দিয়ে টেলিগ্রাফ তারের বান্ডিলের চিহ্ন মতো চোখে পড়ল—এ হল পামার টায়ারের চিহ্ন।

বিজয়ীর ভঙ্গীতে হোমস বললেন—এটা নিঃসন্দেহে মি. হেইডগারের টায়ারের চিহ্ন! আমার তদন্ত ঠিক পথেই চলেছে ওয়াটসন।

ওয়াটসন অভিনন্দন জানালেন হোমসকে।

হোমস বললেন—এখনো অনেক পথ বাকি লক্ষ্যে পৌছতে। দাগটা ছেড়ে হাঁটো ওয়াটসন. মাড়িয়ো না। এগোনো যাক, তবে, বেশিদূর যে অগ্রসর হতে পারব তা মনে হয় না।

ওয়াটসনরা এগোতে এগোতে লক্ষ্য করলেন, পতিত জমির এ অঞ্চলটাকে কোনো কোনো জায়গায় নরম মাটি চলে গেছে এবং মাঝে মাঝে চিহ্ন হারিয়ে ফেললেও আবার তা ফিরে পাওয়া যাচ্ছে।

হোমস বললেন, 'ওয়াটসন তুমি লক্ষ্য করে দেখেছ কি, চালক এবার গতিবেগ বাড়িয়েছে? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। লক্ষ করো এই চিহ্নটা, দুটো টায়ারের দাগই পরিষ্কার এখানে, দুটো দাগই সমান গভীরভাবে বসে গেছে। এর একমাত্র কারণ, চালক শরীরটা হ্যান্ডেলের ওপর ঝুঁকিয়ে চালিয়েছিল। জোরে চালাবার সময় এইটাই নিয়ম। ফলে ওজনটা দুচাকার ওপরেই পড়েছিল। আরে একি! পড়ে গেছে যে!

ওয়াটসন বললেন—পিছনে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। গর্স কাঁটাগুল্মের ফুল ধরা একটা দোমড়ানো ডাল হাতে করে তুললেন হোমস। মহা আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল হলদে ফুলগুলো সব রক্তমাখা। চিহ্নটায় খানিকটা জুড়ে পথের ওপরে, উলুখাগড়ার মধ্যে জমাট বাঁধা রক্তের দাগ।

হোমস বললেন—খুব খারাপ লক্ষণ, ওয়াটসন। সরে দাঁড়াও, অসাবধানের মাড়িয়ে ফেল না যেন। কী বুঝছ এখানে? আহত হয়ে পড়ে যায়, তারপর উঠে দাঁড়ায়, আবার সাইকেলের চড়ে এগিয়ে চলে। নিশ্চয়ই কোনো গরু ওকে গুঁতোয় নি! না, তা অসম্ভব! আমাদের এগিয়েই যেতে হবে ওয়াটসন। রক্তের চিহ্ন, তার ওপর আবার চাকার চিহ্ন। আর ও আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না।

অনুসন্ধানের কাজও যে খুব বেশিক্ষণ ধরে চলল তাও নয়। ভিজে চকচকে পথের ওপর চাকার চিহ্ন অদ্ভুত আঁকা বাঁকা। হঠাৎ সামনের ঘনসন্নিবদ্ধ গর্সের ঝোপের মধ্যে ধাতু চকচক করে উঠল। তার ভেতর থেকে ওয়াটসনরা সাইকেলটা টেনে বার করলেন। তার টায়ার পামারের তার একটা প্যাডল্ বেঁকে গেছে, আর সামনের দিকটা ভয়ঙ্করভাবে রক্তমাখা। দৌড়ে সেখানে যেতে হতভাগ্য চালকের শয়ান দেহ ওয়াটসনদের চোখে পড়ল। লোকটি দীর্ঘকায়, গালে লম্বা দাড়ি, চোখের চশমার একটা কাঁচ কোথায় ছিটকে পড়েছে। মৃত্যুর কারণ মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। খুলির একাংশ থুবড়ে বসে গেছে। এ হেন একটা আঘাত পেয়েও যে সে অগ্রসর হতে পেরেছিল এ থেকে তার অসীম প্রাণশক্তির আর সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। পায়ে জুতো, কিন্তু মোজা নেই, আর খোলা কোটের নিচে দেখা যাচ্ছে রাতে পরার একটা শার্ট। এ

www.pathagar.com

যে জার্মান শিক্ষকের দেহ তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রদ্ধার সঙ্গে হোমস শরীরটা প্রথমে উল্টে দিলেন। তারপর প্রচণ্ড মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন। তার ভ্রূ কুঞ্চন লক্ষ্য করে ওয়াটসনের বুঝতে অসুবিধা হল না যে এই ভয়ঙ্কর আবিষ্কারের ফলে অনুসন্ধানের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়েছে।

হোমস বললেন—ঠিক করতে পারছি না ওয়াটসন, এখন আমার কী কর্তব্য। ইচ্ছে হচ্ছে আরোও একটু খোঁজ করে দেখি, কিন্তু ইতিমধ্যেই এত বেশি সময় নষ্ট হয়েছে যে এরপর আরো একটা ঘন্টা নষ্ট করা উচিত নয়। এদিকে খবরটা পুলিশের নজরে আনতে আমরা বাধ্য। অথচ এই বেচারার দেহটাও আবার ফেলে রেখে যাওয়া চলে না।

ওয়াটসন বললেন—একটা চিঠি লিখে দাও, আমিই না হয় পুলিশে খবর দিতে যাই।

হোমস বললেন—দাঁড়াও। এখন আমার তোমাকে চাই। তোমার সাহায্য আমায় নিতে হবে। দাঁড়াও দাঁড়াও। ওই যে, একটা লোক ঘাষের চাবড়া তুলছে। ডাকো ওকে—ওকে দিয়েই পুলিশে খবর পাঠানো যেতে পারে।

সন্ত্রস্ত চাষীটিকে ডেকে আনলে হোমস তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে ড. হাক্সটেবলের কাছে পাঠালেন। ওয়াটসনকে বললেন—দুটো সূত্র আমরা আজ সকালে আবিষ্কার করেছি। একটা হল পামার টায়ার যুক্ত একটা সাইকেল আর তার কী পরিণতি হয়েছে, অন্যটি ডানলপ টায়ারের দাগ। সেটার তদন্ত শুরু করার আগে হিসেবে বসা যাক্ কতদূর কী আমরা জানতে পেরেছি, তাতে করে কাজের সুবিধা হবে। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করব আর যেগুলি আকস্মিক এবং বাহুল্য সেগুলো বর্জন করব। ওয়াটসন, তুমি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, ছেলেটি নিজের ইচ্ছেয় বেরিয়েছিল। জানালা দিয়ে নেমে সে বেরিয়ে পড়ছে। হয় একা না হয় আর কেউ তার সঙ্গে ছিল। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এবার, জার্মান শিক্ষকটির প্রসঙ্গে আসা যাক্। যাবার সময় ছেলেটি সুসজ্জিত হয়েই গেছিল, অতএব সে জানত যে সে কোথায় যাবে। মানে তার গন্তব্যস্থল স্থির ছিল। কিন্তু শিক্ষকটির পায়ে মোজা ছিল না। অবশ্যই তাঁকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হতে হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তিনি বেরোলেন? কারণ খাটের কাছে জানালা থেকে ছেলেটির পালিয়ে যাওয়া তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করেছিলেন। তাড়াতাড়ি সাইকেলে চড়েই তিনি ছেলেটির অনুসরণে প্রবৃত্ত হন এবং শেষপর্যন্ত মারা পড়েন।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই মনে হচ্ছে।

হোমস এবার বললেন—এবার আমার বক্তব্যের সবচেয়ে জটিল ব্যাপারটায় আসছি। কোনো ছোট ছেলের অনুসরণের সময় মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হবে তার পিছু পিছু যাওয়া। কারণ অবশ্যই একথা অনুসরণকারীর জানা যে সে ছেলেটিকে ধরে ফেলতে পারবে। মাস্টার কিন্তু তা করেন নি। তিনি সাইকেলটা নিলেন। তিনি বেশ ভালোই সাইকেল চালাতে পারতেন। তিনি যদি না জানতেন যে ছেলেটির দ্রুত গতিতে পালাবার কোনো উপায় আছে তাহলে নিশ্চয়ই তা করতেন না।

ওয়াটসন বললেন— হুঁ, দ্বিতীয় সাইকেলটার কথা বলছ।

হোমস পুনরায় নিজস্ব ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলেন—আচ্ছা, আগে ঘটনা পরম্পরটা সাজানোর চেষ্টা করা যাক। স্কুল থেকে পাঁচ মাইল তফাতে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, কোনো গুলি খেয়ে নয়, সেভাবে হত্যা করা যে কোনো বালকের পক্ষেও সম্ভব হত। তার মৃত্যু হয় কোনো বলিষ্ঠ প্রচণ্ড আঘাতের ফলে। অতএব বুঝতে হবে, পলায়নে ছেলেটির একজন সঙ্গী ছিল। এবং প্রচুর বেগের সঙ্গে তারা চলেছিল, কারণ জার্মান শিক্ষকের মতো অমন নিপুণ চালকের পক্ষেও পাঁচ মাইলের আগে ওদের সমান গিয়েও ধরা সম্ভব হয় নি। অথচ সেখানকার জমি পরীক্ষা করে আমরা কী দেখি? দেখি গরুর ক্ষুরের চিহ্ন, তাছাড়া আর কিছু নয়। চারদিকে ঘুরে ফিরে লক্ষ করে দেখেছি, ওর পঞ্চাশ গজের মধ্যে আর কোনো পথই

www.pathagar.com

নেই। অপর যে সাইকেল আরোহী, হয়তো এই খুনের সঙ্গে কোনো সরাসরি সম্পর্ক তার ছিল না। তেমনি ছিল না মানুষের পায়েরও কোনো চিহ্ন সেখানে।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু হোমস তা তো সম্ভব নয়।

হোমস বললেন—চমৎকার, চমৎকার মন্তব্য করলে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অসম্ভব তা। সুতরাং নিশ্চয়ই আমার কোথাও ভুল হয়েছে। অথচ তুমিও নিজের চোখেই তা দেখলে। ধরতে পারো ভুলটা কোথায় হয়েছে?

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—পড়ে গিয়ে অমনকরে মাথার খুলি ভাঙা সম্ভব নয়। আর জলায় পড়লে কি মাথা অমন চুরমার হয়? এ আমার বুদ্ধির বাইরে হোমস।

হোমস বললেন—ধেৎ, এর চেয়ে কত শক্ত শক্ত সমস্যার আমরা সমাধান করেছি। কিন্তু না হোক প্রচুর মাল-মশলা তো আমাদের হাতে আছে, সদ্ব্যবহার করাই শুধু বাকি। আচ্ছা, পামার টায়ারের ব্যাপারটা তো শেষ হল, এবার দেখা যাক্ ডানলপ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।

আবার চিহ্ন খুঁজে পেয়ে ওয়াটসনরা কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলেন, জলাটা উঁচু হয়ে বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেখানে প্রচুর উলুখাগড়া। সামনে ঝিরঝিরে ঝরণাটা রেখে ওয়াসনরা এগিয়ে গেলেন। এপর আর চিহ্ন ধরে এগোনো সম্ভব ছিল না। ডানলপ টায়ারের চিহ্ন শেষ যেখানে দেখা গেল সেখান থেকে আরোহী হলডারনেস হলে যেতে পারে। উত্তুঙ্গ জমকালো চূড়া বাঁদিকে কয়েকমাইল দূরে দেখা যাচ্ছে, কিংবা সামনের নিচু, ধূসর গ্রামটায় যার ওপরে চেস্টার ফিল্ডের বড় সড়ক।

সরাইখানাটা শ্রীহীন, বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। সেদিক এগোতে এগোতে, তার দরোজাটার ওপরে সাইনবোর্ডে একটা লড়িয়ে মোরগের ছবি। হঠাৎ হোমস আর্ত চিৎকার করে ওয়াটসনের কাঁধ ধরে সামলে নিলেন। বোঝা গেল তাঁর গোড়ালীর সেই পুরোনো ভয়ঙ্কর ব্যথাটা আবার কাবু করে ফেলেছে তাঁকে, এ অবস্থায় তিনি একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েন। অনেক কষ্টে তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চললেন সরাইখানার দরোজা পর্যন্ত। এক কালচে বয়স্ক মানুষ কালো মাটির পাইপে ধূমপান করছিল সেখানে।

হোমস তাকে সম্বোধন করে বললেন—কেমন আছেন মি. রিউবেন হায়েস?

কে মশাই আপনি, এত সহজে কেমন করে আমার নাম জানলেন? তার চতুর চোখে সন্দেহের আভা।

হোমস বললেন—কেন, আপনার মাথার ওপরের সাইনবোর্ডেই তো লেখা আছে। কোনো বাড়ির মালিককে দেখে চিনতে অসুবিধা হয় না। আচ্ছা, আপনার আস্তাবলে কোনো গাড়ি আছে কি?

গ্রাম্য ভদ্রলোক হায়েস ছোট্ট করে বলল—না।

মানে আমি যে একেবারেই মাটিতে পা ফেলতে পারছি না। একদম হাঁটতে পারছি না।

ভদ্রলোক বলল—তাহলে লাফাতে লাফাতে গেলেই তো পারেন।

রিউবেন হায়েসের ব্যবহারটা আর যাই হক সহৃদয় বলা যায় না। কিন্তু তাহলেও শার্লক হোমস তা প্রচুর হৃদ্যতার সঙ্গে নিলেন। বললেন, দেখুন, ব্যাপারটা সত্যিই আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর। যেমন করেই হোক আমায় যেতেই হবে।

হায়েস বলল—তা যেতে হোক্ না তাহলে?

দেখুন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই বলছি, যদি একটা সাইকেল দয়া করে দেন তো এক পাউন্ড দিতে পারি।

সরাইখানার মালিক রিউবেন হায়েস কান খাড়া করে রইল বলল—কোথায় যাবেন আপনি?

হোমস বলল—হলডারসেন হলে।

ও, ডিউকের কোনো বন্ধু হবেন নিশ্চয়ই? হোমসদের কাদা মাখা পোষাক লক্ষ্য করে সে টিটকিরির সুরে বলল।

www.pathagar.com

সহৃদয় ভাবে হেসে উঠে হোমস বললেন বন্ধু হই আর না হই আমাদের দেখলে তিনি খুশিই হবেন।

হায়েসের কৌতূহল—কেন? কেন বলুন তো?

হোমস মুচকি হেসে বললেন—কারণ, আমরা তাঁর হারানো ছেলের সন্ধান পেয়েছি।

এ কথায় সরাইওয়ালা যে ভীষণ চমকে উঠল তা বোঝা গেল সহজেই। বলল—অ্যাঁ আপনারা তার খোঁজে বেরিয়েছেন নাকি?

হোমস বললেন—হ্যাঁ, শোনা গেছে সে লিভারপুলে আছে, যে কোনো মুহূর্তে তাকে পাওয়া যাবে।

হায়েসের দাড়ি না কামানো ভরাট মুখে আবার এক দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন ওয়াটসনরা। হঠাৎ গ্রাম্য ভদ্রলোকটি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠল। বলল, ডিউকের ভালো হোক এ আমি চাই না। তাঁর প্রধান কোচোয়ান আমি ছিলাম, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। একজনের মিথ্যে কথায় তিনি কোনো দোষ না দেখিয়েই আমার চাকরি খতম করে দেন। কিন্তু তাহলেও লিভারপুলে তাঁর ছেলের খবর পাওয়া গেছে শুনে আমি খুশি, হলে যাতে আপনি খবরটা পৌঁছে দিতে পারেন সে ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

হোমস বললেন—ধন্যবাদ। কিন্তু তার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। তারপর আপনি সাইকেলটা নিয়ে আসবেন।

সাইকেল আমার নেই—হায়েস বল।

হোমস তার হাতে একটা এক পাউন্ডের মুদ্রা দিলেন।

হায়েস বলল—বললাম তো, সাইকেল আমার নেই। তবে, দুটো ঘোড়া দিতে পারি, আপনাদের হল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

হোমস মৃদু হেসে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। আগে তো পেটটা ঠাণ্ডা করে নিই।

রান্নাঘরে যখন হোমসরা একা হলেন, অতন্ত আশ্চর্য হলেন ওয়াটসন—অমন তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ব্যথা সেরে যেতে দেখে। প্রায় রাত হয়ে এসেছে। অথচ সেই ভোর থেকে ওয়াটসনদের পেটে কিছুই পড়ে নি। ফলে খাওয়া দাওয়ায় বেশ খানিকটা সময় লাগল। হোমস চিন্তায় ডুবে ছিলেন। দুই একবার উঠে জানালার কাছে গেলেন। সেখান থেকে সাবধানী দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে তাকালেন। একটা নোংরা উঠোন সেখানে। একটু ধূর একটা কোণে একটা কামারশালা। কালি মাখা একটা ছোকরা সেখানে কাজ করে চলেছে। আর অপর পারে হল আস্তাবলড়গুলো। এই জানালার কাছে যাওয়া আর ফিরে এসে চেয়ারে বসা। এ হেন একটা ব্যাপারে পরে আচমকা তিনি সবিস্ময়ে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে—ওয়াটসন, ওয়াটসন, ধরে ফেলেছি, খুব সম্ভব ধরে ফেলেছি ব্যাপারটা। হ্যাঁ, নির্ঘাত ধরে ফেলেছি! আচ্ছা, গরুর পায়ের কোনো চিহ্ন কি তুমি লক্ষ্য করেছ?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, অনেকগুলো ছাপ দেখেছি।

হোমস প্রশ্ন করলেন—কোথায় লক্ষ করেছ?

কেন, সর্বত্রই তো! পতিত জমিতে, কাদার মধ্যে, রাস্তায় আবার বেচারা হেইডগার যেখানে মারা গেছেন তার কাছেও।

ঠিক। আচ্ছা, ওয়াটসন, কটা গরু তুমি জলার ধারে দেখেছ?

কই একটাও তো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

হোমস তখন গম্ভীর স্বরে বললেন—এইখানটাতেই রহস্যের জাল। সর্বত্র গরুর ক্ষুরের চিহ্ন, অথচ কোথাও একটাও গরুর দেখা পেলাম না। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না?

হ্যাঁ, সত্যিই ভারি আশ্চর্য।

আচ্ছা, ওয়াটসন, মনে মনে একটু পিছন দিকে ফিরে যাও। পথের দাগগুলো দেখেছ তো—মনে পড়ছে কি যে দাগগুলো কোথাও কোথও এইরকম? এই বলে তিনি পাউরুটির কিছু গুঁড়ো এইভাবে টেবিলের ওপর সাজালেন। .... আর কখনো...আবার কখনো এই রকম ...

www.pathagar.com

কেমন মনে পড়ছে তো?

ওয়াটসন বললেন—কই না—মনে পড়ছে না।

হোমস বললেন—কিন্তু আমার মনে পড়ছে। যাই হোক, সময় মতো গিয়ে মিলিয়ে দেখা যাবে। কী অন্ধ আমি, তবুও আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি নি।

ওয়াটসন বললেন—সিদ্ধান্ত কী?

হোমস বললেন—সেটা হল এই যে, অত্যন্ত আশ্চর্য সে গরু, যে হাঁটে আর প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে দৌড়োয়। এমনভাবে ভুলপথে চালিত করার বুদ্ধি এই গ্রাম্য সরাইওয়ালার হতে পারে না। পথ তো পরিষ্কারই মনে হচ্ছে। কামারশালার ওই ছোকরাটা ছাড়া কেউ নেই, চল চুপচাপ্ গিয়ে দেখে আসা যাক্।

ভাঙা আস্তাবলে দুটো নোংরা ঘোড়া, একটার পর একটা পেছনের পা তুলে দেখে হোমস সজোরে হেসে ফেলে বললেন, ক্ষুরগুলো পুরোনো হলেও পরানো হয়েছে সম্প্রতি। ক্ষুরের কাঁটাগুলো নতুন। এ মামলা খুবই উল্লেখযোগ্য হবার দাবি রাখে ওয়াটসন। চলো, চলো, কামারশালায় যাই।

ওয়াটসনদের একটুও গ্রাহ্য না করে ছোকরাটা তার কাজ করে চলল। মেঝেয় ছড়ানো লোহা আর কাঠের টুকরোগুলোর মধ্যে হোম্‌সের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ। হায়েস হাজির। তার রোমশ দুই ভ্রূ বর্বর দুই চোখেল কাছে নেমে এসেছিল। তার কালো মুখে ভয়ঙ্কর ক্রোধের প্রকাশ। একটা ছোট লাঠি তার হাতে। লাঠিটার মাথায় লোহা বসানো। এমন ভয়ঙ্করভাবে সে হোমসদের দিকে এগোতে-লাগল যে পকেটে রিভলভারটা স্পর্শ করে ওয়াটসন আশ্বস্ত হলেন।

তবে রে নরকের টিকটিকি! চিৎকার করে উঠে সে বলল—কী হচ্ছে এখানে শুনি?

হোমস ঠাণ্ডা গলায় বললেন—সেকি মি. রিউবেন হায়েস—আপনার ভাবসার দেখে তো মনে হতে পারে আপনার ভয় হচ্ছে—পাছে এখানে কিছু খুঁজে পাই!

আসুন না জনাব, আমার কামারশালা ভালো করে খোঁজ করে দেখুন। কিন্তু জেনে রাখুন, বিনা অনুমতিতে আমার এলাকায় কেউ নাক গলাক—তা আমি পছন্দ করি না। তাই বলছি, পয়সাকড়ি মিটিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান।

আচ্ছা, আচ্ছা—কোনো ক্ষতি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, হোমস বললেন—আপনার ঘোড়াগুলো একটু দেখছিলাম আর কি। হেঁটেই ফিরব ভাবছি। কতটা দূর হবে?

হল-এর গেট এখান থেকে দুই মাইলের মতো। বাঁদিকের ওই রাস্তা ধরে চলে যান। ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল যতক্ষণ না হোমসরা তার এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন।

একটা মোড় ঘুরতেই সরাইওয়ালাকে যখন আর দেখা গেল না তখন হোমস বললেন—ছোটো ছেলের মতো বলি, সরাইখানাতে বেশ আরামেই ছিলাম হে। যত দূরে যাচ্ছি ততই আমাকে শীত পেয়ে বসেছে। উঁহু, ওখান থেকে ফিরে আসা চলবে না।

ওয়াটসন বললেন—এই রিউবেন হায়েস সে এ ব্যাপারে সবকিছু জানে এতে আমি নিঃসন্দেহ। এমন খচ্চর লোক আমি আর কখনো দেখি নি, যাকে দেখলে চিনতে একটুও অসুবিধা হয় না।

ও, ওকে দেখে তোমার এই ধারণা হয়েছে, তাই না? হুঁ, ওই যে ঘোড়াগুলো আর ওই হচ্ছে কামারশালা। হ্যাঁ দিব্যি চিত্তাকর্ষক সরাইটা! আর একবার গিয়ে দেখলে হয়—বিনীতভাবে এবার যাব।

চুনাপাথর ছড়ানো বিস্তীর্ণ পাহাড়ের ঢাল হোমসদের পেছনে। রাস্তা ছেড়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করেছি, এমন সময় হলডারসেন-এর দিকে তাকাতে দেখা গেল। এক সাইকেল আরোহী দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছিল।

নেমে পড়, নেমে পড় ওয়াটসন! ভারি হাতে আমার কাঁধ ধেরে হোমস বলে উঠলেন। লোকটি যখন সবেগে ওয়াটসনদের অতিক্রম করে চলে গেল ততক্ষণে ওয়াটসনরা তার দৃষ্টির বাইরে চলে এসেছেন। পাক খাওয়া ধুলোর মেঘের মধ্যে এক ঝলকে আমার চোখে পড়ল

www.pathagar.com

একটা ফ্যাকাসে উদ্বিগ্ন মুখ সে মুখেল সর্বত্র আতঙ্কের চিহ্ন স্পষ্ট। মুখটা হাঁ করা, চোখের উদভ্রান্ত দৃষ্টি সামনের দিকে ফেরানো। গত রাতের সপ্রতিভ জেমস উইলডারের ব্যঙ্গচিত্র যেন!

আরে, ডিউকের সেক্রেটারি যে! চলো তো দেখা যাক ও কী করতে চায়!

পাথরের পর, পাথর পার হয়ে ওয়াটসনরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেখানে পৌঁছে গেলেন, সেখান থেকে সরাইখানা প্রবেশের পথটা চোখে পড়ে। পাশের দেওয়ালে উইলডারের সাইকেলটা হেলান দিয়ে দাঁড় করানো ছিল। কারো নড়া চড়ার চিহ্ন নেই, কোনো জানালা দিয়েও ভিতরের কাউকে দেখা গেল না। হলডারসেন হলের আড়ালে সূর্য নেমে যেতে আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। সেই অন্ধকারে আস্তাবলে একটা গাড়ির দুটো আলো জ্বলতে দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল আর গাড়িটা পাক খেয়ে রাস্তায় পড়েই মহা বেগে চেষ্টার ফিল্ডের দিকে ধেয়ে চলল।

কী বুঝলে ওয়াটসন? ফিসফিস করে হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

ওয়াটসন—বললেন পালাচ্ছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

হোমস বললেন—যতদূর দেখলাম, তাতে মনে হচ্ছে, গাড়ির আরোহী মাত্র একজন। এবং নিশ্চয়ই সে মি. জেমস উইলডার নয়, কারণ ওই যে তিনি দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ একটা লাল আলো চৌকো হয়ে অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, তার মাঝখানে ডিউকের সেক্রেটারির কালোমতো চেহারা। তার মাথা সামনের দিকে ঝোঁকানো। অন্ধকারের মধ্যে তিনি তাকিয়ে আছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কারো জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। তারপর রাস্তায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তের মধ্যে দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। তারপরেই দরোজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার সেই অন্ধকার মিনিট পাঁচেক পরে দোতলার একটা ঘরে একটা আলো জ্বলে উঠল।

হোমস বললেন—ফাইটিং ককের আদব কায়দা তো ভারী অদ্ভুত!

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ আসল পানশালাটা হচ্ছে পেছন দিকটায়। হোমস বললেন—ঠিক। এরা হল, যাকে বলা হয় ব্যক্তিগত অতিথি। কিন্তু এই রাতে মি. জেমস উইলডার এই বিশ্রী জায়গায় কি করছে? আর সঙ্গী যে লোকিট এলো সেই বা কে? এসো ওয়াটসন একটু ভালো করে জানতে হবে ব্যাপারটা।

চুপি চুপি হোমসরা দুজনে রাস্তা পর্যন্ত গেলেন, সেখান থেকে খুব সাবধানে গুঁড়ি মেরে সরাইয়ের দরোজা পর্যন্ত। সাইকেলটা তখনো সেখানে তেমনিই রয়েছে। দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে হোমস সাইকেলের পেছনের চাকার কাছে ধরলেন এবং ডানলপের টায়ারের ওপর আলো পড়ায় মুচকি হেসে উঠলেন। বেশ একটু ওপরে সেই জানালা, যেটা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। ফিস্ ফিস্ করে হোম্স বললেন—বুঝলে ওয়াটসন ওখান দিয়ে উঁকে মেরে একবার ভেতরটা দেখতে পাই। তুমি দেওয়ালে ভর করে দাঁড়াও। হোমস ওয়াটসনের কাঁধে দুপা দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দেখলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে বললেন—এসো বন্ধু যা জানবার তা জানা গেছে। স্কুল এখান থেকে অনেকটা পথ। অতএব যত। যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যায় ততই মঙ্গল।

পথে একটিও কথা না বলে হোমস স্কুলের কাছে পৌছোলেন, এবং পৌছেও ভিতরে যেতে চাইলেন না। গেলন ম্যাকলটন স্টেশনে। কয়েকটা টেলিগ্রাম করার জন্যে। তখন অনেক রাত। ওয়াটসন শুনতে পেলেন, হোমস ড. হাক্সটেবলকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। জার্মান শিক্ষকের মৃত্যুতে অভিভূত হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। ঘরে এলেন কিছু পরেই তখনো তিনি সকালবেলার মতোই চনমনে। বললেন, বন্ধু হে, সবই ঠিক মতোই চলছে। জোর করে বলতে পারি, কাল সন্ধের আগেই আমরা এ রহস্যের মীমাংসা করতে পারব।

পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ হোমস আর ওয়াটসন হলডারনেস হলের বিখ্যাত ইউ গাছের সারি দেওয়া রাস্তায় ঘুরছিলেন। এলিজাবেথ যুগের জমকালো দরোজা দিয়ে ওয়াটসনদের মহামান্য ডিউকের পড়বার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। মি. জেমস উইলডার সেখানে গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। তার চোখে মুখে তখনো গত রাতের সেই আতঙ্কের ছাপ রয়ে ছিল।

www.pathagar.com

সে বলল—আপনারা মহামান্য ডিউকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কিন্তু আমি দুঃখিত, তার শরীরটা আজ ভালো নেই। অতএব দেখা হওেব না। কাল বিকেলে ড. হাক্সটেবল—এর একটা টেলিগ্রাম থেকে আপনার আবিষ্কারের কথা জানতে পারি।

হোমস বললেন—কিন্তু ডিউকের সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে মি. উইলডার।

সেক্রেটারিটি বললেন—তিনি এখন তাঁর শোবার ঘরে।

তাহলে আমাকে তাঁর শোবার ঘরেই যেতে হবে—হোমস এর দৃঢ় হণ্ঠস্বর। সেখানেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

যেরকম ঠাণ্ডাগলায় দৃঢ়স্বরে হোমস কথাগুলো ছুড়ে দিলেন তাতে উইলডার বুঝলেন যে, তাঁর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তাই বললেন—আচ্ছা বেশ, গিয়ে খবর দিচ্ছি যে, আপনি দেখা করতে এসেছেন।

প্রায় আধঘণ্টার মতো অপেক্ষা করার পর মহামান্য ডিউক এলেন। তাঁর মুখের চেহারা আগের থেকেও বিশ্রী হয়ে গেছে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে। একরাতের মধ্যেই যেন তার বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে। তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন।

অভিজাতপূর্ণ ভঙ্গিতে তিনি হোমসদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর ডেস্কের সামনে বসলেন। তাঁর লাল দাড়ি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। বললেন—কী খবর মি. হোমস?

হোমসের দৃষ্টি তখনও মি. উইলডারের ওপর নিবদ্ধ ছিল। তিনি ডিউকের বিশেষ মন খুলে কথা বলতে পারব না।

এই কথায় উইলডার খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে পড়লেন।

বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়ে বললেন—মহামান্য ডিউক যদি ইচ্ছা করেন—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেমস, তুমি একটু বাইরে যাও—আচ্ছা এবার মি. হোমস, বলুন কী বলবেন আপনি?

চলে যাওয়া সেক্রেটারি দরোজাটা বন্ধ করে দেওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন—কী জানেন ডিউক, ড. হাক্সটেবলের কাছে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে এ মামলায় একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আপনার নিজের মুখে এ কথার সমর্থন চাই মহামান্য ডিউক।

নিশ্চয়হি নিশ্চয়ই সমর্থন করছি।

হোমস বললেন—যদি আমার খবরটা ঠিক হয় তাহলে টাকাটা হল পাঁচ হাজার পাউন্ড। এটা পাবে যে বলতে পারবে কোথায় আপনার ছেলে আছে। তাই তো?

ঠিক তাই—মহামান্য ডিউক বললেন।

এবং এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তারাও এসে যাবে যারা এই আটকে রাখার ব্যাপারে তাকে বা তাদেরকে সাহায্য করেছে, তাই তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডিউক অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন। কাজ যদি ভালোভাবে করে থাকেন, মি. শার্লক হোমস, দেখবেন আমার ব্যাপারে কোনো কার্পণ্যের অভিযোগ করতে পারবেন না।

একথায় হোমস হাত দুটো ঘষতে শুরু করলেন, তাতে ওয়াটসন আশ্চর্য হলেন, কারণ ওয়াটসন তো জানেন হোমস কত নির্লোভ।

হোমস বললেন—মহামান্য ডিউকের চেকবইটা টেবিলের ওপর রয়েছে দেখছি। খুশি হব যদি এখনই ছয় হাজার টাকার একটি ক্রস চেক লিখে আমার হাতে দেন। আমার এজেন্ট হল—'ক্যাপিটাল এন্ড কাউন্টিজ ব্যাংক'-এর অক্সফোর্ড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ।

অত্যন্ত টান টান হয়ে মহামান্য ডিউক চেয়ারের ওপর সিধে হয়ে বসলেন। তারপর পাথরের মতো কঠিন দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকালেন। বললেন—এ কি রসিকতা করার সময় মি. হোমস? ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ হালকা নয় অমন।

না, মহামান্য, ডিউক, জীবনে আর কখনো আমি এত আন্তরিক কথা বলি নি।

কী তাহলে চান আপনি?

www.pathagar.com

বলতে চাই যে ওই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি। জানি আপনার পুত্র এবং যারা তাকে আটকে রেখেছে তাদের কয়েক জনকে অন্তত জানি।

মুখের পাংশুবর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে ডিউকের দাড়ি যেন আরো আরো লাল, আরো ভয়াল হয়ে উঠল। দম আটকানো গলায় তিনি বললেন—কোথায় সে আছে?

সে আছে—অন্তত কাল রাত পর্যন্ত সে ছিল 'ফাইটিং কক' সরাইখানায়। আপনার পার্কের গেট থেকে দুই মাইল দূরে সেটা।

চেয়ারে তলিয়ে গেলেন ডিউক। বললেন, এবং এ জন্যে কাকে আপনি অপরাধী করছেন?

এ কথার উত্তরে শার্লক হোমস যা করলেন তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাড়াতাড়ি এক পা অগ্রসর হয়ে তিনি ডিউকের কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন—আপনাকে মহামান্য ডিউক! এবার কষ্ট করে আমাকে চেকটা লিখে দিন।

এ কথায় ডিউক লাফিয়ে উঠে দু হাত শূন্যে কি একটা যেন আঁকড়ে ধরার মতো করলেন। যেন কোনো অতল গহ্বরে অসহায়ভাবে তলিয়ে যাচ্ছেন। তিনি। সে দৃশ্য আমি জীবনে ভুলতে পারব না। তারপর আভিজাত্যসুলভ আত্মসংযমের চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি আবার চেয়ারে বসে দুহাতে মুখ ঢাকলেন। কথা বলতে তাঁর কয়েক মিনিট সময় লাগল। সেই অবস্থাতেই মাথা না তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কতটা আপনি জেনেছেন?

গত রাতে আমি আপনাদের একসঙ্গে দেখেছি।

ডিউক বললেন—এ খবর কি আপনার এই বন্ধুটি ছাড়া আর কেউ জানে?

না, আমি কাউকে বলি নি—হোমস বললেন।

কাঁপা আঙুলে একটা কলম নিয়ে ডিউক চেকবইটা খুললেন। বললেন, কথা যা দিয়েছি তা অতি অবশ্যই রাখব। যে খবর আপনি আমায় দিলেন তা যতই আমার অপছন্দ হোক, ঘোষণাটা যখন করেছিলাম তখন ভাবতেও পারি নি ঘটনাটা এইভাবে ঘুরে যাবে। মি. হোমস, আপনাদের দুজনকে বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন বলে ধরে নিতে পারি?

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মহামান্য ডিউক।

পরিষ্কার করে খুলে বলছি আপনাদের কাছে মি. হোম্স্। খবরটা যদি আপনি আর আপনার বন্ধু ড. ওয়াটসন ছাড়া আর কারো জানা না থাকে তাহলে তা অন্য কারো কানে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। এ জন্যে বারো হাজার পাউন্ড আপনার পাওনা হোক বলেন?

হোমস এ কথায় হেসে ফেললেন। মাথা নেড়ে হোমস। বললেন, মহামান্য ডিউক, ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছেন মোটেই তা নয়। এই জার্মান শিক্ষকের মৃত্যুর একটা জবাবদিহি করতে হবে।

কিন্তু জেমস ও ব্যাপারের কিছুই জানত না। এর জন্যে আপনি তাকে দায়ী করতে পারেন না। এর জন্যে দায়ী সেই জানোয়ার যাকে সে দুর্ভাগ্যবশত কাজে লাগিয়েছিল।

মহামান্য ডিউক আপনাক একটা কথা মানতেই হবে, যে কোনো অপরাধের জন্যে যে দায়ী, দুষ্কর্মের যে-কোনো ফলাফলের জন্যেও নীতিগতভাবে সে দায়ী। হোমসের দৃঢ় মন্তব্য।

ডিউক বললেন—নীতিগতভাবে অবশ্য তাই, মি. হোমস, কিন্তু আইনের চোখে নয়। হত্যাকাণ্ডকে যে মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে, তার অনুপস্থিতিতে কোনো হত্যাকাণ্ড হলে সেজন্যে তাকে দায়ী করা যায় না। খবরটা পাওয়ামাত্র আতঙ্কে আর অনুশোচনায় তার মন এমনই পূর্ণ হয়ে ওঠে যে সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে এসে খোলাখুলিভাবে স্বীকারোক্তি করে এবং তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে খুনিটার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে। ওকে বাঁচাতেই হবে মি. হোমস। যেমন করেই হোক ওকে বাঁচাতেই হবে।

আত্মসংযমের শেষ চেষ্টা ডিউকের ব্যর্থ হয়েছে। শেষপর্যন্ত স্নায়বিক আক্ষেপের চিহ্ন তাঁর মুখে। উন্মত্তের মতো তিনি মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়ছেন। শেষপর্যন্ত নিজেদের সামলে তিনি আবার গিয়ে তাঁর ডেস্কে বসলেন। বললেন—বড় ভালো করেছেন আর কারো কাছে না বলে প্রথমেই আমার কাছে এসে, কারণ আর কিছু না হোক কীভাবে চললে এই ভীষণ কেলেঙ্কারিটা যথাসম্ভব হালকা করে দেখানো যেতে পারে সে বিষয়ে আপনার উপদেশ নিতে পারব।

www.pathagar.com

হোমস বললেন, ঠিক। এবং এটা সম্ভব হবে যদি আমরা সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমার ইচ্ছে, কিন্তু তার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘটনাটা আমার জানা দরকার। জানি আপনি মি. জেমস উইলডারের কথা উল্লেখ করছেন এবং বলছেন এ খুন তিনি করেন নি।

ডিউক বললেন—ঠিকই। এবং আসল খুনি পালিয়েছে।

গম্ভীরভাবে হোমস হাসলেন এ কথায়।

মহামান্য ডিউক হয়তো আমার সুনামের কথা শোনেন নি। যদি শুনতেন, তাহলে বুঝতেন যে আমার হাত এড়িয়ে পালানো অতো সহজ নয়। খবর পেয়েছি রিউবেন হায়েস রাত এগারোটায় চেস্টার ফিল্ডে ধরা পড়েছে। আজ সকালে স্কুল থেকে বেরোবার আগে স্থানীয় পুলিশ থেকে সেই মর্মে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি।

চেয়ারে হেলে পড়ে ডিউক পরম বিস্ময়ের সঙ্গে হোম্‌সের দিকে তাকালেন। আপনার দেখছি অতিমানবিক ক্ষমতা মি হোমস। হুঁ রিউবেন হায়েস ধরা পড়েছে তাহলে? ভারী খুশি হলাম শুনে। কিন্তু এর ফলে জেম্‌সের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না তো?

মানে, আপনার সেক্রেটারির ওপর? হোম্‌সের প্রশ্ন।

ডিউক বললেন—না, আমার পুত্রের ওপরে। এবার হোমসের বিস্মিত হবার পালা। বললেন—স্বীকার করছি এ খবর আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন মহামান্য ডিউক। আর একটু পরিষ্কার করে বলুন দয়া করে।

কিছুই আমি আপনার কাছে গোপন রাখব না। ডিউক বললেন—জেমসের নির্বুদ্ধিতা আর ঈর্ষার ফলে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে এখন সমস্ত কথা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করাই সবচেয়ে ভালো। আমার পক্ষে তা যতই কষ্টকর হোক। এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

নিতান্ত অল্প বয়সে অত্যন্ত গভীরভাবে আমি প্রেমে পড়েছিলাম। অমন ভালোবাসা জীবনে একবারই সম্ভব। মহিলাটিকে আমি বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তিনি আপত্তি করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, অমন এক বিবাহের ফলে আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নষ্ট হতে পারে। তিনি বেঁচে থাকলে আমি সারা জীবন বিয়েই করতাম না। তিনি এই শিশুটিকে রেখে মারা যান। তাঁরই স্মৃতিতে আমি একে ভালোবেসে এসেছি, যত্ন করে মানুষ করেছি, সবচেয়ে ভালো শিক্ষা দিয়েছি। এই পিতৃত্বের পরিচয় আমি জনসমাজে প্রকাশ করতে পারি নি। আর ছেলেটি বড় হওয়া থেকেই আমি তাকে আমার কাছে রেখেছি।

কিন্তু কালক্রমে সে আমার এই গোপন রহস্য আবিষ্কার করে বসে এবং সেই থেকে আমার কাছে উত্তরাধিকারের দাবি করে বসে। কারণ সে জানত, কেলেঙ্কারিটা প্রকাশ পেলে তা আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। তার উপস্থিতির সঙ্গে কিন্তু আমার জীবনের অসুখী পুত্রের কিছু সম্বন্ধ আছে। আমার এই আইনসম্মত কনিষ্ঠ পুত্রটিকে সে প্রথমে থেকেই অত্যন্ত ঘৃণা করত। তা সত্ত্বেও আমি জেম্‌সকে আমার বাড়িতে রেখেছিলাম, কারণ তার মুখে আমি তার মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই, যার জন্যে আমার মানসিক যন্ত্রণার শেষ নেই। তাছাড়া জেম্‌স্ চলনে বলনে প্রতি পদেই এমন করে তার মায়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয় যে তাকে সরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু আমার খুব ভয় ছিল পাছে সে আর্থারের অর্থাৎ লর্ড স্যালটায়ারের কোনো অনিষ্ট করে, যে জন্যে আর্থারকে আমি ড. হাক্সটেবল্-এর স্কুলে পাঠিয়ে দিই।

এখন, এই হায়েস লোকটার সঙ্গে জেমসের আলাপ হয়, কারণ লোকটা ছিল আমার এক ভাড়াটিয়া এবং জেম্‌স্‌ই যোগাযোগ কাজটা করে। গোড়া থেকেই লোকটা ছিল রাস্কেল। কিন্তু কোনো আশ্চর্য উপায়ে তার জেম্‌সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। নিচু ঘরের লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা প্রবণতা ছিল তারে। জেম্‌স্ যখন আর্থারকে নিয়ে যাবে ঠিক করে, এই লোকটার সাহায্যই সে গ্রহণ করে তখন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি ওই শেষ দিন একটা চিঠি দিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

জেম্‌স্ সে চিঠি খোলে, তার সঙ্গে আর একটি চিঠি ঢুকিয়ে দেয় এই লিখে যে, যেন আর্থার অবশ্যই স্কুলের কাছে বন র‍্যাগেড শতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। এবং ডাচেসের (আর্থারের মায়ের নাম) নাম ব্যবহার করে সে। এইভাবেই সে আর্থারকে বার করে আনে স্কুল থেকে। সেদিন সন্ধ্যায় জেম্‌স্ সাইকেল চড়ে বেরিয়ে পড়ে। এ সবই জেম্‌স্, আমার কাছে স্বীকার করেছে। সেই বনে গিয়ে জেম্‌স্ আর্থারকে বলে যে তার মা তাকে দেখতে চান। পতিত জমির ওখানে তিনি অপেক্ষা করছেন। আর বলে, আর্থার রাত বারোটার সময় বনের মধ্যে এলে একটা ঘোড়া আর একজন সহিসকে দেখতে পাবে, সেই সহিত তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে। বেচারা আর্থার এই ফাঁদে পা দেয়। যথাসময়ে সে আসে, দেখে এই হায়েস লোকটা একটা টাট্টু ঘোড়া নিয়ে হাজির। আর্থার ঘোড়াটায় চড়ে বসে, তারপর বেরিয়ে পড়ে দুজনে। মনে হয়—এ কথাটা অবশ্য জেম্‌স্ মাত্র গতকাল শুনেছে। কে বা কারা তদের পিছু নিয়েছিল এবং হায়েস তাকে লাঠি দিয়ে এমন প্রহার করে যে মারা যায় লোকটি। হায়েস আর্থারকে নিয়ে চলে আসে ফাইটিং কক সরাইখানায়। সেখানকার একটা উপরতলার ঘরে আটকে রাখে আর্থারকে, তার পরিচর্যার ভার দেয় মিসেস হায়েস-এর ওপর। এই স্ত্রীলোকটির মধ্যে দয়া-মায়ার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু বর্বর স্বামীর ওপর সে কোনো কথাই বলতে পারত না।

দুদিন আগে যখন আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, মি. হোমস তখন পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিল এই। আসল ঘটনাটা সম্বন্ধে আপনি যতটুকু জেনেছেন, ততটুকু জানতাম আমি। যদি জিজ্ঞাসা করেন এতে জেম্‌সের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তাহলে বলি, আমার প্রকৃত উত্তরাধিটির ওপর তার এমনই ঘৃণা, যা অযৌক্তিক অন্ধ আক্রোশের পর্যায়ে পড়ে। জেমসের মতে সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা তারই ওপর বর্তানো উচিত এবং যে সব সামাজিক আইনের জন্যে সেটা সম্ভব হল না সেসব কিছুর উপরেই তার গভীর বিতৃষ্ণা। এবং সেই সঙ্গে একটা মতলবও তার ছিল, সে চাইছিল এই উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা বাতিল করি বলে যে এ আমার পক্ষে সম্ভব। একটা দর-কষাকষি করতে চাইছিল, হয়তো বলতে চাইছিল যে আর্থারকে ফেরত দেবে যদি আমি এই উত্তরাধিকার ব্যবস্থা বাতিল করে উইল মারফৎ সমস্ত সম্পত্তি তার নামে করে দিই। ভালো করেই সে জানে যে কখনোই আমি স্বেচ্ছায় তাকে পুলিশে দেব না। বলছি না এ রকম প্রস্তাব সে আমার কাছে করেছে, তবে, তার মতলব ছিল তাই।

কিন্তু যে সব ঘটনা একটার পর একটা এমন তাড়াতাড়ি ঘটে গেল তাতে সে অবকাশ সে পায় নি। তার সমস্ত মতলব বানচাল হয়ে যায় আপনি হেইডগারের মৃতদেহটা আবিষ্কার করার ফলে। খবরটা পেয়ে সে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। খবরটা যখন আসে আমরা তখন পড়বার ঘরে বসেছিলাম। ড. হাক্সটেবল একটা টেলিগ্রাম পাঠান। দুঃখে উত্তেজনায় জেমস এমন অভিভূত হয়ে উঠেছিল যে আমার মনে যা ছিল কেবল সন্দেহ তা নিশ্চিত হয়ে উঠল এবং আমি তাকে এ বিষয়ে চাপ দিলাম তখন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সে সমস্ত দোষ স্বীকার করল এবং আমাকে অনুরোধ করল যেন আর তিনটি দিনের জন্যে ব্যাপারটা প্রকাশ না করি। তার শয়তান সহকর্মী যাতে পালিয়ে বাঁচার সময় পেতে পারে। আমি তাতে নরম হলাম—তার সব ব্যাপারেই আমাকে আগেও নরম হতে হয়েছে। আর এখন যখন নরম হলাম সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল ফাইটিং ককে হায়েসকে সাবধান করে দেবার জন্যে আর তার পালাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। পাছে কথা ওঠে তাই দিনের আলোয় আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হল না।

কিন্তু সেই রাত হল তাড়াতাড়ি আমি গেলাম আমার স্নেহের আর্থারকে দেখব বলে। দেখলাম সে ভালোই আছে এবং বেশ নিরাপদেই আছে, যদিও সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য সে দেখেছে তাতে এমন আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে যা বর্ণনার অতীত। নিতান্ত কথা দিয়েছি বলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে রাজি হতে হল তিন দিনের জন্যে তাকে হায়েসের স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখতে। পুলিশে খবর দিতে পারছি না, কারণ তাহলেই তো খুনেটার ঠিকানাও দিতে হবে। আর তাকে ধরিয়ে দেয়া মানে জেম্‌সের সর্বনাশ ডেকে আনা। আপনি বলেছিলেন খোলা খুলিভাবে সব

www.pathagar.com

বলতে, মি. হোমস সেই কথামতো সবকিছু বলে ফেললাম। এখন আমি আমাকে খোলাখুলি বলুন আমার এখন কী করা উচিত?

হোমস বললেন—হ্যাঁ, বলছি। প্রথমেই বলে নিই, মহামান্য ডিউক বাহাদুর এতে করে আপনি আইনের চোখে এক অত্যন্ত বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। একটা অপরাধ আপনি করেছেন, একটা খুনীকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। কারণ খুনীটা পালাবার জন্যে জেমস যে টাকা খরচ করেছিল তা আপনারই টাকা। আর তা আপনার সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল।

কথাটা ডিউক বাও মেনে নিলেন।

ব্যাপারটা সত্যিই অত্যন্ত গুরুতর এবং আমার মতে, মহামান্য ডিউক, তার চেয়েও বেশি অপরাধ আপনি করেছেন আপনার ছোট ছেলের প্রতি। তিন তিনটে দিন আপনি তাকে ওই অন্ধ গুহায় আটকে রেখেছেন।

ডিউক বললেন—কিন্তু ওরা তো শপথ করে বলেছিল—

হোমস বললেন—ও সব মানুষের আবার শপথের দাম কী? এবং আবার যে ওরা ওকে গুম করবে না এ ব্যাপারেই বা আপনি কী করে নিশ্চিত ছিলেন? অপরাধী বড় ছেলেকে খুশি করবার জন্যে আপনি আপনার নিরপরাধ ছোট ছেলেকে এক আসন্ন বিপদের মধ্যে ফেলেছিলেন, অথচ যার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় এটা।

হলডারনেসের গর্বিত ডিউক এভাবে কথা শুনতে অভ্যস্ত নন। তাও আবার তাঁর নিজের বাড়িতে। তাঁর উঁচু কপালে রক্তের আভাস দেখা দিল। কিন্তু তবুও বিবেকের তাড়নায় তাঁর মুখে একটিও কথা ফুটল না।

হোমস বললেন—আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু কেবলমাত্র একটি শর্তে। সেটা হল, আপনি ঘণ্টা বাজিয়ে আপনার ভৃত্যকে ডাকবেন এবং আমি তাকে যে আদেশ করব তাতে কোনো আপত্তি করতে পারবেন না।

বিনা বাক্যব্যয়ে ডিউক উলেকট্রিক ঘণ্টাটা বাজালেন। এক ভৃত্য প্রবেশ করল। হোমস বললেন —শুনে খুশি হবে, লর্ড স্যালটায়ারকে পাওয়া গেছে। ডিউকের ইচ্ছে এক্ষুনি একটা গাড়ি করে ফাইটিং কক সরাইখানা থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয়।

খুশিমনে ভৃত্যটি চলে গেলে হোমস বললেন—ভবিষ্যৎসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এখন কারবার অতীতকে নিয়ে। এ বিষয়ে আমরা অতোটা কড়াকড়ি না করলেও আমি কোনো সরকারি কর্মচারী নই। এবং সুবিচার যেখানে খর্ব হচ্ছে না।' সেখানে কেন আমি অকারণে এসব কথা ফাঁস করব? আর, হায়েস সম্বন্ধে আমি কিছুই বলব না। তার জন্যে ফাঁসি কাঠ অপেক্ষা করে আছে। কোনো চেষ্টাই আমি করব না তার জন্যে। জানিনা সে কী প্রকাশ করে বসবে, কিন্তু মহামান্য ডিউক, নিশ্চয়ই আপনি এ কথা তাকে বোঝাতে পারবেন যে কিছু না প্রকাশ করাই তবে তার পক্ষে মঙ্গল।

পুলিশের চোখে তার অপরাধ, টাকা আদায়ের জন্যে ছেলে গুম করা। নিজে থেকে যদি পুলিশ ব্যাপারটা ব্যাপকভাবে না নিতে পারে আমি কেন এ ব্যাপারে নাম গলাতে যাব। তবে একটা বিষয়ে আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি মহামান্য ডিউক, মি. জেমস আপনার সান্নিধ্যে থাকলে তার ফল অত্যন্ত বিষময় হবে।

তা আমি বুঝি মি. হোমস ডিউক বললেন—তাই আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি, চিরদিনের মতো সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে, অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সে নিজের ভাগ্যপরীক্ষা করবে।

সেক্ষেত্রে মহামান্য ডিউক, নিজে থেকেই যখন আপনি বলেছেন যে ওঁর উপস্থিতির ফলে আপনার বিবাহিত জীবনে অশান্তি এসেছে আমি বলব, আপনি আপনার স্ত্রী ডাচেসের সঙ্গে সম্পর্কটা পুনরায় যথাসম্ভব সহজ করে আনবেন এবং চেষ্টা করবেন আপনারা যাতে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে ছোটো ছেলেকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে পারেন।

হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা করছি মি. হোমস আজই ডাচেসকে একটা চিঠি দিয়েছি।

হোমস বললেন—তাহলে তো মহামান্য ডিউক, উত্তরাঞ্চলের এই অভিযানে অনেকগুলো ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে আমরা কৃতিত্বের দাবি করতে পারি। আর একটা মাত্র সামান্য

www.pathagar.com

ব্যাপারে আমার একটু জানা বাকি আছে। এই শয়তান হায়েস তার ঘোড়ার পায়ে এমন ক্ষুর পরিয়েছিল যেগুলোকে গোরুর ক্ষুরের নকল বলা যেতে পারে। এমন একটা অদ্ভুত বুদ্ধি কী মি. জেমস উইলডারের মস্তিষ্কপ্রসূত?

কয়েক মিনিট চিন্তা করলেন মহামান্য ডিউক। অপার বিস্ময় তাঁর মুখে ফুটে উঠল। তারপর একটা মস্ত বড় ঘরের দরোজা খুললেন। ঘরটা সাজ ঘরের মতো সুন্দর করে সাজানো। ঘরের কোণে রাখা একটা কাচের বাক্সের কাছে হোমসদের নিয়ে গেলেন ডিউক। সেখানে একটা লেখা খোদাই করা ছিল, 'এই ক্ষুরগুলো হলডারনেস হলের চারিপাশে পরিখা খননের সময় পাওয়া যায়। ঘোড়ার পায়ের জন্যে তৈরি হলেও ওগুলোর নিচের দিকটা গোরুর লোহার ক্ষুরের মতো দ্বিধা বিভক্ত। এর উদ্দেশ্য হল কোনো আক্রমণকারীকে ভুল পথে চালিত করা। এগুলো মধ্যযুগীয় হল ডারনেসের ব্যারনদের ছিল।'

বাক্সের ডালাটা খুলে হোমস হাতের আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে একটা ক্ষুরের ওপর বুলিয়ে দিলেন। কাদার একটা পাতলা প্রলেপ হোমসের আঙুলে লাগল।

ওয়াটসনের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর হোমস ডিউকের চেকটা ভাঁজ করে সযত্নে সাবধানে তার নোটবুকটার মধ্যে রাখলেন।

www.pathagar.com

উপন্যাস

দি হাউন্ড অব দি বাস্কারভিলস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সকালবেলা খাবার টেবিলে বসেছিলেন মি. শার্লক হোমস। ঘরে অগ্নিস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াটসন একখানা ছড়ি নেড়ে চেড়ে দেখছিলেন। গতকাল এক ভদ্রলোক হোমসদের সঙ্গে দেখা করতে এসে এই ছড়িটা ফেলে গেছেন। ছড়িখানা বেশ সুন্দর, মোটা কাঠের, আর মাথাটা ফুলো মতোন। এইসব ছড়িকে সাধারণতঃ বলা হয় 'পেনাং ল-ইয়ার' ছড়ি। ছড়িটার মাথার ঠিক নিচেই ইঞ্চিখানেক চওড়া একটা রূপোর পাত মোড়া। তাতে খোদাই করে লেখা—জেম্‌স্ মর্টিমার, এম্-আর-সি-এস্ মহাশয়ের করকমলে—সি-সি-এইচ্-এর বন্ধুগণ। আর নিচে তারিখ লেখা—১৮৮৪। একটু সেকেলে ধরনের গৃহ চিকিৎসকেরা যেরকম ছড়ি ব্যবহার করেন এটিও ঠিক সেই রকমের।

হোমস ওয়াটসনের দিকে পেছন ফিরে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন—ওটা দেখে কী বুঝতে পারলে ওয়াটসন?

আমি কী করছি তা তুমি জানলে কী করে? ওয়াটসন বললেন—বোধ হয় তোমার মাথার পেছন দিকেও এক জোড়া চোখ আছে!

হোমস বললেন—আমাদের ভাগ্য খারাপ যে ছড়ির মালিক ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমাদের দেখাও হয় নি, এবং তাঁর এখানে আসবার উদ্দেশ্যও কিছু জানতে পারি নি। তাঁর দৈবাৎ ফেলে যাওয়া এই স্মারক চিহ্নটির একটু বিশেষ গুরুত্ব আছে। এটিকে পরীক্ষা করে ভদ্রলোকটির কথা কী কী তুমি জান্‌তে পারছ? অর্থাৎ ছড়িখানা দেখে তুমি কী সিদ্ধান্ত করেছ তা আমি জানতে চাই।

ওয়াটসন হোম্‌সের পদ্ধতি অনুসরণ করে বলতে শুরু করলেন—আমার মনে হয় ডাক্তার মর্টিমার বেশ পয়সাওয়ালা একজন বয়স্ক চিকিৎসক। বেশ সম্মানীয় ব্যক্তি। কেননা, তাঁর পরিচিত লোকেরা সমাদরের চিহ্নস্বরূপ এটি তাঁকে দিয়েছে।

হোমস উল্লসিত হয়ে বললেন—বাঃ বাঃ চমৎকার।

ওয়াটসন পুনরায় বললেন—মনে হয় যে খুব সম্ভবত তিনি মফস্বলে কোথাও ডাক্তারি করেন, আর বেশীরভাগ রোগীকে তিনি পায়ে হেঁটে দেখতে যান। এর কারণ হল—এই ছড়িখানা নতুন অবস্থায় সুন্দর থাকলেও এটাকে এতো বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে আমি ভাবতেও পারিনা যে এটা কোনো শহরে ডাক্তারের হাতের ছড়ি হতে পারে। এর আগায় বাঁধাল মোটা লোহাটা ক্ষয়ে যাওয়া থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এটাকে হাতে নিয়ে খুব বেশিরকম হাঁটা হয়েছে। তারপর আবার—'সি-সি-এইচ-এর বন্ধুগণ' কথাটা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে 'এইচ' অক্ষরটা আসলে 'হান্ট' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। যাতে কোনোও গ্রামের শিকারীদের ক্লাব বোঝায়। হয়তো তিনি তাদের ডাক্তার ছিলেন, কোনো ব্যাপারে কোনো উপকার করেছিলেন, তাই তারাও তাকে এই উপহারটি দিয়েছে, প্রতিদান হিসেবে।

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে হোমস আনন্দিত হয়ে বললেন—একেবারে খাঁটি কথা। মানে, তুমি একদম ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ করেছ। আচ্ছা, ওয়াটসন,—হোমস পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললেন—সত্যি ওয়াটসন, তুমি এবার নিজের ওপরেও টেক্কা দিয়েছ! আমাকে বলতেই হচ্ছে যে আমার ছোট ছোট কৃতিত্বের কথা লিখতে গিয়ে তুমি তোমার নিজের বিষয়ে যা যা লিখেছ তাতে তুমি বরাবর নিজের ক্ষমতাগুলিকে ছোট করে দেখিয়েছ। হতে পারে যে তুমি নিজে আলো দিতে পারো না, কিন্তু তুমি আলো বয়ে নিয়ে আসতে পারো চমৎকার। প্রতিভা না থাকলেও কারও কারও প্রতিভা জাগাবার একটা আশ্চর্য শক্তি থাকে। বন্ধু সেদিক থেকে আমি তোমার কাছে খুবই ঋণী, সে কথা মানছি।

হোমস আগে কখনো ওয়াটসন সম্বন্ধে এরকম কথা বলেন নি। তাঁর কথাগুলো শুনে ওয়াটসনের খুব আনন্দ হল। তাঁর কার্যপদ্ধতি লোকসমাজে প্রচার করার জন্যে ওয়াটসন যতো চেষ্টা করেছেন, সে সবেরই সম্পর্কে তাঁর উদাসীনতা দেখে ওয়াটসন প্রায়ই মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন। আর এখন এ কথা জেনে ওয়াটসন গর্ব বোধ করলেন যে হোম্‌সের কাজের কৌশলগুলো বুঝে নিয়ে সেগুলিকে কাজে লাগাবার এতোটা ক্ষমতা তাঁর হয়েছে। ফলে হোম্‌সের কাছে ওয়াটসন স্বীকৃতি পেয়েছেন।

www.pathagar.com

অতঃপর হোমস ওয়াটসনের হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে খালি চোখে কয়েক মিনিট পরীক্ষা করে তারপর একটু আগ্রহের ভাব দেখিয়ে মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে ছড়িটা জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে একখানা লেন্স দিয়ে আবার ভালো করে দেখলেন।

ব্যাপারটা সহজ ও সরল বটে, কিন্তু তাহলেও বেশ কৌতূহল জাগায়। এই বলে হোমস ফিরে এসে কৌচের ওপরে তাঁর প্রিয় কোণটিতে বসলেন। তারপর বললেন—ছড়িখানা সম্পর্কে দুই একটা হদিস্ পাওয়া যাচ্ছে বটে, তা থেকে কয়েকটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

একটু গুমর দেখিয়ে ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নজরে পড়ে নি এমন কিছু কি? আশা করি গুরুতর কোনো কিছু আমার চোখ এড়ায় নি?

হোমস বললেন—বন্ধু হে ওয়াটসন, দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তোমার সিদ্ধান্তগুলি বেশির ভাগই ভুল। এই যে বললাম তোমার থেকে আমি প্রেরণা পাই, খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, এ কথার মানে হচ্ছে এই যে, তোমার যুক্তির ভুলগুলি অনেক সময় আমাকে ঠিক পথটা দেখিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে অবশ্য তোমার সবটাই যে ভুল হয়েছে তা নয়। ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই মফস্বলের ডাক্তার। এবং তাঁকে যথেষ্ট হাঁটতেও হয়।

ওয়াটসন অভিমান মিশ্রিতস্বরে বললেন—তবে? তবে তো আমি ঠিকই বলেছি।

হোমস মুচকি হেসে বললেন—ওই পর্যন্তই।

ওয়াটসন দৃঢ় স্বরে বললেন—কিন্তু ওই টুকুই তো সব।

না, না বন্ধু, সব নয়—মোটেই সব নয়। যেমন ধরো আমি বলব, যে একজন ডাক্তারকে দেওয়া উপহার শিকারীদের ক্লাবের থেকে আসার চাইতে হাসপাতাল থেকে আসাই বেশি সম্ভব। তারপর আবার সেই হাসপাতালের আগে সি. সি. অক্ষর দুটো থাকায় স্বভাবতঃই চেয়ারিং ক্রস শব্দ দুটি মনে এসে যায় নাকি? সম্ভাবনাটা অন্ততঃ সেই দিকেই। আর এটা যদি একটা ভুল অনুমান না হয়, তাহলে আমাদের অজানা অতিথিটির একটা আদল গড়ে তোলবার নতুন একটা কাঠামো এতে পাওয়া যায়।

আচ্ছা, বেশ, না হয় ধরেই নিলাম যে, সি. সি. এইচ, মানে চেয়ারিং ক্রস হাসপাতাল বোঝাচ্ছে। তা থেকে আমরা আর কী কী অনুমান করতে পারি? ওয়াটসন বললেন।

কিছুই কি মনে আসছে না তোমার? তুমি তো আমার পদ্ধতিগুলো জানো। সেগুলো কাজে লাগাও!

ওয়াটসন বললেন—শুধু এই সাদামাটা আন্দাজটা করতে পারছি যে, ভদ্রলোক মফস্বলে গিয়ে বসবার আগে শহরে প্র্যাক্টিস করেছিলেন।

হোমস বললেন—আমি তো মনে করি আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে পারি আমরা। তুমি যদি পদ্ধতিতে ভাবো—এই ধরনের উপহার দেবার একটা উপলক্ষ্য থাকা সম্ভব। কখন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে তাদের শুভেচ্ছাসূচক একটা নিদর্শন দেবার জন্যে একত্র হতে পারে? স্পষ্ট অনুমান করা যাচ্ছে সেটা এমন একটা সময়, যখন ডাক্তার মর্টিমার স্বাধীনভাবে প্র্যাক্টিস করবার জন্যে হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তবে কি এটা মনে করা কষ্টকল্পনা হবে যে, এই বিদায়ের সময়েই তাঁকে এই উপহারটি দেওয়া হয়েছিল? কারণ? এবার বুঝে দেখো যে ইনি হাসপাতালের বড় ডাক্তারদের মধ্যে কেউ হতে পারেন না, কেননা সেসব পদে শুধু লন্ডনের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তাররাই থাকতে পারেন, আর তেমন ডাক্তার কখনও মফঃস্বলে চলে যান না। ইনি তাহলে কী ছিলেন? হাসপাতালে ছিলেন, অথচ হাসপাতালের স্থায়ী ডাক্তার ছিলেন না, এমন ডাক্তাররা সাধারণত হয় হাউস সার্জেন যারা—মানে সবে পাশ করে বেরিয়েছে এমন ছাত্র। আর তিনি হাসপাতাল ছেড়েছেন মোটে পাঁচ বছর আগে—তারিখ তো ছড়ির গায়েই খোদাই করা আছে। কাজেই, তোমার ভারিক্কি, মাঝ বয়সী গৃহচিকিৎসক অনুমানটি নস্যাৎ হয়ে গেল, আর তার বদলে দেখা যাচ্ছে একজন যুবক, বয়স তিরিশের নিচে, অমায়িক, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যোমভোলা গোছের মানুষ। একটি প্রিয় কুকুর আছে তার। সে কুকুরটি টেরিয়ারের চেয়ে বড়, কিন্তু ম্যাস্টিফের চেয়ে ছোটো গড়নের—মোটামুটি এ কথা বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ওয়াটসন্ একটু যেন অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। বললেন, বন্ধু, তোমার শেষের কথাগুলো যাচাই করে নেবার উপায় নেই, কিন্তু লোকটির বয়স আর ডাক্তারী জীবন সম্বন্ধে কিছু খবর জোগাড় করা বেশি শক্ত হবে না। এই বলে ওয়াটসন তার ডাক্তারী বইয়ের তাক থেকে মেডিকেল ডাইরেক্টরি খানা পেড়ে নিলেন। তাতে কয়েকজন মর্টিমারের নাম পাওয়া গেল। তার মধ্যে একজন আমাদের এই দর্শনার্থী হতে পারে বলে মনে হল। ওয়াটসন জোরে শব্দ করে পড়তে লাগলেন—মর্টিমার জেম্স্। এম্-আর-সি-এস ১৮৮২ গিমপেন, ডার্টমুর ডেভনশায়ার। চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালের হাউস সার্জেন ১৮৮২—১৮৮৪। 'ইজ ডিজীজ এ রিভারশন?' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে তিনি তুলনামূলক নিদানে জ্যাকসন পুরস্কার প্রাপক। সুয়েডিশ প্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির সভ্য। তার প্রকাশিত লেখা—'সাম্ ফ্রিকস্ অব্ অ্যাটাভিজম' (ল্যানসেট ১৮৮২), "ডু উই প্রগেস?" (জার্নাল অব্ সাইকোলজি, মার্চ ১৮৮৩)। গ্রিমপেন, থর্সলি আর হাই ব্যারো গ্রামের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার।

একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে হোমস বললেন—গ্রামের শিকারী দলের ক্লাবের কথা দেখছি না তো বন্ধু! কিন্তু ইনি একজন গ্রাম্য ডাক্তারই বটে—ঠিক যা তুমি আঁচ করেছ। আমার অনুমানগুলি মোটের ওপর ঠিক বলেই মনে হচ্ছে। যতোদূর মনে পড়ছে, আমি এই বিশেষণে ভূষিত করেছিলাম—অমায়িক, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, অন্যমনস্ক। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, শুধু অমায়িক লোকেরাই দুনিয়ায় ভালোবাসা পায়, শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীনেরাই লন্ডনের অভিজাত জীবন ছেড়ে দিয়ে গ্রামে যায়। আর শুধু অন্যমনস্ক মানুষরাই কারুর ঘরে অপেক্ষা করে চলে যাবার সময় কার্ড না রেখে ছড়ি রেখে চলে যায়।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—আর কুকুরটা?

হোমস বললেন—এই লাঠিখানাকে মুখে নিয়ে তার প্রভুর পেছন পেছন ঘোরে। লাঠিখানা বেশ ভারী হওয়ায় কুকুরটা লাঠিটাকে মাঝখানে বেশ শক্ত করে কামড়ে ধরে থাকে। তার দাঁতের দাগ এতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এ দাগগুলোর মাঝখানে যতোটা ফাঁক দেখা যায়, তা থেকে আমার মনে হয় যে কুকুরটার চোয়াল টেরিয়ারের চেয়ে চওড়া কিন্তু ম্যাস্টিফের মতোন অতো চওড়া নয়। এ কুকুরটা বোধ হয়—না, বোধ হয় না, এটা সত্যিই একটি কোঁকড়া লোমওয়ালা স্প্যানিয়েল।

কথা বলতে বলতে হোমস উঠে পড়ে পায়চারী করছিলেন, আর পাইপ টানছিলেন। ঠিক এই সময়টাতে তিনি জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর গলার স্বরে এমন একটা নিশ্চয়তার আভাস ছিল যাতে ওয়াটসন অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলেন।

ওয়াটসন জানতে চাইলেন—বন্ধু, তুমি এ ব্যাপারে এতো নিশ্চিত হলে কী করে?

তার সোজা কারণ এই যে, হোমস বলতে শুরু করলেন—সাক্ষাৎ কুকুরটাকেই আমি আমাদের দোরগোড়ায় দেখতে পাচ্ছি। ওই যে তার মালিক বেল বাজাচ্ছেন। ওয়াটসন, আমার অনুরোধ তুমি চলে যেও না। ভদ্রলোকটি পেশায় তোমার ভাই, আর তাছাড়া তোমার সামনেই আসছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তা একেবারে তোমার জীবনের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। তাতে ভালো হবে না মন্দ হবে, তা তুমি জানো না। বিজ্ঞানের সেবক ডাক্তার জেম্স্ মর্টিমার কী চান হোম্সের কাছে?

আগন্তুকটি ভিতরে আসতেই ওয়াটসনদের বিস্ময় হল—কারণ ওয়াটসনের ধারণা হয়েছিল পাড়াগেঁয়ে ডাক্তারের একটি নমুনা দেকতে পাবেন। লোকটির খুব ঢ্যাঙা, একহারা গড়ন, পাখির ঠোঁটের মতো লম্বা নাকটি দুটি তীক্ষ্ণ কয়টা চোখের মাঝখান দিয়ে যেন ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটি খুব ঘেঁসা ঘেঁসি আর একজোড়া সোনার ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে যেন ঝলক মারছে। তাঁর পোষাক ডাক্তারের মতোই। কিন্তু এলোমেলো। গায়ের ফ্রক কোটটা তেলচিটে ময়লা। আর পাজামার তলাটা ফেঁসে গেছে। বয়স কম হলেও এর মধ্যেই তাঁর লম্বা পিঠটা বেঁকে গেছে। হাঁটুর সঙ্গে তাঁর মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, আর পিটপিট চোখে একটি সদাশয়তার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শার্লক হোম্সের হাতের লাঠিটার দিকে তাঁর নজর পড়তেই তিনি মুখে একটা আনন্দধ্বনি করে তাড়াতাড়ি সেটার দিকে

www.pathagar.com

এগিয়ে গিয়ে বললেন—যাক্ বাঁচা গেল! ছড়িটা এখানে, না জাহাজের আপিসে ফেলে গেছিলাম ঠিক করতে পারছিলাম না। সারা পৃথিবীর বিনিময়েও আমি এই ছড়িটা খোয়াতে রাজি নই।

দেখতে পাচ্ছি এটা একটা উপহারের জিনিস—হোমস বললেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চেয়ারিং ক্রস হাসপাতাল থেকে?

আমার বিবাহ উপলক্ষ্যে দুই তিনজন বন্ধুর দেওয়া।

হোমস মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, যাঃ। এতো ঠিক হল না!

ডা. মর্টিমার একটু অবাক হয়ে চশমার ভিতর দিয়ে চোখ পিট্‌পিট্ করে বললেন—কী ঠিক হল না স্যার?

হোমস বললেন—আপনি যে আমাদের আন্দাজগুলোকে বিগড়ে দিলেন! আপনার বিয়ে—তাইতো বললেন, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে করে আমি হাসপাতাল ছেড়ে দিলাম, তার সঙ্গে আমার কন্‌সালটিং প্র্যাকটিশের আশাতেও জলাঞ্জলি দিতে হল। নিজের একটা সংসার করবার দরকার হয়ে পড়ল কি না!

যাক্ মোটের ওপর আমাদের খুব বেশি একটা ভুল হয়নি। আচ্ছা, ডাক্তার জেম্‌স্ মর্টিমার—

'মিস্টার' বলুন, স্যার শুধু 'মিস্টার'। তুচ্ছ একজন এম-আর-সি-এস্ আমি।

হোমস বললেন—আপনার মনটি দেখছি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও খুব সতর্ক।

মর্টিমার বললেন—বিজ্ঞান নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি মাত্র, মি. হোমস। সেটা মহাসাগড়রের তীরে নুড়ি কুড়ানোর মতোই। আমি বোধ হয় মি. শার্লক হোম্‌সের সঙ্গেই কথা বলছি—

হ্যাঁ। আর ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন।

আপনার পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম ডা. ওয়াটসন। আপনার বন্ধুর সম্পর্কে আপনার নামও শুনেছি আমি। মি. হোমস, আপনার বিষয়ে আমার একটা কৌতূহল জন্মাচ্ছে। এমন দীর্ঘ শিরা করোটি এবং অক্ষিকোটরের উর্ধ্বদেশের এমন সুস্পষ্ট প্রবৃদ্ধি দেখতে পাবো আশা করিনি। আপনার মধ্যকপালের মগ্নাংশের ওপর দিয়ে একটু যদি আঙুল বুলিয়ে দেকি তাতে আপত্তি আছে কি? যতোদিন না আপনার আসল করোটিটি পাওয়া যাচ্ছে, ততোদিন যদি তার একটি ছাঁচ তুলে রাখা যায়, সেটি যে কোনও নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহ শালার একটি অলঙ্কার হবে। আপনাকে খোসামোদ করবার মতলব আমার নেই, তবু স্বীকার করছি যে আপনার করোটি দেখে লোভ হচ্ছে।

শার্লক হোমস এই অদ্ভুত আগন্তুককে একখানা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর বললেন—আপনি দেখছি মশাই, আমারই মতো নিজের ভাবটি নিয়েই মশগুল। আপনার তর্জনী দেখে বুঝতে পারছি যে আপনি সিগ্রারেট নিজেই বানিয়ে নেন। একটা বানিয়ে ধরিয়ে নিন, সঙ্কোচ করবেন না।

মর্টিমার কাগজ আর তামাক বের করে তার লম্বা চঞ্চল আঙুলগুলি দিয়ে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে একটার মধ্যে অন্যটাকে পাকিয়ে ফেললেন।

হোমস চুপ্ করে রইলেন, কিন্তু তাঁর চঞ্চল চাউনি দেখে ওয়াটসন বুঝলেন যে তিনি আমাদের এই আজব সঙ্গীটির বিষয়ে আগ্রহ বোধ করছেন। বললেন—মশাই যে কাল রাত্তিরে, আবার আজ এখানে পদার্পণ করেছেন আশা করি তা শুধু আমার করোটিটি পরীক্ষা করবার জন্যেই নয়।

মর্টিমার বললেন—না, না, সে কী কথা? অবশ্য ও কাজটিও করবার সুযোগ পেয়ে আমি সুখীই হয়েছি। মিঃ হোমস, আপনার কাছে যে এসেছি তার কারণ হচ্ছে আমি নিজে একজন করিৎকর্মা লোক নই, তার ওপর আবার হঠাৎ একটা ভারী গুরুতর আর অসাধারণ সমস্যা

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দ্বিতীয়-স্থানীয় বলে মনে করি, তাই—

তাই নাকি মশাই? আপনি কাকে প্রথম স্থানের মর্যাদা দেন সে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? হোমস একটু কর্কশভাবেই প্রশ্নটি করলেন।

খাঁটি বৈজ্ঞানিক মন যাঁদের, মসিয়ঁ বার্তিলঁ-র কাজ তাঁদের খুব মনে ধরে।

তাহলে আপনার পক্ষে তাঁর সাহায্য নেওয়াই তো উচিত? হোমস বললেন।

মর্টিমার বললেন—আজ্ঞে আমি বলছিলাম খাঁটি বৈজ্ঞানিক মনের কথা। কিন্তু কাজের লোকের কথা বলতে হলে এ কথা সর্বজনসম্মত যে আপনি অদ্বিতীয়। আশা করি আমি অজ্ঞান্তে—

হোমস বললেন—সামান্য একটুখানি। যাক, ডাক্তার মর্টিমার, আমার মনে হয় যে আপনি যে সমস্যার সমাধানে আমার সাহায্য চান, আর কোনো ভণিতা না করে সেটা সোজাসুজি আমাকে বলেই ফেলুন।

দুই
বাস্কারভিল বংশের অভিশাপ

ডাক্তার জেম্স্ মর্টিমার বললেন—আমার পকেটের ভেতরে আছে একখানা হাতে লেখা কাগজ।

হোমস বললেন—আপনি ঘরে ঢোকবার সময়তেই আমি সেটা লক্ষ্য করেছি।

এটা একটা প্রাচীন দলিল।

হ্যাঁ, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার—অবশ্য যদি ওটা জাল দলিল না হয়।

মর্টিমার বললেন—সেটা কী করে বললেন, মি. হোমস?

আপনি যতোক্ষণ কথা বলছেন, ততোক্ষণ ওর ইঞ্চি দুয়েক অংশ আমার সন্ধানী দৃষ্টির সামনে রয়েছে। একখানা দলিলের চেহারা দেখে তার তারিখটা বছর দশেক এদিক ওদিকের মধ্যে বলে দিতে যে না পারে, সে কি একটা বিশেষজ্ঞ? এ বিষয়ে আমার লেখা চটি বইখানা আপনি পড়ে থাকতে পারেন। ওটার তারিখ হবে ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ।

মর্টিমার বললেন—সঠিক তারিখ হচ্ছে ১৭৪২। এই বলে ডাক্তার মর্টিমার সেটাকে তাঁর বুক-পকেট থেকে বের করে বললেন—স্যার চার্লস বাস্কারভিল-এর আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুর মাস তিনেক আগে ডেভনশায়ারে খুব একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। তাঁর পারিবারিক এই দলিলটিই তিনি আমাকে রাখতে দিয়েছিলেন। বলতে কি, আমি তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক আর বন্ধু, দুই-ই ছিলাম। তিনি ছিলেন একজন শক্ত মনের মানুষ, যেমন বিচক্ষণ তেমনি কাজের লোক, আর আমারই মতো কাল্পনিক ব্যাপারে অবিশ্বাসী। তবু তিনি এই দলিলটাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। আর তাঁর নিজের পরিণাম যা হল, ঠিক তার জন্যে তাঁর মন তৈরিই হয়েছিল।

হোমস হাত বাড়িয়ে কাগজখানাকে নিয়ে তাঁর হাঁটুর ওপর মেলে ধরলেন।

ওয়াটসন, লক্ষ করো যে এতে একবার বড় "S" আর একবার ছোট হাতের "s" লেখা হয়েছে। যেসব বিশেষত্ব দেখে এর তারিখ ঠিক করতে পারলাম, এটা হচ্ছে তার মধ্যে একটা।

তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে ওয়াটসন হলদে কাগজখানা আর তাতে ঝাপসা লেখাটা দেখতে পেলেন। দলিলটার মাথায় লেখা—'বাস্কারভিল হল' আর তলায় বড় বড় দুর্বোধ্য অক্ষরে ১৭৪২।

দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা কিছুর বিবরণ? হোমস বললেন। ঠিক তাই। এটা বাস্কারভিল পরিবারের প্রচলিত একটা কিংবদন্তীর বিবরণ।

কিন্তু আমার ধারণা আপনি এর চাইতে আধুনিক এবং জরুরি কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন।

মর্টিমার বললেন—আধুনিক! হ্যাঁ, একেবারে আধুনিক! ভীষণ জরুরি ব্যাপার এটা। আর, তার একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। অথচ সেই ব্যাপারটার সঙ্গে এই লেখাটার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। লেখাটা ছোটো আপনার অনুমতি পেলে এটা আপনাকে পড়ে

www.pathagar.com

শোনাই।

হোমস চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন, আঙুলের মাথাগুলিকে একসঙ্গে করলেন, তারপর উদাসভাব করে চোখ বুঁজোলেন। ডাক্তার মর্টিমার লেখাটিকে আলোর দিকে ধরলেন। তারপর ঘড়ঘড়ে আওয়াজ করে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন—

"বাস্কারভিলদের ডালকুত্তার প্রথম আবির্ভাব সম্পর্কে নানারকমের বিবরণ আছে। তবুও, আমি হিউগো বাস্কারভিলের সাক্ষাৎ বংশধর এবং আমার পিতার নিকট এই কাহিনী শুনিয়াছি বলিয়া (তিনিও তাঁহার পিতার নিকট ইহা শুনিয়াছিলেন) আমি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি। আমি বিশ্বাস করি যে আমি যেরূপ লিখিতেছি ঘটনাটি ঠিক সেরকমই ঘটেছিল। পুত্রগণ, বিধাতার যে ন্যায় বিচার পাপের দণ্ডবিধান করে, তাহাই করুণাবশে পাপকে ক্ষমা করিতেও পারে ইহা তোমরা বিশ্বাস করিও। প্রার্থনা ও অনুশোচনা দ্বারা খণ্ডন করা যায় না এমন গুরুতর শাস্তি নেই। এই কাহিনী থেকে তোমরা এই শিক্ষা করো, যে, অতীতের কর্মফলের ভয়ে ভীত না হইয়া বরং ভবিষ্যতে সাবধান হওয়াই ভালো যে জঘন্য রিপুগুলি আমাদিগের পুনরায় সর্বনাশ না করে। প্রকাশ থাকে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘটিত মহা-বিপ্লবের সময়ে বাস্কারভিলের এই জমিদারীর মালিক ছিলেন হিউগো বাস্কারভিল। সুপণ্ডিত লর্ড ক্লারেন্ডনের রচিত ওই বিপ্লবের ইতিহাস তোমরা অবশ্যই পাঠ করিও। হিউগো ছিলেন দুর্দান্ত, পাষণ্ড এবং নাস্তিক। এই অঞ্চলে সাধু সজ্জনের তেমন প্রাদুর্ভাব ছিল না, সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু সে যুগেও উচ্ছৃঙ্খল এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির জন্যে সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে হিউগোর নাম একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। কলুষিত কাম রিপুকে প্রেম বলা যায় কি না জানি না। এই হিউগোর প্রেমদৃষ্টি পড়িয়াছিল বাস্কারভিল জমিদারির এক প্রজার কন্যার ওপর। কিন্তু সেই বুদ্ধিমতী সচ্চরিত্রা যুবতী তাকে এড়াইয়াও চলিত। অবশেষে একবার সেন্ট মাইকেলের উৎসব-দিবসে হিউগো তাঁহার কয়েকজন দুষ্কর্মের সঙ্গীকে লইয়া যুবতীর ও ভ্রাতৃগণের অনুপস্থিতিকালে তাহাকে তাহার গৃহ হইতে অপহরণ করিয়া আনে। যুবতীকে প্রাসাদের উপরিতলের এক কক্ষে আবদ্ধ রাখিয়া হিউগো তাহার সঙ্গীগণসহ পানোৎসবে মত্ত হয়। প্রাসাদের নিম্নতল হইতে তাহাদের সঙ্গীত, কোলাহল ও শপথ ওই হতভাগিনীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। পানোন্মত্ত অবস্থায় হিউগো বাস্কারভিল যে সকল ভয়াবহ বাক্য উচ্চারণ করিত বলিয়া শুনা যায়, তাহা অতি মারাত্মক। অবশেষে ভয়ে আকুল হইয়া বালিকা এমন একটি কাজ করিল যাহা কোনো সাহসী এবং কর্মঠ যুবকেরও পক্ষে ভীতিকর। কক্ষভিত্তিক বহির্দেশের আইভিলতা অবলম্বন করিয়া সে গবাক্ষ পথে নির্গত হইল এবং ভূমিতে অবতরণ করিয়া সেই ঘোরান্ধকার রজনীতে প্রান্তরের পথে স্বগৃহের দিকে ধাবিত হইল। প্রাসাদ হইতে তাহার পিতার কুটিরের দূরত্ব চারিক্রোশের অধিক।

অনতিকাল পরেই হিউগো খাদ্য পানীয় ও দুরভিসন্ধি লইয়া বন্দিনীকে দেখিতে আসিয়া তাহার শূন্য পিঞ্জর দেখিতে পাইল। তাহা দেখিয়া তাহার মধ্যে যেন শয়তানের আবির্ভাব ঘটিল। ছুটিয়া নামিয়া আসিয়া সে ভোজনকক্ষে একেবারে খাওয়ার টেবিলে লাফাইয়া উঠিয়া পদাঘাতে পানপাত্র ও ভোজনপাত্রগুলিকে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে সঙ্গীগণের সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল যে, পলাতকা বালিকাকে ধরিতে পারিলে সে স্বয়ং শয়তানের হস্তে নিজের আত্মাকে সমর্পণ করিবে। উৎসবমত্ত সঙ্গীগণ তাহার প্রচণ্ড ক্রোধ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রইল। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুরাত্মা অথবা সর্বাধিক পানোন্মত্ত লোকটি বলিয়া উঠিল, 'ডাল কুত্তা লাগাও!' হিউগো তৎক্ষণাৎ বাহিরে ভৃত্যদের অশ্ব সজ্জিত করিতে এবং ডালকুত্তাগুলিকে খুলিয়া দিতে আদেশ করিল। যুবতীর একখানা রুমাল ডালকুত্তাগুলিকে অঘ্রাণ করিতে দিয়া সে তাহাদিগকে শিকারের অভিমুখে প্রেরণ করিল এবং চিৎকার করিতে করিতে চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের পথে ধাবিত হইল। ব্যাপারগুলি এত দ্রুত ঘটিয়া গেল যে, তাহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া উৎসব সঙ্গীগণ কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু প্রান্তরে কী ঘটিতে যাইতেছে তাহা অল্পকালের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল। তখন তুমুল কোলাহল শ্রুত

www.pathagar.com

হইল। কেহ বলে পিস্তল আনো, কেহ বলে ঘোড়া আনো, আবার কেহবা বলে মদ কই? অবশেষে তাহাদের সুরা বিহ্বল মস্তিষ্কে কিছু সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে তাহারা ত্রয়োদশজন অশ্বারোহণে হিউগোর অনুগমন করিল। উপরে মেঘমুক্ত চন্দ্র হাসিতেছিল। যে পথে বালিকার স্বগৃহাভিমুখে যাওয়ার সম্ভাবনা, সেই পথে তাহারা বেগে অশ্বচালনা করিল।

প্রায় একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা এক মেষপালকের দেখা পাইয়া তাহাকে তারস্বরে জিজ্ঞাসা করিল সে শিকারটিকে দেখিয়াছে কি না। শুনা যায় যে ওই ব্যক্তির তখন এরূপ ভয়বিহ্বল অবস্থা যে, সে বালিকাটিকে দেখিয়াছে, কুকুরগুলি তাহাকে অনুসরণ করিতেছে—'আমি আরও কিছু দেখিয়াছি। হিউগো বাস্কারভিল তাহার কালো ঘোড়ায় চড়িয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। নরকের একটা ডালকুত্তা নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল। তেমন একটা বিভীষিকার হাত হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন!

ইহা শুনিয়া মাতালের দল তাহাকে গালাগালি করিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু শীঘ্রই একটি দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের রক্ত হিম হইয়া গেল। প্রান্তরের উপর ধাবমান অশ্বের পদশব্দ শুনা যাইতেছে। ক্রমে একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব আসিয়া তাহাদের পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গে সাদা ফেনার ছিটা লাগিয়াছে, জিনে আরোহী নাই, লাগাম পিছনে লুটাইতেছে। অতিশিয় শঙ্কিত মনে এই রঙ্গপ্রিয় যুবকদল পরস্পরের নিকটে থাকিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল। প্রত্যেকেরই অবস্থা এমন যে, ঘোড়ার মুখ ফিরাইতে পারিলেই বাঁচে। তবু তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। এইভাবে ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে তাহারা ডালকুত্তাগুলির কাছে আসিয়া পড়িল। কুকুরগুলি যদিও যেমন ভালো জাতের তেমনই সাহসের জন্যে বিখ্যাত ছিল, তবুও দেখা গেল যে তাহারা প্রান্তরের একটি গভীর নিম্নভূমির প্রান্তদেশে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া দাঁড়াইয়া ক্লিষ্ট স্বরে আর্তনাদ করিতেছে। কয়েকটা ডালকুত্তা নিঃশব্দে পালাইবার চেষ্টা করিতেছে, অপরগুলি বিস্ফারিত চক্ষে তাহাদের সম্মুখের সঙ্কীর্ণ উপত্যকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

দলটি সেখানে থামিল। তাহাদের মাথা ততোক্ষণে ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। আর কেউই আগাইতে ইচ্ছুক হইল না। কিন্তু তাহাদের সর্বাপেক্ষা সাহসী (কিংবা হয়তো সর্বাপেক্ষা মত্ত) তিন ব্যক্তি নামিয়া গেল। ওই উপত্যকাটির অপর মুখে একটি প্রশস্ত স্থানে প্রাচীনকালের বিস্মৃত কোনো মানবগোষ্ঠীর বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ দুইখানা বিপুল প্রস্তর খণ্ড ছিল। ওই দুইটি এখনো সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ওই শূন্য ভূমি উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যস্থলে অভাগিনী সেই কুমারীর দেহ ত্রাসে ও ক্লান্তিতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই পার্শ্বে ছিল হিউগো বাস্কারভিলের মৃতদেহ। কিন্তু এই মৃতদেহ দুইটিকে দেখিয়া নয়—অন্য যে বস্তুটি দেখিয়া এই দুঃসাহসী তিন ব্যক্তির মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল তাহা এই যে, একটি বিভীষিকা-মূর্তি, প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ একটি প্রাণী, হিউগোর বুকের উপর পা দিয়া তাহার কণ্ঠনালী কামড়াইয়া ধরিয়াছে। জন্তুটার গঠন ডালকুত্তার মতো, কিন্তু মানুষের দেখা যে কোনো ডালকুত্তার অপেক্ষা ইহা আকারে বৃহৎ।

জন্তুটা ওই তিন ব্যক্তির সমক্ষেই হিউগোর কণ্ঠনালী উপড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর উহার জ্বলন্ত চক্ষু ও শোনিতলিপ্ত মুখ তাহাদের দিকে ফিরাইল। তখনই তাহারা ভয়ে চিৎকার করিয়া প্রান্তরের মধ্যে দিশাহারা হইয়া প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইল'। শোনা যায় যে ওই বিভীষিকা দেখিয়া একজনের সেই রাত্রিতেই মৃত্যু হয়। অপর দুইজন যে কিছুকাল বাঁচিয়া ছিল, জীবন্মৃত হইয়াই ছিল।

পুত্রগণ, যে ডালকুত্তা সেই অবধি আমাদের বংশে অভিশাপ স্বরূপ হইয়া আছে, তাহার আবির্ভাবের কাহিনী আমি এই লিখিয়া রাখিলাম, কারণ যাহা শুধু ইঙ্গিতে এবং অনুমানে জানা যায় তাহা অপেক্ষা যাহা সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত তাহার ভয়াবহতা অনেক কম। স্বীকার করিতেই হইবে যে বাস্কারভিল বংশের অনেকের কষ্টকর, রক্তাপ্লুত, আকস্মিক এবং রহস্যময় মৃত্যু ঘটিয়াছে। তথাপি আমরা বিধাতার অনন্ত করুণার শরণ লইতেছি। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে পাপের শাস্তি অধস্তন তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত পায়। বিধাতা নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে তাহারও

www.pathagar.com

বেশি দিন ধরিয়া নিরপরাধের দণ্ড দিবেন না। বৎসগণ, সেই পরমেশ্বরের চরণে তোমাদিগকে সমর্পণ করিয়া দিয়া তোমাদিগকে এই সতর্ক বাণী বলিতেছি যে, গভীর নিশীথে যখন পাপগ্রহের ক্ষমতা প্রবলতর হইয়া ওঠে, তখন তোমরা ওই প্রান্তর অতিক্রম করিতে বিরত থাকিও।"

(ইহা হিউগো বাস্কারভিল কর্তৃক তাঁহার পুত্রদ্বয় রজার এবং জনের উদ্দেশ্যে লিখিত হইল। তাহাদের ভগিনী এলিজাবেথকে যেন এ বিষয়ে তাহারা কিছু না বলে, এই নির্দেশ দেওয়া হইল।)

এই আশ্চর্য কাহিনী পড়া শেষ করে ডাক্তার মর্টিমার চশমা কপালে তুলে দিয়ে শার্লক হোমসের দিকে তাকালেন। হোমস একটা হাই তুলে সিগারেটের শেষ অংশটুকু অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন—তাহলে?

মর্টিমারের প্রশ্ন—এটা আপনার কৌতূহলজনক বলে মনে হল কি?

এরপর ডা. মর্টিমার তার পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা খবরের কাগজ বের করে বললেন—মি. হোমস এবার আপনাকে আর একটু আধুনিক কিছু দেখাব। এখানা হল এই বছরের ১৪ই জুন তারিখের 'ডেভন কাউন্টি ক্রনিকল্' পত্রিকা। তার কয়েকদিন আগেই স্যার চার্লস্ বাস্কারভিল মারা যান। সে সম্পর্কে কিছু তথ্য এই পত্রিকাটিতে আছে।

হোমস একটু সামনে ঝুঁকে বসলেন। তার মুখে কৌতূহলের ভাব ফুটে উঠল। ডাক্তার তাঁর চশমা ঠিক করে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন—

"সম্প্রতি স্যার চার্লস বাস্কারভিলের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়েছে। পরবর্তী নির্বাচনে মধ্য-ডেভনে উদার নৈতিক দলের মনোনীত সম্ভাব্য প্রার্থীরূপে তাহার নাম শোনা গিয়েছিল তাঁহার পরলোক গমনে সমগ্র জেলার ওপর বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। স্যার চার্লস এই বাস্কারভিল হলে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চরিত্রে মাধুর্য ও অসীম উদারতা দ্বারা তাহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জয় করিয়াছিলেন। এই হঠাৎ নবাবদের যুগে তাঁহার ন্যায় মানুষের দৃষ্টান্ত হৃদয়ে নতুন আশার সঞ্চার করে। দুরবস্থাপন্ন এক প্রাচীন অভিজাত বংশের এই সন্তান, নিজের সৌভাগ্য নিজে গড়িয়া তুলিয়া, সেই বিপুল ঐশ্বর্য দিয়া নিজ বংশের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ইহা সর্বজনবিদিত যে স্যার চার্লস দক্ষিণ আফ্রিকায় আটকা ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ভাগ্যের চাকা উল্টো দিকে ঘোরা পর্যন্ত তাহারা পাঠকার কাজ চালায়, ইতি তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন। লাভের টাকা সব গুটাইয়া লইয়া তিনি ইংল্যান্ডে ফিরিয়া আসেন। মাত্র দুই বৎসর হইল তিনি বাস্কারভিল হলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পুনর্গঠন ও উন্নতি সাধনের এক বিপুল পরিকল্পনা তাঁহার মৃত্যুর ফলে ব্যাহত হইল, সে কথা আজ সকলেরই মুখে শোনা যাইতেছে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার জীবিতকালেই সমগ্র গ্রামাঞ্চল তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য দ্বারা উপকৃত হউক—এরূপ বাসনা তিনি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। জেলাস্থ এবং স্থানীয় সদনুষ্ঠানগুলিতে তাহার মুক্ত হস্তে দানের সংবাদ আমাদের এই পত্রিকায় প্রায়ই প্রকাশিত হইয়াছে।

ময়না তদন্তে স্যার চার্লসের মৃত্যু সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারই স্পষ্টভাবে জানা গেছে। এক্ষেত্রে হত্যা সন্দেহ করিবার কিংবা অস্বাভাবিক কোনো প্রকার কারণে মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া কল্পনা করিবার অবকাশ নেই। স্যার চার্লস বিপত্নীক ছিলেন। এবং কোনো কোনো বিষয়ে একটু খেয়ালী ধরনের বলা যায়। মহা ধনবান হইলেও তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনাড়ম্বর ছিলেন। বাস্কারভিল হলে তাঁহার গৃহভৃত্য শুধু ব্যারিমোর নামে একটা দম্পতি। স্বামীটি খানসামার কাজ করে, স্ত্রী গৃহস্থালি দেখে। তাহাদের এবং কয়েকজন বন্ধু সাক্ষিতে জানা যায় যে, স্যার চার্লসের শরীর কিছুকাল যাবৎ ভালো ছিল না, বিশেষতঃ তাঁহার কোনো রকম হৃদরোগ ছিল, যাহার ফলে তাঁহার গাত্রবর্নের পরিবর্তন, শ্বাসকষ্ট ও মধ্যে মধ্যে স্নায়বিক অবসাদ দেখা যাইত। মৃতের বন্ধু ও চিকিৎসক ডাক্তার জেম্স্ মর্টিমারও একই মর্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন। ব্যাপারটিতে

www.pathagar.com

কোনো জটিলতা ছিল না। চার্লস বাস্কারভিলের একটি নিয়মিত অভ্যাস ছিল, রাতে শুতে যাবার আগে তিনি বাস্কারভিল হলের বিখ্যাত ইউগাছের বীথিতে বেড়াইয়া আসিতেন। ব্যারিমোর-দম্পতির সাক্ষ্যে জানা যায় যে, ইহার তিনি অন্যথা করিতেন না। ৪ঠা জুন তারিখে স্যার চার্লস্ বলিয়াছিলেন যে তিনি পরদিন লন্ডনে যাইতে চান, তাই ব্যারিমোরকে তাঁহার মালপত্র ঠিক করিয়া রাখিতে আদেশ দেন। সেই রাত্রিতেও প্রতিদিনের মতো তিনি নৈশ ভ্রমণে বাহির হন।

এই সময়টাতে তিনি একটি সিগারেট গ্রহণ করতেন। আর তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। রাত্রি বারোটার সময় ব্যারিমোর সদর দরজা খোলা দেখিয়া বিপদের আশঙ্কা করে, এবং একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া প্রভুর খোঁজ করিতে বাহির হয়। দিনটা স্যাঁতসেঁতে ছিল, ইউবিথিতে স্যার চার্লস যে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহার চিহ্ন দেখা যায়। তাহার পর তিনি ইউবিথির পথে অগ্রসর হন। ইহার প্রান্তে তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। ব্যারিমোরের বিবরণে একটি ব্যাপারের অর্থ বোঝা যায় নি। প্রান্তরের ওই গেটটি ছাড়াইয়া যাইবার পর পায়ের ছাপগুলির চেহারা বদলাইয়া গিয়াছিল, মনে হয় যেন স্যার চার্লস ওই স্থান হইতেই পায়ের আঙুলে ভর দিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনার সময় মার্ফি নামে এক ঘোড়া ব্যবসায়ী প্রান্তরের মধ্যে কিছু দূরে ছিল বটে, সে স্বীকার করে যে মধ্যপানের ফলে সে তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না। সে বলেছিল যে চিৎকার শুনিয়াছিল বটে কিন্তু তাহা কোন্ দিক হইতে, তাহা সে বলিতে পারে না। স্যার চার্লসের শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। ডাক্তারের সাক্ষিতে অবশ্য জানা যায় যে তাঁহার মুখমণ্ডল অবিশ্বাস্য ভাবে বিকৃত হইয়া এমন হইয়াছিল যে ডাক্তার প্রথমে তাঁহার মুখমণ্ডল বলিয়া সনাক্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অবসাদ এবং শ্বাসকষ্টে মৃত্যু যেখানে হয়, সেক্ষেত্রে এরূপ বিরল নয়। শবব্যবচ্ছেদে একথা সমর্থিত হইয়াছে। তাহাতে প্রমাণ হয় অনেকদিন যাবৎই মৃতের হৃদযন্ত্রের বিকল অবস্থা ছিল। ডাক্তারি প্রমাণ সাপেক্ষেই করোনারের জুরিয়া রায় দেন। এইরূপ হওয়াই ভালো হইয়াছে। কেননা স্যার চার্লসের উত্তরাধিকারী আসিয়া বাস্কারভিল হলে বসবাস করেন এবং যে সকল সদানুষ্ঠান স্যার চার্লসের মৃত্যুতে শোচনীয়ভাবে বাধা পাইয়াছে সেগুলিকে চালাইয়া যান—ইহা একান্ত আবশ্যক। এই ব্যাপার সম্পর্কে যে সকল রোমাঞ্চকর কাহিনী কানাঘুষায় শুনা যাইতেছে, করোনারের নির্ধারণ দ্বারা যদি তাহার নিরসন না হইত তাহা হইলে বাস্কারভিল হলে বাস করিবার লোক পাওয়া হয়তো কঠিন হইতো। জানা গিয়াছে যে স্যার চার্লসের কণিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র মিঃ হেনরি বাস্কারভিল যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তিনিই উত্তরাধিকারী। এই যুবক আমেরিকায় ছিলেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। তাঁহার সৌভাগ্যের কথা তাঁহাকে জানাইবার জন্যে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইতেছে।"

ডা. মার্টিমার কাগজখানাকে ভাঁজ করে পকেটে রাখলেন। মি. হোমস, এই হচ্ছে স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুবিষয়ে প্রকাশিত যাবতীয় খবর।

হোমস বললেন—এইরকম একটা চিত্তাকর্ষক মামলার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমি সেসময় এটার সম্বন্ধে কিছু খবরের কাগজের মন্তব্য দেখেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ভ্যাটিকানের রত্নমূর্তিগুলির ব্যাপার নিয়ে বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। আর পোপকে খুশি করবার ভাবনায় আমি ইংল্যান্ডের কয়েকটি গুরুতর ব্যাপারের খবর রাখতে পারি নি। আপনি বলেছেন যে প্রকাশিত সব খবরই এই প্রবন্ধে আছে, না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাহলে এবার আমাকে অপ্রকাশিত খবরগুলি বলুন। এই বলে হোমস হেলান দিয়ে বসলেন, দুই হাতের আঙুলগুলির আগা একত্র করে হোমস প্রশান্ত অনুসন্ধানী ভাব ধারণ করলেন!

ডা. মর্টিমারের মুখে প্রবল আবেগের চিহ্ন দেখা দিল। তিনি বললেন তা করতে হলে আপনাকে এমন সব কথা বলতে হয় যা আমি কাউকে বলি নি। করোনারের তদন্তের সময় সেসব কথা না বলবার কারণ এই যে, বিজ্ঞানের উপাসক চায় না যে সে প্রকাশ্যে এমন কিছু

www.pathagar.com

করে যাতে জনসাধারণের একটা কুসংস্কারকে সমর্থন করা হয়। আমার আর একটা কারণ এই যে বাস্কারভিল হলের যে দুর্নাম বরাবরই চলে আসছে, সেটাকে আরো উসকে দিলে সেখানে আর কেউ বাস করতে আসবে না নিশ্চয়ই। কাগজেও একই কথা বলেছে। এই দুই কারণে, আমি যা জানি তার কিছু গোপন রাখাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছি, কেননা সব কথা খুলে না বলবার কোনো কারণ নেই।

প্রান্তরটির মধ্যে মানুষের বসতি খুবই কম। তাই এর মধ্যে যারা কাছাকাছি থাকে, তারা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সেই জন্যে আমি স্যার চার্লস বাস্কারভিলকে খুব ঘন ঘন দেখতে পেতাম। শুধু লাফ্‌টার হলের মি. ফ্রাঙ্কল্যান্ড, আর স্টেপলটন বলে একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছাড়া কয়েক মাইলের মধ্যে কোনো শিক্ষিত লোক নেই সেখানে। স্যার চার্লস্‌ খুব মিশুক ছিলেন না, তার অসুখ উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারপর দুইজনেরই বিজ্ঞানের ওপর টান থাকার ফলে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়ায়। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তাই বুশম্যানদের আর হটেনটটদের অস্থি সংস্থান সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনায় অনেকগুলি সন্ধ্যা আমরা একসঙ্গে আনন্দে কাটিয়েছি।

শেষ কয়েক মাস ধরে আমি ক্রমেই স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে স্যার চার্লসের স্নায়ুগুলি কি যেন একটা চাপের চোটে ভেঙে পড়বার মুখে এসে পড়েছে। আপনাকে যে কিংবদন্তী পড়ে শোনালুম, সেটিকে তিনি এতদূর মেনে নিয়েছিলেন যে কিছুতেই তিনি রাত্রিকালে বেরিয়ে ওই প্রান্তরে যেতেন না। মি. হোমস, আপনার কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও তিনি নিজে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভয়াবহ একটা দুর্ভাগ্যের খড়গ তাঁর বংশের উপর ঝুলে রয়েছে। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের বিবরণ যেটুকু বলতেন, তা থেকে অবশ্য এ বিষয়ে সান্ত্বনা পাওয়া শক্ত। একটা বিভীষিকা কাছাকাছিই রয়েছে এইরকম একটা ধারণা তাঁকে যেন পেয়ে বসেছিল। তিনি আমাকে একাধিক বার জিজ্ঞাসা করেছেন, রাত্রে রোগী দেখতে যেতে আসতে আমি কখনো কোনো নতুন ধরনের প্রাণী দেখেছি কিংবা ডালকুত্তার ডাক শুনেছি কিনা। এই শেষের প্রশ্নটি তিনি আমাকে বারকয়েকই করেছেন। এই প্রশ্ন করতে উত্তেজনায় তাঁর স্বর কাঁপতে থাকত।

এই মারাত্মক ঘটনার সপ্তাহতিনেক আগে এক সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যাওয়ার কথা আমার মনে পড়ে। তিনি সদর দরজায়ই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি আমার কাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে রইল। তাঁর বিস্ফোরিত চোখ দুটি ভীষণ আতঙ্কিতভাবে আমার পেছনে কি দেখতে লাগল। আমি চট করে ফিরে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেলাম, বড় কালো বাছুরের মতো কি যেন একটা প্রাণী বাড়িতে ঢোকবার পথের মুখটা পার হয়ে চলে গেল। স্যার চার্লস্‌কে অত্যন্ত উত্তেজিত এবং ভীত দেখে বাধ্য হয়েই আমি গেলাম যেখানে ওটাকে দেখা গেছিল। সেখানে গিয়ে চারিদিকে তাকালাম। কিন্তু জন্তুটা ততোক্ষণে চলে গিয়েছে। এই ঘটনাটা স্যার চার্লসের মনের ওপর খুব একটা খারাপ ছাপ রেখে গেল। আমি সারা সন্ধ্যাটা তাঁর কাছে রইলাম। সেই উপলক্ষ্যেই তাঁর উত্তেজনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আমাকে রাখতে দিলেন সেই বিবরণীটা। যেটা আমি এসে প্রথমেই আপনার কাছে পড়েছি। সে সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে ব্যাপারটা নিতান্তই তুচ্ছ, এবং ভদ্রলোকের উত্তেজিত হবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না।

আমারই পরামর্শে স্যার চার্লস্‌ লন্ডনে যাবার উদ্যোগ করেছিলেন। আমি জানতাম তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। আর অনবরত যে উদ্বেগ নিয়ে তিনি থাকতেন, তার কারণটা যতোই ভুয়ো হোক না কেন তাতে তাঁর স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি হচ্ছিল। ভাবলাম শহরে গিয়ে কয়েক মাস অন্যদিকে মন দিতে পারলে তিনি হয়তো নতুন মানুষ হয়ে ফিরে আসতে পারবেন। আমাদের দুইজনেরই বন্ধু মিস্টার স্টেপলটন তার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন—তিনিও তাতে মত দিলেন। তারপর একেবারে শেষ মুহূর্তে এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনাটা ঘটল।

স্যার চার্লসের মৃত্যুর রাতে তার খানসামা ব্যারিমোর এই দুর্ঘটনা আবিষ্কার করে তখনই

www.pathagar.com

তাঁর সহিস পার্কিনস্‌কে গাড়ি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমি সেদিন জেগে বসেছিলাম ব লে ঘটনার ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই বাস্কারভিল হলে এসে পৌঁছাই। ময়না তদন্তে যেসব কথা জানা গেছিল তার প্রত্যেকটি আমি যাচাই করে দেখি। ইউবিথি ধরে আমি পায়ের ছাপ যে বদলে গিয়েছে সেটা লক্ষ্য করি। নরম কাঁকরের রাস্তার উপরে ব্যারিমোরের ছাড়া আর কারো পায়ের ছাপ নেই, তাও আমি খেয়াল করেছিলাম। শেষে আমি ভালো করে মৃতদেহটি পরীক্ষা করলাম। আমার আসার আগে দেহটি কেউ ছোঁয় নি। স্যার চার্লস্‌ উপুড় হয়ে হাত ছড়িয়ে মাটি খাবলে পড়েছিলেন। প্রবল কোনো মানসিক উত্তেজনায় তাঁর মুখের চেহারা এতো বিকৃত হয়ে গেছিল যে আমি শপথ করে তাঁকে সনাক্ত করতে পারতুম না। এটা ঠিকই যে, দেহে কোনো রকম আঘাতের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু তদন্তের সময় ব্যাপরিমোর একটা কথা বলেছিল যা ঠিক নয়। সে বলেছিল যে দেহটির আশেপাশের জমিতে আর কোনো চিহ্ন ছিল না। সে কিছু লক্ষ্য করে নি, কিন্তু আমি করেছি। খানিকটা দূরে তা, কিন্তু টাটকা আর স্পষ্ট সে চিহ্ন।

পায়ের ছাপ? হোম্‌সের আগ্রহ।

হ্যাঁ, পায়েরই ছাপ। পুরুষের, না স্ত্রীলোকের?

এক মুহূর্তের জন্যে ডাক্তার মর্টিমারের চাহ নি কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে উঠল। তারপর খাটো গলায় প্রায় ফিস্‌ ফিস্‌ করে তিনি উত্তর দিলেন মি. হোমস সেগুলো হল একটা রাক্ষুসে ডালকুত্তার পায়ের ছাপ।

তিন
সমস্যা

ডাক্তারের স্বরে এমন একটা আবেগ ছিল যাতে বোঝা গেল যে, যে কথাটা তিনি বললেন তা তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে। হোমস উত্তেজিত হয়ে সামনে ঝুঁকে বসলেন। তাঁর চোখের কঠিন উজ্জ্বলতা দেখে বোঝা গেল তাঁর প্রবল কৌতূহল হয়েছে।

আপনি নিজে দেখেছেন সেটা?

আপনাকে যেমনটি দেখছি ঠিক তেমনই স্পষ্ট দেখেছি।

তাহলে ইউবিথিতে আসতে হলে হয় বাড়িটা থেকে নয় এই প্রান্তরের গেটটা দিয়ে আসতে হবে?

একেবারে শেষ মাথায় একটা মণ্ডপ আছে, সেখান দিয়েও আসা যায়।

স্যার চার্লস্‌ ততোদূর পৌঁছেছিলেন কি?

না। প্রায় একশো হাত ওদিকে তার দেহটা পড়েছিল।

এখন একটা কথা বলুনতো—খুব গুরুতর প্রশ্ন এটা—আপনার দেখা সব ছাপগুলিই ছিল পথের ওপরে, ঘাসের ওপরে নয়?

ঘাসের ওপর তো চাপ দেখা যায় না।

প্রান্তরের গেট যে ধারে, ছাপগুলোও কি পথের সেই ধারেই ছিল?

হ্যাঁ, রাস্তার যে কিনারায় ছাপগুলো, সেই কিনারাতেই প্রান্তরের গেট।

আপনি আমার কৌতূহল ভীষণভাবে জাগিয়ে তুলছেন দেখছি। আর একটা কথা গেটটা কী বন্ধ ছিল?

হ্যাঁ, বন্ধ। আর তালা আটা ছিল।

গেটটা কতোটা উঁচু বলে আপনার মনে হয়েছে?

তাহলে তো যে কেউ তা ডিঙিয়ে আসতে পারত?

তা বটে।

গেটটার কাছে কোনো চিহ্ন কিছু দেখেছিলেন?

বিশেষ কিছু নয়।

হা ঈশ্বর! কেউ কি সেটা ভালো করে দেখে নি?

হ্যাঁ, আমি নিজেই দেখেছিলাম।

www.pathagar.com

কিছু পেয়েছিলেন?

সবটাই বড় গোলমেলে। এটা স্পষ্ট যে, স্যার চার্লস্ ওখানে পাঁচ দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলেন।

কি করে জানলেন?

কেননা সেখানে সিগারেটের ছাই দুবার পড়েছিল।

চমৎকার! ওয়াটসন, ইনি আমাদের মনের মতো সহকর্মী। কিন্তু চিহ্ন?

ওই ছোট্ট কাঁকর জমিটার ওপর সব জায়গায় তাঁর পায়ের ছাপ ছিল। আর কোনো চিহ্ন আছে বলে চিনতে পারি নি।

অসহিষ্ণুভাবে হাঁটুতে চাপড় মেরে হোমস চেঁচিয়ে উঠলেন— ইস্! আমি যদি সেখানে থাকতুম! ব্যাপারটা অত্যন্ত কৌতূহলজনক, সন্দেহ নেই। বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এটা একটা মস্ত সুযোগ। ওই কাঁকরের পথ দেখে আমি কতো কথাই না জানতে পারতাম! এতদিনে তা বৃষ্টিতে ধুয়ে আর কৌতূহলী চাষাভূষোদের খড়মের চাপে নষ্ট হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ও হো হো, ডাক্তার, ডাক্তার মর্টিমার! কেন ডাকলেন না তখন আমাকে? এর জন্যে অনেক জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে। তাছাড়া—তাছাড়া—

মর্টিমার বললেন—বলতে ইতস্ততঃ করছেন কেন মি. হোমস?

হোমস নিরুত্তাপ গলায় বললেন—এমন এক জগৎ আছে যেখানে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ডিটেকটিভও থই পাবে না।

তবে কি আপনি বলতে চান ঘটনাটা অতি প্রাকৃত?

তাও আমি সোজাসুজি বলতে চাই না।

কিন্তু, মনে যে করেন, তাতে তো সন্দেহ নেই।

মি. হোমস, এই শোচনীয় কাণ্ডের পর এমন কয়েকটা কথা আমার কানে এসেছে যেগুলিকে প্রকৃতির নির্দিষ্ট ধারার সঙ্গে কাপ খাওয়ানো শক্ত। যেমন ধরুন, আমি জানতে পেরেছি যে এই সাংঘাতিক ব্যাপারের আগে অনেক ব্যক্তিই প্রান্তরের ওপর একটা প্রাণীকে দেখেছে যার সঙ্গে বাস্কারভিলের সেই দানবটার মিল আছে। পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী আছে এমনটা হতে পারে না। কেননা তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে সেটা একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার গা দিয়ে তার আলো বেরোয়, বিকট অদ্ভুত চেহারা তার। লোকগুলিকে আমি জেরা করে দেখেছি! এদের একজন ঝানু গ্রাম্য লোক, একজন কামার, অপরজন প্রান্তরভূমির চাষী। তারা সবাই এই ভয়ানক ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে একই কথা বলে, যা কিংবদন্তীর সেই নারকীয় কুকুরটার সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে যায়। আপনাকে বলতে পারি, ও অঞ্চলে একটা ত্রাসের রাজত্ব চলেছে—শুধু দুঃসাহসী লোকেরাই রাতে প্রান্তরে চলাচল করে।

আর, আপনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বিশ্বাস করেন যে এটা অলৌকিক?

আমি জানি না যে কোন্‌টা বিশ্বাস করব।

হোমস কাঁধ নাড়লেন। বললেন; এ পর্যন্ত আমি শুধু জাগতিক ব্যাপার নিয়েই গবেষণা করেছি। শয়তানির বিরুদ্ধে কিছু কিছু লড়াইও করেছি। কিন্তু শয়তানির যিনি খোদ মালিক, তার মহড়া নিতে যাওয়াটা বড় বেশি দুঃসাহসের কাজ হবে বোধহয়। যাহোক, আপনি এটা নিশ্চয়ই মানবেন যে পায়ের ছাপটা ভৌতিক নয়?

আসল ডালকুত্তাটাও তো এতটা বাস্তব ছিল যে, সে একটা মানুষের টুঁটি উপড়ে ফেলেছিল—তবুও তো সেটা ভূতুড়েও বটে।

আপনি একেবারে ভূতুড়ে পন্থীদের দলে ভিড়ে গেছেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, ডাক্তার, আমাকে এটা বলুন তো, আপনার মতো যদি এই-ই হয়, তাহলে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন কেন? এক মুখে আপনি বলছেন যে স্যার চার্লসের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করাটা বৃথা। আবার সেই মুখেই বলছেন যে আপনি আমাকে দিয়ে সেটা করাতে চান।

আমি তো বলি নি যে আমার ইচ্ছা আপনি তা করেন।

হোমস বললেন—তাহলে কীভাবে আমি আপনার কাজে লাগাতে পারি?

অন্তত আপনি আমাকে পরামর্শ দিন যে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে নিয়ে আমি কি করব? তিনি ওয়ার্টালু স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন—ডাক্তার মর্টিমার তাঁর ঘড়ি দেখলেন—ঠিক এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট বাদে।

তিনিই বুঝি উত্তরাধিকারী?

হ্যাঁ, স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর আমরা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে, এই যুবক কানাডায় খেত ও খামার করেছেন। যতোদূর খবর পেয়েছি, লোকটি সবদিক দিয়েই চমৎকার। এখন আমি ডাক্তার হিসেবে নয়—স্যার চার্লসের ট্রাস্টি এবং এক্সিকিউটর হিসেবে কথা বলছি।

ধরে নিতে পারি যে আর কোনো দাবিদার নেই, কেউ জানত না জ্ঞাতিদের মধ্যে আর যে একজনের খোঁজ আমরা পেয়েছি, তার নাম রজার বাস্কারভিল—তিন ভাইয়ের ভিতরে স্যার চার্লস বড়, ইনি সকলের ছোট। মেজো ভাই কম বয়সে মারা যান। তাঁরই ছেলে এ হেনরি। তৃতীয় ভাই রজার ছিল এই পরিবারের কুলাঙ্গার। তার ভিতর বাস্কারভিলদের প্রাচীন ঔদ্ধত্য ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, সে ছিল একেবারে প্রথম হিউগোর প্রতিমূর্তি। এমন সব কুকীর্তি সে শুরু করেছিল যে তার পক্ষে ইংল্যান্ডে থাকা একসময় আর সম্ভব হয় না। সে মধ্য আমেরিকায় পালিয়ে যায়। সেখানেই সে ১৮৭৬ সালে পীত জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এখন নেই হেনরিই বাস্কারভিলদের শেষ বংশধর। এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার সঙ্গে আমার ওয়াটারলু স্টেশনে দেখা হবে। একটা তার পেয়েছি যে, তিনি আজ ভোরে সাদাম্‌টনে পৌঁছেছেন। এখন মি. হোমস বলুন তাকে নিয়ে আমি এখন কী করব?

তিনি তার বাপদাদার ভিটেয় যাবেন না কেন?

সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়, তাই না? অথচ এটা ভেবে দেখুন যে, বাস্কারভিলদের মধ্যে যেই-ই ওখানে যায়, সেই-ই দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্যার চার্লস যদি মৃত্যুর আগে আমাকে কিছু বলে যেতে পারতেন তাহলে তিনি আমাকে তাঁর প্রাচীন বংশের শেষ বংশধর, তার বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী এই যুবককে ওই মারাত্মক জায়গায় নিয়ে যেতে বারণ করতেন। অথচ এ কথাও মানতেই হবে যে এর ওখানে এসে বসবাস করার ওপরই ওই গরিব দেশটায় উন্নতি নির্ভর করছে। বাস্কারভিল হল খালি পড়ে থাকলে স্যার চার্লসের সমস্ত সদানুষ্ঠান ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আমার স্বার্থ সুস্পষ্ট। তাই আশঙ্কা হয় যে আমি হয়তো সেই দিকেই বেশি ঝুঁকতে পারি। সেই ভেবেই বিষয়টা নিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আর আপনার উপদেশ চাইছি।

হোমস খানিক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন,—সোজা কথায় ব্যাপারটা হচ্ছে এই—আপনার মতে, এমন একটা ভৌতিক শক্তি কিছু আছে যা ডার্টমুর এলাকাটাকে প্রত্যেক বাস্কারভিলের পক্ষে একটা বিপজ্জনক বাসস্থান করে তুলেছে—এই-ই তো আপনার মত?

অন্তত এইটুকু বলতে পারি যে তা সম্ভব, এবং সে বিষয়ে কিছু প্রমাণও আছে।

ঠিক তাই। কিন্তু যদি আপনার এই ভূতুড়ে ধারণা ঠিকও হয়, তাহলে তো ডেভনশায়ারে যেমন, লন্ডনেও তেমনি সহজে এই যুবকের অনিষ্ঠ হতে পারে। যে ভূতের ক্ষমতা গ্রামের পঞ্চায়েতের মতো শুধু এই জায়গাতেই সীমাবদ্ধ, এমন ভূতের কথা ভাবা-ই কঠিন।

মি. হোমস, এই ব্যাপারগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এলে বোধহয় আপনি এত হালকাভাবে কথা বলতেন না। যাই হোক, আপনার উপদেশ তাহলে এই বুঝতে পারছি যে এই যুবক লন্ডনেও যতোটা ডেভনশায়ারে গেলেও ততোটাই নিরাপদে থাকবেন। পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে তিনি এসে পড়ছেন। আপনার পরামর্শ কী?

আমার পরামর্শ এই যে আপনি একখানা গাড়ি ডাকুন। আমার সদর দরজায় আপনার যে স্প্যানিয়েল কুকুরটি আঁচড় কাটছে তাকে ডেকে নিন, তারপর স্যার হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা করতে ওয়ার্টালু স্টেশনে চলে যান।

আর তারপর?

আর, তারপর যতোক্ষণ না এ বিষয়ে আমি একটা মনস্থির করছি ততোক্ষণ তাঁকে কিছু

www.pathagar.com

বলবেন না।

মনস্থির করতে কতোক্ষণ লাগবে আপনার?

চব্বিশ ঘন্টা। ডাক্তার মর্টিমার, কাল বেলা দশটার সময় আপনি যদি এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন তাহলে অত্যন্ত বাধিত হব। আর, যদি সঙ্গে করে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে খুব সুবিধা হবে।

তাই-ই করব, মিস্টার হোমস। ডা. মর্টিমার শান্তস্বরে বললেন। তারপর তিনি শার্টের হাতায় কথাটা লিখে নিলেন, তারপর কেমন একরকম অদ্ভুতভাবে চোখ পিট পিট করতে করতে অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত যেতেই হোমস তাকে থামিয়ে বললেন—

ডাক্তার মর্টিমার, আজ কেবল একটি প্রশ্ন। আপনি বললেন যে স্যার চার্লসের মৃত্যুর আগে কয়েকজন লোক এই ছায়ামূর্তিটিকে প্রান্তরের ওপর দেখেছিল।

হ্যাঁ তিনজন।

তারপর আর কেউ দেখেছে? হোম্‌সের প্রশ্ন।

মর্টিমার বললেন—এমন কারু কথা শুনি নি।

ধন্যবাদ। নমস্কার।

হোমস তাঁর বসবার জায়গায় ফিরে এলেন। তাঁর চোখে আন্তরিক পরিতৃপ্তির একটা শান্তিভাব, যা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি একটা মনের মতো কাজ পেয়েছেন।

ওয়াটসন, তুমি এখন বাইরে যাচ্ছ কি?

ওয়াটসন বললেন—আমাকে দিয়ে তোমার যদি কোনো কাজে না লাগে তাহলে—

হোমস বললেন—না, বন্ধু কাজ করবার সময়টাতেই তো আমি তোমার সাহায্য চাই। শোনো, ওয়াটসন—এটা কিন্তু একটা চমৎকার মামলা, কয়েকটা দিক থেকে সত্যিই এ মামলাটা খুবই কৌতূহলের উদ্রেক করে। তুমি যখন ব্রাড্‌লির দোকানের পাশ দিয়ে যাবে, তখন তাদের আমার জন্যে খুব কড়া এক পাউন্ড তামাক পাঠিয়ে দিতে বলে যেতে পারবে? ধন্যবাদ। আর, যদি সন্ধ্যের আগে এখানে ফিরে আসবার সুবিধে করতে পারো তাহলে ভালোই হয়। তখন, এই যে কৌতূহলজনক সমস্যাটি সকাল বেলা আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হল, সেটার বিষয়ে আমাদের ধারণাগুলি মিলিয়ে দেখা যাবে, কী বল?

ওয়াটসন জানতেন, গভীর অভিনিবেশের সময়টাতে হোম্‌সের পক্ষে চুপচাপ অন্তরাল নির্জনে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই সময়েই তিনি প্রমাণের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশ বিচার করে দেখেন, নানারকম অনুমান খাড়া করেন, একটার সঙ্গে আর একটা মিলিয়ে দেখেন, তারপর মনে মনে ঠিক করে ফেলেন কোন্‌ বিষয়টা প্রয়োজনীয় আর কোন্‌টা প্রয়োজনীয় নয়। কাজেই সারাটা দিন ওয়াটসন ক্লাবে কাটিয়ে সন্ধ্যের সময় বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলেন। বসবার ঘরে ফিরে এসে দেখেন প্রায় নয়টা বাজে।

দরোজা খুলতেই ওয়াটসনের প্রথমে মনে হল যে ঘরে আগুন লেগেছে। ঘরটা ধোঁয়ায় এমন ভর্তি যে টেবিলের ওপর রাখা আলোটা তাতে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে অবশ্য ওয়াটসনের সে ভয়টা গেল, কেননা কড়া মোটা তামাকের ঝাঁঝাল একটা উৎকট গন্ধ যেন ওয়াটসনের গলা টিপে ধরল। তার কাশে এসে গেল। ধোঁয়ার কুয়াশার ভিতর দিয়ে ওয়াটসন হোম্‌সের আবছা চেহারা দেখতে পেলেন। হোমস ড্রেসিং গাউন পরে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছেন। দুই ঠোঁটের মাঝখানে তাঁর পোড়ামাটির পাইপটি, আর চারদিকে কয়েকটা পাকানো কাগজ ছড়ানো রয়েছে।

হোমস বললেন—কী হে ওয়াটসন ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি?

ওয়াটসনের শান্তস্বর—না, না, ঘরের এই বিষাক্ত হাওয়াটা—

হোমস বললেন—তা বটে! বললে বলে তাই মনে হচ্ছে যে হাওয়াটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে।

শুধু ভারী? অসহ্য! ওয়াটসনের অধৈর্য্য।

www.pathagar.com

জানালাটা খুলে দাও তাহলে। দেখতে পাচ্ছি ক্লাবেই ছিলে সারাদিন।

হোমস, হোমস!

ঠিক বলছি তো? হোম্‌সের প্রশ্ন।

নিশ্চয়ই! কিন্তু কী করে? ওয়াটসনের কৌতূহল।

ওয়াটসনের স্তম্ভিত ভাব দেখে হোমস হেসে উঠে বললেন—তোমার বেশ একটু তরতাজা ভাব দেখে মনে হল যে আমার যা সামান্য ক্ষমতা আছে তোমার উপর তা ফলিয়ে একটু মজা করা যাক্। ধর, এক ভদ্রলোক বৃষ্টির দিনে কাদা ভরা রাস্তায় বেরোলেন, আর সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এলেন, দিব্যি ফিটফাট, টুপি আর জুতো ঝক্‌ঝক্ করছে। কাজেই সারাদিনটা নিশ্চয়ই তিনি কোথাও খুঁটো হয়ে বসে ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ নেই। তাহলে তাঁর কোথায় বসে থাকা সম্ভব? সেটি কি স্পষ্ট নয়?

ওয়াটসন উত্তর করলেন—তা, একরকম স্পষ্টই বটে।

দৈবাৎ কেউ লক্ষ্য করে না, এমন স্পষ্ট নানা জিনিসে দুনিয়াটা ভর্তি। আমি কোথায় ছিলাম বল তো?

তুমিও নড়োনি—ওয়াটসন বললেন।

হোমস বললেন—ঠিক তার উল্টো। আমি ডেভনশায়ারে ছিলাম।

ওয়াটসন সঙ্গে সঙ্গে বললেন—মনে-মনে, তাই তো?—ঠিকই বলেছ বন্ধু। আমার দেহটা এই চেয়ারা থেকে গেছিল। আর এখন লক্ষ্য করে কষ্ট হচ্ছে যে, আমার অনুপস্থিতিতে সেটা মস্ত দুই কেটলি কফি আর অবিশ্বাস্য পরিমাণে তামাক ধ্বংস করেছে। তুমি চলে যাবার পর ডার্টমুর প্রান্তরের এই অংশের অর্ডিন্যান্স ম্যাপ স্ট্যানফোর্ডের ওখান থেকে আনিয়ে নিলাম। তারপর আমার মনটা সারাদিন একটা নিয়েই পড়ে ছিল। পথ চিনে চলতে পেরেছি বলে নিজের পিঠ চাপড়ানো চলে।

বোধ হচ্ছে বড় স্কেলের ম্যাপ।

খুবই বড়। এই বলে তিনি একটা অংশ খুলে হাঁটুর ওপর ধরলেন—আমাদের যেটুকু নিয়ে কাজ সেই বিশেষ এলাকাটা এতে আছে। এর মাঝখানে এইটে, এইটেই হল বাস্কারভিল হল।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—যার চারপাশে বন?

ঠিকই বলেছে তুমি ওয়াটসন। ইউবিথিটা এতে নাম দিয়ে দেখায় নি বটে, কিন্তু আমার মনে হয় যে সেটা নিশ্চয়ই এই লাইনটা বরাবর হবে। দেখতেই পাচ্ছ, প্রান্তরটা এর ডান পাশে। এই যে, এইখানে যে এক জায়গায় কতকগুলি বাড়ি দেখা যাচ্ছে গ্রিমপেন গ্রাম। আমাদের বন্ধু ডাক্তার মর্টিমারের আস্তানা এখানেই। দেখছ তো যে, এখান থেকে চারদিকে মাইল পাঁচেকের মধ্যে খুব অল্প কয়েকটা বসতবাড়ি এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। এই যে ল্যাফটার হল। এর কথা সেই বিবরণীতে ছিল। আর, এইখানে একটা বাড়ির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এটা বোধহয় সেই প্রকৃতি বিজ্ঞানীর বাড়ি। তার নামটা, যতদূর মনে পড়ছে, স্টেপলটন। আর এখানে দুটো খামার বাড়ি—হাই টর এবং ফাউলমায়ার। ওদিকে চৌদ্দ মাইল তফাৎ-এ রয়েছে প্রিন্স টাউনের বিরাট জেলখানা। এদিক-ওদিকে ছড়ানো এই জায়গা কটার মাঝখানে, আর সেগুলোকে ঘিরে, পড়ে রয়েছে এই ফাঁকা; মরা প্রান্তর। এই রঙ্গমঞ্চেই এক বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয়ে গিয়েছে। হয়তো আমরা আর একবার সেই অভিনয়ের পুনরনুষ্ঠানে সাহায্য করতে পারি।

জায়গাটা বড় সুবিধের নয় নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, রঙ্গসজ্জা যেমন হওয়া উচিত ঠিক তাই। শয়তান যদি মানুষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়—

তুমি নিজেও তাহলে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যাটার দিকেই ঝুঁকে আছ?

শয়তানের দালালরা তো রক্তমাংসের হতে পারে, নয় কি? গোড়াতেই আমাদের দুটো প্রশ্ন উঠেছে। একটা হচ্ছে, আদৌ কোনো অপরাধমূলক কাজ হয়েছে কি না। আর দ্বিতীয়টা হল, অপরাধটা তবে কী, আর কী করে করা হয়েছে। ডাক্তার মর্টিমারের অনুমানই যদি ঠিক হয়,

www.pathagar.com

আর যদি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মগুলির বাইরেকার কোনো শক্তিকে নিয়েই আমাদের কারবার করতে হয়, তাহলে অবশ্য আমাদের তদন্তের এখানেই ইতি। কিন্তু এই অনুমানটাকে মেনে নেবার আগে আমাদের আর সবরকম অনুমান করে দেখতে হবে। কিছু যদি মনে না করো, তুমি এবার জানালাটা বন্ধ করে দাও। ব্যাপারটা অদ্ভুত বটে। কিন্তু আমার এই বন্ধ আবহাওয়ায় মনের একাগ্রতা বাড়ে। আচ্ছা, ওয়াটসন, তুমি ব্যাপারটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখেছ কি?

হ্যাঁ, সারাদিন অনেক ভেবেছি।

ভেবে কী ঠিক করলে? হোম্‌সের প্রশ্ন।

ওয়াটসন বললেন—ব্যাপারটা বড়ই মাথা ঘুলিয়ে দেয়।

হোমস বললেন—এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে বটে। এর কয়েকটা জিনিস নতুন ধরনের। যেমন, ওই পায়ের ছাপ বদলে যাওয়াটা। সেটার বিষয়ে তুমি কী মনে করো?

মর্টিমার তো বললেন যে স্যার চার্লস্ পথের ওই অংশটুকু ডিঙি মেরে হেঁটে গিয়েছিলেন!

তদন্তের সময় কোনো আহম্মক ওই কথা বলেছিল, আর ডাক্তার তাই মুখস্ত বলেছেন। ডিঙি মেরে পথ হাঁটবে কেন মানুষ?

তাহলে কী?

তিনি দৌড়োচ্ছিলেন, ওয়াটসন,—প্রাণপণে দৌড়োচ্ছিলেন, প্রাণের ভয়ে ছুটছিলেন—হৃৎপিণ্ড ফেটে গিয়ে মরে মুখ থুবড়ে যাওয়া পর্যন্ত ছুটেছিলেন তিনি।

কিসের ভয়?

সেইখানেই তো আমাদের সমস্যা। লক্ষণ দেখে মনে হয় যে ভদ্রলোক দৌড়বার আগেই ভয়ে পাগল হয়ে গেছিলেন।

তা কী করে বলতে পারো?

আমি ধরে নিচ্ছি যে তাঁর আতঙ্কের কারণ এসেছিল প্রান্তরের দিক থেকে। তাই যদি হয়—আর, সেটাই সবচেয়ে সম্ভব—তাহলে শুধু জ্ঞানহারা হলেই মানুষ বাড়ির দিকে না দৌড়িয়ে বাড়ির বিপরীত দিকে দৌড়তে পারে। সেই জিপ্‌সিটার সাক্ষ্য যদি সত্যি বলে ধরে নিই, তিনি 'রক্ষা করো! রক্ষা করো!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে যে দিকে ছুটেছিলেন, সে দিক থেকে তার সাহায্য পাবার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে কম। তারপর আর একটা কথা। সেই রাত্রিতে তিনি কার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, এবং নিজের বাড়িতে না থেকে ইউবিথিতেই বা গিয়েছিলেন কেন অপেক্ষা করতে?

তুমি মনে করছ যে তিনি কারো জন্যে অপেক্ষা করছিলেন?

ভদ্রলোক ছিলেন বয়স্ক আর অসুস্থ। সন্ধ্যেবেলা তিনি একটু পায়চারি করবেন—তা যেন বুঝতে পারি। কিন্তু জমিটা স্যাঁতসেঁতে ছিল। রাতটাও ভালো ছিল না। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে পাঁচ-দশ মিনিট ওখানে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থাকাটা কি স্বাভাবিক ছিল? তবে সিগেরেটের ছাই দেখে ডা. মর্টিমার একটা চমৎকার অনুমান করেছেন। এতটা কার্যকারী বুদ্ধি তাঁর আছে বলে আমি ভাবতে পারতাম না।

কিন্তু স্যার চার্লস তো রোজই রাতে একবার বেরোতেন। কিন্তু রোজই রাতে যে তিনি প্রান্তরের গেটে এসে দাঁড়াতেন, সেটা আমি স্বাভাবিক বলে মনে করি না। বরং প্রমাণ আছে যে তিনি প্রান্তরটাকে এড়িয়ে চলতেন। অথচ সেই রাত্রে তিনি সেখানে অপেক্ষা করেছিলেন। সেটা হচ্ছে তার লন্ডনে রওনা হবার আগেকার রাত। ওয়াটসন, জিনিসটা দানা বাঁধছে আর এটা খাপছাড়া থাকছে না। আমার বেহালাখানা এগিয়ে দাও তো। আমরা এখন মামলাটার সব ভাবনা স্থগিত রাখব, যতোক্ষণ না কাল সকাল বেলাতে ডা. মর্টিমার আর স্যার হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা হয়।

www.pathagar.com

চার
স্যার হেনরি বাস্কারভিল

সকাল বেলার খাওয়ার পর্ব তাড়াতাড়ি শেষ করে হোমস ড্রেসিং গাউন পরে অপেক্ষা করছিলেন। ডা. মর্টিমার ও স্যার হেনরি বাস্কারভিলরা যথাসময়েই এলেন। ঘড়িতে ঠিক দশটা বাজতেই ওঁরা এলেন। যুবক হেনরি মানুষটি খাটো, সতর্ক, প্রায় ত্রিশ বছর বয়সী। তাঁর চোখ কালো, ভুরু কালো আর ঘন, গড়ন খুব শক্ত পোক্ত। মুখের ভাবও দৃঢ় এবং খানিকটা রুক্ষ। তাঁর পরণে একটা লালচে রংয়ের স্যুট। বেশিরভাগ সময় খেলা হাওয়ায় কাটালে যেমনটি হয় আর কি। মানে তাঁর চেহারাটা যেন জলে ভেজা আর রোদে পোড়া। তাঁর স্থির দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, আর দেহের ভঙ্গীতে এমন একটা শান্ত নির্ভয়ের ভাব ছিল, যাতে তাঁকে অভিজাত বংশীয় বলে বোঝা যাচ্ছিল।

ডাক্তার মর্টিমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—ইনিই হচ্ছেন স্যার হেনরি বাস্কারভিল।

বাস্কারভিল বললেন—নমস্কার মি. শার্লক হোমস। আমার এই বন্ধু যদি এই সকালবেলা আমাকে এখানে নিয়ে আসার প্রস্তাব না করতেন তাহলেও আমি নিজের গরজেই আসতাম। আমি শুনেছি যে আপনি ভেবে ভেবে ছোটোখাটো ধাঁধার উত্তর বার করতে পারেন। আর আমি আজই এমন একটা ধাঁধায় পড়েছি যা বেশ ভেবে দেখা দরকার, অথচ ভাববার মতো সময় আমার নেই।

অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন স্যার হেনরি। আপনার কথায় কি আমি এই বুঝব যে লন্ডনে পৌঁছবার পর আপনার নিজেরই কোনো উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে?

তেমন গুরুতর কিছু নয়, মি. হোমস। সেটা একটা মজা করার জন্যেও হতে পারে। আজ সকালে এই চিঠিখানা এসেছে—মানে, যদি একে ঠিক চিঠি যদি বলা যায়।

হেনরি টেবিলের ওপর একখানা খাম রাখলেন। ওয়াটসনরা সবাই সেটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। খেলো গোছের ছাই রঙা একটা খাম। ঠিকানাটা ছাপার মতো অক্ষরের আঁকাবাঁকা করে লেখা—স্যার হেনরি বাস্কারভিল, নর্দামবারল্যান্ড হোটেল। ডাকঘরের ছাপ—চেয়ারিং ক্রস। আর ডাকে দেবার তারিখ, আগের দিন সন্ধেবেলা।

হোমস তীক্ষ্মভাবে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যে নর্দাম্‌বারল্যান্ড হোটেলে যাচ্ছেন, একথা কে জানত?

কারুর তো জানবার কথা নয়। ডা. মর্টিমারের সঙ্গে দেখা হবার পর আমরা ওখানে ওঠা ঠিক করলাম।

কিন্তু ডাক্তার মর্টিমার তো নিশ্চয়ই ওখানেই উঠেছেন?

ডাক্তার বললেন—না, আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতেই আছি। আমরা যে এই হোটেলেই যাবার মতলব করেছি তার কোনো আভাস কাউকে দিই নি।

হুঁ! আপনার চলাফেরার ব্যাপারে একজন কেউ খুবই কৌতূহলী দেখছি। খাম থেকে তিনি একটি চার-ভাঁজ করা আধ দিস্তা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বার করলেন। তারপর সেটাকে খুলে টেবিলের ওপর নির্ভাঁজ করে বিছালেন। সেটার মাঝখানে ছাপানো কয়েকটা শব্দ আঠা দিয়ে জুড়ে একটি মাত্র বাক্য রচনা করা হয়েছে : As you value your life, or your reason keep away from the moor,' মানে বাঁচতে আর মাথা ঠিক রাখতে যদি চাও তো প্রান্তর থেকে তফাৎ-এ থেকো। শুধু 'moor' (প্রান্তর) শব্দটা কালিতে লেখা, ছাপার অক্ষরে।

স্যার হেনরি বললেন—মি. হোমস, আপনি কি বলতে পারবেন, এর মানেই বা কি, আর আমার ব্যাপারে কারই বা এতটা মাথাব্যথা?

ডাক্তার মর্টিমারের এ ব্যাপারে মতামত কী? নিদেনপক্ষে এটার মধ্যে ভূতুড়ে কিছু নেই বলেই আপনাকে মানতেই হবে।

তা হয়তো নেই,—মর্টিমার বললেন—কিন্তু এমন কেউ এটা লিখে থাকতে পারে, যার বিশ্বাস যে ব্যাপারটা ভৌতিক।

www.pathagar.com

স্যার হেন্‌রি কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ ব্যাপারটা? দেখা যাচ্ছে যে আমার ব্যাপার ট্যাপারের কথা আমার চাইতে আপনারাই অনেক বেশি জানেন।

শার্লক হোমস বললেন—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, স্যার হেনরি, যে এ ঘর থেকে বেরোবার আগেই আমরা যা জানি তার খানিকটা অন্ততঃ আপনি জানবেন। তবে, উপস্থিত আমরা আপনার অনুমতি নিয়ে এই অত্যন্ত কৌতূহলকর দলিলখানাতেই আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখব। এটা নিশ্চয়ই কাল সকালবেলা জুড়ে ডাকে দেওয়া হয়েছিল। কালকের 'টাইমস' পত্রিকাখানা আছে, ওয়াটসন?

ওয়াটসন সেটি হোম্‌সের হাতে তুলে দিতেই হোমস, বললেন—তোমাকে একটু কষ্ট দিচ্ছি ওয়াটসন—সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি যে পাতায় আছে দয়া করে সেটা বার করে দাও।

হোমস তাড়াতাড়ি সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলির ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত চোখ বুলোতে লাগলেন। 'অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে একটা খাসা প্রবন্ধ দেখছি। এর খানিকটা আমাকে পড়তে অনুমতি দিন—You may be cajoled into imagining that your own special trade or your own industry will be encouraged by a protective tariff, but it stands to reason that such legislation must in the long run keep away wealth from the country, diminish the value of your imports and lower the general conditions of life in this island. ওয়াটসন, এ সম্বন্ধে তুমি কী মনে করো? এই বলে হোমস বেজায় খুশির ভাব দেখিয়ে বলে উঠলেন আর আনন্দে হাত কচলাতে লাগলেন। ওয়াটসনকে বললেন—মনোভাবটি প্রশংসনীয় বলে মনে করো নাকি?

ডাক্তারিসুলভ কৌতূহলের ভাব নিয়ে ডাক্তার মর্টিমার হোম্‌সের দিকে তাকালেন, আর স্যার হেনরি বাস্কারভিল ওয়াটসনের দিকে কালো একজোড়া ধাঁধাভরা চোখ তুললেন।

তিনি বললেন—আমি ট্যাক্স-ফ্যাক্সের কথা বিশেষ জানি না, কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে যে চিঠির কথা ছেড়ে আমরা একটু অন্যপথে চলে এসেছি।

উহুঁ, বরং আমরা ঠিক পথটাতেই খুব নিশ্চিতভাবে চলেছি, স্যার হেনরি। এই ওয়াটসন, আমার কাজের পদ্ধতি আপনার চাইতে ভালো জানে, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে সেও এই অংশটুকুর তাৎপর্য ধরতে পারে নি।

না, স্বীকার করছি, ওয়াটসন বললেন—আমি কোনো সম্বন্ধ দেখতে পারছি না।

অথচ, ওয়াটসন, হোমস বললেন—এ দুটোর মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ—একটা অপরটার থেকে নেওয়া হয়েছে। "you", "your", "life", "reason", "value", "keep away", "from the"—এই শব্দগুলি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তা কি দেখতে পাচ্ছ না?

স্যার হেন্‌রি গলা তুলে বললেন—ঠিক তো! ঠিকই বলেছেন। বাঃ চমৎকার মি. হোমস।

হোমস পুনরায় বললেন—যদি বা কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে, এটা দেখলেই তো মিটে যায় যে, "keep away" আর "from the" একসঙ্গে কাটা হয়েছে।

হেনরি বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঠিক তাই তো!

অবাক হয়ে হোম্‌সের দিকে তাকাতে তাকাতে ডাক্তার মর্টিমার বললেন, 'বাস্তবিক মি. হোমস এটা আমার কল্পনার সবকিছুর অতীত! শব্দগুলো কোনো খবরের কাগজ থেকে নেওয়া, শুধু একথা কেউ বলে দিলে তবেই বোঝা যায়। কিন্তু আপনি যে বললেন সেটা কোন্ কাগজ, আর শব্দগুলো তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকেই কেটে নেয়া, এমন অদ্ভুত কাণ্ড আমি খুব কমই দেখেছি। কী করে আপনি এটা করলেন?

আচ্ছা ডাক্তার, আপনি নিশ্চয়ই একজন নিগ্রো আর একজন এস্কিমোর মাথার খুলির পার্থক্য বুঝতে পারবেন?

অবশ্যই।

কিন্তু কী করে?

কারণ সেটাতেই তো আমার বিশেষ ঝোঁক। তফাৎ তো খুবই স্পষ্ট। চক্ষুকোটরের উপরকার জায়গা, মুখ-কোণ, হনুরেখা, তারপর ধরুন—

www.pathagar.com

আর আমারও বিশেষ ঝোঁক হল এইসব। এখানেও তফাৎগুলি সমান স্পষ্ট। আপনার কাছে নিগ্রোতে আর এস্কিমোতে যা তফাৎ, আমার চোখেও 'টাইমস্' পত্রিকার ফাঁক ফাঁক বর্জাইস অক্ষরে ছাপা প্রবন্ধে আর আধ পেনি দামের একটা সান্ধ্য পত্রিকার অপরিচ্ছন্ন ছাপাতে সেই তফাৎ। অপরাধ বিশেষজ্ঞের পক্ষে টাইপ বুঝতে পারাটা একটা বিশেষ প্রাথমিক জ্ঞান। অবশ্য আমি স্বীকার করছি যে খুব ছোটবেলায় একবার আমি 'লিডস্ মার্কারি'-র সঙ্গে 'ওয়েস্টার্ন মর্নিং নিউজ' গুলিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু 'টাইম্‌স্' এর সম্পাদকীয় খুবই বিশেষত্বপূর্ণ। এই শব্দগুলো কালই কাটা হয়েছে।

স্যার হেনরি বললেন—আমি যতোদূর বুঝতে পারছি, মি. হোমস, চিঠির এই কথাগুলি কেউ কাঁচি দিয়ে কেটে—

হোমস বললেন—নখ-কাটা কাঁচি দিয়ে কথাগুলো কেটে, আঠা দিয়ে এঁটে—

গঁদের আঠা।

গদ দিয়ে কাগজে এঁটেছে। আচ্ছা, তবে 'moor' শব্দটা হাতে লিখেছে কেন?

ছাপার অক্ষরে ওটা পাওয়া যায় নি বলে। অন্য শব্দগুলি সবই সাধারণ, যে কোনো দিনের কাগজে ওগুলি পাওয়া যেত। কিন্তু 'moor' শব্দটা তেমন সচরাচর দেখা যায় না।

আরে, তাই তো, এতেই তো ব্যাপারটা জল হয়ে গেল। আচ্ছা, মি. হোমস, এই চিঠি দেখে আপনি আরো কিছু বুঝতে পেরেছেন কি?

হোমস বললেন—আরো দুই একটা লক্ষণ আছে বটে, যদিও প্রচুর চেষ্টা করা হয়েছে যাতে কোনো সূত্র না পাওয়া যায়। একটু লক্ষ্য করে দেখুন, ঠিকানাটা বাঁকাচোরা ছাপার অক্ষরে লেখা। কিন্তু খুব শিক্ষিত লোকের হাতে ছাড়া তো 'টাইমস্' পত্রিকা দেখাই যায় না। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, চিঠিটা যে সাজিয়েছে সে শিক্ষিত লোক হয়েও অশিক্ষিত সাজতে চায়। নিজের হাতের লেখা গোপন করবার এই চেষ্টা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে লোকটির হাতের লেখা হয় আপনার চেনা, নয় ভবিষ্যতে আপনার চোখে পড়বে। তারপর দেখুন, শব্দগুলি সব এক লাইনে ঠিক ঠিক বসানো নেই, কয়েকটা বেশি উঁচুতে উঠে গেছে। যেমন "life" শব্দটা ঠিক জায়গার একেবারে বাইরে এসে পড়েছে। কেটেছে তার মনের চঞ্চলতা বা তাড়াহুড়োর জন্যেও হতে পারে। মোটের ওপর আমি শেষেরটাই সম্ভব বলে মনে করি। কেননা এমন গুরুতর ব্যাপারে লেখকের অসাবধান হওয়া তেমন সম্ভব নয়। যদি তার তাড়া থেকে তাহলে এই প্রশ্নটা জাগে, তার তাড়া কী থাকতে পারে? চিঠি আজ ভোর পর্যন্ত ডাকে দিলেও তো স্যার হেনরি হোটেল ছাড়বার আগে তা পেতেন। তবে কি পত্ররচনাকারী কোনো ব্যাঘাতের আশঙ্কা করেছিল? কার থেকে?

ডাক্তার মর্টিমার বললেন—এবার আমরা খানিকটা আন্দাজি ব্যাপারের রাজ্যে এসে পড়লাম।

বরং বলুন যে, এমন এক অবস্থায় এসে পড়লাম যেখানে কয়েকটা সম্ভাবনার তুলনা করে যেটা সবচেয়ে সম্ভব সেটাকে বেছে নেওয়ার অবস্থায়। এটা হচ্ছে কল্পনা শক্তির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ। অনুমান করছি বটে, কিন্তু তার গোড়ায় সব সময় একটা বাস্তব ভিত্তি থাকছে। আপনি নিশ্চয়ই এটাকেও আন্দাজই বলবেন। কিন্তু আমার প্রায় কোনো সন্দেহই নেই যে এই ঠিকানাটা লেখা হয়েছি একটা হোটেলে বসে।

কেন তা বলছেন?

যত্ন করে এটাকে পরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন যে কলম আর কালি, দুই-ই লেখককে বেশ কষ্ট দিয়েছিল।

একটা শব্দের মধ্যেই কলমটা দু-বার খড় খড় করে উঠেছিল, আর এই ছোট্ট ঠিকানাটা লিখতেই কালি ফুরিয়েছিল তিনবার। এতে বোঝা যায় যে দোয়াতে কালি খুব কম ছিল। ঘরের কলমকে কিংবা দোয়াতকে এ অবস্থায় বিশেষ দেখা যায় না, তার ওপর আবার দুটোই একসঙ্গে খারাপ থাকা প্রায় হয়ই না। কিন্তু হোটেলের দোয়াত আর হোটেলের কলমের কথা তো জানেনই—সেখানে এরকম না হওয়াই বরং আশ্চর্য। হ্যাঁ, বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে,

www.pathagar.com

চেয়ারিং ক্রসের আশেপাশের হোটেলগুলোর ছেঁড়া কাগজ ফেলবার সব ঝুড়িগুলো খুঁজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ কাটা একখানা টাইম্‌সের বাকি অংশটা বের করতে পারলেই আমরা সোজা এই চিঠির প্রেরককে ধরতে পারব।

—আরে, আরে! এটা কী?

তিনি সযত্নে কাগজখানাকে পরীক্ষা করছিলেন, সেটা তাঁর চোখ থেকে মোটে ইঞ্চি দুয়েক দূরে ধরা ছিল।

কোন্‌টা?

কাগজখানাকে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন—কিছু না। এটা একটা সাদা আধ তা কাগজ। একটা জলছাপ পর্যন্ত এতে নেই। এই অদ্ভুত চিঠিটা থেকে যা যা জানবার তা আমরা সবই বের করে নিয়েছি মনে হচ্ছে। তারপর, স্যার হেনরি, আপনি লন্ডনে আসবার পর কৌতূহলজনক আর কিছু ঘটেছে কি?

না, মি. হোমস। আমার আর কিছু মনে পড়ছে না।

হোমস বললেন—আপনার পিছু নিতে বা আপনার ওপর নজর রাখতে কাউকে আপনি দেখেন নি?

কার এমন দায় যে আমার পিছু নেবে বা আমার নজর রাখবে? একটা রোমাঞ্চকর কাহিনীর রাজ্যে ঢুকে পড়লাম দেখছি!

সে কথা ক্রমশঃ বলছি, হোমস বললেন—আমি কথাটা শুরু করবার আগে শুধু জেনে নিতে চাই যে, আপনার আর কোনো কথা আমাকে জানাবার নেই?

স্যার হেনরি বললেন—জানাবার যোগ্য কাকে মনে করেন, তার ওপরেই নির্ভর করবে।

হোমস বললেন—জীবনযাত্রার দৈনন্দিন ধারার বাইরে যা পড়ে, তাই-ই আমি জানবার যোগ্য ব্যাপার মনে করি।

স্যার হেন্‌রি হেসে বললেন—আমি এখনো আপনাদের এখানকার জীবনযাত্রার বিষয়ে বিশেষ জানতে পারি নি, কেননা আমি এতকাল প্রায় যুক্তরাষ্ট্রে আর কানাডাতেই কাটিয়েছি। কিন্তু তাহলেও একপাটি বুটজুতো চুরি যাওয়াটা বোধহয় এখানকার জীবনযাত্রার দৈনন্দিন ধারার মধ্যে নয়।

আপনি একপাটি বুট হারিয়েছেন বুঝি?

ডাক্তার চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, আরে মশাই! ওটা নিশ্চয়ই ভুলে কোথাও রাখা হয়েছে, তাছাড়া আর কী? হোটেলে ফিরেই ওটা পেয়ে যাবেন। এ ধরনের তুচ্ছ কথা নিয়ে মি. হোমসকে বিব্রত করার দরকার কী?

হেনরি বললেন—বা, উনি যে জানতে চাইলেন।

হোমস বলনে—আপনি ঠিকই বলেছেন। ব্যাপারটা যতই তুচ্ছ হোক না কেন—আপনি বলছেন যে আপনার একটি বুট হারিয়েছে, না?

নয় তো ভুলে কোথাও রেখেছি। রাত্তিরে দরোজার বাইরে দুই পাটিই খুঁজে পেলাম না। যে জুতো পরিষ্কার করে, সে লোকটার কথা কিছুই বুঝলাম না। সবচেয়ে কষ্ট এই যে, জুতোজোড়া আমি সবে কাল রাতে স্ট্রান্ডে কিনেছি। একবার পায়েও দিই নি।

না পরে থাকলে সাফ করবার জন্যে বাইরে রেখেছিলেন কেন?

বুটজোড়া শুধু ট্যান করা ছিল, তখনো বার্নিশ লাগান হয় নি তাই বাইরে রেখেছিলাম।

আপনি তাহলে কাল লন্ডনে পৌঁছেই বাইরে বেরিয়ে একজোড়া বুট কিনেছিলেন?

অনেক কিছুই কিনেছি। এই ডাক্তার মর্টিমার আমার সঙ্গে ছিলেন। ওখানে গিয়ে জমিদারগিরি করতে হলে তো জমিদারীর ভেক্ চাই। আমি পশ্চিমে বাস করে করে পোষাক-টোষাকের প্রতি তেমন মন দিতে পারি নি। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই বাদামি বুটজোড়াও কিনেছিলাম। ছয় ডলার দাম দিয়ে কিনেছিলাম—অথচ পায়ে দেবার আগেই তার একখানা চুরি গেল!

www.pathagar.com

হোমস বললেন—জুতো চুরি হওয়া একটা নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস বটে। তবে ডাক্তার মর্টিমারের মতো আমারও ধারণা, হারানো বুটটা খুব শীঘ্রই উদ্ধার করা যাবে।

স্যার হেনরি এবার বললেন—মশাইরা, আমি যেটুকু জানি, সে বিষয়ে যথেষ্ট বলেছি। এবার আপনাদের কথা রাখবার পালা। আমাদের ব্যাপারটা কী হতে পারে? সেটা এবার খুলে বলুন। মি. হোমস।

হোমস জবাব দিলেন,—আপনার অনুরোধটি অত্যন্ত ন্যায্য। ডাক্তার মর্টিমার, আপনি আমাদের কাছে ঘটনাটা যেভাবে বলেছিলেন, স্যার হেনরিকেও সেইভাবে বলে দিন।

এতে উৎসাহ পেয়ে ডা. মর্টিমার কাগজপত্র আবার পকেট থেকে বের করে আগেকার দিনের সকালবেলার মতো করে আবার কাহিনীটি বললেন। স্যার হেনরি বাস্কারভিল গভীর মনোযোগ দিয়ে সবটা শুনলেন, আর মধ্যে মধ্যে বিস্ময়সূচক একটা শব্দ করতে লাগলেন।

সুদীর্ঘ কাহিনী যখন ফুরোল তখন বাস্কারভিল বললেন—আমি একটা মোটারকম ফাউশুদ্ধ জমিদারী পেয়েছি দেখতে পাচ্ছি! আমি অবশ্য শিশুকাল থেকেই বরাবর এই ডালকুত্তার গল্প শুনে আসছি, আমাদের বংশের এটা একটা প্রিয় কাহিনী। এর আগে আমি কখনো এটাকে গুরুত্ব দিই নি। কিন্তু আমার জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুটা—এটা যেন আমার মাথার মধ্যে টগবগ করে ফুটছে, এখনো কথাটা ঠিক পরিষ্কারভাবে ধরতে পারছি না। মনে হচ্ছে যে আপনারাও এখনো ঠিক করে উঠতে পারেন নি যে এটা পুলিশ ডাকবার ব্যাপার, না ওঝা ডাকবার ব্যাপার। তার ওপর আবার আমার কাছে হোটেলে পাঠানো এই চিঠির ব্যাপারটা আছে। এটা এ সবের মধ্যে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছে মনে হয়।

ডাক্তার মর্টিমার বললেন—এ থেকে বোধহয় দেখা যাচ্ছে যে কেউ একজন আমাদের চাইতে বেশীজানে যে প্রান্তরে কী ব্যাপার চলেছে।

হোমস বললেন—এ থেকে বোধহয় দেখা যাচ্ছে যে, কেউ একজন আমাদের চাইতে বেশি জানে যে প্রান্তরে কী ব্যাপার চলেছে।

হোমস বললেন—আর এও দেখা যাচ্ছে, সেই একজন আপনার প্রতি বিরূপ নয়, কেননা সে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছে।

কিংবা এও হতে পারে যে সে তার নিজেরই কোনো উদ্দেশ্যে আমাকে ভয় দেখিয়ে ভাগাতে চায়।

তা, সেটাও অবশ্য হতে পারে। ডাক্তার মর্টিমার, আপনি যে আমাকে এমন একটা সমস্যা এনে দিয়েছেন যার নানারকমের কৌতূহলজনক ব্যাখ্যা হতে পারে, তার জন্যে অন্ততঃ আপনার কাছে আমি ঋণী রইলাম। কিন্তু এখন আমাদের যে বিষয়ে মন স্থির হওয়া দরকার, স্যার হেনরি, তা হচ্ছে, আপনার বাস্কারভিল হলে যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা।

হবে না কেন?

কিছু বিপদের গন্ধ সেখানে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনি কি বলতে চান? এই বাস্কারভিল বংশের দানবটার থেকে বিপদ না, মানুষের হাতে বিপদ?

তা, ধরুন সেটাই তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

বেশ, যেটাই হোক, আমার জবাব একই। মিস্টার হোমস, নরকে এমন কোনো শয়তান নেই, আর দুনিয়ায় এমন কোনো মানুষ নেই যে আমার আপন ঘরে ফিরে যেতে আমাকে বাধা দিতে পারে। এই কথাই আমার শেষ জবাব বলে ধরে নিতে পারেন। বলতে বলতে তাঁর কালো দুই ভুরু কুঁচকে গেল, মুখ ঘন লাল হয়ে উঠল। বোঝা গেল যে বাস্কারভিল বংশের দুর্দান্ত মেজাজটির ধারা সেই বংশের এই শেষ প্রতিনিধির মধ্য রয়ে গেছে। তিনি বললেন—আপনারা আমাকে যা যা বললেন—তা ভেবে দেখার সময় এরমধ্যে আমি পাই নি। এই বৈঠকে সব কথা শুনে, বুঝে, মন ঠিক করা মানুষের পক্ষে শক্ত। মন ঠিক করার জন্যে আমি ঘণ্টাখানেক চুপচাপ ভেবে দেখতে চাই। হ্যাঁ—দেখুন মি. হোমস, এখন সাড়ে এগারোটা বাজে। এখন আমি সোজা হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। ধরুন, আপনি আর আপনার বন্ধু ডা. ওয়াটসন হোটেলে চলে এলেন,

আর আমাদের সঙ্গে দুপুরের খাওয়াটা খেলেন—এই, বেলা দুটো নাগাদ। তখন আমি আপনাকে বলতে পারব যে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার কী মনে হয় বা না হয়।

তাতে তোমার সুবিধে হবে কি ওয়াটসন?

খুব, খুব। ওয়াটসন বললেন।

তাহলে ধরে নিন স্যার হেনরি, আমরা দুটো নাগাদ যাচ্ছি। একখানা গাড়ি ডেকে দেব কি?

হেনরি বললেন—না, হেঁটেই যাব আমরা। হাঁটতেই আমার ভালো লাগে। এই ব্যাপারে আমার মনটা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ডা. মর্টিমারও বললেন—চলুন আমিও আপনার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে যাই।

হোমস বললেন—তাহলে আবার আমাদের দুটোর সময় দেখা হচ্ছে। বিদায় নমস্কার।

ওদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার এবং দরোজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা যাবার পর থেকেই হোম্‌সের মধ্যে এক রূপান্তর ঘটল। অলস ভাবালুতা ত্যাগ করে তিনি অত্যন্ত কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলেন হঠাৎ।

শিগ্‌গিরি ওয়াটসন, এখনই তোমার হ্যাট আর বুটপরে নাও। এখন আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। তিনিও ড্রেসিং গাউন ছেড়ে মুহূর্তের মধ্যে কোট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। এবং তারপর দুইজনে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে এসে রাস্তায় নামলেন। অক্সফোর্ড স্টিটের দিকে তাদের থেকে শ-দুই গজ আগে ডা. মর্টিমার ও মি. হেনরি বাস্কারভিলকে তখনো দেখা যাচ্ছিল।

ওয়াটসন বললেন—দৌড়ে গিয়ে ওঁদের থামাব কি?

মোটেই না ওয়াটসন। হোমস বললেন—তুমি আমার সঙ্গে আছ, তাই-ই যথেষ্ট। হোমস তাড়াতাড়ি পা চালালেন। বাস্কারভিলদের সঙ্গে ওয়াটসনদের দূরত্বটা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। তারপর ওইভাবে প্রায় শ-খানেক গজ তফাৎ রেখে ওয়াটসনরা অক্সফোর্ড স্ট্রিট ধরে রিজেন্ট স্ট্রিটে এসে পড়লেন ওঁদেরকে লক্ষ্য করে। দেখা গেল মি. বাস্কারভিলরা একবার থেমে একটা দোকানের জানালার ভিতর কি যেন দেখলেন। তখন হোমসও ঠিক তাই করলেন। পরমুহূর্তেই হোমস অস্ফুট একটু আনন্দ ধ্বনি করে ওঠায় হোম্‌সের আগ্রহভরা দৃষ্টি অনুসরণ করে ওয়াটসন দেখলেন, একটা ভাড়াটে গাড়িতে একটা লোক চলছে। গাড়িটাও রাস্তার অন্য পাশে থেমে গেছিল, তারপর আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল।

ওয়াটসন! ওই তো, ওই তো আমাদের লোক। চলে এসো। আর কিছু না পারি লোকটার মুখখানা তো ভালো করে দেখে রাখি!

তখনই দেখা গেল যে গাড়ির পাশের দিকের একটা কালো চাপ দাড়ি আর দুটো তীক্ষ্ম চোখ হোমসদের দিকে ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির মাথার দিকের ঢাকনাটা খুলে গেল, গাড়ির গাড়োয়ানকে সে কি যেন চেঁচিয়ে বলল, তারপরই গাড়িটা যেন পাগলের মতো ছুটল রিজেন্ট স্ট্রিট ধরে। হোমস ব্যগ্রভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু খালি গাড়ি একখানাও চোখে পড়ল না। তখন তিনি পথ-চলতি গাড়ি আর মানুষের ভীড়ের মধ্যে দিয়ে অস্থিরভাবে তার পেছন পেছন ছুটলেন। কিন্তু গাড়িটা অনেক আগেই দ্রুত বেগে অদৃশ্য হয়ে গেছিল।

যানবাহনের স্রোতের ভিতর থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে বেরিয়ে আসতে আসতে হোমস খুব দুঃখ করে বললেন—যা! ভাগ্য খারাপ। কাজটাও করলাম তেমনি বোকার মতো। ওয়াটসন, তুমি যদি সৎ লোক হও তাহলে আমার কৃতিত্বের কাহিনীর পাশে এই ব্যর্থতার দৃষ্টান্তটাও লিখে রেখো।

লোকটা কে? ওয়াটসনের প্রশ্ন।

আমার কোনো ধারণা নেই—হোমস বললেন।

গুপ্তচর?

দেখো, ওয়াটসন যা শোনা গেছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, শহরে পৌঁছাবার পর থেকেই বাস্কারভিলকে কেউ ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। নইলে কী করে এতো তাড়াতাড়ি জানা গেল যে তিনি বেছে বেছে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলেই উঠেছেন? যদি প্রথম দিনই তারা

www.pathagar.com

তাঁর পিছু নিয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় দিনেও তাই-ই করবে। এই রকমটা মনে করেছিলাম। লক্ষ্য করে থাকতে পারো যে ডাক্তার মর্টিমার যখন কাহিনীটা পড়ছিলেন, তারমধ্যে আমি দুই দুবার জানালার কাছে চলে গেছিলাম।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। হোমস বললেন—দেখছিলাম রাস্তায় কেউ পায়চারি করছে কিনা। কিন্তু কাউকে দেখলাম না। ওয়াটসন, এবার আমাদের কারবার একজন চতুর লোককে নিয়ে। ব্যাপারটা খুবই জটিল। যদিও এখনো পাকাপাকিভাবে ঠিক করতে পারি নি যে শক্তিশালী ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছি, সে মঙ্গলকর না অমঙ্গলকর। তবু এটা বেশ বুঝতে পারছি যে সে শক্তিশালী এবং কৌশলী। আমাদের বন্ধুরা চলে যাওয়া মাত্র আমি তাঁদের অদৃশ্য অনুসরণকারীকে চিনে রাখবার জন্যে তাঁদের পেছন পেছন গেলাম। লোকটি এত সাবধানী যে সে নিজের পাকেও বিশ্বাস করে নি। সে নিয়েছিল একটা ভাড়াটে গাড়ি, যাতে দরকার মতো তাঁদের পেছন পেছন আস্তে আস্তে চলে কিংবা তাঁদের পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে তাঁদের দৃষ্টি এড়াতে পারে। গাড়ি নেওয়ার আরো একটা সুবিধা ছিল যে ওঁরা যদি গাড়ি নিতেন তাহলেও অনুসরণ করতে অসুবিধা হত না। অবশ্য এতে একটা অসুবিধাও হল।

নিজেকে গাড়োয়ানের মুঠোর মধ্যে এনে দেয়া হল।

ঠিক তাই।

কী আফসোস্, গাড়িটার নম্বরটা রাখলাম না।

ওয়াটসন, আমি খানিকটা আনাড়ীর মতো কাজ করে ফেলেছি বটে, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না যে নম্বরটা নিতে আমি ভুল করেছি। সেটা হচ্ছে ২৭০৪। কিন্তু উপস্থিত তা কোনো কাজে লাগবে না।

ওয়াটসন বললেন—বুঝতে পারছি না তুমি এর চেয়ে কীই-ই বা করতে পারতে?

হোমস বললেন—গাড়িটা দেখেই আমার উচিত ছিল তখনই ফিরে উল্টোদিকে গিয়ে ধীরে সুস্থে আর এক খানা গাড়ি ভাড়া করে খানিক দূরে থেকে প্রথমে গাড়িটার পিছু নেয়া। কিংবা সোজা নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে চলে গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করলে আরো ভালো হত। অজানা লোকটি বাস্কারভিলের পেছনে পেছনে সেখানে গিয়ে পৌঁছালে, আমার তার কায়দাটাই তার ওপরে ফলাবার সুযোগ পেতাম, দেখা যেত সে কোথায় যায়। কিন্তু আমার বোকামির জন্যে সে আমাদের ধরে ফেলল।

এই কথা বলতে বলতে ওয়াটসনরা রিজেন্ট স্ট্রিট ধরে আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন। ডাক্তার মর্টিমার আর তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে অনেকক্ষণ হল অদৃশ্য হয়ে গেছেন হোমসদের সামনে থেকে।

হোমস বললেন—আর ওদের পেছনে যাবার কোনো মানে হয় না। যে নজর রাখছিল সে চলে গেছে আর ফিরবে না এখন দেখতে হবে আমাদের হাতে আর কী কী উপায় আছে। আর সেই উপায়গুলিকেই এমন ভেবে চিন্তে কাজে লাগাতে হবে। আচ্ছা, গাড়ির ভিতরকার ওই লোকটার মুখটা কেমন ঠিক করে বলতে পারো কি?

ওয়াটসন বললেন—শুধু দাড়িটার কথাই বলতে পারি।

আরে, আমিও তাই—আর এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে খুব সম্ভবতঃ ওটা একটা নকল দাড়ি। যে চালাক লোক এতো সূক্ষ্ম একটা কাজে হাত দিয়েছে, দাড়িটার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর মুখ চোখ গোপন করে রাখা। আর কিছু নয়। এখানে এসো তো, ওয়াটসন, এই বলে তিনি একটা হরকরা—অফিসে ঢুকে পড়লেন। অফিসের ম্যানেজার তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

হোমস বললেন—উইলসন যে সামান্য ব্যাপারটাতে তোমাকে সাহায্য করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, সেটার কথা ভোলো নি দেখছি।

আজ্ঞে না। বাস্তবিকই ভুলি নি, উইলসন বলল—আপনি আমার সুনাম আর প্রাণও রক্ষা করেছিলেন।

হোমস একটু মুচ্‌কি হেসে বললেন—একটু বাড়িয়ে বললে তুমি। যাই হোক্ উইলসন—আমার মনে পড়ে যে তোমার এখনকার ছেলেদের মধ্যে কার্টরাইট নামে একটি ছেলে ছিল—ওই তদন্তের সময় সে বেশ যোগ্যতা দেখিয়েছিল।

www.pathagar.com

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে এখনো আমাদের এখানে আছে।

হোমস বললেন—তাকে একবার ডাকো না! ধন্যবাদ।

আর, এই পাঁচ পাউন্ডের নোটটা একটু ভাঙিয়ে দাও তো?

ম্যানেজারের ডাকে একটি চোদ্দ বছরের ছেলে এসে দাঁড়াল—বুদ্ধিমান, উৎসাহভরা মুখ। বিখ্যাত ডিটেকটিভটিকে দেখে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনত হয়ে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে রইল।

হোমস বললেন—হোটেলে ডাইরেক্টরিটা একবার দাও তো। ধন্যবাদ। শোনো কার্টরাইট, এতে তেইশটা হোটেলের নাম আছে, সব কয়টাই চেয়ারিং ক্রসের কাছে পিঠে, দেখতে পাচ্ছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি এক এক করে সবকটাতে যাবে।

যে আজ্ঞে।

প্রথমেই দরোয়ানদের এক শিলিং করে দেবে। এই নাও তেইশটা শিলিং।

যে আজ্ঞে।

তাদের বলবে যে তুমি কালকের ছেঁড়া কাগজ গুলো দেখতে চাও। কারণ হিসেবে বলবে যে, খুব জরুরি একটা টেলিগ্রাম ভুল জায়গায় আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু আসলে তুমি খুঁজবে 'টাইমস্' পত্রিকার মাঝখানের একটা পাতা যাতে কাঁচি দিয়ে কাটা আছে কতোকগুলো জায়গা। এই নাও একখানা 'টাইমস্' তার এই পাতাটা। সহজেই এটা চিনতে পারবে তুমি, পারবে না?

আজ্ঞে পারব।

প্রত্যেক জায়গাতেই দারোয়ান দিয়ে ডেকে পাঠাবে ভিতরকার বেয়ারাকে। তাকেও এক শিলিং করে দিও। এই নাও আরো তেইশ শিলিং। তারপর হয়তো এই তেইশ জায়গার মধ্যে কুড়ি জায়গাতেই তুমি শুনবে যে আগেকার দিনের সব ছেঁড়া কাগজই হয় পোড়ানো হয়েছে নয়তো ফেলে দেওয়া হয়েছে। হয়তো আর তিন জায়গায় একগাদা করে কাগজ তোমাকে দেখানো হবে। তার মধ্যে, টাইম্‌সের ওই পাতাটা খুঁজে দেখবে। অবশ্য সেটা না পাওয়াই খুব বেশি সম্ভব। দৈবাৎ যদি বেশি লাগে, তাই আরো দশ শিলিং বেশি দিচ্ছি। সন্ধ্যের আগেই টেলিগ্রাম করে বেকার স্ট্রিটে আমাকে রিপোর্ট দিও। আচ্ছা ওয়াটসন, আর আমাদের বাকি রইল একটা টেলিগ্রাম করে ২৭০৪ নম্বরের গাড়োয়ানটির খোঁজ নেওয়া। তারপর হোম্‌সরা বন্ড স্ট্রিটের ছবির গ্যালারিগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। হোটেলে যাবার সময় না হওয়া পর্যন্ত হোমসরা এখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পাঁচ

তিনটি ছিন্ন সূত্র

আধুনিক বেলজিয়ান শিল্পীদের আঁকা ছবির মধ্যে হোমস ঘন্টা দুই ডুবে রইলেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে না পৌঁছানো পর্যন্ত সারাক্ষণ তিনি শিল্প বিষয়ে, মর্ডান আর্টে গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনায় মেতে থাকলেন।

হোটেলে পৌঁছাতেই হোটেলের কেরাণীটি বললেন স্যার হেনরি বাস্কারভিল উপরতলায় আপনাদের আশায় বসে আছেন। আপনারা আসা মাত্র আপনাদের ওপরে নিয়ে যেতে বলেছেন তিনি।

হোমস বললেন—আপনাদের রেজিস্টার খাতাখানা আমাকে দেখতে দিতে কোনো আপত্তি আছে কি?

কেরাণীটি বলল—একটুও না।

খাতায় দেখা গেল যে আর দুইটি মাত্র নাম যোগ হয়েছে বাস্কারভিল নামের পরে। একটি হল সপরিবারে থিয়োফিলাস জনসন, নিউক্যাসল, অপরটি, মিসেস ওল্ডমোর আর তাঁর পরিচারিকা, হাইলজ, অ্যালটন।

www.pathagar.com

বেয়ারাকে হোমস বললেন—আমি এক জনসনকে জানতাম ইনি নিশ্চয়ই তিনি! তিনি উকিল, চুল পাকা, খুঁড়িয়ে চলেন নয় কি?

আজ্ঞে না, কেরাণীটি বলল—ইনি কয়লাখনির মালিক, খুব চটপটে ভদ্রলোক, আর আপনার বয়সীই হবেন।

তাঁর পেশা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয়ই ভুল করছ।

আজ্ঞে না। তিনি অনেক বছর ধরে এ হোটেল আসছেন। আমরা ভালো করেই জানি।

ও, তাহলে তো হয়েই গেল। আর এই যে মিসেস্ ওল্ডমোর—এ নামটাও তো চেনা বলে মনে হচ্ছে। কিছু মনে কোরো না আমার এই কৌতূহলের জন্যে। অনেক সময় এক বন্ধুকে দেখতে এসে আর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কি না! ইনি—

আজ্ঞে এই মহিলা একজন অচল রুগী। এঁর স্বামী ছিলেন গ্লসটারের মেয়র। ইনি যখনই লন্ডনে আসেন আমাদের এখানেই ওঠেন।

ধন্যবাদ। তবে তো মনে হয় এঁর সঙ্গে আমার চেনা নেই।—ওয়াটসন, এই প্রশ্নগুলি করে আমরা একটা গুরুতর সন্দেহ দূর করলাম। এই শেষের কথাটা হোমস ফিস্‌ফিস্ করে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললেন। জানা গেল যে যারা বাস্কারভিলদের চোখে চোখে রাখছে তারা এই হোটেলে আস্তানা গাড়ে নি। অর্থাৎ বেশ বোঝা যাচ্ছে তারা তাঁকে চোখে চোখে রাখবার জন্যে আগ্রহী বটে, তবু তিনি যাতে তাদের দেখতে না পান, সে বিষয়েও তারা খুব সচেষ্ট এখন, এ ব্যাপারটার খুব গভীর অর্থ থাকতে পারে।

ওয়াটসন বললেন—এতে কী বোঝাচ্ছে?

সিঁড়ির মাথায় এসে ঘুরে দাঁড়াতে হোমসদের সঙ্গে খোদ স্যার হেনরি বাস্কারভিলের ধাক্কা লাগে আর কি! রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তার এক হাতে পুরোনো, ধুলোমাখা একটা বুটজুতো। তিনি এত ক্ষেপে গেছিলেন যে প্রায় কথাই বলতে পারছিলেন না। তারপর তাঁর কথা বেরোল—হোটেলের এরা আমাকে নিয়ে মজা করতে চায় দেখতে পাচ্ছি! বাছাধনরা এইবেলা সাবধান না হলে টের পাইয়ে দেব কার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছে; হতভাগারা যদি আমার হারানো বুট খুঁজে এনে দিতে না পারে তাহলে দেখাব মজাটা!—এই যে মি. হোমস! ঠাট্টা করলে সইতে পারি, কিন্তু এবার সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—এখনো আপনি বুট খুঁজছেন? আজ্ঞে হ্যাঁ, এবং সেটা পেতে চাই।

কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন আপনার নতুন ব্রাউন রংয়ের বুট হারিয়েছে।

সে তো তখন! এবার গেছে পুরোনো কালো জোড়ার একটা।

কী। আপনি বলছেন যে—

হ্যাঁ, ঠিক তাই বলছি। আমার জুতো ছিল তিন জোড়া—নতুন ব্রাউন রঙের পুরোনো কালো রংয়ের, আর এই পরে আছি যে জোড়া এই পেটেন্ট লেদারটা। কাল রাতে এরা নিয়েছে ব্রাউনের এক পাটি, আজ হাতিয়েছে কালোর এক পাটি।—কী হল, পেলে? কথা বলছ না যে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলে হবে?

ইতিমধ্যে রঙ্গমঞ্চে এক ঘাবড়ে যাওয়া জার্মান ভৃত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল।

দেখো সন্ধ্যের আগে আমার বুট চাই, নয় তো আমি ম্যানেজারকে গিয়ে বলব যে আমি এই চোরের হোটেল ছেড়ে দিচ্ছি।

আজ্ঞে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে—দয়া করে একটু ধৈর্য ধরে থাকুন।

মনে রেখো, পাওয়া চাই-ই। এ চোরের আড্ডায় কিছুতেই আমি এটা খোয়াতে পারব না। যাক্‌গে মি. হোমস এই তুচ্ছ কথা নিয়ে আপনাকে কষ্ট দিলাম মাফ্ করবেন।

হোমস বললেন—আমার কিন্তু মনে হয় না কথাটা তুচ্ছ।

সেকি! এই ব্যাপারে আপনাকে চিন্তিত দেখছি।

এই ব্যাপারটার ব্যাখা কী বলে আপনার মনে হয়?

আমি এর মানে খোঁজবার চেষ্টাও করছি না। এমন একটা মাথামুণ্ডুহীন, তাজ্জব কাণ্ড

www.pathagar.com

আমার জীবনে আর ঘটে নি।

চিন্তিতভাবে হোমস বললেন—ও তাজ্জব? হতেও পারে।

আপনি নিজে এর মানে কী করেন?

হোমস বললেন—দেখুন আমি এখনো এটা ঠিক বুঝেছি বলতে পারি না। আপনার এ মামলাটা বড় জটিল। আপনার জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারা একসঙ্গে করে দেখলে ব্যাপারটা খুবই গভীর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, শ-পাঁচেক মামলা আমার হাতে এসেছে, তার কোনোটাই এতটা জটিল ছিল না। যাই হোক আমাদের হাতে কয়েকটা সূত্র এসেছে আর সম্ভবতঃ এর একটা না একটা আমাদের সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হয়তো ভুল সূত্র ধরে আমাদের কিছু সময় নষ্ট হবে, কিন্তু একদিন না একদিন আমরা ঠিক সূত্রটা ধরে ফেলবই।

দুপুরের খাওয়াটা বেশ ভালোভাবেই হল, যার জন্যে তাঁদের আসা, সে কথা খাওয়ার সময় উঠলই না। তারপর ওয়াটসনরা স্যার হেনরির খাস বৈঠকখানায় উঠে এলেন। সেখানে হোমস স্যার হেনরিকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর অভিপ্রায় কী।

স্যার হেনরি স্পষ্ট বললেন—বাস্কারভিল হলে যাব।

কবে?

এই সপ্তাহের শেষের দিকে।

আপনার এই সিদ্ধান্তটা মোটের ওপর ঠিকই হয়েছে। লন্ডনে আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছে বলে অনেকগুলো প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। তাদের খারাপ মতলব থাকলে তারা আপনার ক্ষতি করতে চাইবে। তাতে বাধা দেবার সাধ্য থাকবে না। আপনি জানেন না ডাক্তার মর্টিমার, যে আজ সকালবেলা আমার বাড়ি থেকে আপনাদের কেউ অনুসরণ করেছিল?

ডাক্তার মর্টিমার বেজায় চমকে উঠলেন। অনুসরণ? কে অনুসরণ করেছিল?

দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা আপনাকে বলতে পারলাম না। ডার্টমুরের আপনার প্রতিবেশীদের বা চেনা লোকদের মধ্যে কালো গালভরা দাড়ি কারো আছে কি?

না—আচ্ছা—দাঁড়ান—হ্যাঁ, তাই তো! স্যার চার্লসের খানসামা ব্যারিমোরেরই তো গালভরা কালো দাড়ি।

অ্যাঁ, তা, ব্যারিমোর কোথায়?

হল তার জিম্মায় রেখে এসেছি।

সে সেখানে আছে, না কোরো কারণে লন্ডনে এসেছে সে কথা জেনে নেওয়া ভালো।

তা কী করে জানবেন?

একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম দিন। স্যার হেনরির জন্যে সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো? এতেই হবে। ঠিকানা লিখুন—ব্যারিমোর। বাস্কারভিল হল। কাছাকাছি টেলিগ্রাফ অফিস কোথায়? গ্রিমপেনে? বেশ। তাহলে আমরা আর একখানা টেলিগ্রাম করি গ্রিমপনের পোস্টমাস্টারকে—'ব্যারিমোরের টেলিগ্রাম তার হাতে দিতে হবে। তাকে পাওয়া না গেলে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে টেলিগ্রামটা ফেরৎ পাঠাবেন। এতেই আমরা সন্ধ্যের আগে জানতে পারব ব্যারিমোর ডেভনশায়ারে তার ঘাঁটিতে আছে কিনা।

বাস্কারভিল বললেন—তা বটে। ভালো কথা, ডাক্তার মর্টিমার এই ব্যারিমোর কে?

এ হল গিয়ে আগে বাড়ি দেখাশোনা করত তার ছেলে। সে মারা গেছে। আজ চার পুরুষ ধরে এই ব্যারিমোররাই বাস্কারভিল হল দেখাশোনা করে আসছে। যতোদূর জানি তারা স্বামী স্ত্রী বেশ সৎ লোক।

বাস্কারভিল, বললেন—তবে, সেই সঙ্গে এতেও সন্দেহ নেই যে, বাস্কারভিল হলে মালিকদের কেউ বাস না করলে অতো চমৎকার বাড়িতে তাদের থাকাও নয়, কিছু কাজ করতেও হয় না।

তা সত্যি।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—স্যার চার্লসের উইলে এরা কিছু পেয়েছে কি?

দুইজনেই পাঁচশো পাউন্ড করে পেয়েছে।

www.pathagar.com

বটে? তারা যে পাবে সে কথা জানত?

হ্যাঁ। নিজের উইলের কথা স্যার অনেককেই বলেছেন।

ডাক্তার মর্টিমার বললেন—স্যার চার্লসের উইলে কিছু পাবে, এমন সকলকেই আপনি সন্দেহের চোখে দেখবেন না আশা করি। কেননা আমিও হাজার পাউন্ড পাব।

তাই নাকি? আর কেউ পাচ্ছে?

অনেক লোককে, আর বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তিনি অল্প অল্প করে দিয়ে গেছেন। বাকিটা পাবেন স্যার হেনরি।

বাকিটা কত?

সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউন্ড।

হোমস বিস্ময়ে ঈষৎ ভুরু তুললেন। তারপর বললেন—আমার ধারণা ছিল না যে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে।

ধনী বলে স্যার চার্লসের নামডাক ছিল। কিন্তু তিনি যে কত ধনী, সে কথা আমরা তাঁর কাগজপত্র দেখবার আগে জানতাম না। তাঁর সম্পত্তির মূল্য দশ লক্ষ পাউন্ডের কাছাকাছি।

বাপ্‌রে! এতো বড়ো লাভের আশা থাকলে মানুষ মরিয়া হয়ে উঠতে পারে বটে। হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন। ডাক্তার মর্টিমার, মনে করুন আমাদের এই বন্ধুটির একটা কিছু ভালো মন্দ হলে—মানে এরকম একটা বিশ্রী কথা ভাববার জন্যে ক্ষমা চাইছি—সম্পত্তিটা কে পাবে?

স্যার চার্লসের ছোটভাই রজার বাস্কারভিল বিবাহ না করে মারা গেছেন বলে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ডেসমন্ডরা সম্পত্তিটা পাবে। জেমস্ ডেসমন্ড হচ্ছেন ওয়েস্টমোরল্যান্ডের একজন বৃদ্ধ পাদ্রি।

ধন্যবাদ। এই খুঁটিনাটি খবরগুলো বেশ কৌতূহলজনক। আপনি কখনো মি. জেম্‌স্ ডেসমন্ডকে দেখেছেন কি?

হ্যাঁ, তিনি একবার স্যার চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। চেহারা দেখলে শ্রদ্ধা হয়। সাধুসন্তের মতো জীবন যাপন করেন। আমার মনে আছে, অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্যার চার্লসের অনুদান গ্রহণ করতে রাজি হন নি।

আর এই সরল রুচির মানুষটিই হবেন স্যার হেনরির লক্ষ লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারী?

স্থাবর সম্পত্তি সব তাতেই বার্তাবে। কেননা সেটার সেইভাবেই ব্যবস্থা করা আছে। যাতে কোনো উত্তরাধিকারীই ভূসম্পত্তি দান বা বিক্রি করতে না পারে। টাকাটা তিনি পেতে পারেন, যদি না এখনকার মালিক উইল করে অন্য ব্যবস্থা করে যান—টাকাকড়ি সম্বন্ধে যা ইচ্ছে তাই করবার অধিকার তাঁর আছে কিনা!

স্যার হেনরি, আপনি আপনার উইল করেছেন কি?

না, মি. হোমস, করি নি। সময়ই পাই নি। কারণ সবে কালই শুনেছি যে পরিস্থিতিটা কী। কিন্তু যাইহোক আমার মনে হয় যে বংশগত উপাধি আর ভূসম্পত্তি যে পাবে, টাকাটাও তার হাতে যাওয়াই উচিত। জ্যাঠামশাইয়ের ইচ্ছেও তাই ছিল। বিষয় রক্ষার উপযুক্ত টাকা না থাকলে বাস্কারভিলদের গৌরব আবার ফিরিয়ে আনা হবে কী করে?

ঠিক বলেছেন। দেখুন স্যার হেনরি, আপনার অবিলম্বে ডেভনশায়ারে চলে যাওয়া সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে একমত। তবে, একটি শর্ত করতে চাই। কখনো একা হবেন না আপনি।

ডাক্তার মর্টিমারই তো আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন।

হোমস বললেন—কিন্তু ডাক্তার মর্টিমারের নিজের প্র্যাকটিস আছে, তাছাড়া তিনি থাকেনও অনেক মাইল দূরে। যত হিতাকাঙ্ক্ষীই হোন না কেন—তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন না হয়তো। না, স্যার হেন্‌রি আপনার আর কাউকে সঙ্গে নিতে হবে যে বিশ্বাসী লোক হবে, সব সময় আপনার কাছে কাছে থাকবে।

আপনার নিজেরই আসা সম্ভব হবে কি, মি. হোমস?

অবস্থা ঘোরাল হয়ে উঠলে আমি নিশ্চয়ই হাজির হবার চেষ্টা করব। কিন্তু বুঝতেই পারছেন তো আমাকে এতো ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হয়, আর আমার কাছে এত জায়গা থেকে

www.pathagar.com

সাহায্যের আবেদন আসে যে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে লন্ডন ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়। ঠিক এই সময়টাতেই ইংল্যান্ডের একজন সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম একটা বদমাইস কলঙ্কিত করতে চলেছে। একমাত্র আমিই এই সর্বনেশে কেলেঙ্কারি ঠেকাতে পারি। কাজেই বুঝছেন আমার পক্ষে ডার্টমুরে গিয়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব।

স্যার হেনরি বললেন—তাহলে আপনি কাকে নেওয়া ভালো মনে করেন?

হোমস ওয়াটসনের বাহুর ওপর তাঁর হাতখানা রাখলেন। বললেন, যদি আমার বন্ধু এ কাজের ভার নেন, তাহলে এঁর চেয়ে ভালো লোক আর হতে পারে না। বিপদের সময় ইনি পাশে থাকা যে কতো সুবিধের, সে কথা আমার চাইতে বেশি জোর দিয়ে কেউ বলতে পারবে না।

প্রস্তাবটা শুনে ওয়াটসন একটু হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছু বলবার আগেই বাস্কারভিল ওয়াটসনের হাত ধরে ফেলে খুব আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন।

খুব ভালো কথা। দেখুন ডাক্তার ওয়াটসন, আপনি সত্যিই আমাকে অনুগৃহীত করলেন। আমাকে তো এই দেখছেন আর এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমাদের দুইজনের জ্ঞানই সমান। আপনি যদি বাস্কারভিল হলে এসে এই ব্যাপারটার শেষপর্যন্ত থেকে যান, তাহলে সে কথা আমি কখনো ভুলব না।

বলা বাহুল্য, অ্যাডভেঞ্চারের যেখানেই সম্ভাবনা সেখানেই ওয়াটসনের মনকে বরাবরই টানত। আর তার ওপর হোম্‌সের এই প্রশংসা, আর ওয়াটসনকে সঙ্গীরূপে পাবার জন্যে স্যার হেনরির এতটা আগ্রহ।

ওয়াটসন বললেন—আমি রাজি। এর চেয়ে ভালোভাবে সময় কাটানোর কোনো উপায় আমার জানা নেই।

হোমস বললেন—তুমি গিয়ে আমাকে রোজ ভালো করে রিপোর্ট পাঠাবে। অবস্থা যখন খারাপের দিকে যাবে—আর, সেটা হবেই—তখন আমি তোমাকে জানাব কীভাবে চলতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই শনিবারের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিতে পারবেন?

ডাক্তার ওয়াটসনের সুবিধা হবে তো?

ওয়াটসন ছোট্ট করে বললেন—খুব।

তাহলে এখন এই ঠিক রইল যে শনিবার প্যাডিংটন স্টেশনে সাড়ে দশটার ট্রেনে আমাদের দেখা হবে।

হোমসরা চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন সময় যুদ্ধজয় করবার মতো চিৎকার করে বাস্কারভিল ঘরখানার এক কোণের দিকে ঝুঁকে পড়ে একটা আলমারির তলা থেকে একপাটি বাদামি রঙের বুট টেনে বের করলেন।

আমার হারানো বুটটা! বলে হেনরি চেঁচিয়ে উঠলেন।

হোমস বললেন—আমাদের সব মুস্কিলই যেন এইরকম সহজে মিটে যায়!

ডাক্তার মর্টিমার বললেন—কিন্তু এত বড়ো অদ্ভুত! খাওয়ার আগেই আমি এ ঘরখানাকে ভালো করে খুঁজে দেখেছিলাম।

বাস্কারভিল বললেন—আমিও তো। প্রত্যেক ইঞ্চি জায়গা খুঁজেছি।

তখন এ ঘরে নিশ্চয়ই বুটটা ছিল না।

তাহলে আমরা যখন খাচ্ছিলাম তখন বেয়ারা এটাকে নিশ্চয়ই রেখে গিয়েছে।

সেই জার্মান ভৃত্যটিকে ডেকে পাঠানো হল। সে বলল যে সে এর কিছুই জানে না। খোঁজ করে পরিষ্কার হল না ব্যাপারটা। এই যেসব আপাত উদ্দেশ্যবিহীন ছোটো ছোটো রহস্য একটার পর একটা ঘন ঘন আর অনবরত এসে যাচ্ছে, তার সংখ্যা আর একটা বাড়ল। স্যার চার্লসের মৃত্যুর শোচনীয় কাহিনীর কথা ছেড়ে দিলেও মাত্র গত দুইদিনের মধ্যে পর পর কয়েকটা দুর্বোধ্য ঘটনা ঘটে গেল যেমন—ছাপা চিঠি পাওয়া, গাড়ির মধ্যে কালো দাড়িওয়ালা গুপ্তচর, নতুন বাদামি জুতোটা হারানো, পুরোনো কালো বুটটা খোয়া যাওয়া তারপর এখন নতুন বাদামি জুতোটা ফেরত পাওয়া! বেকার স্ট্রিটে ফিরে আসবার পথে হোমস চুপ্ করে

www.pathagar.com

গাড়িতে বসে রইলেন। তাঁর কোঁচকানো ভুরু আর আগ্রহভরা মুখ দেখে বোঝা গেল ও ওয়াটসনের মতো তিনিও এমন একটা সমাধান ভেবে বের করতে ব্যস্ত যেটা এইসব অদ্ভুত আর আপাত সম্পর্কহীন ঘটনার সঙ্গে খাপ খায়। সারা বিকেল আর সন্ধ্যেটা তিনি ভাবনায় আর তামাকের ধোঁয়ায় ডুবে রইলেন।

রাতের খাওয়ার ঠিক আগে দুইখানা টেলিগ্রাম এল। প্রথমখানা হল—

'এখনই জানা গেল ব্যারিমোর বাস্কারভিল হলে আছে—বাস্কারভিল।'

দ্বিতীয়টি হচ্ছে—'কথামতো তেইশটা হোটেলেই দেখেছি, কিন্তু টাইমসের কাটা পৃষ্ঠা পাই নি—কার্টরাইট।'

হোমস বললেন—দুই দুটো সূত্র মাঠে মারা গেল ওয়াটসন। কিন্তু যাতে সবকিছুই ভেস্তে যেতে থাকে, এমন মামলা করতেই সবচেয়ে উৎসাহ পাই। আবার হাতড়ে দেখতে হবে, আর কোনো হদিস মেলে কি না।

আমাদের এখনো সেই গাড়োয়ানটা হাতে আছে—যার গাড়িতে সেই গুপ্তচরটা ছিল।

তা বটে। তার নাম আর ঠিকানা সরকারি খাতা থেকে পাবার জন্যে আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। এই যে, তার জবাবও বোধহয় এসে গেল।

কিন্তু দেখা গেল যে জবাবের চাইতেও ভালো জিনিস এসে গিয়েছে। কেননা, দরোজা খুলে ঘরে ঢুকল চোয়াড়ে চেহারার একটি লোক—বোঝা গেল যে এটি আসল লোকটিই।

হেড অফিস থেকে জানিয়েছে যে এই ঠিকানায় একজন ভদ্রলোক ২৭০৪ নম্বরের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। সাতটি বচ্ছর গাড়োয়ানি করছি মশায়, কেউ কখনো মন্দ বলে নি। আমার নামে আপনার কী বলার আছে তা আপনার মুখের ওপর জিজ্ঞাসা করবার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে সোজা এখানে আসছি।

না, হে, তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। আমি বরং তোমাকে কিছু দিতেই চাই, অবশ্য যদি তুমি আমার কথার ঠিক ঠিক জবাব দাও।

ওঃ, আজ দিনটা ভালো যাচ্ছে দেখছি! গাড়োয়ানের মুখে হাসি দেখা দিল। আপনি কী জিজ্ঞেস করবেন হুজুর?

আগে চাই তোমার নাম আর ঠিকানা—যদি আবার তোমাকে দরকার হয়।

গাড়োয়ানটি বলল—জন ক্লেটন, ৩ নম্বর টার্পি স্ট্রিট্, দি বরো। আমার গাড়ি থাকে ওয়াটার্লু স্টেশনের কাছে শিপলির আস্তাবলে।

শার্লক হোমস কথাগুলো টুকে রাখলেন।

এবার, ক্লেটন, আমাকে সেই লোকটির কথা বল যে গাড়ি ভাড়া নিয়ে বেলা দশটার সময় এসে এ বাড়িটার ওপর নজর রেখেছিল, আর তারপরে দুটি ভদ্রলোকের পেছু নিয়ে রিজেন্ট স্ট্রিট পর্যন্ত গিয়েছিল।

গাড়োয়ান লোকটিকে বিস্মিত আর একটু বিব্রত হতে দেখা গেল।

বলল—দেখুন আপনার কাছে বাজে কথা বলে তো লাভ নেই, কেননা আপনি দেখছি এর মধ্যেই আমি যা জানি তা প্রায় জেনে ফেলেছেন। সত্যি কথা এই যে, ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে তিনি একজন ডিটেকটিভ্, আর সে কথা কাউকে যেন না বলি।

হোমস বললেন—বাপু হে, এটা একটা গুরুতর ব্যাপার বুঝলে? কোনও কথা লুকিয়েছ তো বিপদে পড়বে। তুমি বলছ, তোমার সোয়ারি বলেছিল যে সে একজন ডিটেকটিভ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি তাই বলেছিলেন।

কখন সে কথা বলেছিল?

যখন তিনি গাড়ি ছেড়ে দেন।

আর কিছু কি বলেছিল?

তিনি তাঁর নামও বলেছিলেন।

হোমস একবার চট করে ওয়াটসনের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে বিজয়ীর চাউনি।

ও, নিজের নামটাও বলেছে!' বটে? সেটা বুদ্ধির কাজ হয়নি। কী নাম বলল?

www.pathagar.com

গাড়োয়ান বলল—তার নাম হল শার্লক হোমস।

এই জবাবটা শুনে হোমস ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন। এক মুহূর্ত তিনি স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর তিনি প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন।

ওস্তাদের মার ওয়াটসন। একেবারে ওস্তাদের মার। এর অস্ত্র চালাবার ক্ষমতা আমার থেকে কম নয়, বেশ টের পাচ্ছি। এ যাত্রায় একটা মোক্ষম খোঁচা মেরে গেল। তার নাম শার্লক হোমস, কী বল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ভদ্রলোকটির নাম তাই-ই।

বেশ। এবার বল, তুমি তাকে কোথায় পেয়েছিলে? আর তারপর কী হল?

বেলা সাড়ে নটার সময় ট্রাফলগার স্কোয়ারে তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন যে, তিনি একজন ডিটেকটিভ। আর বললেন—সারাদিন ঠিক তাঁর কথামতো চললে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করলে তিনি আমাকে দু-গিনি দেবেন। আমি খুশির সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। প্রথমে আমরা গেলাম নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে। সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দুটি ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও বেকার স্ট্রিট ধরে পেছন পেছন চললাম, সেটা ছাড়িয়ে—

হোমস বললেন—তা জানি।

রিজেন্ট স্ট্রিট ধরে প্রায় এক তৃতীয়াংশ পথ এসেছি, এমন সময় ভদ্রলোকটি গাড়ির ঢাকনা খুলে চেঁচিয়ে আমাকে বললেন যতো তাড়াতাড়ি পার গাড়ি ছুটিয়ে ওয়াটালু স্টশনে চল। ঘোড়াকে আচ্ছা করে চাবুক মারতে মারতে দশ মিনিটেরও আগে সেখানে পৌঁছে গেলাম। তখন তিনি ভালো মানুষের মতো দুটো গিনি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে স্টেশনে ঢুকে পড়লেন। ঠিক ঢোকার মুখে একবার ফিরে তাকিয়ে বললেন—তোমার শুনে ভালো লাগবে যে, তোমার যিনি আজ সোয়ারি হয়েছিলেন তাঁর নাম হচ্ছে শার্লক হোমস। এভাবেই আমি তাঁর নাম জানতে পারলাম।

তা বেশ। তুমি আর তাকে দেখো নি?

স্টেশনে ঢোকার পর আর দেখি নি।

এই শার্লক হোমস জনাবের একটু বর্ণনা দিতে পারো? গাড়োয়ান মাথা চুলকাতে লাগল। দেখুন ভদ্রলোক যে কেমন সেকথা বলা তেমন সোজা নয়। তাঁর বয়স আমি চল্লিশের কাছাকাছি ধরছি। মাঝারি রকমের ঢ্যাঙা, আপনার চাইতে দু-তিন ইঞ্চি খাটো হবেন। হোমরা চোমরা গোছের পোষাক। কালো দাড়ি, তার তলাটা চৌকো করে ছাঁটা। মুখ ফ্যাকাসে। এর বেশি বলতে পারবো না।

আর চোখের রঙ?

না, বলতে পারব না।

আর কিছুই মনে আসছে না?

আজ্ঞে না, কিচ্ছু না।

বেশ, তাহলে এই নাও তোমার টাকা। আরও খবর নিয়ে এলে আরো দেব। আচ্ছা, এবার আসতে পারো।

নমস্কার হুজুর! ধন্যবাদ!

জন ক্লেটন খুশি মনে চলে গেল। হোমস আমার দিকে ফিরে কাঁধ নেড়ে একটু দুঃখের হাসি হেসে বললেন—

আমাদের তৃতীয় সূত্রটিও ছিঁড়ে গেল হে, আর আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই শেষ হল আমাদের। পাজিটা কী চালাক। আমাদের বাড়ির নম্বর জানে, স্যার হেনরি আমার পরামর্শ নিচ্ছেন তা জানে, রিজেন্ট স্ট্রিটে আমাকে ঠিক দেখতে পেয়েছে, বুঝেছে যে আমি গাড়ির নম্বর নিয়ে গাড়োয়ানকে ঠিক খুঁজে বের করবো আর তাই স্পর্ধা করে এ খবরটি পাঠিয়েছে। তোমাকে বলে রাখছি। ওয়াটসন এবারকার শত্রুটি আমাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

www.pathagar.com

লন্ডনে আমি কিস্তিমাত হয়ে গেলাম। ডেভনশায়ারে গিয়ে তোমার ভাগ্য যেন এর চাইতে ভালো হয়, এই কামনাই করি। কিন্তু এই বিষয়ে আমার মনটা কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কোন বিষয়ে?

তোমাকে পাঠানোর বিষয়ে। ব্যাপারটা বড়ই বিশ্রী, ওয়াটসন, বিশ্রী এবং বিপজ্জনক। যতোই দেখছি ততোই খারাপ বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, হে ভায়া! তুমি হাসতে পারো, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি যে আবার নিরাপদ আর সুস্থ অবস্থায় বেকার স্ট্রিটে তোমাকে ফিরে পেলে আমি খুবই খুশি হব।

ছয়

বাস্কারভিল হল

নির্দিষ্ট শনিবার দিন মার্লক হোমস ডা. ওয়াটসনকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নানারকম উপদেশ ও আদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন। হোমস বলেছিলেন—আমি চাই যে তুমি শুধু তথ্যগুলি যতোদূর সম্ভব পুরোপুরিভাবে আমাকে জানবে। আর আন্দাজ আর অনুমানগুলি করবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দেবে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী ধরনের তথ্য?

হোমস বলেছিলেন—এই ব্যাপারটার সঙ্গে বিন্দুমাত্রও যার সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন যে কোনও তথ্য। এই যুবক বাস্কারভিলের সঙ্গে তাঁর প্রতিবেশীদের সম্পর্ক, আর স্যার চার্লসের মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোনও নতুন কথা এই দুই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। গত কয়েকদিনে আমিও কিছু কিছু খোঁজ খবর নিয়েছি, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল পাইনি। শুধু একটা কথা ঠিক বলে মনে হয়। সেটা হচ্ছে এই যে, এর পরে যিনি উত্তরাধিকারী, সেই মি. জেমস ডেসমন্ড একজন অতি অমায়িক স্বভাবের বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সুতরাং এইসব উৎপাত উৎপীড়ন তাঁর দ্বারা হচ্ছে না। আমি বাস্তবিক মনে করি যে তাঁকে আমাদের হিসেব থেকে একেবারে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কাজেই বাকি রইল শুধু সেইসব লোক যারা ওই প্রান্তর অঞ্চলে স্যার হেনরির আশেপাশে থাকা।

প্রথমেই এই ব্যারিমোর দম্পতিকে সরিয়ে দেয়া ঠিক হবে না কি?

কক্ষোণো না। তার চেয়ে বড় ভুল আর কিছু হতে পারেনা। কারণ তারা যদি নির্দোষ হয়, তাহলে এটা একটা নিষ্ঠুর অবিচার হবে, আর যদি তারা দোষী হয় তাহলে এটা প্রমাণ করার সুযোগ একেবারে নষ্ট করা হবে। না, না, আমাদের সন্দেহের পাত্রদের ফর্দে এদের এখন রেখে দেয়া যাক। হলে একজন সহিস আছে, না? আর প্রান্তরে দুজন চাষী আছে, আমাদের ডাক্তার মর্টিমার আছেন। তাঁকে আমার পুরোপুরি সৎলোক বলেই মনে হয়। তবে, তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে আমরা কিছু জানি না। আর আছেন এই প্রকৃতিবিজ্ঞানী স্টেপলটন। তাঁর বোনটি শুনেছি অল্পবয়সী, চেহারাও তার নাকি চটকদার। তারপর আছেন ল্যাফটার হল-এর মি. ফ্রাঙ্কল্যান্ড। ইনিও না জানা চিড়িয়া। অন্য দুই একজন প্রতিবেশীও আছেন। এইসব লোকই হবে তোমার বিশেষ মনোযোগের পাত্র।

আমি যথাসাধ্য করব, ওয়াটসন বললেন।

হোমস মনে করিয়ে দিলেন—অস্ত্র সঙ্গে নিয়েছ?

হ্যাঁ, ভাবলাম যে নেওয়া ভালো।

খুবই ঠিক করেছ। দিনরাত রিভলভারটা সঙ্গে রেখো। সদা সর্বদা সর্তক থাকবে, একটুও ঢিলেমি কোরো না।

হেনরিরা একখানা ফার্স্টক্লাস কামরা পেয়ে গেছিলেন। তাঁরা ওয়াটসনদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

হোমসের প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার মর্টিমার বললেন—না, আর কোনও রকমের কোনও খবর আমরা পাই নি।

www.pathagar.com

তবে, একথা জোর করে বলতে পারি যে গত দুই দিনের মধ্যে কেউ আমাদের পিছু নেয় নি। আমরা ভালো করে না দেখে শুনে কখনোই বেরোই নি। তেমন কেউ থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম।

আপনারা সব সময় একসঙ্গে থেকেছেন তো? হোমসের প্রশ্ন।

ডাক্তার মর্টিমার বললেন—শুধু কাল বিকেলটা বাদে। শহরে এলে আমি সাধারণত একটা দিন স্ফূর্তি করে বেড়াই, তাই কাল কলেজ অব সার্জেনসের মিউজিয়মে কাটিয়েছি।

বাস্কারভিল বললেন—আর আমি পার্কে গিয়েঢ লোকজন দেখলাম কিন্তু তাতে কোনও মুশকিল কিছু হয়নি।

হোমস মাথা নেড়ে, মুখ গম্ভীর করে বললেন—তবুও এটা খুব অবিবেচনার কাজ করেছেন। আমি আপনাকে আবারও অনুরোধ করছি স্যার হেনরি, কখনো একা একা বেরোবেন না। যদি তা করেন তাহলে ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা।—আচ্ছা, আপনার অন্য বুটটা পেয়েছেন কি?

না, জনাব, সেটা ঘুচে গেছে জন্মের মতো।

বটে! এ তো মজার কথা! আচ্ছা, বিদায়—হোমস এই কথা বলতে বলতে গাড়ি ছেড়ে দিল। প্ল্যাটফর্ম ধরে চলতে চলতে তিনি বলতে লাগলেন, স্যার হেনরি, ডাক্তার মর্টিমার যে অদ্ভুত প্রাচীন কিংবদন্তীর কথা আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন, তার একটা অংশ মনে রাখবেন—"গভীর নিশীথে যখন পাপ গ্রহের ক্ষমতা প্রবলতর হইয়া ওঠে তখন প্রান্তরকে এড়াইয়া চলিও।"

ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে অনেকটা দূরে এসে পড়েছে তখন একবার ওয়াটসন ফিরে তাকালেন। দেখা গেল, হোম্‌সের দীর্ঘ একহারা মূর্তি নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটির দিকে তাকিয়ে।

ট্রেন বেশ দ্রুত চলছিল, দিব্যি ওয়াটসনরা আরামে চলছিলেন। সঙ্গীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করে আর ডাক্তার মর্টিমারের কুকুরটির সঙ্গে খেলা করে ওয়াটসন সময় কাটাতে লাগলেন।

কয়েক ঘন্টা পরেই লাল মাটি দেখা গেল। ইঁটের বদলে গ্রানাইট পাথরও দেখা দিল। বেড়া ঘেরা মাঠে লাল গোরু চরতে দেকা গেল। ঘাস আর গাছপালার প্রাচুর্য দেখে বেশ বোঝা গেল এখানকার মাটির উর্বরতা ও আর্দ্রতা দুই-ই বেশি। যুবক বাস্কারভিল আগ্রহভরে জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগলেন, ডেভনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে পুরোনো চেনা কিছু দেখতে পেলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে লাগলেন।

ডাক্তার ওয়াটসন, এ জায়গা ছেড়ে যাবার পর আমি পৃথিবীর বহু জায়গা দেখেছি, কিন্তু এর সঙ্গে কারও তুলনা হয়না।

ওয়াটসন বললেন—ডেভনশায়ারে এমন লোক দেখিনি যে তার নিজের জেলার গুণ না গায়!

ডাক্তার মর্টিমার বললেন—সেটা জেলার গুণে যতোটা না হয়, তার চেয়ে বেশি হয় মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যে। আমাদের এই বন্ধুটির দিকে এক নজর দেখলেই সেল্টজাতের গোল মাথা বলে মনে হবে—এ জাতের মাথার মধ্যে থাকে সেল্টদের উৎসাহ আর আসক্তি। হতভাগ্য স্যার চার্লসের মাথাটি ছিল বিরল এক ধরনের—তার লক্ষণগুলি অর্ধেক গেলিক, অর্ধেক আইভানিয়ান। আচ্ছা, আপনি যখন শেষবার বাস্কারভিল হল দেখেন তখন তো আপনি খুব ছোট ছিলেন, না?

স্যার হেনরি বললেন—আমার বাবা যখন মারা যান, আমার বয়স তখন তেরো—চোদ্দ হবে। তিনি বরাবর দক্ষিণ উপকূলে একটি ছোট বাড়িতে থাকতেন বলে আমি কখনও হলটা দেখি নি। সেখান থেকেই আমি চলে যাই আমেরিকার এক বন্ধুর কাছে। আপনাদের বলতে পারি যে এসব জায়গা ডাক্তার ওয়াটসনের কাছেও যেমন, আমার কাছেও তেমন নতুন। প্রান্তরটা দেখার জন্যে আমি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছি।

www.pathagar.com

তাই নাকি? আপনার সাধ হলে সহজেই মেটানো যাচ্ছে। ওইতো, ওই দেখুন, ওই সেই প্রান্তর। এই বলে ডাক্তার মর্টিমার কামরার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন।

ছক কাটা, সবুজ ক্ষেতগুলির ওপারে, বনের নিচু আঁকা বাঁকা মাথার পরে, দূরে জেগে উঠল একটি ধূসর বিষাদ ভরা পাহাড়ের দৃশ্য। তার চূড়াটা অদ্ভুত ভাঙাচোরা ধরনের। স্বপ্নে দেখা কোনও উদ্ভট ভূ দৃশ্যের মতোই তা অস্পষ্ট আর অবর্ণনীয়। বাস্কারভিল অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তাঁর চোখ ওই পাহাড়ের দিকে। তাঁর আগ্রহভরা মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এই প্রথম দেখাটা তাঁর কাছে কতো তাৎপর্যপূর্ণ। এই সেই না-দেখা জায়গা, যেখানে তাঁর বংশের লোকেরা দীর্ঘকাল প্রভুত্ব করে এসেছেন। এবং তাঁদের চিহ্ন এতো গভীরভাবে রেখে গিয়েছেন। সাধারণ একটা ট্রেনের কামরার এক কোণে তিনি বসে আছেন, পরণে তাঁর ট্যুইর্ডের সুট, মুখে আমেরিকান কথার টান। তখন তাঁর রোদে পোড়া ভাবপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে ওয়াটসনের খুবই মনে হতে লাগল যে ইনি সেই অভিজাত দুর্দান্ত, প্রভুত্বপরায়ণ পুরাতন বংশেরই একজন সত্যিকারের বংশধর। তাঁর ঘন ভুরুতে নাকের সুকুমার গঠনে আর বড় বড় বাদামি চোখে ফুটে উঠছিল গর্ব, বীরত্ব আর শক্তির পরিচয়। ওই ভীষণ প্রান্তরে যদি আমাদের কোনো কঠিন আর বিপজ্জনক অভিযানে যেতে হয়, তাহলে ইনি এমন একজন সঙ্গী যাঁর জন্যে সাহস করে একটা বিপদের ঝুঁকি এই ভরসায় নেওয়া চলে যে, ইনি নিশ্চয়ই বীরের মতোই সেই বিপদে অংশ নেবেন।

ট্রেন একটা ছোট স্টেশনে থামলে ওয়াটসনরা সেখানে নামলেন। বাইরে নীচু সাদা রং-এর বেড়ার ওপারে একটা টাট্টু ঘোড়ার জুড়িগাড়ি দাঁড়িয়েছিল। দেখা গেল যে আমাদের আসাটা একটা মস্ত ঘটনা। কেননা স্টেশন মাস্টার থেকে আরম্ভ করে কুলিরা পর্যন্ত সবাই এসে মালপত্র ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, গেটের পাশে কালচে উর্দিপরা দুজন সৈন্যের মতো লোক খাটো রাইফেলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওয়াটসনরা পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওয়াটসনদের দিকে তাকাল। জুড়ি গাড়ির কোচম্যানটির মুখে যেন একটা কঠিনভাব। সে ছোটখাটো চেহারায় অদ্ভুত ভঙ্গিতে স্যার হেনরিকে সেলুট করল। এরপর ওয়াটসনরা গাড়িতে চওড়া সাদা রাস্তা ধরে ছুটে চললেন। দুই পাশের উঁচু নিচু গোচারণভূমি ক্রমেই উঁচু হয়ে যাচ্ছিল, আর পুরোনো ঢালু ছাদওয়ালা বাড়ি মাঝে মাঝে ঘন সবুজ গাছপালার ভিতর দিয়ে উঁকি মারছিল। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রাম অঞ্চলের পেছনেই বরাবর মাথা তুলে রয়েছে সেই প্রান্তরের সুদীর্ঘ, অসমান, বিষাদপূর্ণ সীমারেখা—অপরাহ্ণ আকাশে কালো ছায়ার মতো। তার মাঝে মাঝে এবড়ো খেবড়ো অলক্ষুণে যতো সব পাহাড়!

গাড়ি যেতে যেতে একটা পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। অনেক শতাব্দী ধরে গাড়ি চলার ফলে গভীর চাকার দাগের ওপর দিয়ে ওঁরা ক্রমেই ঢালু চড়াই বেয়ে উঠতে লাগলেন। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় কালচে ব্রাকেন আর চিত্রবিচিত্র ব্রাম্বল গাছ চকচক করছিল। ক্রমে উঠতে উঠতে সরু একটা গ্র্যানিট পাথরের পোল পার হয়ে ওরা নদীর ধারের পথ ধরলেন। নদীটা ধূসর পাথরের চাঁইয়ের ভিতর দিয়ে গর্জন করতে করতে ফেনিয়ে উঠে বেগে বয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। ছোট ওক এবং ফার গাছে ভরা একটি উপত্যকার মধ্যে দিয়ে পথ। জলস্রোত ক্রমেই উঁচু দিক থেকে আসছে দেখা গেল। পথের প্রতিটি বাঁক-এ বাস্কারভিলের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি আগ্রহভরে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে অসংখ্য প্রশ্নও করতে লাগলেন। তাঁর চোখে সবই সুন্দর মনে হচ্ছিল। ওয়াটসন লক্ষ করলেন প্রকৃতিতে পাতা ঝরাবার চিহ্ন স্পষ্ট। বর্ষশেষ গ্রাম অঞ্চলের প্রকৃতি যেন বিষাদমূর্তি ধারণ করতে চলেছে। হলদে ঝরা পাতায় পথ ছেয়ে গেছে, এমন কি এখন আমাদের যাওয়ার সময় আমাদের উপরেও পাতা ঝরে পড়ছে। পচতে শুরু করেছে এমন গাছ পাতার ওপর এসে পড়তেই গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দ মিলিয়ে গেল। ওয়াটসনের মনে হচ্ছিল বাস্কারভিল বংশের উত্তরাধিকারীর ফিরে আসার পথে প্রকৃতি দেবী যেন তাঁর দুঃখের উপহার বিছিয়ে দিলেন।

আরে! ডাক্তার মর্টিমার চেঁচিয়ে বললেন—এ আবার কী?

সামনে একটা ঢালু চড়াই, হীথ ভরা জমি। সেটা প্রান্তরের একটা বেরিয়ে আসা প্রান্ত।

www.pathagar.com

তারই মাথায় পাদপীঠের ওপরে অশ্বারোহী মূর্তির মতো কঠিন আর সুস্পষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়ায় চড়া একজন সৈন্য। কালচে এবং কঠোর তার আকৃতি, বন্দুক হাতের ওপর উঁচিয়ে সে প্রস্তুত হয়ে আছে। ওয়াটসনরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার ওপর তার সর্তক দৃষ্টি।

ডাক্তার মর্টিমার জিজ্ঞাসা করলেন—পার্কিন্‌স্, এ কী?

কোচম্যানটি একটু নড়ে চড়ে পিছন দিকে ঘুরে বলল—আজ্ঞে, প্রিন্সটাউন থেকে একজন আসামী পালিয়েছে। আজ তিন দিন হল, সে ধরা পড়ে নি। পাহারাওয়ালা তাই সব রাস্তা আর সব স্টেশন পাহারা দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত তার কোনো পাত্তা পাওয়া যায় নি। এদিককার চাষীরা সত্যিই বেশ ঘাবড়ে গেছে।

আচ্ছা, শুনেছি যে খবর দিতে পারবে সে পাঁচ পাউন্ড পাবে?

আজ্ঞে, ঠিকই শুনেছেন আপনি। কিন্তু গলাটা কাটা যাবার ভয়ের কাছে পাঁচ পাউন্ড লাভের লোভটা কি এতোই বড়? এই লোকটা একটা সাধারণ আসামী নয় কর্তা। এ সব করতে পারে, কিছুতেই পেছপা য় না!

লোকটা এমন কে?

এ হল সেলডেন, নটিংহিলের খুনী।

ঘটনাটা ওয়াটসনের পরিষ্কার মনে পড়ে গেল। কেননা, এই হত্যাকারীর সমস্ত কাজের মধ্যেই এমন একটা বেপরোয়া পাশবিকতা ছিল, আর খুনটার মধ্যে এমন অদ্ভুত হিংস্রতা প্রকাশ পেয়েছিল যে এই ব্যাপারে হোমস তখন বেশ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তার আচরণ এতো দূর নৃশংস ছিল যে মাথার ঠিক নেই সন্দেহে তার প্রাণদণ্ড মুকুব করা হয়।

গাড়ি এবার একটা চড়াইয়ের মাথায় এল। সামনে দেখা গেল সেই প্রান্তরের বিশাল বিস্তৃতি। শিলাস্তূপ আর টিলা এখানে সেখানে ইতস্তত ছড়ানো। সেদিক থেকে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া এসে ওয়াটসনদের একটু কাঁপুনি লাগিয়ে দিল। ওই জনহীন প্রান্তরেরই কোথাও সেই পৈশাচিক লোকটা ঘাপটি মেরে বসে আছে। বন্যপশুর মতোই সে কোনো একটা গর্তে লুকিয়ে—যে মনুষ্যসমাজ থেকে সে বিতাড়িত সেই সমস্ত মানুষ জাতের ওপরেই জিঘাংসায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে আছে। এই তৃণ শস্যহীন অনুর্বর ভূমি, শীতল বায়ু এবং প্রায় অন্ধকার আকাশ যে অশুভ সূচনা করছিল, তা পূর্ণ করতে শুধু এইটুকু যেন বাকী ছিল। বাস্কারভিল পর্যন্ত চুপ হয়ে গেলেন। আর তাঁর ওভারকোটটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন ভালো করে।

উর্বর ভূমিকে নিচে ফেলে ওয়াটসনরা আবার এগিয়ে চললেন। ডুবু ডুবু সূর্যের বাঁকা আলোর রেখা জলস্রোত গুলিকে সোনালি সুতোয় পরিণত করেছে, আর নতুন চষা লাল মাটির আর বনভূমির প্রশস্ত জটাজালের ওপর চকচক করছিল। বড় বড় পাথরের চাঁই সাজানো—ছড়ানো। আর ময়লা সবুজ রং-এর চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে ওয়াটসনদের সামনের পথটা ক্রমেই নিস্তব্ধ ও বন্য হতে লাগল। কচ্চিৎ প্রান্তর অঞ্চলের এক আধটা কুটরি দেখা যাচ্ছিল। যার পাশ দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছিল, সেইসব কুটিরের দেওয়াল আর ছাদ সবই পাথরের। হঠাৎ ওয়াটসনরা নিচে তাকিয়ে একটা বাটীর মতো নিচু জায়গা দেখতে পেলেন, তার এখানে-সেখানে অপুষ্ট ওক এবং ফার গাছ বছরের পর বছর প্রবল ঝাপটা সয়ে কুঁকড়ে আর নুয়ে রয়েছে। গাছের ওপর মাথা তুলে রয়েছে দু'টো উঁচু সরু মিনার। কোচ্‌ম্যান তার চাবুক দিয়ে সেদিকে দেখাল।

সে বলল—"বাস্কারভিল হল।"

বাড়ির মালিক উঠে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন—তাঁর গাল লাল হয়ে উঠেছে, দুই চোখ ঝকঝক করছে। কয়েক মিনিট পরেই ওয়াটসনরা হল-এর দেউড়িতে এসে পৌঁছোলেন। গেট দুটো পেটানো লোহার তৈরি। থামের গায়ে শ্যাওলার ছোপ। আর গেটের মাথায় বরাহমুণ্ড বাস্কারভিলদের প্রতীক। পাশে দারোয়ানের ঘরটা ভেঙে পড়ে রয়েছে—কালো গ্র্যানাইট পাথর আর ফাঁকা কড়ি-বরগার পাঁজর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তারই সামনে একটা ছোট অর্ধেক বানানো ঘর রয়েছে—সেটা স্যার চার্লসের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা ঐশ্বর্যের প্রথম ফল।

দেউড়ির ভিতর দিয়ে ঢুকে ওয়াটসনরা গাছপালার মাঝখান দিয়ে চওড়া রাস্তা ধরে

www.pathagar.com

চললেন। এখানে আবার গাড়ির চাকার শব্দ পাতার মধ্যে ডুবে গেল, পুরোনো গাছগুলো ডালপালা মেলে তাদের মাথার ওপর যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করল। তার দূর প্রান্তে একটা প্রেতের মতো আবছাভাবে দেখা দিল বাড়িটা। দীর্ঘ অন্ধকার পথে তার দিকে তাকিয়ে বাস্কারভিল শিউরে উঠলেন।

তিনি নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—এইখানেই কি?

না, না, ইউ—বীথিটা ওদিকে।

মুখ অন্ধকার করে নতুন মালিক চারদিকে তাকালেন।

এরকম একটা জায়গায় জ্যাঠামশায় যে বিপদের আশঙ্কা করবেন, সেটা কিছু আশ্চর্য নয়! যে-কোনো লোককে ভয় পাইয়ে দিতে পারে এ জায়গাটা। আমি ছ-মাসের মধ্যে এখানে একসারি ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করবো। বাড়ির ঠিক সদর দরোজায় যখন হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলবে তখন আপনারা আর একে চিনতে পারবেন না!

রাস্তার মুখটা ছড়িয়ে পড়ে একটা চওড়া ঘাস জমির ওপর গিয়ে পড়ল। পড়ন্ত আলোয় দেখা গেল যে বাড়ির মাঝখানটা খুব ভারী করে তৈরি আর তা থেকে একটা গাড়ি বারান্দা বেরিয়ে রয়েছে। সামনের দিকটা পুরোটাই আইভি লতায় ঢাকা। মাঝখানকার অংশটা থেকেই সেই মিনার দু'টো মাথা তুলেছে—সেগুলো খুবই প্রাচীন। তাদের গায়ে অনেক ঘুলঘুলি। এগুলোর ডান দিকে আর বাঁদিকে কালো গ্র্যানাইটের কিছু আধুনিক গাঁথনি। ভারী গারদ দেওয়া জানলার ভিতর দিয়ে মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। ঢালু উঁচু-কোণওয়ালা ছাদের থেকে কয়েকটা চিমনি উঠেছে, তা থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। স্বাগত, স্যার হেনরি! বাস্কারভিল হল-এ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

গাড়ি-বারান্দার ছায়া থেকে একটি দীর্ঘকায় লোক বেরিয়ে এসে গাড়ির দরোজা খুলে দিল আর হলঘরের হলদে আলোর সামনে অন্ধকার এক নারীমূর্তি দেখা গেল। স্ত্রীলোকটি বাইরে এসে লোকটিকে আমাদের মালপত্র নামাতে সাহায্য করতে লাগল।

ডাক্তার মর্টিমার বললেন—স্যার হেনরি, আমি সোজা বাড়ি গেলে আপনি কিছু মনে করবেন না তো? আমার স্ত্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন কি না?

বা. কিছুক্ষণ এখানে বসুন না। আর কিছু খেয়ে টেয়ে নিন। কতো পথের ধকল হল।

ডা. মর্টিমার বললেন—না, না ওসব ভদ্রতার দরকার নেই। আমাকে যেতেই হচ্ছে। গিয়ে হয়তো দেখব অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। আপনাকে বাড়িটা দেখিয়ে দেবার জন্যে থাকতে পারতাম, কিন্তু ব্যারিমোরই ভালোকরে দেখিয়ে দিতে পারবে। আচ্ছা, চলি তাহলে। দরকার হলেই ডেকে পাঠাতে কোনো সংকোচ করবেন না। রাতে দিনে যখন খুশি প্রয়োজন হলেই ডাকবেন।

ডাক্তার মর্টিমারের গাড়ি চাকার আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই স্যার হেনরি ও ডা. ওয়াটসন হলঘরে ঢুকলেন। তাদের পেছনের ভারী দরোজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরখানা চমৎকার, মস্ত বড় উঁচু মোটা মোটা ওক কাঠের ঘন ঘন করে বসানো কড়ি কাঠ পুরোনো হয়ে কালো হয়ে গেছে। সেকেলে ধরনের প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে উঁচু লোহার পায়ার পেছনে কাঠের আগুনে পটপট চটচট শব্দ হচ্ছিল।

স্যার হেনরি আর ওয়াটসন আগুনের দিকে হাত বাড়ালেন। তাদের হাত ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে এসেছিল। চারদিকে তাকাতেই তাঁরা দেখতে পেলেন,—পুরোনো রঙিন কাচের সরু উঁচু জানলা, ওক কাঠ দিয়ে মোড়া দেওয়াল, কতোগুলো হরিণের মাথা, দেওয়ালে টাঙানো পারিবারিক প্রতীক, সব কিছুই ছাদের মাঝখানকার বাতিটার চাপা আলোয় অস্পষ্ট আর বিষাদমলিন বোধ হতে লাগল।

স্যার হেনরি বললেন, যেরকমটা ভেবেছিলাম বাড়িটা ঠিক সেই রকমই মনে হচ্ছে। এই সেই হল, যেখানে পাঁচশো বছর ধরে আমাদের পরিবার বসবাস করে আসছে। ভাবতেই মনটা ভারী হয়ে আসে।

চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে তাঁর মুখ ছোটছেলেদের মতো উৎসাহে চিকচিক করে

www.pathagar.com

উঠল। তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে আলো পড়েছিল বটে, কিন্তু ঘরের দেওয়াল বেয়ে দীর্ঘ ছায়া নেমে এসেছিল। আর একটা ছায়া কালো চাঁদোয়ার মতো হয়ে তাঁর মাথার ওপরে দেখা যাচ্ছিল। ব্যারিমোর আমাদের মালপত্র ঘরে রেখে এসে ওয়াটসনদের সামনে দাঁড়াল। তার মুখের আদব কায়দা, কেতা-দুরস্ত ভৃত্যের মতোই। তার চেহারাটা বেশ দেখবার মতো! বেশ লম্বা আর মুখো হাসিটি লেগেই আছে। তার দাড়ি চৌকো করে ছাঁটা। তার মুখ চোখ বিশেষত্বপূর্ণ, ফ্যাকাসে রং-এর।

ভৃত্যটি বলল—আপনারা এখনই খাবেন কি স্যার?

স্যার হেনরি বললেন—খাবার তৈরি হয়ে গেছে?

ব্যারিমোর বলল—দুচার মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে স্যার। ঘরে গরম জল আছে দেখবেন। স্যার হেনরি, যে কদিন আপনি নতুন বন্দোবস্ত না করেন ততোদিন আমার স্ত্রী আর আমি আপনার কাছে আনন্দের সঙ্গেই থাকবো। কিন্তু বুঝতেই পারছেন তো, এখন নতুন অবস্থায় এ বাড়িতে অনেক চাকর বাকর রাখতে হবে।

নতুন অবস্থা কী রকম?

আমি শুধু বলতে চাইছিলাম, স্যার, যে স্যার চার্লস একা চুপচাপ থাকতেন বলে তাঁর কাজ শুধু আমাদের দিয়েই চলে যেত। কিন্তু স্বভাবতই লোকজনের আনাগোনা আপনি পছন্দ করবেন, তখন এখানকার গৃহস্থালির অদলবদল হবে।

তার মানে কি এই যে তুমি আর তোমার স্ত্রী এখান থেকে চলে যেতে চাও?

আপনার সুবিধা হলেই, স্যার। তার আগে নয়।

কিন্তু দেখো, তোমাদের সঙ্গে আমাদের বংশের সম্পর্ক কয়েক পুরুষের। সেই পুরোনো সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে এখানকার জীবন শুরু করতে হলে সেটা আমার খুবই খারাপ লাগবে।

ব্যারিমোরের সাদা মুখের ওপর আবেগের চিহ্ন দেখা দিল সে বলল—আমার মনেও সেটা লাগছে স্যার, আমার স্ত্ররি মনেও। কিন্তু সত্যি কথা বলছি স্যার, আমরা স্যার চার্লসের বড়ই ভক্ত ছিলাম। তাঁর মৃত্যুতে আমরা খুব আঘাত পেয়েছি। এখানকার সব কিছুই আমাদের তাই কষ্ট দিচ্ছে। একদম মন টিকছে না এখানে। বাস্কারভিল হলে থাকলে কিছুতেই শান্তি পাবো না।

কিন্তু তারপর তোমরা কী করবে ভেবেছ?

ভরসা আছে, স্যার, যে আমরা কোনও একটা ব্যবসা করে খেতে পারব। স্যার চার্লসের দয়ায় সে সঙ্গতি আমাদের হয়েছে। আচ্ছা, স্যার এখন বোধহয় আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

পুরোনো এই হলঘরটার মাথার দিকে চারপাশ জুড়ে কটা রেলিংওয়ালা ঝোলানো বারান্দায় গিয়ে উঠেছে দু'টো সিঁড়ি। হলঘরটা বাড়ির ঠিক মাঝখানে। এই অংশ থেকে বাড়িটার দুই প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছে দুটো বড় বারান্দা। সব শোবার ঘরগুলি তারই দু-পাশে। বাড়ির একই মহলে, খুব কাছাকাছি, বাস্কারভিলের আর ওয়াটসনের ঘর নির্দিষ্ট আধুনিক। দেওয়ালে আঁটা চকচকে কাগজ আর অসংখ্য মোমবাতির আলো দেখে এখানে এসে পৌঁছোবার পর ওয়াটসনের মনে যে বিষাদের ছাপ পড়েছিল তা খানিকটা দূর হল। কিন্তু হলঘরের গায়ে যে শুধু ছায়া আর থম থমে একটা ভাব। ঘরটা খুব বড়, তার একধার জুড়ে এক ধাপ উঁচু একটা চাতাল। সেখানে বাস্কারভিল পরিবারে লোকজনরা বসতো। আর নিচু জায়গাটায় বসতো তাদের চাকর-বাকররা। এক প্রান্তে মাথার ওপর একটা ঝোলানো বারান্দা, গাইয়ে বাজিয়েদের বসবার জায়গা। কালো কালো কড়িকাঠ ওয়াটসনদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে, তার ওপরে ধোঁয়ায় কালো ঘরের ছাদ। সেকালে যখন ভোজসভায় রং-চং আর অসভ্য হুল্লোড়ের মধ্যে অনেক জ্বলন্ত মশালের আলো জ্বলে উঠত, তখন হয়তো এই ঘরখানাকে এতো গম্ভীর আর থমথমে বলে মনে হতো না। কিন্তু এই যে ওয়াটসনরা কালো জামাপরা দুটি ভদ্রসন্তান একটি মাত্র বাতির আলোর তলায় বসেছি, আপনা থেকেই গলার আওয়াজ নেমে আসছে আর মনটা কেমন নুয়ে পড়ছে। এলিজাবেথের আমলের নাইট থেকে শুরু করে রিজেন্সি আমলের শৌখিন নাগর পর্যন্ত নানা ধরনের পোষাক পরা পূর্বপুরুষদের একসারি অস্পষ্ট ছবি ওপর থেকে

www.pathagar.com

যেন তাদের নিরুৎসাহ করে দিল। বেশী কথা হল না। খাওয়া শেষ হলে ওয়াটসন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সেখান থেকে ওয়াটসনরা আধুনিক একটা বিলিয়ার্ড রুমে এসে সিগারেট টানতে লাগলেন।

স্যার হেনরি বললেন—এ জায়গাটা বিশেষ প্রফুল্ল বলে মনে হচ্ছে না। পরে হয়তো নিজেকে এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু এখন এখানে নিজেকে বেমানান বলে মনে হচ্ছে। এরকম একটা বাড়িতে একেবারে একা বাস করে জ্যাঠামশায়ের মনটা যে অস্থির হয়ে উঠেছিল, তা খুবই স্বাভাবিক। যাই হোক, চলুন সকাল সকাল শুয়ে পড়ি। সকালবেলা হয়তো আর তেমন খারাপ লাগবে না।

শোওয়ার আগে ওয়াটসন জানলার পর্দা সরিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকালেন। সদর দরোজার সামনে যে ঘাস জমি, এ জানলাটা তারই ওপরে। তার ওপারে, উঠতি হাওয়ায় দুটো গাছের ঝাড় দুলছে আর আর্তনাদ করছে। চলন্ত মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ মাঝে মাঝে উঁকি মারছিল। সেই আলোয় গাছগুলোর ওপরে অনেক দূরে ভাঙা ভাঙা পাহাড় দিয়ে ঘেরা নিরানন্দ সেই প্রান্তরের দীর্ঘ, নত, বক্র প্রান্তরেখা। পর্দাটা টেনে দিলেন ওয়াটসন। ওয়াটসন ক্লান্ত ছিলেন। তবুও তার চোখে ঘুম আসছিল না। অস্থির হয়ে বারবার এপাশ ওপাশ করছিলেন তিনি। বহু দূরে একটা শব্দ করা ঘড়ি পনেরো মিনিট অন্তর ঢং ঢং করে বাজছিল। আর পুরোনো বাড়িটার ওপর যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা, নেমে এল। তারপর হঠাৎ, গভীর রাতের বুক চিরে অস্পষ্ট একটা শব্দ শোনা গেল। সেটা একটা স্ত্রীলোকের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। দম্ আটকানো একটা চাপা আর্তনাদ—চেপে রাখা যাচ্ছে না এমন দুঃখ বুকফাটা মানুষের নাভিশ্বাসের মতো শব্দ। আওয়াজটা যে বেশি দূর থেকে আসছিল তা নয়, এই বাড়িরই কোথা থেকে আওয়াজটা নিশ্চিত আসছিল। আধঘণ্টাখানেক ধরে ওয়াটসন তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সর্তক করে অপেক্ষা করলেন—কিন্তু সেই ঘড়িটার শব্দ আর দেওয়ালে আইভি লতার খসখস শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না।

সাত

মেরিপিট হাউসের স্টেপলটন পরিবার

পরদিন সকালে স্যার হেনরি আ ডা. ওয়াটসন যখন প্রাতরাশ করতে বসলেন তখন গরাদ দেওয়া উঁচু জানলাগুলি থেকে রোদ এসে ঘর ভরে ফেলেছিল। আগের দিনের বিষাদগ্রস্ত ভাব অনেকটা মন থেকে মুছে গেল। দেয়ালমোড়া কালো কাঠে সোনালি আলো লেগে ব্রোঞ্জের মতো ঝক ঝক করে উঠছে। তখন ভাবা শক্ত হয়ে পড়ল যে গত রাত্রে এই ঘরখানাই তাদের মনকে অতোটা মুষড়ে দিয়েছিল।

স্যার হেনরি বললেন—দোষটা বোধ হয় আমাদেরই—বাড়িটার নয়। অতোটা পথ আসতে ক্লান্ত হয়ে আর ঠাণ্ডায় জমে যাওয়াতেই জায়গাটাকে খারাপ লেগেছিল। এখন আবার সুস্থ আর তাজা হয়ে উঠেছেন বলে সব কিছু আনন্দময় বলে মনে হচ্ছে।

ওয়াটসন বললেন—তা হলেও সেটার যে সবটাই কাল্পনিক ছিল তা নয়। যেমন ধরুন, রাত্তিরে কে একজন—বোধহয় কোনো স্ত্রীলোক—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল, শুনেছিলেন কী?

স্যার হেনরি বললেন—আশ্চর্য তো! আধো ঘুমের মধ্যে আমারও একবার মনে হয়েছিল যেন ওই ধরনের কিছু একটা শুনলাম। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কান পেতে থেকেও আর সেটা শুন্তে না পেয়ে ঠিক করলাম যে ওটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

ওয়াটসন বললেন—আমি সেটা স্পষ্ট শুনেছি। সেটা যে সত্যিই কোনো স্ত্রীলোকের চাপা কান্না, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।

এখনই সে বিষয়ে খোঁজ করা দরকার।

ঘণ্টা বাজিয়ে স্যার হেনরি ব্যারিমোরকে জিজ্ঞেস করতেই, তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল! সে বলল—এ, এ বাড়িতে দুজন স্ত্রীলোক আছে স্যার হেনরি। একজন হল বাসন মাজার ঝি,

www.pathagar.com

সে অন্য মহলে শোয়। আর একজন হল আমার স্ত্রী। শব্দটা যে সে করে নি, সে কথা সে জোর দিয়েই বলতে পারে।

কিন্তু এটা তার মিথ্যা কথা, ওয়াটসন মনে করলেন। কারণ, প্রাতরাশের পরই ওয়াটসন হঠাৎ একবার বারান্দায় মিসেস ব্যারিমোরকে দেখতে পেলেন। রোদ একেবারে, তার মুখের ওপর পড়েছিল। তার চেহারা বড় সড়, মুখ ভাবলেশহীন, মুখের গড়ন ভারিক্কি। ঠোঁটে একটা স্থির কঠিন ভাব। তবে তার লাল চোখ, আর ফুলো ফুলো চোখের পাতার ভিতর দিয়ে তাকানো দেখেই বোঝা গেল যে সেই-ই রাত্রিরে কেঁদেছিল এবং সে-কথা তার স্বামী নিশ্চয়ই জানে। অথচ ব্যারিমোর ধরা পড়বার ঝুঁকি নিয়েও মিথ্যে কথা বলছে কেন? কেনই বা তার বউ এতো করুণভাবে কাঁদছিল? বিবর্ণ মুখ, সুশ্রী, কালোদাড়িওয়ালা এই লোকটিকে ঘিরে এর মধ্যেই খানিকটা রহস্য আর অন্ধকার জমে উঠেছে। সেই-ই স্যার চার্লসের মৃতদেহ প্রথম দেখতে পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগেকার ঘটনাগুলি সম্বন্ধে শুধু তারই মুখের কথা ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নেই। ওয়াটসন ভাবতে থাকলেন।

শেষপর্যন্ত তবে কি রিজেন্ট স্ট্রিটে ভাড়াটে গাড়িতে তাদের দেখা সেই লোকটি এই ব্যারিমোরই? দাড়িটা তো একই রকম। গাড়োয়ান লোকটাকে একটু বেঁটে বলে বর্ণনা করেছিল। কিন্তু তার ধারণা ভুল হওয়া আশ্চর্য নয়। ওয়াটসন ভাবছিলেন—এ প্রশ্নটার একটা পাকাপাকি মীমাংসা কী করবেন? দেখা যাচ্ছে যে, ওয়াটসনের প্রথম কাজ হল গ্রিমপেন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে জেনে নেওয়া যে, সেই টেলিগ্রামখানা সত্যি সত্যিই ব্যারিমোরের নিজের হাতে দেওয়া হয়েছিল কিনা। যে উত্তরই পান না কে, অন্তত বন্ধুবর হোমসকে লিখে পাঠানোর মতো মশলা কিছু পাবেন।

চা খাবার পর স্যার হেনরির অনেক কাগজপত্র দেখবার ছিল। কাজেই ওয়াটসনের বেরোবার সুবিধে হল। প্রান্তরের রাস্তা ধরে বেশ আরামে মাইল চারেক এসে একটা ছোট্ট গাছপালা বিরল গ্রামে ঢুকে পড়লেন ওয়াটসন। সব বাড়ির ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল দুটি বাড়ি। একটি ডাক্তার মর্টিমারের অপরটি গ্রামের সরাইখানার। পোস্ট মাষ্টারমশাই-এর একটা মুদিখানার দোকানও ছিল। টেলিগ্রামখানার কথা তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল।

পোস্টমাস্টারটি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়! টেলিগ্রামটি যেমনভাবে দেবার কথা ছিল ঠিক তেমনি করেই ব্যারিমোরকে দেওয়া হয়েছিল বৈকি!

কে সেটা দিয়ে এসেছিল?

আমার ছেলে। এই যে জেমস, গত সপ্তাহে তুমি হল-এ গিয়ে ব্যারিমোরকে সেই টেলিগ্রামখানা দিয়ে এসেছিলে তো?

হ্যাঁ, বাবা আমি দিয়েছিলাম।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—তার হাতেই?

দেখুন, তিনি তখন উপরে ছিলেন, তাই আমি নিজে তার হাতে ওটা দিতে পারিনি। তবে, টেলিগ্রামটা আমি মিসেস ব্যারিমোরকে দিয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন, তক্ষুণিই সেটা দিয়ে দেবেন।

ওয়াটসন বললেন—মি. ব্যারিমোরকে তুমি দেখেছিলে কি?

আজ্ঞে না। বললাম তো, উনি উপরে ছিলেন।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—যদি না দেখে থাকো তো তাহলে কি করে জানলে তুমি যে তিনি উপরে আছে?

পোস্টমাস্টার তখন বিরক্তভাবে বললেন—দেখুন, সেকথা তাঁর স্ত্রীর না জানবার কথা নয়। কেন, টেলিগ্রামখানা তিনি কি পান নি? ভুল হয়ে থাকলে মি. ব্যারিমোর নিজেই যেন নালিশ করেন।

ওয়াটসন বেশ বুঝতে পারলেন—আর জিজ্ঞাসা করা বৃথা। হোমস অতো কৌশল করা সত্ত্বেও—সঠিক জানা গেলনা যে ব্যারিমোর সে সময় লন্ডনে ছিল কি না। ধরা যাক যে সে লন্ডনে ছিল—যদি এমন হয় যে একই ব্যক্তি স্যার চার্লসকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছিল

www.pathagar.com

আর তাঁর উত্তরাধিকারী ইংল্যান্ডে ফিরে আসা মাত্র তাঁর পেছনে লেগেছিল—তাহলে কী হয়? সেকি অন্যের চর হিসেবে কাজ করছে, না তার নিজেরই কোনো কুমতলব আছে? বাস্কারভিল পারিবারকে নির্যাতন করায় তার কি স্বার্থ থাকতে পারে? টাইটসের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে কাটা সেই অদ্ভুত সর্তক বাণীর কথা স্মরণ করলেন ওয়াটসন। সেটা কী তারই কাজ, না তার ফন্দি বানচাল করে দিতে চায় এমন কারও কাজ হওয়া সম্ভব? তার একমাত্র উদ্দেশ্য যা ভেবে পাওয়া যায় তা হচ্ছে স্যার হেনরি যেটার কথা বলছিলেন—মালিকদের ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিতে পারল ব্যারিমোরদের থাকবার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে যায়। কিন্তু যে, গভীর আর কৌশলী ষড়যন্ত্র এই যুবক বাস্কারভিলকে ঘিরে একটা অদৃশ্য জাল বুনে চলেছে, এরকম একটা ব্যাখ্যা মোটেই যথেষ্ট নয় তার পক্ষে। হোমস নিজেই বলেছেন যে তাঁর হাতে যতো রোমহর্ষক মামলা এসেছে তার একটাও এটার চেয়ে জটিল নয়। ধূসর নির্জন পথে ফিরে আসতে আসতে ওয়াটসন মনে মনে প্রার্থনা করলেন বন্ধুবর হোমস যেন শিগগিরই তাঁর কাজের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে এখানে চলে এসে তার ঘাড় থেকে এই গুরু দায়িত্বের ভার তুলে নেন।

হঠাৎ পেছনে দৌড়ে আসার শব্দ আর ওয়াটসনের নাম ধরে ঢাকা শুনে ওয়াটসনের ভাবনা বাধা পেল। ডাক্তার মর্টিমার ভেবে ওয়াটসন ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন যে অচেনা একজন লোক তার দিকে ছুটে আসছে। লোকটি ছোটখাটো, একহারা, চাঁচা-ছোলা ছিমছাম, চেহারার। তার চুল শনের মতো, চোয়াল পাতলা, বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশ, পরণে ছাই রংের স্যুট, আর মাথায় খড়ের টুপি। গাছপালার নমুনা রাখবার একটা টিনের বাক্স তার পিঠে ঝুলছে, আর এক হাতে রয়েছে প্রজাপতি ধরবার একটা সবুজ রঙের জাল।

ওয়াটসন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে এসে ভদ্রলোকটি বললেন, আমার বেয়াদপি মাফ করবেন ডা. ওয়াটসন। এখানে এই প্রান্তরে আমরা সবাই সাদামাটা মানুষ, কায়দাদুরস্তভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ধার ধারিনে। আমাদের দুজনেরই বন্ধু ডাক্তার মর্টিমারের কাছে আমার নাম শুনে থাকবেন। আমার নাম হল স্টেপলটন, আমি মেরিপিট হাউসে থাকি।

ওয়াটসন বললেন—আপনার জাল আর বাক্স দেখেই সে কথা বুঝেছি। কেননা আমি জানি যে মি. স্টেপলটন একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?

মিঃ স্টেপলটন বললেন—আমি ডাক্তার মর্টিমারের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম। আপনি তাঁর সার্জারির পাশ দিয়ে আসার সময় তিনি জানলা দিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিলেন। আমাদের একই রাস্তায় যেতে হবে তাই ভাবলাম, আপনাকে ডেকে নিয়ে আলাপ করতে করতে যাই। আশা করি ট্রেনের ধকলে স্যার হেনরির শরীর খারাপ হয়নি। ওয়াটসন বললেন—ধন্যবাদ তিনি ভালো আছেন।

মি. স্টেপলটন বললেন—আমাদের সকলেরই ধারণা হয়েছিল যে, স্যার চার্লসের শোচনীয় মৃত্যুর পর কোনো নতুন উত্তরাধিকারী হয়তো এখানে এসে তাকতে চাইবেন না।

এতো ধনী একজন লোককে এরকম একটা জায়গায় এসে নিজেকে বেঁধে রাখতে বললে বড়ই বাড়াবাড়ি করা হয় বটে, কিন্তু এই গ্রামাঞ্চলের পক্ষে সেটা যে কতো বড় একটা লাভ, সে কথা বলা বাহুল্য। আশা করি স্যার হেনরির কুসংস্কার মূলক কোলো ভয় নেই!

ওয়াটসন বললেন—আমার তো মনে হয় না।

এই পরিবারের অভিশাপ স্বরূপ সেই পৈশাচিক ডালকুত্তার কাহিনী আপনি অবশ্যই শুনেছেন?

তা শুনেছি।

এখানকার গ্রাম্যলোকেরা যে রকম সরল বিশ্বাসী যে রকমটা আর দেখা যায় না। তাদের মধ্যে অনেকে শপথ করে বলতে রাজি যে তারা ওই রকম একটা জানোয়ারকে প্রান্তরের ওপর দেখেছে।

ভদ্রলোকটি হেসে হেসে কথা বলছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর চোখ দেখে বুঝলাম যে

www.pathagar.com

ব্যাপারটাকে তিনি হাল্কা ভাবে নেননি—কাহিনীটা স্যার চার্লসের মনকে যেন একেবারে পেয়ে বসেছিল। সন্দেহ নেই যে তাতেই তাঁর এরকম শোচনীয় পরিণাম ঘটেছিল।

কী করে?

তাঁর নার্ভগুলি এতোই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, যে কোনও কুকুর দেখলেই তাঁর অসুস্থ হৃৎপিণ্ডের ওপর তার একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারতো। আমার মনে হয় শেষের সেই রাত্রে ইউবিথিতে সত্যিই তিনি সেই ধরনের একটা কিছু দেখেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল যে রকম একটা বিপদ ঘটতে পারে, কারণ আমি বৃদ্ধকে ভালোবাসতাম আর জানতাম যে তাঁর হার্ট খুব দুর্বল।

সেটা জানলেন কী করে? ওয়াটসনের প্রশ্ন।

মিঃ স্টেপলটন বললেন—বন্ধু মর্টিমার আমাকে বলেছিলেন।

আপনিও তাহলে মনে করেন যে, কোনও কুকুর স্যার চার্লসের পেছনে এসে পড়েছিল, আর তারই ফলে ভয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?

তার চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা আপনি দিতে পারেন কি?

আমি এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।

মি. শার্লক হোমস পেরেছেন কী?

কথাটা শুনে মুহূর্তের মধ্যে ওয়াটসনের দম আটকে গেল। কিন্তু মি. স্টেপলটনের মুখ আর স্থির দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল যে ওয়াটসনকে অবাক করবার কোনো মতলব তার নেই।

মি. স্টেপলটন বললেন—ডাক্তার ওয়াটসন, আপনাকে জানি না বলে ভাণ করা আমাদের পক্ষে বৃথা। আপনার ডিটেকটিভ বন্ধুটির কথা এখানেও পৌঁছেছে, এবং নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখে তাঁকে বিখ্যাত করে তোলা আপনার পক্ষে সম্ভব হয় নি। মর্টিমার আমাকে আপনার নাম বলবার সময় আপনার পরিচয় গোপন করতে পারেন নি। আপনি এখানে আসায় বোঝাই যাচ্ছে যে, এই ব্যাপারটাতে মি. শার্লক হোমস নিজে জড়িত আছেন। তাই, তাঁর মত কী সেটা জানতে আমি স্বভাবতই উৎসুক।

ওয়াটসন বললেন—আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার সাধ্য আমার নেই।

তিনি নিজে এসে দেখা দিয়ে আমাদের সম্মানিত করবেন কিনা, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি।

তিনি উপস্থিত লন্ডন ছেড়ে আসতে পারছেন না। কতোগুলি মামলা নিয়ে তিনি সাংঘাতিক ব্যস্ত আছেন।

মি. স্টেপলটন বললেন—তিনি এলে ভালো হত। তিনি এলে নিশ্চয়ই এখানের অন্ধকারের ওপর আলো ফেলতে পারতেন। যাই হোক, আপনার অনুসন্ধানের ব্যাপারে যদি আমি কোনোরকম কাজে লাগতে পারি, তাহলে আমাকে শুধু হুকুমটি করবেন। এমনকি, এখন আপনার সন্দেহ কোন কোন দিকে কিংবা আপনি কীভাবে অনুসন্ধান চালাতে চান তার একটা আঁচ পেলে হয়তো এখনই আপনাকে কোনও পরামর্শ দিতে বা সাহায্য করতে পারবো।

আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আমি শুধু আমার বন্ধু স্যার হেনরির সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছি, তাই আমার কোনোরকম সাহায্যের দরকার নেই।

চমৎকার! আপনার পক্ষে সতর্ক হওয়ার আর বুঝে বুঝে কথা বলাই ঠিক। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমি অন্যায়ভাবে অনধিকার চর্চা করতে গেছিলাম। তার জন্যে ধমকানি দিয়ে ঠিকই করেছেন। কথা দিচ্ছি যে আর কখনও এ প্রসঙ্গ তুলবো না।

ওয়াটসনরা এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছিলেন যেখানে একটা সরু ঘাসের রাস্তা বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকাভাবে প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। ডানদিকে একটা পাথরের চাঁই ছড়ানো খাড়া পাহাড়। তার খাঁজে খাঁজে নানারকম আগাছা জন্মেছিল। দূরের একটা চড়াইয়ের ওপর পালকের মতো খানিকটা ছাইরঙা ধোঁয়া ভাসছিল।

মি. স্টেপলটন বললেন—এই রাস্তায় খানিকটা গেলেই আমাদের মেরিপিট হাউস। ঘণ্টাখানেক সময় যদি দিতে পারেন, তবে চলুন না! আমার বোনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতে পারলে সুখী হব।

www.pathagar.com

প্রথমে ওয়াটসন ভাবরেন যে তার স্যার হেনরির কাছাকাছিই থাকা উচিত। কিন্তু তখনই তার মনে পড়ে গেল তাঁর পড়ার টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র আর বিলের গাদার কথা। সেগুলোর ব্যাপারে তাঁকে আমি কোনও সাহায্য করতে পারবো না। তাছাড়া হোমসও ওয়াটসনকে আসবার সময় বিশেষভাবে বলেছিলেন যে যেন প্রান্তরের প্রতিবেশীদের বেশ ভালো করে জানবার চেষ্টা করেন। তাই ওয়াটসন, স্টেপলটনের কথায় রাজি হয়ে মোড় ঘুরে ওই রাস্তাটা ধরে এগোতে লাগলেন।

চারিদিকে উঁচু নিচু ঘাসের মাঠ। যেন লম্বা সবুজ ঢেউ। তার চূড়ায় চূড়ায় ফেনার মতো ভাঙাচোরা গ্র্যানাইটের স্তূপ। তা দেখতে দেখতে স্টেপলটন বললেন—এই প্রান্তরটা একটা আশ্চর্য জায়গা। এ কখনও একঘেয়ে লাগে না। ভাবতেও পারবেন না যে কতো বিশাল, কতো অনুর্বর, কতো রহস্যময়।

ওয়াটসন বললেন—আপনি তাহলে এটাকে বেশ ভালোভাবেই চেনেন?

আমি এখানে মোট দু-বছর হল এসেছি। বাসিন্দারা আমাকে নতুন লোকই বলবে! স্যার চার্লস, এখানে আসবার পরেই আমরা আসি। কিন্তু আমার শকের নেশায় আমি আশেপাশের সব জায়গা খুঁজে দেখেছি। আমার মনে হয়, এমন লোক এখানে খুব কমই আছে, যে আমার চাইতে এখানটা বেশি চেনে।

ওয়াটসন বললেন—জায়গাটা চেনা কি খুব শক্ত?

খুবই শক্ত। যেমন ধরুন, উত্তরে এই যে মস্ত সমতল জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে থেকে অদ্ভুত চেহারার কয়েকটা পাহাড় বেরিয়ে আছে—ওতে, উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ করেছেন কি?

ঘোড়া ছোটাবার পক্ষে চমৎকার জায়গাটা।

স্টেপলটন বললেন—সে কথা আপনার স্বাভাবিক ভাবেই হয়তো মনে হবে। কিন্তু ওই কথাটি ভেবে অনেককে ইতিমধ্যে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আচ্ছা, ওর ওপর অনেক জায়গায় চকচকে সবুজ জমি দেখতে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ওইসব জমি বাকি জায়গাগুলোর চাইতে উর্বর।

স্টেপলটন হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—ওগুলো হচ্ছে গ্রিমপেনের বিরাট পঙ্কভূমি। ওখানে পা ফেললেই মরণ। এই তো কালই দেখলাম একটা বুনো টাট্টু ঘোড়া ওখানে গিয়ে পড়ল—আরবেরোতে পারল না। অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম সেটা ওটা চোরা পাঁকের গর্ত থেকে মাথাটা জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটা তলিয়ে গেল। খরার দিনেও ওটা পার হওয়া বিপজ্জনক। আর শরৎকালে বৃষ্টির পর তখন তো জায়গাটা রীতিমত ভয়াবহ। তবু আমি পথ চিনে এর একেবারে মাঝখানে গিয়েও সশরীরে ফিরে আসতে পারি—আরে, আরে দেখুন দেখুন, আবার একটা হতভাগ্য টাট্টু ওতে গিয়ে পড়েছে।

সবুজ ঘাসের মধ্যে বাদামি রঙের কী যেন একটা গড়াচ্ছিল আর ছটফট করছিল। তারপর যন্ত্রণায় মোচড় খেতে খেতে একটা লম্বা গলা যেন ছিট্‌কে উঁচু হয়ে উঠল। আর একটা ভয়ানক আর্তনাদ প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হল, ভয়ে ওয়াটসনের স্নায়ু অবশ হয়ে এল। স্টেপলটনকে দেখা গেল ওয়াটসনের চাইতেও শক্ত মানুষ। তিনি বললেন—ওটাও গেল! কাদায় ওকে টেনে নিল। দুদিনে দুটো—হয়তো আরো বেশি। ওরা খরার দিনে ওখানে যায়। পার্থক্য কিছু বোঝে না। বড্ড খারাপ, ওটা হল, যাকে বলে গ্রিমপেনের বৃহৎ পঙ্কভূমি।

আপনি বলছেন, আপনি ওর ভিতর দিয়ে যেতে পারেন?

হ্যাঁ, খুব চটপটে লোক চলতে পারে এমন দু-একটা পথ আছে। আমি সেগুলো খুঁজে বের করেছি—স্টেপলটন বললেন।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—কিন্তু ওরকম ভয়ঙ্কর জায়গার মধ্যে আপনি যেতে চান কেন?

আচ্ছা, ওই ওধারে পাহাড়গুলো দেখছেন তো? এই দুর্গশ পঙ্কভূমি অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ওগুলোকে ঘিরে ফেলেছে, তাই বাইরের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ নেই ওদের। যদি ওখানে বুদ্ধি করে পৌঁছোতে পারেন তবে দেখবেন, অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছ আর

www.pathagar.com

প্রজাপতি ওখানে পাওয়া যাচ্ছে।

একদিন ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখবো।

বিস্মিতমুখে স্টেপলটন, ওয়াটসনের মুখের দিকে চাইলেন। বললেন, ঈশ্বরের দোহাই ও কথা ভুলে যান, নইলে আপনার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী হবো। সত্যি করে বলছি, ওখান থেকে আপনার প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবার এতোটুকু সম্ভাবনাও নেই। আমি যে পারি তা শুধু কতোকগুলো গোলমেলে চিহ্ন মনে রাখতে পারি বলে।

ওয়াটসন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে চললেন—সর্বনাশ! ও কী?

প্রান্তরের ওপর, দিয়ে হঠাৎ ভেসে এল অবর্ণনীয় বিষাদমাখা, দীর্ঘ একটা চাপা গোঙানির শব্দ। সমস্ত আকাশ তাতে ভরে উঠল। কোথা থেকে এলো সেটা বলা অসম্ভব। অস্পষ্ট একটা গোঙানি তেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমে সেটা একটা গভীর গর্জনে পরিণত হল। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলো আবার একটা দুঃখভরা গোঙানিতে। স্টেপলটন ওয়াটসনের দিকে তাকালেন। একটা অদ্ভুতভাব তার মুখে দেখা গেল। তিনি বললেন—অদ্ভুত জায়গা এই প্রান্তর।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু ওটা কী তাহলে?

স্টেপলটন বললেন—গ্রাম্য লোকেরা বলে যে এই হচ্ছে এই বাস্কারভিলদের ডালকুত্তাটার ডাক। শিকার খুঁজছে কুকুরটা। এ শব্দটা এর আগেও দু-একবার শুনেছি, কিন্তু কখনও এতো জোরে শুনিনি।

ওয়াটসন ভয়ে ভয়ে সেই বিশাল ঢেউ খেলানো মাঠটার চারপাশে তাকালেন। মাঠটার এখানে ওখানে সবুজ উলুখাগড়ার চাপড়া ছড়ানো। তার বিপুল বিস্তারের ওপর কিছুই নড়ছিল না, শুধু ওয়াটসনদের পেছনে একটা টিলা থেকে একজোড়া দাঁড়কাক কর্কশভাবে ডাকছিল।

আপনি শিক্ষিত লোক। নিশ্চয়ই আপনি ওরকম একটা বাজে কথায় বিশ্বাস করবেন না। এই অদ্ভুত আওয়াজটার কারণ আপনি কী মনে করেন?

কোনও কোনও সময়ে পাঁকভরা বিলে ওরকম অদ্ভুত শব্দ হয়। হয়তো কাদা থিতিয়ে পড়ছে, নয়তো জলটা ওপরে উঠছে, নয়তো অন্য কিছু।

না, না, ওটা একটা জীবন্ত প্রাণীর আওয়াজ। তাই হবে। আপনি কখনও বিটার্ন পাখীর গম্ভীর ডাক শুনেছেন?

না, কখনও শুনি নি।

ইংল্যান্ডে এখনও এ পাখী দেখা যায় না। লুপ্ত হয়েছে, বলতে পারেন। কিন্তু এ প্রান্তরে সবই সম্ভব। যা শুনলাম, সেটা পৃথিবীর শেষ বিটার্ন পাখির ডাক হওয়াটা আশ্চর্য নয়।

জীবনে এমন অপার্থিব অদ্ভুত আওযাজ আমি শুনিনি। তা বটে! এ জায়গাটাই ভুতুড়ে। ওই পাহাড়ের গা-টা দেখুন। ওখানে ওগুলো কী বলে মনে হচ্ছে?

পাহাড়ের খাড়া গায়ে সর্বত্র গোল করে সাজানো ধূসর পাথরের বেড়া দেখা যাচ্ছিল। অন্ততঃ কুড়িটা হবে।

কী ওগুলো? ভেড়ার খোঁয়াড়?

না, আমাদের আদি পুরুষদের বসত-বাড়ি। এই প্রান্তরে প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের ঘন বসতি ছিল। তাদের পরে এখানে আর বিশেষ কেউ বাস করেন নি। তাই তারা তাদের বাসের সামান্য যা ব্যবস্থা করে রেখে গেছিল, সেসব ঠিক তেমনই রয়েছে। ওগুলো হচ্ছে তাদের থাকার ঘর। ওগুলোর ছাদ ভেঙে পড়ে গেছে। কৌতূহল থাকে তো ভিতরে গিয়ে তাদের আগুন জ্বালাবার আর শোবার জায়গা দেখতে পারেন।

এ তো দেখছি রীতিমত একটা শহর! কোন সময়ে এখানে মানুষ থাকত?

নব প্রস্তর যুগে। তারিখ কিছু নেই।

তারা এখানে কী করত?

এইসব পাহাড়ের গায়ে পশু চরাত। পাথরের কুড় লের চল উঠে গিয়ে তার বদলে যখন ব্রোঞ্জের তরোয়ালের দিন এল, তখন তারা তার জন্যে এখানে মাটি খুঁড়ে টিন বের করতে শিখল। ওদিককার পাহাড়টার গায়ে কাটা মস্ত খাদটা দেখুন। ওটাও তাদের চিহ্ন।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, ডাক্তার ওয়াটসন, এই প্রান্তরে অনেক কিছু অসাধারণ জিনিস দেখতে পাবেন। ওহ্, মাফ্ করবেন—এটা নিশ্চয়ই সাইক্লোপাইডি!

ছোট একটা মাছি বা মথ ওয়াটসনদের সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। নিমেষের মধ্যে স্টেপলটন আশ্চর্য তৎপরতা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার পেছন পেছন তাড়া করলেন। ওয়াটসন সভয়ে দেখলেন যে পতঙ্গটা সোজা পঙ্কভূমির দিকেই উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু স্টেপলটন একটুও না থেমে, তাঁর হাতের সবুজ জালটা দোলাতে দোলাতে ঘাসের চাপড়াগুলির একটা থেকে আর একটাতে লাফিয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর ধূসর পোশাক আর আঁকা বাঁকা এলোমেলোভাবে লাফিয়ে চলা দেখে তাঁকেই একটা বড়জাতের মথ্ বলে মনে হতে লাগল। ওয়াটসন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর এই মথের পেছনে ছোটা দেখতে লাগলেন। স্টেপলটনের অসাধারণ চটপটে ভাব দেখে ওয়াটসন যেমন আশ্চর্য হচ্ছিলেন তেমনি আবার, ভদ্রলোক পাছে পা হড়কে ওই বিপদ্‌জনক পাঁকের মধ্যে পড়ে যান এই ভেবে ভয়ও পাচ্ছিলেন। এমন সময় ওয়াটসন পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখেন মেরিপিট হাউস যেখানে আছে বলে বোঝা যাচ্ছিল, মেয়েটি সেই দিক থেকেই এসেছে, কিন্তু পথটা নিচু বলে একেবারে কাছে না আসা পর্যন্ত তাকে দেখা যায় নি।

ওয়াটসন যে মিস্ স্টেপলটনের কথা শুনেছেন, ইনি যে তিনিই, সে বিষয়ে আর সন্দেহের কারণ ছিল না। কারণ এই প্রান্তরে আর কোনো ভদ্রমহিলার থাকবার কথা নয়। তিনি রূপসী বলে শুনেছিলেন। তাঁর সমানের মহিলাও নিশ্চয়ই রূপসী তবে, একটু অন্য ধরনের। ভাইয়ে বোনে এতো তফাৎ বড় একটা দেখা যায় না। কেননা, স্টেপলটনের গায়ের রং-এ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, চুল কটা, চোখ ছাই রং-এর আর এঁর গায়ের রং ঘোর বাদামি—এত ঘোর রঙের মেয়ে তিনি ইংল্যান্ডে দেখেন নি—ছিপছিপে, লম্বা, মর্যাদাপূর্ণ চেহারা। মুখখানা যেন কুঁদে কাটা, তাতে একটু গর্বের ভাব। ঠোঁট দুটি ভাবব্যঞ্জক, চঞ্চল কালো চমৎকার দুটি চোখ। নির্জন প্রান্তরের পথে তাঁর নিখুঁত গড়ন আর সভ্যভব্য সাজ-সজ্জা দেখে যেন এক অজানা দেবীমূর্তি বলে মনে হচ্ছিল। ওয়াটসন যখন ফিরে দাঁড়ালেন, তাঁর দৃষ্টি তখন তাঁর ভাইয়ের পরে ছিল। তারপর তিনি ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে এলেন। ওয়াটসন আগেই টুপি তুলেছিলেন, কী একটা যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন—ফিরে যান! সোজা লন্ডনে, ফিরে যান বলছি—এক্ষুনি!

ওয়াটসন শুধু বোকার মতো তার দিকে চেয়ে রইলেন। তার চোখ তকন ভাটার মতো জ্বলছিল। অস্থিরভাবে তিনি পা ঠুকছিলেন মাটিতে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কেন? ফিরে যাবো কেন?

সে কথা খুলে বলতে পারবো না আমি—চাপা আর আগ্রহভরা তার গলার স্বর, অদ্ভুত একটা আধো আধো ভাব তাঁর উচ্চারণে বললেন—ঈশ্বরের দোহাই, যা বলছি তাই করুন। ফিরে যান! এ প্রান্তরে আর কখনো আসবেন না।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু আমি তো সবেমাত্র এসেছি।

হায় মূর্খ! তিনি চেঁচিয়ে বললেন—বুঝতে পারছেন না যে আপনার ভালোর জন্যেই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি? যান, যান, লন্ডনে ফিরে যান! আজই রাতে চলে যান! যে করে হোক পালিয়ে যান এখান থেকে!—চুপ, আমার দাদা আসছেন! যা বললাম তার একটা কথাও দাদাকে বলবেন না! ওই ঝোপ থেকে আমাকে ওই অর্কিডটা এনে দিন না! এখানে প্রান্তরে ঢের অর্কিড মেলে, কিন্তু আপনি এতো দেরিতে এসেছেন যে তাদের সৌন্দর্য আর আপনি দেকতে পাবেন না।

শিকারের আশা ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত স্টেপলটন হাঁফাতে হাঁফাতে আর মুখ লাল করে ওয়াটসনদের কাছে ফিরে এলেন।

এই যে, বেরিল! তাঁর ডাকের স্বরে মোটেই আন্তরিকতা ছিল না।

এই যে জ্যাক! খুব হাঁপিয়ে গেছ দেখছি!

স্টেপলটন বললেন—হ্যাঁ, একটা সাইক্লোপাইডিসের পেছনে ছুটেছিলাম কি না! ওগুলো

www.pathagar.com

খুবই দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির। এদের শরৎকালে দেখা যায় না। আফশোস্ হচ্ছে, বেটাকে ধরতে পারলাম না।

কথাটা নির্বিকারভাবে বললেন বটে, কিন্তু ভদ্রলোকের ছোট ছোটো কটা চোখ দুটি অনবরত একবার ওয়াটসনের দিকে, আর একবার মেয়েটির দিকে পাক খাচ্ছিল।

স্টেপলটন একটু মুচকি হেসে বললেন—দেখতে পাচ্ছি তোমরা খুব ভাব জময়ে নিয়েছ!

হ্যাঁ, স্যার হেনরিকে বলছিলাম কি—

আরে তুমি এঁকে কী ভেবেছ?

কেন, নিশ্চয়ই ইনি স্যার হেনরি বাস্কারভিল?

ওয়াটসন বললেন—না, না। আমি একজন সামান্য লোক। তবে তাঁর বন্ধু বলতে পারেন। আমি হলাম ডাক্তার ওয়াটসন।

মেয়েটির ভাবব্যঞ্জক মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিল।

মেয়েটি বলল—আমি তাহলে ভুল বুঝেই কথা বলছিলাম।

তাঁর দাদা বলে উঠলেন—কথা বলবার সময় আর কতোটুকুই বা পেয়েছ তোমরা? তাঁর চোখ দু'টিতে সন্দেহের দৃষ্টি।

বোনটি বলল—আমি এমনভাবে কথা আরম্ভ করেছিলাম যেন ডাক্তার ওয়াটসন এখানকার একজন বাসিন্দা। শুধু বেড়াতে এসেছেন এমন নয়। এখানে কখন অর্কিডের ফুল ফোটে, তাতে আর এঁর কী এসে যায়! যাই হোক্, আপনি মেরিপিট হাউসে চলুন, আসবেন না?

অগত্যা কিছুক্ষণ হাঁটবার পর প্রান্তরের মধ্যেকার রুক্ষ চেহারার বাড়িটাতে ওয়াটসনরা এসে পৌঁছোলেন। আগেকার দিনে সুসময়ে এটা কোনও অবস্থাপন্ন ঘেসেড়ার বাড়ি ছিল। পরে এটাকে মেরামত-টেরামত করে একেলে ধরনের বসতবাড়ি করে নেওয়া হয়েছে। বাড়িটাকে ঘিরে একটা ফলের বাগান। কিন্তু এই প্রান্তরের সব জায়গা যেমন, এখানেও গাছগুলোর তেমনি মরা মরা চেহারা। সবটা মিলিয়ে জায়গাটার একটা কুশ্রী নিরানন্দ রূপ। বাড়িটার সঙ্গে চেহারায় মেলে এমন একজন জীর্ণ শীর্ণ, ছাতাধরা কোট পরা অদ্ভুত চেহারার চাকর এসে দরোজা খুলে দিল। কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখা গেল যে ঘরগুলো বেশ বড় বড় আর এমনভাবে সাজানো যাতে গৃহকর্ত্রীর সুরুচির পরিচয় পাওয়া গেল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যখন দূরতম দিগন্ত পর্যন্ত অবিচ্ছেদ বিস্তৃত গ্র্যানাইট পাথর ছড়ানো সীমাহীন প্রান্তরটা দেখা গেল তখন এই ভেবে আশ্চর্য না হয়ে পারলেন না ওয়াটসন, যে, এই উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক আর এই রূপসী রমণী এসে এমন একটা জায়গায় বাস করছেন কেন?

ওয়াটসনের প্রশ্নেরই যেন জবাব দিয়ে স্টেপলটন বলে উঠলেন, বিটকেল একটা জায়গা বেছে নিয়েছি তাই না? তাহলেও আমাদের মোটামুটি সুখেই দিন কাটছে, কী বল বেরিল?

মহিলাটি বললেন, নিশ্চয়! রীতিমতো সুখে। কিন্তু তাঁর গলার স্বরে সেটা বোঝা গেল না। স্টেপলটন বললেন—আমার একটা স্কুল ছিল। সেটা ছিল ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে। আমার যা স্বভাব, তাতে আমার পক্ষে কাজটা তেমন জুতসই হল না। অবশ্য ছোট ছেলেদের নিয়ে থাকা, তাদের কচি মনগুলিকে গড়ে তোলা আর আমার নিজর স্বভাব আর আদর্শ তাদের মধ্যে সঞ্চালিত করবার যে সুযোগ সেখানে ছিল সেটা আমার খুব ভালো লাগতো। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। স্কুলে একটা মড়ক লেগে তিনটি ছেলে মারা গেল। এ ধাক্কা আমার স্কুল সামলাতে পারল না। আমার পুঁজিপাটা সব নষ্ট হয়ে গেল। তবু বলবো যে এই বিপদ আমার পক্ষে শাপে বরই হয়েছে। গাছপালা আর জীবজগৎ সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত বেশি ঝোঁক। আর এখানে এসে সে সম্বন্ধে কাজ করবার অঢেল সুযোগ পেয়ে গেছি। আমার বোনেরও এইসব ভালো লাগে। দুঃখ শুধু এই যে ছেলেপুলের মধুর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। ডাক্তার ওয়াটসন, জানলা দিয়ে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আপনি মুখের অমন ভাব করলেন বলেই এতোগুলো কথা বলতে হল।

এ কথা ঠিক যে, আমার মনে হল এখানে আপনাদের ভালো লাগবার কথা নয়—আপনার পক্ষে ততোটা না হলেও আপনার ভগ্নী পক্ষে তো নয়ই, ওয়াটসন বললেন।

www.pathagar.com

না না, আমার কোনো সময়েই খারাপ লাগে না। বোনটি তাড়াতাড়ি বললেন। আমাদের বই আছে, পড়াশুনা আছে, আর আছেন দু'চারজন ভালো প্রতিবেশী। ডাক্তার মর্টিমার তাঁর নিজের বিষয়টিতে একজন পণ্ডিত লোক। স্যার চার্লসও একজন বন্ধুর মতো বন্ধু ছিলেন। তাঁকে আমরা ভালো করেই চিনতাম। তাঁর অভাব যে কতোটা বোধ করছি তা মুখে বলতে পারছি না। আচ্ছা, স্যার হেনরির সঙ্গে বিকেলের দিকে আজ দেখা করতে গেলে কেমন হয়?

তিনি খুব সুখী হবেন নিশ্চয়ই। ওয়াটসন বললেন।

তাহলে কথাটা তাঁকে দয়া করে জানিয়ে রাখবেন। এই নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাঁর তো কিছু অসুবিধা হতেই পারে—আর সেগুলো আমাদের সামান্য সাধ্যে যতোটা পারি—হয়তো একটু দূর করতে পারবো। ডাক্তার ওয়াটসন, উপরে চলুন না, আপনাকে আমার প্রজাপতির সংগ্রহ দেখাবো। আমি মনে করি এমন পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ দক্ষিণ পশ্চিম ইংল্যান্ডে আর নেই। যতোক্ষণে আমাদের দেখা শেষ হবে, ততোক্ষণে খাবারও তৈরি হয়ে যাবে।

কিন্তু ওয়াটসন ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রান্তরের বিষণ্নভাব, বেচারা টাট্টু ঘোড়াটার ওইভাবে মৃত্যু, বাস্কারভিলদের সেই ভয়ানক কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই অপার্থিব গর্জন—সবমিলে ওয়াটসনের মনে একটা বিষাদের চোপ ধরিয়ে দিয়েছিল। এগুলো তো তবু বাইরের ব্যাপার। কিন্তু তার ওপর আবার মিস্ স্টেপলটনের সেই স্পষ্ট পরিষ্কার সাবধান বাণী—এতো গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে কথাগুলো বলেছিলেন যে ওয়াটসনের সন্দেহ ছিল না যে কোনও গোপন গুরুতর কারণ ছিল এর পেছনে। তাই ওয়াটসন খেয়ে যাবার সব অনুরোধ উপেক্ষা করে তখনই বেরিয়ে পড়ে যে ঘাসের পথ ধরে এসেছিলেন সেই পথ ধরে ফিরে চললেন। তারপর বড় রাস্তায় এসে পড়বার আগেই দেখতে পেলেন রাস্তার ধারে একখানা পাথরের ওপর মিস স্টেপলটন বসে আছেন। খুবই বিস্মিত হলেন ওয়াটসন। মিস স্টেপলটন এক হাত দিয়ে আর একহাত ধরে বসে আছেন। তাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ওয়াটসনকে দেখেই তিনি বললেন—ডাক্তার ওয়াটসন, আপনার আগে এখানে এসে পৌঁছবার জন্যে আমাকে সারাটা পথ ছুটে আসতে হয়েছে। টুপিটা মাথায় দিয়ে আসবারও সময় পাই নি। আমি আর দাঁড়াবো না, আমি যে বাড়িতে নেই সেকথা যেন দাদা জানতে না পারেন। আমি শুধু বলতে এসেছি যে আপনাকে স্যার হেনরি মনে করে আমি বোকার মতো একটা ভুল করেছিলাম। যা বলেছিলাম সব ভুলে যান দয়া করে। সে কথাগুলো আপনার সম্বন্ধে মোটেই প্রযোজ্য নয়।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি না মিস স্টেপলটন! আমি স্যার হেনরির বন্ধু তাঁর ভালোমন্দ নিয়ে আমার ভাবনা থাকাটাই স্বাভাবিক। বলুন তো, আচ্ছা, কেন আপনি অতো উৎকন্টার সঙ্গে বললেন যে স্যার হেনরির লন্ডনে ফিরে যাওয়া উচিত?

ওটা একটা মেয়েলি মাত্র ডাক্তার ওয়াটসন। আমার সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠতা হলে বুঝবেন যে আমি যা বলি কিংবা করি সব সময় তার যে একটা কারণ থাকে, তা নয়।

না না, আপনার কণ্ঠে যে উত্তেজনা, আপনার চোখে যে দৃষ্টি ছিল তা ভুলতে পারি নি। দোহাই আপনার, আমাকে সব কথা খুলে বলুন মিস স্টেপলটন। এখানে আসা অবধি মনে হচ্ছে যে, আমার চারিদিকে শুধু ছায়া আর ছায়া। জীবনটা এখানে গ্রিমপেনের ওই বৃহৎ পঙ্কভূমির মতো হয়ে উঠেছে। এখানে ওখানে সবুজ জায়গা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তবু মানুষ তাতেই ডুবে যায়, পথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলে। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে কী বলতে চেয়েছিলেন এবার পরিষ্কার করে বলুন। আমি নিশ্চয়ই আপনার কথামতো স্যার হেনরিকে সাবধান করে দেব।

মিস স্টেপলটনের মুখের ওপর দিয়ে মুহূর্তের জন্যে যেন দ্বিধার ভাব খেলে গেল। কিন্তু ওয়াটসনের কথার উত্তর দেয়ার সময় তাঁর দৃষ্টি আবার কঠিন হয়ে এলো—

কথাটা আপনি বড় বাড়িয়ে তুললেন, ডাক্তার ওয়াটসন। স্যার চার্লসের মৃত্যুতে আমরা বড়ই মর্মাহত। তিনি প্রান্তরের উপর দিয়ে হেঁটে আমাদের বাড়িতে আসতে ভালোবাসতেন,

www.pathagar.com

আমাদের তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর পরিবারের মাথার ওপর যে অভিশাপ ঝুলছে এসব কথা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো সর্বদা। যখন এই শোচনীয় ঘটনা ঘটল তখন আমি স্বাভাবিক ভাবেই অনুভব করলাম যে তাঁর আশঙ্কা নিশ্চয়ই অমূলক ছিল না। সেই জন্যেই, যখন সেই বংশের আর একজন লোক এখানে বাস করতে এলেন, তখন আমার মনে হল যে তাঁর মাথার ওপর যে কী বিপদ, সে কথা জানিয়ে তাঁকে সাবধান করে দেওয়াই উচিত। এইটুকুই আমি বলতে চেয়েছিলাম। এর বেশি কিছু অর্থ ছিল না আমার কথার।

কিন্তু বিপদটা কী? ওয়াটসনের প্রশ্ন।

মিস স্টেপলটন বললেন—ডালকুত্তার গল্প নিশ্চয়ই জানেন?

এরকম আষাঢ়ে গল্প আমি একদম বিশ্বাস করি না।

কিন্তু আমি করি। যদি স্যার হেনরির ওপর আপনার কোনো হাত থাকে, তাহলে তাঁর বংশের পক্ষে মারাত্মক এই জায়গাটা থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যান। এতো বড় পৃথিবীর যেখানে খুশি! বেছে বেছে বিপদের জায়গাটাতেই থাকার ঝোঁক কেন তাঁর?

ওয়াটসন বললেন—শুধু এখানে বিপদ আছে বলেই। স্যার হেনরির স্বভাবটাই এইরকম। আপনি যদি এর চাইতে স্পষ্ট করে কোনও কথা বলতে না পারেন, তাহলে বোধহয় তাঁকে এখান থেকে নড়ানো যাবে না।

তেমন বিশেষ করে আমি কিছু বলতে পারব না, কারণ আর বিশেষ কিছু আমি জানি না।

আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মিস্ স্টেপলটন। আমার সঙ্গে প্রথমবার কথা বলার সময় যদি এর চেয়ে বেশি আর কিছু নাই থাকবে, তাহলে কথাটা আপনার দাদার কানে যাতে না যায় তা আপনি চাইবেন কেন?

দাদার খুব আগ্রহ যে বাস্কারভিল হল-এ কেউ না কেউ যেন বাস করে, কেননা দাদা মনে করেন যে তাতে প্রান্তরের গরিব লোকেদের ভালো হবে। তিনি যদি শোনেন যে আমি এমন কথা বলেছি যাতে স্যার হেনরির চলে যাবার মন হয়, তাহলে তিনি খুব রাগ করবেন। যাক, আমার কর্তব্য করা হয়ে গেছে। আর কিছু আমার বলার নেই। এখন আমাকে ফিরে যেতে হবে। নয়তো তিনি আমাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে সন্দেহ করবেন যে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আচ্ছা, চলি নমস্কার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছড়ানো পাথরের চাঁই-এর আড়ালে মিস্ স্টেপলটন অদৃশ্য হয়ে গেল। ওয়াটসন ভয়ে ভয়ে বাস্কারভিল হলে ফিরে চললেন।

আট

ডাক্তার ওয়াটসনের প্রথম রিপোর্ট

বন্ধুবর শার্লক হোমসের কাছে ডাক্তার ওয়াটসন রিপোর্ট লিখতে লাগলেন। এই রিপোর্টে হোমসকে পাঠানো বিভিন্ন দিনের চিঠির পরপর বর্ণনা আছে—

বাস্কারভিল হল, ১৩ই অক্টোবর

প্রিয় হোমস,

পৃথিবীর এই পাণ্ডব বর্জিত মুল্লুকে যা যা ঘটেছে তা সবই তুমি আমার আগেকার চিঠি আর টেলিগ্রামগুলি থেকে জানতে পেরেছো। এখানে যতোই থাকছি, এই প্রান্তরের ভিতরের ভাবটা এর বিশালতা আর এর ভয়াবহ মোহিনীশক্তি যেন আমাকে ততোই পেয়ে বসেছে। এখানে এলে আধুনিক যুগের সঙ্গে মানুষের সব সম্পর্ক ঘুচে যায়, শুধু প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ঘরবাড়ি আর হাতের কাজের পরিচয় এর সর্বত্রই পাওয়া যায়। এখানে চলতে গেলে চারিদিকেই দেখা যাবে শুধু এই বিস্মৃত মানুষদের তৈরি বাড়ি—তাদের করব, আর বড় বড় কাটা পাথর যেগুলোকে তাদের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলে আজকাল অনুমান করা হয়। পাহাড়ের ভাঙাচোরা গায়ে তাদের ছাইরঙা পাথরের কুটিরগুলোর দিকে চাইলে বর্তমান যুগ চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায়। তখন যদি দেখা যায় যে চামড়াপরা লোমওয়ালা একটা মানুষ একটা নিচু দরোজার পথে বেরিয়ে এসে তার ধনুকে একটা পাথরের ফলা বাঁধা তীর জুড়েছে তকন একথা মনে হবেই যে

www.pathagar.com

এমন জায়গায় তোমার আমার মতো মানুষের চাইতে তার থাকাটাই বেশি স্বাভাবিক। আশ্চর্যের কথা এই যে, যে জমি চিরকালই এতো অনুর্বর ছিল তাতে এদের এতো ধনবসতি ছিল কী করে? আমি পুরাতত্ত্ব কিছুই জানি না। কিন্তু আমার কল্পনায় যেন দেখতে পাই যে এরা ছিল যুদ্ধভীরু আর নির্যাতিত এক জাতি—আর কেউ যেখানে থাকতে চাইত না, বাধ্য হয়ে সেখানেই এরা এসে বসবাস করেছিল।

যে কাজে তুমি আমাকে এখানে পাঠিয়েছ তার সঙ্গে এসব কথার অবশ্য কোনো সম্পর্ক নেই। ভয়ানক কাজের মানুষ তুমি—হয়তো তোমার এসব ভালোও লাগছে না। মনে পড়ছে যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, না পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন। কাজেই এখন স্যার হেনরি বাস্কারভিলের ব্যাপারে ফিরে যাই।

গত কয়েকদিন তোমাকে কোনও খবর দেওয়া হয়নি। কারণ দেবার মতো খবর কিছু ছিল না। তারপর আজ একটা খুবই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। তার কথা যথাস্থানে বলছি। কিন্তু তার আগে প্রাসঙ্গিক কতোগুলো বিষয় তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই। প্রথমটি হচ্ছে, প্রান্তরের পলাতক সেই বন্দির কথা। সেই বিষয়ে তোমাকে প্রায় কিছুই বলি নি। সে একেবারে ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলিতে যারা থাকে তাদের পক্ষে খুবই আশ্বাসের কথা। তার জেল ভাঙার পর পনেরো দিন কেটে গেছে, এর মধ্যে তাকে দেখাও যায় নি, তার কথা শোনাও যায়নি। এতোদিন ধরে এ প্রান্তরের ওপর কেউ টিঁকে থাকতে পারে, একথা ভাবতে পারা যায় না। অবশ্য লুকিয়ে থাকতে কোনও অসুবিধা নেই তার। এই অসংখ্য পাথরের কুটিরের যে-কোনো একটাতে সে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু খাবার জিনিস তো কিছু নেই এখানে। শুধু এক আধটা ভেড়া ধরে তার মাংস খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কারুর তো ভেড়া খোয়া যায় নি। কাজে কাজেই মনে হয় যে সে চলেই গেছে। তার ফলে এখানকার লোকেরা একটু ভালো করে ঘুমোতে পারছে।

এ বাড়িতে আমরা চারজন শক্তসমর্থ মানুষ আছি, কাজেই আমরা নিজেরাই নিজেদের সামাল দিতে পারবো। কিন্ত স্টেপলটনদের কথা ভাবলে অস্বস্তি লাগে। তাঁদের কাছাকাছি এমন কেউ নেই যে, সাহায্য করবে। এক ঝি, এক বুড়ো চাকর, আর ওই ভাই আর বোন—তাও আবার মোটেই বলবান নন। নটিংহিলের এই খুনিটার মতো একটা মরিয়া লোক যদি একবার ওঁদের বাড়ির ভিতর ঢুকতে পারে, তাহলে তার হাতে এঁরা অসহায়। স্যার হেনরি আর আমি তাঁদের জন্যে চিন্তিত। আমরা বলেছিলাম যে এখানকার কোচম্যান পার্কিনস রাতে গিয়ে ওখানে শুক কিন্তু স্টেপলটন সে কথা কানেই তোলেন নি।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের বন্ধু স্যার হেনরি আমাদের রূপসী প্রতিবেশিনী সম্বন্ধে একটু বেশি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছেন। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ মেয়েটি যেমন মোহিনী তেমনি ডাকসাইটে সুন্দরী। তার ওপর আবার স্যার হেনরির মতো কর্মঠ লোকের এ নিঃসঙ্গ দেশে এসে সময় আর কাটতেই চায় না। মেয়েটির মধ্যে বিদেশীদের মতো কী যেন একটা ভাব আছে, যেটা তার ভাইয়ের স্থির এবং ভাবাবেগহীন স্বভাবের ঠিক বিপরীত। মেয়েটি যে তার দাদার একেবারে হাতের মুঠোয়, তা বেশ বোঝা যায়। কেননা, কথা বলবার সময় বোনটি অনবরত ভাইয়ের দিকে তাকাতে থাকে। যেন সে দেখে নিতে চায় যে তার ভাই তার সব কথা অনুমোদন করেছেন কি না। আশা করি তার ভাই তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। স্টেপলটনের চোখে একটা নীরস উজ্জ্বলতা আর তার পাতলা ঠোঁট দু'টিতে এক দৃঢ়বদ্ধ ভাব দেখতে পাই, যা শক্ত এবং রুক্ষ স্বভাবের পরিচায়ক। তাঁকে নেড়ে চেড়ে দেখলে আনন্দ পাবো।

সেই প্রথম দিনই স্টেপলটন, বাস্তারভিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। পরদিন সকালেই তিনি আমাদের সেই জায়গাটা দেখাতে নিয়ে গেলেন যেখানে সেই দুরাত্মা হিউগোর কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। প্রান্তরের মধ্যে বেশ কয়েক মাইল দূরে জায়গাটা। এমন একটা গল্প বানানোর যোগ্য ছন্নছাড়া জায়গাই বটে। এবড়ো খেবড়ো কতোকগুলো টিলার মাঝখানে একটা ছোট উপত্যকা, সেটা গিয়ে পড়েছে ঘাস ঢাকা একটা

www.pathagar.com

খোলা জায়গাতে। তার মাঝখানে খাড়া দুটো প্রকাণ্ড পাথর তাদের ঘষা মাথা দুটো ক্ষয়ে ক্ষয়ে সরু হয়ে যাওয়ায় সেগুলোকে রাক্ষুসে কোনও জানোয়ারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাঁতের মতো দেখতে হয়েছে।

সেই পুরোনো ভয়ানক ঘটনার দৃশ্যপটের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ মিল আছে। স্যার হেনরির এ বিষয়ে বেশ কৌতূহল দেখা গেল। মানুষের ব্যাপারে বাইরের জগতের কোনও কিছুর হাত থাকা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন কি না, এ কথা স্টেপলটনকে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন। হালকাভাবে কথাগুলো বললেও বেশ দেখা গেল যে তিনি ঠাট্টা করছেন না। স্টেপলটন সাবধানে উত্তর দিচ্ছিলেন। সহজেই বোঝা যাচ্ছিল যে যতোটা বলতে পারেন তার চাইতে কমই বলছেন—সবটা বললে পাছে স্যার হেনরির মনে লাগে। তিনি আমাদের ওই ধরনের আরও কয়েকটা ঘটনার কথা বললেন যেখানে কোনও কোনও পরিবারের ওপর শনির দৃষ্টি ছিল। আমাদের ধারণা হল যে তিনি প্রচলিত মতই বিশ্বাস করেন।

ফেরার পথে আমরা দুপুরের খাওয়ার জন্যে মেরিপিট হাউসে থেকে গেলাম। সেখানেই মিস্ স্টেপলটনের সঙ্গে স্যার হেনরির পরিচয় হল।

প্রথম দর্শনেই মেয়েটির প্রতি তাঁকে প্রবলতর ভাবে আকৃষ্ট হতে দেখা গেল। আর মিস্ স্টেপলটনেরও তাই। হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে স্যার হেনরি মেয়েটির কথা বারংবার বলতে লাগলেন। আর তারপর এমন একটা দিন খুব কমই গিয়েছে যেদিন আমরা এই ভাইবোন দু'টির একবার না একবার দেখা না পেয়েছি। আজ রাত্রে তাঁরা এখানে খাবেন। আর কথা হয়েছে যে আসছে সপ্তাহে আমরা তাঁর ওখানে খাবো। তোমার হয়তো মনে হবে যে বোনের জন্যে এমন পাত্র পেলে স্টেপলটনের লুফে নেবার কথা, কিন্তু আমি একাধিকবার দেখেছি যে স্যার হেনরি তাঁর বোনের দিকে একটু বেশি মন দিলে স্টেপলটনের চোখে যেন খুব একটা কড়া আপত্তির ভাব খেলে যায়। অবশ্য একথা ঠিক যে বোনটির ওপর তাঁর খুবই টান আছে, আর বোনের বিয়ে হয়ে গেলে তাঁকে একেবারে একা হয়ে যেতে হবে কিন্তু তবু এমন একটা চমৎকার সম্বন্ধে বাধা দেওয়াটা তাঁর পক্ষে চরম স্বার্থপরতা বলেই মনে হয়। আমার কিন্তু সন্দেহ নেই যে তিনি মোটেই চান না যে এঁদের গোপনে সাক্ষাৎ হওয়ায় বাধা দিতে তিনি চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, যদি এতো ঝঞ্ঝাটের ওপর আবার একটা প্রেমের ব্যাপারও আমাদের ওপরে চাপে তাহলে স্যার হেনরিকে একা বেরোতে তুমি যে আদেশ দিয়েছ তা পালন করা আমার পক্ষে খুবই শক্ত হয়ে উঠবে। তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে যদি মেনে চলি, তাহলে দেখতে দেখতে আমি এঁদের দুচোখের বিষ হয়ে উঠব না কি?

গত বৃহস্পতিবার ডাক্তার মর্টিমার আমাদের সঙ্গে খেলেন দুপুরে। লং ডাউন বলে একটা জায়গায় একটা ঢিপি খুঁড়ে তিনি একটা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের খুলি পেয়েছেন। তাতে তাঁর আনন্দ আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর স্টেপলটনরা এলেন। ভালোমানুষ ডাক্তারমশাই স্যার হেনরির অনুরোধে আমাদের সব্বাইকে নিয়ে ইউবিথিকে গেলেন। সেই মারাত্মক রাত্রে সব ব্যাপার ঠিক কীভাবে ঘটেছিল তা দেখাবার জন্যে। এই ইউবিথিটা একটা নিরানন্দ পথ। দুধারে ছাঁটা গাছের উঁচু দেওয়ালের মতো বেড়া, আর রাস্তাটা ঘেঁষে দু-পাশেই সরু এক ফালি ঘাস জমি। একেবারে শেষ মাথায় পুরোনো একটা ভাঙাচোরা মণ্ডপ। মাঝপথে প্রান্তরে যাবার সেই গেটটা, যেখানে বৃদ্ধ স্যার চার্লস তাঁর সিগারেটের ছাই ঝেড়েছিলেন। গেটটায় কাঠোর সাদা রঙের একটা হুড়কো আঁটা। আর তার পরেই ধূ-ধূ করছে প্রান্তর। ঘটনাটা সম্বন্ধে তোমার যা অনুমান, তা আমার মনে পড়ল। যা যা ঘটেছিল তা মানসচক্ষে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এইখানে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোক কী একটা বস্তুকে প্রান্তর থেকে তাঁর দিকে আসতে দেখেছিলেন। সেটা দেখে তিনি এতো ভয় পেলেন যে তাঁর বুদ্ধি লোপ পেল। তিনি ছুটতে ছুটতে অবশেষে আতঙ্কে আর ক্লান্তিতে প্রাণহীন হয়ে গেলেন। লম্বা, অন্ধকার যে সুড়ঙ্গের মতো রাস্তায় তিনি পালাচ্ছিলেন, সেটা দেখলাম। কিন্তু সে কিসের ভয়ে? প্রান্তরের ভেড়া পাহারা দেবার একটা কুকুরের ভয়ে কি? না কি, প্রেতলোকের একটা কালো, নিঃশব্দ, প্রকাণ্ড ডালকুত্তার ভয়ে? ব্যাপারটার মধ্যে কোনো মানুষের হাত ছিল কি? পাণ্ডাসমুখো,

www.pathagar.com

হুঁশিয়ার এই ব্যারিমোর লোকটা যতোটা বলছে তার চাইতে বেশি কিছু জানে কি? সব কিছুই যেন অন্ধকার আর অস্পষ্ট। আর তার পেছনে সব সময় উঁকি মারছে একটা হত্যার সন্দেহ। আমার শেষ চিঠিখানা লেখবার পর আমি আরেকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি হলেন ল্যাফ্‌টার হল-এ মিঃ ফ্রাঙ্কল্যান্ড। এঁর বাড়িটা আমাদের এখান থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে। এঁর বয়স হয়েছে বেশ। চুল সাদা, লাল মুখ, আর মেজাজ তিরিক্ষি। তিনি আইন নিয়েই সর্বদা মেতে আছেন, মামলাতে তার প্রচুর অর্থ দণ্ড হয়েছে। শুধু মামলা লড়বার আনন্দেই তিনি লড়াই করেন। যে কোনও মামলায় যে কোনও পক্ষে যেতে তিনি সর্বদাই উৎসাহী। এ আমোদ পেতে তাঁকে প্রচুর খরচ করতে হয়। একসময় হয়তো তিনি লোক চলাচলের কোনও পথ বন্ধ করে দিলেন, আর বলে দিলেন, যে কারও সাধ্য থাকে তো মামলা করে সেটা খুলে দিতে তাঁকে বাধ্য করুক। আর একবার হয়তো তিনি নিজের হাতে কারও বেড়ার দরোজা ভেঙে ফেলে দিয়ে বললেন যে, ওটা চিরকাল লোক চলাচলের রাস্তা—মালিকের ক্ষমতা থাকে তো অনধিকার প্রবেশের জন্যে তাঁকে জেলে পাঠাক।

ভূমি স্বত্বের আইন টাইন তিনি গুলে খেয়েছেন। আর সেই জ্ঞান তিনি ফার্নওয়ার্দি গ্রামের লোকেদের কখনো স্বপক্ষে, কখনো-বা বিপক্ষে কাজে লাগান। সেই অনুসারে ওই গ্রামের লোকেরা কখনো তাঁকে কাঁধে করে রাস্তা দিয়ে বয়ে নিয়ে যায়, আবার কখনো বা তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করে। তার হাতে আপততঃ সাত সাতটা মামলা আছে। তাতেই হয়তো তাঁর যা টাকাকড়ি আছে তা শেষ হয়ে যাবে। তাহলেই তাঁর বিষদাঁত নষ্ট হয়ে লোকের অনিষ্ঠ করার ক্ষমতা চলে যাবে। মামলা মোকদ্দমার কথা যদি না ধরি, তাহলে তাঁকে সদাশয় খোশ মেজাজি মানুষ বলা যায়। তাঁর কথা শুধু এইজন্যে লিখছি যে, তুমি আমাদের প্রতিবেশীদের বর্ণনা লিখে জানাতে আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলে। ভদ্রলোক এখন একটা মজার কাজ নিয়ে পড়েছেন। তিনি একজন শখের জ্যোতির্বিদ কিনা, তাই তাঁর একটা ভালো দূরবীন আছে। তাই নিয়ে তিনি সারাক্ষণ বাড়ির ছাদে শুয়ে শুয়ে সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রান্তরটা দেখছেন, যদিই হঠাৎ পলাতক বন্দিকে দেখতে পাওয়া যায়। এতেই যদি সমস্ত মনোযোগটা দিতেন তাহলে বলার কিছু থাকত না। কিন্তু গুজব শোনা যাচ্ছে যে মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়ের অনুমতি না নিয়েই সেই লং ডাউনের ঢিবির কবর খুঁড়ে নব-প্রস্তর যুগের মানুষটির মাথার খুলি বের করবার অপরাধে তিনি নাকি ডাক্তার মর্টিমারের নামে ফৌজদারী মামলা দায়ের করবেন! এইসব করে তিনি আমাদের জীবনটাকে এক ঘেঁয়েমির হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর, এখানে যে জিনিসের বড়ই অভাব, সেই হাসির খোরাক জোগান।

জেল পালোনো কয়েদী, স্টেপলটন পরিবার, ডাক্তার মর্টিমার আর মি. ফ্রাঙ্কল্যান্ডের কথা বললাম। এবার সবচেয়ে গুরুতর কথাটা দিয়ে এ দীর্ঘ বর্ণনা শেষ করি। তা হচ্ছে ব্যারিমোরদের কথা, বিশেষ করে কালকের রাত্রির বিস্ময়কর ঘটনার কথা।

প্রথমে সেই টেলিগ্রামটার কথা বলে নিই—যা তুমি লন্ডন থেকে পাঠিয়েছিলে, ব্যারিমোর এখানে আছে কিনা তা জানবার জন্যে। আগেই লিখেছি যে পোস্ট মাস্টারের কথায় বোঝা গেছে যে ওটা কাজ দেয় নি—এও হয়ে থাকতে পারে, ও-ও হয়ে থাকতে পারে। স্যার হেনরিকে একথা বলতেই তিনি সরাসরি কাজ করার অভ্যাস-মতো তক্ষুনি ব্যারিমোরকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন টেলিগ্রামখানা সে নিজে রেখেছিল কিনা। ব্যারিমোর বলল যে তাই বটে।

স্যার হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটি কি তোমার হাতেই ওটা দিয়েছিল?

ব্যারিমোরকে অবাক হতে দেখা গেল। একটু ভেবে সে বলল, না। আমি তখন বাক্স প্যাঁটরার রাখার ঘরে ছিলাম। আমার স্ত্রী সেটা ওপরে আমার কাছে নিয়ে আসে।

তুমি নিজেই তার জবাব দিয়েছিলে কি?

না। আমি কী জবাব দিতে হবে বলেছিলাম। আমার স্ত্রী সেটা লিখতে নিচে গেল।

সন্ধ্যেবেলা কথাটা সে আবার নিজেই পড়ল। সে বলল, আমি আপনার সকালবেলার প্রশ্নগুলির মানে বুঝতে পারি নি। স্যার হেনরি! আশা করি আপনার বিশ্বাস হারাবার মতো

www.pathagar.com

কোনো কাজ আমি করি নি, করবও না।

স্যার হেনরিকে বলতেই হল—না, না, তা নয়, তা নয়। ব্যারিমোরকে শান্ত করবার জন্যে তিনি তাঁর পুরোনো পোষাক পরিচ্ছদের অনেকগুলিই তাকে দিয়ে দিলেন। লন্ডন থেকে তাঁর নতুন পোষাক পত্র এসে পৌঁছেছে।

ব্যারিমোরের বউকে দেখলে আমার কৌতূহল হয় ভারি, নিরেট গড়ন রীতিমত অল্পবুদ্ধি বেজায় মানী চেহারা, ধর্মের ব্যাপারে বেশ গোঁড়া ধরণ ধারণ তার। তাকে মোটেই ভাবপ্রবণ বলে মনে হয় না। অথচ তোমায় আগেই জানিয়েছি যে প্রথম রাতেই আমি তাকে অত্যন্ত করুণভাবে কাঁদতে শুনেছি। তারপরেও কয়েকবার তার মুখে চোখে জলের দাগ দেখেছি। কোনো একটা গভীর দুঃখ যেন তার বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। আমার কখনও বা সন্দেহ হয় যে অতীতের কোনো দুষ্কর্মের স্মৃতি তাকে নিয়ত পীড়ন করছে, বা ভাবি যে ব্যারিমোর হয়তো তার ওপর অত্যাচার করে। এই ব্যারিমোরের চরিত্রে এমন কিছু একটা বিশেষত্ব আছে বলেই সব সময় মনে হয়, যা খুবই আপত্তিকর। তারপর আবার কালকের রাতের অভিজ্ঞতা আমার সন্দেহকে আরও উস্‌কে দিয়েছে।

ঘটনাটাকে সামান্য বলে মনে হতে পারে। তুমি জানো যে আমার ঘুম একেই বেশ পাতলা, তারপর এখানে পাহারা দিতে এসে ঘুম আমার আরও কমে গেছে। কাল রাত প্রায় দুটো নাগাদ আমার ঘরের পাশ দিয়ে চুপি চুপি চলার শব্দ কানে আসায় জেগে থাকলাম। পরে উঠে আস্তে করে দরোজা খুলে বাইরে উঁকি মারতেই দেখি, লম্বা একটা কালো ছায়া বারান্দা বেয়ে চলে যাচ্ছে। হাতে মোমবাতি নিয়ে একটা লোক পা টিপে টিপে এগোচ্ছে—ছায়াটা তারই। লোকটির পরণে শুধু শার্ট আর প্যানট, পা খালি। আমি কেবল তার দেহরেখাটা দেখতে পেলাম বটে, কিন্তু তার উচ্চতা দেখে বুঝতে পারলাম যে সে ব্যারিমোর ছাড়া আর কেউ নয়। সে ছায়াটা খুব ধীরে ধীরে আর দেখে শুনে চলছিল। তার সমস্ত চেহারাতে কেমন যেন অপরাধীর মতো গোপনতার ভাব যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারছি না।

আগেই বলেছি যে, বারান্দাটা গিয়ে হলঘরের ঝোলানো বারান্দায় পড়েছে। ব্যারিমোর চোখের আড়াল হতেই আমি তার পিছু নিলাম। আমি যখন ঝুলবারান্দা পার হয়েছি, সে ততোক্ষণে ওপাশের বারান্দার শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে। একটা ঘরের খোলা দরোজা দিয়ে আলো এসে দালানে পড়েছে দেখে বুঝলাম যে সে শেষ প্রান্তের একটা ঘরের ভিতর ঢুকেছে। এখন এদিককার ঘরগুলো সবই খালি—কোনো আসবাব পর্যন্ত নেই তাই তার ওখানে যাওয়াটা আরও রহস্যজনক ঠেকতে লাগল। আলোটা স্থির হয়ে রয়েছে—যেন লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে আমি পা টিপে টিপে বারান্দা ধরে এগিয়ে গিয়ে পাশের দরোজায় উঁকি মারলাম। দেখলাম, জানালার কাঁচের গায়ে মোমবাতিটা ঠেকিয়ে ধরে ব্যারিমোর গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে। আর মুখের পাশটা আমার দিকে খানিকটা ঘোরানো ছিল। প্রান্তরের সূচিভেদ্য

অন্ধকারের দিকে সে চেয়ে আছে। কিসের আসায় যেন তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। কয়েক মিনিট ধরে সে ওইভাবে চেয়েই রইল। তারপর তার বুক থেকে একটা গভীর গোঙানীর শব্দ বেরিয়ে এল। অধীরভাবে সে তার হতের বাতিটা নিভিয়ে দিল। আমি তক্ষুনি দ্রুত পায়ে আমার ঘরে ফিরে এলাম। তার খানিক বাদে আবার সেই চুপি চুপি চলার শব্দ, আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলে গেল। এর অনেকক্ষণ পরে আমার একটু তন্দ্রা এল। তখন অস্পষ্টভাবে কানে এল তলায় চাবি ঘোরাবার একটা শব্দ। শব্দটা যে কোথা থেকে আসছিল তা বলতে পারব না। এর মানে যে কী তা আমি এখন ভেবে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু এই বিষাদপুরীতে যে একটা গোপন ব্যাপার কিছু চলছে, আর তা যে আমরা একদিন ধরতে পারবই, এতে সন্দেহ নেই। তুমি শুধু ঘটনাগুলি জানাতেই বলে দিয়েছ, তাই আমার কী মনে হয় তা আমি আর লিখলাম না। আজ সকালবেলা এ বিষয়ে স্যার হেনরির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হল। কালরাতে যা দেখলাম, সেই বুঝে একবার হানা দেবার ফন্দি আমরা এঁটে রেখেছি। সেটার কথা এখন আর লিখছি না, সেটা থাকলে আমার পরের চিঠিটা পড়তে দারুণ মজার হবে।

www.pathagar.com

নয়
ডাক্তার ওয়াটসনের দ্বিতীয় রিপোর্ট

প্রান্তরের বুকে আলো
বাস্করভিল হল, ১৫ অক্টোবর

প্রিয় হোম্‌স্‌,

আমার কাজের গোড়ার দিকে বাধ্য হয়েই আমি তোমাকে খুব বেশি খবর দিতে পারি নি। এবার তোমায় পুষিয়ে দিচ্ছি। আসলে ঘটনাগুলোও যেন ভীড় করে হু হু শব্দে এসে ঘাড়ে এসে পড়েছে। শেষ চিঠিটার বর্ণনায় আমি ব্যারিমোরকে জানালার কাছে রেখে উপসংহার টেনেছিলাম। তারপর এর মধ্যেই তোমার জন্যে প্রচুর খবরের ডালি সাজিয়ে ফেলেছি, যা পেলে তুমি চমকে যাবে। ঘটনা স্রোত এমনভাবে মোড় নেবে, তা আমি কল্পনা করতে পারি নি। কয়েকটা দিকে থেকে অনেক কথাই গত দুদিনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে, অথচ অন্য দিকে থেকে আবার ঘোরাল হয়ে উঠেছে। সবই তোমায় জানাচ্ছি, বিচার করে দেখবে।

ব্যারিমোরের ব্যাপারটার পরের দিন সকালবেলা চা-টা খাবার আগে আমি বারান্দা দিয়ে গিয়ে সেই ঘরটা পরীক্ষা করে দেখলাম। পশ্চিমের যে জানালাটা দিয়ে সে তো একমনে দেখছিল, বাড়ির অন্যসব জানালার চাইতে সেটার একটা বিশেষত্ব আছে, লক্ষ্য করলাম। তা হচ্ছে—এর ভিতর দিয়ে প্রান্তরের সবচেয়ে কাছের অংশটা দেখা যায়। দুটো গাছের মধ্যে ফাঁক আছে—এ জানালা থেকে প্রান্তরটার বহু দূরের অঞ্চলও দেখা যায়। শুধু এইটাতেই ব্যারিমোরের কাজ, কাজেই বোঝা যাচ্ছে সে প্রান্তরের মধ্যে কোনো কিছু বা কোনো লোককে দেখতে চাইছিল। রাতটা ছিল অন্ধকার, তাই ধারণা করতে পারছি না যে সে কী করে দেখতে পাবে বলে ভেবেছিল।

আমার মনে এই কথাটা উঠেছিল যে সম্ভবত : একটা প্রণয় ঘটিত ব্যাপার চলছে। এ অনুমান ঠিক হলে, তার নিঃশব্দে যাওয়ার আর তার বউয়ের অস্বস্তির একটা কারণ পাওয়া যায়। লোকটার চেহারাখানা চোখে পড়বার মতো। গ্রামের কোনো মেয়ের মন চুরি করবার যোগ্যতা তার বেশ আছে। এই অনুমানের সপক্ষে বিশেষ যুক্তি আছে দেখা যায়। আমি ঘরে আসবার পর যে দরোজা খোলার শব্দ শুনেছিলাম সেটা হয়তো তার অভিসারে বেরোবারই শব্দ। সকালবেলা আমি নিজের সঙ্গে এইরকম যুক্তি করলাম। আমার সন্দেহটা কোন্‌ দিকে তা আমি তোমাকে জানিয়ে দিলাম। পরে অবশ্য এ ধারণা আর টেঁকে নি। আর ব্যারিমোরের চালচলনের সত্যিকার মানে যাই-ই হোক না কেন তা না বুঝতে পারা পর্যন্ত কথাটা গোপন রাখা আমার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। সকালের খাওয়ার আমি স্যার হেনরির পড়ার ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যা দেখেছি সব বললাম। যতটা ভেবেছিলাম ততটা অবাক হলেন না তিনি। তিনি বললেন—আমি জানি যে রাতে ব্যারিমোর চলাফেরা করে। তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব ভেবেছি। যে সময়টার কথা আপনি বললেন, ঠিক ওই রকম সময়ে আমিও দু তিনবার দালানে তার যাওয়া-আসার শব্দ পেয়েছি।

তাহলে সে বোধহয় রোজই রাতে ওই জানলায় একবার করে যায়। ওয়াটসন বললেন।

স্যার হেনরি বললেন—বোধহয় যায়! আর যদি তাই-ই হয়, তাহলে আমরা তার পিছু নিয়ে গিয়ে দেখে আসতে পারি যে তার মতলবখানা কী। আপনার বন্ধু মি. হোম্‌স্‌ এখানে থাকলে কী করতেন তাই ভাবছি।

ওয়াটসন বললেন—আমি বিশ্বাস করি, আপনি যা বলছেন তিনিও টিক তাই-ই করতেন। তিনি ব্যারিমোরকে অনুসরণ করে গিয়ে দেখতেন যে সে কী করে।

তাহলে আমার একসঙ্গে তাই-ই করব।

কিন্তু সে নিশ্চয়ই আমাদের সাড়া পেয়ে যাবে। লোকটা একটু কালো মতোন, যাই হোক, সে ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। আজ রাতে আমরা দুইজনে আমার ঘরে বসে থাকব, যতক্ষণ

www.pathagar.com

না সে পাশ দিয়ে যায়। এই বলে স্যার হেনরি আনন্দে হাত কচলাতে লাগলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল যে, প্রান্তরের ওপর এই উত্তেজনাহীন জীবনযাত্রায় একটু বৈচিত্র্য হবে, এই আশায় তিনি খুশি হয়ে উঠছেন।

স্যার চার্লসের জন্যে বাড়ির প্ল্যান যিনি করেছিলেন আর লন্ডনের একজন কন্ট্র্যাকটরে দুইজনের সঙ্গেই স্যার হেনরির কথাবার্তা চলছিল। এ থেকে আশা করা যায় যে শিগ্‌গিরিই বাড়িটার অনেক অদল বদর হবে। প্লিমাথ থেকে গৃহসজ্জার লোক আর আসবার পত্রওয়ালার এসেছিল। দেখছি যে আমাদের বন্ধুর বিরাট পরিকল্পনা আছে। বংশের গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে তিনি খরচা বা কষ্ট করতে পেছপা হবেন না। বাড়িটা নতুন করে বানানো আর আসবাপপত্রে সাজানো হয়ে গেলে এটাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর দরকার হবে শুধু একটি বউ। চুপ চুপি বলি যদি ভদ্রমহিলাটি রাজি থাকেন তাহলে সেটিরও যে অভাব হবে না, তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। কেননা, মিস্ স্টেপলটনের ওপর স্যার হেনরির যে রকম একটা মোহ জন্মেছে, সেরকমটা আমি কমই দেখেছি। কিন্তু এখানকার অবস্থা অনুযায়ী যেমনটি আশা করা যায় পবিত্র প্রণয়ের পথ এক্ষেত্রে তেমন কুসুমাস্তীর্ণ হবে বরে বোধ হচ্ছে না। যেমন ধরুন, এই তো একটি আচমকা ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে হয়েছে স্যার হেনরিকে। তাতে তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন আর বিরক্ত হয়েছেন।

ব্যারিমোরের সম্বন্ধে কথাবার্তা হবার পর স্যার হেনরি তাঁর হ্যাট পরে নিয়ে বেরোবার জন্যে তৈরি হলেন। স্বভাবতই আমিও তাই করলাম।

তিনি আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বললেন—আরে, ওয়াটসন! আপনিও আসছেন না কি?

সেটা নির্ভর করবে আপনি প্রান্তরে যাচ্ছেন কি না তার ওপর।

হ্যাঁ আমি যাচ্ছি।

ভালো কথা আপনি জানেন আমার উপর কি আদেশ আছে। অনধিকার প্রবেশ আমার পক্ষে দুঃখকর হবে, কিন্তু আপনি তো শুনেছেন যে হোম্‌স্ আমাকে কত করে বলে দিয়েছেন যে আমি যেন আপনাকে একা না ছাড়ি, বিশেষত, আপনি যেন কখনো একা প্রান্তরের দিকে না যান। মিষ্টি হেসে স্যার হেনরি আমার কাঁধে হাত রাখলেন।

বন্ধু হোম্‌স্, যত বড় জ্ঞানীই হোন, এখানে আসবার পর আমার কী কী হয়েছে তার সবটা তিনি তখন আগে থেকে দেখতে পান নি। কিসের কথা বলছি বুঝতে পারলেন তো? আপনি নিশ্চয়ই আমার এ আনন্দটুকু মাটি করতে চাইবেন না। আমাকে একাই যেতে হবে।

এতে আমি মহা ফাঁপরে পড়ে গেলাম। কী বলি আর কী করি তা ঠিক করতে না করতে তিনি ছড়িখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

কথাটা আর একটু ভেবে দেখতেই আমার মনে এ ভেবে একটা ধিক্কার জন্মাল যে, কোনো কারণেই তাঁকে চোখের আড়ালে যেতে দেওয়া আমার পক্ষে খুব অন্যায় হয়েছে। যদি এখানে থেকে ফিরে গিয়ে তোমায় বলতে হয় যে তোমার আদেশ মতো চলতে গাফিলতি করেছি বলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তাহলে সেটা আমার কেমন লাগবে তা ভেবে আমার মুখে মাথায় রক্ত উঠে গেল। এখনো হয়তো তাঁকে ধরে ফেলবার সময় আছে, এই ভেবে আমি তৎক্ষণাৎ মেরিপিট হাউসের দিকে রওনা দিলাম।

পথ ধরে যত তাড়াতাড়ি পারি পা চালিয়েও কিন্তু স্যার হেনরির নাগাল পেলাম না। যেখানে বড় রাস্তা থেকে প্রান্তরের দিকে রাস্তাটা বেরিয়েছে, সেখানে এসে মনে হল ভুল দিকে এসে পড়ি নি তো? যাই হোক, চারিদিক ভালো করে দেখা যাবে বলে একটা পাহাড়ে উঠলাম—সেই পাহাড়টা যেটা থেকে পাথর কেটে নেওয়া হয়েছে। সেখানে উঠেই আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। সিকিমাইলটাক দূরে, সেই প্রান্তরের পথের উপরেই তিনি, আর একটি মহিলা—মিস্ স্টেপলটন ছাড়া আর কেউ নয়—তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে। স্পষ্ট বোঝা গেল যে তাঁদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে, আর এখানে দেখাটাও হয়েছে আগে থেকে ব্যবস্থা করেই। কথায় মগ্ন হয়ে তাঁরা পাশাপাশি আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন। দেখলাম যে মিস্ স্টেপলটন

www.pathagar.com

খুব জোরে জোরে হাত নাড়ছেন, যেন তিনি বিশেষ জোর দিয়ে কিছু বলছেন, আর স্যার হেনরি মনে দিয়ে শুনছেন, আর দুই একবার আপত্তি করে মাথা নাড়ছেন। পাথরের ফাঁকে দাঁড়িয়ে আমি তাঁদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। ধাঁধাঁয় পড়ে গেলাম যে এখন কী করা যায়। তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের প্রেমালাপে ব্যাঘাত করা একটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ হবে, অথচ স্যার হেনরিকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়ালে যেতে না দেওয়াটাই নিঃসন্দেহে আমার প্রধান কর্তব্য। বন্ধুর ওপর গোয়েন্দাগিরি করা একটা জঘন্য কাজ। তবু আমি ঠিক করলাম যে মন্দের ভালো হবে যদি আমি এখান থেকে তার ওপর নজর রাখি—পরে তাঁর কাছে দোষটা স্বীকার করে আমার বিবেককে শান্ত করা যাবে। একথা ঠিক যে তাঁর হঠাৎ কোনো বিপদ এসে পড়লে এতো দূর থেকে আমি কিছুই করতে পারতাম না। তবু এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতিতে যে এর চাইতে বেশি কিছু করা যেত না, তা নিশ্চয়ই তুমিও স্বীকার করবে।

আমাদের বন্ধু স্যার হেনরি এবং মহিলাটি কথায় মশগুল হয়ে পথের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে আমি একাই এই মিলন নাট্যের দর্শক নই। দূরে হাওয়ার একটু সবুজের ছিটে ভাসতে দেখা গেল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল যে সেটা একটা কাঠির আগায় বাঁধা, আর সেই কাঠিটা হাতে নিয়ে একটি লোক উঁচু জমির ওপর দিয়ে আসছে। তিনি হলেন স্টেপলটন, তাঁর হাতে প্রজাপতি ধরার জাল। তিনি প্রণয়ী যুগলের কাছাকাছি ছিলেন, আর তাঁদের দিকেই যাচ্ছিলেন।

সেই মুহূর্তেই স্যার হেনরি মিস্ স্টেপলটনকে নিজের দিকে টানলেন। তাঁকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু মিস্ স্টেপলটন মুখটা সরিয়ে নিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছেন বলে মনে হল। স্যার হেনরি মুখ নামালেন, কিন্তু উনি যেন বাধা দেবার জন্যেই হাতখানা তুললেন। পরের মুহূর্তেই দেখলাম যে তাঁরা ছিটকে আলাদা হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়ালেন।—এই ব্যাঘাতের কারণ হচ্ছেন স্টেপলনটন। তিনি পাগলের মতো এঁদের দিকে ছুটে আসছেন। জালটা তাঁর পেছনে ঝুলছে। তিনি খুব অঙ্গভঙ্গী করতে করতে প্রেমিকযুগলের সামনে এসে উত্তেজনায় প্রায় নাচতে কুঁদতে শুরু করলেন। দৃশ্যটার অর্থ কী তা আমি কল্পনা করতে পারলাম না, তবে মনে হল যে স্টেপলটন স্যার হেনরিকে গালাগালি দিচ্ছেন। আর স্যার হেনরি তার কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন। স্টেপলটন তাঁর কথা মানছেন না দেখে ক্রমে ক্রমে তিনিও চটে উঠছেন। মহিলাটি উদ্ধতভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শেষে স্টেপলটন ঘুরে দাঁড়িয়ে হুকুমের ভঙ্গীতে তাঁর বোনকে ইসারা করায় বোন একটু করে স্যার হেনরির দিকে একবার তাকিয়ে তাঁর দাদার সঙ্গে চলে গেলেন। স্টেপলটনের রাগতভাবে হাত পা নাড়া দেখে মনে হলো যে বোনের ওপরও তিনি রেগেছেন। স্যার হেনরি খানিকক্ষণ তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর ফিরবার পথ ধরলেন। তিনি মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন। বড্ড যেন দমে গিয়েছিলেন বলে মনে হল।

এসবের যে কী অর্থ, তা ওয়াটসন কল্পনা করতে পারলেন। কিন্তু বন্ধুর অজান্তে তাঁর এমন একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এভাবে দেখবার জন্য আমি খুবই লজ্জা বোধ করছিলাম। আমি তখনই ছুটে পাহাড় থেকে নেমে স্যার হেনরির সামনে এলাম। রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে গেছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষের মতো ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

তিনি বললেন—এই যে ডা. ওয়াটসন! আপনি কোথা থেকে? এত করে বললাম, তবু আমার পিছু নিয়েছিলেন বুঝি?

ওয়াটসন তাঁকে সব কথা খুলে বললেন—কেন তিনি না এসে থাকতে পারেন নি। কেন তাঁকে অনুসরণ করছেন, কী করে তিনি সমস্ত ঘটনা দেখেছেন। মুহূর্তের জন্যে ওয়াটসনের দিকে চেয়ে তাঁর চোখ জ্বলে উঠল। কিন্তু ওয়াটসনের খোলাখুলি কথায় তাঁর রাগটা কমে এল। ভেবেছিলাম যে এরকম একটা নির্জন প্রান্তরে আমার গোপন কথাটা নির্বিঘ্নে বলা যাবে, কিন্তু এখন দেখছি গোটা জেলার লোকই এখানো জুটেছে আমার প্রেম-নিবেদন দেখতে! আর এই তো প্রেম-নিবেদনের ছিরি! যাক্‌গে যাক্। আপনি আসন গ্রহণ করেছিলেন কোথায়?

ওয়াটসন বললেন—আমি এই পাহাড়ের মাথায় ছিলাম।

অ্যাঁ, একেবারে দেখছি পেছনের সারিতে! ওঁর দাদা কিন্তু বেশ খানিকটা সামনের দিকে ছিলেন। আপনি তাঁকে আমাদের দিকে তেড়ে আসতে দেখেছেন?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি।

আচ্ছা, ওঁর এই দাদাটির মাথায় ছিট আছে বলে কখনো আপনার মনে হয়েছে কি?

না, এমন কথা বলতে পারি না।

তা তো বটেই। আজ পর্যন্ত আমিও তাঁকে যথেষ্ট স্বাভাবিক মানুষ বলেই জেনে এসেছি। কিন্তু এখন জোর করে বলতে পারি যে, হয় তাঁর? নয় আমার পাগল গারদে থাকা উচিত। আচ্ছা, আমার হয়েছে কী? আপনি কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার সঙ্গে আছেন তো। ঠিক ঠিক বলুন তো আমি যাকে ভালোবাসি, তার যোগ্য স্বামী হবার পক্ষে আমার কোনো বাধা আছে কি?

ওয়াটসন বললেন—না, না, তা তো মনে হয় না।

আমার সামাজিক আর আর্থিক অবস্থায় নিশ্চয় স্টেপলটনের আপত্তি থাকতে পারে না। কাজেই আপত্তি হতে পারে শুধু আমাকে নিয়ে। তা, আমার বিরুদ্ধে কী বলবার আছে তাঁর? জানতে, আমি কারো কখনো ক্ষতি করি নি। তবু তিনি আমাকে তাঁর বোনের নখাগ্রও ছুঁতে দেবেন না।

তাই বলেছেন বুঝি? ওয়াটসনের বিস্ময়।

স্যার হেনরি বলে চললেন—শুধু কি তাই? আরো, আরো অনেক কিছু। মিস্ স্টেপলটনের সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র এই কয়দিনের বটে, কিন্তু আপনাকে বলছি, আমি প্রথম দেখা থেকেই অনুভব করে এসেছি যে ইনি আমারই। তিনিও—জোর করেই বলতে পারি যে তিনিও আমাকে কাছে পেলে সুখী হন। মেয়েদের চোখে একটা আলো দেখা যায় যা কথার চাইতেও সবাক ও মুখর। কিন্তু দাদাটি কিছুতেই আমাদের দেখাশোনার সুযোগ দিতে চান না। আজই প্রথম ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলবার সুবিধা হয়েছিল। আমাকে দেখে আনন্দিত হলেন, কিন্তু তিনি মুখে ভালোবাসার কথা একটাও বললেন না। আর পারত পক্ষে আমাকেও সে কথা বলতে দিতে চান নি। তিনি ফিরে ফিরে এই এক কথাই বলতে লাগলেন যে, জায়গাটা বড়ই বিপজ্জনক। আর যতদিন না আমি এ জায়গা ছেড়ে যাই ততদিন তাঁর মনে শান্তি নেই। আমি তাঁকে বললাম যে তাঁর দেখা পাবার পর এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এক হতে পারে যদি তিনি আমার সঙ্গে চলে যেতে রাজি হন। এই বলে আমি সোজাসুজি তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই তাঁর এই দাদাটি পাগলের মতো মুখভঙ্গী করে আমাদের দিকে ধেয়ে এলেন। রাগে তার মুখ চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছিল—আমি তাঁর বোনকে নিয়ে করছি কী? তিনি বিরক্ত হচ্ছেন তবুও তাঁকে আমি ভালোবাসা জানাচ্ছি কেন? আমি কি ভেবেছি যে আমি একজন ব্যারনেট বলে যা ইচ্ছে তাই-ই করতে পারি?—এইসব কথা। দাদা মানুষ, তাঁকে তো এসব কথার উচিত জবাব দেওয়া চলে না। তাই তাঁকে শুধু বললাম যে লজ্জার কথা কিছু নয়, আমি এঁকে বলেছি যে ইনি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হলে আমি কতার্থ হব। কিন্তু তাতে, কিছু লাভ হল না। তখন আমিও গেলাম রেগে। আর খুব কড়াকড়া কয়েকটা কথা তাঁকে শুনিয়ে দিলাম। তাঁর বোনের সামনে সে কথা বলা হয়তো উচিত হয় নি আমার। তখন তিনি বোনকে নিয়ে কীভাবে চলে গেলেন তা তো দেখলেনই, আর আমিও হতভম্ব হয়ে গেছি এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে। আচ্ছা, ওয়াটসন, এর মানে কী হতে পারে, বলতে পারেন?

ওয়াটসন এর মাথামুণ্ড বুঝতে না পারলেও, তবু দুই একটা ব্যাখ্যা দিলেন। হেনরির উপাধি, ঐশ্বর্য, বয়স চরিত্র সবই অনুকূল। আর তাঁর বিরুদ্ধেও কিছু বলার নেই—শুধু এ বংশগত অভিশাপটুকু ছাড়া। একথা ভাবতে আবাক লাগে যে মহিলাটির মতামত জিজ্ঞাসা না করেই স্যার হেনরির প্রস্তাব এত রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হল, আর মহিলাটিও বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিলেন। যাই হোক, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল সেইদিনই বিকেলবেলায়। স্টেপলটন নিজে এসে সকাল বেলাকার অভদ্রতার জন্যে হেনরির সঙ্গে তাঁর পড়ার ঘরে বসি কিসব কথা বার্তা বললেন। মোটের ওপর অবশেষে কথা হল যে ব্যাপারটা চুকে বুকে গেল।

www.pathagar.com

আর তার প্রমাণ হিসেবে ওয়াটসন ও স্যার হেনরি আগামী শুক্রুবার মেরিপিট হাউসে খেতে যাবেন।

স্যার হেনরি পরে বললেন—আচ্ছা, ওয়াটসন, লোকটার মাথায় নিশ্চয় ছিট আছে। লোকটি যে সম্পূর্ণ সুস্থ এটা জোর করে বলা যায় না। সকালবেলা যখন আমার দিকে দৌড়ে এলেন, তার তখনকার চোখের চাউনি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তবে এ কথা বলতে হবে, এতো সুন্দর করে ক্ষমা চাইতে পারত না আর কেউ।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর ব্যবহারের কোনো কৈফিয়ৎ তিনি দিয়েছেন কি?

হেনরি বললেন—এই বোনটিই তাঁর জীবনের সব কিছু। সেটা স্বাভাবিক, আর আমি একথা বুঝে সুখীও হলাম যে তিনি তাঁর বোনের কদর বোঝেন। তাঁরা বরাবর একসঙ্গে আছেন। আর বোন ছাড়া তাঁর আর কোনো সঙ্গী সাথী বা বন্ধু নেই। কাজে কাজেই বোনকে হারাবার ভাবনাটা তাঁর পক্ষে রীতিমত ভয়ানক। তিনি বললেন—তিনি বুঝতে পারেন নি যে তাঁর ভগ্নীর প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেছে। তাই যখন হঠাৎ সেটা টের পেলেন, তিনি খুবই আঘাত পেয়ে চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি তখন যা কিছু বলেছেন তার জন্যে খুবই দুঃখিত। আর তিনি এ কথাও বুঝেছেন যে সারা জীবন ধরে তাঁর বোনের মতো সুন্দরী একটি মেয়েকে তিনি ধরে রাখবেন, একথা মনে করাটা তাঁর পক্ষে কতোদূর নির্বুদ্ধিতা আর কতোখানি স্বার্থপরতা। যদি ছাড়তেই হয়, তবে বোনকে অন্য কারো হাতে দেবার চাইতে আমার মতো একজন প্রতিবেশীর হাতে দেওয়াই ভালো। যাই হোক্, সেটাও কষ্টের কথা। সেই কষ্ট সইবার জন্যে তৈরি হতে তাঁর একটু সময় লাগবে। তাঁর সমস্ত আপত্তি তিনি তুলে নিচ্ছেন, তবে আমিও যেন মাস তিনেক এ ব্যাপারটা থেকে বিরত থাকি। তার বোনটির সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা চলবে, কিন্তু প্রেমের দাবি এখন তোলা চলবে না। আমি তাতে রাজি হয় নি। কাজেই ব্যাপারটার এখানেই ইতি ঘটল।

এবার ওয়াটসন লিখলেন নিশীথে শোনা কান্নার রহস্য, মিসেস্ ব্যারিমোরের চোখে মুখে জলের দাগের রহস্য, আর তার স্বামীর সেই পশ্চিমের জানালায় গোপন অভিযানের রহস্য।...হোম্‌স্, তুমি আমাকে যে কাজ দিয়েছ তাতে আমি তোমায় নিরাশ করি নি। আমাকে বিশ্বাস করে তুমি একটুও ভুল করো নি। এই কয়টা রহস্য এক রাতের কাজেই আমি ভেদ করেছি। এর জন্যে তুমি আমাকে বাহবা দিতে পার।

এক রাত বললাম বটে, কিন্তু আসলে লেগেছে দুই রাত। কারণ প্রথম রাতটায় আমরা কিছুই পাই নি। রাত তিনটে পর্যন্ত স্যার হেনরির সঙ্গে তাঁর ঘরে বসে থেকেও সিঁড়ির মাথায় ঘড়িটার শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ শুনতে পেলাম না। অতি কষ্টে অতোক্ষণ জেগে থেকে শেষে আমরা যে যার চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভাগ্যিস্ আমরা হতাশ না হয়ে আবার চেষ্টা করব বলে ঠিক করেছিলাম। পরের রাত্রিতেও আমরা আলোটা কমিয়ে দিয়ে একেবারে চুপ করে বসে সিগারেট টানতে লাগলাম। সময় এতো আস্তে আস্তে কাটতে লাগল যে তা বলবার নয়। তবে, যে ধৈর্য নিয়ে শিকারী ফাঁদের কাছে ওঁ পেতে বসে থাকে, উৎসাহের চোটে আমাদেরও সেই ধৈর্য্য এসে গেল। একটা বেজে গেল, তারপর দুটো। দ্বিতীয়বার আবার আমরা প্রায় হতাশ হয়ে এসেছি, এমন সময় এক নিমেষে আমরা দুইজনেই খাড়া হয়ে চেয়ারে বসলাম। আমাদের সমস্ত ক্লান্ত ইন্দ্রিয় আবার সজাগ হয়ে উঠল। বারান্দায় একটা পা ফেলার শব্দ পাওয়া গেল।

শোনা গেল যে পায়ের শব্দটা খুব সাবধানে আমাদের ঘর পার হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। স্যার হেনরি তখন ধীরে ধীরে দরোজাটা খুললেন, ওয়াটসনরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চললেন। ব্যারিমোর ইতিমধ্যেই ঝোলানো বারান্দা দিয়ে ঘরে চলে গেছে, দালানটা একেবারে অন্ধকার। টিপে টিপে পা ফেলে এগিয়ে এসে তারা অন্য মহলে পৌঁছলেন। তখন মুহূর্তের জন্যে সেই দীর্ঘাকৃতি কালো দাড়ির মূর্তিটিকে দেখা গেল। কাঁধ নীচু করে সে ডিঙি মেরে বারান্দা ধার এগিয়ে চলেছে। তারপর সে আগের মতোই সে আগেকার দরোজাটা দিয়ে দালানের অন্ধকারের বুকে এসে পড়ল। ওয়াটসনরা সাবধানে সেদিকে এগোতে লাগলেন। পা

www.pathagar.com

ফেলবার আগে হেনরিরা প্রতিটি তক্তা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। তাদের পায়েও জুতো ছিল না, তবু পুরোনো তক্তাগুলো পায়ের চাপ পড়তেই ক্যাচ-কোচ্ করে উঠতে লাগল। এক এক সময় মনে হল যে, এবার ঠিক ও আমাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাবে। কিন্তু বোঝা গেল যে সে কানে একটু কম শোনে, আর তাছাড়া তার নিজের কাজে একেবারে তন্ময় হয়ে ছিল। শেষ দরোজার কাছে এসে উঁকি মেরে দেখা গেল যে সে বাতি হাতে নিয়ে গুঁড়ি মেরে জানালার কাছে বসে আছে। তার বিবর্ণ আগ্রহে ভরা মুখখানা জানালার কাঁচে ঠেকানো—ঠিক যেমনটি আগের বারে দেখেছিলাম।

ওয়াটসনরা কী করবেন, তা আগে থেকে ঠিক করে আসেন নি। স্যার হেনরি কিন্তু সেই ধরনের মানুষ যার কাজে সোজাসুজি পথটাই স্বাভাবিক পথ। তিনি সোজা ঘরে ঢুকে পড়লেন। তাঁকে ঢুকতে দেখেই ব্যারিমোর আচমকা একটা শ্বাস টেনে জানালা থেকে লাফিয়ে উঠল আর ফ্যাকাসে মুখে ওয়াটসনদের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। সাদা মুখোসের মতো মুখখানা থেকে তার কালো চোখ দুইটি আতঙ্কে আর বিস্ময়ে একবার স্যার হেনরির আর একবার ডাক্তার ওয়াটসনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

তুমি এখানে কী করছিলে, ব্যারিমোর?

আজ্ঞে কিচ্ছু না। সে এত বেশি ঘাবড়ে গেছিল যে প্রায় কথাই বলতে পারছিল না। জিভ জড়িয়ে যাচ্ছিল। তার হাত ধরা বাতিটার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াগুলোও থরথর করে কাঁপছিল।—আজ্ঞে এই জানালাগুলো—রোজ রাত্তিরে আমি ঘুরে ঘুরে দেখি এগুলো সব বন্ধ করা হয়েছে কি না।

এই তিন তলাতেও?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সব জানালাই।

স্যার হেনরি এবার খুব কঠিন স্বরে বললেন—শোনো ব্যারিমোর! সত্যি কথা বললে তবেই রেহাই পাবে। কাজেই, আর দেরি না করে সত্যি কথাটা বলে ফেললে তোমার কষ্ট কম হবে। বল, জানালায় তুমি কী করছিলে? বল? বলে ফেল?

ব্যারিমোর অসহায়ভাবে ওয়াটসনদের দিকে চেয়ে রইল আর চরম দ্বিধা এবং চরম বিপদে পড়লে লোকে যেমন করে, তেমনি করে হাত কচলাতে লাগল। বলল, আমি কোন্নো খারাপ কাজ করছিলাম না, স্যার! আমি জানালায় আলোটা ধরছিলাম।

জানালায় আলো ধরছিলে কেন?

ও কথা, আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না স্যার হেনরি, জিজ্ঞেস করবেন না, আমাকে! আপনার কাছে শপথ করে বলছি, এ ব্যাপারটা আমার নিজের কোনো গোপন কথা নয়। তাই এটা আমি বলতে পারছি না! এটা যদি শুধু আমার ব্যাপার হত তাহলে আপনার কাছে আমি লুকাতাম না।

হঠাৎ ওয়াটসনের মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। ব্যারিমোর জানালার ধারির ওপর যেখানে বাতিটা রেখেছিল সেখান থেকে সেটা তুলে নিয়ে বললেন—ও নিশ্চয়ই এটা দিয়ে কোনো সংকেত করছিল। দেখা যাক্ তো কোনো জবাব পাওয়া যায় কিনা।

ব্যারিমোর যেমনভাবে ধরেছিল তেমনি করে বাতিটাকে ধরে ওয়াটসন অন্ধকারের দিকে তাকালেন। চাঁদ মেঘের আড়ালে পড়েছিল বলে তিনি অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলেন ঘোর অন্ধকার গাছের সারি, আর তার পেছনে একটু কম অন্ধকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভূমি। আর তারপরেই ওয়াটসন ফূর্তিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, কারণ দেখা গেল যে ছোট একটা হলদে আলোর বিন্দু হঠাৎ সেই অন্ধকারে যবনিকাকে বিদ্ধ করেছে, আর জানলার ফ্রেমের মধ্যে বাইরের কালো অন্ধকারের মাঝখানে স্থিরভাবে জ্বলছে।

ওয়াটসন চেঁচিয়ে বললেন—ওইতো! ওইখানে!

ব্যারিমোর কথার মাঝখানে বলে উঠল না, না স্যার, ওটা কিছু নয়—একেবারেই কিছু নয়! আমি বলছি স্যার—

স্যার হেনরি কঠোর স্বরে বললেন—আলোটাকে জানালার এপাশ-ওপাশ করে নাড়ান তো

ডাক্তার ওয়াটসন। দেখুন দেখুন, ওটাও নড়ছে।—তবে রে ব্যাটা! এখনো বলবি যে এটা কোনো সংকেত নয়? বল, ঠিক করে বল! বাইরে ওখানে তোর দুষ্কর্মের সঙ্গীটা কে? আর এই যে ষড়যন্ত্রটা চলছে, এটাই বা কী?

লোকটার মুখে স্পষ্ট অবাধ্যতার ভাব দেখা গেল—ব্যাপারটা আমার আপনার কিছু নয়। আমি বলব না।

তাহলে তোকে এক্ষুনি আমার চাকরি ছাড়তে হবে।

তাই ভালো স্যার! ছাড়তেই হয় যদি নিশ্চয়ই ছাড়ব।

অপমান করে তোকে তাড়াব। তোর লজ্জা হওয়া উচিত! এই বাড়িতে আজ একশো বছর ধরে তোদের পরিবাররা আমাদের অন্ন ধ্বংস করছে আর আজ দেখছি কিনা যে তুই আমারই বিরুদ্ধে একটা জঘন্য ষড়যন্ত্রে গভীরভাবে লিপ্ত রয়েছিস?

না, না স্যার। না, আপনার বিরুদ্ধে নয়। নারীকণ্ঠে এই কথাটা শোনা গেল। ওয়াটসনরা ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন, মিসেস ব্যারিমোর তার স্বামীর চাইতেও বিবর্ণ আর ভয়ার্ত মুখ করে দরোজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। শালজড়ানো আর স্কার্টপরা তার মোটা দেহখানা দেখলে হাসি পাবারই কথা। কিন্তু আর ওই মুখের ভাব দেখলে হাসি আসা শক্ত।

ব্যারিমোর বলল—আমাদের এবার বিদায় নিতে হবে, এলিজা! সব ফুরোল। আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।

ও! জন, জন! আমিই শেষে তোমার এই অবস্থা করলাম। স্যার হেনরি, এ সবই আমার কাজ-আমারই কাজ। আমার স্বামী যা কিছু করেছে সবই আমার জন্যে আর আমি তাকে বলেছি বলে।

তাহলে খুলে বল! এ সবের মানে কী?

আমার ভাই বেচারা প্রান্তরে উপোস করে মরছে। একেবার আমাদের দোরগোড়ায় তাকে তো মরতে দিতে পারি না। আলো দেখিয়ে আমরা তাকে জানাই যে তার খাবার তৈরি। আর ওই যে তার আলো, তা দিয়ে আমরা বুঝি যে কোথায় গিয়ে তাকে খাবারটা দিয়ে আসব।

তবে তোমার ভাই বুঝি—

হ্যাঁ, জেল পালানো কয়েদি, অপরাধী সেলডেন।

ব্যারিমোর বলল—এইটেই স্যার সত্যি। আপনাকে বলেছিলাম যে এটা আমার নিজের কোনো গোপন কথা নয়, তাই আপনাকে বলতে পারি নি। এখন সব শুনলেন তো! এবার বুঝবেন সে ষড়যন্ত্র যদি বা কিছু থাকে, তা আপনার বিরুদ্ধে নয়।

স্যার হেনরি ও ওয়াটসন অবাক হয়ে মহিলাটির দিকে তাকালেন। নিতান্ত ভদ্র, সভ্য, এই স্ত্রীলোকটির ভাই কিনা দেশের সবচেয়ে নামী বদমায়েসদের মধ্যে একজন।

হ্যাঁ, স্যার, আমারও পদবী ছিল সেলডেন, আর এটি আমার ছোট ভাই। ছেলেবেলায় তাকে বড়ই আস্কারা দেওয়া হয়েছিল—সব বিষয়েই তাকে নিজের খেয়ালে চলতে দেওয়া হত। তাইতেই তার ধারণা হয়ে গেল যে দুনিয়াটা শুধু তারই সুখের জন্যে বানানো, আর সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তারপর বড় হয়ে সে খারাপ দলে পড়ে গেল, আর তার ঘাড়ে শনি এসে চাপল। তার ফলে আমার মায়ের বুক ভেঙে গেল, আর আমাদের বংশের নাম ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। এক পাপ থেকে ক্রমশঃ সে আর এক পাপের গভীরে নেমে গেল। শুধু ঈশ্বরের দয়ায় সে ফাঁসি কাঠ থেকে এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু স্যার, আমার কাছে সে সেই ছোট্ট ভাইটিই, সেই কোঁকড়া চুল ছেলেটি, যাকে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছি, যার সঙ্গে খেলাধুলো করেছি—দিদিরা যেমন করে আর কি। সেইজন্যেই সে জেল ভেঙে এসেছে স্যার—সে জানে যে আমি এখানে আছি, তাকে সাহায্য না করে পারব না। একদিন রাতে সে যখন পাহারা ওয়ালাদের তাড়াখেয়ে ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে এনে এখানে ফেলল, তখন আর আমরা কী করতে পারতাম? আমরা তাকে ভেতরে নিয়ে এসে খেতে দিলাম। তার সেবা যত্ন করলাম। তারপর স্যার আপনি এলেন। আমার ভাই তখন ঠিক করল যে যতদিন হই চইটা না কমে যায় ততদিন তার পক্ষে অন্য কোনো জায়গার পক্ষে প্রান্তরটাই নিরাপদ বেশি। তাই সে ওখানে

www.pathagar.com

গিয়ে লুকিয়ে রইল। তবে, আমরা এক রাত অন্তর জানলায় আলো রেখে জেনে নিই ও ওখানে আছে কিনা। যদি সে সাড়া দেয় তাহলেই আমার স্বামী একটু রুটি মাংস নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে আসেন। আমরা রোজ ভাবি সে চলে যাক। কিন্তু যতদিন সে ওখানে থাকে ততদিন আমরা তাকে ত্যাগ করি কী করে? এই হচ্ছে সত্যি কথা, আমার মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি। এবার বুঝবেন যে, দোষ যদি কারু থাকে তো আমার—আমারই খাতিরে আমার স্বামী যা কিছু করেছেন।

স্ত্রীলোকটির কথায় এমন একটা গভীর আন্তরিকতা ছিল, যাতে বিশ্বাস না হয়ে পারে না।

এ কথা কি সত্যি, ব্যারমোর?

হ্যাঁ, স্যার হেনরি, এর প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

স্যার হেনরি বললেন—তাহলে অবশ্য নিজের স্ত্রীকে সাহায্য করবার জন্যে তোমাকে দোষ দিতে পারি না। তোমাকে যা যা বলেছি ভুলে যেও। তোমরা তোমাদের ঘরে চলে যাও। এ বিষয়ে সকালবেলা আরো কথা হবে।

ওরা চলে যাবার পর ওয়াটসনরা জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকালেন। স্যার হেনরি জানালাটা খুলে দিলেন। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তাদের মুখে ঝাপ্‌টা মারল। বহু দূরে অন্ধকারের বুকে সেই হলদে আলোর ছোট্ট বিন্দুটি তখনো জ্বলজ্বল করছে।

স্যার হেনরি বললেন—লোকটার সাহস আছে দেখছি! আলোটা হয়তো এমনবাবে কোথাও রাখা হয়েছে যেখানে সেটা শুধু ওইখান থেকেই চোখে পড়ে।

খুব সম্ভব তাই, ওয়াটসন বললেন—ওটা কতদূরে আছে বলে মনে হয় আপনার?

হেনরি উত্তর দিলেন—আমার মনে হচ্ছে ক্রেফট্‌টর টিলার পাশেই।

এখান থেকে মাইল দুয়েকের বেশি হবে কি?

অতো হবে না।

তা বটে। ব্যারিমোরকে খাবার নিয়ে ওখানে যেতে হয় তো? কাজেই তার চেয়ে বেশি দূরে হবে না। আর ওইখানে, ওই বাতির পাশে, সেই বদমায়েশটা বসে রয়েছে। যা থাকে কপালে, ওয়াটসন, আমি লোকটাকে ধরতে চললাম।

কথাটা ওয়াটসনেরও মনে এসেছিল। এমন তো নয় যে ব্যারিমোররা আমাদের বিশ্বাস করে খবরটা দিয়েছে! গোপন কথাটা জোর করে আদায় করা হয়েছে তাদের থেকে। লোকটা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক আস্ত বদমাইস একটা! তার দুষ্কর্মের সপেক্ষে কিছু বলার নেই, সে দয়ার অযোগ্য। যেখানে থাকলে সে মানুষের আর ক্ষতি না করতে পারে, তাকে সেখানেই ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে আমাদের কর্তব্যই পালন করা হবে। আমরা কিছু না করলে এই হিংস্র স্বভাবের পশুর মতো লোকটার হাতে অন্য লোকের মহাবিপদ ঘটতে পারে। যেমন, যে কোনো রাত্রে আমাদের প্রতিবেশী স্টেপলটনদের সে আক্রমণ করতে পারে। স্যার হেনরি যে এই অভিযানে যেতে এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন তা হয়তো এই কথাটা ভেবেই—

ওয়াটসন বললেন—আমিও আসছি।

হেনরি বললেন—তাহলে আপনার রিভলভারটা সঙ্গে নিন, আর বুট পরে নিন। যতো শিগ্‌গির রওনা হওয়া যায় ততই ভালো, নয়তো লোকটা আলো নিভিয়ে সরে পড়তে পারে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওয়াটসনরা বেরিয়ে পড়লেন। তারপর অন্ধকার ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন। শরৎ রাত্রির হাওয়ায় একটা অস্ফুট আবর্তনাদ আর ঝরা পাতার খসখসানি শোনা যাচ্ছে। সোঁদা আর পচা একটা গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। চাঁদ মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আকাশের মুখ চলন্ত মেঘে ঢাকা পড়েছে। প্রান্তরে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে বৃষ্টি নেমে এল। সামনে আলোটা তখনো স্থিরভাবে জ্বলছে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার সঙ্গে অস্ত্র আছে তো?

হেনরি বললেন—একটা শিকারীর চাবুক আছে।

একেবারে হঠাৎ গিয়ে লোকটার ঘাড়ে পড়তে হবে। লোকটা নিতান্ত মরিয়া ধরনের। তাকে আচম্‌কা গিয়ে ধরা চাই। আর বাধা দেবার আগেই কাবু করে ফেলতে হবে তাকে।

www.pathagar.com

স্যার হেনরি বললেন—ভালো কথা, ওয়াটসন, একথা শুনলে হোম্‌স্‌ কী বললেন? 'অন্ধকার নিশীথ রাত্রে যখন পাপগ্রহ প্রবলতর হইয়া ওঠে'—মনে আছে তো?

ঠিক যেন তাঁর এই কথার উত্তর দিয়েই সেই প্রান্তরের দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের বুক চিরে জেগে উঠল সেই অপার্থিব চিৎকার, যা ওয়াটসন আগেই শুনেছিলেন গ্রিম্‌পেনের সেই বিরাট পঙ্কভূমির কিনারায়। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে হাওয়ায় ভেসে এল প্রথমে একটা গভীর অস্ফুট শব্দ। তারপর ক্রমেই চড়া সুরে একটা গর্জন, তারপর একটা বিষাদভরা গোঙানিতে নেমে এসে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল শব্দটা। আবার আওয়াজটা হল—আবার, আবারও! কান ফাটানো, ভয় জাগানো, পাগল, করা সেই শব্দে সমস্ত বায়ুমণ্ডল ঝংকৃত হতে লাগল। স্যার হেনরি ওয়াটসনের জামার আস্তিন ধরে ফেললেন, অন্ধকারের মধ্যে তাঁর মুখ সাদা হয়ে গিয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগল।

দোহাই ঈশ্বরের! ওটা কী, ওয়াটসন?

জানি না। প্রান্তরে এরকম একটা শব্দ হয়। এটা আমি আগেও একবার শুনেছি।

শব্দটা ক্রমেই মিলিয়ে গেল। একটা পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা আমাদের ঘিরে ফেলল। আমরা উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু আর কিছুই শোনা গেল না।

ওয়াটসন, এটা তো একটা ডালকুত্তার ডাক।

তাঁর গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা। তিনি যে হঠাৎ কত বেশি ভয় পেয়েছেন তা জেনে ওয়াটসনের রক্তও জল হয়ে গেল।

স্যার হেনরি অতিকষ্টে জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা একে কী বলে?

কারা?

গ্রামের বাসিন্দারা?

ওয়াটসন বললেন—ও! তারা মুখ্‌খু মানুষ, তারা একে কী বলে তাতে আপনার কী?

আমাকে বলুন, ওয়াটসন। এটা বিষয়ে তারা কী বলে?

ইতস্তত করতে লাগলেন ওয়াটসন। কিন্তু উত্তর না দিয়ে পারলেন না। তারা বলে যে এটা হচ্ছে—সেই বাস্কারভিলদের ডালকুত্তার ডাক।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে তিনি কয়েকমুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। শেষে বললেন এটা একটা হাউন্ডেরই ডাক বটে। তবে, মনে হলো যেন ওই দিকে অনেক দূরের কোনো জায়গা থেকে এটা এল।

কোথা থেকে, তা বলা শক্ত।

শব্দটা হাওয়ার সঙ্গে উঠল, নামল। ওই দিকেই গ্রিমপেনের সেই বিরাট পঙ্ক ভূমি, তাই না?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, ওই দিকেই।

বটে? তবে ওটা ওখানেই হবে। বলুন, ওয়াটসন, আপনি কি ওটাকে একটা হাউন্ডের ডাক বলে মনে করেন না? আমি শিশু নই, সত্যি কথা বলতে ভয় পাবেন না।

ওয়াটসন বললেন—আমি আগের বার যখন ডাকটা শুনি, স্টেপলটন তখন আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলে ছিলেন যে ওটা একটা নতুন ধরনের পাখির ডাকও হতে পারে।

না, না, ওটা একটা হাউন্ডই। হেনরি বললেন—হায় ঈশ্বর! তবে কি গল্পগুলোর মধ্যে কোনো সত্যতা আছে? এ ধরনের রহস্যময় কিছু থেকে সত্যি আমার বিপদ আসবে, এটাই কি সম্ভব? আপনি এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না—করেন কি, ওয়াটসন?

একেবারেই না।

কিন্তু লন্ডনে বসে এটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া এক কথা, আর এখানে প্রান্তরের এ অন্ধকারের মধ্যে আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে ওই রকমের একটা চিৎকার শোনা আর এক রকমের কথা। আর জ্যাঠামশা? তাঁর মৃতদেহের কাছেও তো হাউন্ডের পায়ের ছাপ পড়েছিল। একটার সঙ্গে অন্যটা একেবারে মিলে যাচ্ছে। ওয়াটসন, আমি নিজেকে ভীরু বলে মনে করি না। কিন্তু ওই চিৎকার শুনে আমার রক্ত যেন জমে গেছে! আমার হাতটা ছুঁয়ে দেখুন!

www.pathagar.com

দেখা গেল হাতকানা মার্বেল পাথরের মতো ঠাণ্ডা।

ওয়াটসন বললেন—কালই আপনি সম্পূর্ণ ভালো বোধ করবেন।

স্যার হেনরি ভগ্নস্বরে বললেন—মনে হয় না তো যে ওই চিৎকারটা আমি কখনো ভুলতে পারব! এখন কী করা উচিত হবে বলে মনে করেন আপনি।

ওয়াটসন বললেন—ফিরে যাব কী?

কিছুতেই না! স্যার হেনরি বললেন—আমরা লোকটাকে ধরতে এসেছি, তাই-ই করব। আমরা তাকে ধরতে যাচ্ছি, আর—হতেও পারে, না হতেও পারে—নরকের এই কুকুরটা আমাদের পেছনে পেছনে আসছে। চলে আসুন! এই প্রান্তরে যদি নরকের সবগুলো প্রেতকেও ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলেও এর শেষ দেখে তবেই ফিরব।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে ওয়াটসন এগিয়ে চললেন। চারদিকে এবড়ো খেবড়ো চূড়াওয়ালা পাহাড়। সামনে সেই হলদে আলোর বিন্দুটি স্থিরভাবে জ্বলছে। মিশকালো রাত্রে একটা আলোর দূরত্ব ঠিক করতে বেজায় ধাঁধাঁ লেগে যায়। কখনো মনে হতে লাগল যে সে আলোটা দূর দিগন্তের গায়ে জ্বলছে, কখনো বা দেখা যাচ্ছে যেন সেটা মাত্র কয়েক হাত তফাতে। যাই হোক, শেষে ওয়াটসনরা দেখতে পেলেন, আলোটা কোথা থেকে আসছিল। তখন তারা সত্যিই আলোটার খুব কাছে এসে ঘরে ঢুকল?

চিন্তাগ্রস্তভাবে হোম্‌স্ বললেন—এ দেশের মামলার ইতিহাসে এই চিত্তাকর্ষক মামলাটি নজির সৃষ্টি করেছে। যদিও অবশ্য এ ধরনের ঘটনা ভারতে, এবং যদি আমার ভুল না হয় তাহলে সেনাগাম্বিয়াতেও ইতিপূর্বে ঘটেছে!

ওয়াটসন আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কী করে তাহলে ও এখানে এল? দরোজায় চাবি দেওয়া জানালা দিয়ে আসা অসম্ভব। তবে কি চিমনি দিয়ে এসেছে?

প্রশ্নটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু ঝাঁঝরিটা ছোটো তাই তাও অসম্ভব।

তাহলে?

মাথা নেড়ে হোম্‌স্ বললেন—আমার উপদেশ তো তুমি কাজে লাগাবে না! কতবার বলেছি অসম্ভব গুলোকে যখন নাকচ করে দিয়েছ তখন যা অবশিষ্ট থাকবে, যত অস্বাভাবিকই হোক সেটাই ঠিক হবে।

আমরা জানি সে দরোজা দিয়ে, জানালা দিয়ে বা চিমনি দিয়ে আসে নি এবং এও জানি আগে থেকে ঘরের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহলে কী করে সে এল?

হোম্‌স্ আনন্দের সঙ্গে বললেন—নিশ্চয়! ঠিকই ধরেছ। আলোটা একটু তুলে ধরবে? এবার আমাদের তদন্তের ক্ষেত্র হবে উপরের ওই ঘরটা। যে গুপ্ত কক্ষে ধনরত্ন পাওয়া গেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে, একটা বরগা দুই হাতে ধরে তিনি দোল খেয়ে চিলেকুঠরিতে উঠে পড়লেন। সেখানে উবু হয়ে শুয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে ধরলেন বাতিটা আর ওয়াটসনও উঠলেন তেমনি করে। কুঠরিটা লম্বায় দশ ফুট আর চওড়ায় ছয় ফুটের মতো। বরগাগুলোর মাঝে যে ফাঁকাগুলো, সেগুলো পাতলা প্লাস্টার দিয়ে ভরাট করে তৈরি হয়েছে এই কুঠরির মেঝে, যে জন্যে হাঁটতে হলে একটা কড়ি থেকে আর একটা কড়ি—এইভাবে পা ফেলতে হয়। ছাদটার একটা দিক ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে, বাড়ির আসল ছাদের ভিতরদিকটা সেটা। কোনোরকম আসবাব পত্র নেই এখানে, যুগ যুগের ধুলো পুরু হয়ে মেঝের ওপর পড়ে আছে।

নিচু হয়ে আসা দেয়ালে হাত রেখে হোম্‌স্ বললেন, এই দেখো, একটা গুপ্ত দরোজা, যেটা দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়! এটা ঠেললে খুলে যায়। এই দেখো, ছাদটা একটু একটু হয়ে ঢালু হয়ে এসেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পয়লা নম্বর লোকটি প্রবেশ করেছিল এইপথে। বাতিটা হোম্‌স্ মেঝেতে নামিয়ে দিতে সে রাতে ওয়াটসন এই নিয়ে দুই বার তাঁর মুখে চমকের আর বিস্ময়ের প্রকাশ লক্ষ্য করলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ আর এক পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল। গুলি করে হয়তো তাকে খোঁড়া করে দিতে পারতেন ওয়াটসন, কিন্তু একজন নিরস্ত্র পলাতক মানুষকে মারার জন্যে ওয়াটসন রিভালভারটা সঙ্গে আনেন নি। ওটা তিনি

www.pathagar.com

এনেছিলেন—আক্রান্ত হলে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে।

দুইজনেই বেশ দৌড় দিলেন। ক্লান্ত হন নি। তবুও দেখা গেল যে তাকে ধরতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই। চাঁদের আলোয় তাঁকে অনেকক্ষণ দেখা গেল। ক্রমে ক্রমে তাকে দূরের একটা পাহাড়ের গায়ে বড় বড় পাথরের মধ্যে একটা জ্বলন্ত বিন্দুর মতো দেখা যেতে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে ওয়াটসনদের দম ফুরিয়ে গেল, তবু তার আর আমাদের মধ্যে দূরত্বটা ক্রমশঃই বেড়ে চলল। শেষে তারা থেমে গিয়ে দুটো পাথরের ওপর বসে পড়ে হাঁফাতে লাগলেন। দেখা গেল, সে দূরে মিলিয়ে গেল।

আর সেই মুহূর্তেই একটা বেজায় আশ্চর্য আর অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। ওয়াটসনরা বাড়ি ফিরবেন বলে পাথর থেকে সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, তখন চাঁদ ডানদিকে অনেকটা নিচে নেমে গেছে। তার রূপোলি চাক্তির নিচের দিকের বাঁকা লাইনটার গায়ে গ্র্যানাইটের টিলার আঁকাবাঁকা চূড়াটা যেন ছুঁয়ে রয়েছে। সেইখানে, ওই উজ্জ্বল পটভূমির সামনে, টিলার ওপরে একটি মানুষের নিকষ নেদহরেখা দেখা দিল। হোম্‌স্, এটাকে আমার ভুল দেখা মনে কোরো না। এর চাইতে স্পষ্ট করে কিছু দেখা সম্ভব নয়। যতোদূর মনে হল, লোকটির চেহারা লম্বা আর ছিপছিপে। পা দুটো একটু ফাঁক করে, হাত গুটিয়ে সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। যেন তার পেছন দিকে যে প্রস্তরময় অনুর্বর প্রান্তর রয়েছে তার কথা ভাবছে। এই ভয়াবহ প্রান্তরের সেই-ই যেন আত্মা! এ লোকটি সেই কয়েদীটা নয়। কয়েদীটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল, এ লোকটি সেখান থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া তার চেয়েও লম্বা। তাকে দেখে অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠে স্যার হেনরিকে দেখাব বলে যেই তাঁর হাত ধরেছি অমনি সে যেন উবে গেল! গ্র্যানাইট পাথরের চূড়াটা তখনো চাঁদের নিচের বাঁকা গাছের গায়ে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তার ওপর নিঃশব্দ নিশ্চল লোকটির কোনো চিহ্ন নেই।

ওয়াটসনের একবার ইচ্ছা হল একবার সেখানে গিয়ে টিলাটা খুঁজে দেখেন। কিন্তু একে তো সেটা বেশ দূরে, তার ওপর স্যার হেনরির আর নতুন অ্যাডভেঞ্চারের পেছনে যাবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। কেননা, সেই অমানুষিক চিৎকারটা শুনে তাঁর বংশের সেই রহস্যময় কাহিনী মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি তখনো কাঁপছিলেন। টিলার ওপরের এই নিঃসঙ্গ লোকটি তাঁর চোখে পড়ে নি। কাজেই লোকটির আকস্মিক আবির্ভাব আর প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী দেখে ওয়াটসনের যেরকম রোমাঞ্চ হয়েছিল তাঁর সেসব কিছুই হয় নি। তিনি বললেন—ও নিশ্চয়ই একজন প্রহরী। কয়েদীটা ভাগবার পর থেকে প্রান্তরটা পাহারাওয়ালায় ছেয়ে গেছে। তা অবশ্য হতেও পারে। কিন্তু আর একটু প্রমাণ চাই। আজই আমরা প্রিন্সটন জেলে জানিয়ে দেব কোথায় তাদের হারানো কয়েদীকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিজেরা তাকে ধরতে পারলাম না, এই বড় দুঃখ।

কালকের নিশীত-অভিযানের বিবরণী এই পর্যন্ত। বিবরণীটা ভালোই হয়েছে, হোম্‌স্, তা তোমাকে মানতেই হবে। এর মধ্যে অনেকটাই হয়তো আমাদের কাজের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমি তোমাকে সব কথাই লিখে জানাচ্ছি—তুমি তা থেকে তোমার কাজে লাগে এমন কথাগুলো বেছে নেবে। একথা ঠিক যে আমরা একটু এগোচ্ছি। এই ব্যারিমোরদের কথাই ধরো। আমরা তাদের ব্যাপারটার রহস্য জানতে পেরেছি—তাতে অনেক কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু প্রান্তরটার এবং এর আশ্চর্য বাসিন্দাদের কথা এখনো অজানাই রয়ে গেল। বোধহয় এর পরের চিঠিতে এই ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করতে পারব। সবচেয়ে ভালো হয় তুমি আমাদের এখানে এলে।

দশ

ডাক্তার ওয়াটসনের ডায়েরি

এ পর্যন্ত শার্লক হোম্‌স্‌সে লেখা ওয়াটসনের চিঠিগুলো পাঠকরা পড়লেন। এবার ওয়াটসনের ডায়েরির কিছু অংশ পাঠকদের জানানো হচ্ছে। কারণ এইসব ঘটনার পরিণতি যা হয়েছিল, তার ছাপ ওয়াটসনের মন থেকে কখনো মুছে যায় নি। যে রাতে তাঁরা প্রান্তরে সেই কয়েদীকে

www.pathagar.com

ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তার পরের দিনের ওয়াটসনের ডায়েরিতে লেখা—

১৬ অক্টোবর—আজ আলো কম, দিনটা কুয়াশা ঢাকা। বৃষ্টি পড়ছে ঝির ঝির করে। মেঘের পরে মেঘ জমেছে, তার ফাঁকে কখনো বা প্রান্তরের সীমারেখা দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে যেখানে এক আধবার আলো পড়ছে সেখানে রুপালি দাগ ঝক্ ঝক্ করে উঠছে। দূরের ভিজে বড় পাথরের স্তূপগুলো যেন জ্বলে উঠছে। ভিতর বাইরে সব জায়গায় নিরানন্দের ভাব। রাত্রির উত্তেজনার পর স্যার হেনরি গম্ভীর আর অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছেন।

ওয়াটসন লিখছেন—আমার বুকে একটা বোঝা চেপে বসেছে। আর মনে হচ্ছে যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, সে বিপদ সারাক্ষণ আমাদের মাথার ওপর ঝুলছে। সেটা যে কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি না বলে সেটাকে ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে।

এই যে ভয়, এ কি অমূলক? একটার পর একটা বহু ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে একটা অশুভ শক্তি আমাদের ঘিরে কাজ করে চলেছে। প্রথমত স্যার চার্লসের মৃত্যু—প্রচলিত কিংবদন্তীতে যা বলে, ঠিক সেইভাবে হল। তার ওপর, গ্রাম্য লোকেরা বারবার বলছে যে প্রান্তরে তারা একটা অদ্ভুত প্রাণীকে দেখতে পায়। আমিও নিজের কানে দুই দুইবার দূরে ডালকুত্তার মতো শব্দ শুনেছি। এটা যে একটা অলৌকিক প্রাণী, এ অতি অবিশ্বাস্য কথা—এ হতেই পারে না। ডালকুত্তাটা একটা ভৌতিক প্রাণী, অথচ তার পায়ের চাপ দেখা যায়, চিৎকারেও আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে—এটা অভাবনীয়, এসব কুসংস্কার স্টেপলটন মানতে পারেন, এমন কি মর্টিমারও মানতে পারেন। কিন্তু আমার তো কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাই আমাকে কেউ এ কথাটা বিশ্বাস করাতে পারবে না। তা করালে তো আমি এই মূর্খ গ্রাম্য লোকেদেরই মতো হয়ে যাব। এরা শুধু ভূতুড়ে কুকুর বলেই থামে না, আবার বলে যে তার মুখ চোখ দিয়ে নাকি আগুনের হল্‌কা বেরোয়। এসব কাল্পনিক কথা হোম্‌স্‌ও মানবেন না, আর তাঁ লোক হয়ে আমিও মানতে পারি না। কিন্তু যা সত্যিই যদি একটা প্রকাণ্ড ডালকুত্তা প্রান্তরে খোলা অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়? তা হলেই তো অনেক ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু তেমন একটা প্রাণী কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে? সে খাদ্য কোথায় পায়? সেটা আসে কোথা থেকে? আর তাকে দিনে দেখা যায় না কেন?

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে এই ব্যাখ্যায়ও অসুবিধা কিছু কম নয়। তার উপর আবার, ডালকুত্তার কথা বাদ দিলেও, এ ব্যাপারে যে মানুষ হাত রয়েছে সেটা লন্ডনে দেখা গেছে। ভাড়াটে গাড়িতে সেই লোকটা, স্যার হেনরির নামে সেই চিঠিটা—এগুলো তো বাস্তব জিনিস। অবশ্য, চিঠিটা কোনো শত্রুও লিখে থাকতে পারে আবার হিতৈষী লোকেও লিখে থাকতে পারে। বন্ধু বা শত্রু যাই-ই হোক সে এখন কোথায়? লন্ডনেই আছে, না, আমাদের পেছনে পেছনে এসেছে এখানে? সেই-ই কি তাহলে টিলার ওপরে দেখা সেই লোকটা? আমি তাকে অবশ্য মোটে এক-নজর দেখেছি, কিন্তু জোর করেই বলতে পারি যে এখানে যাদের আমি দেখেছি, তাদের মধ্যে সে নেই। সে স্টেপলটনের চাইতে অনেক রোগা। এক ব্যারিমোর হতে পারে, কিন্তু ব্যারিমোরকে তো বাড়িতে রেখে গেছিলাম। সে আমাদের অনুসরণ করে নি। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাহলেও, এখানেও একজন অজানা লোক আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে, যেমন লন্ডনেও একজন ছিল। তাকে আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারি নি। তাকে একবার ধরতে পারলে হয়তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। এখন এইদিকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে আমাকে।

প্রথমে মনে হল, স্যার হেনরিকে আমার মতলবের কথা বলি। পরে ভাবলাম যে, কাউকে কিছু না বলে একা কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। স্যার হেনরি চুপচাপ আছেন, একটু উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। প্রান্তরে সেই চিৎকারটা শুনে তিনি অত্যন্ত ঘাবড়ে গেছেন। তাঁকে আর নতুন কোনো ভাবনার মধ্যে টেনে এনে কাজ নেই। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যা করবার তা আমিই করব।

এই সকাল বেলায় চা খাবার পর একটা ছোটোখাটো কাণ্ড হয়ে গেল। ব্যারিমোর স্যার হেনরির সঙ্গে কথা বলতে তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ সেখানে কাটিয়ে বেরিয়ে এল।

www.pathagar.com

আর অন্য ঘরে বসে আমি দুই একবার তাদের গলার শব্দ শুনে খানিকটা বুঝতে পারলাম যে কোন্ বিষয়ে কথা হচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে স্যার হেনরি দরোজা খুলে আমাকে ডাকলেন।

তিনি বললেন—ব্যারিমোরের একটা নালিশ আছে। সে মনে করে যে তারই কাছ থেকে তার শালার খবর জেনে নিয়ে তাকে ধরতে যাওয়াটা আমাদের অন্যায় হয়েছে।

ব্যারিমোর বলল—আমি হয়তো একটু বেশি ঝাঁঝ দিয়ে কথাগুলো বলেছি—তার জন্যে আমাকে মাফ্ করবেন স্যার! কিন্তু তবু বলব যে, আপনারা দুইজনে যখন সকালবেলায় ফিরে এসে বললেন যে আপনারা সেলডেনকে ধরতে বেরিয়ে ছিলেন, তখন সে খুবই আশ্চর্য হয়েছিল। বেচারার এমনিতেই ঢের শত্রু আছে, তার পেছনে আরো লোক লাগানো কি আপনাদের পক্ষে উচিত?

স্যার হেনরি বললেন—তুমি নিজে যেচে গোড়াতেই কথাটা বললে সেটা অন্যরকম হতো, ব্যারিমোর। কিন্তু তুমি—না, তোমার স্ত্রী—আমাদের চাপে পড়ে তবেই না নিরুপায় হয়ে কথাটা আমাদের বলেছে।

আমি ভাবি নি, স্যার হেনরি, যে আপনি তার সুযোগ নেবেন—সত্যি ভাবি নি তা।

লোকটা জনগণের শত্রু। প্রান্তরে অনেক বাড়ি ছড়ানোভাবে আছে। এ লোকটা সবকিছুই করতে পারে—সে কথা শুধু একবার ওর ছাড়া রক্ষক নেই কেউ। লোকটাকে জেলে না পোরা পর্যন্ত কেউ নিরাপদ নয়।

ব্যারিমোর বলল—সে কোনো বাড়িতে ঢুকবে না স্যার! সে বিষয়ে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। এ দেশে সে আর কোনো উৎপাত করবে না। আপনাকে বলছি, স্যার হেনরি, কয়েকদিনের ভিতর তার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, সে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যাবে। ঈশ্বরের দোহাই পুলিশকে জানিয়ে দেবেন না যে সে এখনো এই প্রান্তরেই আছে। তারা ওখানে তাকে খোঁজা ছেড়েই দিয়েছে। তার জাহাজ যতদিন না ছাড়ে ততদিন তাকে চুপচাপ থাকতে দিন। তাকে ধরিয়ে দিলে আমাদের দুইজনকেও বড় বিপদে পড়তে হবে। স্যার, আপনার পায়ে ধরে বলছি, দোহাই, পুলিশকে কিছু বলবেন না!

ওয়াটসন কী বলেন?

ওয়াটসন একটু উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে বললেন—এমন লোক দেশ ছাড়লে দেশের মানুষের একটা বোঝা কমে।

কিন্তু সে যদি যাবার আগে কোননো রাহাজানি করে বসে, সে সম্ভাবনা সম্বন্ধে কী বলেন?

ব্যারিমোর বললে—আজ্ঞে সে কখ্খনো এমন পাগলের মতো কাজ করবে না। তার যা দরকার আমরা তাকে সে সবই দিয়েছি। কোন দুষ্কর্ম করার মানেই তো লুকোবার জায়গাটা লোককে দেখিয়ে দেওয়া—নয় কি?

স্যার হেনরি বললেন—তা বটে। আচ্ছা, ঠিক আছে ব্যারিমোর। ব্যারিমোর বলল—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, স্যার। আর আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাচ্ছি। সে আবার ধরা পড়লে আমার স্ত্রী বেচারি আর বাঁচবে না!

ওয়াটসন, বোধহয় আইনত একটা গুরু অপরাধের অপরাধীকে আমরা সাহায্য করছি। যাই হোক্, যা শুনলাম তাতে লোকটাকে ধরিয়ে দিতে মন চাইছে না। ব্যাপারটা তাহলে মিটে গেল। ঠিক আছে, ব্যারিমোর তুমি এখন যেতে পারো।

ব্যারিমোর ধরা গলায় দুই চারটে কৃতজ্ঞতাসূচক কথা বলে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল, তারপর একটু ইতঃস্তুতঃ করে ফিরে এল। সে বলল—আপনি স্যার আমাদের এত দয়া করলেন, আমাদেরও তার বদলে যথাসাধ্য কিছু করা উচিৎ আপনার জন্যে স্যার হেনরি, আমি একটা কথা জানি, যা আমার আগে বলা উচিত ছিল। কিন্তু কথাটা আমি জেনেছি ময়না তদন্তের অনেক পরে। কথাটা এখনো ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলি নি। কথাটা স্যার চার্লসের মৃত্যু সম্বন্ধে।

কথাটা শুনে (ওয়াটসন ও হেনরি) আমরা দুইজনেই লাফিয়ে উঠে পড়লাম।

তিনি কিসে মারা গেছেন, তা জানো তুমি?

www.pathagar.com

আজ্ঞে না, তা জানি না।

তবে কী?

তিনি কেন ওই সময়ে গেটের কাছে ছিলেন, তা আমি জানি। একটি মেয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

মেয়েমানুষের সঙ্গে দেখা? সেকি?

আজ্ঞে, তাই।

মেয়ে লোকটির নাম কী?

নামটা বলতে পারব না, শুধু প্রথম অক্ষর দুটো জানি—L.L.

কী করে তা জানলে ব্যারিমোর?

আজ্ঞে তিনি সেদিন সকালবেলায় একখানা চিঠি পেয়েছিলেন। সাধারণত তাঁর কাছে অনেক চিঠি আসত, কেননা তিনি জনসাধারণের জন্যে প্রচুর কাজ করতেন। আর তাছাড়া দয়ালু মানুষ ছিলেন বলে তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখত অনেকেই। কিন্তু সেদিন একটিমাত্র চিঠি ছিল বলে আমি খেয়াল করে দেখি। চিঠিখানা এসেছিল কুম্বট্রেসি গ্রাম থেকে। ঠিকানা মেয়েলি হাতে লেখা। আমি স্যার তখন এ নিয়ে আর ভাবি নি। ভাবতামও না, যদি না আমার স্ত্রী আবার ওটা পেত। কয়েক সপ্তাহ আগে সে স্যার চার্লসের বসবার ঘরটা পরিষ্কার করছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সে ঘরটা কেউ ছোঁয় নি। সেখানে আগুনের কুণ্ডের পেছন দিকটাতে সে একটা পোড়া চিঠির ছাই দেখতে পায়। চিঠির বেশিরভাগটাই পুড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছিল। কিন্তু একটা টুকরো—একটা পৃষ্ঠার তলার দিকে-পুড়ে কালো হয়েও আস্ত ছিল। তাতে ছাইরঙের লেখাটা পড়া যাচ্ছিল। সেটা চিঠির শেষে যেমন পুনশ্চ থাকে, অনেকটা সেইরকম। তাতে লেখা, আপনি একজন ভদ্রলোক, তাই দয়া করে চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলবেন। আর দশটা নাগাদ গেটের কাছে আসবেন। তার নিচেও ছিল নামের দুটি প্রথম আদ্যক্ষর—L.L.

টুকরোটা আছে?

আজ্ঞে না, তুলতে গিয়ে সেটা গুঁড়িয়ে গেছে।

ওই হাতের লেখা কোনো চিঠি স্যার চার্লসের আগে পেয়েছিলেন কি?

আমি তাঁর চিঠিপত্র লক্ষ করতাম না। এটাও করতাম না যদি এটা সেদিনের একমাত্র চিঠি না হত।

এই L.L. থেকে সে বিষয়ে তোমার ধারণা কী?

আজ্ঞে না। আমার কোনো ধারণাই নেই। তবে বলতে পারি একে ধরতে পারলে স্যার চার্লসের মৃত্যু সম্পর্কে আরও কিছু জানা যাবে বলে মনে হয়।

ব্যারিমোর, এই গুরুতর সংবাদটা লুকিয়ে রেখেছিলে কেন তা তো বুঝলাম না।

আজ্ঞে তার পরই আমাদের নিজেদের ঝঞ্ঝাটটা এসে পড়ল। আর তাছাড়া, স্যার, আমরা স্যার চার্লসকে খুব ভালোবাসতাম। তিনি আমাদের জন্যে কতো করেছেন! এ ব্যাপারটাকে নাড়াচাড়া দিলে তা তাঁর পক্ষে ভালো হতো না। কারণ যে সব ব্যাপারে স্ত্রীলোক আছে তাতে একটু বুঝে-সুঝে চলাই ভারো। বলা তো যায় না, ভালো বালো লোকও—

তুমি মনে করেছিলে এতে তাঁর সুনামের হানি হতে পারে তাই তো?—আজ্ঞে সেটা করা ভালো হতো না। কিন্তু আমাদের ওপর আপনার এতো দয়া, তাই ভাবলাম আমি যা কিছু জানি তা আপনার থেকে লুকিয়ে রাখলে অন্যায় হবে।

আচ্ছা ব্যারিমোর, তুমি এখন যেতে পারো।

সে চলে গেলে স্যার হেনরি বললেন—ওয়াটসন, এই নোতুন কথাটা শুনে আপনার কী মনে হচ্ছে?

এতে রহস্যটাকে আরো ঘোরালো করে তুললো মনে হচ্ছে।

স্যার হেনরি বললেন—আমারও তাই মনে হয়েছে। তবে, এই L.L.-কে খুঁজে বের করতে পারলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এইটুকুই আমাদের লাভ হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে কে এই ব্যাপারটা জানে। এখন কী করা উচিত?

www.pathagar.com

ওয়াটসন বললেন—এখনই হোম্‌স্‌কে জানানো দরকার। এর থেকে একটা সূত্র তিনি পেয়ে যেতে পারেন। চাই কি, হয়তো চলেও আসবেন এখানে।

অতএব তখনই ঘরে গিয়ে হোম্‌স্‌কে সবিশেষে জানিয়ে চিঠি দিলেন ওয়াটসন। ওয়াটসন জানতেন যে আজকাল হোম্‌স্‌ খুবই ব্যস্ত আছেন, কারণ তাঁর চিঠি কম আসছিল। আর যা-বা আসছিল, সেইসব ছোট ছোট চিঠিতে না থাকত ওয়াটসনে দেওয়া খবর সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ। ওয়াটসন ভাবলেন, হোম্‌স্‌ তাঁর সেই মামলাটায় তিনি একেবারে ডুবে আছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এই নতুন খবরটা নিশ্চয়ই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং এইদিকের কাজে তাঁর উৎসাহ ফিরিয়ে আনবে। তিনি এখানে চলে আসুন—এটা ওয়াটসনের একান্ত ইচ্ছে।

১৭ অক্টোবর

আজ সারাটা দিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে। আইভিলিতায় তার খস্‌খসানি আর কার্নিস্‌ থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তরুলতাহীন, আশ্রয়শূন্য, হিমবর্ষী ওই প্রান্তরে সেই কয়েদীটার কথা মনে হল। আহা, বেচারা! পাপও যেমন করেছে, তার প্রায়শ্চিত্তও করছে কম না। তারপর আবার সেই অন্য লোকটির কথা মনে পড়ল—গাড়িতে দেখা সেই মুখ, চাঁদের গায়ে সেই মূর্তি—সেই অজানা লোকটিও কি এই ঝড় বাদলে ওই প্রান্তরেই রয়েছে?

সন্ধ্যেবেলা ওয়াটার প্রুফটা জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে নানা দুশ্চিন্তা। মুখে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগছে, কানে হাওয়া শোঁ শোঁ শব্দ করছে। হাঁটতে হাঁটতে কর্দমাক্ত প্রান্তরের মধ্যে অনেক দূর এসে পড়লাম। শক্ত ডাঙাজমিগুলোও এখন কাদাটে হয়ে উঠেছে। এই সময় যদি কেউ সেই বিশাল পঙ্কভূমিতে গিয়ে পড়ে, তাহলে তার উপায় শুধু ঈশ্বর।

ক্রমে ব্ল্যাকটর টিলায় এসে পৌঁছোলাম। এর উপরেই সেই নিঃসঙ্গ প্রহরীকে দেখেছিলাম। উপরে উঠে চারদিককার মরা প্রান্তরটা চোখে পড়ল। লালচে জমির ওপর দৃষ্টি ঝাপটা মারছে, কালো কালো জলভরা মেঘ দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে, উদ্ভট চেহারার পাহাড়গুলির গায়ে মেঘের কুণ্ডলী গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। বহুদূরে বাঁদিকে, নিচু জমিতে, কুয়াশায় প্রায় ঢাকা বাস্কারভিল হলের সরু দুটো মিনার গাছগুলোর ওপর মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনুষ্যবাসের চিহ্নের মধ্যে শুধু চোখে পড়ে ওই দুটোই—অবশ্য পাহাড়গুলোর গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসংখ্য পাথরের কুটির গুলোর কথা ধরছি না। দুই রাত আগে এই জায়গাতেই যে লোকটি দেখেছিলাম তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। ফিরে আসবার পথে ডা. মর্টিমারের সঙ্গে দেখা হলো। ফাউলমায়ারের দিক থেকে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় তিনি তাঁর টমটম হাঁকিয়ে আসছিলেন। তিনি আমাদের খোঁজ খবর নিতেন, প্রায় রোজই হলে এসে আমাদের দেখে যেতেন। তিনি আমাকে জোর করে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইলেন। দেখলাম যে কুকুরটি হারিয়ে গেছে বলে তিনি বড় ভাবনায় পড়েছেন—কুকুরটি প্রান্তরের দিকে চলে গেছিল, আর ফিরে আসে নি। তাঁকে খানিকটা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু গ্রিমপেনের পঙ্কভূমিতে সেই টাট্টুটার কথা মনে হল। বোধহয় তিনি আর তাঁর ছোট্ট কুকুরটির দেখা পাবেন না।

পাথুরের রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে আমি বললাম—আচ্ছা মর্টিমার, আশেপাশে এমন কেউ বোধহয় নেই যাকে আপনি চেনেন না?

মর্টিমার বললেন-প্রায় নেই বলেই তো মনে হয়।

তাহলে এমন কোনো মহিলাকে জানেন কি, যাঁর নামের আদ্যক্ষর L.L.?

তিনি দুই এক মিনিট ভেবে বললেন, না। কয়েকজন বেদে আর মজুরের কথা বলতে পারি না, কিন্তু আর ভদ্রলোকদের মধ্যে ও ধরনের নামের কেউ নেই।...আরে, দাঁড়ান—লরা লায়ন্স আছেন একজন—তাঁর নামেরই আদ্যক্ষর L.L. হবে—তিনি তো কুম্ব-ট্রেসিতে থাকেন।

তিনি কে?

তিনি ফ্রাঙ্কল্যান্ডের মেয়ে।

বলেন কী? বাতিকগ্রস্ত বুড়ো ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড?

www.pathagar.com

হ্যাঁ, ব্যারিমোর বলল—প্রান্তরে ছবি আঁকতে এসেছিল লায়ন্স বলে একজন আর্টিস্ট। মেয়েটি তাকেই বিয়ে করে বসে। পরে দেখা গেল সেটা একটা পাষণ্ড; মেয়েটিকে ছেড়ে সে চলে যায়। দোষটা অবশ্য যতোদূর শুনেছি, শুধু এক পক্ষেরই নয়। বাপের অমতে বিয়ে করায় এবং আরো দুই একটা কারণে, বাপ তার কোনো খবর রাখে না। বাপে তাড়ানো বরে খেদানো মেয়েটির দুর্দশার শেষ নেই।

তার চলে কী করে?

বোধহয় বাপ হাত খরচা মতো কিছু দেয়, সেটা অতি যৎকিঞ্চিত। মেয়ে শাস্তি পাবার যোগ্য হতে পারে, কিন্তু তাকে একেবারে উচ্ছন্নে যেতে দেওয়াও তো ঠিক নয়! তাই, তার অবস্থা শুনে এখানকার কয়েকজন ভদ্রলোক তাকে সৎপথে উপার্জন করে খেতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে *স্টেপলটন* একজন, স্যার চার্লস ছিলেন আর একজন। আমিও সামান্য কিছু দিয়েছিলাম। এইসব করে তাকে টাইপ করবার কাজে বসিয়ে দেওয়া গেছে।

মর্টিমার আমার এসব প্রশ্নের কারণ জানতে চাইলে অল্প কয়েকটা কথা বলেই তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তি করলাম। সব কথা আমি কাউকে বলব না। ওয়াটসন ডাইরিতে ১৭ তারিখে আরো লিখলেন পরের পাতায়।

একটা চালাকি করতে হল—হাজার হোক্ আমি শার্লক হোম্সের উপযুক্ত শিষ্য তো! মর্টিমারকে দুই একটা কথা বলেই কৌশল করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ফ্র্যাঙ্ক মাথার খুলিটা কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে? আর যাবে কোথায়! বাকি পথটা করোটি বিদ্যাসংক্রান্ত কথা ছাড়া আর কোনো কথাই তুললেন না মর্টিমার। যাক্ লরা সেরা লায়ন্সের খোঁজে নিশ্চিন্তে বেরোনো যাবে।

মর্টিমার এখানে আমাদের সঙ্গে ডিনার খেলেন। তারপর তিনি আর হেনরি তাস খেলতে বসলে আমি উঠে লাইব্রেরি ঘরে গেলাম। ব্যারিমোর আমার জন্যে কফি নিয়ে এলে আমি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম।

আমি বললাম—কি হে, তোমার গুণধর শ্যালক-কুটুম্বটি চলে গেছে, না এখনো ওখানে আছে?

ঠিক জানি না, স্যার। ঈশ্বর করুন সে যেন চলে গিয়ে থাকে। এখানে এসে সে ভারী ফ্যাসাদে ফেলেছে আমাকে। শেষবারকার খাবার রেখে আসার পর তার বিষয়ে আর কিছু শুনি নি। সে আজ তিনদিন হয়ে গেল।

তখন তার দেখা পেয়েছিলে?

আজ্ঞে না। কিন্তু আবার যখন ওদিকে গেলাম তখন খাবারটা ছিল না।

তাহলে তো নিশ্চয়ই ওখানে ছিল।

তাই মনে হয়, স্যার। তবে, অবশ্য অন্য লোকটাও খাবারটা নিয়ে থাকেত পারে।

কফির পেয়ালাটা মুখে তুলতে তুলতে মাঝপথে আমার হাত থেমে গেল। আমি ব্যারিমোরের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

তাহলে তুমি জানো যে আরো একজন আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রান্তরে আরো একটা লোক আছে।

তাকে দেখেছ কি?

আজ্ঞে না।

তবে তার কথা জানতে কী করে?

দিন সাতেক কি তারও আগে সেলডেন আমাকে বলেছিল। সে লোকটিও লুকিয়ে আছে। কিন্তু যতোদূর বুঝতে পেরেছি, সে কয়েদী নয়। ডাক্তার ওয়াটসন, এটা আমার ভালো লাগছে না, একটুও ভালো লাগছে না। ব্যারিমোর হঠাৎ খুব আবেগভরে কথাটা বলে উঠল।

শোনো ব্যারিমোর আমি তোমার মনিবকে সাহায্য করতেই এখানে এসেছি। আর কোনো স্বার্থ নেই আমার। আমাকে খোলাখুলি বলো তো কোন্‌টা তোমার ভালো লাগছে না।

ব্যারিমোর এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। যেন হঠাৎ উত্তেজিত হওয়ায় আফ্‌সোস্ হচ্ছিল

www.pathagar.com

তার। কিংবা এও হতে পারে যে তার মনের ভাব মুখের কথায় প্রকাশ করতে অসুবিধা বোধ করছে।

প্রান্তরের দিকের জানালার কাঁচে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগছিল। হাত দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে শেষে ব্যারিমোর বলল, এই যে সব ব্যাপার ঘটছে, স্যার! কোথাও একটা বিশ্রী খেলা চলছে, কিছু একটা জঘন্য শয়তানি দানা বাঁধছে, তাতে স্যার হেনরিকে লন্ডনে ফিরে যেতে দেখলেই আমি নিশ্চিত হবো স্যার!

কিন্তু তোমার ভয়টা কিসের?

স্যার চার্লসের মৃত্যুটাই দেখুন না! করোনার যাই বলুন, যথেষ্ট ভয়ের কথা। রাত্রিরে প্রান্তরে যেসব শব্দ হয়, তাও ধরুন। টাকা পেলেও কেউ রাত্রে প্রান্তর পার হতে চাইবে না। অথচ দেখুন, ওই যে লোকটা ওখানে লুকিয়ে আছে, লক্ষ রাখছে, অপেক্ষা করছে। কিসের জন্যে অপেক্ষা? এসবের মানে কী? বাস্কারভিল পরিবারের অমঙ্গলই এতে বোঝা যাচ্ছে। স্যার হেনরির নতুন কাজের লোকজন এলে আমি মুক্তি পাব এসব থেকে।

আমি বললাম, ব্যারিমোর, তুমি এই নতুন লোকটির কথা কিছু বলতে পার? মানে সেলডেন কী বলছে? লোকটি কী করছে, কিংবা কোথায় লুকিয়ে আছে, তার কিছু কি সে জানতে পেরেছে?

সে তাকে বার দুইয়েক দেখেছে। কিন্তু লোকটা গভীর জলের মাছ ধরা ছোঁয়া দেয় না। প্রথমে সেলডেন তাকে পুলিশের লোক বলে মনে করেছিল। কিন্তু খুব শিগগিরী টের পেল যে সে তার নিজের কোনো খেলা খেলছে। লোকটা ভদ্রগোছের। এ কথা বুঝলেও সেলডেন ধরতে পারে নি যে সে কি করছে।

কোথায় থাকে সে বলেছে।

পাহাড়ের গায়ে যেখানে সেকালের মানুষেরা থাকত, সেই পাথরের কুঁড়ের একটাতে।

আর তার খাওয়া-দাওয়া?

সেলডেন এটা জানতে পেরেছে যে একটা ছেলে তার কাজ করে। তার যা দরকার ছেলেটাই নিয়ে আসে। যা লাগে তা আনতে তাকে কুম্ব-ট্রেসিতে যেতে হয় নিশ্চয়।

আচ্ছা ব্যারিমোর, এখন যাও। পরে আবার আর এক সময় এ বিষয়ে কথা হবে।

সে চলে গেলে আমি উঠে অন্ধকার, জানালার কাছে গিয়ে ঝাপ্‌সা কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকালাম। হু-হু করে মেঘ চলেছে! জড়ের ঝাপ্‌টায় গাছগুলোর মাথা উঠছে আর নামছে। ঘরের ভিতরেই রাতটা এমন বিক্ষুব্ধ, বাইরে প্রান্তরের বুকে পাথরের সেই কুটিরগুলোর তবে কী অবস্থা! এ কোন্ ধরনের আক্রোশ যার জন্যে মানুষ এইরকম সময়ে ওইরকম জায়গায় ওৎ পেতে বসে থাকতে পারে? উদ্দেশ্য কত গভীর আর নিষ্ঠা কত প্রবল হলে মানুষ এত কষ্ট সইতে পারে। যে সমস্যা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি, তার কেন্দ্রে যে ব্যক্তি সে ওই প্রান্তরের কুটিরে লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। রহস্যের এই কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাবার জন্যে একজন মানুষের পক্ষে যতটা করা সম্ভব, তা করতে আমি আর একটা দিনও দেরি করব না।

এগারো

টিলার ওপরের সেই লোকটি

আগের দশ নং পরিচ্ছেদে ওয়াটসনের ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁর কাহিনী ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত এসেছে। এর পরের এই আশ্চর্য ঘটনা প্রবাব দ্রুত পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। আর সে পরিণতি খুবই ভয়াবহ। এর পরের কয়টা দিনের কথা ওয়াটসনের মন থেকে কখনো মুছে যাবে না, তাই তখনকার ডায়েরি না দেখেও সেগুলো এখনো ওয়াটসন গড়গড় করে বলে যেতে পারেন। ১৭ তারিখে ওয়াটসন দুটো খুব গুরুতর তথ্য নির্ণয় করেন। তার একটা হলো এই যে, কুম্বট্রেসির মিসেস লরা লায়ন্স (L.L.) স্যার চার্লসেক চিঠি লিখে এমন একটা সময়ে আর এমন একটা জায়গায় তাঁর সঙ্গে দেখা করা ঠিক করেছিলেন, যে জায়গায় আর যে সময়ে পরে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। অপরটা হচ্ছে এই যে,

www.pathagar.com

প্রান্তরে যে লোকটা লুকিয়ে আছে তাকে পাহাড়ের গায়ের পাথরের ঘরগুলোর কোনো একটার মধ্যে পাওয়া যাবে। তার পরের দিন থেকে ওয়াটসনের এই পরিচ্ছেদ শুরু হচ্ছে।

গতরাতে ডাক্তার মর্টিমার তাস খেলার জন্যে অনেকক্ষণ ছিলেন বলে তখন আর মিসেস্ লায়ন্সের খবরটা স্যার হেনরিকে বলা হয় নি। সকালবেলায় প্রাতঃরাশ খাবার সময় তাঁকে ওয়াটসন তাঁর আবিষ্কারের কথা জানালেন। ওয়াটসনের সঙ্গে স্যার হেনরি কুম্বট্রেসিতে যাবেন কিনা তাও জানতে চাইলেন। প্রথমে হেনরি খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু পরে বিবেচনা করতে ওয়াটসনের মনে হল যে তিনি একাই যেতে পারবেন। বেশি ঘটা করে ভীড় বাড়ালে খবর বের করা শক্ত হবে। কাজেই, স্যার হেনরিকে একা ফেলে—তার জন্যে বিবেকের একটু দংশন অনুভব করলেন ওয়াটসন।—গাড়িতে চড়ে অনুসন্ধানে বেরোলেন তিনি।

কুম্বট্রেসিতে পৌঁছে পার্কিনস্‌কে ঘোড়া খুলতে বলে, ওয়াটসন যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিলেন সেই মহিলার খোঁজ করতে লাগলেন। তার বাড়ি খুঁজে বের করতে কোনোও অসুবিধা হল না। গ্রামের মাঝখানে বেশ সাজানো-গোছানো ঘরগুলো। বেশি আদব-কায়দা কেতা না দেখিয়ে একজন দাসী ওয়াটসনকে ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরে একটি মহিলা একটা রেমিংটন টাইপরাইটারের সামনে বসে ছিলেন। ওয়াটসন ঢুকতেই তিনি সুন্দর অভ্যর্থনার হাসি হেসে লাফিয়ে উঠে পড়লেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে তার সামনে একজন অচেনা লোক তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি বসে পড়ে জানতে চাইলেন আমি কী চাই।

মিসেস লায়ন্সকে দেখে প্রথমে ধারণা হল যে মহিলা অপরূপ সুন্দরী। তাঁর চোখে আর চুলে নতুন পাতার মতো তাম্রাভ দীপ্তি, গাল দুটিতে অনির্বচনীয় গোলাপি আভা, গালে অবশ্য মেছেতার দাগ, তবু বলা যায় প্রথম দর্শনে অপূর্ব রূপসী এই মহিলা। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমালোচনা করতে ইচ্ছে করে। মুখখানায় যেন সূক্ষ্ম একটা কিছু খুঁত রয়েছে, একটা কর্কশ ভাব, একটু যেন কঠোরতা বোধহয় চোখ দুইটিতে; ঠোঁটে একটু শিথিলতা—যাতে ঠোঁট দুইটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। এসব অবশ্য পরে মনে হল। উপস্থিত ওয়াটসনের চেতন মন শুধু বুঝল যে তিনি একজন পরমা সুন্দরী মহিলার সামনে এসে পড়েছি, আর তিনি তার আগমনের কারণ জানতে চাইছেন। মুহূর্ত আগে পর্যন্ত ওয়াটসন ঠিক বুঝতে পারেন নি যে তাকে কাজটা কত সাবধানে করতে হবে।

ওয়াটসন বললেন—আপনার বাবাকে আমি জানি। ভূমিকাটা হল একেবারে বাজে। তিনি সেটা ওয়াটসনকে জানিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন—বাবাতে আর আমাতে কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর কোনো ধার ধারি না আমি। তাঁর বন্ধুরা আমার কেউ নয়। স্বর্গীয় স্যার চার্লস্ বাস্কারভিল আর অন্য কয়েকজন দয়ালু ভদ্রলোক না থাকলে আমি উপোস করে মরতুম আমার বাবা গ্রাহ্যও করতেন না।

মৃত স্যার চার্লস্ সম্বন্ধেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি—ওয়াটসন বললেন।

মহিলার মুখের দাগগুলো যেন ফুলে উঠল। বলল—তাঁর বিষয়ে আমি আবার বলব কী? বেশ ঘাবড়ে গেছেন, এমনভাবে তাঁর হাতের আঙুলগুলো টাইপরাইটারের চাবিগুলোর ওপর খেলতে লাগল।

আপনি তাঁকে চিনতেন, নয় কি?

বলেছিই তো যে তাঁর দয়ার জন্যে আমি তাঁর কাছে যথেষ্ট ঋণী। এই যে আমি আমার নিজের খরচ চালাতে পারছি, তিনি আমার দুর্দশা দেখে দয়া করেছিলেন বলেই সেটা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে।

আপনি তাঁকে চিঠি লিখতেন কি?

মহিলাটি চট্ করে মুখ তুলে চাইলেন। লালচে বাদামি চোখ দুইটি রাগে চক্ চক্ করছিল। ঝাঁঝালো কণ্ঠে মহিলাটি বললেন—এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী?

উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটা প্রকাশ্য কেলেঙ্কারী না হতে দেওয়া। ব্যাপারটা আমাদের হাতের বাইরে চলে যাওয়ার চাইতে এখানেই কথাগুলো জিজ্ঞাসা করে নেওয়া ভালো।

মহিলাটি চুপ করে গেলেন। তাঁর মুখ সাদা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে তিনি চোখ

www.pathagar.com

তুললেন। তার ধরন-ধারণে একটা বেপরোয়া অবাধ্যতার ভাব।

তিনি বললেন—বেশ, আমি জবাব দেব। আপনার প্রশ্ন কী?

ওয়াটসন বললেন—স্যার চার্লসের সঙ্গে আপনার পত্রালাপ ছিল?

মেয়েটি বললেন—অবশ্যই। আমি দু-একবার তাঁর সহৃদয়তা আর উদারতার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছি।

সেসব চিঠির তারিখ নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে?

মেয়েটি ছোট করে বললেন—না।

ওয়াটসন বললেন—কখনো আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন?

হ্যাঁ, দু-একবার, যখন তিনি এই গ্রামে এসেছেন তখন। তিনি নিজের ঢাক পেটানো মোটেই পছন্দ করতেন না। অনেক ভালো কাজই তিনি গোপনে সারতেন!

আপনি যদি তাঁর সঙ্গে দেখাও না করে থাকেন, চিঠিও কদাচিত লিখে থাকেন, তাহলে তিনি আপনার অবস্থার কথা এতটা কী করে জানলেন, যাতে আপনাকে সাহায্য করতে পারলেন?

তিনি খুব তৎপরতার সঙ্গে ওয়াটসনের এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন—কয়েকজন ভদ্রলোক আছেন যাঁরা আমার দুঃখের ইতিহাস জানেন; তাঁরা একজোট হয়ে আমাকে সাহায্য করতেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন স্যার চার্লসের প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মি. স্টেপলটন, তিনি খুবই দয়ালু লোক। তাঁরই কাছে স্যার চার্লস্ আমার কথা প্রথম শোনেন।

ওয়াটসন এবার গম্ভীর হয়ে বললেন—আপনি কখনো আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে স্যার চার্লসকে চিঠি লিখেছিলেন?

মিসেস লায়ন্স আবার রাগে লাল হয়ে উঠলেন। বললেন—দেখুন জনাব, এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না!

ওয়াটসন বললেন—মাফ করবেন, প্রশ্নটা আমি কিন্তু আবার করতে বাধ্য।

তাহলে আমিও জবাব দিচ্ছি—কখনো না।

ওয়াটসনের ধমকের স্বর—স্যার চার্লসের মৃত্যুর দিনেও নয়? এ কথায় মেয়েটির মুখের রক্ত নিমেষে মিলিয়ে গেল। মুখখানা তার যেন মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার শুক্‌নো ঠোঁটে 'না' শব্দ বেরোল না—তবে, কথাটা শোনা না গেলেও যেন ফুটে উঠল।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে আপনার স্মৃতিশক্তি আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে নিশ্চয়ই। আপনার চিঠির খানিকটা আমি বলতে পারি। তাতে ছিল 'যেহেতু আপনি ভদ্রলোক একজন, তাই দয়া করে চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলবেন। আর দশটার সময় গেটের কাছে আসবেন।'

এই কথার পর মনে হল যেন মহিলাটি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। কিন্তু অনেক চেষ্টায় তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর রুদ্ধশ্বাসে বললেন,—তবে কি জগতে ভদ্রলোক বলে কেউ নেই?

ওয়াটসন বললেন—আপনি স্যার চার্লসের প্রতি অবিচার করছেন। তিনি চিঠিখানা পুড়িয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পুড়ে গেলেও কখনো-কখনো চিঠি পড়া যেতে পারে। আপনি এবার স্বীকার করবেন তো যে চিঠিটা আপনিই লিখেছিলেন?

মহিলাটি চেঁচিয়ে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিই লিখেছিলাম।

তারপর তাঁর হৃদয় থেকে যেন কথার একটা বন্যা বেরিয়ে এল—ওটা আমারই লেখা। সেকথা কেন স্বীকার করব না? তাতে লজ্জা পাবার কিছু ছিল না। আমি তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। একবার দেখা পেলেই সাহায্য পাব, এই বিশ্বাসে তাঁকে দেখা দিতে বলেছিলাম।

কিন্তু ওরকম সময়ে কেন?

কেননা, আমি মাত্র তখনই জানতে পেরেছিলাম যে তিনি পরদিনই লন্ডনে চলে যাবেন, আর হয়তো কয়েকমাস বাইরে থাকবেন। কয়েকটা কারণে আমিও এর আগে সেখানে পৌঁছাতে পারলাম না।

আচ্ছা, তাহলে বাড়িতে না দেখা করে বাগানে নির্জনে সাক্ষাৎ কেন?

www.pathagar.com

একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে ওই সময়ে একজন অবিবাহিত ব্যক্তির ঘরে যাওয়া কি শোভন হত?

বেশ, ওখানে আপনি যাবার পর কী হল?

আমি তো যাই নি!

মিসেস লায়ন্স!

না, আমি সবকিছু পবিত্র বস্তুর নামে শপথ করে এ কথা বলছি, আমি মোটেই সেখানে যাই নি, কারণ একটা বাধা পড়ে গেছিল।

সেটা কী?

সেটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। বলতে পারব না।

যাই হোক, ওয়াটসন বললেন—আপনি স্বীকার করছেন যে, যে সময়ে আর যেখানে স্যার চার্লস মারা যান, ঠিক সেই সময়েই আর সেইখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আপনি ব্যবস্থামতো সেখানে যান নি—এই তো কথা?

সেটাই সত্য কথা।

সেটাই সত্য কথা।

বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করেও ওয়াটসন আর একটিও কথা বার করতে পারলেন না।

এই নীতিদীর্ঘ সাক্ষাৎকারের কোনো সমস্যার মীমাংসা হল না দেখে ওয়াটসন উঠতে উঠতে বললেন—আপনি যা যা জানেন, তার সবটা একেবারে খোলাখুলিভাবে আমাকে না বলে একটা গুরুতর ঝুঁকি নিচ্ছেন আর নিজেকে বেকায়দার মধ্যে এনে ফেলছেন বলছি। যদি আমাকে পুলিশ ডাকতে হয়, তখন দেখবেন আপনাকে কত বেশি নাকানি-চোবানি খেতে হচ্ছে। যদি নির্দোষ হতেন, তবে, কেন প্রথমে স্যার চার্লস্‌কে সেই চিঠি লেখবার কথা অস্বীকার করলেন?

কেননা আমার ভয় ছিল যে, সেই কথাটা থেকে একটা মিথ্যা ধারণার উৎপত্তি হতে পারে, এমনকি একটা কেলেঙ্কারীর মধ্যেও জড়িয়ে পড়তে পারি।

আর চিঠিখানা নষ্ট করে ফেলবার জন্যে স্যার চার্লস্‌কে অতো চাপ দিয়েছিলেন—কেন?

মহিলাটি বললেন-চিঠিখানা পড়ে থাকলে সে কারণটা জানা আছে আপনার।

ওয়াটসন বললেন—চিঠির সবটা আমি পড়েছি, এমন কথা তো আমি বলি নি! শুধু পুনশ্চটুকু পড়েছি। আমি তো বলেইছি, চিঠিখানাকে পোড়ানো হয়েছিল, তার সবটুকু পড়া যায় নি। আবার আপনাকে জিজ্ঞেস করি, স্যার চার্লস তাঁর মৃত্যুদিনে যে চিঠি পেয়েছিলেন, সেখানা নষ্ট করবার জন্যে আপনার এত আগ্রহ ছিল কেন?

ব্যাপারটা বড়ই গোপনীয়—মহিলাটি বললেন।

ওয়াটসন কথাটা লুফে নিয়ে বললেন—আর সেই জন্যেই তো প্রকাশ্যে সেটার তদন্ত না হওয়া আরো বাঞ্ছনীয়।

তবে আপনাকে বলি। আমার দুঃখের ইতিহাস শুনে তাকলে আপনি জানেন যে আমি হঠকারিতার বশেই বিয়ে করেছিলাম। আর তার জন্যে আমার পরিতাপের অনেক কারণ আছে।

এইটুকু আমি শুনেছি।

যে স্বামীকে আমি একান্ত ঘৃণা করি, তার ক্রমাগত উৎপীড়নে আমার জীবন বিষিয়ে গেছে অথচ আইন তার পক্ষে। তাই যে কোনোদিন সে আমাকে তার সঙ্গে বাস করতে বাধ্য করতে পারে। যে সময়ে আমি স্যার চার্লসকে চিঠিখানা লিখি, তখন আমি খবর পেয়েছিলাম। কিছু টাকা খরচ করতে পারলে আমার মুক্তি পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এটা আমার পক্ষে অনেক। আমার মনের শান্তি, সুখ, আত্মসম্মান সবই এর ওপর নির্ভর করে। আমি স্যার চার্লসের উদারতার কথা জানতাম। তাই মনে করলাম যে আমার নিজের মুখে কথাটা শুনলে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

তাহলে যান নি কেন?

www.pathagar.com

কারণ এর মধ্যে আমি অন্য জায়গা থেকে সাহায্য পেয়ে গেলাম।

তাহলে স্যার চার্লসকে সেই কথাটা জানিয়ে চিঠি লেখেন নি কেন?

তাই করতাম। যদি পরদিন সকালের খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ না দেখতাম।

মহিলাটির উত্তরগুলোর মধ্যে বেশ একটা সঙ্গতি ছিল। আরো প্রশ্ন করেও সেগুলোতে কোনো ফাঁক বের করতে পারলেন না ওয়াটসন। শুধু এইটুকুই যাচাই করা যেতে পারত যে সত্যিই স্যার চার্লসের মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে ইনি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেছিলেন কি না।

বাস্কারভিল হলে গিয়ে থাকলেও সে কথা অস্বীকার করতে ইনি সাহস পাবেন, এটা সম্ভব নয়। কেননা সেখানে যেতে হলে নিশ্চয়ই গাড়ি ভাড়া করতে হয়েছিল, আর সেখান থেকে কুম্বট্রেসিতে ফিরে আসতে মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। এরকম একটা অভিযান গোপন রাখা যায় না। কাজেই খুব সম্ভব তিনি সবটা না হলেও খানিকটা সত্য কথাই বলেছেন। ওয়াটসন বিফল মনোরথ আর নিরুৎসাহ হয়ে বেরিয়ে এলেন। এই কাজে ওয়াটসন যে পথেই যেতে চাইলেন সেই পথেই যেন শেষপর্যন্ত একটা দেওয়ালে এসে ঠেকে যান—এবারও তাই হল। তবে, মহিলাটির মুখ আর ধরন-ধারণের কথা যতই ভাবা গেল ততই সন্দেহ হতে লাগল যে ওয়াটসনের কাছ থেকে কী যেন একটা লুকোচ্ছেন তিনি। কেন তিনি অতো বিবর্ণ হয়ে গেলেন? জোর করে সব কথা আদায় করে না নেওয়া পর্যন্ত কেন কথাগুলো অস্বীকার করছিলেন? কেন তিনি স্যার চার্লসের মৃত্যুর পরেও কোনো কথা বলেন নি? নিশ্চয় এর কারণগুলো যত সোজা বলে তিনি আমাকে বোঝাতে চেয়েছেন তত সোজা নয়।

বর্তমানে ওয়াটসন আর এই দিকটাতে অগ্রসর হতে পারছেন না। এখন তাঁকে প্রান্তরে পাথরের কুটিরগুলোর মধ্যে রহস্যের যে সূত্রটি আছে, তা খোঁজবার জন্যেই মনঃসংযোগ করতে হবে।

এই দিকটাও আবার একেবারেই অনিশ্চিত। গাড়ি করে ফিরে যেতে যেতে, পাহাড়ের পর পাহাড়ের গায়ে সেকালের মানুষদের সেই বসতিগুলি দেখতে দেখতে এই কথাটা ওয়াটসন বুঝতে পারলেন ব্যারিমোর শুধু মাত্র বলেছিল যে সেই অচেনা লোকটি এই পরিত্যক্ত কুটিরগুলির একটাতে থাকে, আর এই প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সেরকম শত শত কুটির। অবশ্য ওয়াটসনের যা অভিজ্ঞতা তা থেকে এই হদিস্ পাওয়া যায় যে, লোকটাকে যখন ব্ল্যাকটর টিলার মাথায় দেখা গেছিল, তখন সেটাকে কেন্দ্র করেই তার খোঁজ করা উচিত। সেইখান থেকে চারদিকে যত কুটির প্রান্তরে আছে সব খুঁজে দেখতে হবে তাঁকে—যতোক্ষণ না ঠিক কুটিরটা পাওয়া যায়। লোকটি তার ভেতরে থাকলে, সে কে আর কেন এতকাল ওয়াটসনদের পেছনে লেগে রয়েছে, সে কথাটা দরকার হলে রিভলভার দেখিয়ে তার নিজের মুখ থেকে জেনে নেওয়া যাবে। রিজেন্ট স্ট্রিটের ভীড়ের মধ্যে সে ওয়াটসনদের ফাঁকি দিয়েছিল। কিন্তু এই নির্জন প্রান্তরে সেই কাজটি করতে গেলে সে ধাঁধায় পড়ে যাবে। আর যদি কুটিরটা খুঁজে পাওয়া যায়—কিন্তু লোকটা তখন সেখানে যদি না থাকে তাহলে যত দেরিই হোক না কেন, ওয়াটসন তার ফিরে আসা পর্যন্ত সেখানে ওৎ পেতে থাকবে। হোম্স্ তাকে লন্ডনে ধরতে পারে নি। ওয়াটসনের গুরু যে কাজে বিফল হয়েছেন সে কাজে ওয়াটসন যদি সেই কাজটা করে দিতে পারেন, তাহলে সেটা বাস্তবিকই তার পক্ষে একটা গৌরবের ব্যাপার হবে।

এই অনুসন্ধানের ব্যাপারে ভাগ্য বারবার তাদের প্রতিকূল হয়েছে। কিন্তু শেষে এখন অনুকূল হল মনে হচ্ছে। যিনি এই সৌভাগ্যের দূত হয়ে এলেন তিনি আর কেউ নয়, মি. ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড। যে রাস্তা দিয়ে ওয়াটসন যাচ্ছিলেন, তার ওপরেই তাঁর বাগানের গেট। সেইখানে তাঁর পাকা গোঁফ আর লাল মুখ নিয়ে তিনি বাগানে দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি খুশি মনে অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে! ডাক্তার ওয়াটসন যে! নমস্কার, নমস্কার! ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দিন, মশাই, আর ভেতরে এসে আমার সঙ্গে একপাত্র পানীয় পান করে আমাকে বাধিত করে যান!

www.pathagar.com

লোকটি নিজের মেয়ের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছেন সে কথা শুনে তার ওপর ওয়াটসনের ভালো ধারণা মোটেই ছিল না। কিন্তু ওয়াটসন ভাবছিলেন কী করে পার্কিন্‌স্‌কে গাড়িটা শুদ্ধ ফেরৎ পাঠানো যায়। তার পক্ষে এ সুযোগটা বেশ ভালো হল। ওয়াটসন গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। আর পার্কিন্‌স্‌কে বললেন,—স্যার হেনরিকে জানিয়ে দিতে যে রাতে খাওয়ার আগেই হেঁটে বাড়ি ফিরব। এই বলে ওয়াটসন মি. ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর খাবার ঘরে গেলেন।

খুশিতে ডগমগ হয়ে ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড বললেন—আমার পক্ষে মশাই, আজ একটা মস্ত দিন। এ দিনটা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আজ আমার দুটো কাজ হাসিল হয়েছে। এই তল্লাটের লোকেদের আমি শিক্ষা দিতে চাই যে আইন বলে একটা জিনিস আছে, আর আছে এমন কয়জন লোক যে, আইনকে খুঁচিয়ে তুলতে ভয় পায় না। বুড়ো মিডলটনের বাগানের মাঝখানে, একেবারে তার বুকের ওপর দিয়ে, তার সদর দরজার একেবারে হাত পঞ্চাশেক দূরেই জনসাধারণের চলাচলের স্বত্ব আমি বহাল করেছি। এইসব নবাবপুত্তুরদের আমি শিখিয়ে দেব যে জনসাধারণের যেসব অধিকার, তা এরা খেয়াল খুশি মতো পায়ে দলিত করে যেতে পারে না। ব্যাটারা উৎসন্নে যাক্‌। তার ওপর আবার আমি কী করেছি জানেন? ফার্নওয়ার্দি গ্রামের লোকেরা যেখানে চড় ইভাতি করতে যেত, সে বনটা বন্ধ করিয়ে দিয়েছি। হতচ্ছাড়া ব্যাটারা যেন মনে করে সে সম্পত্তিতে অধিকার বলে কোনো কিছু নেই, তাই যেখানে যার জায়গায় খুশি, সেখানেই তাদের ঠোঙা আর শিশি বোতল নিয়ে গিয়ে পড়লেই হল। দুটো মামলারই রায় বেরিয়েছে, আর দুটোই আমার পক্ষে। নিজেরই জমিতে বন্দুক চালাবার জন্যে স্যার জন মোরল্যান্ডকে আমি একবার অনধিকার প্রবেশের দায়ে ফেলতে পেরেছিলাম—তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা সুদিন আমার আর আসে নি!

সেটা কী ব্যাপার? ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন।

বই থেকে সেটা দেখে নেবে, তাতে লাভই হবে। ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড বনাম মোরল্যান্ড, কুইন্‌স্‌ বেঞ্চ আদালত। এতে আমার দুশো পাউন্ড খরচ হয়েছিল মশাই, কিন্তু হাকিম আমার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

এতে আপনার কোনো লাভ হয়েছিল কী?

মোটেই না, মশাই! কোনো লাভ হয় নি। এ ব্যাপারে আমার কোনো নিজের স্বার্থ ছিল না, একথা আমি বেশ গর্ব করেই বলতে পারি। শুধু জনসাধারণের প্রতি একটা কর্তব্যবোধ থেকে এসব কাজ করি আমি। যেমন ধরুন, ফার্নওয়ার্দির লোকেরা আজ রাতে নিশ্চয়ই আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করবে। গতবার যখন তারা এরকম করে, তখন আমি পুলিশকে এ রকম অপমানজনক কাণ্ড বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু এ জেলার পুলিশ বাহিনীর কেচ্ছার কথা আর বলবেন না মশাই! আমার অধিকার আছে তাদের সাহায্য পাবার, কিন্তু তা তারা দিতে চাইল না। আমি নালিশ করেছি—"ফ্রাঙ্কল্যান্ড বনাম মহারাণী" মামলা চলছে—তাতে ব্যাপারটা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হবে। আমি পুলিশকে বলে রেখেছি যে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্যে পস্তাতে হবে তাদের। আর এর মধ্যেই আমার কথাটা ফলে গেছে।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—কীভাবে?

বৃদ্ধ খুব একটা সবজান্তা ভাব করলেন বিজ্ঞের মতো—কারণ, যে কথা জানবার জন্যে তারা মাথা খুঁড়ছে, তা তাদের বলে দিতে পারি আমিই। কিন্তু নচ্ছার ব্যাটাদের সাহায্য আমি কিছুতেই করব না!

ওয়াটসন ভাবছিলেন, কী করে বুড়োর এই গালগপ্পের হাত এড়িয়ে পালাতে পারা যায়, কিন্তু এখন তাঁর ইচ্ছে হল যে আর একটু শোনা যেতে পারে। এই ঘাগি বুড়োর উলটো কিছু করবার স্বভাবটা ওয়াটসন বুঝলেন, তাই মনে হল যে আগ্রহ দেখালেই তিনি আর তাঁর গুপ্ত কথা বললেন না। তাই ওয়াটসন একটু গা-ছাড়া ভাবে বললেন, কোনো ফল পাকড়া চুরির ব্যাপার নিশ্চয়ই।' হাঃ, হাঃ, বৎস। অনেক বেশি গুরুতর বিষয়। প্রান্তরে সেই কয়েদীর কথা হলে কী বলেন?

ওয়াটসন চম্‌কে উঠলেন। বললেন, সে কোথায়, তা আপনি জানেন বলতে চান নাকি?

www.pathagar.com

ঠিক কোন্ জায়গায় তা হয়তো না জানতে পারি, তবে একথা ঠিক যে, তাকে ধরবার ব্যাপারে আমি পুলিশকে সাহায্য করতে পারি। আপনার কি কখনো মনে হয় নি যে ওই লোকটাকে ধরতে হলে দেখতে হবে তার খাবার কোথা থেকে আসে? তাই দিয়েই তো তাকে ধরা যায়।

ভদ্রলোক সত্যি কথাটার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন দেখে অস্বস্তি হতে লাগল ওয়াটসনের। তিনি বললেন,—তা বটে। তবে সে যে প্রান্তরেরই কোথাও আছে, তা জানলেন কী করে?

যে লোকটা তার খাবার পৌঁছে দেয় তাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাই জানি।

ব্যারিমোরের কথাটা মনে করে ওয়াটসনের বুকটা দমে গেল। এই হিংসুটে ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের কাজই হলো পরের হাঁড়িতে কাঠি দেওয়া—এর খপ্পরে পড়া একটা গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের পরের কথাতেই ওয়াটসনের বুক থেকে বোঝাটা নেমে গেল।

শুনে আশ্চর্য হবেন যে তার খাবার নিয়ে যায় একটা বাচ্চা ছেলে। আমি রোজ ছাদের থেকে দূরবীন দিয়ে তাকে দেখি। সে রোজ একই পথ দিয়ে যায়। কয়েদীটার কাছে ছাড়া আর কার কাছে যেতে পারে মশাই?

সত্যি, একেই বলে বরাত! তবুও ওয়াটসন আগ্রহের ভাব একেবারে চেপে গেলেন। একটা বাচ্চা ছেলে? ব্যারিমোরও তো বলেছিল যে একটা ছোট ছেলেই সেই অজানা লোকটিকে জোগান দেয়। ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড তাহলে দৈবাৎ যে হদিস্ পেয়ে গেছেন, সেটা কয়েদীর নয়, সে ওই লোকটির। এঁর থেকে সব জেনে নিতে পারল,—ওয়াটসন ভাবলেন, তাঁর সময় ও কষ্ট অনেকটা বেঁচে যাবে। কিন্তু বিশ্বাস না করা, কৌতূহল না দেখানোই ওয়াটসনে পক্ষে শ্রেয়। তাই একটু ঢোঁক গিলে নিয়ে ওয়াটসন বললেন—আমি কিন্তু বলব যে ছেলেটা প্রান্তরের কোনো মেষপালকের ছেলেটেলে হবে হয়তো, যে তার বাপের কাছে খাবার নিয়ে যায়!

এই সামান্য প্রতিবাদের ভান করতেই সেই হামবড়া বুড়োর ভিতর থেকে যেন আগুন বেরিয়ে এল। তাঁর চোখ দুটো ওয়াটসনের দিকে চেয়ে যেন বিষ ঢালতে লাগল। পাকা গোঁফগুলি ক্রুদ্ধ বিড়ালের গোঁফের মতো খাড়া হয়ে উঠল।

তাই নাকি স্যার! এই বলে তিনি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন—ওখানে ওই ব্ল্যাকটর টিলাটা দেখতে পাচ্ছেন? তার ওপরে দেখতে পাচ্ছেন ওই নিচু পাহাড়টা, যার মাথায় একটা কাঁটা ঝোপ রয়েছে? সারা প্রান্তরের মধ্যে ওরকম নিছক পাথুরে জায়গা আর নেই। ওরকম একটা জায়গায় কোনো মেষপালক গিয়ে ডেরা বেঁধেছে, এইটাই সম্ভব হল? আপনার কথাটা, মশাই নেহাৎই আজগুবি।

ওয়াটসন বিনীতভাবে বললেন—সব কথা না জেনে কথাটা আমার বলা ঠিক হয় নি। আমার বিনয় তিনি খুশি হয়ে আরও কিছু গোপন তথ্য ফাঁস করলেন।

আপনি এটা নিশ্চিত করে জানবেন, মশাই, যে খুব ভালো কারণ না পেলে আমি আমার মতো ঠিক করি না। আমি ছেলেটাকে বোঁচকা শুদ্ধু বারবার রেখেছি। প্রতিদিন, কখনো বা দিনে দু দুবার পর্যন্ত। আরে! দাঁড়ান, দাঁড়ান! ডাক্তার ওয়াটসন আমি কি ভুল দেখছি, না কি, ওই পাহাড়টার গায়ে সত্যিই কিছু নড়ছে?

জিনিসটা কয়েক মাইল দূরে বটে। কিন্তু পাহাড়ের ম্যাটমেটে সবুজ আর ধূসর রংয়ের মধ্যে ছোট্ট একটা কালো ফোঁটা ওয়াটসন স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

চিৎকার করে ছুটে ওপরে উঠতে উঠতে ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড বললেন,—আসুন, আসুন মশাই, চলে আসুন! স্বচক্ষে দেখে ঠিক করুন!

বাড়ির ছাদে একটা তে-পায়ার ওপর একটা অতিকায় চেহারার দূরবীন বসানো ছিল। ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড তাতে চোখ লাগিয়ে খুশি হয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

শিগ্গিরি, ডাক্তার ওয়াটসন, শিগ্গির আসুন! ও পাহাড়ে উঠে ওপারে চলে যাবার আগেই আসুন!

সত্যিই তাই, ওয়াটসন দেখলেন, ওই তো ওখানে ছোট্ট একটা ছোকরা এতোটুকু একটা পুঁটলি কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের চড়াই ভাঙছে। যখন সে পাহাড়ের মাথায় এল, তখন

www.pathagar.com

মরা নীল আকাশের গায়ে তার ছেঁড়া পোষাক পরা বিশ্রী দেহরেখা পলকের জন্যে দেখা গেল। সে চারিদিকে একবার তাকাল। তার চালচলনে একটা লুকোচুরির ভাব। যেন সে অনুসরণের ভয়ে ভীত। তারপর সে পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কী হলো? ঠিক বলেছিলাম তো? ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড, বললেন।

ওয়াটসন গদগদ হয়ে বললেন—খুবই ঠিক। ওই ছোকরার একটা কিছু গোপন উদ্দেশ্য আছে।

আর সে উদ্দেশ্যটা যে কী, তা একটা আকাট গেঁয়ো চৌকিদারও আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু আমার থেকে তারা একটি কথাও পাবে না। আর, ডাক্তার ওয়াটসন আপনাকে আমি ক্রাউন্টের নামে দিব্যি দিয়ে বলছি—এ কথাটা কাউকে জানাবেন না।

ওয়াটসন বললেন—যথা আদেশ; মি. ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড।

ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড বলতে লাগলেন—আমার প্রতি তাদের, আচরণ লজ্জাজনক—নিতান্তই লজ্জাজনক! 'ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড বনাম মহারানী' মামলায় যখন ব্যাপারগুলো প্রকাশ পাবে, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে তখন সারাদেশে একটা ক্রোধের বন্যা বয়ে যাবে। কোনো কারণেই আমি পুলিশকে এতোটুকুও সাহায্য করব না। সেই নচ্ছার গেঁয়ো ব্যাটারা আমার মূর্তি না পুড়িয়ে যদি আমাকেই পোড়াত, তাহলেও পুলিশ সেটাকে গ্রাহ্য করতো না।—ওকি, আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি? যেটুকু খাওয়া বাকি আছে সেটুকু শেষ করে যান! আজ আমার এমন মহা-আনন্দের দিন!

কিন্তু এবার ওয়াটসন তার সব অনুরোধ এড়িয়ে গেলেন। তারপর মি. ফ্রাঙ্কল্যান্ড ওয়াটসনের সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ ব্যাপারেও ওয়াটসন সরাসরি এড়িয়ে গিয়ে বললেন—না। থাক্, দরকার হবে না। যতোক্ষণ তাঁর নজর ওয়াটসনের ওপর ছিল ততোক্ষণ রাস্তা ধরে চলছিলেন ওয়াটসন। তারপর একসময় রাস্তা থেকে নেমে প্রান্তরের ভিতরে পা চালিয়ে চললেন সেই পাথুরে পাহাড়টার দিকে—যেটার ওপর দিয়ে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেছিল। সবকিছুই ওয়াটসনের অনুকূলে ছিল। তিনি সংকল্প করলেন, যে ভাগ্য তার হাতে যে সুযোগ এনে দিয়েছে উৎসাহ বা অধ্যবসায়ের অভাবে তিনি তা নষ্ট হতে দেবেন না।

পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছতে সূর্য ততোক্ষণে ডুবতে আরম্ভ করেছে। ওয়াটসনের পায়ের নিচে লম্বা ঢালু পাহাড়ের গা একদিকে সোনালি সবুজে অন্যদিকে ধূসর ছায়ায় ঢেকে গেছে। দূরতম দিগন্তে একটা হালকা কুয়াশা নেমেছে, তার ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে উদ্ভট চেহারার দুটো পাহাড়—'বেলিভার ও ভিক্সেনটর'। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কোথাও কিছু নড়ছে না। বড় একটা ছাই রংয়ের পাখি নীল আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল। উষর দৃশ্য ও এ নিঃসঙ্গতার অনুভূতি ও তার কাজের গুরুত্ব আর রহস্য ওয়াটসনের মনটাকে একটু দমিয়ে দিল। ছোকরাটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। ওয়াটসনের পায়ের নিচে অনেক দূরে পাহাড়ের একটা ফাঁকে গোল করে সাজানো কয়েকটা সেইরকম পাথরের ঘর দেখা গেল। তারমধ্যে একটার ছাদের খানিকটা ছিল যা রোদবৃষ্টিকে বেশ ঠেকাতে পারে। সেটাকে দেখেই ওয়াটসনের বুকের ভেতরটা, লাফিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই ওটা সেই অজানা লোকটার গোপন বাসস্থান!

যেরকম সাবধানে স্টেপলটন তাঁর জাল লাগিয়ে ধরে কোনো প্রজাপতির দিকে এগোন, ঠিক তেমনি ওয়াটসন খুব সাবধানে সেই ঘরটার দিকে এগোতে লাগলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, এখানে কেউ বাস করে। ঘরখানার যে ধ্বসে পড়া ফাঁকটা দিয়ে দরোজার কাজ হয়, পাথরের চাঁইয়ের ফাঁকে ফাঁকে সেই পর্যন্ত একটা অস্পষ্ট পথের চিহ্ন রয়েছে। ভিতরের নিস্তব্ধ। অজানা লোকটা ভিতরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতেও পারে। প্রান্তরেও ঘুরে বেড়াতে গিয়ে থাকতে পারে। একটা দুঃসাহসের ভাব ওয়াটসনের শিরায় শিরায় নাচতে লাগল। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওয়াটসন রিভালভারটা মুঠো করে ধরলেন। তারপর তাড়াতাড়ি দরোজার কাছে গিয়ে ভেতরে তাকালেন। জায়গাটায় কেউ নেই।

কিন্তু ভুল জায়গায় যে তিনি আসেন নি তার যথেষ্ট চিহ্ন ছিল। পাথরের যে পাটাটার ওপর

একসময় নব-প্রস্তর যুগের মানুষ শুয়ে থাকত, তারই ওপরে পড়ে রয়েছে বর্ষাতি জড়ানো খানকতক কম্বল। আগুনের ছাই স্তূপীকৃত হয়েছিল একটা কোনোমতে-গড়া উনুনের মধ্যে। পাশেই পড়েছিল রান্নার কিছু বাসনপত্র আর আধ বালতি জল। খালি টিনের একটা স্তূপ দেখে বোঝা গেল যে এখানে কেউ বেশ কিছুদিন ধরে বাস করছে। তারপর আলো আঁধারিতে চোখ সয়ে গেলে এক কোণে একটা মগ আর আধ-বোতল মদ রয়েছে দেখা গেল। ঘরের মাঝখানে একটা চ্যাপটা পাথর টেবিলের কাজ চালায়। তার ওপর রয়েছে ছোট কিছুক্ষণ আগে দূরবীন দিয়ে ছেলেটার কাঁধে দেখতে পেয়েছিলেন। তাতে ছিল, একখানা রুটি, একটি মাংস আর দুটো টিনে ফল। এটাকে দেখে-টেখে যখন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন ওয়াটসন তখন এর তলায় একটা লেখা কাগজ দেখে তার বুকটা দুলে উঠল। সেটা তুলে নিয়ে তিনি পড়ে ফেললেন। তাতে আঁকা বাঁকা হাতে লেখা আছে—

'ডাক্তার ওয়াটসন কুম্বট্রেসিতে গেছেন।'

কাগজখানা হাতে নিয়ে ওয়াটসন মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে ভাবলেন,—এই সংবাদের অর্থ কী হতে পারে? তাহলে তো এই গুপ্তচরটা স্যার হেনরিকে নয়, তাকেই অনুসরণ করছে। সে কাজটা সে নিজে না করে, তার পেছনে একজন লোককে—এই ছেলেটাকেই বোধহয়—লাগিয়েছে। আর এই তার রিপোর্ট। এমনও হতে পারে যে এই প্রান্তরে আসার পর থেকে তিনি যা যা করেছেন তা সবই এখানে জানানো হয়েছে। তাই সব সময়ে অনুভব করছি যে, একটা অদৃশ্য শক্তি একটা সূক্ষ্ম জাল, অসীম নিপুণতা আর কোমলতার সঙ্গে তাঁদের চারিদিকে বিছানো হয়েছে। আর সেটাকে এত হালকাভাবে ধরে রাখা হয়েছে যে কেবলমাত্র চরম মুহূর্তেই বোঝা যাবে যে বাস্তবিকই তিনি ফাঁদে আটকা পড়েছেন।

একটা চিঠি যখন আছে, তখন আরো চিঠি থাকতে পারে—এই ভেবে ওয়াটসন ঘরটা খুঁজে দেখলেন। কিন্তু কোনো চিঠিই আর পাওয়া গেল না। আর, এই বেয়াড়া জায়গায় থাকে যে লোকটি তার স্বভাব চরিত্র কিংবা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানা যায় এমন কিছু দেখাও গেল না। শুধু বোঝা গেল লোকটি খুবই কষ্টসহিষ্ণু, আরাম সে চায় না। যখন প্রবল বৃষ্টির কথা মনে হল, আর হাঁ-করা ছাদটা ওয়াটসন যখন দেখলেন, তখন বোঝা গেল যে মানুষের উদ্দেশ্য কত প্রবল আর কতদূর অটল হলে তবে এমন একটা জায়গায় সে থাকতে পারে। লোকটি কি ঘোরতর শত্রু, না দৈবপ্রেরিত রক্ষাকর্তা? ওয়াটসন প্রতিজ্ঞা করলেন যে তার সম্বন্ধে না জেনে তিনি এখান থেকে নড়বেন না।

বাইরে সূর্য তখন প্রায় ডুবতে চলেছে। পশ্চিমাকাশ লাল আর সোনালি আলোয় জ্বলছে। দূরে গ্রিম্‌পেনের বৃহৎ পঙ্কভূমির জলা জায়গাগুলিতে তার ছায়া পড়ে তা থেকে লাল ছোপ ঠিক্‌রে পড়ছে এখানে ওখানে। এদিকে বাস্কারভিল হলের মিনার দুটো দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে দূরে ঝাপ্‌সা একটু ধোঁয়া গ্রিমপেন গ্রামের আভাস দিচ্ছে। এই দুয়ের মাঝখানে, পাহাড়ের পেছনে, স্টেপলটনের বাড়ি। সন্ধ্যার সোনালি আলোয় সবই বেশ মধুর, কোমল ও শান্তিপূর্ণ দেখাচ্ছে। কিন্তু তা দেখে আমার মনে শান্তি হল না। বরং প্রতি মুহূর্তেই, যে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নিকটতর হয়ে আসছে তার অনিশ্চয়তায় আর আশঙ্কায় বুক কাঁপতে লাগল। তাঁর স্নায়ুগুলি টনটন করতে লাগল। কিন্তু ওয়াটসন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অন্ধকার কোণে বসে ঘরের বাসিন্দাটির আসবার জন্য স্থিরভাবে অপেক্ষা করে রইলেন।

অবশেষে তার সাড়া পাওয়া গেল। অনেক দূরে পাথরের ওপর বুটের খট খট আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

একটার পর একটা...ক্রমেই কাছে আসছে...আরো কাছে। ওয়াটসন সবচেয়ে অন্ধকার কোণটিতে জড়সড় হয়ে বসলেন, আর পকেটে পিস্তলটার ঘোড়া ঠিক করে নিলেন। আগন্তুককে একটুও না দেখতে পাওয়া পর্যন্ত নিজে দেখা দেবেন না ঠিক করলেন। পায়ের শব্দটা বেশ কিছুক্ষণ থেমে রইল। তাতে বোঝা গেল লোকটিও থেমেছে। তারপরই পায়ের শব্দ পুনরায় এগিয়ে আসতে লাগল। শেষে ঘরের মুখটার সামনে, এপাশ, ওপাশ জুড়ে একটা ছায়া পড়ল। তারপর একটি অতি পরিচিত স্বর বলে উঠল, প্রিয় ওয়াটসন, বড় সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যেটা। আমার তো মনে হয় যে ভিতরের থেকে বাইরেই বেশি আরাম পাবে!

www.pathagar.com

বারো

প্রান্তরে মৃত্যু

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ওয়াটসন। দু-একটি মুহূর্ত তিনি রুদ্ধশ্বাসে বসে রইলেন। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেলেন। আর, নিমেষের মধ্যে ওয়াটসনের মনের ওপর থেকে একটা কষ্টকর দায়িত্বের বোঝা যেন কেউ তুলে নিল। এই উত্তেজনাহীন, ক্ষুরধার, ব্যঙ্গভরা স্বর সারা পৃথিবীতে মাত্র একজনেরই আছে।

ওয়াটসন চেঁচিয়ে উঠলেন—হোম্‌স্! হোম্‌স্!

হোম্‌স্ বললেন—বাইরে এসো। আর, তোমার রিভলভারটি সাবধান।

ওয়াটসন নিচু হয়ে দরোজার ফাঁকের উপরকার পাথরের তলা দিয়ে বেরিয়ে দেখেন, হোম্‌স্ একখানা পাথরের ওপর বসে আছেন। ওয়াটসনের বিস্ময়ভরা মুখচ্ছবি দেখে তাঁর চোখ দুটি স্ফূর্তিতে যেন নাচতে লাগল। একটু রোগা আর ঝরা চেহারার হলেও দেখা গেল তিনি দিব্যি সতর্ক ও সপ্রতিভ। তাঁর পরনে টুইডের পোষাক আর মাথায় কাপড়ের টুপি। বিড়ালের মতোই তাঁর বিশেষত্ব ছিল পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন থাকা। এখানেও তাঁর দাড়ি পরিষ্কারভাবে কামানো আর জামাকাপড় এমন ফিট্‌ফাট যেন বেকার স্ট্রিটেই আছেন।

তাঁর হাত চেপে ধরে ওয়াটসন বললেন—কাউকে দেখে এতো আনন্দিত কখনো হই নি!

আর আশ্চর্যও—কী বল?

তা, সেটা স্বীকার করতেই হবে।

আশ্চর্য শুধু তুমি একাই হও নি, জেনো। এর ভিতরে বসে থাকার কথা দূরে থাক, তুমি যে আমার এই অস্থায়ী বাসাটি খুঁজে পাবে, এটাও আমি ভাবতে পারি নি। এই দরোজাটার বিশ-পা আগে এসে প্রথম সেটা টের পেলাম।

ওয়াটসন বললেন—আমার পায়ের ছাপ দেখে বোধহয়?

না, ওয়াটসন। পৃথিবীর সব পায়ের ছাপের মধ্যে থেকে তোমার পায়ের ছাপটি চিনে নেব, এমন কথা আমি বলতে পারি না। তবে যদি আমাকে সত্যি সত্যি কখনো ধোঁকা দিতে চাও তাহলে তোমার তামাকের দোকান বদলাও। কারণ অক্সফোর্ড স্ট্রিটে দোকানের মার্কামারা সিগারেটের টুকরো দেখেই বুঝলাম যে বন্ধুবর ওয়াটসন আশেপাশে কোথাও আছেন। পথের ধারেই সেটা পড়ে রয়েছে দেখতে পাবে। যখন তুমি শূন্য ঘরের ভিতর বীরদর্পে প্রবেশ করেছিলে, সেই চরম মুহূর্তেই ওটাকে তুমি ছুঁড়ে ফেলেছিলে নিশ্চয়ই?

ঠিক তাই।

যা ভেবেছি। আর তোমার অধ্যবসায়ের কথাও আমি জানি তো। তাই নিশ্চিত হলাম যে তুমি ওৎ পেতে বসে আছ, হাতের কাছে অস্ত্রটি রয়েছে, দেখছ কখন লোকটা ফেরে। আচ্ছা, তাহলে তুমি সত্যিই ভেবেছিলে যে অপরাধী আমিই?

ওয়াটসন বললেন—তুমি যে কে তা আমি জানতাম না। তাই সেটা জানবোই স্থির করেছিলাম।

সাবাস, ওয়াটসন! আর, তুমি আমার জায়গাটার খোঁজ পেলে কী করে? কয়েদীটাকে ধরবার চেষ্টা করতে এসে তো আমায় দেখে ফেলেছিলে—যখন চাঁদ উঠেছিল তখন তার সামনে এসে দাঁড়ানোটা খুবই অবিবেচনার কাজ হয়েছিল, আমার পক্ষে।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, তখন তোমাকে দেখেছিলাম। আর হোম্‌স্ বললেন—তারপর আগাগোড়া সবগুলি কুটির খুঁজে দেখতে দেখতে এখানে এসে পড়েছ?

না, তোমার ছোকরাটি চোখে পড়ে যাওয়ায় একটা হদিস্ পেয়ে গেলাম।

হোম্‌স্ বললেন—ও বুঝেছি। সেই দূরবীনওয়ালা বুড়ো ভদ্রলোক; না? দূরবীনের কাঁচে রোদ ঠিক্‌রাতে দেখে প্রথমটায় আমিও বুঝতে পারি নি। হোম্‌স্ উঠে ঘরের ভেতর উঁকি মারলেন। ও, কার্টরাইট দেখছি কিছু রসদ রেখে গেছে। এ কাগজগুলো কী? তুমি তাহলে কুম্বট্রেসিতে গেছিলে কী বলো?

www.pathagar.com

হ্যাঁ।

মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা করতে?

ঠিক।

খুব ভালো করেছ। দেখতে পাচ্ছি, আমাদের অনুসন্ধানগুলো পাশাপাশি চলছে। আমরা যা যা পেয়েছি তা একসঙ্গে করলে মামলাটা সম্বন্ধে আমাদের পুরোপুরি জ্ঞান হবে।

যাক্ তুমি এখানে এসেছ, ওয়াটসন বললেন—তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। কারণ এই ব্যাপারটার দায়িত্ব আর রহস্য আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখানে এলে কী করে? আর এখানে করছই বা কী? আমি ভেবেছিলাম তুমি সেই 'ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়' মামলাটা নিয়ে বেকার স্ট্রিটে ব্যস্ত।

হোম্‌স্ বললেন—আমিই চেয়েছিলাম যে তুমি ঠিক তাই-ই ভাব।

ওয়াটসন খুব দুঃখিত হয়ে বললেন—তুমি আমাকে কাজে লাগালে, অথচ বিশ্বাস করছ না। আমি তোমার কাছে এর চাইতে ভালো ব্যবহার পাব বলে আশা করি হোম্‌স্।

হোম্‌স্ বললেন—শোনো বন্ধু অন্য সব মামলার মতো এটাতেও তুমি যা করেছ, তার দাম হয় না। তোমার সঙ্গে আপাতত একটা চালাকি খেলেছি বলে ক্ষমা করো। সত্যি কথা বলতে কী, কতকটা তোমার ভালোর জন্যই এটা করেছিলাম। আর তুমি যে বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছ সেটা বুঝতে পেরে আমি নিজেই চলে এসেছি। আমি যদি তোমাদের সঙ্গেই থাকতাম তাহলে আমার ধারণাগুলি তোমারই মতো হতো, আর আমি উপস্থিত আছি বলে আমাদের সাংঘাতিক শত্রুরা সাবধান হয়ে যেত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় আমি যতটা ঘুরে দেখতে পারছি, হলে থেকে ততটা পারতাম না। এখন এ ব্যাপারের মধ্যে এক অজানা লোক হয়ে রয়েছি। এতে সুবিধা হল, একেবারে আচম্‌কা এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।

কিন্তু আমাকে না জানিয়ে কেন?

কথাটা তুমি জান্‌লে কোনো লাভ হত না, উল্টে হয়তো আমার কথাটাই প্রকাশ হয়ে যেত। তুমি হয়তো আমাকে কোনো একটা খবর জানাতে চাইতে, অথবা আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো জিনিস দিয়ে যাবার ইচ্ছে হতো তোমার। কাজেই, অনর্থক একটা ঝুঁকির মধ্যে যেতে হত। তাই আমি সেই হরকরা-অফিস থেকে কার্টরাইটকে নিয়ে এলাম—তোমার মনে আছে তো? আমার সামান্য প্রয়োজন সেই-ই যোগাচ্ছে। একখানা রুটি আর পরিষ্কার একটি জামা—এর বেশি আর কিই-ই বা লাগে মানুষের? তার ওপর আবার কার্টরাইটের একজোড়া চোখ আর খুব চটপটে একজোড়া পা থাকায় তাতে আমার খুব কাজ দিচ্ছে।

ওয়াটসন তখন আক্ষেপের স্বরে বললেন—তবে তো দেখছি আমার এতো রিপোর্ট লেখা সব ব্যর্থ হয়েছে! কতো কষ্ট করে আর গর্বভরে সেগুলো লিখেছিলাম, তা মনে করে আমার খারাপ লাগছে।

হোম্‌স্ তখন পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করলেন।

বন্ধুবর, তোমার সব চিঠি এতে আছে, আর সত্যি করে বলছি যে ওগুলো আমি খুব ভালো করে পড়েছি। খুব ভালো বন্দোবস্ত করেছিলাম। ওগুলো পেতে আমার মোটে একদিন দেরি হত। এরকম একটা অসাধারণ কঠিন ব্যাপারে তুমি যেরকম উৎসাহ ও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিয়েছ। তাতে তোমাকে খুবই প্রশংসা করতে হয়। এভাবে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে তখনো ওয়াটসনের মনটা খারাপ হয়ে গেছিল, কিন্তু হোম্‌সের প্রশংসার আন্তরিকতায় এবার তাঁর রাগটা চলে গেল। ওয়াটসন অন্তরে অন্তরের অনুভব করলেন যে তাঁর কথাই ঠিক—প্রান্তরে তাঁর থাকার কথাটা তাকে না জানানোয় সত্যিই তাঁদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে ভালো হয়েছে।

ওয়াটসনের মুখ থেকে অন্ধকার কেটে যেতে দেখে হোম্‌স্ বললেন—এই তো বেশ! এবার বল, মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা করে কী জানতে পারলে? এটা বোঝা শক্ত নয় যে তুমি সেখানে গেছিলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই। কেননা, কুম্বট্রেসিতে একমাত্র লোকই হচ্ছেন

www.pathagar.com

তিনি যাঁকে দিয়ে এ ব্যাপারে আমাদের কাজ হতে পারে। বলতে কি, তুমি না গেলে খুব সম্ভবতঃ আমিই কাল যেতাম।

সূর্য অস্ত গেছিল। প্রান্তরের অন্ধকার নেমেছিল। হাওয়াটা ঠাণ্ডা হয়ে আসায় ওয়াটসনরা একটু গরম পাবার জন্যে ঘরে চলে এলেন। সেখানে আলো আঁধারের মধ্যে বসে বসে ওয়াটসন সেই মহিলার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার কথা হোম্‌স্‌কে সবিস্তারে বললেন। তিনি এতটা আগ্রহ দেখালেন যে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কোনো কোনো জায়গা দুবার বলতে হল তাঁকে।

ওয়াটসনের কথা শেষ হতে হোম্‌স্‌ বললেন—এটা খুবই গুরুতর ব্যাপার। এই জটিল ব্যাপারে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল, এতদিন সেটার শেষসূত্র পাওয়া গেল। এই মহিলার আর স্টেপলটনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা আছে, তা জানো তো?

ওয়াটসন বললেন—ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার কথা তো শুনি নি।

হোম্‌স্‌ বললেন—তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তারা দেখা করে, চিঠি লেখালিখি করে, 'তাদের মধ্যে একটা পুরো বোঝাপড়া হয়ে রয়েছে। এখন, এতে আমাদের হাতে একটা খুব শক্তিশালী অস্ত্র এল। এইটে দিয়ে যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটাতে পারি—

ওয়াটসন অবাক হয়ে বললেন—তার স্ত্রী?

হোম্‌স্‌ মুচকি হেসে বললেন—তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার বদলে এবার আমি তোমাকে কিছু খবর দেব। যে মহিলাটি এখানে তার বোন বলে পরিচিত, তিনি আসলে তার স্ত্রী।

বল কী? ঠিক করে জেনে বলছ তো? তাহলে স্টেপলটন কী করে তার স্ত্রী সঙ্গে স্যার হেনরিকে প্রেমে পড়তে দিল?

স্যার হেনরি প্রেমে পড়ায় তাঁর নিজের ছাড়া আর কারও বিশেষ ক্ষতি হয় নি। তুমি এটা দেখেছ যে, স্টেপলটন যথেষ্ট চেষ্টা করেছে যাতে স্যার হেনরি তার স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন না করতে পারেন। আবার বলছি,—মহিলাটি তার স্ত্রী—বোন নয়।

কিন্তু প্রতারণার জন্যে এই ব্যাপক ব্যবস্থার কারণ কী?

কারণ, সে আগেই বুঝেছিল যে আইবুড়ো মেয়ে হিসেবেই স্ত্রীটি তার বেশি কাজে আসবে।

আমার সব না বলা ধারণা, সব অস্পষ্ট সন্দেহ, হঠাৎ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠে স্টেপলটনকে ঘিরে দাঁড়াল। সেই নিরুত্তাপ, সাদাসিধে লোকটা—যার মাথায় খড়ের টুপি আর হাতে প্রজাপতি ধরবার জাল—তার মধ্যে আমি যেন দেখতে পেলাম একটা ভয়ঙ্কর জীবকে—এমন একটা অসীম ধৈর্য আর কৌশল সম্পন্ন জানোয়ারকে, যে মুখে হাসি আর মনে বিষ নিয়ে ঘুরছে।

তবে সেই-ই আমাদের শত্রু, সেই-ই লন্ডনে পিছু নিয়েছিল?

আমি তো ধাঁধার উত্তর তাই-ই ঠিক করেছি।

তাহলে সেই হুঁশিয়ারি—সেই চিঠিটা লিখেছিল ওই মেয়েটি?

ঠিক।

যে অন্ধকার ওয়াটসনকে এতোক্ষণ ধরে ঘিরে রেখেছে, তার ভিতর এখন একটা আধেক দেখা, আধেক আন্দাজ-করা পৈশাচিক শয়তানি অস্পষ্টভাবে উঁকি মারতে লাগল।

কিন্তু, হোম্‌স্‌, তুমি এটা ঠিক জানো তো? মহিলাটি যে তার স্ত্রী, তা তুমি জান্‌লে কী করে?

জানতে পারলাম এইজন্যে যে, তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পরই সে ভুলে তার নিজের জীবনের একটা সত্যি কথা বলে ফেলেছিল। পরে সে তার জন্যে আফ্‌সোস্‌ করেছে নিশ্চয়ই। সে সত্যিই এক সময় উত্তর ইংল্যান্ডে স্কুল মাস্টার ছিল। এখন, স্কুল-মাস্টারকে যত সহজে খুঁজে বার করা যায় এমন আর কাউকে নয়। একবার যে এ কাজ করেছে, তার খবর রাখবার জন্যে অনেক মাস্টারিসংক্রান্ত অফিস আছে। একটু খোঁজ নিতেই জানতে পারলাম যে একটা স্কুল খুব যাচ্ছেতাই কারণে দুর্দশায় পড়েছিল, আর তার মালিক—তার নামটা আলাদা—তার স্ত্রীকে নিয়ে কেটে পড়েছিল। বর্ণনা মিলে গেল। তার ওপর যখন শুনলাম যে কেটে পড়া লোকটা পতঙ্গতত্ত্বে উৎসাহী ছিল, তখন আর কোনো সন্দেহই রইল না।

www.pathagar.com

অন্ধকারটা যেন ফিকে হয়েই আসছিল, কিন্তু তখনো আবছায়াতে ঢাকা রয়ে গেল অনেক কিছুই। বললাম, এই স্ত্রীলোকটি যদি সত্যিই তার স্ত্রী হয় তবে এর ভিতরে মিসেস লরা লায়ন্স আসেন কি করে?

তোমার নিজেরই অনুসন্ধানের ফলে এই সমস্যাটার ওপর আলোকপাত হয়ে গেছে। মহিলাটির সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকারেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি জানতাম না এঁর সঙ্গে এঁর স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই যদি হয়, আর স্টেপলটনকে যদি অবিবাহিত মনে করা হয় তাহলে তিনি নিশ্চয়ই স্টেপলটনের স্ত্রী হতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন।

আর, যখন তাঁর ভুল ঘুচে যাবে তখন?

বেশ তো, তখন হয়তো মহিলাটিকে আমাদের কাজে লাগাতে পারব। কালই তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমাদের প্রথম কাজ হবে। দুইজনেই একসঙ্গে যাব। কিন্তু ওয়াটসন, তোমার কি মনে হয় না যে স্যার হেনরিকে তুমি বড় বেশিক্ষণ ছেড়ে এসেছ? বাস্কারভিল হলে থাকাই তো তোমার উচিত!

পশ্চিম আকাশে সূর্যের অস্তরাগ একেবারে মিলিয়ে গেছে। ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছিল প্রান্তরের বুকে। অনুজ্জ্বল কয়েকটি তারা বেগুনি রংয়ের আকাশে মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল।

ওয়াটসন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন—আর একটা প্রশ্ন হোম্‌স্। তোমার আর আমার মধ্যে কোনো কথা গোপন রাখবার নিশ্চয়ই দরকার নেই। এসবের উদ্দেশ্য কী? কী চায় সে?

উত্তর দিতে গিয়ে হোম্‌সের গলা একটু বসে গেল।—এ হচ্ছে হত্যা, ওয়াটসন,—মার্জিত, উত্তেজনাবিহীন, সু-পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড! আমার কাছে আর কিছু জানতে চেয়ো না। সে যেমন তার জাল স্যার হেনরির ওপর গুটিয়ে আনছে, আমার জালও তেমনি তার ওপর গুটিয়ে আসছে। আর তোমার সাহায্যে সে এখন আমার খপ্পরে পড়ে গেছে। শুধু একটা বিপদ হতে পারে। সেটা হচ্ছে, আমরা পুরোপুরি তৈরি হবার আগেই যদি সে তার আঘাত হানে। আর একটা দিন, কি বড়জোর দুটো দিন পেলেই আমার সব তৈরি হয়ে যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত, স্নেহময়ী মা তাঁর রোগশয্যাশায়ী সন্তানকে যেমন করে অতন্দ্র সতর্কতা দিয়ে ঘিরে রাখেন তুমিও স্যার হেনরিকে সেইরকমই করে রক্ষা করবে। আজ তোমার বেরোনোয় অনেক কাজ হয়েছে বটে, কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে, স্যার হেনরিকে ছেড়ে না এলেই ভালো হত।—ও কী!

ভয়ানক একটা চিৎকার। আতঙ্ক এবং যন্ত্রণাসূচক একটা সুদীর্ঘ আর্তনাদ প্রান্তরের নিঃশব্দতাকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল। সেই চিৎকারে ওয়াটসনের শিরায় শিরায় রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল।

ওয়াটসন রুদ্ধশ্বাসে বললেন—হায় ঈশ্বর!

এটা কী? এর মানেই বা কী?

হোম্‌স্ লাফিয়ে উঠেছিলেন। ঘরের প্রবেশপথে তাঁর কর্মঠ দেহের অন্ধকার রেখা দেখা গেল। কাঁধ নিচু করে, মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে, অন্ধকারের ভিতরে তিনি উঁকি মেরে দেখছিলেন।

তিনি চাপা গলায় বললেন—চুপ! চুপ!

চিৎকারটা জোরেই শোনা গেছিল বটে, কিন্তু এসেছিল প্রান্তরের অনেক দূরের অন্ধকারের ভেতর থেকে, এখন হোম্‌স্‌দের কানের ওপর যেন ফেটে পড়ল—অনেক বেশি আছে, অনেক বেশি জোরে, আগেকার চাইতে অনেক বেশি আকুলভাবে।

হোম্‌স্ ফিস্-ফিস্ করে বললেন—এটা কোথায় হচ্ছে? তাঁর কণ্ঠের আবেগ শুনে বোঝা গেল যে এই লৌহকঠিন মানুষটিরও অন্তর বিগলিত হয়ে উঠেছে। এটা কোন্ জায়গায় হচ্ছে ওয়াটসন?

অন্ধকারের দিকে দেখিয়ে ওয়াটসন বললেন—ওইখানে মনে হয়।

না, এই দিকে!

www.pathagar.com

আবার সেই আর্তনাদ, আরো জোরে—রাত্রির বুকে ঝাপ্টা মেরে উঠল। আর তারই সঙ্গে এসে মিশলো গম্ভীর একটা টানা ঘর্ঘর শব্দ, গানের সুরের মতো, অথচ বুক কাঁপানো...সাগরের অবিরাম মর্মর ধ্বনির মতো।

হোম্‌স্ চেঁচিয়ে উঠলেন—সেই হাউন্ড! ওয়াটসন, এসো, চলে এসো! হা ঈশ্বর, যদি আমাদের দেরি হয়ে গিয়ে থাকে!

বলতে বলতেই প্রান্তরের মধ্যে তীরবেগে ছুটতে শুরু করেছিলেন। ওয়াটসনও তাঁর পেছনে ছুটলেন। তাঁদের ঠিক সামনে খানিকটা উঁচু-নিচু জায়গা ছিল। শেষ চিৎকারটা এবার সেখান থেকে এল—হতাশা মাখা একটা বিকট চিৎকার। তারপরেই ধপ্ করে ভারি কিছু পড়বার শব্দ। ওয়াটসনরা থেমে পড়ে কান পেতে রইলেন। আর একটা শব্দও সেই বায়ুহীন রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল না।

হতভম্ব হয়ে যাওয়া লোকের মতো করে হোম্‌স্ কপালে হাত দিলেন। দেখা গেল তিনি মাটিতে পা ঠুকতে শুরু করেছেন। হোম্‌স্ বললেন—

ওয়াটসন, সে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে! বড় বেশি দেরি করে ফেলেছি আমরা!

না, না, কখনো নয়!

আমি বোকা, তাই চুপ করে বসেছিলাম! আর ওয়াটসন তুমিও দেখো, তোমার ওপর যাঁর ভার দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে ফেলে রেখে এসে কী করেছ! কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ, যদি চরম মন্দটাই হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমরা প্রতিহিংসা নেব!

তারপর ওয়াটসনরা অন্ধের মতো ছুটতে লাগলেন। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পাথরের ধাক্কা খেতে খেতে, ঝোপঝাড় ঠেলে, হাঁফাতে হাঁফাতে পাহাড় পার হয়ে, চড়াই উৎরাই করে ওয়াটসনরা সেইদিকেই চললেন, যেখান থেকে সেই ভয়াবহ শব্দ এসেছিল। প্রত্যেকবার চড়াই ওঠবার পরই হোম্‌স্ ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু প্রান্তরে অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় তার শ্রীহীন কোনো কিছু নড়তে চড়তে দেখা গেল না।

কিছু দেখতে পাচ্ছ?

কিচ্ছু না।

কিন্তু—শোনো, ওটা কী?

একটা মৃদু গোঙানীর শব্দ আমাদের কানে এল। আবার...এবার ওয়াটসনদের বাঁদিক থেকে। সেদিকে একটা পাহাড়ের মাথা গিয়ে শেষ হয়েছিল একটা খাড়াইয়ের ওপরে। তার নিচেই পাথর-ছড়ানো একটা ঢালু জায়গা তারই এবড়ো খেবড়ো বুকে কালো, বেখাপ্পা আকারের কি যেন একটা ছড়ানো অবস্থায় পড়েছিল। ওয়াটসনরা দৌড়ে যত কাছে আসতে লাগলেন, অস্পষ্ট জিনিসটা ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে! এমনভাবে বেঁকে তার মাথাটা দেহের তলায় ঢুকে রয়েছে, যে দেখে ভয় হচ্ছিল, যেন কাঁধ থেকে নেমে ঢুকে রয়েছে, আর ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গীতে শরীরটা দুমড়ে রয়েছে। সবটা মিলিয়ে এমনই তা অস্বাভাবিক যে, ওয়াটসন ঠিক তখনো ভাবতে পারছিলেন না যে ওই গোঙানিটা একজন মানুষের প্রাণ বেরিয়ে যাবার শব্দ। তারা অন্ধকারে মূর্তিটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তা থেকে সামান্যতম কোনো শব্দও আর আসছিল না। হোম্‌স্ তার গায়ে হাত ঠেকিয়েই হাত তুলে একটা ভয়ের শব্দ করে উঠলেন। তিনি দেশলাই জ্বালালেন। তার আলোয় তাঁর চটচটে আঙুলগুলো আর বীভৎস একটা রক্তের চাপ দেখা গেল। মরা মানুষটার থেঁতলে-যাওয়া মাথা থেকে বেরিয়ে সেটা ক্রমেই ছড়িয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া, আলোটা আরো একটা জিনিসের ওপর পড়ল তা হচ্ছে স্যার হেনরি বাস্কারভিলের মৃতদেহ। তা দেখে ওয়াটসনরা তো আর নেই!

সেই অদ্ভুত লালচে রংয়ের টুইডের পোশাকটা—যেটা পরে তিনি বেকার স্ট্রিটে তাদের সঙ্গে প্রথম দিন দেখা করতে এসেছিলেন—সেটা তো ভোলবাব জিনিস নয়। একটিবার সেটা দেখতে পাওয়া গেল। তারপরেই দেশলাইয়ের আলো কেঁপে উঠে নিভে গেল। সেইসঙ্গে হোম্‌স্‌দের সব আশাও নিভে গেল। হোম্‌স্ অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলেন। অন্ধকারের মধ্যে তাঁর বিবর্ণ মুখ দেখা যেতে লাগল।

www.pathagar.com

হাত মুঠো করে ওয়াটসন চেঁচিয়ে উঠলেন—জানোয়ার! জানোয়ার! ওঃ হোম্‌স্‌, হোম্‌স্‌, এঁকে মরণের হাতে ছেড়ে চলে আসার জন্যে আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারব না।

হোম্‌স্‌ বললেন—তোমার চাইতেও দোষ আমারই বেশি ওয়াটসন! মামলাটা বেশ গুছিয়ে নেবার আর সম্পূর্ণ করবার জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে আমি আমার মক্কেলের জীবনটা নষ্ট করে ফেললাম। জীবনে এতো বড় আঘাত আর এখনো পাই নি! কিন্তু কী করেই বা আমি জানব—জানব, কী করে যে, আমার শত নিষেধ সত্ত্বেও তিনি একা প্রান্তরে এসে তাঁর প্রাণ বিপন্ন করবেন!

আমরা তাঁর চিৎকার—উঃ ঈশ্বর, সে কী আর্তনাদ। শুনেও তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না। তাঁকে মরণের মুখে তাড়িয়ে নিয়ে এল যে জানোয়ার ডালকুত্তাটা, কোথায় সেটা? বোধহয় এখনো সে এইসব পাথরের আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে! আর স্টেপলটন, সেই-ই বা কোথায়? এই কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে তাকে!

নিশ্চয়ই, আমি দেখব সেদিকটা। জ্যাঠাকে আর ভাইপোকে খুন করা হয়েছে—একজন তো শুধু একটা জানোয়ারকে দেখে সেটাকে ভূতুড়ে জীব মনে করে ভয়েই মারা গেলেন, অন্যজন সেই জন্তুটার হাত এড়াবার জন্যে পাগল হয়ে পালাতে গিয়ে মৃত্যু মুখে গিয়ে পড়লেন। এবার আমাদের সেই জন্তুটার সঙ্গে ওই লোকটার সম্বন্ধ কী, তার প্রমাণ করতে হবে। আমরা কানে যেটুকু শুনেছি, তা ছাড়া এই জানোয়ারটার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পর্যন্ত পাই নি, কেননা স্যার হেনরি তো দেখা যাচ্ছে পড়ে গিয়েই মারা গেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের শপথ, সে যতই চতুর হোক না কেন, আমার মুঠোর মধ্যে আসতে তার একটা দিনও দেরি নেই।

সেই থেঁতল-যাওয়া দেহটার দু-পাশে ওয়াটসনরা শোকাচ্ছন্ন মনে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ এই অভাবনীয় বিপর্যয় এসে তাদের সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর পরিশ্রমের এরকম একটা শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটাল দেখে তারা অভিভূত হয়ে গেলেন। তারপর চাঁদ উঠল। যে পাহাড়ের ওপর থেকে ওয়াটসনদের হতভাগ্য বন্ধু পড়ে গেছিলেন, তারা সেখানে উঠে পাহাড়ের মাথা থেকে আগে রূপালি, আধো অন্ধ-অন্ধকার ছায়ায় ঢাকা প্রান্তরের দিকে চাইলেন। বহুদূরে কয়েকমাইল তফাৎ এ, গ্রিম্‌পেনের দিকে তাকাতে একটামাত্র আলো স্থির জ্বলছে দেখা গেল। আলোটা আসতে পারে শুধু স্টেপলটনদের নির্জন বাড়িটা থেকে। সেই দিকে চেয়ে ভয়ানক একটা অভিশাপ দিয়ে ওয়াটসন মুষ্টিবদ্ধ হাত নাড়লেন।

ওকে আমরা ধরছি না কেন?

হোম্‌স্‌ বললেন—আমাদের মামলা সাজানো এখনও শেষ হয় নি। লোকটা যতোদূর হতে পারে ধূর্ত আর সতর্ক। আমরা কি জানি সেটা নয়—আমরা কি প্রমাণ করতে পারব সেটাই হল কথা। একটা পা ভুল ফেললেই সে আমাদের হাত ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে আমরা কি করব এখন?

কাল সকালবেলা আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। আজ রাত্রে শুধু আমাদের হতভাগ্য বন্ধুর শেষকৃত্য করব।

ওয়াটসনরা একসঙ্গে খাড়া উৎরাই ধরে নেমে মৃতদেহটার কাছে গেলেন। রূপালি পাথরের গায়ে সেটাকে দেখাচ্ছিল কালো আর স্পষ্ট। তার বিকৃত অঙ্গগুলির যন্ত্রণার কথা মনে করতে ওয়াটসনের বড় কষ্ট হল, চোখ জলে ঝাপ্‌সা হয়ে এল।

আমাদের সাহায্য করবার জন্যে আরো লোক আনতে হবে, হোম্‌স্‌। আমরা এঁকে হল পর্যন্ত অতোটা রাস্তা বয়ে নিয়ে যেতে পারব না।—ওকি? হায় ঈশ্বর, তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

হোম্‌স্‌ একটা চিৎকার করে উঠে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন। তারপর তিনি নাচতে লাগলেন, হাসতে লাগলেন আর ওয়াটসনের হাত ধরে সজোরে চটকাতে লাগলেন। এই কী ওয়াটসনের সেই কঠোর আত্মসংযমী হোম্‌স্‌! এ আগুন ওঁর কোথায় লুকিয়ে ছিল?

দাড়ি দাড়ি! লোকটার দাড়ি আছে!

দাড়ি! বল কী?

www.pathagar.com

স্যার হেনরি নয়,—এ হচ্ছে গিয়ে—তাই তো এ হচ্ছে আমার প্রতিবেশী সেই কয়েদীটি।

তাড়াতাড়ি ওয়াটসনরা দেহটাকে উল্টে ফেললেন। রক্তঝরা দাড়িটা চাঁদের দিকে মুখ করে রইল। সেই বেরিয়ে আসা কপাল, সেই নিষ্ঠুর, বসে-যাওয়া চোখ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সত্যি, এটাই মোমবাতির আলোয় পাথরের ওপর দিয়ে ওয়াটসনের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনেছিল —দুষ্কৃতকারী সেলডেনের মুখ।

পরমুহূর্তেই সব পরিষ্কার বোঝা গেল। মনে পড়ল স্যার হেনরি ওয়াটসনকে বলেছিলেন, যে তিনি তাঁর পুরোনো পোশাক সব ব্যারিমোরকে দিয়ে দিয়েছেন। আর পালিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্যে ব্যারিমোর নিশ্চয়ই সেলডেনকে সেগুলো দিয়েছিল। বুট, শার্ট, টুপি, সবই স্যার হেনরির। দুর্ঘটনাটা খুবই শোচনীয় বটে, তবু অন্ততঃ এটা বলা যায় যে, দেশের আইন অনুসারেও এর মরাই উচিত ছিল। হোম্‌স্‌কে কথাটা বলতে বলতে ওয়াটসনের মনে আনন্দ আর ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা উপছে পড়ছে লাগল।

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে তো পোশাকটাই বেচারার কাল হলো। স্পষ্ট বোঝা গেল, স্যার হেনরির কোনো জিনিস শুঁকিয়ে—খুব সম্ভব সেই হোটেল থেকে চুরি করা জুতোটাই শুঁকিয়ে ডালকুত্তাটাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতেই সেইটা এই লোকটিকে তাড়া করে। কিন্তু একটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অন্ধকারে সেলডেন কী করে জানল যে ডালকুত্তাটা তার পিছু নিয়েছে?

ডাক শুনে।

এই কয়েদির মতো কঠিন একটা লোক শুধু প্রান্তরে একটা ডালকুত্তার ডাক শুনেই ভয়ে এমন বিকল হয়ে পড়তে পারে না যাতে সে, ধরা পড়ার ভয় আছে জেনেও রক্ষা করো বলে পাগল হয়ে চেঁচাবে। তার চিৎকার শুনে বোঝা যায় যে ডালকুত্তাটা তাকে তাড়া করে আসছে জানতে পারার পরও সে অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছিল। সে জানল কী করে?

ওয়াটসনের তো মনে হয় যে তার চাইতেও বড় রহস্য হচ্ছে—আজ রাতে এই ডালকুত্তাটাকে ছাড়া হলো কেন? এটা তো আর সারাক্ষণ প্রান্তরে ছাড়া থাকে না। স্যার হেনরি এখানে থাকবেন, এ কথা না জানলে স্টেপলটন তো একে ছেড়ে দিত না!

আমার সমস্যাটাই বেশিকঠিন, কারণ তোমারটার মীমাংসা খানিকক্ষণ বাদেই হবে, কিন্তু আমারটা হয়তো চিরকালই এক হেঁয়ালি থেকে যাবে। যাই হোক, এখন কথা এই, এই হতভাগ্যের দেহটাকে নিয়ে কী করব আমরা? একে তো আর কাক আর শেয়ালের জন্যে রেখে যেতে পারি না।

পুলিশে খবর দিতে না পারা পর্যন্ত একে এই একটা ঘরে তুলে রাখা যাক্।

তাই-ই ভালো। একে আমরা ততোটা দূরে নিয়ে যেতে পারব নিশ্চয়ই। ওহে ওয়াটসন, এ আবার কী? লোকটা নিজেই আসছে দেখছি! কী আশ্চর্য আর কী স্পর্ধা! আমাদের সন্দেহ হয়েছে বোঝা যেতে পারে, এমন কথাটাও বল না। একটু আভাষ দিলেই আমার ফন্দি সবটাই মাটি হয়ে যাবে।

একটা মূর্তি প্রান্তরের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছিল। একটা জ্বলন্ত সিগারেটের মিটমিটে লাল আলো দেখা গেল। চাঁদের আলো লোকটির ওপর পড়েছিল। তাতে স্টেপলটনের ছিমছাম চেহারা আর সাবলীল গতি দেখা গেল। ওয়াটসনদের দেখে সে থম্‌কে দাঁড়াল। তারপর আবার এগোতে লাগল।

আরে! ডাক্তার ওয়াটসন নাকি? রাতে এই সময়ে প্রান্তরে আপনাকে দেখব বলে মোটেই ভাবি নি। কিন্তু আহা-এ কী? কেউ জখম হয়েছে,—আমাদের বন্ধু স্যার হেনরি নন্ তো?

সে তাড়াতাড়ি ওয়াটসনের পাশ কাটিয়ে গিয়ে মৃত ব্যক্তির ওপর ঝুঁকে পড়ল। শুনতে পাওয়া গেল, সে সশব্দে দম টেনে নিল। মুখ থেকে সিগারেটটা খসে পড়ল।

সে তোতলার মতো করে বললে—কে? এ কে?

এ হলো সেলডেন, যে প্রিন্সটন জেল থেকে পালিয়েছিল?

স্টেপলটন ওয়াটসনদের দিকে ফিরল। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছিল। কিন্তু প্রবল চেষ্টা

www.pathagar.com

করে তার চম্‌কে যাবার আর নিরাশ হবার ভাবটা দমন করল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে একবার হোম্‌স্‌কে দেখে পুনরায় ওয়াটসনের দিকে চাইল।

আহা-হা! এ মরল কী করে?

এই পাথরের ঢিবিটার ওপর থেকে পড়ে গিয়েই বেচারার ঘাড় ভেঙে গেছে বোধহয়, ওয়াটসন বললেন—আমি আর আমার এই বন্ধু প্রান্তরে একটু বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় এর চিৎকার শুনলাম।

স্টেপলটন বললেন—চিৎকারটা আমিও শুনেছি। তাতেই বেরিয়ে এলাম। স্যার হেনরির জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলাম।

বিশেষ করে স্যার হেনরির জন্যে কেন? কথাটা ওয়াটসন না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারলেন না।

স্টেপলটন বললেন—আমি স্যার হেনরিকে আসতে বলেছিলাম কিনা, তাই। তিনি আসছেন না দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। তারপর যখন প্রান্তরে চিৎকার শুনলাম, তখন স্বাভাবিকই তাঁর নিরাপত্তার জন্যে ভাবনা হলো আচ্ছা—এই বলে আবার তার দৃষ্টি হোম্‌সের আর ওয়াটসনের মুখের ওপর চট্‌ করে বুলিয়ে নিয়ে সে বলল—চিৎকার ছাড়া আর কিছু শুনেছিলেন কি?

হোম্‌স্‌ বললেন—না। আপনি?

না।

তাহলে আপনার কথার উদ্দেশ্য কী?

ও! গ্রাম্য লোকেরা একটা ভৌতিক ডালকুত্তার ইত্যাদি বিষয়ে যেসব গল্প বলে, তা জানেন তো? তারা বলে, প্রান্তরের তার ডাক শোনা যায়।

ওয়াটসন বললেন—সে ধরনের কিছু শুনলাম না তো?

লোকটা কী করে মরল বলে মনে করেন?

ভয় ভাবনাতে আর ঠাণ্ডা লেগে এর মাথা খারাপ হয়ে গেছিল বোধহয়। পাগল অবস্থায় ছুটোছুটি করতে করতে শেষে পড়ে গিয়ে নিজের ঘাড়টি ভেঙেছে।

সেটা খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়—এই কথা বলতে বলতে স্টেপলটন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, যাতে বোঝা গেল যা তাঁর মনটা বেশ হাল্‌কা হল। তিনি বললেন—এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন মি. শার্লক হোম্‌স।

শার্লক হোম্‌স্‌ মাথা নিচু করে তাঁকে নমস্কার জানালেন। তারপর বললেন বাঃ আপনি বেশ তাড়াতাড়ি লোক চিনতে পারেন তো!

ডাক্তার ওয়াটসন এখানে আসার পর থেকেই আমরা আপনার আশায় ছিলাম। আপনি ঠিক একটা দুর্ঘটনার সময় এসে পড়েছেন।

সত্যিই তাই! দেখে মনে হয় যে এর কারণ সম্বন্ধে আমার বন্ধু ডা. ওয়াটসন যা ভেবেছেন তাই-ই ঠিক।—হোম্‌স্‌ বললেন,—মনে একটা অপ্রীতিকর স্মৃতি নিয়ে কালই ফিরে যাচ্ছি।

সে কি? কালই ফিরে যাচ্ছেন?

তাই-ই তো ইচ্ছে।

এইসব ঘটনা আমাদের ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। আপনি এখানে এসে সেগুলির কিছু কিছু কিনারা করতে পেরেছেন আশা করি?

হোম্‌স্‌ কাঁধ নাড়লেন—আশা সব সময় সফল হয় না। অনুসন্ধানীর চাই তথ্য—প্রবাদও নয়, গুজবও নয়। মামলাটা বিশেষ সন্তোষজনক হয় নি। নিতান্ত সরলভাবে হোম্‌স্‌ কথাগুলি বললেন। স্টেপলটন তখনো তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর সে আমার দিকে ফিরল।

এ বেচারাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে বলতাম, কিন্তু আমার বোন এমন ভয় পেয়ে যাবে যে তার ভেবে আমি সে কথা বলতে পারছি না। মনে হয় এর মুখে একটা কিছু চাপা দিয়ে রেখে গেলেই সকালবেলা পর্যন্ত চলে যাবে।

www.pathagar.com

সেই ব্যবস্থাই করা হল। স্টেপলটনের আতিথ্য স্বীকার করবার জন্যে তার পীড়াপীড়া এড়িয়ে, তাকে একা ফিরতে দিয়ে হোম্‌স্ আর ওয়াটসন বাস্কারভিল হলে চললেন। একবার পেছনে তাকিয়ে ওয়াটসনরা দেখলেন, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপরে তার মূর্তিটি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে, আর তার পেছনে পাহাড়ের রূপালি গায়ে একটা কালো ধ্যাবড়া দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন্‌খানে সেই লোকটি পড়ে রয়েছে যার এমন ভয়াবহ মৃত্যু হয়েছে।

তেরো
ফাঁদ পাতা হলো

প্রান্তরের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোম্‌স্ বললেন—এতদিনে আমরা একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম। কী আশ্চর্য সাহস লোকটার। যখন সে দেখল যে তার ষড়যন্ত্রে মারা পড়েছে একজন ভুল লোক, তখন তার স্তম্ভিত হয়ে যাবার কথা—কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কী আশ্চর্যজনক ভাবেই নিজেকে সামলে নিল! ওয়াটসন, লন্ডনে তোমাকে বলেছি, আবার এখনো বলছি যে, এর চাইতে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আমরা আর কখনো পাই নি।

দুঃখের বিষয় ও তোমাকে দেখে ফেলল।

কিন্তু তা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

ও তো জেনে গেল, যে তুমি এখানে আছ। এখন ও কী করবে মনে হয়?

হোম্‌স্ বললেন—এতে ও আরো সাবধান হয়ে যেতে পারে, কিংবা এখনই মরীয়া হয়ে হঠাৎ কিছু করে বসতেও পারে। বেশিরভাগ চতুর অপরাধীর মতো এও নিজের চতুরতায় অতিরিক্ত বিশ্বাস করে মনে করতে পারে যে সে আমাদের একেবারেই ফাঁকি দিতে পেরেছে।

ওঁকে এক্ষুনি গ্রেপ্তার করলে কেমন হয়?

ভায়া ওয়াটসন, তুমি একজন করিৎকর্মা মানুষ। তোমার স্বভাবই হচ্ছে চটপট্ কিছু করা। কিন্তু তর্কের খাতিরে মনে করো যে আজ রাত্রেই আমরা যেন তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলাম। তাতে আমাদের লাভ কী? তার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই প্রমাণ করতে পারব না। সেখানেই তো তার শয়তানি আর ধূর্ততা! এ যদি মানুষকে দিয়ে কাজ করাত, তাহলে কিছু প্রমাণ পাওয়া যেত। কিন্তু যদি আমরা এই প্রকাণ্ড কুকুরটাকে ধরে এনে লোককে দেখাতেও পারি তাতেও তার মালিকের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাবার কোনো সুবিধা হবে না।

ওয়াটসন বললেন—আমাদের কোনো প্রমাণ নেই নাকি?

হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন—প্রমাণের গন্ধটুকুও নেই। শুধুই অনুমান আর অনুমান। এরকম একটা কাহিনী আর এ ধরনের প্রমাণ নিয়ে গেলে কোর্টের থেকে আমাদের হেসেই উড়িয়ে দেবে!

ওয়াটসন বললেন—কেন? তা কেন হবে? স্যার চার্লসের মৃত্যু!

হোম্‌স্ বললেন—তার মৃতদেহে কোনো চিহ্ন ছিল না। তুমি আমি জানি যে, তিনি শুধু ভয়ে মারা গেছিলেন, আর এও জানি, কেন তিনি ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু কোর্টে বারোজন জুরিকে সে কথা বোঝাবে কী করে? ডালকুত্তার চিহ্ন কি পাওয়া গেছে? তার দাঁতের দাগ কোথায়? আমরা অবশ্য জানি যে ডালকুত্তারা মরা জিনিস কামড়ায় না; এবং এই ডালকুত্তাটা স্যার চার্লসের কাছে আসবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল, কিন্তু এসব কথা প্রমাণ করতে হবে, এবং আমাদের তা করবার ক্ষমতা নেই।

বেশ, তাহলে আজ রাতের ঘটনাটা?

আজ রাতেও আমাদের অবস্থাটা খুব বেশি সুবিধাজনক নয়। এখানেও মৃত্যুর সঙ্গে ডালকুত্তার কোনো স্পষ্ট যোগ নেই। কুত্তাটাকে আমরা মোটেই দেখি নি, শুধু সাড়া পেয়েছি। কিন্তু কিছুতেই প্রমাণ করতে পারব না যে সেটা এই লোকটার পেছনে তাড়া করেছিল। হত্যার উদ্দেশ্য এখানে একেবারেই কিছু নেই। না হে, আমাদের মেনে নিতে হবে যে উপস্থিত আমাদের কোনো প্রমাণই নেই। তাই একটা পাকা প্রমাণ পাবার জন্যে আমাদের কিছু ঝুঁকি নেয়াও ভালো।

www.pathagar.com

সেটা কীভাবে করতে চাও?

মিসেস লরা লায়ন্সকে অবস্থাটা সব খুলে বললে তিনি আমাদের অনেক সাহায্য করবেন আশা করছি। তাছাড়া আমার নিজেরও একটা ফন্দি আছে। সেটা কালকের জন্যে তোলা থাকুক। তবে আমি মনে করছি কালকের মধ্যেই আমি আমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

হোম্‌স্‌ এবার হঠাৎই চুপ্‌ হয়ে গেলেন। বাস্কারভিল হলের গেট পর্যন্ত হেঁটে আসবার সারা পথটাই তিনি নিজের মধ্যে ডুবে রইলেন।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—তুমি কী ভেতরে আসবে?

চলো যাই। আর গোপনতার কারণ নেই। কিন্তু, ওয়াটসন, একটা শেষ কথা। স্যার হেনরিকে ডালকুত্তার কথা কিছু বল না। স্টেপলটন এই মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে আমাদের যা বিশ্বাস করাতে চায়, স্যার হেনরিকে তাই বল। কাল তাঁকে একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হবে। তার জন্যে তাঁর মনটা ভালো থাকা দরকার। আমার যতোদূর মনে পড়ছে, কাল রাত্রেই তো ওঁদের সঙ্গে তাঁর খাওয়ার কথা আছে।

হ্যাঁ, আর আমারও।

তাহলে একটা ছুতো করে তোমার যাওয়া বন্ধ করো, তাঁকে একলা যেতে দাও। সেটা কারণ নয়। আর, যদি বল আজকের মতো আমাদের সান্ধ্য ভোজনের সময় পার হয়ে গেছে তাহলে অন্ততঃ রাত্রির খাওয়াটা এখনো পাওয়া যাবে।

শার্লক হোম্‌স্‌কে দেখে স্যার হেনরি অবাক হওয়ার চাইতে খুশিই হলেন বেশি। তিনি কয়েকদিন থেকেই মনে করছিলেন যে, সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটলো সেগুলি তাঁকে লণ্ডন থেকে টেনে নিয়ে আসবে। তবে, তিনি যখন দেখলেন, যে, বন্ধুটির সঙ্গে মালপত্রও নেই, আর তার কারণও তিনি কিছু বলছেন না, তখন তাঁর ভ্রু কুঁচকে গেল। হোম্‌সের যা যা দরকার তা ওয়াটসন আর হেনরি জোগালেন। তারপর খেতে বসে যতোটা খবর স্যার হেনরির জানা উচিত ততোটা তাঁকে বলা হলো। তার আগে ওয়াটসন ব্যারিমোরের স্ত্রীকে সেলডেনের মৃত্যুর অপ্রীতিকর খবর দিলেন। ব্যারিমোরের পক্ষে এটা ছিল হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার খবর, কিন্তু তার স্ত্রী মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সারা দুনিয়া সেলডনকে একটা হিংস্র, অর্ধ পশু, অর্ধ রাক্ষস বলে জানে, কিন্তু তার দিদির কাছে সে তার ছেলেবেলাকার সেই দিদির হাত ধরা ছোট্ট আবদারের ভাইটিই থেকে গেছে। একজন নারীও যার জন্যে চোখের জল ফেলে না, সে লোক সত্যিই হতভাগ্য।

স্যার হেনরি বললেন—সকালবেলা ওয়াটসন চলে যাবার পর সারাটা দিন আমি বাড়িতে বসে কাটিয়াছি। আপনাকে যে কথা দিয়েছিলাম তা রেখেছি বলে আমাকে বাহাদুরি দিতে পারেন। একা বেরোব না বলে যদি কথা না দিতাম, তাহলে সন্ধেটা একটু মজায় কাটানো যেত। কেননা স্টেপলটন আমাকে তার ওখানে যেতে বলে পাঠিয়েছিল।

হোম্‌স্‌ নীরস স্বরে বললেন—তাতে আর সন্দেহ কী? যাক্‌ সে কথা। কিন্তু স্যার হেনরি আপনি তো জানেনও না যে আপনি ঘাড় মটকে পড়ে আছেন ভেবে আমরা এতোক্ষণ কান্নাকাটি করছিলাম।

স্যার হেনরি, চোখ গোল্লা গোল্লা করে বললেন—সে আবার কী?

সেই হতভাগ্য বেচারার পরনে আপনার পোশাকই ছিল। ভাবনা হচ্ছে যে আপনার চাকর তাকে এই পোশাক দিয়েছিল বলে পুলিশের গোলমালে না পড়ে।

তা হয়তো পড়বে না। যতোদূর জানি, কোনো কিছুতেই কোনো চিহ্ন নেই।

সেটা তার ভাগ্য—বলতে কি, আপনাদের সকলেরই পক্ষে সেটা সৌভাগ্যের বিষয়। কেননা, এ ব্যাপারে আপনারা বেআইনী কাজ করেছেন। আপনাদের বাড়ি শুদ্ধু লোককে গ্রেপ্তার না করে আমি বিবেক বিরুদ্ধ কাজ করেছি বলেই মনে হচ্ছে। ওয়াটসনের রিপোর্টগুলিতে অপরাধের রীতিমত প্রমাণ রয়েছে।

স্যার হেনরি বললেন—সে যাক্‌। আমাদের কেসটার কতোদূর হল? এই জট পাকানো ব্যাপারটা থেকে কিছু বের করতে পারলেন কী? ওয়াটসন আর আমি এখানে আসার পর কিছু

www.pathagar.com

জানতে পেরেছি বলে তো মনে হয় না।

আশা করি শিগ্‌গিরই অবস্থাটা আর—একটু পরিষ্কার করে বলতে পারব। হোম্‌স্ বিড় বিড় করে বললেন—ব্যাপারটা খুবই কঠিন আর জটিল হয়ে উঠেছে। এখনো কয়েকটা বিষয়ে কিছু জানতে বাকি আছে আমাদের—কিন্তু সে খবরগুলোও এল বলে। স্যার হেনরি বললেন—ওয়াটসন নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন যে প্রান্তরে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল? আমরা সেখানে হাউন্ডটার ডাক শুনেছি, কাজেই শপথ করে বলতে পারি যে সবটাই একটা ফাঁকা কুসংস্কার নয়। আমেরিকায় থাকার সময় আমি কুকুর নিয়ে কিছু ঘাঁটাঘাটি করেছি। কুকুরের ডাক আমি চিনি। এই কুকুরটাকে যদি মুখে ঠুলি পরিয়ে শেকল দিয়ে বাঁধতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ বলে মেনে নেব।

হোম্‌স্ বললেন—আপনি সাহায্য করলেই তা পারব।

স্যার হেনরি বললেন—আমাকে যা বলবেন তাই করব আমি।

খুব ভাল কথা। আর, সেটা অন্ধভাবে, কারণ জানতে না চেয়ে করতে বলব আপনাকে।

আপনি যা ভালো মনে করেন।

তা যদি করেন তো আমাদের এই ছোট্ট সমস্যাটা অবিলম্বে মিটে যাবার সম্ভাবনা। সন্দেহ নেই—'

বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার মাথার ওপর দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। বাতির আলো তাঁর মুখে পড়েছিল। তাঁর মুখের ভাব একাগ্র আর নিশ্চল, কুঁদে কাটা একটা প্রাচীন কালের ভাস্কর্যের মতো—যেন সাক্ষাৎ সতর্কতা আর প্রত্যাশার রূপ ধারণা করেছে।

ওয়াটসন ও হেনরি দুজনেই আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে বলে উঠলেন, কী হয়েছে? হোম্‌স্ যখন চোখ নামালেন তখন দেখা গেল তিনি মনের একটা আবেগ চাপবার চেষ্টা করছেন। তাঁর মুখের ভাব তখনো শান্ত থাকলেও চোখ দুটো খুশির উত্তেজনায় চক্‌চক্ করছে।

উল্টো দিকের দেওয়ালে ছবির সারিটার দিকে হাত নেড়ে হোম্‌স্ বললেন—একজন সমঝদারের প্রশংসা শুনে কিছু মনে করবেন না। আর্ট সম্বন্ধে ওয়াটসনের সঙ্গে আমার মত মেলে না বলে সে হিংসে করে বলবে যে আর্টের কিছু জানি না। যাই হোক, এগুলো খুব উঁচুদরের পোট্রেট বলেই আমার মনে হয়।

স্যার হেনরি তাঁর দিকে একটু আশ্চর্যজনকভাবে তাকিয়ে বললেন—আপনাকে একথা বলতে শুনে সুখী হলাম। আমি এসব বিষয়ে কিছু জানি না, আর ছবির বিচার করার চাইতে ঘোড়া বা গরু চিনতে শেখা আমি বেশি ভালো মনে করি। জানতাম না যে, আপনি এ ধরনের ব্যাপারেও মনে দিতে সময় পান।

ভালো কিছু দেখলে আমি চিনতে পারি। সেই ভালো জিনিসই দেখতে আর ওই পরচুলা পরা, মোটা—সেটা ভদ্রলোক—উনি তো রেনর্ল্ডসের আঁকা। সবই এ বংশের লোকদের ছবি, না?

প্রত্যেকটিই।

সকলের নাম জানেন?

ব্যারিমোর বলে দিয়েছে। আশা করি ভালোই দেখা হয়েছে।

টেলিস্কোপ হাতে ওই ভদ্রলোক কে?

স্যার হেনরি বললেন—রিয়ার অ্যাডমিরাল বাস্কারভিল। ওই নীল কোট পরা আর পাকানো কাগজ হাতে উনি হচ্ছেন স্যার উইলিয়াম বাস্কারভিল। উনি পিটের সময়ে হাউস অব্ কমন্সের চেয়ারম্যান অব্ কমিটিজ ছিলেন।

আর, আমার মুখোমুখি এই রাজপুরুষটি কে? যাঁর কালো ভেলভেট আর লেসের বাহার?

এঁকে জানবার অধিকার আপনার আছে বটে। উনিই সব নষ্টের গোড়া। সেই দুরাত্মা হিউগো, যাঁকে দিয়ে বাস্কারভিলদের হাউন্ডের শুরু। এঁকে আমাদের ভোলা সম্ভব নয়।

ছবিখানার দিকে ওয়াটসন আগ্রহভরে ও বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন।

হোম্‌স্ বললেন—তাই তো! এঁকে তো বেশ শান্ত, নম্র স্বভাবের মানুষ বলেই মনে হয়।

www.pathagar.com

তবে, এটা জোর করে বলা যায় যে এঁর চোখে সাক্ষাৎ শয়তান উঁকি ঝুঁকি মারছে। আমি ভেবেছিলাম ইনি আরো লম্বা চওড়া আকৃতির আর অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন।

ছবিখানা যে আসল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নাম আর তারিখ—১৬৪৭—ছবির পেছনেই লেখা আছে।

হোম্‌স্ আর বেশি কিছু মুখে বললেন না। কিন্তু ওই হুল্লোড়বাজ লোকটির চবি যেন তাঁকে মুগ্ধ করে ফেলল, কেননা, খাওয়ার সময় তাঁর দৃষ্টি অনবরত সেই ছবির দিকে ফিরে যাচ্ছিল। যতোক্ষণ না স্যার হেনরি তাঁর শোবার ঘরে চলে গেলেন ততোক্ষণ ওয়াটসন, হোম্‌সের চিন্তাধারা বুঝতে পারলেন না। তারপর হোম্‌স্, ওয়াটসনকে সেই খাবার ঘরে নিয়ে এলেন। তাঁর শোবার ঘরের মোমবাতিটা তাঁর হাতে ছিল। দেওয়ালে টাঙানো ছোপ ধরা সেই ছবিটার সামনে হোম্‌স্ আলো ধরলেন। তারপর বললেন—কিছু লক্ষ্য করেছ কি?

ওয়াটসন দেখলেন, চওড়া একটা পালক বসানো টুপি, পাকানো চুলের ঝুলন্ত গোছা, সাদা লেসের কলার, আর এইগুলো দিয়ে ঘেরা একখানা ভাবলেশহীন কঠিন মুখ। মুখটা পাশবিক ভাবের নয় বটে, কিন্তু গভীর আর কঠোর ঠোঁট দু-খানি পাতলা আর শক্ত করে চাপা, চোখ দুটি নিষ্ঠুর আর অসহিষ্ণু।

এটা কি তোমার চেনা কারো মুখের মতো?

চোয়ালটা যেন কতকটা স্যার হেনরির সঙ্গে মেলে। বোধহয় সামান্য একটু আভাস মাত্র। আচ্ছা একটু সবুর করো।

এই বলে হোম্‌স্ একখানা চেয়ারে উঠে দাঁড়ালেন। বাঁহাতে বাতিটা ধরে তাঁর ডান হাতখানা বেঁকিয়ে চওড়া টুপিটা আর লম্বা পাকানো চুলের গোছাগুলো ঢেকে দিলেন।

ওয়াটসন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কি? ছবি থেকে স্টেপলটনের মুখ যেন হঠাৎ ভেসে উঠল।

হাঃ হাঃ, এবার দেখতে পেয়েছ তো? সাজসজ্জা বাদ দিয়ে শুধু মুখটাকেই দেখতে শিখিয়েছি আবার এ চোখ দুটোকে। অপরাধ সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করে তার প্রথম গুণই হল ছদ্মবেশ ভেদ করে আসল জিনিসটি দেখতে পারো।

এটা কিন্তু আশ্চর্য! ছবিটা মনে হচ্ছে তারই। হ্যাঁ। পূর্বপুরুষ যে বংশধরের মধ্যে ফিরে আসতে পারে, এটা তারই একটা কৌতূহলজনক উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে শরীর আর মন, দুই-ই আবার এসেছে। কোনো পরিবারের লোকদের ছবি, দেখলেই মানুষকে পুনর্জন্মবাদ মেনে নিতে হয়। লোকটা যে একজন বাস্কারভিল তা তো দেখাই যাচ্ছে।

আর, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার চেষ্টায় আছে। তাই বটে। ছবির এই আকস্মিক ব্যাপারটায় আমাদের হারানো সূত্রগুলির মধ্যে একটাকে পাওয়া গেল। তাকে আমরা পেয়েছি ওয়াটসন, পেয়ে গেছি! জোর করেই বলছি যে কালকের সন্ধ্যের মধ্যেই তার জালে ধরা একটা প্রজাপতিরই মতো অসহায়ভাবে সেও আমাদের জালে পড়ে ধড়ফড় করবে। একটা পিন, একটু কর্ক আর একখানা কার্ড দিয়ে আমরা তাকে আমাদের বেকার স্ট্রিটের সংগ্রহ শালায় পুরবো!

এবার হোম্‌স্ ছবিখানা থেকে মুখ ফেরাবার সময় একেবারে হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লেন। এটা অতি বিরল ব্যাপার। ওয়াটসন খুব কমই তাঁকে এভাবে হাসতে শুনেছেন কিন্তু যখনই হেসেছেন, সেটা কারু না কারু পক্ষে অমঙ্গল সূচনা করেছে।

পরদিন খুব ভোরেই উঠেছিলেন ওয়াটসন। কাপড় পরতে পরতে দেখা গেল হোম্‌স্ বাগানের রাস্তা দিয়ে আসছেন। অর্থাৎ হোম্‌স্ অনেক আগেই উঠেই বেরিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, আজ আমাদের পুরো দিনের কাজ আছে। এই বলে তিনি কাজ করতে হবে এই আনন্দে হাত কচলাতে লাগলেন। জাল সব ঠিক জায়গায় ফেলা হয়ে গেছে। এবার জাল টানা শুরু হবে। আজকের দিনটার মধ্যেই জানা যাবে হ্যাংলা মুখো রাঘব বোয়াল মশাই ধরা পড়লেন, না জালের ফাঁক দিয়ে গলে পালালেন।

তুমি এর মধ্যেই প্রান্তরে গেছিলে নাকি?

গ্রিমপেন থেকে প্রিন্সটনে সেলডেনের মৃত্যু সম্বন্ধে একটা খবর পাঠিয়ে দিয়ে এলাম।

www.pathagar.com

বলতে পারি যে এ নিয়ে তোমাদের কাউকে কোনো ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে না। আর, আমার বিশ্বস্ত কার্টরাইটকেও চিঠি লিখে এসেছি। আমার নিরাপত্তা সম্বন্ধে তার মনটাকে আশ্বস্ত করতে না পারলে হতো এই যে, কুকুর যেমন তার মালিকের কবরের পাশে বসে বসে শুকিয়ে মরে সেও তেমনি করে আমার সেই কুঁড়ে ঘরের ধারে বসে কাটাত।

ওয়াটসন বললেন—এর পরের চালটা কী হবে?

হোম্‌স্ বললেন—স্যার হেনরির সঙ্গে দেখা করা। ওই যে তিনি আসছেন।

স্যার হেনরি হোম্‌স্‌দের নমস্কার জানিয়ে বললেন—আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন একজন সেনাপতি, তাঁর প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ক মতলব আঁটছেন!

অবস্থাটা ঠিক তাই। ওয়াটসন জানতে চাইছিলেন যে কী করতে হবে?

আমিও তাই চাইছি—স্যার হেনরি বললেন।

খুব ভালো কথা। শুনেছি যে আজ রাত্রে আমাদের বন্ধু স্টেপলটনদের সঙ্গে আপনাদের খাওয়ার কথা আছে।

আপনিও চলুন না! তাঁরা খুবই অতিথিপরায়ণ লোক। আমি নিশ্চয়ই জানি যে আপনাকে দেখলে ওঁরা খুশিই হবেন।

কিন্তু ওয়াটসনকে আর আমাকে আজ লন্ডনে ফিরতেই হবে।

লন্ডনে!

হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে এই বর্তমান অবস্থায় আমরা সেখানে থাকলেই বেশি কাজ হবে।

স্যার হেনরির মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। তিনি বললেন—আশা করেছিলাম যে আপনি আমাকে এই ঝঞ্ঝাঝটা পার করে দিয়ে তবে যাবেন। একা মানুষের পক্ষে এই হলটা আর প্রান্তরটা মোটেই আনন্দের জায়গা নয়।

বন্ধু! আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুন, আর আমি যা বলি ঠিক তাই করুন। আপনার বন্ধুদের আপনি বলতে পারেন যে আপনার সঙ্গে সেখানে যেতে পারলে আমরা খুশীই হতাম। কিন্তু জরুরি একটা কাজের জন্য আমাদের লন্ডনে থাকতেই হবে। খুব শিগ্‌গিরি আমরা ফিরে আসব আশা করি। কথাগুলো মনে করে বলতে পারবেন তো?

যদি একান্তই তা করতে বলেন। আপনাকে বলছি, তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই। স্যার হেনরির অন্ধকার মুখ দেখে বোঝা গেল হোম্‌স্‌রা সরে পড়ছেন দেখে তিনি খুবই আঘাত পেয়েছেন।

তিনি নিস্তেজ স্বরে বললেন—কখন যেতে চান আপনারা?

প্রাতরাশের ঠিক পরই। প্রথমে আমরা গাড়ি করে কুম্বট্রেসিতে যাব। কিন্তু ওয়াটসন যে আপনার কাছে ফিরে আসবে তার জামিন হিসেবে তার জিনিসপত্র এখানেই থাকবে। ওয়াটসন, তুমি স্টেপলটনের ওখানে যেতে পারবে না বলে দুঃখ প্রকাশ করে তাকে একাখানা চিঠি লেখো।

স্যার হেনরি কম্পিত স্বরে বললেন—আমারো খুব ইচ্ছে করছে আপনাদের সঙ্গে লন্ডনে চলে যাই। আমি কেন এখানে একা পড়ে থাকব?

হোম্‌স্ দৃঢ় স্বরে বললেন—কারণ এখানে থাকাই আপনার কর্তব্য। আর একটা কারণ এই যে, আমি আপনাকে থাকতে বলছি এবং আপনিও কথা দিয়েছেন যে আমার কথামতো চলবেন।

স্যার হেনরি তখন মাথা নেড়ে বললেন,—ঠিক আছে আমি তাহলে থাকছি।

আর একটা কথা। আমার ইচ্ছে এই যে, আপনি গাড়ি করে মেরিপিট্ হাউসে যাবেন। কিন্তু গাড়ি ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। স্টেপলটন যেন জানতে পারে যে আপনি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরবেন।

প্রান্তরের ওপর দিয়ে, পায়ে হেঁটে! হেনরি আঁৎকে উঠলেন। হোম্‌স্ ছোট্ট করে বললেন—হ্যাঁ।

কিন্তু ঠিক এই কাজটা করতেই তো কতবার আমাকে মানা করেছেন?

www.pathagar.com

এইবারটা আপনি নির্বিঘ্নে তা করতে পারেন। আপনার ধৈর্য এবং সাহসের ওপর আমার আস্থা না থাকলে আমি একথা বলতাম না। কিন্তু আজ আপনার করা একান্ত দরকার।

হেনরি কোনোমতে বললেন—তবে তাই করব।

আর, প্রাণের মায়া যদি থাকে, তাহলে মেরিপিট হাউস থেকে গ্রিমপেন রোড পর্যন্ত যে পথটা এসেছে, সেটাই আপনার বাড়ি ফিরে আসবার স্বাভাবিক পথ—সেটা ছেড়ে অন্য কোনো দিকে মোটেই যাবেন না।

যা বলবেন তাই-ই করব।

খুব ভালো কথা। এখন খেয়ে দেয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়তে চাই, যাতে বিকেলের মধ্যে লন্ডনে পৌঁছে যেতে পারি।

যদিও ওয়াটসনের মনে ছিল যে হোম্‌স্‌ কাল রাতেই স্টেপলটনকে বলেছিলেন যে পরের দিনই তিনি চলে যাচ্ছেন, তবু এই ব্যবস্থার কথা শুনে ওয়াটসন বেশ আশ্চর্য হলেন। তাছাড়া ওয়াটসনের মনে একথা জাগে নি যে, তিনি মানে হোম্‌স্‌ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবেন। আর ওয়াটসন এটাও বুঝতে পারলেন না যে, যে সময়টাকে তিনি নিজেও সংকটজনকে বলেছেন, ঠিক সেই সময়েই ওয়াটসনরা দুজনেই থাকবেন না—এ কী করে হয়? যাই হোক সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কিছু নেই। কাজেই, বিষণ্ণ বন্ধুটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘণ্টা দুই বাদে ওয়াটসনরা কুম্বট্রেসি স্টেশনে পৌঁছে গাড়ি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। ছোট্ট একটি ছেলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল।

কিছু, হুকুম আছে স্যার?

কার্টরাইট, এই ট্রেনে তুমি লন্ডনে চলে যাও। পৌঁছে তক্ষুনি স্যার হেনরিকে এই বলে একখানা টেলিগ্রাম করবে যে, যদি তিনি আমার ফেলে-আসা পকেট বইখানা পান তাহলে যেন রেজিস্ট্রি ডাকে সেটা বেকার স্ট্রিটের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।

যে আজ্ঞে। ছেলেটির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

আর স্টেশন অফিসে জেনে এসো তো আমার কোনো চিঠিপত্র আছে কি না।

ছেলেটি গিয়ে একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে এলো। হোম্‌স্‌ সেখানা ওয়াটসনকে দিলেন। তাতে লেখা টেলিগ্রাম পেলাম। ওয়ারেন্ট নিয়ে আসছি। পাঁচটা চল্লিশে পৌঁছাব।—লেসট্রেড।

হোম্‌সের সকালের টেলিগ্রামের জবাব এটা। এই লোকটা পেশাদার পুলিশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তার সাহায্যের দরকার হতে পারে। এখন, ওয়াটসন, সময়টাকে কাজে লাগাতে চাও তো চল তোমার পরিচিতা শ্রীমতী লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা করতে যাই।

ওয়াটসন এবার হোম্‌সের কাজের পরিচালনাটা কতটটা বুঝতে পারলেন। স্যার হেনরিকে দিয়ে স্টেপলটনকে ভজাবেন যে তাঁরা সত্যি সত্যিই চলে গেছেন, অথচ দরকারের সময়টাতেই তারা ফিরে যাবেন ঠিকই। লন্ডন থেকে টেলিগ্রামটা পাবার কথা স্যার হেনরি যদি স্টেপলটনকে বলেন, তাহলে তার মন থেকে শেষ সন্দেহটুকু মুছে যাবে। ওয়াটসন যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন, যে এর মধ্যেই তাদের জালখানা সেই হ্যাংলামুখো রাঘব বোয়ালটার চারিদিকে গুটিয়ে আসছে।

শ্রীমতী লায়ন্স তাঁর অফিসেই ছিলেন। হোম্‌স্‌ এমন খোলাখুলি আর সোজাসুজি আলাপ শুরু করলেন যে তিনি রীতিমতো ঘাবড়েই গেলেন।

হোম্‌স্‌ বললেন—স্যার চার্লসের মৃত্যুঘটিত ঘটনাগুলি সম্বন্ধে আমি তদন্ত করেছি শ্রীমতী লায়ন্স। আমার এই বন্ধু ডা. ওয়াটসন বলেছেন যে আপনি তাঁকে কিছু কথা বলেছেন আর কিছু কথা গোপন করেছেন। শ্রীমতী লরা লায়ন্স উদ্ধতভাবেই বললেন—কী গোপন করেছি আমি?

আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি রাত দশটার সময়ে গেটের কাছে দাঁড়াতে লিখেছিলেন স্যার চার্লসকে। আমরা জানি, সেই জায়গায়, সেই সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এ দুটো ঘটনার মধ্যে কী সম্পর্ক তা আপনি গোপন করেছেন।

কোনো সম্পর্কই নেই।

তাহলে মিল হওয়াটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। আমরা অবশ্য শেষপর্যন্ত একটা যোগাযোগ

www.pathagar.com

প্রমাণ করতে পারব মনে করছি। মিসেস লায়ন্স, আমি খোলাখুলি সব বলতে চাই। ব্যাপারটা একটা হত্যাকাণ্ড বলেই মনে করি। আর, যা প্রমাণ আছে তাতে শুধু আপনার বন্ধু মি. স্টেপলটনই একা নন—তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত জড়িয়ে পড়বেন।

মহিলাটি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন—তার স্ত্রী!

কথাটা আর অজানা নেই। যিনি তার বোন বলে পরিচিত আসলে তিনি তার স্ত্রী।

মিসেস লায়ন্স বসে পড়েছিলেন। হাত দিয়ে তিনি চেয়ারের হাতা চেপে ধরেছিলেন। দেখা গেল তার মুঠোর চাপে তাঁর গোলাপী মুখগুলো সাদা হয়ে উঠেছে।

তিনি আবার চিৎকার করে বললেন—তাঁর স্ত্রী! তিনি তো বিবাহিত নন!

শার্লক হোম্‌স্ কাঁধ নাড়লেন। প্রমাণ করবার জন্যে তৈরি হয়েই আমি এসেছি। এই বলে হোম্‌স্ তাঁর পকেট থেকে কতোকগুলো কাগজ বের করলেন—স্বামী স্ত্রীর এই ফোটোখানা চার বছর আগে ইয়র্কে তোলা হয়েছিল।

এতে লেখা আছে বটে, "মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ভ্যানডেলিউর", কিন্তু চিনতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না—মহিলাটিকে আপনি দেখেছেন তো? আর এই নিন্ সেই সময় সেন্ট অলিভার্স প্রাইভেট্ স্কুল চালাতেন যে মিস্টার এন্ড মিসেস্ ভ্যান্‌ডেলিউর, তাদের সম্পর্কে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ভদ্রলোকের লিখিত বিবরণ। এগুলো পড়ে দেখুন, এঁরা যে একই লোক সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে কি না।

তিনি সেগুলো দেখলেন। তারপর মুখ তুলে চাইলেন। মরিয়া হয়ে উঠেছে এমন স্ত্রীলোকের মতো কঠিন, অচঞ্চল মুখ তাঁর।

তিনি বললেন, মি. হোম্‌স্! লোকটা বলেছিল যে, আমি আমার স্বামীকে ডিভোর্স করতে পারলে সে আমাকে বিয়ে করবে। আগাগোড়াই শয়তানটা আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। একটা সত্য কথাও কখনও বলে নি! কিন্তু, কেন—কেন? আমি ভেবেছিলাম বুঝি আমারই ভালোর জন্যে। কিন্তু এখন দেখছি, আমি তাঁর হাতের একটা যন্ত্র মাত্র ছিলাম! আমার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে দেওয়া কথা আমি রাখব কেন? কেন আমি তাকে তার দুষ্কর্মের ফলভোগ করার হাত থেকে বাঁচাব? আপনি যা ইচ্ছে তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি আর কোনো কথাই লুকোব না। তবে, একটা কথা আমি শপথ করে আপনাকে বলতে পারি—ঠিকানা লেখবার সময় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কোনো অনিষ্টের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি না। তিনি ছিলেন আমার সবচেয়ে দয়ালু বন্ধু।

হোম্‌স্ বললেন—আপনার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি, মিসেস লায়ন্স। এসব কথা বলতে আপনার খুব কষ্ট হবে নিশ্চয়ই। কী কী ঘটেছিল সে কথা যদি আমি বলে যাই, আর তাতে বিশেষ ভুল থাকলে আপনি তা শুধরে দেন, তাহলে বোধহয় আপনার পক্ষে সহজ হবে। চিঠিখানা লেখার কথা আপনাকে স্টেপলটনই বলেছিল তো?

কথাগুলো পর্যন্ত তারই।

বোধহয় কারণ স্বরূপ সে বলেছিল যে চিঠিখানা লিখলেই স্যার চার্লসের থেকে ডিভোর্সের মোকদ্দমার খরচ বাবদ সাহায্য পাওয়া যাবে।

ঠিক তাই।

তারপর, চিঠিখানা ডাকে দেবার পর সে এসে আপনাকে যেতে বারণ করেছিল?

স্টেপলটন এসে বলেছিল যে এই কাজের জন্যে অপরের টাকা নিলে আত্মসম্মানে বাধবে। তাই গরিব হলেও সে, আমাদের মিলনের পথের বাধাগুলিকে দূর করবার জন্যে তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচ করবে বলে ঠিক করেছে।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে তার চরিত্রটিতে আগা গোড়া সামঞ্জস্য রয়েছে। আচ্ছা, তারপর কাগজে স্যার চার্লসের মৃত্যুসংবাদ দেখা পর্যন্ত আর কিছুই শোনেন নি আপনি?

লরা বললেন—না।

হোম্‌স্ লরার কথার সূত্র ধরে বললেন,—আর সে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল স্যার চার্লসকে চিঠি লেখার কথা কাউকে যেন বলবেন না, কেমন?

www.pathagar.com

হ্যাঁ,। সে বলল যে মৃত্যুটা রহস্যজনক এবং চিঠির কথাটা জানা গেলে সন্দেহটা আমার উপরেই পড়বে। স্টেপলটন আমাকে ভয় দেখিয়ে চুপ করে থাকতেই বলেছিল।

তা বটে। কিন্তু আপনার তো সন্দেহ হয়েছিল?

লরা লায়ন্স, মুখ নিচু করে একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন—আমি তাকে জানতাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে আমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতাম না কখনো।

হোম্‌স্ বললেন—মোটের ওপর আপনার ভাগ্য ভালো যে আপনি রক্ষা পেয়েছেন। সে আপনার হাতের মুঠোয় ছিল, সে সেটা জানত—তবু আপনি বেঁচে রয়েছেন। কয়েকমাস ধরে আপনি একটা অতল গহ্বরের কিনারায় হাঁটছিলেন।—আচ্ছা, বোধহয় আবার আমাদের কাছে খবর পাবেন। নমস্কার।

শহর থেকে এক্সপ্রেসটা আসবার অপেক্ষায় যখন হোম্‌স্ ও ওয়াটসন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলেন তখন হোম্‌স্ বললেন—আমাদের মামলাটা বেশ গোছগাছ হয়ে আসছে। একটার পর একটা বাধাগুলোও সব দূর হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আমি আধুনিক যুগের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর একটা অপরাধের কাহিনী সুসংঘবদ্ধভাবে বলতে পারব। অপরাধতত্ত্বের খবর যাঁরা রাখেন তাঁদের মনে পড়বে যে এর অনুরূপ কতোগুলি ঘটনা '৬৬ সালে ঘটেছিল লিট্‌ল রাশিয়ার অন্তর্গত গ্রোড্‌নো শহরে। আর তাছাড়া নর্থ ক্যারোলাইনার অ্যন্ডারসন হত্যা কাণ্ডগুলো তো আছেই। কিন্তু এই ব্যাপারটার কয়েকটা বিশিষ্টতা আছে যা সম্পূর্ণ এর নিজস্ব। এখনো অবশ্য এই ধূর্ত লোকটার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। কিন্তু আজ রাতে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত যদি কোনোও স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহলে অবাক হব।

লন্ডন এক্সপ্রেস গর্জন করতে করতে স্টেশনে এসে দাঁড়াল। ছোটখানো শক্ত সমর্থ, বুলডগের মতো চেহারার একজন লোক একটি ফার্স্টক্লাস কামরা থেকে লাফিয়ে পড়লেন। হোম্‌স্‌রা তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন। লেসট্রেড যেভাবে শ্রদ্ধাভরে হোম্‌সের দিকে তাকাতে লাগলেন, তা দেখে বোঝা গেল যে, তিনি হোম্‌স্‌কে ঠিক ভালোভাবেই চিনেছেন। অথচ প্রথম প্রথম যখন তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন তখন দেখা গেছে যে এই কর্মপরায়ণ মানুষটি যুক্তিবাদী হোম্‌সের মতামতগুলিকে কিরকম অবজ্ঞা করতেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ভালো কিছু নাকি?

হোম্‌স্ বললেন—কয়েক বছরের মধ্যে এমন জিনিস আর হয় নি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমাদের রওনা হবার কথা ভাবতে হবে না। এর মধ্যে আমরা কিছু খেয়ে নিই চল। তারপর লেসট্রেড, ডার্টমুরের বিমল নিশীথ বায়ু দিয়ে তোমার বুক থেকে লন্ডনের কুয়াশা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। সেখানে যা ওনি কখনো? বেশ বেশ, মনে হচ্ছে যে ডার্টমুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা তোমার চিরকাল মনে থাকবে।

চৌদ্দ

বাস্কারভিলদের ডালকুত্তা

শার্লক হোমস কখনোই কাজ হাসিল হবার আগে, তাঁর কাজের ধারা কাউকে সহজে বলতেন না। তাছাড়া তিনি সকলের ওপর কর্তৃত্ব করে তাদের তাক লাগিয়ে দিতে ভালোবাসতেন। এটা হয়তো তার পেশার প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন। এর জন্যে ওয়াটসনকে বহুবার কষ্ট পেতে হয়েছে। কিন্তু এবার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাড়িতে কর সুদীর্ঘ পথ যাবার সময় সেই উদ্বেগ যতোটা ভোগ করতে হল, এমন আর কখনো হয় নি। সামনেই তাদের মহাপরীক্ষা, তাঁরা শেষ চেষ্টা করতে উদ্যত হয়েছেন—তবু হোমস ওয়াটসনদের কিচ্ছুটি বললেন না, আর তাঁর কাজের ধারা যে কি হবে সেটা শুধু আন্দাজেই বুঝতে হচ্ছিল। যখন শেষে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তাদের চোখে মুখে লাগতে লাগল আর সংকীর্ণ পথের দু-ধারে অন্ধকার ফাঁকা জায়গা দেখা যেতে লাগল। উন্মুখতায় ওয়াটসনের দেহের শিরাগুলি যেন ঝন্‌ঝন্ করতে লাগল।

www.pathagar.com

ঘোড়াগুলির প্রতি পদক্ষেপে আর চাকাগুলির প্রত্যেকটি পাক তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল সেই মহা অ্যাডভেঞ্চারের দিকে।

ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ানটা থাকায় তাদের কথাবার্তার অসুবিধা হচ্ছিল। তাই, যখন উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় তাদের দেহের শিরাগুলি টন-টন করছিল তখনো তাদের যতোসব তুচ্ছ কথা গাড়োয়ানকে শুনিয়ে শুনিয়ে আলোচনা করতে হল। শেষে যখন ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের বাড়ি পার হয়ে যাওয়া হল তখন বোঝা গেল যে বাস্কারভিল হলের কাছে তাদের কাজের জায়গায় এসে পড়া গেছে। বাড়ির দরোজা পর্যন্ত না গিয়ে বাড়ির উঠোনেই তারা সকলেই নামলেন। ভাড়া গাড়োয়ানকে দিয়ে তখনই কুম্বট্রেসিতে ফিরতে বলে দিলেন হোমস। তারপর হোমসরা তিনজনে মেরিপিট হাউসের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

হোম্‌সই প্রথম মুখ খুললেন—অস্ত্র এনেছ তো লেসট্রেড?

বেঁটেখাটো সরকারি ডিটেকটিভ হেসে বললেন—আমার পরনে প্যান্ট আছে। প্যান্টে একটা কোমর পকেটও রয়েছে, আর সেই পকেটে কিছু না কিছু থাকবে বৈকি!

ভালো। ওয়াটসন আর আমিও জরুরি অবস্থার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছি।

লেসট্রেড বললেন—মি. হোমস, ব্যাপারটাকে আপনি বেজায় চেপে রেখেছেন। খেলাটা কী?

হোমস বললেন—অপেক্ষা করবার খেলা।

বাপ্‌রে! জায়গাটা বড় বেশি স্ফূর্তির বলে বোধ হচ্ছে না! একটু কাঁপুনির সঙ্গে এই কথাটি বলে লেসট্রেড চারিদিকে তাকিয়ে পাহাড়গুলির অন্ধকার গা আর গ্রিমপেনের পঙ্কভূমির ওপর বিশাল কুয়াশার রাশির দিকে তাকালেন—সামনেই একটা বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে!

ওইটাই মেরিপিটি হাউস। আমাদের যাত্রার শেষ। এখন থেকে আমরা পা টিপে টিপে চলব। আর ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথাবার্তা বলব।

যেন ওই বাড়ি পর্যন্তই যাব, এইভাবে ওয়াটসনরা খুব সাবধানে চলতে লাগলেন। কিন্তু বাড়ি থেকে শ-দুয়েক গজ আগেই হোমস আমাদের থামতে বললেন। বললেন, এতেই হবে! ডানদিকের পাথরগুলো খাসা আড়ালের কাজ করবে।

আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে বুঝি?

হ্যাঁ, এখানেই আমরা ওৎ পেতে থাকব। লেসট্রেড এই গর্তে ঢুকে বসো। তুমি ওই বাড়ির ভিতরে গিয়েছিলে না, ওয়াটসন? ঘরগুলি কোন্‌টা কোথায় তা বলতে পারো? এ মাথায় ওই যে জালিকাটা জানলাগুলো, কোন্‌ ঘরের ওগুলো?

মনে হচ্ছে ওগুলো রান্না ঘরের জানালা—ওয়াটসন বললেন।

আর, তারপরে ওই যে খুব চক্‌চক্‌ করছে। ওটা?

ওয়াটসন বললেন—ওটা খাবার ঘরের জানালা অবশ্যই জানালার পর্দাটা তোলা আছে। জায়গাটার অন্ধিসন্ধি তুমিই ভালো জানো। আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাও তো। দেখে এসে ওরা কী করছে। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই ওদের জানতে দিও না যে, ওদের তুমি দেখছ।

ওয়াটসন পথ ধরে পা টিপে টিপে গিয়ে বাগান ঘেরা অনুচ্চ পাঁচিলটার আড়ালে নিচু হয়ে দাঁড়ালেন। তার ছায়ায় ছায়ায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে ওয়াটসন এমন একটা জায়গায় এলেন যেখানে থেকে পর্দা তোলা জানালা দিয়ে সোজা ভিতরটা দেখতে পাওয়া যায়।

ঘরে মোট দুজন লোক ছিল। স্যার হেনরি আর স্টেপলটন। গোল টেবিলটার দু-পাশে দুজনে বসেছিলেন, আর পাশ থেকে দুজনের মুখ দেখতে পেলেন। দুজনেই সিগারেট টানছিলেন, আর সামনে ছিল কফি আর মদ। স্টেপলটন উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিন্তু স্যার হেনরিকে বিবর্ণ আর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বোধহয় সেই অলক্ষুণে প্রান্তরের ওপর দিয়ে একা হেঁটে যাবার চিন্তায় তার মনটা ভারী হয়ে ছিল।

ওয়াটসন তাঁদের দেখছিলেন, এর মধ্যে স্টেপলটন ঘর ছেড়ে চলে গেল। স্যার হেনরি আবার তাঁর গ্লাস ভরে নিয়ে সিগারেট টানতে টানতে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। হঠাৎ একটা

www.pathagar.com

দরোজার ক্যাঁচ শব্দ আর তারপরেই নুড়ির ওপর বুট জুতোর মচ্-মচ্ আওয়াজ শোনা গেল। যে দেওয়ালের পাশে ওয়াটসন গুঁড়ি মেরে বসেছিলেন, পায়ের শব্দটা তার ও পাশের পথ দিয়ে চলে গেল। উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখা গেল যে বাগানের এক কোণে একটা বাইরের ঘরে গিয়ে স্টেপলটন থামল। তলায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হল। তারপর সে ভিতরে যেতে একটা অদ্ভুত ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ হল ভিতর থেকে। সে মিনিটখানেক আন্দাজ ভিতরে ছিল, তারপর আবার চাবি ঘোরাবার শব্দ পাওয়া গেল। সে ওয়াটসনের প্রায় পাশ দিয়ে গিয়ে পুনরায় ঘরে ঢুকল। স্টেপলটনকে তার অতিথির কাছে ফিরে আসতে দেখে ওয়াটসন চুপি চুপি সঙ্গীদের কাছে গিয়ে তাদের বললেন যে তিনি কী কী দেখেছেন।

ওয়াটসনের বলা শেষ হলে, হোমস জিজ্ঞাসা করলেন, কী বললে ওয়াটসন, মহিলাটি ওখানে নেই?

ওয়াটসন ছোট্ট করে বললেন—না।

তবে তিনি কোথায় থাকতে পারেন? রান্নাঘর ছাড়া আর কোথাও তো আলো নেই।

কোথায় আছেন তা ভেবেই পাচ্ছি না।

গ্রিমপেনের বৃহৎ পঙ্কভূমির ওপর একটা যেন ঘন সাদা কুয়াশা ভাসছিল। সেটা ধীরে ধীরে তাদের দিকে সরে আসতে লাগল। তারপর সেই দিকটাতে ঘন, স্পষ্ট আর নিচু একটা দেওয়ালের মতো হয়ে জমে গেল। চাঁদের আলো পড়ে সেটা ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল বরফ ঢাকা মাঠের মতো। দূরের টিলাগুলোর মাথা তার ওপর জেগে রইল। হোম্‌সের মুখ সেদিকে ফেরানো ছিল। সেটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে দেখে তিনি অসহিষ্ণুভাবে অস্ফুট স্বরে বললেন, ওটা যে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে ওয়াটসন!

ওয়াটসন বললেন—ওটা কি একটা গুরুতর ব্যাপার?

হোমস বললেন—অত্যন্ত গুরুতর। এই একটা জিনিসই আমার সব ফন্দি নিমেষে ভেস্তে দিতে পারে। এর মধ্যেই দশটা বেজে গেছে। শুধু আমাদের সাফল্য নয়, স্যার হেনরির জীবনও নির্ভর করছে এই কুয়াশাটার আসা না আসার ওপর।

ওয়াটসনদের মাথার ওপর আকাশ পরিষ্কার আর সুন্দর। তারাগুলো জ্বলজ্বল করছিল। আধখানা চাঁদ সমস্ত দৃশ্যটাকে একটা কোমল অস্পষ্ট আলোয় যেন স্নান করিয়ে দিচ্ছিল। সামনের মেরিপিট হাউসের অন্ধকার স্তূপ থেকে ঢেউ খেলানো ছাদ আর খোঁচা খোঁচা চিমনিগুলো রূপো-ছিটানো আকাশের গায়ে স্পষ্ট রেখায় দৃশ্যমান। বাড়ির নীচতলার জানলাগুলো থেকে সোনালি আলোর চওড়া চওড়া ফালি বাগানে আর প্রান্তরে এসে পড়ছিল। তার মধ্যে একটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। চাকর-বাকররা রান্নাঘর থেকে চলে গেল, শুধু খাবার ঘরের আলোটা জ্বলতে লাগল সেখানে দুজন লোক একজন খুনে, আর একজন তার অজ্ঞ অতিথি তখনো বসে চুরুট টানছেন আর গল্প করছেন।

প্রতি মিনিটে সেই আধখানা প্রান্তর-ছাওয়া সাদা পশমের মতো কুয়াশার চাদরখানা বাড়িটার দিকে ক্রমেই সরে আসতে লাগল। এর মধ্যেই কুয়াশার হালকা হালকা আঁশ কুণ্ডলী পাকিয়ে সেই আলোকিত সোনালি চৌকো জানালাটা পার হয়ে আসতে শুরু করেছিল। বাগানের ওধারের পাঁচিলটা ইতিমধ্যেই ঢাকা পড়ে গেছিল, আর গাছগুলি সাদা কুয়াশার কুণ্ডলীর মধ্যে মাথা জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল। দেখতে দেখতে কুয়াশার মেঘ বাড়ির দু-পাশ দিয়ে গড়িয়ে এসে আস্তে আস্তে মিলে গিয়ে একটা ঘন পর্দার মতো হয়ে গেল। বাড়ির দোতলা আর ছাদটা তার ওপর যেন ভাসতে লাগল। যেন একটা ছায়ার সমুদ্রে একখানা বিচিত্র জাহাজ ভাসছে। হোমস অস্থিরভাবে সামনের পাথরে হাত পা ঠুকতে লাগলেন।

আর পনেরো মিনিটের মধ্যে স্যার হেনরি না বেরিয়ে এলে সারা পথটাই ঢাকা পড়বে যে! আধঘন্টা বাদে আমরা আর নিজেদের হাত-পাও দেখতে পাব না!

ওয়াটসন্ বললেন—আর একটু উঁচু জায়গায় পেছিয়ে গেলে হয় না?

হোমস বললেন—হ্যাঁ, তাই ভালো বলে মনে হয়। কুয়াশাও এগিয়ে আসছে; ওয়াটসনরাও পিছু হঠছেন। এইভাবে ক্রমে ওয়াটসনরা বাড়িটা থেকে আধমাইলের মতো দূরে

www.pathagar.com

এসে পড়লেন। তখনো সেই গাঢ় শ্বেতবর্ণ সমুদ্র ধীরে ধীরে, দুর্বারভাবে এগিয়েই আসছে। চাঁদ তার উপর রূপালি রং করে দিচ্ছিল।

হোমস বললেন—বেশি দূরে চলে এলাম। স্যার হেনরি আমাদের কাছে এসে পড়বার আগে তাঁকে কেউ পেছন থেকে এসে ধরে ফেলতে পারে। এমন ঝুঁকি আমাদের নেওয়া ঠিক হবে না। যাই ঘটুক, আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকতে হবে আমাদের। হোমস হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মাটিতে কান পাতলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁর আসার শব্দ পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

একটা দ্রুত পদশব্দ প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। পাথরগুলোর মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসে ওয়াটসনরা এক দৃষ্টে তাদের সামনেকার সেই রূপালি চূড়াওয়ালা সাদা দেওয়ালটার দিকে চেয়ে রইলেন। পায়ের শব্দ ক্রমেই জোরে হতে লাগল। তারপর কুয়াশার ভেতর দিয়ে যেন পরদা ঠেলে বেরিয়ে এলেন তাদের প্রতীক্ষিত স্যার হেনরি। তারার আলোয় ভরা পরিষ্কার রাত্রির মধ্যে এসে তিনি বিস্ময়ের চারিদিক একবার দেখে নিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি পথ ধরে এগিয়ে এসে, ওয়াটসনরা যেখানে ছিলেন তার কাছ দিয়ে চলে গিয়ে তাদের পেছনদিকের লম্বা চড়াইয়ের পথে উঠতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি অনবরত দুই দিকেই ফিরে ফিরে দেখতে লাগলেন, যেন, কি একটা অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর।

হোমস হঠাৎ বলে উঠলেন, দেখো দেখো। ওটা আসছে! পিস্তলের ঘোড়া ঠিক করে নেবার একটা তীক্ষ্ণ খুট্ শব্দ কানে এলো।

কুয়াশার প্রাচীরটা গড়িয়ে আসছিল। তারই ভিতরকার কোনো জায়গা থেকে একটা হালকা মচ্ মচ্ শব্দ একটানা শোনা যেতে লাগল। কুয়াশাটা একশো হাতের মধ্যেই এসে পড়েছিল। ওয়াটসনরা তিন জনেই চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। না জানি ওর মাঝখান থেকে কী বিভীষিকা হঠাৎ দেখা দেবে! ওয়াটসন হোম্‌সের পাশেই ছিলেন। এক মুহূর্তের জন্যে হোম্‌সের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, সে মুখ রক্তশূন্য কিন্তু আনন্দে অধীর, আর চোখ দুটি চাঁদের আলোয় চকচক করছে। কিন্তু হঠাৎ সে দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এসে জমে পাথর হয়ে গেল, আর বিস্ময়ে তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই লেসট্রেড ভয়ে চিৎকার করে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। ওয়াটসন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন—তার অবশ হাত পিস্তলটা ধরে রইল। কুয়াশার অন্ধকার থেকে তাদের দিকে লাফ দিতে দিতে বেরিয়ে এলো যে ভীষণ মূর্তিটা তা দেখে ওয়াটসনের মন পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেল। সেটা একটা প্রকাণ্ড ডালকুত্তা মিশমিশে কালো, কিন্তু মানুষের চোখ কখনো এমন ডালকুত্তা দেখে নি! এর হাঁ করা মুখ থেকে আগুন ঝরছে, চোখদুটো ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে, নাক, ঘাড় আর গলা ঘিরে আগুনের শিখা কাঁপছে। কুয়াশার প্রাচীর ভেঙে তাদের দিকে এগিয়ে এল, সেই অন্ধকার মূর্তি আর পৈশাচিক মুখ, আর চাইতে হিংস্র, তার চাইতে ভয়ানক, তার চাইতে নারকীয় কোনো কিছুর কল্পনা করা কোনো উন্মাদ মস্তিষ্কের বিকারের ঘোরে দেখা—স্বপ্নেও অসম্ভব।

হোম্‌সের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ওই বিরাট কালো জন্তুটা লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে ছুটে চলল। তার ভৌতিক মূর্তি দেখে তারা এমন অসাড় হয়ে গেছিল যে তারা সামলে ওঠবার আগেই সেটা তাদের পার হয়ে চলে গেল। তারপর হোমস আর ওয়াটসন একসঙ্গে গুলি ছুঁড়লেন। বিশ্রী একটা চিৎকার করে উঠল জন্তুটা। বোঝা গেল যে অন্ততঃ একটা গুলি তাঁকে বিঁধেছে। সেটা কিন্তু থামল না, লাফ দিয়ে দিয়ে এগোতে লাগল। অনেক দূরে, পথের ওপর দেখতে পাওয়া গেলে স্যার হেনরি পেছন ফিরে দেখছেন। চাঁদের আলোয় তাঁর মুখ সাদা দেখাচ্ছিল। আতঙ্কে তিনি দু-হাত শূন্যে তুলেছেন, যে জন্তুটা তাঁকে তাড়া করে আসছিল তার দিকে অসহায় ভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন।

এদিকে ডালকুত্তাটা যন্ত্রণায় যে চিৎকার করে উঠেছিল, তা শুনেই ওয়াটসনদের ভয় ঘুচে গেল। গুলি যদি তার পায়ে বিঁধতে পারে, তাহলে তো সে অমর হতে পারে না! যে আহত হতে

www.pathagar.com

পারে, তাকে তো মারাও যেতে পারে নিশ্চয়ই। হোমস যে রকম ছুট্ লাগালেন, মানুষকে ওকরম ছুটতে দেখা যায় নি কখনো। লোকে ওয়াটসনকে বলত দৌড়বাজ, কিন্তু লেসট্রেড ওয়াটসনের যতোটা পেছনে পড়লেন, হোমস্ ওয়াটসনকে ততোটাই পেছনে ফেলে গেলেন। সামনের পথ ধরে ওয়াটসনরা যেন উড়ে চললেন। স্যার হেনরির আর্তনাদ একটার পর শোনা যাচ্ছিল। আর তা ছাপিয়ে উঠছিল ডালকুত্তাটার গভীর গর্জন। ওয়াটসন ঠিক সময়েই কাছে এসে পড়লেন। দেখলেন, জানোয়ারটা স্যার হেনরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ভূমিসাৎ করল, তারপর তাঁর গলার দিকে মুখ বাড়াল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই হোম্সের রিভলভার গর্জন করে উঠল। রিভলভারের পাঁচ পাঁচটা গুলি গিয়ে লাগল জন্তুটার গায়ে। যন্ত্রণায় অন্তিম চিৎকার করে আর হিংস্রভাবে হাওয়ায় এক কামড় বসিয়ে সেটা গড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। চারখানা পা কয়েকবার ছুঁড়ল, তারপর কাৎ হয়ে নেতিয়ে পড়ল কুকুরটা। হাঁফাতে হাঁফাতে ঝুঁকে পড়ে ওয়াটসন তার পিস্তলটাকে সেই জ্বলন্ত ভীষণ মাথার ওপর চেপে ধরলেন, কিন্তু ঘোড়া টেপার আর দরকার হল না। রাক্ষুসে ডালকুত্তাটার দেহে আর প্রাণ ছিল না।

স্যার হেনরি যেখানে পড়েছিলেন সেখানেই অচেতন হয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর জামার কালারটা হোমস টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেখলেন যে, তাঁর দেহে কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই আর তাঁকে তাঁরা ঠিক সময়েই রক্ষা করতে পেরেছেন। তখন হোম্সের বুক থেকে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটা প্রার্থনা বেরিয়ে এলো। খানিকক্ষণ বাদে স্যার হেনরির চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। তিনি নড়বার একটু ক্ষীণ চেষ্টা করলেন। লেসট্রেড তাঁর দাঁতের ফাঁকে একটা ব্রান্ডির শিশি চেপে ধরলেন। তাঁর ভীত দুটি চোখ ওয়াটসনদের দিকে চাইল।

ধরা গলায় হোমস বললেন—ওটা আর বেঁচে নেই। বাস্কার ভিলদের ভূতকে আমরা চিরবিশ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ওয়াটসনদের সামনে যে প্রাণীটা চার পা ছড়িয়ে পড়ে ছিল, শুধু আকার আর শক্তির দিকে থেকেও সেটা ভয়ঙ্কর। সেটা খাঁটি ব্লাডহাউন্ডও নয়, খাঁটি ম্যাস্টিফও নয়। দেখলে মনে হয় সেটা দুয়ের সংমিশ্রন। দেখতে ছিপ ছিপে, হিংস্র এবং ছোট একটা সিংহের মতো বড়ো। মৃত্যুর স্তব্ধতার মধ্যেও তার প্রকাণ্ড দুই চোয়াল বেয়ে যেন নীলচে আগুনের শিখা ঝরে পড়ছে। তার ছোট ছোট গর্তে বসা নিষ্ঠুর চোখ দুটো যেন আগুন দিয়ে ঘেরা মনে হল। তার জ্বলন্ত নাকের ওপর ওয়াটসন আঙুল ছোঁয়ালেন। তারপর তনি তাঁর হাত তুলে দেখলেন যে তার আঙুলও অন্ধকারে ধিকিধিকি জ্বলছে আর আলো দিচ্ছে।

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—ফসফরাস!

মরা জন্তুটাকে শুঁকে হোমস বললেন—ফসফরাস দিয়ে খুব কৌশল করে তৈরি অন্য কিছু। এতে এমন কোনো গন্ধ নেই যাতে এর ঘ্রাণশক্তি বাধা পেতে পারে। স্যার হেনরি, আপনাকে এরকম আতঙ্কের মধ্যে ফেলবার জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি একটা ডালকুত্তা দেখতে পাব বলে তৈরি ছিলাম, কিন্তু এ ধরনের একটা জীবের কথা আমি ভাবি নি। তার ওপর, কুয়াশাটার জন্যে ওকে দেখতে পেতে বড্ড দেরি হয়ে গেল।

স্যার হেনরি বললেন—আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমাকে আর একটু ব্রান্ডি দিন, তাহলেই আমি সবকিছু পারব। এবার আমাকে একটু তুলে ধরুন। কী করবেন এখন?

আপনাকে এখানে রেখে যাব। আপনি আজ রাতে আর কোনো অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে যেতে পারবেন না। আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন, তাহলে আমাদের মধ্যে কেউ এসে আপনার সঙ্গে হলে ফিরে যাবে।

স্যার হেনরি চেষ্টা করে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। তখনো তাঁর মুখ বীভৎস রকমের ফ্যাকাসে। তাঁর প্রতিটি অঙ্গ কাঁপছিল। ওয়াটসনরা তাঁকে একটা পাথর পর্যন্ত যেতে সাহায্য করলেন। তার ওপর বসে, হাতে মুখ রেখে তিনি কাঁপতে লাগলেন।

হোমস বললেন, স্যার হেনরি, এবার আপনাকে রেখে আমাদের যেতে হবে। বাকি কাজটুকু এবার। প্রত্যেকটি মুহূর্তই এখন গুরুত্বপূর্ণ। মামলা তৈরি। এখন শুধু আসামীকে চাই।

www.pathagar.com

পথ ধরে দৌড়ে ফিরে যেতে যেতে হোমস বললেন—বাড়িতে তাকে পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। গুলির আওয়াজ শুনেই সে নিশ্চয়ই বুঝেছে যে বাজিমাৎ হয়ে গেছে।

ওয়াটসন বললেন—আমরা তো বেশ দূরেই ছিলাম। তাছাড়া কুয়াশাও আওয়াজটাকে চাপা দিয়ে থাকতে পারে।

কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে সে তার পেছন পেছন আসছিল—এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারো। না, না, এতোক্ষণে সে পালিয়েছে। তবু বাড়িটা খুঁজে দেখতে হবে, নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই।

সদর দরোজা খোলাই ছিল। দৌড়ে ভিতরে গিয়ে ওয়াটসনরা ঘরে ঘরে ছুটে দেখতে লাগলেন। একটা থুড়-থুড়ে বুড়ো একটা চাকরের সঙ্গে বারান্দায় দেখা হয়ে গেল। সে হোমসদের দেখে অবাক হল। খাবার ঘর ছাড়া আর কোথাও আলো ছিল না। হোমস সেই আলোটা নিয়ে বাড়ির সব আনাচে-কানাচে খুঁজে ফিরলেন। কিন্তু যাঁকে খোঁজা হচ্ছিল তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। শেষে দোতলায় একটা শোবার ঘর তালাবদ্ধ রয়েছে দেখা গেল।

লেসট্রেড বললেন—এখানে কেউ আছে! নড়াচড়ার আওয়াজ পাচ্ছি—দরোজা খোলো।

ভেতর থেকে মৃদু গোঙানি আর খসখস্ শব্দ শোনা গেল। হোমস দরোজায় লাথি মারতেই সেটা ছিটকে খুলে গেল। পিস্তল হাতে তিনজনেই দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন।

কিন্তু যাকে দেখবেন বলে আশা করেছিলেন ওয়াটসনরা—সে বেপরোয়া উদ্ধত শয়তানটার কোনো চিহ্নই ছিল না ঘরের ভেতর। তার বদলে এমন একটা অদ্ভুত আর অপ্রত্যাশিত কিছুর দেখা পাওয়া গেল যে তার দিকে চেয়ে হোমসরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।

ঘরটা একটা ছোট মিউজিয়ামের মতো সাজানো। দেওয়ালের ধারে ধারে ওপরে কাঁচ দেওয়া বাক্স রয়েছে। তাতে নানারকম প্রজাপতি আর মথের সংগ্রহ। জটিল ও বিপজ্জনক চরিত্রে লোকটির অবকাশ-বিনোদনের জিনিস ছিল এইগুলি। ঘরের মাঝখানে খাড়া একটা থাম। কোনো সময়ে বোধহয় ছাদের তলাকার ঘুণধরা পুরোনো কাঠের কড়ি-বরগাগুলিকে ঠেকা দিয়ে রাখবার জন্য এটা লাগানো হয়েছিল। এই খুঁটিটাতে একটা মানুষকে চাদর দিয়ে এমন করে জড়িয়ে আর মুখ চাপা দিয়ে বাঁধা হয়েছিল যে সে পুরুষ না স্ত্রীলোক তা বোঝা যাচ্ছিল না। গলা বেড় দিয়ে একটা তোয়ালে থামের সঙ্গে গিঁট দিয়ে আটকানো। আর একটা তোয়ালে দিয়ে মুখের নিচের দিকটা ঢাকা, তার ওপর দিয়ে দুটো কালো কালো চোখ—দুঃখ, লজ্জা, আর ভীষণ প্রশ্ন দিয়ে ভরা দুটি চোখ ওয়াটসনদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ওয়াটসনরা মুখের বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেলে এবং অন্য বাঁধনগুলোও খুলে ফেললেন। মিসেস্ স্টেপলটন ওয়াটসনদের সামনেই মেঝেতে পড়ে গেলেন। তাঁর সুন্দর মাথাটি তাঁর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়তেই ঘাড়ের ওপর একটা চাবুকের আঘাতের স্পষ্ট লাল দগদগে দাগ দেখা গেল।

হোমস চেঁচিয়ে বললেন—লোকটা পশু! লেসট্রেড এসো! ব্র্যান্ডির বোতলটা কই? এঁকে চেয়ারে বসিয়ে দাও। দুর্ব্যবহারে আর অবসাদে ইনি জ্ঞান হারিয়েছেন।

মহিলাটি আবার চোখ খুললেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ভালো আছেন তো? পালাতে পেরেছেন তো?

তিনি আমাদের হাত এড়াতে পারবেন না, মিসেস স্টেপলটন। না, না, আমার স্বামীর কথা বলছি না—স্যার হেনরি? স্যার হেনরির কোনো বিপদ হয় নি তো?

তিনি নিরাপদেই আছেন।

আর হাউন্ডটা?

সেটা মরেছে!

মিসেস্ স্টেপলটন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। উঃ, এই শয়তানটা! দেখুন আমাকে কী করেছে সে! তিনি আস্তিন থেকে হাত বের করলে দেখা গেল যে তার হাত দুখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কিন্তু এতো কিছুই নয়—কিছুই নয়! আমার

www.pathagar.com

মন আর আত্মাকে সে নির্যাতন করেছে কলুষিত করেছে! তবু আমি সবকিছু সইতে পারতাম—দুর্ব্যবহার, নির্জনে বাস, ছলনাময় এই জীবনে সয়ে এসেছি যতোদিন এই আশাটুকুকে আঁকড়ে থাকতে পেরেছি যে সে আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু এখন আমি জেনেছি যে এতেও সে আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে শুধু তার কলকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই বলে তিনি আকুলভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

হোমস বললেন—তাহলে আপনি তাকে আর ভালোবাসতে পারেন না। আমাদের তাহলে বলে দিন কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। তার খারাপ কাজে আপনি তাকে সাহায্য করেছেন, এখন আমাদের সাহায্য করে প্রায়শ্চিত্ত করুন।

মিসেস্ স্টেপলটন বললেন—তার পালাবার জায়গা একটাই আছে। পঙ্কভূমির মাঝখানে একটা দ্বীপে পুরোনো একটা টিনর খনি আছে। সেখানেই সে তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছে। পালিয়ে সে সেখানেই যাবে।

জানালার গায়ে কুয়াশার স্তূপ জমে ছিল সাদা পাথরের মতো। হোমস সেদিকে আলোটা ধরলেন।

দেখুন আজ রাতে কারো পক্ষে গ্রিমপেনের পঙ্কভূমিতে পথ খুঁজে যাওয়া সম্ভব নয়।

মহিলাটি হেসে উঠে হাততালি দিলেন। হিংস্র আনন্দে তাঁর চোখ আর দাঁত ঝক্ ঝক্ করতে লাগল।

ভিতরে যাবার পথ খুঁজে পেতেও পারে, কিন্তু বেরোবারটা— কক্ষোনো নয়। তিনি চিৎকার করে বললেন—এই রাত্রে সে পথ দেখানো খুঁটিগুলো দেখতে পাবে কী করে? সে আর আমি দুজনে মিলে সেগুলোকে পুঁতেছিলাম, পঙ্কভূমির মাঝখান দিয়ে যাবার পথটাকে চিহ্নিত করবার জন্য। ওঃ যদি শুধু সেগুলোকে তুলে ফেলতে পারতাম তাহলে আপনারা সত্যি তাকে হাতের মুঠোয় পেতেন!

কুয়াশা না কেটে যাওয়া পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করা যে বৃথা, তা বেশ বোঝা গেল। ততোক্ষণের জন্যে বাড়িটাকে লেসট্রেডের জিম্মায় রেখে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে নিয়ে ওয়াটসন ও হোমস চলে গেলেন হলে। স্টেপলটনদের কাহিনী আর তাঁর কাছে গোপন রাখা গেল না। যে নারীকে তিনি ভালোবেসে ছিলেন তাঁর বিষয়ে সত্যি কথাটা শুনে খুব আঘাত পেলেও তিনি অবিচলিত ও নির্বিকার রইলেন। কিন্তু সেই রাতের বিপজ্জনক অভিজ্ঞতায় তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী বিকল হয়ে গেল। ভোর হবার আগেই দারুণ জ্বরের ঘোরে তিনি ভুল বকতে লাগলেন। ডাক্তার মর্টিমার তাঁর চিকিৎসার করতে লাগলেন। পরে এই দুজনে একসঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণ করে এসেছিলেন—সেই অলক্ষুণে জমিদারির মালিক হবার পর; তবে তিনি আবার সেই আগেকার মতোই হয়েছিলেন।

পরদিন সকালে কুয়াশা কেটে গেলে মিসেস স্টেপলটন হোমসদের পথ দেখিয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেলেন যেখান থেকে তাঁরা ওই পঙ্কভূমির ভিতরে যাবার একটা পথ পেয়ে গেলেন। তাঁর স্বামীর পালাবার রাস্তায় হোমসদের চালিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর আগ্রহ দেখে বোঝা গেল যে জীবনে তিনি কী ভয়ানক কষ্টই না পেয়েছেন। বিস্তীর্ণ পঙ্কভূমির মধ্যে খানিকটা শক্ত জমি ক্রমশঃ সরু হয়ে চলে গেছিল। তাকে সেটার সরু মাথাটায় রেখে এগোচ্ছিলেন ওয়াটসনরা। এরই শেষে মাথা থেকে শুরু করে এখানে ওখানে খুঁটি পোঁতা ছিল। তা থেকে বোঝা গেল যে ওই খুঁটিগুলি। অজস্র পিচ্ছিল জলজ উদ্ভিদ থেকে একটা পচা গন্ধ আর গাঢ় বিষাক্ত বাষ্প তাদের নাকে মুখে আসতে লাগল। একটু ভুল পা ফেলে একবার ওয়াটসনরা হাঁটু পর্যন্ত পাঁকে ডুবে গেলেন। সেই কালো থকথকে পাঁক ওয়াটসনদের পা ঘিরে কতোদূর পর্যন্ত থল-থল করে কাঁপতে লাগল। ওই বিপদসংকুল পথে যে একজন কেউ তাদের আগে গেছিল, তার চিহ্ন একবার মাত্র পাওয়া গেল। সেটাকে ধরবার জন্য পথ ছেড়ে পা বাড়াতেই হোমস কোমর পর্যন্ত তলিয়ে গেলেন। তাঁকে টেনে তোলবার জন্য ওয়াটসন ও লেসট্রেডরা যদি না থাকতেন, তাহলে আর তাঁর শক্ত ডাঙায় পা দেওয়া হতো না। তিনি একটা পুরোনো কালো বুট

www.pathagar.com

তুলে ধরলেন। ভিতরের চামড়ার ওপর ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল—মেয়ার্স, টরন্টো।

হোমস্ বললেন—কাদায় স্নান করাটা সার্থক হয়েছে। এটা আমাদের বন্ধুর হারানো সেই বুটটা।

স্টেপলটন পালাবার সময় এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সম্ভবত।

ঠিক তাই। কুকুরটাকে এটা শুঁকিয়ে স্যার হেনরির পেছনে লেলিয়ে দেবার পর এটাকে সে হাতেই রেখেছিল। খেলা শেষ হয়েছে জেনে পালাবার সময়তেও এটা তার হাতেই ছিল। পালাবার পথে এইখানে সে একটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। এটা জানা গেল, যে, সে অন্ততঃ এতোদূর পর্যন্ত নির্বিঘ্নে এসেছিল।

অবশেষে পঙ্কভূমি পার হয়ে হোমসরা ডাঙা জমিতে পৌঁছলেন, তখন তারা আগ্রহভরে পায়ের ছাপ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। মাটি দেখে যা বোঝা গেল তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে সেই চরম রাতে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে স্টেপলটন দিশেহারা হয়ে তার যে আশ্রয়-দ্বীপের দিকে ছুটেছিল, সেখানে যে পৌঁছতে পারে নি। গ্রিমপেনের সেই মহাপঙ্কভূমির অন্তঃস্থলে কোনো জায়গায় যে বিশাল কাদা-জলা তাকে কোলে টেনে নিয়েছে তারই নোংরা হড়হড়ে কাদার তলায় সেই আবেগশূন্য নির্দয়-হৃদয় লোকটি চিরকালের মতো সমাধিস্থ হয়ে আছে।

পাঁকে ঘেরা যে দ্বীপটিতে সে তার হিংস্র সাহায্যকারীকে লুকিয়ে রাখত সেখানে তার অনেক চিহ্ন পাওয়া গেল। একটা মস্ত বড় চাকা আর একটা জঞ্জালভরা খাড়া গর্ত দেখে একটা পরিত্যক্ত টিনের খনি এখানে ছিল বলে বোঝা গেল। আশে পাশের খনির মজুরদের কুঁড়েঘরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। চারিদিক ঘেরা জলাভূমির উৎকট গন্ধই তাদের এখান থেকে তাড়িয়েছিল। তারই একটার মধ্যে একটা খোঁটা আর শিকল, আর কতোকগুলি চিবানো হাড় দেখে জানা গেল যে কুকুরটা এখানেই বাঁধা থাকত। আবর্জনার মধ্যে একগোছা বাদামি লোমওয়ালা একটা কঙ্কালও পড়ে ছিল।

হোমস্ বললেন—এটা দেখছি একটা কুকুরের—আরে! একটা কোঁকড়া লোমওয়ালা স্প্যানিয়েলের হাড়গোড়। বেচারা মর্টিমার আর তাঁর প্রিয় কুকুরকে দেখতে পাবেন না। যাক্, এ জায়গাটার গোপন কথা কিছু জানতে হোম্সদের আর বাকি রইল না। সে ডালকুত্তাটাকে লুকিয়ে রাখতে পারত। কিন্তু তার গলা তো বন্ধ করতে পারত না! তাই ওইরকম শব্দ শোনা যেতো সেটা দিনের বেলাতেও শুনতে হতো ভয়ানক। বিশেষ দরকার হলে ওটাকে এনে মেরিপিট হাউসের বার বাড়িতে রাখা যেতে পারত বটে, কিন্তু তাতে ঝুঁকি ছিল খুব। তাই শুধু সে এরকম দিনে-যেদিন তার সব চেষ্টার অবসান হবে বলে সে ধরে নিয়েছিল, সেই দিনটায় সে তা করতে সাহস করেছিল। ওই টিনের মধ্যে যে গোলা জিনিসটা ওটাই হচ্ছে সেই জ্বলজ্বলে রং যা কুকুরটাকে মাখানো হতো। এ বুদ্ধিটা অবশ্য সে পেয়েছিল বাস্কারভিলদের সেই নারকীয় ডালকুত্তার কাহিনী থেকে। ততে স্যার চার্লসকে শুধু ভয় দেখিয়েই মেরে ফেলবার সুবিধা হল। কয়েদী বেচারা যে অন্ধকার প্রান্তরের ওপর ওরকম একটা প্রাণীকে দেখে আতঙ্কে চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল, বড় আশ্চর্য নয় সেটা! স্যার হেনরিও তাই করেছিলেন, আর ওয়াটসনও হয়তো তা করবেন। ফন্দিটা খুবই চাতুর্যপূর্ণ, কারণ, যাকে মারতে চাই তাকে এইভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া ছাড়াও এতে সুবিধা এই যে, প্রান্তরের ওপর এরকম একটা প্রাণীকে দেখতে পেলেও কোনো গ্রাম্য লোকেই সে বিষয়ে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিতে সাহস পাবে না। কয়েকজন তো দেখেও ছিল, কিন্তু তারা করল কী? ওয়াটসন, লন্ডনে তোমাকে বলেছিল যে ওই যে মানুষটা ওখানে থেকে গেল, তার চাইতে মারাত্মক কোনো লোককে ধরবার চেষ্টা আমরা এ পর্যন্ত করি নি।

এই বলে হোমস সেই বিশাল বিচিত্র সবুজ ছিটানো কাদা জলার দিকে তাঁর দীর্ঘ বাহু বাড়ালেন। দেখা গেল, পঙ্কভূমিটা প্রসারিত হতে হতে গিয়ে মিশেছে প্রান্তরের তামাটে রংয়ের চড়াই উৎরাইগুলির গায়ে।

www.pathagar.com

পনেরো

ফিরে দেখা

নভেম্বরের শেষ দিক। রাতটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা আর কুয়াশাচ্ছন্ন। হোমস্ আর ওয়াটসন বেকার স্ট্রিটে তাদের বসবার ঘরে গণগণে আগুনের ধারে বসেছিলেন।

ওয়াটসন হঠাৎই এদিন বাস্কারভিল রহস্যের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আলোচনা করতে অনুরোধ করলেন। হোমস এদিন খুবই খোশ মেজাজে ছিলেন। কারণ তিনি পরপর দুটি মামলায় সফল হয়েছিলেন একটিতে তিনি বিখ্যাত তাস খেলা সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি সম্পর্কে কর্নেল আপ্‌উডের জঘন্য আচরণের তথ্য ফাঁস করে দেন। অন্যটিতে তিনি হতভাগ্য মাদাম মেঁপেঁসিয়েকে হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্ত করেছিলেন। তার সতিনের মেয়ে মাদমোয়াজেল কারেরে-র মৃত্যু সম্পর্কে এই মামলা অনেককাল ধরে তার মাথার ওপর ঝুলে ছিল। অথচ সেই যুবতীকে মাস ছয়েক বাদে জীবিত এবং বিবাহিত অবস্থায় নিউইয়র্কে পাওয়া যায়।

কাজেই আজ এই কুয়াশামুখর রাতে হোমস্ গণগণে আগুনের ধারে বসে পাইপ টানতে টানতে বলতে শুরু করলেন—যে লোকটা নিজেকে স্টেপলটন বলে পরিচয় দিল, তার দিক থেকে দেখলে ঘটনা পরম্পরা আগাগোড়াই ছিল সোজা আর সরাসরি। কিন্তু তার কাজ কর্মের উদ্দেশ্য প্রথমদিকে আমাদের জানবার উপায় ছিল না বলে, আর যা কিছু হচ্ছে তার সবটা জানতে পারছিলাম না বলে, আমাদের কাছে এটা নিতান্তই জটিল বলে মনে হয়েছিল। মিসেস স্টেপলটনের সঙ্গে বার দুই কথাবার্তা বলবার সুযোগ পেয়ে সবকিছুই আমার কাছে এতো পরিষ্কার হয়ে গেছিল যে আমাদের অজানা আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় নি। এ বিষয়ে কিছু নোট রেখেছি। আমার মামলাগুলোর যে সাজানো ফর্দ আছে তাতে "B" অক্ষরের ভিতর তা আছে দেখতে পাবে।

খোঁজ নিয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, ছবিখানা আমাদের মিথ্যা বলে নি। স্টেপলটন প্রকৃতই একজন বাস্কারভিল। এর বাপ হচ্ছে স্যার চার্লসের ছোট ভাই রজার, কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে যায়। লোকে বলে যে সে অবিবাহিত অবস্থায় সেখানে মারা যায়। কিন্তু আসলে সেখানে বিবাহ করেছিল আর তার একটি ছেলেও হয়েছিল। সেই ছেলেই হচ্ছে এই স্টেপলটন লোকটি। বাপের নামেই তার আসল নাম। সে বিয়ে করে কোস্টারিকার এক রূপসী, বেরিল গার্সিয়াকে। তারপর সে প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করে নাম ভাঁড়িয়ে ভ্যানডেলিউর নাম নিয়ে ইংলন্ডে চলে আসে। এসে, ইয়র্কশায়ারের পূর্বাঞ্চলে একটি স্কুল খোলে। এই বিশেষ ব্যবসাতে তার যাবার কারণ হল এই যে, আসবার সময় জাহাজে একজন যক্ষ্মারোগী শিক্ষকের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল আর তারই সাহায্যে ব্যবসাটাকে সে বেশ জাঁকিয়ে তুলেছিল। ফ্রেকার নামের এই শিক্ষকটি কিছুদিন বাদেই মারা যান। গোড়ায় স্কুলটা ভালোই চলেছিল। কিন্তু এর পরও স্কুলটার দুর্নাম আর কেলেঙ্কারি রটতে লাগল। ভ্যানডেলিউর তখন সুবিধা হবে ভেবে নাম বদলে স্টেপলটন নাম নিল। আর তার বাদবাকি টাকাকড়ি, তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আর তার পতঙ্গবিদ্যায় অনুরাগ নিয়ে চলে এলো দক্ষিণ ইংলন্ডে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খবর পেয়েছি যে ওই বিষয়টাতে সে একজন গণ্যমান্য বিশেষজ্ঞ—এমন কি ইয়র্কশায়ারে থাকার সময় সে একজাতের মথ্ আবিষ্কার করায় সেই মথের নামকরণ হয়েছিল ভ্যানডেলিউর নামে।

তার জীবনের যে অংশটা আমাদের কাছে এতোটা আগ্রহের বস্তু হয়ে উঠেছিল, এবার আমরা সেইখানটায় আসছি। বোঝাই যায় যে, লোকটি খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিল যে এই মূল্যবান সম্পত্তি আর তার মাঝখানে পথের কাঁটা দুটি লোকের জীবন। আমার তো মনে হয় ডেভনশায়ারে আসার সময় তার সুস্পষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সেটা বোঝা যায়, এই থেকে যে, সে তার স্ত্রীকে বোন সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। স্ত্রীকে প্রলোভন হিসেবে ব্যবহার

www.pathagar.com

করবার বুদ্ধিটা তার মনে এসেছিল, এটা ঠিক। অবশ্য তার ফন্দির খুঁটিনাটি অংশগুলো তখনো ঠিক না হয়ে থাকতেও পারে। তার উদ্দেশ্য ছিল যেমন করে হোক শেষপর্যন্ত সম্পত্তিটা নেওয়া, আর সেই জন্যে সে যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে এবং যে কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হল। তার প্রথম কাজই হল তার পূর্বপুরুষদের বাড়ির যথাসম্ভব কাছে এসে থাকা, তারপর স্যার চার্লস্ বাস্কারভিল এবং তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা।

স্যার চার্লস্ নিজেই তাকে ওই ডালকুত্তার কাহিনী বলে নিজের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করেছিলেন। স্টেপলটন আমি তার এই নামই বলব—জানত যে বৃদ্ধের হার্ট দুর্বল, আর একটা মানসিক আঘাত পেলেই তাঁর মৃত্যু হবে। এটা সে ডাক্তার মর্টিমারের কাছে শুনেছিল। সে আরো জেনেছিল যে স্যার চার্লস, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ, আর এই প্রবাদটাকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। তার কূট মনে তখনই এই বুদ্ধিটা এলো, যাতে তাঁকে হত্যা করা যায় অথচ আসল খুনীকে হত্যাকাণ্ডের জন্যে ধরা সম্ভব না হয়।

ফন্দিটা মাথায় আসার পর সে খুব নিপুণতার সঙ্গে সেটাকে কার্যে পরিণত করতে উদ্যোগী হল। একজন সাধারণ ফন্দিবাজ লোক শুধু একটা ডালকুত্তা দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে পারলেই খুশি হত। কিন্তু তার প্রতিভার স্ফূরণ দেখা গেল কৃত্রিম উপায়ে একটা ডালকুত্তাকে পৈশাচিক আকার দেওয়ার মধ্যে। লন্ডনের ফুলহ্যাম রোডের রস্ অ্যান্ড ম্যাঙ্গলসের দোকান থেকে সে কুকুরটাকে কেনে। তাদের সব কুকুরের মধ্যে ওটাই ছিল সবচেয়ে বলবান আর হিংস্র। ওটাকে নিয়ে সে নর্থ ডেভন রেলপথে এসে প্রান্তরের মধ্যে অনেক দূর দিয়ে হেঁটে এসেছিল, যাতে লোকের চোখে না পড়ে। এর আগেই সে পোকামাকড় ধরতে গিয়ে গ্রিমপেনের পাঁকের ব্যূহ ভেদ করে যেতে শিখেছিল। তাইতে সে ডালকুত্তাটার জন্যে একটা নিরাপদ লুকোবার জায়গা পেয়ে যায়। সেটাকে সে এইখানেই রেখে দিয়ে তার সুযোগের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু সে সুযোগ চট করে তার আসে নি। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে রাতে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাঁর বাড়ির বাইরে কিছুতেই আনা যাচ্ছিল না। স্টেপলটন কয়েকবারই তার ডালকুত্তাটাকে নিয়ে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু সবই বৃথা। এইসব নিষ্ফল প্রচেষ্টার সময়তেই গ্রাম্য লোকেরা তার কুকুরটাকে দেখতে পেয়ে যায়, আর তাতে সেই দানবীয় কুকুরের কিংবদন্তীর নতুন করে সমর্থন পাওয়া যায়। সে আশা করেছিল যে তার স্ত্রী হয়তো স্যার চার্লসকে প্রলুব্ধ করে মৃত্যুর মুখে টেনে আনতে পারবে কিন্তু এ ব্যাপারে অপ্রত্যাশিতভাবে বেঁকে বসে মহিলাটি। তিনি প্রেমের ফাঁদ পেতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে ধরে তাঁর শত্রুর হাতে তুলে দেবার চেষ্টায় রাজি হলেন না। তর্জন গর্জন, এমন কি মারধোর করেও তাঁকে টলানো যায় নি। তিনি এ ব্যাপারে একেবারেই মাথা গলাতে না চাওয়ায় কিছুদিন ধরে স্টেপলটনের অবস্থা যে কে সেই হয়ে রইল।

হঠাৎই স্টেপলটন তার মুসকিলের আসান পেয়ে গেল। স্যার চার্লস তাকে বন্ধু বলে মনে করতেন। তাই তিনি মিসেস লরা লায়ন্স নামের সেই দুর্ভাগ্য মহিলাকে তারই হাতে দিয়ে সাহায্য পাঠালেন, তার কাছে নিজেকে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিয়ে সে তার ওপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে, আর তাকে বোঝায় যে তার স্বামীর থেকে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে পারলেই সে তাকে বিয়ে করবে। এই অবস্থায় সে হঠাৎই জানতে পারল যে ডাক্তার মর্টিমারের উপদেশে স্যার চার্লস হল থেকে যাচ্ছেন, ও সে নিজেও সেটা সমর্থন করার ভান করল। এতে তার ফন্দিটাকে দ্রুত কার্যে পরিণত করবার দরকার হয়ে পড়ল। তক্ষুনি কিছু না করলে শিকার তার নাগালের বাইরে চলে যাবে। তাই সে মিসেস লায়ন্সের ওপর চাপ দিয়ে সেই চিঠিখানা দেখাল। তাতে বৃদ্ধকে অনুরোধ করা হল তিনি যেন লন্ডনে যাবার আগের রাতে মহিলাটিকে একবার অন্তত দেখা দেন। অথচ তারপর স্টেপলটনই মহিলাটিকে যা হোক একটা যুক্তি

www.pathagar.com

দেখিয়ে সেখানে যেতে মানা করে। এইভাবেই স্টেপলটন সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কুম্ব্‌ট্রেসি থেকে গাড়ি করে ঠিক সময়ে ফিরে এসে সে তার ডালকুত্তাটার কাছে যায়। সেটাকে সেই নারকীয় রঙ মাখিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসে দাঁড়ায় গেটটার কাছে। স্যার চার্লসকে সে সেখানে পাবে, এটা সে ঠিকই ভেবেছিল। স্টেপলটন তাকে ক্ষেপিয়ে দিতেই কুত্তাটা কাঠ দরজার ওপর দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে হতভাগ্য স্যার চার্লসকে তাড়া করে। তিনি চিৎকার করতে করতে ইউবিথি ধরে দৌড়তে থাকেন। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো পথে বিশাল কালো জন্তুটার আগুন ঝরা মুখ আর জ্বলন্ত চোখ দিয়ে শিকারের দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে নিশ্চয় এক ভয়ানক দৃশ্য হয়েছিল। পথের প্রান্তে পৌঁছাবার আগেই ভয়ে আর হৃদরোগে তার মৃত্যু হয়েছিল। এরপর কুকুরটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে গ্রিমপেনের পঙ্কভূমিতে রাখা হয়। এইভাবে একটা রহস্যের সৃষ্টি হল যা কর্তৃপক্ষকে ধাঁধায় ফেলে দেয়, গ্রামাঞ্চলকে আশঙ্কিত করে তোলে, আর শেষপর্যন্ত ব্যাপারটাকে আমাদের হাতে এনে ফেলে।

স্টেপলটন তার বন্ধু ডাক্তার মর্টিমারের কাছে শুনতে পেয়েছিল কানাডা থেকে বাস্কারভিল পরিবারের সদস্য স্যার হেনরি আসছেন। স্টেপলটনের প্রথমেই মনে হল যে কানাডা ফেরৎ এই যুবক হেনরিকে ডেভন শায়ার পর্যন্ত আসতে না দিয়ে লন্ডনেই শেষ করে দিলে তো হয়। তার স্ত্রী স্যার চার্লসকে ফাঁদে ফেলতে রাজি হন নি বলে স্ত্রীর ওপরে তার আর ভরসা ছিল না। অথচ তাঁকে বেশিদিন একা ফেলে রেখে গেলে আর তাঁকে বাগ মানানো যাবে না, এই ভেবে সে তাঁকে নিয়ে লন্ডনে এলো। আমি জানতে পেরেছি যে তারা এসে ক্র্যাভেন স্ট্রিটে মেক্সবরো প্রাইভেট হোটেলে উঠেছিল। প্রমাণ খুঁজতে যে সব হোটেলে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যে এটা একটা। এখানে সে তার স্ত্রীকে ঘর বন্ধ রেখে দাড়িওয়ালার ছদ্মবেশে ডাক্তার মর্টিমারের পেছন পেছন বেকারস্ট্রিটে আসে—তারপর স্টেশনে আর সেখানের থেকে তার হোটেল। তার মতলব তার স্ত্রী একটু আঁচ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বামীকে বেজায় ভয় করতেন। সেই ভয়ের কারণ ছিল পাশবিক উৎপীড়ন। তাই তিনি স্যার হেনরিকে বিপন্ন জেনেও চিঠি লিখতে পারছিলেন না। এরকম চিঠি স্টেপলটনের হাতে পড়লে তাঁর নিজেরই জীবন বিপন্ন হবে। আমরা জানি তিনি কী উপায় অবলম্বন করেছিলেন—যে শব্দগুলো দিয়ে খবরটা হবে সেগুলোকে কেটে নেন আর তা থেকেই তিনি তাঁর বিপদের প্রথম আভাস পান।

স্যার হেনরির পোশাকের কোনো একটা জিনিস জোগাড় করা স্টেপলটনের বড় দরকার ছিল। যদিই তাকে কুকুরটাকে কাজে লাগাতে হয় তাহলে সেটাকে তার ওপর লেলিয়ে দেবার জন্যে একটা কিছু উপায় সবসময় হাতের কাছে থাকা চাই তো। অদ্ভুত তৎপরতা আর দুঃসাহসের সঙ্গে সে তখনই কাজে লেগে গেল। সন্দেহ নেই যে হোটেলের জুতো পালিশ করা ছোকরা কিংবা দাসী টাকা খেয়ে তাকে এ কাজে সাহায্য করেছিল। কিন্তু দৈবক্রমে প্রথম যে বুটটার জোগাড় হল সেটা ছিল নতুন—তাই সেটা তার কাজে লাগবার মতো নয়। সুতরাং সে সেটাকে ফেরৎ দিয়ে আর একটা বুট সংগ্রহ করল। এ ঘটনাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এর থেকে নিশ্চিতভাবে জানলাম যে আমাদের কাজ হবে একটা সত্যিকারের ডালকুত্তাকে নিয়েই কেননা আর কোনো অনুমান দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না,—পুরানো বুটের উপর তার এতো টান, আর নতুন বুটের ওপর এতো তাচ্ছিল্য কেন? কোনো ঘটনা যতোই খাপছাড়া আর বিদঘুটে হবে, ততোই সেটা ভালো করে দেখা দরকার। ঠিক যে বিষয়টা একটা মামলাকে জটিলতর করে তুলেছে বলে মনে হয়, ভালো করে বিচার করে দেখলে আর বিজ্ঞান সম্মতভাবে কাজ চালিয়ে গেলে দেখা যায়ে হয়তো সেটাই সমস্যাটাকে বোধগম্য করে তুলেছে।

পরদিন ওরা দেখা করলেন আমাদের সঙ্গে। স্টেপলটন ভাড়াটে গাড়িতে চড়ে বরাবর তাঁদের অনুসরণ করেছিল। তার চালচলন থেকে আমাদের বাড়ি আর আমার চেহারা সম্বন্ধে তার জ্ঞান দেখে আমার মনে হয় যে তার অপরাধী জীবন শুধু এই বাস্কারভিল ব্যাপারেই

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমাঞ্চলে গত তিন বছরের মধ্যে চার চারটে বড় বড় চুরি হয়েছিল তার একটাতেও অপরাধী ধরা পড়ে নি। শেষ চুরিটা হয়েছিল গত মে মাসে, ফোক স্টোন কোর্টে। সেটাতে বাড়ির চাকর হঠাৎ এসে পড়ায় মুখোস ধারী চোরটা অম্লান বদনে তাকে গুলি করেছিল। আমার সন্দেহ নেই যে স্টেপলটন এই উপায়ে তার ঘাঁকতি তহবিল পূণ করত। আর বহুকাল ধরেই সে ছিল এমনি বেপরোয়া আর বিপজ্জনক।

সেই দিন সকালে আমাদের হাত এড়িয়ে যাওয়ায় মধ্যে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। আর গাড়োয়ান মারফৎ আমাকে আমারই নাম বলে পাঠানোর মধ্যে ছিল তার দুঃসাহিকতার দৃষ্টান্ত। যখন সে জানল যে আমি মামলাটা হাতে নিয়েছি, তাই লন্ডনে আর সুবিধা হবে না জেনে ডার্টমুরে ফিরে স্যার হেনরির প্রতীক্ষায় রইল।

আমি বললাম—দাঁড়াও। একটা কথা বল দেখি—মনিব যখন লন্ডনে এল, কুকুরটার তখন হল কী?

এ কথাটা আমি খেয়াল করেছি। নিশ্চয় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্টেপলটনের নিশ্চয়ই একজন বিশ্বাসের পাত্র ছিল, যদিও স্টেপলটন যে তাকে সব কথা বলে দিয়ে তার হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়বে, তার সম্ভব নয়। মেরিপিট হাউসে অ্যান্টনি বলে একজন বুড়ো চাকর ছিল। সেই স্কুলমাস্টারি আমল থেকে কয়েক বছর যাবৎই স্টেপলটনদের সঙ্গে ছিল। কাজেই সে জানত যে তার মনিব আর কর্ত্রী আসলে স্বামী আর স্ত্রী। অ্যান্টনি নামটা এদেশে ততো দেখা যায় না, কিন্তু আমেরিকার যে সব দেশ স্প্যানিশ ভাষা বলে, সেসব দেশে অ্যান্টনি নামটা খুব প্রচলিত। মিসেস স্টেপলটনের মতো এই লোকটিও ইংরাজি ভালোই বলত, যদিও উচ্চারণে একটু অদ্ভুত টান ছিল তার। স্টেপলটনের চিহ্নিত পথ ধরে গ্রিমপেনের পঙ্কভূমি পার হয়ে যেতে এই বুড়োকে আমি নিজেই দেখেছি। তাই মনে হয়, মনিবের অনুপস্থিতির সময় সেই-ই ডালকুত্তাটার দেখা শোনা করত। তবে, সে হয়তো জানে না, কোন্ উদ্দেশ্যে ওই জন্তুটাকে ব্যবহার করা হত।

সে যাক্। স্টেপলটনরা তো তারপর ডেভনশয়ারে ফিরে গেল, আর তারও পরে তুমি আর স্যার হেনরি সেখানে গেলে। তোমার মনে পড়তে পারে যে ছাপানো অক্ষর আঁটা কাগজখানা পরীক্ষা করবার সময় আমি কাগজখানার জলছাপ খুঁজছিলাম। তার জন্যে চোখের খুব কাছে ওটাকে নিয়ে আসতেই খুব হালকা একটা গন্ধ আমার নাকে এলো। সেটা হচ্ছে সাদা জুঁইফুলের গন্ধ! গন্ধদ্রব্য আছে পুচাত্তর রকমের। তার একটা থেকে আর একটা চিনে নিতে পারাটা অপরাধ বিশেষজ্ঞের পক্ষে খুবই দরকার। আর আমি দেখেছি যে চট করে সেটা করতে পারার ওপর আমার একাধিক মামলা নির্ভর করছে। গন্ধটা থেকে বোঝা গেল যে এ ব্যাপারে স্ত্রীলোক কেউ আছে। ক্রমে আমার সন্দেহ স্টেপলটন দম্পতির ওপর হতে লাগল। এইভাবে আমি পশ্চিমাঞ্চলে যাবার আগেই ডালকুত্তাটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। আর অপরাধী যে কে সে সম্বন্ধে অনুমান করেছিলাম।

তখন আমার খেলা হল স্টেপলটনের ওপর নজর রাখা। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে থাকলে যে সে কাজটা হবে না, সে তো জানা কথাই। কেননা সে তাতে খুব সতর্ক হয়ে যাবে। তাই আমি তোমাকে শুদ্ধু ফাঁকি দিয়ে, আমার যখন লন্ডনে থাকবার কথা তখন গোপনে সেই প্রান্তরে চলে গেলাম। তুমি যতোটা ভেবেছ ততোটা কষ্ট আমি করি নি, যদিও তদন্ত করবার সময় এসব তুচ্ছ কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অধিকাংশ সময় আমি কুম্বটেসিতে থাকতাম, শুধু যখন ঘটনাস্থলে থাকবার দরকার হতো তখনই গিয়ে সেই পাথরের ঘরটায় থাকতাম। আমার খাবার আর পরিষ্কার জামাকাপড় গ্রাম্য বালকের সাজে কার্টরাইটই জোগাত। আমি যখন নজর রাখতাম স্টেপলটনের ওপর, সে তখন তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করত। ফলে আমি সবদিকের খবর একসঙ্গে রাখতে পারতাম।

www.pathagar.com

তোমাকে আগেই বলেছি তোমার চিঠি পেতে আমার বিশেষ দেরি হত না। কারণ সেগুলো বেকার স্ট্রিট থেকে তৎক্ষণাৎ কুম্বট্রেসিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। ওতে অনেক কাজ দিয়েছে। বিশেষ করে স্টেপলটনের আত্মজীবনীর সেই সত্যিকারের কথাটা। তা থেকে আমি তাদের সত্যিকারের পরিচয় বের করতে পারলাম, আর নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। এর মধ্যে আবার সেই পলাতক কয়েদীটার ব্যাপার এসে পড়ায়, আর তার সঙ্গে ব্যারিমোরদের সম্পর্ক থাকায় ব্যাপারটা খুবই জটিল হয়ে উঠল। এটারও তুমি খুব ভালোভাবে মীমাংসা করে দিয়েছিলে। অবশ্য আমিও ওই একই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম ওই বিষয়ে।

তুমি যখন প্রান্তরে আমাকে হঠাৎ দেখে ফেললে, ততোদিনে আমি সব ব্যাপারটা পুরোপুরি জেনে গেছিলাম। কিন্তু তখনো আদালতে দাখিল করবার মতো প্রমাণ আমার হাতে আসে নি। এমনকি সেই রাত্রে স্যার হেনরিকে মারবার জন্যে স্টেপলটনের যে চেষ্টার ফলে হতভাগ্য কয়েদীর মৃত্যু ঘটেছিল, সেটা দিয়েও খুন প্রমাণ করবার বিশেষ সুবিধা হত না। তাকে হাতে না ধরে উপায়ও ছিল না। তা করতে হলে স্যার হেনরিকে একা অরক্ষিত অবস্থায় পাঠিয়ে টোপ্-স্বরূপ ব্যবহার করা দরকার। আমরা তাই করলাম। তাতে আমাদের মক্কেলকে মানসিক আঘাত পেতে হল বটে, কিন্তু স্টেপলটনকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া গেল।

এখন সেই মহিলাটা সম্পর্কে বলি—মহিলাটির ওপর স্টেপলটন ভালোবাসা বা ভয়ের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্টেপলটনের হুকুমেই মহিলাটি তার বোন বলে পরিচয় দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু সে যখন খুনের ব্যাপারে তার সরাসরি সাহায্য চাইল তখন দেখা গেল যে তার জারিজুরি অতোদূর পর্যন্ত খাটবে না। স্বামীকে না জড়িয়ে স্যার হেনরিকে যতদূর সতর্ক করে দেওয়া যায় তা করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। আর বার বার তা করেও ছিলেন। দেখা গেল যে, স্টেপলটনেরও প্রেমের ব্যাপারে ঈর্ষা হতে পারে, কেননা, যদিও তার পরিকল্পনা অনুসারেই স্যার হেনরি তার স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। তবু সে সেই ব্যাপারে হঠাৎ রেগে গিয়ে বাধা না দিয়ে পারল না।

সে যে কতো চতুরতার সঙ্গে তার আগুনের মতো মেজাজকে চেপে রাখত—এই ব্যাপারে সেটা প্রকাশ পেল। ঘনিষ্ঠতা করতে উৎসাহ দিয়ে স্যার হেনরির মেরিপিট হাউসে আসবার পথ পরিষ্কার করে রাখল সে। তারপর সেই চরম দিনটিতে তার স্ত্রী একেবারে বেঁকে বসলেন। কয়েদিটির মৃত্যুর বিষয়ে তিনি কিছু জেনেছিলেন, আর তিনি একথাও জেনেছিলেন যে, সন্ধ্যায় স্যার হেনরির খেতে আসবার কথা। সেদিন কুকুরটাকে এনে বাড়িতে রাখা হয়েছিল। খুনের মতলব এঁটেছে বলে তার স্বামীকে তিনি ভৎর্সনা করেছিলেন। তাতে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায়। রাগের মাথায় স্টেপলটন বলে ফেলে সে আরও একজনের সঙ্গে প্রেম করছে। এতে এক মুহূর্তেই তার স্বামীর প্রতি যতোটুকু শ্রদ্ধাও ছিল তা উবে যায়। আর স্টেপলটনও বুঝতে পারে তার স্ত্রী তাকে ধরিয়ে দিতে পারে। তখন সে তাকে বেঁধে ফেলল। যাতে তিনি কোনোমতেই হেনরিকে সাবধান করে দিতে না পারেন। সে নিশ্চয়ই আশা করেছিল সমস্ত গ্রামাঞ্চল মনে করবে যে পারিবারিক অভিশাপেই হেনরির মৃত্যু হয়েছে। তার সেই কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হলেই সে তার স্ত্রীকে এই বলে ভোলাতে পারবে যে যা হয়ে গেছে তা ক্ষমা ঘেন্না করে দেওয়াই ভালো। আর, তিনি যা জানেন সে বিষয়ে চুপ করে থাকতেও তাকে রাজি করানো শক্ত হবে না তখন। আমার মনে হয় যে এই খানটাতেই সে হিসেবে একটু ভুল করেছিল—আমরা ওখানে না থাকলেও তার মরণ ছিল অবধারিত। স্প্যানিশ রক্ত যার দেহে আছে, এমন রমণী এতো বড় আঘাত সহজে ক্ষমা করে না।

ওয়াটসন এবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, একটা কথা। স্টেপলটন নিশ্চয়ই ভাবে নি যে স্যার চার্লসের মতো স্যার হেনরিও ডালকুত্তা—জুজুটার ভয়েই মারা যাবেন?

ডালকুত্তাটা ছিল যেমন হিংস্র তেমনি ক্ষুধার্ত। তাকে দেখে ভয়ে মারা না গেলেও অন্তত

www.pathagar.com

তাঁর বাধা দেয়ার ক্ষমতা লোপ পাবে জানত।

তা বটে। আচ্ছা, আর একটা কথা। স্টেপলটন যেন উত্তরাধিকার পেল, কিন্তু উত্তরাধিকারী হয়েও সে সম্পত্তির এতো কাছাকাছি নাম ভাঁড়িয়ে এতোদিন বসবাস করবার কী কৈফিয়ৎ দিত? সন্দেহ আর প্রশ্ন না জাগিয়ে সম্পত্তি দাবি করত কী করে?

সেটা একটা খুব কঠিন ব্যাপার বটে। তবে মিসেস স্টেপলটন এই সমস্যাটা নিয়ে তাঁর স্বামীকে কয়েকবার আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনটে পথ তার ছিল। সে দক্ষিণ আমেরিকায় থেকে সম্পত্তিতে দাবি জানাতে পারত। সেখানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিদের কাছে নিজের পরিচয় প্রমাণ করে, কখনো ইংল্যান্ডে না এসেই সম্পত্তিটা পেয়ে যেতে পারত। কিংবা তৃতীয়ত ভালোরকম ছদ্মবেশ ধারণ করে লন্ডনে এসে তার যে কয়টা দিন থাকা দরকার তা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে যেত। কিংবা হয়তো সে তার কাগজপত্র আর প্রমাণাদি দিয়ে তার কোনো লোককে উত্তরাধিকারী সাজিয়ে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে এমন ব্যবস্থা করত যাতে সেই, লোকটি যা পাবে তার একটা অংশ সে নিজে পায়।

ওয়াটসন, এ ব্যাপার আর আলোচনা নয়। কয়দিন খুব খাটুনি গেছে। এবার এই সন্ধ্যেটা কাজের কথা বাদ দিয়ে হালকা মেজাজে থাকতে চাই। চল, 'লে হুগুয়েনোজ' দেখার জন্যে থিয়েটারে একটা বক্স নিয়েছি আমি। দ্য রেজকিদের গান কখনো শুনেছ? চল, চল, বেরিয়ে পড়ি। যাবার পথে আমরা একটু থেমে মাসিনির ওখান থেকে ডিনারটা সেরে নেব বুঝলে? তুমি আধঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নাও?

www.pathagar.com

উপন্যাস

দি সাইন অব ফোর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

অবরোহ বিজ্ঞান

ফায়ারপ্লেসের কোণ থেকে হোমস বোতলটা আর ছিমছাম মরক্কো চামড়ার খাপ থেকে ইনজেকশনের ছুঁচটা বার করলেন। লম্বা লম্বা কুম্পিত আঙুলে ছুঁচটা ঠিক করে নিলেন। তারপর শার্টের আস্তিনটা গুটিয়ে নিয়ে কব্জি আর হাতটার দিকে একমনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। অসংখ্য ইন্‌জেকশনের দাগ সেই হাতে। তাতে ছুঁচটা ফুটিয়ে দিয়ে ঠেলে দিলেন ছোটো পিস্টনটা। তারপর ভেলভেটের চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মাসের পর মাস দিনে তিনবার করে এই ব্যাপারটা দেখে আসছিলেন ওয়াটসন, কিন্তু তবুও কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। কতবার ওয়াটসন মনে মনে সঙ্কল্প করেছেন মনের কথাটা তিনি হোম্‌স্‌কে জানাবেন, কিন্তু ওঁর শীতল ভঙ্গিতে এমন কিছু আছে, যাতে মনে হয়েছে কোনোরকম অনধিকার চর্চাই উনি বরদাস্ত করবেন না। ওঁর অসাধারণ ক্ষমতা আর প্রভুত্ব ব্যঞ্জক মনোভাব আর যেসব অমেয় গুণের পরিচয় ওয়াটসন পেয়েছেন, তা তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে নিবৃত্ত করেছে।

কিন্তু সেদিন, লাঞ্চের সঙ্গে বিউন (মদ্যবিশেষে) থাকার ফলেই হোক বা ইন্‌জেকশন নেবার ভড়ংয়ের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির জন্যেই হোক্‌, মনে হল এ আর সহ্য করা যায় না।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—আজ ওটা কী, মর্ফিন না কোকেন?

প্রাচীন হরফে লেখা বইটা থেকে ক্লান্ত চোখ তুলে হোম্‌স্ বললেন, কোকেন। একশোয় সাত ভাগ। দেখবে নাকি নিয়ে?

ওয়াটসন রুক্ষ কণ্ঠে উত্তর করলেন না।

ওয়াটসনের রূঢ়তায় হোম্‌স্ হেসে উঠলেন। বললেন—হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ? আমারো ধারণা শরীরের ওপর এর প্রতিক্রিয়া ভালো হয় না। উদ্দীপনার সঞ্চার করে যে অনিষ্টের কথাটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

সাগ্রহে ওয়াটসন বললেন—কিন্তু ভেবে দেখো এর জন্যে কত বড়ো ক্ষতি তোমায় স্বীকার করতে হচ্ছে। তুমি বলছ, এর ফলে তোমার মগজ উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু প্রক্রিয়াটা হল বিকৃত ও অস্বাস্থ্যকর। এর ফলে দেহের কলা ও কোষের পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং শেষপর্যন্ত এমন দুর্বলতার সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব যা আর কোনোদিন সারবে না। তাছাড়া তুমি তো জানো কী বিশ্রী এক প্রতিক্রিয়া এর ফলে তোমার মধ্যে দেখা দেয় সুতরাং অনিষ্ট যে পরিমাণে হয় তাতে এ কোনোমতেই পোষায় না। কেন ক্ষণিকের উত্তেজনার জন্যে তোমার অর্ন্তনিহিত ক্ষমতাটা নষ্ট করতে যাবে? যা বলছি কেবল বন্ধু হিসেবে নয়, ডাক্তার হিসেবেও বটে।

ওয়াটসনের মনে হল না এইসব কথায় তিনি রুষ্ট হয়েছেন। বরং আঙুলের ডগায় ঠেকিয়ে, হাতলে কনুইয়ের ভর রেখে এমন ভঙ্গিতে বসলেন, যেন আলোচনাটা উপভোগ করতে চান।

হোম্‌স্ বললেন,—সবচেয়ে জটিল সাংকেতিক লিপির বা অত্যন্ত দুর্বোধ্য কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণের কাজ নিয়ে এসো তখন আর আমাকে এইসব কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি করে নিতে হবে না। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার এক ঘেয়েমির ওপর আমার অত্যন্ত ঘৃণা। আমি ছটফট করি মানসিক উন্মাদনার জন্যে, এবং এই কারণেই আমি এই বিশেষ বৃত্তি গ্রহণ করেছি। গ্রহণ করেছি না বলে বলা উচিত, সৃষ্টি করেছি, কারণ পৃথিবীতে এ বৃত্তি একমাত্র আমারই। হ্যাঁ আমিই একমাত্র বেসরকারি গোয়েন্দা উপদেষ্টা। বিশ্লেষণের ব্যাপারে শেষ এবং উচ্চতম আদালত হলাম আমি। লেসট্রেড আর গ্রেগসন আর অ্যাথেলনি জোন্‌স্ যখন তল পায় না, আর, বলতে কী, তল না পাওয়াটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তখন মামলাটা আমার হাতেই আসে। আমি তথ্য বিচার করে বিশেষজ্ঞের মতো আমার মতামত জানাই। এজন্যে আমি কোনো বাহাদুরি দাবি করি না, কোনো পত্রিকাতেও আমার নাম ছাপা হয় না। কাজটা সম্পন্ন করা, আর আমার একান্ত নিজস্ব ক্ষমতা কাজে লাগাবার সুযোগ পাওয়া, এতেই আমার

www.pathagar.com

পুরস্কার। জেফারসন হোপের মামলায় তো তুমি আমার কর্মপদ্ধতি লক্ষ করেছ।

ওয়াটসন সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন—নিশ্চয়! জীবনে কখনো অমন জিনিস প্রত্যক্ষ করি নি। একটা ছোটো পুস্তিকায় আমি তা 'রক্তরাগ সমীক্ষা' নামে লিপিবদ্ধ করেছি।

বিষণ্নভাবে মাথা নেড়ে শার্লক হোম্‌স্ বললেন—দেখেছি সেটা কিছু মনে করো না, ও জন্যে আমি তোমায় অভিনন্দন জানাতে পারছি না। বিশ্লেষণ হচ্ছে—অন্ততঃ তার হওয়া উচিত—এক নির্ভুল বিজ্ঞান এবং সেই হিসেবেই নিরাসক্তভাবে তার বিচার করা উচিত। কিন্তু তুমি লেখায় প্রচুর রোম্যান্সের রং চড়িয়েছ, ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই—কোনো প্রণয়-কাহিনী বা ফুঁসলে নেওয়ার ঘটনার সঙ্গে ইউক্লিডের জ্যামিতির পঞ্চম খণ্ডের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে।

কিন্তু রোম্যান্স তো ও মামলায় ছিল হোম্‌স্! ওয়াটসন অনুযোগের স্বরে বললেন—যা সত্যি তা অন্য রকমভাবে লিখতে পারি না।

আসলে ওয়াটসন ওটা লিখেছিলেন, বিশেষ করে হোম্‌স্‌কে খুশি করার জন্যে। তাই এই বিরূপ সমালোচনায় ওয়াটসন খুবই বিরক্ত হলেন। এবং তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, উনি দাবি করেছেন সমস্ত লেখাটায় কেবলমাত্র ওঁর কৃতিত্বের কথাই থাকবে, এই অহমিকায় ওয়াটসন একটু যেন উত্তেজিতও হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণ সব চুপ্‌চাপ্।

বনগোলাপ কাঠের পুরোনো পাইপটা ভরে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে হোম্‌স্ বললেন—আজকাল ব্রিটেনের বাইরে থেকেও আমার কাছে মামলা আসতে শুরু করেছে। গত সপ্তাহে ফ্রাঁসোয়া ভিনার এসেছিলেন আমার পরামর্শ নিতে। সম্প্রতি তিনি ফরাসি দেশের ডিটেকটিভ বাহিনীর শীর্ষস্থানীয়। মামলাটা হল একটা উইল সংক্রান্ত, এবং কিছু কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা তাতে ছিল। ওই, ধরনের দুটো পুরোনো মামলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম।—একটা 'রিগা'-তে ১৮৭১ খ্রি. আর একটা সেন্ট লুইতে ১৮৭১ খ্রি. এবং সেগুলোর উপর নির্ভর করেই তিনি মামলাটা সমাধান করেন। এই যে আমার সাহায্য স্বীকার করে লেখা তাঁর চিঠি আজ সকালে এসেছে। হোম্‌স্ একটা কোঁকড়ানো বিদেশী কাগজ ওয়াটসনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। দেখা গেল প্রচুর প্রশংসাবাণী তাতে,—যথা 'অপূর্ব', 'মোক্ষম', 'অসীম ক্ষমতা' ইত্যাদি।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, আমার সাহায্যটাকে উনি বড় বাড়িয়ে দেখেছেন। নিজেরও কিন্তু প্রচুর গুণ আছে। আদর্শ গোয়েন্দার যে তিনটি গুণ থাকা দরকার তার দুটি তাঁর মধ্যে বর্তমান—পর্যবেক্ষণ শক্তি আর অবরোহ। অভাব শুধু জ্ঞানের, হয়তো তাও যথাক্রমে তাঁর অধিগত হবে। আপততঃ আমার ছোটখাটো লেখাগুলো ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে দেয়।

ওয়াটসন বললেন তোমার লেখা?

ও, জানতে না বুঝি? হাসতে হাসতে তিনি বললেন—হ্যাঁ, কয়েকটা প্রবন্ধ লেখার অপরাধে আমি অপরাধ। সে সবই বিশেষ বিশেষ বৃত্তি সম্বন্ধে। এই যেমন একটা, 'বিভিন্ন তামাকের ছাইয়ের মধ্যে পার্থক্য।' এতে আছে একশো চল্লিশ রকম চুরুট, সিগারেট আর পাইপের তামাকের কথা, আর রঙিন ছবি দিয়ে দেখানো হয়েছে সেসব ছাইয়ের মধ্যে কি পার্থক্য। ফৌজদারী মামলায় এসব প্রশ্ন ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, এবং সূত্র হিসেবে কোনো-কোনো সময় দেখা যাচ্ছে, অসীম গুরুত্ব। যেমন ধরো, যদি জানতে পারো যে এমন এক ব্যক্তি হত্যাকারী যে কোনো বিশেষ ভারতীয় তামাকের ধূমপান করে, তোমার তদন্তের ক্ষেত্র স্বভাবতঃই অনেকটা সংকীর্ণ হয়ে এল। চোখ অভ্যস্ত এমন ব্যক্তির কাছে ত্রিচিনোপল্লী চুরুটের কালো ছাই আর বার্চস-আইয়ের তুলোর মতো নরম ছাইয়ের যতোটা পার্থক্য, বাঁধাকপি আর আলুর পার্থক্য ততোটাই।

ওয়াটসন বললেন—খুঁটিনাটি ব্যাপারে অসাধারণ তোমার প্রতিভা হোম্‌স্!

হোম্‌স্ বললেন—হবেই তো, ওগুলোর গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করি। এই দেখো, পায়ের চিহ্ন মাপবার ব্যাপারে আমার একটা প্রবন্ধ। সেইসঙ্গে পায়ের ছাপ দীর্ঘকাল রেখে দেওয়ায়

www.pathagar.com

প্ল্যাস্টার অব্ ফ্যারিসের কার্যকারিতা নিয়ে একটা লেখা। এই আর একটা কৌতূহলজনক ছোট প্রবন্ধ বিষয়, 'মানুষের হাতের ওপর তার বৃত্তির ছাপ'। আর নাবিক, কম্পোজিটর, তাঁতি, হীরক-শোধক ইত্যাদির হাতের ছবি সেই সঙ্গে। যে গোয়েন্দা বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে চায় তারপক্ষে প্রচুর সুবিধা এতে—বিশেষ করে কোনো অসনাক্ত মৃতদেহের ব্যাপারে কিংবা অপরাধীর অতীত জীবন আবিষ্কারের ব্যাপারে। যাইহোক, এই হবির কথা বলে আর তোমায় বিরক্ত করব না।

ওয়াটসন আগ্রহের সঙ্গে বললেন—না, না, মোটেই বিরক্ত হচ্ছি না। এতে আমার প্রচুর কৌতূহল, বিশেষ করে কাজের ক্ষেত্রে যেভাবে তুমি এর সাহায্য নিয়েছ তা লক্ষ্য করার পর থেকে। কিন্তু এইমাত্র যে তুমি বললে পর্যবেক্ষণ আর অবরোহের কথা, এর একটার মধ্যেই কি অন্যটা কতক পরিমাণ নিহিত নয়?

আরাম চেয়ারে আয়েস করে বসে পাইপ থেকে ঘন পুরু ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি বললেন, না, না, তা কেন? যেমন ধরো পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োগ করে জানতে পারলাম আজ সকালে তুমি উইগমোর স্ট্রিট পোস্ট অফিসে গিয়েছিলে। কিন্তু অবরোহ বিজ্ঞানের সাহায্যে জানালাম যে, তুমি গিয়েছিলে একটা টেলিগ্রাম করতে।

ওয়াটসন বললেন—ঠিক। দুটোই ঠিক। কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, বুঝতে পারলাম না তা জানতে পারলে কী করে? এ সম্বন্ধে আমি তো কাউকে কিছু বলি নি।

উনি বললেন—আরে, এর চেয়ে সহজ ব্যাপার আর কী হতে পারে? শোনো তাহলে, পর্যবেক্ষণ বলে দিচ্ছে—তোমার পায়ে একটা লালচে পদার্থ লেগে রয়েছে। উইগ্মোর পোস্ট অফিসের ঠিক সামনে ফুটপাথ ঘিরে খানিকটা মাটি ফেলা হয়েছে। মাটিটা এমনভাবে পড়ে আছে যে পোস্ট অফিসে যেতে হলে না মাড়িয়ে যাওয়া খুব কঠিন। মাটিটার যা রং তা আশেপাশের আর কোথাও নেই। এই হল পর্যবেক্ষণ। আর বাকিটা হচ্ছে অবরোহ।

তাই যদি, তাহলে টেলিগ্রামটা আন্দাজ করলে কী করে? ওয়াটসনের কৌতূহল।

বাঃ, আমি তো জানতাম তুমি কোনো চিঠি লেখো নি, সারাটা সকাল আমি তোমার মুখোমুখি বসে কাটিয়েছি। তাছাড়া দেখেছি যে তোমার খোলা ডেস্কে একপাতা টিকিট আর বেশ পুরু এক বান্ডিল পোস্টকার্ড রয়েছে। তাই, টেলিগ্রাম যদি না করবে তবে কেন, তুমি পোস্ট অফিসে যাবে?

ওয়াটসন বললেন—আচ্ছা, যাক্গে। এবার বলি, বেশ কিছুদিন ধরে তুমি প্রায়ই বলে থাকো দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেসব কাজ করে থাকে তাতে তার স্বকীয়তার ছাপ পড়ে এবং কোনো অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের কাছে তা সচরাচর ধরা পড়ে। আচ্ছা এই দেখো একটা ঘড়ি, সম্প্রতি এটা আমার কাছে এসেছে। এর প্রাক্তন মালিকের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে কোনো ধারণা তুমি এটা থেকে বার করতে পার? এই বলে ওয়াটসন ঘড়িটা হোম্সের হাতে দিলেন। মজা লাগল তাঁর, কারণ কাজটা একরকম অসম্ভব বলেই প্রায় যুক্তিহীন মন্তব্য করেন তার জন্যে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেবেন বসে। ঘড়িটা হাতে নিয়ে তিনি প্রথমে ওটার ওজন আন্দাজ করলেন। ঘড়ির ডায়ালটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। পেছনটা খুলে ভালো করে লক্ষ্য করলেন কলকজাগুলো। প্রথমে খালি চোখে, তারপর একটা শক্তিশালী উত্তল কাঁচ দিয়ে দেখে শেষপর্যন্ত যখন ঘড়িটা বন্ধ করে ফিরিয়ে দিলেন, যে হতাশার ভাব হোম্সের চোখে মুখে ফুটে উঠল তা লক্ষ্য করে ওয়াটসন কোনোমতে হাসি সংবরণ করলেন।

হোম্স্ বললেন,—বিশেষ কিছুই এতে নেই যা থেকে মন্তব্য করা যেতে পারে। তার ওপর সম্প্রতি এটা পরিষ্কার করা হয়েছে। ফলে প্রমাণ যা কিছু ছিল তাও চলে গেছে।

ওয়াটসন বললেন—ঠিক বলেছ। আমার কাছে পাঠানোর আগে পরিষ্কার করেই পাঠানো হয়েছে বটে। মনে মনে বিরক্ত হলেন তিনি এই বাজে অজুহাত দেখানোর জন্যে। ঘড়িটা পরিষ্কার করা না হলে উনি কী সূত্র তা থেকে আবিষ্কার করতে পারতেন?

স্বপ্নালু, নিষ্প্রভ চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে হোম্স্ বললেন—মনের মতো না হলেও

www.pathagar.com

আমার এই পরীক্ষা যে নিতান্ত ব্যর্থ হয়েছে তা নয়। ভুল হলেও শুধরে দেবে এই অনুরোধ করে আমি বলছি—ঘড়িটা ছিল, তোমার দাদার, তোমার বাবার কাছ থেকে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে এটা পেয়েছিলেন।

ওয়াটসন বললেন—এটা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছ ঘড়ির পেছনে লেখা H.W.এই অক্ষর দুটো দেখে?

হোম্‌স্ বললেন—ঠিক তাই। W.-টা থেকে বুঝলাম তোমার পদবি। ঘড়িটা তৈরি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, আর এই লেখাটাও ততোটাই পুরোনো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এটা তৈরি হয়েছিল এক পুরুষ আগের কোনো মানুষের জন্যে। গয়নাগাটি সাধারণত বর্তায় বড় ছেলের ওপর, এবং সচরাচর পিতার নামেই নামকরণ হয় তার। মনে পড়ে, অনেক কাল হল তোমার বাবা দেহ রেখেছেন। তাই তখন ওটা আসে তোমার দাদার কাছে।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, এ পর্যন্ত ঠিক। আর কিছু বলবে?

হোম্‌স্ বললেন—ভদ্রলোক মোটেই পরিচ্ছন্ন স্বভাবের ছিলেন না। অত্যন্ত জবড়জং আর অসাবধানী ছিলেন তিনি। যা পেয়েছিলেন প্রচুর সম্ভাবনা তার মধ্যে ছিল, কিন্তু সে সুযোগ হেলায় নষ্ট করেছেন। বেশ কিছুকাল তাঁর দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে, যদিও মাঝে মাঝে অল্পকালের জন্যে সমৃদ্ধির দেখা যে তিনি পান নি তা নয়। শেষপর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয় অত্যধিক পানদোষের ফলে। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না আমি।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন ওয়াটসন। স্খলিত পায়ে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। মনটা তাঁর খুবই বিষিয়ে গেল। ওয়াটসন রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—হোম্‌স্, তোমার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আমি আশা করি নি। তুমি যে এতটা নিচে নামতে পারো তা আমার বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছে! আমার হতভাগ্য দাদার সম্পর্কে আগে থেকে খোঁজ খবর নিয়ে এখন তুমি বলতে চাও এ সব খবর তুমি তোমার ওই আজগুবি উপায়ে আবিষ্কার করেছ? নিশ্চয়ই তুমি আশা করো না, আমি বিশ্বাস করব এ সমস্ত এ পুরোনো ঘড়িটা পরীক্ষা করেই জানতে পেরেছ? স্পষ্টই বলছি ওই তোমার নিষ্ঠুরতা, একরকম ভণ্ডামীই বলা যেতে পারে।

কোমলস্বরে হোম্‌স্ বললেন—মাফ্ করো ডাক্তার! ব্যাপারটা নিছক একটা মামলা বলেই গ্রহণ করেছিলাম। আমি ভুলে গেছিলাম, যে ওটা তোমার পক্ষে বেদনাদায়ক হবে। তবে, বিশ্বাস করো, ঘড়িটা হাতে করার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না যে তোমার এক দাদা ছিলেন।

ওয়াটসন বললেন—তাই যদি হয়, তাহলে তুমি কী আশ্চর্য উপায়ে এসব বলতে পারলে? প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত যা সম্পূর্ণ সত্যি!

হোম্‌স্ এবার বলতে শুরু করলেন—যেমন ধরো, প্রথমেই বলেছিলাম তোমার দাদা ছিলেন অসাবধানী। ঘড়ির ডালাটার নিচের দিকটা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, শুধু যে দু-জায়গায় ঘা খেয়েছে তাই নয়, এর অনেক জায়গাতেই কোটা আর দাগী। এ হয়েছে এর সঙ্গে একই খোপে পয়সা বা চাবি বা অন্য কোনো শক্ত জিনিস রাখার ফলে। যে লোক একটা পঞ্চাশ পাউন্ডের ঘড়ির এমন অযত্ন করে তাকে অসাবধানী বলে বুঝতে পারা খুব একটা বাহাদুরির ব্যাপার নয়। এবং এটা বলতে পারাও বিশেষ কষ্ট কল্পনা হবে না, যে, যে ব্যক্তি অমন মূল্যবান একটা ঘড়ি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন নিশ্চয়ই আরো কিছু মূল্যবান বস্তু তিনি পেয়ে থাকবেন।

ওয়াটসন ঘড়ি নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি সব বুঝতে পারছেন।

হোম্‌স্ আবার বলতে শুরু করলেন—ইংল্যান্ডের বন্ধকী কারবারীদের অভ্যাসই হল কোনো ঘড়ি হাতে এলে তার ডালাটা খুলে কোনো ছুঁচলো জিনিস দিয়ে তার নম্বরটা লিখে দেওয়া। লেবেল লাগানোর চেয়ে এটা সহজ, কারণ নম্বরটা মুছে যাওয়ার বা উল্টো-পাল্টা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। ডালাটার ভিতরে অমন চার চারটে লেখা আমার লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখা গেছে। এতে বোঝা গেল, তোমার দাদা মাঝে মাঝেই আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়তেন।

www.pathagar.com

আরো বুঝতে হবে, মাঝে মাঝে তাঁর সমৃদ্ধির দিনও আসত নতুবা বন্ধকি জিনিসটা ফিরে পেতে পারতেন না। আর সবশেষে, এই ভিতরের প্লেটটা লক্ষ্য করো, চাবির গর্তটা যেখানে। দেখো, হাজার হাজার দাগ এখানে, চাবি লাগাবার সময় ফস্কে গিয়ে এগুলোর সৃষ্টি। মাতাল ছাড়া আর কার চাবি এমন কাণ্ড করবে? যে কোনো মাতালের ঘড়িতেই এমনটি দেখতে পাবে। সে দম দেয় রাতে আর স্খলিত হাতের এইসব পরিচয় রেখে যায়। এর মধ্যে এমন রহস্যটা কী বল?

ওয়াটসন বললেন—সত্যি, এ তো দিনের আলোর মতোই স্বচ্ছ। তোমার প্রতি যে খারাপ ব্যবহার করেছি এ জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। তোমার এই অপূর্ব শক্তির প্রতি আমার আরো বেশি আস্থা থাকা উচিত ছিল। আচ্ছা, শোনো মামলা আপাতত তোমার হাতে আছে?

হোম্‌স্ সংক্ষেপে বললেন—না। আর সেই জন্যেই তো এই কোকেন। মগজ খাটাতে না পারলে জীবন আমার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই জানালাটার কাছে এসে দাঁড়াও দেখি। কী বিষণ্ন আর মনমরা আবহাওয়া!

হোম্‌স্ আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন—এমন সময় দরোজায় কড়া নাড়া দিয়ে গৃহকর্ত্রী এল ট্রে-তে একটা চিঠি নিয়ে। হোম্‌স্‌কে সম্বোধন করে বলল, স্যর এক তরুণী এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

চিঠিতে নামটা পড়লেন হোম্‌স্—মিস্ মেরি মরস্ট্যান। বললেন, উঁহু নামটা তো শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না! আসতে বল, মিসেস হাডসন। যেও না ডাক্তার, আমার ইচ্ছে তুমি থাকো।

দুই
মামলার বিবরণ

দৃঢ় পদক্ষেপে ও আপাতদৃষ্টিতে স্থিরভাবে মিস্ মরস্ট্যান হোম্‌সের ঘরে প্রবেশ করলেন। মেয়েটি বেঁটে, চুল সোনালি, হাতে দস্তানা, পোষাক পরিচ্ছদে অত্যন্ত সুরুচির পরিচয়। যদিও পোষাকের যা দাম তাতে মনে হয় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব আছে। ধূসর রংয়ের পোশাকে কোনো কারুকার্য নেই। পাগড়ীর মতো আকারের ছোটো হ্যাটটি সেই একই রংয়ের, একধানে যেন একটু সাদা পালক আছে। রং সুন্দর নয় বটে, কিন্তু মুখে একটা শান্ত শ্রী, ডাগর ডাগর নীল চোখের সুসংস্কৃত সহানুভূতির পূর্ণ প্রকাশ। তিনি মহাদেশের বিভিন্ন দেশের অনেক স্ত্রী লোক দেখেছেন ওয়াটসন, কিন্তু এমন মুখ একটিও তাঁর চোখে পড়ে নি যেখানে পরিচ্ছন্ন ও সংবেদনশীল রুচির এমন পরিচয় তিনি লক্ষ্য না করে পারলেন না, হোম্‌সের এগিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় বসেত গিয়ে তাঁর হাত কেঁপে উঠল, আর তাঁর অধরে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যেন, তাঁর ভিতরে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে।

মিস্ মরস্ট্যান বললেন—মি. হোম্‌স্, আমি আপনার কাছে এসেছি এই জন্যে যে, আপনি আমার মনিব মিসেস সেসিল ফরেস্টারের একটা ঘরোয়া সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেছিলেন। আপনার দয়া আর আপনার কর্মকুশলতা তাঁকে খুবই প্রভাবিত করেছিল।

চিন্তাগ্রস্তভাবে হোম্‌স্ বললেন—মিসেস সেসিল ফরেস্টার? হ্যাঁ, স্যার, তাঁকে একটু সাহায্য করতে পেরেছিলাম বটে। তবে, যতোদূর মনে পড়েছে ঘটনাটা ছিল অতিসাধারণ।

মরস্ট্যান বললেন—তিনি কিন্তু তা মনে করেন নি। আর অন্ততঃ আমার এই মামলা সম্বন্ধে অমন কথা আপনি একেবারেই বলতে পারবেন না। যে পরিস্থিতিতে আমি পড়েছি তার চেয়ে আশ্চর্য, তার চেয়ে জটিল ঘটনা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

হাতে হাত ঘষলেন, হোম্‌স্, তাঁর দু-চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সামনে ঝুঁকে বসে হোম্‌স্ চটপট ভঙ্গিতে মনোযোগের ভঙ্গীতে বললেন—বলুন মিস্ মরস্ট্যান, আপনার কাহিনী। আমি শুনব।

ওয়াটসন অনুভব করলেন, যে তাঁর পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ওয়াটসন বললেন, মাফ করবেন, আমি যাচ্ছি।

কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে দেখা গেল, তরুণীটি তাঁর দস্তানা পরা হাতে আমাকে উঠতে নিষেধ করলেন। হোম্‌স্‌কে লক্ষ্য করে বললেন, উনি যদি দয়া করে থাকেন তো অত্যন্ত উপকৃত হব।

www.pathagar.com

অতএব ওয়াটসনকে আবার চেয়ারে বসে পড়তে হল।

মিস মরস্ট্যান শুরু করলেন—আমার বাবা ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর এক কর্মচারী, আমি যখন খুব ছোটো তখন তিনি দেশে পাঠিয়ে দেন আমাকে। আমার মা মারা গেছিলেন। আত্মীয় বলতে আমাদের ইংল্যান্ডে কেউ ছিল না। যাই হোক এডিনবরায় এক আরামের বোর্ডিংয়ে আমায় রাখা হয়। এবং সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকি। আমার বাবা ছিলেন বাহিনীর সিনিয়র ক্যাপ্টেন। ১৮৭৮ খ্রি. তিনি এক বছরের ছুটি পেয়ে দেশে আসেন, লন্ডন থেকে আমার বাবা তখন আমাকে টেলিগ্রাম করে জানাল তিনি নিরাপদেই পৌঁছেছেন। টেলিগ্রামে লেখা ছিল—আমি যেন পত্রপাঠ চলে যাই। ঠিকানা দিয়েছিলেন, ল্যাংহ্যাম হোটেল। বেশ মনে আছে টেলিগ্রামটা ছিল খুবই স্নেহপূর্ণ ভাষায়। অগত্যা লন্ডনে পৌঁছে আমি চলে যাই ল্যাংহ্যাম হোটেলে, সেখানে শুনি, গতরাতে তিনি সেই যে বেরিয়ে গেছেন তারপর আর ফেরেন নি। সারাটা দিন তাঁর অপেক্ষায় আমি হোটেলের ম্যানেজারের পরামর্শে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি, এবং পরদিন সকালে সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। কিন্তু কোন খবর পাওয়া যায় নি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাবার কোনো খবর আমি পাই নি। প্রচুর আশা নিয়ে বাবা দেশে ফিরেছিলেন শান্তি পাবেন বলে। আর তার বদলে—এই পর্যন্ত বলে মরস্ট্যান তাঁর গলায় হাত দিলেন,—

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন,—কত তারিখের ব্যাপারটা?

মেয়েটি বললেন—তিনি নিখোঁজ হন ডিসেম্বরের তিন তারিখে, প্রায় দশ বছর হয়ে গেল।

আর তাঁর মালপত্র?

হোটেলে ছিল সেগুলো। এমন কিছুই সেগুলোর মধ্যে ছিল না যা থেকে কোনো সূত্র পায়ো যেতে পারে। কিছু জামাকাপড়, কিছু বই, আর আন্দামান থেকে আনা প্রচুর কৌতূহলজনক দুর্লভ বস্তু। সেখানকার অপরাধীদের যারা প্রহরী—তিনি ছিলেন তাদের ওপরওয়ালাদের একজন।

শহরে তাঁর কোনো বন্ধু ছিল?

হ্যাঁ, এমন একজনকেই আমরা জানি, তাঁরই বাহিনী, ৩৪তম বম্বে ইন্‌ফ্যান্ট্রির মেজর শোল্‌টো। কিছুদিন হল, অবসর নিয়েছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনেছিলাম, বাবা যে ইংল্যান্ডে ছিলেন এ খবরও তিনি জানতেন না।

আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য আপনার কাহিনী হোম্‌স্ বললেন।

তরুণীটি বললেন—কিন্তু সবচেয়ে যা আশ্চর্য তা আমি এখনো আপনাকে বলি নি। প্রায় ছয় বছর আগে, সঠিক বলতে গেলে ১৮৮২ খ্রি. চৌঠা মে তালিখে 'দি টাইম্‌স' পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন বেরোয়, তাতে মিস মেরি মরস্ট্যানের ঠিকানা চাওয়া হয় এবং তাতে বলা হয়, তিনি যেন দেখা করেন, তাতে তাঁরই ভালো হবে। কোনো নাম বা ঠিকানা সে বিজ্ঞাপনে ছিল না। ঠিক সেই সময়েই আমি মিসেস সেসিল পরিবারের গভর্নেসের চাকরি নিয়েছিলাম। তাঁরই উপদেশে আমি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমি আমার ঠিকানা জানাই। সেইদিনই একটা ছোট পিসবোর্ডের কৌটো ডাকযোগে আমার ঠিকানায় আসে, আর ভিতরে ছিল মস্ত বড় এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল একটা মুক্তা। সঙ্গে কোনো কাগজ বা চিঠি পত্র ছিল না। সেই থেকে প্রতি বছর সেই একই তারিখে ওই রকম একটা কৌটায় অমন একটা মুক্তা আমার কাছে আসে। কিন্তু প্রেরকের নাম ঠিকানা জানাবার কোনো সূত্র নেই। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে মুক্তগুলো অত্যন্ত দুর্লভ এবং খুবই মূল্যবান। দেখলেই বুঝবেন কী চমৎকার সেগুলো। এই বলে তরুণীটি একটা চ্যাপ্টা কৌটো খুলে যে ছয়টা মুক্তা দেখালেন, অমন চমৎকার জিনিস ওয়াটসন আর কখনো দেখেন নি।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আপনার কাহিনী আচ্ছা, আর কোনো ব্যাপার—?

হ্যাঁ, এই তো আজই। আর সেই জন্যেই আমার আপনার কাছে আসা। এই চিঠিটা আমি আজ সকালে পাই। নিজেই পড়ে দেখুন।

www.pathagar.com

হোম্‌স্ বললেন, ধন্যবাদ। খামটাই দিন দেখব। ডাকের ছাপ লন্ডন, এস. ডব্লিউ। তারিখ জুলাইয়ের সাত। হুম! এ কোনো বড়ো আঙুলের ছাপ—পিয়নেরই হবে হয়তো। সেবা কাগজে তৈরি খামটা। হুম! কাগজ পত্রের ব্যাপারে লক্ষ্য আছে দেখছি। কোনো ঠিকানা নেই। "আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় লাইসিয়াম থিয়েটারের বাইরে বাঁ দিকে তৃতীয় থামটার কাছে থাকবেন। সন্দেহ হলে দুজন বন্ধু সঙ্গে আনতে পারেন। আপনার ওপর অবিচার হয়েছে তাই সুবিচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ নয়, তাহলেই সব পণ্ড হবে।—অজানা বন্ধু।" তা, সত্যিই রহস্যময় ব্যাপারটা। এখন কী করবেন ঠিক করেছেন?

ঠিক সেই কথাটাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

তাহলে তো আমরা অবশ্যই যাব, আর, হ্যাঁ, হ্যাঁ ডক্টর ওয়াটসন যাবেন বৈকি; পত্রলেখক দুজন বন্ধুর কথা বলেছেন। আমরা ইতিপূর্বেও এক সঙ্গে কাজ করেছি।

তরুণীটি বললেন—আচ্ছা ছয়টার সময় এখানে এলেই চলবে, তাই তো?

হোম্‌স্ বললেন—তার থেকে বেশি দেরি যেন না হয়। আর একটা কথা। মুক্তার কৌটোর ওপরের হাতের লেখা আর এই হাতের লেখা কি এক?

এই যে, নিয়ে এসেছি। গোটা কয়েক কাগজ তরুণীটি বার করে দেখালেন।

হোম্‌স্ বললেন—বাঃ বাঃ মক্কেল হিসেবে আপনি দেখছি একেবারে আদর্শ স্থানীয়া। আচ্ছা, দেখি, লেখাগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলেন তিনি। তারপর একটা থেকে আরেকটায় চোখ বোলালেন তিনি। তারপর বললেন—আসল হাতের লেখা লুকোনোর চেষ্টা করা হয়েছে. শুধু চিঠিটায় ছাড়া। কিন্তু তাহলেও লেখাগুলো সব এক হাতের। গ্রীক 'e' অক্ষরটা গোপন রাখা প্রায় অসম্ভব ঠিক ফুটে উঠেছে। আর শেষের 's' টা দেখুন কেমন বেঁকিয়ে লেখা। হ্যাঁ, অতি অবশ্যই এগুলো একই হাতের লেখা। মিথ্যে আশা আমি জাগাতে চাই না মিস মনস্ট্যান; তবুও জিজ্ঞাসা করি, এই হাতের লেখার সঙ্গে আপনার বাবার হাতের লেখার কি কোনো মিল আছে?

তরুণীটি বললেন—না, একেবারেই না।

হোম্‌স্ বললেন—এই উত্তরই আমি আশা করেছিলাম। আচ্ছা, বেলা ছয়টায় তাহলে আপনার প্রতীক্ষায় থাকব। কাগজগুলো দিন আমাকে, ইতিমধ্যে দেখে নেব। এখন সবে সাড়ে তিনটে। তাহলে আসুন।

তরুণীটিও বিদায় জানিয়ে পিসবোর্ডের কৌটোটা নিয়ে চলে গেলেন।

ওয়াটসন জানালার সামনে দেখলেন, তরুণীটি রাস্তা দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলছেন। শেষপর্যন্ত তাঁর সাদা পালক লাগানো ধূসর রংয়ের হ্যাটটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে ওয়াটসন বললেন—কী অপূর্ব চিত্তাকর্ষক এই ভদ্রমহিলা!

ইতিমধ্যে হোম্‌স্ আবার পাইপটা ধরিয়েছেন, চেয়ারে এলিয়ে বসেছেন। তাঁর চোখের পাতা নেমে আসছে। নিস্তেজভাবে বললেন—তাই নাকি? লক্ষ্য করি নি।

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—তুমি একটি যন্ত্র বিশেষে পরিণত হচ্ছ, হোম্‌স্। তুমি একটি স্রেফ্ হিসেবের যন্ত্র। মাঝে মাঝে তোমার মধ্যে এমন একটা জিনিস দেখা দেয় যাকে রীতিমতো অমানুষিক বলা চলে।

মিষ্টি করে হাসলেন হোম্‌স্। বললেন, সবচেয়ে যেসব জিনিস দরকার তার একটা হল, ব্যক্তিগত বিচারের যেন বিচার শক্তি পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। মক্কেল আমার কাছে শুধুই মক্কেল—একটা ঘটনা—একটা সমস্যা। ভাবাবেগে হল পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদের পরিপন্থী। জানো, এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলার ফাঁসি হয়েছিল, জীবনবীমার টাকার লোভে তিনটি শিশুকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার অপরাধে। আর পরিচিত অত্যন্ত কুৎসিত দর্শন এক ব্যক্তি হলেন খুবই জনহিতৈষী। প্রায় আড়াই লক্ষ পাউন্ড তিনি লন্ডনের গরিবদের জন্যে খরচ করেছেন। এই ক্ষেত্রেও আমি কোনো ব্যতিক্রম করি না। ব্যতিক্রম তো বক্তব্যকে অপ্রমাণ করে থাকে। হাতের লেখা লক্ষ্য করে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা করেছ কখনো? ওই লেখাটা

www.pathagar.com

দেখে কী মনে হয়?

লেখাটা পরিষ্কার, সুষম, মনে হয় লোকটি ব্যবসায় এবং বিশেষ, দৃঢ় চরিত্র।

মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন হোম্‌স্‌। বললেন উঁহু।! ওর লম্বা লম্বা অক্ষরগুলো লক্ষ্য করো, ছোটো অক্ষর গুলো থেকে সামান্যই এগুলোর পার্থক্য 'd' যা লিখেছে সেটাকে 'a' মনে হতে পারে, 'i' টাকে 'e' মনে হতে পারে। দৃঢ় চরিত্র মানুষের লম্বা অক্ষর আর ছোটো অক্ষরের পার্থক্যটা স্পষ্ট হয় সব সময়। হাতের লেখা পড়তে যতোই অসুবিধে হোক, 'k' অক্ষরটা মধ্যে দ্বিধার ভাব স্পষ্ট। আর বড় অক্ষরগুলোর মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব স্পষ্ট, আর বড় অক্ষরগুলোর মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব সহেজই লক্ষ্যণীয়। একটু বাইরে যাচ্ছি আমি, কয়েকটা ব্যাপার একটু মিলিয়ে দেখতে হবে। এই একটা বই, পড়ে দেখো। এমন উল্লেখযোগ্য বই আর লেখা হয়েছে কি না সন্দেহ। উইনউড রিড এর লেখা, নাম 'মার্টারডম অব্‌ ম্যান'। (মানুষের আত্মদান) ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসছি।

বইটা হাতে নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন ওয়াটসন। তাঁর মন চলে গেল লেখটির দুঃসাহসী মন্তব্যগুলো থেকে অনেক, অনেক দূরে, তাদের অতিথির কাছে—তাঁর হাসি, তাঁর গভীর, অপূর্ব কণ্ঠস্বর, যে রহস্য তাঁর জীবনে এসেছে সেসবের মধ্যে। পিতা নিখোঁজ হওয়ার সময় যেহেতু তাঁর বয়স সতেরো বছর ছিল, এখন তাহলে তা সাতাশ। ভারি মিষ্টি এই বয়সটি—এই বয়সে যৌবন আত্মসচেতনতা কাটিয়ে ওঠে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আসে। বসে বসে এইসব চিন্তা করছিলেন, শেষপর্যন্ত এমন সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর চিন্তা ওয়াটসনের মাথায় আসতে শুরু করল যে তড়িঘড়ি উঠে ডেস্কে গিয়ে, বিকারতত্ত্ব সম্পর্কিত সর্বাধুনিক লেখাটা নিয়ে বসলেন।

তিন

সমাধানের সন্ধানে

হোম্‌স্‌ যখন ফিরলেন তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। বেশ খোশমেজাজে আছেন বলে তাঁকে মনে হল। এস্রেই আরাম করে বসে চা খেতে খেতে বললেন—খুব যে রহস্য এ মামলাটায় আছে তা নয়—একটাই মাত্র সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে রয়েছে।

ওয়াটসন বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—বল কি? এরই মধ্যে সমাধান করে ফেললে?

হোমস্‌ বললেন—না, না তা বললে অবশ্য একটু বেশি বলা হবে। মানে, একটা ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা আমি আবিষ্কার করেছি। বাকি কেবল খুঁটিনাটিগুলো যোগ করা। 'দি টাইমস্‌' পত্রিকার পুরোনো সংখ্যাগুলো খুঁজে জানতে পেরেছি যে ৩৪তম বম্বে পদাতিক বাহিনীর প্রাক্তন মেজর আপার নরউডের মেজর শোল্‌টো ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখে মারা যান। মনে করো, ক্যাপ্টেন মরস্ট্যান নিখোঁজ হলেন। একমাত্র যে ব্যক্তির সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারতেন তিনি হলেন মেজর শোল্‌টো। অথচ মেজর শোল্‌টো বলেন তিনি আদৌ জানতেন না যে ক্যাপ্টেন মরস্ট্যান তখন লন্ডনে ছিলেন। এর চার বছর পরে শোল্‌টোর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে মিস্‌ মরস্ট্যান একটি মূল্যবান বস্তু উপহার পান, এবং এই উপহার তিনি পেতে থাকেন বছরের পর বছর ধরে। শেষপর্যন্ত একটা চিঠিতে তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর ওপর অবিচার করা হয়েছে। পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া—অবিচারের কথা এছাড়া আর কী? আর, কেনই বা উপহারগুলো আসতে থাকবে ঠিক তাঁর মৃত্যুর পর থেকে। যদি শোল্‌টোর উত্তরাধিকারীরা এই রহস্যের কিছুটা অন্ততঃ না জানবে এবং তার জন্যে ক্ষতিপূরণ না করতে চাইবে? এছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনা কি তোমার মনে হচ্ছে, এইসব ঘটনার সঙ্গে যার সামঞ্জস্য থাকতে পারে?

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু কী অদ্ভুত এই ক্ষতিপূরণ আর কী অদ্ভুতভাবেই না তা করা হচ্ছে! আর, চিঠিটাই বা কেন সে ছয় বছর আগে না লিখে এখন লিখল? তাছাড়া, চিঠিতে সুবিচারের উল্লেখ আছে। কী সুবিচার পেতে পারেন ভদ্রমহিলা? তাঁর বাবা বেঁচে আছেন এমন

www.pathagar.com

আশা দুরাশা ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এ ছাড়া আর তাঁর ক্ষেত্রে আবিষ্কার কিসে হতে পারে?

হ্যাঁ, অসুবিধা তো আছেই, আছে বৈকি, চিন্তাকুলভাবে বিষণ্ণতার সঙ্গে হোম্‌স্ বললেন—তবে, আজ রাতের অভিযানের পরেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই যে একটা চার চাকার গাড়ি, মিস মরস্ট্যান ভিতরে বসে। তৈরি তো? চল নিচে যাই তাহলে। দেরি হয়ে গেছে একটু।

ওয়াটসন হ্যাট্টা আর সবচেয়ে ভারি লাঠিটা তুলে নিয়ে দেখলেন, হোম্‌স্—ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বার করে পকেটে গলিয়ে নিলেন। বোঝা গেল, আজ রাতের ব্যাপারটা হয়তো রীতিমতো গুরুতর হতে পারে। একটা কালচে ক্লোকে মিস মরস্ট্যানের শরীর ঢাকা। তাঁর সংবেদনশীল মুখ ফ্যাকাসে হলেও সেখানে সংযমের ছাপ। এমন একটা অদ্ভুত অভিযানে বেরোবার সময় অস্বস্তি বোধ করা যে কোনো নারীর পক্ষেই স্বাভাবিক, অথচ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। এবং হোম্‌সের বাড়তি প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে তিনি কিছুমাত্র ইতস্তত করলেন না। তরুণীটি বললেন,—মেজর শোল্টো ছিলেন বাবার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, তার চিঠিগুলোয় মেজরের প্রচুর উল্লেখ থাকত। তিনি আর বাবা ছিলেন আন্দামানের সামরিক বাহিনীর প্রধান। সে জন্যে তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে কাজ করতে হত। ভালো কথা, একটা অদ্ভুত কাগজ বাবার ডেস্কের পাওয়া গেছিল যা আমরা কেউ বুঝতে পারি নি। মনে হয় না সেটার কোনো গুরুত্ব আছে, কিন্তু তাহলেও এই ভেবে নিয়ে এলাম যে, হয়তো আপনি দেখতে চাইবেন।

কাগজটা হোম্‌স্ সাবধানে খুলে মেলে ধরলেন। তারপর তাঁর ডবল লেন্স দিয়ে খুব যত্ন সহকারে সেটা পরীক্ষা করে দেখলেন। মন্তব্যে বললেন, কাগজটা ভারতে তৈরি, কোনো সময় এটা একটা বোর্ড পিন দিয়ে আঁটা ছিল। মনে হয় কোনো বড় অট্টালিকার একাংশ। অসংখ্য বড় বড় হলঘর আর বারান্দা আর গলিপথ সেই অট্টালিকায়। এক জায়গায় দেখা গেল, লাল কালিতে একটা ছোট ক্রসচিহ্ন তার ওপর পেন্সিলে লেখা—'বাঁ দিক থেকে ৩.৩৭।' লেখাটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বাঁদিকের কোণে আছে চিত্রলিপি গোছের অদ্ভুত কি আঁকিবুঁকি, সারবিদ্ধ চারটে ক্রসচিহ্ন যেন হাতে হাত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে অত্যন্ত রুক্ষ আর বিশ্রী অক্ষরে লেখা—'চার হাতের স্বাক্ষর'—জোনার্থান স্মল, মহম্মদ সিং, আবদুল্লা খান, দোস্ত আকবর। উঁহু, বুঝলাম না এর সঙ্গে মামলার সম্পর্ক কী? কিন্তু তাহলেও এটা যে গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাই যাচ্ছে। কোনো পকেট বইয়ের ভিতরে এটা রাখা হয়েছিল, কারণ এর দু-দিকই খুব পরিষ্কার।

হ্যাঁ, ওঁর পকেট বুকের ভিতরেই তো এটা পাওয়া গেছিল। তরুণীটি বললেন।

রেখে দিন যত্ন করে, হোম্‌স্ বললেন—হয়তো ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। প্রথমটা যেমন ভেবেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে হয়তো আসলে ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর এবং অনেক জটিল। আবার নতুন করে ভেবে দেখতে হবে আমাকে।

হোম্‌স্, হেলান দিয়ে বসলেন। ভ্রু-জোড়া টেনে শূন্য দৃষ্টিতে যে ভাবে তাকিয়ে রইলেন তাতে বোঝা গেল চিন্তায় ডুবে আছেন। ওয়াটসন আর মিস মরস্ট্যান ফিসফিস করে এই অভিযান আর তার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে তখন আলোচনায় মগ্ন থাকলেন। হোম্‌স্ সারাটা পথ নীরব হয়েই রইলেন।

সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যা, তখনো সাতটা বাজে নি, কিন্তু দিনটা যেন সকাল থেকেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে, বিশাল নগরীকে ঘিরে সারা দিনের ঘন কুয়াশা বৃষ্টির মতো ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়ছে। মাটি রঙের মেঘ মাটির রংয়ের রাস্তার ওপর ঝোকানো। স্ট্র্যান্ডের ওদিকটার আলোগুলো কুয়াশার মধ্যে মরামরা দেখাচ্ছে। কালো কালো রাস্তার ওপর সামান্য আলো গোল হয়ে পড়ছে। দোকানগুলোর হলদে আলো বাষ্প-ছাওয়া ভিড়ের রাস্তায় কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট। এই স্বল্পালোকিত পথে যেসব মানুষ অবিরাম চলাফেরা করছে তাদের মুখে যেন অপার্থিব অভ্যাস। কারো মুখে বিষাদের, কারো মুখে খুশির, কারো ভগ্নস্বাস্থ্যের' কারো মুখে

www.pathagar.com

উল্লাসের প্রকাশ। মিস্ মরস্ট্যানের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন তাঁর মনেও প্রায় তাঁরই মতো অনুভূতি। এসবের প্রভাবের উর্ধ্বে ওঠা একমাত্র হোম্‌সের পক্ষেই সম্ভব। খোলা নোটবুকটা দু-হাঁটুর ওপর রেখে তিনি বসে আছেন আর থেকে-থেকে পকেট-লণ্ঠনের সাহায্যে কিসব টুকে নিচ্ছেন।

লাইসিয়াম থিয়েটার পার্শ্ববর্তী প্রবেশ-পথের কাছে ইতিমধ্যেই জনতার ভীড়। সামনে কত রকমের গাড়ি সারিবদ্ধভাবে ধেয়ে চলেছে। কত রকমের মানুষ নামছে সেইসব গাড়ি থেকে।

গন্তব্যস্থল তৃতীয় স্তম্ভের কাছে পৌঁছতে বেঁটে খাটো কালচে, কোচওয়ানের পোশাক পরা এক ব্যক্তি হোম্‌স্‌দের সম্মুখীন হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারাই কি মিস্ মরস্ট্যানের দলের?

মিস্ মরস্ট্যান বললেন—আমি হলেম মিস্ মরস্ট্যান, আর এই দুই ভদ্রলোক হলেন আমার বন্ধু।

অত্যন্ত মর্মভেদী এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি ওয়াটসনদের দিকে তাকালেন। বললেন—মাফ্ করবেন, মিস্ মরস্ট্যান কতকটা নাছোড়বান্দার ভঙ্গীতে তিনি বললেন—আপনি কথা দিচ্ছেন তো যে এঁরা কেউ পুলিশের লোক নন?

মিস্ মরস্ট্যান বললেন—হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।

এ কথায় তিনি তীক্ষ্ণ শিস্ দিয়ে উঠলেন, আর একটা ছেলে একটা চার চাকার গাড়ি নিয়ে এস দরোজাটা খুলে দিল। ওয়াটসনদের সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন সে উঠে বসল সহিসের আসনে। আর ওয়াটসনরা বসলেন ভিতরে। বসতে না বসতেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল, কুয়াশা ভরা পথে গাড়ি তীব্র বেগে চলল।

অদ্ভুত সে পরিস্থিতি। অজানা কাজে চলা হচ্ছে এক অজানা জায়গায়। প্রথম প্রথম বোঝা যাচ্ছিল গাড়িটা কোন্ দিকে চলেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অত্যন্ত দ্রুত চলার ফলেই হোক বা কুয়াশার জন্যেই হোক বা লন্ডন সম্বন্ধে ওয়াটসনের সামান্য জ্ঞানের জন্যেই হোক পথের হিসেবে আর তিনি রাখতে পারলেন না। হোম্‌সের কিন্তু কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। তিনি দিব্যি বলে যেতে লাগলেন কোন্ কোন্ পার্ক আর আঁকা বাঁকা কোন্ কোন্ ছোট ছোট পথ ধরে গাড়িটা দ্রুত ছুটছে। টেম্‌স নদী পার হয়ে যে অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে তখন গাড়ি চলছিল সেখানে কেবলই রাস্তা আর রাস্তার গোলক ধাঁধা।

হোম্‌স বলে চললেন—ওয়ান্ডসওয়ার্থ রোড—প্রায়রি রোড, লার্কহল লেন,—স্টকওয়েল—প্লেস রবার্ট স্ট্রিট—কোল্ডহারবার লেন। খুব একটা অভিজাত অঞ্চল দিয়ে ওয়াটসনরা চলেছেন বলে মনে হচ্ছে না এখন। সত্যি, এখন এমন জায়গা দিয়ে গাড়িটা চলছে যাকে একরকম আপত্তিকরই বলা চলে। ম্যাটমেটে ইঁটের রংয়ের লম্বা দু-সার বাড়ি, একঘেয়েমী দূর করতে কেবল রাস্তার মোড়ে শুঁড়িখানার রুচিহীন ডগডমে চাকচিক্য। সেটা পেরোতে দেখা গেল দোতলা বাড়ির সারি, প্রতিটি বাড়ির সামনে ছোট্ট একটুখানি করে বাগান, আর তারপরেই আবার নতুন নতুন ইঁটের অসংখ্য বাড়ির দীর্ঘ সারি। বিরাট নগরী যেন তার দৈত্যাকৃতি হাত গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত করেছে। অন্য বাড়িগুলোর কোনোটাতেই মানুষের বাস নেই। এবং যেটার সামনে হোমস্‌দের গাড়ি দাঁড়াল অন্ধকার সেটাও। এ বাড়িটা ছিল নতুন রাস্তার ৩ নম্বর বাড়ি। বাড়িটার রান্নাঘরের জানালা দিয়ে এক চিলতে আলো ভেসে আসছিল। দরোজায় শব্দ করতে একটা হিন্দু ভৃত্য এসে দরোজা খুলে দিল। ভৃত্যটির পরনে ছিল হলুদ পাগড়ী, সাদা ঢিলে পোষাক, আর হলুদ উত্তরীয়।

ভৃত্যটি বললেন—সাহেব আপনার জন্য বসে আছেন। আর তার কথার মধ্যেই ভিতরের একটা ঘর থেকে একটাপাতলা উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—খিতমদগার, নিয়ে এসো ওঁদের—সোজা নিয়ে এসো আমার কাছে।

www.pathagar.com

চার
টাক-মাথা লোকটির বিবৃতি

ভৃত্যটির পেছনে পেছনে একটা নোংরা অন্ধকার পথ দিয়ে চলতে চলতে ওয়াটসনরা একটা দরোজার কাছে পৌঁছালেন। দরোজাটা খুলতেই এক ঝলক হলদে আলো তাদের চোখের ওপর পড়ল। চোখ ধাঁধাঁনো আলোয় আলোকিত ঘরের মাঝখানে একটা ছোটখাটো মানুষকে হোমস্‌রা দেখলেন। লোকটির মাথা খুব উঁচু। খোঁচা খোঁচা লাল চুল মাথার চারদিকে, আর মাঝখানের চকচকে টাকটা যেন চারদিকের ফার গাছের মধ্যে পর্বতের চূড়া। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে হাত কচলাতে লাগলেন। তাঁর মুখাবয়ব কোনো সময়েই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকছে না, কখনো হাসি, কখনো বা ভ্রুকুটি সেখানে। তাঁর ঝুলে পড়া নিচের ঠোঁট আর হলদে দুই সারি দাঁত সহজেই চোখে পড়ে। যদিও মুখের নিচের দিতে হাত দিয়ে তিনি কেবলই চেষ্টা করছিলেন তা আড়াল করতে। অমন টাক সত্ত্বেও তাঁকে যুবক বলেই মনে হচ্ছে। আসলে তাঁর বয়স তখন সবে ত্রিশ অতিক্রম করেছে।

তিনি সবিনয়ে বললেন—আপনার ভৃত্য বলে মনে করবেন মিস্ মরস্ট্যান। পাতলা তীক্ষ্ণ স্বরে বারবার বলে চললেন, আপনাদের ভৃত্য, ভদ্রমহোদয়গণ! আসুন আমার ছোট্ট নিরালা ঘরে। ছোট বটে, কিন্তু রুচি অনুযায়ী সাজানো।

যে ঘরে তিনি ওয়াটসনদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন, তার চারদিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন হোম্‌স্‌রা। সেই অন্ধকার, নিরানন্দ বাড়িতে এমন একটা ঘর ঠিক ততোটাই বেমানান, যতোটা বেমানান শিসের মধ্যে সবচেয়ে দামি হীরে। দেয়ালের পর্দাগুলো যেমন দামি তেমনি ঝলমলে। কার্পেটটা হল অ্যাম্বার আর কালো, আর এমন নরম যে দিব্যি পা বসে যায় তাতে। যেন শ্যাওলার মধ্যে পা পড়েছে। দুটো প্রকাণ্ড বাঘের চামড়া আড়াআড়িভাবে রাখা, প্রাচ্যদেশীয় বিলাসিতার নিদর্শন হিসেবে। প্রাচ্যদেশীয় বিলাসিতার আর এক নিদর্শন হল গড়গড়াটা ঘরের এক কোণে একটা মাদুরের ওপর সেটা রাখা ঘুঘুপাখির মতো আকৃতির একটা রুপার বাতি ঘরের মাঝখানে একটা সোনার সূতোয় ঝুলছে। সে সূতো এতো সরু যে প্রায় দেখাই যায় না। গড়গড়াটা জ্বলছে, আর তা থেকে একটা ক্ষীণ গন্ধ এসে ঘরের বাতাসকে আমোদিত করে তুলেছে। তেমনি হাসতে হাসতে আর ছটফট করতে করতে তিনি বললেন—আমার নাম থ্যাডিউস শোল্‌টো আপনি তো মিস্ মরস্ট্যান। আর এঁরা দুজন?

ইনি হলেন মি. শার্লক হোম্‌স, আর ইনি ডা. ওয়াটসন।

ও ডাক্তার? তাই নাকি? অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন—স্টেথোসকোপটা এনেছেন নাকি? আপনাকে অনুরোধ যদি দয়া করে আমার হার্টের ভাল্‌ভটা দেখে দেন একটু।

অনুরোধ মতো ওয়াটসন তাঁর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকি শুনলেন, অস্বাভাবিক কিছু মনে হল না—কেবল এইটুকু বোঝা গেল এব ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসেছে তার আপাদমস্তক। থরথর করে কাঁপছে। দেখা শেষে ওয়াটসন বললেন—ভয়ের কিছুই নেই। সব স্বাভাবিক।

হালকাভাবে ভদ্রলোক বললেন,—আমার এই দুশ্চিন্তার কথা যে তুলেছি এজন্যে মাফ চাইছি মিস মরস্ট্যান। অনেক ভুগেছি, আর ভালভটা সম্বন্ধে বহুদিন থেকেই আমার ভাবনা ছিল। ভারি খুশি হলাম শুনে যে সে ভাবনা অমূলক। আপনার পিতা যদি তাঁর হৃৎপিণ্ডের ওপর অতোটা চাপ না নিতেন তাহলে হয়তো আজ তিনি জীবিত থাকতে পারতেন।

বাবার ব্যাপারে এইরকম মন্তব্য শুনে মিস্ মরস্ট্যান বসে পড়লেন। তাঁর সারা মুখ এবং ঠোঁট দুটো পর্যন্ত সাদা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক পুনরায় বলতে শুরু করলেন—সব খবরই দিচ্ছি। শুধু তাই নয়, আপনার ওপর আমি সুবিচারও করতে পারি এবং তা করবও, আমার ভাই বার্থলোমিউ যাই বলুক না কেন। আপনার বন্ধুরা আসায় আমি খুশিই হয়েছি—কেবলমাত্র আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা নয়, আমি যা করছি যা যা বলছি তার সাক্ষী হিসেবেও বটে। তিনজন যখন, ভাই বার্থলোমিউয়ের

www.pathagar.com

সঙ্গে তখন আমরা বেশ জোরের সঙ্গেই কথা বলতে পারব। কিন্তু পুলিশ, কিংবা কোনো বাইরের লোক যেন এর মধ্যে না থাকে, সেরকম কোনো সাহায্য ছাড়াই আমরা ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারি। জানাজানি হওয়াটা ভাই বার্থলোমিউয়ের পছন্দ নয়।

হোম্‌স্ বললেন—না, না, আমাদের তরফ থেকে বলতে পারি, আপনি যাই-ই বলুন তা কখনোই প্রকাশিত হবে না। ওয়াটসনও ঘাড় নাড়লেন।

মি. শোল্‌টো বললেন—বেশ, বেশ। তা কী দেব আপনাদের? এক গ্লাস বিয়ান্টি, না কি টোকে? এ ছাড়া আর কোনো মদ আমি রাখি না। দেব নাকি একটা ফ্ল্যাস্ক খুলে—দরকার নেই? আচ্ছা, আশা করি ধূমপানে আপনি আপত্তি করবেন না, মিস মরস্ট্যান, পূর্বদেশীয় সুগন্ধি তামাকের ধোঁয়ায়? মানে আমি একটু নার্ভাস প্রকৃতির কি না; তাই গড়গড়া থেকে প্রচুর আনন্দ পাই।

বিরাট গড়গড়াটায় একটা নল লাগিয়ে তিনি টানতে লাগলেন। গোলাপ জলের ভেতর দিয়ে দিব্যি ধোঁয়া বেরোতে লাগল। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে থুতনিতে হাত দিয়ে ওয়াটসনরা তিনজন অর্ধবৃত্তাকারে বসেছিলেন।

মি. শোলটো শুরু করলেন—প্রথম যেদিন ঠিক করি আপনাকে চিঠি লিখব সেদিনই ঠিকানাটা দিতে পারতাম, কিন্তু ভয় হয়েছিল, পাছে আমার নির্দেশ না মেনে আপনি কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করে আনেন। তাই এমন ব্যবস্থা করলাম যাতে আমার লোক উইলিয়ামই আপনাকে দেখতে পায় প্রথমে। তার বিচার বুদ্ধির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এবং তাকে বলা ছিল যদি তার মনে সন্দেহ জাগে, যেন এ ব্যাপারে আর অগ্রসর না হয়। মাফ্ করবেন, এইসব সাবধানতার জন্যে কিন্তু কী জানেন, আমি মানুষ খানিকটা অমিশুকে এবং খানিকটা সুরুচিসম্পন্নও আমাকে বলতে পারেন। আমার স্বভাবই হল যে কোনো রকম রূঢ় বাস্তবতা থেকে দূরে থাকা। আর পুলিশের থেকে গদ্যময় প্রাণী আর কী হতে পারে বলুন? আর দেখতেই তো পাচ্ছেন, বেশ খানিকটা পরিচ্ছন্নতার মধ্যে আমি বাস করি। চারু ও কারুকলার পৃষ্ঠপোষক আমি। এ আমার এক দুর্বলতা। ওই যে দৃশ্যটা এটা খাঁটি কোরো-র। এবং কোনো সত্যিকার সমঝদার যদি বা ওই স্যালভাটর রোসার ব্যাপারে সন্দিহান হন, ওই বুগেরোর সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আধুনিক ফরাসি ধারার প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব।

মাফ করবেন মি. শোলটো—মিস্ মরস্ট্যান বলে উঠলেন—আমি এখানে এসেছি আপনারই অনুরোধে কিছু খবর শোনবার জন্যে। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে তাই এই সাক্ষাৎকারটা যতো তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততোই ভালো।

তিনি বলেন—দেখুন, খানিকটা তো সময় লাগবেই। কারণ ভাই বার্থলোমিউয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তো আমাদের যেতেই হবে নরউডে। সকলে একসঙ্গে যাব, যদি তাতে করে তাকে আমাদের কথায় রাজি করাতে পারি। আমি ভালো বুঝে এই কাজ করেছি বলে সে আমার ওপর ক্ষুব্ধ। গতরাতে তার সঙ্গে আমার প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। রেগে গেলে সে যে কী ভীষণ হয়ে ওঠে তা আপনারা কল্পনাই করতে পারবেন না।

ওয়াটসন বললেন—তা যদি যেতেই হয় তো এক্ষুনি বেরিয়ে পড়াই ভালো।

এ কথায় তিনি এমন হাসতে শুরু করলেন যে তার কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—তা হতেই পারে না। এমন হঠাৎ আপনাদের তার কাছে নিয়ে গেলে সে কী বলবে জানি না। তার আগে আমি পরিস্থিতিটা আপনাদের শুনিয়ে দিতে চাই। প্রথমেই বলে রাখি, এ কাহিনীর অনেক ব্যাপারই আমার অজানা। যেটুকু জানা সেটুকুই আপনাদের বলছি—আমার বাবা, আপনারা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছেন, মেজর শোল্‌টো ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক প্রাক্তন কর্মচারী। বছর এগারো হল তিনি অবসর নিয়ে উত্তর নরউডের পন্ডিচেরি হাউসে এসে বসবাস করেন। ভারতে থাকতে তিনি প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করেন। এবং অত্যন্ত মূল্যবান প্রচুর সামগ্রী ও কয়েকজন ভারতীয় ভৃত্য নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে আসেন। তারপর একটা বাড়ি কিনে বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করতে থাকেন সেখানে। আমার যমজভাই বার্থলোমিউ আর আমি ছাড়া আর তাঁর কোনো সন্তান ছিল না।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন মরস্ট্যান নিরুদ্দেশ হওয়ায় তখন যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তা আমার ভালোই মনে আছে। তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর খবরের কাগজে সে সময় প্রকাশিত হয়েছিল। এবং তাকে বাবার বন্ধু জেনে আমরা বাবার সামনেই এ বিষয়ে আলোচনা করতাম। একা বেরোতে বাবার ভারি ভয় ছিল। তাই পন্ডিচেরি হাউসের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন দুজন মল্লবীর। তাদের মধ্যে একজন হল উইলিয়ম, যে আপনাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে। একসময় সে ছিল ইংল্যান্ডের লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ান। কিন্তু কী যে তাঁর ভয় সে বিষয়ে বাবা কখনো আমাদের কাছে মুখ খোলেন নি। তবে, কাঠের পা আছে এমন মানুষ জনের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল। এমন কি এক কাঠের পা বিশিষ্ট মানুষকে লক্ষ করে একবার তিনি রিভলবার ছোঁড়েন। কিন্তু পরে জানা যায় সে একজন নিরীহ ব্যবসায়ী অর্ডারের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্যে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয় বাবাকে। ১৮৮২ সালে বাবা তার থেকে একটা চিঠি পান। চিঠিটা পেয়ে অত্যন্ত মুষড়ে পড়েন তিনি। চিঠিটা খুলে প্রাতরাশের টেবিলেই অজ্ঞান হয়ে যান। সে থেকেই তিনি শুকিয়ে শুকিয়ে মারা যান। কি ছিল সেই চিঠিতে, আমরা কোনোমতেই জানতে পারি নি, তবে, চিঠিটা ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তাড়াতাড়িতে টেনে লেখা—প্লীহার রোগ নিয়ে তিনি বহুকাল ভুগছিলেন। এরপর থেকেই তার অবস্থার দ্রুত অবনতি হল। এবং এপ্রিলের শেষের দিকে একদিন আমরা শুনলাম আর তাঁর জীবনের আশা নেই, তাই তিনি শেষবারের মতো আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।

বাবার ঘরে ঢুকে দেখি তিনি কয়েকটা বালিশে হেলান দিয়ে রয়েছেন। আর খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন। তিনি অনেক কষ্ট করে ইশারায় আমাদের দরোজাটা এঁটে দিয়ে তাঁর দুপাশে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন। তারপর আমাদের হাত ধরে অতি কষ্টে এক গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে ও যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। যথাসম্ভব তাঁরই ভাষায় আমি বলছি—বাবা বলেছিলেন—এই চরম মুহূর্তে কেবল একটা কথাই আমার মনে গুরুভার হয়ে রয়েছে। তা হল, বেচারা মরস্ট্যানের অনাথা কন্যার প্রতি আমার ব্যবহার। আমার ধনরত্নের অন্তত অর্ধেকটা তার প্রাপ্য, অথচ পাপী আমি অভিশপ্ত আমি, লোভের বশবর্তী হয়ে তাকে তা থেকে বঞ্চিত করেছি। অথচ সে লোভ এমনই অন্ধ ও অর্থহীন যে, সেই ধনরত্ন আমি নিজেও উপভোগ করি নি। কেবলমাত্র ধনলাভের অনুভূতিই আমার কাছে এতো প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে কারো সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে আমার মন সরে নি তখন। কুইনাইনের বোতলের পাশের ওই মুক্তাবসানো শিরপেঁচটাও আমার হাত ছাড়া করতে ইচ্ছে হয় নি তখন, যদিও এটা আমি বার করেছিলাম তার কাছে পাঠাব বলেই। পুত্রগণ, আগ্রার সেই ধনরত্নের যথোচিত ভাগ তোমরা তাকে দেবে। কিন্তু আমার জীবদ্দশায় নয়, আমার মৃত্যুর পরে এই শিরপেঁচটাও তাই। যাই হোক, এমন দেখা গেছে যে আমার মতো মন্দ লোকও ভবিষ্যৎ-এ শুধরে নিয়েছে। এবার শোনো-মরস্ট্যানের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে বলছি। দুর্বল হৃৎপিণ্ড নিয়ে সে অনেককাল ভুগছিল। এবং তাঁর এই অসুখের কথা জানতাম শুধু আমি। ভারতে থাকতে সে আর আমি প্রচুর ধনরত্নের মালিক হই। সেই ধনরত্ন আমি ইংল্যান্ডে নিয়ে আসি। মরস্ট্যান যেদিন ইংল্যান্ড ফেরে সেই রাতেই সোজা চলে আসে আমার কাছে তাঁর অংশ দাবি করতে। আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য লাল চৌর (সে এখন মৃতুন্দ) তাকে বাধা দেয় নি। ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে আমাদের মধ্যে মত বিরোধ হয়। উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্রোধে পাগলের মতো হয়ে সে লাফিয়ে ওঠে চেয়ার থেকে, কিন্তু পরক্ষণেই দু-হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে। তার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়। তার পরেই পড়ে যায় পেছন ফিরে, ধনরত্নের বাক্সটার কাণায় লেগে তাঁর মাথা কেটে যায়। যখন আমি গিয়ে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ি, মহাআতঙ্কের সঙ্গে দেখি যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তখন ভ্যাবাচেকা খেয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর আমার প্রথম ঝোঁক, হল লোকজন ডাকা। কিন্তু তক্ষুনি আবার মনে হল, নিশ্চয়ই তাহলে আমি খুনের দায়ে পড়ব। ঝগড়ার পরেই মৃত্যু এবং মাথায় ক্ষত, এই দুই ঘটনা একসঙ্গে সাক্ষ্য হিসেবে আমার বিরুদ্ধেই যাবে। আর সরকারিভাবে তদন্ত হলেও মুস্কিল ধনরত্নের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে—যেটা আমি

www.pathagar.com

একেবারেই চাইতাম না। আমায় সে বলেছিল সে কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে, কেউ তা জানে না। এবং কাউকে তা জানাবারও প্রয়োজন নেই।

এইসব যখন ভাবছিলাম, এমন সময় দেখি, আমার ভৃত্য লাল চৌদ্দর দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে। চুপি চুপি ভেতরে ঢুকে সে খিল এঁটে দিল দরোজায়। বলল—ভয় নেই সাহেব, ওকে যে হত্যা করেছেন তা কেউ জানবে না। আসুন লুকিয়ে ফেলি ওকে। আমি বললাম, না, আমি খুন করেছি। কিন্তু লাল চৌদ্দর মাথা নেড়ে হেসে বলল—আপনাদের ঝগড়া শুনেছি আঘাতের শব্দও শুনেছি। কিন্তু আমার দু-ঠোঁট একেবারে বন্ধ। কেউ জেগে নেই, আসুন দুজনে সরিয়ে ফেলি ওঁকে। আমারও মনস্থির করতে সময় লাগল না। আমার নিজের ভৃত্যকেই যা বিশ্বাস করাতে পারি নি, কী করে বারো জন বোকা জুরিকে তা বিশ্বাস করাব? সে রাতেই লাল চৌদ্দর আর আমি মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলি এবং কয়েকদিনের মধ্যেই লন্ডনের পত্রিকাগুলো ক্যাপ্টেন মরস্ট্যানের রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারে মুখর হয়ে ওঠে। দেখছই তো আমি যা করেছি এ জন্যে আমায় দোষ দেওয়া যায় না। তবে, আমার অপরাধ হল মৃতদেহটার সঙ্গে সঙ্গে ধনরত্নও সব লুকিয়ে ফেলা, মরস্ট্যানের আর আমার, দুজনের অংশই আমি নিয়েছি। তাই তোমাদের বলছি ক্ষতিপূরণ করতে। আমার মুখের কাছে কান পাতো! ধনরত্ন লুকোনো আছে—

ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ তাঁর মুখে এক বীভৎস পরিবর্তন এল। দু-চোখে উদ্‌ভ্রান্ত স্থির দৃষ্টি, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। আর এমন স্বরে তিনি চিৎকার করে উঠলেন যা আমি জীবনে ভুলতে পারব না—'সরিয়ে দাও, যীশু খ্রিস্টের দোহাই সরিয়ে দাও ওকে।' তাঁর দৃষ্টি আমাদের পেছনের জানালায় স্থির নিবদ্ধ ছিল, একসঙ্গে আমরা দুইভাই সেদিকে তাকালাম। অন্ধকারে একটা মুখ তাকিয়ে আছে, জানালার কাঁচে চেপে রাখা তার নাকটার সাদা হয়ে আসাটাও চোখে পড়ল। একটি দাড়িওয়ালা, রোমশ, মানুষ, চোখের বন্য ও নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে পুঞ্জীভূত ঈর্ষার প্রকাশ। দু-ভাই দৌড়ে গেলাম জানালাটার কাছে, কিন্তু ততোক্ষণে সে চলে গেছে। ফিরে যখন বাবার কাছে এলাম ততোক্ষণে তাঁর মাথা ঝুলে পড়েছে, নাড়ী বন্ধ হয়ে গেছে।

রাতে বাগানটা খুঁজে পেতে দেখলাম, কিন্তু লোকটার কোনো চিহ্নই পেলাম না। কেবল জানালার নিচে ফুলের জমিতে একটা পায়ের ছাপ ছাড়া। ওই চিহ্নটা না থাকলেও আমরা মনে করতে পারতাম হয়তো এ সবই আমাদের কল্পনাপ্রসূত। অবশ্য অবিলম্বেই আর একটা এবং এর থেকেও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আমরা পেলাম যেটা হল, আমাদের চারিদিকে কারা সব যেন গোপনে চলাফেরা করছে। সকালবেলা দেখা গেল বাবার ঘরের দরোজাটা খোলা, তার সমস্ত বাক্স পেঁটরা তাক সব তছনছ আর তাঁর বুকের ওপর একটুকরো কাগজে আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা—'চার হাতের সাক্ষর'। কথাটার মানে কী, অজানা আগন্তুকটি কে, আমরা তা জানতে পারি নি। যতোদূর আন্দাজ করতে পেরেছি, সমস্ত কিছুই উল্টে পাল্টে ফেললেও সে চুরি কিছুই করে নি। স্বভাবতঃই আমরা বুঝলাম এই ঘটনার সঙ্গে নিশ্চয়ই সেই মহা আতঙ্কের সম্বন্ধ আছে। যে আতঙ্ক সারাজীবন বাবাকে পেয়ে বসেছিল। এবং আজ পর্যন্ত যা আমাদের কাছে রহস্যময়ই হয়ে আছে।

গড়গড়াটা পুনরায় জ্বেলে নেবার জন্যে ভদ্রলোক থামলেন। তারপর চিন্তাগ্রস্তবাবে সেটা টেনে চললেন কয়েক মুহূর্ত। বিভোর হয়ে এতোক্ষণ ওয়াটসনরা এই বিবৃতি শুনছিলেন। পিতার মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে মিস্ মরস্ট্যান একেবারে পান্ডুর হয়ে গেছিলেন, পলকের জন্যে মনে হয়েছিল হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। পাশের টেবিলে রাখা একটা ভেনিস দেশীয় জলপাত্র থেকে এক গ্লাস জল তাঁকে দেওয়া হল, সেটা তিনি তৃপ্তির সঙ্গে পান করে আশ্বস্ত হলেন। হোম্‌স্ চেয়ারে হেলান দিয়ে নির্লিপ্তভাবে বসেছিলেন। তাঁর উজ্জ্বল দু-চোখ আধবোজা। ওয়াটসনের মনে হল, এই তো হোম্‌স দারুণ একটা সমস্যা পেয়েছেন যা তাঁর কর্মকুশলতার ও প্রতিভার সম্পূর্ণ স্ফুরণের দাবি করতে পারে। এবং মি. শোল্‌টোর বিবৃতি একে একে ওয়াটসনদের ওপর কেমন প্রভাব বিস্তার করছে তা লক্ষ্য করে তিনি যেন তৃপ্তি বোধ

www.pathagar.com

করছেন। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুনরায় মি. শোলটো শুরু করলেন—

আমি আর আমার ভাই সেই ধনরত্নের কথায় দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আমরা সমস্ত বাগানটা খুঁড়ে খুঁড়ে দেখেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। লুকোনো জায়গাটার উল্লেখ করার মুহূর্তেই বাবার মৃত্যু হয়। যে শিরপেঁচটা তিনি বার করেছিলেন তা থেকেই আন্দাজ করতে পারি কী বিপুল এক ঐশ্বর্য সেই ধনরত্ন। এইসব চিন্তা আমাদের প্রায় পাগল করে তুলল। শিরপ্যাঁচটার মুক্তোগুলো যে বহুমূল্য এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই, তাই তার ইচ্ছে ছিল না সেগুলো হাতছাড়া করে। কারণ, আপনারা বন্ধু তাই আপনাদের কাছে বলতে লজ্জা নেই, বাবার যে দোষের কথা উল্লেখ করেছি সেই দোষ আমার ভাইয়ের মধ্যেও খানিকটা আছে। তাছাড়া সে ভেবে বলল—শিরপেঁচটা হাতছাড়া হলে হয়তো কথা উঠতে পারে এবং তা থেকে আসল ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে এবং ফলে আমরা বিপদে পড়তে পারি। যাই হোক অনেক করে বলে ওকে রাজি করানো গেল, মিস্ মরস্ট্যানের ঠিকানা বার করে কিছুকাল অন্তর এ শিরপেঁচ থেকে একটা করে মুক্তা খুলে তাঁর কাছে পাঠানোর ব্যাপারে, যাতে তাঁকে কোনো সময়েই আর্থিক সংকটে না পড়তে হয়।

আন্তরিকতার সঙ্গে হোম্‌স্ বললেন—এই কথাটা চিন্তা করে ভাবি, সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন—ভারি ভালো কাজ করেছেন আপনি।

প্রচুর আপত্তির স্বরে হাত তুলে তিনি বললেন—তা কেন, আমরা তো অছি ছাড়া কিছু নই, ব্যাপারটা আমি এইভাবেই নিয়েছি। যদিও ভাই বার্থলোমিউ ঠিক এভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছে না। আমাদের এমনিতেই প্রচুর অর্থ আছে তার বেশি আর আমি চাই না। তাছাড়া এক অনাথ তরুণীর সঙ্গে প্রতারণা করাটা হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক। এ বিষয়ে আমাদের মতান্তর এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে আমি ঠিক করি অন্যত্র ঘর ভাড়া করে থাকব, তাই পন্ডিচেরি লজ ছেড়ে উইলিয়াম আর বুড়ো খিতমদগারকে নিয়ে বেরিয়ে আসি আমি। কিন্তু কাল আমি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর পাই, যে গুপ্তধনের সন্ধান মিলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি মিস্ মরস্ট্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এখন আমাদের কাজ হল, শুধু নরউডে গিয়ে আমাদের অংশ দাবি করা। কালরাতে আমি বার্থলোমিউকে আমার এ মতামত জানাই,—সুতরাং বিশেষ বাঞ্ছিত না হলেও আমরা যে ওখানে যাচ্ছি এটা ও জানে।

এই বলে মি. ম্যাথিউস শোলটো থামলেন। কেউ অনেকক্ষণ আর কথা বলল না। হোম্‌স্ই সবার আগে চেয়ার থেকে উঠলেন। বললেন—ঠিকই করেছেন আপনি, একেবারে গোড়া থেকেই। হয়তো আমরা এর প্রতিদান এই রহস্যের ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারব। কিন্তু মিস্ মরস্ট্যান যা বলেছেন, সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গেছে, সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে কাজটা শেষ করাই ভালো।

গড়গড়ার নলটা খুব যত্নের সঙ্গে পাকিয়ে রেখে নবপরিচিত ভদ্রলোকটি একটা পর্দার পেছন থেকে একটা খুব লম্বা টপকোট বার করলেন যেটার কলার আর হাতার কাফ অ্যাস্ট্রাখান ভেড়ার চামড়ায় তৈরি। কোটের বোতামগুলো শক্ত করে লাগিয়ে, খরগোস চামড়ার যে টুপিটা মাথায় দিলেন সেটার প্রান্তভাগ নেমে এসে তাঁর কান পর্যন্ত ঢেকে দিল—কেবলমাত্র ফ্যাকাসে মুখটা দেখা যাচ্ছে এখন।

গলি দিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি, আমরা তাঁর পিছু পিছু। যেতে যেতে বললেন, আমার স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো নয়, একটুতেই ভেঙে পড়ে।

গাড়িটা তাদের অপেক্ষাতেই ছিল। এবং প্রোগ্রামও নিশ্চয় আগে থেকেই স্থির করা ছিল। কারণ সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি প্রচণ্ড বেগে চলতে লাগল। সমস্তক্ষণ গাড়িতে মি. শোল্‌টো কথা বলতে বলতে চললেন। বলেন—জানেন, ভারী চালাক বার্থলোমিউ। জানেন সে কেমন করে ধনরত্নের সন্ধান পায়? শেষপর্যন্ত সে এই সিদ্ধান্তে আসে যে নিশ্চয়ই তা বাড়িতে কোথাও না কোথাও লুকোনো আছে। তাই বাড়িটির প্রতিটি কোণ তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়। পুরু ছাদটা পর্যন্ত

www.pathagar.com

খোঁজা হল। আর সবচেয়ে উঁচু ছাদটায় একটা গর্তের সৃষ্টি করল সে। তখন আর একটা ছোটো চিলেকোঠাও আবিষ্কার হল। এই চিলে কোঠাটা একেবারে আঁটা ছিল, কেউ এটার কথা জানত না। এর ঠিক মাঝখানটায় ছিল ধনরত্নে ভরা সিন্দুকটা! দুটো বরগার ওপরে রাখা ছিল। সিন্দুকটা নামিয়ে আনার পর দেখা গেল তাতে ধনরত্নের মূল্য তার হিসাব মতো প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউন্ড।

ওয়াটসন আমতা আমতা করে অভিনন্দন জানালেন ভদ্রলোককে। আর মনে মনে ভাবছিলেন মিস মরস্ট্যানের অবস্থার পরিবর্তন হবে। আর তাকে গভর্নমেন্টের চাকরি করতে হবে না।

অবশেষে গাড়িটা একটা হেঁচকা টান দিয়ে থেমে গেল আর গাড়োয়ানটি এক লাফে নেমে দরোজা খুলে দিল।

এই হল পন্ডিচেরি লাজ্, মিস মরস্ট্যান। হাত ধরে তাঁকে নামাতে নামাতে মি. থ্যাডিউস শোলটো বললেন।

পাঁচ

পন্ডিচেরি লজ-এ দুর্ঘটনা

যখন ওয়াটসনরা পন্ডিচেরি লজে পৌঁছালেন, রাত তখন প্রায় এগোরোটা। তখন পশ্চিম থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া বইছিল, বড় বড় মেঘের টুকরো ধীরে ধীরে আকাশের প্রান্তে ভেসে চলেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে আধখানা চাঁদ উঁকি মারছিল।

পন্ডিচেরি লজ-ঘিরে খুব উঁচু পাথরের প্রাচীর, ভাঙা কাঁচের টুকরো সেই প্রাচীরের ওপরে। বাড়ির একমাত্র প্রবেশ-পথ হল একটা ছোট দরোজা, লোহার খিল, দেওয়া। সেই দরোজায় পথপ্রদর্শকটি ডাকপিওনের মতো শব্দ করলেন।

কে? রুক্ষ স্বরে কে যেন ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি, ম্যাকমার্ডো। এতোদিনে তো আমার করাঘাতের সংকেত তোমার বুঝতে পারা উচিত ছিল!

বিরক্তিসূচক বিড়-বিড় শব্দ তারপর তালায় চাবি ঘোরানোর আওয়াজ। ভারী দরোজাটা সরে গেল। এক প্রশস্তবক্ষ ব্যক্তি প্রবেশপথের কাছে ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে—বাতির হলদে আলো তার মুখে। আর সন্দেহ মাখা চোখে সে বলল,—ও, আপনি, মি. থ্যাডিউস? কিন্তু এঁরা কারা? এঁদের ঢুকতে দেবার হুকুম তো মনিব দেন নি!

সেকি, ম্যাকমার্ডো, অবাক করলে তুমি! কাল রাতেই তো আমি ভাইকে বলে এসেছিলাম যে আমার সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু আসবেন?

ম্যাকমার্ডো বলল—তিনি আজ সারাদিন ঘরেই ছিলেন। জানেনই তো, আমায় হুকুম মেনে চলতে হয়। আপনাকে ভেতরে আসতে দিতে পারি কিন্তু আর কারুর আজ ভেতরে ঢোকার হুকুম নেই।

দ্বিধাগ্রস্ত মি. থ্যাডিউস শোল্‌টো অসহায়ভাবে তাকাতে লাগলেন চারদিকে। তারপর বললেন—, এ তোমার বড় অন্যায়, ম্যাকমার্ডো। আমি যদি এঁদের সম্বন্ধে জামিন থাকি তাহলেই কি যথেষ্ট হল না? তাছাড়া এই তরুণীটি! এই সময়ে কি ওঁর পক্ষে এভাবে সরকারি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা চলে?

ম্যাকমার্ডো বলল,—অত্যন্ত দুঃখিত আমি মি. থ্যাডিউস। আপনার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু আমার মনিবের বন্ধু তো নাও হতে পারেন। কাজের জন্যে ভালো মাইনে পাই তাই আমার কাজ আমি করব। আপনার এই বন্ধুদের কাউকেই আমি চিনি না।

খুশির স্বরে হোম্‌স্ বললেন—চেনো বৈকি, খুব চেনো ম্যাকমার্ডো। আমি তো ভাবতেই পারি না তুমি আমায় ভুলে যাবে। মনে নেই সেই সৌখিন লড়িয়ের কথা, যে চার বছর আগে তোমার সাহায্য-রজনীতে তোমার সঙ্গে তিন রাউন্ড লড়ে ছিল?

www.pathagar.com

সেকি, মি. শার্লক হোম্‌স? প্রায় চীৎকার করে উঠল ম্যাকমার্ডো। হায় ঈশ্বর, কী করে আপনাকে চিনতে ভুল করলাম! অমন চুপচাপ ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে যদি শুধু এসে চোয়ালের নিচে একটা ক্রস হিট ঝাড়তেন, নিশ্চয় তাহলে চিনতে ভুল হতো না। বলতে পারি, আপনার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, আপনি হেলায় তা নষ্ট করেছেন। অনেক ওপরে এ লাইনে উঠতে পারতেন আপনি।

হোম্‌স্ বললেন—দেখলে ওয়াটসন, আর যদি কিছু না হয় তো অন্তত একটা বিজ্ঞানসম্মত বৃত্তি আমার সামনে খোলা রয়েছে। হাসতে হাসতে হোম্‌স্ বললেন—আচ্ছা, বন্ধু, নিশ্চয় আর তুমি আমাদের এখানে দাঁড় করিয়ে রাখবে না?

আসুন স্যার, আসুন আপনার বন্ধুদের নিয়ে।

একটা কাঁকর বিছানো পথ এক পাতিত জমির ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে। বাড়িটা চৌকো ধরনের, শ্রী ছাঁদ বলতে কিছু নেই। সমস্ত বাড়িটাই ছায়া ছায়া, কেবল চাঁদের আলো চিলকোঠার একটা ঘরের জানালায় এসে পড়েছে। বিরাট বাড়িটার অন্ধকারে আর মড়ার মতো স্তব্ধতায় বুক যে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। থ্যাডিউস শোল্‌টো পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, লণ্ঠনটা তাঁর হাতে কাঁপতে লাগল, ঝন্‌-ঝন্ করতে লাগল।

তিনি বললেন,—বুঝলাম না ব্যাপারটা নিশ্চয় কোথায় একটা গোলমাল কিছু হয়েছে। বার্থলোমিউকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলাম আমরা আসব, অথচ দেখুন, তার ঘরে পর্যন্ত আলো জ্বলছে না। জানি না, এর কী মানে হতে পারে!

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন,—উনি কি সবসময় এইভাবে বাড়ি পাহারার ব্যবস্থা করেন নাকি?

হ্যাঁ, ও বাবার রীতিই বজায় রেখে চলেছে। মানে, ওই-ই তো ছিল বাবার প্রিয় পাত্র। মাঝে মাঝে মনে হয় বাবা ওকে এমন কোনো খবর দিয়ে গেছেন যা, আমায় দেন নি। ওই যে, ওপরে বার্থলোমিউয়ের ঘরের জানালা; যেখানে চাঁদের আলো উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভিতরে কোনো আলো জ্বলছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

ঠিকই বলেছেন—হোম্‌স্ বললেন—তবে দরোজার পাশের ওই ছোট জানালায় এক ঝলক আলো চোখে পড়ছে।

ও, ওটা হল গৃহকর্ত্রীর ঘর। ওই যে মিসেস বার্নস্টোন বসে আছেন। ওঁর কাছেই সব জানা যাবে। কিছু মনে করবেন না, দু-এক মিনিট এখানে দাঁড়ান আপনারা, কারণ সব্বাই একসঙ্গে গেলে তিনি হয়তো চমকে যাবেন। কিন্তু চুপ্ চুপ্!

লণ্ঠনটা তিনি উঁচু করে ধরলেন। তার হাত কাঁপছিল। দুরু দুরু বুকে ওয়াটসনের কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিস্ মরস্ট্যান ওয়াটসনের কব্জি চেপে ধরলেন ভয়ে। অন্ধকার বিরাট বাড়িটা থেকে রাতের স্তব্ধতার মধ্যে এক বিষণ্ণ কাতর আওয়াজ।

শোল্‌টো বললেন—এ হল মিসেস বার্নস্টোনের গলা—উনিই এ বাড়ির একমাত্র স্ত্রীলোক। দাঁড়ান একটু এক্ষুনি আসছি।

দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে তিনি তাঁর বিশেষ ধরনে দরোজায় শব্দ করলেন। একজন দীর্ঘাকৃতি মহিলা চোখে পড়ল। তাঁকে দেখেই খুশিতে ডগমগ হয়ে মহিলাটি তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

আঃ, মি. থ্যাডিউস! ভারী খুশি হলাম আপনি আসায়। ভারি খুশি স্যার!

তাঁর এই পুনঃ পুনঃ আনন্দের উচ্ছ্বাস ওয়াটসনদের কানে আসতে লাগল যতোক্ষণ না দরোজাটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর তাঁর গলার আওয়াজ কেমন চাপা চাপা এক ঘেয়েমিতে পরিণত হল। লণ্ঠনটা শোল্‌টো ওয়াটসনদের কাছেই রেখে গেছিলেন। সেটা তুলে নিয়ে হোম্‌স্ ধীরে ধীরে দোলাতে লাগলেন আর উঁকি মেরে খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন বাড়িটা। উঠানে আবর্জনার স্তূপ দেখা গেল। মিস্ মরস্ট্যানের হাত ওয়াটসনের হাতে ওঁরা দুজনে চুপচাপ

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে ছিলেন। মনে হল, মরস্ট্যান যেন আশ্বাসের আশায় ওয়াটসনের হাতটা আঁকড়ে রয়েছেন।

হোম্‌স্ বললেন—চারদিক যে দেখছি তা রত্নসন্ধানীদেরই কাজ মনে হচ্ছে, ছয়-বছর ধরে ওঁরা এই সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই সব কথার মাঝে হঠাৎই মি. থ্যাডিউস শোল্‌টো সবেগে বেরিয়ে এলেন। তাঁর দু-হাত সামনের দিকে প্রসারিত। চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্কের প্রকাশ। বলে উঠলেন, নিশ্চয় বার্থলোমিউয়ের কিছু হয়েছে। আমার ভীষণ ভয় করছে! স্নায়ুর চাপ আর সহ্য করতে পারছি না। মহা আতঙ্কে তিনি প্রায় কেঁদে ফেললেন। মুখের ভাবে যে অনুনয় ফুটে উঠেছে অত্যন্ত ভীত শিশুর মুখেই তেমনটি দেখা যায়।

স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ, দৃঢ়কণ্ঠে হোম্‌স্ বললেন—চলুন ভিতরে যাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁ দিকে গৃহকর্ত্রীর ঘর। তাঁর পেছন পেছন ওয়াটসনরা সবাই গেলেন সেখানে বৃদ্ধা ভয়-পাওয়া মুখে অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন, মিস্ মরস্ট্যানকে দেখে আশ্বস্ত হলেন খানিকটা। বললেন,—আহা মিষ্টি মেয়ে, ঈশ্বর তোমার ভালো করুন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এমনভাবে বললেন, যেন হিস্টিরিয়ায় ভুগছেন—ভারী ভালো লাগছে তোমায় দেখে! সারাটা দিন কী ধকলই না গেছে!

মিস্ মরস্ট্যান তাঁর শীর্ণ হাতে হাত রেখে নারীসুলভ কিছু সান্ত্বনার কথা বললেন, আর তাতে দেখা গেল ভদ্রমহিলার নীরক্ত মুখে রংয়ের আভাস ফিরেছে। বললেন,—কর্তা ঘর বন্ধ করে রয়েছেন, কিছুতেই সাড়া দিচ্ছেন না। কখন ডাকবেন তাই সারাটা দিন বসে আছি। কারণ মাঝে মাঝে, একা-একা থাকতেই পছন্দ করেন তিনি। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগে আমার মনে হয়েছিল কিছু একটা হয়েছে, তাই চাবির গর্ত দিয়ে তাকালাম। যান মি. থ্যাডাউস, নিজেই আপনি একবার সুখে দুঃখে সঙ্গ দিয়েছি—কিন্তু এমন ভাব তাঁর মুখে আর কখনো দেখি নি!

বাতিটা নিয়ে হোম্‌স্ এগিয়ে চললেন—কারণ থ্যাডিউস শোল্‌টোর তখন দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। তিনি এমনই ঘাবড়ে গেছিলেন যে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় তাঁকে সাহায্য করতে হল। তাঁর দু-হাঁটু থর থর করে কাঁপছিল। দু-বার হোম্‌স্ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে লেন্স বার করে যেসব চিহ্ন সযত্নে পরীক্ষা করে দেখছিলেন তা ওয়াটসনের চোখে নারকোল ছোবড়ার কার্পেট বিছানো সিঁড়ির অতি সাধারণ ধূলো ছাড়া আর কিছুই মনে হল না। ধীরে ধীরে পা ফেলে হোম্‌স্ চলেছেন, বাতিটা নিচু করে এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে। মিস্ মরস্ট্যান ভয় পাওয়া মহিলাটির সঙ্গে পেছনে পড়ে গেলেন।

চারতলার সিঁড়িটা শেষ হয়েছে একটা লম্বা গলিপথে, সেই পথের বাঁদিকে তিনটি দরোজা। আর ডান দিকে ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে প্রকাণ্ড একটা ছবি। স্বভাবসিদ্ধ ধীর, সুশৃঙ্খলভাবে হোম্‌স্ এগিয়ে চলেছেন, আর ওয়াটসনরা তাঁর পিছু পিছু তৃতীয় দরোজায় শব্দ করেও যখন কোনো সাড়া পাওয়া গেল না তখন হোম্‌স্ হাতলটা ধরে জোর করে খোলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দরোজাটা ছিল ভেতর থেকে বন্ধ। বাতিটা আনতে দেখা গেল খিলটা যেমন চওড়া তেমনই মজবুত। চাবিবন্ধ থাকলেও ভেতরটা আবছা দেখা যাচ্ছিল। ঝুঁকে পড়ে সেখান দিয়ে তাকিয়েই হোম্‌স্ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন। বললেন—একটা অত্যন্ত নারকীয় ব্যাপার ঘটে গেছে ওয়াটসন। কী বুঝছ বল তো! এমন উত্তেজিত অবস্থায় হোম্‌স্‌কে আর কখনো দেখে নি ওয়াটসন।

ঝুঁকে পড়ে ফুটোটা দিয়ে তাকিয়েই ওয়াটসন মহা আতঙ্কে পেছিয়ে পড়লেন। চাঁদের আলো এসে ঘরে পড়েছে, সে আলোয় দেখা গেল, অবিকল মি. থ্যাডিউসের মতো একটা মুখ তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক হাসি সেই মুখে। দুটি মুখের এমন হুবহু মিল যে ওয়াটসনকে কয়েকবার পেছন ফিরে দেখে নিতে হল সত্যিই মি. থ্যাডিউস তাদের সঙ্গে আছেন কিনা! তখন মনে পড়ল তিনি বলেছিলেন যে তাঁরা দুই ভাই যমজ।

www.pathagar.com

হোম্‌স্ বললেন—ভেঙে ফেলতে হবে দরোজাটা। ওয়াটসনরা দুজনে একসঙ্গে দরোজাটায় ধাক্কা লাগালেন। হঠাৎ একটা শব্দ করে খুলে গেল দরোজাটা। ওয়াটসনরা বার্থলোমিউয়ের কামরায় ঢুকে পড়লেন।

ঘরটা যেন একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটরির মতো করে সাজানো। দরোজার সামনের দেওয়ালে দু-সার কাঁচের ছিপি লাগানো বোতল, আর টেবিলের ওপর বুনসেন বার্নার, আর টেস্ট টিউব আর যবযন্ত্রের রাশি। কোণে কোণে রয়েছে খড়ে মোড়া কাঁচের বোতল, তাতে নানা ধরনের অ্যাসিড। সেগুলোর একটা মনে হল যে ভেঙে গেছে, না হয় ফুটো হয়ে গেছে, কারণ কালো রঙের এক তরল পদার্থ তা থেকে বেরিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। কড়া গন্ধে বাতাস আমোদিত। একদিকে কয়েকটা সিঁড়ি খানিকটা তক্তা আর প্ল্যাস্টারের ভীড়ের মধ্যে। আর সেগুলোর ওপরে ছাদে একটা গর্ত যা দিয়ে একটা মানুষ সহজেই চলে যেতে পারে। সিঁড়িগুলোর নিচে অনেকখানি দড়ি এলোমেলোভাবে জড়ো করে রাখা।

টেবিলের পাশে একটা কাঠের আরাম কেদারায় পড়ে রয়েছেন গৃহকর্তা। মাথা তাঁর বাঁ কাঁদের ওপর ঝোলা আর মুখে সেই রহস্যময় ভয়ঙ্কর হাসি। তাঁর দেহ যেমন শক্ত আর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তাতে বোঝা যায়, বেশ কয়েকঘণ্টা আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। টেবিলের ওপর তাঁর হাতের কাছে রয়েছে একটা অদ্ভুত বস্তু—বাদামি রংয়ের একটা লাঠি, সেটার মাথায় একটা পাথর থাকায় কতোকটা হাতুড়ির মতো দেখাচ্ছিল। ধ্যাবড়া টোয়াইন সূতো দিয়ে সেটা কোনো মতো বাঁধা। সেটার পাশে এক টুকরো কাগজে টানা হাতে কি যেন লেখা। সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে হোম্‌স্ ওয়াটসনের হাতে দিলেন। লণ্ঠনের আলোয় ওয়াটসন দেখলেন—তাতে লেখা, 'চার হাতের স্বাক্ষর।'

মৃতের ওপর ঝুঁকে পড়ে হোম্‌স্ বললেন, হুঁ এইটাই আন্দাজ করেছিলাম। এই যে, দেখো—

মৃতের ঠিক কানের ওপর একটা কালো মতো লম্বা জিনিস চামড়ায় লাগানো।

ওয়াটসন বললেন—কাঁটা বলেই তো মনে হচ্ছে।

হোমস্ বললেন—হ্যাঁ, কাঁটাই বটে। তুলে নিতে পারো, তবে খুব সাবধানে, ওটায় বিষ মাখানো আছে।

ওয়াটসন সেটা দু-আঙুলে তুলে নিলেন। কাঁটাটা এতো সহজে বেরিয়ে গেল যে কোনো দাগই রইল না, শুধুমাত্র রক্তের সামান্য দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কাঁটাটা কোথায় ফোঁটানো ছিল।

হোম্‌স্ বললেন—মামলাটা এবার ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। আর কয়েকটা মাত্র হারানো সূত্র পেলেই সমস্ত মামলাটা স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

ঘরে ঢোকার পর থেকে মি. থ্যাডিউস শোলটো চুপচাপ দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন আতঙ্কিত মুখে। হাত মোচড়াচ্ছিলেন আর বিড় বিড় করে কি সব বকছিলেন। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলেন তিনি—চুরি গেছে—সমস্ত ধনরত্ন ওরা চুরি করেছে! এই গর্তটা দিয়ে আমরা দুজনে বাক্সটা এনেছিলাম। ওকে শেষ দেখা আমিই দেখি, কারণ কাল রাতে যখন চলে যাই, সিঁড়ি দিয়ে নামতে ওর দরোজায় চাবি ঘোরাবার শব্দ আমি পেয়েছিলাম।

কত রাত হবে তখন?

দশটা। ও তো মারা গেছে, এখন পুলিশ আসবে। নির্ঘাত সন্দেহটা পড়বে আমার ওপরে! কিন্তু আপনারা কী আমাকে সন্দেহ করছেন? বলুন? বলুন, তাই-ই যদি হতো তাহলে আপনার কী এখানে নিয়ে আসতাম? হায় ঈশ্বর, আমি বুঝি পাগল হয়েই যাব! আক্ষেপের, অতিশয্যে পাগলের মতো মি. থ্যাডিউস হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন।

দ্রয়ার্দ্র স্বরে হোম্‌স্ বললেন—কোনো ভয় নেই শোল্‌টো। তারপর তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন—আমার কথা শুনুন, গাড়ি করে থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আসুন। বলবেন আপনি সব রকমের সাহায্য করতে প্রস্তুত। যতোক্ষণ না ফিরছেন আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

www.pathagar.com

প্রায় বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো ছোটোখাটো মানুষটি হোম্‌সের কথা শুনলেন। অন্ধকারে টলতে টলতে তাঁর সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার আওয়াজ ওয়াটসনের কানে এল।

হাতে হাত ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে শার্লক হোম্‌স্ বললেন—ওয়াটসন, আধ ঘণ্টার মতো সময় এখন আমাদের হাতে আছে, এসো এর সদ্ব্যহার করা যাক্। আগেই বলেছি, এ রহস্যের সমাধান এরকম হয়েই গেছে। তবে, মনে রাখতে হবে, নিশ্চয়তার ফলে অসাবধান হলে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। এমনিতে সহজ সরল হলে কি হয়, হয়তো এর মধ্যে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র আছে। আচ্ছা, ওয়াটসন ওই কোণে গিয়ে বসো দেখি। লক্ষ্য রেখো, তোমার পায়ের ছাপ আবার ব্যাপারটাকে জটিল করে না তোলে। আচ্ছা, এবার শোনো। প্রথম প্রশ্ন, ওরা কীভাবে এল, গেলই বা কীভাবে? কাল রাত থেকে তো দরোজাটা খোলা হয় নি। আচ্ছা, জানালাটা? এই বলে তিনি বাতি হাতে গেলেন জানালার কাছে। যা যা লক্ষ্য করছেন বিড়-বিড় করে এমনভাবে বলছেন, যেন আমাকে নয়, নিজেকেই শোনাতে চান—জানালাটা ভিতর থেকে আটকানো, ফ্রেমটা মজবুত। পাশে কোনো কব্জা নেই। খোলা থাক। না, কাছে পিঠে কোনো জলের পাইপ নেই। ছাদটাও নাগালের বাইরে। অথচ কোনো মানুষ যে জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল তাতে সন্দেহ নেই। গত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল একটু এই যে, গোবরাটের কাছে একটা পায়ের ছাপ, আর এই একটা কাদামাখা গোল দাগ। এই আবার এখানে, আর টেবিলের কাছেও একটা দেখছ? চমৎকার না?

গোল; কাদামাখা চিহ্নগুলো স্পষ্ট। ওয়াটসন বললেন—এগুলো পায়ের ছাপ নয়।

কিন্তু এগুলোর মূল্য তার থেকে অনেক বেশি। একটা কাঠের পায়ের ছাপ।

এ তাহলে সেই লোক যার কাঠের পা।

ঠিকই বলেছ। কিন্তু সঙ্গে আর একজনও ছিল—যেমন চটপটে তেমনি কাজের লোক সে। ওই দেওয়ালটা বেয়ে তুমি উঠতে পারবে ডাক্তার?

ওয়াটসন খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। বাড়ির কোণটা তখনো চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল। মাটি থেকে ঘরটার উচ্চতা অন্তত ষাটফুট হবে। কোথাও পা রাখবার মতো একটুও জায়গা নেই। বললেন, না সে একেবারেই অসম্ভব।

হোম্‌স্ বললেন—ঠিক তাই, যদি কারুর সাহায্য না নেওয়া হয়। কিন্তু ধরো যদি কোনো বিশেষ বন্ধু এই কোণ থেকে এই শক্ত দড়িটার এক প্রান্ত দেয়ালের এই প্রকাণ্ড হুকটায় বেঁধে অপর প্রান্তটা নামিয়ে দেয় তাহলে কোনো চটপটে মানুষের পক্ষে বেয়ে ওঠা সম্ভব হতে পারে-কাঠের পা-ই হোক আর যাই-ই হোক। সে একই উপায়ে নেমেও যাবে। তারপর সেই বন্ধু দড়িটা হুক থেকে খুলে নেবে। তারপর ভিতর থেকে দরোজাটা এঁটে বন্ধ করে দিয়ে নেমে যাবে যেভাবে উঠে এসেছিল। ছোটো ছোটো ব্যাপার হিসেবে লক্ষ্য করা যেতে পারে দড়িটায় হাত দিয়ে হোম্‌স্ বললেন—আমাদের কাঠ পেয়ে বন্ধুটি বেয়ে ওঠবার পক্ষে যতোই করিৎকর্মাই হোক ঠিক নাবিক বলতে যা বোঝায় তা সে নয়—তার হাতে কড়া নেই যা সাধারণত নাবিকদের হাতে হয়ে থাকে। একাধিক রক্তের দাগ আমার লেন্সে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে এই শেষের দিকে—এ থেকে বুঝছি, বেগে দড়ি বেয়ে নামতে তার হাতের ছাল উঠে গেছে।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—তা না হয় হল, কিন্তু রহস্যটা ক্রমেই যে দুর্বোধ্য হতে চলেছে, এই রহস্যময় বন্ধুটিকে এবং কীভাবেই বা সে ঘরে ঢুকল?

চিন্তাগ্রস্তভাবে হোম্‌স্ বললেন—এ দেশের মামলার ইতিহাস এই চিত্তাকর্ষক মামলাটি নজির সৃষ্টি করেছে। যদিও অবশ্য এ ধরনের ঘটনা ভারতে, এবং যদি আমার ভুল না হয় তাহলে সেনাগাম্বিয়াতেও ইতিপূর্বে ঘটেছে!

ওয়াটসন আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কী করে তাহলে ও এখানে এল? দরোজায় চাবি দেওয়া জানালা দিয়ে আসা অসম্ভব। তবে কি চিমনি দিয়ে এসেছে?

প্রশ্নটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু ঝাঁঝরিটা ছোটো তাই তাও অসম্ভব।

তাহলে?

www.pathagar.com

মাথা নেড়ে হোম্‌স্‌ বললেন—আমার উপদেশ তো তুমি কাজে লাগাবে না? কতবার বলেছি অসম্ভবগুলোকে যখন নাকচ করে দিয়েছ তখন যা অবশিষ্ট থাকবে, যতো অস্বাভাবিকই হোক সেটাই ঠিক হবে।

আমরা জানি সে দরোজা দিয়ে, জানালা দিয়ে বা চিমনি দিয়ে আসে নি এবং এও জানি আগে থেকে ঘরের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহলে কী করে সে এল?

হোম্‌স্‌ আনন্দের সঙ্গে বললেন—নিশ্চয়! ঠিকই ধরেছ। আলোটা একটু তুলে ধরবে? এবার আমাদের তদন্তের ক্ষেত্র হবে উপরের ওই ঘরটা। যে গুপ্ত কক্ষে ধনরত্ন পাওয়া গেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে, একটা বরগা দু-হাতে ধরে তিনি দোল খেয়ে চিলেকুঠরিতে উঠে পড়লেন। সেখানে উবু হয়ে শুয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে ধরলেন বাতিটা আর ওয়াটসনও উঠলেন তেমনি করে। কুঠরিটা লম্বায় দশ ফুট আর চওড়ায় ছয়ফুটের মতো। বরগাগুলোর মাঝে যে ফাঁকাগুলো, সেগুলো পাতলা প্ল্যাস্টার দিয়ে ভরাট করে তৈরি হয়েছে এই কুঠরির মেঝে, যে জন্যে হাঁটতে হলে একটা কড়ি থেকে আর একটা কড়ি—এইভাবে পা ফেলতে হয়। ছাদটার একটা দিক ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে, বাড়ির আসল ছাদের ভিতরদিকটা সেটা। কোনোরকম আসবাবপত্র নেই এখানে, যুগ যুগের ধূলো পুরু হয়ে মেঝের ওপর পড়ে আছে।

নিচু হয়ে আসা দেয়ালে হাত রেখে হোম্‌স্‌ বললেন, এই দেখো, একটা গুপ্ত দরোজা, সেটা দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়! এটা ঠেললে খুলে যায়। এই দেখ, ছাদটা একটু একটু হয়ে ঢালু হয়ে এসেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পয়লা নম্বর লোকটি প্রবেশ করেছিল এইপথে। বাতিটা হোম্‌স্‌ মেঝেতে নামিয়ে দিতে সে রাতে ওয়াটসন এই নিয়ে দু-বার তাঁর মুখে চমকের আর বিস্ময়ের প্রকাশ লক্ষ্য করলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে যা দেখা গেল তা ওয়াটসনের শরীরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পায়ের স্পষ্ট অসংখ্য দাগে ঘরটা ভর্তি। কিন্তু সে দাগ সাধারণ মানুষের পায়ের দাগের অর্ধেক হবে কি না সন্দেহ।

ওয়াটসন বলে উঠলেন—হোমস্‌ হোম্‌স্‌ এ যে দেখছি একটা ছোটো ছেলের কাণ্ড!

মুহূর্তের মধ্যেই হোম্‌সের আত্ম-সংযম ফিরে এল। তিনি বললে, পলকের জন্যে খুবই ঘাবড়ে গেছিলাম। আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল তাই, নতুবা এ আমি আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারতাম। আর এখানে দেখবার কিছু নেই। চল, চল নিচে যাওয়া যাক্‌।

নিচে নেমে ওয়াটসনের কৌতূহল দমন করতে হোম্‌স্‌ বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনে হয় না, আর কিছু কাজের জিনিস এখানে মিলবে, তবু দেখাই যাক্‌ খোঁজ করে।

হোম্‌স্‌ লেন্সটা আর একটা মাপবার ফিতে বার করে তাড়াতাড়ি মাপজোখ শুরু করলেন—তাতে কখনো তাঁকে হাঁটু গেড়ে বসতে হচ্ছিল, কখনো এতো নিচু হতে হচ্ছিল যে তাঁর লম্বা সরু নাকটা প্রায় মাটি স্পর্শ করে। ক্ষুদ্র দুই চোখ ঝলমল করছে। এতো দ্রুত, এমন চোরের মতো তিনি চলাফেরা করছেন, যেন কোনো সুশিক্ষিত ডালকুত্তা গন্ধের সন্ধানে ফিরছে। মনে হল, আইনের স্বপক্ষে না করে যদি তিনি আইনের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি নিয়োগ করতেন, কী মারাত্মকই না হতে পারতেন তাহলে। খোঁজ করছেন তার নিজের মনে বিড়বিড় করে বকছেন।

শেষপর্যন্ত আনন্দের আতিশয্যে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলেন তিনি। বললেন, অত্যন্ত ভাগ্যবান আমরা সন্দেহ নেই। আর এখন বিশেষ অসুবিধে হবে না। পয়লা নম্বরটি দুর্ভাগ্যবশত বীজকারক ক্রিয়োজোটে পা দিয়ে ফেলেছে—এই তার ছোট পায়ের ছাপ। শিশিটা মাড়িয়ে ফেলায় মালটা বেরিয়ে পড়েছে।

ওয়াটসন বললেন,—তাতে কী হল?

উনি বললেন,—কী আর হবে, এই তো ধরেই ফেলেছি ওকে। তারপর বললেন—এমন একটা কুকুর আমি জানি যে এই গন্ধ অনুসরণ করে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাবে দরকার হলে। একপাল সাধারণ কুকুর যদি একটা হেরিং মাছের গন্ধ ধরে একটা পুরো জেলার ওপর

www.pathagar.com

দিয়ে চলে যেতে পারে, তাহলে ভেবে দেখো একটা শিক্ষিত কুকুর এমন কড়া গন্ধ ধরে কতোদূর যেতে পারে! এ তো খুব সহজ হিসেব হে! এতে করেই আমরা জানতে পারব—আরে, এই যে, আইনের সরকারি প্রতিনিধির দল।

ভারী পায়ের শব্দ আর উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে নিচের তলা থেকে। তারপর শোনা গেল হলঘরের দরোজার সশব্দে বন্ধ হওয়ার শব্দ।

হোমস বললেন—ওরা আসবার আগে বেচারার হাতের এখানে আর পায়ের এখানে হাত দিয়ে দেখো তো! কেমন মনে হচ্ছে?

মাংস পেশীগুলো কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে।

ঠিকই বলেছ। সাধারণত যেমনটা হয় তার থেকে অনেক বেশি সঙ্কোচন এক্ষেত্রে হয়েছে। এই ব্যাপারের সঙ্গে মিশেছে ওর মুখের ওই বিকৃতি, যাকে বলা যায় 'শ্লেষপূর্ন' হাসি। এ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে করছ? মৃত্যু হয়েছে কোনো অত্যন্ত শক্তিশালী উদ্ভিজ্জ ক্ষারীয় পদার্থ থেকে—স্ট্রিকনিন জাতীয় কোনো পদার্থই হবে যা থেকে ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়। মুখের মাংসপেশীগুলোর সংকোচন লক্ষ্য করে প্রথম দর্শনেই ওয়াটসনের মনেও ওই ধারণাই হয়েছিল। ঘরে ঢুকে প্রথমেই আমি খোঁজ করেছিলাম কীভাবে বিষটা শরীরে প্রবেশ করে। দেখেছ তো একটা কাঁটা আমি মাথার খুলিটায় আবিষ্কার করি যেটা ছুঁড়ে বা গেঁথে দেওয়া হয়েছিল এবং আলগাভাবেই। লক্ষ্য করবে লোকটি সিধে হয়ে বসে থাকলে কাঁটাটা যেখানে ফুটত সে জায়গাটা ঠিক ছাদের ওই গর্তের দিকে ফেরানো থাকত।

আচ্ছা, এবার কাঁটাটা, পরীক্ষা করো দেখি।

আস্তে আস্তে ওয়াটসন কাঁটাটা তুলে নিলেন।

তারপর সেটা লণ্ঠনের সামনে ধরলেন। কাঁটাটা সুদীর্ঘ, তীক্ষ্ণ আর কালো রংয়ের, ছুঁচলো দিকটা চকচকে, যেন কোনো চটচটে জিনিস শুকিয়ে রয়েছে সেখানে। আর ভোঁতা দিকটা ছুরি দিয়ে গোল করে কেটে দেওয়া। জিজ্ঞাসা করলেন—এ কাঁটা কি ইংল্যান্ডের?

হোম্‌স্ বললেন—না, কখনো না।

এইসব খুঁটিনাটি থেকে আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত। কিন্তু এই যে, সরকারি বাহিনী আমরা যারা বেসরকারি আমাদের এখন পিছিয়ে যাওয়াই ভালো হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন।

ইতিমধ্যেই পায়ের শব্দগুলো ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছিল, তারপর গলিতে বেশ জোরে জোরে শোনা গেল। পরক্ষণেই একজন খুব গাঁট্টাগোট্টা, ধূসর পোশাক পরা জমকালো মানুষের ভারি পা ফেলে প্রবেশ। তাঁর মুখখানি পোষাক পরা এক ইনস্পেক্টর, আর তাঁর পেছনে থ্যাডিউস শোলটো। তাঁর কাঁপুনি তখনো বন্ধ হয় নি।

চাপা, রুদ্ধ স্বরে লোকটি বলে উঠল, কী কাণ্ড, কী বিশ্রী কাণ্ড! কিন্তু এতো লোক, এরা কারা! বাব্বাঃ, খরগোসের গর্তেও যে এতো প্রাণী থাকে না!

আমায় চিনতে পারছেন না, অ্যাথেলনি জোন্‌স?

শান্তভাবে হোমস্ বললেন।

হাঁস্-ফাঁস করতে করতে তিনি বললেন—নিশ্চয় চিনি বৈকি! কল্পনা বাগীশ শার্লক হোম্‌সকে চিনব না? বিশপগেট ধনরত্নের মামলায় কার্যকারণ আর যুক্তিপ্রয়োগ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা ঝেড়ে ছিলেন সে আমি কোনোদিনই ভুলব না! অবশ্য আপনি ঠিক সূত্রটাই আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিশ্চয় স্বীকার করবেন তাতে আপনার কোনো বাহাদুরি ছিল না, নিতান্ত কপালগুণেই লেগে গেছিল।

কেন, ওতো অতি সহজ যুক্তিপ্রয়োগের ব্যাপার ছিল।

আরে ছাড় ন ছাড় ন, স্বীকার করতে লজ্জা কিসের?

রূঢ় বাস্তব এ মশাই, কল্পনা বিলাসীর কাজ নয়। কী ভাগ্যি আমি আর একটা মামলা নিয়ে নরউডে চলে গেছিলাম! খবরটা যখন এল আমি তখন অফিসে। কিসে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়?

www.pathagar.com

নীরস কণ্ঠে হোম্‌স্‌ বললেন—উঁহু, এ আদৌ কল্পনাবিলাসীদের জন্যে নয়।

তা তো বটেই। কিন্তু তাহলেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে মাঝে মাঝে আপনি ঠিক পথেই চলেন। আরে, দরোজা বন্ধ, এটা না হয় বোঝা গেল, দশ লক্ষ পাউন্ড দামের ধনরত্ন চুরি গেছে—আচ্ছা, জানালাটার ব্যাপার কী?

বন্ধ ছিল, তবে, সেখানে পায়ের দাগ পাওয়া গেছে। তা' বন্ধই যখন ছিল তখন আর পায়ের দাগ নিয়ে কী হবে, এতো সাধারণ কথা। মানুষটা তো হঠাৎও মারা যেতে পারে। কিন্তু ধনরত্ন তাহলে চুরি যাবে কী করে? ওহো, একটা ধারণা আমার মাথায় এসেছে—জানেন, এহেন ধারণা বিদ্যুৎ চমকের মতোই মাঝে মাঝে আমার মাথায় আসে। বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তো ইন্সপেক্টর, আর আপনিও জানেন, মি. শোল্‌টো। আপনার বন্ধুটি থাকলে আপত্তি নেই। আপনার কী মনে হয় মি. হোম্‌স্‌? মি. শোল্‌টো নিজেই বলছেন তিনি গত রাতে ভাইয়ের কাছে ছিলেন। ভাইয়ের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তিনি ধনরত্নের বাক্সটা নিয়ে চম্পট দেন, কী বলেন?

হ্যাঁ আর তারপর মৃত ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে ভিতর থেকে দরোজাটা বন্ধ করে দেন।

হুম্‌, ওখানে আবার একটা গলদ থেকে যাচ্ছে। আচ্ছা, একটু সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে দেখা যাক্‌। থ্যাডিউস শোল্‌টো তাঁর ভাইয়ের কাছে ছিলেন, এবং ওঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়—এ পর্যন্ত আমরা জানি। ভাইটি মারা যায়, ধনরত্নও উধাও হয়। এ পর্যন্ত আমাদের জানা। থ্যাডিউস চলে যাওয়ার পর আর কেউ দেখে নি ভাইকে। তাঁর বিছানায় শোওয়ার কোনো চিহ্ন নেই। স্বভাবতঃই থ্যাডিউসের মনে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। তাঁর চেহারা—কি বলে খুব যে সুন্দর তা নয়। বুঝছেন তো, আমি থ্যাডিউসকে ঘিরে জাল বিছাচ্ছি, এবং ক্রমেই তা তাঁর ওপর চেপে বসছে।

হোম্‌স্‌ বললেন—ঘটনাগুলো এখনো আপনি সব জানেন না। এই যে কাঠের করোটা দেখছেন, যেটাকে বিষাক্ত মনে করার আমার যথেষ্ট কারণ আছে, এটা ছিল তার মাথার খুলির এই জায়গায় যেখানে এখনো তার চিহ্ন রয়েছে। এই লেখা কার্ডটা ছিল টেবিলের ওপরে আর তার পাশেই ছিল এই অদ্ভুত পাথর-লাগানো বস্তুটা। সব কীভাবে আপনার ধারণার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে?

খুব ডগ্‌মগ্‌ করে গোয়েন্দাটি বললেন—সব দিক দিয়েই। ভারত থেকে আনা অসংখ্য বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য বস্তু এই বাড়িতে। এ সবই থ্যাডিউসকে আকর্ষণ করে। এবং ওটা যদি বিষাক্ত হয় তাহলে তো ভাইকে হত্যা করার উদ্দেশ্য অন্য কোনো লোকের মতোই ওঁরও থাকতে পারে। এ কার্ডটা একটা বাজে জিনিস। ধাঁ ধাঁ সৃষ্টি করার জন্যেই এটা। একমাত্র প্রশ্ন এখন হলো, কী করে তিনি বেরোলেন এখান থেকে। হ্যাঁ, এই তো ছাদে একটা গর্ত রয়েছে।

অতো বড়ো শরীর নিয়ে চটপট করে তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গলে গেলেন চিলকোঠায় এবং পর মুহূর্তেই তাঁর উল্লসিত চিৎকার ওয়াটসনদের কানে এল। গুপ্ত দরোজাটা আবিষ্কার করেছেন তিনি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোম্‌স্‌ বললেন—কোনো কোনো জিনিস লক্ষ্য করা অসম্ভব নয় ওঁর পক্ষে। মাঝে মাঝে ওঁর মধ্যে যুক্তির ঝলকও দেখা যায়।

নেমে এসে অ্যাথেলনি জোন্‌স্‌ বললেন—কী জানেন, নিছক ধারণার থেকে প্রকৃত তথ্যের দাম বেশি। এ মামলা সম্বন্ধে আমার মত যে ঠিক, তার আরো প্রমাণ পেলাম। জানেন, ছাদের সঙ্গে যুক্ত একটা গুপ্ত দরোজা আছে। সেটা ঈষৎ খোলা।

আমিই খুলেছি ওটা।

তাই নাকি? দেখেছিলেন তাহলে? একটু মুষড়ে পড়লেন উনি। বললেন,—যাই হোক, যেই ওটা আবিষ্কার করুক, জানা গেল কীভাবে সে বরিয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর!

গলি থেকে শোনা গেল—'আজ্ঞে'।

www.pathagar.com

মি. শোল্‌টোকে আসতে বল। মি. শোলটো, আপনাকে আমার মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে, যা আপনি বলবেন ইচ্ছে করলে তা আমরা আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারব। মহারাণীর নামে আমি আপনাকে আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে গ্রেপ্তার করছি।

দেখলেন তো, বলি নি আমি? হাত ছুঁড়ে একে একে ওয়াটসনদের দিকে করুণ স্বরে বলে উঠলেন বেচারা।

হোম্‌স্‌ বললেন—ঘাবড়ারেন না। আশা করি আপনাকে মুক্ত করতে পারব।

অতো বেশি আশা করবেন না মি. কল্পনা বিলাসী, বলে উঠলেন ডিটেকটিভটি,—যতোটা ভাবছেন তার থেকে অনেক বেশি শক্ত জানবেন।

শুধু ওঁকে মুক্ত করে আনা নয়, যে দুই ব্যক্তি কাল রাতে এই ঘরে প্রবেশ করেছিল তাদের একজনের নাম আর বর্ণনাও আপনাকে দান করছি। তার নাম, আমার ধারণা, জোনথান স্মল। লোকটি বিশেষ শিক্ষা পায় নি, বেঁটেখাটো চটপটে, তার ডান পা নেই—সেই পা কাঠের, সেই কাঠের পায়ের ভিতরের দিকটা ক্ষয়ে গেছে, তার বাঁ পায়ের বুটের সোলটা থ্যাবড়া, সামনের দিকটা চৌকা। আর গোড়ালীতে লোহার পাত। লোকটি মধ্যবয়সী, খুব রোদ পোড়া, এবং এককালে জেল খেটেছিল। এই কয়েকটা ইঙ্গিত দিচ্ছি, হয়তো কাজে লাগতে পারে, আর সেই সঙ্গে জানাই তার হাতের চেটোর বেশ খানিকটা চামড়া চলে গেছে। আর অন্য যে লোকটা—

ও আবার অন্য লোক! কথাটা টিটকিরির সুরে বললেও জোন্‌স্‌ যে হোম্‌সের বর্ণনায় স্পষ্টতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হল না।

সে একটু অদ্ভুত চেহারার। গোড়ালীতে ভর দিয়ে পেছন ফিরে হোম্‌স্‌ বললেন—আশা করি খুব তাড়াতাড়িই আমি এই দুজনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতে পারব। একটা কথা আছে ওয়াটসন।

ওঁর পিছু পিছু ওয়াটসন সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত গেলেন। হোম্‌স্‌। বললেন—দেখো, এই অভাবিত ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে নিয়ে গেছে।

ওয়াটসন বললেন—আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। এই বাড়ির মৃত্যুর পরিবেশের মধ্যে মিস্‌ মরস্ট্যানের থাকা উচিত নয়, কী বল?

ঠিক বলেছ। ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দাও তুমি। উনি থাকেন লোয়ার ক্যাম্বারওয়েলে, মিসেস সিসিল ফরেস্টারের সঙ্গে—বেশি দূরে নয় সে জায়গা। যদি ফিরে আসো তো তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি। না কি, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

না, না, মোটেই না, ওয়াটসন বললেন—এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে আরো কিছু খবর না জেনে আমার বিশ্রাম নেই। জীবনের রূঢ়তার কিছু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, কিন্তু সত্যি বলছি, যেভাবে এইসব অদ্ভুত ঘটনার এতো অল্প সময়ের মধ্যে একটার পর একটা ঘটে গেল তাতে ওয়াটসনের সমস্ত স্নায়ু একেবারে বিধ্বস্ত হতে বসেছে।

হোম্‌স্‌ বললেন—তুমি থাকলে আমার প্রচুর সুবিধে হবে ওয়াটসন। একসঙ্গে দুজনে স্বাধীনভাবে কাজ করব। আর ওদিকে জোন্‌স্‌ তাঁর আকাশ-কুসুম তৈরির আনন্দে মশগুল হয়ে থাকবেন। মিস্‌ মরস্ট্যানকে পৌঁছে দিয়ে তুমি যেও ল্যামবেথে ৩নং পিনচিন লেনে। ডানদিকের তৃতীয় বাড়িটা যার, তার পেশা হল মরা পাখির ছালের ভিতর কিছু পুরে ভরাট করে রাখা। তার নাম শারম্যান। দেখবে একটা নেউল একটা খরগোসকে ধরে জানালার কাছে রয়েছে। দরোজা ঠেলে জাগাবে বুড়ো শারম্যানকে। তারপর তাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলবে যে, এক্ষুনি তোমার 'টেবি'-কে চাই। টেবিকে নিয়ে গাড়ি করে চলে আসবে তুমি।

কুকুর বুঝি?

হ্যাঁ, অদ্ভুত একটা দো-আঁশলা সে, অত্যন্ত প্রখর তার ঘ্রাণশক্তি। লন্ডনের সমস্ত ডিটেকটিভের চেয়েও একা টেবির দাম আমার কাছে বেশি।

ঠিক আছে আনছি। এখন রাত একটা, রাত তিনটের আগেই হয়তো ফিরে আসতে পারব যদি ভালো ঘোড়া পাই।

www.pathagar.com

সাত

পিপে ঘটিত ঘটনা

পুলিশের লোকেরা একটা গাড়ি নিয়ে এসেছিল। সেই গাড়িটায় করে ওয়াটসন মিস্ মরস্ট্যানকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে চললেন। নারীসুলভ অপূর্ব ধৈর্যের সঙ্গে মিস্ মরস্ট্যান এইসব বিপদ-আপদ শান্ত মুখে বহন করেছেন। গাড়িতে উঠে কিন্তু তিনি প্রথমে অবসন্নের মতো হয়ে গেলেন, আর তার পরেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রাতের এই অভিযানের ধকল তাঁর ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে।

মিসেস্ সিসিল ফরেস্টারের ওখানে পৌঁছাতে রাত প্রায় দুটো হয়ে গেল। বেশ কয়েক ঘণ্টা হল ভৃত্যরা ঘুমাতে গেছে, কিন্তু মিসেস ফরেস্টার মিস্ মরস্ট্যানের অপেক্ষায় বসেছিলেন—সংবাদটার বৈচিত্র্যের এতোই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। নিজে খুললেন দরোজাটা। ভদ্রমহিলা মধ্যবয়সী, তাঁর চেহারায় লালিত্য আছে। ভারী খুশি হলেন ওয়াটসন যখন তিনি অত্যন্ত কোমলভাবে দু-হাতে মিস্ মরস্ট্যানের কোমর জড়িয়ে ধরলেন ও মায়ের মতো স্নেহপূর্ণ স্বরে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। পরিষ্কার বোঝা গেল সম্পর্কটা ঠিক বেতনভুক গভর্নেস মনিবের নয়, বরং পরম বন্ধুর মতো। ওয়াটসনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন, সমস্ত অভিযানের কাহিনীটা তাঁকে শোনাতে। ওয়াটসন তাঁর কাজের গুরুত্বটা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—পরে এসে মামলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে সব খবর তাঁকে জানিয়ে যাবেন। এখন সময় নেই।

তারপর ল্যামবেথের নিচের দিকে একসার দোতলা ইঁটের বাড়িতে ঘেরা পিনচিন লেনে ওয়াটসন পৌঁছালেন। ৩নং বাড়িতে কিছুক্ষণ শব্দ করার পর তবে সাড়া পাওয়া গেল। শেষপর্যন্ত একটা মোমবাতির আলো দেখা গেল, আর ওপরের জানালায় একটা মুখ।

লোকটি বলল—বেরোও, ব্যাটা মাতাল, ভবঘুরে! আবার যদি হল্লা করো এক্ষুনি কেনেল খুলে তেতাল্লিশটা কুকুর লেলিয়ে দেব।

ওয়াটসন বললেন—একটা কুকুরের জন্যেই আমি এসেছি। দিন সেটা বার করে।

লোকটি চেঁচিয়ে উঠে বলল—বেরোও, বোরোও! নইলে এক্ষুনি একটা হাতুড়ি মাথায় ছুঁড়ে মারব।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু একটা কুকুর আমার সত্যিই চাই।

তর্ক কোরো না! চেঁচিয়ে উঠল শ্যারম্যান। সরে যাও বলছি! যেই তিন গুনব সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়িটা তোমার মাথায় পড়বে।

ওয়াটসন শুরু করলেন—'মি. শার্লক হোম্‌স্'—কথাটার মধ্যে এমন একটা যাদু ছিল যে সঙ্গে সঙ্গে জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল, আর মিনিট খানেকের মধ্যেই দরোজাটা খুলে গেল। দেখা গেল শারম্যান লোকটি বুড়ো, রোগা, লম্বা, তাঁর দু-কাঁধ ঝুলে পড়া, চোখের চশমা হালকা নীল। বললেন, শার্লক হোম্‌সের কোনো বন্ধু আমার কাছে সব সময়তেই স্বাগত আসুন, আসুন ভিতরে। সাবধান, বেজিটা কামড়ায় কিন্তু! একটা বেজি তার খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে শয়তানি মাথা-মুখ আর লাল চোখ বার করে দিয়েছিল, তাকে লক্ষ্য করে এই কথাটা বললেন। তারপর বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্যে আমি দুঃখিত।—কী জানেন, ছোঁড়াগুলো ভারি পেছনে লাগে অনেক রাত পর্যন্ত এসে জ্বালাতে থাকে। তা, মি. হোম্‌স্ কী চান?

আপনার একটা কুকুর তিনি চান।

ও! তাহলে নিশ্চয়ই টেবিকেই তাঁর দরকার।

হ্যাঁ টেবির কথাই তো বলছিলেন।

মোমবাতি হাতে শারম্যান ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন, চারদিকের জীবজন্তুদের মধ্যে দিয়ে। স্বল্প আলোয় যেন অস্পষ্ট চোখে পড়ছে, চারদিক থেকে উঁকি মারছে অনেকগুলো ঝলমলে চোখ। এমনকি বরগাগুলোর ওপরেও গুরুগম্ভীর মোরগ-মুরগির সার।

www.pathagar.com

দেখা গেল, টেবি একটা কুৎসিত কুকুর। তার লোম বড় বড়, কান ঝুলে পড়া—কানিকটা স্প্যানিয়েল আর খানিকটা লার্চারের সংমিশ্রণ। গায়ের রং বাদামি আর সাদা, অত্যন্ত বেঢপ তার চলন। এক ডেলা চিনি শারম্যান ওয়াটসনের হাতে দিয়েছিলেন কিছুক্ষণ ইতঃস্ততঃ করার পর সে সেটা খেয়ে ফেলল। ব্যস, ভাব হয়ে গেল। ঠিক ওয়াটসনের পিছু পিছু এল। পথেও কোনো ঝামেলা করে নি। পন্ডিচেরি লজে যখন ওয়াটসন ফিরে এলেন, প্রাসাদের গড়িতে তখন ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। এসে শুনলেন যে ম্যাকমার্ডোকে দুষ্কৃতকারীর সহকর্মী হিসেবে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। তাকে আর মি. শোল্‌টোকে হাঁটতে হাঁটতে নিয়ে গেছে। দুজন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছিল গেটে হোম্‌সের নাম করায় তারা ওয়াটসনকে কুকুরটা নিয়ে ঢুকতে দিল।

হোম্‌স্ দরোজায় দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিয়ে পাইপ টানছিলেন। বললেন, এই যে, এসে গেছ। কুকুটাকেও পেয়ে গেছ—বেশ। অ্যাথেলনি জোন্‌স্ চলে গেছেন। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে প্রচুর কর্মতৎপরতা দেখা গেছে। কেবলমাত্র মি. থ্যাডিউস শোলটোকেই নয়, দারোয়ানকে গৃহকর্ত্রীকে আর ভারতীয় ভৃত্যটিকেও জোন্‌স্ ধরে নিয়ে গেছেন। ওপরে একজন সার্জেন্ট আর আমরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। কুকুরটাকে এখানে রেখে আমার সঙ্গে ওপরে চল।

হলঘরের টেবিলের পায়ায় টেবিকে বেঁধে রেখে হোমসরা আবার সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেলেন। ঘরটা তেমনই রয়ে গেছে, কেবল মৃত দেহটার ওপর একটা কাপড় চাপা দেওয়া হয়েছে। ঘরের এক কোণে সার্জেন্টটি দেওয়ালে হেলান দিয়ে ক্লান্ত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে।

হোম্‌স্ বললেন—তোমার লণ্ঠনটা দাও তো সার্জেন্ট। আচ্ছা, এবার এই কার্ডটা আমার ঘাড়ে এমন করে বেঁধে দাও দেখি যাতে সেটা আমার সামনে ঝুলতে থাকে ধন্যবাদ। এবার আমি জুতো মোজা খুলে ফেলছি। ওগুলো ওখানে রেখে দাও ওয়াটসন। আমি এমন একটু বেয়ে ওঠার চেষ্টা করব। আর আমার রুমালটা ক্রিয়োজোটে ডুবিয়ে দাও। বেশ, এবার একটু আমার সঙ্গে চিলকোঠায় এসো দেখি।

গর্তটা দিয়ে ওয়াটসনরা, ওপরে উঠে গেলেন, আবার হোম্‌স্ ধূলোয় পায়ের দাগগুলোর ওপর আলো ফেললেন। উল্লেখযোগ্য কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছ ওয়াটসন?

ওয়াটসন একটু ভেবে নিয়ে বললেন—দাগগুলো হয় কোনো শিশুর, কিংবা কোনো স্ত্রীলোকের।

না, না, সাইজ বাদ দিয়ে আর কিছু উল্লেখযোগ্য দেখতে পাচ্ছ কি না বল।

সাধারণ পায়ের দাগের মতোই দেখছি।

মোটেই না। এই দেখ, এই একটা ডান পায়ের ছাপ। আচ্ছা, এবার আমি এর পাশে আমার খালি পায়ের ছাপ রাখছি। বল তো প্রধান পার্থক্যটা কী?

তোমার ছাপের আঙুলগুলো সব এক জায়গায় জড়ো করা। আর ও ছাপটার প্রত্যেকটি আঙুল স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

এবার ওই জানালাটার কাছে গিয়ে ফ্রেমের ধারটা শুঁকে দেখবে একটু? আমি কিন্তু এখানেই থাকব। কারণ এই রুমালটা আমার হাতে রয়েছে।

ওয়াটসন হোম্‌সের আদেশ পালন করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আলকাতরার মতো একটা কড়া গন্ধ পেলেন তিনি।

বেরিয়ে যাবার সময় সে ওইখানেই পা দিয়েছিল। তুমি পর্যন্ত যখন গন্ধটা পাচ্ছ তখন টেবির পক্ষে নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা হবে না। যাও এবার, একদৌড়ে গিয়ে কুকুরটাকে খুলে দাও। আর খোঁজ করো ব্রনডিন কোথায়।

ওয়াটসনের নিচে যেতে যতোটুকু সময় লেগেছে ততোক্ষণে হোম্‌স্ ছাদে উঠে গেছেন, ছাদের ধার দিয়ে তাঁর খুব ধীরে ধীরে গুঁড়ি মারাও ওয়াটসনের চোখে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল কয়েকটা চিমনির আড়ালে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যখন ওয়াটসন ছাদে গেলেন, দেখা গেল ছাদের আলসের এক কোণে বসে আছেন তিনি।

www.pathagar.com

বলে উঠলেন—ওয়াটসন নাকি?

হ্যাঁ।

এইটিই হল জায়গাটা। নিচের ওই কালো জিনিসটা কী?

একটা জলের পিপে।

ওটার ওপর দিকটা বুঝি?

হ্যাঁ।

কোনো মই-টই নেই?

না।

নিকুচি করেছে। এ যে একেবারে প্রাণ হাতে করা ব্যাপার! তা, যেখানে ও বেয়ে উঠতে পারে সেখান থেকে তো আমার নেমে আসতে পারা উচিত। জলের পাইপটা বেশ মজবুত বলেই মনে হচ্ছে, দেখাই যাক তাহলে।

ওঁর পা দুটো ছটফট করতে লাগল, আর লক্ষ্য করে দেখা গেল লণ্ঠনটা দেওয়ালের পাশ দিয়ে নেমে আসছে একটু একটু করে। তারপর ছোট একটা লাফ মেরে তিনি পিপেটার ওপর পড়লেন। আর সেখান থেকে মাটিতে।

হোম্‌সের কর্মপন্থা অনুসরণ করা সহজ। তিনি সোজা আর জুতো জোড়া টেনে তুলতে তুলতে বললেন—আর তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছিল এইটে। এতে প্রমাণ হচ্ছে আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল, তোমরা যাকে বল নির্ভুল ডায়াগনসিস। একটা রং করা বস্তু তিনি ওয়াটসনের সামনে তুলে ধরলেন, ঘাসে বোনা একটা থলে সেটা। কতোগুলো কেঁটে কেঁটে পুঁতিল মতো বস্তু সেখানে গাঁথা রয়েছে—কতোকটা সিগারেট কেসের মতো। তার ভিতরে গোটা কয়েক কালো কাঠের কাঁটা—যেরকম বার্থলোমিউ শোলটোকে বিঁধেছিল। খুব সাবধান, ফুটে যায় না যেন! ভারী খুশি হলাম ওগুলো পেয়ে। এবার ওয়াটসন আমাদের মাইল ছয়েক পথ হাঁটতে হবে। পারবে?

ওয়াটসন বললেন—নিশ্চয়ই।

আয়রে টেবি, লক্ষ্মীটি, শোঁক্ এটা ভালো করে শোঁক। এই বলে হোম্‌স্ ক্রিয়োজোটে (বীজবারক তৈল পদার্থ বিশেষ) ডুবিয়ে রুমালটা ধরলেন টেবির নাকের নিচে। রোমশ বা দুটো ফাঁক করে অত্যন্ত হাস্যকর ভঙ্গীতে মাথা খাড়া করে দাঁড়াল কুকুরটা। যেন খুব সমঝদারের মতো কোনো বিখ্যাত মদের ঘ্রাণ পরখ করছে। তারপর হোম্‌স্ রুমালটা খানিকটা দূরে ছুঁড়ে ফেললেন, কুকুরটার কলারে একটা মজবুত দড়ি বাধলেন, তারপর তাকে নিয়ে চললেন জলের পিপেটার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সে কাঁপা গলায় পর-পর কয়েকটা ডাক ছাড়ল আর পা মাটিতে রেখে আর ল্যাজ আকাশে তুলে এমন বেগে এগোতে লাগল যে সে টানে ওয়াটসনদের খুব জোরেই চলতে হল!

পূব আকাশ ফরসা হয়ে আসছে একটু একটু করে, ভোরের ঠাণ্ডা ধূসর আলোয় খানিকটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চৌকো মজবুত বাড়িটা তার কালো কালো খালি জানালা আর উঁচু উঁচু খালি দেওয়াল নিয়ে ওয়াটসনদের পেছনে নিঃসঙ্গভাবে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াটসনরা চলেছেন মাঠের ওপর দিয়ে অনেক খোঁদল আর এবড়ো খেবড়ো জমি পার হয়ে। মাটির ঢিবি আর অস্পষ্ট আগাছা এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকার ফলে জায়গাটাকে মনে হচ্ছে অপয়া।

সীমানার দেয়ালের কাছে এসে টেবি খুব ব্যগ্র ভাবে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করতে করতে সেটার ছায়া দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে চলেছে, থামল শেষপর্যন্ত একটা বুনো গাছের কাছে এসে। দুই দেওয়ালের সংযোগস্থলে অনেকগুলো ইঁটখোলা, সেই ফাঁকের নিচের দিকটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গোল হয়ে এসেছে, অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে প্রায়ই সেটাকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। টেবিকে ওয়াটসনের কাছ থেকে নিয়ে হোম্‌স্ উঠলেন সেটা বেয়ে। তারপর কুকুরটাকে ওপারে নামিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

ওয়াটসনও তাঁর পাশাপাশি বেয়ে উঠলেন। হোম্‌স্‌ বললেন—ওই দেখো, কাঠের পা মানুষটার হাতের চাপ। সাদা পলেস্তরার ওপর সামান্য রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। কী ভাগ্যি কাল থেকে বিশেষ জোরে বৃষ্টি হয় নি! ওরা আটচল্লিশ ঘন্টা এগিয়ে থাকলে কী হয়, গন্ধটা রাস্তা থেকে মিলিয়ে যাবে না। টেবি একটুও ইতস্তত না করে নিজস্ব ভঙ্গিতেই চলেছে। অর্থাৎ বুঝতে হবে, ক্রিয়োজোটের কড়া গন্ধ অন্য সমস্ত গন্ধ ছাপিয়ে ওর কাছে পৌঁছেছে।

হোম্‌স্‌ বললেন—তা বলে কিন্তু মনে কোরো না, যে এ মামলার সমাধানের ব্যাপারে আমি নির্ভর করছি এক ব্যক্তির ক্রিয়োজোটে পা দিয়ে ফেলার ওপরে। ইতিমধ্যেই আমি যা আবিষ্কার করে ফেলেছি তার জোরেই এখন আমি বিভিন্ন উপায়ে ওদের অনুসরণ করতে পারি। তবে, সবচেয়ে সহজ উপায় হল এটাই এবং যখন ভাগ্যক্রমে সুযোগটা পেয়ে গেছি তখন তা অবহেলা করাটা অপরাধ হবে। তবে একথা ঠিক যে মামলাটায় বুদ্ধি বৃত্তি প্রয়োগের যে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল সেটা আর রইল না। যেটুকু বাহাদুরি পাওয়া যেত, এই অতি সহজ সূত্রের ফলে তা আর হল না।

ওয়াটসন অবাক হয়ে বললেন—কাঠের পা মানুষটার অমন পরিষ্কার বর্ণনা তুমি কীভাবে বুঝতে পারলে?

হোম্‌স্‌ মৃদু হেসে বললেন—শোনো তাহলে। কয়েদিদের জনৈক প্রহরী এক গুপ্তধন সম্বন্ধে এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারে। জোনাথান স্মল নামে এক ইংরেজ তাদের জন্যে একটা মানচিত্র তৈরি করে, নিশ্চয় ওয়াটসন তোমার মনে পড়ছে, ক্যাপ্টেন মরস্ট্যানের নক্সার ওপর সেই নামটি—সইটা করেছিল নিজের ও সঙ্গীদের পক্ষে—যেটাকে সে নাটকীয় ভাবে বলেছিল, চারহাতের স্বাক্ষর। সেই নক্সার সাহায্যে অফিসাররা—অন্তত তাদের একজন—ধনরত্ন উদ্ধার করে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসেন—ধরে নিচ্ছি, যে শর্তে সেটা গ্রহণ করেন তা পূরণ না করে। আচ্ছা, এই স্মল কেন নিজে ধনরত্নটা নিল না? উত্তর খুব সহজ। নক্সায় যে তারিখের উল্লেখ আছে সেই সময় মরস্ট্যানের ছিল কয়েদিদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ। স্মলের পক্ষে ধনরত্ন পাওয়া সম্ভাবনা হওয়ার কারণ, সঙ্গীদের সঙ্গে সেই ছিল কয়েদি, তার পক্ষে বেরোনো সম্ভব ছিল না।

ওয়াটসন বললেন—এটা তো স্রেফ্ আন্দাজ!

হোম্‌স্‌ বললেন—না, না, তা একেবারেই নয়। এটাই হল একমাত্র প্রকল্প যার সঙ্গে সমস্ত ঘটনাগুলোরই সামঞ্জস্য আছে; এবার দেখা যাক্ পরবর্তী ঘটনাগুলোর সঙ্গে খাপ খায় কতোটা। কয়েকটা বছর মেজর শোল্‌টোর দিব্যি বেশ নির্বিবাদেই কেটে গেল। ধনরত্ন পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন। তারপর একদিন ভারত থেকে একটা চিঠি পান, যা পড়ে অত্যন্ত ভয় পান তিনি। কী সে চিঠি?

সেটা হল, যে লোকটির ওপর তিনি অবিচার করেছেন সে মুক্তি পেয়েছে—কিংবা জেল থেকে পালিয়েছে। এবং সেটাই বেশি স্বাভাবিক। তখন থেকেই তিনি এক কাঠের পা মানুষ সম্বন্ধে সাবধান হন। এই লোকটি কিন্তু শ্বেতাঙ্গ কারণ একবার একজন কাঠের-পা ফেরিওয়ালাকে দেখে ভুল করেন তিনি এবং তাকে লক্ষ্য করে পিস্তলও ছোঁড়েন। এখন, নক্সায় মাত্র একজন শ্বেতাঙ্গরই নাম আছে, আর বাকি সকলেই হয় হিন্দু নাম হয় মুসলমান।

সুতরাং খানিকটা জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে কাঠের পা লোকটি জোনাথন স্মল ছাড়া আর কেউ নয়। কী এ যুক্তিতে গলদ পাচ্ছ?

না, এ বেশ পরিষ্কার।

বেশ। এবার এসো আমরা নিজেদের জোনাথান স্মলের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করি, তার তরফ থেকে লক্ষ্য করি ব্যাপারটা। ইংল্যান্ডে সে আসে দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে। এক সম্পত্তিটা উদ্ধার করা—এ সম্পত্তিতে তার অধিকার আছে বলেই তার ধারণা আর দুই হল,—যে ব্যক্তি তাকে প্রতারণা করেছে তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। সে জেনে নেয় শোল্‌টো কোথায় থাকে এবং খুব সম্ভব বাড়ির কারুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রধান ভৃত্য লাল রাও তাকে আমরা

www.pathagar.com

দেখি নি। মিসেস বার্নস্টো তাকে বিশেষ ভালো স্বভাবের বলে মনে করেন না। স্মল কিন্তু জেনে নিয়েছিল ধনরত্ন কোথায় আছে। কারণ কেউই তা জানত না। কেবলমাত্র স্বয়ং মেজর আর এক ভৃত্য ছাড়া যে মারা গেছে। হঠাৎ স্মল খবর পায় যে মেজর মৃত্যুশয্যায়। পাছে ধনরত্নের হদিস্‌টা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই হারিয়ে যায় সেই ভয়ে সে চারদিকের থেকে প্রহরীদের তাড়া খেয়েও পাগলের মতো মুমূর্ষুর জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু প্রবেশ করতে পারে না তাঁর দুই পুত্রের উপস্থিতির জন্যে। ঘৃণায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে সে সেদিন রাতে সেই ঘরে প্রবেশ করে। ব্যক্তিগত কাগজপত্রগুলো খুঁজে দেখে যদি কোনো ধনরত্নের কোনো রকম হদিস্ মেলে। আর, শেষপর্যন্ত সে যে এসেছিল সেটা জানাবার জন্যে চলে আসে কার্ডে ওই কথাটা লিখে রেখে। নিশ্চয়ই এই মতলব করেই সে গেছিল যে, যদি সে মেজরকে হত্যা করে তাহলে তাঁর দেহের ওপরে এমন কিছু রেখে যাবে যা থেকে বোঝা যেতে পারে যে নিতান্ত সাধারণ কোনো হত্যাকাণ্ড এটা নয়, চার ব্যক্তির তরফ থেকে এটা সুবিচার বলেই তাদের দাবি। এরকম খামখেয়ালি ব্যাপার অপরাধের ইতিহাসে অতি সাধারণ এবং এ থেকে অপরাধী সম্বন্ধ মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করা যেতে পারে। বুঝতে পারছ তো যুক্তিটা?

হ্যাঁ, পরিষ্কার বুঝতে পারছি—জোনাথন স্মল আসে আর ইংল্যান্ড থেকে চলে যায়, আবার ফিরে আসে কিছুদিন পরে। এরপরেই চিলেকোঠার গুপ্ত স্থানটা আবিষ্কৃত হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে খবরটা চলে যায় তার কাছে।

হোম্‌স্ বললেন—কাঠের পা নিয়ে জোনাথনের পক্ষে বার্থলোমিউ শোল্‌টোর চিলেকোঠায় পৌঁছানো অসম্ভব, তাই সে এক অদ্ভুত মানুষকে সহকর্মী হিসেবে সঙ্গে নেয় যে এই বাধা অতিক্রম করে, কিন্তু ক্রিয়োজোটের পাত্রে পা দিয়ে ফেলে সে,—যার ফলে টেবিকে নিয়ে আসতে হয়। বার্থলোমিউ শোল্‌টোর বিরুদ্ধে তার কোনো আক্রোশ ছিল না। মুখবন্ধ করে হাত-পা বেঁধেই সে কাজটা হাসিল করতে পারত। শুধু শুধু ফাঁসির দড়িতে গলা বাড়িয়ে দেওয়ার কোনো দরকার তার ছিল না। কিন্তু যা ঘটে গেল তা আর নিবারণ করা তারপক্ষে সম্ভব হল না। অসভ্যটার বন্য প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠল। এবং বিষও ঠিকই তার কাজ করল। জোনাথন স্মল কার্ডটা রেখে দিল, রাতের বাক্সটা নামিয়ে মেঝেয় রাখল তারপর নিজেও নেমে এল। যতোদূর বুঝেছি এই-ই হল ঘটনার পারম্পর্য। আর তার চেহারা সম্বন্ধে—সে মধ্যবয়সী তার চেহারাও নিশ্চয়ই রোদে পোড়া, এতোকাল যখন আন্দামানের মতো এমন গরম জায়গায় ছিল। আর তার উচ্চতা তো তার পা ফেলার দূরত্ব থেকেই জানা যায়। এবং আমরা জানি তার দাড়ি আছে,—জানালায় তাকে দেখে যা থ্যাডিউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যস এই পর্যন্তই।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—আর সঙ্গীটি?

হোম্‌স্ বললেন—ওঃ তার ব্যাপারে বিশেষ রহস্য কিছু নেই, এবং অবিলম্বেই তুমিও তা জান্‌তে পারবে। আহা, ভোরের হাওয়াটা কী ভালোই না লাগছে! দেখো ওই ছোটো মেঘটা কেমন ভাসছে। নানা কথার মাঝখানে হোম্‌স্ রিভালভারটা বার করে দুটো চেম্বারে গুলি ভরে আবার সেটা রেখে দিলেন তাঁর জ্যাকেটের পকেটে।

এতোক্ষণে হোম্‌স্‌রা টেবিকে অনুসরণ করে আধা গ্রাম্য পথ ধরে মহানগরীর দিকে চলেছেন। ক্রমে এমন জায়গায় এসে পৌঁছুলেন যেখানে রাস্তায় রাস্তায় যোগাযোগ দেখা যাচ্ছে। মজুরার আর জাহাজের কর্মচারীরা ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে। আর নোংরা নোংরা স্ত্রীলোকরা খড়খড়ি নামাচ্ছে, সিঁড়ি পরিষ্কার করছে। মোড়ের ওপর কোনো কোনো ভাটিখানায় সবেমাত্র ব্যবসা শুরু হয়েছে, আর রুক্ষদর্শন মানুষরা জামার হাতা দিয়ে দাড়ি মুচছে।

রাস্তার কুকুররা ঘুরছে ফিরছে আর অবাক হয়ে ওয়াটসন্‌দের যাওয়া লক্ষ্য করছে। কিন্তু টেবি, অতুলনীয় টেবি ডাইনে বাঁয়ে একটুও না তাকিয়ে, মাটির কাছে নাক রেখে সিধে এগিয়ে চলেছে আর এমন কেঁউ কেঁউ আওয়াজ করছে যা থেকে বোঝা যায় গন্ধটা তার কাছে এখনো খুবই তাজা আছে।

www.pathagar.com

হোমসরা স্ট্রিটহ্যাম, ব্রিক্সটন, ক্যাম্বারওয়েল পার হয়ে এসে পড়লেন, কেনিংটন লেনে, যাদের অনুসরণ করা হচ্ছে এক অত্যন্ত আঁকাবাঁকা পথ ধরে তারা গেছে। অণুসরণকারীরা যাতে পিছু নিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই। যেখানে বড় রাস্তার সমান্তরাল ছোট রাস্তা পেয়েছে সেখানেই তারা বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। কেনিংটন লেনের পাদদেশে পৌঁছে তারা চলে গেছে বেঁকে বন্ডস্ট্রিটে আর মাইল্স স্ট্রিট ধরে। আর মাইলস্ স্ট্রিট যখন মোড় ফিরে নাইটস্ প্লেসে বেঁকে গেল, টেবি তখন থেমে গেল হঠাৎ। তার একটা কান খাড়া আর অন্য কানটা ঝুলে পড়া, সে একবার পেছাচ্ছিল একবার এগোচ্ছিল—কোনো কুকুর রাস্তা ঠিক না করতে পারলে যেমনটি করে আর কি। তারপর সে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। আর থেকে থেকে হোম্স্দের দিকে তাকাতে লাগল। আরো হল কী কুকুরটার? গর্জে উঠলেন হোম্স্—নিশ্চয়ই তারা এখানে পৌঁছে কোনো গাড়িতে চড়ে নি বা বেলুনে চড়ে উপে যায় নি?

ওয়াটসন বললেন—হয়তো তারা এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

এই তো ঠিক হয়ে গেছে। ওই ও আবার চলল। স্বস্তির সঙ্গে হোম্স্ বললেন।

টেবি আবার চলতে শুরু করেছে। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস টেনে হঠাৎ এমন উৎসাহ নিয়ে আর এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এগোতে লাগল যা এতোক্ষণ দেখা যায় নি। মনে হল, হয়তো তাহলে গন্ধটা এখন আরো তীব্র হয়ে ওর কাছে আসছে, কারণ এখন আর মাটির কাছে নাক নামাতে হচ্ছে না। হোম্সের হাতে ধরা দড়িতে এমন টান দিচ্ছে, যেন দৌড়তে চায় ও।

নাইন এলম্স্ পার হয়ে ওয়াটসনরা চললেন যতোক্ষণ না হোয়াইট ঈগল সরাইখানা পার হয়ে ব্রডেরিক আর নেলসনের বিরাট বিরাট কাঠের গোলা এলাকায় গিয়ে পৌছানো গেল। কুকুরটা ইতিমধ্যে উত্তেজনায় পাগলের মতো হয়ে গেছে। পাশের গেট দিয়ে কুকুরটা ঢুকে পড়ল যেখানে করাতিরা কাজ করে চলেছে। সেই কাঠের গুঁড়োর মধ্যে দিয়ে গিয়ে, একটা গলিপথ পার হয়ে, একটা পথ ঘুরে, কাঠের দুটো বড় বড় গাদার মাঝখান দিয়ে সে এগিয়ে চলল আর শেষপর্যন্ত বিজয়সূচক একটা ডাক ছেড়ে একটা মস্ত পিপের ওপর লাফিয়ে উঠল—যে ট্রলি করে পিপেটা আনা হয়েছিল তখনো সেটা নামানো হয় নি তা থেকে। জিভ ঝুলিয়ে, চোখ পিট-পিট করে তারিফ করল। পিপেটার গায়ে আর ট্রলিটার চাকায় একটা কালচে তরল পদার্থ লেগে আছে। আকাশ বাতাস ক্রিয়োজোটের গন্ধে ভরপুর।

বোকার মতোই হোম্স্ ও ওয়াটসন পরস্পরের দিকে তাকালেন আর তারপরেই একসঙ্গে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লেন।

আট

বেকার স্ট্রিটের ছোকরা গোয়েন্দার দল

ওয়াটসন বললেন—কী হবে এখন? টেবিরও তো দেখা যাচ্ছে ভুল হচ্ছে।

হোম্স্ বললেন—উঁহু, টেবি ঠিকই তার গন্ধ ধরে এগিয়েছে। পিপের ওপর থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে গোলা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হোম্স্ বললেন—যদি ভেবে দেখো কতোটা করে ক্রিয়োজোট প্রতিদিন লন্ডনের আশেপাশে আমদানি হয়, তাহলে দেখবে, টেবির গন্ধে যে ছেদ পড়েছে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কাঁচা কাঠ পাকা করবার জন্যে বছরের এই সময়টাতেই ক্রিয়োজোটের ব্যবহার হয় বেশি। বেচার টেবিকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না।

ওয়াটসন বললেন—আবার আমাদের আসল গন্ধে ফিরে যেতে হবে তাহলে?

হ্যাঁ, এবং খুব বেশি দূরেও যেতে হবে না। আসলে ব্যাপারটা হল, নাইটস্ প্লেসের মোড়ে দুটো বিভিন্ন গন্ধ বিপরীত দিকে থেকে এসে কুকুরটাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। আর তখন আমরা ভুল পথটা ধরেছিলাম। এখন গিয়ে আসল গন্ধটা ধরতে হবে।

ভুলটা যেখানে হয়েছিল পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে গেলে টেবি প্রথমে বেশ বড় একটা বৃত্তের সৃষ্টি করল, আর তার পরেই একটা নতুন পথ ধরে চলতে শুরু করল। ওয়াটসন এবার

www.pathagar.com

লক্ষ্য করলেন, টেবি চলেছে, ফুটপাথ দিয়ে অথচ পিপেটা গেছিল রাস্তা দিয়ে। এবার টেবি নদীর দিকে চলেছে। বেলমন্ট প্লেস আর প্রিন্সেস স্ট্রিটের মাঝখান দিয়ে। ব্রড স্ট্রিট পার হয়ে সে সোজা নদীর ধার পর্যন্ত চলে গেল একটা ছোটো কাঠের জেটি পর্যন্ত। একেবারে জলের ধারে পৌঁছে টেবি থেমে দাঁড়াল, তারপর কেঁউ কেঁউ শুরু করল কালো জলের দিকে মুখ করে।

হোম্‌স্ বললেন—আমাদের কপাল খারাপ। এখান থেকেই তারা নৌকায় করে পালিয়েছে।

আশেপাশের বিভিন্ন ধরনের জলযানগুলোর প্রত্যেকটার কাছে টেবিকে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু খুব জোরে জোরে ঘ্রাণ নিয়েও টেবি কোনো সাড়াশব্দ করল না।

জেটিটার কাছে একটা ছোটো ইঁটের বাড়ি, সেই বাড়িটার দ্বিতীয় জানালার একটা কাঠের সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা মরডেকার্ন স্মিথ। আর তার নিচে লেখা—স্টিম লঞ্চ ভাড়া পাওয়া যায়, ঘন্টা বা দিন হিসেবে। ধীরে ধীরে হোম্‌স্ তাকিয়ে দেখলেন চারিদিকে। জেটির ওপর কয়লার গাদা। হোম্‌সের মুখে দুর্ভাবনার ছাপ ফুটে উঠল।

বললেন—ব্যাপারটা তো বিশ্রী হল দেখছি। ওদের এতোটা চালাক ভাবি নি। মনে হচ্ছে অনুসরণের সূত্র লোপাট করে দিতেই এই কাজ তাদের। আগে থেকে নিশ্চয়ই এসব ব্যবস্থা করা ছিল।

হোম্‌স্ বাড়িটার দরোজার দিকে এগোতে যাচ্ছেন, এমন সময় বছর ছয়েক বয়সের এক কোঁকড়ানো-চুল ছেলে এলো দরোজা খুলে দৌড়তে দৌড়তে। আর তার পেছন পেছন বেশ গাট্টা গোঁট্টা এক স্ত্রীলোক, তার হাতে মস্ত একটা স্পঞ্জ। চেঁচিয়ে উঠল মহিলাটি, জ্যাক, শিগ্‌গির আয় বলছি, দুষ্টু ছেলে কোথাকার! তোর বাবা এসে যদি এই নোংরা অবস্থায় দেখে তো আমাকে অনেক কথা শুনতে হবে!

হোম্‌স্ কৌশল করে বললেন, বাঃ বেশ ছেলে! কী সুন্দর গোলাপী গাল দুটি!—জ্যাক্, বল, কী চাও তুমি? একটু ভাবল বাচ্চাটা। তারপর বলল—এক শিলিং। তার চেয়ে বেশি কিছু চাও না?

এবারও একটু ভেবে সে বলল—হ্যাঁ, তার চেয়ে বেশি শুনি নি, বেশ এই নাও তাহলে—ধরো দেখি। বাঃ, খাস ছেলেটি মিসেস্ স্মিথ।

আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার—ঈশ্বর আপনার ভালো করুন। তা যা বলেছেন! আর খুব সপ্রতিভ। ওকে সামলাতেই আমার প্রাণ যায় স্যার। বিশেষ করে যখন আমার স্বামী দিনের পর দিন বাড়িতে ফেরে না।

হতাশার স্বরে হোম্‌স্ বললেন—ও, বাড়ি নেই বুঝি? মুস্কিল তো, তার সঙ্গে যে আমার কথা ছিল।

সেই যে কাল সকালে বেরিয়েছে সেই থেকে আর ফেরে নি স্যার। আর, সত্যি কথা বলতে কি, ভারি ভাবনা হচ্ছে আমার। তবে লঞ্চের জন্যে যদি এসে থাকেন তো আমার সঙ্গেও কথা বলতে পারেন।

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লঞ্চটা ভাড়া করতেই তো এসেছিলাম।

মহিলাটি বলল কিন্তু স্যার, সে তো লঞ্চটা নিয়ে চলে গেছে। আর সেই জন্যেই তো আমার ভাবনা। কারণ কয়লা যা আছে তা বড়জোর উলউইচ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসার মতো। বজরাটা নিয়ে যদি বেরোত তো ভাবনা ছিল না, কারণ অনেকবারই সে কোনো কাজে এমন কি গ্রেভ সেন্ড পর্যন্ত গেছে এবং বিশেষ কাজ থাকলে সেখানে থেকেও গেছে কখনো সখনো। কিন্তু যে লঞ্চে কয়লা অতো কম, কী কাজ হয় তাতে?

কেন, কোথাও নেমে কিছু কয়লা তো কিনেও নিতে পারে। হোম্‌স্ বললেন। মহিলাটি বলল—তা অবশ্য পারে কিন্তু সেটা তার স্বভাব নয়। তাছাড়া ওসব জায়গায় কয়লার দাম খুব বেশি। এ নিয়ে অনেকবার চেঁচামেচি হয়েছে শুনেছি। তাছাড়া ধরুণ, ওই কাঠের পা লোকটাকে আমার একটু ভালো লাগে না। যেমন বিশ্রী চেহারা তেমনি কথাবার্তার ধরন? কেন ও যখন

www.pathagar.com

তখন এসে দরোজা ঠেলে বলুন তো! বিস্ময়ের সঙ্গে হোম্‌স্ বললেন, অ্যাঁ কাঠের পা মানুষ।

আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। গায়ের রং তামাটে, বাঁদর মুখো। লোকটা এসে কতবার যে আমার স্বামীকে ডেকেছে! সেই-ই তো কাল রাতে এসে আমার স্বামীকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। আর তার চেয়েও খারাপ কী জানেন, আমার স্বামী জানত সে আসবে, তাই আগে থেকেই লঞ্চে বাষ্প তৈরি করে রেখেছিল। সত্যি বলছি স্যার, সেই থেকে ভারি অস্বস্তি বোধ করছি!

হোম্‌স্ বললেন—না না, মিসেস স্মিথ, মিথ্যেই আপনি ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু কি করে জানলেন যে সেই কাঠের-পা মানুষটাই কাল রাতে এসেছিল? আপনি কি নিশ্চিত এ ব্যাপারে?

তার গলা যে আমি জানি স্যার, কেমন ভারি ভারি আর ধরা ধরা। জানালায় শব্দ করল সে—মনে হল তিনবার। বলল, চটপট নাও সাঙাৎ সময় হল। আমার স্বামী বড় ছেলে জিমকে জাগাল, তারপর বেরিয়ে গেল দুজনে। একটা কথা পর্যন্ত বলে গেল না। পাথরের ওপর লোকটার কাঠের পায়ের শব্দও শুনেছিলাম।

তা, ওই কাঠের-পা লোকটা কি একা ছিল?

আজ্ঞে তা বলতে পারব না, তবে আর কারো সাড়া পাই নি।

ভারি দুঃখের কথা মিসেস স্মিথ। একটা স্টিম-লঞ্চের দরকার ছিল, আপনাদেরটাই শুনেছিলাম ভালো। আচ্ছা কী যেন নাম লঞ্চটার?

আজ্ঞে 'অরোরা'।

ও! সেই পুরোনো সবুজ লঞ্চটা নয় তাহলে, যেটায় হলদে ডোরা কাটা আর যেটার সামনের দিকটা খুব চওড়া?

আজ্ঞে না। ভারি ছিমছাম লঞ্চটা, অমন আর একটিও পাবেন না! নতুন রং করা, কালো আর লাল ডোরা।

ধন্যবাদ। আশা করি শিগ্‌গিরই মি. স্মিথের খবর মিলবে। আমিও নদীপথে যাচ্ছি। যদি 'অরোর-র' দেখা পাই তো বলে দেব আপনি অস্বস্তিতে আছেন। চিমনিটা কালো বললেন তাইত?

আজ্ঞে না কালোর সঙ্গে একটু সাদা মেশানো।

ও হ্যাঁ, ধারগুলো কালো আর কি! আচ্ছা, বিদায় মিসেস স্মিথ। ওয়াটসন এই যে একটা মাঝি দেখছি। চল ওর পানসিতে করে নদীটা পার হওয়া যাক।

পানসিটায় বসতে বসতে হোম্‌স্ বললেন—এসব লোকের কাছ থেকে কিছু জানতে হলে কিছুতেই এদের জান্‌তে দিতে নেই যে, যে খবর তুমি জানতে চাইছ তোমার কাছে তার কিছুমাত্র গুরুত্ব আছে। কারণ যদি ওরা বুঝতে পারে যে খবরটা তোমার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুকের আড়ালে চলে যাবে। কিন্তু যদি ওদের কথা শোনো আর আপত্তি করছ এমনভাব দেখাও হয়তো তাহলে যা জানতে চাও তা জানতে পারবে।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে এবার আমাদের লঞ্চ ভাড়া করে 'অরোরা-র' পিছু নিতে হবে।

ওহে বাপু সে এক অত্যন্ত কঠিন কাজ। ব্রিজটার নিচে মাইলের পর মাইল জুড়ে গোলক ধাঁধার মতো বহু নৌ ঘাটাও আছে। সে সব জায়গায় খোঁজ নিতে দিনের পর দিন কেটে যাবে। আর জেটির মালিকদের কাছে খোঁজ খবর নিলে ওরা জানতে পারবে যে ওদের পিছু নেওয়া হয়েছে, ফলে দেশ-ছেড়ে পালাবে। যদিও পালানোই তাদের একমাত্র লক্ষ্য তবুও যতোদিন ওরা জানছে ওদের কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই ততোদিন ওদের কোনো তাড়া থাকবে না। এক্ষেত্রে পুলিশ অ্যাথেলনি জোনসের তৎপরতায় বিশেষ কাজ হবে, কারণ তার যা মত তা নিশ্চয়ই কাগজে প্রকাশিত হবে এবং তা থেকে পলাতকদের ধারণা হবে যে সবাই ভুল পথে চলেছে। তাই জোন্‌স্ যা করছে করুক। আমরা জোনস্‌কে খবর দেব একেবারে শেষ মুহূর্তে। মামলার সমাধান আমিই করব। সব ঠিক আছে।

www.pathagar.com

ওয়াটসন বললেন, তাহলে এখন কী করণীয়? মিলব্যাঙ্ক পেনিটেনশিয়ার কাছে লঞ্চ থেকে নামতে নামতে হোম্‌স্ বললেন—এখন একটা গাড়ি করে বাড়ি যাব। তারপর প্রাতরাশ সেরে ঘন্টাখানেক ঘুমোব। হয়তো আজই রাতে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হতে পারে। একটা টেলিগ্রাম অফিসের কাছে দাঁড়িয়ো তো গাড়োয়ান। টেবিকে এখন ছাড়ছি না, হয়তো সে এখনো কাজে আসতে পারে। গ্রেট পিটার স্ট্রিট্ পোস্ট অফিসের সামনে ওয়াটসনরা থামলেন। হোম্‌স্ একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন। টেলিগ্রাম করে এসে হোম্‌স্ বললেন—এ হল এমনই এক মামলা যাতে আমার ডিটেকটিভ বাহিনীর বেকার স্ট্রিটের করলাম নোংরা ক্ষুদে লেফটেন্যান্ট উইগিনস্‌কে, হয়তো প্রাতরাশ শেষ হবার আগেই সে সদলে এসে হাজির হবে।

বেকার স্ট্রিটে ফিরে স্নান সেরে আর জামাকাপড়ে পালটে বেশ তাজা হয়ে নিয়ে ওয়াটসন যখন বসবার ঘরে এলেন, তখন দেখলেন, প্রাতরাশ টেবিলে আর হোম্‌স্ কফি ঢালতে চলেছেন। তিনি ওয়াটসনকে দেখে হাসতে হাসতে একটা খোলা খবরের কাগজের দিকে ওয়াটসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—এই দেখ অত্যুৎসাহী ও অত্যন্ত কর্মকুশল জোন্‌সের কীর্তি।

কাগজটা ওঁর কাছে থেকে নিয়ে ওয়াটসন ছোট বিজ্ঞপ্তিটা পাঠ করলেন। শিরোনাম হলে 'আপার নরউডের রহস্যময় কাণ্ড'—

"গতকাল প্রায় রাত বারোটার সময় (স্ট্যান্ডার্ড লিখেছে) আপার নরউড এলাকার পন্ডিচেরি লজের মি. বার্থলোমিউ শোল্‌টোকে তাঁর ঘরে মৃত অবস্থায় যে ভাবে পাওয়া যায় তাতে এর মধ্যে শয়তানি আছে বলে সন্দেহ। যতদূর জানা গেছে তাতে মৃতের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তবে পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধনরত্নের এক মূল্যবান সংগ্রহ খোয়া গেছে। ব্যাপারটা প্রথমে আবিষ্কার করেন মি. শার্লক হোম্‌স্ ও ড. ওয়াটসন, মৃতের ভাই থ্যাডিউস শোল্‌টোর সঙ্গে তাঁরা যান মি. বার্থলোমিউ শোলটোর সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে সুবিখ্যাত গোয়েন্দা মি. অ্যাথেলনি জোন্‌স্ সেই সময়ে নরউড থানায় উপস্থিত ছিলেন। খবরটা পাওয়ার আধঘন্টার মধ্যে ঘটনাস্থলের তিনি পৌঁছে যান। সুশিক্ষিত অভিজ্ঞ ডিটেকটিভটি সঙ্গে সঙ্গে আসামীদের গ্রেফতার করেন। যাদের তিনি গ্রেপ্তার করেন তার হলেন—ভ্রাতা থ্যাডিউস শোল্‌টো, মৃতের গৃহকর্ত্রী, মিসেস বার্নস্টোন, জনৈক ভারতীয়, মৃতের প্রধান ভৃত্য লাল রাও আর ম্যাকমার্ডো নামে একজন দারোয়ানকে। চোরের বা চোরদের যে বাড়ির ভেতরটা ভালো করেই জানা ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মি. জোন্‌স্ নির্ভুলভাবে আবিষ্কার করেছেন যে দুষ্কৃতকারীরা দরোজা বা জানালা দিয়ে নয়, প্রবেশ করেছিল ছাদের একটা গুপ্ত ঘরের দরোজা দিয়ে। যে ঘরে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঙ্গে এ ঘরের সংযোগ আছে। যে ঘরে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঙ্গে এ ঘরের সংযোগ আছে। এ ব্যাপারটা সম্যকভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে এ কোনো অকারণ ডাকাতি নয়। পুলিশের তৎপরতা ও উৎসাহই প্রমাণ করে, কোনো অমিত শক্তি মননশীল ব্যক্তির পক্ষে কত কিছুই সম্ভব হতে পারে। যাঁরা মনে করেন আমাদের ডিটেকটিভ বাহিনীর বিকেন্দ্রীকরণ হলে মামলাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সুবিধা হবে এই বিশেষ মামলাই তাঁদের সে যুক্তি খন্ডনের পক্ষে যথেষ্ট।"

হোম্‌স্ কফির কাপের ওপর দিয়ে মুচকি হাসলেন। কী বুঝলে ওয়াটসন? বলে ফেল!

ওয়াটসনও হাসতে হাসতে বললেন—বুঝলাম যে, আমরা দুজনে ধরা পড়ি নি এই আমাদের সৌভাগ্য!

আমিও! এবং এখনো যে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ তাও বলতে পারি না, কারণ আবার যদি ওঁর অমিত শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তো কী হবে কে জানে!

আর ঠিক এই সময়েই সিঁড়িতে অনেকগুলো খালি। পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, আর গোটা বারো নোংরা ময়লা পোষাক পরা রাস্তার ছেলে ঢুকল ঘরে। এমন হই-হল্লার সঙ্গে ঢোকা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও খানিকটা শৃঙ্খলার ভাব তাদের মধ্যে ছিল, দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে তারা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে উৎসুক মুখে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল ওদের থেকে একটু বেশি লম্বা আর বয়স্ক এমন একটা মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে দাঁড়াল যে ভারি মজা লাগল কাক তাড় য়াটার কাণ্ড দেখে।

সে বলল—আপনার তার পেয়েছি স্যার। সঙ্গে সঙ্গে সক্কলকে নিয়ে এসেছি। টিকিট বাবদ খরচ হয়েছে—

এই যে, এই নাও। কিছু রূপার মুদ্রা বার করে হোম্‌স্ বললেন, শোনো, ভবিষ্যতে ওরা তোমায় খবর দেবে, আর তুমি খবর দেবে আমাকে। এভাবে সবাইয়ের হই-হই করে ঢুকে পড়া চলবে না। যাই হোক এসেছ যখন সবাই শোনো কী তোমাদের করতে হবে। অরোরা নামে একটা স্টিম লঞ্চ তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে। 'অরোরা'-র মালিকের নাম মরডেকাই স্মিথ। লঞ্চটার রঙ কালো, তাতে দুটো সাদা ডোরা। নদীর গতিপথেই কোথাও আছে লঞ্চটা। একজন থাকবে মরডেকাই স্মিথের জেটির কাছাকাছি মিলব্যাঙ্কের সামনা-সামনি। সেখান থেকে সে খবর দেবে লঞ্চটা ফিরে এলে। এই ভাবে নদীর দু-তীরে সবাইকে ঠিকমতো সাজিয়ে দেবে তুমি। যাতে কোনো জায়গাই বাকি না থাকে। খবরটা পেলেই জানিয়ে দেবে আমায় বুঝেছ তো ঠিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, উইগিনস্ বলল। পয়সা সেই যেমন ছিল তাই, আর পুরো এক গিনি, যে লঞ্চটা খুঁজে পাবে তার। এই নাও, এক দিনের পয়সা আগাম পেলে। যাও, সবাই এখন কাজে লেগে পড়ো। এক এক শিলিং করে নিয়ে তারা দৌড়তে দৌড়তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

হোম্‌স্ বললেন—জলে যদি থাকে ও লঞ্চ ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে। টেবিল থেকে উঠে পাইপ ধরাতে ধরাতে হোম্‌স্ বললেন—যে কোনা জায়গায় ওরা যেতে পারে। যে কোনো জিনিস দেখতে পারে, যে কোনো কথা লুকিয়ে শুনতে পারে। আশা করছি সন্ধ্যের আগেই খবর পাব লঞ্চটার পাত্তা মিলেছে। এখন শুধু আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। টেবিও তাদের সঙ্গে খাবার খেল। এবার ওয়াটসন, দেখতে পাচ্ছি তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ওই সোফাটায় শুয়ে পড়ো তুমি। দেখি তোমায় ঘুম পাড়াতে পারি কিনা।

বেহালাটা ঘরের কোণ থেকে তুলে নিয়ে হোম্‌স্ ঘুমপাড়ানি গোছের সুর বাজাতে শুরু করলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর নিজের সুর, কারণ সুরসৃষ্টির বিশেষ শক্তি তাঁর ছিল। ওয়াটসন কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বপ্নের দেশে পৌঁছে গেলেন। মেরি মরস্ট্যানের মিষ্টি মুখ তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

নয়

ছিন্ন সূত্র

ঘুম ভেঙে যখন তাজা হয়ে উঠলেন ওয়াটসন তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। দেখলেন হোম্‌স্ তখনো তেমনি বসে' তফাতের মধ্যে শুধু এই যে, বেহালাটা রেখে দিয়ে তিনি একটা বইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। ওয়াটসন নড়ে উঠতেই তিনি তাঁর দিকে তাকালেন। লক্ষ করা গেল হোম্‌সের মুখে উদ্বেগের ছাপ।

হোম্‌স্ বললেন—এইমাত্র উইগিন্‌স্ এসেছিল খবর দিতে। বলল, লঞ্চের কোনো খোঁজই তারা পাচ্ছে না। এভাবে বাধা পাওয়া অত্যন্ত বিরক্তিকর। কারণ প্রতিটি ঘণ্টা এখন আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়াটসন বললেন—আমায় দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়ে তো বলতে পারো, আমি এখন দিব্যি তাজা হয়ে উঠেছি, দরকার হলে আরো একটা রাত অমন কাটাতে পারি।

হোম্‌স্ বললেন—না, এখন কিছু করার নেই, কেবল অপেক্ষা করা ছাড়া। কারণ, বেরিয়ে যদি যাই আর ইতিমধ্যে যদি খবরটা এসে যায় সেক্ষেত্রে বরং দেরিই হবে। তাই তুমি এখন যা ইচ্ছে করতে পারো, আমাকে পাহারায় থাকতে হবে।

তাহলে একবার যাই ক্যাম্বারওয়েলে মিসেস ফরস্টারের সঙ্গে দেখা করে আসি। কাল তিনি আমায় বলেছিলেন দেখা করতে।

www.pathagar.com

চোখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে হোম্‌স্ বললেন—ও, মিসেস ফরেস্টারের সঙ্গে? অবশ্য মিস মরস্ট্যানের সঙ্গেও বটে। এ বিষয়ে কী হল জানাবার জন্যে তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

হোম্‌স্ বললেন—আমি হলে কিন্তু তাঁদের বিশেষ কিছু জানাতাম না। স্ত্রীলোককে কখনো খুব বিশ্বাস করতে নেই।

এই বিশ্রী মন্তব্যের জন্যে তর্ক না করে ওয়াটসন বললেন—ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।

হোম্‌স্ শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন—তাহলে নদী পার হয়ে যখন যাচ্ছই তখন টেবিকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো, ওকে বোধহয় আর দরকার হবে না।

পিনচিন লেনে টেবিকে ফেরৎ দিয়ে আর তার মালিককে আধ পাউন্ড পয়সা দিয়ে ওয়াটসন ক্যাম্বার ওয়েলে গেলেন। মিস্ মরস্ট্যান ও মিসেস ফরেস্টারের কৌতূহল নিবারণের জন্যে যা যা তাঁরা করেছেন সব বললেন তাঁদের। কেবল ভয়ংকর ঘটনাগুলি বাদ দিয়েই বললেন ওয়াটসন। তাঁরা দুজনেই এসব শুনে রীতিমত চমকে উঠলেন।

মিসেস্ ফরেস্টার বললেন—এ তো দেখছি রীতিমতো রোমান্স! মহিলার প্রতি অন্যায় আচরণ, পাঁচ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের ধনসম্পদ, কৃষ্ণকায় নরখাদক আর কাঠের পা শয়তান।

চোখে ঝিলিক তুলে মিস্ মরস্ট্যান বললেন—আর দুজন নাইট বীর, উদ্ধারের কাজে ব্রতী।

ওয়াটনস বললেন—মেরি, তোমার সমস্ত ভাগ্যই তো এখন এই তদন্তের ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু আমার তো মনে হয় না ঠিক যতোটুকু কৌতূহলী তোমার হওয়া উচিত ততোখানি হচ্ছ? ভেবে দেখ তো কী হবে সম্পত্তিটা পেলে! সমস্ত পৃথিবী তোমার পায়ের তলায় এসে পড়বে।

খুশির একটা তরল স্রোত ওয়াটসনের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। যখন তিনি লক্ষ্য করলেন—এ সম্ভাবনার চিন্তায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করছেন না। মুখে শুধু বললেন—মি. থ্যাডিউসের জন্যেই আমার যা উৎকণ্ঠা, আর কোনো ব্যাপারই আমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না। আমার ধারণা ভদ্রলোক গোড়া থেকেই অনেক সম্মানের ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়ে এসেছেন। তাই আমাদের উচিত এই ভয়ংকর মিথ্যা অভিযোগ থেকে তাঁকে মুক্ত করা।

ক্যাম্বারওয়েল থেকে বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। যখন ওয়াটসন বেকার স্ট্রিটে ফিরলেন তখন দেখলেন, হোম্‌সের বই আর পাইপ চেয়ারের পাশে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তিনি বাড়িতে নেই। খুঁজে দেখলেন যদি তাঁর জন্যে কিছু লিখে রেখে গিয়ে থাকেন, কিন্তু তাও পাওয়া গেল না। মিসেস হাডসন এসেছিল জানালার খড়খড়িগুলো নামিয়ে দিতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মি. হোম্‌স্ কি বেরিয়ে গেছেন?

মিসেস হাডসন বলল—আজ্ঞে না স্যার তিনি তাঁর ঘরে। তারপর ফিস্ ফিস্ করে গম্ভীরভাবে বলল, জানেন, তাঁর শরীরের কথা চিন্তা করে আমার ভাবনা হচ্ছে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কেন?

আজ্ঞে, আপনি চলে যাবার পর উনি কেবল পায়চারি আর পায়চারিই করছেন, পায়ের শব্দ শুনে শুনে আমার বিরক্তি ধরে গেল। তারপর শুনতে পেলাম তিনি নিজের মনে বিড়ি বিড়ি করে বকছেন। আর যখনই ঘন্টা বেজেছে তখনই সিঁড়ির মাথায় এসে জিজ্ঞাসা করছেন—কী ব্যাপার মিসেস হাডসন? তারপর তিনি ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তবুও তাঁর পায়চারির শব্দ তেমনি আমার কানে আসছে। কোনো অসুখ করেছে কি না কী জানি। ভরসা করে কোনো ওষুধ খাওয়ার কথা বলতে গেলে ওয়াটসনের দিকে ফিরে এমনভাবে তাকালেন যে বুঝতেই পারি নি কী করে ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি!

ওয়াটসন বললেন—ভাবনার কিছু নেই, মিসেস হাডসন। ওঁর এমন অবস্থা আমি আগেও দেখেছি। একটা সমস্যা এখন ওর মাথায় আছে তাই উনি অমন অস্থির হয়ে উঠেছেন।

সারারাতই মাঝে মাঝেই হোম্‌সের অস্থিরভাবে পায়চারীর থপ্ থপ্ শব্দ ওয়াটসনের কানে আসতে লাগল। সকালে প্রাতরাশের সময় তাঁকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তাঁর দু-গালে যে

www.pathagar.com

রক্তের আভাস ফুটে উঠেছিল তা জ্বরের জন্যেই মনে হল।

ওয়াটসন বললেন, ওহে বাপু শরীরের ক্ষতি করছ যে! সারারাত তো কেবলই পায়চারীর আওয়াজ পেয়েছি।

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ, একটুও ঘুমোতে পারি নি। হতচ্ছাড়া মামলাটা আমায় খেয়ে ফেলছে! সমস্ত বাধা পার হয়ে এই একটা সামান্য ব্যাপারে আটকে যাওয়া—এ আর সহ্য হয় না। লোকগুলোকে জেনেছি, লঞ্চটাও—যা যা জানাবার সবই জানা হয়ে গেছে, অথচ খবরটা আসছে না। শুধু ওদের জন্যে অন্য দলকেও কাজে লাগিয়েছি—যতোভাবে সম্ভব কিছুই বাদ দিই নি। ভাটিতে আর উজানে সমস্ত নদীটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কিন্তু তবু এখনো কোনো খবর নেই। মিসেস স্মিথ ও তাঁর স্বামীর কোনো খবর পান নি। হয়তো আমায় এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে ওরা ডুবিয়ে দিয়েছে লঞ্চটা। কিন্তু অমন মনে করার মধ্যেও আপত্তি অবকাশ আছে।

ওয়াটসন বললেন—এমনও তো হতে পারে যে মিসেস স্মিথ আমাদের ইচ্ছে করেই ভুল পথে চালিত করেছেন!

হোম্‌স্ বললেন—উহুঁ সে সম্ভাবনা বাতিল করা যেতে পারে। খোঁজ করে জেনেছি, ওই বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন লঞ্চ সত্যিই একটা আছে।

আচ্ছা, উজান বেয়ে চলে যাওয়া কি সম্ভব নয়?

সে সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখেছি, আর একটা দলকে পাঠিয়েছি যারা রিচমন্ড পর্যন্ত খোঁজ করবে। আজ যদি কোনো খবর না আসে তো কাল আমি নিজে বেরিয়ে পড়ব—লোকগুলোর সন্ধানে, লঞ্চটার সন্ধানে নয়। কিন্তু কোনো না কোনো খবর আমি পাবই পাব।

খবর কিন্তু এলো না। না উইগিনস্ মারফৎ না অন্য কোনো দলের মারফৎ। নতুন কোনো খবর কোথাও পাওয়া গেল না কেবল এইটুকু ছাড়া যে, পরদিন এ নিয়ে আদালত থেকে অনুসন্ধান হবে। সন্ধ্যেবেলা ওয়াটসন ক্যাম্বারওয়েল গিয়ে মহিলাটিকে তাদের অ-সাফল্যের খবরটা জানালেন। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে তিনি দেখলেন, হোম্‌স্ অত্যন্ত মনমরা হয়ে আছেন। পারতপক্ষে ওয়াটসনের কথার উত্তরই দিচ্ছেন না। সারাটা সন্ধে কী একটা জটিল রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত রইলেন—কখনো বকযন্ত্র গরম করছেন, কখনো বাষ্প শোধন করছেন। আর শেষপর্যন্ত এমন একটা পরীক্ষা করলেন, যার গন্ধে ওয়াটসনকে বাধ্য হয়ে তাঁর ঘর থেকে পালিয়ে আসতে হল। মাঝরাতের পরেও তাঁর টেস্টটিউব নাড়াচাড়ার আওয়াজ ওয়াটসনে কানে এলো যা থেকে বোঝা গেল তখনও তিনি ওই বদগন্ধ পরীক্ষায় ব্যস্ত।

খুব ভোরবেলায় ওয়াটসন চমকে জেগে উঠলেন। হোম্‌স্‌কে বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হলেন। পরনে নাবিক সুলভ রুক্ষ পোশাক, জ্যাকেট আর গাড়ে লাল কাপড়ের স্কার্ফ। বললেন—নদীর ভাটি ধরে চললাম, ওয়াটসন। অনেক ভেবে দেখলাম এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। যাই হোক, চেষ্টা করে দেখতে হবে।

আমিও তো সঙ্গে যেতে পারি? উঁহুঃ! তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ হবে যদি এখানেই থেকে যাও আমার প্রতিনিধি হয়ে। ইচ্ছে করছে না যেতে, কারণ হয়তো আমি চলে যাওয়ার পর বেলার দিকে আসবে খবরটা, যদিও অবশ্য গত রাতে উইগিনস্ বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিল। কোনো চিঠি বা টেলিগ্রাম এলে তা খুলবে এবং নিজের বিচার বুদ্ধি মতো কাজ করবে। আমি তোমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছি। আর তুমি তো আমায় টেলিগ্রাম করে কোনো খবর দিতে পারবে না, কারণ আমি নিজেই জানি না কখন কোথায় থাকব অবশ্য কপাল ভালো হলে আমি কিছুক্ষণ পরেই ফিরব।

প্রাতরাশের সময় পর্যন্ত কোনো খবরই পাওয়া গেল না। তবে "স্ট্যান্ডার্ড" পত্রিকায় মামলাটা সম্বন্ধে আজ নতুন করে লিখছে—

আপার নরউডের বিয়োগান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে কাগজটা লিখছে, আসলে ব্যাপারটা যা ভেবেছিলেন, অনেক বেশি জটিল তার চেয়ে। নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ যা মিলেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে

www.pathagar.com

যে থ্যাডিউস শোলটোর এই অপরাধে জড়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাঁকে আর গৃহকর্ত্রীটিকে কাল সন্ধ্যায় খালাস করে দেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে আসল অপরাধী সম্বন্ধে পুলিশের কিছু সূত্র মিলেছে, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. অ্যাথেলনি জোন্স্ তাঁর পূর্ণউদ্যম ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে এই মামলার তদন্তের ভার নিয়েছেন, যে কোনো মুহূর্তে কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। ওয়াটসন ভাবলেন, যাক, খবরটা সন্তোষজনক, আর কিছু না হোক বন্ধু শোলটো এখন, নিরাপদ। কাগজটা পেতে ফেললেন টেবিলের ওপর। হঠাৎ তাঁর চোখে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল।

বিজ্ঞাপনটা হল—'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের'। নাবিক মরডেকাই স্মিথ আর তাঁর পুত্র জিম গত বুধবার রাত তিনটে নাগাদ স্টিমলঞ্চ 'অরোরা'-র স্মিথস্ হোয়ার্ফ থেকে যাত্রা করেন। লঞ্চটার রং কালো, তাতে সাদা ডোরা কাটা। যিনি স্মিথস্ হোয়ার্ফে বা ২২১-বি বেকার স্ট্রিটে মিসেস স্মিথের কাছে নিরুদ্দিষ্ট মি. স্মিথ আর লঞ্চটার খবর দিতে পারবেন তাঁকে পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ বিজ্ঞাপন যে হোম্‌সের তাতে সন্দেহ নেই, বেকার স্ট্রিটের ঠিকানাটাই তার নির্ভুল প্রমাণ। বিজ্ঞাপনটা ভারি বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে, কারণ হয়তো এটা পলাতকদের চোখে পড়বে এবং নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর ব্যাপারে স্ত্রীর স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা বলেই তারা মনে করবে, তার বেশি কিছু নয়।

ওয়াটসনের দিনটা যেন আর কাটতেই চায় না। যখনই দরোজায় কোনো শব্দ হয় বা রাস্তায় কারো দ্রুত পায়ের শব্দ শোনেন, মনে হয় ওই বুঝি হোম্‌স্ ফিরলেন কিংবা কেউ এলো বিজ্ঞাপনের সাড়া দিতে। কিছু পড়বার চেষ্টা করলেন কিন্তু মনঃসংযোগ করতে পারলেন না। তবে কি হোম্‌সের যুক্তির মধ্যে মৌলিক কোনো গলদ রয়ে গেছে? যেসব সূত্রের ওপর নির্ভর করে হোম্‌স্ এই অদ্ভুত ধারণা গড়ে তুলেছেন তাতে কি ভুল থাকা সম্ভব? কখনো তাঁকে ওয়াটসন ভুল করতে দেখেন নি বটে, তবে মুনিদেরও তো মতিভ্রম হতে পারে! যুক্তির অতিরিক্ত সূক্ষ্মতার ফলে হয়তো ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন, যদি কোনো কারণে হোম্‌সের এ ক্ষেত্রে ভুলও হয়, প্রকৃত ঘটনাটাও তাহলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে অত্যন্ত চমকপ্রদ।

বেলা তিনটের সময় ঘণ্টাটা খুব জোরে বেজে উঠল, আর তারপরই হলঘর থেকে অত্যন্ত প্রভুত্ব ব্যঞ্জক এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন মি. অ্যাথেলনি জোনস্ স্বয়ং। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের প্রবক্তা সেই অশিষ্ট ভদ্রলোকটি প্রচুর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে যিনি আপার নরউডের এ মামলা হাতে নিয়েছিলেন সে ব্যক্তি যেন ইনি নন। নত মুখে, শান্তভাবে, এমন কি এরকম ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে তিনি এসেছেন।

বললেন, সুপ্রভাত স্যার। মি. শার্লক হোম্‌স্ বুঝি বেরিয়ে গেছেন?

হ্যাঁ, এবং কখন যে ফিরবেন ঠিক তা বলতে পারি না।

অপেক্ষা করবেন? বসুন তাহলে ওই চেয়ারটায়। এই নিন্ একটা চুরুট।

ধন্যবাদ, আপত্তি নেই। একটা লাল রুমাল দিয়ে কপালটা মুছতে মুছতে বললেন।

আর একটু হুইস্কি আর সোডা।

আচ্ছা, তবে, আধ গ্লাস। এবার যেন গরমটা একটু বেশি, এ সময়ে ঠিক এতোটা গড়ে না। তার ওপর প্রচুর দুশ্চিন্তা আমার মাথায় এখন। এই নরউড মামলা সম্বন্ধে আমার ধারণা তো জানেন? কিন্তু এখন আমার আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। শোলটোকে খুব কষে বেঁধেছিলাম, জানেন, হঠাৎ মাঝখানে একটা ফুটো করে সে পালিয়েছে। ভাইয়ের মৃত্যুর সময় সে যে ওখানে ছিল না একথা এমনভাবে প্রমাণ করেছে যা একেবারে অকাট্য। ভাইয়ের ওখান থেকে বেরোবার পর কেউ না কেউ সর্বদাই তার দেখা পেয়েছে সুতরাং যে ব্যক্তি ছাদে উঠে চোর কুঠুরি দিয়ে ওখানে গেছিল শোলটো সে ব্যক্তি হতে পারে না। বিশ্রী এ মামলা মশাই, আমার সুনাম একেবারে নষ্ট হতে বসেছে। একটু সাহায্য পেলে বড় ভালো হয় এখন।

www.pathagar.com

ওয়াটসন বললেন—সাহায্যের প্রয়োজন মানুষ-মাত্রেরই হয় কখনো কখনো।

খাটো গলায়, যেন কোনো গোপন কথা বলছেন এমনভাবে তিনি বললেন—আপনার বন্ধু শার্লক হোম্‌স্ ব্যক্তিটি জানেন, অতি অপূর্ব। ওঁকে কখনো বোখা বানানো যায় না। অনেক মামলা এই ভদ্রলোকটিকে নিতে দেখেছি, কিন্তু ওঁকে কখনো ব্যর্থ হতে দেখি নি। ওঁর কর্মপ্রণালী একটু অদ্ভুত ধরনের বটে, এবং কোনো ধারণা তৈরির ব্যাপারে হয়তো একটু বেশি তাড়াহুড়ো করেন কোনো কোনো ব্যাপারে কিন্তু তাহলেও আমার মনে হয় পুলিশে থাকলে প্রচুর উন্নতি করতে পারতেন। আজ সকালে তার কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়ে জানলাম শোলটোদের মামলায় তিনি নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। এই যে টেলিগ্রামটা বারোটার সময় পপলার থেকে ছাড়া হয়েছে টেলিগ্রামটা। তাতে লেখা এক্ষুনি যান বেকার স্ট্রিটে। যদি আমি না ফিরি আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। শোলটোর অপরাধীদের কাছাকাছি এসে পড়েছি। যদি শেষ পর্যায়ে থাকতে চান তো আজ রাতে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। এইসব নানা কথাবার্তা বলছিল।

ওয়াটসন বললেন—দরোজায় কার যেন সাড়া পাচ্ছি ওই এলেন হয়তো বন্ধুবর।

ভারি পদক্ষেপে কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে আর খুব হাঁপাচ্ছে, যেন হাঁফ উঠছে। সিঁড়িতে ওঠার পথে বার দুয়েক থামল, যেন কষ্ট হচ্ছে উঠতে। শেষপর্যন্ত এসে ঘরে ঢুকল সে। পায়ের শব্দের সঙ্গে শরীরের সামঞ্জস্য আছে। লোকটি বয়স্ক। নাবিকের পোশাক পরনে। যে পুরোনো পি-জ্যাকেটটা পড়ে আছে সেটার গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা, হাঁটু দুটো কাঁপছে, আর নিশ্বাস নেওয়ার আওয়াজ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সে হাঁফানিতে ভোগে। মোটা ওক কাঠের লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে যখন ফুসফুসে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সেইসঙ্গে ওঠানামা করছে কাঁধ দুটো। আর থুতনি ঘিরে রঙিন স্কার্ফ থাকায় কালো তীক্ষ্ন চোখ ছাড়া তার মুখের আর বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সাদা একগোছা ভ্রু আর ধূসর রংয়ের জুলপি সেই চোখের ওপর এসে পড়েছে। সব মিলে এই ধারণাই হয় যে, কোনো সম্ভ্রান্ত নাবিক, বর্তমানে বেশ কয়বছর দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন কী চান?

বুড়োমানুষের মতো ধীরে ধীরে সে তাকাল চারিদিকে তারপর বলল। মি. শার্লক হোম্‌স্ আছেন?

না তবে, আপাততঃ আমি তাঁর হয়ে কাজ করছি তাঁকে যা বলবার আমার কাছে বলতে পারেন।

লোকটি বলল—যা বলবার আমি তাঁর কাছেই বলব।

ওয়াটসন বললেন—আমি তাঁর হয়ে কাজ করছি অতএব আপনি নিশ্চিন্তে আমার কাছ সব বলতে পারেন। আচ্ছা মরডেকাই স্মিথের ব্যাপারে কিছু কি?

হ্যাঁ, আমি জানি সে কোথায়। আর, যাদের তিনি খুঁজছেন তাদের ঠিকানাও জানি। আর জানি, সমস্ত ধনরত্ন কোথায় আছে। ও ব্যাপারে সবকিছুই আমার জানা।

আমায় বলুন তাহলে, আমি তাঁকে সব জানিয়ে দেব—ওয়াটসন অনুরোধের স্বরে বললেন।

তাঁকেই আমি বলব, খুব বুড়ো মানুষের মতো একগুঁয়ে ভাবে সে বলল।

তাহলে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

উঁহু, শুধু একজনকে খুশি করার জন্যে আমি সারাটা দিন নষ্ট করব নাকি? মি. হোম্‌স্ যদি না থাকেন তাহলে তাঁকেই সবকিছু নিজে থেকে জেনে নিতে হবে। আপনাদের দুজনকে দেখে আমার একটু ভালো লাগছে না। একটা কথাও আপনাদের বলব না।

সে দরোজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু অ্যাথেল্‌নি জোনস্ গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও বন্ধু একটু। জরুরি খবর নিয়ে এসেছ তুমি, ফিরে যাওয়া চলবে না। আটকে রাখব তোমায়, সে তুমি পছন্দ করো আর না-ই করো।

www.pathagar.com

দরোজা লক্ষ্য করে বৃদ্ধ একটু দৌড়াল। কিন্তু জোনস্ কাঁধে হাত রাখতে আর তার বুঝতে বাকি রইল না, যে বাধা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন।

লাঠি ঠুকে লোকটি বলে উঠল। বাঃ, চমৎকার ব্যবহার! এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব বলে এল্যাম আর আপনারা দুজন—জীবনে আপনাদের দেখি নি—আমায় ধরে রাখছেন আর আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন!

ওয়াটসন বললেন—এজন্যে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না, সময় নষ্ট হচ্ছে বলে যা লোকসান হবে তা পুষিয়ে দেওয়া হবে। ওই সোফায় বসুন, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।

খুব বিরক্তির সঙ্গে সে গিয়ে বসল দু-হাতে মাথা রেখে। জোন্স্ আর ওয়াটসন পুনরায় চুরুট ধরিয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। এমন সময় হঠাৎ হোম্‌সের গলা শোনা গেল।

বাঃ আমাকেও তো একটা চুরুট দিতে পার?

ওয়াটসন ও জোন্স্ দুজনেই চমকে উঠলেন। হোম্‌স্ চুপচাপ বসে আছেন আর মজা লুটছেন।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ওয়াটসন বললেন—একি, হোম্‌স্, তুমি! বুড়ো মানুষটি গেল কোথায়?

এই তো, এইখানে! একরাশ পাকা চুল তুলে ধরে হোম্‌স্ বললেন, এ তো এ পরচুলো, জুলফি, ভ্রু সবকিছু। জানতাম অবশ্য ছদ্মবেশটা ভালোই হয়েছে কিন্তু এতোক্ষণ পরীক্ষার পরেও ধরা পড়ব না ভাবতে পারি নি।

একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে হোম্‌স্ বললেন—আজ সারাটা দিন আমার এই ছদ্মবেশে কেটেছে। কী জানেন, অপরাধীদের মধ্যে অনেকেই আমার চিনেছে আজকাল, বিশেষ করে আমার এই বন্ধুটি —জোন্‌সের দিকে তাকিয়ে—মামলাগুলো প্রকাশ করার পর থেকে। সেজন্যেই কাজে নামবার সময় অনেক সময় এরকম সহজ ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়। এবার বলুন মি. জোন্স্—মামলা কেমন এগোল?

সবই গোলমাল হয়ে গেছে। দুজন আসামীকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। আর বাকি দুই আসামীর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই।

ওজন্যে ভাববেন না। ওদের বদলে আর দুজন আপনাকে দেব। কিন্তু আমার কথামতো চলতে হবে আপনাকে। সরকার থেকে বাহাদুরি যা আপনি পান আপত্তি নেই। কিন্তু ঠিক আমি যেভাবে বলব, সেইভাবেই কাজ করতে হবে। রাজি তো।

সম্পূর্ণ রাজি, যদি আপনি আমায় ওদের ধরতে সাহায্য করেন। বেশ। তাহলে প্রথমেই আমার দরকার দ্রুতগামী পুলিশের স্টিম বোট—ওয়েস্টমিনস্টার স্টেয়ার্সে সাতটার সময়।

সেটা সহজেই ব্যবস্থা করা যেতে পারে, একটা স্টিমবোট সব সময়তেই মজুত থাকে। কিন্তু তাহলেও নিশ্চিত হবার জন্যে টেলিফোনে সব বলে দেব।

আর চাই দুজন শক্ত লোক, যদি কাজে বাধা পড়ে।

বেশ, দুজন কেন, তিনজন থাকবে সেখানে। আর কী চাই?

লোকগুলোকে পাকড়াও করলে, ধনরত্নটা উদ্ধার হলে, সেই ধনরত্নের অর্ধেকটার আইনসম্মত মালিক যে তরুণী ভদ্রমহিলা, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই আমার সেই বন্ধু বাক্সটা তাঁকে দেখিয়ে আসবেন তিনিই যেন সর্বপ্রথম খোলেন বাক্সটা।—কেমন রাজি তো ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—এ আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার হবে।

মাথা নেড়ে জোন্স্ বললেন—উঁহু, ব্যবস্থাটা ঠিক আইনমাফিক হল না। তবে, সমস্ত কিছুইতো তাই, সুতরাং এ ব্যাপারটার উপরেও দৃষ্টি না দিলেই চলবে। তবে, শেষপর্যন্ত কিন্তু ধনরত্ন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে নিতে হবে, এবং সেখানেই থাকবে যতোদিন না সরকারিভাবে তদন্ত শেষ হচ্ছে।

নিশ্চয় তা তো বটেই। তাতে আর, অসুবিধে কী? আর একটা কথা। এ মামলার কয়েকটা খুঁটিনাটি ব্যাপার আমি জোনাথানল স্মলের নিজের মুখে শুনতে চাই। জানেনই তো, মামলার

www.pathagar.com

খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানাবার আমার চিরদিনের আগ্রহ। স্মলের সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। সে এখানে আমাদের বাড়িতেই হোক্, যদি তাকে উপযুক্ত পাহারার মধ্যে রাখা হয়।

আপনিই এখন মালিক। কিন্তু এই জোনাথন স্মলের অপরাধের কোনো প্রমাণ এখনো আমি পাই নি। যাই হোক, আপনি, যদি তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন তো কী করে আর আমি আপনাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বাধা দিতে পারি?

তাহলে এই কথাই রইল?

পাক্কা। আচ্ছা, আর কিছু?

শুধু এই যে, আপনি আজ আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। শুগলি আর গোটা দুয়েক বুনো হাঁস আছে, সেই সঙ্গে সাদা মদের কিছু রকমফের। ওয়াটসন, রান্নাবান্নার ব্যাপারে তুমি কখনো আমার হাত যশ দেখো নি তো? আজ দেখবে।

দশ

দ্বীপবাসীর মৃত্যু

হই হই করে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া পর্ব চুকল। হোম্‌স্ বেশ মেজাজে ছিলেন। টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি গাড়ির দিকে তাকালেন। তারপর পোর্ট মদে তিনটি গ্লাস ভরলেন। তারপর বললেন—এটা হচ্ছে আমাদের ওই অভিযানের সাফল্যের আশায়। এবার বেরোবার সময় হল। পিস্তল আছে তো ওয়াটসন?

হ্যাঁ, যুদ্ধের সময়কার পিস্তলটা ডেস্কে আছে।

সঙ্গে নাও তাহলে, তৈরি হয়ে যাওয়াই ভালো। গাড়িটা এসে দরোজায় দাঁড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে।

ওয়েস্টমিনস্টারের জেটিতে যখন হোম্‌স্‌রা পৌঁছালেন, তখন সাতটা বেজে কয়েক মিনিট। দেখা গেল লঞ্চ তৈরি। খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন লঞ্চটা হোম্‌স্।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—এমন কিছু কি এতে আছে যাতে পুলিশের লঞ্চ বলে মনে হতে পারে?

হ্যাঁ, পাশের ওই সবুজ আলোটা।

খুলে নিন তাহলে?

তাই-ই করা হল। ওয়াটসনরা লঞ্চে উঠলেন। জোন্‌স্, হোম্‌স্ আর ওয়াটসন বসলেন পেছনের দিকটায়। একজন রইল হালে, একজন ইঞ্জিনের তত্ত্বাবধানে, আর দুজন পুলিশের ইন্সপেক্টর রইল সামনের দিকে।

জোন্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ দিকে যাওয়া যাবে?

বলে দিন, টাওয়ারের দিকে। জেকবসনের ঘাঁটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় যেন।

লঞ্চটা যে খুবই দ্রুতগামী তা বুঝতে অসুবিধা হল না। মালবোঝাই বজরাগুলোর পাশ দিয়ে এমন তীব্র বেগে ছুটে চলল যেন মনে হল ওগুলো দাঁড়িয়ে আছে চুপ চাপ। একটা স্টিমারকেও যখন পেছনে ফেলে যাওয়া হল, হোম্‌সের মুখে তখন তৃপ্তির হাসি ফুটল। বললেন, মনে হচ্ছে, যে কোনো জলযানকেই আমরা ধরে ফেলতে পারব।

ওয়াটসন বললেন—উঁহু তা হয়তো সম্ভব হবে না। তবে এটা ঠিক যে আমাদের হারাতে পারবে এমন লঞ্চ খুব বেশি নেই।

'অরোরা'-কে আমাদের ধরতেই হবে। অত্যন্ত দ্রুতগামী বলে সুনাম আছে তার। পরিস্থিতিটা এবার তোমায় বুঝিয়ে বলছি ওয়াটসন। মনে আছে তো অমন একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম?

হ্যাঁ।

তখন একটা রাসায়নিক পরীক্ষায় ডুবে থেকে মনকে পুরো বিশ্রাম দিলাম আমি।

www.pathagar.com

হাইড্রোকার্বন গলানোর কাজে লেগেছিলাম। যখন সমর্থ হলাম, আবার ফিরে এলাম শোলটোদের মামলায়। যে ছেলেগুলোকে কাজে লাগিয়েছিলাম তারা ব্যর্থ হওয়ায় আমাকে পথ বদলাতে হল। জানতাম এই স্মল লোকটার মধ্যে খানিকটা ইতর-জনসুলভ চতুরতা আছে, তখন আমার মনে হল, যেহেতু নিশ্চয়ই সে বেশ কিছুদিন লন্ডনে আছে (প্রমাণ পেয়েছি সে পন্ডিচেরি লজের ওপর কয়দিন ধরে লক্ষ্য রেখে আসছিল) সুতরাং মুহূর্তের সুযোগেই লন্ডন ত্যাগ করা একরকম অসম্ভব তার পক্ষে। সমস্তরকম বন্দোবস্ত করে নিতে তার খানিকটা সময় লাগবেই। একটা দিন অন্ততঃ। আচ্ছা, মিসেস স্মিথ বলেছিল ওরা যখন বেরিয়ে পড়ে তখন রাত তিনটে। তার ঘন্টাখানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই লোক চলাচল শুরু হয়েছে, ততোক্ষণে অন্ধকারও কেটে গেছে অনেকটা। তাই আমার হিসেব হল, খুব বেশি দূরে নিশ্চয়ই তারা যেতে পারে নি। স্মিথকে অবশ্য চুপ করে থাকার জন্যে প্রচুর টাকা দিয়েছে। এবং শেষবারের মতো পালাবার জন্যে লঞ্চটা ভাড়া করে রেখেছে। তারপর ধনরত্নের বাক্সটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেছে তাদের আড্ডায়। এখন দিন কয়েক লক্ষ্য করবে খবরের কাগজগুলো কি মন্তব্য করছে এবং তাদের ওপর কোনো রকম সন্দেহ পড়েছে কিনা। তারপর সুযোগ নিয়ে গ্রেভসেন্ডে বা ডাউনসে গিয়ে কোনো স্টিমার ধরে আমেরিকার বা ব্রিটেনের কোনো উপনিবেশে পাড়ি জমাবে। আগে থেকেই হয়তো এরকম কোনো ব্যবস্থা করা আছে।

কিন্তু তাহলে লঞ্চটা? সেটা তো আর ওদের আড্ডায় নিয়ে যেতে পারবে না?

তা ঠিক। তাই আমার যুক্তি হল নিশ্চয়ই লঞ্চটা বিশেষ দূরে কোথাও যাবে না, যতোই গোপনতার চেষ্টা হোক না কেন। তখন আমি মনে মনে স্মলের জায়গায় বসালাম আর তার মতো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলাম। হয়তো সে ভাবল, লঞ্চটা ফেরৎ দিলে কিংবা কোনো জেটিতে রাখলে পুলিশ সহজেই পিছু নেবে। এখন তার মনে প্রশ্ন, লঞ্চটা লুকিয়ে ফেলা এবং যদি তেমন দরকার হয় তাই হাতের কাছে রাখা—এ কী করে সম্ভব? তার জায়গায় আমি হলে কী করতাম? একটি মাত্র উপায় আমার মনে হতো? কোনো নৌকো তৈরির বা মেরামতির ঘাঁটিতে রেখে তার ছোটখাটো দু-একটা জিনিস পাল্টেফেলা। আর তারপর এমন ব্যবস্থা করা যাতে মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিসেই পাওয়া যেতে পারে।

হ্যাঁ। এতো এখন বেশ সহজ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এইসব সহজ জিনিসগুলোই তো সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয়ে থাকে। যাই হোক্, সেই মতলব নিয়েই আমি কাজ করব ঠিক করলাম। নাবিকের এই সাধারণ পোশাকে আমি বেরিয়ে পড়লাম তক্ষুনি, আর নদীর উজানে যেখানে যেখানে জাহাজ মেরামতির কারখানা আছে সব জায়গায় খোঁজ করলাম। পনেরোটা জায়গায় বিফল হওয়ার পর আমি তার পরেরটায় অর্থাৎ জেকবসনের ওখানে খোঁজ পেলাম, দু-দিন আগে একজন কাঠের পা মানুষ 'অরোরা' লঞ্চটা তাদের কাছে এনেছিল হালটা সামান্য একটু পাল্টে নেবার জন্যে।

প্রধান মিস্ত্রি বলল—কিন্তু জানেন হালটার কিছুই হয় নি। ওইতো লঞ্চটা, ওই যে লাল ডোরা। আর ঠিক তক্ষুনি এলো লঞ্চের মালিক স্বয়ং মরডেকাই স্মিথ, যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। নেশা করে তার অবস্থা তখন খুবই খারাপ। তাকে আমার চেনবার কথা ছিল না, কিন্তু সে এসেই চিৎকার করে নিজের নাম আর লঞ্চটার নাম ঘোষণা করে বলল,—"আজ রাত আটটার সময় আমি লঞ্চটা চাই—ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময়ে। দুজন ভদ্রলোক ওটা নেবে, একটুও দেরি তারা সইবে না! নিশ্চয়ই সে ওদের বেশ ভালোই টাকা দিয়েছিল। কারণ কার হাবেভাবে টাকার গরম ছিল। একটা শিলিং বার করে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে বাজাতে লাগল। খানিকটা পেছন থেকে আমি তার পিছু পিছু চললাম। কিন্তু সে একটা ভাটিখানায় ঢুকে পড়ল। তখন আমি পুনরায় কারখানায় ফিরে গেলাম। যেতে যেতে আমারই একটা ছোকরা গোয়েন্দার দেখা পেয়ে তাকে লঞ্চটার ওপর লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিয়ে এলাম। কথা হল, যেই ওরা লঞ্চটা ছাড়বে সঙ্গে সঙ্গে সে রুমাল ওড়াতে থাকবে। একটু দূরেই আমরা জলের ওপর থাকব। সুতরাং এর পরেও যদি মানুষগুলোকে ধরতে আর ধনরত্ন উদ্ধার করতে না পারি তো

সেটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার হবে।

জোন্‌স্ বললেন—ব্যবস্থাটা সত্যিই ভারী সুন্দর করেছেন। আসল লোক ওরা হোক আর নাই হোক। তবে, আমি হলে এক বাহিনী পুলিশ নিয়ে জেকবসনের কারখানা ঘেরাও করে ফেলতাম আর ওরা আসামাত্র গ্রেপ্তার করতাম।

উঁহু, হোম্‌স্ বললেন—তাহলে কোনো কাজই হতো না। অত্যন্ত ধূর্ত স্মল। সেখানে সে আগে একজন লোক পাঠিয়ে পরিস্থিতিটা দেখে নিত, এবং সন্দেহের অবকাশ থাকলে আরো একটা সপ্তাহ দিব্যি আত্মগোপন করে থাকত।

ওয়াটসন বললেন—যদি তুমি মরডেকাই স্মিথের সঙ্গে লেগে থাকতে তাহলেই তো ওদের গোপন আস্তানায় পৌঁছে যেতে পারতে।

সেক্ষেত্রে সারাটা দিন নষ্ট হতো। আমার ধারণা স্মিথের পক্ষে ওদের ঠিকানা জানবার সম্ভাবনা একশোয় এক। কেন শুধু শুধু সে এসব জানতে চাইবে? ওরা শুধু ওকে নির্দেশ পাঠায় কী কী করতে হবে। উঁহু, সব দিক ভালো করে চিন্তা করেই দেখেছি, এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়।

নদীর সারের দিকে এক জায়গায় প্রচুর জাহাজের দড়িদড়া পড়ে ছিল, সেগুলো দেখিয়ে হোম্‌স্ বললেন, ওই হল জেকবসনের কারখানা। এখানে লঞ্চটা আড়ালে আড়ালে উজানে আর ভাটিতে ধীরে ধীরে চলাফেরা করে। পকেট থেকে দূরবীন বার করে হোম্‌স্ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তীরের দিকে। তারপর বললেন—আমার প্রহরীটিকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রুমালটাতো দেখতে পাচ্ছি না!

উৎসুক কণ্ঠে জোন্‌স্ বললেন—আচ্ছা ভাটি বেয়ে একটুখানি গিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করলে কেমন হয়?

ইতিমধ্যে লঞ্চের সকলের মনেই উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠেছে—এমন কি পুলিশ বা লঞ্চের লোকজনের মনে পর্যন্ত, যাদের এ ব্যাপারে ধারণা অত্যন্ত ভাসা ভাসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হোম্‌স্ বললেন—কোনো কিছুই নির্ভুল বলে ধরে নেবার অধিকার আমার নেই। অবশ্য ওরা যে নদীর ভাটি ধরে চলবে তার সম্ভাবনা দশের মধ্যে ন-ভাগই, কিন্তু তাহলেও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। এই জায়গাটা থেকে আমরা কারখানার প্রবেশ পথটা দেখতে পাচ্ছি, অথচ এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় অসম্ভব। রাতটা পরিষ্কার হবে, আলোও এখানে প্রচুর। এই যে এখানে আছি, এখানে থাকাই ভালো। দেখো ওই গ্যাসলাইটের কাছে কেমন লোকজনের জটলা হচ্ছে।

হ্যাঁ, কারখানার কাজ সেরে ওরা ফিরছে।

আচ্ছা, ওই একটা রুমাল দেখা যাচ্ছে না?

ওয়াটসন বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো তোমার একটি ছোকরা! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হোম্‌স্ বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ আর ওই তো 'অরোরা'—উঃ কী সাংঘাতিক বেগে চলেছে! ড্রাইভার, পূর্ণবেগে চল—ওই যে লঞ্চটার হলদে আলো, ওর পিছু নাও! হায় ঈশ্বর, যদি ও আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালায় তাহলে আর কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

কারখানার প্রবেশ-পথের ভিতর দিয়ে লঞ্চটা কখন বেরিয়ে গেছে আর দু-তিনটে জলযানের মধ্যে দিয়ে গলে গেছে ওয়াটসনরা তা দেখতে পান নি। ফলে হোম্‌স্‌রা যাত্রা শুরু করার আগেই ও পূর্ণ বেগ পেয়ে গেছে। এখন চলেছে ভাটির পথে তীরের কাছ দিয়ে, প্রচণ্ড বেগে। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে লঞ্চটার দিকে তাকিয়ে জোন্‌স্ মাথা নেড়ে বললেন—সাঙ্ঘাতিক এর বেগ, ধরতে পারব কিনা সন্দেহ।

ধরতেই হবে, ধরতেই হবে, ওকে! দাঁতে দাঁত চেপে হোম্‌স্ বলে উঠলেন, কয়লা চড়াও তোমরা, চড়াও—পূর্ণবেগ পেতে হলে যা কিছু করবার সব করো! ধরতে ওদের হবেই—যদি

www.pathagar.com

সে চেষ্টায় লঞ্চটা জ্বলে যায় তাহলেও ছাড়বে না!

এতোক্ষণে ওয়াটসনরা নিঃসন্দেহে লঞ্চটার দিকে এগোচ্ছিলেন। আগুন জ্বলছে শোঁ শোঁ করে। ইঞ্জিনটা একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো কাঁপছে। একটা বড় হলদে লণ্ঠন জলে লম্বা কাঁপা আলোর সৃষ্টি করল। সামনের দিকে জলে একটা অস্পষ্ট চিহ্ন থেকে অরোরার অবস্থিতি আন্দাজ করা যাচ্ছে। কতো বজরা, কতো স্টিমার, কতো বাণিজ্য তরী তরী বেগে পেরিয়ে চলল ওয়াটসনদের লঞ্চটি। 'অরোরা' বাজ পাখির মতো আওয়াজ করতে করতে চলেছে আর হোম্‌স্‌দের লঞ্চ সমানের তার পেছনে লেগে রয়েছে।

ইঞ্জিন ঘরের দিকে ফিরে হোম্‌স্‌ চেঁচিয়ে উঠে বললেন— ঢাল,—আরো— আরো— আরো কয়লা ঢাল। যতোটা সম্ভব বাষ্প তৈরি করো তোমরা!

খানিকটা যেন দূরত্ব কমাতে পেরেছি মনে হচ্ছে—অরোরার ওপর চোখ দেখে জোন্‌স্‌ বললেন।

ওয়াটসন বললেন—কোনো সন্দেহ নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঠিক ধরে ফেলব।

কিন্তু এমনই হোম্‌স্‌দের দুর্ভাগ্য ঠিক সেই সময়ে একটা বাষ্পীয় পোত তিনটে বজরাতে টানতে টানতে তাদের পথ আটকে দিল। হাল শকত করে ধরে তবেই কোনো রকমে সঙ্কট এড়ানো গেল বটে, কিন্তু ওদের পার হয়ে আবার অরোরার পিছু নিতে নিতে সেই অবসরে অরোরা প্রায় দুশো গজ এগিয়ে গেছে। যাই হোক এখনো দিব্যি দেখা যাচ্ছে, আর গোধূলির অস্পষ্টতা কেটে গিয়ে তারকা খচিত আকাশ দেখা যাচ্ছে। বয়লারগুলোকে যতোটা সম্ভব চাপ দেওয়ার ফলে গতিবেগের আতিশয্যে সমস্ত লঞ্চটা কেঁপে উঠছে থর থর করে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ডক পার হয়ে দীর্ঘ ডেল্টফোর্ড বিচ পার হয়ে এবং শেষপর্যন্ত আইল অব ডগস্‌ ঘুরে এগিয়ে চললেন হোম্‌স্‌রা। সামনের ধূসরতা কেটে গিয়ে সুন্দর অরোরা এখন বেশ স্পষ্ট। জোন্‌স্‌ সার্চলাইটটা সেখানে ফেললে ডেকের মানুষদেরও দেখা গেল এখন। একজন বসে আছে পেছন দিকটায় তার দু-হাঁটুর ওপর কালো মতো কি যেন একটা বস্তু। নিউ পাউন্ড্যান্ড কুকুর বলে মনে হচ্ছে। ছেলেটি হালের বাঁটটি ধরে রেখেছে। আর আগুনের রক্তিম আভায় স্মিথকেও দেখা যাচ্ছে। কোমর পর্যন্ত শরীরের ওপরটা খালি। জীবনপথ করে ইঞ্জিনে কয়লা যুগিয়ে যাচ্ছে। প্রথমটা হয়তো তাদের সন্দেহ ছিল, আমরা পিছু নিচ্ছি কিনা, কিন্তু যখন দেখল যে যেদিকে যেভাবে ওরা বাঁক নিচ্ছে হোম্‌স্‌রাও তাই করছেন, তখন আর তা রইল না। গ্রিনউইচে যখন পৌঁছানো গেল তখন ওরা হোম্‌স্‌দের থেকে মাত্র তিনশো গজের মতো এগিয়ে।

আর ব্ল্যাকওয়েলে পৌঁছে দেখা গেল ব্যবধান আড়াইশো গজের বেশি হবে না। হোম্‌স্‌ তাঁর বিচিত্র জীবনে অনেক প্রাণীরই পিছু নিয়েছেন, কিন্তু আজকে এই টেমসের বুকে এই উন্মত্ত মানুষ শিকারের মতো উন্মাদনা আর কখনো তিনি অনুভব করেন নি। ক্রমেই হোম্‌স্‌রা ওদের নিকটবর্তী হচ্ছেন। ক্রমশ এক গজ এক গজ করে ব্যবধান কমে আসছিল। পেছনের লোকটা ডেকের ওপর তেমনি ঝুঁকে রয়েছে। তার হাতদুটো যে ভাবে নড়ছে দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে কি একটা কাজে সে ব্যস্ত। হঠাৎ চিৎকার করে জোন্‌স্‌ থামতে বললেন, 'অরোরা'-র দূরত্বটা তখন চার লঞ্চের বেশি হবে না। প্রচণ্ড বেগে চলছে লঞ্চ দুটো। নদীতে আর এখন বাধা নেই।

এক তীরে এখন বাকি লেভেল আর অন্য তীরে বিষাদ মাখা প্লামস্টেড মাশেস। জোন্‌সের চিৎকার শুনে পেছনের লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ লোকটা লাফিয়ে উঠে ঘুঁসি পাকানো দু-হাত হোম্‌স্‌দের দিকে ছুঁড়েছিল আর তীক্ষ্ম উচ্চ কণ্ঠে গালাগালি দিতে লাগল। দু-পা ফাঁক করে যখন সে দাঁড়াল, দেখা গেল তার ডান পায়ের উরু থেকে নিচের দিকটা কাঠের। তার তীক্ষ্ম ক্রুদ্ধ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ডেকের বান্ডিলটা নড়ে উঠল যেন। সোজা হয়ে দাঁড়ালে তখন দেখা গেল একটা খুবই বেঁটে কালো মানুষ সে, এমন বেঁটে মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। মাথাটা যেমন বেয়াড়া তেমনি প্রকাণ্ড, জটপাকানো চুলে ভর্তি। ইতিমধ্যেই হোম্‌স্‌ তাঁর রিভলভার বার করে নিয়েছেন। আর অসভ্য লোকটার বেঢপ চেহারা দেখে ওয়াটসনও

www.pathagar.com

রিভালভার নিয়ে তৈরি। কালো রংয়ের কম্বলে আর অলেস্টারে তার শরীর ঢাকা, কেবল মুখটাই খোলা। মুখ একবার দেখলেই রাতে ঘুমের দফা গয়া। বিশ্বের সমস্ত নিষ্ঠুরতার প্রকাশ সেখানে। ক্ষুদে ক্ষুদে দু-চোখে জ্বলন্ত ধূমল দৃষ্টি। পুরু দুই ঠোঁট দাঁত থেকে সরে গেল যখন সে প্রায় পশু সুলভ ভঙ্গীতে দাঁত কিড়িমিড়ি করে খিঁচিয়ে উঠল।

ধীরভাবে হোম্‌স্ বললেন—মাথা তুললেই গুলি করবে।

এখন ব্যবধান কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র এক লঞ্চের। একরকম ছোঁয়াই যায় বলতে গেলে। দাঁড়িয়ে থাকা দুজনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাদা মানুষটা দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গালাগাল করছে। আর লণ্ঠনের আলোয় দেখা যাচ্ছে, কদাকার বামনটা বিকট মুখে বড় বড় হলদে দাঁত বার করে খিচোচ্ছে।

ভাগ্যিস্ ওদের এতো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। কারণ ওয়াটসনরা যখন তাকিয়ে ছিলেন সেই সময় সে ঢাকনা থেকে অনেকটা স্কুলের রুলের মতো দেখতে একটা ছোটো গোল কাঠের টুক্‌রো তুলে নিয়েছে। তারপর সেটা মুখে লাগানো মাত্র হোম্‌স্‌দের দুটো পিস্তল একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে পাক খেয়ে, দম আটকানো মতো শব্দ তুলে জলে পড়ে গেল।

পলকের জন্যে তার বিষাক্ত ভয়ংকর দু-চোখ ফেনিল ঢেউয়ের মধ্যে ওয়াটসনের চোখে পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কাঠের পা মানুষটা দাঁড়ের ওপর পড়েই সেটা এমন টানতে লাগল যে সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চটা সবেগে সোজা এগিয়ে গেল। আর একটু হলেই ওই লঞ্চের পেছনটায় ধাক্কা লাগত, মাত্র কয়েক ফুটের জন্যে বেঁচে গেল। মুহূর্তের মধ্যে হোম্‌স্‌রা আবার ঘুরে ওদের পিছু নিলেন বটে, কিন্তু ততোক্ষণে ও লঞ্চটা প্রায় তীরে পৌঁছে গেছে। এ অঞ্চলটা যেমন বন্য তেমিন বিপদ মাখা। বিস্তীর্ণ স্যাঁতসেঁতে জায়গাটা, এখানে ওখানে বদ্ধ জল আর পচা শাকসব্জি। ধপ্ করে লঞ্চটা তীরের কাদায় গিয়ে ধাক্কা মারল—তার সামনের দিকটা জলের নিচে আর পেছন দিকটা ওপরে। পলাতকটি লাফিয়ে তীরে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাঠের পা-টা বসে গেল ভিজে মাটিতে। অনেক চেষ্টা করল, ছটফট করল, কিন্তু ফলে কাজ তো কিছু হলই না, উল্টে কাঠের পা-টা আরো বেশি করে কাদায় বসে গেল।

হোম্‌স্‌দের লঞ্চটা ততোক্ষণে পাশাপাশি গিয়ে পৌঁছেছে। তখন তার কাঠের পা-টা আরো মোক্ষমভাবে পুঁতে গেছে! কাঁধের ওপর দিয়ে দড়ি ফেলে ফাঁস পেঁচিয়ে তবে তাকে টেনে তোলা সম্ভব হল। স্মিথরা বাবা আর ছেলে গোমড়া মুখে বসেছিল লঞ্চটার মধ্যে, হোম্‌সের হুকুমে ওরা নেমে এল। আর 'অরোরা'-কে হোম্‌স্‌দের লঞ্চের সঙ্গে বেঁধে নেওয়া হল। ডেকের ওপর ছিল ভারতীয় শিল্পের কারুকার্য করা একটা শক্ত লোহার বাক্স। এই বাক্সের মধ্যেই নিশ্চয় শোলটোদের সেই অভিশপ্ত ধনরত্ন রয়েছে। চাবিটা ছিল না। প্রচুর বাক্সটার ওজন। তাই খুব সাবধান সেটাকে হোম্‌স্‌দের লঞ্চের ছোট্টো কেবিনটায় নিয়ে যাওয়া হল। এবার হোম্‌স্‌দের লঞ্চটা উজান বেয়ে চলতে থাকল ধীরে ধীরে, চারদিকে সার্চ লাইটের আলো ফেলতে ফেলতে। কিন্তু দ্বীপ বাসীটার (বামুনটার, যে তীর মেরেছিল) কোনো সন্ধানই মিলল না। টেমসের অন্ধকার অতলে কাদার মধ্যেই সে তলিয়ে গেছে। কাঠের পাটাতনটা দেখিয়ে হোম্‌স্ বললেন—এই যে, দেখ! ভাগিস্য হোম্‌স্‌রা পিস্তল ছুঁড়তে দেরিয়ে করেন নি! দেখা গেল, তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার ঠিক পেছনেই লেগে রয়েছে একটা মারাত্মক তীর!

এগারো

কয়েদি

কয়েদি স্মল লোহার বাক্সটার দিকে মুখ করে বসলেন। তার চেহারা রোদে পোড়া, চোখে বেপরোয়া দৃষ্টি। তার মুখ মেহগনি রংয়ের অসংখ্য বলিরেখায় কন্টকিত, যা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় তা তাঁর জীবন কেটেছে প্রকৃতির কঠোর বুকে। তার দাড়িভর্তি চিবুক দেখে মনে হয় না তাকে সংকল্প থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব। বয়স হবে গোটা পঞ্চাশ। কালো কোঁকড়ানো চুলে প্রচুর পাক ধরেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর মুখ বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে না, বটে, কিন্তু তাঁর

www.pathagar.com

পুরু ভ্রু আর উদ্ধত চিবুকের জন্যে ক্রুদ্ধ হলে এক অতি ভয়ংকর ভাব সেখানে ফুটে ওঠে। হাতকড়া দেওয়া দু-হাত কোলে রেখে, মাথা বুকের কাছে নামিয়ে বসে আছেন, আর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন বাক্সটার দিকে—যেটার জন্যে, তিনি এতো কু-কর্ম করেছেন।

একটা চুরুট ধরিয়ে হোম্‌স্‌ বললেন—জোনাথন স্মল, বড় দুঃখিত হলাম যে পরিণতি এই দাঁড়াল।

আজ্ঞে আমিও, স্মল বললেন—বাইবেল ছুঁয়ে আমি শপথ করতে পারি যে মি. শোলটোর মৃত্যুর ব্যাপারে আমি হাত পর্যন্ত তুলি নি। আশা করি আমার ফাঁসি হবে না। মর্কট নরকের কুত্তা টোডা একটা হতচ্ছাড়া তীর মেরে তাঁকে হত্যা করেছে। এ ব্যাপারে স্যার আমার কোনো হাত ছিল না। বরং এর ফলে আমার মনে খুবই খারাপ হয়ে গেছিল। এজন্যে আমি শয়তানটাকে দড়ি দিয়ে খুব মেরিছি। কিন্তু তখন তো যা হবার তা হয়ে গেছে।

হোম্‌স্‌ বললেন—এই নিন্‌ একটি চুরুট খান। আর আমার ফ্লাস্ক থেকে একটু চা-ও দিচ্ছি, বেজায় ভিজে গেছেন। আচ্ছা, ওই কালো লোকটার মতো একটা দুর্বল ছোটো খাটো মানুষ মি. শোলটোকে কাবু করে ধরে রাখবে আর সেই সুযোগ দড়ি বেয়ে আপনি উঠে আসবেন, এটা আপনি কী করে আশা করেছিলেন?

আপনি যেভাবে বলছেন স্যার তাতে মনে হয় আপনি নিজের চোখে সব দেখেছেন। ব্যাপারটা কী জানেন, আমি ভেবেছিলাম ওখানে কেউ থাকবে না। ও বাড়ির লোকজনদের অভ্যাস আমার ভালোভাবেই জানা ছিল। জানতাম সচরাচর ওই সময়েই মি. শোলটো ডিনার খেতে যান। কোনো কথাই গোপন করব না। কারণ আমি মনে করি, যদি সত্যি যা ঘটেছিল তা বলে দিই তাহলে সেটাই হবে আমার পক্ষে ভালো কৈফিয়ৎ। মেজর শোলটো যদি হতো তাহলে আমি খুব হালকা মনেই তাকে মরে ফাঁসিতে ঝুলতাম। কিন্তু তাঁর এই ছেলের ওপর আমার কোনো আক্রোশ ছিল না। তাই এ জন্যে আমাকে শাস্তি পেতে হয়, তা ভারি বিশ্রী ব্যাপার হবে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. অ্যাথেলনি জোনস্‌ আপনার মামলার তদন্তে নিযুক্ত। তিনি আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসবেন। তখন আমি আপনাকে বলব ঘটনাটার সত্য বিবরণ দিতে। কিন্তু সমস্ত ঘটনা যথাযথভাবে বলে যেতে হবে, এবং একমাত্র সে ক্ষেত্রেই হয়তো আমি আপনার সাহায্যে আসতে পারব হয়তো, আমার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে, ও বিষ এমনই মারাত্মক যে আপনি গিয়ে ঘরে ঢোকবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

ব্যাপারটা ঠিক তাই, স্যার। জানালা দিয়ে তাকিয়ে যখন দেখলাম শোলটোর মাথা কাঁধে ঝুলে পড়েছে আর অমন একটা অদ্ভুত হাসি তাঁর মুখে লেগে রয়েছে, আমার মনে তখন এমন আঘাত লেগেছিল যে বড় কষ্ট হচ্ছিল। পালিয়ে না গেলে আমি সেদিন হতচ্ছাড়াটাকে আধমরা করে ফেলতাম। আর সেটা বুঝেই তাড়াতাড়ি ওকে ওর লাঠি আর কয়েকটা তীর ফেলেই পালিয়ে আসতে হয়েছিল। সেগুলো থেকেই নিশ্চয়ই আমাদের পিছু নেবার ব্যাপারে আপনাদের সুবিধা হয়েছিল। তবে, কী করে যে সেই সূত্র এ পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন তা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এজন্যে আপনার ওপর আমার কোনো আক্রোশ নেই জানবেন। তারপর একটু তিক্ত হাসি হেসে বললেন—অদ্ভুত লাগে যখন ভাবি যে, আমি হলাম এমন এক ব্যক্তি যার পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের ওপর ন্যায়সঙ্গত দাবি আছে। অথচ সেই আমারই জীবনের প্রথমার্ধটা কেটেছে আন্দামানের কয়েদখানায় বাঁধ তৈরি করে, আর এখন দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয়ার্ধটা কাটবে ডার্টমুরে ড্রেন খোঁড়ার কাজে। কী অলুক্ষুণে দিনেই না আমার বণিক আজমতের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আর আমি আগ্রার ধনরত্নের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ওই সম্পদ এ পর্যন্ত কারুর ওপরেই অভিশাপ ছাড়া আর কিছু এনে দেয় নি। ওকে এনে দিয়েছে মৃত্যু, মেজর শোলটোকে আতঙ্ক ও অপরাধ প্রবণতা, আর আমাকে জীবনভোর ক্রীতদাসত্ব।

সেই মুহূর্তে অ্যাথেলনি জোন্‌সের মুখ আর দু-কাঁধ ছোট্ট ঘরটায় দেখা দিল। বললেন, বাঃ বাঃ দিব্যি এই পারিবারিক ভোজসভা বসেছে দেখছি! ওই ফ্লাস্কটা থেকে আমারও এক

www.pathagar.com

ঢোক চাই মি. হোম্স্! আচ্ছা, আমরা তো দিব্যি পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতে পারি তাই না? আফসোস্ এই যে, সেটাকে জ্যান্ত ধরা গেল না। কিন্তু কী আর করা যাবে, উপায় ছিল না। কিন্তু মি. হোম্স্, নিশ্চয় স্বীকার করবেন, আপনি যে সূত্র ধরে এগিয়েছিলেন, তা অত্যন্ত বেশিরকম সূক্ষ্ম, তাই না?

মরডেকাই স্মিথ, বললেন—নদীর সবচেয়ে দ্রুতগামী লঞ্চগুলোর মধ্যে 'অরোরা' একটা। ইঞ্জিনে যদি আর একটা লোক থাকত তাহলে তাদের ধরা সম্ভব হত না। স্মিথ শপথ করে বলল—এই নরউডের ব্যাপারে সে কিছুই জানে না।

কয়েদি স্মল বলে উঠলেন—সত্যিই সে কিছুই জানে না। খুব দ্রুতগামী বলে শুনেছিলাম তাই ওর লঞ্চ নিয়েছিলাম। কিছুই ওকে জানাই নি। খুব ভালো অর্থ দিয়েছি আর বলেছি যদি গ্রেভসন্ড থেকে ব্রাজিল যাওয়ার ষ্টিমার এসমেরালডায় পৌঁছে দিতে পারে খুব ভালো পুরস্কার পাবে তাহলে।

ঠিক আছে, দোষ যদি না করে থাকে তা আমরাও দেখব তার কোনো ক্ষতি না হয়। দেখা গেল কীভাবে জোন্স্ এখন থেকেই কেরামতি দেখাতে শুরু করেছেন। হোম্সের মুখের মৃদু হাসি দেখে বোঝা গেল যে ওঁর এই কেরামতি তিনিও লক্ষ করেছেন।

জোন্স্ বললেন—এক্ষুনি আমরা যাচ্ছি ভক্সল ব্রিজে। আর ডক্টর ওয়াটসন, ধনরত্নের বাক্সটা সমেত আপনাকে পথে নামিয়ে দেব। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আপনার সঙ্গে থেকে পাহারা দেবে।

দুঃখের বিষয় চাবিটা নেই তাই ভিতরটা দেখা হল না, খুলতে হবে ভেঙে। চাবিটা কোথায় মি. স্মল?

নদীর তলায়—স্মলের সংক্ষিপ্ত উত্তর। হুম! শুধু শুধু এ ঝঞ্ঝাটটা না পাকালেই পারতেন। আপনার জন্যে আমাদের হয়রানির চূড়ান্ত হয়েছে। যাই হোক্, ডাক্তার, খুব যে সাবধান হতে হবে এ নিশ্চয়ই আপনাকে বলতে হবে না। বাক্সটা নিয়ে ওখান থেকে চলে আসবেন বেকার স্ট্রিটে, থানায় যাবার পথে সবাই ওখানে জড় হব।

ভারি বাক্সটা নিয়ে সহৃদয় ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ভক্সলে নেমে গেলেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে গাড়ি পৌঁছে গেল মিসেস সিসিল ফরেস্টারের ওখানে। এতো রাতে অতিথি আসতে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হল চাকরটি। বলল—মিসেস ফরেস্টার সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছেন, অনেক রাত হবে ফিরতে। তবে, মিস মরস্ট্যান বসবার ঘরে আছেন। ওয়াটসন বসবার ঘরে ঢুকলেন, ইন্সপেক্টরটি গাড়িতে রইলেন।

খোলা জানলার কাছে বসে ছিলেন মিস্ মরস্ট্যান, পরনে স্বচ্ছ সাদা পোষাকের মোকরে আর ঘাড়ে লালের ঈষৎ ছোঁয়া। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন তিনি, আড়াল দেওয়া বাতির আলো নরম হয়ে তাঁর গম্ভীর মিষ্টিমুখে পড়ে ঘন কেশরাশির ওপর ঝলসে উঠল। একটা সাদা হাত চেয়ারের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে। তাঁর শরীর, তাঁর অঙ্গভঙ্গী দেখে মনে হয়, তিনি অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত। ওয়াটসনের পায়ের শব্দে তিনি চমকে উঠলেন, খুশির একটা ঝলক তাঁর ফ্যাকাসে মুখে কালো আভা ফুটিয়ে তুলল। বললেন, একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ভাবলাম, মিসেস ফরেস্টার খুব তাড়াতাড়ি ফিরলেন তাহলে? কিন্তু আপনি আসবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। কী খবর এনেছেন বলুন।

যা এনেছি খবরের চেয়েও অনেক ভালো তা! বাক্সটা টেবিলের ওপর রেখে আনন্দের সঙ্গে হই হই করে উঠলেন ওয়াটসন।

লোহার বাক্সটার দিকে পলকের জন্যে তিনি তাকিয়ে দেখলেন। নিরুত্তাপ গলায় বললেন—এটাই তাহলে সেই ধনরত্ন?

হ্যাঁ, এই হল সেই আগ্রার বিপুল ধনরত্ন। এর অর্ধেক আপনার, আর অর্ধেক মি. থ্যাডিউস শোলটোর। প্রত্যেক পাবেন দু-লক্ষ পাউন্ডের মতো। অর্থাৎ ভেবে দেখুন একবার, বছরে দশ হাজার পাউন্ড! আপনার থেকেও ধনী অতি অল্প তরুণীই এখন ইংল্যান্ডে মিলবে। কেমন

www.pathagar.com

চমৎকার নয় কি? মনে হল যেন, ওয়াটসনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল দুই ভ্রূ একটু তুলে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তিনি পলকের জন্যে তাকালেন ওয়াটসনের মুখের দিকে। বললেন, এটা যে পেলাম, সে জন্যে আমি আপনাদের কাছে ঋণী।

ওয়াটসন তারপর মিস্ মরস্ট্যানের অনুরোধে, অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করলেন, আর যখন সেই বিষাক্ত তীরটার কথা উল্লেখ করলেন—আর একটু হলেই যেটা তাদের গায়ে লাগত, তাঁর মুখ এমন রক্তহীন হয়ে উঠল যে ওয়াটসনের ভয় হল অজ্ঞানই হয়ে যাবেন বুঝি?

তাড়াতাড়ি এক গ্লাস খাবার জল এনে দিতে, তিনি বললেন—ও কিছু না, সামলে নিয়েছি। আমারই জন্যে বন্ধুরা এরকম বিপদের মুখে পড়েছিলেন, এ-কথা ভেবেই আমার অমন অসুস্থ বোধ হচ্ছিল।

ওয়াটসন বললেন—যাকগে ওসব কথা। আর কোনো ভয়ংকর ঘটনার খুঁটিনাটি বিষয় আপনাকে শোনাচ্ছি না, এবার একটু খুশির কথা বলা যাক। তা হল এই সম্পদটা এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হল যাতে আপনি সবার আগে এটা দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন।

মিস্ মরস্ট্যান বললেন—হ্যাঁ, তা তো হবেই। কিন্তু খুব একটা ব্যগ্রতা তার গলায় প্রকাশ পেল না। নিশ্চয় তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে ব্যাপারে এতো কাণ্ড করতে হয়েছিল তাতে উৎসাহ প্রকাশ না করলে তা অশোভন হবে। তারপর বাক্সটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বাঃ কী চমৎকার বাক্সটা! ভারতে তৈরি তাই না?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, বেনারসের শিল্পকর্ম।

একটু তোলবার চেষ্টা করেই মিস্মরিস্ট্যান বললেন—আর, কী ভারি! বাক্সটারই তো অনেক দাম! চাবিটা কোথায়?

চাবিটা স্মল টেমসের জলে ফেলে দিয়েছে! যাই মিসেস ফরেস্টারের ওখান থেকে একটা শিক নিয়ে আসি।

বাক্সটার সামনের একটা লোহার আঁকড়া, ধ্যানী বুদ্ধের ছবি সেখানে। সেটার নিচে শিকটা লাগিয়ে মোচড় দিলেন ওয়াটসন। জোরে শব্দ তুলে ছিট্‌কে উঠল সেটা। কাঁপা হাতে ওয়াটসন ডালাটা তুললেন। অবাক বিস্ময়ে দুজনে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। একেবারে খালি বাক্সটা!

বাক্সটা যে খুব ভারি তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বাক্সটার চারদিকে পুরু লোহা দিয়ে মোড়া। যেন ভারি তেমনি সুন্দর করে তৈরি। কিন্তু ধনরত্নের কণামাত্র কোথাও নেই। একেবারে পুরোপুরি খালি।

শান্তভাবে মিস্ মরস্ট্যান বললেন—হারিয়ে গেছে ধনরত্ন।

কথাটা শুনে আর তাৎপর্য অনুধাবন করে অন্ধকারের একটা বিরাট ছায়া ওয়াটসনের মনে থেকে সরে গেল।

ওয়াটসনের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে একটা কথা বেরিয়ে এলো—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

সপ্রশ্ন স্নিগ্ধ মুখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—একথা কেন বলছেন?

ওয়াটসন সরাসরি বললেন—এইজন্যেই যে, আবার আপনাকে আমার নাগালের মধ্যে পেলাম। এই বলে ওয়াটসন মিস্ মরস্ট্যানের হাতে হাত রাখলেন। হাতটা সরিয়ে নিলেন না মরস্ট্যান ওয়াটসন বললেন—তোমায় আমি ভালোবাসি মেরি, কোনো পুরুষ কখনো কোনো নারীকে এর চেয়ে বেশি ভালোবাসেনি। ধনরত্ন আমার মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। আর তো ওটা নেই, তাই বাধাও নেই সে কথা প্রকাশ করতে। আর সেই জন্যেই বলে উঠলাম—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

মিস্ মরস্ট্যানকে কাছে টেনে নিলেন ওয়াটসন। ফিস ফিস করে তিনি বললেন—তাহলে আমিও বলি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

ওয়াটসন বললেন—ধনরত্ন যেই-ই হারাক, আমি কিন্তু জানি সে রাতে আমি এক বিপুল ধনরত্ন লাভ করেছি।

www.pathagar.com

বারো

জোনাথন স্মলের কাহিনী

প্রচুর ধৈর্যের সঙ্গে ইন্সপেক্টরটি গাড়িতে বসেছিলেন, কারণ বেশ খানিকটা দেরি হয়েছিল ওয়াটসনের ফিরে আসতে। ওয়াটসন, ইন্সপেক্টরকে খালি বাক্সটা দেখাতে তার মুখ কালো হয়ে গেল। হতাশ স্বরে তিনি বললেন,—এই হল তাহলে পুরস্কার। টাকাটা থাকলে স্যাম ব্রাউন আর আমি দুজনেই দশ পাউন্ড করে পেতাম!

ওয়াটসন বললেন—মি. থ্যাডিউস শোলটো ধনী, নিশ্চয়ই তিনি দেখবেন যাতে আপনার পুরস্কৃত হন, ধনরত্ন মিলুক আর নাই-ই মিলুক।

বেকার স্ট্রিটেক গিয়ে মি. অ্যাথেলনি জোন্‌স্‌কে খালি বাক্সটা দেখালে ডিটেকটিভটি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁরাও সবে পৌঁছেছেন—হোম্‌স্‌ কয়েদিটি আর তিনি, কারণ তাঁরা কর্মপন্থা পরিবর্তন করে ঠিক করেন যাবার পথে বেকার স্ট্রিটে খবরটা দিয়ে যাবেন। বন্ধুটি একটা আরাম কেদারায় অভ্যাস মতো নির্বিকার ভঙ্গীতে বসেছিলেন আর স্মলও তেমনি নির্বিকারভাবে বসেছেন তাঁর মুখোমুখি, কাঠের পা-টা ভালো পায়ের ওপর রেখে। ওয়াটসন খালি বাক্সটা দেখাতে স্মল চেয়ারে হেলান দিয়ে সশব্দে হেসে উঠলেন।

ক্রুদ্ধ স্বরে অ্যাথেলনি জোন্‌স্‌ বললেন—মি. স্মল এ নিশ্চয়ই আপনার কীর্তি?

হ্যাঁ, এবং ওগুলো সেখানে রেখেছি, যেখানে থেকে আপনি কোনোদিনই উদ্ধার করতে পারবেন না, বিজয় গর্বে স্মল বললেন—এ লুটের মাল আমার, কিন্তু যখন আমি পাচ্ছি না, তখন আর কেউ যাতে না পায় তা তো আমি দেখবই। আমি বলছি, এ ধনরত্নে কারুর দাবি নেই, কেবল আন্দামানের কয়েদি ব্যারাকের তিনজনের, আর আমার ছাড়া। এ পর্যন্ত আমি সর্বদাই নিজের স্বার্থে এবং তাদের স্বার্থে কাজ করে এসেছি। আমাদের তরফ থেকে ব্যাপারটা খাঁটি 'চার হাতের স্বাক্ষর' হয়েই চলেছে। আমি যা করেছি ওরা অবশ্যই তার সমর্থন করত শোলটো বা মরস্ট্যানের সন্তান সন্ততিদের হাতে দেওয়ার চেয়ে টেমসের জলে বিসর্জন দেয়াটাই তারাও ঠিক বলে মনে করত। আমরা যে আজমতের হয়ে কাজ করেছি তা এদের ধনী করার জন্যে নয়। ধনরত্ন আপনারা পাবেন যেখানে চাবিটা আছে, যেখানে বামন চোঙ্গা আছে। যখন দেখলাম আর রক্ষা নেই, আপনাদের লঞ্চের কাছে ধরা পড়ে যাবো, লুটের মালটা আমি এক নিরাপদ জায়গায় রেখে দিলাম। এ অভিযানে আপনারা পয়সা কড়ি কিছুই পেলেন না।

অ্যাথেলনি জোন্‌স্‌ বললেন—আপনি আমাদের ঠকাচ্ছেন মি. স্মল! টেমসের জলেই যদি ফেলে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তাহলে বাক্সশুদ্ধ ফেলাই তো সহজ হত?

স্মল বললেন—ফেলা সহজ হতো বটে, কিন্তু ঠিক তেমনিই আপনাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়াও সহজ হতো। তারপর একটু তির্যক দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তিনি বললেন, এতো বুদ্ধি খাটিয়ে যে ব্যক্তি আমার পিছু নিতে পেরেছেন, একটা লোহার বাক্স নদীর গর্ভ থেকে উদ্ধার করা বুদ্ধিরও অভাব হতো না তার। কিন্তু এখন তো তা সেগুলো পাঁচ মাইলেরও বেশি দূরত্ব জুড়ে ছড়ানো রয়েছে। সুতরাং উদ্ধার করা নিশ্চয়ই খুব সহজ হবে না। সেই মতলবই তো তখন আমার মনে এলো। যখন দেখা গেল আপনারা আমাদের প্রায় ধরে ফেলেছেন, তখন আমি পাগলের মতো হয়ে উঠলাম। যাই হোক, এ নিয়ে আর শোক করে কি করব। আমার জীবনে উত্থান-পতন বহুবার হয়েছে। শিখেছি যে, দুধ পড়ে গলে তা নিয়ে কেঁদে কেটে লাভ নেই।

জোন্‌স্‌ বললেন—আপনি যদি এভাবে বাধা না দিয়ে তদন্তের কাজে সাহায্য করতেন, হয়তো বিচারের সময় কিছুটা সুযোগ পেতে পারতেন।

স্মল যেন খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, আহা, কী বিচার! কার পাওনা এটা, যদি আমাদের না হয়?

www.pathagar.com

কোন্ বিচারে আমি, যাদের এটা পাওনা নয় তাদের হাতে এই সম্পত্তিটা তুলে দেব। তাহলে শুনুন কীভাবে এটা আমি পাই—

আন্দামানের সেই জলাভূমির জ্বরের ডিপোয় গরান গাছের নিচে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে দিনে খাটা-খাটনি আর সারা রাত নোংরা কয়েদিদের কুঁড়েয় শেকলে বাঁধা থেকে মশার কামড় খাওয়া, জ্বরে থরথর করে কাঁপা আর প্রত্যেকটা কালা আদমি পুলিশের কাছে মার খাওয়া—সাদা আদমি পেলে তারা হাতের সুখ করে নিতো। জানেন, এইভাবে আমি ওই আগ্রার সম্পদ অর্জন করেছি, আর আপনি আমাকে বিচারের কথা শোনাচ্ছেন? তখন আমি সহ্য করতে পারি নি যে, আমার এতো কষ্ট এতো পরিশ্রম এ সবই অন্যের ভোগে আসবে? যে অর্থ ন্যায়ত আমার, আর একজন তার প্রাসাদে বসে তা উপভোগ করবে আর আমি কয়েদির কুঁড়েয় বসে মানসচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করব—এর চেয়ে ঢের ভালো বিশ বার ফাঁসি যাওয়া বা টোঙ্গার একটা তীর খাওয়া।

ধীরভাবে হোম্‌স্ বললেন—আপনার কাহিনী শুনতে আমরা খুবই আগ্রহী। না, না, আপনারা আমায় হাতকড়া পরিয়েছেন বলে আপনাদের ওপর কোনো আক্রোশ নেই আমার। আপনার কর্তব্য করেছেন। যাই হোক তাহলে শুনুন—আমার জন্ম কারশোরের, কাছে। আমি হলাম উরস্টারের মানুষ। খোঁজ করলে জানতে পারবেন, অসংখ্য স্মলের বাস ও অঞ্চলে। ছোটো বেলা থেকেই আমি ছিলাম বাউন্ডুলে গোছের। আমার যখন আঠারো বছর বয়স একটা মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে গেছিলাম। তাই ভারতগামী যুদ্ধজাহাজ 'থার্ড বাফ্‌সে' সামান্য চাকরি নিয়ে পালিয়ে যাই। তখন সবে মাত্র হাঁটু না ভেঙে চলতে আর বন্দুক ব্যবহার করতে শিখেছি, এমন অবস্থায় একদিন নির্বোধের মতো গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গেছিলাম। সৌভাগ্যবশত আমার কোম্পানির সার্জেন্ট জন হোল্ডারও তখন জলে নেমেছিলেন। আমি তখন মাঝ নদী পর্যন্ত সবে পৌঁছেছি, এমন সময় একটা কুমির এসে আমার ডান পা-টা ঠিক হাঁটুর ওপর থেকে এমন পরিষ্কার কেটে নিল, যেন সার্জন অপারেশন করেছে। এই হঠাৎ আঘাত আর রক্ত পাতের ফলে আমি মূর্ছা গেছিলাম, এবং ডুবেই যেতাম, যদি না হোল্ডার আমাকে তীরে নিয়ে যেতেন। পুরো পাঁচ মাস এ জন্যে আমায় হাসপাতালে থাকতে হয় এবং শেষপর্যন্ত ছাড়া পাই কাঠের পায়ের সঙ্গে কাঠের পায়ের পাতা আর আঙুল বাঁধা হয়ে।

ফলে সৈন্যবাহিনী থেকে তো চাকরি গেলই পরন্তু আমি যে কোনো কাজের পক্ষে হয়ে পড়লাম অনুপযুক্ত। কুড়ি বৎসর বয়সে ভাগ্য আমাকে অপদার্থ খণ্ডে পরিণত করল। হঠাৎ সেখানে অ্যাবেল হোয়াইট নামে নীল কুঠীর এক অধিকর্তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। তিনি আমাকে কাজ দিলেন। কাজটা হল নীলচাষের মজুরদের ওপর নজর দেওয়া যাতে ওরা ফাঁকি না দিতে পারে। কিন্তু এ সৌভাগ্যও স্থায়ী হল না। নীল বিদ্রোহ শুরু হল। মি. হোয়াইট লোকটি ছিলেন এক গুঁয়ে। তাঁর মনে হল বিদ্রোহের ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হয়েছে, এবং যেমন হঠাৎ হয়েছে তেমনি হঠাৎই থেমে যাবে। বারান্দায় বসে হুইস্কি খাচ্ছেন আর চুরুট টানছেন। আর তাঁকে ঘিরে দেশটা তখন জ্বলছে। আমি আর ডসন তার সঙ্গে রয়ে গেলাম। ডসনের সঙ্গে তার স্ত্রীও ছিলেন। ডসনের কাজ ছিল হিসেব পত্র রাখা আর ম্যানেজারের কাজ করা। শেষপর্যন্ত আমাদের ওখানেও একদিন বিদ্রোহ ফেটে পড়ল।

আমি তখন দূর আবাদে নীল চাষ দেখা শোনার জন্যে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যাবেলা যখন ধীরে ধীরে ঘোড়ায় চড়ে (হাঁটুর জোরেই আমার ঘোড়ার ওপর থাকতে কোনো অসুবিধা হতো না) ফিরছিলাসম, এমন সময় আমার চোখে পড়ল একটা গভীর নালার মধ্যে কী যেন একটা বস্তু জড়িয়ে-টড়িয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, ডসনের স্ত্রী টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়ে আছে। আর একটু এগোতেই ডসনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম। আর তার সামনে পড়ে

www.pathagar.com

আছে চারটে মৃতদেহ। ঘোড়ার রাশ টানলাম আমি। ভাবছি কোন্‌দিকে যাবো ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার চোখে পড়ল, অ্যাবেল হোয়াইটের বাংলোটা জ্বলছে, আগুন তার ছাদ ফুঁড়ে উঠতে শুরু করছে। বুঝতে বাকি রইল না—এ ব্যাপারে নাক গলাতে গেলে নিজের প্রাণটাই হারাতে হবে। শত শত কালো কালো শয়তানদের আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা হোয়াইটের জ্বলন্ত বাড়ি ঘিরে নাচছিল। ওদের মধ্যে, কয়েকজন আমার দিকে নির্দেশ করতে গোটা দুই গুলি আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। তখন আমি ধানখেত পার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক রাতে আগ্রা দুর্গের নিরাপত্তার মধ্যে পৌঁছালাম। আগ্রায় ছিল 'থার্ড বেঙ্গল ফসিলিয়ার্স'—তাদের মধ্যে ছিল কিছু শিখ, দু-দল অশ্বারোহী আর এক গোলন্দাজ বাহিনী। কেরানি আর বণিকদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হল। কাঠের পা নিয়েই আমি যোগ দিলাম তাতে।

মি. স্মল পাশে রাখা গ্লাস থেকে এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে একটু থামলেন। তারপর আবার শুরু করলেন—জুলাইয়ের গোড়ার দিকে আমরা সাহাগঞ্জে বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করতে গেলাম। প্রথম দিকটায় বিদ্রোহীদের অনেকটা হটিয়ে দিয়েছিলামও। কিন্তু গোলাবারুদ রসদ ফুরিয়ে আসায় আমাদের পিছু হঠতে হল। চারিদিকের থেকে সবচেয়ে খারাপ যা সম্ভব তেমনি খবর আসতে লাগল। আমরা একেবারে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গেলাম। লখনউ ওখান থেকে একশো মাইলেরও বেশি। আর কানপুরও দক্ষিণে প্রায় একরকম দূরত্বে।

যে দুর্গে আমরা ছিলাম তার সামনে নদী দুর্গকে রক্ষা করছে। কিন্তু পেছনে আর দু-ধারে যে অসংখ্য তোরণ, সেগুলো পাহারা দেওয়া প্রয়োজন এবং এ পাহারা প্রয়োজন যেমন পুরোনো অঞ্চলে তেমনি নতুন অঞ্চলেও, সেখানে আমাদের বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। কিন্তু অতো লোকবল ও অস্ত্র শস্ত্র না থাকায় দুর্গের আনাচে কানাচে পাহারার ব্যবস্থা ছিল অসম্ভব। তখন এই ব্যবস্থা হল যে দুর্গের কেন্দ্রস্থলে একটা প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হবে যেটা থাকবে দু-একজন স্থানীয় বাসিন্দা সহ একজন করে শ্বেতাঙ্গদের তত্ত্বাবধানে। আমার ওপর ভার রইল প্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের একটি নির্জন ক্ষুদ্র তোরণের, রাতের বিশেষ কয়েক ঘণ্টার জন্যে। নির্দেশ ছিল, যেন প্রয়োজন হলেই বন্দুকের আওয়াজ করি, সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে সাহায্য পাঠানো হবে। কিন্তু যেহেতু কেন্দ্রীয় বাহিনীর অবস্থিতি ছিল প্রায় দুশো গজ তফাতে এবং সেখান থেকে আনতে হলে, অসংখ্য আঁকাবাঁকা বারান্দা আর রাস্তার গোলক ধাঁধা পার হতে হয়, আমার প্রচুর সন্দেহ ছিল, আক্রান্ত হলে সাহায্য এসে যথাসময়ে পৌঁছবে কিনা। যাই হোক এই ছোটোখাটো কাজের দায়িত্ব পেয়ে আমার বেশ গর্ববোধ হল, কারণ, প্রথমতঃ আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং দ্বিতীয়ত আমার একটা পা কাঠের। আমি তখন তোরণের বাইরে এসে তাকিয়ে থাকতাম নদীর দিকে। দু-ঘণ্টা অন্তর এসে রাতের অফিসাররা টহল দিয়ে যেত। লক্ষ্য করত সবকিছু ঠিকভাবে চলছে কি না।

তৃতীয় দিনের রাতটা ছিল যেমন অন্ধকার তেমনি নোংরা—এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছিল। এমন অবস্থায় তোরণের দরোজায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকাই হল বেজায় কষ্টকর।

রাত দুটো নাগাদ অফিসার টহলদাররা আসায় একঘেয়েমির ক্লান্তি দূর হল। আমার সঙ্গী আরো দুজন প্রহরী ছিল। একজন হল পাঞ্জাবি শিখ মোহাম্মদ সিং আর অন্যজন আবদুল্লা খান। দেশলাই জ্বালাবার জন্যে যেই না বন্দুকটা নামিয়ে রেখেছি সঙ্গে সঙ্গে শিখ দুজন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন আমার বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে আমার মাথায় ঠেকিয়ে রাখল, আর অন্যজন একটা প্রকাণ্ড ছোরা আমার গলার কাছে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে একটা শপথ করে বলে উঠল, যদি এক পাও এগোই তাহলেই সেটা আমার গলায় বসিয়ে দেবে। যে বেশি লম্বা আর ভয়ংকর, যার নাম আবদুল্লা, সে বলল—শুনুন সাহেব, হয় আমি আমাদের দলে আসবেন, আর

www.pathagar.com

নয়তো চিরদিনের মতো চুপ হয়ে যাবেন, হয় আপনি আপনার খ্রিস্টধর্মের পবিত্র ক্রুসের শপথ নিয়ে মনে প্রাণে আমাদের দলে আসবেন, নয় তো আপনার মৃতদেহ পরিখার জলে ফেলে দেওয়া হবে। আমরা শত্রু শিবিরে গিয়ে আমাদের আপনজনের হয়ে লড়ব। এর মাঝামাঝি পথ বলে কিছু নেই জানবেন, বলুন, কী চান, জীবন না মৃত্যু? মন স্থির করার জন্যে সময় দিচ্ছি তিন মিনিট কারণ সময় খুব কম, টহলদাররা আসার আগেই যা করার করতে হবে। আমি বললাম, কী করে মনস্থির করব, যতোক্ষণ না শুনছি কী করতে হবে? তবে এটুকু বলে দিচ্ছি যে, এমন কিছু যদি হয় যাতে দুর্গের নিরাপত্তায় বাধা পড়তে পারে, তাহলে আমি আদৌ ওর মধ্যে নেই, তোমরা স্বচ্ছন্দে আমার গলায় ছোরা বসাতে পার।

দুর্গের নিরাপত্তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, আপনাকে আমরা যা করতে বলছি ঠিক তাই করতেই আপনারা এদেশে এসেছেন। আপনাকে ধনী করতে চাই আমরা। আজ রাত্রে যদি আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ করেন একসঙ্গে, মুক্ত কৃপাণের নামে, আর যে তিনটি শপথ শিখরা ভাঙতে পারে না, তার নামে বলছি, লুটের ধনরত্নের চারভাগের একভাগ আপনার। এর থেকে ভালো নিশ্চয় কিছু আশা করেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কী সে ধনরত্ন? ধনী হতে কে না চায়? শুধু বললেই চলবে, কী করে তা সম্ভব?

তাহলে আপনার বাবার শরীরের অস্থির নামে শপথ করুন, এখন বা পরবর্তীকালে কোনো সময়ে আমাদের কাজে কোনো বাধা দেবেন না বা আমাদের বিরুদ্ধে কোনোও কথা বলবেন না।

রাজি আছি, যদি তার ফলে দুর্গের ওপর কোনোরকম বিপদ না নেমে আসে।

তারপর আমরা দুজনে শপথ করব যে ধনরত্নের চার ভাগের এক ভাগ আপনি পাবেন, অর্থাৎ সেটা সমান চার ভাগে ভাগ করা হবে।

আমি বললাম—কিন্তু আমরা তো তিনজন।

উঁহু দোস্ত আবকরকে ভাগ দিতে হবে। ওরা আসুক ততোক্ষণে আপনাকে ব্যাপারটা খুলে বলছি। তুমি গিয়ে তোরণের কাছে দাঁড়াও। মোহাম্মদ সিং ওদের আসতে দেখলে খবর দেবে। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম, সাহেব। একথা আপনাকে এ কারণে বলছি যে আমি জানি, কোনো ফিরিঙ্গি শপথ করলে তা সম্মান রাখে। কিন্তু আপনি যদি মিথ্যাবাদী হতেন তাহলে হাজারটা মিথ্যা দেবতার নামে শপথ করলেও এই ছোরা আপনার রক্তে লাল হয়ে উঠত, আপনার মৃতদেহ পরিখার জলে পড়ে থাকত। কিন্তু শিখরা চেনে ইংরেজদের, আর ইংরেজরাও চেনে শিখদের। শুনুন তাহলে—

উত্তর অঞ্চলের একরাজা তাঁর বাবার কাছ থেকে প্রচুর টাকা পেয়েছিলেন এবং তাঁর রাজ্যের আয়তন ছোট হলেও নিজেও প্রচুর উপায় করেছিলেন। তিনি বাহুল্য খরচ না করে, নিজেই জমাতেন। লড়াইয়ের সময় তিনি সিপাই ও ব্রিটিশ দু-পক্ষেই রইলেন। মানে দু-নৌকোয় পা দিয়েই চললেন। সারাদেশ থেকে যখন খবর আসতে লাগল সাদা মানুষরা হঠে যাচ্ছে আর চারদিক থেকে তখন সাদা মানুষদের হত্যার খবর আসছিল। রাজাটি ছিলেন খুবই সাবধানী। তিনি সোনা আর রূপাগুলোকে নিজের প্রাসাদের এক গোপন জায়গায় রাখলেন। কিন্তু সবচেয়ে দামি মণি-মুক্তাগুলো একটা লোহার বাক্সে ভরে এক ভৃত্য মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল আগ্রার দুর্গে। এক বণিকের ছদ্মবেশে ভৃত্যটি নিয়ে গেল বাক্সটা, ঠিক হল যতোদিন না দেশে শান্তি ফিরে আসছে, ওখানেই থাকবে। অতএব যদি বিদ্রোহীরা জেতে তার টাকাটা রয়ে যাবে, আর যদি কোম্পানি জেতে তাহলে মণি-মুক্তাগুলো পেয়ে যাবে। সঞ্চিত অর্থরাশি এইভাবে ভাগ করে সে যোগ দেয় সেপাইদের পক্ষে কারণ দেখা গেছিল সীমান্ত অঞ্চলে তাদেরই শক্তি বেশি। এর ফলে, লক্ষ্য করবেন, সাহেব, তার সম্পত্তি এখন ন্যায্যত তাদেরই

www.pathagar.com

প্রাপ্য হয় যারা বিশ্বস্তভাবে কাজ করে চলেছিল।

এই বণিক ছদ্মবেশী ভৃত্য এসে এখন আগ্রায় পৌঁছেছে। দুর্গে প্রবেশ করতে চায়। তার পথের সঙ্গী হল আমার বাবা মায়ের পালিত পুত্র, নাম দোস্ত আকবর, রহস্যটা তার জানা। দোস্ত আকবর বলেছে সে আজ রাতে তাকে নিয়ে যাবে দুর্গের একপাশের একটা খিড়কির দরোজার কাছে এবং ঠিক হয়েছে এই দরোজা দিয়েই নিয়ে আসবে তাঁকে। এখনই আসবে সে। আর মোহাম্মদ সিং আর আমি তৈরি হয়ে থাকব তার জন্যে। জায়গাটা নির্জন, কেউ তার আসাটা দেখতে পাবে না। বর্ণিক আজমতের খবর পৃথিবীতে কেউ জানতে পারবে না, আর রাজার সমস্ত মণি-মুক্তা আমাদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। কী বলেন সাহেব?

আমি তখন ভাবলাম—স্মল আরো এক ঢোঁক জল খেয়ে নিয়ে নতুনভাবে শুরু করলেন—টাকাটা পেলে দেশে ফিরে কত কী করা যেতে পারবে। আর আত্মীয়স্বজনরা কী সাংঘাতিক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে তাদের অকর্মণ্য আত্মীয়টি পকেট ভর্তি কত সোনা দানা নিয়ে ফিরেছে। তাই আমি ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেললাম। আবদুল্লা খাঁ মনে করল, আমি বুঝি ইতঃস্ততঃ করছি, তাই সে আরো বুঝিয়ে বলল, ভেবে দেখুন সাহেব, যদি একে বড় অফিসারের কাছে নিয়ে যাওয়ায় হয়, হয় ওর ফাঁসি হবে নয় তো ওকে গুলি করে হত্যা করা হবে এবং মণি-মুক্তাগুলো কোম্পানির তহবিলে যাবে, এবং তাতে করে কারো কিছু উপকার হবে না। সুতরাং যখন তাকে ধরেছি তখন বাকিটাও বা করব না কেন? মণি-মুক্তাগুলো কোম্পানির হাতে যেমন থাকবে তেমনি থাকবে আমাদের হাতেও। ভাগে যা পড়বে আমাদের প্রত্যেকের তাতে প্রচুর টাকা হবে। অথচ কাক-পক্ষীটিও জানতে পারবে না। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কী হতে পারে? বলুন তাহলে সাহেব, আপনি আমাদের দলে আসবেন, না কি আমরা আপনাকে শত্রু বলে মনে করব?

আমি বললাম—মনে-প্রাণ আমি তোমাদের দলে।

বেশ। এই বলে আমার বন্দুকটা ফিরিয়ে দিল সে। আমরা বিশ্বাস করছি আপনাকে, কারণ আমরা জানি, আমাদের মতো আপনার প্রতিজ্ঞাও কখনো, মিথ্যে হবে না। এখন কেবল আমার ভাই আর বণিকটির জন্যে অপেক্ষা করা।

বাদামি ভারী মেঘ আকাশে ভেসে যাচ্ছিল। বর্ষাকাল, তাই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। বেশি দূরে দৃষ্টি চলে না। দরোজাটার সামনে এক গভীর পরিখা, পরিখার জল সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও কোথাও প্রায় শুকনোই বলা চলে, সহজেই পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়।

হঠাৎ পরিখার ওপারে একটা ঢাকা দেওয়া লণ্ঠনের আলোয় এক ঝিলিক চোখে পড়ল। তারপর একটা ঢিবির আড়ারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবারও দেখা দিল। আস্তে আস্তে সেটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। তারপর আবার সেটা ঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সোল্লাসে বলে উঠলাম—ওই, ওই আসছে!

আপনি যথারীতি ওর জবাবদিহি চাইবেন। সাহেব। ফিস্ ফিস্ করে আবদুল্লা বলল দেখবেন যেন ওর মনে সন্দেহ না জাগে। আমাদের সঙ্গে ওকে দুর্গে আসতে দিন। তারপর যা করবার আমি করব। আপনি এখানে পাহারা দিতে থাকবেন। লণ্ঠনটা দিয়ে তৈরি থাকুন যাতে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাটা খুলতে পারেন, যাতে ওই-ই যে সেই লোক এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি।

পরিখার কাদা জল পেরিয়ে এপারে সে গেটের অর্ধেকটা পর্যন্ত পৌঁছাবার পর আমি চাপা স্বরে চ্যালেঞ্জ করলাম—হুকুমদার!

উত্তর এল—বন্ধু। তখন আমি লণ্ঠনটা খুলে পুরো আলোটা ফেললাম ওদের পর। সামনে ছিল এক বিরাটকায় শিখ, তার কালো দাড়ি প্রায় কোমর বন্ধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। কোনো সার্কাসে ছাড়া এমন লম্বা মানুষ আমি কখনো দেখি নি। আর অন্য লোকটি বেঁটে, গোল গাল আর মোটা মাথায় হলদে রংয়ের মস্ত পাগড়ি, আর হাতে শাল বাঁধা একটা বান্ডিল। মনে হল

www.pathagar.com

সে ভয়ে কাঁপছে। তার দু-হাত মুচড়ে মুচড়ে যাচ্ছে জ্বরগ্রস্তের মতো। একজোড়া ঝকমকে চোখে সে ডাইনে আর বাঁয়ে তাকাচ্ছিল। লোকটা খুন হবে ভেবে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। কিন্তু মণি-মুক্তার কথা চিন্তা করে আমার মন পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠল। তখনই আমার সাদা মুখ দেখে সে আনন্দসূচক শব্দ করে দৌড়তে দৌড়তে চলে এলো আমাদের কাছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—সাহেব আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি আমি—দুঃখী বণিক আজমতকে রক্ষা করুন সাহেব। রাজপুতানা পার হয়ে আমি এসেছি আগ্রা দুর্গে আশ্রয় পাব বলে! কোম্পানির সঙ্গে সদ্ভাব আছে বলে আমায় মেরেছে, গালাগালি করেছে, আমার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়েছে! ভাগ্যিস সামান্য মালপত্র নিয়ে আমি আপনার আশ্রয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছি। আমার এই তুচ্ছ বাক্সে সংসারের টুকিটাকি কিছু জিনিস আছে যার মূল্য খুবই সামান্য। তবে আমার কাছে এর মূল্য অনেক খানি। না হলে সংসার চলবে না। তবে আশ্রয় পেলে আপনাকে আর আপনার সরকারকে আমি পুরস্কৃত করব। আমি একেবারে ভিখারী নই। ওর সঙ্গে বেশি কথা না বলে ওকে প্রধান প্রহরীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

দুই শিখ চলল ওর দু-পাশে আর দৈত্যকায় শিখটা পেছনে পেছনে। অন্ধকার তোরণটা ওরা এইভাবে পার হয়ে গেল। লণ্ঠন নিয়ে আমি গেটের কাছে রয়ে গেলাম। নির্জন বারান্দাটা পার হয়ে ওদের চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। হঠাৎ থেমে গেল শব্দটা। তারপর কানে এলো ধ্বস্তা-ধ্বস্তির, আর প্রহারের শব্দ। পরমুহূর্তেই মহা আতঙ্কের সঙ্গে শোনা গেল দ্রুত পায়ের শব্দ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর দেখলাম, তার মুখ থেকে রক্ত ঝরছে, আর বাঘের মতো তাকে তাড়া করে আসছে সেই বিরাট চেহারার কালো দাড়িওয়ালা শিখটা হাতে তার ধারাল ছোরা। বণিকটা এতো জোরে দৌড়োচ্ছিল যেমনটি আমি আর কোনো মানুষকে দেখি নি। লক্ষ্য করলাম সে ক্রমেই শিখটাকে পেছনে ফেলে যাচ্ছে এবং বুঝতে পারলাম, যদি সে আমাকে পেরিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে যেতে পারে তাহলে আর ওকে ধরাই যাবে না। মুহূর্তের জন্যে আমার মনটা নরম হয়ে উঠলেও পরমুহূর্তে মণি-মুক্তার কথাটা মনে পড়তেই হিংস্র হয়ে উঠলাম। আমার পাশ কাটিয়ে সবেগে যাওয়ার সময় তার দু-পায়ের মাঝখানে আমার সাদা বন্দুকটা লাগিয়ে দিতেই সে খরগোসের মতো ডবল ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গেল। টলতে টলতে ওঠবার আগেই শিখটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-দুবার ছোরাটা তার শরীরে বসিয়ে দিল। একটা কাতর শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ না করে একটুও না পড়ে লোকটা পড়ে রইল সেখানে। সম্ভবতঃ পড়ে যাবার সময়তেই তার ঘাড় ভেঙে গেছিল।

হাতকড়া বাঁধা হাতে সে হোম্‌সের তৈরি হুইস্কি আর জল ধরল। মি. শার্লক হোম্‌স্ আর মি. জোন্‌স্ হাঁটুতে হাত রেখে বসে প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গে ওর কথা শুনেছেন বটে কিন্তু ওঁদের মুখেও প্রচুর বিরক্তির ছাপ। এটা হয়তো স্মলও লক্ষ্য করে থাকবে, কারণ আবার যখন সে তার বিবৃতি শুরু করল। তার গলার আওয়াজ আর ভাবভঙ্গীতে তখন খানিকটা বেপরোয়াভাব ফুটে উঠল। স্মল পুনরায় বলতে শুরু করল—কাজটা যে অত্যন্ত গর্হিত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি বলতে পারি আমার মতো অবস্থায় খুব কম লোকই এ মণি-মুক্তার বখরা ছেড়ে দিত, যখন সে ভালো করেই জানত, রাজি না হলে নির্ঘাত তার গলা কাটা যাবে। তাছাড়া ব্যাপারটা তখন দাঁড়িয়েছিল এই রকম—লোকটি দুর্গে প্রবেশ করার পর হয় আমি মরব নয়তো ও মরবে। যদি ও পালাতে পারত তাহলে সব জানাজানি হয়ে যেত। তখন সামরিক বিচারে হয়তো আমাকে গুলি করে হত্যা করা হত। কারণ তখনকার দিনে প্রচুর কড়াকড়ি ছিল।

তখন আবদুল্লাহ আর আমি তাকে তুলে নিয়ে ভেতরে এলাম। মোহাম্মদ সিংয়ের ওপর রইল তোরণ পাহারার ভার। লোকটার জন্যে আগে থেকেই জায়গা ঠিক করা ছিল। আঁকা বাঁকা পথ ধরে একটা ইঁটের দেওয়াল ভাঙা হল ঘরে পৌঁছে ঘরের মাটির মেঝের একটা জায়গা

www.pathagar.com

নিচু হয়ে একটা স্বাভাবিক কবরের মতো হয়ে গেছিল। বণিক আজমতকে সেখানে রেখে আলগা ইঁট দিয়ে তাকে ঢেকে দিলাম আমরা। তারপর মণি-মুক্তার বাক্সটার কাছে গেলাম। প্রথমবার তাড়া খেয়ে সে বাক্সটা যেখানে ফেলে দৌড়েছিল সেখানেই রয়ে গেছে সেটা। সেই বাক্সটাই ওই আপনারা এখন টেবিলের ওপরে রেখেছেন। বাক্সের চাবিটা বাঁধা ছিল ওপরের কারুকাজ করা হাতলের সঙ্গে একটা সিল্কের সুতো দিয়ে। বাক্সটা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনের আলোয় একরাশ মণি-মুক্তা ঝলমল করে উঠল—একরাশ এতো দামি জিনিসের কথা আমি কেবলমাত্র পুঁথিতেই পড়েছি আর ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখেছি শুধু। একেবারে চোখ ধাঁধানো, বলব কি? দেখে দেখে যখন আশ মিটল তখন ওগুলো বার করে একটা ফর্দ তৈরি করলাম। একেবারে প্রথম শ্রেণীর হিরে ছিল তেতাল্লিশটা, তাদের মধ্যে একটার নাম ছিল "গ্রেট মোগল" সেটা নাকি ছিল পৃথিবীর দ্বিতীয় হীরে। খুব চমৎকার পান্না ছিল সাতানব্বইটি। একশো সত্তরটা চুনি ছিল, চল্লিশটা পদ্মরাগ মণি, দুশো দশটা নীলকান্ত মণি, একষট্টিটা অ্যাগেট, অসংখ্য ফিরোজা, অনিত্র, বৈদুর্যমণি, নীলচে সবুজ রংয়ের টারকিজ, এসব ছাড়া আরো অনেক মণি-মুক্তা যা আমি তখন চিনতাম না, পরবর্তীকালে চিনেছি। এসবের ওপর ছিল প্রায় তিনশো খুব চমৎকার মুক্তা, তার মধ্যে বারোটা ছিল একটা সোনার মুকুটে বসানো। ভালো কথা—সেই বারোটা মুক্তা কিন্তু কীভাবে যেন খোয়া গেছিল।

ঠিক হয়েছিল, যতোদিন না, দেশে শান্তি ফিরে আসছে ততোদিন এই বাক্সটা কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখা হবে। তারপর সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়া হবে। কেউ কাউকে প্রতারণা করবে না। বাক্সটা নিয়ে আমরা সেই ভাঙাচোরা হল ঘরে গেলাম যেখানে মৃতদেহটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানকার একটা শক্ত দেওয়ালে গর্ত করে বাক্সটা লুকিয়ে রাখা হল। পরদিন আমি চারজনের জন্যে চারটে নক্সা তৈরি করে তার নিচে পরপর চারজনেই সই করলাম। এবং জায়গাটা ভালো করে চিনে রাখলাম আমরা সবাই। শপথ করলাম আমরা পরস্পরের সর্বদা সর্বত্র সহযোগিতা করে যাব। বুকে হাত দিয়ে বলছি, সে শপথ আমি আজও পর্যন্ত ভাঙি নি।

ভারতের সিপাই বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর এবং উইলসন দিল্লি অধিকার করার পর আর স্যার কলিন লক্ষ্ণৌ মুক্ত করার পরই কর্নেল গ্রেট হেডের অধীনে এক সৈন্যবাহিনী আগ্রায় এসে বিদ্রোহীদের তাড়িয়ে দিল শহর থেকে। মনে হল, যেন হয়তো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং আমরা চারজন আশা করছি এবার লুঠের মাল বখরা করে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারব। কিন্তু হায়, আমাদের সকল আশা ব্যর্থ হল, আজমতের হত্যার দায়ে আমরা ধরা পড়লাম। হত্যাকাণ্ডটা খুব পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণিত হয়েছিল। আসলে আমরা আগে থেকে জানতেই পারি নি যে, বণিক ছদ্মবেশী আজমতের পিছনে তার চেয়েও বিশ্বস্ত একজন লোককে নজর রাখতে রাজা বলেছিলেন। সেই-ই দুর্গপতির কাছে পরদিন আজমতের খোঁজ নিতে আসে। ফলে খোঁজ পড়ায় আজমতের মৃতদেহের খোঁজ পাওয়া যায়। শিখ তিনজনের আজীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল। প্রথমটায় আমায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই দণ্ড লাঘব হয়ে আমারও সঙ্গীদের মতোই শাস্তি হল। চারজনের পায়েই বেড়ি পরল। কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। অন্য কেউ হলে ক্ষোভে দুঃখে পাগল হয়ে যেত।

শেষপর্যন্ত সুযোগ এল। আগ্রা থেকে মাদ্রাজে এবং মাদ্রাজ থেকে আমাকে আন্দামানে পোর্টব্লেয়ারে বদলি করা হল। সেখানেই কেপটাউনে আমাকে একটা কুটির দেওয়া হল। সারাদিন কাজ করতে হত—খোঁড়াখুঁড়ি আর গর্ত করা আর চুবড়ি আলুর চাষ। সন্ধ্যেবেলায় আমার খানিকটা সময় মিলত। সকল সময় আমি পালাবার সুযোগ খুঁজতাম। কিন্তু যে কোনো দেশই এখান থেকে শত শত মাইল দূরে। আর হ্যাঁ, সার্জন ডা. সোমারটনের কম্পাউন্ডারির কাজ করতেও হত। ফলে কিছু কিছু তাঁর কাজও দেখে দেখে শিখেছিলাম। সার্জনরা মাঝে

www.pathagar.com

সন্ধেবেলায় প্রায়ই তাসের আসর বসাত। ডাক্তারখানার আলো নিভিয়ে আমি তখন তাস খেলা দেখতাম। তাসখেলা দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। ডাক্তারবাবুর লেখার সঙ্গী ছিলেন তিনজন—মেজর শোলটো, ক্যাপ্টেন মরস্ট্যান, আর লেফটেন্যান্ট ব্রমলি ব্রাউন—এঁরা ছিলেন স্থানীয় অধিবাসীদের শীর্ষস্থানীয়। আর ছিলেন সার্জনের সঙ্গে দু-তিনজন অসামরিক কর্মচারী। এই খেলায় সৈনিকরা কেবলই হেরে যেতো আর অসামরিক ব্যক্তিরা জিতত। রাতের পর রাত দেখা যেত সৈন্যরা হেরে হেরে গরিব হয়ে যাচ্ছে, আর যতো হারছে খেলার নেশা তাদের ততোই বেড়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি লোকসান হচ্ছিল মেজর শোলটোর। প্রথম প্রথম তিনি খেলতেন নোট আর গিনি বাজি রেখে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল তিনি খেলছেন হ্যান্ডনোট দিয়ে বেশি বেশি বাজি রেখে। কখনো কখনো অবশ্য উৎসাহ জীইয়ে রাখার জন্যে ওরা তাঁকে জিততে দিত। কিন্তু তারপরেই আবার ভাগ্য তাঁর ওপর বিরূপ হতো আগের চেয়েও বেশি মাত্রায়। থমথমে মুখে তিনি ঘুরতেন ফিরতেন সারাদিন। আর তারপর এমন নেশা করতে শুরু করলেন যা তাঁর সহ্য হত না।

একদিন রাতে তিনি খুব বড় লোকসান খেলেন, এতোটা হার আগে কখনো হারেন নি। আমি আমার কুটিরে বসেছিলাম, নিজেদের কোয়ার্টারে যাবার পথ তিনি আর ক্যাপ্টেন মরস্ট্যান টলতে টলতে যাচ্ছিলেন আমার কুটিরের পাশ দিয়ে। খুবই অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁরা। প্রায় সবসময়ই একসঙ্গে থাকতেন। লোকসানের কথা দিয়ে এদিন মেজর খুব চেঁচামেচি করছিলেন।

মেজর শোলটো আমার কুটিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলছিলেন—সব গেছে মরস্ট্যান, আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি।

ধেৎ কি সব বাজে কথা বলছ? আমি নিজেও তো প্রচুর লোকসান খেয়েছি। কিন্তু তাই বলে—এই পর্যন্তই আমি শুনতে পেলাম।

এর দিন দুই পরে, মেজর শোলটোর সমুদ্রতীরে বেড়ানোর সময় সুযোগ মতো বললাম, একটা বিষয়ে আপনার কাছে উপদেশ নিতে এসেছি, মেজর শোলটো। তাঁর সম্মতি পেতেই আমি আমতা আমতা করে বললাম—স্যার গুপ্তধন পেলে তা কার হাতে দেওয়া উচিত? পাঁচ লক্ষ পাউন্ড দামের ধনরত্ন কোথায় আছে আমি জানি এবং নিজে যখন সেটা নিতে পারছি না তখন তো আমার মনে হয় ঠিক যার প্রাপ্য তার কাছেই তুলে দেওয়া উচিত, হয়তো সে ক্ষেত্রে আমার জেল খাটার মেয়াদ খানিকটা কমতে পারে।

অ্যাঁ, কী বললে স্মল, পাঁচ লক্ষ! খাবি খেয়ে, কঠিন দৃষ্টিতে তিনি আমার মুখে তাকালেন, আমি সত্যি বলছি কি না তাই দেখতে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার মণি-মুক্তায় মিলে! যে যাবে সেই-ই পেতে পারে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আসল যে মালিক সে দেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ায় তার কোনো অধিকার এতে নেই। তাই, যে পাবে, তারই হবে ওটা।

তোতলাতে তোতলাতে তিনি বললেন—না স্মল তা নয়, সরকারের বর্তাবে ওটা। থেমে থেমে এমনভাবে কথাটা বললেন, যে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে আমি ওঁকে হাত করতে পেরেছি। ছোট্টো করে আমি বললাম, তাহলে কী খবরটা বড়লাটকে জানিয়ে দেব?

উহুঁ, হুঁ, অমন কাজটি কোরো না, তাহলে পরে অনুতাপ করতে হবে। আচ্ছা, সমস্ত ঘটনাটা খুলে বল দেখি।

সব জানালাম তাঁকে। সব শুনে তিনি দ্বন্দ্ব ও চিন্তায় ডুবে রইলেন। শেষপর্যন্ত বললেন—দেখো স্মল, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর, এ নিয়ে ভুলেও কারুর সঙ্গে কোনো আলোচনা করবে না। দু-দিন পরে তিনি আর ক্যাপ্টেন মরস্ট্যান গভীর রাতে একটা লণ্ঠন হাতে আমার কুটিরে এলেন। বললেন—সমস্ত ঘটনাটা তুমি নিজের মুখে ক্যাপ্টেন মরস্ট্যানকে শোনাও।

www.pathagar.com

সব শুনে মরস্ট্যান ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। লোভ আর উত্তেজনার আতিশয্যে তাঁর দু-চোখ জ্বলছিল।

আমাদের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেল। শর্ত হল ওরাও অংশীদার হয়ে পাঁচভাগের একভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড পাবে। সে টাকাটা ওরা ভাগ করে নেবে। আর ওরা তাদের এখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমরা এই দুই অফিসারকে আগ্রা দুর্গের যেখানটায় মুক্তাগুলো রাখা হয়েছিল তার একটা নক্সা দিলাম। মেজর শোলটো ভারতে গিয়ে আমাদের কথার সত্যতা যাচাই করবেন এবং বাক্সটার সন্ধান পেলে সেখানেই রেখে আসবেন। পথের উপযুক্ত রসদ সাজিয়ে একটা ছোটো ইঁয়ট পাঠাবেন, সেটা রাটল্যান্ড দ্বীপের অদূরে থাকবে, সেখানে গিয়ে সেই ইয়টে চড়ে আমরা যাত্রা করব আর তিনি শেষপর্যন্ত আবার নিজের কাজে লিপ্ত হবেন। তারপর ক্যাপ্টেন মরস্ট্যান ছুটির জন্যে দরখাস্ত করবেন, আমাদের সঙ্গে আগ্রায়মিলিত হবেন। তখন আমাদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হবে। আর মেজরের ভাগটাও তিনিই নিয়ে যাবেন ঠিক হল।

কিন্তু শয়তান শোলটো ভারত থেকে আর ফিরল না। কিছুদিন পরেই ক্যাপ্টেন মরস্ট্যান এক ডাক-লন্ডের যাত্রীদের তালিকায় আমাকে শোলটোর নাম দেখালেন। তাঁর কাকার মৃত্যুতে এক বিশাল সম্পত্তি তাঁর ওপর বর্তায় এবং তিনি সৈন্যবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন। অথচ তা সত্ত্বেও তিনি কী নিচুতেই না নামলেন, পাঁচ পাঁচ জনের সঙ্গে কী জঘন্য ব্যবহারই না করলেন। কিছুদিন পরেই মরস্ট্যান আগ্রায় যান এবং দেখেন, মণি-মুক্তা সব সত্যিই উধাও। চুরি করেছে শয়তানটা—যে যে শর্তে আমরা শপথ করেছিলাম তার একটাও পালন করে নি। সেইদিন থেকেই আমি বেঁচে আছি কেবল প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যে। এইটিই ছিল আমার সারাদিনের চিন্তা। আর সেই চিন্তাকে আমি লালন পালন করতাম সারাটা রাত ধরে। শেষপর্যন্ত এ এমন এক নেশায় পরিণত হল যে এ ছাড়া আর সবকিছুই আমার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হল। আইনের ভয় বা ফাঁসি কাঠের ভয় পর্যন্ত আমার রইল না। মুক্তিলাভ করা, শোলটোকে খুঁজে বার করে তাঁর গলা টিপে দেওয়া—আমার একমাত্র চিন্তা তখন তাই। এমনকি শোলটোকে হত্যা করার এই বাসনার তুলনায় আগ্রার ধনরত্ন পর্যন্ত গৌণ হয়ে গেল।

জীবনে যতো ব্যাপারেই আমি কৃতসংকল্প হয়েছি তার কোনোটাতে ব্যর্থ হই নি। কিন্তু সে সুযোগ এলো বেশ কয়েকটি ক্লান্তিকর বছর কেটে যাবার পরে।

এই দীর্ঘ কাহিনী নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে ক্লান্তিকর মনে হচ্ছে, এবং আমি জানি যে বন্ধুবর মি. জোন্স্ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আমাকে নিরাপদে হাজতে পোরবার জন্যে। তাই আমি চেষ্টা করছি যতোটা সম্ভব সংক্ষেপে বলতে। আপনারা আর একটু ধৈর্য করুন।

আগেই বলেছি যে, ওষুধের ব্যাপারে আমি কিছু কিছু শিক্ষা পেয়েছিলাম। একদিন, ড. সোমারটন তখন জ্বরে অসুস্থ, এক খর্বাকায় দ্বীপবাসীকে একদল কয়েদি বন থেকে নিয়ে আসে। অসুস্থ মুমূর্ষু লোকটি গেছিল নির্জনে মৃত্যুবরণ করতে। লোকটি অল্পবয়স্ক, সাপের মতো বিষাক্ত, কিন্তু তবুও আমি তাকে গ্রহণ করলাম এবং দু-মাসের মধ্যেই সারিয়ে তুললাম। সে হাঁটতে সক্ষম হল। তখন থেকে তার আমাকে খুব পছন্দ। আর সে বনে ফিরতে চাইত না। সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। আমি তার কাছ থেকে তার ভাষা একটু আধটু শিখেছিলাম বলেই আমি ক্রমশ তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলাম। তার নাম ছিল টোঙ্গা। তার একটা বড় ক্যানে নৌকো ছিল। সে নৌকো চালাত। যখন বুঝলাম সে আমার অত্যন্ত অনুগত এবং আমার জন্যে যে কোনো কাজ করতে রাজি তখন বুঝলাম, পালাবার এই সুযোগ। এ নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনাও করলাম। একটা জেটি—যেটার ওপর কোনো পাহারা ছিল না, ঠিক হল এক নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় সে সেখানে তার নৌকো ক্যানে নিয়ে এসে আমায় তুলে নেবে। বলেছিলাম বেশ

www.pathagar.com

কয়েকটা লাউয়ের পাত্রে জল, অনেক চুবড়ি আলু আর নারকেল এবং মিষ্টি আলু নৌকোয় তুলতে।

বিশ্বস্ত টোঙ্গাকে নিয়ে সমুদ্র যাত্রা শুরু করলাম। টোঙ্গা তার যাবতীয় সম্পত্তি নিয়েছিল। এমন কি অস্ত্রশস্ত্র আর তার দেবতারাও বাদ পড়ে নি। আর ছিল একটা লম্বা বাঁশের বল্লম আর খানিকটা আন্দামানী নারকেল ছোবড়ার মাদুর। এটা দিয়ে আমি একটা কাজ চালানো গোছের পাল তৈরি করে নিলাম। দশদিন ধরে আমরা এলোমেলোভাবে চললাম। এগারো দিনের দিন এক ব্যবসায়ী আমাদের তুলে নেন। প্রচুর মালয়ী তীর্থযাত্রী নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, সিঙ্গাপুর থেকে জিড্ডায়। যাত্রীরা সব অদ্ভুত। যাই হোক টোঙ্গা আর আমি গুছিয়ে নিলাম ওদের মধ্যে।

অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তিন-চার বছর বাদে ইংল্যান্ডে এসে পৌঁছালাম। শোলটোর ঠিকানা বার করতে বিশেষ অসুবিধা হল না। তখন এমন একজনের সঙ্গে ভাব করলাম যে আমাকে সাহায্য করতে পারে—নাম বলব না, কারণ আমি চাই না আর কেউ এতে জড়িয়ে পড় ক। যাইহোক শেষপর্যন্ত জানতে পারলাম যে শোলটো মণি-মুক্তাগুলো নিজের কাছেই রেখেছে। তখন অনেক রকমে চেষ্টা করলাম তার কাছে যেতে। কিন্তু অত্যন্ত ধূর্ত ছিল সে। দুজন মল্লবীরকে রেখেছিল প্রহরী করে, তাছাড়া তার দুই ছেলে আর তার খিতমদগারও পাহারা দিত তাকে।

একদিন খবর পেলাম সে মরতে বসেছে। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম সে বিছানায় শুয়ে, তার দুই ছেলে বিছানার দুই দিকে। নির্ঘাত গিয়ে বোঝাপড়া করতাম তিনজনের সঙ্গে, কিন্তু দেখলাম শোলটোর চোয়াল ঝুলে পড়েছে। অর্থাৎ তার মৃত্যু হয়েছে। সে রাতে গিয়ে আমি তার ঘরের কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম, যদি কোথাও উল্লেখ পাই ধনরত্ন কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কোথাও কিছু পেলাম না। মনটা বিষিয়ে গেল। ফেরার আগে মনে হল, যদি কখনো শিখ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় হয়তো তারা তৃপ্তি পাবে জেনে যে আমি আমার ঘৃণার কিছুটা নিদর্শন ওখানে রেখে এসেছি। এইভেবে চারজনের নাম দলিলটায় যেভাবে ছিল সেইভাবে এক টুকরো কাগজে লিখে পিন দিয়ে এঁটে দিলাম তার বুকে। যাদের ওপর সে ডাকাতি করেছে, যাদের বোকা বানিয়েছে তাদের কোনো কিছু নিদর্শন না নিয়ে কবরে যাবে, এটা আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না।

বেচার টোঙ্গোকে মেলায় মেলায় কৃষ্ণকায় নরখাদক হিসেবে দেখিয়ে ইতিমধ্যে আমি জীবিকা নির্বাহ করেছি। সে কাঁচা মাংস খেতো। তাদের যুদ্ধের নাচ নাচতো, ফলে দিনের শেষে কোনোদিনই পয়সার অভাব হতো না। এদিকে আমি পন্ডিচেরি লর্জ এর খরচ রেখে চলেছি। কয়েক বছরের মধ্যে খবরের মধ্যে খবর এই যে, তারা ধনরত্নের খোঁজ করে চলেছে। শেষপর্যন্ত এলো সেই খবর যার প্রতীক্ষায় ছিলাম—পাওয়া গেল মণি-মুক্তা, বার্থলোমিউ শোলটোর রাসায়নিক গবেষণাগারের ওপরের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখে এলাম জায়গাটা। কিন্তু ভেবে পেলাম না এই কাঠের পা দিয়ে ওখানে কী করে উঠব? শুনলাম ছাদে একটা চোরা দরোজা আছে। আর খবর নিলাম বার্থলোমিউর কখন রাতের খাবার খায়। মনে হল টোঙ্গার সাহায্যে সহজেই কাজটা হাসিল করা যাবে। ওরা ফোকরে একটা লম্বা দড়ি বেঁধে দিলাম। বেড়ালের মতো ও বেয়ে উঠতে পারত। ও ছাদ থেকে চোরা কুঠুরিতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বার্থলোমিউ তখনো ছিল ওখানে বেচারা! টোঙ্গা মনে করল ওকে হত্যা করে ভারী বাহাদুরির কাজ করেছে কারণ দড়ি বেয়ে উঠে দেখি সে খুব জাঁকের সঙ্গে ঘুরছে ফিরছে। তাই অত্যন্ত আশ্চর্য হল যখন আমি দড়ি দিয়ে তাকে মারতে গেলাম আর গালাগালি করলাম, রক্তপিপাসু ভূত একটা! মণি-মুক্তার বাক্সটা নামিয়ে নিলাম, তারপর নিজেও নেমে গেলাম। তার আগে চারজনের স্বাক্ষর করা একটা কাগজ টেবিলের ওপর রেখে এলাম। এই জানাতে যে, শেষপর্যন্ত সম্পদটা প্রকৃত অধিকারীর কাছে এসেছে। তারপর টোঙ্গা দড়িটা টেনে নিয়ে

www.pathagar.com

নিজে নেমে এলো যে পথে প্রবেশ করেছিল।

শার্লক হোম্‌স্ বললেন,—অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এক কাহিনীর অবতারণা করলেন। অবশ্য আপনার বিবৃতির শেষ অংশটা আমার জানা ছিল। কেবল এইটুকু বাদে যে, দড়িটা আপনি সঙ্গে করে এনেছিলেন। আচ্ছা, ভালো কথা—আমি ভেবেছিলাম টোঙার সবগুলো তীরই হারিয়ে গেছিল। কিন্তু কী করে তাহলে লঞ্চে আমাদের লক্ষ্য করে তীর ছুড়েছিল?

আজ্ঞে সব হারালেও একটা তো তার ব্লো-পাইপে লাগানোই ছিল।

ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা আমি ভেবে দেখি নি।

কয়েদি বলল—আর কিছু আপনাদের জানার আছে?

হোমস বললেন—না, ধন্যবাদ।

অ্যাথেলনি জোন্‌স্ বললেন—মি. হোম্‌স, অপরাধ তত্ত্বে আপনি যে একজন বিশেষজ্ঞ তাতে সন্দেহ কী? আপনাকে একটু খাতির করতে হবে বৈকী। কিন্তু তাহলেও কর্তব্য কর্তব্যই, এবং আপনার ও আপনার বন্ধুর খাতির আমি তা থেকে বেশ খানিকটা সরেই গেছি বলতে কি। স্বস্তি পাবো এই কথককে গারদে চাবি বন্ধ করতে পালে। গাড়িটা অপেক্ষা করছে। আর দুজন ইন্সপেকটরও নিচে রয়েছে। সাহায্যের জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ। অবশ্য বিচারের সময় দুজনকে উপস্থিত হতে হবে তখন।

www.pathagar.com

উপন্যাস

দি ভ্যালি অব ফিয়ার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম পর্ব : বার্লস্টোনের বিয়োগান্ত ঘটনা

শার্লক হোম্‌স্ একটা খাম থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে সেটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর খামটা নিয়ে আলোর কাছে ধরে সেটার দু-পিঠই খুব যত্ন করে পরীক্ষা করলেন। তারপর ভ্রুকুটি করে বললেন—হাতের লেখাটা যতোদূর সম্ভব পোর্লকের বলেই মনে হচ্ছে—যদিও ওর হাতের লেখা এর আগে আমি মাত্র দুবার দেখেছি। গ্রিক 'C' অক্ষরটার ওপর দিকের ওই অলঙ্করণটা ওর বৈশিষ্ট্য। এবং পোর্লকেরই যদি হয় তো এটা যে অত্যন্ত জরুরি তাতে সন্দেহ নেই।

এই কথাগুলো যেন হোম্‌স্ সামনে বসে থাকা ডা. ওয়াটসনকে না বলে নিজে নিজেই মনে মনে বলছিলেন। কিন্তু হোম্‌সের এই বিড়বিড় করে বলায় ওয়াটসনের মনে কৌতূহলের সঞ্চার হল। তিনি আর চুপ করে থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলেন, এই পোর্লক কে?

হোম্‌স্ বললেন—পোর্লক হল একটা ছদ্মনাম। অর্থাৎ যা থেকে শনাক্ত করা হয় আর কি। তার অন্তরালে যে ব্যক্তি সে নিজে থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আগের একটা চিঠিতে সে স্পষ্টই লিখেছিল যে নামটা তার নিজের নয়, এবং বলেছিল মহানগরীর লক্ষ লক্ষ জনতার মধ্যে তাকে শনাক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। পোর্লকের গুরুত্ব তার নিজের জন্যে নয়, যে বিরাট ব্যক্তির সঙ্গে তার সংস্পর্শ তার জন্যে। আমাদের মনে রাখতে হবে ওয়াটসন এই পোর্লক নামে পরিচিত লোকটি হচ্ছে শৃঙ্খলের একটা অংশ—খানিকটা উপরের দিকের। গোপনে বলে রাখি অংশটি যে বিশেষ মজবুত তা নয়। যতোদূর পরীক্ষা করে দেখেছি, শৃঙ্খলের দুর্বলতম অংশই হচ্ছে সে।

ওয়াটসন বললেন—তা শৃঙ্খলের শক্তি তো ঠিক ততোটাই যতোটা শক্তি তার দুর্বলতম অংশের।

ঠিক বলেছ ওয়াটসন। আর সেই জন্যেই পোর্লকের এতোটা গুরুত্ব। অধিকার সম্বন্ধে কতোগুলো প্রাথমিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদে আর মাঝে মাঝে উৎসাহ হিসেবে আমার কাছে একটা করে দশ পাউন্ডের নোট পেয়ে সে দু একবার কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আগে থেকে আমায় খবর দিয়েছে এই খবরের উদ্দেশ্য হল অপরাধের প্রতিশোধ নেয়া নয়, অপরাধ যাতে সঙ্ঘটিত না হয়, সেই চেষ্টা করা। সন্দেহ নেই, এ সঙ্কেতটাকেও সেই ধরনেরই কোনো খবর পাব।

না খাওয়া খাবারের প্লেটের ওপর কাগজটা ভালো করে বিছিয়ে রাখলেন হোম্‌স্। উঠে দাঁড়ালেন হোম্‌স্। হোম্‌সের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সেই অদ্ভুত লেখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। লেখাটা হল—

৫৩৪ C২ ১৩ ১২৭ ৩৬ ৩১ ৪ ১৭ ২১
৪১

DOUGLAS ১০৯ ২৯৩ ৫ ৩৭ BIRL-
STONE

২৬ BIRLSTONE ৯ ৪৭ ১৭১

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা হল কোনো গোপন খবর দেবার চেষ্টা। অনেক সংকেতই আমি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে পড়তে পারি, যেমন পড়তে পারি হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের প্রলাপের অন্তর্নিহিত অর্থ, এসব সহজ সরল ধাঁধার সমাধান করতে মগজের ওপর কোনো চাপ পড়ে না, বেশ মজা লাগে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। মনে হচ্ছে এ কোনো বিশেষ বইয়ের বিশেষ কোনো পৃষ্ঠার কথা বলতে চায়। কিন্তু যতোক্ষণ না জানতে পারছি কোন্ বই আর কোন্ পৃষ্ঠা ততোক্ষণ কিছুই করা যাবে না।

কিন্তু তাহলে 'ডগলাস' আর 'বার্লস্টোন' কথাদুটো কেন? ওয়াটসনের কৌতূহল।

www.pathagar.com

নিশ্চয় এই নাম দুটো বইটার ওই পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে না। আর বইটার নাম যদি ওই সংকেতে উল্লেখ থাকত তাহলে যদি চিঠিটা বিপথে যায় তো মহাবিপদ—তাই বইয়ের নাম উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে দ্বিতীয় চিঠিটারও আসবার সময় হয়ে গেছে। নিশ্চয় তাতে কোনো ব্যাখ্যা, কিংবা, সেটাই বেশি সম্ভব, যে বইয়ের পৃষ্ঠার কথা উল্লিখিত হয়েছে সেই বইটাই এসে যাবে।

এবং মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোম্‌সের হিসেব মতো বিল প্রত্যাশিত চিঠিটা নিয়ে হাজির হল।

খামটা খুলে হোম্‌স্ বললেন—সেই একই হাতের লেখা। এবং তারপর চিঠিটা খুলেই মহা আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন সই, করাও দেখছি! এবার নিশ্চয় কাজটা এগোবে ওয়াটসন।

কিন্তু লেখাটা পড়ে হোম্‌সের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বললেন, আমাদের যে সমস্ত আশাই ব্যর্থ হতে চলেছে। পোর্লকের কোনো বিপদ হল কি না কে জানে?

চিঠিটা হল—'প্রিয় মি. হোম্‌স্ এ ব্যাপারে আমি আর এগোচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি, আমায় সন্দেহ করা হচ্ছে। অতএব আর এগোলে আমার বিপদ।...অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কাছে এসে পড়েন—তখন আমার খামটায় ঠিকানা লেখা হয়ে গেছে। সংকেতটার ইঙ্গিত জানাবার জন্যেই লিখেছিলাম। যাই হোক সেটা চাপা দিতে পেরেছি। দেখতে যদি পেতেন মহা বিপদে পড়তাম তাহলে। কিন্তু তাহলেও তাঁর চোখে সন্দেহ ফুটে উঠেছিল। সঙ্কেত লিপিটা পুড়িয়ে ফেলুন—ওটা আর আপনার কোনো কাজেই লাগবে না।—ফ্রেড পোর্লক কাগজটা পাকাতে পাকাতে হোম্‌স্ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভ্রু কোঁচকাতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত বললেন অবশ্য হয়তো কিছুই নয় ব্যাপারটা—প্রতারক সে, তাই বিবেকের তাড়নার ফলেই হয়তো তাঁর চোখে অমন ভাষা প্রত্যক্ষ করেছে।

এই 'তিনি'-টা বুঝি প্রফেসর মরিয়ার্টি? ওয়াটসনের প্রশ্ন। ঠিক ধরেছ। ওঁর দলের কোনো লোকের কাছে 'তিনি' হচ্ছেন স্বয়ং মরিয়ার্টি ছাড়া আর কেউ না।

কিন্তু কী করতে পারেন তিনি?

হুম্! এ একটা মস্ত প্রশ্ন। ইউরোপের একেবারে প্রথম শ্রেণীর মস্তিষ্কের অধিকারী কোনো মানুষ যখন তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় অন্ধকারের যাবতীয় শক্তিশালী মানুষ যার পেছনে, সম্ভাবনার কোনো সীমা-পরিসীমা তখন থাকে না। তবে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আমাদের বন্ধু পোর্লক ভয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। চিঠির আর খামের হাতের লেখা দুটো তুলনা করে দেখো—চিঠিটা লেখা হয়েছিল, পোর্লক বলেছে—এই দুর্ভাগ্যজনক সাক্ষাৎকারের আগে। এই লেখাটা কেমন দিব্যি স্পষ্ট আর শক্ত হাতে লেখা, আর খামের লেখাটার পাঠোদ্ধারই কঠিন।

কিন্তু কেন সে লিখতে গেল? এমনিতেই তো পাঠিয়ে দিতে পারত।

তার কারণ, হয়তো সে ক্ষেত্রে আমি ওর সম্বন্ধে খোঁজ করতাম এবং তার ফলে হয়তো তাকে প্রচুর অসুবিধেয় পড়তে হতো।

তা বটে, নিশ্চয়ই—ইতিমধ্যে আমি সাঙ্কেতিক লিপিটা তুলে নিয়েছি—এ কাগজের টুকরোয় একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর রয়েছে। অথচ তার পাঠোদ্ধার মানুষের অসাধ্য—এ কথা মনে হলে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়। হোম্‌স্ তাঁর না খাওয়া প্রাতরাশ সরিয়ে রেখে বিস্বাদ পাইপটা মুখে নিলেন—একাগ্রভাবে কোনো বিষয়ে মনঃসংযোগ করবার সময় তাই করতেন তিনি। হেলান দিয়ে বসে ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন—কী জানি, এমন কিছু হয়তো ওর মধ্যে আছে তোমার তীক্ষবুদ্ধিতে যা ধরা পড়ে নি। নিছক যুক্তি দিয়ে এসো আমরা সমস্যাটার বিচার করি। লোকটি কোনো একটা বইয়ের উল্লেখ করছে—এই নিয়ে আমরা শুরু করছি।

খানিকটা অস্পষ্ট নয় কি সেটা?

www.pathagar.com

আচ্ছা, দেখাই যাক না তদন্তের ক্ষেত্রটা একটু সংকীর্ণ করা যায় কি না। এ বিষয়ে মনোনিবেশ করে এখন দেখছি যতোটা ভেবেছিলাম ঠিক ততোটা দুর্ভেদ্য হয়তো এটা নয়। আচ্ছা এই যে বইটার কথা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কী ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি?

কিছুই না।

না, না, নিশ্চয়ই অতোটা হতাশ হওয়ার মতো কিছু হয় নি। সংকেত লিপিটা তো ৫৩৪—এই বড় হরফে লেখা অঙ্কটা দিয়ে শুরু হয়েছে, তাই না? আচ্ছা, এই অনুমান নিয়ে তো অগ্রসর হতে পারি যে, সঙ্কেত লিপিটা যে বইটার কথা বলতে চায় তারই পৃষ্ঠা সংখ্যা এটা। অতএব ইতিমধ্যেই জানতে পারছি যে বইটা একটা খুব বড় বই। এই খবরটা কাজে লাগবে বৈকি। আচ্ছা, এই বড় বইটা সম্বন্ধে কী বুঝলে ওয়াটসন? পরের চিহ্নটা হচ্ছে C২—এ থেকেই বা কী বুঝতে পারছ?

ওয়াটসন বললেন—নিশ্চয়ই দু-নম্বর অধ্যায়। উহুঁ, মোটেই না-হোম্‌স্ বললেন—নিশ্চয়ই স্বীকার করবে ওয়াটসন, পৃষ্ঠার নম্বরের পরে আর অধ্যায়ের উল্লেখ প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া দেখো, যে বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়েই ৫৩৪ পৃষ্ঠার উল্লেখ কী প্রকাণ্ডই না সে বইয়ের প্রথম অধ্যায়টা হবে।

ওয়াটসন বলে উঠলেন—নিশ্চয় তাহলে কলাম বা স্তম্ভ হবে।

চমৎকার ওয়াটসন, আজ সকালে তোমার মাথা দারুণ খেলছে দেখছি। স্তম্ভ যদি না হয় তো কী বলেছি। আচ্ছা, তাহলে একটা মস্ত বই আমরা পাচ্ছি, দুই স্তম্ভে ছাপা, এবং স্তম্ভগুলোও খুব বড় বড়, কারণ সঙ্কেতে লেখা একটা কথার সংখ্যা হচ্ছে ২৯৩। আচ্ছা, এখানেই কী আমাদের যুক্তি প্রয়োগের সীমারেখা টানতে হবে?

সেরকমই তো মনে হচ্ছে? একথা বলে কিন্তু তুমি নিজের ওপরে অবিচার করছ ওয়াটসন। আর একবার বুদ্ধির চমক প্রয়োগ করো দেখি। আচ্ছা, বইটা যদি কোনো সাধারণ বই না হতো, তাহলে নিশ্চয় পাঠিয়ে দিত সেটা। তা না করে সে ঠিক করেছিল সে বইটা সম্বন্ধে সঙ্কেত এই চিঠিতে পাঠাবে। মনে হয় এ থেকে বুঝতে হবে সেটা এমনই একটা বই যা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না। বইটি তার আছে, সে ধরে নিয়েছে যে আমারও আছে। মানে, এক কথায় বলতে গেলে অতি সাধারণ বই সেটা।

হ্যাঁ, এ হতেই পারে।

অতএব আমাদের তদন্তের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়ে এই দাঁড়িয়েছে যে, সেটা একটা খুব বড় বই, দুই স্তম্ভে ছাপা, এবং এমনই বই যা সচরাচর পাওয়া যায়।

ওয়াটসন চিৎকার করে বলে উঠলেন—বাইবেল।

না, হল না, ওয়াটসন। বাইবেলের বহুকরম সংস্করণ বাজারে আছে। অতএব দুটো বাইয়ের একই পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে না। নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ বইয়ের উল্লেখ করেছে যার একাধিক সংস্করণ নেই এবং যার পৃষ্ঠা সংখ্যার সঙ্গে আমার বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা মিলবে।

কিন্তু তাহলে কি ব্র্যাড শ?

তাতেও অসুবিধা আছে ওয়াটসন? ব্র্যাড শর শব্দসম্ভার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সীমিত। সাধারণ কোনো কবর পাঠাবার উপযুক্ত কথা তাতে না থাকারই কথা। সুতরাং ব্র্যাড-শ বাদ দিলাম। এবং অভিধানও সেই একই কারণে বাতিল। কী তাহলে বাকি রইল?

পাঁজি।

চমৎকার! নিশ্চয় এবার ঠিক ধরেছ, ওয়াটসন। হ্যাঁ, পাঁজিই তো! 'হুইটাকার্স অ্যাল্‌ম্যানাক' এর কথা ভেবে দেখো। বইটার বহুল প্রচার সেরকম তো পৃষ্ঠাসংখ্যা এতে আছে। দুই স্তম্ভে ছাপা হয়। বইটার প্রথম দিকটা খানিকটা বাঁধা ধরার মধ্যে হলেও শেষের দিকটা অনেকটা আলগা। ডেস্ক থেকে বইটা তুলে নিলেন তিনি—এ হল পৃ. ৫৩৪, দ্বিতীয় স্তম্ভ। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার বাণিজ্য ও সঙ্গতি নিয়ে দিব্যি ঠাসা স্তম্ভটা। কথাগুলো লেখো দেখি। ১৩ নম্বর হল

www.pathagar.com

মারাঠা। খুব শুভ আরম্ভ বলে তো মনে হচ্ছে না। ১২৭ নং হচ্ছে গভর্নমেন্ট। আচ্ছা, মারাঠা গভর্নমেন্ট কী করছে দেখা যাক এবার। হায়, হায়, পরে কথাটাই হল শুয়োরের খাড়া খাড়া লোম। দুর্ভাগ্য ওয়াটসন, আর আমাদের কিছুই করার রইল না।

কথাটা হালকা সুরে বললেও যেভাবে তাঁর ঘন ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠল, তাতে বুঝতে বাকি রইল না, তিনি কত বিরক্ত আর হতাশ হয়েছেন। কিছুক্ষণ সব মন খারাপ করা স্তব্ধতা। তারপরই হঠাৎ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এক দৌড়ে গিয়ে হোম্‌স্ আর একটা হলদে রংয়ের বই নিয়ে এলেন। বলে উঠলেন অতি আধুনিক হওয়ার শাস্তিই হল এই। আজ জানুয়ারির সাত তারিখ, সুতরাং নতুন বছরের পাঁজিটা দেখাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু পোর্লকের পক্ষে পুরোনো পাঁজি দেখারই সম্ভাবনা বেশি, এবং চিঠিটা যদি সে লিখতে পারত তো নিশ্চয়ই তাতে তা বলে দিত। এবার দেখা যাক ৫৩৪ পৃষ্ঠা কী বলে। ১৩ নং হল 'দেয়ার'—হুঁ ভরসা হচ্ছে একটু একটু। ১২৭ হচ্ছে 'ইজ'—অর্থাৎ শব্দটা হল 'দেয়ার ইজ'। হোম্‌সের চোখে উত্তেজনার আলো—সরু সরু নার্ভাস আঙুলগুলো ছটফট্ করছে। তিনি পড়ে চললেন, 'ডেঞ্জার' বাঃ চমৎকার, চমৎকার! লিখে নাও ওয়াটসন।—দেয়ার ইজ ডেঞ্জার-মে-কাম-ভেরি-সুন-ওয়ান। (বিপদ আছে অবিলম্বেই আসতে পারে।) তারপর 'ডগলাস' নামটা—রিচ, কান্ট্রি, নাউ, অ্যাট, বার্লস্টোন, হাউস, বার্লস্টোন, কনফিডেন্স, ইজ, প্রেসিং (ধনী গ্রাম্য ভদ্রলোক এখন বার্লস্টোনের বাড়িতে জরুরি)! দেখলে ওয়াটসন, নিছক যুক্তি প্রয়োগের ফল দেখলে তো? সব্জিওলার ওখানে যদি লরেলের মালা বিক্রি হতো নির্ঘাত আমি বিলিকে দিয়ে একটা আনিয়ে নিতাম।

তাঁর কথামতো লেখবার ফলে যে অদ্ভুত সংবাদটা ফুলস্ক্যাপ কাগজে ফুটে উঠল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ওয়াটসন সেটির দিকে। তারপর বললেন—কোনো খবর প্রকাশ করার কী জবড় জং পদ্ধতি!

ঠিক তার উল্টো, বরং বলব, ভারি চমৎকার ভাবেই কাজটা করেছে। মাত্র একটা স্তম্ভ, থেকে কোনো খবর প্রকাশ করতে হলে সব কথাই ঠিকমতো পেয়ে যাবে, এটা আশা করা অন্যায়। কিছুটা পত্রপাঠকের বুদ্ধি বৃত্তির ওপর ছেড়ে দিতেই হবে। বক্তব্যটা তো দিব্যি পরিষ্কার। ডগলাস নামে কোনো লোকের ওপর কোনো রকম শয়তানির চেষ্টা চলেছে। এই ডগলাস ধনী ভদ্রলোক। এই হল আমাদের বিশ্লেষণ।

এইসব যখন আলোচনা হচ্ছিল—তখন ভৃত্য বিল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। হোম্‌স্ তাকে স্বাগত জানিয়ে বসতে বললেন। নানারকম কথার ফাঁকে হঠাৎ ইন্সপেকটরটি পরম বিস্ময়ের সঙ্গে টেবিলের ওপরের একটা কাগজের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। এই কাগজটাতেই ওয়াটসন ধাঁধাটার সমাধান লিখেছিলেন।

তোতলাতে তোতলাতে ইন্সপেক্টরটি বলে উঠলেন—একি, ডগলাস! বালস্টোন! ব্যাপার কী মি. হোম্‌স্—এ যে রীতিমতো ভেল্‌কি!—কোথা থেকে এইসব নাম পেলেন বলুন তো? হোম্‌স্ বললেন—এটা হল একটা ধাঁধা, ডা. ওয়াটসন আর আমি যার সমাধানের চেষ্টায় ছিলাম।

বিস্ময়াহত ইন্সপেক্টর হোম্‌স্দের দিকে তাকিয়ে বললেন—বার্লস্টোনের ম্যানর হাউসের মি. ডগলাস আজ সকালে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন।

দুই
শার্লক হোমসের আলোচনা

অল্প কয়েকটি কথায় হোম্‌স্ ইন্সপেক্টরকে চিঠিটার আর সঙ্কেতটার কথা জানালেন। চিবুকে হাত রেখে বসে ম্যাকডোন্যান্ড সব শুনে গেল—তার ভ্রু-কুঁচকে গেল। সে বলল আজ সকালে আমি বার্লস্টোন যাব ঠিক করেছিলাম, আর এখানে এসেছিলাম আপনি আর আপনার বন্ধুটি যদি

www.pathagar.com

রাজি হন তো সঙ্গে করে নিয়ে যাব বলে। কিন্তু যা শুনলাম তাতে তো মনে হচ্ছে যে বরং লন্ডনে থাকলেই বেশি কাজ হবে।

হোম্‌স্‌ বললেন—উহুঁ আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।

ধেৎ, কী যে বলেন! দু-এক দিনের মধ্যেই কাগজগুলো এই বার্লস্টোন রহস্য নিয়ে মুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু লন্ডনেই যদি এমন লোক থাকে যে আগে থেকেই এই দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তাহলে আর রহস্যটা রইল কোথা? সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলেই তো আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

হোম্‌স্‌ বললেন—তা তো ঠিক। কিন্তু এই তথাকথিত পোর্লককে কী করে গ্রেপ্তার করবে ভেবেছ?

হোম্‌সের দেয়া চিঠিটা উল্টে দেখল ম্যাকডোন্যাল্ড বলল, ক্যাম্বারওয়েল থেকে ডাকে দেয়া হয়েছে। এ থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আর, নামটা বলছেন ছদ্মনাম। এ থেকেও বিশেষ এগোনো সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি তো ওকে টাকা পাঠিয়েছেন। তাই না?

হ্যাঁ, দু-বার।

কীভাবে পাঠিয়েছেন?

নোট পাঠিয়েছি, ক্যাম্বারওয়েল পোস্ট অফিসে।

খোঁজ করেন নি কখনো, কে এসে সেই টাকা নিয়ে গেছে?

না।

এ কথায় ইন্সপেক্টর আশ্চর্য হয়ে বলল—সেকি! খোঁজ করেন নি কেন?

হোম্‌স্‌ বললেন—কারণ আমি কখনো কথার খেলাপ করি না। প্রথম যখন সে চিঠি লিখেছিল, আমি তাকে তার অনুরোধ অনুযায়ী কথা দিয়েছিলাম, তার ঠিকানা জানবার চেষ্টা করব না।

আপনার কি ধারণা কোনো বিশেষ ব্যক্তি এর পিছনে আছে?

শুধু ধারণা নয়, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

সে কি এই প্রফেসর, যার কথা আপনি উল্লেখ করছিলেন?

ঠিক ধরেছ তুমি ম্যাকডোন্যাল্ড।

এ কথায় ইন্সপেক্টর হেসে ওয়াটসনের দিকে ফিরে অর্থপূর্ণভাবে তাকাল। তারপর বলল—মি. হোম্‌স্‌, ডিটেকটিভ মহলে আমাদের ধারণা, এই প্রফেসরকে নিয়ে আপনার মাথায় একটা পোকা আছে নিজে থেকে আমি এ নিয়ে কিছু অনুসন্ধান করেছি। ভদ্রলোককে কিন্তু অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত আর উচ্চশিক্ষিত আর গুণী বলেই আমার মনে হয়েছে।

তুমি যে তাঁর গুণের পরিচয় পেয়েছ তা জেনে খুশি হলাম।

কিন্তু সে পরিচয় তো পেতেই হবে। আপনার মন্তব্য শোনবার পর আমি ঠিক করেছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করব গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হল—ও বিষয়টা কী করে উঠল কী জানি। কিন্তু একটা লন্ঠন আর একটা গ্লোব দিয়েই তিনি এক মিনিটের মধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন। একটা বই তিনি আমায় পড়তে দিলেন। কিন্তু বলতে লজ্জা নেই, আমার পক্ষে বেজায় কঠিন বইটি। রোগামুখ পাকা চুল আর গুরু গম্ভীর কথার ভঙ্গ—মন্ত্রী হলে চমৎকার মানাত তাঁকে। চলে আসার সময় এমনভাবে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, যেন ছেলেকে নির্মম পৃথিবীর বুকে ছেড়ে দেবার সময় পিতার আশীর্বাদ।

মুচকি হেসে হোম্‌স্‌ হাতে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন—অপূর্ব, অতি অপূর্ব। আচ্ছা, বন্ধু, ওঁর সঙ্গে এই সহৃদয় আলাপটা তো ওঁর পড়বার ঘরেই হয়েছিল?

হ্যাঁ।

সুন্দর ঘরটা, তাই না? আর ওঁর লেখার ডেস্কের সামনে বসেছিলে তো?

হ্যাঁ।

www.pathagar.com

তোমার চোখের রোদের আলো আর ওঁর মুখে অন্ধকার তাই না? তখন সন্ধ্যে, তবে মনে পড়ছে বাতিটা ছিল আমার মুখের দিকে ফেরানো।

তাই তো হবে। আচ্ছা, প্রফেসরের মাথায় ওপর একটা ছবি লক্ষ্য করেছি?

দেখবার জিনিস বিশেষ আমায় এড়িয়ে যায় না—বলতে পারেন এটা আপনার কাছেই শিখেছি। হ্যাঁ, দেখেছি—এক তরুণী মাথায় হাত রেখে অপাঙ্গে তাকাচ্ছে।

ছবিটা হল জাঁ বাপতিস্ত গ্রয়েজের আঁকা। আর ওই যে তুমি বার্লস্টোন রহস্যের কথা বললে, তার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলতে কী রহস্যের একেবারে কেন্দ্রের ব্যাপারই এটা।

ঈষৎ হেসে ম্যাকডোন্যাল্ড অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাল ওয়াটসনের দিকে। তারপর বলল—মি. হোম্‌স্ আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে সমান তালে আমি চলতে পারি না। মানে আপনি যেন মাঝে মাঝে দু-একটা ধাপ ডিঙিয়ে যান। আর সেখানে আটকে যাই আমি। বলুন এবার, এই মৃত শিল্পীর সঙ্গে এই বার্লস্টোনের ব্যাপারে কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন—ডিটেকটিভের কাছে কোনো খবরই অপ্রয়োজনীয় হয় না। এই যে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রয়েজের ছবি La Jaune Fille a Pagneau'-র জন্যে শিল্পী Portalis সেলে চার হাজার পাউন্ড পেয়েছিলেন, এই ঘটনা থেকে হয়তো তোমার মনে যুক্তির একটা ধারা শুরু হতে পারে।

পরিষ্কার দেখা গেল ব্যাপারটা তাই। ইন্সপেক্টর সত্যিই কৌতূহলী হয়েছে বোঝা গেল।

হোম্‌স্ বলে চললেন,—প্রফেসরটির বেতন বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উপায়ে নির্ধারণ করা যায়। সেটা হল, বছরে সাতশো পাউন্ড।

তাহলে কী করে কিনলেন—

সেইটেই তো কথা। কী করে?

চিন্তাগ্রস্তভাবে ইন্সপেক্টর বলল—তা বটে, এটা উল্লেখযোগ্য বৈকি! বলুন মি. হোম্‌স্ আরো বলুন শুনি।

হোম্‌স্ প্রশংসায় উৎসাহী হয়ে হেসে বললেন—তাহলে বার্লস্টোন যাওয়ার কী হবে?

ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন—এখনো সময় আছে। গাড়িটা নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে যেতে মিনিট কুড়ির বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু এই যে চবিটার কথা বললেন, মনে পড়ে আপনি আমাকে একবার বলেছিলেন, প্রফেসর মরিয়ার্টির সঙ্গে কখনো দেখা হয় নি?

না, হয় নি তো—হোম্‌স্ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বললেন।

ওঃ সে তো অন্য ব্যাপার। তিন-তিনবার আমি ওঁর ওই ঘরে গেছি, তার মধ্যে দু-বার গেছি বিভিন্ন ছুতোয়। আর উনি ফেরার আগেই চলে এসেছি। আর একবার আমি তাঁর কাগজপত্রগুলো উল্টেপাল্টে দেখেছিলাম তাতে যা জানতে পেরেছিলাম তা কোনো সরকারি ডিটেকটিভের কাছে বলা ঠিক হবে না। তবে তুমি ছবির তাৎপর্যটা ধরতে পেরেছ। আর এই ছবিটা প্রমাণ করে যে, অত্যন্ত ধনী তিনি। টাকাটা এলো কোথা থেকে? তিনি অবিবাহিত, তাঁর ছোট ভাই ওয়েস্ট অব্ ইংল্যান্ডের স্টেশন মাস্টার। প্রফেসর বছরে সাতশো পাউন্ড মাইনে পান অথচ একটা গ্রয়েজের ছবির মালিক তিনি।

মানে, আপনি বলছেন—তাঁর আয় প্রচুর এবং এই অর্থ তিনি অবৈধভাবে অর্জন করেন?

ঠিক তাই। অবশ্য এমন ধারণা করার আমার আরো কারণ আছে বৈকি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সূত্র আছে যা স্পষ্টভাবে না হলেও জালের—সেই কেন্দ্রের দিকেই নির্দেশ করে, নিশ্চুপ বিষাক্ত প্রাণীটি যেখানে ওৎ পেতে আছে। গ্রয়েজের কথা এই কারণে বললাম—সেটা তুমি নিজে চোখে দেখেছ।

মি. হোম্‌স্, স্বীকার করি আপনি যা বলছেন তা অত্যন্ত বিস্ময়করই বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ব্যাপারটা তা হলে কী? জালিয়াতি? জালটাকা তৈরি? না কি চুরি ডাকাতি?

হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন—জোনাথান ওয়াইল্ডের নাম শুনেছ? ম্যাকডোন্যাল্ড ঘাড় নাড়তে—হোম্‌স্ বললেন—সে এক মহা অপরাধী, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের লোক। সে ছিল ইংল্যান্ডের যাবতীয় অপরাধীর গুপ্তশক্তির উৎস, সেই অপরাধীদের কাছে সে তার মগজ আর তার সংগঠনকে খাটাত শতকরা পনেরো টাকা কমিশনে। চাকা ঘুরে যায়। ঘুরতে ঘুরতে সেই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মরির্য়াটি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলছি তা তোমার কৌতূহল বাড়াবে। আর শোনো হে ম্যাক, তিনমাস ঘর বন্ধ করে তুমি অপরাধ বিজ্ঞানের ইতিহাসটা ভালো করে পড়ে নিও তাহলে তুমি এ লাইনে প্রচুর উন্নতি করতে পারবে।

শোনো তাহলে—হোম্‌স্ বলতে লাগলেন—তার শৃঙ্খলের প্রথম ব্যক্তিকে আমি চিনি। সেই শৃঙ্খলের এক প্রান্তে আছে এই ব্যক্তি যাকে বলা যেতে পারে 'বিপথগামী নেপোলিয়' আর অপর প্রান্তে প্রায় একশো জীবনযুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তি—পকেটমার, ব্ল্যাকমেলার প্রভৃতি, আর এদের দ্বারা যতোরকম পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। ওর প্রধান সহকর্মী হল কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান—ওঁর মতো সে-ও তেমনি নির্লিপ্ত আর সাবধানী আর আইনের আওতার বাইরে। তার মাইনে বছরে ছয় হাজার পাউন্ড। এ টাকা প্রধান মন্ত্রীর থেকেও বেশি। এ থেকেই তুমি আন্দাজ করে নিতে পারবে মরিয়ার্টি কয়েকটা-চেক এর খোঁজ করছিলাম। সাধারণতঃ গৃহস্থালির ব্যাপারে খরচের জন্যে চেকগুলো ছয়টা বিভিন্ন ব্যাংকের। শুনে রাখো, অন্ততঃ কুড়িটা ব্যাংকে তার টাকা আছে। এবং তার বিদেশের সম্পত্তির বেশিরভাগই হয়তো আছে ডয়েটস্ ব্যাংকে বা ক্রেডিট লায়োনাইজে। কখনো যদি দু-এক বছরের মতো তোমার ফুরসুৎ মেলে তাহলে তার সম্বন্ধ খোঁজ খবর নিও ভালো করে। আচ্ছা এবার কাজের কথায় আসছি না বলে তুমি ছটফট করছ তাই তো? শোনো তাহলে—এই যে আজকের ঘটনা যা বললে—অপরাধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো ধারণা হয়তো এ থেকে করা যেতে পারে। তোমার প্রাথমিক বক্তব্য থেকে বোঝা গেল এ হত্যাকাণ্ডের কারণটা জানা সম্ভব নয় বা জানা যায় নি। আচ্ছা, যদি ধরে নেয়া হয়, আমাদের আন্দাজটাই ঠিক, তাহলে এর উদ্দেশ্য হতে পারে দু-রকম। এক, মরিয়ার্টি শাসন করে লৌহকঠিন হাতে, অসাধারণ তার শৃঙ্খলা। তার আইনে শাস্তি হল একটাই, মৃত্যু। এই যে ডগলাস, যার আসন্ন মৃত্যুর কথা এই কর্তার এক প্রধান সহকারী জানতে পেরেছিল, কোনো না কোনোভাবে সে এই কর্তাকে ফাঁস করে দিয়েছিল। পরক্ষণেই শাস্তি হল তার, এবং এ শাস্তির কথা দলের সকলেই জানবে, আর কিছু না হোক অন্ততঃ এই কারণে যে, এর ফলে তাদের মধ্যে মৃত্যুর আতঙ্ক সঞ্চারিত হবে। আর অন্য উদ্দেশ্য হল, মরিয়ার্টি নিজেই এটা করিয়েছেন সাধারণ ঘটনা পরম্পরাতেই। আচ্ছা, চুরিটুরি কিছু হয় নি তো?

না, শুনি নি তো?

তাই যদি হয়, তাহলে প্রথম উদ্দেশ্যের চেয়ে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে হয়তো মরিয়ার্টি ভাগের ব্যাপারে কাজে নেমে থাকবেন, কিংবা এমনও হতে পারে যে এর ফলে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের তিনি টাকা পাবেন। আবার দুটোই সম্ভব। তা এবার বার্লস্টোনে না গেলে চলবে না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে তাঁরা বার্লস্টোনের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন।

পথে যেতে যেতে হোম্‌স্ অখণ্ড মনোযোগ সহকারে পুরো ব্যাপারটা শুনলেন। তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাতে হাত ঘষতে ঘষতে তিনি এই কাহিনীর খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও শুনছিলেন। ম্যাকডোন্যাল্ড বললেন—স্থানীয় পুলিশ অফিসার হোয়াইট মেসন বিশেষ বন্ধু বলেই ভোরের দিকে দুধের ট্রেনে একটা চিরকুট পাঠিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ম্যাকডোন্যাল্ডকে জানিয়ে দেয়, নতুবা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড মফঃস্বলের ডাকে সাড়া দেয় অনেক দেরি করে এবং ফলে শহরের বিশেষজ্ঞের কাছে যখন মফঃস্বলের কোনো মামলা আসে ততোক্ষণে সেটা অনেক বাসি হয়ে পড়ে। চিরকুটটায় লেখা আছে—

www.pathagar.com

প্রিয় ইন্সপেকটর ম্যাকডোন্যাল্ড,

সরকারি চিঠি আলাদাভাবে তোমার কাছে আসছে। টেলিগ্রাম করে জানাও সকালের কোন্ ট্রেনে তুমি বার্লস্টোনে আসতে পারবে, স্টেশনে থাকব, এবং যদি সময় না পাই আমার তরফ থেকে আর কেউ থাকবে। সাংঘাতিক এ মামলা, একটু দেরি না করে বেরিয়ে পড়বে। পারলে, মি. শার্লক হোম্‌স্‌কে সঙ্গে করে এনো, কারণ এ মামলা তাঁর কাছে খুবই গ্রহণীয় হবে। সমস্ত ব্যাপারটাই নাটকীয়তা আনার জন্যে সাজানো বলে মনে হতে পারত যদি না একটা মৃতদেহের সন্ধান মিলত। উঃ কী ভয়ঙ্কর!

চিঠিটা মন দিয়ে ম্যাকডোন্যাল্ডের মুখে শোনবার পর হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—তোমার বন্ধুটির বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা আর কিছু উল্লেখযোগ্য কিছু খবর আছে? কী করে মি. ডগলাসের খবর পেলে, আর জানলে যে তাঁকে ভয়ঙ্করভাবে হত্যা করা হয়েছে?

সে সব সরকারি চিঠিটায় পাওয়া যাবে।

জন ডগলাসের নামটাও ওতে আছে। লিখছে, আঘাতটা হয়েছে মাথায়, বন্দুকের গুলি দিয়ে। মারা যখন পড়ে তার সময়টাও সে উল্লেখ করেছে—আপাততঃ কেবল দুটো জিনিস স্পষ্ট। এক হল, লন্ডনে এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ আর দুই, সাসেক্সে এক মৃত ব্যক্তি। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী গ্রন্থিগুলো এখন আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।

তিন

বার্লস্টোনের দুর্ঘটনা

সাসেক্সের উত্তর সীমান্তের এক ছোট প্রাচীন গ্রাম হল এই বার্লস্টোন। প্রচুর বিত্তবান লোকের বাস এখানে। বাড়িটায় কয় বছর কোনো ভাড়াটে ছিল না। ডগলাসরা নেবার ঠিক আগে বাড়িটা একটা ধ্বংসস্তূপের মতো দেখতে হয়েছিল। গডলাস আর তাঁর স্ত্রী এখানে বাস করত। বাড়িটায় প্রবেশের একমাত্র পথ ছিল একটা সেতু, যেটা ওঠানো বা নামানো হয়। এইভাবে পুরোনো অভ্যাসের পুনঃপ্রবর্তনের ফলে বাড়িটা রাতে একটা দ্বীপে পরিণত হয়। ডগলাসের বয়স হবে গোটা পঞ্চাশের মতো। চেহারায় ও চরিত্রে সে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। সকলেই তাঁকে ভালোবাসে। অপেক্ষাকৃত অভিজাত প্রতিবেশীরা তাঁর ব্যাপারে কৌতূহলী হলেও খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। কিন্তু তিনি গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচুর জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। স্থানীয় সমস্ত ব্যাপারে তিনি দরাজ হাতে চাঁদা দিতেন এবং অত্যন্ত সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে যে-কোনো উপলক্ষ্যে বিনা আপত্তিতে গান করতেন। মনে হয় তিনি অত্যন্ত ধনী, ক্যালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখনি এলাকায় নাকি প্রচুর টাকা করেন। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর কথায় জানা যায় যে জীবনের বেশ কিছুকাল তাঁরা আমেরিকায় কাটান। উদার হৃদয় বলে আর জনসাধারণের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশায় ফলে তাঁর সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা গড়ে উঠেছিল তা আরো বর্ধিত হয় যখন তাঁর নির্ভীকতার পরিচয় মেলে—সম্পূর্ণ অকুতোভয় ছিলেন তিনি। ঘোড়সওয়ার হিসেবে এবং সেবার যখন পল্লীযাজকের বাড়িতে আগুন লাগে তখন নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে সেখানে প্রবেশ করায় তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছিল। তাঁর স্ত্রীও জনসেবার জন্য পরিচিতদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়। স্বামী স্ত্রীর বয়সে কুড়ি বছরের তফাৎ থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কখনো অসুবিধা হচ্ছে শোনা যায় নি। আর এক ভদ্রলোকের নাম শোনা যাচ্ছে—তিনি হলেন, হ্যাম্পস্টেডের হেলস্ লজের সিসিল জেম্স বার্কার। তিনি মাঝে মাঝে এসে এই বাড়িতে থাকেন। এবং দুর্ঘটনার সময় ওখানে উপস্থিত ছিলেন—এসব কথা লোকের মুখে মুখে ছড়াচ্ছে। এই বার্কার ভদ্রলোকটি নিঃসন্দেহে ইংরাজ, যদিও ডগলাসের বয়সের চেয়ে একটু ছোটো। লম্বা, সিধে ভদ্রলোকটি, চওড়া বুক, দাড়ি গোঁফ কামানো, ঘুষি-লড়িয়ের মতো মুখ, ভ্রূ কালো, দু-চোখে এমন প্রভুত্বব্যঞ্জক দৃষ্টি যে কেবলমাত্র তার জোরেই, হাতের ব্যবহার না করেও শত্রুদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম। ঘোড়ায় চড়তে বা বন্দুক ছুঁড়তে

www.pathagar.com

পারতেন না, সময় কাটাতেন পাইপ মুখে পুরোনো গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে কিংবা গৃতকর্তার বা তাঁর অনুপস্থিতিতে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে গাড়ি করে সুন্দর গ্রাম্য পথে ঘোরা ফেরা করে। প্রধান ভৃত্য এম্‌সের ভাষায়, তিনি লোকটি দিব্যি সহজ সরল ও মুক্ত হস্ত, কিন্তু তাহলেও আমি কোনো ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে লাগাব না। ডগলাসের সঙ্গে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও বন্ধুভাবাপন্ন, এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও তাই—এবং এই ঘনিষ্ঠতাটা হয়তো কখনো কখনো স্বামীর মনে খানিকটা বিরক্তির সঞ্চার করেছে এবং এই বিরক্তি ভৃত্যমহলেও দেখা গেছে। আর, অনেক বাসিন্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র বিনয়ী, ভদ্র ও কর্মঠ এম্‌স্ আর হাসিখুশি, গোলগাল গৃহকর্ত্রীর সহায়িকা মিসেস অ্যালেনের উল্লেখ করা যেতে পারে। বাড়ির আর দুজন ভৃত্যের সঙ্গে ছয়ই জানুয়ারির রাতের কোনো সম্পর্ক নেই।

সাসেক্স কনস্টেবুলারির অন্তর্গত এই স্থানীয় থানার দারোগা সার্জেন্ট উইলসনের কাছে প্রথম এই খবরটা আসে রাত ১১-৪৫ মিনিটে। মি. সিসিল বার্কার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে এসে মহাবিক্রমে ঘণ্টি বাজাতে থাকেন। অত্যন্ত সংক্ষেপে বলতে গেলে খবরটা হল, খামারবাড়িতে প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, মি. জন ডগলাস নিহত হয়েছেন। খবরটা দিয়ে তক্ষুনি তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন আর তার কয়েক মিনিট পরেই আসে সার্জেন্টটি।

খামারবাড়িতে পৌঁছে সার্জেন্ট দেখল টানা সেতুটা নামানো, আর জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে—বাড়ির সর্বত্র আতঙ্ক আর চরম বিশৃঙ্খলা। ভৃত্যের দল রক্তশূন্য মুখে হলঘরে জড়ো হয়েছে। আর আতঙ্কিত প্রধান ভৃত্যটি দরোজায় দাঁড়িয়ে হাত মোচড়াচ্ছে। দেখা গেল একমাত্র সিসিল বার্কারই আবেগ জয় করে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। প্রবেশ-পথের নিকটতম দরোজা খুলে তিনিই হাতছানি দিয়ে সার্জেন্টকে ইঙ্গিত করলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। ঠিক সেই সময়ে এলেন গ্রামের ডাক্তার ডা. উড্‌। একসঙ্গে তিনজন মৃতের কক্ষে প্রবেশ করলেন। আতঙ্কিত প্রধান ভৃত্যটি গেল তাঁদের পিছু-পিছু, দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে, যাতে এ দৃশ্য দাসীদের চোখে না পড়ে।

ঘরের মাঝখানে মৃতদেহটি হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। তার পরনে কেবল গোলাপী ড্রেসিংগাউন নৈশবাসের ওপরে পরা, মোজাহিন পায়ে চপ্পল। টেবিল থেকে বাতিটা নিয়ে ডাক্তার ঝুঁকে পড়েছেন মৃতের ওপর। আহতের দিকে এক নজর তাকিয়ে ডাক্তার বুঝতে পারলেন তাঁর আগমনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কী ভয়ঙ্কর আঘাতটা, বুকের ওপর একটা অদ্ভুত অস্ত্র আড়াআড়ি করে রাখা। সেটা একটা শটগান। তার নলটা ঘোড়া থেকে এক ফুট মতো রেখে কেটে ফেলা। বোঝা গেল খুব কাছ থেকেই, গুলিটা করা হয়েছে মুখে। ফলে মাথাটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। দুটো ঘোড়া একসঙ্গে বাঁধা, যাতে দুটো গুলিই একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

হঠাৎ এতো বড় একটা দায়িত্ব পেয়ে গ্রাম্য সার্জেন্টটি অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল, তার মধ্যে দুশ্চিন্তা দেখা গেল। মৃতের আঘাত বিকৃত মাথাটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সে চাপা গলায় বলল—কর্তারা না আসা পর্যন্ত আমার কোনো কিছুতেই হাত দেব না।

সিসিল বার্কার বললেন—এ পর্যন্ত, কোনো কিছুতেই হাত দেয়া হয় নি-এ কথা আমি নিজের দায়িত্বে বলছি। আমি যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমনটিই দেখছেন আপনি।

কয়টার সময় ব্যাপারটা ঘটেছে? নোটবুক বার করে সার্জেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

তখন ঠিক সাড়ে এগারোটা। তখনো জামাকাপড় ছেড়ে শুতে যাই নি, শোবার ঘরে আগুনের ধারে বসে আছি, এমন সময় শুনলাম আওয়াজটা। খুব জোরাল আওয়াজ নয়,—চাপা আওয়াজ বলেই মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলাম এখানে—আসতে আধ মিনিটের বেশি সময় লাগে নি।

দরোজাটা কি খোলা ছিল?

হ্যাঁ, দেখলাম বেচারা ডগলাস পড়ে রয়েছে। যেমনটি ওকে দেখছেন, মোমবাতিটা

www.pathagar.com

জ্বলছিল। আমিই আলোটা জ্বালাই কয়েক মিনিট পরে।

দেখতে পান নি কাউকে?

না। মিসেস ডগলাসের পায়ের শব্দ পাচ্ছিলাম, সিঁড়ি বেয়ে থেমে তিনি আমার পিছু পিছু আসছিলেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে বাধা দিলাম তাঁকে। ইতিমধ্যে এমস্‌ও এসে পড়েছিল, তখন আবার আমরা ঘরে ঢুকলাম।

কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম পোলটা রাতে তোলা থাকে?

হ্যাঁ, তোলাই ছিল, আমিই পরে নামিয়ে দিয়েছিলাম।

তাই যদি, কীভাবে তাহলে হত্যাকারী পালিয়ে যেতে পারে? সে প্রশ্নই তো ওঠে না। নিশ্চয় মি. ডগলাস নিজেই নিজেকে গুলি করেছেন।

প্রথমটা আমরাও ভেবেছিলাম তাই। কিন্তু এই দেখুন—এই বলে বার্কার পর্দা সরিয়ে দেখিয়ে দিলেন, জানালাটা একেবারে হাট করে খোলা। তারপর বললেন, আর এই দেখুন এখানে। লণ্ঠন ধরে তিনি জানালার কাঠের গোবরাটের ওপর যে রক্তের দাগটা দেখিয়ে দিলেন, মনে হয় বুটজুতোর দাগ সেটা। বললেন,—নিশ্চয় কেউ বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওখানে পা দিয়েছিল।

মানে, আপনি বলতে চান যে কোনো লোক জল ভেঙে পরিখাটা পার হয়ে চলে গেছে?

ঠিক তাই।

তা, আপনি যদি হত্যাকাণ্ডের আধ মিনিটের মধ্যে এ ঘরে এসে থাকেন তাহলে তো হত্যাকারী তখনো জলের মধ্যেই ছিল?

নিঃসন্দেহে। আহা, সঙ্গে সঙ্গে যদি দৌড়ে জানালাটার কাছে যেতাম! কী জানেন, পর্দাটা ফেলা ছিল, তাই সে কথা আমার মনে হয় নি। আর তার পরেই আমি মিসেস ডগলাসের পায়ের শব্দ শুনতে পাই, এবং আমি চাইছিলাম না এহেন একটা বীভৎস দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে।

মেঝেয় মৃতদেহের পাশে একটা কার্ড পড়েছিল। সার্জেন্ট কুড়িয়ে নিল সেটা। দুটো আদ্যক্ষর V.V., আর তার নিচে একটা অঙ্ক ৩৪১, কালি দিয়ে লেখা। সেটা তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী?

কৌতূহলী দৃষ্টিতে বার্কার তাকালেন ওটার দিকে। বললেন—লক্ষ্য করি নি তো? নিশ্চয় খুনী রেখে গিয়ে থাকবে।

V.V. ৩৪১ এর তো কিছু মানে বুঝছি না।

বড় বড় আঙুলে সার্জেন্ট সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল—V.V. আবার কী? কারুর নামের আদ্যক্ষর হবে হয়তো? ওটা আপনি আবার কী পেলেন ডা. উড?

একটা বড় সাইজের হাতুড়ি পড়েছিল অগ্নিস্থানের সামনে বিছানো কম্বলের ওপরে। বেশ ভারি, কাজের জিনিস একটা। ওপরের তাকে এক বাক্স পেরেক ছিল, পেরেকগুলির মাথা পেতলের। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বার্কার বললেন, মি. ডগলাস কাল ছবিগুলো পাল্টাপাল্টি করছিলেন। আমি তাঁকে কাল দেখেছি চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে ওই বড় ছবিটা ওখানে লাগাচ্ছিলেন। সেই কাজেই হাতুড়ির দরকার হয়েছিল।

কম্বলের ওপরে যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিই ওটা। ধাঁধাগ্রস্ত সার্জেন্ট মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে এ মামলার ফয়সালা করতে হলে, সবচেয়ে বড় মাথার দরকার। লন্ডন থেকে লোক না এলে চলবে না।

লণ্ঠনটা হাতে তুলে আস্তে আস্তে ঘরটা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগাল। জানালার পর্দাটা একপাশে সরিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, আরে এ কী? কয়টার সময় এই পর্দাগুলো টানা হয়েছিল?

প্রধান ভৃত্য বলল—যে সময়ে আলো জ্বালা হয়েছিল। চারটের একটু পরে।

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই তাহলে কেউ লুকিয়ে ছিল এখানে। আলোটা নামাতে এক কোণে কাদামাখা জুতোর ছাপ স্পষ্ট দেখা গেল। বলল, আপনার ধারণার সঙ্গে এটা মিলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে লোকটা ঢুকেছিল পর্দাগুলো টানা হয় যখন—অর্থাৎ চারটের পরে, আর ছয়টার আগে, যখন পোলটা তোলা হয়। ঢুকে কাছের এই ঘরটাতে সে এসেছিল। লুকোবার মতো আর কোনো জায়গা না পেয়ে এই পর্দার পেছনে ছিল—এ পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। হয়তো প্রধানত চুরির জন্যেই এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ মি. ডগলাস এসে পড়ায় তাঁকে হত্যা করে কেটে পড়ে।

বার্কার বললেন—আমারও সেইরকম মনে হয়। কিন্তু এতে করে কি আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছি না? হত্যাকারী দেশ ছেড়ে পালাবার আগেই কি তন্ন তন্ন করে ওর খোঁজ করা ভালো নয়?

সার্জেন্ট একটু ভেবে নিয়ে বলল—সকাল ছয়টার আগে কোনো গাড়ি নেই, সুতরাং ট্রেনে চড়ে পালায় নি সে। আর যদি পায়ে হেঁটে চলে যায় ভিজে জামাকাপড় থেকে জল ঝরাতে ঝরাতে তাহলে তো কোনো না কোনো লোকের চোখে পড়ে যাওয়ারই কথা। যাই হোক, যতোক্ষণ না থানা থেকে কেউ আসছে ততোক্ষণ আমায় থাকতে হবে এখানে। এবং যতোক্ষণ না ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ততোক্ষণ আপনারা কেউ এখান থেকে যাবেন না।

লণ্ঠন নিয়ে ডাক্তার মৃতদেহটা পুনরায় খুঁটিয়ে দেখছিলেন, হঠাৎ বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, এটা কিসের চিহ্ন? এর সঙ্গে কি এই অপরাধের কোনো সম্পর্ক আছে?

মৃতের ডান হাতটা ড্রেসিং গাউন থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কনুই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল সেটা। এর মাঝামাঝি এক জায়গায় একটা তামাটে অদ্ভুত চিহ্ন—একটা বৃত্তের মধ্যে ত্রিভুজ—চর্বি-রংয়ের চামড়ার ওপর খুব স্পষ্ট করে আঁকা।

হঠাৎ একটা বিস্ময়সূচক আওয়াজ প্রধান ভৃত্যের মুখ থেকে বেরিয়ে গেছিল, মৃতের প্রসারিত বাহুর দিকে নির্দেশ করে সে দম-আটকানো মানুষের মতো বলে উঠল ওঁর বিয়ের আংটিটা চুরি গেছে! কর্তা সব সময়ই তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে তাঁর সাদাসিধে সোনার আংটিটা পরে থাকতেন। আর ওই যে আংটিটা, ওটা পরতেন সেটার ওপরে। আর সাপের মতো আংটিটা মাঝখানের আঙুলে পরতেন। ও দুটোই আছে দেখছি, কিন্তু দেখছি বিয়ের আংটিটা খোয়া গেছে।

বার্কার বললেন—হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে।

চার
কোথায় আলো

রাত তিনটের সময় সাসেক্সের প্রধান ডিটেকটিভ বার্লস্টোনের সার্জেন্ট উইলসনের জরুরি তলব পেয়ে তড়িঘড়ি এসে উপস্থিত হলেন। পাঁচটা চল্লিশের গাড়িতে তিনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে খবর পাঠান, আর বেলা বারোটার সময় ওয়াটসনদের জন্যে বার্লস্টোন স্টেশনে অপেক্ষা করতে থাকেন। হোয়াইট মেসন লোকটিকে দেখে শান্ত প্রকৃতির ও আরামপ্রিয় বলে মনে হল। তার পরনে ঢিলে টুইডের স্যুট, দাড়ি গোঁফ কামানো রক্তাভ মুখ, শক্তসমর্থ শরীর, বলিষ্ঠ পায়ে পট্টি—সব মিলে ছোটখানো চাষী বা অবসরপ্রাপ্ত শিকার সংরক্ষক বা অন্য যে কোনো রকমে মানুষ বলেই মনে হয় তাঁকে কেবল পুলিশের লোক ছাড়া।

জানেন মি. ম্যাকডোন্যাল্ড, এ এক অত্যন্ত জটিল মামলা, বারবার বলে চললেন ভদ্রলোক। খবরটা পেলে মাছির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে সাংবাদিকদের আমদানি হবে। আশা করি তাঁরা আসবার আগেই আমাদের এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে। নতুবা যা কিছু চিহ্ন সব তারা নষ্ট করে দেবে। এমন জটিল মামলা আর কখনো পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। নিশ্চয় এর মধ্যে মনের মতো কিছু পাবেন মি. হোম্‌স্‌, আর আপনিও ডা. ওয়াটসন, কারণ কাজ শেষ হওয়ার আগে ডাক্তারের কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। ওয়েস্টভিল-আর্মস-এ আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আসুন, এই যে, এই দিকে—মিনিট দশেকের মধ্যে হোম্‌স্‌রা ডেরায় পৌঁছে

www.pathagar.com

গেলেন আরো দশ মিনিটের মধ্যে বসবার ঘরে সেইসব ঘটনা হোম্‌স্‌দের শোনানো হল। ম্যাকডোন্যাল্ড দু-একটা কথা নোট করছিলেন, আর হোম্‌স্‌ তন্ময় হয়ে শুনে যেতে লাগলেন।

কাহিনী শেষ হলে হোম্‌স্‌ বলে উঠলেন—উল্লেখযোগ্য, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য—এমন আশ্চর্য মামলা আর কখনো আমার হাতে এসেছে কিনা সন্দেহ।

মহা আনন্দের সঙ্গে হোয়াইট মেসন বললেন—ঠিক এমন কথাই আপনি বললেন বলে আশা করেছিলাম। তাহলে বুঝেছেন তো, এই সাসেক্সেও আমরা বিশেষ পেছিয়ে নেই। ডা. উডের সাহায্যে আমি প্রথমেই হাতুড়িটা পরীক্ষা করি। কিন্তু আঘাতের কোনো চিহ্নই তাতে ছিল না। যদি মি. ডগলাস এই হাতুড়ি দিয়ে বাধা দিয়ে থাকতেন তাহলে হত্যাকারীর ওপর নিশ্চয় কোনো চিহ্ন থেকে যেতো, আশাও করেছিলাম তাই। কিন্তু সেরকম কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড বললেন—অবশ্য তা থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। হাতুড়ি পিটে এমন অনেক হত্যাকাণ্ড হয়েছে যেখানে হাতুড়ির ওপর কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় নি।

তা ঠিক। তেমনি এমনও প্রমাণ হয় না যে এটার ব্যবহার করা হয় নি। তবে দাগ তো, থাকতেও পারত। তারপর বন্দুকটা পরীক্ষা করলাম। গুলিগুলো দেখা গেল বাক-শট গুলি। এবং সার্জেন্ট উইলসন যা বলেছে, ট্রিগারদুটো একটা তার দিয়ে বাঁধাই ছিল বটে। যাতে পেছনেরটা টানলে একসঙ্গে দুটো গুলিই বেরিয়ে আসে। গুলি যেই-ই করুক নিশ্চয়ই সে নিঃসন্দেহেই করেছিল যাতে ফস্‌কে না যায়। আর ছেঁটে ফেলা বন্দুকটা লম্বায় দু-ফুটের ওপর হবে না, সহেজই সেটা কোর্টের নিচে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে। নির্মাতার নামটাও পুরো পাওয়া যাচ্ছে না, তবে PEN এই ক-টা লেখা অক্ষর দুই নলের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে। বাকিটা কেটে বাদ পড়ে গেছে।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন—P-টা কি বড় হাতের? আর বেশ জমকানোভাবে লেখা? আর E আর N একটু ছোট হরফের?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

হোম্‌স্‌ বললেন—পেনসিলভানিয়া স্মল আর্ম কোম্পানি।

এ কথায় হোয়াইট মেসন হোম্‌সের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন গ্রাম্য ডাক্তার হার্লে স্ট্রিটের কোনো বিশেষজ্ঞের দিকে তাকাচ্ছেন—সমস্যার সমাধানে নিশ্চিত হয়ে। অবাক স্বরে বললেন—কী সাংঘাতিক, পৃথিবীর সকল বন্দুক ব্যবসায়ীর নামই কী আপনার মুখস্ত?

হোম্‌স্‌ হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন,—আপনার মামলাটা পেশ করুন মি. ম্যাক।

ম্যাকডোন্যাল্ড বললেন—লোকটি চোর নয়,-মানে এমন কোনো লোক যদি থাকেই—আংটির আর কার্ডের ব্যাপার থেকে বোঝা যায় এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুতি ছিল, কোনো ব্যক্তিগত কারণে। এবং আমার স্থির বিশ্বাস লোকটি বাড়িতে প্রবেশ করে হত্যার উদ্দেশ্যেই। এটুকু নিশ্চয় খুনী জানত যে, পালাবার সময় বিপদে পড়বে। কারণ বাড়িটার চারদিকেই জল। আচ্ছা, আর কী অসত্ত সে ব্যবহার করবে? নিশ্চয়ই এমন কিছু, যাতে আওয়াজ হয় খুব অল্প। খুন করার পর সে আশা করবে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে বেরিয়ে পরিখার জল ভেঙে ধীরে সুস্থে চলে যেতে। এ পর্যন্তও যা হোক বোঝা গেল। কিন্তু তাই বলে কি এও বুঝতে হবে যে, এমনই একটা অস্ত্র নিয়ে সে আসবে প্রচণ্ড যার আওয়াজ—এ কথা ভালো করে জেনেও যে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িশুদ্ধ সবাই ছুটতে ছুটতে এসে জুটবে এবং পরিখা পার হওয়ার আগেই তাকে দেখতে পাবে? এ কি বিশ্বাসযোগ্য হোম্‌স্‌?

চিন্তাকূলভাবে হোম্‌স্‌ বললেন—মামলাটার বেশ ভালোই বর্ণনা করেছেন আপনি, যথেষ্ট যুক্তিও দেখিয়েছেন। আচ্ছা, মি. হোয়াইট মেসন, কোনো লোকের জল থেকে উঠে আসার কোনো চিহ্নের খোঁজে সঙ্গে সঙ্গেই কী আপনি পরিখার ওপারটা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন?

www.pathagar.com

হ্যাঁ, তেমন কোনো চিহ্নই পাই নি। তবে, ওপারটা পাথর দিয়ে থাকে-থাকে বাঁধানো তো তাই চিহ্ন থাকার কথাও নয়।

কোনোরকম দাগও ছিল না?

না।

আচ্ছা, চলুন একবার মি. মেসন আমরা এখন একবার বাড়িটায় যাই।

ম্যাকডোন্যাল্ড বললেন—মি. হোম্‌সের সঙ্গে আমি আগেও কাজ করেছি। উনি ওঁর কাজ ভালোই বোঝেন।

হোম্‌স্ সবিনয়ে বললেন—হ্যাঁ, আমি মামলা হাতে নিই বিচারের আর পুলিশের কাজে সাহায্য করার জন্যে। সরকারি বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে আমায় মাঝে মাঝে কাজ করতে হয়েছে, তা এই কারণে যে, পুলিশই প্রথমে আমার থেকে আলাদা হয়ে কাজ করেছে—পুলিশ বাহিনীর ওপর টেক্কা দিয়ে তাদের ক্ষতি করা কোনোদিনই আমার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু তাহলেও, মি. হোয়াইট মেসন, নিজের মতো কাজ করার অধিকার আমি দাবি করি এবং সে কাজের ফলাফল আমি প্রকাশ করি যথাসময়ে।

আপনি আসায় আমরা বিশেষ সম্মানিত মি. হোম্‌স্। যা কিছু জানি সব আপনাকে খুলে বলব। সহৃদয়ভাবে হোয়াইট মেসন বললেন—আসুন ডা. ওয়াটসন, হয়তো যথাসময়ে আপনার বইয়ে আমাদের নামও পাব।

প্রাচীন বাড়িটার কাছে এসে মেসন বললেন—পোলটার ডানদিকে ওইটেই হল সেই জানালা। তেমনিই খোলা আছে, যেমনটি গতরাত্রেও ছিল।

কিন্তু মানুষ গলে যাবার পক্ষে কী ওটা বেজায় সরু নয়?

তা, তেমন মোটা লোক সে নয় এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে—এ বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণের দরকার নেই মি. হোম্‌স্। আপনার বা আমার পক্ষে ওখানটা দিয়ে দিব্যি গলে যাওয়া যেতে পারে!

পরিখার ধার পর্যন্ত গিয়ে হোম্‌স্ তাকিয়ে দেখলেন ওপারটা। তারপর পাথরটা এবং তারও পরে ওপারের ঘাস জমিটা।

হোয়াই—মেসন বললেন—আমি ভালো করেই দেখেছি মি. হোম্‌স্, এমন কোনো চিহ্নই ওপারে নেই যা থেকে মনে হতে পারে যে কোনো লোক ওখান দিয়ে উঠে গেছে। আর গেলেও, কেন সে তার চিহ্ন রেখে যাবে?

ঠিকই বলেছেন। সত্যি কেন রেখে যাবে? আচ্ছা, জলটা কি সব সময়েই এইরকম ঘোলা থাকে?

হ্যাঁ, জলের রংটা এই রকমই থাকে বটে।

দু-ধারে দু-ফুট করে, আর মাঝখানটায় তিনফুট।

তাহলে লোকটা এতে ডুবে মরেছে, এমন ধারণা বাতিল করা যেতে পারে?

হ্যাঁ, তা পারে। কোনো ছোটো ছেলের পক্ষেও এতে ডুবে যাওয়া সম্ভব নয়।

পোল বেয়ে ওপারে যেতে একজন শুক্‌নো চেহারা মানুষ আমাদের নিতে এলো—এ হল প্রধান ভৃত্য এম্‌স্। বেচারা বেজায় মুষড়ে পড়েছে। তার মুখ চোখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এক দীর্ঘদেহ কেতাদুরস্ত গ্রাম্য পুলিশ সার্জেন্ট তখনো ঘটনাস্থলে পাহারা দিচ্ছিল।

প্রধান ভৃত্য এম্‌সকে বলে দেয়া হল যেন সে মি. সিসিল বার্কার ও মিসেস ডগলাস এবং গৃহকর্ত্রীকে বলে দেয়, যে হোম্‌স্‌রা একটু পরেই যাচ্ছেন ওদের সঙ্গে কথা বলতে।

হোম্‌স্ এবার মৃতের পাশে নতজানু হয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। এম্‌স্‌কে আবার ডেকে পাঠালেন তিনি। তারপর সে আসতেই তিনি বললেন—আচ্ছা, এম্‌স্, এই যে একটা বৃত্তের মাঝখানে একটা ত্রিকোণ চিহ্ন, এতো তুমি মি. ডগলাসের হাতে অনেকবারই লক্ষ্য করেছ কেমন?

www.pathagar.com

আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকবার।

এ চিহ্ন কিসের, এ নিয়ে কি তুমি কিছু শুনেছ কখনো?

আজ্ঞে না।

এটা যখন আঁকা হয়, প্রচুর যন্ত্রণা হয় সেই সময়ে। নিশ্চয় ছেঁকা দিয়ে আঁকা হয়েছে। আচ্ছা এম্‌স্, লক্ষ্য করলাম, মি. ডগলাসের চোয়ালের ভাঁজে একটা ছোটো প্ল্যাসটার আছে। তিনি যখন বেঁচে ছিলেন তখন কি লক্ষ্য করেছিলে এটা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে যায়।

আগেও কখনো তাকে দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে ফেলতে দেখেছ?

আজ্ঞে, সম্প্রতি দেখি নি, তবে কিছুকাল আগেও দেখেছি।

আচ্ছা, গতকাল তাঁর আচরণে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলে?

আজ্ঞে, মনে হয়েছিল যেন একটু অস্থির আর উত্তেজিত।

ও! আক্রমণটা তাহলে হয়তো একেবারে হিসেবের বাইরে ছিল না তাঁর। এইটুকু আপাততঃ আমরা অগ্রসর হতে পেরেছি।

আচ্ছা, এবার তাহলে এই কার্ডটা V.V.৩৪১।

পিসবোর্ডটা অমসৃন। এ বাড়িতে এমন জিনিস আর আছে? বোধহয় না।

হোম্‌স্ এবার ডেস্কের কাছে গিয়ে প্রত্যেকটি বোতল থেকে খানিকটা করে কালি নিয়ে ব্লটিং পেপারে ফেললেন। তারপর বললেন—উঁহু, এটা এ ঘরে লেখা হয় নি। এ কালিটা কালো আর ওটা বেগুনে। আর এ লেখাটা মোটা নিবের অথচ এখানকার নিবগুলো সরু। হুঁ, ঠিক, লেখাটা এখানে নয়, অন্য কোথাও হয়েছে। লেখাটা দেখে তোমার কিছু মনে পড়ছে এম্‌স?

আজ্ঞে না।

তুমি কী বল ম্যাক্?

কোনো গুপ্ত সমিতির কাজ বলে মনে হচ্ছে। আর হাতের এই চিহ্নটাও তাই।

আমারও তাই মনে হচ্ছে, মি. হোয়াইট মেসন বললেন।

হোম্‌স্ বললেন—আচ্ছা, এই ধারণাটাই কাজ চালানো গোছের ধরে নিয়ে আপাততঃ এগোই তাহলে, দেখা যাক্ অসুবিধাগুলো কতটা কাটিয়ে ওঠা যায়। বেশ। এ হেন এক সমিতি থেকে এক ব্যক্তি এসে এই বাড়িতে প্রবেশ করে, মি. ডগলাসের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। এই অস্ত্র দিয়ে মাথাটা গুঁড়িয়ে দেয়, তারপর পরিখার জল ভেঙে চলে যাওয়ার আগে মৃতের পাশে এই কার্ডটা রেখে যায়, যাতে কাগজে খবরটা প্রকাশিত হলে সমিতির সবাই জানতে পারে যে প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত বেশ মিলছে। কিন্তু অস্ত্র হিসেবে বিশেষ করে এটাই কেন? আর আংটিটাই বা নিখোঁজ কেন? আর গ্রেপ্তারই বা কাউকে করা হয় নি কেন? এখন দুটো বেজে গেছে। ভোর থেকে নিশ্চয়ই সকলেই এক ভিজে পোশাক পরা অপরিচিত ব্যক্তির সন্ধানে আছে?

তা আছে!

তাহলে, যদি তার কাছে পিঠেই কোনো ডেরা না থাকে না আর এক প্রস্থ পোষাক না থাকে তাহলে তো তাকে না পাকড়াও করার কোনো কারণ থাকতে পারে না? অথচ সে এখনো পর্যন্ত ধরা পড়ে নি। হোম্‌স্ এবার জানালার কাছে গেলেন, লেন্স দিয়ে জানালার ওপরের রক্তমাখা গোবরটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। বললেন, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জুতোর ছাপ। অত্যন্ত চওড়া সে পা—চোখে পড়বার মতো। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কারণ এই কাদামাখা কোণটায় পায়ের ছাপ যা চোখে পড়েছে তার জুতোর সোলের আকৃতি অপেক্ষাকৃত সুন্দর। তবে, সেগুলো যে অত্যন্ত অস্পষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাশের এই টেবিলটার নিচে এটা কী?

এমস্ বলল—এটা মি. ডগলাসের ডাম্বেল!

www.pathagar.com

কিন্তু একটা কেন? আর একটা গেল কোথায়?

তা তো জানি না, মি. হোম্‌স্‌। হয়তো একটাই ছিল, বেশ কয়েকমাস হল আমি লক্ষ্য করি নি।

একটা মাত্র ডাম্বেল, বেশ গম্ভীর ভাবে হোম্‌স্‌ বললেন।

তারপর কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দরোজায় জোরে আওয়াজ, বাধা পেলেন তিনি। একটা লম্বু,—রোদে পোড়া, দাড়ি গোঁফ কামানো শক্তসমর্থ ব্যক্তি এসে হোম্‌সের দিকে তাকালেন। সিসিল বার্কার স্বয়ং প্রভুত্বব্যঞ্জক মুখে। বললেন, আপনাদের তদন্তে বাধা দিচ্ছি বলে দুঃখিত। কিন্তু সর্বাধুনিক পরিস্থিতিটা জানা উচিত, আপনাদের।

ধরা পড়েছে কেউ?

দুর্ভাগ্যের কথা, না। তবে তার সাইকেলটা পাওয়া গেছে, যেটা সে ফেলে গেছিল। আসুন না, দেখবেন। মাত্র একশো গজের মধ্যে।

তিন-চার জন সহিস আর নিষ্কর্মা লোক একটা সাইকেল লক্ষ করছিল। একটা ঝোপ থেকে পাওয়া যায় সাইকেলটা সাইকেলটা রাজ্‌ হুইট্‌ওয়ার্থ, যত্ন করে ব্যবহার করা হয়, অনেক দূর থেকে চালিয়ে আনা হয়েছে। সিটের পাশের একটা থলিতে প্লাস্‌, আর তেল দেবার পাত্র। মালিকের কোনো হদিস্‌ পাওয়া গেল না।

ইন্সপেক্টর বললেন—পুলিশের কাজে প্রচুর সুবিদা হতো যদি সাইকেলের নম্বর দেয়ার আর রেজিস্ট্রে করার নিয়ম থাকত। যাই হোক যা পাওয়া গেছে সে জন্যে ধন্যবাদ। সে কোথায় গেছে জান্‌তে না পারলেও কোথা থেকে এসেছে সেটা অন্ততঃ জানতে পারব আশা করি। কিন্তু কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না কেন সে ওটা ফেলে গেছে। আর, কী বলেই বা সে ওটা না দিয়ে পালাল?

আলোর কোনো আভাসই তো আমরা এ মামলায় পাচ্ছি না মি. হোম্‌স্‌।

চিন্তাগ্রস্তভাবে হোম্‌স্‌ বললেন,—পাচ্ছি না? তাই নাকি? কি জানি!

পাঁচ

কুশীলবগণ

হোম্‌স্‌ ঘরে ফিরে ভৃত্য এম্‌সের বক্তব্য শুনছিলেন—ভৃত্যটির বিবৃতি বেশ সহজ সরল আর পরিষ্কার, তাকে খাঁটি বলেই মনে হল। পাঁচ বছর আগে যখন ডগলাস প্রথম বার্লস্টোনে আসেন তখন থেকেই সে আছে। তার ধারণা মি. ডগলাস ধনী, এই টাকা তিনি উপার্জন করেন আমেরিকায় থাকতে। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন দয়ালু, লোকজনের সুবিধা-অসুবিধা বুঝতেন। কোনো আসন্ন বিপদের আভাস সে মি. ডগলাসের মধ্যে লক্ষ্য করে নি, বলতে কী, তাঁর মতোন এমন নির্ভীক মানুষ সে এখনো দেখে নি। তাঁর হুকুম ছিল, পোলটা রোজ রাতে তুলে নেয়া হবে, এ বাড়ির বহু দিনের নিয়ম হিসেবে। তিনি ছিলেন পুরোনো দিনের অভ্যাসগুলো বজায় রাখার পক্ষপাতী। বড় একটা লন্ডনে যেতেন না তিনি, গ্রামের বাইরেও না। তবে, দুর্ঘটনাটার আগের দিনে তিনি কেনাকাটা করতে টানব্রিজ ওয়েল্‌সে গেছিলেন। সে দিন এম্‌স্‌ খানিকাটা অস্থিরতার আর উত্তেজনার চিহ্ন তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিল, এমন ছটফট করছিলেন আর একটুতেই বিরক্ত হচ্ছিলেন যা তাঁর স্বভাব নয়। সে রাত্রে এম্‌স্‌ ঘুমোতে যায় নি রূপার বাসনপত্র পেছনের ভাঁড়ার ঘরে তুলে রাখছিল, এমন সময় ঘণ্টাটা ভীষণ জোরে বেজে ওঠে। কোনো গুলির আওয়াজ সে শোনে নি এবং তা শোনবার কথাও নয়, কারণ ভাঁড়ার ঘরটা হল একেবারে বাড়ির পেছনে, মাঝখানে অনেক বন্ধ ঘর আর লম্বা বারান্দা। ঘণ্টার জোরাল শব্দে গৃহকর্ত্রী তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দু-জনে এক সঙ্গে যায় বাড়ির সামনের দিকে।

সিঁড়ির নিচে নেমে এসে ওরা দেখে মিসেস ডগলাসও নেমে আসছেন। না, তাড়াহুড়ো

www.pathagar.com

করছেন না, এমসের মনে হয় নি যে, তিনি বিশেষ উত্তেজিত হয়েছিলেন। তিনি সিঁড়ির নিচে পৌঁছোতে মি. বার্কার বেরিয়ে আসেন পড়বার ঘর থেকে। মিসেস ডগলাসকে বাধা দেন তিনি, অনুরোধ করেন ফিরে যেতে। বলে ওঠেন, ঈশ্বরের দোহাই, ফিরে যান,—ঘরে ফিরে যান আপনি! বেচারা ডগলাস মারা গেছেন, আপনি আর এখন কিছুই করতে পারবেন না। ঈশ্বরের দোহাই ফিরে যান আপনি! গৃহকর্ত্রী মিসেস অ্যালেন তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে যায়। তখন এমস্ আর মি. বার্কার পড়বার ঘরে ঢোকেন। ঘরের তখন যা অবস্থা পুলিশ আসার সময়েও ঠিক সেই একই রকম ছিল। মোমবাতিটা তখনো জ্বালা হয় নি, কিন্তু আলো জ্বলছিল। জানালা দিয়ে তাকালেন দু-জনে, কিন্তু ভীষণ অন্ধকার রাত, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শোনাও যাচ্ছিল না। তখন তাঁরা সবেগে চলে আসেন হলঘরে—এম্‌স্ যায় পোলের কপিকলটা নামাবার জন্যে। তারপর মি. বার্কার তাড়াতাড়ি যান পুলি খবর দেবার জন্যে।

গৃহকর্ত্রী মিসেস অ্যালেনের সাক্ষ্যেও মোটামুটি এম্‌সের সমর্থন পাওয়া গেল। ভাঁড়ার ঘরে যেখানে এমস্ কাজ করছিল, গৃহকর্ত্রীর ঘর তার থেকে অনেকটা বাড়ির সামনের দিকে। শুতে যাবার সময় একটা ঘণ্টার শব্দ তার কানে আসে। কানে কম শোনার জন্যে হয়তো বন্দুকের আওয়াজ পায় নি। তবে এটাও ঠিক যে পড়বার ঘরটা একটু দূরেই ছিল। তবে মনে হচ্ছে একটা শব্দ যেন—মানে দরোজা বন্ধ করার শব্দই হবে হয়তো—সেটা অনেকক্ষণ আগে—ঘণ্টা বাজার অন্তত আধঘণ্টা আগেই হবে হয়তো। এম্‌স্ যখন দৌড়তে দৌড়তে বাড়ির সামনের দিকে যায়, সে তখন সঙ্গে ছিল। লক্ষ্য করেছিল অত্যন্ত ফ্যাকাসে মুখে আর প্রচুর উত্তেজনার সঙ্গে মি. বার্কার পড়বার ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। মিসেস ডগলাস সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে মি. বার্কার অনুরোধ করেন ফিরে যেতে। উত্তরে মিসেস ডগলাস কী বলেন, মিসেস অ্যালেন তা শুনতে পায় নি। মিসেস অ্যালেনকে মি. বার্কার বলেন, ওপরে নিয়ে যাও, ওঁর কাছে থাকো। তাই সে তাঁকে শোবার ঘরে নিয়ে যায়, আর সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। প্রায় সারারাত মিসেস অ্যালেন তাঁর কাছে থাকেন। মিসেস ডগলাস ড্রেসিং গাউন পরে শোবার ঘরে অগ্নিস্থানের পাশে বসে থাকেন। আর সব ভৃত্যরাই শুয়ে পড়েছিল। অতএব জেরার ফলে এছাড়া আর কিছুই গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে বার করা গেল না। মাঝে তার কান্নাকাটির শব্দ ছাড়া আর কিছু জানা গেল না।

এবার মি. সিসিল বার্কারের জবান বন্দি নেয়া হল। তার নিশ্চিত ধারণা খুনী জানালা দিয়ে পালিয়েছে—রক্তের দাগটাই এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ তাঁর মতে। তাছাড়া পোলটা যখন তুলে নেয়া ছিল তখন এছাড়া আর পালাবার অন্য কোনো উপায় ছিল না। পরিখার জলে ডুবে যাওয়া অসম্ভব। আর হত্যাকারী কেন সাইকেলটা নিয়ে গেল না, তা তিনি বলতে পারলেন না। আর বললেন—ডগলাস ছিলেন নেহাৎই ভালো মানুষ হিসেবে চুপচাপ, তাঁর জীবনের কোনো কোনো ঘটনা তিনি কাউকে হয়তো বলতেন। খুব কম বয়সে তিনি আমেরিকায় গিয়ে বাস করতে থাকেন। বার্কারের সঙ্গে ডগলাসের দেখা হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। বেনিটো ক্যাননে তারা দুজনে অংশীদার হিসেবে ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই ডগলাস সব বিক্রি করে দিয়ে ইংল্যান্ডে চলে আসেন। তখন তিনি ছিলেন বিপত্নীক। পরবর্তীকালে বার্কারও ব্যবসা পত্র গুটিয়ে ইংল্যান্ডে চলে এলেন। এভাবে পুনরায় তাদের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ডগলাসের অসংলগ্ন ব্যবহারে বার্কারের ধারণা হয়েছিল যেন কোনো বিপদ ডগলাসের মাথার ওপর ঝুলছে আর সেই জন্যেই হয়তো তাড়াতাড়ি ক্যালিয়োনিয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে তাঁর ইংল্যান্ডের এই শান্ত নিরাপদ জায়গায় বাস। বার্কারের ধারণা, এমন কোনো সংস্থা বা গুপ্ত সমিতি নাছোড়বান্দাভাবে ডগলাসের পেছনে লেগে ছিল, যারা কিছুতেই ক্ষান্ত হবে না তাঁকে হত্যা না করে। ডগলাসের কয়েকটি ছোটো খাটো মন্তব্য থেকেই বার্কারের এই ধারণা। কিন্তু কী সে সিমিত বা কীভাবে ডগলাস তাদের রোষাননে পড়লেন একথা ডগলাস কোনোদিনই তাঁকে বলেন নি। বার্কারের ধারণা কার্ডের ওই লেখাটার সঙ্গে উক্ত গুপ্ত সমিতির কোনো সম্বন্ধ নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

আছে। ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে গুপ্তসমিতির কথা বললেন এর সঙ্গে কি রাজনীতির কোনো সম্বন্ধ আছে?

বার্কার—না, রাজনীতি নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

তাঁকে কোনো অপরাধী বলে মনে করার কোনো কারণ আপনার আছে?

না। বরং ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁর জীবনধারার মধ্যে আপনি কোনো অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছেন?

পাহাড়ে যেখানে আমাদের কর্মস্থল সেখানেই থাকতে আর কাজ করতে তিনি ভালোবাসতেন। যথাসম্ভব লোকজনের সঙ্গে কম মেলামেশা করতেন। আর সেই জন্যেই আমার প্রথম মনে হয়েছিল হয়তো কোনো লোক তাঁর পিছু নিয়েছে। আর তারপর যখন হঠাৎ তিনি ওখান থেকে ইংল্যান্ডে চলে এলেন তখন আর আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। মনে হয় বিপদের কোনোরকম সংকেত তিনি তখনই পেয়েছিলেন। তিনি চলে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে জনা ছয়েক লোক তাঁর খোঁজে এসেছিল। তারা যে আমেরিকান তাতে সন্দেহ নেই এবং তারা রুক্ষ চেহারার মানুষ। আমেরিকায় আমরা পাঁচ বছর ছিলাম। এরপর প্রায় ছয় বছর কেটে গেল। মানে মোট এগারো বছর পার হয়ে গেল। বার্কার বললেন—ঝগড়াটা নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুতর কোনো বিষয় নিয়ে, নতুবা ওরা এতোদিন রাগ পুষে রাখত না। তবে ডগলাসকে দেখেছি সশস্ত্র না হয়ে কখনো বেরোত না। রিভলবার তার সব সময় তার পকেটে থাকত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি তখন ড্রেসিং গাউন পরে ছিলেন আর রিভলভারটা গত রাতে শোবার ঘরে রেখে এসেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, পোলটা যখন তোলা আছে তখন আর বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই।

ম্যাকাডোন্যান্ড হঠাৎ বললেন—পাঁচ বছর আগে তার বিয়ের সময় নাগাদ কি আপনি ফিরেছিলেন?

না বিয়ের একমাস আগেই ফিরেছিলাম, আমিই ছিলাম তাঁর নতবর।

বিয়ের আগে কি আপনি মিসেস ডগলাসকে চিনতেন?

না। দশবছরের মতো আমি তখন ইংল্যান্ডের বাইরে ছিলাম কিন্তু পরবর্তীকালে তো মিসেস ডগলাসকে অনেকবার দেখেছেন?

কঠোর দৃষ্টিতে ম্যাকডোন্যান্ডকে অনেকবার দেখেছি আর মিসেস ডগলাসকে দেখেছি এই কারণে যে, ডগলাসের সঙ্গে দেখা করতে এলে তাঁর স্ত্রীকেও দেখতে হয়। যদি মনে করেন তাঁর সঙ্গে আমার কোনো—

উহুঁ। কিছুই আমি মনে করছি না মি. বার্কার। মামলার কাজে আসতে পারে এমন যে কোনো প্রশ্নই আমি করতে বাধ্য। আপনাকে বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের কাজ তথ্য সংগ্রহ করা। সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যাওয়া—আপনার আমার সকলের পক্ষেই ভালো। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার যে ঘনিষ্ঠতা তাতে কি মি. ডগলাসের পূর্ণ সমর্থন ছিল?

এ কথায় বার্কার আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাঁর বড় বড় বলিষ্ঠ দু-হাত শক্তভাবে একত্র হল। তিনি কঠিন স্বরে বললেন—এ প্রশ্ন করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই! আপনাদের তদন্তের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কও নেই। এ সবের আমি উত্তর দেব না।

ম্যাকডোন্যান্ড বললেন—অবশ্য উত্তর আপনি না দিতে পারেন। আর এই উত্তর না দেয়াটাই একটা উত্তর। কারণ এই উত্তর না দেয়ার পিছনে কোনো কিছু গোপন রাখাই এর উদ্দেশ্য।

শক্ত মুখে, গভীর চিন্তায় কালো কালো দুই ভ্রু নামিয়ে এনে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন—অবশ্য এটা ঠিক যে আপনারা যা করছেন তা কর্তব্যের খাতিরেই করছেন। এবং আপনাদের কর্তব্যে বাধা দেবার অধিকার আমার নেই। আমার শুধু অনুরোধ যে মিসেস ডগলাসকে এ নিয়ে বিরক্ত করবেন না। এটুকু বলতে পারি যে

www.pathagar.com

বেচারা ডগলাসের মাত্র একটি দোষ ছিল, যা হল ঈর্ষা। আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। অত্যন্ত দুর্লভ সে বন্ধু প্রীতি। এবং স্ত্রীর প্রতি তাঁর আকর্ষণেরও সীমা ছিল না। আমার এখানে আসাটা তাঁর বিশেষ ভালো লাগত, প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন আমাকে। অথচ আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললে, ঈর্ষা করতেন আমাকে এবং বলেই ফেলতেন—একাধিকবার আমি এই কারণে ঠিক করেছিলাম এখানে আর আসব না, কিন্তু তার পরেই আবার ডগলাস অনুতপ্ত হয়ে এমনভাবে লিখতেন যে আমাকে আসতেই হত। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই আমার শেষ কথা, এবং বন্ধুটির স্ত্রীর প্রতি ঠিক তেমনই ভালোবাসা আর আকর্ষণ ছিল।

মৃতের আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নেবার প্রসঙ্গে বার্কার একটু অস্বস্তি বোধ করে বললেন—'দেখা যাচ্ছে' বলে আমি এই বলতে চাইছিলাম যে, এমনও হতে পারে নিজেই তিনি সেটা খুলে রেখেছিলেন।

ম্যাকডোন্যাল্ড বিড়বিড় করে মন্তব্য করলেন—আংটিটা পাওয়া যাচ্ছে না আর এই দুর্ঘটনা—এই দুটির মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে।

প্রশস্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বার্কার বললেন—ধারণার কথা আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু যদি বলতে চান এর ফলে ভদ্রমহিলার সম্মানের হানি হতে পারে—পলকের জন্যে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল—তারপর অতি কষ্টে হৃদয়াবেগ দমন করে বললেন—তাহলে শুধু বলব আপনারা ভুল পথে এগোচ্ছেন।

ম্যাকডোন্যাল্ডের প্রশ্ন শেষ হতেই, শার্লক হোম্‌স্ একটা ছোট্ট প্রশ্ন করলেন—আপনি যখন ঘরে ঢোকেন, একটা মাত্র মোমবাতি তখন সেখানে জ্বলছিল, তাই তো?

হ্যাঁ।

সেই আলোয় আপনি দেখেন যে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

সঙ্গে সঙ্গে তখন আপনি ঘন্টা বাজান, সাহায্যের জন্যে?

হ্যাঁ।

আর, সাহায্য আসে সঙ্গে সঙ্গেই?

হ্যাঁ, মিনিটখানেকের মধ্যেই।

যখন তারা আসে, দেখে যে মোমবাতিটা নেভানো, আর আলোটা জ্বলছে। এ ঘটনাটা কি অত্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্য নয়?

আবার বার্কারের মনে দ্বন্দ্বের ভাব দেখা দিল। একটু থেমে তিনি বললেন—ব্যাপারটা আমার তেমন উল্লেখযোগ্য মনে হয় না। মোমবাতির আলোটা খুবই কম হওয়ায় আমার মনে হয় আলোটা জ্বালালে একটু ভালো হত। আলো ছিল টেবিলের উপরে, তাই সেটা জ্বালালাম তখন।

আর মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন? হোম্‌সের রূঢ়কণ্ঠ ঠিক বলেছেন?

হোম্‌স্ আর কোনো প্রশ্ন করলেন না, আর বার্কার তখন একে একে আমাদের ওয়াটসন ও অন্যান্যদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড মিসেস ডগলাসকে লিখে জানিয়েছিলেন তিনি নিজে তাঁর ঘরে গিয়ে কথা বলবেন, কিন্তু মিসেস্ ডগলাস জানিয়েছিলেন, তিনিই খাবার ঘরে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করবেন। ফ্যাকাসে মুখে দীর্ঘকায়া সুন্দরী মহিলা ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলেন। মনে হল, তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। টেবিলের ওপর রাখা তাঁর সুগঠিত হাতটা একটুও কাঁপছে না। অনুনয় সূচক সন্ধানী দৃষ্টিতে তিনি একে একে হোম্‌সদের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ বললেন— কিছু কি জানতে পেরেছেন এ পর্যন্ত?

এ কথায় ওয়াটসনের মনে হল, কথাটার পেছনে আশার বদলে আশঙ্কার ছাপই ছিল, তা কি নিছক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়? ইন্সপেক্টর বললেন—যা যা, করবার সবই আমরা করছি,

www.pathagar.com

মিসেস ডগলাস, এবং নিশ্চিত জানবেন যতো রকমভাবে সম্ভব চেষ্টা করা হবে।

মহিলাটি একঘেয়ে গলায় বললেন—খরচ করতে কোনোরকম কার্পণ্য করবেন না। আমার ইচ্ছা যতরকম সম্ভব যেন চেষ্টা করা হয়।

তবে হয়তো আপনি কিছু বলতে পারবেন যা এই মামলার ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারে।

আমার তো তা মনে হয় না। তবে, যা কিছু জানি তা আমি সবই বলব।

মি. সিসিল বার্কার বললেন—আপনি নিজে গিয়ে দেখেন নি দুর্ঘটনার ঘরে ঢোকেন নি?

ঠিকই বলেছেন, 'মিসেস ডগলাস রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—আমি যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সিঁড়ি দিয়ে ফিরিয়ে দেন, অনুরোধ করেন যেন আমি ঘরে ফিরে যাই।

আচ্ছা, গুলির আওয়াজটা কানে যেতেই আপনি নিচে নেমে আসেন?

ড্রেসিং গাউনটা গায়ে দিয়েই নেমে আসি।

মি. বার্কার যখন সিঁড়িতে আপনাকে বাধা দেন তার কতক্ষণ আগে আপনি গুলির আওয়াজ শোনেন?

তা মিনিট দুয়েকের মতো হবে। এমন অবস্থায় সময়ের হিসাব রাখা কঠিন। আমায় অনুরোধ করলেন যেন না যাই ওখানে, বললেন আর কিছুই করবার নেই। তখন মিসেস অ্যালেন আমায় ওপরে নিয়ে যায়।

আচ্ছা বলতে পারেন, যখন আপনি গুলির আওয়াজটা শোনেন তার কতক্ষণ আগে থেকে আপনার স্বামী নিচে ছিলেন?

না, ঠিক সময়টা বলতে পারব না। পোষাকের ঘর থেকে তিনি ওখানে যান, তার যাওয়ার সাড়া আমি পাই নি। রোজ রাতে তিনি একবার বাড়িটা ঘুরে দেখে আসতেন, কারণ আগুনের ব্যাপারে তাঁর ভয় ছিল। একমাত্র এই একটা ব্যাপারেই আমি তাঁকে নার্ভাস হতে দেখতাম।

আর একটা প্রশ্ন মিসেস ডগলাস। আপনার স্বামী ইংল্যান্ড আসার পরই আপনার সঙ্গে তার পরিচয় হয়, তাই না?

হ্যাঁ, বছর পাঁচেক হল আমাদের বিয়ে হয়েছে।

আচ্ছা এমন কিছু কি আপনি তাঁর মুখে কখনো শুনেছেন—মানে আমেরিকার কোনো ব্যাপারে কথা—যার জন্যে তাঁকে বিপদে পড়তে হতে পারে?

খুব মন দিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে দেখলেন মিসেস ডগলাস। তারপর বললেন—হ্যাঁ, আমি সর্বদাই অনুভব করতাম, কি একটা বিপদের ভয় তাঁর মধ্যে আছে। এ নিয়ে তিনি কখনো আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইতেন না। তার কারণ এই নয় যে আমার তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যেন কোনোরকম আতঙ্ক আমার মনে স্থান না পায়, ভাবতেন হয়তো এ নিয়ে ভেবে ভেবে আমি মন খারাপ করব।

ইন্সপেক্টর বললেন—তাহলে আপনি জানলেন কী করে?

হাসির ঝলকে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন—স্বামী কি কখনো কোনো কথা সারা জীবন স্ত্রীর কাছে গোপন রাখতে পারে, আর যে নারী তাকে ভালোবাসে তার মনে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ জাগে না? এসব আমি জেনেছি তাঁর আলগা দুয়েকটা কথা থেকে জেনেছি যে ভাবে তিনি অপরিচিত লোকদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতেন, তা থেকে। কিছু শক্তিশালী শত্রু যে তাঁর পিছু নিয়েছে—এজন্যে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। এ বিষয়ে আমি এতোই নিঃসন্দেহ ছিলাম যে বেশ কয়েক বছর ধরেই তাঁর বাড়ি ফিরতে দেরীহলে অত্যন্ত ভয় পেতাম।

হোম্‌স্ এবার জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন—আচ্ছা মিসেস ডগলাস তাঁর কোন কোন্ কথা বিশেষ করে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে?

তিনি বললেন—'ভ্যালি অব্ ফিয়ার'। একবার আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি

www.pathagar.com

বলেছিলেন—"আমি ছিলাম ভ্যালি অব্ ফিয়ার-এ এবং এখনো আমি মুক্ত নই তার প্রভাব থেকে।" তাঁকে বেশিরকম গম্ভীর লক্ষ্য করে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সেই ভ্যালি অব ফিয়ার থেকে কি কোনোদিনই আমরা মুক্ত হতে পারব না? তিনি বলেছিলেন—সত্যিই মনে হয় কোনোদিনই আমরা মুক্ত হতে পারব না।

নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী এই ভ্যালি অব্ ফিয়ার'?

হোমসের প্রশ্ন।

মিসেস ডগলাস বললেন—হ্যাঁ, করেছিলাম। তখন তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছিল, মাথা নেড়ে বলেছিলেন—আমাদের মধ্যে একজন যে তার আওতার মধ্যে পড়েছে সেটাই সাংঘাতিক খারাপ—ঈশ্বর করুন যেন এর ওপর আবার তোমার ওপরেও এর প্রভাব না পড়ে। নিশ্চয় এহেন একটা জায়গার অস্তিত্ব আছে যেখানে তিনি ছিলেন এবং সেই সময়ে একটা সাংঘাতিক কিছু তাঁর হয়েছিল—এর বেশি আর কিছু আমি জানি না।

কোনো লোকের নাম তিনি করেন নি?

তিন বছর আগে একবার শিকারে গিয়ে তাঁর একটা দুর্ঘটনা ঘটে। জ্বরের ঘোরে ভুল বকার সময় মনে পড়ে, একটা নাম কেবলই তিনি উচ্চারণ করতেন, প্রচুর আক্রোশ ও প্রচুর ভয়ের সঙ্গে। নামটা হল ম্যাগিন্টি—বডিমাস্টার ম্যাগিন্টি। জ্বর সেরে যাবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই বডিমাস্টার ম্যাগিন্টি কে এবং কার বডিমাস্টার। তিনি সেদিন হেসে বলেছিলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার শরীরের নয়। কিন্তু এর বেশি আর কিছু আমি জানতে পারি নি। তবে, এই বডিমাস্টার ম্যাগিন্টির সঙ্গে যে 'ভ্যালি অব ফিয়ার'-এর একটা সম্পর্ক আছে তাতে সন্দেহ নেই।

আর একটা কথা, ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড বললেন—মি. ডগলাসের সঙ্গে তো লন্ডনের এক বোর্ডিং হাউসে আপনার আলাপ হয় এবং সেখানেই আপনাদের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়, তাই তো? তা, বিয়ের ব্যাপারে কি কোনো রোমান্স, বা কোনো রহস্য বা কোনো গোপনতা ছিল?

রোমান্স ছিল, রোমান্স তো থাকবেই। তবে, রহস্য কিছু ছিল না।

এ বিষয়ে তাঁর কি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল?

না।

নিশ্চয়ই শুনেছেন, তাঁর বিয়ের আংটিটা খোয়া গেছে। এ থেকে কি কিছু আপনার মনে হয়? মনে করুন হয়তো তাঁর অতীত জীবনের কোনো শত্রু খুঁজে পেতে তাঁর ঠিকানা বার করল এবং তাঁকে হত্যা করল—সে ক্ষেত্রে কি বিয়ের আংটিটা নিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ সেই ব্যক্ত থাকতে পারে?

একথায় মিসেস ডগলাসের ঠোঁটে একটা হাসির আভাস খেলে গেল। বললেন—এ আমি বলতে পারি না, অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপারটা।

আচ্ছা, আর আপনাকে আটকে রাখব না। এ হেন পরিস্থিতিতে এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত—ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড বললেন—কয়েকটা ছোটখাটো বিষয় আছে যা, পরে যথাসময়ে কথা বললেই হবে।

তিনি উঠে পড়লেন, কিন্তু এবারও ওয়াটসন সেই সপ্রশ্ন চকিত দৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হলে। যেন তিনি বলতে চান, আমার এই সাক্ষ্য আপনাদের ওপরে কী প্রভাব বিস্তার করছে? তারপর হোম্‌স্‌দের অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন তিনি।

হাতে মাথা রেখে হোম্‌স্ গভীর চিন্তায় ডুবেছিলেন। একবার মুখ তুলে তিনি ঘণ্টাটা বাজালেন। এম্‌স্ প্রবেশ করতে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন মি. সিসিল বার্কার কোথায় এখন?

আজ্ঞে খোঁজ করে বলছি।

www.pathagar.com

কয়েক মুহূর্ত পরে সে ঘুরে এসে বলল—তিনি বাগানে।

হোম্‌স্‌ বললেন—আচ্ছা এম্‌স্‌ গতরাতে যখন পড়বার ঘরে তোমার মি. বার্কারের সঙ্গে দেখা হয়, মনে পড়ে, তার পায়ে তখন কী ছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, শোবার ঘরের একজোড়া চপ্পল। তিনি যখন পুলিশের কাছে যেতে চাইলেন আমি তখন তাঁর বুটজোড়া এনে দিয়েছিলাম।

তখনো হলঘরের চেয়ারের নিচেই রয়ে গেছে চপ্পলজোড়া। বেশ, আমাদের জানা দরকার কোন্‌ পায়ের দাগটা মি. বার্কারের আর কোনটা বাইরে থেকে এসেছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এও বলতে পারি, মি. বার্কারের চপ্পল রক্ত মাখা ছিল—আর আমার নিজেরটাও তাই।

ঘরের তখন যা অবস্থা তাতে সেটা খুবই সম্ভব, এমস্‌। ঠিক আছে, দরকার হলে আবার তোমায় খবর দেব।

হোম্‌স্‌ পড়বার ঘরে গিয়ে চপ্পলজোড়া ভালো করে পরীক্ষা করলেন। দুটোরই তলায় রক্ত লেগে কালো হয়ে গেছে।

জানালার আলোর কাছে দাঁড়িয়ে চপ্পল দুটো ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে হোম্‌স্‌ বলে উঠলেন, আশ্চর্য—ভারি আশ্চর্য! চকিতে চপ্পলটা নিয়ে জানালার গোবরাটের রক্তের দাগের ওপর রাখলেন তিনি। একেবারে নিখুঁতভাবে মিলে গেল এবং এটা লক্ষ্য করে সহকর্মীদের দিকে ফিরে মৃদু হাসলেন তিনি।

ইন্সপেক্টর তখন উত্তেজনায় চলৎশক্তি রহিত। তাঁর গ্রাম্য উচ্চারণ যেন রেলিংয়ের ওপর লাঠির আঘাতের মতো কট্‌-কট করে উঠল যখন বললেন—আরে তাই তো, একটুও ভুল নেই এতে! ও চিহ্ন বার্কারের না হয়ে যায় না! যে কোনো বুটের ছাপের থেকে এ বেশি চওড়া। বুটের ছাপটা বেশি চওড়া—আপনার এ মন্তব্যের উত্তর এখন মিলল। কিন্তু ব্যাপারটা তাহলে কী বলুন তো মি. হোম্‌স্‌?

হোম্‌স্‌ চিন্তাগ্রস্তভাবে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন—বললেন,—হ্যাঁ, বলুন তো, কী?

হোয়াইট মেসন নিঃশব্দে হেসে মোটা মোটা দু-হাত ঘসে তৃপ্তি প্রকাশ করলেন। বললেন, বলেইছি তো, এ এক অদ্ভুত মামলা!

ছয়

আলো

হোমসরা নিজেদের কাজে মেতে ছিলেন। আর ড. ওয়াটসন এক সারি ইউ গাছের বৃত্তাকারে ঘেরা বাগানটায় ঘুরছিলেন। বাড়ির দূরতম জায়গায় গাছগুলো ঘন-সন্নিবদ্ধ হয়ে অচ্ছেদ্য বেড়ার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই বেড়ার ওপাশে, বাড়ির দিক থেকে আসা যে কোনো মানুষের চোখের আড়ালে ছিল বসবার উপযোগী একটা পাথর। সেদিকে এগোতে মনে হল ওয়াটসনের—যেন একটা গলার আওয়াজ পাচ্ছেন। পুরুষের গলার গভীর আওয়াজ আর নারী কণ্ঠে তার উত্তর।

পরমুহূর্তেই ওয়াটসন বেড়াটা পার হতেই মিসেস ডগলাস আর মি. বার্কারকে দেখতে পেলেন, তখনো তারা আমার উপস্থিতি টের পান নি। ভদ্রমহিলাকে দেখে ওয়াটসন থমকে গেলেন। খাবার ঘরে মিসেস ডগলাস গম্ভীর হয়ে ছিলেন, খুবই অল্প কথা বলছিলেন। কিন্তু শোকের আর লেশমাত্র চিহ্নও এখন তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর চোখের জ্যোতিতে প্রাণের আনন্দের প্রকাশ—সঙ্গীর কোনো মন্তব্যে তাঁর বুক কৌতুকে দুলে দুলে উঠছে। আর বার্কার বসে আছেন সামনের দিকে ঝুঁকে হাতে হাত লাগিয়ে বাহুটা হাঁটুর ওপর রেখে, সপ্রতিভ সুন্দর মুখে ঈষৎ হাসি। ওয়াটসনকে দেখতে পাওয়া মাত্র মুহূর্তের মধ্য আবার তাঁরা গাম্ভীর্যের মুখোস পরে নিলেন। তাড়াতাড়ি দু-একটা কি কথা তাঁদের মধ্যে যেন হল, তারপর বার্কার উঠে এগিয়ে

www.pathagar.com

এলেন ওয়াটসনের দিকে। বললেন, মাফ্ করবেন, আপনিই কি ড. ওয়াটসন?
নিরুত্তাপ ভঙ্গীতে ওয়াটসন অভিবাদন জানিয়ে বললেন—হ্যাঁ।
আসুন না, মিসেস ডগলাসের সঙ্গে একটু কথা বললেন।
কঠিন মুখে ওয়াটসন তার পিছু পিছু গিয়ে দেখলেন স্বাভাবিক ভাবেই মিসেস ডগলাস বসে আছেন। তার মুখে শোকের চিহ্ন নেই। তিনি বললেন—আমাকে দেখে হয়তো আপনার হৃদয়হীন বলে মনে হচ্ছে।
উত্তরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন—এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ?
হয়তো এমন দিন আসবে যখন আপনি আমার প্রতি সুবিচার করতে পারবেন। যদি বুঝতে পারতেন—
তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বার্কার বললেন—ড. ওয়াটসনের তা বোঝবার দরকার কী? ঠিকই তো বলেছেন তিনি, এ ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ?
ঠিকই তো। আচ্ছা, তাহলে চলি, বেড়াতে বেড়িয়েছি একটু।
অনুরোধের সুরে ভদ্রমহিলা বললেন—এক মিনিট, ড. ওয়াটসন! একটা প্রশ্ন আমি করব যার উত্তর অন্য যে কোনো লোকের থেকে আপনি ভালো দিতে পারবেন। এবং তার ফলে হয়তো আমার প্রচুর উপকার হতে পারে। সেটা হল, মি. হোম্‌সের সঙ্গে পুলিশের কেমন সম্পর্ক? এটা আপনার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না। দরুণ যদি তাঁকে আমি কোনো গোপন কথা জানাই, সেটা কি তিনি পলিশকে জানাবেনই? তাঁর সঙ্গে কি পুলিশের এমন চুক্তি হয়েছে?
বার্কারও ব্যগ্রভাবে বললেন—হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে কথা। তিনি কি নিজে থেকে আলাদাভাবে কাজ করছেন না, কি সম্পূর্ণভাবে পুলিশের সঙ্গে কাজ করছেন?
ওয়াটসন বললেন—এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনার অধিকার আমার নেই বলেই জানি।
আপনাকে অনুরোধ করছি, অনুরোধ করছি ড. ওয়াটসন। বিশ্বাস করুন এ বিষয়ে আপনার মতামত আমাদের খুবই কাজে আসবে।

ভদ্রমহিলার কথায় এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে মুহূর্তের জন্যে ওয়াটসন তাঁর সমস্ত অপরাধের কথা ভুলে গেলেন এবং তাঁর কথায় রাজি হয়ে বললেন—মি. হোম্‌স্ স্বাধীনভাবেই তাঁর অনুসন্ধান চালান। কোনো ওপরওয়ালা তাঁর নেই, নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ীই চলে থাকেন তিনি! কিন্তু তাহলেও একই মামলায় যেসব পুলিশের সঙ্গে তিনি কাজ করে চলেছেন তাদের প্রতি তাঁর একটা দায়িত্ব আছে বৈ কি! এমন কিছুই তিনি তাঁদের কাছে গোপন করবেন না, যার বলে অপরাধীর বিচার হতে পারে। এর বেশি আমি কিছু বলব না, তবে, তিনি যদি ইচ্ছে করেন তো আপনাদের এই কথা মি. হোম্‌স্‌কে বলতে পারি।
ওয়াটসন চলে আসার সময় ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখলেন, তখনো তাঁরা তেমনি আগ্রহের সঙ্গে কথা বলছেন এবং যেহেতু তারা ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, অতএব বুঝতে হবে যে তার সঙ্গে যা কথা হোল সেটাই এখন তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু।
ব্যাপারটা হোম্‌স্‌কে বললে তিনি বললেন—ওঁদের কোনো গোপন কথা তিনি জানতে চান না। সারাটা দিন খামার বাড়িতে থেকে দুজন ডিটেক্টিভের সঙ্গে আলোচনা করে পাঁচটা নাগাদ প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে ফিরে এলেন, তাঁর জন্যে চা জলখাবারের ভালো ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। বললেন, জানতে চাইনা এই কারণে যে, ষড়যন্ত্র ও হত্যার অপরাধে যদি ধরপাকড় হয় তো সে একটা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার হবে।
এমনটা হতে পারে বলে কি তোমার মনে হয়?
খুব খোশমেজাজে ছিলেন তিনি। বললেন দাঁড়াও ওয়াটসন, আগে এই চার নম্বর ডিমটা ধ্বংস করি।
তারপর সমস্ত ঘটনাটা তোমাকে বলছি। এ কথা অবশ্য আমি বলছি না যে রহস্যটা একেবারে

www.pathagar.com

আমি ভেদ করে ফেলেছি—কিন্তু হারানো ডাম্বেলটা যখন খুঁজে পাওয়া—
ডাম্বেল!
সে কি, ওয়াটসন, তুমি কি এখনো ধরতে পারো নি যে সমস্ত মামলাটা এখন ওই হারানো ডাম্বেলটার ওপর নির্ভর করছে? চিন্তা করো দেখি এমন কোনো খেলোয়াড়ের কথা যার ডাম্বেল মাত্র একটা? মনে মনে চিন্তা করো তো তার শরীরের মাত্র একটা দিকের উন্নতি হচ্ছে-তাতে তো মেরুদণ্ডের বেঁকে যাওয়ারই কথা! ঠোঁটে মুখভরে, দুষ্টুমি—মাখা ঝলমলে চোখে আমার হতভম্ব অবস্থা লক্ষ্য করতে লাগলেন তিনি। শেষপর্যন্ত পাইপ ধরিয়ে, অগ্নিস্থানের পার্শ্বস্থ চেয়ারে বসলেন তিনি। এ মামলা সম্বন্ধে ধীরে ধীরে, এলোমেলো ভাবে কথা বলতে লাগলেন—যেন শ্রোতা কেউ উপস্থিত নেই, নিজের মনেই আলোচনা করছেন।
মিথ্যে ওয়াটসন, মিথ্যে—প্রচণ্ড এ মিথ্যের সঙ্গে কোনোরকম আপোষ করা চলতে পারে না—এর সঙ্গেই আমাদের এখন মামলা। তদন্তের শুরুও হবে এই থেকেই। বার্কার যা কিছু বলেছেন সব মিথ্যে, এবং সেই কাহিনী সমর্থন করেছেন মিসেস ডগলাস। সুতরাং তিনিও মিথ্যে বলেছেন। মামলাটা এখন পরিষ্কার দাঁড়াচ্ছে এই—কেন ওঁরা মিথ্যা বলছেন এবং কী সে সত্য যা তাঁরা এতো করে গোপন করতে চাইছেন? দেখি চেষ্টা করে ওয়াটসন, যদি তুমি আর আমি দু-জনে এই মিথ্যাকে ভেদ করে সত্যকে গড়ে তুলতে পারি। এমন বিশ্রী ভাবে ব্যাপারটা সাজানা হয়েছে যে কোনোমতেই তা সত্য হতে পারে না। ওঁরা বলছেন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে হত্যকারী মৃতের আঙুল থেকে ওপরের আংটিটা তুলে নিয়েছে, তারপর উপরের আংটিটা আবার পরিয়েছে। যা করা কখনোই তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। আর মৃতের পাশে ওই অদ্ভুত কার্ডটা রেখেছে। এ সব স্পষ্টতঃই অসম্ভব। হয়তো তুমি তর্ক করবে, ওয়াটসন, যে হত্যাকাণ্ডের আগেই আংটিটা খুলে নেয়া হয়েছে, কিন্তু তা তুমি করবে না, তোমার বিচার-বুদ্ধির ওপর সেটুকু আমার আস্থা আছে। বরং যেহেতু মোমবাতিটা মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে জ্বালা হয়েছিল, তাতে বুঝতে হবে যে সাক্ষাৎ কারটা অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্যেই হয়েছিল। শুনেছি ডগলাস ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, এতো অল্প সময়ের মধ্যেই কি এহেন ব্যক্তি তার বিয়ের আংটিটা দিয়ে দেবে—আদৌ কি দেবে সে? না, ওয়াটসন, না। হত্যাকারী বেশ কিছুক্ষণ ছিল নিহতের সান্নিধ্যে এবং অন্য কেউ সেখানে ছিল না, এবং সে সময়ে আলোটা জ্বলছিল। এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে, আপাতত মনে হচ্ছে মৃত্যুটা বন্দুকের গুলিতেই হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বন্দুকটা আসলে ছোঁড়া হয়েছিল, যে সময়টা আমাদের বলা হয়েছে তার কিছু আগে। এ বিষয়েও ভুলের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। অতএব আমরা এমন দুজনের সন্ধান পাচ্ছি যাঁরা ষড়যন্ত্র করে বলছেন তাঁরা গুলির শব্দ পেয়েছেন—মিসেস ডগলাস আর মি. বার্কার। এবং এর ওপর আবার যখন আমি এ কথা প্রমাণ করতে পারছি যে জানালার গোবরাটের রক্তের দাগটা বার্কার ইচ্ছে করেই সৃষ্টি করেছেন পুলিশকে ভুল পথে চালিত করবার জন্যে, নিশ্চয় তখন তুমি স্বীকার করবে, ওয়াটসন, যে মামলাটা বিশেষভাবে মি. বার্কারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তখন আমাদের জানতে হবে, ঠিক কয়টার সময় খুনটা হয়েছিল। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত ভৃত্যেরা বাড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে, হত্যাকাণ্ডটা নিশ্চয়ই তার আগে হয় নি। আর পৌনে এগারোটা নাগাদ সবাই যে যার ঘরে চলে গেছে কেবল এম্‌স্ ছাড়া, সে ছিল ভাঁড়ার ঘরে। বিকেল বেলা তুমি চলে আসবার পর আমি একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছিলাম। জানতে পেরেছি পড়বার ঘরে থেকে ম্যাকডোন্যাল্ড যতোই শব্দ করুক, দরোজাগুলো বন্ধ থাকলে সে শব্দ ভাড়ার ঘর থেকে শোনা অসম্ভব। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর ঘর অতোটা তফাতে নয়, খুব জোরে কথা বললে সেখান থেকে শুনতে পাওয়া সম্ভব। শটগান খুব কাছ থেকে ছুঁড়লে আওয়াজ খানিকটা চাপা পড়ে, এবং এক্ষেত্রে খুব কাছ থেকেই ছোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু খুব জোরে না হলেও রাতের স্তব্ধতার মধ্যে তা অতি সহজেই মিসেস অ্যালেনের ঘরে পৌঁছে থাকবে। সে অবশ্য বলেছেন কানে কম

www.pathagar.com

শোনে, তাহলেও সাক্ষ্য দেবার সময় বলেছে একটা শব্দ সে পেয়েছিল। জোরে দরোজা বন্ধ করার মতো সে শব্দ—এই শব্দ সে শুনেছিল খবরটা চাউর হওয়ার আধ ঘণ্টা আগে। তার মানে, রাত তখন হবে পৌনে এগারোটা। সন্দেহ নেই সে বন্দুকের আওয়াজ শুনে থাকবে, এবং সেই সময়টাই হল হত্যার প্রকৃত সময়। আর তাই যদি হয়, এখন আমাদের জানতে হবে, যদি সত্যিকার হত্যাকারী না-ও হন, কী করছিলেন মি. বার্কার আর মিসেস ডগলাস, রাত পৌনে এগারোটা পর্যন্ত, যখন তাঁরা ঘণ্টা বাজিয়ে ভৃত্যদের ডেকেছিলেন? কী করছিলেন, এবং কী কারণে সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজান নি? এই প্রশ্নই এখন আমাদের সামনে—এর উত্তর পেলে এখন আমরা সমাধানের পথে বেশ খানিকটা অগ্রসর হতে পারব।
ওয়াটসন বললেন—ওদের দুজনের মধ্যে যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। স্বামীর হত্যাকাণ্ডের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে মহিলা রসিকতা শুনে অমন করে হাসতে পারেন, অত্যন্ত হৃদয়হীন ছাড়া আর কী তিনি!

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—আর তাঁর নিজের বিবৃতি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যে স্ত্রী হিসেবে বিশেষ আদর্শ স্থানীয় তিনি নন। জানো তো, স্ত্রী জাতির ওপর খুব যে শ্রদ্ধা আমার আছে তা নয়; কিন্তু তাহলেও অভিজ্ঞতায় বলে যে, স্বামীর প্রতি একটুও শ্রদ্ধা আছে এমন স্ত্রী অতি অল্পই দেখবে যে কারো কথা শুনে স্বামীর মৃতদেহ থেকে দূরে থাকতে রাজি হবে। যদি কখনো আমি বিয়ে করি, ওয়াটসন, আশা করি আমার স্ত্রীর মনে এটুকু অন্তত অনুভূতির সঞ্চার করতে পারব যার জোরে কোনো দাসীই মাত্র কয়েক গজ তফাতে আমার মৃতদেহের সান্নিধ্য থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। নাটকটা মোটেই ভালো সাজানো হয় নি। এবং নিতান্ত আনাড়ি গোয়েন্দ পর্যন্ত এর মধ্যে নারীসুলভ উচ্চস্বরে ক্রন্দনের অভাব লক্ষ্য করে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। আর কোনো ঘটনা না হোক শুধু এই একটা ব্যাপার থেকেই আমার বুঝতে অসুবিধে হতো না যে সমস্ত ব্যাপারটাই আগে থেকে ব্যবস্থা করা একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।
তুমি তাহলে মনে করছ যে নিশ্চয়ই বার্কার আর মিসেস ডগলাসই এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী? ওয়াটসন, তেজি গলায় বলে ফেললেন।
কী মারাত্মক তোমার সরাসরি প্রশ্নগুলো ওয়াটসন!
পাইপটা তার দিকে দুলিয়ে হোম্‌স্ বললেন—বন্দুকের গুলির মতো যেন এক-একটা! যদি বল মিসেস ডগলাস আর বার্কার হত্যাকাণ্ডের রহস্যটা জানেন এই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করছেন, তাহলে আমি প্রাণ খুলে তার উত্তর দিতে পারি। হ্যাঁ, সন্দেহ মাত্র নেই তাতে। কিন্তু তুমি যে ভয়ঙ্কর প্রশ্নটা তুললে সেটা সম্বন্ধে অতোটা নিশ্চিত নই আমি। তাতে যা যা অসুবিধা আছে শোনো বলছি।
ধরে নেয়া যাক এই দুই ব্যক্তি এক অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ এবং তাঁরা স্থির হয়েছেন মাঝখানের লোকটিকে সরিয়ে দেবেন এ হেন এক সন্দেহ ধোপে টেঁকা কঠিন, কারণ ভৃত্যদের এবং অন্যান্যদের কাছে খোঁজ খবর করে দেখে সেরকম কিছুই জানা যায় নি। বরং ডগলাস দম্পতি যে পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এমন সাক্ষীই পাওয়া গেছে।
ওয়াটসন বললেন—উহুঁ, তা হতেই পারে না।
হোম্‌স্ বললেন—অন্তত কথায় সেই ধরা নাই-ই হয়েছিল। আচ্ছা, ধরা যাক্ যে অত্যন্ত চতুর ওঁরা সবাইকে ঠকিয়ে স্বামীটিকে সরাবার ষড়যন্ত্র করেছেন। স্বামীটি আবার এমন এক ব্যক্তি যাঁর মাথার ওপর এক অতি ভয়ঙ্কর বিপদ ঝুলছে—
ওয়াটসন বললেন—কিন্তু এ তো আমরা ওঁদেরই কাছে শুনেছি। এ কথায় হোম্‌স্‌কে চিন্তাগ্রস্ত দেখাল। বললেন, বুঝেছি,—ওয়াটসন। তুমি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করছ যে, যা কিছু ওঁরা বলেছেন সব মিথ্যে। অর্থাৎ তোমার মতে কোনো গোপন আতঙ্ক বা গুপ্ত সমিতি বা

www.pathagar.com

'ভ্যালি অব্ ফিয়ার' বা যেন, আর যাই-ই হোক সব মিথ্যে। আচ্ছা দেখা যাক এর ওপর নির্ভর করে কোথায় যাওয়া যায়। ধরো, অপরাধটার কারণ হিসেবে ওঁরা এই গল্পটা ফাঁদলেন। তারপর সাইকেলটা রেখে এলেন ওখানে, এই প্রমাণ করতে যে, কোনো বাইরের লোক সত্যিই এসে ছিল। জানালায় রক্তের দাগের উদ্দেশ্য সেই একই, এবং মৃতের উপরের কার্ডটারও—হয়তো বাড়িতেই লেখা হয়েছিল ওটা এসবই তোমার ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ওয়াটসন। কিন্তু সেইসব নোংরা, কাজ—বলত কিছুতেই যেন এর সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। কেটে নেয়া শটগান কেন? এতো অস্ত্র থাকতে? তার ওপর সেটা আবার আমেরিকায় তৈরি? কী করে তারা এতোটা নিশ্চিত হলেন যে এর আওয়াজ ওঁদের ছাড়া আর কোনো লোকের কানে যাবে না? মিসেস অ্যালেন যে দরোজা বন্ধ হওয়ার দড়াম করে শব্দটার কারণ খোঁজ করতে এলো না এ তো ওঁদের নিতান্তই ভাগ্য। কেন তোমার অপরাধী দুইজন এসব করতে যাবেন বল, ওয়াটসন?

না, তা অবশ্য হচ্ছে না—ওয়াটসন ছোট্ট করে বললেন।

আচ্ছা; আবার ধরে নাও, বাইরে একটা সাইকেল লুকিয়ে রাখার মতলবের কথায় বলি, এর পেছনে কি কোনো রকম যুক্তি আছে? অত্যন্ত নির্বোধ কোনো গোয়েন্দা পর্যন্ত সেটাকে একটা ভাঁওতা বলে বুঝতে পারবে। পালাতে হলে সাইকেলটারই তো তার দরকার হবে সব আগে! প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিটি পালিয়ে যাওয়ার আগেই বার্কার আর নিহতের পত্নী পৌঁছে যান সেখানে। হত্যাকারী তখন তাঁদের বুঝিয়ে দেয় যে তাকে ধরবার চেষ্টা করলে অত্যন্ত নোংরা একটা ব্যাপার সে ফাঁস করে দেবে। যুক্তিটা তারা মেনে নিতে বাধ্য হন, কোনো বাধা দেন না তাকে। আর এই কারণে তারা নামিয়ে দেন পোলটা। এ কাজটা সম্পূর্ণ নিঃশব্দে করা সম্ভব—তারপর তারা আবার নিঃশব্দেই পোলটা তুলে দেন। পালিয়ে যায় সে, এবং যে কারণেই হোক সে মনে করে, সাইকেলের চেয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াই বেশি নিরাপদ তার পক্ষে। তাই সাইকেলটা না নিয়ে সে চলে যায় কারণ সে জানে যতোক্ষণে সাইকেলটা জানাজানি হবে ততোক্ষণে সে পৌঁছে যাবে নিরাপদ দূরত্বে। আমাদের মনে রাখতে হবে ওয়াটসন, যে মামলাটা আর যাই-ই হোক খুবই অস্বাভাবিক। আচ্ছা যা ধরে নিয়ে আমরা এগোচ্ছিলাম। এই দুই ব্যক্তির তাঁরা অপরাধী নাও হতে পারেন—খুনী চলে যাবার পর খেয়াল হয় যে তাঁরা অমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন যে হত্যার ব্যাপারে কিংবা হত্যায় সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁদের নির্দোষিতা প্রমাণ করা কঠিন হবে। তাই তাড়াহুড়ো করে যা হোক একটা কাহিনী তাঁরা খাড়া করলেন। বার্কারের রক্তমাখা চটি নিয়ে জানালায় পায়ের ছাপ আঁকা হল, কোন্ পথে হত্যাকারী পালিয়েছে তার নির্দেশ হিসেবে। তাঁদের দুজনেরই বন্দুকের আওয়াজটা শোনবার কথা, তাই তখন তাঁরা সাড়া তোলেন যেভাবে তোলা উচিত ঠিক সেইভাবেই—তবে, তখনই নয়, ঘটনার আধ ঘণ্টাটাক পরে।

কিন্তু এসব তুমি প্রমাণ করবে কী করে?

দেখো, বাইরের কোনো লোক যদি হয় হয়তো ধরা পড়বে সে-সব প্রমাণের সেরা প্রমাণ হবে সেটাই। কিন্তু যদি ধরা না পড়ে—তাহলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যে এখানেই শেষ হয়ে যাবে তা নয়। একটা সন্ধ্যা যদি আমি ওই ঘরে একলা কাটাই তাহলে হয়তো প্রচুর কাজ হবে।

অ্যাঁ, একা কাটাবে!

হ্যাঁ। এক্ষুনি যাচ্ছি। এম্‌সের সঙ্গে সব ব্যবস্থা আছে। ওখানে বসে থাকার ফলে কোনোরকম প্রেরণা যদি আমার মনে আসে—প্রতিভার বিকাশে পরিস্থিতির ভূমিকায় আমার বিশ্বাস আছে। তুমি হাসছ ওয়াটসন, বেশ দেখাই তো যাবে। তোমার বড় ছাতাটা একবার দাও তো।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড আর হোয়াইট মেসন প্রচুর উৎসাহ নিয়ে সন্ধ্যের পর ফিরলেন। তাঁরা বললেন—তদন্তের ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। বাইরের লোক আছে কিনা এ ব্যাপারে সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। সাইকেলটা শনাক্ত করা গেছে। সাইকেলের মালিকের একটা বর্ণনা মিলেছে!

www.pathagar.com

সুতরাং বেশ খানিকটা এগিয়েছেন আপনারা—তাহলে তো আমরা এ মামলার একেবারে শেষ অধ্যায় এসে পৌঁছেছি? তাই না? আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সাইকেলটা সঙ্গে করে তারা হোটেলে হোটেলে দেখিয়েছেন। অবশেষে হোটেল ঈগল কর্মাশিয়ালের ম্যানেজার ওটা হারগ্রেভ নামে একজনের বলে চিনতে পারে—লোকটা দুদিন আগে ওখানে এসে ঘর ভাড়া করেছিল। সাইকেলটা আর একটা ছোট থলে ছাড়া আর কিছুই তার সঙ্গে ছিল না। লন্ডন থেকে এসেছে বলে সে নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে ছিল। কিন্তু কোনো ঠিকানা দেয় নি। থলেটা লন্ডনের তৈরি। তার মালপত্রগুলোও ব্রিটেনের। কিন্তু লোকটা নিঃসন্দেহে আমেরিকান।

খুব খুশির সঙ্গে হোম্‌স্ বললেন,—প্রচুর কাজের কাজ হয়েছে। সত্যিই ম্যাক, প্রকৃতপক্ষে কাজে নামার মধ্যেই যে অনেক সুবিধা তা এ থেকেই প্রমাণ হল। আচ্ছা, লোকটার চেহারার বর্ণনা কী রকম?

নোট বুকটা খুলে ম্যাকডোন্যাল্ড বললেন—ওদের কাছে যা পেয়েছি তা হল এই। আমার মনে হয় না তারা খুব ভালো করে লোকটিকে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু তাহলেও, দারোয়ান, কেরানীটি, আর দাসীটি তিনজনেরই একমত যে উচ্চতায় সে পাঁচ ফুট ন-ইঞ্চির মতো। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তার মাথায় চুল অবিন্যস্ত, গোঁফ ধূসর, নাক বাঁকানো, আর মুখের ভাব খুবই রুক্ষতার—বিতৃষ্ণাজনক।

হোম্‌স্ বললেন—তা মুখের ভাবের কথা বাদ দিলে তার সঙ্গে তো ডগলাসের বর্ণনা দিব্যি মিলে যাচ্ছে—ডগলাসের বয়সও তো সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছে। মাথায় চুল, আর গোঁফ আর উচ্চতাও তো ওই রকমই। আচ্ছা, আর কিছু খবর আছে?

তার পরনে ছিল ধূসর রংয়ের ভারি স্যুট আর ম্যাকেট আর ছোটো হলদে রংয়ের ওভারকোট আর একটা নরম টুপি।

আর শর্টগানটা? হোম্‌সের প্রশ্ন।

লম্বায় সেটা দু-ফুটেরও কম, থলেতেই দিব্যি ধরে যেতে পারে। কাজেই ওটা ওভারকোটের নিচে লুকোনো যেতে পারে।

কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মূল মামলার যে সম্পর্ক আছে একথা কেন মনে হচ্ছে?

ম্যাকডোন্যাল্ড বললেন,—মি. হোম্‌স, লোকটাকে ধরতে পারলে তখন সেটা ঠিক বুঝতে পারব। কিন্তু যাই হোক এখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তাতে আমরা বেশ খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছি। জেনেছি হারগ্রেভ নামে পরিচিত এক আমেরিকান দু-দিন আগে আসে টানব্রিজ-ওয়েলসে একটা থলে নিয়ে, সাইকেলে চেপে। থলেতে ছিল একটা বন্দুক, সুতরাং নিশ্চয়ই সে হত্যার উদ্দেশ্যেই আসে। কাল সকালে সে বন্দুকটা ওভারকোটের ভিতর লুকিয়ে সাইকেলে করে বেরিয়ে পড়ে এখানে আসবে বলে। যতোদূর জানা গেছে কেউ তাকে দেখে নি এখানে আসতে, তবে, এখানকার গেটের কাছে আসতে তাকে গ্রামের ভিতর দিয়ে না এলেও চলে, এবং তা ছাড়াও রাস্তায় সাইকেলের অভাব ছিল না। এসেই হয়তো সে সাইকেলটা লরেলের ঝোপে লুকিয়ে রেখে থাকবে যেখানে সেটা পাওয়া যায়। নিজেও হয়তো সেখানেই লুকিয়ে থেকে লক্ষ্য করছিল কখন মি. ডগলাস বেরিয়ে আসবেন। ঘরের ভিতরে শটগানের মতো বেয়াড়া একটা অস্ত্র বেমানান সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা সে এনেছিল ঘরের ভিতরে নয়, বাইরে ব্যবহারের জন্যে। একটা বিশেষ সুবিধে এই যে, এতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, আর এর শব্দই ইংল্যান্ডের এই শিকার এলাকায় এতোই স্বাভাবিক যে, কারো বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করবে না।

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ, এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার।

কিন্তু এলেন না মি. ডগলাস। তখন সে সাইকেলটা রেখে গোধূলির আলোয় বাড়িটার দিকে এগোল। দেখল পোলটা নামানো, কেউ নেই কোথাও। সুযোগটা নিল সে। নিশ্চয়ই সে ঠিক করেছিল কারো সঙ্গে দেখা হলে একটা অজুহাত সে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু কারো দেখাই সে

পাই নি। প্রথমে যে ঘরটা পেল সেটাতেই ঢুকে পড়ল তখন, লুকিয়ে রইল একটা পর্দার আড়ালে। সেখান থেকে সে লক্ষ্য করল পোলটা তোলা হয়েছে। এবং বুঝল যে পরিখার জল ভেঙেই তাকে পালাতে হবে। এগারোটা পনেরো পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল সেখানে। মি. ডগলাস সেই সময় তাঁর রাতের টহল দেবার সময় প্রবেশ করেন সেই ঘরে। গুলি করে মতলব মতো সে পালিয়ে যায়। সে জানত যে সাইকেলটা হোটেলের লোকেরা শনাক্ত করবেই এবং তার বিরুদ্ধে একটা সূত্র হয়ে থাকবে, তাই সে সাইকেলটা রেখে অন্য কোনো উপায়ে চলে যায় লন্ডনে বা আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোনো লুকোনো জায়গায়। কী বলেন মি. হোম্‌স্?

বেশ বলেছ ম্যাক, খাসা স্পষ্ট করেই বলেছ। এই হল, তোমার ধারণা। আমার ধারণা কিন্তু এই যে, অপরাধটা সংঘটিত হয়েছিল—আসলে যখন ঘোষণা করা হয়েছে তারও আধঘণ্টা আগে। মি. বার্কার আর মিসেস ডগলাস ষড়যন্ত্র করে কোনো ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা হত্যাকারীকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। অন্ততঃ হত্যাকারী পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। এই হল এ কাহিনীর প্রথমাংশ সম্বন্ধে আমার ধারণা।

ম্যাকডোন্যাল্ড ও মেসন দু'জনেই মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন। মেসন বললেন—ভদ্রমহিলা জীবনে কখনো আমেরিকায় যান নি। এক্ষেত্রে এক আমেরিকান আততায়ীর সঙ্গে কী তার সম্পর্ক থাকতে পারে যে তার পলায়নে সাহায্য করবেন তিনি?

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ, কিছু কিছু অসুবিধা এর মধ্যে আছে এ আমি স্বীকার করছি। আমি ঠিক করেছি আজ রাতে নিজে থেকে একটু খোঁজ খবর করব, হয়তো তাতে এমন কিছু জানা যাবে যা এ দুই ধারণাকেই সমর্থন করতে পারে।

সাত

সমাধান

পরদিন প্রাতরাশের পর স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্টের ছোটো বৈঠকখানা ঘরে দেখা গেল ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড আর হোয়াইট মেসন ঘনিষ্ঠ আলোচনায় মত্ত। ওঁদের সামনের টেবিলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা প্রচুর চিঠি আর টেলিগ্রাম।

হোম্‌স্ নানাকথার পর বললেন—আমি গত রাতে খামার বাড়িতে গেছিলাম। খোঁজ করছিলাম হারানো ডাম্বেলটার। এ মামলায় সেটি সব সময়েই আমার কাছে প্রথম থেকেই গুরুত্ব পেয়ে আসছে। শেষপর্যন্ত খুঁজে পাই সেটা।

কোথায়?

এই তো, এইবারেই আমরা এ রহস্যের কিনারায় পৌঁছে গেলাম। দাঁড়াও আর একটুখানি এগোই, যা জেনেছি তা সব তোমাদের বলব। আর, হ্যাঁ, সাইকেলের রহস্যময় ভদ্রলোকটির বৃথা সন্ধান করে সময় নষ্ট কোরো না। কোনো লাভ হবে না তাতে। তার চেয়ে আমি যা বলি তা শোনো এবং সেইমতো কাজ করো—শোনো—তুমি বার্কারকে একটা চিঠি লেখো—

কী চিঠি?

লেখো—মনে হচ্ছে পরিখাটা ছেঁচে ফেলতে হবে, যদি তার ফলে এমন—

অসম্ভব! ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি।

আহা, লেখোই না! হোম্‌স্ অনুরোধের স্বরে বললেন।

—যদি তার ফলে এমন কিছু পেয়ে যেতে পারি যা আমাদের তদন্তে সাহায্য করবে। ব্যবস্থা সব হয়ে গেছে। কাল ভোরে লোকজন এসে নদীর ধারাটা সরিয়ে অন্য দিকে করে দেবে—

অসম্ভব!

—অন্য দিকে করে দেবে তাই আগে থেকে জানিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এটা সই করে বেলা চারটে নাগাদ খামারবাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। তখন পর্যন্ত আমরা যে যা খুশি করতে পারি,

www.pathagar.com

কারণ তদন্তটা এসে থমকে দাঁড়িয়েছে এখানে।

প্রায় সন্ধ্যে নাগাদ হোম্‌স্ ও ওয়াটসনের সঙ্গে ম্যাকডোন্যাল্ড ও মেসন মিলিত হলেন। ওরা দুজন যথারীতি সন্দিগ্ধ ও বিরক্ত।

গম্ভীরভাবে হোম্‌স্ বললেন—আচ্ছা এবার তোমরা আমার সঙ্গে পরীক্ষায় যোগ দাও। তারপর নিজেরাই বিচার করবে আমি যেসব মন্তব্য করেছি সেগুলো এই পরিণতিতে পৌঁছায় কিনা। ঠাণ্ডা পড়ছে, এবং জানি না আমাদের এ পরীক্ষায় কতোক্ষণ সময় লাগবে। গরম পোষাক-টোশাক পরে নেয়াই ভালো। অন্ধকার ঘন হয়ে আসার আগেই ফিরে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং চল এখনই বেরিয়ে পড়ি।

ওরা সকলেই হোম্‌স্‌কে অনুসরণ করে, খামারবাড়ির সীমানা পার হয়ে রেলিং-এর এক জায়গায় একটা ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একটা ঝোপের কাছে এসে পৌঁছে দেখা গেল একটা প্রধান দরোজা—এর ঠিক বিপরীত দিকে টানা পোলটা রয়েছে। পোলটা তোলা হয় নি তখনো। লরেলের বেড়ার পেছনে হোম্‌স্ নিচু হয়ে রইলেন, ম্যাকডোন্যাল্ডরাও তাই করলেন। পিন পড়লেও শব্দ শোনা যায় সব চুপচাপ। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল বাড়িটার গেটের কাছে একটা বাতি আর মৃতের ঘরে একটা স্থির আলো ছাড়া আর সবই স্তব্ধ অন্ধকারে ঢাকা।

ম্যাকডোন্যাল্ড ও মেসন দুজনেই অধৈর্য হচ্ছিলেন হোম্‌সের এ নাটুকেপনায়। তার বুঝতে পারছিলেন না, এই অসহ্য ঠাণ্ডায় এখানে বসে মি. হোম্‌স্ কী লক্ষ্য করছেন।

হঠাৎ হোম্‌স্ বলে উঠলেন—ওই, ওই দেখো। সকলেই দেখলেন, পড়বার ঘরের উজ্জ্বল হলদে আলোটা অস্পষ্ট হয়ে গেল, কে যেন চলাফেরা করছে আলোটার সামনে দিয়ে! লরেল ঝোপের মধ্যে যেখানে হোম্‌স্‌রা রয়েছেন তা হল ঠিক জানালার বিপরীত দিকে এবং ওখান থেকে একশো গজের মধ্যে। তারপর কে যেন সশব্দে জানালাটা খুলে ফেলল, শব্দ করে উঠল কব্জাগুলো! অস্পষ্ট দেখা গেল একটা লোকের ঘাড় আর মাথা সেখান দিয়ে বেরিয়ে অন্ধকারে এদিকে ওদিক ফিরছে। কয়েক মিনিট চোরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিশ্চিত হল যে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। তারপর সে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল সামনের দিকে, আর সে চরম নিস্তব্ধতার মধ্যে ঈষৎ জলের আলোড়নের শব্দ বোঝা গেল। হয়তো কোনো কিছু হাতে নিয়ে সে পরিখার জলে নাড়া দিচ্ছে। তারপর হঠাৎ কি একটা তুলে নিল ছিপে মাছ ধরার ভঙ্গীতে—বড় সড় গোলাকার একটা বস্তু সেটা। খোলা জানালা দিয়ে সেটাকে নিয়ে আসার সময় আলোটা আবার আড়াল হয়ে গেল।

এবার! এবার! বলে, উঠলেন হোম্‌স্।

সকলেই তখন উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হোম্‌স্‌কে অনুসরণ করলেন। দেখা গেল হোম্‌স্, সবেগে দৌড়তে দৌড়তে পোল পেরিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। ওপার থেকে তখন খিল খোলার আওয়াজ, বিস্ময়বিমূঢ় এমস্ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। একটিও কথা না বলে হোম্‌স্ তার পাশ কাটিয়ে গেলেন। মেসনরা তাঁর পিছু পিছু চললেন। যে ঘরে লোকটিকে দেখা গেছিল সেই ঘরে এলেন হোম্‌স্। বাইরে থেকে যে আলো দেখা যাচ্ছিল সেটা হচ্ছে তেলের বাতিটার আর সেটা এখন মি. সিসিল বার্কারের হাতে। আলো পড়ল তাঁর দৃঢ়, কঠিন পরিষ্কার কামানো মুখে আর ভয়াবহ দু-চোখে।

এ সব কী ব্যাপার শুনি? কী চান আপনারা?

দ্রুত চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন হোম্‌স্,—তারপরেই ছোঁ মেরে লেখবার টেবিলের তলা থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ভিজে বান্ডিল তুলে নিলেন তিনি। বললেন, এই যে, এইটে মি. বার্কার। একটা ডাম্বেলের সঙ্গে বাঁধা এ জিনিসটা যেটা আপনি এইমাত্র পরিখার জল থেকে তুললেন।

হোম্‌সের দিকে তাকালেন বার্কার—পরম বিস্ময়ের ছাপ তার চোখে মুখে। জানতে চাইলেন, এর ব্যাপার আপনি জানলেন কী করে?

www.pathagar.com

এইভাবে যে, আমি নিজেই ওটা ওখানে রেখেছিলাম।

আপনি! আপনি! আপনি রেখেছিলেন।

হয়তো "রেখেছিলাম" না বলে বলা উচিত ছিল—"আবার রেখেছিলাম"। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড, একটা ডাম্বেল না পাওয়ায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলাম। এদিকে তোমার দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলাম। জল যখন কাছে, একটা ভারি জিনিস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এমন চিন্তা নিশ্চয়ই একটা কষ্ট কল্পনা নয় যে কোনো বস্তু জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে, এবং কিছু না হোক নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এম্‌স্‌ আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়, তার সাহায্যে আর ড. ওয়াটসনের ছাতার বাঁকা বাঁট দিয়ে গত রাতে এই বান্ডিলটা তুলে পরীক্ষা করি। তখন যে জিনিসের বেশি প্রয়োজন ছিল তা হল, প্রমাণ করা কে এই বান্ডিলটা ওখানে রেখেছে। এটা সম্ভব হল সহজেই পরিখার জল ছেঁচে ফেলা হবে এ ঘোষণার ফলে, কারণ জানা কথা, বান্ডিলটা যে ওখানে রেখেছে অতি অবশ্যই সে সুযোগ পেলেই তুলে নেবে। মি. বার্কার এবার আপনি যা বলবার বলবেন।

ভিজে বান্ডিলটা হোম্‌স্‌ টেবিলের ওপরে বাতিটার পাশে রাখলেন। তারপর দড়িটা খুলে ভিতর থেকে একটা ডাম্বেল বার করলেন। একজোড়া বুট—ডগাটা দেখে বোঝা গেল আমেরিকান। তারপর একটা বড় সড় ভয়ঙ্কর খাপে মোড়া ছুরি। বেরিয়ে পড়ল এক বান্ডিল পোষাক—তাঁতে পুরো একসেট অধোবাস, মোজা, একটা ধূসর রংয়ের ট্যুইডের স্যুট, আর একটা ছোটো হলদে রংয়ের ওভারকোট। এই ওভার কোটটা ছাড়া আর সব পোষাকে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু ওভার কোটটা আর্থবহ। যত্ন করে তিনি সেটা ধরলেন আলোর সামনে। বললেন, এই দেখুন এর ভিতরের পকেটটা, লাইনিংয়ের ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। যাতে কাটা বন্দুকটার যথেষ্ট জায়গা হতে পারে। দরজির মার্কাটা কাঁধের কাছে নীল, দরজি, ভার্মিসা, যুক্তরাষ্ট্র। হোম্‌স্‌ বললেন—ধর্মযাজকের লাইব্রেরিতে বসে বিকেলবেলা কিছু জ্ঞানবৃদ্ধি করেছি, জেনেছি ভার্মিসা হল এক বর্ধিষ্ণু ছোট শহর, যুক্তরাষ্ট্রের এক বৃহৎ কয়লা আর লোহার খনি এলাকার মাথায় তার অবস্থিতি। আমার মনে পড়ে গেল, মি. বার্কার, মি. ডগলাসের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে এই কয়লা খনি এলাকার যোগাযোগের কথা আপনি উল্লেখ করেছিলেন, এবং মৃতের দেহের ওপর কার্ডে যে V.V কথাটা ছিল সেটা হচ্ছে ভার্মিসা ভ্যালি (উপত্যকা), অর্থাৎ যাকে 'ভ্যালি অব ফিয়ার' (আতঙ্কের উপত্যকা) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ যে উপত্যকা যেখানে থেকে মৃত্যুর দূতকে পাঠানো হয়েছিল। এটা আন্দাজ করাকে নিশ্চয়ই আপনি কষ্ট কল্পনা বলবেন না। আচ্ছা, মি. বার্কার আমি বোধহয় এসব বলে আপনার জবাবদিহির পথে বাধার সৃষ্টি করছি।

হোম্‌সের এ বিশ্লেষণের ফলে সিসিল বার্কারের মুখে রীতিমত ক্রোধ, পরম বিস্ময়, হতচকিত ভাব, অনিশ্চয়তা প্রভৃতির ঢেউ খেলে যেতে লাগল। অবশেষে তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন—অনেক কিছুই তো আপনি জানেন দেখছি, বাকিটাও আপনিই বলুন না শুনি!

তা, অনেকটা তো বলতেই পারি, মি. বার্কার। কিন্তু সেটা আপনি বললেই কি ভালো হতো না?

তাই নাকি, বলছেন? তাহলে এইটুকু বলব যে, যদি কোনো রহস্য এই ব্যাপারের মধ্যে থাকে তো তা আমার নয়, এবং তা প্রকাশ করাও আমার কাজ নয়।

ইন্সপেক্টর ধীরভাবে বললেন,—ওই পথ যদি ধরেন, মি. বার্কার তাহলে যতোক্ষণ না ওয়ারেন্ট বেরোচ্ছে আমরা আপনাকে নজরবন্দি করে রাখব।

বার্কার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললেন—সে আপনার যা খুশি করতে পারেন।

এতোক্ষণ আধখোলা দরোজায় দাঁড়িয়ে মিসেস ডগলাস কথাবার্তা শুনছিলেন, তিনি ঘরে ঢুকে পড়ে বললেন,—সিসিল, যথেষ্ট করেছ তুমি। শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াক যথেষ্ট করেছ।

গম্ভীরভাবে হোম্‌স্‌ বললেন—যথেষ্ট কেন, তার চেয়েও বেশি। আপনার ওপর আমার

সহানুভূতি প্রচুর আছে মিসেস ডগলাস। এবং জোর করেই অনুরোধ করি আমাদের সাধারণ বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রাখতে। স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে সবকিছু খুলে বলতে। বন্ধু ওয়াটসন মারফৎ যে সংকেত আপনি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তা অবহেলা করাই হয়তো আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু তখন আমার এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে আপনি প্রত্যক্ষভাবে এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত জানি যে তা নয়। তাই আমার একান্ত অনুরোধ আপনি মি. ডগলাসকে তাঁর কাহিনী খুলে বলতে বলুন।

হোম্‌সের কথায় মিসেস ডগলাসের গলা থেকে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এলো। হঠাৎ দেখা গেল, এক অন্ধকার কোণ থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসছে—লোকটি যেন দেয়াল ফুঁড়ে ওই অন্ধকার কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। মিসেস ডগলাসও ফিরে তাকালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দু-হাতে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলেন। সিসিল বার্কার তার প্রসারিত হাত বাড়ালেন।

যা হয়েছে এইটাই সবচেয়ে ভালো, ম্যাক, এইটিই নিশ্চয় সবচেয়ে ভালো, বললেন মিসেস ডগলাস।

শার্লক হোম্‌স্ বললেন—সত্যিই তাই, মি. ডগলাস, নিশ্চয়ই দেখবেন, এতেই ভালো হবে আপনাদের।

হোম্‌স্‌দের দিকে ফিরে যে বিমূঢ় দৃষ্টিতে ভদ্রলোক তাকালেন কেবলমাত্র অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোর মধ্যে এসে পড়লেই তেমন দৃষ্টি মানুষের চোখে ফুটে ওঠে। উল্লেখযোগ্য তার মুখ। বড় বড় ধূসর চোখ, ছোট করে ছাঁটা কড়া খোঁচা খোঁচা গোঁফ, চৌকো থুতনি, সামনের দিকে বাড়ানো, মুখের ভাবে কৌতুকের ইঙ্গিত। ভালো করে একবার সকলের দিকে তাকালেন, তারপর ওয়াটসনকে একেবারে অবাক করে দিয়ে এগিয়ে এসে তার হাতে এক বান্ডিল কাগজ দিলেন। বললেন—ড. ওয়াটসন, আপনার কথা আমি শুনেছি। আপনিই এই বান্ডিলেরই ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করবেন। আমি বাজি রেখে বলছি এমন কাহিনী এর আগে আপনার হাতে আসে নি। লিখুন নিজের মতো করে। যা কিছু ওতে আছে সব নিছক সত্য, এবং ওগুলো প্রকাশ করলে আর আপনার জনসাধারণের সহানুভূতির অভাব হবে না। দুটো দিন আমি খাঁচা বন্দি হয়ে ছিলাম। এবং যতোক্ষণ দিনের আলো পেয়েছি—অর্থাৎ ওই ইঁদুর-ফাঁদে যেটুকু দিনের আলো আসত—বসে বসে লিখেছি। স্বচ্ছন্দে ওটা প্রকাশ করতে পারেন, ও হল "ভ্যালি অব্ ফিয়ারের" কাহিনী।

ওতো হল অতীতের কথা, মি. ডগলাস—ধীরভাবে বললেন শার্লক হোম্‌স্, আপাতত আমরা বর্তমানের ঘটনা শুনতে চাই।

ডগলাস বললেন—বলছি স্যর! কথা বলতে বলতে ধূমপান করতে পারি? ধন্যবাদ মি. হোম্‌স্। যতোদূর জানি আপনি নিজেও ধূমপান করেন, সুতরাং বুঝতে পারবেন কষ্টটা—তামাক পকেটে থাকলেও পাছে ধোঁয়া দেখা যায় তাই পুরো দুটো দিন ধূমপান করতে পারি নি। অগ্নিস্থানের ওপরের তাকটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হোম্‌সের দেয়া চুরুটটা টেনে চললেন তিনি। বললেন,—আপনার কথা আমি শুনেছি মি. হোম্‌স্, কিন্তু কখনো ভাবি নি আপনার সঙ্গে দেখা হবে। তারপর ওয়াটসনের হাতের কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওগুলো শেষ করার আগেই স্বীকার করবেন, টাটকা কিছু আমি পরিবেশন করেছি।

মহাবিস্ময়ে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড নবাগতের দিকে তাকিয়ে আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন,—আরে, কিছুই তো বুঝছি না! আপনি যদি বার্লস্টোন খামারবাড়ির মি. জন ডগলাস, দু-দিন ধরে তাহলে কার মৃত্যুর তদন্ত করছি! আর কোথা থেকেই বা বেরিয়ে এলেন আপনি? বাক্স খুললেই লাফিয়ে ওঠা পুতুলের মতোই তো মেঝের তলা থেকে উঠে এসেছেন আপনি!

আঙুল তুলে ধমকের স্বরে হোম্‌স্ বললেন—আঃ ম্যাক, রাজা চার্লসের লুকিয়ে থাকার জায়গার চমৎকার বর্ণনাটা তো কিছুতেই পড়বে না—কী চমৎকার করেই না লেখা সেটা! তখনকার দিনে যাদের লুকোতে হতো, উপযুক্ত লুকিয়ে থাকার জায়গার ব্যবস্থাও তাদের জন্যে

www.pathagar.com

থাকত। এবং যে জায়গা সে জন্যে একবার ব্যবহৃত হয়েছে আবার যে তা ব্যবহৃত হতে পারে, এ কথা ভেবে আমি নিজের মনকে বুঝিয়েছি যে নিশ্চয় মি. ডগলাসকে তাঁর বাড়ির ছাদের নিচেই পাব। পরিখার জলে জামা কাপড়গুলো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম এ মৃতদেহ জন ডগলাসের হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই টানব্রিজ ওয়েলস্ থেকে আসা সাইকেল আরোহীটার, এ ছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্তই সম্ভব নয়। তখন আমার কাজ হল মি. জন ডগলাস কোথায় থাকতে পারেন তা আবিষ্কার করা। মনে হল স্ত্রীর আর বন্ধুর সাহায্যে তিনি বাড়ির মধ্যেই এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে আছেন যেখানে সেরকম ব্যবস্থা আছে, পরে সুযোগ বুঝে পালাবেন।

হোমস্‌কে সমর্থন করে মি. ডগলাস বললেন,—ঠিকই হিসেব করেছেন। আশা করেছিলাম আপনাদের বৃটিশ আইনকে ফাঁকি দিতে পারব। একেবারে শুরু থেকেই আমি বলছি না,—সে সব ঘটনা আপনারা ওই বান্ডিলেই পাবেন। দেখবেন ভারী অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার ওতে আছে। শেষপর্যন্ত ওটা এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, কিছু লোক আছে যাদের আমার ওপর আক্রোশের যথেষ্ট কারণ আছে। এবং যারা তাদের শেষ কপর্দক পর্যন্ত খরচ করতে রাজি আমার ঠিকানার বিনিময়ে। যতোদিন আমি বেঁচে আছি আর তারা বেঁচে আছে ততোদিন আমার জীবনে শান্তি নেই। শিকাগো থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায়, আবার সেখান থেকে একেবারে আমেরিকার বাইরে তারা আমায় তাড়া করে ফিরেছে। তারপর এই শান্ত জায়গায় এসে বিয়ে থা করার পর আমার মনে হয়েছে, হয়তো জীবনের শেষ বছরগুলো শান্তিতে কাটবে। আমার স্ত্রী এসব জানত না। এবং কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত সে এ ব্যাপারের বিশেষ কিছুই আন্দাজ করতে পারে নি। সে যা জানত সে বলেছে, বার্কারও, কারণ সে-রাতের ঘটনার পর সেদিন আর সব খুলে বলবার মতো সময় ছিল না। এখন অবশ্য সবকিছু জানতে পেরেছে এবং এখন দেখছি, যদি আগে বলতাম তাহলেই সু-বুদ্ধির পরিচয় দেয়া হতো। কিন্তু প্রশ্নটা ছিল বড় জটিল—বুঝলে, এই বলে তিনি মুহূর্তের জন্যে স্ত্রীর হাতে হাত দিলেন—তাই যা ভালো বুঝেছিলাম করেছিলাম।

এইসব ঘটনার আগের দিন আমি গেছিলাম ট্রানব্রিজ ওয়েলসে। হঠাৎ সেখানে পলকের জন্যে একটি লোককে রাস্তায় দেখতে পাই। পলকের জন্যে বটে, কিন্তু এসব ব্যাপারে আমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর, তাই সে যে কে সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র রইল না। শত্রুদের মধ্যে সেই-ই ছিল ভয়ঙ্কর, এতোকাল ধরে সে লেগেছিল আমার পেছনে যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো। বুঝলাম, বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, তাই বাড়ি ফিরে প্রস্তুত হয়েই রইলাম। জানতাম নিশ্চয়ই জয়ী হব—ভাগ্য ছিল আমার পক্ষে।

পরদিন সারাটাদিন খুব সাবধানে থাকলাম। ভাগ্যিস পার্কের ধারে যাই নি, নাহলে আমি কিছু করার আগেই সে আমাকে গুলি করত। সন্ধ্যেবেলায় পোলটা তোলার পর নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু ও যে বাড়িতে ঢুকে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে সে কথা ঘুণাক্ষরেও আমার মনে হয় নি। কিন্তু রাতে যখন প্রতিদিনের অভ্যাস মতো বাড়িটায় বিপদের গন্ধ পেলাম। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে বিপদ সম্বন্ধে সজাগ করে দিল। আর পরমুহূর্তেই জানালার পর্দার নিচে একটা বুট আমার চোখে পড়ল। এবং তখন চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার হাতের মোমবাতিটা নামিয়ে রেখে আমি অগ্নিস্থানের কাছে যে হাতুড়ি রেখে এসেছিলাম একলাফে গিয়ে তুলে নিলাম সেটা। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা ছোরা তার হাতে চক চক করছিল। আর আমি হাতুড়িটা সজোরে ওর ওপর বসালাম। আঘাতটা ওর শরীরের কোনো জায়গায় লেগেছিল, না হলে ছোরাটা ওর হাতে থেকে খসে পড়ত না। অত্যন্ত দ্রুত সে টেবিলটা ঘিরে আমার আঘাত এড়াতে লাগল এবং মুহূর্তপরেই কোটের ভিতর থেকে বার করল বন্দুকটা। দেখলাম গুলি করার জন্যে দ্রুত তৈরি হচ্ছে।

www.pathagar.com

কিন্তু বন্দুকের ঘোড়া টেপার আগেই আমি নলটা ধরে ফেললাম। মিনিট খানেক বা আরো একটু বেশি সময় ধরে আমাদের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল। যার হাত আলগা হবে নির্ঘাত মৃত্যু হবে তার। হাত সে আলগা করল না বটে, কিন্তু একবার নলটা উপরের দিকে উঠেছিল, বড় বেশিক্ষণ ছিল সেই অবস্থায়। হয়তো আমিই টেনে দিয়েছিলাম ঘোড়াটা কিংবা ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে আপনা থেকে গুলিটা ছুটে গেছিল, কারণ পরমুহূর্তেই দেখা গেল দুটো নলের গুলিই তার মুখে বিদ্ধ হয়েছে। আর টেড বলডুইনের মুখের অবশিষ্টের দিকে আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। ট্রানব্রিজ ওয়েলকে এবং সেই মুহূর্তে যখন সে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ে তখনো আমি ঠিক তাকে চিন্‌তে পেরেছিলাম, কিন্তু গুলি খাওয়ার পর তার যা চেহারা হল তাতে তার মায়ের পক্ষেও তাকে চিন্‌তে পারা অসম্ভব হয়ে উঠত। অনেক রুক্ষ ব্যাপারের অভিজ্ঞতা আমার কাছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দৃশ্যে আমার শরীরে গুলিয়ে উঠতে লাগল।

বার্কার যখন দৌড়তে দৌড়তে এলো তখন আমি টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে। আমার স্ত্রীরও সাড়া পেলাম। তাই দরোজায় গিয়ে বাধা দিলাম তাকে—নারীর কখনো এমন দৃশ্য দেখা উচিত নয়। বললাম—যাও এখান থেকে—এক্ষুনি আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। দু-একটা কথা বার্কারকে বললাম—এক নজর দেখেই আর ওর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। অপেক্ষা করে রইলাম বাড়ির আর সকলের জন্যে। কিন্তু যখন কারো সাড়া পেলাম না, তখন বুঝলাম তারা কেউ কোনো শব্দ পায় নি এবং এ ঘটনা আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানবে না। আর, মতলবটা সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার মাথায় খেলে গেল। লোকটার আস্তিন উঠে যাওয়ায় হাতে লজের চিহ্নটা দেখা যাচ্ছিল—এই যে, এই দেখুন।

যাঁকে আমরা জানালার ডগলাস বলে, কোট আর শার্টের হাতা গুটিয়ে একটা বাদামি বৃত্তের মাঝখানে একটা ত্রিভুজ আঁকা—ডগলাস তার হাতে দেখিয়ে দিলেন, ঠিক যেমনটি মৃতের হাতে দেখা গেছে। ওটা দেখেই মতলবটা আমার মাথায় মুহূর্তে খেলে গেল। আর ওর উচ্চতা, ওর চুল ওর গঠন প্রায় আমারই মতো। আর ওর মুখের যা অবস্থা তা দেখে কেউই বুঝতে পারবে না। ওর এই পোষাক আমি খুলে নিলাম, আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই বার্কার আর আমি আমার ড্রেসিং গাউনটা পরিয়ে দিলাম ওকে—সেই অবস্থাতেই আপনারা ওকে দেখেছেন! তারপর ওর পোষাক-টোশাক সব একটা বান্ডিল করে বাঁধলাম তারপর ভারী জিনিস বলতে যা হাতের কাছে পেলাম সেটাই সেই বান্ডিলের সঙ্গে বেঁধে, ফেলে দিলাম জানালা দিয়ে। যে কার্ডটা ও আমার মৃতদেহের ওপর রাখবে বলে এনেছিল সেটা আমি রাখলাম ওর মৃতদেহের ওপর। আমার আংটিগুলো পরিয়ে দিলাম ওকে। কিন্তু বিয়ের আংটিটার প্রশ্ন উঠতেই—এই বলে তিনি তাঁর পেশী বহুল হাতটা বাড়িয়ে দিলেন—দেখতেই পাচ্ছেন, সেটা আর সম্ভব হল না। বিয়ের পর থেকে এটা একদিনের জন্যেও খুলি নি। আর এখন যা অবস্থা তাতে না কেটে খোলা অসম্ভব। ওদিকে আমি আবার খানিক প্ল্যাস্টার এনেছিলাম, লাগলাম সেটা এই যেখানে দেখছেন। ওটা আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে মি. হোম্‌স্‌!—যদি তুলে ফেলতেন, দেখতে পেতেন কাটার কোনো চিহ্নই নেই। এই হল ঘটনা। যদি কিছুদিন লুকিয়ে তাকতে পারি আর তারপর সরে পড়ি, আমার স্পিও পরে গিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারে। তখন হয়তো আমরা শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটাতে পারব। যতোদিন আমি আছি ততোদিন শয়তানরা একটুও বিশ্রাম দেবে না আমায়, কিন্তু যদি কাগজে এই খবর পায় যে বলডুইন তার লোককে হত্যা করেছে, তখন আর কোনো ভাবনা থাকবে না। বার্কারের আর আমার স্ত্রীর কাছে এসব খুলে বলার আমি সময় পাই নি বটে, কিন্তু তবুও যেটুকু তারা বুঝেছিল তাতেই সাহায্য করতে পেরেছে আমায়। অতএব আমাকে লুকিয়ে পড়তেই হল। তা বার্কার যা করেছে তা নিশ্চয়ই আপনারা আন্দাজ করতে পেরেছেন। জানালাটা খুলে গোবরাটের ওপর জুতোর ছাপ দিয়েছে যাতে মনে হতে পারে কীভাবে খুনী পালিয়েছে। ব্যাপারটা একরকম আজগুবিই বলা যেতে পারে, কিন্তু পোলটা তোলা থাকায় আর অন্য কোনো মতলব মনে এল না। তারপর

www.pathagar.com

ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেলে তখন বার্কার খুব জোরে ঘন্টা বাজাতে শুরু করল। তারপরের ঘটনা যা যা ঘটেছে সে সব আপনারা জানেন।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে হোম্‌স্‌ বললেন—ইংল্যান্ডের আইন মূলতঃ ন্যায়ের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কী করে যে জানল যে, আপনি এখানে আছেন, কি করে বাড়ির ভিতরে ঢুকল আর জানল কোথায় লুকোলে আপনাকে পাওয়া সহজ হবে?

এ সবের কিছুই আমি বলতে পারব না।

এ কথায় হোম্‌সের মুখ সাদা হয়ে গেল, অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন—আপনি মনে করবেন না এ ব্যাপারের এখানেই উপসংহার হয়েছে। ইংল্যান্ডের আইনের চেয়েও হয়তো বেশি বিপদ এখানে এমনকি আগেকার শত্রুদের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর তারা। আপনার সামনেই মহাবিপদ, আভাস পাচ্ছি মি. ডগলাস। আমার উপদেশ, এখনো সাবধান।

আট

দ্বিতীয় পর্ব : (স্কোরার্স) লোকটা

এরপর বার্লস্টোনের খামারবাড়ি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরত্বের কুড়ি বছর আগের জন ডগলাসের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। এ এক ভয়ঙ্কর কাহিনী।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিন। মন্থর গতিতে ট্রেনটা চলেছে খাড়াই পথ বেয়ে। গিলমার্টন পর্বতমালার গিরিসংকটে তুষারের পুরু আচ্ছাদন। যাত্রীবাহী প্রধান কামরাটায় কিছুক্ষণ আগে তেলের বাতি জ্বালানো হয়েছিল। চওড়া কামরাটায় মাত্র জনা কুড়ি ত্রিশ যাত্রী। যাত্রীদের অধিকাংশই দিনমজুর। কাজের শেষে ফিরে চলেছে ঘরে, উপত্যকার নিম্নভূমিতে। তাদের মধ্যে জন বারো যে খনির কর্মী, তার বোঝা যায়, তাদের ধূলোমাখা মুখ, আর হাতের লণ্ঠন লক্ষ্য করে। এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসে তারা নিচুগলায় বাক্যালাপ করছে আর ধূমপান করছে আর মাঝে মাঝে বিপরীত দিকের লোকদুটির দিকে দৃষ্টিপাত করছে। পোষাক আর অভিজ্ঞান থেকে তাদের পুলিশ বলে চিন্‌তে অসুবিধা হয় না।

একজন তরুণ এক কোণে বসে একা চলেছে। একে নিয়েই আমাদের কাহিনী। তরুণটির গায়ের রং তাজা উচ্চতা মাঝারি, বয়স ত্রিশের খুব বেশি নয়, বড় বড় ধূসর চোখে ধূর্ততা ও কৌতুকের প্রকাশ। চশমার ভিতর দিয়ে সে যখন যাত্রীদের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে চোখে কৌতূহলের ঝিলিক খেলে যাচ্ছে। ভালো করে লক্ষ্য করলে তার শক্ত চোয়াল আর দৃঢ় সংবদ্ধ অধরোষ্ঠে গভীরতার ইঙ্গিত মেলে, এবং যে কোনো সমাজেই যে এই আইরিশ তরুণটি দাগ কাটতে সমর্থ, এ ধারণা মনে আসবে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তরুণটি তাকিয়ে ছিল। অন্ধকার নেমে আসার কিছু পরেই সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। দু-ধারে রাশি রাশি ধাতুমল আর কয়লার স্তূপ। তার মাঝে মাঝে খনির উপরিভাগ দেখা যাচ্ছে। যেখানে যেখানে গাড়ি থামছিল, প্রচুর নোংরা লোকের বাস সেসব জায়গায়।

ভার্মিসা জেলার এই লোহা আর কয়লার উপত্যকায় কাজ যেমন কঠিন তেমনি কঠিন ও বলিষ্ঠ সে কাজের মানুষ। "তরুণটি খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর পকেট থেকে বেশ একটা পুরু চিঠি বার করে পড়ছিল আর চিঠিটার ধারে ধারে কি সব লিখতে লাগল। একবার এমন একটা জিনিস সে তার কোমরের পেছন থেকে বার করে আনল যা তার মতো শান্ত স্বভাবের মানুষের কাছে আশা করা যায় না। তা হল একটা নৌ বাহিনীর রিভলভার, সবচেয়ে বড় সাইজের। আলোর দিকে কাৎ করে ধরতেই তার ওপর আলোর যে ঝিলিক পড়ল, তাতে, সেটা যে গুলিভরা তা বুঝতে অসুবিধা হল না। তাড়াতাড়ি সেটা আবার তার গুপ্ত পকেটে রেখে দিল বটে, কিন্তু জনৈক মজুরের দৃষ্টি এড়াল না। লোকটি তার পাশের বেঞ্চে বসেছিল। তার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল তরুণটির। লোকটি তার পরিচয় দিয়ে বলল—তার নাম ব্রাদার জন স্ক্যানলান, লজ ৩৪১, ভার্মিসা ভ্যালি। আর তরুণটিও নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—আমি হলাম

www.pathagar.com

জন ম্যাকমার্ডো, লজ ২৯, শিকাগো, বডিমাস্টার জে. এইচ স্কট। আমার ভাগ্য ভালো যে ইতিমধ্যেই এক ব্রাদারের দেখা পেলাম।

লোকটি বলল—তা, আমাদের মধ্যে এমন আরো অনেক আছে। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও আমাদের সমিতি এখানকার মতো জোরদার নয়। তাহলেও তোমার মতো কিছু ছেলের আমাদের দরকার বৈকি। কিন্তু তোমার মতো চালাক চতুর ছেলে, ইউনিয়নের সভ্য, শিকাগোয় কাজ পায় না, এর কারণ তো বুঝতে পারি না!

ম্যাকমার্ডো বলল—কেন, কাজ আমি প্রচুর পেয়েছিলাম।

তাহলে ছাড়লে কেন?

পুলিশদের দিকে ফিরে মাথা নাড়ল ম্যাকমার্ডো। তারপর হেসে বলল, তা কারণটা জানতে পারলে খুশিই হবে ওরা।

সহানুভূতিসূচক ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়লেন স্ক্যানলান। ফিস্ ফিস্ করে বলল—কোনো বিপদে পড়েছিলে নাকি?

হুঁ, গভীর বিপদ!

চরিত্র সংশোধনের ব্যাপার কী?

তাই, এবং সেইসঙ্গে আরও যা যা থাকে।

খুনোখুনি নয়তো?

ম্যাকমার্ডো বলল—এসব কথা বলার এখন সময় নয়। কথার ধরনে বোঝা গেল যতোটা উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ তার চেয়ে বেশিই বলে ফেলেছে। তারপর বলল—শিকাগো ছেড়ে আসার বিশেষ কারণ আমার ছিল, এটুকু জানাই ছিল তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি কে হে চাঁদু, যে এসব কথা জিজ্ঞাসা করছ? তার ধূসর চশ্‌মার আড়ালে জ্বল জ্বল করে উঠল এক আকস্মিক ও ভয়ঙ্কর ক্রোধ।

আচ্ছা তাহলে থাক সাতাৎ। রাগ করার মতো আমি কিছুই বলি নি। কারণ যাই-ই তুমি করে থাকো সেজন্যে তোমার সম্বন্ধে ওদের ধারণা কিছুমাত্র খারাপ হবে না। আপাততঃ কোথায় চলেছ?

ভার্মিসা।

তৃতীয় স্টেশন সেটা কোথায় উঠবে?

একটা খাম বার করে ম্যাকমার্ডো ঝাপসা বাতিটার কাছে ধরল। বলল—এই ঠিকানা। জেকব শ্যাফটার, শেরিডান স্ট্রিট। এ হল একটা বোর্ডিং শিকাগোর একজনের সুপারিশে আমি ওখানে যাচ্ছি।

চিনি না, ভার্মিসা আমার এলাকার বাইরে, আমি থাকি হব্‌সন্স প্যাচে—গাড়িটা পরের স্টেশনে সেখানেই থামবে। যাবার আগে একটা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি। যদি কখনো ভার্মিসায় বিপদে পড়ো সোজা ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে বস্ ম্যাগিন্টির সঙ্গে দেখা করবে। তিনিই হলেন ভার্মিস লজের বডিমাস্টার, তার ইচ্ছের বাইরে এসব এলাকায় কোনো কিছুই ঘটে না। আচ্ছা বিদায় বন্ধু।

নেমে গেল স্ক্যানলান। ম্যাকমার্ডো পুনরায় নিজের চিন্তায় ডুবে রইল। রেল লাইনের ধারে এখানে ওখানে অগ্নিকুণ্ড, সেখান থেকে আগুনের শিখা সগর্জনে অন্ধকারের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে কালো কালো মানুষ কতরকমের ভঙ্গিতে খেটে চলেছে। ফিরে তাকাল ম্যাকমার্ডো। দেখল একটি পুলিশ সরে বসে ওই আগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। উত্তরে অপর পুলিশটি বলল,—তা হয়তো ঠিকই বলেছ। ওখানকার যে কয়টা শয়তান, তাদের চেয়ে সাংঘাতিক যদি কেউ থাকে তা অবশ্য আলাদা। ম্যাকমার্ডোর দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি এ অঞ্চলে নতুন তাই না?

তাতে আপনার কী শুনি? রুক্ষ-স্বরে ম্যাকমার্ডো বলল।

www.pathagar.com

আমার আর কী, শুধু এই যে, একটু বাছাই করে বন্ধুত্ব করলে ভালো করবে। আমি হলে কখনোই একেবারে প্রথমেই মাইক স্ক্যানলান বা তার দলের কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতাম না।

আমার কে বন্ধু তা নিয়ে আপনার কী মশাই? এমন ভয়ঙ্কর স্বরে ম্যাকমার্ডো গর্জন করে উঠল যে গাড়ির যে যেখানে ছিল সবাই এই কথা কাটাকাটিতে আকৃষ্ট হল—আপনার মতামত কী জিজ্ঞাসা করেছি, নাকি মনে করছেন আপনার সাহায্য ছাড়া আমি এক পাও চলতে পারি না? যে রকম উগ্রতার সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশকে বাতিল করল, তাতে মোটামুটি ভালোমানুষ পুলিশ দুটি অত্যন্ত আশ্চর্য হল। একজন বলল—রাগ করার মতো কিছু বলি নি, বিদেশী। তুমি এ অঞ্চলে নতুন এসেছ জেনেই একটু সাবধান করে দিচ্ছিলাম তোমার ভালোর জন্যেই।

নিরুত্তাপ ক্রোধের সঙ্গে ম্যাকমার্ডো বলল—এ জায়গায় নতুন হতে পারি, কিন্তু আপনাদের জাতের কাছে নতুন নই জানবেন। আপনারা সব জায়গাতেই সমান, যখন কেউ চায় না তখন উপদেশ ঝাড়তে থাকেন।

পুলিশদের একজন দাঁত বার করে হাসল। বলে উঠল—হয়তো শিগ্গিরই তোমায় ভালো করে চিনতে পারব। আসল বাছাই করা মানুষ তুমি, যা দেখছি।

অন্য জনটি বলল—যা বলেছ, আমারও তাই মনে হয়। আশা করি আবার দেখা হবে।

ম্যাকমার্ডো বলল—মনে করবেন না আমি ভয় করি আপনাদের। আমার না ম্যাকমার্ডো, বুঝলেন। দরকার হলে আমায় পাবেন ভার্মিসার শেরিডান স্ট্রিটের জেকব শ্যাফটারের ওখানে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমার মধ্যে লুকোচুরির কিছু নেই। জেনে রাখবেন, দিনে বা রাতে যে কোনো সময়ে আপনাদের মুখোমুখি হবার হিম্মত আমার আছে।

নবাগতটির এই নির্ভীক আচরণে খনির কুলিদের মধ্যে সহানুভূতি ও প্রশংসাসূচক কথা শোনা গেল আর পুলিশ দুজন কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে আবার তাদের পুরোনো কথায় ফিরে গেল।

কয়েক মিনিট পরে ট্রেনটা স্বল্পালোকিত স্টেশনে পৌঁছে গেল। অনেকে নেমে গেল সেখানে কারণ এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় স্টেশন হল এই ভার্মিসা। চামড়ার ব্যাগটা তুলে নিয়ে ম্যাকমার্ডো অন্ধকারে বেরিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় একজন খনির মজুর তাকে বাধা দিল। বলল সত্যি সাঙাৎ, তুমিই জানো কীভাবে পুলিশের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়। চমৎকার! এসো তোমার মালটা বইতে বইতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। শ্যাফটারদের বাড়ির পাশ দিয়েই আমার পথ। অনান্য মজুররাও এককণ্ঠে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল।

পথে একটা বড় সড় সেলুন দেখিয়ে পথপ্রদর্শকটি বলল—ওই হল "ইউনিয়ন অফিস" ওখানকার কর্তা জ্যাক ম্যাগিন্টি।

ম্যাকমার্ডো জিজ্ঞাসা করল—লোকটা কেমন?

সে কি, তার কথা তুমি কখনো শোনো নি?

কই নাতো?

হায় ঈশ্বর, অদ্ভুত তো তুমি? এ অঞ্চলে 'স্কোয়ারারদের' ব্যাপারের কথা বলছি!

ও স্কোয়ারারদের কথা পড়েছি বটে শিকাগোয় থাকত। ওরা—একদল খুনী তাই না?

চুপ! চুপ! বাঁচতে চাও তো আর একটিও কথা নয়। মজুরটির ভয়ে চলা বন্ধ গেল! অবাক দৃষ্টিতে সে সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে বলল—বন্ধু, বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যদি এসব কথা বল তো তোমায় আর বেশিদিন বাঁচতে হবে না। এর থেকেও অনেক কম অপরাধে অনেক মানুষের প্রাণ গেছে।

তা ওদের সম্বন্ধে আর আমি কী জানি, যা যা পড়েছি তাই-ই বলছি।

আর তুমি যা পড়েছ তা যে ঠিক নয় তা আমি বলছি না, নার্ভাসভাবে চারদিকটা দেখে নিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে উঁকি মেরে যখন নিশ্চিত হল কেউ লক্ষ্য করছে না তখন বলল, হত্যা করাকে যদি খুন বলা যায় তাহলে এখানে হত্যাকাণ্ডের কোনো লেখাজোখা নেই। কিন্তু বাপু

www.pathagar.com

বিদেশী, তার সঙ্গে জ্যাক ম্যাগিন্টির নাম ভুলেও জড়িও না। যে কোনো কানাঘুষোর কথাও তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। এবং এসব ব্যাপারে ছেড়ে দেবার পাত্র নয় সে। আচ্ছা, ওই হল তোমার বাড়ি, ওই যেটা রাস্তার পেছনে। ওর মালিক হল জেকব শ্যাফটার। দেখবে অমন খাঁটি মানুষ এই উপনগরীতে বিরল।

ধন্যবাদ। নবপরিচিত সঙ্গীটির হাতে হাত মিলিয়ে সে থলে হাতে এগিয়ে চলল সেদিকে। বাড়িতে পৌঁছে দরজায় আঘাত করতেই সঙ্গে সঙ্গে দরোজা খুলল। যেভাবে সে অপরিচিত ম্যাকমার্ডোর দিকে তাকাল,

বিস্ময় ও অপ্রতিভতার সুষ্ঠু সংমিশ্রণ তাতে। তার বিবর্ণ মুখে রক্তের আভাস ফুটে উঠল। খোলা দরজায় দাঁড়ানো তার দিকে তাকিয়ে ম্যাকমার্ডোর মনে হল যেন ফ্রেমে আঁটা একটা ছবি, এমন অপূর্ব রূপ সে আর কখনো দেখে নি। খনির আবর্জনার মধ্যে কোনো ভায়োলেট ফুল ফুটলেও বোধহয় এতো বিস্ময়কর হত না। এতোই মুগ্ধ হয়ে গেছিল যে সে নির্বাকভাবে তাকিয়ে রইল। নীরবতা ভঙ্গ করে মেয়েটি বলল—ভেবেছিলাম বাবা বুঝি। তার কথায় সুইডিশ ভাষার টান থাকায় সুন্দর শোনাল—বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কি?—শহরে গেছেন, যে কোনো মুহূর্তে ফিরে আসবেন।

যেভাবে ম্যাকমার্ডো মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাতে প্রশংসা ফুটে উঠল স্পষ্ট।

অপ্রতিভ হয়ে চোখ নামাল মেয়েটি।

শেষপর্যন্ত ম্যাকমার্ডো বলল—না, না। তার সঙ্গে দেখা করার তাড়া নেই। এই শহরে থাকবার জন্যে এই বাড়িটার কথাই আমায় বলেছিল এবং শুনে মনে হয়েছিল ভালোই লাগব। এখন দেখছি, সত্যিই তাই।

হেসে মেয়েটি বলল—মনস্থির করতে আপনার সময় লাগে না দেখছি।

সে উত্তর করল,—নিতান্ত যে অন্ধ সে ছাড়া সকলেরই তাই মনে হবে।

প্রশংসা শুনে হেসে উঠল মেয়েটি। বলল, আসুন ভিতরে আসুন। আমি হলাম। এটি শ্যাফটার। মি. শ্যাফটারের মেয়ে। আমার মা মারা গেছেন। তাই বাড়ির দেখাশোনার কাজ আমাকেই করতে হয়। বসুন, ওখানে আগুনের কাছে। যতোক্ষণ না বাবা ফিরছেন।—ওই তো বাবা! এবার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন।

এক ভারী বয়স্ক মানুষ পথ দিয়ে এগিয়ে আসছেন। কয়েকটি কথায় ম্যাকমার্ডো তার বক্তব্য শেষ করল। মার্ফি বলে এক ব্যক্তি শিকাগোয় তাকে এই ঠিকানা দিয়েছিল। সে আবার তার এক বন্ধুর কাছে পায় ঠিকানাটা। সে আবার শুনেছিল। আরেক জনের কাছে। শ্যাফটারের কোনো আপত্তি ছিল না। এবং দেনা পাওনার ব্যাপার নিয়েও ম্যাকমার্ডো কোনোরকম আপত্তি তুলল না। শ্যাফটারের মনে হল প্রচুর টাকা লোকটির। চুক্তি হল খাওয়া থাকার বিনিময়ে সপ্তাহে ডলার অগ্রিম দিতে হবে তাকে।

বিচারের কবল থেকে পলাতক ম্যাকমার্ডো এইভাবে এখানে এসে শ্যাফটারের আশ্রয় গ্রহণ করল।

নয়

বডিমাস্টার

এমনই এক মানুষ ম্যাকমার্ডো, যে সহজেই নিজের একটা বিশেষ স্থান করে নিতে পারে। ফলে সপ্তাহ না ঘুরতেই দেখা গেল ম্যাকমার্ডো হল শ্যাফটারের ওখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানুষ সে। গৃহকর্তার মেয়ের মুখে অনেক না না শোনবার পর অবশেষে মন জয় করে নিল ট্রেনের কামরায় সেই বন্ধু এসে মনে করিয়ে দিল—দেখো ম্যাকমার্ডো তোমার ঠিকানা আমি মনে রেখেছিলাম বলেই সাহস করে এলাম দেখা করতে। আশ্চর্য হলাম জেনে যে এখনো তুমি বডিমাস্টারের সঙ্গে দেখা করো নি কেন?

www.pathagar.com

ম্যাকমার্ডো বলল—কাজের খোঁজ করতে হচ্ছিল তাই সময় পাচ্ছিলাম না।

পেতে হবে সময়, অন্য যে কোনো কাজের আগে। পাগল হলে নাকি, এখানে আসার পরের দিন সকালেই তা ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে নামটা রেজিস্ট্রি করে আসা উচিত ছিল। যদি ওর বিষ নজরে পড়ো মানে কিছুতেই সেটা হতে দেওয়া চলবে না, ব্যস্। ম্যাকমার্ডোর মুখে ঈষৎ বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল কেন, দু-বছরেরও বেশিদিন লজের সদস্য ছিলাম, কখনো তো শুনি নি যে হাজিরা দেওয়া ব্যাপারটা এমন জরুরি।

শিকাগোয় হয়তো তা নয়। কিন্তু সেই একই ব্যাপার তো এখানেও—

তাই কি? এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল স্ক্যানলান। একটা অশুভ ইঙ্গিত তার চোখে।

নয় তা?

তাই কি না, জানতে পারবে একমাসের মধ্যেই। শুনলাম আমি নেমে যাওয়ার পর একজন পাহারাওলার সঙ্গে তোমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

কী করে জানলে?

খবরটা চাউর হয়ে গেছে—এ জেলায় অমন হয়েই থাকে, সে খবর ভালোই হোক আর নাই হোক।

তা, ঠিকই শুনেছ। কুত্তাদের আমি শুনিয়ে দিয়েছি তাদের আমি কি মনে করি!

বটে, তবে তো তুমি ম্যাগিন্টির ঠিক মনের মতো মানুষ হবে দেখছি!

বল কী, সেও কি পুলিশকে ঘৃণা করে নাকি?

হাসিতে ফেটে পড়ল স্ক্যানলান। বলল,—যাও হে যাও, দেখা করো তার সঙ্গে। যদি না যাও তো পুলিশকে নয়, তোমাকেই ঘৃণা করবে সে। বন্ধুর উপদেশটা শোনো, যাও এক্ষুনি। বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

ঘটনাচক্রে সেদিনই সন্ধ্যেবেলা ম্যাকমার্ডোর ওদিকে একটা জরুরি কাজ ছিল। হয়তো এটি মেয়েটির ওপর তার নজর একটু বেশি মাত্রায় পড়েছিল কিংবা হয়তো সুইডেন দেশীয় গৃতকর্তার মন্থর মগজে ব্যাপারটা প্রবেশ করতে সময় লাগছিল, কারণটা যাই হোক গৃহকর্তা হাতছানি দিয়ে তার নিজস্ব ঘরে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কোনোরকমের ভূমিকা না করেই শুরু করলেন—মনে হচ্ছে আপনি আমার মেয়ে এটির দিকে ঝুঁকেছেন? সত্যিই কি তাই, না কি আমার ভুল হয়েছে?

হ্যাঁ, সত্যিই।

তা বলে দিচ্ছি আপনাকে, কোনো লাভ নেই তাতে। আপনি আসার আগেই আর একজনের—

হ্যাঁ, সে কথাও ও আমায় বলেছে।

জেনে রাখুন তাহলে, ঠিকই সে বলেছে। কে সে তাও কি বলেছে?

না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই বলল না।

হুঁ, বেচারা! পাছে ভয় পান সেজন্যেই বলে নি হয়তো!

ভয়! সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকমার্ডো একেবারে আগুন!

হ্যাঁ বন্ধু, তাই। তাকে ভয় করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। সে হল টেডি বলডুইন।

সে আবার কে?

স্কোয়ারারদের একজন, হোমরা চোমরা সে!

স্কোয়ারারদের? তাদের কথা তো শুনেছি। এখানে, ওখানে, সব জায়গাতেই তাদের কথা শুনেছি, চুপি চুপি, আর কানাঘুষোয়। তা, ভয়টা কিসের? কারা তারা?

সঙ্গে সঙ্গে শ্যাফটারের গলার সুর নেমে গেল—এই সাংঘাতিক দলের কথা উঠল সর্বত্রই যেমনটি হয়। বললেন, স্কোরাররা হল, এনশেন্ট অর্ডার আর ফ্রি-মেন।

www.pathagar.com

অবাক চোখে তাকাল সে। বলল—তাই নাকি? তা, আমি নিজেও তো ওই দলের সভ্য।

সে কি, আপনি? একথা জানলে কখনোই আমি আপনাকে আমার এখানে থাকতে দিতাম না—সপ্তাহে একশো ডলার করে দিলেও না!

কেন, কী দোষ তাদের? ওটা তো একটা দাতব্য সহৃদয়তার প্রতিষ্ঠান। তাই-ই তো লেখা আছে নিয়মাবলিতে।

কোথাও কোথাও হয়তো তাই, কিন্তু এখানে মোটেই তা নয় বুঝলেন?

কী তাহলে এখানে?

এখানে এটা একটা নরহত্যার সমিতি, তাছাড়া আর কিছুই নয়।

অবিশ্বাসের হাসি হাসল ম্যাকমার্ডো। বলল, কী করে প্রমাণ করবেন?

প্রমাণ? গোটা পঞ্চাশেক হলেও কি যথেষ্ট হয় না? কী হয়েছে মিলম্যান আর ভ্যান শর্স্টের নিকলসন পরিবারের, বুড়ো হায়ামের আর ছোট ছেলে বিলি জেমসের, আর আরো অনেকের? প্রমাণের কথা বলছেন? ওই উপত্যকায় এমন কে আছে যে এ না জানে? আন্তরিকতার সঙ্গে ম্যাকমার্ডো বলল—দেখুন এই যে কথাগুলো বললেন, হয় আপনি ফিরিয়ে নিন কথা, না হয় তো প্রমাণ করুন। না হলে আমি এ ঘর থেকে নড়ছি না। মনে করুন আপনি আমার জায়গায় আছেন। এ শহরে আমি নতুন এবং এমন এক সমিতির আমি সভ্য যা সম্পূর্ণ নির্দোষ। সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এর শাখা, কিন্তু সব জায়গাতেই এর খুব সুখ্যাতি। আর এখন যখন আমি এখানকার এই শাখায় যোগ দিতে চলেছি, আপনি বলছেন এও যা, খুনে দল স্কোরারররাও তাই। হয় আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, নয়তো প্রমাণ করবেন, মি. শ্যাফটার।

দেখুন সারা পৃথিবী যা জানে সে কথাই আমি আপনাকে বলছি। এই দুই দলের একটার যারা মাতব্বর, অপরটারও তারাই। একটাকে চটালে অপরটা তার প্রতিশোধ নেবে। এর প্রমাণ আমরা অসংখ্যবার পেয়েছি।

ও সব নিছক গুজব—আমি চাই প্রমাণ! কিছুদিন থাকলে আপনি প্রমাণ নিজে থেকেই পাবেন। কিন্তু আমি ভুলে যাচ্ছি যে আপনি নিজেও ওই দলেরই। কিছুদিনের মধ্যে আপনিও ঠিক ওদেরই মতো হয়ে পড়বেন। তাই বলছি, আপনি অন্য জায়গায় দেখুন, আপনাকে রাখতে পারব না এখানে। ওদেরই একজন এসে আমার মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইবে অথচ আমি তাকে সাহস করে তাড়িয়ে দিতে পারব না,—এর ওপর আর একজন এসে আমার এখানে থাকবে? না মশাই, কাল থেকে আপনি অন্য কোথাও রাত কাটাবেন। ম্যাকমার্ডো দেখল দু-জায়গা থেকেই সে নির্বাসিত হয়ে চলেছে, আরামের আশ্রয় থেকে, আর তার প্রেমাস্পদের কাছ থেকে। সেদিনই সন্ধ্যায় তার 'এটির' সঙ্গে বসবার ঘরে দেখা। তার সমস্ত দুঃখের কথা এটিকে শোনাল। বলল, দেখতেই পাচ্ছি তোমার বাবা আমাকে নোটিশ দিতে চলেছেন। একটুও গ্রাহ্য করতাম না যদি কেবল এখান থেকেই চলে যেতে হত, কিন্তু এটি, মাত্র এক সপ্তাহের পরিচয় হলেও তুমি একেবারে আমার প্রাণের নিশ্বাসে পরিণত হয়েছ। তোমায় ছেড়ে তো আমি থাকতে পারব না।

চুপ, চুপ ম্যাকমোর্ডো, অমন কথা বল না! বলি নি তোমায় এখন আর সময় নেই। তোমার আগে সে এসেছে, এবং যদিও আমি তাকে এক্ষুনি কথা দিই নি, কিন্তু আর কিছু না হোক অন্য কাউকে তো কথা দিতে পারবই না।

আচ্ছা, এটি, আমিই যদি আগে হতাম, সে সুযোগ কী পেতাম আমি?

দু-হাতে মুখ ঢাকল মেয়েটি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল,—হায় ঈশ্বর, যদি তাই আসতে তুমি!

মুহূর্ত মধ্যে ম্যাকমার্ডো হাঁটু গেড়ে বসল তার সামনে বলল আচ্ছা এটি, ব্যাপারটা তাহলে যেমন আছে, তেমনই থাকুক আপাতত। তোমার আর আমার দু-জনের জীবনই কি তুমি নষ্ট করবে, কেবল একটা কথার জন্যে? প্রাণের যা বাসনা সেই মতো চল তুমি। যে কোনো কথার চেয়ে প্রাণের বাসনার স্থান উপরে।

www.pathagar.com

বলিষ্ঠ বাদামি দু-হাতে সে এটির সাদা হাত দুটো ধরে ছিল। বলল—বল, তুমি আমার হবে, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ওর সম্মুখীন হতে পারব।

অ্যাঁ, এখানে থেকে?

হ্যাঁ, এখানে থেকেই?

না, না জ্যাক, তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে এটি বলল—এখানে থেকে তা হতে পারে না। আমায় তুমি নিয়ে যেতে পারো না এখান থেকে?

ম্যাকমার্ডোর মুখে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের ছায়া পলকের জন্যে খেলে গেল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে মুখ হয়ে উঠল পাথরের মতো শক্ত। বলল সে, উঁহু, এই এখানে থেকেই—সারা পৃথিবী বিরুদ্ধে গেলেও!

কেন, এখান থেকে চলে যেতে তোমার আপত্তি কিসের? না এটি, এখান থেকে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু কেন নয়?

কারণ, যখন মনে হবে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, জীবনে আর কখনো আমি মাথা তুলতে পারব না। তাছাড়া ভয়ের কী আছে। আমরা যদি পরস্পরকে ভালোবাসি কার তাতে বাধা দেওয়ার সাহস হবে?

জানো না তুমি জ্যাক, জানো না। এই বলডুইনকে চেনো না তুমি, চেনো না ম্যাগিন্টিকে আর তার স্কোরারদের? জ্যাক, যদি তুমি নিয়ে পালিয়ে যাও তাহলে আমার বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, এদের আওতা থেকে চিরকালের জন্যে মুক্ত হতে পারি।

আবার অন্তর্দ্বন্দ্বের ছায়া ম্যাকমার্ডোর মুখে দেখা দিল, আর তারপরেই আবার সে মুখ পাথরের মতো হয়ে উঠল। বলল, কোনো ক্ষতি তোমার হবে না, তোমার বাবারও নয়। আর, খারাপ লোকের কথা বলছ, দেখবে ওদের মধ্যে সবচেয়ে যে খারাপ সেও আমার তুলনায় কিছুই নয়।

না—না, জ্যাক, যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমি বিশ্বাস করব তোমাকে।

তিক্ত হাসি হেসে ম্যাকমার্ডো বলল—আমার কতটুকুই বা জানো তুমি! তুমি নিষ্পাপ! আমার মনের মধ্যে কি চলছে তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না।

আরে—কে এলো যেনো!

হঠাৎ খুলে গেল দরোজাটা। হেলতে দুলতে, নবাবি চালে এমনভাবে এক যুবক প্রবেশ করল, যেন বাড়ির মনিব—সুপুরুষ, অত্যন্ত সপ্রতিভ। কতকটা ম্যাকমার্ডোর মতো আকৃতির এবং বয়সের। চওড়া কালো টুপিটা সে খোলে নি মাথা থেকে। সেই হ্যাটের নিচে সুন্দর মুখে তীব্র প্রভুত্বব্যঞ্জক দুই চোখ, বাজপাখির মতো বাঁকানো নাক। ভয়ংকর দৃষ্টিতে সে তাকাল অগ্নিস্থানের কাছে বসে থাকা ওদের দু-জনের দিকে।

অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে এবং ভয় পেয়ে মেয়েটি এক লাফে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল,—খুশি হলাম আপনাকে দেখে মি. বলডুইন। সময়ের একটু আগেই এসে গেছেন দেখছি। আসুন, বসুন না।

কোমরে হাত রেখে বলডুইন তাচ্ছিল্যের স্বরে ম্যাকমার্ডোর দিকে তাকিয়ে বলল—এটা আবার কে?

আমার এক বন্ধু, মি. বলডুইন,—এক নতুন বোর্ডার আমাদের।

বলডুইন বলল—জেনে রাখুন আমার কাছ থেকে—মিস্ এটি আমার। আর এও জেনে রাখুন, সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যেটা, বেড়াবার পক্ষে ভারি চমৎকার।

ধন্যবাদ, আমার ঠিক এখনই বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

ও করছে না বুঝি? লোকটার বর্বর, হিংস্র দু-চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠল, তবে বুঝি লড়তে ইচ্ছে করছে, মি. বোর্ডার?

www.pathagar.com

তা করছে বটে। একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে ম্যাকমার্ডো বলে উঠল, ভারি চমৎকার প্রস্তাবটা!

ঈশ্বরের দোহাই, জ্যাক, জ্যাক, তোমায় ও খুন করবে।

বটে! একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে বলডুইন বলে উঠল—বটে! অতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছ তাহলে?

আহা টেড, অবুঝ হয়ো না, দয়া কর আমায়—যদি কখনো আমায় ভালোবেসে থাকো, ক্ষমা করো, মহত্ত্ব দেখাও তুমি!

আমার মনে হয় এটি, সহজেই নিষ্পত্তি হয় যদি ব্যাপারটাকে ছেড়ে দাও আমাদের দু-জনের হাতে। ধীরভাবে বলল ম্যাকমার্ডো—না কি, মি. বলডুইন রাস্তার মোড়ে গিয়ে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন একটু? সুন্দর এই সন্ধ্যেটা, আর ওদিকে কয়েকটা বাড়ির ওপরে দিব্যি খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে।

বলডুইন বলল—তোমার সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে আমায় হাত নোংরা করতে হবে না।

ম্যাকমার্ডো বলল—কেন, এখনই তো বেশ সময়, এমনটি হয়তো আর পাবে না।

আমার সময়ে সে আমিই ঠিক করব, তা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। এই যে, দেখছ? এই বলে সে আস্তিন গুটিয়ে একটা অদ্ভুত চিহ্ন ওকে দেখিয়ে দিল। মনে হল চিহ্নটা আঁকা হয়েছে ওখানে। একটা বৃত্ত, তার মাঝখানে একটা ত্রিভুজ। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে সে গোড়ালি ভর করে ঘুরে মুহূর্ত মধ্যে বেরিয়ে গেল, দরোজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে।

ম্যাকমার্ডো আর সুন্দরী এটি কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই মেয়েটি দু-হাতে জড়িয়ে ধরল ম্যাকমার্ডোকে। বলে উঠল, জ্যাক, জ্যাক, কী দারুণ সাহস তোমার! কিন্তু আর কোনো উপায় নেই, পালাও, পালিয়ে যাও তুমি! আজই, আজই রাতে। তা ছাড়া আর কোনো উপায় তোমার নেই! ওর মতো দশ বারো জন লোকের বিরুদ্ধে তোমার জারি জুরি খাটবে না। বডিমাস্টার ম্যাগিন্টি আর লজের সমস্ত শক্তি ওর পক্ষে।

এটিকে আদর করতে করতে ম্যাকমার্ডো বলল—আরে, আমার জন্যে কোনো ভয় বা কোনোরকম দুর্ভাবনা রেখো না। আমি নিজে এক মুক্ত পুরুষ—ফ্রিম্যান। কথাটা বলবে তোমার বাবাকে। আমি কোনো সাধুসন্ত নই।

এটি বলল—আচ্ছা জ্যাক, ফ্রিম্যান যখন, তখন কেন তুমি গিয়ে বস্ ম্যাগিন্টির সঙ্গে দেখা করছ না? যাও জ্যাক, যাও তাড়াতাড়ি যাও। আগে থেকেই তোমার কথা বল গিয়ে তাকে, নতুবা এই কুত্তার দল নির্ঘাত তোমার পিছু নেবে!

ম্যাকমার্ডো বলল—ঠিক সেই কথাই আমিও ভাবছিলাম। এক্ষুনি গিয়ে ঠিক করে ফেলছি। তোমার বাবাকে বল, আজ রাতটা আমি এখানে থাকব, তারপর সকালে অন্য একটা জায়গা দেখে নিলেই হবে।

ম্যাগিন্টির পানাগারের ভীড় এগিয়ে, সেলুনের দরোজা ঠেলে ম্যাকমার্ডো ভিতরে ঢুকে দেখল—ঘরের আবহাওয়া তামাকের ধোঁয়ায় আর মদের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল আলোয় ঝলসানো সে ঘর আলোকিত, দেয়ালে বিরাট বিরাট গিল্টির কাজ করা আয়নায় সে আলো প্রতিফলিত। পরিবেশকরা পানীয় মিশ্রনের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত—পেতলে মোড়া কাউন্টারে ভীড় করা খরিদ্দারদের নিয়ে। অনেকটা দূরে বারে হেলান দিয়ে আর একটু চুরুট মুখের এক কোণে বাঁকাভাবে লাগিয়ে যে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ভারি লোকটি দাঁড়িয়ে, সেই হল সুবিখ্যাত ম্যাগিন্টি।

বিরাটদেহী সে, কেশরের মতো কালো কালো দাড়ি, গালের হাড় অবধি, কাকপক্ষ চুল, জামার কলার পর্যন্ত নেমে এসেছে। গায়ের রং ময়লা, ইতালীয়দের মতো, চোখ কুচকুচে কালো তার ওপর ঈষৎ ট্যারা হওয়ায় তাকে আরো ভয়াবহ দেখাচ্ছে। এটুকু বাদ দিলে লোকটির আর সমস্ত কিছুই—তার অভিজাতপূর্ণ সুষম দেহ, সুন্দর আকৃতি, প্রাণখোলা আচরণ,

www.pathagar.com

সে সবই তার ছদ্ম-আমুদে স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মনে হবে সে স্পষ্টবাদী ও সৎ এবং কথাবার্তায় রুক্ষ হলেও অন্তঃকরণে উদার। শুধু তার মরা কালো গভীর নির্মম দৃষ্টি কারো ওপর পড়লে সে বাধ্য হয় কুঁকড়ে যেতে—মনে হয় সে যেন এমন এক ব্যক্তির সম্মুখীন হয়েছে যার দিক থেকে অনিষ্টের অঙ্কের সম্ভাবনা, যে প্রচণ্ড শক্তি আর সাহস আর শয়তানি তার অন্তরালে আছে তাতে তার ভয়াবহতা হয়ে ওঠে সহস্রগুণ বেশি।

লোকটিকে ভালো করে দেখে নিয়ে ম্যাকমার্ডো তার স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়াভাবে পথ করে এগিয়ে চলল তার দিকে। কয়েকজন চাটুকার শক্তিশালী মনিবটিকে ঘিরে খোসামোদে ব্যস্ত ছিল।

তাকে দেখে ম্যাগিন্টি প্রশ্ন করল—কে তুমি যুবক! তোমায় তো দেখেছি বলে মনে পড়ে না!

নতুন এসেছি, মি. ম্যাগিন্টি!

এমন নতুন নিশ্চয়ই নয় যে এক ভদ্রলোককে তার উপযুক্ত উপাধীতে সম্বোধন করতে পারো না?

দলের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল—উনি হলেন কাউন্সিলর ম্যাগিন্টি, বুঝলে?

ও, আমি দুঃখিত, কাউন্সিলর, এখানকার আদবকায়দা আমার জানা নেই। মানে, আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছিল।

তা, বেশ, দেখলে। কী মনে হচ্ছে এখন?

এরই মধ্যে বলা কঠিন। তবে, যদি আপনার হৃদয় আপনার শরীরের মতোই প্রশস্ত হয়, আর মনটা মুখের মতোই সুন্দর হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আর কোনো কিছুরই অভাব থাকে না—ম্যাকমার্ডো বলল।

আরে, তোমার কথায় আয়ার্ল্যান্ডের টান দেখছি, আর কিছু না হোক। বলল—তা আমার চেহারাটা চলনসই বলে মনে করছ তো?

নিশ্চয়ই!

আর তোমাকে বলা হয়েছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে?

হ্যাঁ।

কে বলেছিল?

ভার্মিসার লজ ৩৪১-এর ব্রাদার স্ক্যানলান।

আপনার স্বাস্থ্যের আর ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের কামনায় পান করছি কাউন্সিলার। যে গ্লাসে পানীয় দেওয়া হয়েছিল সেটা তুলে ধরে, কড়ে আঙুলটা উঁচু করে তাতে ম্যাকমার্ডো চুমুক দিল।

তীক্ষ্ণ চোখে ম্যাগিন্টি লক্ষ্য করছিল তাকে। ঘন কালো ভ্রু-জোড়া তুলে বলল—বটে, বটে, তাই নাকি? কিন্তু তার আগে আমায় একটু ভালো করে দেখতে হবে যে, মি.—

—ম্যাকমার্ডো।

—আর একটু ভালো করে দেখতে হবে মি. ম্যাকমার্ডো। কারণ এ অঞ্চলে আমরা সহজে লোকজনকে বিশ্বাস করি না। কারো সুপারিশ থাকলেও না। এসো একটু এখানে, এ বারের পেছনটায়।

একটা ছোট ঘর সেটা, অনেকগুলো পিপের সার সেখানে দরোজাটা ম্যাগিন্টি সাবধানে বন্ধ করল—আর বসল একটা পিপের ওপরে, চিন্তাগ্রস্তভাবে চুরুটে দাঁত বসাতে বসাতে আর অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে সঙ্গীটিকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ম্যাগিন্টি একটা কুৎসিৎ দর্শন রিভলভার বার করে বলল—দেখো হে মজার মানুষ। যদি বুঝি তুমি কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করছ, তোমায় খতম করে দেব মুহূর্তেই।

খানিকটা আত্মসম্ভ্রমের সঙ্গে ম্যাকমার্ডো বলল—এ তো এক অদ্ভুত অভ্যর্থনা! ফ্রি-ম্যানের বডিমাস্টারের পক্ষে এক আগন্তুক ভাইয়ের প্রতি তো ভারী অদ্ভুত অভ্যর্থনা এ!

www.pathagar.com

ম্যাগিন্টি বলল—আরে সেইটিই তো প্রমাণ করতে হবে তোমাকে। আর যদি তা না পারো তো স্বয়ং ঈশ্বরও তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না। কোথায় ভর্তি হয়েছিলে তুমি?

লজ ২৯, শিকাগো।

কোন তারিখে?

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন।

বডিমাস্টারের নাম কী?

জেমস্ এইচ স্কট।

জেলার শাসনকর্তা কে?

বার্থলোমিউ উইলসন।

পরীক্ষায় তো দিব্যি গড় গড় করে উত্তর দিয়ে চলেছ। কী করছ এখানে?

কাজ করছি—আপনারই মতো, কেবল মাইনে অনেক কম যা।

বেশ চটপট কথার উত্তর দিতে পারো, তাই না?

তা বটে কথা বলতে আমার বিশেষ সময় লাগে না।

কাজের ব্যাপারেও চটপটে তো?

আমায় যারা সবচেয়ে ভালো করে চিনত, তাদের মধ্যে সেই খ্যাতিই তো আছে।

বেশ পরীক্ষা করেই দেখা যাবে। এবং সে পরীক্ষা হবে, হয়তো তুমি যখন ভাবছ তার অনেক আগে। লজের কথা শুনেছ এখানে?

শুনেছি মানুষকে এখানে ভাই বলে গ্রহণ করা হয়।

তোমার ব্যাপারে কথাটা সত্যি। শিকাগো ছেড়ে এলে কেন?

সে আমি কিছুতেই বলতে পারব না।

চোখ খুলে তাকাল ম্যাগিন্টি। এ ধরনের কথায় অভ্যস্ত নয় সে, তাই মজা পেল। বলল—কেন, বলতে পারবে না?

কারণ কোনো ভাইয়ের, ভাইয়ের কাছে মিথ্যা বলা উচিত নয়।

সত্যটা এতই খারাপ যে বলা যায় না?

তা আপনি ইচ্ছে করলে তেমনটি মনে করতে পারেন? দেখো, বডিমাস্টার হিসেবে নিশ্চয় তুমি আশা করবে না এমন একজনকে আমি লজের সভ্য করে নেব যার অতীত আমার অজানা?

এ কথায় দ্বিধায় পড়ল ম্যাকমার্ডো। তারপর ভিতরের একটা পকেট থেকে একটা জীর্ণ খবরের কাগজের টুকরো বার করল সে। বলল—এই দেখুন, ফাঁস করে দেবেন না তো?

অসহ্য উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল ম্যাগিন্টি। বলল, আর একবার অমন কথা আমার সামনে উচ্চারণ করলে এক চড়ে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব!

নম্রভাবে ম্যাকমার্ডো বলল—ঠিকই বলেছেন, কাউন্সিলর, আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। কথাটা না ভেবেই বলে ফেলেছি। জানি অমন কোনো ভয় আপনার তরফ থেকে থাকতে পারে না। এই দেখুন খবরের কাগজের কাটা টুকরো।

কাগজটা একনজরে ম্যাগিন্টি দেখে নিল। জোনাস পিন্টো নামে একজনকে গুলি করে মারার খবর সেটা। ঘটেছিল ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের নববর্ষের সপ্তাহে, শিকাগোর মার্কেট স্ট্রিটের লেক সেলুনে।

তোমার কাজ এ? কাগজটু ফেরৎ দিয়ে ম্যাগিন্টি প্রশ্ন করল। কেন গুলি করেছিলে?

ঘাড় নেড়ে ম্যাকমার্ডো বলল—স্যাম খুড়োকে ডলার তৈরির কাজে সাহায্য করেছিলাম। হয়তো আমার ডলারগুলো তার মতো অতো ভালো হয় নি, কিন্তু তাহলেও দেখতে হয়েছিলে একই রকমের, আর তৈরি করতে খরচও হয়েছিল কম। এই পিন্টো লোকটি এই মালটা সরাবার ব্যাপারে সাহায্য—

কী ব্যাপারে?

www.pathagar.com

মানে বাজারে চালু করার ব্যাপারে আর কী। তারপরে সে বলে ফাঁসিয়ে দেবে। হয়তো ফাঁসিয়েও দিত। সে খবর নেবার জন্যে দেরি করি নি। ওকে গুলি করেই আমি চলে আসি এই কয়লার এলাকায়।

এতো দেশ থাকতে এই কয়লার এলাকায় কেন?

কারণ, কাগজে পড়েছিলাম এদিকে ওদের অতোটা কড়াকড়ি নেই।

ম্যাগিন্টি হেসে ফেলল। বলল, তাহলে প্রথমে তুমি ছিলে জালিয়াত, তারপর খুনী। আর তারপর তুমি এ অঞ্চলে এসেছ এই ভেবে যে তোমায় আমরা আদর করে নেব!

কতকটা সেই রকমই বটে।

হুঁ, মনে হচ্ছে তোমার অনেক উন্নতি হবে। তা সেই ডলার তুমি এখনো তৈরি করতে পারো?

পকেট থেকে গোটা দুয়েক ডলার বার করে সে বলল—এগুলো ফিলাডিলফিয়ার টাঁকশাল থেকে বেরোয় নি।

বল কী! গরিলার মতো লোমশ, বিশাল হাতে সেগুলো নিয়ে আলোর কাছে ধরে ম্যাগিন্টি বলল—আরে, কোনো তফাৎই তো চোখে পড়ছে না! দেখছি খুব কাজে আসবে তুমি, ব্রাদার! তা দু-একজন খারাপ লোক দলে তাকলে কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ এমন সময় আসে যখন আমাদের নিজস্ব ভূমিকায় নামতে হয়। যারা আমাদের চেপে রাখছে যদি তাদের ঠেলে রাখতে না পারি তো আমাদের একেবারে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে হবে।

তা, সে ব্যাপারে আর সকলের সঙ্গে আমিও অংশ নেব বৈকি।

তোমার স্নায়ু বেশ শক্তই আছে দেখছি, রিভালভারটা তোমার দিকে তুলতে তুমি একটুও কুঁকড়ে যাও নি।

কেন কুঁকড়াব? আমি তো বিপদে পড়ি নি।

তাহলে কে বিপদে পড়েছিল?

আপনি কাউন্সিলর! জ্যাকেটের একটা পাশের পকেট থেকে একটা ঘোড়া তোলা পিস্তল বার করে ম্যাকমার্ডো বলল—সমস্তক্ষণই আমি আপনাকে এর আওতায় রেখেছিলাম। আমার ধারণা আপনার থেকে আমার গুলি করতে সময় বেশি লাগত না!

বল কী! সঙ্গে সঙ্গে একেবারে লাল হয়ে গেল ম্যাগিন্টি, আর তার পরই প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। বলল—তোমার মতো এমন ছেলে কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের হাতে আসে নি। লজ তো তোমায় নিয়ে গর্ববোধ করবে মনে হচ্ছে!...ধ্যেৎ তেরি! কী চাও? পাঁচ মিনিটের জন্যেও কি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারব না, অমন এসে ঢুকবে?

লজ্জা পেল পরিবেশকটি। বলল—আমি দুঃখিত কাউন্সিলর, টেড বলডুইন এসেছেন, বলছেন এক্ষুনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বলতে না বলতেই বলডুইন হুড়মুড় করে পরিবেশকটিকে সরিয়ে ভিতরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিল।

ম্যাকমার্ডোর দিকে ক্রোধের স্বরে তাকিয়ে সে বলল—এই লোকটা সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বলব কাউন্সিলর।

বেশ তো যা বলবে এখনই বলে ফেল, আমার সামনে—ম্যাকমার্ডো বলল।

সে আমি যখন সময় হবে বলব, যেভাবে ইচ্ছে বলব।

উহুঁ, উহুঁ, পিপের ওপর থেকে উঠতে উঠতে ম্যাগিন্টি বলল—এ চলবে না। এসো, হাতে হাত মেলাও, মিটিয়ে ফেল সব।

না কখনো না। মহাক্রোধে বলডুইন বলল।

ম্যাকমার্ডো বলল—ও যদি মনে করে আমি ওর ওপর অন্যায় করেছি তাহলে আমি লড়তে রাজি আছি। ঘুঁসির লড়াই—আর তাতে ও রাজি না হলে যেভাবে ওঁর খুশি ও লড়তে পারে।

www.pathagar.com

এবার, কাউন্সিলর, বডিমাস্টার হিসেবে আপনি বিচার করুন।

ব্যাপারটা কী? ম্যাগিন্টি বলল।

এক তরুণী। ইচ্ছে মতোই তাঁর পছন্দ করার অধিকার আছে!

বটে, আছে নাকি? চিৎকার করে উঠল বলডুইন।

কাউন্সিলর বলল—লজ এর দুই-ভাইয়ের মধ্যে আমি বলব হ্যাঁ, আছে।

বটে, এই হল আপনার বিচার?

হ্যাঁ, টেড বলডুইন শয়তানি মাখা চোখ তার দিকে তাকিয়ে ম্যাগিন্টি বলল—তুমি কি আপত্তি করবে তাতে?

পাঁচ বছর ধরে যে আপনার সঙ্গে রয়েছে তাকে না দিয়ে জীবনে যাকে দেখেন নি এমন একজনকে দিতে চান আপনি। মনে রাখবেন জ্যাক ম্যাগিন্টি, সারা জীবনের জন্যে আপনি বডিমাস্টার নন। ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, আবার যখন ভোট নেওয়া হবে—

বাঘের মতো কাউন্সিলর লাফিয়ে পড়ল তার ওপর, দু-হাতে তার ঘাড় চেপে ধরে একটা পিপের ওপর ছিট্‌কে ফেলল। উন্মত্ত আক্রোশে হয়তো মেরেই ফেলত তাঁকে, যদি না ম্যাকমার্ডো বাধা দিত। বলে উঠল—না-না কাউন্সিলর, সহজভাবে নিন ব্যাপারটা।

ছেড়ে দিল ম্যাগিন্টি। বলডুইন তখনো খাবি খাচ্ছিল। তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। যে পিপেটার ওপর সে পড়েছিল, সেটার ওপরেই সে বসল।

ম্যাগিন্টি ক্রোধে বলল—এমন একটা জিনিস তোমার বেশ কিছুদিন ধরে পাওনা হয়ে উঠেছিল বলডুইন! হয়তো ভাবছ, আমি ভোটে হেরে গেলেই তুমি বডিমাস্টার হবে। কিন্তু সেটাত লজ বুঝবে। তবে, যতদিন আমি আছি কাউকে আমার কথার ওপর কথা বলতে বা আমার আদেশ অমান্য করতে দেব না।

আপনার বিরুদ্ধে তো আমি কিছু বলছি না!

গলায় হাত বুলাতে বুলাতে বলডুইন বলে উঠল।

আচ্ছা বেশ। মুহূর্তের মধ্যে আবার প্রাণখোলা আমুদে ভঙ্গীতে ফিরে এসে ম্যাগিন্টি বলল—ব্যস্ ও ব্যাপারটা চুকে গেল, আবার আমরা বন্ধু। তাক থেকে একটা বড় গ্লাসে ঢেলে তিনভাগ করে নাও। এসো, লজের এই ঝগড়ার নামে আমরা পান করি। ব্যাস্, এরপর আর আমাদের মধ্যে কোনো শত্রুতা রইল না। আচ্ছা, পরম প্রিয় বলডুইন, কি বল?

গ্লাসখালি করল ওরা। তারপর হাতে হাত মেলাল ম্যাকমার্ডো আর বলডুইন।

দুজনের কাঁধে হাত চাবড়ে ম্যাগিন্টি বলল—যত ঝঞ্ঝাট এই মেয়েদেরই নিয়ে! একটি মেয়ে কিনা আমাদের দুই ব্রাদারের মধ্যে এসে বিরোধ সৃষ্টি করবে। এসব হল শয়তানের কীর্তি। যাইহোক এ ব্যাপারটার মীমাংসা করবে মেয়েটিই—এটা বডিমাস্টারের আওতায় পড়ে না। ব্রাদার ম্যাকমার্ডো, তোমায় এখন লজ ৩৪১-এর সভ্য হতে হবে। এ বিষয়ে কাল আমাদের রাতের সভায় এসো। এলে আমরা তোমায় চিরকালের জন্যে ভার্মিসা উপত্যকার ফ্রি-ম্যান করে নেব।

লজ ৩৪১, ভার্মিস—যে সন্ধ্যায় এইসব উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটে তার পরের দিন ম্যাকমার্ডো, বুড়ো জেবক শ্যাফটারের ওখান থেকে শহরের অপর প্রান্তে বিধবা ম্যাকনমারার ওখানে এসে ঘর ভাড়া করল। ট্রেনে আলাপ হওয়া বন্ধু স্কানলানকে কিছুদিনের মধ্যেই কাজের জন্যে ভার্মিসায় আসতে হয়, একই বাড়িতে রয়ে গেল দুজনে। বাড়িতে আর কোনো বোর্ডার ছিল না। ফলে তারা স্বাধীনভাবেই কথা বলত। গৃহকর্ত্রী আয়ারল্যান্ডের লোক, ওদের কোনো ব্যাপারেই থাকত না।

এটির ওখানে গিয়ে ম্যাকমার্ডো মাঝে মাঝে খাওয়া দাওয়া করে আসত। শ্যাফটারও অনেকটা নরম হয়ে এসেছিলেন, তখন বিশেষ কোনো আপত্তি করত না। দিন দিন এটি এবং ম্যাকমার্ডোর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকল।

www.pathagar.com

একজন পুলিশ তার পিছু নিয়েছিল, ফলে তার ক্ষতির চেয়ে লাভই হয়েছিল। শিকাগো সেন্ট্রালের মি. মার্ভিন তাকে ম্যাগিন্টির এক সরগরম আড্ডায় দেখা পেয়ে সাবধান করে দিয়ে বলল—জোনাস পিন্টোকে গুলি করার ব্যাপারটা আমরা ভুলি নি জেনে রেখো।

আমি তো গুলি করি নি!

বটে? বাঃ চমৎকার নিরপেক্ষ সাক্ষ্য তো! তবে, সে মারা যাওয়ার তোমার বিশেষ সুবিধা হয়েছে, নতুবা নির্ঘাৎ তারা তোমাকে এক হাত দেখে নিত বুঝলে? যাই হোক যা হবার হয়েছে। আর, তোমায় জানিয়ে দিই যদিও এটা আমার বলা উচিত নয়, কোনো পরিষ্কার মামলা ওরা তোমার বিরুদ্ধে খাড়া করতে পারে নি, সুতরাং কালই তুমি নির্ভয়ে শিকাগোয় ফিরে যেতে পারো।

ম্যাকমার্ডো বলল—আমি যেখানে আছি ভালোই আছি। যাইহোক তোমায় জানিয়ে দিলাম। তোমার আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। মি. মার্ভিন চলে যেতে ম্যাকমার্ডো ততক্ষণে লজের সভ্যদের সামনে বীর-পুরুষে পরিণত হয়ে গেলেন।

এক শনিবার অনেকগুলো কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাকে লজের সদস্য করা হল। ওর ডান হাতে যেখানে বৃত্তের মাঝে একটা ত্রিভুজ জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়ে এঁকে দেওয়া হয়েছিল সে জায়গাটায় তখনো প্রচুর যন্ত্রণা হচ্ছিল। কিন্তু ম্যাকমার্ডো হাসিমুখে অসহ্য যন্ত্রণাময় পরীক্ষাগুলোয় উত্তীর্ণ হল।

যথারীতি লজের কাজ শুরু হল আর এক শনিবার। ম্যাগিন্টির পরিচালনায় কর্মসূচী পঠিত হল। সভায় কতগুলো প্রস্তাব পাশ হল। সভ্যদের কয়েকটি বিতর্কের আলোচনার পর ম্যাগিন্টি ঘোষণা করল, ভাইসব, আজ রাতের মতো আমাদের লজের কাজ শেষ। এরপর ম্যাকমার্ডো গানবাজনার আসরে গান গেয়ে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল সভায় মদের ফোয়ারা ছুটল।

চিৎকার করতে করতে, হুল্লা করতে করতে আর নেশার ঝোঁকে গানের লাইন ভাঁজতে ভাঁজতে সবাই বেরিয়ে গেল। সভা ভেঙে গেল।

সভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছিল ভার্মিসা হেরাল্ড পত্রিকার জেম্‌স্ স্টেঙ্গারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ হেরাল্ড—লজের সম্পর্কে যা তা কথা লিখে লজকে অপমান করেছে।

হেরাল্ড অপিসে হানা দেবার দায়িত্ব পেয়েছিল বলডুইন ও আরো দুজন তরুণের সঙ্গে ম্যাকমার্ডো স্বয়ং।

দশ

ভ্যালি অব ফিয়ার

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল ম্যাকমার্ডোর তখন গতরাতে লজের সভ্য হওয়ার ঘ মনে থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল। অত্যাধিক মদ্যপানের ফলে তার মাথা ব্যাথা করছিল, আর হাতে যেখানে চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল সেখানটা অনেকটা ফুলে ছিল, আর প্রচুর যন্ত্রণা হচ্ছিল। কোনোরকমে প্রাতরাশ পর্ব শেষ করে সে 'ডেইলি হেরাল্ড' পত্রিকাটা পড়ছিল। শেষ মুহূর্তে লেখা এক বিশেষ স্তম্ভে সে পড়ল—

হেরাল্ড অফিসে আক্রমণ

সম্পাদক গুরুতরভাবে আহত।

হেডলাইনটি পড়বার পর খবরটি পড়াশুরু করতে না করতেই গৃহকর্ত্রী একটা চিঠি নিয়ে এলে—একটি ছেলে সেটা দিয়ে গেছে। চিঠিটায় কোনো স্বাক্ষার ছিল না। চিঠিটায় লেখা ছিল—

'আপনার সঙ্গে কথা আছে, কিন্তু কথাটা আপনার ওখানেই বলতে চাই না। মিলার হিলের পতাকা দণ্ডের পাশে আমাকে পাবেন। আসুন, এমন কিছু বলব যা শোনা আপনার পক্ষে ভালো আর বলাও আমার পক্ষে ভালো।'

www.pathagar.com

অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে ম্যাকমার্ডো চিঠিটা পড়ল। দু-দুবার পড়ল। বুঝতে পারল না এর অর্থ কী, আর কেই-ই বা লিখেছে। লেখাটা পুরুষের এবং বেশ শিক্ষিত লোকের—ম্যাকমার্ডোর আন্দাজ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিয়ে ম্যাকমার্ডো একেবারে শহরের কেন্দ্রে মিলার হিলে উপস্থিত হল। চিরসবুজ গাছে ছাওয়া, ঘোরানো পথ ধরে উঠতে উঠতে ম্যাকমার্ডো পৌঁছে গেল পতাকা দণ্ডের পাশে। দেখল পতাকাদণ্ডের ঠিক নীচে একজন মানুষ মাথার টুপিটা মুখের ওপর টেনে আর ওভার কোটের কলার উল্টো দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ ফেরাতে সে দেখল, ব্রাদার মরিস। সঙ্কেত বিনিময় হল।

মরিস বলল—প্রথম যখন আপনি শিকাগোর ফ্রি মেন্‌স্ সোসাইটিতে যোগ দিয়ে দানশীলতা আর সংস্থার প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন, একবারও কি তখন আপনার মনে হয়েছিল যে শেষপর্যন্ত এ থেকে আপনি অপরাধের পথে চলে যাবেন?

ম্যাকমার্ডো বলল—সে যদি আপনি একে অপরাধ বলেন।

মরিস বলল—কী, অপরাধ বলি! তার গলা উত্তেজনায় কাঁপছিল। অপরাধ বলে যদি মনে না করেন তো বলব আপনি এর কিছুই দেখেন নি। বাবার মতো বৃদ্ধ একজন লোককে মারতে মারতে সাদা চুলের ওপর দিয়ে রক্ত বইয়ের দেয়া—এ কি অপরাধ নয়?

ম্যাকমার্ডো বলল—কিন্তু অনেক লোক আছে যারা বলবে এটা লড়াই ছাড়া কিছু নয়। দুই শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম, সে লড়াইয়ে যে যতটা পারবে আঘাত হানবে। তবে আমার মনে হচ্ছে, আপনি মানুষটি দুর্বল প্রকৃতির তাই ব্যাপারটাকে একটু বাড়িয়ে দেখেছেন।

মরিস বলল—বাড়িয়ে দেখছি? কিছুদিন থাকলেই বুঝবেন বাড়িয়ে বলছি কি না। তাকিয়ে দেখুন উপত্যকাটার দিকে। লক্ষ্য করুন প্রায় একশোটা চিমনির ওই মেঘ, যা ঢেকে রেখেছে ওটাকে। আমি বলছি, হত্যার কালো মেঘ ওই মেঘের থেকেও ঘন হয়ে, আরো নিচু হয়ে মানুষের মাথার ওপর ঝুলছে। ও হল 'ভ্যালি অব ফিয়ার'—আতঙ্কের উপত্যকা—মৃত্যুর উপত্যকা। সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্যন্ত মৃত্যুর আতঙ্ক ওখানকার মানুষের মধ্যে। অল্প বয়স আপনার—অপেক্ষা করুন, নিজেই জানতে পারবেন।

যেন কিছুই ব্যাপারটা নয় এমনভাবে ম্যাকমার্ডো বলল—আচ্ছা যখন নিজে জানতে পারব তখন বলব আপনাকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এ জায়গার লোক আপনি নন। এবং যত তাড়াতাড়ি পারেন পাততাড়ি গুটিয়ে কেটে পড় ন। যা আপনি বললেন। নিশ্চিন্তে থাকুন কাক-পক্ষীও এসব টের পাবে না। কিন্তু কি সর্বনাশ যদি আপনি একজন স্পাই হন?

না, না—কাতরস্বরে মরিস বলে উঠল। তাহলে ও কথা থাক। আপনার কথা আমি মনে রাখব, হয়তো পরে একদিন ও নিয়ে আবার আপনার সঙ্গে কথা হবে।

সেদিন বিকেল বেলায় ম্যাকমার্ডো বসবার ঘরে অগ্নিস্থানের পাশে বসে ধূমপান করছে আর ভাবনায় ডুবে আছে। হঠাৎ দরোজাটা খুলে গেল। সেখানে ছবির মতো দেখা গেল বডিমাস্টার ম্যাগিন্টির বিরাট শরীরটা। সংকেত জানিয়ে ভিতরে ঢুকল সে। তারপর একটা চেয়ারের ম্যাকমার্ডোর মুখোমুখি বসে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। এবং তেমনি স্থির দৃষ্টিতে সে দৃষ্টির প্রত্যুত্তর এলো।

শেষপর্যন্ত ম্যাগিন্টি দৃঢ়স্বরে বলল—যারা বিশ্বস্ত, লজের ব্যাপারে যারা প্রচুর কাজে আসে তাদের পক্ষে...আজ সকালে মিলার হিল-এ তোমার ব্রাদার মরিসের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল?

ম্যাকমার্ডো হাসিতে ফেটে পড়ল—মরিস জানত না যে আমার জীবিকা নির্বাহের একটা উপায় আছে। ও ভেবেছিল আমি দূরবস্থায় পড়েছি, তাই একটা শুকনো মালের দোকানে একটা কেরাণীর চাকরি দিতে চেয়েছিল।

ও, এই ব্যাপার?

হ্যাঁ।

www.pathagar.com

তুমি ওকে প্রত্যাখ্যান করলে?

নিশ্চয়! ঘরে বসে মাত্র চার ঘণ্টাতেই কি আমি ওর দশগুণ আয় করতে পারি না?

ঠিক বলেছ। কিন্তু মরিসের সঙ্গে বেশি মেশামেশি আমার পছন্দ নয়।

কেন?

কেন আবার। আমি বলছি, তাহলেই তো যথেষ্ট—বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই।

বেশিরভাগ, লোকের পক্ষে হতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে নয়, কাউন্সিলর—সাহসের সঙ্গে সে বলল—মানুষ চিনলে এ কথা আপনিও স্বীকার করবেন।

ম্যাগিন্টি একথায় কটমট করে ম্যাকমার্ডোর দিকে তাকাল। রোমশ একটা থাবা মুহূর্তের জন্যে চেপে বসল মদের গ্লাসটার ওপর। তারপরেই সে তার স্বাভাবিক উচ্চ, কৃত্রিম হাসিতে ফেটে পড়ল। বলল, সত্যিই আশ্চর্য লোক তুমি। আচ্ছা বেশ, কারণ যদি জানতেই চাও তো শোনো। আচ্ছা, মরিস তোমায় লজের বিরুদ্ধে কি কিছু বলেছে?

না।

আমার বিরুদ্ধেও না?

না। তার কারণ, সে তোমায় বিশ্বাস করতে পারে নি। কিন্তু মনে প্রাণে সে ব্রাদার হিসেবে বিশেষ অনুগত নয়। এ আমরা খুব ভালো করেই জানি। ওর ওপর আমার লক্ষ্য রাখছি, সময় হলে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যাবে। এবং মনে হচ্ছে সে সময় প্রায় হয়ে এলো। কোনো রুগ্ন ভেড়ার আমাদের খোঁয়াড়ে জায়গা হবে না। কিন্তু যদি ওরকম বিদ্রোহীদের সঙ্গে যদি তুমি মেলামেশা করো তাহলে তোমাকে বিদ্রোহী বলে মনে করা হবে, তাই না?

ওর সঙ্গে মেলামেশার কোনো সম্ভাবনাই আমার নেই ওকে আমি আদৌ পছন্দ করি না। আর বিদ্রোহীদের কথায় বলি, কথাটা আপনি ছাড়া অন্য কেউ একবারের বেশি দুবার উচ্চারণের সুযোগ পেত না।

ব্যস, ব্যস ঠিক আছে। বিদায় নেওয়ার সময় হঠাৎ দরোজাটা আচমকা সশব্দে খুলে গেল, পুলিশের টুপির তলা থেকে তিনটে ভ্রুকুটি পূর্ণ মুখ জ্বলে উঠল তাদের দিকে তাকিয়ে। একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে ম্যাকমার্ডো রিভলভারটা অর্ধেকটা বার করেছে, কিন্তু সেখানেই তাকে থেমে যেতে হল, কারণ সে দেখল দু-দুটো উইঞ্চেস্টার রাইফেল তার মাথার ওপরে খাড়া হয়ে আছে। শিকাগোর প্রাক্তন এবং এই খনি এলাকার নতুন ক্যাপ্টেন মি. মার্ভিন ছয় কামরার এক রিভলভার হাতে এগিয়ে এলেন। বললেন, এই যে শিকাগোর মি. শয়তান ম্যাকমার্ডো, ঠিক আন্দাজ করেছিলাম তুমি ঝামেলার সৃষ্টি করবে। নাও, টুপিটা পরে নাও, চল আমাদের সাথে।

ম্যাগিন্টি বলল—এ জন্যে আপনাকে খেসারত দিতে হবে ক্যাপ্টেন মার্ভিন। জানতে চাই, কোন্ অধিকারে আপনি এভাবে বাড়ির ভিতর ঢুকে নিরীহ সৎ মানুষের ওপর হামলা করছেন?

ক্যাপ্টেন মার্ভিন বলল—এ ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়ান কাউন্সিলর ম্যাগিন্টি। আপনার জন্যে নয়, আমরা এসেছি এই ম্যাকমার্ডো লোকটার জন্যে। আপনার কাজ হবে পুলিশকে তাদের কর্তব্য করতে সহায়তা করা—বাধা দেওয়া নয়।

ম্যাগিন্টি বলল—ও আমার বন্ধু। ওর কাজের জন্যে আমি দায়ী থাকছি।

কিন্তু সব দিক দিয়েই দেখা যাচ্ছে, মি. ম্যাগিন্টি, আপনি দায়ী হবেন আপনার নিজের জন্যেই। এই ম্যাকমার্ডো এখানে আসার আগে ছিল এক শয়তান এবং এখনো তেমনি শয়তানই রয়ে গেছে। টহলদার, আটকে রাখো ওকে, আমি খানাতল্লাসি করব।

ঠাণ্ডা মাথায় ম্যাকমার্ডো বলল—এই যে আমার পিস্তল, ক্যাপ্টেন মার্ভিন। যদি আপনি একা হতেন আর আপনি আর আমি মুখোমুখি হতাম, হয়তো এত সহজে আপনি আমাকে ধরতে পারতেন না।

ম্যাগিন্টি বলল—কিন্তু আপনার ওয়ারেন্ট কই?

ম্যাকমার্ডো জিজ্ঞাসা করল—কী অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে?

www.pathagar.com

মার্ভিন বললেন—হেরাল্ড অফিসের বৃদ্ধ সম্পাদক স্টেঞ্জারকে প্রহারের অপরাধে। অপরাধটা যে হত্যার হয় নি এটা নিশ্চয়ই তোমার দোষ নয়।

এ কথায় হেসে উঠল ম্যাগিন্টি। বলল, এর বিরুদ্ধে এইটেই যদি আপনাদের অভিযোগ হয় তাহলে এক্ষুনি তা তুলে নিয়ে প্রচুর ঝামেলা এড়াতে পারেন। এ লোকটি কাল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আমার ওখানে থেকে পোকার খেলেছিল, এ কথা প্রমাণ করবার জন্যে আমি জন বারো সাক্ষী আনতে পারি।

সে ব্যাপার আপনার, আপনি আদালতে গিয়ে যা করবার করতে পারেন। চল ম্যাকমার্ডো। চুপচাপ যাবে, না কি মাথার পেছনে বন্দুকের কুঁদোর ঘা খেতে চাও? সরে দাঁড়ান মি. ম্যাগিন্টি, সাবধান করে দিচ্ছি, কাজে যখন আছি কোনোরকম বাধাই আমি গ্রাহ্য করব না!

ক্যাপ্টেনের কথাবার্তায় এমন একটা দৃঢ়তার ভাব ছিল যে ম্যাকমার্ডোরাকে আর বডিমাস্টারকে বাধ্য হয়েই চুপ মেরে যেতে হল! তবে, চলে যাওয়ার আগে ম্যাগিন্টি সুযোগ মতো কয়েদীর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে দু-একটা কথা বলে নিল। বুড়ো আঙুলটা উপর দিকে ইঙ্গিতে তুলে মুদ্রাযন্ত্রের প্রশ্ন করল।

উত্তরে ম্যাকমার্ডো জানাল, ঠিক আছে। মেঝের নিচেয় একটা নিরাপদ জায়গা সেটা আছে।

হাতে হাত মিলিয়ে ম্যাগিন্টি বলল,—বিদায় জানাচ্ছি। কোনো চিন্তা করো না। উকিল রিলির সঙ্গে দেখা করে নিজের হাতেই মামলার ভার নিচ্ছি। ওরা তোমাকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারবে না।

ক্যাপ্টেন অনেকক্ষণ ধরে খানাতল্লাসী করেও লুকিয়ে রাখা যন্ত্রটার কোনো সন্ধানই পেল না। সঙ্গীদের সঙ্গে ম্যাকমার্ডোকে নিয়ে হেডকোয়ার্টাসে গেলেন ক্যাপ্টেন।

কোর্টে মামলা চলতে লাগল। সাক্ষ্য প্রমাণ যা ছিল তাতে ম্যাজিস্ট্রেট এমন কোনো মামলা খাড়া করতে পারলেন না যার জোরে কোনো উচ্চ আদালতে মামলাটা পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। এদিকে সংবাদপত্রের ছাপাখানার কম্পোজিটার আর মেশিনম্যানরা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে আলো এতই অল্প ছিল, আর তাদের মধ্যে উত্তেজনা এতই প্রবল ছিল যে শপথ নিয়ে আততায়ীদের সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে উঠল তাদের পক্ষে। তবে, তাদের ধারণা যে আসামীরা সত্যিই আততায়ীদের মধ্যে ছিল। এবং ম্যাগিন্টি নিযুক্ত চতুর অ্যাটর্নির জেরার ফলে দেখা গেল তাদের দ্বিধা আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। আর আহত সম্পাদক স্টেঞ্জার আগেই সাক্ষ্যে বলেছেন, যে আক্রমণের আকস্মিকতায় তিনি এম চমকে যান যে, কেবলমাত্র এর বেশি বলতে পারছেন না যে, প্রথম যে ব্যক্তি তাঁকে আক্রমণ করেছিল তার গোঁফ ছিল। আর বললেন—আততায়ীদের তিনি স্কোরার বলেই জানেন এই কারণে যে তারা ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠানই তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নয়, এবং তাঁর নির্ভীক সম্পাদকীয়গুলোর জন্যে অনেকবারই ওরা তাঁকে ভয় দেখিয়েছে। আর অন্যদিকে নাগরিকদের—তাঁদের মধ্যে পৌর প্রতিষ্ঠানের হোমরা চোমরা হাউসে তাস খেলায় ব্যস্ত ছিল তখন। এবং এই আক্রমণের একঘন্টা পর পর্যন্ত সেখানেই ছিল। বলা বাহুল্য আসামীরা খালাস পেয়ে যায়, এবং ওদের এভাবে বিরক্ত করার জন্যে বিচারকদের যা করতে হয় তাকে প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সামিল বলা চলে। সেইসঙ্গে ক্যাপ্টেন মার্ভিনকে আর পুলিশকে এই অতি উৎসাহ দেখানোর জন্যে প্রকারন্তরে ধমক খেতে হয়!

বিচারের ফল ঘোষণার পর সমবেত জনতার মধ্যে যারা উচ্চকণ্ঠে উল্লাস প্রকাশ করল, ম্যাকমার্ডো তার মধ্যে প্রচুর চেনা মুখ দেখতে পেল। লজের ব্রাদারদের মুখে প্রচুর হাসি আর সংবর্ধনা।

www.pathagar.com

এগারো
চরম মুহূর্ত

সহকর্মীদের মধ্যে ম্যাকমার্ডোর সম্মান আরো বেড়ে গেল। পুরোনোরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, কোনো কাজ নিখুঁতভাবে করতে হলে ম্যাকমার্ডোই হল সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।

ম্যাগিন্টির হাতে প্রচুর লোক ছিল বটে, কিন্তু তবুও সে জানত কাজের লোক হিসেবে সবার সেরা হল ম্যাকমার্ডো। ওকে পেয়ে ম্যাগিন্টির মনে হল যেন এক ভয়ংকর ডালকুত্তার লাগাম তার হাতে এসেছে।

ব্রাদারদের মধ্যে ম্যাকমার্ডো যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেও সুন্দরী এটি শ্যাফটারের বাবা আর তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখলেন না, বা তাকে বাড়িতে ঢুকতেও দিলেন না। কিন্তু এটি তাকে এতই ভালোবাসতো যে একেবারে ত্যাগ করতে পারল না, যদিও তার সুবুদ্ধি তাকে মনে করিয়ে দিল, কোনো অপরাধীর সঙ্গে বিয়ে হলে তার ফল কী হতে পারে। এক বিনিদ্র রজনীর পরদিন সকালে সে ঠিক করল—গিয়ে দেখা করবে ম্যাকমার্ডোর সঙ্গে, শেষবারের মতো চেষ্টা করবে যাতে তাকে কুসংসর্গ থেকে মুক্ত করে আনতে পারে। গেল সে ম্যাকমার্ডোর বাড়ি, অনেকবারই ম্যাকমার্ডো তাকে অনুরোধ করেছিল। ঢুকল গিয়ে সেই ঘর যেটা ম্যাকমার্ডো তার বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করত। একটা চিঠি সামনে নিয়ে ম্যাকমার্ডো দরোজার দিকে পেছন করে টেবিলের পাশে বসেছিল। বালিকাসুলভ একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি এটিকে পেয়ে বসল—বয়স তো সবে উনিশ! দরোজা খুলে যখন সে ঢুকল, ম্যাকমার্ডো দেখতে পায় নি তাকে। পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেয়ে সে তার ঝোঁকানো কাঁধের ওপর হালকাভাবে একটা হাত রাখল।

এটির যদি চমকে দেওয়াই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাতে যে সে সফল হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। তবে, নিজেও সে চমকে উঠেছিল কারণ সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মতো লাফিয়ে ম্যাকমার্ডো তার দিকে ফিরল, ডান হাত দিয়ে তার গলাটা চেপে ধরল চেষ্টা করল। আর সেই একই মুহূর্তে বাঁ হাত দিয়ে সামনের কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলল। মুহূর্তকাল সে তাকিয়ে রইল জ্বলন্ত চোখে। যে ভয়ংকর, হিংস্রভাব তার মুখে ফুটে উঠেছিল তাতে এটি মহা আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল—এমনটি আর কখনো তার শান্ত-জীবনে ঘটে নি। পরক্ষণেই ম্যাকমার্ডোর মুখে ফুটে উঠল পরম বিস্ময় আর আনন্দ। কপালের ঘাম মুছে ফেলে সে বলে উঠল—তুমি! এসেছ আমার কাছে—আমার প্রাণের প্রাণ—আর বিনিময়ে কিনা আমি তোমায় গলা টিপে মেরে ফেলতে যাচ্ছিলাম! এসো। এসো প্রিয়ে। দু-হাত বাড়িয়ে সে বলে উঠল—এসো ক্ষতিপূরণ করি।

এটি বলল—কী হয়েছে জ্যাক, কেন আমাকে এত ভয় তোমার? বিবেক পরিষ্কার থাকলে তো তুমি অমন করে আমার দিকে তাকাতে না!

বাঃ, আমি যে অন্য কথা ভাবছিলাম—যখন তুমি তোমার ওই হালকা পরির পা ফেলে এলে—

না, না জ্যাক, শুধু তো তাই নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। তারপর হঠাৎ একটা সন্দেহ তাকে পেয়ে বসল। বলল, দেখি কী চিঠি লিখছিলে?

না, এটি ওটা দেখাতে পারব না।

যা ছিল সন্দেহ মাত্র, একথায় তা স্থির প্রত্যয়ে পৌঁছাল। বলে উঠল, এটি, নিশ্চয়ই আর একটা মেয়ে, নিশ্চয়ই তাই! তোমার স্ত্রীকে লিখছিলে বুঝি? কী করে আমি জানব তুমি বিয়ে করো নি—বিদেশী তুমি, কেউ চেনে না তোমাকে!

ম্যাকমার্ডো দৃঢ়স্বরে বলল—না, না এটি আমি বিবাহিত নই,—শপথ করে আমি বলছি! আন্তরিকতার আবেগে তার মুখ এমন সাদা হয়ে উঠেছে যে আর এটি তাকে অবিশ্বাস করতে পারল না। বলল—তাহলে কেন চিঠিটা দেখাচ্ছ না?

www.pathagar.com

বলছি, শোনো লক্ষ্মীটি, আমি শপথ করেছি ও চিঠি কাউকে দেখাব না। যেমন তোমাকে দেওয়া কথা খেলাপ করব না কোনোদিন। লজের ব্যাপার এটা, যে জন্যে তোমাকেও জানানো যাবে না। তাই যখন দেখলে কাঁধে একটা হাতের ছোঁয়া পেয়ে ঘাবড়ে গেলাম, একথা কেন বুঝলে না—যে এ কোনো গোয়েন্দার হাত মনে করেছিলাম!

এটি বুঝল, ম্যাকমার্ডো সত্যি কথাই বলছে। তাই দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন করে সব সন্দেহ ঘুচিয়ে দিল। তারপর দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরল এটি। বলল—ছেড়ে দাও জ্যাক, ছেড়ে দাও এ পথ, আমার দোহাই, ঈশ্বরের দোহাই—ছেড়ে দাও। তোমাকে এ কথা বলবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। দেখো জ্যাক, দেখো, হাঁটু গেড়ে বসে আমি তোমার কাছে এই ভিক্ষা করছি—অনুরোধ করছি এ পথ চেড়ে দাও!

ম্যাকমার্ডো তুলে ধরল এটিকে—তার মাথা নিজের বুকে রেখে সান্ত্বনা দিল। বলল জানো না তুমি এটি, জানো না কী চাইছ আমার কাছে। কী করে ছেড়ে দেব বল? তাহলে যে শপথ ভঙ্গ হবে, সঙ্গীদের প্রতারণা করা হবে। যদি পুরো ব্যাপারটা জানতে তাহলে কখনোই এরকম অনুরোধ করতে না। তাছাড়া, ছাড়তে চাইলেও ছাড়া যাবে না। সমস্ত গুপ্ত খবর যে জানে তাকে কি লজ ছেড়ে দিতে পারে?

সেকথা আমি ভেবেছি জ্যাক। সমস্ত ব্যবস্থাই আমি করে রেখেছি। বাবা কিছু টাকা জমিয়েছেন। এ জায়গা আর তাঁর ভালো লাগছে না। এইসব লোকদের ভয়ে আমাদের জীবনে একটুও আনন্দ নেই। যেতে তিনি প্রস্তুত। চল তিনজনে একসঙ্গে চলে যাই—

ফিলাডেলফিয়ায় বা নিউইয়র্কে গেলে তুমি এদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে?

আচ্ছা বেশ, তাহলে চল পশ্চিমে—কিংবা ইংল্যান্ডে বা জার্মানিতে—যেখানে থেকে বাবা এসেছিলেন! এমন যে কোনো জায়গায় চল, এই 'ভ্যালি অব্ ফিয়ার', এই আতঙ্কের উপত্যকার হাত যেখানে পৌঁছাবে না।

ম্যাকমার্ডো বলল—যদি সময় দাও তো স-সম্মানে এখান থেকে চলে যাওয়ার একটা উপায় বার করার চেষ্টা করব।

এটি বলল—এসব ব্যাপারে সম্মানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

তুমি হয়তো ব্যাপারটা সেই চোখেই দেখছ। যাই হোক, ছয় মাস সময় দাও আমায়। নিশ্চয় এমন একটা ব্যবস্থা হবে যাতে সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে এখান থেকে চলে যেতে পারব।

মহা আনন্দে হেসে উঠল এটি। বলল, ঠিক বলছ, ছয় মাসের মধ্যে? কথা দিচ্ছ তো?

ছয় মাস না হয় সাত-আট মাস। খুব বেশি হলে এক বছরের মধ্যেই নিশ্চয়ই আমরা এই উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে পারব।

সে দিন রাতে ম্যাগিন্টি এসে বলল—শেষপর্যন্ত একটা কাজ পেয়েছি যা তোমার একান্ত উপযুক্ত। একাজটা তোমাকে নিজে হাতে করতে হবে।

ম্যাকমার্ডো বলল—ভারী গর্ব বোধ হচ্ছে শুনে।

ম্যান্ডার্স আর রিলিকে সঙ্গে নিতে পারো তুমি, তাদের খবর দেওয়া হয়েছে। চেষ্টার উইলকক্সকে যতদিন না খতম করা হচ্ছে ততদিন আমাদের এ জেলার স্বস্তি নেই। আর তা যদি পারো তাহলে এ কয়লা খনি এলাকার প্রতিটি লজই তোমায় ধন্যবাদ জানাবে।

ম্যাকমার্ডো বলল—যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু কে সে, কোথায় পাব তাকে?

মুখের কোণে যে আধপোড়া, আধ চিবোনো চুরুটটা সবসময় থাকত সেটা নামিয়ে নিয়ে, নোটবুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বডিমাস্টার তাতে একটা নক্‌সা এঁকে দিয়ে বলল সে হচ্ছে আয়রণ ডাইক কোম্পানির প্রধান ব্যক্তি। কঠিন লোক সে, যুদ্ধের সার্জেন্টের পদে ছিল। শরীরে প্রচুর ক্ষতচিহ্ন, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু-দুবার তাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে চেষ্টা সফল হয় নি, উল্টে জিম কার্নাওয়েকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এখন সে ভার তোমার ওপর দিচ্ছি। ও সশস্ত্র, লক্ষ্যও অব্যর্থ, একটাও কথা না বলে গুলি করবে। তবে,

www.pathagar.com

রাত্রে ও থাকে বাড়িতে স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে, আর থাকে এক চাকর। বাছাবাছির কোনো ব্যাপার নেই হয় সবাইকে খতম করবে, নয়তো কাউকে নয়। এক বস্তা বিস্ফোরক নিয়ে যদি বাড়ির সামনের দরোজায় রেখে লম্বা পলতেয় আগুন দিয়ে চলে আসতে পারো—

কী করেছে লোকটা?

বললাম তো, জিম কার্নাওয়েকে হত্যা করেছে।

কেন হত্যা করল?

সে খবরের সঙ্গে তোমার কাজের কী সম্বন্ধ?

কার্নাওয়ে রাত্রির বেলায় তার বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করছিল, আর সে গুলি করে তাকে—তোমার আমার পক্ষে এইটুকু জানলেই যথেষ্ট। এই কাজের ভার তোমায় দেওয়া হচ্ছে।

আর তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েগুলো—ওরাও মরবে তো?

তা তো মরবেই, নাহলে কী করে হবে?

কিন্তু ওদের ওপর এটা অন্যায় হচ্ছে না? ওরা তো নির্দোষ!

এ আবার কী বোকার মতো কথা! তুমি কী পেছিয়ে যাচ্ছ না কি?

সহজভাবে নিন, কাউন্সিলর। এমন কী আমি বলেছি বা করেছি যে আপনার মনে হচ্ছে আমি আমার নিজের লজের বডিমাস্টারের আদেশ অমান্য করছি? ন্যায় অন্যায় বিচারের ভার আপনার ওপর।

রাজি তাহলে?

নিশ্চয় রাজি।

কবে?

দু-একটা রাত সময় দিন বাড়িটা দেখব, আর সেইমতো ব্যবস্থা করব। তারপর—

বেশ তাই হোক তোমার ওপর সে ভার রইল।

হঠাৎ হাতে আসা এই দায়িত্বের কথা অনেকক্ষণ ধরে খুব গভীরভাবে ম্যাকমার্ডো চিন্তা করে চলল। চেস্টার উইলকক্সের নিরালা বাড়িটা পাশের এক উপত্যকায়, মাইল পাঁচেক দূরে। সেই রাতেই সে আক্রমণের পন্থা নির্ধারণের জন্যে একা গেল সেখানে ফিরল দিনের আলো দেখা দেবার পরে। পরদিন দুই সহকর্মী ম্যান্ডার্স আর রিলির সঙ্গে আলেচনা করল।

এর দু-রাত পরে তিন জনে শহরের বাইরে একত্র হল। সকলেই সশস্ত্র, সঙ্গে একবস্তা বিস্ফোরক, যা খনি এলাকায় ব্যবহার নিরালা বাড়িটার সামনে যখন তারা গিয়ে পৌঁছাল রাত তখন দুটো। ঝড়ের রাত, ভাঙা ভাঙা মেঘ সবেগে ভেবে যাচ্ছে চাঁদের ওপর দিয়ে—চাঁদের দিন ভাগই পূর্ণ। ডালকুত্তা থেকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছিল, তাই অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হল তারা, উদ্ধত পিস্তল হাতে। বাতাসের গর্জন ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই কোথাও। নিরালা বাড়িটার দরোজার কাছে এসে ম্যাকমার্ডো কান পাতল। ভিতর থেকে কোনো আওয়াজ আসছে না। তখন বস্তাটা সেখানে রেখে, ছুরি দিয়ে তাতে একটা ফুটো করে সে আগুন দিল পলতেয়। ভালো করে জ্বলে উঠল সঙ্গীদের নিয়ে দৌড়ে পালাল সে। বেশ খানিকটা যাবার পর একটা গর্তের আড়ালে নিরাপদ বুঝে পৌঁছাতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ তাদের কানে এলো। আর তারপরেই বাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দ কানে আসতে আর বুঝতে বাকি রইল না যে কাজ সমাধা হয়েছে। সংস্থার রক্তাক্ত ইতিহাসে এমন পরিপাটি কাজ আর কখনো হয়েছে কি না সন্দেহ।

কিন্তু হায়, এমন সুপরিকল্পিত আর দুঃসাহসের কাজ সম্পূর্ণ বিফল হল। নির্যাতিত অনেকের দশা দেখে সাবধান হয়েছিলেন চেস্টার উইলকক্স, তাই তিনি আগের দিন রাতে সপরিবারে পুলিশ পাহারায় এক নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেন।

ম্যাকমার্ডো বলল—থাক ও আমার হাতে। ও আমার লোক। মারবই মারব ওকে। যদি

www.pathagar.com

সেজন্যে একবছর সময় লাগে তবুও।

লজের মিটিং-এ অবশ্যই তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হল। এর কয়েক সপ্তাহ পরে যখন খবর কাগজে প্রকাশিত হল উইলকক্সকে লক্ষ্য করে লুকোনো জায়গা থেকে গুলি করা হয়েছে, ওদের আর জানতে বাকি রইল না যে ম্যাকমার্ডো তার অসম্পূর্ণ দায়িত্ব পূরণের চেষ্টায় রয়েছে।

বারো
ফাঁদ

মে মাসের এক শনিবার লজের অধিবেশন বসল। সভায় হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলল ম্যাকমার্ডো। তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে শ্রোতারা নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। চরম নীরবতা নেমে এলো।

অত্যন্ত গম্ভীর গলায় ম্যাকমার্ডো বলল। শ্রদ্ধেয় মনিব, আমার খবর অত্যন্ত জরুরি, সেটা আমি আগে আলোচনার দাবি করছি।

ম্যাগিন্টি বলল—ব্রাদাররা ম্যাকমার্ডো দাবি করছে তার খবর অত্যন্ত জরুরি,—সেটা আমি আগে আলোচনার জন্যে পেশ করছি।

ব্রাদার ম্যাকমার্ডোর খবর অত্যন্ত জরুরি এবং লজের নিয়ম অনুযায়ী সেই দাবি মানতে হবে। বল ব্রাদার, আমরা শুনছি।

পকেট থেকে একটা চিঠি বার করল ম্যাকমার্ডো। বলল—শ্রদ্ধেয় মনিব আর ব্রাদাররা, আজ আমি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি। কিন্তু দুঃসংবাদ হলেও সেটা শোনা এবং আলোচনা করা উচিত, যাতে আঘাতটা একেবারে আকস্মিক এসে আমাদের ধ্বংস করতে না পারে। খবর পেয়েছি, রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী আর ধনী সংস্থাগুলো আমাদের নির্মূল করবার জন্যে একতাবদ্ধ হয়েছে। এবং এই মুহূর্তেই বার্ডি এডওয়ার্ডস নামে পিঙ্কারটনের এক গোয়েন্দা এই উপত্যকায় এসে সংবাদ আর সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করছে, যার ফলে আমাদের অনেকেরই গলায় দড়ি পড়বে আর এখানকার সকলকেই চোরের কুঠুরিতে বন্ধ হতে হবে। এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যেই আমি জরুরি ব্যবস্থার দাবি করছি।

ম্যাগিন্টি বলল—কী প্রমাণে একথা বলছ ব্রাদার ম্যাকমার্ডো?

এই যে, এই চিঠিটা আমার হাতে এসেছে। লেখাটা থেকে সকলকে শুনিয়ে পড়ল সে। তারপর বলল—এ চিঠি সম্বন্ধে আর কিছু প্রকাশ করব না বা এটা হাতছাড়া করব না, এই কথা আমি দিয়েছি। আর খবরটা যেমন পেয়েছি আপনাদের কাছে নিবেদন করলাম।

ব্রাদারসের মধ্যে বর্ষীয়ান একজন বলে উঠল আমাকে যদি বলতে দেন তো বলি—বার্ডি এডওয়ার্ডসের নাম আমি শুনেছি পিঙ্কারটনের সেরা লোক সে।

কেউ কি তাকে দেখে চিনতে পারবে?

ম্যাকমার্ডো বলল—হ্যাঁ, আমি চিনতে পারব।

ঘরের মধ্যে বিস্ময়সূচক গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল।

ম্যাকমার্ডো বলে চলল—এবং আমার ধারণা সে আমাদের মুঠোর মধ্যে। বিজয়ীর হাসি হেসে সে বলল—যদি আমরা সময় নষ্ট না করে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারি ব্যাপারটা তাহলে মিটে যায় সহজেই। আপনারা যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখেন আর আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আর আমাদের বিশেষ ভয় করার কিছু আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু আদৌ ভয় করার কী আছে? আমাদের কাজের কতটুকু খবর সে রাখে?

একথা আপনি বলতে পারতেন কাউন্সিলর, ম্যাকমার্ডো বলল—সবাই যদি লজের প্রতি আপনার মতো একাত্ম থাকত। কিন্তু এই লোকটার পেছনে আছে পুঁজিবাদীদের কোটি কোটি টাকা। আপনি কি মনে করেন আমাদের ভাইদের মধ্যে এমন দুর্বল একজনও নেই যাকে টাকায় কেনা যেতে পারে? আমাদের গোপন কথা সে নিশ্চয়ই জানতে পারবে এবং জেনেছে হয়তো

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে। একমাত্র একটাই অমোঘ ওষুধ এর আছে।

বলডুইন বলল—সেটা হল, লক্ষ রাখা যাতে সে এই উপত্যকা থেকে পালাতে পারে!

ভালো বলেছ ব্রাদার বলডুইন। তোমার আমার অনেক মত পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু আজ রাতে এখন আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

কোথায় সে তাহলে? কী করেই বা তা আমরা জানব?

আগ্রহের সঙ্গে ম্যাকমার্ডো বলল—শ্রদ্ধেয় মনিব, আমার মনে হয় ব্যাপারটা যেরকম গুরুতর তাতে লজের সকলের সামনে এভাবে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে না। ঈশ্বর করুন আমি কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষ করছি না, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও যদি একটা গুজব পর্যন্ত এ লোকটার কানে ওঠে তো আর তাকে ধরবার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। একটা বিশ্বস্ত কিমিটি গঠনের অনুরোধ জানাচ্ছি কাউন্সিলর, তাতে থাকবেন আপনি স্বয়ং, ব্রাদার বলডুইন, আর অন্য পাঁচজন। সেই কমিটিতে আমি নিশ্চিত মনে বলতে পারব কতদূর কী আমি জানি আর আমার মতো কী করা উচিত।

প্রস্তাবটা সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হল, কমিটিও গঠিত হল। কাউন্সিলর আর বলডুইন ছাড়াও কমিটিতে রইল সেক্রেটারি হ্যারাওয়ে, নির্মম হন্তারক টাইগার করম্যাক, খাজাঞ্চি কার্টার আর সম্পূর্ণ নির্ভীক আর বেপরোয়া উইলবিরা দু-ভাই, যারা কোনো কাজেই টিকে থাকতে পারে না।

সকলে চলে যাবার পর ওরা সাতজন নিশ্চল হয়ে বসে রইল। বলা বাহুল্য এদিক লজের আমোদ আহ্লাদ সংক্ষিপ্ত হয়েছিল।

ম্যাকমার্ডো বুঝিয়ে বলল—এইমাত্র বললাম আমি বার্ডি এডওয়ার্ডসকে চিনি। কিন্তু সে নামে সে এখন এখানে নেই। অত্যন্ত দুঃসাহসী সে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বলে পাগল তো নয়। এখানকার নাম তার স্টিভ উইলসন, আছে সে বেসনস্ প্যাচে।

কী করে জানলে?

কারণ তার সাথে আমি নিজে কথা বলেছি। তখন আমার এসব কিছুই মনে হয় নি এবং এখনো মনে হত না যদি এ চিঠিটা না পেতাম। কিন্তু এখন আর আমার সন্দেহমাত্র নেই। বুধবার একটা খুব জটিল ব্যাপারে আমাকে বাসে করে ওখানে যেতে হয়েছিল, দেখা হয় তখন। সে পরিচয় দিয়েছিল খবরের কাগজের লোক বলে। তখনকার মতো বিশ্বাসই বলেছিলাম তাকে। স্কোরারদের সম্বন্ধে, আর "নিউ ইয়র্ক প্রেস" এ যাকে বলে "অত্যাচার" সে সম্বন্ধে যত খবর সম্ভব সে সংগ্রহ করছিল। অনেকরকম প্রশ্নই আমাকে করল তার পত্রিকার জন্যে খবর সংগ্রহের ব্যাপারে। অবশ্যই আমি কোনো খবরই দিই নি। বলল, ভালো পয়সা দেব খবরের জন্যে, যদি তেমনটি হয়, যা পেলে আমার সম্পাদক খুশি হবেন। ওকে খুশি করার জন্যে দু-একটা কথা বললাম আর তার জন্যে সে আমায় কুড়ি ডলার দিল। বলল—আমি যা চাই যদি দাও তো এর দশগুণ পাবে।

কী বললে তখন তাকে?

যা মাথায় এলো তখন, বানিয়ে বললাম।

কিন্তু কী করে তাহলে জানলে ও খবরের কাগজের লোক নয়?

বলছি। সে বেসনস্ প্যাচে নেমে গেল। আমিও নামলাম সেখানে। ঘটনাক্রমে আমায় টেলিফোন ব্যুরোয় যেতে হয়, দেখি সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে। ও চলে যেতে অপারেটর বলল—দেখুন, এর জন্যে আমাদের ডবল পয়সা চাওয়া উচিত। আমি বললাম—"আমারও তাই মনে হয়।" যেভাবে সে ফর্মটি ভরেছিল তা প্রায় চীনে ভাষার মতোই অবোধ্য—অপারেটারটি বলল—এইরকম একটা করে মাল ও রোজ ছাড়ে মশাই। আমি বললাম—হুঁ ওর পত্রিকার জন্যে বিশেষ সংবাদ হল এই।—ওর ভাবনা, পাছে আর কেউ খবরটা আগে বার করে দেয়। তখনকার মতো অপারেটার আর আমার সেই ধারণাই হয়েছিল। কিন্তু সে ধারণা আমার এখন বদলে গেছে।

www.pathagar.com

তাই হবে, তাই হবে। হুঁ, মনে হচ্ছে ঠিকই ধরেছ! কিন্তু এখন তাহলে আমাদের কী করতে হবে বল?

একজন বলে উঠল—এক্ষুনি গিয়ে ওকে শেষ করে দিয়ে এলেই তো হয়!

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! এবং যত আগে হয় ততই মঙ্গল।

ম্যাকমার্ডো বলল—যদি জানতাম। কোথায় তাকে পাব নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে যেতাম তাহলে। হবসনস্ প্যাচে আছে বটে, কিন্তু বাড়িটা তো চিনি না। একটা মতলব আমি করেছি, যদি আমার উপদেশ আপনারা নেন।

কী মতলব?

কাল সকালে আমি যাব হবসনস্ প্যাচে। তারপর অপারেটারের কাছ থেকে ঠিকানা বার করব আর তখন তাকে বলব আমি নিজেই একজন ফ্রি-ম্যান, বলব ভালো পয়সা পেলে আমি লজের সব গুপ্ত কথা তাকে জানাতে পারি। নিশ্চয় সে লোভ সামলাতে পারবে না। বলব কাগজগুলো আছে আমার বাড়িতে এবং যতক্ষণ না লোক চলাচল বন্ধ হচ্ছে তার মধ্যে সেখানে যাওয়া মানেই আমার মৃত্যু। এটুকু বোঝবার মতো সাধারণ বুদ্ধি নিশ্চয়ই তার আছে। বলব রাত দশটায় যেতে, সবকিছু দেখাব তখন। নিশ্চয় সে রাজি হবে তাতে।

তারপর?

তারপর বাকি যা করবার আপনারা করবেন। বিধবা ম্যাকনমারার বাড়িটি নির্জন। ভদ্রমহিলা যেমন সৎ তেমনি কালা, বাড়িতে লোক বলতে কেবল স্ক্যানলান আর আমি। ওকে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেব। লোকটি রাজি হলে আপনাদের খবর দেবোখোন। আপনারা সাতজন সবাই রাত নয়টা নাগাদ ওখানে আসবেন। ওকে ভিতরে আসতে দেব।

ম্যাগিন্টি বলল—তাহলে ওই কথাই রইল। কাল রাত নয়টায় আমরা তোমার ওখানে যাচ্ছি। ওকে ভিতরে ঢুকিয়ে একবার দরোজায় খিল এঁটে দাও, তারপর যা করবার সে ভার আমাদের।

তেরো

ফাঁদে বার্ডি এডওয়ার্ডস

কথামতো ম্যাকমার্ডো হবসনস্ প্যাচে গেল। সেদিন সকালে যেন পুলিশ বিশেষ করেই তার ব্যাপার কৌতূহলী হয়েছিল। ক্যাপ্টেন মার্ভিন, যিনি শিকাগোয় থাকতেই ম্যাকমার্ডোকে চিনতেন, ডেকেই কথা বলতে গেলেন তার সঙ্গে। ম্যাকমার্ডো তাকে পাত্তা না দিয়েই হন্‌হন্ করে চলে গেল। কাজ সেরে বিকেলবেলায় ফিরে দেখল ইউনিয়ন হাউসে ম্যাগিন্টি রয়েছে।

ম্যাকমার্ডো সংক্ষেপে খবর দিল—আসছে সে।

ম্যাগিন্টি উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—কী মনে হয়, বিশেষ কিছু খবর কি ও পেয়েছে?

মুখ কালো করে মাথা নাড়ল ম্যাকমার্ডো। বলল, বেশ কিছুদিন সে এখানে আছে, ছয় সপ্তাহ বোধহয়। মনে হয় না সে ঠিক এই কাজেই এখানে এসেছে। রেল কোম্পানির টাকা খেয়ে যদি সে এতদিন এখানে থেকেই থাকে, আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কিছু ফল সে পেয়ে থাকবে, এবং তার পাঠিয়ে দিয়ে থাকবে যথাস্থানে।

ম্যাগিন্টি বলল—কিন্তু লজে তো তেমন দুর্বল লোক একজনও নেই, প্রত্যেকই খাঁটি একেবারে ইস্পাতের মতো। তবে হ্যাঁ, ওই ভীতু মরিস বাদে। ফাঁসিয়ে দেবার মতো কেউ যদি থাকে তো সে ওই-ই। ইচ্ছে হচ্ছে জন-দুই লোক পাঠিয়ে সন্ধ্যের আগেই ওকে উত্তম মধ্যম দেবার ব্যবস্থা করি, যদি তাহলে কিছু ওর কাছ থেকে বার করা যায়।

ম্যাকমার্ডো বলল—সে আপনার ব্যাপার, আপনিই যা ভালো বুঝবেন করবেন। কিন্তু করবেন কাল, কারণ এই পিঙ্কারটন ব্যাপারটা যতক্ষণ না মিটে যাচ্ছে ততক্ষণ আমাদের গোপন থাকতে হবে। অন্ততঃ আজকের দিনে যাতে পুলিশ সর্বত্র ঘোরা-ফেরা না করে সেটা

www.pathagar.com

আমাদের দেখতেই হবে।

ম্যাগিন্টি বলল—ঠিকই বলেছ তুমি। বার্ডি এডওয়ার্ডসের কাছ থেকে আগে জেনে নেব কোথা থেকে সে খবর সংগ্রহ করেছে, যদি সেজন্যে তার হৃৎপিণ্ড কেটে বার করে ফেলতেও হয় তাহলেও। কী মনে হয়, সে কি কোনো ফাঁদের সন্দেহ করছে?

হেসে উঠল ম্যাকমার্ডো। বলল, মনে হচ্ছে ওর দুর্বল জায়গায় আঘাত করতে পেরেছি। যদি ভালো করে স্কোরারদের সন্ধান পেতে পারে তো একেবারে শেষপর্যন্ত সে ওদের পিছু না নিয়ে ছাড়বে না। ওর টাকা আমি খেয়েছি—হাসতে হাসতে এক বান্ডিল ডলারের নোট বার করে সে বলল, আর বলেছে আরো এত দেব যদি সমস্ত কাগজগুলো ওকে দেখাতে পারি।

কী কাগজ?

কী আবার? কোনো কাগজই না। কিন্তু ওকে বলেছি দলের নিয়মাবলি, সভ্য হওয়ার ফর্ম ইত্যাদি সব দেখাব। ওর আশা, এখান থেকে যাওয়ার আগে সমস্ত কিছুই একেবারে শেষপর্যন্ত দেখে তবে যাবে।

মনে হচ্ছে ঠিকই ধরেছ। কঠিন মুখে বলল—ম্যাগিন্টি, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে নি, কেন তুমি কাগজপত্রগুলো নিয়ে যাও নি?

বাঃ আমার ওপরে এমন সন্দেহ—আজই তো ক্যাপ্টেন মার্ভিন আমার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিল, আর আমি কিনা ওইসব জিনিস বয়ে বেড়াব!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে। তা, ব্যাপারটা তোমার ওপর গুরুভার হয়ে যাচ্ছে দেখছি!

কাঁধ বাঁকিয়ে ম্যাকমার্ডো বলল—ঠিক মতলব মতো যদি কাজ হয় তো কিছুতেই ওরা এই হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করতে পারবে না। রাতের অন্ধকারে কেউই ওর এখানে আসা দেখতে পাবে না। এবং আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এখান থেকে চলে যেতেও দেখতে পাবে না। আচ্ছা, এবার শুনুন কাউন্সিলর। আমার মতলবটা আমি আপনাকে জানাচ্ছি, অন্য সকলকে সেই মতলব মতো কাজে লাগাবার দায়িত্ব আপনি নেবেন। সময় নিয়ে আসবেন আপনারা। ও আসবে দশটার সময়। এসে তিনবার টোকা দেবে। আমি গিয়ে খুলে দেব দরোজাটা। তখন আর কী, সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেব তার পেছন দিয়ে দরোজাটা। সে হবে তখন আমাদের হাতের মুঠোয়।

ম্যাগিন্টি বলল—হ্যাঁ, এত বেশ সহজেই হতে পারে।

তা তো বটেই। কিন্তু তার পরের কর্মপন্থাটা চিন্তা করে দেখবার মতো। লোকটা সহজ-নয় মোটেই, তাছাড়া প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফেরে। বোকা বানিয়ে নিয়ে এলাম হয়তো, কিন্তু তাহলেও নিশ্চয় ও সাবধানে থাকবে। ধরুন সরাসরি এমন একটা ঘরে ওকে নিয়ে গেলাম যেখানে সাতজন লোক আছে। অথচ, থাকবার কথা শুধু আমার। আর কারো নয়। হয়তো গুলি ছুটবে তখন, হয়তো সেই গুলিতে আহত হবে কেউ।

ঠিক বলেছ, ম্যাকমার্ডো।

আর সেই শব্দে শহরের যত পুলিশ সব এসে হাজির হবে।—ঠিকই বটে, ম্যাগিন্টি দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

তাই আমি এইভাবে মতলব ফাঁদছি। আপনার সবাই থাকবেন বড় ঘরটায়, আমার সঙ্গে কথা বলতে এসে যে ঘরটা দেখেছিলেন। দরোজাটা খুলে দরোজা পাশের বৈঠকখানায় ওকে নিয়ে গিয়ে বসাব। সেখানেই সে থাকবে যতক্ষণ না আমি কাগজগুলো নিয়ে সেখানে যাচ্ছি। সেই সুযোগে আপনাদের সঠিক পরিস্থিতিটা জানাব। তারপর ফিরে যাব তার কাছে কতকগুলো নকল কাগজ হাতে নিয়ে। সে সেগুলো পড়তে থাকবে, আর সেই সুযোগে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তল শুদ্ধ তার একটা হাত চেপে ধরব, এবং আমার ডাক শুনে তখন আপনার দৌড়ে চলে যাবেন সেখানে। যত তাড়াতাড়ি পারেন করবেন। কারণ গায়ের জোরে ও আমার চেয়ে কমতি হবে না। তাকে সামলানো আমার একার পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে, আপনারা

www.pathagar.com

যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ ওকে ধরে রাখতে পারবই।

ম্যাগিন্টি বলল—মতলবটা দারুণ! এবং এজন্যে লজ তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। হয়তো আমি যখন এ পদ ছেড়ে দেব, আমার পরে তোমার নামটা দিয়ে যেতে পারব।

বাড়ি ফিরে ম্যাকমার্ডো এই গুরুতর ব্যাপারের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রইল। প্রথম কাজ হল, তার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন কোম্পানির রিভালভারটা পরিষ্কার করে তেল দিয়ে রাখা। সঙ্গী স্ক্যানলানের সঙ্গে আলোচনা করে মন দিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করল ঘরটা—যে ঘরে আজকের অতিথির জন্যে ফাঁদ পাতা হচ্ছে। তারপর সে স্ক্যানলানকে বলল—দেখো মাইক স্ক্যানলান, তোমার মতো অবস্থায় হলে আজ রাতটা আমি অন্যত্র কাটাতাম। কিছু রক্তাক্ত ঘটনা আজ রাতে এখানে ঘটবে। স্ক্যানলান বললে—সত্যি বলতে কী জ্যাক্, আমার মধ্যে যে জিনিসটার অভাব সেটা ইচ্ছে নয়, মনের জোর। তোমার মতো বা ম্যাগিন্টির মতো সাহস আমার নেই। আমি একটু অন্য ধাতুতে গড়া। লজ যদি এজন্যে আমার ওপর বিরূপ না হয়, তো তোমার উপদেশ মতো আজকের রাতটা অন্যত্রই কাটাব।

রাত নয়টা নাগাদ সাতজন ছিমছাম, ভদ্র নাগরিকের মতো এসে পৌঁছাল ম্যাগিন্টিরা। ওদের ওই ভদ্রবেশের আড়ালে অন্ততঃ একজনও নেই যার হাত অন্ততঃ বারো বারো নর-রক্তে রঞ্জিত না হয়েছে। নরহত্যায় তাদের হাত কাঁপে না। পিঙ্কারটনে গোয়েন্দাকে খুন করার জন্যে এই সাতজন ম্যাকমার্ডোর এখানে এসেছে।

গৃহকর্তা টেবিলে হুইস্কি রেখেছে, আর ওরা তৈরি হচ্ছে কাজের জন্যে। বলডুইন আর করম্যাকে এরমধ্যেই প্রায় আধমাতাল। মদের নেশায় সবার মধ্যেই ভয়ংকর ভাবটা প্রবল হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে করম্যাক উনুনের ওপর হাত রাখল। হাতটা জ্বালা করে উঠতেই একটা গালাগালি দিয়ে বলে উঠল, ব্যস, ঠিক আছে।

তার কথার অর্থ বলডুইনের বুঝতে দেরি হল না। বলল—ঠিকই বলেছ। ওটার সঙ্গে বেঁধে দিলেই আর সত্যি কথা না বলার পথ পাবে না।

ম্যাকমার্ডো বলল—সত্যি কথা ওকে বলাবই, কোনো চিন্তা কোরো না।

প্রশংসার স্বরে বডিমাস্টার বলল—ওর সঙ্গে কথা বলার ভার তোমার। কোনোরকম আবাস যেন না পায় যতক্ষণ না ওর গলা টিপে ধরছ। জানলাগুলোয় শার্সি থাকলে বড় ভালো হত। একে একে জানলাগুলোর কাছে গিয়ে ম্যাকমার্ডো পর্দাগুলো আঁট করে টেনে দিল। তারপর বলল—ব্যস, এখন আর কেউ বাইরে থেকে উঁকি মারতে পারবে না।—সময় হয়ে এলো।

হয়তো সে আসবে না, হয়তো বিপদের কোনো আভাস পেয়ে থাকবে—বলে উঠল সেক্রেটারি।

নিশ্চয় আসবে, কোনো ভাবনা কোরো না। আসবার ব্যাপারে তার আগ্রহ আমাদের চেয়ে কম নয়, তার, জানবে।—ওই শোনো। মোমের পুতুলের মতো বসে রইল সবাই, কারো কারো পানপাত্র মুখে উঠতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল। দরোজায় জোরে জোরে তিনবার শব্দ শোনা গেল।

চুপ! সাবধানতার সঙ্কেত করে হাত তুলল ম্যাকমার্ডো।

পরম খুশির ভাব দলটার প্রত্যেকের চোখে ফুটে উঠল, হাত চলে গেল গোপন অস্ত্রের ওপর।

ম্যাকমার্ডো ফিস্ ফিস্ করে সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলল—জীবন থাকতে একটুও শব্দ নয়—এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সন্তর্পণে দরোজাটা বন্ধ করে।

কান খাড়া করে অপেক্ষা করছিল খুনীর দল। বারান্দা দিয়ে ম্যাকমার্ডোর পা ফেলার আওয়াজ ওরা শুনতে পেল। শুনল বাইরের দরোজা খোলার শব্দও। তারপর অভ্যর্থনা-সূচক

www.pathagar.com

কয়েকটা কথা। তারপর এক অপরিচিত পদশব্দ। আর অচেনা গলার আওয়াজ। পর মুহূর্তেই সজোরে দরোজা বন্ধ হওয়ার, আর দরোজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ। শিকার এখন তাদের ফাঁদে নিরাপদ। টাইগার করম্যাক হেসে উঠল ভয়ংকরভাবে। আর বডিমাস্টার ম্যাগিন্টি প্রকাণ্ড হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল। বলল চুপ্ চুপ্। শেষ মুহূর্তে ডোবাবে নাকি।

পাশের ঘর থেকে কথাবার্তার চাপা শব্দ। তারপর খুলে গেল দরোজাটা প্রবেশ করল ম্যাকমার্ডো, ঠোঁটে আঙুল চেপে। টেবিলের শেষ প্রান্তে এসে সে তাকাল তাদের দিকে—একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন তার মধ্যে এসেছে। তার হাবভাব এমন একজনের খুব বড় কাজ যেন সে করতে চলেছে! মুখ পাথরের মতো শক্ত। চশমার ভিতর দিয়ে দু-চোখ তার জ্বলছে তীব্র উত্তেজনায়। দেখেই তাকে জননায়ক বলে মনে হচ্ছে। কৌতূহলের সঙ্গে সকলেই লক্ষ করছে তাকে। কিন্তু কোনো কথাই সে বলল না। তেমনি এক দৃষ্টিতে সে তাকাতে লাগল সকলের দিকে।

বডিমাস্টার ম্যাগিন্টি বলে উঠল—শেষপর্যন্ত সে এসেছে? বার্ডি এডওয়ার্ডস কি এসেছে এখানে?

হ্যাঁ, ধীরে ধীরে ম্যাকমার্ডো বলল—এসেছে বার্ডি এডওয়ার্ডস। আমিই হলাম বার্ডি এডওয়ার্ডস!

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটার পরে দশটা মুহূর্ত এমন স্তব্ধতার মধ্যে কাটল যেন পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। উনুনে কেটলির জলের হিস্ হিস্ শব্দ তীক্ষ্ণ হয়ে কর্কশ হয়ে ওদের কানে আসছিল। রক্তশূন্য সাত সাতটা মুখ একসঙ্গে ম্যাকমার্ডোর দিকে তাকিয়ে রইল, যে এভাবে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। আতঙ্কে সকলেই অভিভূত হয়ে গেল। তারপরই কাঁচের টুকরো টুকরো হওয়ার আওয়াজ। আর প্রত্যেকটি জানালার কাঁচ ভেঙে দেখা গেল রাইফেলের চকমকে নলের পর নল—পর্দাগুলো ছিঁড়ে গেল।

বডিমাস্টার আহত ভালুকের মতো গর্জন করে উঠল, ছিটকে পড়ল আধখোলা দরোজাটা লক্ষ করে। একটা উদ্ধত রিভালভার বাধা দিল ওকে। মাইন পুলিশের ক্যাপ্টেন মার্ভিনের নীল চোখ দেখা গেল রিভলভারের মাছির ওপর স্থির নিবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে পিছু হঠল ম্যাগিন্টি। তারপর চেয়ারে বসে পড়ল।

হ্যাঁ ঠিক আছে. ওখানেই আপনি নিরাপদ, কাউন্সিলর, বলে উঠল লোকটা—এতদিন যাকে ওরা ম্যাকমার্ডো বলে জানত। আর বলডুইন, হাতটা যদি পিস্তল থেকে তুলে না নাও হয়তো তুমি এখনও ফাঁসির দড়িকে ফাঁকি দিতে পারো। তারপর বলল ওদের পিস্তলগুলো নিয়ে নিন মার্ভিন।

প্রায় চল্লিশটা উদ্ধত রাইফেলের সামনে বাধা দেওয়া ছিল খুনীদের পক্ষে অসম্ভব। ওদের তাই নিরস্ত্র করা হল। বিস্মিত, বিহ্বল, গোমড়ামুখো লোকগুলো চুপচাপ বসে রইল টেবিল ঘিরে।

যাবার আগে যে ওদের ফাঁদে ফেলেছে সে বলে উঠল—যতদিন না তোমরা কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছ—এখন থেকে তখন পর্যন্ত যে সময়টা তোমরা পাবে একটা বিষয় ভেবে দেখো। আমিই হলাম পিঙ্কার্টনের বার্ডি উইলিয়ামস্। আমাকে নিয়োগ করা হয় তোমাদের এই দলটা ভেঙে ফেলার জন্যে। অত্যন্ত কঠিন আর অত্যন্ত বিপদজনক এই খেলা। কেউ জানত না যে আমি এই খেলায় নেমেছি। জানতেন কেবল এই ক্যাপ্টেন মার্ভিন আর আমার মনিব। আজ এই খেলা শেষ হল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তাতে আমি জয়ী হয়েছি।

সাতটা বিবর্ণ, শক্ত মুখ তাকাল—তাদের মুখে-চোখে তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা।

স্কোয়ারালদের বিচার হল ওখান থেকে অনেক দূরে, দলের লোক যাতে পুলিশের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। অনেক চেষ্টাই তারা করল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। লজের বিপুল অর্থ জলের মতো খরচ হতে লাগল। শেষপর্যন্ত লজ ভেঙে গেল। যে যেখানে পারল ছড়িয়ে পড়ল। ম্যাগিন্টির ফাঁসি হয়ে গেল। জন পঞ্চাশের হল বিভিন্ন রকমের জেল। টেড বলডুইন ফাঁসিকাঠ

www.pathagar.com

এড়াল—উইলাবিরাও এবং আরো কয়েকটা ভয়ংকর প্রাণী। দশটা বছর তারা ছিল গরাদের আড়ালে। তারপর মুক্তি পেল। শিকাগোয় তারা আক্রমণ করল বার্ডিকে। দু-দুবারের চেষ্টায় একটুর জন্যে-ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের আশা হল তৃতীয়বার নিশ্চয়ই সফল হবে। শিকাগো থেকে বার্ডি চলে যায়, ক্যালিফোর্নিয়ায়। অন্য নাম নিয়ে। সেখানে তার স্ত্রী এটি মারা গেল। আবার একবার বার্ডি অতি অল্পের জন্যে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল। এবং আরো একবার—তার নাম তখন ডগলাস। এক নির্জন খাদে কাজ করছিল তখন। বার্কার নামে এক ইংরেজের সঙ্গে যৌথভাবে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিল। শেষপর্যন্ত যখন জানল যে, ডালকুত্তাগুলো আবার তাঁর পিছু নিয়েছে শেষ মুহূর্তে আবার পালাল তখন, চলে এলো ইংল্যান্ডে। এখানে এসে উক্ত জন ডগলাস আবার এক উপযুক্ত সঙ্গিনীকে বিয়ে করে। পাঁচটি বছর সাসেক্সে ভদ্রলোকের জীবনযাপন করে—সে অবস্থার অবসান কিরকম হয়েছিল পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

উপন্যাস

এ স্টাডি ইন স্কার্লেট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সামরিক ভেষজ বিভাগের প্রাক্তন, ড. জন এইচ ওয়াটসনের স্মৃতিকথা থেকে পুনর্মুদ্রিত

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব্ মেডিসিন ডিগ্রি নিয়ে আমি যাই নেটলিতে সৈন্যবাহিনীর সার্জনের পাঠ নিতে। সেখানকার পাঠ শেষ করে আমি ফিফ্‌থ্ নর্দাম্বাল্যান্ড ফুসিলিয়ার্সে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের পদে নিযুক্ত হই। বাহিনীটি তখন ভারতে ছিল, এবং আমি সেখানে যোগ দেবার আগেই শুরু হয়ে যায় আফগান যুদ্ধ। বোম্বাইয়ে জাহাজ থেকে নেমে শুনি আমার বাহিনী গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে গেছে এবং ইতিমধ্যেই শত্রু এলাকার মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে পড়েছে। যাই হোক আমার মতো আরো অনেক অফিসারের সঙ্গে আমিও সেই পথ ধরলাম এবং শেষপর্যন্ত নিরাপদে কান্দাহার পৌঁছালাম, নিজ বাহিনীর সন্ধান পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন কাজে লেগে গেলাম।

এই অভিযানে অনেকেরই ভাগ্যে সম্মান ও পদোন্নতি জোটে কিন্তু আমার ক্ষেতে কেবলই দুর্দশা ও দুর্ভাগ্য। তখন আমাকে আমার সৈন্যদল থেকে বার্কশায়ারে যুক্ত করা হয় এবং তাদের সঙ্গে আমি মারাত্মক মাইওয়ান্দের যুদ্ধে কাজ করি। সেই যুদ্ধে একটা জেজেল গুলি আমার কাঁধের হাড় ভেঙ্গে দেয় এবং সাব্‌ক্লিভিয়ান ধমনী স্পর্শ করে চলে যায়। নির্ঘাত তখন আমি খুনে গাজিদের হাতে পড়তাম যদি না আমার অনুগত আর্দালি মারে প্রচুর সাহসের সঙ্গে আমায় কোনোরকমে একটা ঘোড়ার পিঠে তুলেই নিরাপদে ব্রিটিশ সৈন্যদের এলাকায় নিয়ে আসে।

যন্ত্রণা ও দীর্ঘদিনের কষ্টভোগের ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ায় আরো অনেক আহতদের সঙ্গে আমায় পেশোয়ারের বেস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার ফলে আমার শরীরের উন্নতি হয়, একটু আধটু চলাফেরার মতো অবস্থাও হয়। কিন্তু এমন সময় আমি আন্ত্রিক জ্বরে পড়ি—যাকে ভারতের এক অভিশাপ স্বরূপ বলা যেতে পারে। বেশ কয়েক মাস আমার জীবনের আশা ছিল না। যাই হোক শেষপর্যন্ত রোগমুক্ত হই, সেরে উঠতে থাকি। কিন্তু এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে চিকিৎসকমণ্ডলী উপদেশ দিলেন, আর একটি দিনও দেরি না করে যেন আমায় ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। হলও তাই, সৈন্যজাহাজ 'ওরেন্টেস্'-এ করে মাসখানেক পরে আমি পোর্টসমাউথের জেটিতে অবতরণ করি,—শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। তবে, শরীর সারবার জন্যে সরকার বাহাদুর পিতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমায় নয় মাসের ছুটি দিলেন।

আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব বলতে ইংল্যান্ডে আমার কেউ ছিল না, তাই আমি ছিলাম হাওয়ার মতো স্বাধীন ও বন্ধনহীন—দিনে সাড়ে এগোরে শিলিং বেতনে যতটা সম্ভব। এহেন অবস্থায় স্বভাবতই আমি লন্ডনের টানে চলে এলাম। একদিন আমি ক্রাইটেরিয়ন বারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কে একজন আমার কাঁধে টোকা দিল। মুখ ফেরাতেই তরুণ স্ট্যামফোর্ডকে চিনতে পারলাম, বার্টসে সে আমার অধীনে ড্রেসারের কাজ করত। লন্ডনের সুবিশাল প্রান্তরে আমার মতো নিঃসঙ্গের পক্ষে এমন এক বন্ধুভাবাপন্ন মানুষের মুখ দেখা অত্যন্ত ভাগ্যের কথা বৈকি। অবশ্য সে যে আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিল এমন নয়, কিন্তু এখন আমি প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানালাম। একটা গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে।

লন্ডনের ভিড় কাটিয় গাড়ি এগিয়ে চলেছে। বিস্ময়ের সঙ্গে সে বলল,—'এখানে কী করছেন? যেমন রোগা, তেমনি বাদামি হয়ে গেছেন দেখছি!'

সংক্ষেপে আমার অভিযান-কাহিনী তাকে শোনালাম। বিবৃতি যখন শেষ হল ততক্ষণে আমরা পৌঁছে গেছি।

দুর্দশার কাহিনী শুনে সে বলল,—'আহা, বড়ই দুঃখের ব্যাপার। এখন তাহলে কী করছেন?'

www.pathagar.com

বললাম—'আপাতত বাসার খোঁজ করছি। কম খরচে আরামপ্রদ ছাড়া বাড়ি পেতে হবে,—এই সমস্যার সমাধানে আছি।'

সে বলল, 'আরে, এত ভারি আশ্চর্য! এই নিয়ে আজ দু-বার আমি এই কথা শুনলাম।'

'প্রথম লোকটি কে?'

'হসপিট্যালের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করা এক ব্যক্তি। একটা সুন্দর ফ্ল্যাটের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। কিন্তু ভাড়া বেশি বলে তাঁর পক্ষে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না, এবং কারুর সঙ্গে একসঙ্গে থেকে ভাড়াটা আধাআধি করে নেবেন এমন লোকও পাচ্ছেন না বলে তিনি দুঃখ করছিলেন।'

'বল কী! সত্যিই যদি তাই, আমিই তাহলে সেই লোক। তাছাড়া একা বাস করার চেয়ে একজনের সঙ্গে বাস করাই আমার পছন্দ।'

পানপাত্রটা হাতে করে স্ট্যামফোর্ড অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বলল,—'শার্লক হোমস কে আপনি চেনেন না, চিনলে হয়তো তাঁর সঙ্গে একত্রে বাস করতে রাজি হতেন না।'

'কেন, এমন কী দোষ তাঁর?'

'না না, কোন দোষের কথা তো আমি বলি নি! মানে, তাঁর ধ্যান ধারণাগুলো একটু অদ্ভুত এবং বিজ্ঞানের কোনো-কোনো বিষয়ে, তাঁর প্রচুর উৎসাহ। এ বাদ দিলে লোক হিসেবে বেশ।'

জিজ্ঞাসা করলাম—'ডাক্তারির ছাত্র বুঝি?'

'না। জানি না কী তাঁর উদ্দেশ্য। মনে হয় শারীর বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর বেশ জ্ঞান আছে। এবং কেমিস্ট হিসেবে তো একেবারে প্রথম শ্রেণীর। অথচ যতদূর জানি ডাক্তারি-বিদ্যার কোন পাঠক্রম তিনি যথারীতি গ্রহণ করেন নি। তাঁর পড়াশুনোও এলোমেলো। অথচ কেননো-কোনো বিষয়ে তার জ্ঞান এমনকি প্রফেসরদের পর্যন্ত চমকে দেওয়ার মতো।'

বললাম, 'কখনো জিজ্ঞাসা করেছিলে কী তাঁর উদ্দেশ্য?'

'না, ওঁর কাছ থেকে কথা বার করা কঠিন। অথচ খেয়াল হলে তিনি দিব্যি কথা বলেন।'

আমি বললাম, 'দেখা করতে চাই ভদ্রলোকের সঙ্গে। কারুর সঙ্গে একসঙ্গে বাস করতে হলে এমন লোকই আমার পছন্দ যে পড়াশুনো করে, হই-হল্লা করে না। কী করে তোমার এই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা যায়?'

'হয়তো তিনি এখন ল্যাবরেটরিতেই আছেন। হয় সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেখানে যান না, আর নয় তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে কাটান। বলেন তো লাঞ্চ সেরে সেখানে যেতে পারি।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয় যাব।'

যাঁর সঙ্গে একত্র বাস করার কথা হচ্ছে, হলবোর্ন থেকে ল্যাবরেটরি যাওয়ার পথে স্ট্যামফোর্ড তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু খবর ছিল। বলল, 'যদি তাঁর সঙ্গে বনিবনা না হয় তাহলে কিন্তু আমায় দোষ দেবেন না। ল্যাবরেটরিতে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তা থেকেই আমি তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানি; তার বেশি কিছু নয়। আপনিই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, সুতরাং কোনো ব্যাপারে আমায় দায়ী করা চলবে না।'

আমি বললাম,—'তা সুবিধে যদি না হয় তো তখন আলাদা হয়ে গেলেই হল। আমার মনে হচ্ছে,'—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'এ ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার কোনো বিশেষ কারণ তোমার আছে। কী, উনি কি বেজায় বদমেজাজি, না কী? অমন চেপে যেও না।'

হেসে উঠে সে বলল,—'যা প্রকাশ করা যায় না কী করে তা বলি? হোমস বড় বেশি বিজ্ঞান-ঘেঁষা,—সেটা আমার রুচিতে বাধে। এ ব্যাপারে ওঁকে একরকম নির্মমই বলা যেতে

www.pathagar.com

পারে। ভেজিটেবল অ্যালকোলয়েডের নবতম বস্তুর কিছু নমুনা কোনো বন্ধুর উপর পরীক্ষা করাটা না হয় বুঝলাম কারণ কোনো অনিষ্ট করার জন্যে নয়, এটা তিনি করছেন ফলাফল পরীক্ষার জন্যে এবং এ কথা স্বীকার না করলে তাঁর উপর অবিচার করা হবে যে ঠিক তেমনি আগ্রহের সঙ্গেই তিনি এই পরীক্ষা তাঁর নিজের দেহেও করতে প্রস্তুত। নিখুঁত জ্ঞানলাভের প্রতি 'তা, এইরকমই তো হওয়া উচিত।'

'কিন্তু মাঝে মাঝে উনি বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। ধরুন ব্যবচ্ছেদ ঘরে লাঠি দিয়ে শবের উপর আঘাত করা,—ব্যাপারটা তখন কিম্ভুত হয়ে ওঠে না কি?'

'সেকি, লাঠি দিয়ে আঘাত করা?'

'হ্যাঁ, উদ্দেশ্য হল পরীক্ষা করা, মৃত্যুর পরেও দেহের উপর এর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এ আমার নিজের চোখে দেখা।'

'অথচ তবুও তুমি বলছ তিনি ডাক্তারির ছাত্র নন?'

'বলছি। ঈশ্বরই জানেন কী তিনি শিখতে চান। যাই হোক্ এই তো এসে পড়েছি, এবার আপনি নিজেই আপনার ধারণা তৈরি করে নিন।'

ইতিমধ্যে আমরা মোড় ফিরে একটা সরু গলি ধরেছি, তারপর খানিকটা এগিয়ে এক পাশের একটা ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতেই একটা মস্ত হাসপাতালের একাংশ আমাদের সামনে পড়ল। এ জায়গড়া আমার পরিচিত, তাই সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার সময় পথ দেখার দরকার হল না। তারপর লম্বা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চললাম। দুদিকে চুনকাম করা সাদা দেয়াল আর মেটে রঙের জানালা। এই বারান্দার প্রায় শেষে একটা নিচু খিলান-দেয়া পথ বাঁক নিয়ে চলে গেছে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি পর্যন্ত।

ঘরটা উঁচু, অসংখ্য বোতলের রাশি সেখানে। চওড়া চওড়া নিচু টেবিল এদিকে ওদিকে ছড়ানো, বকযন্ত্রে আর টেস্টটিউবে আর ছোট ছোট বুনসেন বার্নারের নীল শিখায় কন্টকিত। মাত্র একটি ছাত্র সেই ঘরে, দূরের একটা টেবিলে ঝুঁকে পড়ে তন্ময় হয়ে কি যেন করছেন। আমাদের পায়ের শব্দে তিনি তাকালেন এদিকে ওদিকে। তারপর আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠে একটা টেস্টটিউব হাতে করে দৌড়ে এলেন আমাদের কাছে—'পেয়েছি, পেয়েছি!' বলে চিৎকার করতে। বললেন, 'জানো, এমন একটা বিকারকের সন্ধান পেয়েছি যাতে কেবলমাত্র হিমোগ্লোবিন দিলেই তলানি পড়ে!' কোন স্বর্ণখানি আবিষ্কার করলেও এত আনন্দ ভদ্রলোকের মুখে ফুটে উঠত না।

স্ট্যামফোর্ড আলাপ করিয়ে দিল—'ড. ওয়াটসন, আর ইনি হলেন মি. শার্লক হোমস্।'

আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে শার্লক হোমস্ বললেন,—'কেমন আছেন?' এত জোরে আমার হাত চেপে ধরেছিলেন যে অত জোর যে তাঁর গায়ে থাকতে পারে এ আমি ধারণা করতে পারি নি। তারপর বললেন,—'আফগানিস্তানে ছিলেন দেখছি।'

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন করে জানলেন?'

মুচকি হেসে উঠলেন হোমস্। বললেন,—'সে আর না-ই শুনলেন। কথা হচ্ছে এখন হিমোগ্লোবিন নিয়ে। আমার এই আবিষ্কারের গুরুত্বটা নিশ্চয় উপলব্ধি করছেন?'

বললাম,—'রাসায়নিক দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, কিন্তু উপযোগিতার দিক দিয়ে—'

'বলেন, কী, ভেষজ আইন বিষয়ে গত কয় বছরের মধ্যে যত আবিষ্কার হয়েছে গুরুত্বের দিক দিয়ে সেগুলোর কোনোটাই এটার মতো নয়! বুঝছেন না, রক্তের দাগ পরীক্ষার এক নির্ভুল প্রক্রিয়া এর মধ্যে আছে। আসুন না, দেখবেন!' এই বলে তিনি উৎসাহের আতিশয্যে আমার কোটের হাতা ধরে টেনে নিয়ে চললেন তাঁর টেবিলের কাছে। 'খানিকটা রক্ত দেওয়া যাক্,'

www.pathagar.com

বলে একটা লম্বা ছুরি আঙুলে ফুটিয়ে দিয়ে এক ফোঁটা রক্ত একটা পিপেটে রাখলেন। বললেন, 'এবার এই রক্তে এক লিটার জল মেশাচ্ছি। দেখছেন তো, রঙটা খাঁটি জলের মতোই রয়ে গেছে। রক্তের অনুপাত এ ক্ষেত্রে দশ লক্ষে এক-এর মতো। কিন্তু তাহলেও এর প্রতিক্রিয়া ঠিকই পাব।' বলতে বলতে তিনি সেই পাত্রে কয়েকটা সাদা স্ফটিক ফেললেন, আর তারপর কয়েক ফোঁটা ঈষৎ ঘন তরল পদার্থ তার সঙ্গে মেশালেন। মুহূর্তে সেটা ঘোর হেমগিনি রঙের হয়ে গেল, আর দেখা গেল, পাত্রটার নিচে একটা বাদামি গোছের তলানি পড়ে রয়েছে।

'হাঃ হাঃ!' এই বলে তিনি এমন হাততালি দিয়ে উঠলেন, যেন কোন শিশু একটা নতুন পুতুল পেয়েছে। 'কেমন দেখলেন?'

'পরীক্ষাটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলেই মনে হচ্ছে।' আমি বললাম।

'চমৎকার, অতি চমৎকার! আগে যে ওয়াইয়াকাম পরীক্ষা হত তা ছিল যেমন জবড়জং তেমনি অনিশ্চিত। রক্তের সূক্ষ্ম কণায় আনুবিক্ষণিক পরীক্ষাও বিশেষ কাজের নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে দাগ কয়েক ঘন্টার পুরোনো হলেই আর কাজ হয় না। এ ক্ষেত্রে কিন্তু রক্তটা টাটকাই হোক্ আর বাসিই হোক কোনো অসুবিধে নেই। এই আবিষ্কারটা যদি আগে হত, তাহলে দিব্যি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন কত শত মানুষ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হত।'

'সত্যি?' অস্ফুট স্বরে আমি বললাম।

'কত ফৌজদারি মামলাই না এই একটা ব্যাপারেরই উপর নির্ভর করে থাকে! মনে করুন কোনো অপরাধ সঙ্ঘটিত হওয়ার বেশ কয়েক মাস পরে কোনো ব্যক্তির উপর সন্দেহ পড়ল। তার পোষাক আশাক পরীক্ষা করে দেখা গেল সেখানে বাদামি দাগ। এ দাগ কি রক্তের, না কাদার, না মরচের, না ফলের রসের? কিসের এ দাগ? এই প্রশ্ন কত বিশেষজ্ঞকেই না বোকা বানিয়েছে! কেন? নির্ভরযোগ্য কোনো পরীক্ষার অভাবের জন্যে। এখন এই "শার্লক হোমস্ পরীক্ষা" আবিষ্কৃত হল, আর এ নিয়ে কোন অসুবিধে হবে না।'

তাঁর চোখ রীতিমত চকচক্ করে উঠল। বুকে হাত রেখে এমনভাবে বাও করলেন, যেন কোনো কাল্পনিক শ্রোতবৃন্দের কাছে প্রচুর হাততালি পেয়েছেন।

তাঁর এই উৎসাহ লক্ষ করে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। বললাম, 'এজন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানানো উচিত।'

উনি বললেন, 'এই ধরুন না গত বছরের ফ্র্যাঙ্কফুর্টে ফন বিশকেফের মামলা। সে সময়ে যদি এ বস্তু আবিষ্কৃত হত নির্ঘাত তাহলে তার ফাঁসি হত। তারপর ধরুন ব্র্যাডফোর্ডের মেসন, আর শয়তান ম্যুলার, আর মন্টপেলিয়েরের লেফব্রে আর নিউ অর্লীনস্‌ের স্যামসনের মামলা। এমন অসংখ্য মামলার কথা বলতে পারি যেখানে এই আবিষ্কারই অপরাধ প্রমাণে যথেষ্ট হতে পারত।'

হেসে উঠল স্ট্যামফোর্ড। বলল—আপনি দেখছি অপরাধের বিষয়ে এক চলন্ত ক্যালেন্ডার বিশেষ! এ বিষয়ে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন—নাম দেবেন 'অতীত দিনের পুলিশ সংবাদ।'

'হ্যাঁ, অমন একটা পত্রিকা অবশ্যই প্রচুর বিত্তাকর্ষক হতে পারে বৈকি।'—কাটা আঙুলটায় প্লাস্টার লাগাতে লাগাতে হোমস বললেন। তারপর ঈষৎ হেসে ফিরলেন আমার দিকে। বললেন, 'আমাকে একটু সাবধানে থাকতে হয়, কারণ প্রায়ই আমাকে বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, বুঝেছেন?' বলতে বলতে তিনি হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। লক্ষ করলাম, কড়া অ্যাসিডে অ্যাসিডে বিবর্ণ সেই হাত, অসংখ্য ছোট ছোট প্লাস্টার হাতটায় লাগানো।

'আমরা কাজের কথা বলতে এসেছি।' একটা তে-পায়া উঁচু টুলে বসে আর ওইরকম আর একটা টুল পা দিয়ে আমার দিকে ঠেলে দিতে দিতে স্ট্যামফোর্ড বলল,—'আমার এই বন্ধু

www.pathagar.com

বাসার সন্ধানে আছেন। আর আপনিও বলছিলেন কাউকে পেলে তাঁর সঙ্গে বাসা ভাগ করে নিতে পারেন। তাই আপনাদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিলাম।'

মনে হল শার্লক হোমস্ এ প্রস্তাবে অত্যন্ত উল্লসিত হয়েছেন। বললেন, 'বেকার স্ট্রিটে আমি একটা স্যুট দেখে এসেছি, আমাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধে হবে সেখানে। আচ্ছা, কড়া তামাকের গন্ধে আপনার আপত্তি নেই তো?'

বললাম,—'না না, আমি তো সব সময়ে জাহাজের সিগারেট খাই'

'ভালোই হল। আচ্ছা, মাঝে-মাঝে আমি কেমিক্যাল নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করি। তাতে কি আপনি বিরক্ত হবেন?'

'মোটেই না।'

'ভেবে দেখি,—আর আমার কী কী দোষ আছে। মাঝে মাঝে আমি একেবারে চুপচাপ হয়ে যাই, দিনের পর দিন একটাও কথা বলি না তখন। তা থেকে যেন মনে করবেন না যে আমি বিরক্ত হয়েছি। বাধা দেবেন না, কিছুদিনের মধ্যেই ও ভাব কেটে যাবে। আচ্ছা, এবার বলুন কী কী দোষ আপনার। একসঙ্গে বসবাস করবার আগে পরস্পরের সবচেয়ে বড় দোষগুলোর কথা পরস্পরকে জানিয়ে দেওয়া ভালো।'

হাসি এল এভাবে জেরা করার প্রস্তাবে। বললাম, 'আমার একটা কুকুরছানা আছে। আর, আমার হই-হল্লা সহ্য হয় না, কারণ আমার স্নায়ু এখনো দুর্বল। আমি সময়ে অসময়ে যখন-তখন ঘুম থেকে উঠে পড়ি, এবং আমি অত্যন্ত অলস। আর যখন ভালো থাকি তখন আর এক ধরনের কিছু দোষ আমার মধ্যে দেখা দেয়,—তবে আপাতত এইগুলোই হল প্রধান।'

'আচ্ছা, বেহালা বাজানো কি আপনার হিসেবে হই-হল্লার মধ্যে পড়ে?' উদ্বিগ্নভাবে শার্লক হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম,—'সেটা নির্ভর করে বাদকের নৈপুণ্যের উপর। ভালো বেহালা বাদন তো রীতিমত দেবভোগ্য! কিন্তু বাজানো যদি খারাপ হয়—'

বাধা দিয়ে, খুশির হাসি হেসে হোমস বললেন,—'ঠিক আছে, ঠিক। মনে হচ্ছে এখন ধরে নিতে পারি যে আর কোনো অসুবিধে থাকছে না।—অবশ্য যদি ঘরগুলো আপনার পছন্দ হয়।'

'কখন দেখা যেতে পারে?'

"কাল বেলা বারোটা নাগাদ এখানে আসবেন,—একসঙ্গে গিয়ে সব পাকা করে আসব।"

'বেশ, ঠিক বারোটায় তাহলে।'—ওঁর হাতে হাত মিলিয়ে আমি বললাম। হোমস ওষুধপত্র নিয়ে কাজে লেগে গেলেন, আর আমরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আমার হোটেলের পথ ধরলাম।

হঠাৎ আমি থেমে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভালো কথা, কী করে উনি জানলেন বল তো—আমি আফগানিস্তান থেকে এসেছি?' রহস্যময় হাসি হেসে স্ট্যামফোর্ড বলল, 'এ হল ওঁর এক বৈশিষ্ট্য। শুধু আপনি নন, অনেকেই বুঝতে পারে না কী করে উনি এসব খবর জানতে পারেন।'

'ও, রহস্য বুঝি?' হাতে হাত ঘষে আমি বলে উঠলাম, 'ভারি আশ্চর্য তো! ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি তোমার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। জানো তো, কথায় বলে, মানুষই হল মানুষের আসল পরিচয়।'

'বেশ, তাহলে সেই পরিচয়ই এখন আপনি পাবেন।' আমার কাছে বিদায় নিয়ে স্ট্যামফোর্ড বলল, 'কিন্তু দেখবেন, উনি এক বিশেষ সমস্যা। আমি বাজি রেখে বলতে পারি আপনি ওঁর সম্বন্ধে যত জানেন তার চেয়ে অনেক বেশি উনি আপনার সম্বন্ধে জানেন। আচ্ছা, চলি।'

www.pathagar.com

বিদায়।' নবপরিচিতের সম্বন্ধে প্রচুর কৌতূহল নিয়ে আমি হোটেলে প্রবেশ করলাম।

কথামতো পরদিন দুজনে একত্র হয়ে গেলাম ২২১-বি বেকার স্ট্রিটের ঘরগুলো দেখতে। দুটো আরামপ্রদ শোবার ঘর, আর একটা বেশ বড়সড় বসবার ঘর, সুন্দর করে সাজানো, আর বড় বড় দুটো জানালা থাকায় প্রচুর আলো সেখানে। সব দিক দিয়েই ঘরগুলো এমনই পছন্দসই, আর ভাগ করে নিলে এক এক জনের ভাড়া এমনই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল যে সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে দখল দেয়া হল। এদিনই সন্ধ্যায় আমি জিনিসপত্র নিয়ে হোটেল থেকে চলে এলাম, আর শার্লক হোমস এলেন পরদিন সকালে, প্রচুর বাক্স আর খাতাপত্র নিয়ে। দু একটা দিন কাটল মালপত্র সুবিধে মতো করে সাজাতে। একটু একটু করে আমরা এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে লাগলাম।

একত্রে বাস করার ব্যাপারে হোমসকে নিয়ে কোনো অসুবিধেই ছিল না। চুপচাপ থাকতেন, এবং তাঁর অভ্যাসও ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। রাত দশটার পরে পারতপক্ষে জেগে থাকতেন না। আর রোজই সকালে আমি জেগে ওঠার আগে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়তেন। কোনোদিন কাটাতেন কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে, কোনোদিন বা ব্যবচ্ছেদাগারে; আর কোনো-কোনো দিন অনেক দূর হেঁটে যেতেন শহরের সবচেয়ে গরিব বাসিন্দাদের এলাকা দিয়ে। এবং কাজ হাতে এলে যেরকম উৎসাহ তাঁর মধ্যে দেখা যেত তার তুলনা নেই। কিন্তু কাজের অভাবে যখন নিষ্ক্রিয়তা তাঁকে পেয়ে বসত, বসবার ঘরের সোফার উপর দিনের পর দিন বসে থাকতেন তখন, একটিও কথা বলতেন না বা নড়তেন চড়তেন না। এমন একটা স্বপ্নালু, শূন্য দৃষ্টি তখন তাঁর চোখে ফুটে উঠত, যে হয়তো ভাবতাম নিশ্চয় নেশা করেছেন, যদি না জানতাম তাঁর জীবনধারা কত নির্মল ও নিয়ন্ত্রিত, নেশার কোনো চিন্তাই তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব।

যতদিন যায়, তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে যে বিষয়ে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি মনে মনে হিসেব নিলাম সেগুলোর। এমনকি একটা পেন্সিল নিয়ে সেগুলো লিখলামও। শেষ যখন হল, লেখাটা পড়ে না হেসে পারলাম না। সেটা এই রকম—

শার্লক হোমস্—তাঁর জ্ঞানের পরিধি—

১. সাহিত্য সম্বন্ধে—শূন্য

২. দর্শন—শূন্য ৩. নক্ষত্রবিদ্যা—শূন্য

৪. রাজনীতি—অতি সামান্য

৫. উদ্ভিদবিদ্যা—সঠিক বলা যায় না। বেলেডোনা এবং সাধারণভাবে বিষ সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান। বাগান সম্বন্ধে কার্যকরী জ্ঞান—শূন্য।

৬. ভূতত্ত্ব—কার্যকরী জ্ঞান আছে, কিন্তু সীমিত। এক দৃষ্টিতে বিভিন্ন মাটির পার্থক্য বুঝতে পারেন। বেড়িয়ে আসার পর প্যান্টের দাগ দেখিয়ে বলতে পারেন দাগ লন্ডনের কোন্—অঞ্চলে লেগেছে।

৭. রসায়ন—প্রগাঢ় জ্ঞান।৮. অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা—নির্ভুল বটে, কিন্তু এলোমেলো।

৯. রোমাঞ্চকর সাহিত্য—প্রচুর। মনে হয় দেশে যত ভয়ংকর ভয়ংকর মামলা হয়েছে সে সমস্তর খুঁটিনাটি তাঁর জানা।

১০. বেহালা—ভালো বাজান।

১১. সিঙ্গলস্টিক খেলোয়াড় হিসেবে, বক্সার হিসেবে, তলোয়ারের খেলোয়াড় হিসেবে অত্যন্ত নিপুণ।

১২. ব্রিটেনের আইন সম্বন্ধে কার্যকরী জ্ঞান আছে।

তালিকাটা এই পর্যন্ত লেখা হলে আমি হতাশ হয়ে সেটা আগুনে ফেলে দিলাম। এইসব

www.pathagar.com

জ্ঞান ভদ্রলোক কীভাবে কাজে লাগাবেন, এবং কী সে কাজ যাতে এই সমস্ত গুণাবলির প্রয়োজন হতে পারে যদি তা জানতে পারতাম! মনে মনে বললাম,—'না, বৃথা এই চেষ্টা!'

প্রথম দিন সাতেক কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে নি, তাই মনে হল হয়তো আমার মতো তিনিও নির্বান্ধব। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই জেনেছিলাম যে আসলে তাঁর পরিচিত বহু ব্যক্তিই ছিল,—তারা হল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। এদের একজন হল এক বেঁটেখাটো মানুষ তাঁর ফ্যাকাসে মুখ কালো চোখ লেসট্রেড বলে হোমস তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সাত দিনের মধ্যে তিন দিন কি চার দিন তিনি এলেন আমাদের এখানে। আর একদিন সকালে আধুনিক সাজে সজ্জিতা এক তরুণী, প্রায় আধঘন্টাটাক ছিলেন। কতকটা ইহুদি ফিরিওলার মতো দেখতে—মনে হল অত্যন্ত উত্তেজিত তিনি। তারপর কিছু পরেই এলেন এক বয়স্কা নারী, পরনের পোষাক এলোমেলো। আর একদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তাঁর মাথার চুল সাদা। তারপর একদিন এলো এক কুলি আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। এইসব সাধারণ মানুষ এলে শার্লক হোমস বসবার ঘরটা চেয়ে নিতেন ব্যবহারের জন্যে, আমি তখন আমার শোবার ঘরে চলে যেতাম। এভাবে আমার অসুবিধে সৃষ্টি করার জন্যে প্রতিবারই তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। বলেছেন,—'জানো, এরা সব আমার মক্কেল। তাই এই ঘরটা আমার কাজের জন্যে দরকার হয় তখন।' আবার ওঁকে সরাসরি সেই প্রশ্ন করার সুযোগ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর গোপন তথ্য আদায়ের চেষ্টাটা প্রত্যেকবারই আমার ভদ্রতায় বেধেছিল। মনে হয়েছিল হয়তো ও বিষয়ের উল্লেখের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আপত্তি আছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলাম তা নয়, এবং নিজে থেকেই একদিন তিনি পাড়লেন কথাটা।

'আমার ব্যবসাই হল এই—আমার ধারণা এ-হেন ব্যবসা পৃথিবীতে একমাত্র আমিই করে থাকি। আমি হলাম ডিটেকটিভদের উপদেষ্টা,—জানি না কথাটার তাৎপর্য তুমি ধরতে পারছ কি না। এই লন্ডন শহরে প্রচুর সরকারি ও বেসরকারি ডিটেকটিভ আছে। তারা যখন ভুল করে অসুবিধেয় পড়ে, আমি তাদের সঠিক সূত্র ধরিয়ে দিই। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ তারা আমার সামনে হাজির করে, আর আমি আমার অপরাধ তত্ত্বের অভিজ্ঞতা দিয়ে সাধারণত তাদের সঠিক পথে চালিত করে থাকি। অপকর্মের ব্যাপারে বংশগত সাদৃশ্য প্রচুর দেখা যায়, এবং এক হাজার মামলার বিস্তারিত বিবরণ যার ওষ্ঠাগ্রে, এক হাজার এক নম্বরের মামলার রহস্যও তার উদ্‌ঘাটন করা উচিত,—না পারাটাই হবে আশ্চর্য। লেসট্রেড ডিটেকটিভ হিসেবে সুপরিচিত; একটা জালিয়াতির মামলায় সে কোনো আলোর সন্ধান পাচ্ছিল না বলে আমার কাছে এসেছিল।'

'আর অন্য যারা আসে?'

'বেশিরভাগই আসে বেসরকারি গোয়েন্দা-সমিতি থেকে। এরা সকলেই কোনো-না কোনো বিষয়ে অসুবিধেয় পড়ে আসে। আমি তাদের কাহিনী শুনি, তারা আমার মন্তব্য শোনে আর আমি আমার দক্ষিণা পকেটস্থ করি।'

আমি বললাম,—'মানে, তুমি বলতে চাও যে এই ঘরে বসেই তুমি এমন সব জটিল সমস্যার সমাধান করে থাকো, যার খুঁটিনাটি পর্যন্ত সরেজমিনে লক্ষ্য করেও ওরা কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারে না?'

'ঠিক তাই। এতে আমার খানিকটা স্বতঃলব্ধ জ্ঞান আছে বলতে পারো। ক্বচিৎ কখনো হয়তো এক-আধটা মামলা হাতে আসে যেগুলো একটু বেশি জটিল, তখন আমাকে গিয়ে দেখতে হয় নিজের চোখে। অর্থাৎ, কিছু বিশেষ জ্ঞান আমার আছে যা আমি এইসব মামলায় প্রয়োগ করি, এবং তার ফলে আশ্চর্য কাজ হয়। ওই প্রবন্ধে তর্কশাস্ত্রের অবরোহ সম্বন্ধে যে কথা পড়ে তুমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলে, কার্যকারিতার দিক দিয়ে কিন্তু সত্যিই সেগুলোর মূল্য অপরিমেয়। পর্যবেক্ষণ জিনিসটা হল আমার প্রায় স্বভাবসিদ্ধ। প্রথম আলাপের সময় যখন

www.pathagar.com

মন্তব্য করেছিলাম তুমি আফগানিস্তান থেকে এসেছিলে, তুমি তো শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলে।'

'নিশ্চয় শুনেছিলে?'

মোটেই না। আমি জানতে পেরেছিলাম দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ফলে। যুক্তির ধারা এতই দ্রুত আমার মনে খেলে যায় যে মধ্যবর্তী ধাপগুলোর কথা চিন্তা না করেই আমি অনেক সময় উপসংহারে পৌঁছে যাই। অথচ ধাপগুলো তো থাকেই। সেগুলো এইরকম এক ভদ্রলোকের ডাক্তার-ডাক্তার চেহারা, তার হাবভাব সৈনিকের মতো। সুতরাং নিশ্চয় সৈন্যবাহিনীর ডাক্তার। মুখের রঙ ময়লা, সুতরাং কোনো গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ছিলেন। এবং এটা যে তাঁর স্বাভাবিক রং নয় তার প্রমাণ, কব্জিদুটো ফর্সা। উনি যে প্রচুর কষ্ট পেয়েছেন আর অসুখে ভুগেছেন তা মুখ দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। বাঁ হাতটা জখম হয়েছে বলে আড়ষ্ট। আচ্ছা, ইংরেজ সামরিক বাহিনীর ডাক্তার কোন্ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গিয়ে অমন দুর্দশায় পড়তে পারে? নিশ্চয় আফগানিস্তানে। অথচ সম্পূর্ণ চিন্তাটা নাদা বেঁধে উঠতে এক মুহূর্তও লাগে নি, যখন বলেছিলাম তুমি আফগানিস্তান থেকে এসেছ, এবং শুনে তুমি অবাক হয়ে গিয়েছিলে।'

হাসতে হাসতে বললাম,—'শুনে তো এখন বেশ সহজ বলেই মনে হচ্ছে। এডগার অ্যালান পোর দুঁপ্যা চরিত্রটির কথা মনে পড়িয়ে দিলে।'

এ কথায় উঠে দাঁড়ালেন হোমস। পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন,—'নিশ্চয় তুমি মনে করছ দুঁপ্যার সঙ্গে তুলনা করে তুমি আমার প্রশংসা করছ কিন্তু আমার মতে দুঁপ্যা অনেক নিকৃষ্ট। আধ ঘণ্টা চিন্তার পর বন্ধুর চিন্তাধারায় প্রবেশের যে কৌশলটি ও দেখিয়েছে তা অত্যন্ত জাঁকাল আর ভাসা-ভাসা। কিছু বিশ্লেষণী শক্তি তার আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পো যেমনটি দাবি করেছেন তেমন কিছুই নয় বলে মনে হল।'

'আচ্ছা তুমি গাবোরিয়োর বই পড়েছ? আসল ডিটেকটিভ বলতে তুমি যা বোঝা লিকক কি সেই পর্যায়ে পড়ে?'

কাষ্ঠহাসি হাসলেন হোমস, এ কথা শুনে। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'লিকক তো কেবলই গুলিয়ে ফেলে। ওর মধ্যে প্রশংসার জিনিস কেবলমাত্র এই যে, ও খুব খাটতে পারে। বইটা পড়ে তো আমার একেবারে অসুস্থ হওয়ার দাখিল! মামলাটা ছিল কোনো অজানা কয়েদীকে শনাক্ত করা, এবং লিককের তা করতে ছয় মাস লেগেছিল, আমার পক্ষে সে কাজে চব্বিশ ঘণ্টাই হত যথেষ্ট। এবং ডিটেকটিভদের ঠিক কী করা উচিত নয় তা শেখানোর পক্ষে ও বইটাতে অবশ্যপঠনীয় বলা যেতে পারে!'

আমার দুই উপাস্য চরিত্রকে এভাবে নস্যাৎ করায় আমি ভারি বিরক্ত হলাম। চলে গেলাম জানালার কাছে, জনবহুল রাস্তার দিকে তাকালাম। ভাবলাম, হতে পারেন উনি খুব চালাক, কিন্তু খুব যে দাম্ভিক তাতে সন্দেহ নেই।

অনুযোগের সুরে উনি বললেন,—'আজকাল আর কোনো অপরাধ ঘটে না, অপরাধীরও দেখা পাওয়া যায় না। তাই এ ব্যবসায় আর মগজের দরকারটা কী? আমি জানি আমার যা মগজ তাতে আমার প্রচুর খ্যাতি হওয়ার কথা। এমন কোনো মানুষ এ পর্যন্ত জন্মায় নি যে অপরাধ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার মতো পড়াশুনো করেছে বা আমার মতো এমন স্বাভাবিক প্রতিভা পেয়েছে। কিন্তু ফলে কি হচ্ছে? তদন্তের যোগ্য অপরাধই সঙ্ঘটিত হচ্ছে না, যা হচ্ছে সে কেবল আনাড়ির মতো, এবং তা এতই স্বচ্ছ যে এমনকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যে কোনো সাধারণ ডিটেকটিভের পক্ষে পর্যন্ত তার সমাধান সম্ভব।'

ওঁর এই লম্বাই-চওড়াই কথা শুনে আমার বিরক্ত তখনো কাটে নি। ভাবলাম প্রসঙ্গটা পালটে ফেলা যাক। বললাম,—'ওই লোকটা কী খুঁজছে বল তো?' সাধারণ পোষাকের একজন

www.pathagar.com

লম্বা-চওড়া লোক রাস্তার ওধার দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, উদ্বিগ্নভাবে বাড়ির নম্বরগুলো লক্ষ্য করতে করতে। খুব বড় একটা নীল রঙের খাম তার হাতে, নিশ্চয় চিঠিটা দিতে চায় কাউকে।

হোমস বললেন,—'নৌবাহিনীর ওই অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্টের কথা বলছ?'

ভাবলাম, 'হুঁ, কেবলই লম্বা লম্বা বকুনি। জানে তো আমি যাচাই করতে যাব না!'

কথাটা আমার মাথায় আসতে না আসতে লোকটি আমাদের বাড়ির নম্বরটা দেখতে পেয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে এল। দরজায় একটা জোরাল শব্দ, তারপর একটা মোটা গলার আওয়াজ শোনা গেল আর তার পরেই সিঁড়ি বেয়ে ভারি পায়ের আওয়াজ। ঘরে ঢুকে চিঠিটা হোম্‌সের হাতে দিয়ে সে বলল,—'মি. শার্লক হোম্‌সের চিঠি।'

শার্লক হোম্‌সের দম্ভ ভাঙার এই একটা সুযোগ। মন্তব্যটা যখন করছিল ও ভাবে নি যে এহেন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তুমি কী কাজ করো?'

'পিওনের। পোশাকটা সারতে গেছে।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে লোকটা বলল।

ঈষৎ ঈর্ষামেশানো চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার আগে কী করতে?'

'রয়্যাল মেরিন লাইট ইনফ্যান্ট্রিতে সার্জেন্টের কাজ।

দুই
লরিস্টন গার্ডেনসের রহস্য

স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, বন্ধুটির মতবাদগুলোর কার্যকারিতার এই নতুন প্রমাণ পেয়ে আমি অত্যন্ত চমকে গেলাম, তাঁর বিশ্লেষণ শক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। তবে খানিকটা সন্দেহ তবুও আমার মনে রয়ে গেল যে, হয়তো সমস্ত ব্যাপারটাই আমার চোখ ঝলসে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগে থেকে সাজানো; যদিও অবশ্য এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম না। যখন ওঁর দিকে তাকালাম ততক্ষণে চিঠিটা পড়া হয়ে গেছে। তাঁর নিষ্প্রভ চোখে শূন্য দৃষ্টি, তা থেকে বুঝতে হবে তাঁর মন আর এ বিষয়ে নেই, অন্যত্র নিবদ্ধ।

জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা, কী করে এটা জানতে পারলে?'

'কোন্‌টা?' অধৈর্যের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওই যে বললে লোকটা নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট?'

উনি রুক্ষ কণ্ঠে বললেন,—এসব ছেলেমানুষির সময় এখন আমার নেই।' তারপর মৃদু হেসে বললেন,—'মাপ করো ভাই, কথাটা রূঢ় হয়েছিল। মানে, কী জানো, তুমি আমার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে দিলে। যাই হোক্ ভালোই হল এক দিক দিয়ে। আচ্ছা, লোকটা যে নৌবাহিনীর সৈনিক ছিল এ কি তুমি ওকে দেখেই বুঝতে পারো নি?'

'না।'

'কী করে তা জানলাম তা বলার চেয়ে জানাটাই বরং সহজ; দুইয়ে দুইয়ে চার হয়,—এই তথ্য প্রমাণ করতে হয়তো তোমার খানিকটা অসুবিধে হতে পারে অথচ এতে তোমার মনে সন্দেহমাত্র নেই। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমি এখান থেকেই ওর হাতের পেছন দিকে নীল রঙের একটা মস্ত নোঙরের উল্কি দেখতে পেয়েছি। ওটা থেকে সমুদ্রের ধারণাটা হল। আর ওর চলাফেরা সামরিক ব্যক্তির মতো এবং দু-গালের জুলপিও সামরিক বাহিনীর আইনসম্মত। সুতরাং ওকে নৌবাহিনীর লোক বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। হাবে ভাবে মনে হয় ও নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে মনে করে, আদেশ দেয়াও যেন ওর অভ্যাসের মধ্যে। লক্ষ্য করে থাকবে কীভাবে ও মাথা উঁচু করে ছিল আর হাতের বেতটা দোলাচ্ছিল। তাছাড়া ওকে দেখে মনে এই ধারণাই হয় যে ও মধ্যবয়সী, ধীর স্থির ও সম্ভ্রান্ত। সমস্ত

www.pathagar.com

ব্যাপারগুলো একত্র করে ওকে সার্জেন্ট বলে মনে হয়েছিল।'

'অপূর্ব!' আমি সোল্লাসে বলে উঠলাম।

'উহুঁ, অতি সাধারণ।' বললেন হোমস, যদিও আমার মনে হল, এই যে আমি সরাসরি বিস্ময় প্রকাশ করলাম আর ওঁর তারিফ করলাম ওতে খুশিই হলেন উনি। বললেন, 'এক্ষুনি তোমায় বলছিলাম আজকাল আর অপরাধ বলতে কিছু নেই, এখন দেখছি ভুল বলেছি,—এই দেখো।' চিঠিটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

চিঠিটার উপর চোখ বুলিয়ে আমি বলে উঠলাম,—'কী সর্বনাশ, এই যে ভয়ংকর ব্যাপার!'

'হ্যাঁ। নিতান্ত সাধারণ নয় বলেই মনে হচ্ছে।' ধীরভাবে হোমস মন্তব্য করলেন। 'চিঠিটা পড়ে শোনাবে একটু?'

এই হল চিঠিটা—

প্রিয় মি. শার্লক হোমস,

গত রাত্রে ৩ লরিস্টন গার্ডেনসে এক বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেছে। এ রাস্তাটা বেরিয়েছে ব্রিক্সটন রোড থেকে। টহলরত পুলিশ রাত দুটো নাগাদ ওই বাড়িটায় আলো দেখতে পায়, অথচ বাড়িটা ছিল পরিত্যক্ত। তাই তার মনে সন্দেহ জাগে। দেখে গিয়ে, দরজাটা খোলা। সামনের ঘরটায় (কোন আসবাবপত্র সেখানে নেই) সে এক সুসজ্জিত ভদ্রলোকের দেহ দেখতে পায়, পকেটের কার্ডগুলোয় লেখা—এনক্ জে. ড্রেবার, ক্লিভল্যান্ড, ওহিয়ো, যুক্তরাষ্ট্র। কিছু চুরি যায় নি, এবং জানা যায় নি মৃত্যু কীভাবে হয়েছে। ঘরে রক্তের দাগড় আছে, কিন্তু আঘাতের কোন চিহ্নই মৃতদেহে নেই। ভেবে পাচ্ছি না কীভাবে সে ওই খালি বাড়িটায় এল,—সমস্ত, ব্যাপারটাই রহস্যজনক। দুপুরের আগে এখানে এলে আমার দেখা পাবেন। সবকিছু যেমন ছিল তেমনি রাখা হয়েছে এবং থাকবেও, যতক্ষণ না আপনি বলছেন। আর যদি না আসতে পারেন তো আমি আরো ঘটনা আপনাকে জানাব এবং আপনার মন্তব্য জানতে পারলে অত্যন্ত অনুগৃহীত মনে করব।

আপনারই—টোবিয়াস গ্রেগসন

হোমস বললেন,—'গ্রেগসন হল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সবচেয়ে করিৎকর্মা লোক, আর লেসট্রেড হল, একদল অপদার্থের মধ্যে মন্দের ভালো। দুজনেই খুব চটপটে আর পরিশ্রমী, কিন্তু নিতান্তই গতানুগতিক। পরস্পরের মধ্যে আবার ওদের রেশারেশিও সাঙ্ঘাতিক। ভারি মজা হবে যদি ওদের দুজনকেই এই মামলায় নিযুক্ত করা হয়।'

অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম ওঁর শান্তভাবে লক্ষ্য করে। বললাম,—'কিন্তু এক্ষুনি তো যাবে,—নষ্ট করার মতো সময় কোথায়? গাড়ি ডাকব?'

'এখনো ঠিক করতে পারি নি আমি যাব কি না। কি জানো, মাঝে মাঝে একটা দারুণ কুঁড়েমি আমায় ভর করে, তবে, অবশ্য অন্য সময়ে আমি প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে পারি।'

'কিন্তু এমন একটা সুযোগের প্রতীক্ষাতেই তো তুমি ছিলে?'

উনি বললেন,—'ওহে বাপু, এতে আমার আমার কী ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে। ধরো আমি রহস্য উদঘাটন করলাম, কিন্তু জেনে রাখো, পুরো বাহবাটাই পাবে লেসট্রেড, গ্রেগ্সনরা। বেসরকারি লোক হওয়ার অসুবিধেই হল এই।'

'কিন্তু ও তো তোমার সাহায্যই প্রার্থনা করেছে।'

'তা বটে, এবং ও জানে আমার ক্ষমতা ওর থেকে বেশি, এবং সে কথা আমার আছে স্বীকারও করে। কিন্তু বরং ও ওর জিভ কেটে ফেলবে তবু তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে এ কথা স্বীকার করবে না। যাই হোক, গিয়ে দেখাই যাক, না-হয়; আমি আমার নিজের মতো কাজ

www.pathagar.com

করব। আর কিছু না হোক ওদের ওপর টেক্কা দেওয়া তো যাবে! চল যাওয়া যাক্।' তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে তিনি চমমনে হয়ে উঠলেন,—মুহূর্তমধ্যে নিষ্ক্রিয়তা কেটে গিয়ে তাঁর মধ্যে প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। বললেন,—'হ্যাটটা পরে নাও হে।'

'তুমি কি চাও আমিও যাই?'

'চল না, যদি তেমন জরুরি কাজ না থাকে।'

ভেবেছিলাম পৌঁছনোমাত্র হোমস তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর ঢুকে রহস্য উদঘাটনে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু মোটেই তা হল না। এমন একটা উদাসীন ভাব তিনি দেখালেন যে মনে হল যেন অমনটি ভান করছেন। বাঁধানো জায়গাটার উপর পায়চারি করতে লাগলেন আর শূন্য দৃষ্টিতে কখনো মাটি, কখনো আকাশ, আর কখনো সামনের বাড়িগুলো আর রেলিংয়ের সারির দিকে তাকাতে লাগলেন। এই অনুসন্ধান সেরে তিনি ধীরে ধীরে পথ ধরে—না পথ নয়, পথের ধারের ঘাস ধরে চলতে লাগলেন। দু-বার থেমে দাঁড়ালেন,—যেন একবার হেসে উঠলেন, আর তৃপ্তিসূচক উল্লাস প্রকাশ করলেন। ভিজে কাদা-মাটির উপর অনেক পায়ের ছাপ, কিন্তু যেহেতু পুলিশ সমানে ওখান দিয়ে যাওয়া আসা করেছে, তাই বুঝতে পারলাম না ওর মধ্যে কী তিনি আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু তাহলেও আমার সন্দেহ রইল না যে নিশ্চয় তিনি এর মধ্যে থেকে গোপন অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে পারবেন, কারণ তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।

বাড়ির দরজার কাছে এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। তাঁর মুখটি সাদা, মাথার চুল হলদেটে, হাতে নোটবুক। তাড়াতাড়ি এসে হোম্‌সের সঙ্গে সাগ্রহে করমর্দন করলেন। বললেন,—'দয়া করে এসেছেন, এজন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ। সমস্ত কিছুই যেমনটি ছিল তেমনটি আছে।'

'উঁহু, ওইটি ছাড়া।' পথের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন। 'এক পাল মোষ হেঁটে গেলেও অমন অবস্থা হত না! যাই হোক, গ্রেগসন, নিশ্চয় তুমি তোমার সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছ, নইলে কি আর এ অবস্থা হতে দিতে?' প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় ডিটেকটিভটি বললেন,—'আমার তখন বাড়ির ভিতরে এত বেশি কাজ ছিল যে হয়ে ওঠে নি। আমার সহকর্মী লেসট্রেডও এখানে আছে,—ভেবেছিলাম সে এদিকটা লক্ষ রাখবে।'

চকিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হোমস কাষ্ঠ হাসি হেসে ভ্রূ তুললেন। বললেন,—'তা, তোমাদের মতো দুজন যখন এতে নেমেছে তখন আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তির বিশেষ কী করবার থাকতে পারে?'

আত্মতৃপ্তির ভঙ্গিতে গ্রেগসন হাতে হাত ঘষতে লাগলেন। বললেন,—'আমি তো মনে করি যা করার তা আমরা করেছি। তবে, মামলাটা অদ্ভুত, এবং আমি জানি যে এহেন মামলায় আপনার আগ্রহ থাকে।'

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি কি গাড়ি করে এসেছ?'

'আজ্ঞে না।'

'আর লেসট্রেড?'

'সেও না।'

'আচ্ছা তাহলে চল এবার ঘরটা দেখা যাক্।' নিরুত্তাপ গলায় কথাটা বলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। পেছন পেছন চললেন গ্রেগ্‌সন।

ধুলোয় ভরা একটুখানি পথ দিয়ে যেতে হয় রান্নাঘরে আর অফিস ঘরগুলোয়। দুদিকে দুটো দরজা, একটা বাঁয়ে আর একটা ডাইনে। এ দুটোর একটা, বোঝা গেল, বেশ কয়েক সপ্তাহ খোলা হয় নি। আর অন্য দরজাটা দিয়ে যেতে হয় খাবার ঘরে—যেখানে রহস্যময়

www.pathagar.com

ঘটনাটা ঘটেছে। হোমস প্রবেশ করলেন, আমি তাঁর পিছু-পিছু মৃত্যুর সংস্পর্শে চলেছি, তাই মনটা দমে গেছে।

ঘরটা বেশ বড়। চৌকোনো, আর আসবাবপত্র একেবারে না থাকায় আরো বড় দেখাচ্ছে। খোলা ডগডগে রঙের যে কাগজে দেয়াল মোড়া তার এখানে ওখানে ছাতা পড়া, কোথাও আবার বেশ খানিকটা করে খসে গেছে, দেয়ালের হলদে রঙটা প্রকাশ করে। দরোজার সামনে একটা জমকালো অগ্নিস্থান, সেটা ঘিরে নকল সাদা মার্বেল। এর এক কোণে একটা লাল মোমবাতি, আর একমাত্র যে জানালাটা সেটা এমন নোংরা যে, আলোটা আসছে অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে, যে জন্যে সবকিছুই ঈষৎ ধূসর মনে হচ্ছে। তার উপর সারা ঘর জুড়ে ধূলোর আস্তরণ পড়ায় এই ধূসরতা যেন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সবই আমি লক্ষ করেছিলাম পরবর্তীকালে, তখনকার মতো আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল লম্বমান নিস্তব্ধ দেহটির উপর,—দৃষ্টিহীন খোলা দু-চোখ বিবর্ণ ছাদের দিকে ফেরানো। তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ বছরের মাঝামাঝি আকৃতির মানুষ, বৃষস্কন্ধ, মাথার চুল কালো কোঁকড়ানো, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে ভারি ফ্রককোট আর ওয়েস্ট-কোট, হালকা রঙের টপ হ্যাটটা সুন্দর করে ব্রাশ করা—সেটা পড়ে আছে মেঝের উপর। দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ, বাহু প্রসারিত, আর শরীরের নিম্নাংশ এমনভাবে বাঁকানো দোমড়ানো যে, মরণপণ লড়াইটা যে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে তা বোঝা যায় স্পষ্ট। শক্ত মুখে আতঙ্ক এবং আমার মনে হল ঘৃণার যে প্রকাশ, এমনটি আর কোথাও আমার চোখে পড়ে নি। এই ভয়ংকর ও অস্বাভাবিক বিকৃতি, আর সেইসঙ্গে তার নিচু কপাল, হাড় বার করা চোয়াল—সব মিলে এক বীভৎস, বানর সুলভ আকৃতি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। অনেক রকমের মৃত্যু আমি প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু লন্ডনের উপকণ্ঠে এই অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরে এই মৃত্যুর মতো ভয়ংকর দৃশ্য আর কখনো দেখি নি।

লেসট্রেড রোগা, তাঁর মুখটা সরু। দরোজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাদের স্বাগত জানালেন তিনি। বললেন, 'দেখবেন স্যার, এ মামলা প্রচুর সাড়া জাগাবে। এমনটি আর কখনো আমার হাতে আসে নি।'

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন,—'কোন সূত্র পেয়েছ?'

'আজ্ঞে না, একেবারেই না।'

মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেলেন হোমস। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে সযত্নে পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রচুর রক্ত ছড়িয়ে ছিল চারিদিকে, সেদিকে নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শরীরে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই, ঠিক তো?'

'নিশ্চয়!' সেই ডিটেকটিভ একবাক্যে বলে উঠলেন।

'তাহলে বুঝতে হবে এসব রক্ত অন্য কোনো ব্যক্তির। খুনীরই হবে হয়তো, অবশ্য যদি খুনই হয়ে থাকে। উট্‌রেখ্‌টের ভ্যান জ্যানসনের মৃত্যুর কথা মনে পড়ছে। ঘটনাটা ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। মামলাটা মনে আছে গ্রেগসন?'

'আজ্ঞে না।'

'পড়ে দেখো, পড়ে দেখো। কী জানো, পৃথিবীতে নতুন করে আর কিছুই ঘটে না। দেখবে, যা কিছু ঘটছে তেমন ঘটনা আগেও ঘটে গেছে।' বলতে বলতে তিনি নিপুণ আঙুলে এখানে ওখানে কখনো ছুঁয়ে কখনো টিপে-টুপে, কখনো বা বোতাম খুলে পরীক্ষা করছেন,—চোখে সেই সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। পরীক্ষার কাজটা এত অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা হল, যে বিশ্বাসই হতে চায় না যে তা যথেষ্ট সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে। শেষপর্যন্ত মৃতের ঠোঁটের ঘ্রাণ নিলেন, তারপর তার পেটের চামড়ার জুতোর সোলটার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—'একে একটুও সরানো হয় নি তো?'

www.pathagar.com

'কেবল পরীক্ষার জন্য যেটুকু দরকার,—তার বেশি নয়।'

'এবার তাহলে মর্গে পাঠিয়ে দিতে পারো। আর কিছু পরীক্ষা করবার নেই।' গ্রেগসন একটা স্ট্রেচার আর চারজন বাহকের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন,—তাঁর ডাকে তারা এল মৃতদেহটা নিয়ে যাবে বলে। কিন্তু যেই তুলল, একটা আংটি মেঝেয় পড়ল, পড়েই গড়াতে লাগল। তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে লেসট্রেড বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে। বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় কোনো স্ত্রীলোক এখানে এসেছিল। কোনো স্ত্রীলোকের বিয়ের আংটি এটা।' সবাই জিনিসটা দেখলাম তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। সন্দেহ নেই এই সাধারণ সোনার আংটিটা কোনো বধূরই বটে। গ্রেগসন বললেন, 'এমনিতেই এত জটিল, এতে করে আবার নতুন জটিলতার সৃষ্টি হল।'

হোমস বললেন,—'তাই কি? তোমার কি মনে হচ্ছে না যে বরং সহজই হল খানিকটা? এটার দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ নেই। আচ্ছা, ওর পকেটে কী পাওয়া গেছে? সিঁড়ির একটা নিচের ধাপে কতকগুলো জিনিস রাখা ছিল, সেদিকে দেখিয়ে দিয়ে গ্রেগসন বললেন, 'এই যে, সমস্তই এখানে জড়ো করা হয়েছে। একটা সোনার ঘড়ি-লন্ডনের ব্যারো-র তৈরি, নম্বর ৯৭১৬৩, খুব ভারী নিরেট সোনার চেন, একটা সোনার আংটি, সোনার পিন-বুলডগের মাথার ডিজাইনের, তার চোখে চুনি বসানো, রাশিয়ান চামড়ার তৈরি কার্ডের কৌটো তাতে ক্লিভল্যান্ডের এনক্‌, জে, ড্রেবারের নাম লেখা,—লিনেনের উপর সংক্ষেপে লেখা ই.জে.ডি-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কোনো মানিব্যাগ নেই, কেবল সাত পাউন্ড তের শিলিং-এর মতো খুচরো পয়সা। এক কপি বোকাচিওর "ডেকামেরন", তার পুস্তানিতে নাম লেখা—জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন। আর দুটো চিঠি, একটায় লেখা—ই.জ. ড্রেবারকে আর, অন্যটায়—জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনকে।'

'ঠিকানা কী?'

'আমেরিকান এক্সচেঞ্জ, স্ট্র্যান্ড-নির্দেশ—অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না এসে নিয়ে যায়। দুটো চিঠিই এসেছে গুইয়ন স্টিমশিপ কোং থেকে, তাদের জাহাজের লিভারপুল থেকে যাত্রার উল্লেখ তাতে। বোঝা যাচ্ছে বেচারা নিউইয়র্কে ফিরতে যাচ্ছিল।'

'এই স্ট্যাঙ্গারসন সম্বন্ধে খোঁজখবর কিছু করেছ?'

গ্রেগসন বললেন,—'আজ্ঞে হ্যাঁ, করেছিলাম একবার। প্রতিটি কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেছি। একজনকে আমেরিকান এক্সচেঞ্জে পাঠিয়েছি, সে ফেরে নি এখনো।'

'ক্লিভল্যান্ডে, কাউকে পাঠিয়েছ?'

'আজ সকালে টেলিগ্রাম করেছি।'

'কী লিখেছ সেই টেলিগ্রামে?'

'শুধু ঘটনার বিবৃতি দিয়েছি, আর বলেছি কাজে লাগতে পারে এমন খবর পেলে খুশি হব।'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে এমন কোনো বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ চেয়ে পাঠাও নি?

'স্ট্যাঙ্গারসন সম্বন্ধে জানতে চেয়েছি।'

'তা ছাড়া আর কিছু নয়? এমন কোনো বিষয়ের কথা কি মনে হয় নি যার উপর সমস্ত মামলাটা নির্ভর করে? সেটার জন্যে কি এখন আবার একটা টেলিগ্রাম করবে না?'

'যা ব্যাপার সবই তো বলেছি।' আহত স্বরে বললেন গ্রেগসন। মুখ টিপে হেসে উঠলেন হোমস। মনে হল কী যেন মন্তব্য করতে যাচ্ছেন, এমন সময় লেসট্রেড প্রবেশ করলেন। এই

www.pathagar.com

কথাবার্তার সময় তিনি পাশের ঘরে ছিলেন, হাতে হাত ঘষতে ঘষতে এসে খুব গর্বের সঙ্গে বললেন,—'গ্রেগসন, একটা মস্ত জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি, আমি না দেখলে কারুর চোখে পড়ত না।' ছোটোখাটো মানুষটির দু-চোখ জ্বলজ্বল করছে, স্পষ্টই বোঝা গেল, সহকারীর উপর টেক্কা দিতে পেরে তাঁর খুশি আর ধরছে না। প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে বললেন,—'আসুন এখানে।' এই বলে তিনি সেই ঘরে ঢুকলেন। মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়ায় এখন ঘরের আবহাওয়া খানিকটা হাল্কা হয়েছে। আমরা ঘরে ঢুকলে বললেন,—'আচ্ছা, এবার দাঁড়ান ওখানে।' তারপর একটা দেশলাই কাঠি বুটের তলায় ঘষে জ্বেলে নিয়ে দেয়ালের কাছে ধরলেন। বিজয়গর্বে বলে উঠলেন,—'ওই দেখুন!' আগেই বলেছি, দেয়ালের কাগজ জায়গায় জায়গায় খসে খসে পড়েছে, আর এই কোণটায় অনেকখানি খসে পড়ে চৌকে মতো হলদে দেয়ালে বেরিয়ে পড়েছে, সেখানে রক্তরাঙা কালিতে একটা কথা লেখা—RACHE

লেসট্রেড বললেন,—'এটা দেখে কী মনে হয় বলুন তো?' জাদুকর খেলা দেখাবার সময় যেভাবে কথা বলে সেইভাবে বলে উঠলেন,—'এটা চোখে না পড়ার কারণ, ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণ এটা; আর এখানটা যে দেখা দরকার এ কথা কারুরই মনে হয় নি। খুনী, সে পুরুষ বা নারী যাই হোক, নিজের রক্ত দিয়ে এটা লিখেছে। এই দেখুন কীভাবে রক্তটা গড়িয়ে পড়েছে। আর যাই হোক আত্মহত্যা যে নয় এটা এখন স্পষ্ট। আর, কেন জানেন এত জায়গা থাকতে এই কোণে লিখেছে? বলছি। ওই দেখুন অগ্নিস্থানের কাছে মোমবাতিটা। ওটা তখন জ্বলছিল, এবং জ্বললে ওটার আলো এই সবচেয়ে অন্ধকার জায়গাটাতেই পড়বে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে।'

'বেশ, তা যেন বোঝা গেল। কিন্তু এ থেকে কী জানা যাচ্ছে?' খানিকটা দমে যাওয়া গলায় গ্রেগসন বললেন।

'বুঝতে হবে সে "র‍্যাচেল" এই কথাটা লিখতে যাচ্ছিল—নামটা স্ত্রীলোকের—কিন্তু শেষ করার আগেই বাধা পাওয়ায় তা সম্ভব হয় নি। জেনে রাখো মামলাটার যখন নিষ্পত্তি হবে, দেখবে র‍্যাচেল নামে কোনো স্ত্রীলোক কোনো-না-কোনো ভাবে এর সঙ্গে জড়িত আছে। আপনি হাসছেন মি. শার্লক হোমস, তা হাসুন। হয়তো আপনি খুব চালাক, কিন্তু তাহলেও মানতে হবে যে আসলে পুলিশের ক্ষমতাই বেশি।'

বন্ধুটি বললেন,—'মাফ করো ভাই',—ওভাবে সশব্দে হেসে উঠে তিনি ডিটেকটিভটির মেজাজ বিগড়ে দিয়েছেন—'এটা আবিষ্কারের বাহাদুরি নিশ্চয়ই তোমার এবং যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় গত রাত্রের বিয়োগান্ত ঘটনার সঙ্গে অপর যে ব্যক্তি জড়িত ছিল তারই কাজ এটা। আচ্ছা, ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবার সময় এখনো পাই নি, এবার তোমাদের অনুমতি নিয়ে সে কাজে হাত দিচ্ছি।'

পকেট থেকে একটা মাপবার ফিতে আর একটা বেশ বড় আতস কাঁচ বার করে হোমস নিঃশব্দে ঘরটার মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন আর কখনো হাঁটু গেড়ে, কখনো বা মেঝের উপর উবু হয়ে শুয়ে কি সব পরীক্ষা করছেন। এমনই তন্ময় হয়ে কাজ করে চলেছেন, যেন আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেছেন, কারণ ওই সঙ্গে আবার সর্বক্ষণ নিজের মনে বিড়বিড় করে কী সব বলছেন! কখনো প্রচুর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন, কখনো বা হতাশা আর মাঝে মাঝে উৎসাহ বা আশাব্যাঞ্জক দু-একটা শব্দ উচ্চারণ করছেন। তখন কিছুতেই তাঁকে এক ভালো বংশের শিক্ষিত কুকুরের সঙ্গে তুলনা না করে পারছিলাম না—এমন সে কুকুর যে কখনো সামনের দিকে, কখনো পেছন দিকে ছুটছে, কখনো ব্যগ্রভাবে ডেকে উঠছে যতক্ষণ না গন্ধটা ধরতে পারছে। কুড়ি মিনিটেরও বেশিক্ষণ ধরে তিনি এইভাবে পরীক্ষা করে চলেছেন। প্রচুর যত্নের সঙ্গে যে সব চিহ্নের মাপ নিচ্ছেন আমার চোখে তা অদৃশ্য। আবার কখনো বা, কী উদ্দেশ্যে জানি না,

www.pathagar.com

দেওয়ালের মাপ নিচ্ছেন। এক জায়গা থেকে আবার খুব যত্ন করে খানিকটা ধূসর ধুলো নিয়ে একটা খামে রাখলেন। শেষপর্যন্ত আতস কাঁচ দিয়ে দেয়ালের লেখাটাও লক্ষ্য করলেন,—প্রতি অক্ষর অসীম যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে তবে ক্ষান্ত হলেন। এসব কাজ শেষ হলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন মনে হল, কারণ ফিতেটা আর আতস কাঁচটা আবার পকেটে রেখে দিলেন।

দুজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কী বুঝলেন স্যার?'

হোমস বললেন,—'আমি সাহায্য করলে তো এ বিষয়ে তোমাদের কৃতিত্বে বাদ-সাধা হবে। এমন সুন্দরভাবে তোমরা কাজ করে চলেছ যে বাধা দেয়াটা ঠিক হবে না।'—বললেন তীক্ষ্ম বিদ্রূপ মাখানো সুরে। তারপর বললেন,—'তোমাদের তদন্ত কিরকম এগোচ্ছে জানলে সাধ্যমতো সাহায্য কমব। ইতিমধ্যে আমি সেই কনস্টেবলের সঙ্গে দেখা করতে চাই যে প্রথম মৃতদেহটা আবিষ্কার করে। তার নাম ঠিকানা দিতে পারো?'

নোটবুকটা দেখে নিয়ে লেসট্রেড বললেন,—'জন র‍্যান্স। এখন তার ডিউটি নেই। তাকে পাবেন কেনসিংটন পার্ক গেটের ৪৬, অর্ডলি কোর্টে।'

ঠিকানাটা টুকে নিলেন হোমস। বললেন,—'এসো ডাক্তার, তার সঙ্গে দেখা করতে যাই।' তারপর দুই ডিটেকটিভের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'একটা কথা বলি, হয়তো তোমাদের কাজে লাগবে। এ এক হত্যাকাণ্ড। এবং হত্যাকারী কোনো পুরুষ, উচ্চতায় সে ছ-ফুটের উপরে। যুবা পুরুষ, উচ্চতার অনুপাতে পায়ের মাপ ছোট। পায়ের বুটজুতো শক্ত, আঙুলের দিকটা থ্যাবড়া। সে খায় ত্রিচিনোপল্লীর চুরুট। চার চাকার গাড়িতে চড়ে এসেছে, আর সঙ্গে করে এনেছে, যাকে সে পরে হত্যা করেছে। যে ঘোড়া গাড়িটা টেনে এনেছে তার পায়ের তিনটে ক্ষুর পুরোনো আর একটা নতুন,—সেটা হল সামনের দূরবর্তী পা-টার। হত্যাকারীর মুখটা খুব সম্ভব রক্তোজ্জ্বল, আর ডান হাতের নখগুলো এমন লম্বা লম্বা যে চোখে পড়বার মতো। এই হল কয়েকটি সূত্র, হয়তো এগুলো তোমাদের কাজে লাগতে পারে।'

লেসট্রেড আর গ্রেগসন অবিশ্বাসের হাসি হেসে পরস্পরের দিকে তাকালেন। লেসট্রেড জিজ্ঞাসা করলেন,—'খুনই যদি হয়ে তাকে, কীভাবে হয়েছে তাহলে?'

'বিষ প্রয়োগ।' সংক্ষেপে কথাটা বলে হোমস দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দরজার কাছে পৌঁছে ফিরে তাকিয়ে বললেন,—'আর একটা কথা, লেসট্রেড। "রাখে" কথাটা হল জার্মান ভাষার, এর অর্থ "প্রতিশোধ"। অতএব র‍্যাচেল নাম্নী কোনো স্ত্রীলোকের পিছু নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।

এই শেষ মোক্ষম অস্ত্রটি ত্যাগ করে তিনি চলে এলেন,—প্রতিদ্বন্দ্বী দু-জনে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে রইলেন।

তিন

জন র‍্যান্সের বক্তব্য

৩, লরিস্টন গার্ডেনস্ থেকে যখন আমরা বেরোলাম বেলা তখন একটা। প্রথমে হোমস আমায় নিয়ে নিকটবর্তী টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে একটা লম্বা টেলিগ্রাম ছাড়লেন। তারপর একটা গাড়ি ডেকে নির্দেশ দিলেন লেসট্রেডের দেওয়া ঠিকানায় আমাদের নিয়ে যেতে।

অর্ডলি কোর্ট অঞ্চলটাকে মোটেই সুন্দর বলা চলে না। সরু পথটা ধরে খানিকটা গেলে একটা চত্বর, নোংরা নোংরা বাড়ি সেখানে। কয়েকটা নোংরা ছেলে সেখানে রয়েছে, আর বেশ কিছু ময়লা কাপড় ঝোলানো সেই গলিতে। এগিয়ে গিয়ে আমরা ৪৬ নম্বরে পৌঁছালাম। বাড়ির দরজায় একটা ছোট পেতলের পাতে "র‍্যান্স" কথাটা লেখা। খোঁজ করে জানা গেল সে ঘুমোচ্ছে। একটা ছোট ঘরে আমাদের বসানো হল।

www.pathagar.com

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে এল,—ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় একটু বিরক্ত। বলল, 'আমি তো অফিসে রিপোর্ট করেই এসেছি।'

একটা আধ পাউন্ডের স্বর্ণমুদ্রা পকেট থেকে বার করে শার্লক হোমস চিন্তাগ্রস্তভাবে নাড়াচড়া করতে লাগলেন। বললেন, 'তাহলেও ঘটনাটা তোমার মুখেই শুনতে চাই।'

'বেশ, সে আমি খুশি মনেই বলছি।' তার দৃষ্টি স্বর্ণমুদ্রাটার উপরে।

তাহলে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল নিজের মতো করে বলো—শুনি।'

ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতির সোফাটায় বসে র‍্যান্স ভ্রু কোঁচকালো,—ভাবটা এই, যেন লক্ষ্য রাখছে যাতে কোনো ঘটনাই বাদ না পড়ে। বলল, 'গোড়া থেকেই শুরু করছি। আমার পাহারার সময় হল রাত দশটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত। হোয়াইট হার্টে একটা মারপিট হয়েছিল, সেটা বাদ দিলে আমার এলাকায় আর কোনো গোলমাল হয় নি। রাত একটা নাগাদ শুরু হল বৃষ্টি। তখন আমার হ্যারি মার্চারের সঙ্গে দেখা হয়—তার এলাকা হল হল্যান্ড গ্রোভ। হেনরিয়েটা স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি—কিছুক্ষণ পরে, রাত তখন দুটো বা আর একটু বেশি হবে, আমি ভাবলাম একটু ব্রিক্সটন রোডের ওদিকটা ঘুরে আসি। রাস্তাটা খুব নোংরা। যাবার পথে কারো দেখা পেলাম না, কেবল দু-একটা গাড়ি সামনের দিক দিয়ে আসছিল। চলছি, আর ভাবছি একটু জিন খেতে পারলে ভালো হতো, এমন সময় ওই বাড়ির একটা জানালা থেকে একটুখানি আলো এসে আমার চোখে পড়ল। জানতাম এই দুটো বাড়িতে কেউ থাকে না, নতুবা ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা হতো, কারণ বাড়িওয়ালা কখনো পরিষ্কার করত না, যদিও শেষ যে ভাড়াটে ওখানে ছিল সে মারা যান টাইফয়েডে। তাই আলো দেখে তো অবাক, ভাবলাম নিশ্চয় কোনো ব্যাপার আছে। দরজাটার কাছে যেতে—'

'থেমে দাঁড়ালে। তারপর আবার বাগানের গেটটার কাছে গেলে।' তাকে বাধা দিয়ে হোমস্ বললেন, 'কিন্তু কেন তা করলে?'

এ কথায় লোকটা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। অত্যন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে হোম্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, কিন্তু ঈশ্বর জানেন কী করে তা জানলেন। মানে, কী জানেন, দরোজাটার কাছে গিয়ে মনে হল জায়গাটা যেমন নির্জন তেমনি নিস্তব্ধ, কাউকে সঙ্গে নিলে বেশ হয়। কবরের বাইরের কোনো প্রাণীকে আমি ভয় করি না, কিন্তু ওই যে লোকটা টাইফয়েডে মারা গেছে সে হয়তো এসে ড্রেনগুলো পরীক্ষা করছে—ওই ড্রেনের জন্যেই তো সে মরেছে! এ কথা মনে হতে আমি গেটের কাছে ফিরে গেলাম, যদি মার্চারের লণ্ঠনটা দেখতে পাই। কিন্তু তাকে, বা অন্য কাউকেই দেখতে পেলাম না।'

'রাস্তায় কোনো লোকই ছিল না?'

'আজ্ঞে না, একটা কুকুর পর্যন্তও না। তারপর আমি মনে জোর এনে ফিরে গেলাম। ঠেলতেই খুলে গেল দরোজাটা। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। গেলাম তখন যেখানে থেকে আলোটা আসছিল। অগ্নিস্থানের তাকের উপর একটা লাল মোমবাতি জ্বলছিল, আর আলোয় দেখলাম—'

'জানি তুমি কী দেখলে। বেশ কয়েকবার সেই ঘরের মধ্যে ঘুরলে ফিরলে, মৃতদেহের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলে। তারপর গিয়ে রান্নাঘরটা পরীক্ষা করে দেখলে। আর তারপর—'লাফিয়ে উঠল র‍্যান্স এ কথা শুনে—তার মুখে ভয়ের ছাপ, চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্‌খানে আপনি লুকিয়ে ছিলেন বলুন তো? আমার চেয়েও অনেক বেশি জানেন মনে হচ্ছে!'

হাসতে হাসতে হোমস তাঁর কার্ডটা টেবিলের উপর বাড়িয়ে দিলেন। বললেন,—'তাই বলে কিন্তু আবার খুনের দায়ে আমায় গ্রেপ্তার কোরো না। আমি শিকারীর দলে, শিকার

www.pathagar.com

নই,—গ্রেগসন বা লেসট্রেড্‌কে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে। আচ্ছা, আবার শুরু করো। তারপর কী করলে?'

র‍্যান্স আবার বসে পড়ল, কিন্তু তখনো তার চোখে মুখে বিস্ময়। বলল, 'তারপর ফিরে গেলাম গেটে, হুইসেলটা বাজালাম। তা শুনে মার্চার আর আরো দুজন সেখানে এল।'

'রাস্তাটা কি তখন ফাঁকা ছিল?'

'হ্যাঁ—মানে, বলতে গেলে একরকম তাই।'

'তার মানে?'

'র‍্যান্সের মুখটা হাসিতে ভরে উঠল। বলল, 'জীবনে অনেক মাতাল দেখেছি, ওই লোকটার মতো কখনো দেখি নি! যখন বেরিয়ে আসি সে গেটের কাছে রেলিংয়ে ভর করে দাঁড়িয়েছিল, আর প্রাণপণে চিৎকার করে কি একটা গান গাইছিল। তার তখন সোজা হয়ে দাঁড়াবারও অবস্থা ছিল কি না সন্দেহ।'

'কী ধরনের লোক সে?' শার্লক হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

এই অবান্তর প্রশ্নটায় হয়তো জন র‍্যান্স বিরক্ত হল। বলল, 'অসম্ভব নেশা করেছিল লোকটা। নেহাৎ হাতে অমন একটা কাজ ছিল তাই, নতুবা সে নির্ঘাত এতক্ষণে হাজতে আটকে থাকত।'

অসহিষ্ণু গলায় হোমস জিজ্ঞাসা করলেন,—'তার মুখ, কি তার পোষাক এসব লক্ষ্য করেছিলে?'

হ্যাঁ করেছিলাম তো। না ধরলে পড়েই যেত সে—মার্চার আর আমি দুজনে তাকে ধরেছিলাম। লোকটা লম্বা, আর মুখ টকটকে লাল, আর মুখের নিচের দিকটা ঢাকা।'

'ঠিক আছে, ওতেই হবে। তা, শেষপর্যন্ত তার কী হল?'

'অতো কাজের মধ্যে তার দিকে তাকাবার সুযোগ হয় নি।' কতকটা আহত স্বরে সে বলল,—'তবে, নিশ্চয় সে পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পেরেছিল।'

'তার পরনে কী ছিল?'

'একটা বাদামি রঙের ওভার কোট।'

'হাতে একটা চাবুক ছিল কি?'

'চাবুক! কই না তো!'

'তাহলে নিশ্চয় রেখে এসে থাকবে।' কথাটা হোমস বিড়-বিড় করে বললেন। 'আচ্ছা, তারপর কি কোনো গাড়ির দেখা বা শব্দ পেয়েছিলে?'

'না।'

'এই নাও আধ পাউন্ড।' উঠে দাঁড়িয়ে, হ্যাটটা হাতে করে বন্ধুবর বললেন,—'দেখ র‍্যান্স, চাকরিতে তুমি বিশেষ উন্নতি করতে পারবে বলে মনে হয় না। তোমার মাথাটা কেবলমাত্র শরীরের ভূষণ নয়, তার চেয়েও ভালো কাজে লাগাবার জন্যেও বটে। তোমার যা বুদ্ধি, যে কোনো আন্‌কোরা নতুন সার্জেন্টের তা আছে। এই যে লোকটাকে তুমি দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছিল, তারই হাতে এ রহস্যের চাবিকাঠি, তাকেই আমরা খুঁজছি। এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই,—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। চলে এসো ডাক্তার।'

এগিয়ে গেলাম দুজনে গাড়িটার দিকে। লোকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল বটে, কিন্তু সে যে অস্বস্তি বোধ করছে তাতে সন্দেহ নেই।

'গর্দভ একটা!' অত্যন্ত বিরক্তভাবে হোমস মন্তব্য করলেন বাড়ির পথে যেতে যেতে—'এমন একটা মহা সুযোগ কিনা হেলায় হারাল!'

www.pathagar.com

বললাম,—'আমি কিন্তু এখনো সেই তিমিরে। অবশ্য স্বীকার করছি যে এই লোকটি বর্ণনা তোমার দ্বিতীয় ব্যক্তিটির বর্ণনার সঙ্গে মিলছে, কিন্তু আবার পরক্ষণেই তার ও বাড়িতে ফিরে আসার কী কারণ থাকতে পারে? অপরাধীরা তো অমনটি করে না?'

'আরে আংটিটা—আংটিটার জন্যে! ওটা নিতেই সে এসেছিল। আর কোনো রকমে যদি ওকে ধরতে না পারি তো ওই আংটির টোপ ফেলেই যে-কোনো সময়ে ধরতে পারব, বুঝলে? বাজি রাখছি,—দুই এক হিসেবে বাজি রাখছি, যে নির্ঘাত ওকে ধরব।

চার

বিজ্ঞাপনের উত্তরে এক দর্শনার্থী

সন্ধ্যের কাগজটা দেখেছ?'—অনেক দেরি করে ফিরে হোমস বললেন।

'না'।

'ঘটনাটার মোটামুটি বেশ একটা বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে। তবে, মৃতদেহটা তোলবার সময়ে যে একটা আংটি সেটার উপর থেকে পড়ে যায় সে কথার উল্লেখ নেই। অবশ্য ভালোই হয়েছে তাতে।'

'কেন?'

'এই বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকাও। ঘটনাটা জানবার পরই আমি প্রত্যেকটি কাগজে এটা পাঠাই।'

কাগজটা তিনি আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। নির্দিষ্ট জায়গাটায় তাকিয়ে দেখলাম,—'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশে'র প্রথম বিজ্ঞাপনই ওটা। সেটা হল—

"আজ সকালে ব্রিক্সটন রোডে একটা মামুলি সোনার আংটি পাওয়া গেছে 'হোয়াইট হার্ট' সরাইখানা আর 'হল্যান্ড গ্রোভে'র মাঝামাঝি জায়গায়। আজি সন্ধ্যায় আটটা থেকে নয়টার মধ্যে ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে ড. ওয়াটসনের কাছে খোঁজ করুন।"

হোমস বললেন, 'তোমার নাম ব্যবহার করার জন্যে ক্ষমা চাইছি। নিজের নাম দিলে পাছে এই নির্বোধদের মধ্যে কেউ কেউ চিনতে পেরে এসে এই ব্যাপারে নাক গলায়, তাই।'

আমি বললাম,—'সে ঠিক আছে। কিন্তু আংটি কোথায়? যদি কেউ এসে খোঁজ করে?'

'আছে, আছে।' এই বলে তিনি একটা আংটি আমার হাতে দিলেন। বললেন—'এটা দিয়েই বেশ কাজ চলবে,—বলতে গেলে ঠিক ওটার মতোই দেখতে।'

'কিন্তু, সেই বাদামি কোট আর থ্যাবড়া-মুখো জুতো আর লাল মুখ যার সে-ই সাড়া দেবে। এবং নিজে না এলে নিশ্চয় কোনো সহকর্মীকে পাঠাবে।'

'কিন্তু সেটা কি ওর পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক বলে মনে হবে না?'

'মোটেই না। এ মামলা সম্বন্ধে আমার ধারণা, যদি ঠিক হয়, এবং তা যে ঠিক এমন করার হেতু আমার আছে, তাহলে এই ব্যক্তি যে কোনো ঝুঁকি নিয়ে এই আংটি উদ্ধারের চেষ্টা করবে। আমার ধারণা, আংটিটা পড়ে যায়, যখন সে ড্রেবারের দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু তখন তা টের পায় নি। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে জানতে পারে আংটিটা হারিয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি আবার ফিরে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে ইতিমধ্যেই পুলিশ এসে গেছে। তখন সে সন্দেহ এড়াবার জন্যে মাতালের অভিনয় করে। আচ্ছা, এবার তুমি নিজেকে ওর অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করো দেখি। পূর্বাপর চিন্তা করে ওর এই ধারণাও হতে পারে যে হয়তো বাড়ি থেকে বেরোবার পর আংটিটা রাস্তায় পড়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে ওর পক্ষে কী করা স্বাভাবিক? নিশ্চয় উৎসুকভাবে বিকেলের কাগজগুলো খুঁজে দেখবে কেউ সেরকম বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কি না। তখন এই বিজ্ঞাপনটা ওর চোখে পড়বে। অত্যন্ত খুশি হবে তখন,—কোনো ফাঁদ এর মধ্যে আছে এমন সন্দেহ কেন তার

www.pathagar.com

হবে? এহ্ আংটি খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে যে হত্যাকাণ্ডের কোনো সম্বন্ধে থাকতে পারে, এমন সন্দেহ্ তার মনে হওয়ার কথা নয়। আসবে সে, অতি অবশ্যই আসবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে পড়বে নিশ্চয়।'

'তখন কী হবে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'সে ভার আমার। কোনো অস্ত্র তোমার আছে?'

'চাকরির সময়কার একটা রিভলভার, আর কিছু গুলি আমার আছে।'

'তাহলে সেটা পরিষ্কার করে গুলি ভরে রাখো। হয়তো সে মরিয়া হয়ে আছে, এবং যদিও আমি তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসব, তাহলেও তৈরি থাকা ভালো।'

পরামর্শ-মতো আমি শোবার ঘরে গেলাম। পিস্তল নিয়ে যখন ফিরে এলাম ইতিমধ্যে টেবিল সাফ হয়ে গেছে। হোমস বেহালার ছড়ি ঘষতে শুরু করেছেন। আমায় আসতে দেখে বললেন,—'রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। আমেরিকায় যে টেলিগ্রাম করেছিলাম এই মাত্র তার উত্তর এল। দেখা যাচ্ছে আমার ধারণাই ঠিক।'

'কী সে ধারণা?'

হোমস্ মন্তব্য করলেন,—'বেহালাটার তারগুলো পালটানো দরকার। পিস্তলটা পকেটেই রাখো আপাতত। ও এলে ওর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলবে। তারপর যা করণীয় সে আমার উপর ছেড়ে দাও। কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিও না, ঘাবড়ে যেতে পারে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'রাত আটটা।'

'হুঁ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। দরজাটা খুলে দাও একটু বেশ। এবার চাবিটা রাখো ভিতরের দিকে। ধন্যবাদ। এই দেখো একটা অদ্ভুত বই কাল একটা স্টল থেকে নিকেছি, 'De Jure inter Gentes"। লোল্যান্ডস্রে লীজে ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ছাপা, ল্যাটিন ভাষায়। তখনো রাজা চার্লসের মুণ্ডচ্ছেদ হয় নি।'

'ছেপেছে কে?'

'Phillippe de croy,—জানি না সে কে। পুস্তানির উপর খুব আবছা কালিতে লেখা— Ex libris Gulielmi Whyte জানি না সে কে, সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো বিশিষ্ট উকিলই ছিল হয়তো,—লেখার মধ্যে আইনের প্যাঁচ রয়েছে।—ওই বুঝি আমাদের লোক এল।'

সেই সঙ্গে ঘন্টার তীক্ষ্ণ শব্দ। তাড়াতাড়ি উঠে হোমস আস্তে করে চেয়ারটাকে দরজার মুখোমুখি করে রাখলেন। ভৃত্যের হলঘর পার হয়ে আসার সাড়া আমাদের কানে এল, আর তারপরই সশব্দে দরজার ছিটকিনি খোলার আওয়াজ।

'ড. ওয়াটসন কি এখানে থাকেন?' পরিষ্কার এবং খানিকটা রুক্ষ স্বরের কথাটা আমাদের কানে এল। উত্তরে ভৃত্য কি বলল শোনা গেল না, কিন্তু দরজা বন্ধ হওয়ার এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার আওয়াজ শোনা গেল। পায়ের আওয়াজ সুষম বা স্বচ্ছন্দ নয়, তাই বন্ধুবরের মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। শব্দটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল বারান্দা দিয়ে, তারপর গরের দরজায় ক্ষীণ করাঘাত। বললাম,—'ভিতরে আসুন।' এ কথায় যে প্রবেশ করল সে কোনো মেজাজি মানুষ নয় যেমনটি আন্দাজ করা গিয়েছিল। এক অত্যন্ত বৃদ্ধা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে প্রবেশ করল। তাঁর মুখে অসংখ্য বলিরেখা। হঠাৎ আলোর মধ্যে এসে পড়ায় মনে হল যেন তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। নমস্কারের ভঙ্গীতে ঈষৎ নতজানু হয়ে ক্ষীণদৃষ্টি স্ত্রীলোকটি মিটমিট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে নার্ভাস, কাঁপা হাতে পকেট হাতড়াতে লাগল। তাকালাম বন্ধুবরের দিকে। এমন এক হতাশার প্রকাশ সেখানে চোখে পড়ল, যে নিজের স্বভাবসিদ্ধ স্থৈর্য বজায় রাখাই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। একটা সান্ধ্য পত্রিকা বার করে বৃদ্ধা আমাদের বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে বলল 'আজ্ঞে এইটে দেখে আমি এসেছি।' এই বলে আবার একবার

নতজানু হয়ে সেটা পড়ে শোনাল—

'একটা সোনার আংটি ব্রিক্সটন রোডে পাওয়া গেছে।' আজ্ঞে আংটিটা আমার মেয়ে স্যালির। মাত্র এক বছর হল তার বিয়ে হয়েছে, তার স্বামী হল একটা সরকারি দপ্তরের কঞ্চুকী। ফিরে এসে যদি আংটিটা না পেত তাহলে কী যে করত সে আমি ভাবতেই পারি না! যখন ভালো থাকে তখনো সে বদমেজাজি, আর যখন নেশা করে তখন তো কথাই নেই। কাল রাত্রে সে আংটিটা পরে সার্কাসে গিয়েছিল—'

জিজ্ঞাসা করলাম,—'এইটেই কি সেই আংটি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটেই তো! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! উল্লাসের সঙ্গে সে বলে উঠল, 'আজকের রাতটা স্যালির ভারি ভালো কাটবে!'

তোমার ঠিকানা কী?' একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'১৩, ডানকান স্ট্রিট, হাউন্ডস্‌ডিচ্‌। বাপরে, কত দূর!'

তীক্ষ্ণস্বরে শার্লক হোমস বললেন, 'কিন্তু কোনো সাকার্স থেকে হাউন্ডস্ ডিচ্ যেতে তো ব্রিক্সটন রোড পড়ে না!'

বুড়ির দু-চোখ ঘিরে লাল আভা, মুখ ঘুরিয়ে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ভদ্রলোক আমার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। স্যালির ঠিকানা হল ৩ নং মেফিল্ড প্লেস, পেকহ্যাম।'

'আর তোমার নাম?'

'সইয়ার, আর তার নাম ডেনিস—টম ডেনিস বিয়ে করে তাকে। যতক্ষণ সমুদ্রে ঘুরছে চমৎকার লোক সে,—যেমন স্মার্ট তেমনি মিশুকে। কিন্তু যখন জাহাজ থেকে নামে, মেয়েদের ব্যাপারে আর নেশার ব্যাপারে—'

হোম্‌সের ইঙ্গিতে আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'এই নাও,—বোঝাই যাচ্ছে আংটিটা তোমার মেয়ের। খুশি হলাম ঠিক লোকের হাতে দিতে পেরেছি বলে।'

বিড়-বিড় করে অনেক আশীর্বাদ করে আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বুড়ি আংটিটা পকেটে করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন হোমস, তড়িঘড়ি নিজের ঘরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন কয়েক মুহূর্ত পরে অলেস্টারে আর গলাবন্ধে শরীর ঢেকে। বলে উঠলেন, 'চললাম ওর পিছু-পিছু,—নিশ্চয় ও কোনো সহকর্মী! আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

হলঘরের দরোজা বন্ধ হওয়ার অল্প পরেই হোমস সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বুড়ি রাস্তার ওদিক দিয়ে আস্তে আস্তে চলেছে, আর তার অনুসরণকারী চলেছেন খানিকটা পেছনে থেকে। মনে মনে ভাবলাম, হয় হোমসের সমস্ত সিদ্ধান্তই ভুল, আর তা যদি না হয় তো নিশ্চয় উনি এতক্ষণ এই রহস্যের একেবারে কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গেছেন। ওঁর জন্যে যেন অপেক্ষা করি একথা বলার ওঁর দরকার ছিল না, কারণ বেশ বুঝতে পারছি যতক্ষণ না ওঁর এই অভিযানের ফলাফল জানতে পারছি ততক্ষণ আমার পক্ষে ঘুম একেবারে অসম্ভব।

হোমস যখন বেরিয়ে যান রাত তখন প্রায় নয়টা। কত দেরি হবে কে জানে, যাই হোক আমি চুপচাপ বসে বসে পাইপ টেনে চলাম আর হেনরি মার্জারের লেখা Vie de Boheme-এর পাতা উল্টে চললাম। দশটা বেজে গেল। দাসী এবার শুতে যাচ্ছে, পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। বাজল এগারোটা। গৃহকর্ত্রী আমার ঘরের সমুখ দিয়ে শুতে চলে গেল—পায়ের শব্দে গাম্ভীর্যের প্রকাশ। রাত যখন প্রায় বারোটা, দরজায় চাবি ঘোরানোর তীক্ষ্ণ আওয়াজ আমার কানে এল। প্রবেশমাত্র তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম তিনি বিফল হয়েছেন। কৌতুক প্রাধান্য পেল শেষপর্যন্ত। হঠাৎ তিনি প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন।

www.pathagar.com

একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বলে উঠলেন,—'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকদের আমি কোনোমতেই এটা জানতে দেব না। ওদের এতবার জব্দ করেছি যে পারলে ওরা কিছুতেই আমাকে ওদের উপর টেক্কা দিতে দেবে না। তবে, অবশ্যই আমার পক্ষে হাসি শোভা পায়, কারণ আমি নিশ্চয় করে জানি যে শেষপর্যন্ত এ মামলায় ওদের টেক্কা দিতে পারব।'

যাই হোক কী হল বল।'

এ কাহিনী আমার পরাজয়ের, কিন্তু তাহলেও শোনাতে আপত্তি নেই। খানিকটা যাওয়ার পর সে প্রচুর খোঁড়াতে লাগল আর এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন পায়ে ফোস্কা পড়েছে। কিছুদূর গিয়ে থেমে দাঁড়াল। একটা চার চাকার গাড়ি যাচ্ছিল, ডাকল সেটাকে। কোনোরকমে গেলাম যতটা কাছে সম্ভব, যাতে শুনতে পাই ঠিকানাটা, যদিও অবশ্য আর প্রয়োজন ছিল না কারণ গলা তুলে যেভাবে সে বলল "চল ১৩নং ডানকান স্ট্রিট, হাউন্ডসডিচ", যে রাস্তার ওপার থেকেও তা দিব্যি শোনা যেতে পারত। তাহলে তো ঠিকানাটা সত্যি মনে হচ্ছে। ও গাড়িতে উঠলে আমিও চুপচাপ উঠে পড়লাম পেছনে। এ হল এমন একটা কৌশল যাতে যে-কোনো গোয়েন্দার পারদর্শী হওয়া উচিত। যাই হোক সামনে চলল গাড়িটা, থামল না যতক্ষণ না সেই রাস্তায় গিয়ে পৌঁছল। দরজার কাছ পর্যন্ত যাওয়ার আগেই আমি লাফিয়ে পড়লাম, তারপর এগিয়ে চললাম হেলতে দুলতে। দেখলাম গাড়িটা থেমেছে। গাড়োয়ান লাফিয়ে পড়ে দরজাটা খুলে দিল বুড়ি বেরিয়ে আসবে বলে। কিন্তু কেউই বেরিয়ে এল না। কাছে গিয়ে দেখি গাড়োয়ান পাগলের মতো খালি গাড়িটা হাতড়াচ্ছে, আর এমন গালাগালি করছে যেমনটি আর কখনো শুনেছি কি না সন্দেহ। কোথাও তার যাত্রীর দেখা নেই, এবং আমার মনে হয় ভাড়াটা আদায় করতে ওকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তের নম্বরে খোঁজ করে জানলাম সেটা কেসউইক নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর, তাঁর জীবিকা দেওয়ালে কাগজ লাগানো এবং সইয়ার বা ডেনিস নামে কোনো ব্যক্তিই ওখানে থাকে না বা কোনোদিন ছিল না।'

অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বল কি, সেই নিড়বিড়ে থুথ্থুড়ি বুড়ি চলতি গাড়ি থেকে নেমে পালিয়েছে, অথচ গাড়োয়ান বা তুমি কেউই তা দেখতে পাও নি?'

'বুড়ি না ঘোড়ার ডিম!' তীক্ষ্ণস্বরে হোমস বলে উঠলেন, 'যেভাবে বেকুব বনেছি তাতে দেখা যাচ্ছে বুড়ি আসলে আমরাই! নিশ্চয় ও এক যুবক,—দিব্যি শক্ত-সমর্থ, এবং অভিনেতা হিসেবে অতুলনীয়,—অননুকরণীয়। নিশ্চয় বুঝেছিল আমি পিছু নিয়েছি, তাই এভাবে ফাঁকি দিল। এ থেকে বুঝতে হবে লোকটাকে যে রকম নিঃসঙ্গ ভেবেছিলাম মোটেই তা নয়,—এমন বন্ধু ওর আছে যারা ওর জন্যে রীতিমত ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। আচ্ছা বেশ, ডাক্তার, এবার শুয়ে পড়, ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

পাঁচ

টোবিয়াস গ্রেগসনের দৌড়

'আরে আরে, এ আবার কী?' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই হলঘরে, এবং তারপরেই সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ আর সেইসঙ্গে গৃহকর্ত্রীর বিরক্তিসূচক মন্তব্য শোনা গেল। বন্ধুবর গভীর গলায় বললেন,—'এ হল ডিটেকটিভ পুলিশ বাহিনীর বেকার স্ট্রিট শাখা।' আর সঙ্গে সঙ্গে যে গোছাছয়েক ছোকরা ঘরে প্রবেশ করল, রাস্তার ছেলেদের মধ্যেও অমন নোংরা আমি আর দেখি নি কখনো।

তীক্ষ্ম স্বরের হোমস ধমকে উঠলেন,—'ঠিকভাবে দাঁড়াও! সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরগুলো শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন এক একটা পাথরের মূর্তি। হোমস বললেন, 'এবার থেকে এ

www.pathagar.com

আর চলবে না। সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে, কেবল উইগিনস এসে যা বলার বলবে। কী, পেয়েছ উইগিনস্?"

একটা ছেলে উত্তর করল,—'আজ্ঞে না।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু খোঁজ করে যাবে, যতক্ষণ না পাচ্ছ। এই নাও তোমাদের পয়সা।' এই বলে তিনি প্রত্যেকের হাতে একটা করে শিলিং দিলেন। বললেন,—'এবার যাও, আবার যখন আসবে যেন একটু ভালো খবর পেতে পারি।'

এই বলে হাত তুলে ইঙ্গিত করতেই ওরা একপাল ইঁদুরের মতো হুড়-মুড় করতে করতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে,—এবং পরমুহূর্তেই রাস্তা থেকে তাদের কর্কশ কোলাহল আমাদের কানে এল।

হোমস বললেন, 'পুলিশের ডজনখানেক লোকের থেকে এই ছোকরাদের একটাকে দিয়ে বেশি কাজ আদায় করা যায়। সরকারি পোষাকের মানুষ দেখলেই লোকজনের মুখ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এই ছেলেরা যে-কোনো জায়গায় যেতে পারে, যে-কোনো কথা শুনতে পারে। এদের বুদ্ধিও ক্ষুরধার, একমাত্র যা অভাব সে হল শৃঙ্খলার।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ব্রিক্সটন মামলায় তুমি এদের কাজে লাগিয়েছ?'

'হ্যাঁ। একটা বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে। ঠিকই জানতে পারব, হয়তো একটু সময় লাগতে পারে। তবে, এই যে এক্ষুনি কিছু জবরদস্ত নতুন খবর আসছে—গ্রেগসন আসছে খুশিতে ডগমগ হয়ে। এখানেই আসছে নিশ্চয়। হ্যাঁ ওই থামল, এ যে!'

সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার জোর শব্দ, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সুকেশ ডিটেকটিভটি তিন-তিনটি সিঁড়ি ডিঙোতে ডিঙোতে উঠে সবেগে আমাদের বসবার ঘরে এসে হাজির।

যেভাবে হোমস করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাতে উৎসাহের পরিচয় ছিল না, কিন্তু সেই হাতে জোর ঝাঁকুনি দিয়ে গ্রেগসন সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন,—'অভিনন্দন জানান, অভিনন্দন জানান আমায়! সমস্ত মামলাটা একেবারে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে?'

মনে হল যেন দুর্ভাবনার একটা ছায়া বন্ধুবরের মুখের উপর খেলে গেল। বললেন,—অ্যা! মানে, তুমি বলছ তুমি ঠিক পথ ধরে চলেছ?'

'কী বললেন, ঠিক পথ? আরে মশাই, তাকে একেবারে হাজতে আটকে রেখেছি!'

'কী নাম তার?'

'আর্থার কার্পেন্টিয়ের, মহারাণীর নৌবহরের কর্মচারী সে।' দম্ভের সঙ্গে পুরুষ্ট হাতে হাত ঘষতে ঘষতে, বুক ফুলিয়ে গ্রেগসন বলে উঠলেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন হোমস। হেসে উঠলেন সহজভাবে। বললেন,—'বেশ, একটা চুরুট নাও দেখি। বল কীভাবে ওকে ধরলে, শোনবার জন্যে আমরা অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে আছি। একটু হুইস্কি আর সোডা দেব?'

'তাতে আর আপত্তির কী? গত দু-দিন শরীরের উপর যা ধকল গেছে তাতে বেজায় কাবু হয়ে পড়েছি! শারীরিক ক্লান্তি ততটা নয় যতটা মানসিক, এ তো আপনি ভালোই বুঝবেন মি. হোমস,—আমাদের দুজনকে প্রচুর মগজ খাটাতে হয়!'

'আরে এসব বলে তুমি আমাকে অহেতুক সম্মান দেখাচ্ছ। আগে শুনি কেমন করে তুমি এমন চমৎকার কাজটা করলে।'

আরাম চেয়ারে বসে পড়ে ডিটেকটিভটি কিছুক্ষণ তৃপ্তির সঙ্গে চুরুট টেনে চললেন। তারপর হঠাৎ আনন্দের আতিশয্যে উরুতে একটা থাপ্পড় মেরে বলে উঠলেন,—'আর, মজা কী জানেন, মহামূর্খ লেসট্রেড তো নিজেকে খুব চালাক মনে করে, ও কিন্তু একেবারেই ভুল পথে চলেছে। সেক্রেটারি স্ট্যাঙ্গারসনের পিছু নিয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

www.pathagar.com

এতক্ষণে নিশ্চয় তাকে পাকড়াও করেছে।' কথাটা মনে করতেই তার এমন হাসি পেল যে হাসতে হাসতে দম আটকে মরে আর কি!

'তা, সূত্রটা কোথায় পেলে?'

'বলছি সব বলছি। বলা বাহুল্য, ড. ওয়াটসন, ব্যাপারটা কিন্তু গোপনীয়, আমাদের বাইরে যেন না যায়। প্রথম অসুবিধেই হচ্ছিল ওই আমেরিকানটির অতীত জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করা। অন্য কেউ হলে হয়তো অপেক্ষা করে থাকত কখন বিজ্ঞাপনের উত্তর আসবে বা কখন ওরা নিজে থেকে এসে জানিয়ে যাবে। কিন্তু টোবিয়াস গ্রেগসনের কর্মপদ্ধতিটি মোটেই অমন নয়। মৃতের পাশে যে হ্যাটটা ছিল মনে পড়ে?'

হোমস বললেন,—'হ্যাঁ, জন আন্ডারউড অ্যান্ড সন্সের দোকান থেকে কেনা,—১২৯, ক্যাম্বারওয়েল রোড।'

গ্রেগসনকে দেখে মনে হল তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছেন। বললেন,—'জানতাম না আপনি সেটা লক্ষ্য করেছেন। গিয়েছিলেন ওখানে?'

'না।'

আশ্বস্ত গলায় গ্রেগসন বলল, 'ও। কিন্তু কী জানেন, কোনো সুযোগই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, আপাতদৃষ্টিতে তা যতো সামান্যই মনে হোক্ না কেন!'

'হুঁ' উপদেশের ভঙ্গীতে হোমস বললেন,—'বুদ্ধিমান' লোকের কাছে কোনো কিছুই সামান্য নয়।'

'যাই হোক গেলাম আন্ডারউডের কাছে জানতে—ওই মাপের আর ওই ধরনের কোনো হ্যাট সে বিক্রি করেছে কি না। কাগজপত্র দেখে সে তক্ষুনি বলল হ্যাঁ অমন একটা হ্যাট যাকে বিক্রি করেছে তার নাম মি. ড্রেবার, ঠিকানা—কার্পেন্টিয়েরের বোর্ডিং, টরকোয়ে, টেরেস। এভাবেই তার ঠিকানা জানতে পারি।'

'চমৎকার, চমৎকার! শার্লক হোমস আস্তে আস্তে বললেন।

'তারপর দেখা করলাম মাদাম কার্পেন্টিয়েরের সঙ্গে। দেখলাম তিনি খুব ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন, অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে আছেন। তাঁর মেয়েও ছিল সেই ঘরে। ভারি চমৎকার মেয়েটি, তার চোখ ঘিরে লালচে আভা। আমার কথায় তার ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল, তা আমার দৃষ্টি এড়াল না, এবং সন্দেহের উদ্রেক করল। কোন মামলার খেই পেলে কেমন উত্তেজনার সঞ্চার হয় সে তো আপনি জানেন মি. হোমস। জিজ্ঞাসা করলাম,—'আপনার' বোডিংয়ের মি. এনক্. জে. ড্রেবারের রহস্যময় মৃত্যুর কথা শুনেছেন তো?"

'ওর মা ঘাড় নেড়ে জানালেন, শুনেছেন। মনে হল যেন তাঁর মুখে কথা জোগাচ্ছে না। মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ল। এবং তাতে আমার এ ধারণাই বলবৎ হল যে এ ব্যাপারে এঁরা কিছু জানেন। জিজ্ঞাসা করলাম,—"কটার সময় মি. ড্রেবার ট্রেন ধরবার জন্যে ওখান থেকে বেরিয়েছিলেন?"

"আটটার সময়ে।" উত্তেজনা দমন করবার জন্যে তারপর একটা ঢোক গিলে বললেন,—"ওঁর সেক্রেটারি মি. স্টাঙ্গারসন বললেন দুটো গাড়ি আছে—একটা নয়টা পনেরোয় আর একটা এগারোটায়। ওঁদের প্রথম ট্রেনটা ধরবার কথা ছিল।"

"সেই কি শেষ আপনারা তাঁর দেখা পান?"

প্রশ্নটা করতেই এক ভীষণ পরিবর্তন মায়ের মুখে দেখা দিল। মুখ চোখ একেবারে সাদা হয়ে গেল। উত্তরে বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু তা বলতে বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল, এবং বললেন অস্বাভাবিক ধরা ধরা গলায়।

'মুহূর্তকালের স্তব্ধতা। তারপর মেয়েটি শান্ত পরিষ্কার গলায় বলল, "মিথ্যে বলে কোনো

www.pathagar.com

লাভ হবে না মা, ভদ্রলোককে পরিষ্কার করেই বলি—হ্যাঁ তার পরেও আমরা মি. ড্রেবারকে দেখেছি।"

এ কথায় মাদাম কার্পেন্টিয়ের হাত ছুঁড়ে আবার চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। বললেন—"ঈশ্বর তোকে ক্ষমা করুন! তুই-ই তোর ভাইকে খুন করলি!"

'দৃঢ়স্বরে মেয়েটি বলল,—"না মা, নিশ্চয় সে চাইত যে আমরা সত্যি কথাই বলি।"

আমি বললাম,—"সমস্তটা খুলে বলাই সবচেয়ে ভালো—খানিকটা বলার আর খানিকটা না বলার চেয়ে। তাছাড়া আপনারা জানেন না এ বিষয়ে আমরা কতটা জেনেছি।"

মা বললেন,—"দোষ কিন্তু তোরই হবে অ্যালিস্।" তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন,—"শুনুন তাহলে, সবটাই খুলে বলি। এমন মনে করবেন না যে এ আমি অস্থিরভাবে কথা বলছি এবং আর্থারের কোনো রকমে এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ সে। তবে, আমার ভয়, হয়তো আপনার বা অন্য কারুর চোখে সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হতে পারে। অবশ্যই এহেন কাজ এর পক্ষে অসম্ভব। তার সাধু চরিত্র, তার জীবিকা, তার অতীত জীবন—এ সবই একথা প্রমাণ করবে।"

আমি আবার বললাম, "আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে খুলে বলা। সে যদি নির্দোষ হয় তো কোনো ভয় নেই তার।"

মা বললেন—"অ্যালিস্, তুই একটু বাইরে যা এখন।" মেয়েটি চলে গেলে মা আবার শুরু করলেন—"এসব কিছুই আপনাকে বলার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মেয়েটি যখন বলেই ফেলেছে তখন আর উপায় কী! বলব যখন ঠিক করেছি তখন আর কিছুই গোপন করব না।"

আমি বললাম—"সেইটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

মি. ড্রেবার আমাদের এখানে ছিলেন প্রায় তিন সপ্তাহ। সেক্রেটারি মি. স্ট্যাঙ্গারসনের সঙ্গে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ করছিলেন। ওঁদের বাক্স-পেঁটরায় কোপেনহাগেনের ছাপ দেখে বুঝেছি সেখান থেকেই তাঁরা এই দেশে এসেছেন। স্টাঙ্গারসন লোকটি শান্ত, বেশি কথা বলতেন না। কিন্তু তাঁর মনিব লোকটি—দুঃখের সঙ্গে বলছি, একেবারেই অন্যরকম স্বভাবের। তাঁর আচার আচরণ অমার্জিত, অমানুষিক। আর, বলতে কি, বেলা দুপুরের পর থেকে আর তাঁকে কোনোমতেই প্রকৃতিস্থ বলা যেত না। দাসীদের সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ইতরের মতো, আর, তার চেয়েও যা খারাপ, আমার মেয়ে অ্যালিসের সঙ্গে পর্যন্ত তেমনি ব্যবহার করতে শুরু করলেন এবং একাধিকবার এমনভাবে তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন যে ভাগ্যে সরল মেয়েটি বুঝতে পারে নি তাই রক্ষা। একবার আবার হঠাৎ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন পর্যন্ত। ব্যাপারটা এমন অভদ্রোচিত হয়েছিল যে তাঁর সেক্রেটারি পর্যন্ত তাঁকে ধমক দিতে ছাড়েন নি।"

আমি বললাম—"তা, কেন আপনি এসব সহ্য করলেন?" ইচ্ছে করলেই তো ওকে উঠিয়ে দিতে পারতেন, তাই না?

এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে মিসেস কার্পেন্টিয়ের লাজুক হাসি হাসলেন। বললেন—"সত্যিই ভালো হত যদি যেদিন এলেন সেদিনই ওঁদের নোটিশ দিতাম। কিন্তু প্রত্যেক এক পাউন্ড করে দিচ্ছিলেন, অর্থাৎ সপ্তাহে চোদ্দ পাউন্ড, অথচ এখন মরশুম নয়। আমি বিধবা মানুষ, আমার ছেলেকে নৌবাহিনীর উপযুক্ত করে শিক্ষা দিতে খরচ হয়েছে প্রচুর। তাই এ টাকাটা ছাড়তে মন চাইল না। যা করেছিলাম ভালো বুঝেই করেছিলাম। কিন্তু এই শেষের ঘটনাটা আর সহ্য করতে পারি নি, যেজন্যে উঠে যাওয়ার নোটিশ দিই। আর সেই জন্যেই উনি চলে যান এখান থেকে।"

"তারপর?"

www.pathagar.com

"ওঁকে চলে যেতে দেখে আমার মন হাল্কা হল। আমার ছেলে তখন ছুটি উপলক্ষ্যে বাড়ি এসেছে, কিন্তু তার মেজাজ খুব খারাপ বলে এসব কিছুই তাকে বলি নি। তার উপর আবার সে বোনকে অত্যন্ত বেশি ভালোবাসে। ওরা চলে যেতে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। একটা ভার যেন মন থেকে নেমে গেল। কিন্তু হায়, একটা ঘন্টা যেতে না যেতেই দরজার ঘন্টিটা বেজে উঠল, জানতে পারলাম মি. ড্রেবার ফিরে এসেছেন। অত্যন্ত উত্তেজিত, এবং পরিষ্কার বোঝা গেল খুব মাতাল হয়েছেন। আমি আর মেয়ে ঘরে বসেছিলাম, জোর করে ঢুকলেন সেই ঘরে, অসংলগ্নভাবে কিসব বললেন, তারপর অ্যালিসের দিকে ফিরে আমার সামনে প্রস্তাব করলেন, যেন অ্যালিস বেরিয়ে যায় তাঁর সঙ্গে। বললেন, "তুমি সাবালক, কোনো আইন তোমায় বাধা দিতে পারবে না। অঢেল টাকা আমার। এ বুড়ির কথা গ্রাহ্য কোরো না, সোজা চলে এসো আমার সঙ্গে রাজরাণীর মতো তুমি থাকবে!" বেচারা অ্যালিস তো এমন ভয় পেয়েছিল যে কুঁকড়ে সরে গেল সেখানে থেকে। তিনি কিন্তু অ্যালিসের হাত চেপে ধরে চেষ্টা করলেন তাকে জোর করে নিয়ে যেতে। আমি তো চিৎকার করে উঠলাম, আর সেই মুহূর্তে আমার ছেলে আর্থার এসে সে ঘরে প্রবেশ করল। তখন যে কী হল আমি ঠিক জানি না, তবে গালাগালির আর ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ আমার কানে এল। আমি এমন ভয় পেয়েছিলাম যে সাহস করে মাথা পর্যন্ত তুলতে পারি নি। যখন তাকালাম, দেখলাম আর্থার হাসছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, তার হাতে একটা ছড়ি। বলল, "ওই চমৎকার লোকটি আর কখনো আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না! যাচ্ছি ওর সঙ্গে,—দেখব এখন ও কী করে।" এই বলে সে হ্যাট মাথায় রাস্তা ধরে চলে গেল। আর পরদিন সকালেই মি. ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পাই।"

'এই হল মিসেস কার্পেন্টিয়েরের বিবৃতি,—অনেকবার থেমে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে তিনি বলেছিলেন,—কখনো বা তাঁর গলা এত নেমে গিয়েছিল যে শুনতে পাওয়াই কঠিন হয়ে উঠেছিল। যা কিছু উনি বলেছিলেন সব আমি শর্টহ্যান্ডে লিখে নিয়েছিলাম, যাতে ভুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে।'

'হুঁ, ভারি উত্তেজনার ব্যাপার বটে।' হাই তুলে শার্লক হোমস বলে উঠলেন,—তারপর কী হল?

'তিনি বললেন, "জানি না।"

"জানেন না?"

"না। ওর কাছে একটা চাবি থাকে, তাই দিয়ে ও দরোজা খুলে ঢোকে।"

"হ্যাঁ।"

"কয়টার সময় শুয়ে পড়েন আপনি?"

"রাত এগারোটা নাগাদ।"

"তাহলে বুঝতে হবে আপনার ছেলে অন্তত দু-ঘন্টা বাইরে ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"এমনকি চার বা পাঁচ ঘন্টাও হতে পারে।"

"হ্যাঁ।"

"অতক্ষণ সে কী করছিল?"

"জানি না।" বললেন তিনি—তাঁর ঠোঁট পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে।

'তারপর আর কীই-ই বা করবার ছিল? খোঁজ করে জানলাম লেফটেন্যান্ট কার্পেন্টিয়ের কোথায়, তারপর দুজন পুলিশ নিয়ে গ্রেপ্তার করলাম তাকে। কাঁধে হাত দিয়ে যখন তাকে বললাম চুপচাপ আমার সঙ্গে চলে আসতে, খুব চড়া গলায় সে বলল, "শয়তান ড্রেবারটার মৃত্যুর ব্যাপারে জড়িত সন্দেহ করে নিশ্চয় আমায় গ্রেপ্তার করেছেন?" আমরা আদৌ সে কথা

www.pathagar.com

তুলি নি, সুতরাং নিজে থেকে সে কথার উল্লেখটাই তো অত্যন্ত সন্দেহজনক।'

'ঠিক।' হোমস বললেন।

'যে ভারি লাঠিটা নিয়ে তার মা তাকে ড্রেবারের পেছন পেছন যেতে দেখেছিলেন, তখনো সেটা তার হাতে ছিল। লাঠিটা বেশ মজবুত, ওক কাঠের তৈরি।'

'তাহলে তোমার মত কী দাঁড়াচ্ছে?'

'আমার মত হল, ড্রেবারের পিছু নিয়ে সে যায় ব্রিক্সটন রোড পর্যন্ত। তখন ওদের মধ্যে আবার নতুন করে ঝগড়া হয় এবং তখন ও ড্রেবারকে লাঠিপেটা করে—পেটেই হয়তো, যার ফলে তার মৃত্যু হয় এবং কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। বৃষ্টি হচ্ছিল বলে রাস্তায় জনমানব ছিল না সেই সুযোগে কার্পেন্টিয়ের মৃতের দেহটা টানতে টানতে নিয়ে যায় ওই ফাঁকা বাড়িটায়। মোমবাতিটা, রক্ত আর দেওয়ালের লেখা—এ সবই হয়তো পুলিশকে ভুল পথে চালিত করার উদ্দেশ্য।'

'বাঃ, বেশ বলেছ!' উৎসাহব্যাঞ্জকভাবে হোমস বললেন, 'সত্যি গ্রেগসন, বেশ এগোচ্ছো তুমি, এখনো তোমার আশা আছে।'

গর্বের সঙ্গে ডিটেকটিভটি বললেন, 'তা, বলতে কী, দিব্যি পরিচ্ছিন্নভাবেই কাজটা করেছি। ছোকরা নিজে থেকে এ বিবৃতি দেয়, তাতে ও বলেছে যে কিছুক্ষণ তাকে অনুসরণ করার পর ড্রেবার দেখতে পায় তাকে, তাই এড়াবার উদ্দেশ্য একটা গাড়ি ভাড়া করে। তখন সে ফেরার পথ ধরে। এক জাহাজের বন্ধুর সঙ্গে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে সে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। আমার তো মনে হয় ঘটনাগুলো সব দিক দিয়েই বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে। ভারি হাসি পাচ্ছে ভেবে যে লেসট্রেড স্বয়ং এসে হাজির!'

হ্যাঁ লেসট্রেডই বটে। আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিলেন, এখন ঘরে ঢুকলেন। সে দৃঢ় প্রত্যয় আর হাল্কা ভাব সচরাচর তাঁর কথায় বার্তায় পোশাকে পরিচ্ছদে দেখা যেত তা কোথায় চলে গেছে। মুখে দুশ্চিন্তায় রেখা, পোষাক অবিন্যস্ত। বোঝা গেল তিনি এসেছেন শার্লক হোম্সের সঙ্গে দেখা করবেন বলে, কিন্তু সহকর্মীটিকে দেখে যেন একটু মুষড়ে পড়েছেন, অস্বস্তি বোধ করছেন। ঘরের মাঝখানে কিংকর্তব্যের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন হ্যাটটা হাতে করে। তারপর বললেন,—'এ এক অতি অসাধারণ মামলা মি. হোমস, অত্যন্ত রহস্যজনক!'

'তোমার সেইরকমই মনে হচ্ছে, তাই না?' বিজয়ীর ভঙ্গীতে গ্রেগসন বলে উঠলেন—'আমিও ভেবেছিলাম তুমি শেষপর্যন্ত এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছবে। কী হল, সেক্রেটারি জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনকে খুঁজে পেলে?'

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে লেসট্রেড বললেন—'সেক্রেটারি স্ট্যাঙ্গারসন আজ সকাল ছ-টা নাগাদ হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে নিহত হয়েছেন।'

ছয়

অন্ধকারে আলোর আভাস

লেসট্রেডের এই খবর এতই আকস্মিক আর এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, বেশ কিছুক্ষণ আমাদের তিনজনের মুখে কথা জোগাল না। গ্রেগসন তো লাফিয়ে উঠতে গিয়ে হুইস্কি আর জল যেটুকু অবশিষ্ট ছিল উল্টে ফেললেন। হোম্সের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দুঠোঁট শক্ত শক্ত করে চাপা, দুই ভ্রূ কুঁচকে চোখের দিকে নেমে এসেছে।

বিড়-বিড় করে বললেন—অ্যাঁ, স্ট্যাঙ্গারসনও! মামলাটা জটিল হয়ে উঠছে দেখছি!'

www.pathagar.com

গজ-গজ করতে করতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লেসট্রেড বললেন—'এমনিতেই কি কম জটিল ছিল? কিন্তু দেখছি আপনাদের পরামর্শ-সভার মাঝখানে এসে পড়েছি।'

'খবরটা—খবরটা ঠিক তো?' তোতলাতে তোতলাতে গ্রেগসন জিজ্ঞাসা করলেন।

লেসট্রেড বললেন,—'এই তো ওঁর ঘর থেকেই আসছি। ব্যাপারটা আমিই দেখি প্রথম।'

হোমস বললেন,—'এতক্ষণ গ্রেগসনের বক্তব্য শুনছিলাম। এবার বল তুমি শুনি কী দেখলে আর শুনলে।'

'বেশ, বলছি।' চেয়ারে বসে লেসট্রেড বললেন, 'খোলাখুলিই স্বীকার করছি যে আমার ধারণা হয়েছিল ড্রেবারের মৃত্যুর ব্যাপারে স্ট্যাঙ্গারসনের হাত আছে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকে বোঝা গেল যে তা একেবারেই ভুল। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি সেক্রেটারিটির খোঁজ করতে থাকি। তিন তারিখ সন্ধ্যে সাড়ে আটটার সময় ওদের দুজনকে ইউস্টন স্টেশনে দেখা যায়। রাত দুটোয় ড্রেবারকে পাওয়া যায় ব্রিক্সটন রোডে। তখন আমার সামনে প্রশ্ন হল, সন্ধ্যে সাড়ে আটটা থেকে এই হত্যাকাণ্ডের সময়—এ সময়টা সে কোথায় ছিল এবং তারপর তার কী হয়েছে। তার বর্ণনা দিয়ে লিভারপুলে টেলিগ্রাম করি এবং আমেরিকাগামী সমস্ত জাহাজের উপর লক্ষ্য রাখতে তাদের নির্দেশ দিই। আমার তার পরের কাজ হয় ইউস্টনের কাছাকাছি সমস্তগুলো হোটেল আর ভাড়াবাড়ির খোঁজ করা। মানে, আমার যুক্তি হল, যদি ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসন একত্রে না থাকে তাহলে স্ট্যাঙ্গারসনের পক্ষে স্বাভাবিক হবে আশেপাশে কোথাও রাতটা কাটিয়ে সকালবেলা আবার স্টেশনে চলে যাওয়া।'

'হয়তো আগে থেকেই বিশেষ কোনো জায়গায় ওদের একত্র হওয়ার কথা ছিল।'—হোমস বললেন।

'হ্যাঁ। এবং দেখাও গেল তাই। কাল সারা সন্ধ্যে আমি খোঁজ করেছি, কিন্তু কিছুই জানতে পারি নি। আজ খুব ভোরে উঠে কাজে লাগি এবং বেলা একটা নাগাদ লিটল জর্জ স্ট্রিটের হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে উপস্থিত হই। মি. স্ট্যাঙ্গারসন বলে কেউ সেখানে থাকেন কি না জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, হ্যাঁ থাকেন।

'ওরা বলল, "আপনিই নিশ্চয় সেই ভদ্রলোক যাঁর জন্যে উনি অপেক্ষা করছেন। দু-দিন অপেক্ষা করছেন।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় তিনি"

"উপরে, ঘুমোচ্ছেন। নয়টার সময় ডেকে দেবার কথা।"

বললাম—"আমি উপরে গিয়ে দেখা করছি।"

আমার মনে হল, আচমকা যদি গিয়ে পৌঁছই হয়তো তাহলে ঘাবড়ে গিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে কিছু বলে ফেলতে পারে।

নিজে থেকেই লোকটি আমায় ঘরটা দেখিয়ে দিল। ঘরটা তিনতলায়, একটা ছোট বারান্দা পার হয়ে যেতে হয় সেখানে। ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে চলে যাবে, এমন সময় এমন একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল যা দেখে বিশ বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমার শরীর কেমন করতে লাগল! দরজাটার তলা দিয়ে রক্তের একটা ক্ষীণ বঙ্কিম রেখা বেরিয়ে পথটা পার হয়ে এঁকে বেঁকে ওদিকটায় গিয়ে এক জায়গায় জমা হয়েছে। চিৎকার করে উঠলাম আমি, আর তাই শুনে লোকটা ফিরে এল। দুজনে একসঙ্গে কাঁধ দিয়ে চাপ দিতেই দরোজাটা গেল খুলে। ঘরের জানালাটা খোলা ছিল, সেই জানালার পাশে রাত্রিবাস-পরা এক ব্যক্তির মৃতদেহ জড়িয়ে-মড়িয়ে পড়ে আছে। জীবনের আভাসমাত্র সে দেহে নেই। মারা গেছে বেশ কিছুক্ষণ হল, কারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব শক্ত, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। উল্টে দিতে লোকটা ওকে চিনতে পারল জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন বলে—সেই নামেই সে ওখানে ভাড়া নিয়েছিল। মৃত্যুর কারণ হল বুকের বাঁদিকে

এক গভীর আঘাত,—সে আঘাত নিশ্চয় হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত বিদীর্ণ করে থাকবে। কিন্তু এই মামলার সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপারটা এবার আসছে। বলুন দেখি নিহতের উপরে কী ছিল?

আমার শরীর কুঁকড়ে গেল। হোমস উত্তর দেবার আগেই আসন্ন এক মহা আতঙ্কের পূর্বাভাস আমার মনে এল। হোমস বললেন, 'রক্তের অক্ষরে লেখা RACHE কথাটা।'

ভয়-ধরা গলায় লেসট্রেড বললেন,—'ঠিক তাই।' কিছুক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই।

এই অজানা আততায়ীর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এমন একটা নিয়মানুগত্য আর এমন একটা দুর্বোধ্যতা ছিল যা এই অপরাধের মধ্যে যেন এক নতুন বিভীষিকার সঞ্চার করল। আমার স্নায়ু যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতায় পর্যন্ত ছিল অবিচলিত, কিন্তু এই কথা চিন্তা করে এখন আমার শরীর যেন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

লেসট্রেড বলে চললেন,—'অথচ লোকটাকে যে একেবারে দেখা যায় নি তা কিন্তু নয়। দুধের ব্যবসায়ী একটি ছেলে, হোটেলের পেছনের খোঁয়াড়টার সামনের গলি দিয়ে ডেয়ারিতে যাচ্ছিল, লক্ষ্য করেছিল, যে মইটা ওখানে শোয়ানো থাকত তিনতলার একটা জানালায় সেটা লাগানো রয়েছে, আর জানালাটা হাট করে খোলা। সামনে দিয়ে চলে গিয়ে সে পেছন ফিরে দেখে, একটা লোক সেই মই বেয়ে নেমে আসছে। এমন নিঃশব্দে আর সহজভাবে সে নেমে আসে যে ছেলেটি ভেবেছিল হয়তো কোন ছুতোর মিস্ত্রি বা ওই রকম কেউ হবে, কাজে লেগেছে। তার মনে পড়ে লোকটা লম্বা, তার মুখ লালচে,—পরনে লম্বা, কতেকটা বাদামি রঙের কোট। হত্যাকাণ্ডের পরেও নিশ্চয় সে কিছুক্ষণ ওই ঘরের মধ্যে ছিল, কারণ, লক্ষ করলাম, বেসিনের জলে যেখানে সে হাত ধুয়েছিল সেখানে রক্তের দাগ রয়েছে। আর চাদরেও রক্তের দাগ, যেখানে সে ছুরিটা মুছে ছিল।'

হত্যাকারীর এই বর্ণনার সঙ্গে হোমসের ধারণার এই সম্পূর্ণ মিল লক্ষ্য করে আমি হোম্‌সের দিকে তাকালাম। তবে, ও নিয়ে তাঁর মধ্যে উল্লাসের বা তৃপ্তির কোনো চিহ্ন ফুটে উঠল না। জিজ্ঞাসা করলেন—'এমন কিছু কি সে ঘরে দেখলে যা থেকে হত্যাকারী সম্বন্ধে কোনো সূত্র পাওয়া যেতে পারে?'

'না, কিছুই না। ড্রেবারের মানিব্যাগটা স্ট্যাঙ্গারসনের কাছে পাওয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটাই ছিল স্বাভাবিক, কারণ খরচ যা করবার তা করত স্ট্যাঙ্গারসনই। আশি পাউন্ড সেই মানিব্যাগ ছিল, কিছুই খোয়া যায় নি। এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ড দুটোর উদ্দেশ্য আর যাই হোক চুরি যে নয় তাতে সন্দেহ নেই। কোনোরকম কোনো কাগজপত্র নিহতের কাছে ছিল না কেবল একটা টেলিগ্রাম ছাড়া,—সেটা এসেছিল ক্লিভল্যান্ড থেকে মাসখানেক আগে। তাতে লেখা—জে. এইচ. ইউরোপে। এছাড়া আর কিছুই সে টেলিগ্রাম ছিল না।'

'এই টেলিগ্রাম ছাড়া আর কিছুই সেখানে ছিল না?'

গুরুত্বপূর্ণ কিছুই না। যে নভেলটা পড়তে পড়তে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেটা বিছানার উপর ছিল, আর একটা ধূমপানের পাইপ ছিল বিছানার কাছের একটা চেয়ারের উপরে। টেবিলের উপর এক গ্লাস জল ছিল, আর জানালার উপর ছিল একটা মলমের কৌটা, গোটা দুয়েক বড়ি তাতে ছিল।'

সোল্লাসে চিৎকার করে হোমস বলে উঠলেন,—ব্যস্, এইটুকুই বাকি ছিল। আর এখন আমার অজানা কিছুই রইল না।'

অবাক বিস্ময়ে দুই ডিটেকটিভ তাঁর দিকে তাকালেন।

দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে হোমস বললেন,—'এই জটিল মামলার যাবতীয় সূত্র এখন আমার হাতে। অবশ্য খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপার এখনো জানতে পারি নি। কিন্তু স্টেশন ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসনের আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে স্ট্যাঙ্গারসনের মৃতদেহ আবিষ্কার—এই সমস্ত ঘটনাই

www.pathagar.com

এখন আমার কাছে এতই স্পষ্ট, যেন নিজের চোখে সব দেখেছি। প্রমাণ দেখবে? বড়ি দুটো নিয়ে এসো দেখি।'

এই যে, আমার কাছে আছে।' একটা ছোট কৌটো বার করে লেসট্রেড বললেন,—এইগুলো মানিব্যাগটা, আর টেলিগ্রামটা আমি নিয়ে এসেছি থানায় নিরাপদ জায়গায় রেখে দেব বলে। নেহাৎ কেয়ালবশেই বড়িগুলো এনেছি, কারণ, বলতে বাধ্য হচ্ছি, এগুলোর উপর আমি কোনোরকম গুরুত্বই দিই নি।

হোমস বললেন,—দাও দেখি। ডাক্তার, এগুলো কি সাধারণ মামুলি ওষুধ?

অবশ্যই তা নয়। ধূসর রঙের, খানিকটা মুক্তার মতো দেখতে,—ছোট গোলাকার এবং প্রায় আলোকভেদ্য, স্বচ্ছ। বললাম, 'যেরকম হালকা আর স্বচ্ছ, তাতে মনে হচ্ছে জলে দিলে গুলে যাবে।'

হোমস বললেন—ঠিক তাই। একটা কাজ করবে—ওই যে নিচে কুকুরটা কয়দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে, গৃহকর্ত্রী যাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার কথা বলছিল, নিয়ে আসবে ওটাকে?'

কোলে করে নিয়ে এলাম কুকুরটাকে। যেভাবে এর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আর দুচোখ জ্বল-জ্বল করছে তাতে বুঝতে অসুবিধে হল না, এর সময় ঘনিয়ে এসেছে। বলতে কি, তুষারের মতো সাদা মুখটা দেখে বোঝা যায় যে কুকুরের যা স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল তা এ পার হয়ে এসেছে। একটা কুশনের উপর রাখলাম ওটাকে।

হোমস বললেন,—'একটা বড়ি আমি কেটে দু-টুকরো করছি।' বলে পকেট ছুরি বার করে তা করলেন। তারপর বললেন,—'এর আধখানা কৌটোটার মধ্যে রেখে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। আর অর্ধেকটা এই মদের গ্লাসে রাখছি,—চায়ের চামচের এক চামচ জল এতে আছে। দেখছ তো, ডাক্তার ঠিকই বলেছে, সঙ্গে সঙ্গে গুলে যাচ্ছে।'

'ব্যাপারটা হয়তো খুবই কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এর সঙ্গে জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের মৃত্যুর কী সম্বন্ধ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না।' কথাটা লেসট্রেড অনুযোগের সুরে এমনভাবে বললেন,—যেন ওঁর সন্দেহ ওঁকে টিটকিরি করা হচ্ছে।

হোমস বললেন, 'ধৈর্য ধর বন্ধু, ধৈর্য ধর। সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তা যথা সময়ে জানতে পারবে। এবার ওটায় একটু দুধ মেশাচ্ছি, যাতে স্বাদটা একটু ভালো হয়। এবার কুকুরটাকে দিচ্ছি, নিশ্চয় ও সঙ্গে সঙ্গে চেটে খেয়ে ফেলবে।'

গ্লাসের পদার্থটা একটা প্লেটে ঢেলে কুকুরটার কাছে রাখতেই সে তক্ষুনি চেটে নিঃশেষ করে ফেলল।

হোম্‌সের একাগ্রতা লক্ষ্য করে আমার তাঁর কথা এতই অমোঘ বলে ধরে নিয়েছিলাম যে চুপচাপ সাগ্রহে কুকুরটাকে লক্ষ করে চললাম একটা চমকপ্রদ কিছুর প্রত্যাশায়। কিন্তু কিছুই ঘটল না, কুকুরটা তেমনি পা ছড়িয়ে শুয়ে থেকে কষ্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে। কোনো প্রতিক্রিয়াই তার মধ্যে লক্ষিত হল না।

হোমস ঘড়িটা হাতে তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু যখন দেখা গেল মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল অথচ কিছুই হল না, অসীম বিরক্তি ও হতাশা তার মধ্যে ফুটে উঠল,—ঠোঁট কামড়াচ্ছেন, টেবিলে আঙুল ঠুকছেন, আর অনেক রকমেই অধৈর্য প্রকাশ করছেন। তাঁর এই আবেগের আতিশয্য লক্ষ্য করে আমার মনে দুঃখ হল, আর ডিটেকটিভ দুজনের মুখে টিটকিরির হাসি ফুটে উঠল,—তাঁরা আদৌ দুঃখিত হন নি।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে হোমস পাগলের মতো ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। বলে উঠলেন,—উঁহু কোনোমতেই এ ব্যাপার কাকতলীয় হতে পারে না,—তা একেবারেই অসম্ভব। ড্রেবারের ব্যাপারে যে বড়িগুলোর অস্তিত্ব সন্দেহ করেছিলাম, দেখা গেল স্ট্যাঙ্গারসনের

www.pathagar.com

ব্যাপারেও সেগুলো রয়েছে, অথচ সেগুলো অকেজো,—এর কী অর্থ হতে পারে? আমার সমস্ত যুক্তি তো আগা গোড়া মিথ্যে হতে পারে না,—তা সে অসম্ভব! অথচ কুকুরটারও তো কিছুই হল না।...ও হ্যাঁ, হয়েছে, হয়েছে!' আনন্দসূচক তীক্ষ্ম চিৎকার করে উঠে তিনি এক দৌড়ে গেলেন কৌটোটার কাছে। আর একটা আস্ত বড়ি কেটে দু-ভাগ করলেন, তারপর জলে গুলে তাতে দুধ মিশিয়ে খেতে দিলেন কুকুরটাকে। বেচারা কুকুর! তার জিভটা ছুঁয়েছে কি না ছুঁয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার সারা শরীরে প্রবল আক্ষেপ দেখা দিল, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো মরে গেল সে।

লম্বা নিশ্বাস ফেলে হোমস কপালের ঘামটা মুছে ফেললেন। বললেন,—'আরেকটু বেশি বিশ্বাস করা উচিত ছিল, এতদিনে জানা উচিত ছিল যে, কোনো এক বিশেষ, ঘটনা যখন একই সুশৃঙ্খল যুক্তিধারার বিপরীতমুখী হচ্ছে নিশ্চয় তা থেকে এই বুঝতে হবে যে এর অন্য কোনো অর্থ আছে। দুটো বড়ির একটা হল মারাত্মক বিষ আর অপরটা সম্পূর্ণ নির্বিষ। এ আমার বোঝা উচিত ছিল কৌটোটা দেখার আগে থেকেই।

তাঁর এই শেষ কথাটা এতই আশ্চর্য মনে হল যে আমার সন্দেহ হল তাঁর মাথা ঠিক আছে কিনা। কিন্তু কুকুরটা যে এখানে মরে পড়ে থেকে তাঁর উক্তির যথার্থ্য প্রমাণ করছে। মনে হল যেন আমার মনের কুয়াশাও একটু একটু করে হালকা হয়ে আসছে, সত্যের আভাষ ক্রমেই ফুটে উঠছে সেখানে।

হোমস বলে চললেন,—'তোমাদের আশ্চর্য লাগছে, কারণ একমাত্র যে সূত্রটা তোমরা পেয়েছিলে সেটার গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি করতে পারো নি। ভাগ্যক্রমে আমি তা পেরেছিলাম এবং তারপর যা যা ঘটেছে যুক্তিসম্মতভাবেই সে সমস্ত আমার সেই প্রাথমিক ধারণারই প্রমাণ করছে। এবং এর ফলেই, যে যে বিষয় তোমাদের ধাঁধায় ফেলেছে ঠিক সেগুলোই আমার সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করেছে। বিস্ময়কর বস্তু আর রহস্যময় বস্তু—এ দুটোকে এক করে দেখাটা ভুল; যে অপরাধ আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ, প্রায়ই দেখা যায় সেটাই অত্যন্ত রহস্যময় বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ এমন কোনো বৈশিষ্ট্য বা নতুনত্ব তাতে থাকে না যা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সহজ হতে পারে। এই হত্যাকাণ্ডটা অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠত যদি এইসব চমকপ্রদ ঘটনা এটাকে এমন উল্লেখযোগ্য করে না তুলতো, মৃতদেহটা রাস্তার ধারে পড়ে আছে,—এর বেশি আর কিছুই জানতে পারা যেত না। অর্থাৎ এই আশ্চর্য ঘটনাগুলো মামলাটাকে জটিল না করে বরং খানিকটা সহজ করেই তুলেছে।'

প্রচুর অধৈর্যের সঙ্গে গ্রেগসন এ বক্তৃতা শুনছিলেন, আর সহ্য করতে পারলেন না। বলে উঠলেন—'দেখুন মি. হোমস স্বীকার করছি আপনি খুব বুদ্ধিমান, এবং তদন্তের ব্যাপারে আপনার নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতি আছে। কিন্তু আপাতত আমাদের মতবাদে আর তত্ত্ব কথাতে চলবে না, তার থেকে বেশি কিছু দরকার। লোকটাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। আমি একটা মতবাদ খাড়া করেছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা ঠিক নয়, কার্পেন্টিয়েরের পক্ষে কোনোমতেই এই দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। আর লেসট্রেড স্ট্যাঙ্গারসনকে সন্দেহ করে এগোচ্ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ও—ও ভুল পথে চলেছিল। আপনি কখনো কখনো কিছু ইঙ্গিত করেছেন, এবং আমাদের ধারণা এ মামলার ব্যাপারে আপনি আমাদের থেকে বেশি কিছু জেনেছেন। কিন্তু এখন আমি সরাসরি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি কতটুকু আপনি জেনেছেন! হত্যাকারীর নামটা বলতে পারেন আপনি?"

লেসট্রেড বললেন,—'বলতে বাধ্য হচ্ছি, মি. হোমস, গ্রেগসন অন্যায় কিছু বলে নি। আমরা দুজনে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হতে পারি নি। আপনি একাধিকবার বলেছেন যে আমি প্রবেশ করার পরেই সমস্ত প্রমাণ আপনার কাছে এসে গেছে। এখন আর তা প্রকাশ না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

www.pathagar.com

আমি বললাম, 'তাছাড়া এক্ষুনি গ্রেপ্তার না করলে হত্যাকারী হয়তো নতুন করে কী করে বসবে কে জানে!'

এইভাবে সকলের চাপে পড়ে দেখা গেল হোমস ইতস্তত করছেন। মাথা বুকের উপর ঝুঁজিয়ে, দুই ভ্রূ একত্রে করে তিনি সমানে পায়চারি করে চলেছেন—ভাবনায় ডুবে থাকলে যেমনটি করে থাকেন।

শেষপর্যন্ত তিনি থেমে পড়লেন, তাকালেন আমাদের দিকে। বললেন, উঁহু, নতুন করে আর খুন এ মামলায় হবে না, সে সম্ভাবনা নেই। জিজ্ঞাসা করছ হত্যাকারীর নাম আমি জানি কি না। হ্যাঁ, জানি। নাম জানা তো সামান্য কথা, তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন তাকে গ্রেপ্তার করা। তবে, আমি আশা করছি অবিলম্বেই তাও পারব—যে ব্যবস্থা করেছি তাতেই তা সম্ভব হবে, কারণ লোকটি যেমন ধূর্ত তেমনি মরিয়া, এবং, আগেই প্রমাণ করেছি, এমন একজন তাকে সাহায্য করছে যে ধূর্ততায় তার সমকক্ষ। ততক্ষণই তাকে ধরা সম্ভব হবে যতক্ষণ সে কোনো সন্দেহ না করছে, কিন্তু সামান্য একটু সন্দেহেও সে নাম পালটে এই চল্লিশ লক্ষ মানুষের মহানগরীর ভিড়ে কোথায় মিলিয়ে যাবে। তোমাদের দুজনের উপর কটাক্ষপাত না করেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পুলিশ বাহিনীর লোকজনের থেকে তার বুদ্ধি অনেক বেশি, যেজন্য আমি তোমাদের সাহায্য চাই নি। যদি বিফল হই তাহলে এই গোপনতার উপরেই দোষটা পড়বে এবং আমি তা মেনে নিতে প্রস্তুত। আপাতত এইটুকুই কথা দিচ্ছি যে যখন আর তা প্রকাশ করলে কোনো আপত্তি হবে না তখনই করব।'

আমার মনে হল না এই প্রতিশ্রুতিতে বা পুলিশ বাহিনীর উপর এই কটাক্ষে ওঁরা একটু আশ্বস্ত হয়েছেন। গ্রেগসনের মাথার চুল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠল, আর লেসট্রেডের গোল গোল দু-চোখে প্রকাশ পেল কৌতূহল ও বিরক্তি। কিন্তু কথা বলার সময় হল না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে দরজায় করাঘাতের শব্দ, রাস্তার ছেলেদের সেই মুখপাত্র ছোট ছেলে উইগিনসের দেখা মিলল।

সামনের চুলে হাত দিয়ে সে বলল, 'স্যার, গাড়িটা নিচে দাঁড়িয়ে আছে।'

মোলায়েম গলায় হোমস বললেন—বাঃ লক্ষ্মী ছেলে!—আচ্ছা, এই প্যাটার্নে জিনিস তোমরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ব্যবহার করো না কেন?' একটা ড্রয়ার থেকে একজোড়া হাতকড়া বার করে তিনি বললেন—'দেখো স্প্রিংটা কী চমৎকার কাজ করে। মুহূর্তমধ্যে আটকে যায় একেবারে।'

লেসট্রেড বললেন—'পুরোনোগুলোই যথেষ্ট, যদি জানতে পারা যায় কার হাতে লাগাতে হবে।'

'তা বেশ, তা বেশ!' হাসতে হাসতে হোমস বললেন। তারপর বললেন, 'গাড়োয়ান তো এসে বাক্সগুলো নিয়ে যেতে পারে। ডাকো তো ওকে, উইগিনস!'

আশ্চর্য হলাম তাঁর কোথাও বাইরে যাওয়ার ইঙ্গিত শুনে, কারণ এমন কোনো কথারই তিনি উল্লেখ করেন নি। ঘরে একটা ছোটখাটো ব্যাগ ছিল, টেনে বার করে তিনি সেটায় স্ট্র্যাপ লাগাতে লাগলেন। ব্যস্ত হয়ে তা করছেন, এমন সময় গাড়োয়ান প্রবেশ করল।

হোমস বললেন, 'বকলসটা একটু দেখো তো গাড়োয়ান, ঠিক লাগাতে পারছি না।' তেমনি হাঁটু গেড়ে বসে মুখ না ফিরিয়ে তিনি বললেন।

এগিয়ে এল লোকটা,—খানিকটা বিরক্তি আর খানিকটা বেপরোয়া ভাব তার মধ্যে। তারপর সাহায্য করবে বলে হাত লাগাল। আর সেই মুহূর্তেই একটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ, আর তারপরেই হোমস একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

জ্বলজ্বল চোখে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এনক্. জে. ড্রেবার আর জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের হত্যাকারী মি. জেফারসন হোপের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

www.pathagar.com

সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে গেল—এতই অল্প সময়ের মধ্যে যে, ঠিক করে বুঝে ওঠারও সময় পেলাম না। তবে, বিজয়ী হোমসের সোল্লাস অভিব্যক্তি ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আর ঝলমলে হাতকড়াটার দিকে তাকিয়ে থাকা বর্বর গাড়োয়ানটার হতবুদ্ধি ভাবটা খুব পরিষ্কার মনে পড়ছে। দু-এক সেকেন্ডের জন্যে আমরা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল ছিলাম। পরক্ষণেই এক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অস্পষ্ট আওয়াজ তুলে লোকটা হোম্‌সের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল, তারপর লাফিয়ে উঠল জানলা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। জানলার ফ্রেম, কাচ সব ভেঙে গেল, কিন্তু একেবারে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই গ্রেগসন আর লেসট্রেড আর হোমস শিকারি কুকুরের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে, টানতে টানতে আবার তাকে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এলেন। তারপর শুরু হল এক ভীষণ ধস্তাধস্তি। এমন তার গায়ের জোর আর আক্রোশ, যে বার-বারই আমরা চার জনে ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগলাম—মৃগীরোগগ্রস্ত মানুষের অমানুষিক শক্তি তার শরীরে। জানলার কাচে তার মুখ আর হাত ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু এত রক্তপাত সত্ত্বেও তার বাধা দান একটু শিতিল হল না। শেষপর্যন্ত সে ক্ষান্ত হতে বাধ্য হল যখন লেসট্রেড আমার কাঁধটা চেপে ধরে তাকে প্রায় দমবন্ধ করে ফেললেন, কারণ সে বুঝল যে আর বাধা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। কিন্তু তবুও আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না যতক্ষণ না হাতের মতো তার পা দুটোও বেঁধে ফেলা হল। তখন আমরা উঠে পড়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

হোমস বললেন, 'ওর গাড়িটা আছে, ওতে করেই চল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাওয়া যাক।' তারপর মিষ্টি হেসে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা এই রহস্যের উপসংহারে পৌঁছে গেছি। এখন যা খুশি প্রশ্ন করা যেতে পারে। আর এখন গোপনীয়তার কোনো প্রয়োজন রইল না।'

সাত

পুনরাবৃত্তি

কয়েদিটি আমাদের প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হল না আমাদের উপর তার কোনো আক্রোশ আছে, কারণ যখন দেখল আর এখন তার কিছুই করার সামর্থ নেই, সে সহৃদয়তার সঙ্গে হেসে উঠল। বলল, সে আশা করছে এই ধস্তাধস্তিতে কেউ আহত হয় নি। শার্লক হোম্‌সের দিকে ফিরে তারপর বলল, 'আপনারা হয়তো এখন আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন। আমার গাড়িটা দরজার কাছে আছে, পায়ের বাঁধন খুলে দিলে আমি হেঁটেই যেতে পারব। আজকাল আর আমি আগের মতো তেমন হালকা নই।'

গ্রেগসন আর লেসট্রেডের মধ্যে একটা দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল, হয়তো তারা ভাবল এ হেন ব্যবস্থাটা একটু দুঃসাহসের হবে। কিন্তু হোমস বন্দিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন—যে তোয়ালে দিয়ে তার দুই গোড়ালি বাঁধা হয়েছিল খুলে দিলেন সেটা। লোকটি তখন উঠে দাঁড়িয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিল—নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যেই বোধহয় যে সত্যিই সে মুক্ত হয়েছে। মনে পড়ছে তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল যে অমন সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ অতি অল্পই দেখেছি। এবং তার রোদে পোড়া লালচে মুখে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর কর্মকুশলতার প্রকাশ ছিল তার গুরুত্বও যেন তার শক্তির চেয়ে কম যায় না।

হোমসের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে সরল মনে বলল, 'পুলিশের উচ্চতম পদ যদি খালি থাকে তো আমার মনে হয় আপনিই তার সবচেয়ে উপযুক্ত। যেভাবে আপনি আমার পিছু নিয়ে এসেছেন, রীতিমত উদাহরণস্বরূপ তা।'

'তোমরাও এসো গাড়িতে আমাদের সঙ্গে।' দুই ডিটেকটিভকে ডেকে হোমস বললেন।

'কেন, আমি তো গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেলেই পারি।'—বললেন লেসট্রেড।

www.pathagar.com

'বেশ। আর গ্রেগসন আমার সঙ্গে ভিতরে এসে বসতে পারো। তুমিও আসতে পারো ডাক্তার। মামলাটার ব্যাপারে যখন কৌতূহলী হয়েছ তখন সঙ্গে গেলে তো ভালোই হবে।'

খুশি মনেই রাজি হলাম আমি। সবাই একসঙ্গে নামতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে। বন্দি পালানোর কোনো চেষ্টা করল না, ধীরে ধীরে গিয়ে সেই গাড়িটায় উঠল যেটা ছিল তার নিজের, আর আমরা উঠলাম তার পরে। গাড়োয়ানের জায়গায় উঠে লেসট্রেড চাবুক চালালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলাম। একটা ছোট কামরায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। একজন পুলিশের লোক সেখানে বন্দির, আর যার যার মৃত্যুর জন্যে সে অভিযুক্ত তাদের নাম লিখে নিল। পুলিশের লোকটির মুখ সাদা, ভাবাবেগের কোনো বালাই তার মধ্যে নেই, নিতান্ত মামুলিভাবে সে কাজ করে চলল। বলল, 'এক সপ্তাহের মধ্যেই বন্দিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে। মি. জেফারসন হোপ, ইতিমধ্যে কি আপনার কিছু বক্তব্য আছে? সে ক্ষেত্রে আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনি যা বলবেন তা লিখে নেয়া হবে এবং প্রয়োজনবোধে আপনার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারবে।'

বন্দি ধীরে ধীরে বলল, 'অনেক কিছুই আমার বলবার আছে। সে সবই আমি আপনার কাছে বলতে চাই।'

ইন্সপেক্টর বললেন,—'এখন না বলে বিচারের সময় বললেই কি ভালো হত না?'

হোপ বলল, 'দেখবেন হয়তো আমার বিচারই হবে না। অমন চমকে উঠবেন না, আমি আত্মহত্যার কথা বলছি না। আচ্ছা, আপনি কি ডাক্তার?' এই শেষ প্রশ্নটা করার সময় সে তার ভয়ংকর, কালো চোখে আমার দিকে তাকাল।

বললাম,—হ্যাঁ।

'আপনার হাতটা এখানে রাখুন দেখি!' এই বলে সে ঈষৎ হেসে হাতকড়া লাগানো হাত দিয়ে তার বুকটা চিহ্নিত করে দিল। তাই করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অত্যন্ত অস্বাভাবিক স্পন্দন, একটা তোলপাড় যেন পাঁজরার ভিতরে লক্ষ্য করলাম। বুকের দেওয়ালে শক্তিশালী কোনো ইঞ্জিন চলছে। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে একটা মরা গুঞ্জন যেন আসছে সেখান থেকে।

বললাম, 'আরে, এ যে অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম!'

গত সপ্তাহে এক ডাক্তারকে দেখাতে গিয়েছিলাম, তিনি বললেন, নিশ্চয় কয়েক দিনের মধ্যেই এ ফেটে পড়বে, বেশ কয়েক বছর ধরে খারাপ হতে হতে এই অবস্থায় এসেছে—সল্ট লেক মাউন্টেনস অঞ্চলে ঠাণ্ডা লাগার আর অপুষ্টির ফলে। তা এখন তো, আমার কাজ শেষ, কবে মারা যাব এ নিয়ে আর কোনো ভাবনা আমার নেই। তবে, যাবার আগে সমস্ত ঘটনাটা প্রকাশ করে যেতে চাই,—একটা সাধারণ খুনে বলে লোকে আমায় মনে রাখুন এ আমি চাই না।'

দুই ডিটেকটিভ আর ইনস্পেক্টরটির মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল, ওকে এখন ওর কাহিনী প্রকাশ করতে দেওয়া হবে কি না।

'আপনি কি মনে করেন, ডাক্তার, যে এই মুহূর্তেই কোনো বিপদ ঘটে যেতে পারে?' ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন।

'নিশ্চয়!' আমি বললাম।

ইনস্পেক্টর বললেন, 'তাহলে তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে বিচারের খাতিরে এক্ষুনি ওঁর বক্তব্য শুনে নেয়া উচিত।' তারপর কয়েকদির দিকে ফিরে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি আপনার বিবৃতি দিতে পারেন। কিন্তু আবার আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, তা লিখে নেয়া হবে।'

'আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি বসে বসে বলছি।' এই বলে সে বসে পড়ল। তারপর বলল, 'এই অ্যানেউরিজম আমাকে সহজেই ক্লান্ত করে ফেলে। তার উপর আধঘণ্টা আগে যে

www.pathagar.com

ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে তাতে নিশ্চয় তার কোনো উন্নতি হয় নি। আমি এখন একেবারে কবরের কিনারায় এসে পৌঁছেছি, সুতরাং স্বভাবতই মিথ্যে বলব না। যা বলছি সম্পূর্ণ সত্য, এবং সে বিবৃতি কীভাবে কাজে লাগাবেন সে ভাবনা আপনাদের, আমার তাতে কিছুই এসে যায় না।'

এই বলে হোপ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে এই বিবৃতি দিল। অত্যন্ত আশ্চর্য এ বিবৃতি। শান্তভাবে, বেশ গুছিয়ে সে বলল, যেন অতি সাধারণ কোনো ব্যাপারের উল্লেখ করছে।

আমার এ লেখা যে নির্ভুল এ আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, কারণ আমি তা লেসট্রেডের নোটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলাম এবং লেসট্রেড যেমনটি শুনেছিল ঠিক ঠিক লিখে নিয়েছিল।

'এই দুটি লোকের উপর আমার ঘৃণার কারণ আপনাদের জানার দরকার নেই, শুধু এইটুকুই যথেষ্ট যে দুটি প্রাণীর,—একটি পিতা আর একটি কন্যা—মৃত্যুর জন্যে এরা দায়ী। সুতরাং বেঁচে থাকার অধিকার ওরা হারিয়েছে। আর হত্যাকাণ্ডের পরে এত দিন কেটে গেছে যে কোনো আদালত থেকেই তাদের নামে দণ্ডাজ্ঞা আদায় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু তারা যে অপরাধী এ আমি জনতার, তাই ঠিক করলাম এক্ষেত্রে আমিই হব একধারে হাকিম আর জুরি আর শাস্তিদাতা। এবং এ হেন অবস্থায় আপনারাও তাই করতেন—যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আপনাদের মধ্যে থাকত।

'যে মেয়েটির কথা উল্লেখ করলাম, বছর কুড়ি আগে আমার সঙ্গে তার বিবাহের কথা ঠিক ছিল কিন্তু বাধ্য হয়েই তাকে ড্রেবারকে বিয়ে করতে হয় এবং এতে তার বুক যায় ভেঙে। তার মৃত্যুর পরে আমি বিবাহের আংটিটা তার হাত থেকে খুলে নিয়ে আসি, এবং প্রতিজ্ঞা করি, ড্রেবার যখন মরতে বসবে সেই আংটির উপর চোখ রেখে মরবে, বুঝবে, কি জন্যে তার এই শাস্তি। সেই আংটি সর্বক্ষণ সঙ্গে নিয়ে আমি তাকে আর তার সহকর্মীকে দুটো মহাদেশ খুঁজে ফিরেছি, শেষপর্যন্ত ধরেছি তাদের। কালই যদি আমার মৃত্যু হয়, এবং আমার মনে হচ্ছে সেটা খুবই সম্ভব, এটুকু জেনে আমি মরব যে পৃথিবীতে আমার যা কর্তব্য ছিল তা সম্পন্ন হয়েছে, ভালোভাবেই হয়েছে। মরেছে তারা, মরেছে আমারই হাতে। এর বেশি কোনো বাসনা বা কামনা বা আশা আমার জীবনে নেই। ওরা ছিল ধনী আর আমি দরিদ্র, যেজন্যে ওদের পিছু নেয়ার কাজটা সহজ ছিল না ধনী আর আমি দরিদ্র, যেজন্যে ওদের পিছু নেয়ার কাজটা সহজ ছিল না আমার পক্ষে। লন্ডনে যখন পৌঁছাই আমার পকেট তখন প্রায় শূন্য বললেই হয়। সুতরাং কিছু কাজকর্ম না করলে বাঁচব না। ঘোড়ার গাড়ি চালানো আর ঘোড়ায় চড়া আমার কাছে হাঁটার মতোই স্বাভাবিক, তাই এক দাড়ির মালিককে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু টাকা দিতে হলে এবং তার অতিরিক্তটা হবে আমার, এই শর্তে রাজি হলাম। খুব একটা বেশি প্রায়ই তাকত না, তাহলেও যা হোক চালিয়ে যেতে লাগলাম কোনোরকমে। সবচেয়ে অসুবিধে হতো পথ-ঘাটের হিসেব রাখা, কারণ, আমার মনে হয়, এই লন্ডন শহরের মতো এমন গোলকধাঁধার শহর আর কোথাও নেই। যাই হোক একটা মানচিত্র আমার ছিল, তাই প্রধান হোটেলে আর স্টেশনগুলো চিনে নেবার পর আর বিশেষ অসুবিধে হয় নি।

'যাদের সন্ধানে ফিরছি তাদের ঠিকানা পেতে কিছুটা সময় আমার লেগেছিল। প্রচুর খোঁজাখুঁজির পর শেষপর্যন্ত ওদের হদিস্ পাই। নদীর ওপারে, ক্যাম্বার-ওয়েলের এক বোর্ডিং হাউসে ওরা ছিল। এবং খোঁজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারি এখন ওরা সম্পূর্ণ আমার হাতে। ইতিমধ্যে আমি দাড়ি রেখেছি, সুতরাং চিনে যে ফেলবে সে সম্ভাবনাও আর নেই। ঠিক করলাম একেবারে ওদের পেছনে লেগে থাকব যতক্ষণ না উপযুক্ত সুযোগ মেলে। আর যে ওরা আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

www.pathagar.com

কিন্তু তা সত্ত্বেও একবার ওরা প্রায় আমাকে ফাঁকি দিতে বসেছিল। লন্ডনের মধ্যে যেখানেই ওরা গেছে, ঠিক আমি ওদের পিছু নিয়েছি। কখনো গাড়ি করে, কখনো বা পায়ে হেঁটে আমি ওদের পিছু নিয়েছি, কিন্তু গাড়িতেই সুবিধে বেশি, কারণ বেশি পেছনে ফেলতে পারত না। উপার্জন যা করতাম তা কেবল ভোরবেলা, না হয় অনেক রাত্রে, আর সেইজন্যে মালিকের কাছে আমার দেনা বেড়ে যেতে লাগল। যাই হোক তার জন্যে আর আমার আপত্তি কী, যদি শত্রুদের নাগালের মধ্যে পেয়ে যাই!

'কিন্তু অত্যন্ত চতুর ওরা। নিশ্চয় ভেবেছিল যে অসম্ভব নয় আমার পক্ষে পিছু নেয়া, তাই কোনো সময়েই ওরা একা একা বেরোতে না, এবং রাত্রে আদৌ বেরোতই না। পুরো দুসপ্তাহ ধরে আমি রোজ ওদের পিছু নিয়েছি, কিন্তু প্রতিবারেই ওরা ছিল একসঙ্গে। ড্রেবার অবশ্য বেশিরভাগ সময়েই মত্ত অবস্থায় থাকত, কিন্তু স্ট্যাঙ্গারসনকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া ছিল একরকম অসম্ভব। দেরি করে, বা সকাল সকাল, কোনো সময়েই কোনোরকম সুযোগ পেলাম না। কিন্তু নিরুৎসাহ হলাম না—কী থেকে যেন আমার বিশ্বাস হল যে সময় প্রায় এসে গেছে। একমাত্র ভয় তখন, বুকের এই রোগটা পাছে তার আগে ফেটে পড়ে বাধ সাধে!

'শেষপর্যন্ত একদিন সন্ধেবেলায় আমি টরকোয়ে টেরেসে (যেখানে ওরা থাকত সে রাস্তার নাম) গাড়ি নিয়ে যাওয়া-আসা করছি, এমন সময় দেখলাম একটা গাড়ি এসে তাদের বাড়ির দরজায় থামল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মাল এনে গাড়িটায় তোলা হল, পেছন পেছন এল ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসন। গাড়িটা ছেড়ে দিল ওদের নিয়ে। ঘোড়ায় চাবুক চালিয়ে আমি চোখে চোখে রাখলাম ওদের—ভারি অস্বস্তি হচ্ছিল এই ভেবে যে হয়তো ওরা বাড়ি পালটাতে চলেছে। ইউস্টন স্টেশনে এসে ওরা গাড়ি থেকে নামল, আর আমিও একটা ছেলের উপরে ঘোড়াটা ধরার ভার দিয়ে ওদের পিছু নিয়ে গেলাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।

লিভারপুলের ট্রেনের সময় জানতে চেয়ে ওরা গার্ডের কাছে শুনল একটা গাড়ি তক্ষুনি ছেড়ে গেছে, পরের গাড়ির কয়েক ঘণ্টা দেরি এখন। শুনে স্ট্যাঙ্গারসন ভারি মুষড়ে পড়ল, ড্রেবার কিন্তু মনে হল যেন খুশিই হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে আমি ওদের এতটা কাছে গেলাম যে সব কথাই আমার কানে এল। ড্রেবার বলল—তার একটা ব্যক্তিগত কাজ আছে এবং যদি স্ট্যাঙ্গারসন তার জন্যে অপেক্ষা করে অবিলম্বেই সে এসে পড়বে। কিন্তু স্ট্যাঙ্গারসন এ কথায় তাকে ধমক দিল, মনে করিয়ে দিল যে কথাই ছিল সবসময়ে একত্র থাকবে। ড্রেবার বলল ব্যাপারটা একটু গোপনীয়, তাকে তাই বাধ্য হয়েই একা যেতে হচ্ছে। এ কথায় স্ট্যাঙ্গারসন কী বলল ঠিক শুনতে পেলাম না, কিন্তু তা শুনে ড্রেবার গালাগালিতে ফেটে পড়ল, মনে করিয়ে দিল সে বেতনভুক্ত চাকর ছাড়া কিছু নয়, সুতরাং হুকুম করার কোনো অধিকার তার নেই। সেক্রেটারিটা তখন হাল ছেড়ে দিল, শুধু বলল, যদি শেষ ট্রেনটাও ধরতে না পারে, যেন হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে। উত্তরে ড্রেবার বলল রাত এগারোটার আগেই সে এই প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছচ্ছে, তারপর বেরিয়ে গেল।

'যে মুহূর্তের প্রতীক্ষায় এতকাল দিন গুনছিলাম তা এল শেষপর্যন্ত। এবার শত্রুদের আমার আওতার মধ্যে পেয়েছি। একসঙ্গে থাকলে হয়তো পরস্পরকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু একা একা হলে ওরা সম্পূর্ণ আমার হাতে। তবুও আমি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করে কিছু করলাম না। ইতিমধ্যে আমি মতলব ঠিক করে নিয়েছি। প্রতিশোধে কী সুখ, যদি যার উপর প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে সে জানারও সময় না পায় আঘাতটা কে করছে, এবং কেন করছে? আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম কীভাবে ওকে জানিয়ে দেব যে, যার উপর ও অত বড় অন্যায়টা

www.pathagar.com

করেছে সেই-ই ওর সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে এসেছে। এদিকে এই ঘটনার কদিন আগে এক ভদ্রলোক আমার গাড়িতে একটা চাবি ফেলে যান—ভদ্রলোকের কাজ ছিল ব্রিক্সটান রোডের কয়েকটি বাড়ির তদারক করা—এ চাবি হল সেই বাড়িগুলোর একটার। সেদিনই সন্ধেবেলা এসে চাবিটা দাবি করা হয় এবং আমিও ফিরিয়ে দিই, কিন্তু সেই অবসরেই আমি চাবিটার একটা ছাঁচ তুলে নিয়েছিলাম এবং তা থেকে একটা চাবিও তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম। এর ফলে এই সুবৃহৎ নগরীর অন্তত একটা বাড়ির সন্ধান পেলাম যেখানে নির্দ্বিধায় থাকতে পারব। এখন আমার সামনে কঠিন সমস্যা, কী করে ড্রেবারকে এই বাড়িটায় নিয়ে আসা যায়।

'হাঁটতে হাঁটতে এসে সে পরপর দুটো মদের দোকানে ঢুকল আর সেখান থেকে বের হল—পরেরটায় ছিল প্রায় আধ ঘণ্টা। বেরিয়ে যখন এল তার পা টলতে, প্রচুর নেশা হয়েছে। ঠিক আমারটার সামনেই একটা গাড়ি ছিল, ও ডাকল সেটাকে। আমিও চললাম পিছু-পিছু—এত কাছাকাছি, যে সমস্ত পথটাই আমার ঘোড়ার নাকটা তার গাড়ির এক গজের মধ্যে রয়ে গেল। ওয়াটার্লু ব্রিজ পার হয়ে আমরা সশব্দে, ধেয়ে চললাম, কত রাস্তা পার হয়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আবার আমরা সেই জায়গাটায়, যেখানে ও গাড়িতে উঠেছিল। ওখানে ফিরে আসার ওর কী উদ্দেশ্যে আমি আন্দাজ করতে পারলাম না, যাই হোক গাড়িটা থেকে একশো গজের মতো পেছনে থেকে আমিও গাড়ি থামালাম। ও বাড়ির ভিতরে ঢুকল, গাড়িটা চলে গেল।—এক গ্লাস জল দিন দয়া করে, কথা বলতে বলতে গলাটা শুকিয়ে গেল।'

দিলাম জলের গ্লাসটা, ও পানি পান করল। বলল, 'আঃ বড় ভালো লাগছে!—সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম মিনিট পনেরোর মতো, কি তারও একটু বেশিক্ষণ। এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে ঝগড়াঝাঁটির আওয়াজ আমার কানে এল এবং পরমুহূর্তেই দরোজাটা এক ধাক্কায় খুলে গেল। বেরিয়ে এল যে দুজন, তাদের একজন হল ড্রেবার। অন্য লোকটি হল অল্পবয়স্ক, আগে তাকে দেখিনি। সে ড্রেবারের কলারটা চেপে ধরেছিল। যখন সিঁড়ির উপরটায় এসে পৌঁছল, ড্রেবারকে এমন এক ধাক্কা আর লাথি মারল যে প্রায় মাঝ-রাস্তা পর্যন্ত ছিটকে পড়ল সে। তারপর তাকে লক্ষ করে হাতের লাঠিটা দুলিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "কুত্তা কোথাকার! নিরীহ মেয়েটিকে অপমান করতে এসেছে—উচিত শিক্ষা দেব!" সে এত রেগে গিয়েছিল যে হয়তো ড্রেবারকে লাঠিপেটাই করে বসত, যদি না কুত্তাটা টলতে টলতে যথাসম্ভব বেগে দৌড় শুরু করত। একেবারে রাস্তার মোড় পর্যন্ত দৌড়ে এল সে, তারপর আমার গাড়িটা চোখে পড়তে আমায় ডেকে গাড়িতে উঠে পড়ল, বলল—"চল—"চল—হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে।"

'ও গাড়ির মধ্যে উঠে বসলে আমার বুক আনন্দে এমন নেচে উঠল যে, ভয় হল এই শেষ মুহূর্তে আমার অ্যানেউরিজম ফেটে যায় বুঝি। আস্তে আস্তে চললাম চিন্তা করতে করতে, কী এখন কর্তব্য। ভাবলাম সরাসরি গ্রামাঞ্চলে নিয়ে গিয়ে কোনো নির্জন গলিপথে ওর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করি। এই সিদ্ধান্ত প্রায় গ্রহণ করেছি এমন সময় আমার হয়ে ও-ই-ই সমাধান করে দিল। মদ্যপানের নেশা আবার ওকে পেয়ে বসল, একটা মদের দোকানের সামনে আমায় থামতে হুকুম করল সে, ভিতরে গেল, আমাকে ওর জন্যে দেরি করতে বলে। সেখানে রয়ে গেল যতক্ষণ না দোকান বন্ধ হল। ফিরে যখন এল ততক্ষণে ওর নেশা এমন সাঙ্ঘাতিক হয়েছে যে, বুঝলাম যে এ খেলার ফলাফল এখন একেবারে আমার হাতের মুঠোয়।

'ভাববেন না আমি তাকে বিনা উত্তেজনায় হত্যা করতে চেয়েছিলাম। সেটা করলেও অবশ্য উচিত কাজই হত সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও সে প্রবৃত্তি আমার হল না। অনেক কাল ধরেই আমি স্থির করে রেখেছিলাম যে প্রাণে বেঁচে যাওয়ার একটা সুযোগ আমি তার সামনে

www.pathagar.com

ধরব, ইচ্ছে করলে সেই সুযোগ সে গ্রহণ করতে পারে। আমেরিকায় যখন ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করছিলাম, যেসব চাকরি তখন গ্রহণ করেছিলাম তার মধ্যে একটা হল ইয়র্ক কলেজের ল্যাবরেটরির দারোয়ান আর ঝাড়ুদারের কাজ। একদিন অধ্যাপক বিষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করছিলেন, একটা বস্তু ছাদের দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন এ একটা অ্যালকোলয়েড—এ তিনি নিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার কোনো বিষাক্ত তীর থেকে। সে বিষ নাকি এমন সাঙ্ঘাতিক যে সামান্য খেলেই মৃত্যু অবধারিত। লক্ষ রাখলাম কোন বোতলে সেটা রাখা হয়েছে, এবং সবাই চলে গেলে খানিকটা তুলে নিলাম সেই বোতল থেকে। ওষুধ তৈরির কাজ আমার মোটামুটি ভালোই জানা ছিল, এই অ্যালকোলয়েড দিয়ে এমন কয়েকটা ছোট ছোট বড়ি তৈরি করলাম যেগুলো জলে গুলে যায়। এই একটা বড়ির সঙ্গে ঠিক অমন দেখতে আর-একটা বড়ির একটা কৌটোয় রাখলাম যেটায় বিষ মেশাই নি। তখনই ঠিক করে ফেললাম যে সুযোগ পেলেই ওদের দু-জনকে এই দুটো বড়ি থেকে একটা বেছে নিয়ে খেতে বলব, আর তারপর অন্যটা খাব আমি নিজে। গুলি করে মারার চেয়ে এ কম মারাত্মক হবে না, এবং কাজটা যে সম্পূর্ণ নিঃশব্দেই হবে তাতে সন্দেহ নেই। সেই থেকেই আমি বড়িগুলো সঙ্গে রেখে এসেছি, এতদিনে ব্যবহারের সময় এল।

'রাত তখন সাড়ে বারোটা বেজে গেছে, কনকনে ঠাণ্ডা; যেমন ঝড় তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। তবে, বাইরের এই দুর্যোগ যতই হোক প্রাণে তখন আমার আনন্দের অবধি নেই, ইচ্ছে হচ্ছে সে আনন্দ প্রকাশ করি চিৎকার করে অট্টহাসি হেসে। আমার তখনকার মনের অবস্থা আন্দাজ কতে পারবেন যদি দীর্ঘ বিশ বছর কোনো বস্তুর সন্ধানে কাটাবার পর দেখেন তা হঠাৎ একেবারে হাতের কাছেই এসে গেছে! একটা চুরুট ধরালাম, শান্ত হওয়ার আশায় টান লাগলাম তাতে, কিন্তু তবুও হাত কাঁপছে, বুক টনটন করছে উত্তেজনার আতিশয্যে। চলেছি, আর দেখছি মিষ্টি মেয়ে লুসি আর বৃদ্ধ জন ফেরিয়ার অন্ধকারে মিটমিট হাসি হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে—এমন স্পষ্ট, যেমন এখন আপনাদের দেখছি। সমস্ত পথটা দুজনে ঘোড়ার দিকে থেকে সমানে চলেছে আমার সামনে সামনে। শেষপর্যন্ত ব্রিক্সটন রোডের বাড়িতে পৌঁছলাম।

'কোথাও জনমানবের সাড়া নেই, কোনো শব্দও শোনা যাচ্ছে না কেবল বৃষ্টির শব্দ ছাড়া। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ড্রেবার নেশার ঘোরে জড়সড় হয়ে ঝিমিয়ে রয়েছে, হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "নামার সময় হয়েছে।"

ও বলল, "ও, আচ্ছা।"

'হয়তো ও মনে করেছিল, ও যে হোটেলের নাম করেছিল সেখানেই ওকে নিয়ে এসেছি। আর একটাও কথা না বলে ও আমার পিছু পিছু চলল বাগানের উপর দিয়ে। ওর মাথা তখনো ভারি হয়ে ছিল, যেজন্যে আমায় ধরতে হয়েছিল, পাছে পড়ে যায়। দরোজাটা খুললাম, তারপর সামনের ঘরে নিয়ে গেলাম ওকে। বিশ্বাস করুন, বাপ আর মেয়ে সমস্ত সময় ঠিক যেন আমার সামনে সামনে চলছিল।

পা ফেলতে ফেলতে ও বলল,—"একেবারে নরকের অন্ধকার যে!"

আমি বললাম, "এক্ষুনি আলো হবে।" সঙ্গে একটা মোমবাতি এনেছিলাম, এই বলে দেশলাই জ্বেলে ধরালাম সেটা। তারপর মোমবাতির আলোটা আমার নিজের মুখে ফেলে তার দিকে ফিরে বললাম, "আচ্ছা এনক. জে. ড্রেবার, বল তো আমি কে?"

'ঝাপসা মাতালের দৃষ্টিতে ও আমার দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, তার পরেই হঠাৎ মহা আতঙ্ক তার মুখে ফুটে উঠল, সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে। সুতরাং বুঝতে বাকি রইল না যে ও চিনতে পেরেছে আমাকে। রক্তশূন্য মুখে, টলতে টলতে পেছিয়ে গেল এক

www.pathagar.com

পা; ওর কপালে ঘাম ফুটে উঠল, দাঁতে দাঁতে শব্দ হতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে হাসলাম। আমি জানতাম প্রতিশোধে আনন্দ আছে, কিন্তু তাতে যে আমার আত্মা এমন শান্তি পাবে এ আমি কখনো আশা করতে পারি নি।

'বললাম, "জানিস কুত্তা, সল্ট লেক সিটি থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ আমি তোর পিছু-পিছু ছুটেছি, কিন্তু প্রতিবারেই তুই আমায় ফাঁকি দিয়ে এসেছিস্। এতদিনে তোর পথ চলার শেষ হল, কারণ হয় তুই, না হয় আমি আর কাল সূর্য ওঠা দেখব না।" আমার কথায় সে আরো পিছিয়ে গেল, আর তার মুখের ভাবে বুঝলাম আমায় সে পাগল মনে করেছে। আর, বলতে কী, তখনকার মতো আমি পাগোলই হয়ে গিয়েছিলাম,—কপালের শিরগুলোয় যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। এবং আমি হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যেতাম যদি না নাক দিয়ে রক্ত পড়ে আমার যন্ত্রণার উপশম হত।

'দরোজায় চাবি লাগিয়ে চাবিটা ওর মুখের উপর নাড়তে নাড়তে আমি বললাম, "এই, বল্, লুসি ফেরিয়ার সম্বন্ধে তোর কী মনে হচ্ছে? দেরি হল বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠিকই শাস্তি পেতে হচ্ছে তোকে!" লক্ষ করলাম কাপুরুষটার দুঠোঁট কাঁপছে থরথর করে। হয়তো সে প্রাণভিক্ষা করত, কিন্তু তা করল না, কারণ সে ভালো করেই জানত সে চেষ্টা হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

'তোতলাতে তোতলাতে বলল, "তুমি কি আমায় হত্যা করবে?"

'আমি বললাম, "হত্যা? হত্যা কিসের? একটা ঘেয়ো কুত্তা—তাকে মারা আবার হত্যা নাকি? কী দয়া তুই দেখিয়েছিলি যখন আমার প্রিয়তমাকে তার নিহত পিতার কাছে থেকে টানতে টানতে তোর নির্লজ্জ হারেমের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলি?

'কাঁদো কাঁদো গলায় ড্রেবার বলল, "কিন্তু আমি তো তার বাবাকে মারি নি!'

"কিন্তু তুইই তো তার নিষ্পাপ বুক ভেঙে দিয়েছিলি!" তীক্ষ্ণ চিৎকার করে, কৌটোটা তার সামনে দোলাতে দোলাতে আমি বলে উঠলাম, "ঈশ্বরই স্বর্গ থেকে বিচার করবেন! এর একটাতে আছে মৃত্যু, আর অন্যটাতে আছে জীবন। একটা তুই বেছে নিয়ে খেয়ে ফেলবি—তুই যেটা নিবি না, সেটা নেব আমি। দেখা যাক পৃথিবীতে সুবিচার বলে কিছু আছে, না মানুষ কেবল দৈবের বশেই চলে!"

'উৎকট চিৎকার করে ও কুঁকড়ে গেল, ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। তখন আমি ছুরিটা খুলে ওর গলার কাছে ধরতে তবে ও রাজি হল। তখন আমি গিলে ফেললাম অন্যটা। তারপর দুজনে দুমিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে,—অপেক্ষা করছি, কে মরবে আর কে বাঁচবে। বিষ শরীরে প্রবেশ করার যন্ত্রণার প্রথম পূর্বাভাস যখন সে পেল, তার তখনকার মুখভঙ্গিতে যে ছবি ফুটে উঠেছিল তা কি আমি জীবনে ভুলতে পারব? আমি তখন দেখছি আর হাসছি, লুসির আংটিটা ওর চোখের সামনে ধরে। অবশ্য মাত্র মুহূর্তকালের জন্যে, কারণ অ্যালকোলয়েডটা কার্যকরী হয় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। যন্ত্রণায় আশ্লেষে তার শরীর বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে, দুহাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে সে টলতে লাগল,—আর তারপরেই অত্যন্ত কর্কশ চিৎকার করে পড়ে গেল দড়াম করে। লাথি মেরে ওকে চিৎ করে ফেললাম, তারপর বুকে হাত রাখলাম, কোনো স্পন্দন নেই, মৃত্যু হয়েছে তার।

'এদিকে আমার নাক দিয়ে সমানে রক্ত ঝরছে, কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি নেই তখন। জানি না সেই রক্ত দিয়ে দেয়ালে লেখার খেয়ালটা কেন আমার মাথায় এল। হয়তো পুলিশকে ভুল পথে চালানোর দুষ্টু বুদ্ধিটা জেগেছিল, কারণ তারপর আমার মন বেশ হালকা হল, খুশি-খুশি হয়ে উঠল। মনে পড়ল নিউইয়র্কে থাকতে একজন জার্মানের দেহ পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে সে ছিল তার উপরে RACHE কথাটা লেখা ছিল এবং তখনকার কাগজে কাগজে এ

www.pathagar.com

নিয়ে লেখালেখি হয়েছিল। আন্দাজ করা হয়েছিল হয়তো কোন গুপ্ত সংস্থার কীর্তি। আমার মনে হয়েছিল লন্ডনের মানুষকেও তা ধাঁধায় ফেলবে, তাই আমি সেই রক্তে আঙুল ডুবিয়ে দেওয়ালের একটা সুবিধামতো জায়গায় লিখলাম কথাটা। তারপর ফিরে গেলাম গাড়িতে। লক্ষ করলাম কেউ নেই কোথাও, আর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে প্রচণ্ড। খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর আমি পকেটে হাত দিলাম, যে পকেটে সচরাচর লুসির আংটিটা রাখি। কিন্তু দেখলাম সেটা নেই সেখানে। আমি যেন বজ্রাহত হয়ে পড়লাম, কারণ আমার কাছে লুসির একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন ছিল ওটাই। মনে হল, হয়তো যখন ড্রেবরের মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়েছিলাম তখন এটা পড়ে গিয়ে থাকবে, তাই পাশের একটা রাস্তায় গাড়িটা রেখে নির্ভয়ে এগোলাম বাড়িটার দিকে—আংটিটা উদ্ধার করার জন্যে আমি তখন যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। একটা পুলিশ বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছিল, ঢুকতে গিয়েই একেবার সরাসরি তার দুই হাতের মধ্যে পড়ে যাই। একেবারে বেহেড মাতালের অভিনয় করে তবে রক্ষা পাই তখন।

'একন. জে. ড্রেবারের মৃত্যু এইভাবে হল। তখন শুধু স্ট্যাঙ্গারসনকেও এই পরিণতিতে পৌঁছিয়ে দেওয়া, তাহলেই জন ফেরিয়ারেরও মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হবে। জানতাম সে হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে আছে, তাই আমি সারাদিন ঘুর-ঘুর করলাম সেখানে। কিন্তু বেরোল না সে। যখন দেখল ড্রেবার ফিরল না, হয়তো কোনো সন্দেহ তার মনে জেগে থাকবে। সে ছিল যেমন অত্যন্ত ধূর্ত, তেমনি সাবধানী। কিন্তু বাড়ি থেকে না বেরিয়ে আমায় ঝেড়ে ফেলতে পারবে এই যদি মনে করে থাকে তাহলে সে খুব ভুল করেছে। ওর শোবার ঘরের জানলা কোনটা তা জানতে আমার দেরি হল না। হোটেলের পেছনে কয়েকটা মই ছিল, পরদিন খুব ভোরে,—তখন সবে অন্ধকার হালকা হয়ে আসছে, একটা মইয়ের সাহায্যে ঢুকলাম তার ঘরে। জাগালাম তাকে। বললাম, 'বহুকাল আগে সে যে হত্যাকাণ্ড করে এসেছে তার জবাবদিহি করতে হবে এখন। ড্রেবারের কীভাবে মৃত্যু হয় তাকে জানালাম, বিষাক্ত বড়ি থেকে বেছে নেবার সুযোগ তাকেও দিলাম আমি। এতে বেঁচে যাওয়ার যেটুকু সুযোগ ছিল তা গ্রহণ না করে সে বিছানা তেকে লাফিয়ে উঠল আমার গলা লক্ষ্য করে। আত্মরক্ষার তাগিদে তখন আমায় তার বুকে ছুরি বসাতে হল। অবশ্য না হলেও পরিণতিতে কোনো হেরফের হত না, কারণ দৈব কখনই সেই অপরাধীকে বিষবড়ি ছাড়া অন্যটা বেছে নিতে দিত না।

'আর বিশেষ বলার নেই, এবং সেইটিই ভালো, কারণ আমার দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।—এর পরেও আমাকে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল যতদিন না আমেরিকায় ফেরার মতো টাকা জোগাড় করতে পারছি। একদিন গাড়ির আড্ডায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একটা রুক্ষ ছেলে এসে জিজ্ঞেস করল জেফারসন হোপ নামে এক গাড়োয়ান এখানে আছে কি না,—বলল ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে যেন গাড়ি নিয়ে যায়। কোনো সন্দেহ না করে আমি গেলাম সেখানে, আর তারপরে এই যুবকটি হাতে এই কড়া পরিয়ে দিলেন—এমন কায়দায়, যেমনটি আমি জীবনে কখনো দেখি নি। এই হল আমার সম্পূর্ণ কাহিনী, ভদ্রমহোদয়গণ। আপনারা হয়তো আমায় হত্যাকারী বলতে পারেন, কিন্তু আমি দাবি করছি, আপনারা যতটা, আমিও ঠিক ততটাই দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী।'

চোখ টিপে, হাসতে হাসতে কয়েদিটি বলল, 'নিজের কথা আমি বলতে পারি, কিন্তু অন্যকে বিপদে ফেলতে চাই না। আপনার বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয়েছিল হয়তো এ কোনো ফাঁদ, কিংবা হয়তো সত্যিই আমার সেই আংটিটাই।' বন্ধুটি নিজে থেকেই বলল গিয়ে দেখবে। নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে কাজটা সে বেশ পরিপাটিভাবেই করেছিল।'

'হ্যাঁ, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।'—সহৃদয়ভাবে বললেন হোমস।

www.pathagar.com

খুব গম্ভীরভাবে ইনস্পেকটর বললেন—'যাই হোক, ভদ্রমহোদয়গণ, আইনের যা যা করণীয় সেগুলো মেনে চলতেই হবে। বৃহস্পতিবার আসামীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে। এবং সেই সময়ে আপনাদেরও উপস্থিত থাকা চাই। সেই সময় পর্যন্ত এর দায়িত্ব আমার উপর।' এই বলে তিনি ঘন্টা বাজালেন। জন দুই ওয়ার্ডার্স এসে জেফারসন হোপকে নিয়ে চলে গেল। এবং হোমস আর আমি থানা থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে ফিরে এলাম বেকার স্ট্রিটে।

—

www.pathagar.com

www.pathagar.com